

GOV

APRIL TO DEE

18 84

Gan.
Librarian

Uttarpara Joykrishna Public Library
Govt. of West Bengal



গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 8, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৮ আশ্বিন।

CONTENTS.

	PAGE.	নির্ণয়।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India	41-43	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন	৪১-৪৩
PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut.-Governor of Bengal	351-371	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন	৩৫১-৩৭১
PART III.—Acts of the Legislative Council of India	5-25	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	৫-২৫
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council	9-15	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি	৯-১৫
PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue	23-26	সপ্তম খণ্ড।—হাইকোর্টের ও রেবিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র	২৩-২৬
PART VIII.—Advertisements	399-408	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহার প্রকৃতি	৩৯৯-৪০৮
SUPPLEMENT	Nil.	পারিশিষ্ট গবর্ণমেন্ট গেজেট	নাই।

PART I.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রকৃতি।

LEGISLATIVE DEPARTMENT.**NOTIFICATION.***Simla, the 26th March 1884.*

No. 7. His Excellency the Viceroy and Governor-General, under the authority vested in him by the Statute 24 and 25 Vic., cap 67, section 10, has been pleased to nominate Mr. D. G. Barkley, of the Bengal Civil Service, to be an Additional Member of the Council of the Governor-General for the purpose of making Laws and Regulations.

D. FITZPATRICK,

*Secretary to the Government of India.***HOME DEPARTMENT.****NOTIFICATIONS.—PUBLIC.***Calcutta, the 24th March 1884.*

No. 527.—Under the provisions of section 9 of Statute 24 and 25 Vic., Cap. 67, the Governor-General in Council is pleased to direct that His Excellency's Council shall assemble at Simla in the jurisdiction of the Lieutenant-Governor of the Punjab.

No. 530.—During the absence of the Governor-General in Council from Calcutta, the Officiating Secretary to the Government of India in the Military Department at the Presidency will have charge of that portion of the Home Department which is left at Calcutta.

A. MACKENZIE,

*Secy. to the Govt. of India.***FOREIGN DEPARTMENT.****NOTIFICATION.—GENERAL.***Fort William, the 22nd March 1884.*

No. 604G.—During the absence of the Governor-General in Council from Calcutta, the Officiating Secretary to the Government of India in the Military Department at the Presidency will have charge of that portion of the Foreign Department which is left at Calcutta.

J. W. RIDGEWAY, *Lieut.-Col.,**Offg. Under-Secy. to the Govt. of India.*

জেনারেলের ডিপার্টমেন্ট ।

বিজ্ঞাপন ।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ২১ মার্চ ।

৭ নম্বর ।—মহিমবর জিহুত রাজপ্রতিনিধি ও গবর্নর জেনারেল সাহেবের প্রতি মহারানী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ৬৭ অধ্যায়ের ১০ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে তিনি বঙ্গদেশের সিভিল সার্ভিসের জিহুত ডি, জি, বার্কলে সাহেবকে আইন ও বাবদ প্রায়শনার্জ জিহুত গবর্নর জেনারেল সাহেবের মন্ত্রিসভার অতিরিক্ত সভাপদে মনোনীত করিলেন ।

ডি, ফিট্জপ্যাট্রিক,
ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

হোম ডিপার্টমেন্ট ।

বিজ্ঞাপন ।—পাবলিক ।

কলিকাতা, ১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ ।

৫২৭ নম্বর ।—মন্ত্রিসভাপ্রতিষ্ঠিত জিহুত গবর্নর জেনারেল সাহেব মহারানী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ৬৭ অধ্যায়ের ৯ ধারার বিধানমতে এই আদেশ করিলেন যে, পঞ্জাবের জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন সিমলায় মহিমবর জিহুতের মন্ত্রিসভার অধিবেশন হইবে ।

৫৩০ নম্বর ।—মন্ত্রিসভাপ্রতিষ্ঠিত জিহুত গবর্নর জেনারেল সাহেবের কলিকাতায় অনুপস্থিতিকালে হোম ডিপার্টমেন্টের যে অংশ কলিকাতায় থাকিল রাজধানীতে মিলিটারী ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী সাহেব সেই অংশের কার্যের অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত থাকিবেন ।

এ. মাকেঞ্জি,
ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

করিন্ ডিপার্টমেন্ট ।

বিজ্ঞাপন ।—সাদারণ ।

ফোর্ট উলিয়ম, ১৮৮৪ সাল ২২ মার্চ ।

৬০৪ নম্বর (৭) ।—মন্ত্রিসভাপ্রতিষ্ঠিত জিহুত গবর্নর জেনারেল সাহেবের কলিকাতায় অনুপস্থিতিকালে করিন্ ডিপার্টমেন্টের যে অংশ কলিকাতায় থাকিল রাজধানীতে মিলিটারী ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী সাহেব সেই অংশের কার্যের অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত হইবেন ।

জে, ডবলিউ রিজগেয়ে, লেপ্টেনেন্ট কর্নেল,
ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের একটিং ছোট সেক্রেটারী ।



গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 8, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৮ আশ্বিন।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

NOTIFICATION

The 31st March 1884.—The following instructions are notified for the guidance of officers corresponding directly with the Government of Bengal during the time His Honour the Lieutenant-Governor is at Darjeeling :—

As a general rule, all communications should be sent, as usual, to the Secretariat at Calcutta, but communications which are urgent, and which can be made complete in themselves, so as not to require reference to papers at the Presidency, may be sent direct to the Secretary of the department concerned with the Lieutenant-Governor at Darjeeling.

F. B. PRACOCK,
Secy to the Govt. of Bengal.

No. 1789A.

GENERAL.—The 21st March 1884.—Moulvie Syed Mahomed, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, 24-Pergunnahs, is transferred to the sudder station of the District of Hooghly.

Baboo Khetter Mohun Mookerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Hooghly, is transferred to Jessore, and is appointed to have charge of the Jhenuidah sub-division of that district, during the absence on leave of Mr. W. G. Deane, or until further orders.

The 26th March 1884.—Mr. W. H. Page, Joint-Magistrate and Deputy Collector, who reported his return from furlough on the 22nd instant, is appointed to officiate as District and Sessions Judge of Bhagalpore, during the absence, on leave, of Mr. W. H. Verner, or until further orders.

The 27th March 1884.—Mr. H. Holmwood, Assistant Magistrate and Collector, Kachua, Nudda, is allowed special leave for six months under section 61 of the Civil Leave Code, with effect from the 4th proximo.

Baboo Petumber Banerjee, Sub-Deputy Collector, Mymensingh, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 8th proximo.

Mr. H. Mosley, Magistrate and Collector, Moorsheadabad, reported his departure from India, on furlough, on the 9th instant.

The 28th March 1884.—Mr. F. W. J. Rees, Officiating District and Sessions Judge, Tipperah, is appointed to act, until further orders, in the first grade of District and Sessions Judges, with effect from the 9th instant.

Mr. F. W. V. Peterson, District and Sessions Judge, Jessore, is appointed to act, until further orders, in the first grade of District and Sessions Judges, with effect from the 11th instant.

Mr. E. H. Ruddock, Magistrate and Collector, Rajshahye, is appointed to act, until further orders, in the second grade of Magistrates and Collectors, with effect from the 2nd instant.

The 29th March 1884.—Mr. J. G. Ritchie, c.s., reported his departure from India, on furlough, on the 25th ultimo.

Mr. G. J. B. T. Dalton, Officiating Magistrate and Collector, Dinagepore, is appointed to officiate as Deputy Commissioner of Julpigoree, during the absence, on furlough, of Colonel B. W. D. Morton, or until further orders.

The 31st March 1884.—Moulvie Shaikh Abdullah, Temporary Sub-Deputy Collector, Sewan, Sarun, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 20th April 1884.

[*Government Gazette, 8th April 1884.*]

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে কার্য্য প্রকরণ লিখিত পাঠান করিয়া থাকেন মান্যবর শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের দার্জিলিং অবস্থিতি কালে তাঁহাদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শনার্থ নিম্নলিখিত উপদেশ বাক্য প্রকাশ করা গেল।

সকল কাগজপত্র সচরাচর কলিকাতার সেক্রেটারীর আফিসে যেন পাঠান গিয়া থাকে ভেদনি পাঠান যাইবে এইটি সাধারণ বিধি। কিন্তু যে সকল কাগজপত্র দ্বারা মেখা আবশ্যক ও অতীত পূর্ণ থাকে অর্থাৎ রাজধানীর কাগজপত্র দেখিবার আবশ্যক না হয়, সেই সকল কাগজপত্র যে কার্য্যবিভাগ সম্পর্কীয় হয় দার্জিলিং শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের সঙ্গে সেই কার্য্যবিভাগের যে সেক্রেটারী আছেন তাঁহার নিকট একেবারে পাঠান যাইতে পারিবে।

এক. বি. পীকক.

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

১৭৮৯ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮৩ সাল ২১ মার্চ।—২৪ পরগনার একটিং ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মোলবী মৈয়দ মহম্মদ হুগলী জিলার সদর মোকামে প্রেরিত হইলেন।

শ্রীযুত ডবলিউ. জি. ডায়র সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, তদনুযায়ী ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাহাদুর মোহন মুখোপাধ্যায় যশোহরে প্রেরিত হইয়া সেই জিলার অন্তর্গত বিনিদহ মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৩ সাল ২৩ মার্চ।—শ্রীযুত ডবলিউ. এচ. বর্নর সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় আইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত ডবলিউ. এচ. পোন্ড সাহেব নিয়মিত ছুটি হইতে এই মাসের ২২ তারিখে স্বীয় প্রত্যাগমনের রিপোর্ট করিয়া তাগিলপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মার্চ।—মদীয়ার অন্তর্গত কুর্নীর মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত এচ. গেমউড সাহেব সিভিল কার্য্যকারকদের ছুটির বিধির ৬১ ধারামতে আগামি মাসের ৪ তারিখ অবধি ছয় মাসের বিশেষ ছুটি পাইলেন।

ময়মনসিংহের সদ-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাহাদুর বন্দোপাধ্যায় সিভিল কার্য্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে আগামি মাসের ৮ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

মুরশিদাবাদের মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত এচ. মোলো সাহেব নিয়মিত ছুটি লইয়া এই মাসের ৯ তারিখে ভারতবর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ মার্চ।—ত্রিপুরার একটিং ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুত এফ. ডবলিউ. জে. রীস সাহেব এই মাসের ৯ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজদের প্রথম শ্রেণী-মতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

যশোহরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুত এফ. ডবলিউ. বি. পিটারসন সাহেব এই মাসের ১১ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজদের প্রথম শ্রেণী-মতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজশাহীর মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত ই. এচ. রডক সাহেব এই মাসের ২ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরদের দ্বিতীয় শ্রেণী-মতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৯ মার্চ।—শ্রীযুত জে. জি. রিচী সাহেব, সি. এস. নিয়মিত ছুটি লইয়া গত মাসের ২৪ তারিখে ভারতবর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

কর্ণেল শ্রীযুত বি. ডবলিউ. ডি. মটন সাহেবের নিয়মিত ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, দিনাজপুরের একটিং মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত জি. জে. বি. টি. ডালটন সাহেব জলপাইগুড়ির ডেপুটী কমিশনারের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—সারনের অন্তর্গত সেওয়ারের ক্রিয়াকালীন সদ-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মোলবী সেখ আবদুল্লাহ সিভিল কার্য্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ২০ এপ্রিল অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ এপ্রিল।]

Mr. F. J. G. Campbell, District and Sessions Judge, Furreedpore, on leave, is appointed to act as District and Sessions Judge, Rajshahye, during the absence, on deputation, of Mr. J. B. Worgan, or until further orders.

Mr. J. G. Charles, Officiating District and Sessions Judge, Rajshahye, is appointed to act as Additional District and Sessions Judge, 24-Pergunnahs and Hooghly, during the absence, on deputation, of Mr. H. Beverley, or until further orders.

Mr. C. R. Marriott, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Dacca, is allowed furlough for fifteen months, under section 50 of the Civil Leave Code, with effect from the 19th July next, or such subsequent date as he may avail himself of it.

The 1st April 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mr. A. A. Wace of his commission as a Captain in the A Company of the Northern Bengal Volunteer Rifle Corps.

Baboo Shama Churn Mitter, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Aurungabad, Gya, is allowed leave for one month, under section 130, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

Baboo Uma Churn Gangooly, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Satkhira, Khoolna, on leave, is posted to Burdwan, and is appointed to have charge of the Culna sub-division of that district.

Baboo Mohanund Gupta, Deputy Magistrate and Deputy Collector, on special duty, is allowed privilege leave for one month, with effect from the 5th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Mr. W. G. Deare, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Jhenida. Jessore, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it.

Baboo Kedar Nath Dutt, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Baraset, 24-Pergunnahs, is transferred to the Serampore sub-division of the district of Hooghly.

Baboo Gopendra Krishna, Assistant Magistrate and Collector, Culna, Burdwan, is transferred to the 24-Pergunnahs, and is appointed to have charge of the Baraset sub-division of that district.

Moulvie Ramizuddin, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Contai, Midnapore, is transferred to the Brahmunberiah sub-division of the district of Tipperah.

Baboo Rajkissore Narain, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Gya, on special duty, is appointed to have charge of the Aurungabad sub-division of that district, during the absence, on leave, of Baboo Shama Churn Mitter, or until further orders.

Baboo Monmotho Coomar Bose, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector on special duty, is posted to the sudder station of the district of Patna.

Mr. H. Farrer, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Serajgunge, Pubna, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 14th March last.

Mr. A. C. Tute, Temporary Joint-Magistrate and Deputy Collector, Dinagepore, is appointed to officiate as Magistrate and Collector of that district, during the absence, on deputation, of Mr. T. E. Coxhead, or until further orders.

Mr. E. G. Glazier, Magistrate and Collector, Pubna, is appointed to act as Magistrate and Collector, Mymensingh, during the absence, on deputation, of Mr. N. S. Alexander, or until further orders.

Mr. R. Cornish, Joint-Magistrate and Deputy Collector, Midnapore, is appointed to act as Magistrate and Collector, Pubna, during the absence, on deputation, of Mr. E. G. Glazier, or until further orders.

রাজকার্যোপলক্ষে জি. বি. ওয়ার্লেন সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ছুটিপ্রাপ্ত করীদপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জি. বি. কাম্বেল সাহেব রাজশাহীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্যোপলক্ষে জি. বি. ওয়ার্লেন সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় রাজশাহীর একটিং ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জি. বি. চার্লস সাহেব ২৪ পরগনা ও হুগলীর আভিপ্যায়ন ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ঢাকার একটিং হাইন্ট-মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি. বি. আর. মেরিয়ট সাহেব আগাধি জুলাই মাসের ১২ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫০ ধারামতে শ্রমের মাসের নিয়মিত ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১ আশ্বিন।—জি. বি. ওয়ার্লেন সাহেব বঙ্গদেশের উত্তর দিকের বলভিয়ার রাইকল মলের A কোম্পানিতে কাপাসম্বরূপ স্বীয় কনিষ্ঠ্যম তাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান জি. বি. সেন্টেনেট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

গরার অন্তর্গত আরজাবাদের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি. বি. আর. মেরিয়ট সাহেব যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩০ ধারামতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

খুলনার অন্তর্গত সাতকীরার ছুটিপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি. বি. আর. মেরিয়ট সাহেব যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩০ ধারামতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

বিশেষ কার্যে নিযুক্ত ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি. বি. আর. মেরিয়ট সাহেব যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি এক মাসের অনুগ্রহের ছুটি পাইলেন।

যশোরের অন্তর্গত ক্রিমিনালের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি. বি. আর. মেরিয়ট সাহেব যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

২৪ পরগনার অন্তর্গত বাবাসতের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি. বি. আর. মেরিয়ট সাহেব যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

বর্ধমানের অন্তর্গত কালনার আফিটে-মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জি. বি. আর. মেরিয়ট সাহেব যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাঁতির ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি. বি. আর. মেরিয়ট সাহেব যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

জি. বি. আর. মেরিয়ট সাহেব যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

বিশেষ কার্যে নিযুক্ত একটিং ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি. বি. আর. মেরিয়ট সাহেব যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি এক মাসের অনুগ্রহের ছুটি পাইলেন।

পাবনার অন্তর্গত শেরাজগঞ্জের একটিং হাইন্ট-মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি. বি. আর. মেরিয়ট সাহেব যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

রাজকার্যোপলক্ষে জি. বি. টি. ই. কনসেড সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় মির্জাপুরের কিংসলীন হাইন্ট-মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি. বি. আর. মেরিয়ট সাহেব যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

রাজকার্যোপলক্ষে জি. বি. টি. ই. কনসেড সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পাবনার মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জি. বি. আর. মেরিয়ট সাহেব যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

রাজকার্যোপলক্ষে জি. বি. টি. ই. কনসেড সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় মেদিনীপুরের হাইন্ট-মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি. বি. আর. মেরিয়ট সাহেব যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আশ্বিন।]

EDUCATION.—*The 28th March 1884.*—The following gentlemen are appointed to be members of the District School Committee of Noakholly :—

Mr. J. Posford, District Judge, *vice* Mr. Rees, transferred.

Baboo Chandra Bhusan Chakravarty, Deputy Magistrate and Deputy Collector, *vice* Baboo Bagola Prosonna Mozumdar, transferred.

„ Radha Kanta Aich, B.L., Pleader, Judge's Court, Noakholly.

OPIMUM.—*The 27th March 1884.*—Mr. A. Elliot, Assistant Sub-Deputy Opium Agent, Burhi, is allowed furlough for six months, under section 132 of the Civil Leave Code, with effect from the 1st May next, or such subsequent date as he may avail himself of it.

PORT TRUST.—*The 1st April 1884.*—Mr. R. Steel is confirmed in his appointment, under section 4, Act V (B.C.) of 1870, as a Commissioner for making Improvements in the Port of Calcutta, *vice* Mr. W. P. Alexander.

Mr. G. Irving is re-appointed, under section 3, Act V (B.C.) of 1870, to be a Commissioner for making Improvements in the Port of Calcutta.

MEDICAL.—*The 24th March 1884.*—Baboo Mohini Mohun Das is appointed to be a visitor of the Dacca Lunatic Asylum, *vice* Baboo Brojendra Kumar Rai, resigned.

The 27th March 1884.—Dr. Uday Chand Dutt, Civil Medical Officer, Serampore, Hooghly, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

Assistant Surgeon Poorno Chunder Singh, a Supernumerary at the Presidency, is appointed to act as Civil Medical Officer, Serampore, Hooghly, during the absence, on leave, of Dr. Uday Chand Dutt, or until further orders.

Surgeon L. A. Waddell, Resident Physician, Medical College Hospital, on leave, is appointed to act as Professor of Chemistry and Chemical Examiner in that institution, during the absence, on leave, of Surgeon C. J. H. Warden, or until further orders.

The 31st March 1884.—Assistant Surgeon Chunder Bhosun Bose, a Supernumerary at the Presidency, is appointed to have medical charge of the outpost of Demagiri, in the district of the Chittagong Hill Tracts.

MUNICIPAL.—*The 24th March 1884.*—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Bah Municipality :—

Baboo Shib Chundra Chatterjee	...	} Pleaders, Judge's Court, Hooghly.
„ Prankissen Kuwar	...	
„ Sri-kissen Gangooly	...	} Landholders.
„ Haran Chundra Mukerjee	...	

Mr. J. C. Stuck, Assistant Superintendent of Police, is appointed to be a Commissioner of the Serajgunge Municipality, in the district of Fubna, *vice* Baboo Nobin Chunder Roy, Sub-Deputy Collector.

The 25th March 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Baraset Municipality of Assistant Surgeon Kailas Chandra Chatterjee to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Serampore Municipality of Baboo Nandolal Gossain to be their Vice-Chairman.

The 28th March 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Dacca Municipality :—

Mr. C. S. Hill, Professor, Dacca College.		Syed Hossein Ali.
„ W. C. Edwards.		Mir Mohamed Ali.
		Shaik Hyder Buksh.

[*Government Gazette, 8th April 1884.*]

শিক্ষাবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৮ মার্চ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা নওয়াখালী জিলার স্কুল কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত রীস সাহেব স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে ডিষ্ট্রিক্ট জজ শ্রীযুত জে, পোস্টার্ড সাহেব।

শ্রীযুত বাবু বগলা প্রসন্ন মজুমদার স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু চন্দ্র ভূষণ চক্রবর্তী।

নওয়াখালীর জজ আদালতের উকীল শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত আইচ, বি, এল।

আফিম বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৭ মার্চ।—বাহির আফিমের আমসিট সর্ব-ডেপুটী এজেন্ট শ্রীযুত এ, এলিয়ট সাহেব আগামি মে মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি দিবিলা কার্খাকারকদের ছুটির বিধির ১৩২ ধারামতে ছয় মাসের নিয়মিত ছুটি পাইলেন।

পোর্ট ট্রাফিক বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১ আপ্রিল।—শ্রীযুত ডবলিউ, সি, আলেকজান্ডার সাহেবের পরিবর্তে শ্রীযুত আর, ফীল সাহেব ১৮৭০ সালের বন্দীয় ৫ আইনের ৪ ধারামতে কলিকাতা বন্দরের উৎকর্ষ সাধনার্থ কমিশ্যনর স্বরূপ স্বীয়পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত জি, অর্কিং সাহেব ১৮৭০ সালের বন্দীয় ৫ আইনের ৩ ধারামতে কলিকাতা বন্দরের উৎকর্ষ সাধনার্থ কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ।—শ্রীযুত বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার রায় কর্ম্য ভাগ করাতে শ্রীযুত বাবু মোহিনীমোহন দাস চাকার কিন্তু ব্যক্তিরের আশ্রয় বাটীর পরিদর্শকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মার্চ।—জুগলীর অন্তর্গত জীরামপুরের মিলি চিকিৎসক ডাক্তার শ্রীযুত উদয়চাঁদ দত্ত, অন্যের প্রতি কথ্যে রহস্যাপণ করিবার তাবিত্ত অধি দিবিলা কার্খাকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

ডাক্তার শ্রীযুত উদয়চাঁদ দত্তের ছুটিপ্রযুক্ত অনুরূপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আত্মা না হয়, রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিষ্টান্ট সর্জন শ্রীযুত পৃথচন্দ্র সিংহ জুগলীর অন্তর্গত জীরামপুরের মিলি চিকিৎসকের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

সর্জন শ্রীযুত সি, জে, এচ, ওয়ার্ডেন সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুরূপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আত্মা না হয়, ছুটিপ্রাপ্ত মেডিকাল কালেক্টর ইম্পাণ্টের রোজিডেন্ট কমিশিয়ন সর্জন শ্রীযুত এল, এ, ওয়ার্ডেন সাহেব উক্ত কালেক্টর কিনির বিদ্যার অদ্যাপকের ও কিনিয় পরীক্ষকের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিষ্টান্ট সর্জন শ্রীযুত চন্দ্রভূষণ বসু চট্টোপাধ্যায়ের পর্তুগীজ প্রদেশ জিলার অন্তর্গত দেমাগি ফাঁড়ির চি, ১৭ নাকার্বোর ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

মুন্সিপাল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বালি মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

জুগলীর জজ আদালতের উকীল	{	শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
	{ প্রাণকৃষ্ণ কুণ্ডর।
ভূম্যধিকারী	{ শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়।
	{ হারাগচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সর্ব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু নবীনচন্দ্র রায়ের পরিবর্তে পোলীসের আমসিট সর্বপারিটে-গেটে শ্রীযুত জে, সি, টাক সাহেব পাবনা জিলার অন্তর্গত শেরাজগঞ্জ মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৫ মার্চ।—বারাসত মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের আমসিট সর্জন শ্রীযুত টেকনাং চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট-গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

জীরামপুর মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের শ্রীযুত বাবু নন্দলাল গোস্বামিকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ মার্চ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ঢাকা মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ঢাকা কালেক্টর অধ্যাপক শ্রীযুত সি, এস, হিল সাহেব।	শ্রীযুত লৈরদ হুসেন আলি।
শ্রীযুত ডবলিউ, সি, এডওয়ার্ডস সাহেব। মির মহম্মদ আলি।

শ্রীযুত মেথ হুয়দর বক্স।

[সর্বমেন্টে গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

ROAD CESS.—*The 20th March 1884.*—Mr. G. K. Lyon, Joint-Magistrate, is appointed to be Vice-Chairman of the Patna District Road Committee, *vice* Mr. Grindlay, transferred.

The 21st March 1884 —Baboo Bepin Behary Dutt is re-appointed to be Vice-Chairman of the Midnapore District Road Committee.

The 22nd March 1884.—Baboo Probhat Chunder Sen is appointed, and the gentlemen named below are re-appointed, to be members of the Julpigoree District Road Committee :—

Richard Haughton, Esq.
Munshi Rohim Bux.
,, Khairat Ali.

Baboo Kali Dass Goopta.
,, Sreenath Chuckerbutty.
,, Preo Nath Banerjee, B. L.

Baboo Preo Nath Banerjee is also appointed to be Vice-Chairman of the Committee.

The 25th March 1884.—Baboo Ratonessari Prosad Narain Singh and Mr. C. B. Boileau are appointed to be members of the Sarun District Road Committee, *vice* Shew Gobiud Shaw and Mr. R. B. Reid, respectively.

Baboo Doorga Dass Roy and Baboo Kadar Nath Chatterjee are appointed to be members of the Beerbhoom District Road Committee, *vice* Baboo Gogessur Sen and Baboo Protap Chunder Singh, respectively.

Baboo Sree Nath Chatterjee and Baboo Hardhyan Singh are appointed to be members of the Branch Road Committee of Buxar, in the Shahabad district.

Moulvie Syed Zuheruddin and Baboo Sham Narayan are appointed to be members of the Branch Road Committee of Dinapore, in the Patna district, *vice* Lieutenant-Colonel Hedeyat Ali and Baboo Gourpershad Shah, respectively.

The 26th March 1884.—Moulvie Gowhur Ally, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, is re-appointed to be Vice-Chairman of the Durbhunga District Road Committee.

The 27th March 1884.—Baboo Tarini Charan Roy and Baboo Kailas Chandra Ghosal are appointed to be members of the Muushigunge Branch Road Committee, in the Dacca district, *vice* Baboo Bhagwan Chandra Gupta and Baboo Jogesh Chandra Bose, respectively.

The following notifications are republished from the *Assam Gazette* :—

No. 79.—The 19th March 1884.—Furlough for eighteen months, under section 49 of the Civil Leave Code, is granted to Mr. A. J. Prinrose, Assistant Commissioner, Nowgong.

No. 85.—The 20th March 1884.—Furlough for eight months, under section 49, chapter V of the Civil Leave Code, is granted to Mr. W. W. Daly, Commandant of the Frontier Police, Surma Valley Division, with effect from the 2nd February 1884.

This cancels notification No. 37, dated the 7th February 1884, in the *Assam Gazette* dated the 9th idem.

No. 157.—The 20th March 1884.—Mr. H. Muspratt made over charge of the office of District and Sessions Judge of Sylhet and Sessions Judge of Cachar to Baboo Ram Kumar Pal Chaudhuri, and availed himself of subsidiary leave, preparatory to retirement from the service, in the forenoon of the 11th March 1884.

No. 158.—Mr. J. Kellcher, who has been appointed District and Sessions Judge of Sylhet and Sessions Judge of Cachar, received charge of office from Baboo Ram Kumar Pal Chaudhuri in the afternoon of the 11th March 1884.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

পঞ্চকর বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২০ মার্চ।—জিহুত গিণ্ডলে সাহেব স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে জাইন্ট ম্যাজিস্ট্রেট জিহুত সি, কে, লিয়ন সাহেব পাটনা জিলার পথ কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২১ মার্চ।—জিহুত বাবু বিশিষ্টবিহারী দত্ত মেদিনীপুর জিলার পথ কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনরায় নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২২ মার্চ।—জিহুত বাবু প্রতাপচন্দ্র সেন জলপাইগুড়ি জিলার পথ কমিটীর মেম্বরে পদে নিযুক্ত এবং নিম্নলিখিত মহাশয়েরা পুনরায় নিযুক্ত হইলেন।

জিহুত চিচার্ড হটেল সাহেব।

” মুনশী রামেশ্বর বসু।

” ” হরনাথ আলি।

জিহুত বাবু কালিদাস গুপ্ত।

” ” জিনাথ চক্রবর্তী।

” ” প্রিয়নাথ বন্দোপাধ্যায়, বি. এল।

জিহুত বাবু প্রিয়নাথ বন্দোপাধ্যায়, উক্ত কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদেও নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৫ মার্চ।—জিহুত শিবগোবিন্দ শা ও জিহুত আর, বি, রীড সাহেবের পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে জিহুত বাবু রত্নেশ্বরী প্রসাদ দারায়ণ সিংহ ও জিহুত সি, বি, বসু সাহেব দারায়ণ জিলার পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জিহুত বাবু গজেন্দ্র সেন ও জিহুত বাবু প্রতাপচন্দ্র সিংহের পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে জিহুত বাবু চুর্ণীদাস রায় ও জিহুত বাবু কেশরনাথ চট্টোপাধ্যায় বীরভূম জিলার পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জিহুত বাবু জিনাথ চট্টোপাধ্যায় ও জিহুত বাবু হরধান সিংহ শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত বঙ্গারের শাখা পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

লেন্টেনেট কর্নেল জিহুত হেমচন্দ্র আলি ও জিহুত বাবু গৌর প্রসাদ শাহার পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে জিহুত মৌলবী নৈয়দ জহরুদ্দীন ও জিহুত শ্রীমদারায়ণ বাবু পাটনা জিলার অন্তর্গত দানাপুরের শাখা পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ মার্চ।—একটি ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিহুত মৌলবী গোবিন্দ আলি হারিতাবাদ জিলার পথ কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনরায় নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মার্চ।—জিহুত বাবু কগবান চন্দ্র গুপ্ত ও জিহুত বাবু যোগেন্দ্র বসুর পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে জিহুত বাবু তারিণী চরণ রায় ও জিহুত বাবু কলাসচন্দ্র স্বাধীন ঢাকা জিলার অন্তর্গত মুনশী-গঞ্জের শাখা পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্ন লিখিত বিজ্ঞাপন আদায় গেজেটে হইতে উদ্ধৃত করা গেল।—

৭৯ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ১৯ মার্চ।—মৌলবীর আসিস্ট্যান্ট কমিশনার জিহুত এ, জে, হিমরোস সাহেব গিবিলা কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৪৯ ধারামতে আঠার মাসের নিয়মিত ছুটি পাইলেন।

৮১ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ২০ মার্চ।—মুর্শা উপত্যকা খণ্ডের গৌরীপুর স্থানের পোলীসের বমাণীতে জিহুত ডবলিউ, ডবলিউ, ডাব্লিউ স হেন গিবিলা কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৪৯ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি অবধি আট মাসের নিয়মিত ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারির আদায় গেজেটে প্রকাশিত ৬ মাসের ৭ তারিখের ৩৭ নং বিজ্ঞাপন এতদ্বারা রহিত করা গেল।

১৫৭ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ২০ মার্চ।—জিহুত এড, মস্কাটে সাহেব জিহুত বাবু রায়হুদা ব পাল চৌধুরীর প্রতি জিহুতের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের এবং কাছাড়ের সেশন জজের কর্মের পরিচালনা করিয়া কর্মকর্তার অবসর গ্রহণার্থ প্রস্তুত হইবার জন্য ১৮৮৪ সালের ১১ মার্চের পূর্বদিক অবধি আনুষ্ঠানিক ছুটি গ্রহণ করিলেন।

১৫৮ নম্বর।—জিহুতের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের এবং কাছাড়ের সেশন জজের পদে নিযুক্ত জিহুত জে, কলেবর সাহেব জিহুত বাবু রায়হুদার পাল চৌধুরীর স্থানে ১৮৮৪ সালের ১১ মার্চের অপরাহ্ন বর্মের তার গ্রহণ করিলেন।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ অপ্রিল।]

NOTIFICATION.

The 31st March 1884.—In continuation of the notification, dated the 4th June 1883, published at page 479, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 13th idem, the Lieutenant-Governor appoints, under the provisions of section 5 of Act XV of 1881 (the Indian Factories Act), Baboo Surja Kumar Bose, L.M.S., the certifying surgeon for the silk factories at Guruli, Moheshpore, and Nimtola, in the sub-division of Ghattal, to be also certifying surgeon for the Monoharpore Factory, in that sub-division, in place of Baboo Hrishikesh Mookerjee.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 22nd March 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Deoghur Lodging House Committee for 1884-85 :—

Baboo Jagat Durlabh Bysak, Deputy Magistrate and Deputy	} Official Members.
Collector	
Baboo Bhowani Charan Mukerjee, Head Master, Deoghur	
School	} Non-official Members.

Baboo Sailajananda Jha, High Priest
„ Russik Lal Tewari, Mukhtear
„ Jai Kumar Dutt Jha, Priest

COLMAN MACAULAY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 22nd March 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, under clause 2, section 34, Act V (B.C.) of 1876, to vest in the Commissioners of the Kishoregunge Municipality, in the district of Mymensingh, the charitable dispensary, known as the Hybutnugger Dispensary, situated within that municipality, the said dispensary not being private property or the property of any religious institution or society.

COLMAN MACAULAY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 24th March 1884.—Whereas a notification dated the 26th November 1883 was published at page 1122, part I of the *Calcutta Gazette* of the 28th November last, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm certain bye-laws framed by the Sarun District Road Committee under section 180 of the Cess Act IX (B.C.) of 1880, and whereas no objections have been raised to the bye-laws, it is now notified for general information that they are confirmed.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 24th March 1884.—Whereas a notification dated the 26th November 1883, was published at page 1122, part I of the *Calcutta Gazette* of the 28th November last, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm the bye-law framed by the Patna District Road Committee under section 180 of the Cess Act IX (B.C.) of 1880, and whereas no objections have been raised to the bye-law, it is now notified for general information that it is confirmed.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৮৩ সালের ১৯ জুনের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটে দ্বিতীয় খণ্ডের ৫১১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এই সালের ৪ জুনের বিজ্ঞাপনান্তরিত ভারতবর্ষীয় কারখানা বিষয়ক ১৮৮১ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার বিধানমতে ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত ঞ্জলি, মহেশপুর ও নিমতলার রেশম কুঠীর সার্টিফিকেট দিবার সর্বজন জিযুত বাবু শ্রীকুমার বসু এল. এম. এসকে জিযুত বাবু হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের স্থানে উক্ত মহকুমার অন্তর্গত মনোহরপুর কুঠীর সার্টিফিকেট দিবার সর্বজনের পক্ষেও নিযুক্ত করিলেন।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২২ মার্চ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ১৮৮৪-৮৫ সালের নিমিত্ত দেওয়ার বাসাবাড়ী কমিটির মেম্বরের পক্ষে নিযুক্ত হইলেন।

ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিযুত বাবু জগদ্বল্লভ বসাক	...	} ইহার রাজকীয় পদ- ধারি মেম্বর।
দেওয়ার স্থলের প্রধান শিক্ষক জিযুত বাবু ভবানীচরণ মুখোপাধ্যায়	...	
প্রধান পুরোহিত জিযুত বাবু শৈলজামদ বা	...	} ইহার রাজকীয় পদ- ধারি নহেন এমত মেম্বর।
মোস্তাফা জিযুত বাবু রসিকলাল তেওয়ারী	...	
পুরোহিত জিযুত বাবু জয় কুমার দত্ত বা	...	

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২২ মার্চ।—সাধারণের অবগত্যর্থ্য এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ময়মন-সিংহ জিলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ মুনিসিপালিটির মধ্যে হৈবহনগর ওষদালয় নামে যে দাওয়া ওষদালয় আছে, তাহা ব্যক্তি বিশেষের বা ধর্ম্মালয়ের বা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সম্পত্তি নী হওয়াতে জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩৪ ধারার ২ প্রকরণমতে উক্ত মুনিসিপালিটির কামগানবদের প্রতি অর্পণ করিবার কামনা করিয়াছেন।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ।—করবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে সারন জিলার পঞ্চ কমিটির প্রণীত কএক উপবিধি দৃঢ় করণার্থে জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অতিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৩ সালের ২৬ নবেম্বরের এক বিজ্ঞাপন গত ডিসেম্বর মাসের ৪ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১১১১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত উপবিধি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা নী যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থ্য এইকণে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সেই উপবিধি দৃঢ় করা গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ।—করবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইন ১৮০ ধারামতে পাটনা জিলার পঞ্চ কমিটির প্রণীত কএক উপবিধি দৃঢ় করণার্থে জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অতিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৩ সালের ২৬ নবেম্বরের এক বিজ্ঞাপন গত ডিসেম্বর মাসের ৪ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১১১১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত উপবিধি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা নী যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থ্য এইকণে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সেই উপবিধি দৃঢ় করা গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ অপ্রিল।]

NOTIFICATION.

The 24th March 1884.—Whereas a notification dated the 26th November 1883 was published at page 1122, part I of the *Calcutta Gazette* of the 28th November last, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm the bye-law framed by the Durbhunga District Road Committee under section 180 of the Cess Act IX (B.C.) of 1880, and whereas no objections have been raised to the bye-law, it is now notified for general information that it is confirmed.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 27th March 1884.—Whereas a notification, dated the 25th January 1884, was published at page 249, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 30th idem, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm the bye-laws framed by the Chittagong District Road Committee under section 180 of the Cess Act, IX (B.C.) of 1880, and whereas no objections have been raised to the bye-laws, it is hereby notified for general information that they are confirmed.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 1st April 1884.—Under section 6, Act IV (B.C.) of 1876; the Lieutenant-Governor appoints the following gentlemen to be Commissioners of the town of Calcutta, *vice* Messrs. J. Westland and J. G. Womack, resigned:—

Mr. E. F. T. Atkinson

Dr. K. B. Stuart.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 24th March 1884.—The Lieutenant-Governor sanctions the transfer of the under-mentioned villages from the jurisdiction of thana Kuarganj to that of thana Durwani, in the district of Rungpore, with effect from the 1st April 1884.

Number.	Name of village.	Thakbust number	Name of pergunnah.
1	Bungalipur	93	Rakunpur.
2	Syndpur	93	Surooppur.
3	Nano utpur	83	Ditto.
4	Lukhunpur	94	Ditto.

Note.—In this list the names given are those of the villages as demarcated and surveyed by the Revenue Survey Department, and as shown on their maps and records.

C. W. BOLTON,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৪ মার্চ।—করবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে হারভাঙ্গা জিলার পঞ্চ কমিটির প্রণীত কএক উপবিধি দৃঢ় করণার্থে জ্যুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অতিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৩ সালের ২৬ নবেম্বরের এক বিজ্ঞাপন গত ডিসেম্বর মাসের ৪ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১১১১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলো উক্ত উপবিধি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগতার্থে এইক্ষণে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, সেই উপবিধি দৃঢ় করা গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মার্চ।—করবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে চট্টগ্রাম জিলার পঞ্চ কমিটির প্রণীত কএক উপবিধি দৃঢ় করণার্থে জ্যুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অতিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৪ সালের ২৫ জানুয়ারির এক বিজ্ঞাপন গত ফেব্রুয়ারি মাসের ১২ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৩৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলো উক্ত উপবিধি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগতার্থে এইক্ষণে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সেই উপবিধি দৃঢ় করা গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১ এপ্রিল।—জ্যুত জে, ওয়েন্সলাও সাহেব ও জ্যুত জে. জি, ওমাক সাহেব কর্তৃক ভাগ করাতে জ্যুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব নিম্নলিখিত মহাশয়দিগকে ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৬ ধারামতে কালমাগা নগরের কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত করিলেন।

জ্যুত ই, এক, টি, আটকিন্সন সাহেব। | ডাক্তার জ্যুত কে, বি, স্টুয়ার্ট সাহেব।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৪ মার্চ।—জ্যুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব রঙ্গপুর জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত সকল গ্রাম ১৮৮৪ সালের ১ এপ্রিল অবধি কুমারগঞ্জ থানার এলাকাহইতে দরওয়ানী থানাভুক্ত হইবার অধুমাত দিলেন।

নম্বর।	গ্রামের নাম।			প্রাকবস্ত্র নম্বর।	পরিগণার নাম।
১	বঙ্গলপুর	৯১	ককণপুর।
২	সৈয়দপুর	৯২	সুন্দরপুর।
৩	নিয়ামতপুর	৮৩	ঐ
৪	লক্ষ্মণপুর	৯৪	ঐ

মন্তব্য।—রাজস্বের সারীলী কার্যবিভাগের কার্যকারকেরা চিত্র দিয়া অধীপ করিয়া আপনাদের মানচিত্রে ও বিকার্ডে যেহু গ্রামের যেহু নাম দিয়াছেন এই নিশ্চয়পত্রে সেইহু গ্রামের সেইহু নাম দেওয়া গেল।

সি, ডবলিউ, বোস্টন,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের এণ্ট্রি সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ এপ্রিল।]

NOTIFICATION.

The 26th March 1884.—Mr. A. W. Rendel, Locomotive Superintendent, and Mr. W. H. Chase, Assistant Locomotive Superintendent, of the Northern Bengal State Railway, are appointed to be Surveyors of steam vessels under section 2 of Act V (B.C.) of 1882.

C. W. BOLTON,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 1st April 1884.—Mr. F. E. Pargiter, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector of the 24-Pergunnahs and Commissioner of Sunderbuns, is vested with the powers of a Collector, under Act X of 1870, for the purpose of acquiring the land required for the construction of new docks at Kidderpore, in the district of the 24-Pergunnahs, regarding which a declaration, under section 6 of the Act, was published on the 11th March 1884.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 22nd March 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Mokama Union for a public purpose, viz. for improvements in the drainage of the village of Mokama, in the union of Mokama, pergunnah Gyaspore, zillah Patna, it is hereby declared that for the above purpose two plots of land, described below, are required:—

Plot No. 1.—Measuring, more or less, 1 beegha 14½ dhoores of local measurement, is bounded on the north by the dwelling-houses of Ghaghan Singh, Lal Singh and Janki Singh, situated in patti 6 annas; on the south by the dwelling-houses of Faquira Kahar, Doda Teli and Shewak Teli, situated in patti 6 annas; on the east by the dwelling-house of Meghu Singh in patti 8 annas; and on the west by the dwelling-houses of Ghaghan Singh and Bharasi Mahtan.

Plot No. 2.—Measuring, more or less, 15 cottahs 5½ dhoores of local measurement, is bounded on the north by the public road leading to Mokama Bazar; on the south by the dwelling-houses of Sanichar Kahar and Ramdial Dhanuk (ryots of Tulshi Singh and Ghaghan Singh); on the east by the cutcherry house of the one-anna mahals and shop of Gopal Bania; and on the west by the dwelling-house of Umaid Singh of patti 8 annas.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 24th March 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Bhubuah Municipality for a public purpose, viz. for a municipal market, in the town of Bhubuah, pergunnah Ghampore, district Shahabad, it is hereby declared that for the above purpose a piece of waste land measuring, more or less, 3 beeghas 2 cottahs and 2 dhoores, is required. The land is bounded on the north by the cultivated land of Lekhraj Kurmi of Bhubuah; on the south by the public road; on the east by Khoki Boha's garden and the road cess bungalow; and on the west by the cultivated land of Chhakan Jhuajra. The plan can be had for inspection in the office of the Chairman of the Bhubuah Municipality.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৬ মার্চ।—বঙ্গদেশের উত্তরদিকের স্টেট রেলওয়ের লোকোমটিন সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. ডবলিউ. বোল্টন, ও আসিস্ট্যান্ট লোকোমটিন সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. ডবলিউ. বোল্টন, ও চেস সাহেব ১৮৬২ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ২ ধারামতে বাঙ্গালী জাহাজের অবস্থার অনুসন্ধান করণার্থ সরবেরের পক্ষে নিযুক্ত হইলেন।

সি, ডবলিউ. বোল্টন,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১ আপ্রিল।—১৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত খিদিরপুরে নতুন ডাক প্রস্তুত করণার্থে ভূমি গ্রহণ করিবার জন্য ২৪ পরগনার একটিং জাউন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কমিশনার এবং সুন্দর বনের কাম-শানর জি. ডবলিউ. বোল্টন, ও চেস সাহেব ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কমিশনারের ক্ষমতা পাইলেন। উক্ত আইনের ৬ ধারামতে তৎসম্পর্কীয় বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের ১১ মার্চে প্রকাশ করা গিয়াছে।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৩ মার্চ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ পাটনা জিলার অন্তর্গত গয়াপুর পরগনার মোকামা গ্রাম সমাহারস্থিত মোকামা গ্রামে জলপ্রণালীর উৎসস্থানার্থে মোকামা গ্রাম সমাহারের অর্থবাহু গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের জি. ডবলিউ. বোল্টন, ও চেস সাহেব ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ২ ধারামতে বাঙ্গালী জাহাজের অবস্থার অনুসন্ধান করণার্থ সরবেরের পক্ষে নিযুক্ত হইলেন।

১মং খণ্ড।—স্থানীয় মাপের ন্যূনাত্মক ১/২ বিঘা ১৫ পুঁর পরিমিত ভাটার উত্তর সীমা। ২/ আনা পটীতে স্থিত গগন সিংহের, লাল সিংহের ও জ্ঞানকী সিংহের বসতী বাটী, দক্ষিণ সীমা। ৩/ আনা পটীতে স্থিত ফকীর কাহার, দোদা ডেল ও সেরক ডেলির বসতী বাটী, পূর্ব সীমা। ৪/ আনা পটীতে স্থিত মেঘু সিংহের বসতী বাটী, এবং পশ্চিম সীমা গগন সিংহ ও তিরুগি মহতনের বসতী বাটী।

২মং খণ্ড।—স্থানীয় মাপের ন্যূনাত্মক ৫০ কাঠা ৫ পুঁর পরিমিত, ভাটার উত্তর সীমা মোকামা বাজারে যাহবার রাজপথ, দক্ষিণ সীমা শনিচর কাহার, ও রাঘদিয়াল ধাক্কের বসতী বাটী (ইহার) তুলসী সিংহের ও গগন সিংহের রায়ত) পূর্ব সীমা এক আনা মালিকের কাহারী ঘর ও গোপাল বেলিয়ার দোকান, এবং পশ্চিম সীমা ১০ আনা পটীর উমায়দ সিংহের বসতী বাটী।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত চান্দপুর পরগনার ভূমি নগরে মুন্সিপাল বাজার করিবার জন্য ভূমি মুন্সিপালীটির অর্থবাহু গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের জি. ডবলিউ. বোল্টন, ও চেস সাহেব ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ২ ধারামতে বাঙ্গালী জাহাজের অবস্থার অনুসন্ধান করণার্থ সরবেরের পক্ষে নিযুক্ত হইলেন।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

DECLARATION.

The 24th March 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Burdwan Municipality for a public purpose, viz. for widening a portion of the Lacoordy Road, in the village of Tikarhat, pergunnah Burdwan, zillah Burdwan, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 3 cottahs 15 chittacks of standard measurement, is required. The land is bounded on the west, north, and east by the Lacoordy Road, and on the south by lands belonging to Benode Behary Khan of Lacoordy, Mohummud Moochu Mea of Tikarhat, Ali Newaj of Brahmunpookur, and Peari Mohan Banerjee of Burdwan.

A plan of the land may be inspected by the parties interested in the office of the Collector of Burdwan.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1790 A.

The 14th March 1884.—Mr. C. R. Marriott, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Dacca, is vested with powers under section 110 of the Code of Criminal Procedure.

The 27th March 1884.—Baboo Radha Krishna Sen, Additional Subordinate Judge, Burdwan, is appointed to be Small Cause Court Judge and Subordinate Judge, Cuttack, vice Mr. W. Wright, permitted to retire.

Mr. R. Bushby is appointed to be a member of the Boiler Commission for the purpose of carrying out the provisions of Act III (B.C.) of 1879 (entitled an Act to provide for the Periodical Inspection of Steam Boilers and Prime Movers attached thereto) in the town and suburbs of Calcutta and in Howrah.

The 31st March 1884.—Baboo Raj Krishna Banerjee, M.A. & B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Mymensingh, and to be ordinarily stationed at Hosseinpore, during the absence, on deputation, of Baboo Purna Chandra Dey at the sudder station, or until further orders.

Lieutenant-Colonel V. E. Law, Agent to the Governor-General with the King of Oudh and Superintendent of Political Pensions, is vested with the powers of a Magistrate of the first class, and with powers under sections 133 and 144 of the Criminal Procedure Code, within the premises of the King of Oudh.

The following gentlemen are appointed to be Honorary Magistrates for the Keoshtea Bench, in the district of Nuddea, and are vested with the powers of a Magistrate of the third class:—

Baboo Tryluckho Nath Mittra.

Baboo Nilratan Adhikary.

„ Ambika Churn Moitra.

„ Umesh Chunder Dutt.

Baboo Protap Chandra Mozumdar, Third Munsif of Maradnuggur, in the district of Tipperah, is vested, under section 29 of the Bengal Civil Courts Act, VI of 1871, with the jurisdiction of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the amount of Rs. 50 arising in the Daudkandy thana.

The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Lieutenant W. L. Boswell of his appointment as Assistant Cantonment Magistrate of Dorunda.

Baboo Sham Chand Roy, Munsif of Gurbetta, in Midnapore, is vested, under section 29 of the Bengal Civil Courts Act, VI of 1871, with the jurisdiction of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the amount of Rs. 50.

[*Government Gazette, 8th April 1884.*]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ বর্জমান জিলার অন্তর্গত বর্জমান পরগনার টিকারহাট গ্রামে লাকুর্জি পথের কতক অংশ পরিষ্কার করিবার জন্য বর্জমান মুন্সিপালীটির অর্থ-ব্যয়ের গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া অবশ্যক, বঙ্গদেশের জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেই কানোয়ার নিমিত্তে কতিপতে ন্যূনতম ১০৫০ হুটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির পশ্চিম ও উত্তর ও পূর্ব সীমা লাকুর্জি পথ, এবং দক্ষিণ সীমা লাকুর্জির বিনোদ বিহারী ঐর, টিকারহাটের মামুন মুচু মিত্রার, ব্রাহ্মণপুকুরের আলি দেওয়ারাজের এবং বর্জমানের পোয়ারিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমি।

স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিরা উক্ত জমির নকশা বর্জমানের কালেক্টর সাহেবের আফিসে দেখিতে পারিবেন। ইহাতে বাহাদুরের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৯০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কলিমাস মেডলে,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্ট।

১৭৯০ A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ১৪ মার্চ।—রাজার একটিং জাইন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিযুত সি.আর. মেরিয়ার্ট সাহেব কোজনারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১১০ ধারামত ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মার্চ।—জিযুত ডবলিউ. রাইট সাহেবের প্রতি কর্তৃক হইতে অবসর গ্রহণের অনুমতি হওয়াতে বর্জমানের আডিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট জিযুত এ. রাধাকৃষ্ণ পেন, কটকের ছোট আদালতের জজের ও ম্যাজিস্ট্রেট জজের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জিযুত আর. ব্রুস সাহেব কলিকাতা নগরে ও ডাকার শাখা নগরে ও হাবড়ার বাম্প বাইপার ও তৎসংযুক্ত গ্রাউন্ড মুর মকলের নিয়মিত কালানুসার পরিদর্শন করণার্থ আইন নামে ১৮৭৯ সালের রাজ্যীয় ও আইনের বিধান কার্যে পরিণত করণার্থে বাইলর কমিশনার মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—রাজকাৰ্যোগলক্ষে জিযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র দেব সমর যোগায়ে গহনপ্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আত্মা না হয়, জিযুত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ. ও বি. এল. ময়মনসিংহ জিলার মুনসেফের কর্তৃক করিতে নিযুক্ত হওয়া গামানাতঃ হুগলপুরে অবস্থাপিত হইবেন।

অযোগ্যতার রাজার সঙ্গে জিযুত গবর্নর জেনারেল সাহেবের এক্রেট এবং পোলিটিকাল পেন্সন বের সুপারিন্টেন্ডেন্ট লেপ্টেনেন্ট কর্নেল জিযুত বি. ডি. লি সাহেব অযোগ্যতার রাজ্যটির মধ্যে প্রথম জ্ঞানীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা ও কোজনারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ১১০ ও ১৪৪ ধারামত ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত সভাশয়েরা নদীয়া জিলার অন্তর্গত কুষ্টিয়াপথে-অটোবনিক ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

জিযুত বাবু টেলোকাননাথ মিত্র।

জিযুত বাবু মীলরত্ন অধিকারী।

” ” অধিকাচরণ মিত্র।

” ” উমেশচন্দ্র দত্ত।

জিপুরা জিলার অন্তর্গত মুরাদনগরের তৃতীয় মুনসেফ জিযুত বাবু প্রতাপচন্দ্র সজ্জমান মাইনকাহি খানার ডিখি ও ছোট আদালতের বিচার্য ৫০ টাকা পর্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে বঙ্গদেশের দেওয়ানী আদালত বিষয়ক ১৮৭৭ সালের ৬ আইনের ২৯ ধারামতে ছোট আদালতের জজের বিচার্য-পত্তা প্রাপ্ত হইলেন।

লেপ্টেনেন্ট জিযুত ডবলিউ. এল. মামুন্নেল সাহেব নোরমা পেন্সনের আশ্রিত ম্যাজিস্ট্রেটস্বরূপ দ্বিতীয় পদে, করণার্থে যে পত্র পাঠান জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা প্রত্যাশিত হইল।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত গড়বতাবু মুনসেফ জিযুত বাবু শামসউদ্দীন হাট ছোট আদালতের বিচার্য ২০ টাকা পর্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে বঙ্গদেশের দেওয়ানী আদালত বিষয়ক ১৮৭৭ সালের ৬ আইনের ২৯ ধারামতে ছোট আদালতের জজের বিচার্য-পত্তা প্রাপ্ত হইলেন।

[গবর্নমেন্ট সেক্রেট। ১৮৮৪। ৮ অপ্রিল।]

The 1st April 1884.—Baboo Jibun Krishna Chatterji, Officiating Subordinate Judge and Small Cause Court Judge, Pubna, is appointed to be First Subordinate Judge of Chittagong.

Baboo Umacharan Dutt, First Munsif of Baraset, 24-Pergunnahs, is appointed to act as Subordinate Judge and Small Cause Court Judge of Pubna.

Baboo Dwarkanath Bhattacharjya, Officiating Subordinate Judge, Chittagong, is appointed to act as Additional Subordinate Judge, Tipperah.

This cancels the order of the 12th ultimo, appointing Baboo Menu Lal Chatterjea to be temporarily Additional Subordinate Judge of Tipperah.

Baboo Moumtoho Coomar Bose, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Patna, is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.—*The 25th March 1884.*—Baboo Purna Chandra Banerjee, Second Sudder Munsif of Rungpore, is allowed leave for 2 months, under rule 2, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 2nd April 1884, or from any subsequent date on which he avails himself of it.

The 26th March 1884.—Baboo Premchand Pal, First Munsif of Patuakhally, in the district of Backergunge, is allowed leave for 18 days, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he avails himself of it.

Baboo Benode Behary Mitter, First Munsif of Manickgunge, in the district of Dacca, is allowed leave for 2 months and 23 days, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he avails himself of it.

Baboo Saroda Prosad Chatterjee, First Munsif of Bangah, in the district of Furreedpore, is allowed leave for three months, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he avails himself of it.

The 28th March 1884.—Baboo Upendro Nath Ghose, Munsif of Koshtea, in the district of Nudda, is allowed leave for 1 month and 8 days, viz. 17 days under rule 3, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, and 21 days under rule 1, section 73 of the Code, with effect from the 3rd April 1884.

The 31st March 1884.—Baboo Ramjadab Tolapatra, Munsif of Azimgunge, in the district of Moorsshedabad, is allowed leave for three months, under section 128, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 1st April 1884.

Baboo Syam Chand Blair, Additional Munsif of Dacca, is allowed leave for one month, under rule 2, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

ERRATUM.—*The 31st March 1884.*—With reference to the notification of Government, dated the 3rd instant, which was published in the *Calcutta Gazette* of the 12th idem, appointing Baboo Brojobulab Mitra to be an Honorary Magistrate for the Jehanabad Municipal Bench, in the district of Hooghly, for Municipal read General.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 31st March 1884.—The Lieutenant-Governor directs the removal of the headquarters of the Bauskhali Sub-Registry Office, in the district of Chittagong, from Kalipur, where it is at present located, to Chandpur.

This arrangement will take effect on and from the 1st May 1884.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

১৮৮৪ সাল ১ আশ্বিন।—পাবনার একটিং সর্ভিস্টে অফ ও হোট আদালতের অফ জিহুত বাবু জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় চট্টগ্রামের প্রথম সর্ভিস্টে অফের পদে নিযুক্ত হইলেন।

২৪ পংগনার অন্তর্গত বারাসতের প্রথম মুনসেফ জিহুত বাবু উমাচরণ দত্ত, পাবনার সর্ভিস্টে অফের ও হোট আদালতের অফের কর্ম্য করিতে নিযুক্ত হইলেন।

চট্টগ্রামের একটিং সর্ভিস্টে অফ জিহুত বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য ত্রিপুরার আডিশ্যনাল সর্ভিস্টে অফের কর্ম্য করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জিহুত বাবু মনুলাল চট্টোপাধ্যায়কে কিয়ৎকালের জন্য ত্রিপুরার আডিশ্যনাল সর্ভিস্টে অফের পদে নিযুক্ত করণ বিষয়ক গত মার্চের ১২ তারিখের আজ্ঞা এতদ্বারা রহিত করা গেল।

পাটনার একটিং ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিহুত বাবু মদনকুমার বসু তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের কমতা পাইলেন।

মুনসেফদের ছুটী।—১৮৮৪ সাল ১৫ মার্চ।—রঙ্গপুরের দ্বিতীয় সদর মুনসেফ জিহুত বাবু পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৮৪ সালের ২ আশ্বিন অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ২ প্রকরণমতে দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ মার্চ।—বাথুরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত পটুয়াখালির প্রথম মুনসেফ জিহুত বাবু প্রেমচাঁদ পাল যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে আঠার দিনের ছুটী পাইলেন।

চাঁকা জিলার অন্তর্গত মানিকগঞ্জের প্রথম মুনসেফ জিহুত বাবু দিনোদবিহারী মিত্র যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে দুই মাস তেইশ দিনের ছুটী পাইলেন।

ফরীদপুর জিলার অন্তর্গত ভাঙ্গার প্রথম মুনসেফ জিহুত বাবু শারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৩ সাল ১৮ মার্চ।—নদীয়া জিলার অন্তর্গত কুটোয়া মুনসেফ জিহুত বাবু উপেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৮৮৪ সালের ১ আশ্বিন অবধি এক মাস আট দিনের ছুটী পাইলেন, অর্থাৎ সিভিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ৩ প্রকরণমতে ১৩৩ দিনের এবং উক্ত বিধির ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—রুশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত আজিমগঞ্জের মুনসেফ জিহুত বাবু রামদাস তালুদার সিভিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ১০৮ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ১ আশ্বিন অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

চাঁকায় আডিশ্যনাল মুনসেফ জিহুত বাবু শারদাপ্রসাদ ধর অনোর প্রতি কর্ম্মের ভারার্ণন করিবার তারিখ অবধি সিভিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ২ প্রকরণমতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

অন্তঃপ্রশাসন।—১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—ভূগলী জিলার অন্তর্গত জাহানাবাদ মুনিসিপাল বোর্ডের অটেন্ডনিক মাজিস্ট্রেটের পদে জিহুত বাবু ব্রজব্রজ মিত্রকে নিযুক্তকরণ বিষয়ক এই মাসের ৩ তারিখের গবর্নমেন্টের যে বিজ্ঞাপন এই মাসের ১৮ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্টে গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহাতে “মুনিসিপাল” শব্দের পরিবর্তে “ম্যায়র” শব্দ পাঠ করিতে হইবে।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত বাগখালী নব-রেজিষ্টারী অফিসের যে সদর স্থান এইক্ষণে কালীপুরে আছে তাহা তাহাইতে টাঁদপুরে উঠিয়া বাইবার আদেশ করিলেন।

১৮৮৪ সালের ১ মে অবধি এই নিয়ম ফলবৎ হইবে।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আশ্বিন।]

NOTIFICATION.

The 31st March 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor of Bengal has been pleased to extend the provisions of Act II (B.C.) of 1867 to the Municipalities of English Bazar and Maldah, in the district of Maldah, and the provisions of sections 11 to 15 of the said Act to the following places, in the district of Maldah, with effect from the 1st May 1884.

1. *Amanigunge Haut.*—Bounded on the north by Dayarampur, Bastigram, and the mulberry field of Patan Paramanik; on the west by the Bhagirathi; on the south by Mahabat and Godhan Sheikh's holding; and on the east by Bhadinagar and Ghuran Mandal's holding.

2. *Babus Haut.*—Bounded on the north and east by Thutia Darah; on the south and west by a low land; on the north-west by the dwelling-houses of Hossein and Tulsi Shaha and shop of Samaru Shaha, and on the south east by the Kaliachak factory house.

3. *Bholahat Haut (soto).*—Bounded on the north by the dwelling-houses of Ram Pal and Papesh Bewa; on the west by the shop and the dwelling-house of Gudar Shaha; on the south by the dwelling-houses of Baboo Dalal and Ghisa Banik, and on the east by the dwelling-house of Ram Banik.

4. *Bulbulchande Haut.*—Bounded on the north by the dwelling-houses of Kali Charan Ray, Dulla, Kural, Braja Lal Gope, Titalu Mandal, Jhagree Davak and Sakhi Charan Das; on the west by the waste land of Baboos Rajendra Narain Roy and Lokanath Roy; on the south by the road from Kandua to Jho; and on the east by the dwelling-houses of Kali Charan Dafadar, Aklu Mandal, Mahabal Roy and Sukat Kurmi and the place of the Goddess Kali.

5. *Sadullapur Haut.*—Bounded on the north by Raghu Mandal and Michu Dasa Bairagi's holding; on the west by the Bhagirathi; on the south by mulberry field of Fouzdar Singh; and on the east by the farms of Har Saakar Sonar, Khanjani Baistabi, Debnarayan Barik, and Raghu Mandal.

6. *Salpur Haut.*—Bounded on the north by the mulberry land of Hakim Singh and Nafar Singh; on the west by the waste land of Gosain Hans Gir and the public road; on the south by the low land or bhil of Gosain Hans Gir; and on the east by the mulberry land of Lalehand Chanchi.

7. *Rajmekhal Road side.*—From the civil station of Maldah to Bagbar bridge, third mile.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 31st March 1884.

No. 152.—*Leave.*—Mr. J. C. Wyatt, Assistant Engineer, first grade, Dacca and Mymensingh State Railway, is granted 53 days' privilege leave, with effect from the afternoon of the 18th instant.

No. 153.—*Transfer.*—Mr. E. C. Elliot, Assistant Engineer, second grade, is transferred from the Dacca and Mymensingh to the Tirhoot State Railway.

S. T. TREVOR, Col., R.E.,
Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

The 1st April 1884.

No. 154.—*Leave.*—Mr. D. F. Hogarth, Executive Engineer, first grade, Hazaribagh Division, is granted privilege leave for two months, from the 7th instant, or such subsequent date as he may avail himself of the same.

Mr. W. B. Christie is appointed to be Executive Engineer of the Hazaribagh Division, during the absence, on privilege leave, of Mr. D. F. Hogarth, or until further orders.

G. F. E. S. NEILL, Major, R.E.,
for Joint-Secretary to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

[Government Gazette, 8th April 1884]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বঙ্গদেশের জিযুক্ত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৮৭ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের বিধান মালদহ জিলার অন্তর্গত ইংরেজ বাজারে ও মালদহ মুন্সিপালিটিতে এবং উক্ত আইনের ১১ অবধি ১৫ পর্যন্ত ধারার বিধান মালদহ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত সকল স্থানে ১৮৮৪ সালের ১মে অবধি প্রচলিত করিবেন।

১। আমানিগঞ্জ হাট।—ইহার উত্তর সীমা দয়্যারামপুর, বসতিগ্রাম ও পাটান পরামানিকের তুঁতক্ষেত, পশ্চিম সীমা ভাগিরথী, দক্ষিণ সীমা মহবত ও গোঁধন শেখের যোত, এবং পূর্ব সীমা ভাদি নগর ও ঘুরান মণ্ডলের মোত।

২। বাবুর হাট।—ইহার উত্তর ও পূর্ব সীমা খুতিয়া মড়া, এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমা নিম্ন ভূমি উত্তর-পশ্চিম সীমা হুসেনের ও তুলনী শাহার বসতি বাটী ও সমক শাহার দোকান, এবং দক্ষিণ-পূর্ব সীমা কালিয়াচক কুঠী বাড়ী।

৩। ভোলাহাট হাট (চোট)।—ইহার উত্তর সীমা রাম পালের ও পারেশ বেওয়ার বসতী বাড়ী, পশ্চিম সীমা গুদার শোকার দোকান ও বসতী বাড়ী, দক্ষিণ সীমা দলাল বাবুর ও ঘিয়া বণিকের বসতী বাড়ী, এবং পূর্ব সীমা রাম বণিকের বসতী বাড়ী।

৪। বলদলচান্দে হাট।—ইহার উত্তর সীমা কালীচরণ রায়, দুজা করাল, তজ্জাল গোপ, তিতলু মণ্ডল, কাঁথী দাবক ও সখিচরণ দাসের বসতী বাড়ী, পশ্চিম সীমা বাবু রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় ও বাবু লোকনাথ রায়ের পতিত জমি, দক্ষিণ সীমা কান্দুরা অবধি কোঁ পর্যন্ত পদ্ম, পূর্ব সীমা কালীচরণ দফাদার, অকলু মণ্ডল, মহাবল রায় ও স্বকাত কুন্সির বসতী বাড়ি, এবং কালীদেবীর স্থান।

৫। সাঁড়ল্লাপুর হাট।—ইহার উত্তর সীমা রঘু মণ্ডল ও মিচুদাস টেবরাগীর যোত, পশ্চিম সীমা ভাগিরথী, দক্ষিণ সীমা ফৌজদার সিংহের তুঁতক্ষেত, এবং পূর্ব সীমা হরদাকর সোণার, খঞ্জনি বৈষ্ণবী, দেবনারায়ণ দারিক ও রঘু মণ্ডলের জমাই জমি।

৬। সাতপুর হাট।—ইহার উত্তর সীমা ককিম সিংহ ও নফর সিংহের তুঁতের জমি, পশ্চিম সীমা গৌসাই হংস গিরের পতিত জমি ও রাজপথ, দক্ষিণ সীমা গৌসাই হংস গিরের নিম্ন ভূমি বা দিল এবং পূর্ব সীমা লালচাঁদ চঞ্চির তুঁতের জমি।

৭। রাজমহাল পথের ধার।—মালদহের সিভিল স্টেশন অবধি বাগবাড়ী সাঁকোর তৃতীয় মাইল পর্যন্ত।

এক, দি, পৌকর,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।

১৫২ নম্বর।—ছুটী।—ঢাকা ও ময়মনসিংহ স্টেট রেলওয়ের প্রথম শ্রেণীর আসিটান্ট ইঞ্জিনিয়ার জিযুক্ত জে. সি. ওয়াহয়েট সাহেব এত মাসের ১৮ তারিখের অপরাহ্ন অবধি আটত্রিশ দিনের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

১৫৩ নম্বর।—ডানার প্রেরণ।—দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিটান্ট ইঞ্জিনিয়ার জিযুক্ত টি. সি. এলিয়ট সাহেব ঢাকা ও ময়মনসিংহ স্টেট রেলওয়ে হইতে ত্রিছত্র স্টেট রেলওয়েতে প্রবিত হইলেন।

এস, টি, ট্রেবর, কণেল, আর, ই,
পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

১৮৮৪ সাল ১ এপ্রিল।

১৫৪ নম্বর।—ছুটী।—হাজারীবাগ থণ্ডের প্রথম শ্রেণীর এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ার জিযুক্ত ডি, এক হুয়াথ সাহেব এই মাসের ৭ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি দুই মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

জিযুক্ত ডি, এক, হুয়াথ সাহেবের অনুগ্রহের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাহা অন্য আজ্ঞা না হয় জিযুক্ত ডবালউ, বি, ক্রিফি সাহেব হাজারীবাগ থণ্ডের এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের জাইন্ট সেক্রেটারীর পরিদপ্তরে,
জি, এক, ই, এস, মীল, মেজর, আর, ই।

[গবর্নমেন্ট সেক্রেট। ১৮৮৪। ৮ এপ্রিল।]



গবর্ণমেন্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৮ আশ্বিন।

ভৃতীয় খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট।

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখে মঙ্গলবার শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব অগ্রমোদন করায়, তাহা সংসদগণের অবগতি নিম্নে এতদ্বারা প্রচারিত হইল।

১৮৮০ সালের ২১ আইন।

দেশান্তরগমনবিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৮৩ সালের আইন।

সূচীপত্র।

১ অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

ধারা।

- ১। সংক্ষেপ নাম ও ব্যাপ্তি।
- ২। গবর্ণমেন্টের ওয়ার্ডজের প্রতি এই আইন পাঠ্যবিধার কথা।
- ৩। জুরিস্ত।
- ৪। যেহ আইন রহিত হইল তাহার কথা।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আশ্বিন।]

Act No. XXI of 18-8.

ধারা।

- ৫। রহিত করা আইনম ও কার্যাদি সংরক্ষণের কথা।
- ৬। অর্থকরনের কথা।

২ অধ্যায়।

যেহ বন্দর হইতে যেহ দেশে গমন করা আইনসিদ্ধ ভিত্তিময়ক বিধি।

- ৭। যেহ বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইনসিদ্ধ তাহার কথা।
- ৮। যেহ দেশে গমন করা আইনসিদ্ধ তাহার কথা।
- ৯। যে কোন দেশে গমন নিষেধ করিতে মন্ত্রিসভা বিধি ১ শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের ক্ষমতার কথা।
- ১০। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার অপেক্ষায় স্থানী। গবর্ণমেন্টের দেশান্তরগমন স্থগিত করিতে পারিবার কথা।
- ১১। নিষেধ রহিত করিবার কথা।
- ১২। স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অধীন দেশের সমুদয় বা কোন বিশেষ স্থান হইতে বিশেষ কোন দেশে যাওয়া ও গবর্ণমেন্টের নিষেধ করিতে পারিবার কথা।
- ১৩। জ্ঞাপনপত্র প্রকাশিত হইবার পূর্বে যে কাণ্ড প্রভূত করা যায়, তাহার বাধ্যতা না হইবার কথা।

ধারা।

৩ অধ্যায়।

দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের বিধি।

১৪। দেশান্তর গমন সম্পর্কীয় এজেন্ট নিযুক্ত করিবার কথা।

১৫। এজেন্টদিগের পারিভ্রমিকের কথা।

৪ অধ্যায়।

দেশান্তর গামিদের রক্ষক ও পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের বিধি।

১৬। দেশান্তরগামিদের রক্ষক নিয়োগের কথা।

১৭। দেশান্তরগামিদের রক্ষকের সাধারণ কর্তব্য কর্মের কথা।

১৮। পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক নিযুক্ত করণের কথা।

১৯। রক্ষকের ও পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের পরিদর্শনকাঁধের সুবিধা করিয়া দিবার কথা।

৫ অধ্যায়।

মজুর সংগ্রাহক বিষয়ক বিধি।

২০। মজুরসংগ্রাহক দিগকে দেশান্তরগামিদের রক্ষকের অনুমতিপত্র দিবার কথা।

২১। অনুমতিপত্রের পাঠের কথা।

২২। অনুমতিপত্র যত কাল বলবৎ থাকিবে তাহার কথা।

২৩। অনুমতিপত্রের ক্রোড় স্বাক্ষর হইবার কথা।

২৪। কোমর স্থলে মাজিষ্ট্রেটের ক্রোড় স্বাক্ষর বাতিল করিতে পারিবার কথা।

২৫। ক্রোড় স্বাক্ষর করিবার বা করিতে অস্বীকার করিবার বা তাহা বাতিল করিবার সংবাদ দেশান্তরগামিদের রক্ষককে দিবার কথা।

২৬। মজুরসংগ্রাহক যেহেতু কর্তারপত্র করিতে অসম্মত হয়, তাহাকে তাহার বর্ণনাপত্র দিবার কথা।

২৭। মজুরসংগ্রাহকদের কর্তৃক থাকিবার স্থান দিবার কথা।

৬ অধ্যায়।

দেশান্তরগামিদিগকে রেজিষ্টারী করিবার ও দেশান্তর গমনের কর্তারপত্র সম্পাদন করিবার কথা।

২৮। স্থানীয় গবর্নমেন্টের রেজিষ্টারী করণের কর্তৃপক্ষ নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

২৯। কর্তারপত্র করিবার কথা।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ জানুয়ারি।]

ধারা।

৩০। যে ব্যক্তির ভিন্নদেশগমনের তাহার রেজিষ্টারী করণের কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইবার কথা।

৩১। দেশান্তরগামীর পরীক্ষা করণ ও রেজিষ্টারী করণের কথা।

৩২। সমস্ত জীলোকের বেলা রেজিষ্টারী করিতে অস্বীকার করিতে পারিবার কথা।

৩৩। পোষ্যের পরীক্ষার কথা।

৩৪। রেজিষ্টারী করিতে অস্বীকার করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করণের কথা।

৩৫। কাবপত্রে স্বাক্ষর করিবার ও তাহার নাকী হইবার কথা।

৩৬। কর্তারপত্রে বাছাং লেখা থাকিবে তাহার কথা।

৩৭। চুক্তিপত্রের ভিন্ন খণ্ড লইয়া বাছাং করিতে হইবে তাহার কথা।

৩৮। কর্তারপত্রে প্রস্তুত করণের ফীর কথা।

৩৯। যোল বৎসরাত্মক বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কর্তারপত্র করিতে পারিবার কথা।

৪০। শিশু সম্ভান বা রক্ষিত ব্যক্তির সপক্ষে কর্তারপত্র করিতে পারিবার কথা।

৭ অধ্যায়।

দেশান্তরগমনের আড্ডা বিষয়ক বিধি।

৪১। তাহাজে উঠিবার বন্দরে আড্ডা স্থাপন করিবার কথা।

৪২। আড্ডার অনুমতিপত্র দিবার কথা।

৪৩। রক্ষকের ও পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের দ্বারা পরিদর্শনের কথা।

৪৪। পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের যে রিপোর্ট করিতে হইবে তাহার কথা।

৪৫। দেশান্তরগামির রোগ হইলে তাহার চিকিৎসা করিবার কথা।

৮ অধ্যায়।

দেশান্তরগামিদিগকে আড্ডার লইয়া যাইবার ও পহুঁছিলে কার্যপ্রণালীর বিধি।

৪৬। রেজিষ্টারী হইবার পূর্বে দেশান্তরগামী ব্যক্তিকে স্থানান্তর না করিবার কথা।

বার।

- ৪৭। দেশান্তরগামিকে আত্মার লইয়া বাইবার কথা।
- ৪৮। আত্মার পছন্দিলে মৃত্যু দিতে হইবার কথা।
- ৪৯। পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের পরীক্ষা করিবার কথা।
- ৫০। রক্তকের কোনস্থলে দেশান্তরগামির কিরিয়া বাইবার খরচদিবার আত্মা করিতে পারিবার কথা।
- ৫১। পোষাদের ও আত্মীয়দের খরচ দিবার কথা।
- ৫২। পথিমধ্যে কোম মজুরের দণ্ডি কুবান্ধার হইলে তাহাকে ক্ষতিপূর্ণ দিবার কথা।
- ৫৩। দেশান্তরগামি ব্যক্তির 'মজিত যে খরচ পড়ে' রক্তকের তাহা দিয়া আদার করিয়া লইতে পারিবার কথা।

২ অধ্যায়।

দেশান্তরগামী মজুরদের আহার বিবরণবিধি।

- ৫৪। দেশান্তরগামী মজুরদের আহারের কাণ্ডালের অনুমতিপত্র লইতে হইবার কথা।
- ৫৫। অনুমতিপত্র পাইবার প্রার্থনার কথা।
- ৫৬। আহার পরীক্ষা করিয়া অনুমতিপত্র দিবার কথা।
- ৫৭। দেশান্তরগামী মজুরদের আহারে থাকিবার যে স্থান দিতে হইবে তাহার কথা।
- ৫৮। ঐ আহারে স্থানসম্বন্ধীয় বিধির কথা।
- ৫৯। আহারের জন্য কাপড়, জামাকাপড়াদি ও জলের কথা।
- ৬০। চিকিৎসক, চাকর, ঔষধ ও অন্যান্য সামগ্রীর কথা।
- ৬১। পূর্বে দুই খাঁরা প্রবল করণ সহজে দেশান্তরগামিদের রক্তকের ও পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের যাহা কর্তব্য তাহার কথা।
- ৬২। দেশান্তরগামীদের আহারের কাণ্ডালের নিয়মপত্র লিখিয়া দিবার কথা।

বার।

১০ অধ্যায়।

আত্মাকে উঠিবার ও যাত্রা করিবার কথা।

- ৬৩। পছন্দিলে আহারে উঠিবার সময়ের কথা।
- ৬৪। যে সময়ে মজুরদের আহার ভারতবর্ষ হইতে যাত্রা করিতে গারে তাহার কথা।
- ৬৫। দেশান্তরগামী মজুর আহারে উঠিতে অস্বীকার করিলে বাধ্যপ্রণালীর কথা।
- ৬৬। মজুরদের নির্ধনপত্র ও চাকপত্র দিবার কথা।
- ৬৭। অস্বীকার রক্তকে নির্ধনের দুই প্রত্যাদিবার এবং তাহা লইয়া কার্য হইবার কথা।
- ৬৮। দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের অধ্যক্ষের দ্বারা প্রত্যাদিবার ও তাহা লইয়া কার্য হইবার কথা।
- ৬৯। পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক দ্বারা দেশান্তরগামীদের পরীক্ষা হইবার কথা।
- ৭০। অধ্যক্ষকে দেশান্তরগমন সম্পর্কীয় এজেন্টের দেশান্তরগমনের করারপত্র দিবার কথা।
- ৭১। দেশান্তরগামিদের রক্তকের ও দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের সর্টফিকেটের কথা।
- ৭২। আটন এবং বিধি আহারে রাখিবার কথা।
- ৭৩। যে প্রত্যেক মজুর আহারে উঠে তাহার কীর কথা।
- ৭৪। তাহার আহারে আইন ও বিধি পালিত হয়, কাণ্ডালের ইহা দেখিতে হইবার কথা।
- ৭৫। মজুরকে ছাড়পত্র ফিরাইয়া দিবার কথা।
- কলিকাতা হইতে যে সকল আহার বার ভৎসনহেতু বিশেষ বিধান।
- ৭৬। কলিকাতা হইতে গেলে আহারে উঠিবার সময়াবধি চিকিৎসক বন্ডার মধ্যে আহার খুলিবার কথা।
- ৭৭। কলিকাতা হইতে গেলে সমুদ্র পর্যন্ত আহার টানিয়া লইয়া বাইবার কথা।
- ৭৮। কলিকাতা হইতে যে আহার ছাড়িয়া বার সেই আহারে রোগে আক্রান্ত দেশান্তরগামী ব্যক্তিদিগকে চিকিৎসকের হাঁস্পাতালে পাঠাইতে পারিবার কথা।

ধারা।

৭৯। ওলাউঠা দেখা দিলে মজুরদের জাহাজের চিকিৎসকের সমুদয় মজুরদিগকে মাংসাদি দিতে পারিবার কথা।

১১ অধ্যায়।

বিবি।

৮০। মন্ত্রিসভাধিকৃত জীযুত গবর্নর জেনারেল সাহেবের বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

৮১। গাণ্ডুলেখ ও বিধি প্রকাশ করিবার কথা।

১২ অধ্যায়।

অপরাধ বিষয়ক বিবি।

৮২। বে-আইনী মজুরগ্ৰাহক করিবার কথা।

৮৩। যে মজুরদিগকে রেজিস্ট্রী করা হয় নাই মজুরগ্ৰাহক তৎপদিগকে আড্ডায় লইয়া গেলে তাহার কথা।

৮৪। প্রত্যাহারপূর্বক এদেশীয় কোন ব্যক্তিকে দেশান্তরগমনের প্ররতি দিলে তাহার কথা।

৮৫। গবর্নমেন্টের ক্ষাতাপ্রাপ্ত বলিয়া মিথ্যা বান করিলে তাহার কথা।

৮৬। এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করিয়া জাহাজে দেশান্তরগামী মজুরদিগকে লইলে তাহার কথা।

৮৭। বন্দাক প্রত্যাহারাদিতে কোন কাণ্ড করিলে তাহার কথা।

৮৮। আইনের আদেশ পালন না করিয়া জাহাজ খুলিয়া যাইবার কথা।

৮৯। জাহাজের অধ্যক্ষ নির্ঘট ও ছাড়পত্র সম্বন্ধীয় বিধানমতে কাণ্ড না করিলে তাহার কথা।

৯০। নির্ঘটে দেশান্তরগামী যে ব্যক্তিদের নাম লেখা না থাকে জাহাজ খুলিয়া যাবার পর অধিক তাহাদিগকে জাহাজে লইলে তাহার কথা।

৯১। অধাগ নির্দিষ্ট দেশ ছাড়ি অমাত্র মজুরকে নামাইয়া দিলে তাহার কথা।

৯২। কলিকাতা ছাড়িয়া যাইবার বিধান না মানিলে তাহার কথা।

৯৩। দেশান্তরগামী মজুর পলাইলে বা আড্ডায় যাইতে অস্বীকার করিলে তাহার কথা।

৯৪। দেশান্তরগামী মজুর আড্ডাহইতে পলাইলে বা জাহাজে না উঠিলে তাহার কথা।

ধারা।

৯৫। ৬৩ ধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়া মজুরকে জাহাজে উঠালে বা উঠিতে দিলে তাহার কথা।

৯৬। অভিযোগ উপস্থিত করিবার কথা।

৯৭। পণ্যগণের অভিযোগ হইলে, অভিযানের কথা।

৯৮। এই আইনের কার্যপক্ষে কঠোর কার্যাবলীর ক্ষমতা জাহাজাদি তল্লাশ করিতে ও আটক করিয়া রাখিতে পারিবার কথা।

১৩ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি

৯৯। এই আইনের কার্যপক্ষে স্থানীয় গবর্নমেন্টের মাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

১০০। কর্তব্য কর্ম না করায় দেশান্তরগমন সম্পর্কিত এজেন্টের নামে মোকদ্দমা করিবার কথা।

১০১। এই আইনের কার্যপক্ষে যে যাত্রার সম্বন্ধে যতকাল লাগিবে তাহা নিরূপণ করিতে মন্ত্রিসভাধিকৃত জীযুত গবর্নর জেনারেল সাহেবের ক্ষমতার কথা।

১০২। স্ট্রীট সেটলমেন্ট ও ভলিউন্টারী দেশীয় রাজ্যে মজুরদের যাইবার কথা।

১০৩। ব্রিটিশ বন্দর হইতে সরাসরি ও ওলন্দাজ উপনিবেশে গমনের প্রতি এই আইন বস্তি-বার কথা।

১০৪। ভারতবর্ষীয় সরাসরি বন্দর হইতে সরাসরি উপনিবেশে গমন সম্বন্ধে ব্রিটিশ ভারতবর্ষে যে কার্যাবলী চলিছে, তৎপ্রতি এই আইন বস্তি-বার কথা।

১০৫। সমুদ্রপারবর্তী কোন দেশে মজুর লইয়া কন্ডা করিবার করারপত্রক্রেমে ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তির স্থলপথে যাওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার কথা।

তফসীল।

প্রথম।—যে দেশে যাওয়া আইনগত তাহার নাম।

দ্বিতীয়।—মজুরগ্ৰাহকের অনুমতিপত্রের পাঠ।

তৃতীয়।—এই আইনমত যাত্রার সম্ভাবিত ২০ কাল লাগিবে।

ভারতবর্ষীয় মজুরদের ভিন্নদেশগমন বিষয়ক আইন সংশোধন কংগার্ম আইন।

ভারতবর্ষীয় মজুরদের ভিন্নদেশগমন বিষয়ক আইন সংশোধন করা বিহিত, এই হেতুক নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

১ অধ্যায়।

উপক্রমিকা।

১ ধারা। (১) এই আইন “দেশান্তরগমন বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৮৩ সালের আইন” নামে খ্যাত হইতে পারিবে।
(২) এই আইন ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সর্বত্র নর্দ্বিবে।
২ ধারা। এই আইনের কোন কথা কিম্বা এই আইনমতে গবর্ণমেন্টের আদেশের আনীত কোন নিম্নলিখিত কোন কথা আইন না খাতি-
য়ার করা।
গবর্ণমেন্টের আদেশের আনীত কোন নিম্নলিখিত কোন কথা আইন না খাতি-
য়ার করা।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের বা
উদ্দেশ্যের কার্যনিযুক্ত কোন
আদেশের প্রতি বর্জিত না।

৩ ধারা। বিধিপ্রণয়ন করিবার ক্ষমতা হাওয়া অন্য
আইন।
সকল বিষয় মন্ত্রিসভাসিদ্ধি
কৃত গবর্ণর জেনরল সাহেব
ইতিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া যে তারিখ নিরূপণ
করেন, সেই তারিখ অবধি এই আইন প্রচলিত হইবে।

৪ ধারা। যে তারিখ অবধি এই আইন প্রচলিত
হইবে, সেই তারিখ অবধি ভিন্ন-
দেশগমন বিষয়ক ভারতবর্ষীয়
১৮৭১ সালের আইন এবং
(ভিন্নদেশগমনবিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭১ সালের
আইনের বিধান হইতে ছোট স্টেটসমেন্ট মুক্ত করিবার)
১৮৭২ সালের ১৪ আইন রহিত হইবে।

৫ ধারা। এতদ্বারা রহিত করা কোন আইনমতে
যে আপনপত্র প্রকাশ করা
যায় ও যে চুক্তি ও বিধি ও
নিয়োগ করা যায় ও যে, অমু-
মতিপত্র দেওয়া যায় ও যাঁহা
এই আইন প্রচলিত হইবার তারিখে বলবৎ থাকে, তাঁহা
যত দূর এই আইনসম্মত হয় এই আইন ওম্মার
প্রকাশ করা গিয়াছে ও করা গিয়াছে ও দেওয়া গিয়াছে
বলিয়া জ্ঞান হইবে।

৬ ধারা। বিষয় বা পূর্ণা-
পর কথাদ্বারা ভারতবর্ষ প্রকাশ
না হইলে, এই আইনে—

(১) ব্রিটিশ ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তি মজুরী লইয়া
পরিভ্রমণ করিবার চুক্তিরূপে ভারতবর্ষের সীমার বাহিরে
সিংহল দ্বীপ বা ফেট স্টেটসমেন্ট ভিন্ন অন্য কোন
দেশে সমুদ্র পথে গমন করিলে, “ভিন্নদেশে বা দেশা-
ন্তরে যাওয়া” ও “ভিন্নদেশ বা দেশান্তর গমন” শব্দে
ভাণ্ডার সেই গমন বুঝাইবে।

কিন্তু যখন যত্নের চাকর ভদ্রীয় কর্তার সঙ্গে যায়, সে
উপরিলিখিত লক্ষণের বর্ণনামুসারে দেশান্তর গমন
করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আশ্বিন।]

(২) উপরিলিখিত লক্ষণের বর্ণনামুসারে ভারতবর্ষীয়
যে কোন ব্যক্তি দেশান্তর গমন কর বা দেশান্তর গমন
করিয়াছে কিম্বা দেশান্তরগামী বলিয়া এই আইনমতে
যাঁহা রেজিষ্টারী হইয়াছে, “দেশান্তর বা ভিন্ন দেশ-
গামী” শব্দে তাঁহাকে বুঝাইবে, এবং তদ্ব্যতীত কোন
দেশান্তরগামির পৌঁছানোও ধরা যাইবে।

(৩) কোন দেশান্তরগামির সহিত নিম্নলিখিত যে
কোন ব্যক্তি যায়, “পোষা” শব্দে তাঁহাকে বুঝাইবে
যথা,—

(ক) যে কোন স্ত্রীলোক এই আইনমতে দেশান্তর
গমনের কর্তারপত্র করে নাই;

(খ) যে কোন শিশুর নামে ও পক্ষে প্রাপ্ত কোন
করারপত্র করা হয় নাই; ও

(গ) যে কোন রক্ত বা অকর্ম্মী আত্মীয় বা বন্ধু।

(৪) “মাজিষ্ট্রেট” শব্দে রাজধানী নগরে কোন-
প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ও অন্য কোন জিলার বা
মহকুমার মাজিষ্ট্রেট বুঝাইবে, এবং স্থানীয় গবর্ণমেন্টে
নামোলেখে বা পদোপলক্ষে কোন স্থানে এই আইন-
মত মাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত যে কোন ব্যক্তিকে
নিযুক্ত করেন সেই ব্যক্তিকেও বুঝাইবে।

(৫) স্থানীয় গবর্ণমেন্টে নামোলেখে বা পদো-
পলক্ষে কোন স্থানে এই আইনমত রেজিষ্টারী করণের
কর্তৃপক্ষের কর্ম্ম করিতে যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন,
“রেজিষ্টারী করণের কর্তৃপক্ষ” শব্দে সেই ব্যক্তিকে
বুঝাইবে।

(৬) যে সরদার মজুরসংগ্রাহক বা অন্য ব্যক্তি
অন্য আনীত দেশান্তরগামী মজুরদিগকে সংগ্রহ
বা প্রেরণ করে, মজুরসংগ্রাহক শব্দে তাঁহাকেও বুঝাইবে।

(৭) সমুদ্র বা সম্প্রতি জলপথে লইয়া যাইবার
নিমিত্ত যে নৌকাদি নিযুক্ত হয়, “জাহাজ” শব্দে
তাঁহা বুঝাইবে।

(৮) যে জাহাজের কাপ্তান তাঁহাতে এই আইন-
মত দেশান্তরগামী মজুরদিগকে লইয়া যাইবার লাই-
সেন্সপ্রাপ্ত হন, “দেশান্তরগামী মজুরদের জাহাজ”
বলিতে সেই জাহাজ বুঝাইবে।

(৯) আড়কাটী বা হাববর মাটির ভিন্ন যে ব্যক্তির
অধ্যক্ষতা বা কর্তৃত্বাবধানে যৎকালে কোন জাহাজ থাকে,
“কাপ্তান” বা “অধ্যক্ষ” বলিতে সেই ব্যক্তিকে
বুঝাইবে।

২ অধ্যায়।

যে বন্দর হইতে যে দেশে গমন করা আইন
সিদ্ধ ভবিষ্যক বিধি।

৭ ধারা। (১) কলিকাতা ও মাদ্রাজ ও বোম্বাই
বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া
আইনসিদ্ধ হইবে, এবং মন্ত্রি-
সভাসিদ্ধি কৃত গবর্ণ জেন-
রল সাহেব সম্বন্ধে ইতিয়া

গেজেটে আপনপত্র প্রকাশ করিয়া অন্য যে বন্দর
হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইনসিদ্ধ বলিয়া নির্দেশ
করেন সেই বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইনসিদ্ধ
হইবে। এতদ্বিধি কোন বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া
আইনসিদ্ধ হইবে না।

(২) এই ধারামতে যে কোন আশ্রমপত্র প্রকাশ করা যায়, তাহা মন্ত্রিসভাভিত্তিক জীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব যে কোন সময়ে এরূপ আশ্রমপত্র দিয়া রহিত করিতে পারিবেন।

(৩) যে কোন বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইন নিষিদ্ধ হয়, স্থানীয় গবর্নমেন্ট সন্যেত রাজকীয় গেজেটে আশ্রমপত্র দিয়া এই আইনের কাণ্ডা পক্ষে সেই বন্দরের লীমা নিরূপণ করিতে পারিবেন।

১০ ধারা। (১) এই আইনের প্রথম ডফসীলেন নির্দিষ্ট যে যে দেশে গমন করা দেশে, ও এই আইনমতে যে যে দেশে গমন করা আইনসিদ্ধ তাহার কথা। ইহা বহিরা মন্ত্রিসভাভিত্তিক জীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব ইণ্ডিয়া গেজেটে আশ্রমপত্র প্রকাশ করণপূর্বক সময়ে নির্দেশ করেন। সেই দেশে গমন করা আইনসিদ্ধ হইবে, অন্যত্র নহে।

(২) এই ধারামতে আশ্রমপত্র যে দেশের উল্লেখ হয়, মন্ত্রিসভাভিত্তিক জীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব সেই দেশে গমনকার ভারতবর্ষীয় লোকদের তথায় বাসকালে সুরক্ষার নিমিত্ত যে আইন ও অঙ্গা যে বিধাঙ্গ যথা-যোগ্য জ্ঞান করেন, উক্ত দেশের গবর্নমেন্ট এমত আইন প্রভুতি করিয়াছেন, মন্ত্রিসভাভিত্তিক জীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবকে তাহা নিয়ন্ত্রিতরূপে জ্ঞাত করা গিয়াছে এই কথাও সেই আশ্রমপত্রে প্রকাশ থাকিবে।

১১ ধারা। (১) যে স্থানে গমন করা আইনসিদ্ধ সেই দেশে গমন নিষেধ করণের পক্ষাভিত্তিক কোন হেতু আছে মন্ত্রিসভাভিত্তিক জীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব এইরূপ বিশ্বাস করবার কারণে হইলে, তিনি ইণ্ডিয়া গেজেটে আশ্রমপত্র প্রকাশ করিয়া, এই আশ্রমপত্রের নির্দিষ্ট দিবসাবধি সেই স্থানে গমন করা নিষিদ্ধ হওয়ার আদেশ করিতে পারবেন; এবং সমুদায় এই দিবসাবধি উক্ত স্থানে যাওয়া আইনসিদ্ধ থাকিবে।

(২) এই ধারার (১) প্রকরণের উল্লিখিত হেতু এই,—

(ক) এই দেশে প্রেগ নামক রোগ কিম্বা মলুম্বার মাইক্স অন্য ব্যাপক রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে;

(খ) দেশান্তর হইতে এই দেশে বাহারা যায় তাহাদের মধ্যে অভ্যস্ত অধিক লোকের মৃত্যু হয়;

(গ) দেশান্তরগামীদের সেই দেশে পতিত্ববাসী কি তথায় যতবাল থাকে ততকাল তাহাদের সংরক্ষণের উপযুক্ত বিধান করা হয় নাই;

(ঘ) দেশান্তরগামীরা ভারতবর্ষ হইতে যাইবার পূর্বে তাহাদের সহিত যে চুক্তি করা হয়, উক্ত দেশের গবর্নমেন্ট তাহা নিয়ন্ত্রিতরূপে প্রবল করেন না; এবং

(৩) মন্ত্রিসভাভিত্তিক জীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব সাক্ষাৎসমক্ষে অথবা তাৎপর্যের পক্ষে মন্ত্রিসভাভিত্তিক জীযুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেবের দ্বারা এই দেশগামী মজুরদের যেকোন অবস্থা ও তাহাদের প্রতি যে দেশে বাস করার হয় তদ্বিবেচনা পাইবার উদ্দেশ্যে এই দেশের গবর্নমেন্টকে পত্র লিখিয়া সাক্ষাৎ সময়ে মধ্যে এই বিবরণ প্রাপ্ত হইবে।

১০ ধারা। (১) যে দেশে যাওয়া আইনসিদ্ধ সেই দেশে প্রেগ নামক রোগ কিম্বা মলুম্বার মাইক্স অন্য ব্যাপক রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, এবং সেই দেশে দেশান্তরগামীদিগকে বাহাতে দিলে তথায় উপস্থিত হইবার তাহাদের জীবন সমক্ষে ঝুঁকিতর আশঙ্কা আছে, স্থানীয় গবর্নমেন্ট এরূপ বিশ্বাস করবার কারণে হইলে, রাজকীয় গেজেটে আশ্রমপত্র প্রকাশ করিয়া মন্ত্রিসভাভিত্তিক জীযুত গবর্নর সাহেবকে সাক্ষাৎসমক্ষে অথবা মন্ত্রিসভাভিত্তিক জীযুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেবের দ্বারা এই দেশগামী মজুরদের যেকোন অবস্থা ও তাহাদের প্রতি যে দেশে বাস করার হয় তদ্বিবেচনা পাইবার উদ্দেশ্যে এই দেশের গবর্নমেন্টকে পত্র লিখিয়া সাক্ষাৎ সময়ে মধ্যে এই বিবরণ প্রাপ্ত হইবে।

(২) স্থানীয় গবর্নমেন্ট এই ধারামতে আশ্রমপত্র প্রকাশ করণের কথা তাহার সাক্ষাৎসমক্ষে মন্ত্রিসভাভিত্তিক জীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের নিকট অবলম্ব্য বি-গোটি করিবেন। তাহা হইলে তিনি ইণ্ডিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া স্থানীয় গবর্নমেন্টের প্রকাশিত উক্ত আশ্রমপত্র দৃঢ় বা রহিত করিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্নমেন্ট এই ধারামতে আশ্রমপত্র প্রকাশ করণের কথা তাহার সাক্ষাৎসমক্ষে মন্ত্রিসভাভিত্তিক জীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের নিকট অবলম্ব্য বি-গোটি করিবেন। তাহা হইলে তিনি ইণ্ডিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া স্থানীয় গবর্নমেন্টের প্রকাশিত উক্ত আশ্রমপত্র দৃঢ় বা রহিত করিবেন।

১১ ধারা। যে হেতু ধরিয়া মন্ত্রিসভাভিত্তিক জীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব পূর্ব নিষেধ রহিত করিবার দৃঢ় ধারার কোন ধারামতে কোন দেশে গমন নিষেধসূচক আশ্রমপত্র প্রকাশ করেন সেই হেতু আর নাই, তিনি ইচ্ছা করিয়া যে অনগত হইলে, ইণ্ডিয়া গেজেটে আশ্রমপত্র প্রকাশ করণ দ্বারা সেই আশ্রমপত্রের নির্দিষ্ট দিবসাবধি পূর্ণ হইতে দেশে যাওয়া আইনসিদ্ধ হইবে বা তাহা প্রকাশ করিতে পারিবেন।

১২ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্নমেন্ট মন্ত্রিসভাভিত্তিক জীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্বক রাজকীয় গেজেটে আশ্রমপত্র প্রকাশ করিয়া এই আশ্রমপত্রের নির্দিষ্ট তারিখ অবধি ভারতবর্ষীয় সকল ব্যক্তিকে কিম্বা কোন বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে আশ্রমপত্র শাসনাবধি দেশের সমুদয় বা বিশেষ কোন স্থান হইতে বিশেষ কোন দেশে বাহিতে নিষেধ করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারামতে যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা যায়, স্থানীয় গবর্নমেন্ট এরূপ অনুমতি, গ্রহণপূর্বক এরূপে তাহা পরিবর্তন বা রহিত করিতে পারিবেন।

৫ অধ্যায় ।

মজুরসংগ্রাহক নিবন্ধক বিধি।

২০ ধারা। (১) যে বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া

মজুরসংগ্রাহকদিগকে
দেশান্তরগামীদের রক্ষা-
কর অনুমতিপত্র দিবার
কথা।আইনগিচ্ছ। তদুপ কোন বন্দরে
যিনি দেশান্তরগামীদের রক্ষা
নিযুক্ত হন, তিনি যে দেশে
যাওয়া আইনসিদ্ধ সেই দেশের
দেশান্তর গমনসম্পর্কীয় প্রে-
স্তের প্রার্থনা মতে যে স্থানে আপনার ক্ষমতা থাকেসেই স্থানের মধ্যে উপযুক্ত যত ব্যক্তিকে আবশ্যিক
জান করেন তত ব্যক্তিকে মজুরসংগ্রাহক হইবার
অনুমতিপত্র দিবে।(২) কোন ব্যক্তির এই অধ্যায়মত অনুমতিপত্র না
থাকিলে, সেই ব্যক্তি(ক) কাচারও সহিত ভিন্নদেশগমনের প্রতিজ্ঞা-
সূচক কোন করারপত্র করিবে না বা করিবার উদ্যোগ
করিবে না, কিম্বা(খ) যেমন বা পুরস্কারের আশায় দেশান্তরগমনার্থ
কোন ব্যক্তিকে কোন স্থান ভাগ করিতে প্ররতি দিবে
না কিম্বা প্ররতি দিবার উদ্যোগ করিবে না কিম্বা(গ) প্রকারান্তরে মজুরসংগ্রাহকস্বরূপ কার্য করিবে
না বা নিযুক্ত থাকিবে না।

২১ ধারা। মজুরসংগ্রাহকে এই অধ্যায়মতে যে

অনুমতিপত্রের পাঠের
কথা।এই আইনের দ্বিতীয় তফ-
সীলের পাঠে লেখা যাইতে
পারিবে, এবং উক্ত যে দেশের নিমিত্ত যে স্থানের
মধ্যে পত্রধারী মজুর সংগ্রহ করণের অনুমতি পাইবেন
তাহা বিশেষ করিয়া নিখিতে হইবে।

২২ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত অনুমতিপত্র যে

অনুমতিপত্র বত কাল
বলবৎ থাকিবে তাহার
কথা।

তারিখ অবধি চলে সেই তারিখ

অবধি তাহা এক বৎসরের
অধিক প্রবল থাকিবে না।
(১) দেশান্তরগামীদের রক্ষা এই অধ্যায়মতে যে
কোন অনুমতিপত্র দেন, যে সময়ের নিমিত্ত সেই
অনুমতিপত্র চলে সেই সময়ের অবসান হইবার পূর্বেই
অসদাচার হেতু তাহা রহিত করিতে পারিবেন।

২৩ ধারা। (১) যে বন্দর হইতে ভিন্নদেশে গমন

আইনসিদ্ধ সেই বন্দরের বহি-
স্থিত কোন স্থানে কোন মজুর-
সংগ্রাহক আপন অনুমতিপত্রে
জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবেরকোড স্বাক্ষর না পাইলে, তথায় কোন ব্যক্তির সঙ্গে
ভিন্নদেশগমনের প্রতিজ্ঞাসূচক কোন করারপত্র করিবে
না বা করিবার উদ্যোগ করিবে না কিম্বা ভিন্নদেশগম-
নার্থ কোন ব্যক্তিকে কোন স্থান ভাগ করিতে প্ররতি
দিবে না বা সাহায্য করিবে না, কিম্বা প্ররতি দিবার বা
সাহায্য করিবার উদ্যোগ করিবে না, কিম্বা প্রকারা-
ন্তরে মজুরসংগ্রাহকস্বরূপ কার্য করিবে না বা নিযুক্ত
থাকিবে না।(২) কোন জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব যেকোন অনু-
সন্ধান লইয়া আবশ্যিক বিবেচনা করেন সেইরূপ অনু-
সন্ধান লইয়া যদি বুঝেন যে, অনুমতিপত্র যে ব্যক্তিকে
দেওয়া গিয়াছে, সেই ব্যক্তি চরিত্র বশতঃ বা অন্য কোন
কারণে এই আইনমতে মজুর সংগ্রাহক হইবার অনুপযুক্ত,
তবে তিনি মজুরসংগ্রাহকের অনুমতিপত্রে ক্রোড় স্বাক্ষর
করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।(৩) এই মজুর সংগ্রাহক দেশান্তর গমনসম্পর্কীয়
দেশান্তরগামী যে মজুরদিগকে সংগ্রহ করে, রেজিস্ট্রী
করিবার বা তাহাজে চড়িবার বন্দরস্থ আফার লইয়া
যাইবার পূর্বে উপযুক্ত জারগার তাহাদের জন্য প্রচুর
ও যথাযোগ্য থাকিবার স্থানের বিধান করা যার
মত বা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারিবে না, উক্ত
মাজিস্ট্রেট পূর্বোক্তরূপ অনুসন্ধান লইয়া ইহা
জ্যেষ্ঠমতে জানিলে, যত কাল তিনি যুক্তিগত জ্ঞান
করেন তত কাল গত না হইলে মজুরসংগ্রাহকের
অনুমতিপত্রে ক্রোড় স্বাক্ষর করিতে কিম্বা এই অনুমতি-
পত্রে ক্রোড় স্বাক্ষর করিলেন কি না ইহা দ্বিধা করিতে
অস্বীকার করিতে পারিবেন।(৪) কোন মজুরসংগ্রাহকের অনুমতিপত্রে ক্রোড়
স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার বা নিলম্ব করিবার পূর্বে
মাজিস্ট্রেট তাহা করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

২৪ ধারা। যে ব্যক্তিকে অনুমতিপত্র দেওয়া গেল

তাহার চরিত্রহেতুক কি অন্য
কোন কারণে সে এই আইনমত
মজুরসংগ্রাহক হইবার উপযুক্ত
নোহন, কিম্বা তৎসংগতীত
কথা।দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় বা দেশান্তর-
গামী মজুরদের নিমিত্ত যে থাকিবার স্থানের বিধান করা
যার তাহা অনুপযুক্ত হইয়াছে বা পাওয়া যাইতে
পারে না, কোন মাজিস্ট্রেট অনুমতিপত্রে ক্রোড় স্বাক্ষর
করিলে পর ইহা জানিতে পাইলে, তিনি অনুমতিপত্র-
প্রাপ্ত সেই ব্যক্তিকে আপনার অনুমতিপত্র আনিয়া দেখা-
ইতে আজ্ঞা দিয়া স্বীয় ক্রোড় স্বাক্ষর-পাতিল করিতে
পারিবেন, অথবা এই অনুমতিপত্র আটক করিয়া বাতিল
করিবার জন্যে এই পত্রদ্বারা দেশান্তরগামীদের রক্ষকের
নিকট পাঠাইতে পারিবেন।

২৫ ধারা। কোন মাজিস্ট্রেট কোন মজুরসংগ্রাহকের

অনুমতিপত্রে ক্রোড় স্বাক্ষর
করিলে কিম্বা করিতে না চাহিলে
কিম্বা আপনার ক্রোড় স্বাক্ষর
বাতিল করিলে, দেশান্তরগামী-
দের যে রক্ষা এই অনুমতিপত্র
দেন তাহার নিকট তিনি
অগোণে রিপোর্ট লিখিয়াক্রোড় স্বাক্ষর করিলেন কি তাহা করিতে অস্বীকার
করিলেন, কি তাহা বাতিল করিলেন এই কথা ও
অস্বীকার কি বাতিল করণের কারণ জানাইবেন।

২৬ ধারা। (১) দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় যে এজেন্টের প্রার্থনাবশত্রে যে মজুর সংগ্রাহককে অনুমতিপত্র দেওয়া যায়, সেই এজেন্ট সেই মজুর সংগ্রাহককে আপনার স্বাক্ষরিত ও দেশান্তরগামীদের রক্ষকের ক্ষেত্রে স্বাক্ষরযুক্ত লেখা বা ছাপা একখান বর্ণনাপত্র দিবে।

তিনি দেশগামী হইতে যাহাদের অভিপ্রায় থাকে, তাহাদের সচিব এই মজুর সংগ্রাহক উক্ত এজেন্টের পক্ষে যে শর্তে করারপত্র করিবার ক্ষমতাপন্ন হন, এ বর্ণনাপত্রে তাহা লেখা থাকিবে।

(২) এই বর্ণনাপত্র ইংরেজী ভাষায় ও মজুর সংগ্রাহকের অনুমতিপত্র যে স্থানে বসে সেই স্থানের এক বা একাধিক দেশীয় ভাষায় লিখিত হইবে।

(৩) মজুর সংগ্রাহক যে কোন ব্যক্তিকে দেশান্তরগমনার্থ আহ্বান করেন তাহাকে এই বর্ণনাপত্রে যথার্থ প্রতিলিপি দিবে ও কোন মাজিষ্ট্রেটের বা পোলীস থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারির আজ্ঞাক্রমে, তাঁহার অবগতি নিমিত্ত এই বর্ণনাপত্র উপস্থিত করিবে।

২৭ ধারা। (১) এজেন্ট মজুর সংগ্রাহক দেশান্তরগমনের ক্ষেত্রে কিম্বা দেশান্তরগামী মজুর সংগ্রাহকদের কর্তৃক যাকিয়ার স্থান দিবার কথা।

করিবার পূর্বে, কিম্বা তাহার চড়বার বন্দরে লইয়া যাইবার পূর্বে, উপযুক্ত জায়গায় প্রচুর ও যথাযোগ্য থাকিবার স্থান দিবে।

(২) যে বাসী প্রভৃতিতে উক্ত থাকিবার স্থান দেওয়া যায়, তাহার কোন সুপ্রকাশ স্থানে একখান তক্তা লাগান থাকিবে, এই বাসী প্রভৃতিতে যে জন ব্যবহৃত হয়, উহাতে তাহা লেখা থাকিবে।

(৩) এজেন্ট জিলার মাজিষ্ট্রেট বাচেন এবং এই আইনমতে প্রণীত বিধিক্রমে এতদর্থে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেট বা পোলীসের কর্মচারী এই ধারামতে যেখানে থাকিবার স্থান দেওয়া যায়, সেই জায়গায় তত্ত্বাবধান ও সুবিধাম নিমিত্ত জাহাজে চড়বার বন্দরের আজ্ঞা সম্বন্ধে এই আইনমতে দেশান্তরগামীদের রক্ষকের যে সকল ক্ষমতা থাকে, সেই সকল ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

(৪) অনুময় মজুর সংগ্রাহক বা উক্ত স্থানের ভারপ্রাপ্ত অন্য ব্যক্তির এতদর্থে উক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত এজেন্ট মাজিষ্ট্রেটকে ও পোলীসের কোন কর্মচারীকে তথায় যাইয়া পরিদর্শন করিবার সনাতনকার সুবিধা করিয়া দিবে।

৬ অধ্যায়।

দেশান্তরগামীদিগকে রেজিস্ট্রী করিবার ও দেশান্তরগমনের করারপত্র সম্পাদন করিবার কথা।

২৮ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট গম্বয়ে না মৌজাধে বা পদোপলক্ষে কোন ব্যক্তিকে কোন নির্দিষ্ট স্থানে এই আইনমতে রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষের কর্ম করিতে নিযুক্ত করিতে পারিবে, কিন্তু

তাহাকে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে কিম্বা

স্থানীয় গবর্ণমেন্ট না মৌজাধে বা পদোপলক্ষে এতদর্থে অন্য যে কার্যকারককে নিযুক্ত করেন, সেই কার্যকারকের কর্তৃত্বাধীনে রাখিয়া দিবে।

২৯ ধারা। দেশান্তরগামী কোন ব্যক্তির সচিব যে কোন করারপত্র দিয়া যাইয়া তাহার করারপত্র করিবার কথা। (ক) যে কোন মজুর হইতে দেশান্তরগমন আইন মিল্ক হর সেই বন্দরের সীমার মধ্যে করা গেল, রক্ষকের সাক্ষাতে তাহাতে স্বাক্ষর করা যাইবে।

(খ) অন্যত্র করা গেল, রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষের সাক্ষাতে তাহাতে স্বাক্ষর করা যাইবে।

৩০ ধারা। কোন মজুর সংগ্রাহক তিনি দেশগমনার্থ কোন ব্যক্তির সচিব করারপত্র করিতে চাহিলে এই ব্যক্তিকে ও এই ব্যক্তির পোষ স্বরূপ যাহারা তিনি দেশগমনার্থে এসে থাকে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষের বা, স্থলবিশেষে, তিনি দেশগামীদের রক্ষকের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন।

৩১ ধারা। (১) তাহা হইলে রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ বা রক্ষক এই ব্যক্তিকে মজুর সংগ্রাহক হইতে পৃথক করিয়া তাহাকে অভিপ্রের্ত করায়ের কথা।

এ ব্যক্তি উক্তরূপ করার করিতে সক্ষম ও সম্মত ও তাহার মর্ম্ম বুকে, ও বল প্রয়োগ, অন্যায় প্রভাব প্রভাব প্রদান, অথবা বর্ণনা বা ভ্রান্তি বশতঃ তাহার করার করিতে প্ররতি করে না; ও এই করায়ের শর্তগুলি আইনসম্মত ও ২৬ ধারামতে মজুর সংগ্রাহককে যে বর্ণনাপত্র দেওয়া যায় তদনুসারে তিনি প্রেরণ করিতে ক্ষমতা পন্ন এই শর্তগুলি সেইরূপ; এবং এই আইনমতে ৩১ ধারার বিধান মানিয়া এই কর্তৃপক্ষ বা রক্ষক মাজিষ্ট্রেটের কর্তৃত্ব গবর্ণমেন্টের আইনমতে এই আইনমতে বিধিক্রমে যে পাইনিদেশ করেন সেই পক্ষে এতদর্থে যে বসী রাখিতে হয় সেই বসীতে দেশান্তরগামীদের নাম সে পৃষ্ঠাখানি এই কথা, তাহার পিতার নাম, তাহার বাসায় বসন্ত ও মিসরীয় আয়ের বা স্থানের নাম এবং মিজি-মিসি ও মিসরীয় জেনরল সাহেব সময়ে এই আইনমতে প্রণীত বিধিক্রমে দেশান্তরগামীর ও মজুর পোষা থাকিলে সেই পোষকের সম্বন্ধীয় অন্যান্য নাম যে বিশেষ বিবরণ নিদেশ করেন তাহা রেজিস্ট্রী করিবে।

৩২ ধারা। (১) পূর্বিদ্যায় প্রকরণের কথা থাকিলেও যদি রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ কিম্বা রক্ষক সাহেব দেখিতে পান যে, কোন মজুর জ্বর স্বামী এই জ্ঞীকে দেশান্তরে যাইতে অনুমতি দেয় না, তবে তিনি এই জ্ঞীকে রেজিস্ট্রী করিতে জখ্যকার করিতে পারিবেন।

(২) রেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষ কিম্বা রক্ষক সাহেব কোন জ্বীলোককে সম্বলি বলিয়া বিবাস করিলে তিনি ১০ দিনের অনধিক যত্নসহ উচিত বোধ করেন, তত্কাল গত না হইলে পর তাহাকে রেজিষ্টরী করিবেন কি না, ইহা স্থির করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

৩৩ ধারা। (১) কোন দেশান্তরগমনেচ্ছু মজুরের পোষা বলিয়া কোন ব্যক্তি রেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষের কিম্বা রক্ষক সাহেবের সম্মুখে

৩০ ধারামতে উপস্থিত হইলে, সেই ব্যক্তি যদি প্রথমে সর্বোচ্চ উত্তর দিতে পারে, তবে রেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষ বা রক্ষক সাহেব তাহাকে মজুরসংগ্রাহক হইতে পৃথক করিয়া সে যে দেশান্তরগামীর সঙ্গে যাইতে ইচ্ছায়, কি পরিমাণে সেই দেশান্তরগামীর পোষা ও সে উক্ত দেশান্তরগামীর সঙ্গে যাইতে ইচ্ছুক কি না এবিষয়ে তাহাকে পরীক্ষা করিবেন।

(২) রেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষ কিম্বা রক্ষক সাহেব উক্ত পোষা তার বা ইচ্ছার অন্তিম সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ দেখিলে, তিনি যদি উচিত বোধ করেন, উক্ত পোষার নাম রেজিষ্টর হইতে উঠাইয়া না দিলে, দেশান্তরগমনেচ্ছু মজুরকে রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

৩৪ ধারা। রেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষ দেশান্তরগমনেচ্ছু কোন মজুরকে রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকার করিলে, অস্বীকার করণের কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

৩৫ ধারা। (১) দেশান্তরগমনেচ্ছু কোন মজুর-সংক্রান্ত ও তাহার পোষা থাকিলে, পোষাসংক্রান্ত বিশেষ বিবরণ রেজিষ্টরী করা গেলে, রেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষ

বা রক্ষক সাহেব তেজর করিয়া করারপত্র প্রস্তুত করাইবেন, ও মজুরসংগ্রাহককে ও দেশান্তরগমনেচ্ছু মজুরকে আপনায় সাফায়ে তেজর করারপত্রে স্বাক্ষর করিবার আজ্ঞা করিবেন, এবং তাহার তাহাতে স্বাক্ষর করিলে, আপনি স্বাক্ষর করিয়া তাহাদের ঐ পত্র-সম্পাদনের সাফী হইবেন।

(২) দেশান্তরগমনেচ্ছু মজুর সংক্রান্ত ও তাহার পোষা থাকিলে, ঐ পোষাসংক্রান্ত বিশেষ বিবরণ যাবৎ রেজিষ্টরী করা না হয়, ও এই আইনমতে করারপত্র সম্পাদিত হয় না সাফাযুক্ত না হয়, তাহা দেশান্তরগমনের করারপত্র বলবৎ হইবে না।

৩) দেশান্তরগমনেচ্ছু কোন মজুর সংক্রান্ত ও তাহার কোন পোষা থাকিলে, ঐ পোষা সংক্রান্ত বিশেষ বিবরণ রেজিষ্টরী করা গেলে, এবং এই আইনমতে করারপত্র সম্পাদিত হয় না সাফাযুক্ত হইলে, দেশান্তরগমনেচ্ছু মজুরকে দেশান্তরগামী মজুর বলিয়া এই আইনমতে রেজিষ্টরী করা হইয়াছে জ্ঞান করা যাইবে।

৩৬ ধারা। দেশান্তরগমনেচ্ছু কোন মজুরের সংক্রান্ত ও তাহার পোষা থাকিলে, করারপত্রে যাহা লেখা থাকিবে তাহার কথা।

৩৭ ধারা। দেশান্তরগমনের প্রত্যেক চুক্তিপত্রে

তাহার প্রতিলিপি থাকিবে; এবং তাহার পৃষ্ঠে দেশান্তরগামীর কর্তৃপক্ষের তাব, কাল ও শর্ত সংক্রান্ত ও বেতন সংক্রান্ত যেসকল বিশেষ বিবরণ ও অন্যান্য যে বিবরণ মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীবুত গবর্নর জেনরল সাহেব সময়ে এই আইনমতে প্রণীত বিধিক্রমে নির্দেশ করেন, সেই বিবরণ ও বিষয় লেখা থাকিবে।

৩৮ ধারা। করারপত্র সম্পাদিত ও সাফাযুক্ত হইলে, দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় একে-চুক্তিপত্রের ভিতর খণ্ড নইয়া যাহা করিতে হইবে, তাহার কথা।

৩৯ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীবুত গবর্নর জেনরল সাহেব সময়ে ইতিপূর্বে প্রণীত করারপত্র প্রস্তুত করণের নিমিত্ত মজুর-সংগ্রাহক কিম্বা দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় একে-চুক্তি সেই ফী দিবেন।

কিন্তু মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীবুত গবর্নর জেনরল সাহেব যে কোন সময়ে প্রকৃত আশ্রয়পত্রের দ্বারা প্রকাশ করিতে পারিবেন যে, এই ধারামতে যে ফী দিতে হয়, তাহা সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানে ৭৩ ধারামতে দেয় ফীর সহিত একত্র করিয়া লওয়া যাইবে।

৪০ ধারা। ভারতবর্ষীয় চুক্তিবিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনে তাহার প্রণয়ন-কালে যে কোন স্থানে যোগ্য আশ্রয়পত্র সেই স্থানে গমনার্থ যোল বৎসর বা তদধিক বয়ঃ-প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি এই আইনের নির্দিষ্ট বতে করারপত্র করিতে পারিবেন।

৪১ ধারা। যে কোন ব্যক্তি দেশান্তরগমনার্থ করার করেন, তিনি যোল বৎসরের কম ও দশ বৎসরের অধিক বয়স্ক কোন শিশুর পিতা মাতা বা অভিভাবক হইলে, ঐ শিশুকে আপনায় সহিত দেশান্তরগমনার্থ আবদ্ধ করিয়া উহার নামে ও গণ্যক্রে এই আইনের বিধানমতে করার পত্র করিতে পারিবেন।

৭ অধ্যায়।

দেশান্তরগমনের আভ্যাবিষয়ক বিধি।

৪২ ধারা। দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় একে-চুক্তি যে বন্দ-রের নিমিত্ত নিযুক্ত হন সেই বন্দরে তিনি দেশান্তরগামীদিগকে লইয়া রাখিবার উপযুক্ত এক আজ্ঞা স্থাপন করিবেন।

তিনি যে দেশান্তর একে-চুক্তি সেইদেশে যাইবার উদ্দেশ্যে জাহাজে উঠিবার পূর্বে তাহার সেই আজ্ঞায় থাকিবে এবং ঐ আজ্ঞায় থাকিবার সময়ে তাহাদের সকলের আশ্রয়ক অন্তরীক্ষণ তাহার যোগাইতে হইবে।

৪২ ধারা। (১) দেশান্তরগামীদের রক্ষক এবং
আজ্ঞার অনুমতিপত্র
দেখানোর কথা।

আজ্ঞা দেখিয়া তাহা ভাল না
বলিলে, এবং উক্ত রক্ষক তাহা ব্যবহার করিবার অনুম-
তিপত্র না দিলে, দেশান্তরগামীদিগকে লইয়া রাখিবার
নিষিদ্ধ এই আজ্ঞা ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) এই ধারামত অনুমতিপত্র যে তারিখ হইতে
চলে, সেই তারিখ অবধি এক বৎসরের অধিক কালের
নিষিদ্ধ দেওয়া যাইবে না।

(৩) দেশান্তরগামীদের রক্ষক,

(ক) যে আজ্ঞার নিষিদ্ধ এই ধারামত অনুমতিপত্র
দেওয়া যায় তাহা অস্বাভাবিক, কিম্বা যে অতিপ্রায়ে
স্থাপিত হইয়াছে তজ্জন্য কোন প্রকারে অনুপযুক্ত
হইয়াছে জান করিলে, কিম্বা

(খ) দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট যুক্তিসিদ্ধ
নোটিস পাঠিলে পর এই আইনের বা এই আচনমতে
প্রণীত বিধির আদেশ পালন না করিলে, উক্ত রক্ষক
যে কোন সময়ে সেই অনুমতিপত্র রহিত করিতে
পারিবেন।

৪৩ ধারা। দেশান্তরগামীদের প্রত্যেক রক্ষক এবং
রক্ষকের ও পরিদর্শনার্থ
চিকিৎসকের স্থানীয়
দর্শনের কথা।

দেশান্তরগামীদের পরিদর্শনার্থ
চিকিৎসক সেই বন্দরের রক্ষক ও
চিকিৎসক ভদ্র। সেই বন্দরে
উক্ত সকল আজ্ঞাতে দেশান্তর-
গামী ব্যক্তিদিগকে রাখা গেলে, তাঁহাদের সময়ে
ও সপ্তাহের মধ্যে অন্তরে একবার তাহাদিগকে দৃষ্টি
করিবেন। এবং আজ্ঞার বাক্য অনুযায়ী তাহাদের
দেশান্তরগমনের প্রয়োজন আছে ও তাহাদের যেরূপ
আহার ও বস্ত্র দেওয়া যায় ও প্রকারান্তরে তাহাদের
যেরূপ প্রয়োজন সাধন ও রক্ষণাবেক্ষণ হইয়া থাকে এই
বিষয়ের অনুসন্ধান লইবেন।

৪৪ ধারা। আজ্ঞা যে কার্যের নিষিদ্ধ করা গেল
পরিদর্শনার্থ চিকিৎস-
কের যে রিপোর্ট করিতে
হইবে তাহার কথা।

সেই কার্যের উপযুক্ত নহে
কিম্বা তদ্ব্যতীত যে দেশান্তর
গামীরা আছে তাহাদের প্রতি
অনুরোধ করা বা অত্যাচার হইয়া
থাকে, পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক কোন রক্তাক্ত দ্বারা ইহা
জানিতে পাইলে দেশান্তরগামীদের রক্ষকের নিকটে
উদ্বিগ্নের রিপোর্ট করিবেন।

৪৫ ধারা। (১) যে রোগ দ্বারা নিকটের লোকদের রোগ
জন্মাইবার আশঙ্কা থাকে কোন
দেশান্তরগামীর রোগ
হইলে তাহার চিকিৎসা-
কার কথা।

দেশান্তরগামী ব্যক্তির এমন
কোন রোগ হইলে, পরিদর্শনার্থ
চিকিৎসক উচিত বোধ করিলে
তাহাকে পৃথক রাখিবার কিম্বা আজ্ঞা করিতে বাহির
করিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(২) পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক উচিত বোধ করিলে
সেই পীড়িত ব্যক্তির চিকিৎসা হইবার জন্য তাহাকে
দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের খরচে উপযুক্ত হাস্পা-
তালে পাঠাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন; এবং উক্ত
হাস্পাতালে তাহাকে লইয়া যাইবার ও চিকিৎসা করিবার
খরচ বলিয়া দেশান্তরগামীদের রক্ষক কোন খরচ

করিলে, খরচ করিবার তারিখ অবধি বৎসর শতকরা
ছয় টাকা হিসাবে মূল সমেত দেশান্তরগামীদের রক্ষক
এই দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের হাতিয়ে আদায়
করিয়া লইতে পারিবেন।

৮ অধ্যায়।

দেশান্তরগামীদিগকে আজ্ঞার লইয়া যাইবার ও
পাঁছিলে কার্যপ্রণালীর বিধি।

৪৬ ধারা। দেশান্তরগমনে যুক্তি ব্যক্তিকে দেশান্তরগমন
বলিয়া এই আইনমতে রেজি-
স্ট্রী করা না গেলে, কোন
পূর্বে দেশান্তরগামী
ব্যক্তিকে আনাতর না
করিবার কথা।

আজ্ঞায় লইয়া যাইবে না বা
লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিবে
না, কিম্বা তাহাকে কোন আজ্ঞায় বাইতে প্ররতি দিবে
না বা দিবার উদ্যোগ করিবে না, কিম্বা যে মাজিষ্ট্রেট
এ মজুরসংগ্রাহকের অনুমতিপত্রে জোড় থাকার বরেন
তাহাকে সেই মাজিষ্ট্রেটের বিচারালয় স্থান ভাগ করিতে
প্ররতি দিবে না বা দিবার উদ্যোগ করিবে না, অথবা
তাহাকে কোন আজ্ঞায় বাইতে বা উক্তরূপ স্থান ভাগ
করিতে সাহায্য করিবে না।

৪৭ ধারা। (১) দেশান্তরগামী কোন ব্যক্তিকে এই
আইনমতে রেজিষ্ট্রী করা
হবে দেশান্তরগামিকে আ-
জ্ঞা লইয়া যাইবার
কথা।

গেলে, দেশান্তরগমনসম্পর্কীয়
যে এজেন্টের প্রার্থনাক্রমে মজু-
র সংগ্রাহককে অনুমতিপত্র দে-
ওয়া যায় সেই এজেন্ট জাহাজে উঠিবার বন্দরে যে
আজ্ঞা স্থাপন করিয়া থাকেন, সেই আজ্ঞায় তাহাকে
সুবিধামতে তুরায় মজুরসংগ্রাহক বা দেশান্তরগমন-
সম্পর্কীয় এজেন্ট কিম্বা তাহাদের আজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তি
লইয়া যাইবেন।

(২) তাহাদের চড়িবার বন্দরের বহির্ভূত কোন স্থানে
কোন দেশান্তরগামিকে রেজিষ্ট্রী করা গেলে, আজ্ঞায়
যাইবার সময়ে মজুরসংগ্রাহক তাহার সঙ্গে
আগামি সমস্ত পথ যাইবেন, কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের
সম্মতিক্রমে এই মজুরসংগ্রাহকের নিযুক্ত কোন উপযুক্ত
ব্যক্তি তাহার সঙ্গে যাইবে।

(৩) সেই ব্যক্তি আজ্ঞা পর্যন্ত যাইতে নিযুক্ত হই-
য়াছে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই মর্মের সার্টিফিকেটে স্বাক-
করিয়া এই নিযুক্ত ব্যক্তিকে দিবেন।

(৪) এই মজুরসংগ্রাহক বা উক্তরূপে নিযুক্ত ব্যক্তি
সমস্ত পথ উক্ত দেশান্তরগামীদিগকে উপযুক্ত ও প্রচুর
আহার ও থাকিবার স্থান দিবেন।

৪৮ ধারা। কোন দেশান্তরগামী ব্যক্তি আজ্ঞার পাঁছ-
ছিলেই, এই আজ্ঞার অধ্যক্ষ
আজ্ঞায় পাঁছিলে
সংবাদ দিতে হইবার
কথা।

দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের নিকটে তাহার পাঁছিবার
সংবাদ দিবেন এবং সেই
এজেন্ট দেশান্তরগামিদের রক্ষককে সংবাদ দিবেন।

৪৯ ধারা। (১) মজুরসংগ্রাহক রেজিস্ট্রী করণের
পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের পরীক্ষা করিবার
কথা।

কর্তৃপক্ষের বা রক্ষকের স্থানে
করারপত্রের যে খণ্ড পান, তাহা
সেই দেশান্তরগামী ব্যক্তির
আজ্ঞার পঞ্জিবিবরণের দেশান্তর
গমনসম্পর্কীয় এজেন্ট দেশান্তরগামীদের পরিদর্শনার্থ
চিকিৎসককে সুবিধামত তুরায় দেখাইবেন।

(২) করারপত্রে যাহার নাম থাকে তদ্রূপ প্রত্যেক
দেশান্তরগামী ব্যক্তি যদেশে যাইবার করার করিয়াছে
তাঁহার বয়স ও স্বাস্থ্যের অবস্থা বিবেচনায় সে সেই
দেশে যাত্রা করিবার উপযুক্ত কি না ইহা নিয়ম করিবার
নিমিত্ত পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক তাঁহার পরীক্ষা করিবেন।

(৩) সেই ব্যক্তি যাইবার উপযুক্ত পরিদর্শনার্থ
চিকিৎসক ইহা স্বদ্বোধনতে জ্ঞাত হইলে দেশান্তরগমন-
সম্পর্কীয় এজেন্টকে সেই মস্তুর সার্টিফিকেট দিবেন।
ঐ ব্যক্তি যাইবার উপযুক্ত তাঁহার এরূপ স্বদ্বোধন না
অনিলে, তিনি দেশান্তরগামীদের রক্ষকে ঐ মস্তুর
সার্টিফিকেট দিবেন।

৫০ ধারা। (১) নিম্নলিখিত কোন স্থানে, অর্থাৎ,

রক্ষকের কোন স্থানে
দেশান্তরগামীর কিরিয়া
যাইবার খরচ দিবার
আজ্ঞা করিতে পারিবার
কথা।

(ক) দেশান্তরগামী ব্যক্তিদের
পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক যদি
নেখিতে পান যে ঐ দেশান্তর-
গামী ব্যক্তি যে দেশে যাইবার
করার করিয়াছে সেই দেশে
যাইবার অনুপযুক্ত অথবা

অনুপযুক্ত হইয়াছে এবং যদি দেশান্তর গামীদের
রক্ষক বিবেচনা করেন যে ঐ মজুর অন্যায়রূপে আপ-
নাকে উক্ত যাত্রার যোগ্য বলিয়া বর্ণনা করে নাই; কিম্বা

(খ) যদি রক্ষক দেখিতে পান যে মজুরসংগ্রাহক
ঐ দেশান্তরগামী ব্যক্তির সংগ্রাহক না তাঁহার প্রতি
ব্যবহারে এরূপ অনিয়ম করিয়াছে যাহাতে তাঁহার
দেশান্তরগমনের করারপত্র রহিত করা উচিত; কিম্বা

(গ) যদি দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট ঐ দেশা-
ন্তরগামী ব্যক্তির সাহিত্যে করারপত্র করায় ও মস্তুরে
কার্য্য করিতে অস্বীকার করেন;

তবে উক্ত রক্ষক যত টাকা যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণরূপ
জান করেন তাহা ঐ মজুরকে দিবার নিমিত্ত ঐ
দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের প্রতি আজ্ঞা করিতে
পারিবেন; এবং আজ্ঞা চড়িবার বন্দরের বহির্ভূত স্থানে
ঐ মজুরকে রেজিস্ট্রী করা গিয়া থাকিলে, সেই স্থানে
কিরিয়া যাইতে তাঁহার যুক্তিসঙ্গত ও টাকা আশ্রয়
সেই টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে ও উক্ত স্থানে ঐ
মজুরকে চালান করিবার নিমিত্ত আর যে কোন উপায়
অব্যর্থন করা আবশ্যক বোধ করেন তাহা করিতে
পারিবেন।

(২) আজ্ঞা চড়িবার বন্দরের সীমা বহির্ভূত স্থানে
যে দেশান্তরগামীর রেজিস্ট্রী হইয়াছে, দেশান্তরগামী-
দের পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের যত তাহার স্বাস্থ্যের
অবস্থা বিবেচনায় সে যে স্থানে রেজিস্ট্রী হইয়াছিল,
অনিলে সেই স্থানে কিরিয়া যাইবার অনুপযুক্ত
বোধ হইলে, যাবৎ ঐ পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক ঐরূপে
কিরিয়া যাইবার উপযুক্ত বলিয়া রিপোর্ট না করেন,

তাবৎ দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের খরচে আজ্ঞা
উত্তীর্ণ বন্দরের আজ্ঞার ঐ মজুর খাইতে, থাকিতে
ও পরিতে পাইবার এবং চিকিৎসা হইবার স্বত্বান
হইবে।

৫১ ধারা। কোন দেশান্তরগামী ব্যক্তিকে আজ্ঞা
পোষাদর ও আজ্ঞার- চড়িবার বন্দরের সীমার বহি-
র্ভূত স্থানে রেজিস্ট্রী করা
দেখা হইবার কথা। গিয়া থাকিলে, তৎসম্বন্ধে পূর্ব
ধারামতে কোন আজ্ঞা করা গেলে, তাঁহার পোষা
বলিয়া যাহাকে রেজিস্ট্রী করা গিয়াছে এরূপ কোন
দেশান্তরগামী ব্যক্তি,

কিম্বা পোষা না হইলেও যে ঐ দেশান্তরগামী ব্যক্তির
পিতা মাতা দ্বারা স্থানীয় পুত্রকন্যা আজ্ঞা ভ্রমী অভিভাবক
অথবা রক্ষিত হয় এরূপ কোন দেশান্তরগামী ব্যক্তি,

(ক) ঐ মজুরের যে স্থানে রেজিস্ট্রী হয় উহার
সহিত সেই স্থানে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের
খরচে তাহাকে পাঠান হয় এরূপ দাওয়া করিতে পারিবে;
এবং

(খ) ঐ দেশান্তরগামী ব্যক্তি গমন করিতে অসমর্থ
হইলে, যাবৎ সে গমন করিতে সমর্থ না হয়, তাবৎ
দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের খরচে ঐ আজ্ঞার
খাকিতে, খাইতে ও পরিতে পাইবার দাওয়া করিতে
পারিবে।

(২) ঐ দেশান্তরগামী ব্যক্তিসম্বন্ধে রক্ষক পূর্ব ধারা-
মতে যে কোন আজ্ঞা করেন তাহাতে এই ধারামত
খরচ ধরিয়া দিতে পারিবেন।

৫২ ধারা। যদি দৃষ্ট হয় যে আজ্ঞার আদিবার
সময়ে পশ্চিমঘো কোন মজু-
র প্রতি ক্রব্যবহার হইলে
তাঁহাকে ক্ষতিপূরণ দিবার
কথা।

পশ্চিমঘো কোন মজু-
র প্রতি ক্রব্যবহার হইলে
তাঁহাকে ক্ষতিপূরণ দিবার
কথা।

(১) ঐ মজুরকে ক্ষতিপূরণরূপ যুক্তিসঙ্গত টাকা
দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, এবং

(২) ৪৭ ধারার বিধানমতে কার্য্য না হওয়াতে
দেশান্তরগামী ব্যক্তির নিমিত্ত রক্ষক কর্তৃক কিম্বা তাঁহার
আজ্ঞামতে কোন খরচ করা গেলে, এরূপ যে খরচ করা
যায়, তাহা রক্ষককে দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৫৩ ধারা। (১) রক্ষক পূর্ব চিন ধারার কোন
দেশান্তরগামী ব্যক্তি ধারামতে কোন টাকা দিবার
নিমিত্ত যে খরচ পড়ে, রক্ষ-
কের তাহা দিয়া আদায়
করায় নইতে পারিবার
কথা।

যতটা পর্য্যন্ত ঐ আজ্ঞামতে
টাকা না দেয়, তবে রক্ষক
দেশান্তরগামীকে সেই টাকা দিতে পারিবেন।

(২) রক্ষক কোন দেশান্তরগামী ব্যক্তিকে (১)
প্রকরণমতে যে টাকা দেয়, এবং পূর্ব ধারামতে টাকা
দিবার আজ্ঞা হইলে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট

বিশেষণী পর্বাংশ সেই আত্মসমীক্ষার উপর নির্ভর করে এবং দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের প্রতিআপনার লিখিত যে টোকা দিবার আজ্ঞা করেন, সেই টোকা দিবার তারিখ অবধি তাহা বৎসর শতকরা ছয় টোকা হিসাবে সুদসমেত দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের স্থানে আদায় করা যাইতে পারিবে।

(৩) রক্ষক দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের প্রতি টোকা দিবার আজ্ঞা দেন, এবং দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট চক্ষণ যন্তোপযন্ত সেই আজ্ঞাসম্মত কার্য করেন নাই, এইরূপ কোন মোকদ্দমার কোন আদালতে ইহার অভিযুক্ত প্রমাণ দিবার প্রয়োজন হইবে না।

৯ অধ্যায়।

দেশান্তরগামী মজুরদের আহার্য বিষয়ক বিধি।

৪৪ ধারা। কোন আহার্যে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের স্থানে দেশান্তরগামীদিগকে লইয়া যাইবার অনুমতিপত্র না পাইলে, সেই আহার্যে দেশান্তরগামী কোন মজুরকে লওয়া যাইতে পারিবে না।

৪৫ ধারা। (১) কোন আহার্যের কাপ্তান বা স্বামী সেই অনুমতিপত্র পাইবার আর্থনা লিখিয়া দেশান্তরগামীদের রক্ষকের দ্বারা স্থানীয় গবর্ণমেন্টকে দিবে।

(২) স্থানসম্বন্ধীয় এই অধ্যায়ের বিধিসম্মত আর্থক এই আহার্যে যত দেশান্তরগামী ব্যক্তিকে লইয়া যাওয়া যাইতে পারে বলিয়া জ্ঞান করেন তাহা এবং এই আহার্যে যত বোঝাই ধরে এবং যন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীবুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়ে তাহার সম্বন্ধীয় অন্যান্য যে রূপান্তর এই আইনসম্মত প্রণীত বিধিক্রমে নির্দেশ করেন তাহা এই আর্থনামপত্রে লিখিতে হইবে।

৪৬ ধারা। (১) আহার্য সমুদ্রে যাইবার উপযুক্ত কি না এবং তাহাতে দেশান্তরগামী মজুরদের থাকিবার কি ঐক্যের কত স্থান আছে ও আহার্যে বাহুসঞ্চালনের সজ্জার আছে কি না ও তাহাতে অতি-প্রত্যেক জলযাত্রার উপযোগী রসায়নী ও সজ্জা ও সরঞ্জাম আছে কি না ইহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত দেশান্তরগামীদের রক্ষক কাপ্তানের বা স্বামীর খরচে উপযুক্ত কোন ব্যক্তি দ্বারা এই আহার্যের পরীক্ষা করাইবে।

(২) যদি স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বিবেচনা করেন যে এই আহার্য এই আইনসম্মত দেশান্তরগামীদিগকে লইয়া যাইবার সর্বোত্তমভাবে উপযুক্ত ও তাহাতে উপযুক্ত-রূপ মজা ও কর্মচারী আছে, তবে আহার্যে যত জন দেশান্তরগামী মজুরদিগকে লওয়া যাইতে পারিবে তাহা নির্দেশ করিয়া এই আহার্যের অধ্যক্ষকে অর্থাৎ কাপ্তানকে দেশান্তরগামী ব্যক্তিদিগকে লইয়া যাইবার অনুমতি-পত্র দিবে।

৪৭ ধারা। (১) (ক) আহার্যে দুই তৃতকের বধ্যস্থানে কিবা দেশান্তরগামীদের রক্ষকের ও পরিদর্শনার্হ চিকিৎসকের অনুমোদনমামীনে উপরে তৃতকে কুঠরীতে কেবল দেশান্তরগামীদের ব্যবহার্য সর্বোৎকৃষ্ট ছয় ফুটের অন্তর উচ্চতাবিশিষ্ট স্থান নিরূপণ করা না গেল;

(খ) হাঙ্গামাভাবরূপ একটি স্বতন্ত্র স্থান সজ্জিত করা না গেল; এবং

(গ) এই আইনসম্মত যন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীবুত গবর্ণর জেনরল সাহেব বিধিপ্রণয়ন করিয়া সময়ে বেরূপ বন্দোবস্তের আদেশ দেন, দেশান্তরগামী অন্য মজুরদের হইতে বিবাহিতা বা অবিবাহিতা স্ত্রীলোকদিগকে ও শিশুদিগকে স্বতন্ত্র রাখিবার সেৱাপ বন্দোবস্ত করা না গেল;

পূর্বধা যত কোন অনুমতিপত্র দেওয়া হইবে না।

(২) এই ধারার (ক) প্রকরণে ঐশ্বর্য তৃতকে যে কুঠরীর বিধান আছে, তাহা দৃঢ়ভাবে আঁটা ও সম্পূর্ণরূপে আবৃত থাকিবে।

৪৮ ধারা। পূর্ব ধারার (ক) প্রকরণে যে স্থানের উল্লেখ আছে, প্রত্যেক আহার্যে এই আহার্যে স্থানসম্মত সেই স্থানে প্রত্যেক জন মজুরের বিধির কথা। দেশান্তরগামীদিগের নিমিত্ত অনুমান ১২ বর্গফুট ও ৭২ ঘনফুট স্থান থাকিবে।

কিন্তু মশামৎসরের কম বয়সের দেশান্তরগামী দুই ব্যক্তি এই ধারার কার্য পক্ষে কেবল এক ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

৪৯ ধারা। দেশান্তরগামী মজুরেরা যে বন্দরে আহার্যে উঠিবে সেই বন্দর হইতে আহার্যের জব্বা, কাপড়, জালানীকাত ও জল লইতে আহার্যের মজুর আহার্যের অধ্যক্ষের ও কর্মচারীদের ও মজুরদের এবং কুঠরীতে ও অন্য স্থানে আরোহী থাকিলে তাহাদের আহার্যাদির নিমিত্ত যে ত্রব্য আহার্যে লওয়া যাইতে পারে ও তদতিরিক্ত উক্ত দেশান্তরগামী মজুরদের আহার্যের জব্বা, কাপড়, জালানীকাত ও জল লইতে হইবে। এই আইনসম্মত সময়ে যন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীবুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত বিধিতে যে পরিমাণের ও যে প্রকারের ও যে গুণের সুব্যাদি নির্দিষ্ট থাকে, এই ত্রব্যাদি সেই পরিমাণের, সেই প্রকারের ও সেই গুণের হইবে।

৫০ ধারা। যে বন্দরে দেশান্তরগামী মজুরেরা আহার্যে চড়ে সেই বন্দর হইতে দেশান্তরগামীদের আহার্যে চাড়ি-ও অন্যান্য সামগ্রীর বার সময়ে উত্তরূপ প্রত্যেক আহার্যে একজন উপযুক্ত

যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসক থাকিবে ও গমন করিবেন; এবং যন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীবুত গবর্ণর জেনরল সাহেব এই আইনসম্মত প্রণীত বিধিক্রমে সময়ে বেরূপ নির্দেশ করেন, চিকিৎসকের অধীন তজ্জপ কম্পাউটার, মোতাবী ও চাকর ও তজ্জপ পরিদর্শকের ও গুণের তজ্জপ ত্রব্য ও অন্য সামগ্রী থাকিবে।

পূর্ব দুই খণ্ড এবং
তদনুসারে দেশান্তর-
গামীদের রক্ষণের ও পরি-
পালনার চিকিৎসকের ব্যয়
কর্তব্য ভাষ্য করা।

৬১ ধারা। পূর্ব দুই ধারার
সমুদয় বিধানমতে কার্য্য করা
হইবে দেশান্তরগামীদের রক্ষণের
ও দেশান্তরগামীদের পরি-
পালনার চিকিৎসকের ব্যয় ইহা
দেখিতে হইবে।

৬২ ধারা। (১) এই আইনমতে অনুমতি প্রাপ্ত
এতদক জন কাণ্ডান
দেশান্তরগামীদের রক্ষণের
আদেশ হইলে ও আর্জী
দেশান্তরগামী কোন মজুরের
উঠিবার পূর্বে, স্থানীয়

গবর্ণমেন্টে সম্মুখে যে পাঠ নির্দেশ করেন সেই
পাঠে ঐ রক্ষকের নিকট ছুটি প্রস্থ নিবন্ধপত্রে স্বাক্ষর
করবেন; তাহাতে এই প্রতিশ্রুতি করিবেন যে এই আই-
নের বা এই আইনমতে প্রণীত বিধির আদেশমতে তিনি
ও তাহারের কামী কর্ম না করিলে তাঁহারা দশ
সহস্র টাকা মণ্ড দিবেন।

(২) দেশান্তরগামীদের রক্ষক দেশান্তরগামী মজুর-
দিগকে যে দেশে লইয়া যাইতে হইবে সেই দেশের
গবর্ণমেন্টের এতদর্থে নিযুক্ত কার্য্যকারকের নিকট ঐ
নিবন্ধপত্রের এক প্রস্থ, কিম্বা ভিন্নদেশের উপনিবেশ
হইলে ঐ উপনিবেশস্থ ব্রিটিশ কঙ্গ লার এজেন্টের নিকট
এক প্রস্থ ও স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিকট এক প্রস্থ প্রে-
রন করিবেন।

১০ অধ্যায়

আর্জী উঠিবার ও যাত্রা করিবার কথা।

৬৩ ধারা। দেশান্তরগামীদের রক্ষকের অনুমতি না
পাইলে, কোন দেশান্তরগামী
মজুর আর্জী উঠি-
বার সময়ের কথা।
তারিখ অবধি যাবৎ সাতদিন
গত না হইয়া তাহা উঠিবে না।

৬৪ ধারা। (১) ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন
বন্দর হইতে দেশান্তরগামী
মজুরদের কোন আর্জী
(ক) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীযুত
গবর্ণর জেনরল সাহেব সম্মুখে
এই আইনমতে প্রণীত বিধি-
ক্রমে কাল মধ্যে সাধারণতঃ দেশান্তরগামী মজুর
দের আর্জী উঠিবার উক্ত আর্জী যে প্রণীত হয় সেই
প্রণীত আর্জীকে উত্তরাংশ অন্তর্গতের পাশ্চাত্য দিক
কোন দেশে যাত্রা আইনসম্মত বলিয়া নির্দেশ করেন
সেই কাল ছাড়া ঐ দেশে যাইবে না।

(২) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব
সম্মুখে ইতিয়া গেলেনে সিদ্ধাপন দিয়া যে কাল মধ্যে
দেশান্তরগামী মজুরদের আর্জী উঠিবার যাত্রা করা নিষেধ
করেন, সেই কাল মধ্যে ঐ দেশে যাত্রা করিবে না।

৬৫ ধারা। দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট দেশ-
ান্তরগামী কোন মজুরকে আর্জী
উঠিতে আদেশ করিলে যদি
সেই ব্যক্তি উপযুক্ত তেজী
থাকিলে ও তাহাজে উঠিতে
অস্বীকার বা উপেক্ষা করে, তবে-

এলপূর্বক ঐ মজুরকে তাহাজে উঠান আটননিজ
নাহ; কিন্তু উক্তরূপ অস্বীকার বা উপেক্ষা করণ বশতঃ
বা তৎসম্বন্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী আটনমতে
ঐ মজুরের যে দায় বর্তে এই ধারার কোন কথাক্রমে
তাঁহার ব্যাঘাত হইবে না।

৬৬ ধারা। (১) দেশান্তরগামী মজুরেরা আর্জী
উঠিতে উদ্যত হইলে, দেশান্তর
গমনসম্পর্কীয় এজেন্ট ঐ আর্জী
জের অধ্যক্ষকে ঐ ব্যক্তির
নির্ঘটপত্রের চারিপ্রস্থ দিবেন; তদ্ব্যতীত তাহাদের নাম
ও বয়স ও ব্যবসায় ও তাহাদের পিতার নাম সাধারণতঃ
যথার্থরূপে লেখা থাকিবে।

(২) দেশান্তর গমনসম্পর্কীয় এজেন্টের স্বাক্ষরিত ও
রক্ষকের ছোড়া স্বাক্ষরযুক্ত ছাড়পত্র কোন মজুরের না
থাকিলে এবং ঐ ছাড়পত্রে তাহার নাম ও বয়স ও
পিতার নাম ও যে দেশে সে যাত্রিতে কষ্ট করিয়াছে
সেই দেশের উল্লেখ না থাকিলে এবং সে ঐ দেশে যাত্রা
করিবার উপযুক্ত সুস্থ অবস্থায় আছে এই মন্তব্য সঠি-
কভেট না থাকিলে, আর্জীজের অধ্যক্ষ ঐ মজুরকে
আর্জী উঠিতে দিবেন না।

(৩) দেশান্তরগামী এতদক মজুর আর্জী উঠিলে
ঐ ছাড়পত্র তাহারের অধ্যক্ষকে দিবে।

(৪) দেশান্তরগামী যে মজুরেরা আর্জী উঠি
আর্জীজের অধ্যক্ষ তাহাদিগকেও তাহারা যে ছাড়পত্র
দেয় তাহা দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের নির্ঘট-
পত্রের সহিত মিলাইয়া দেখিবেন। ঐ নির্ঘটপত্র শুদ্ধ
দৃষ্ট হইলে ও ছাড়পত্রের ও আর্জীজের মজুরদের
সঙ্গে মিলিলে, আর্জীজের অধ্যক্ষ ঐ নির্ঘটপত্রের চারিপ্রস্থ
স্বাক্ষর করিবেন।

(৫) দেশান্তরগামী যে কোন ব্যক্তি অধ্যক্ষের নিকট
আর্জী উঠিবার সময় তাহার নাম নির্ঘটপত্রে
নাহ, অধ্যক্ষ তাহাকে তাহাজে থাকিতে দিবেন না।

৬৭ ধারা। (১) ঐ নির্ঘটপত্রের সকল প্রস্থ স্বাক্ষরিত
হইলে পর তাহাজের অধ্যক্ষ
দেশান্তরগামীদের রক্ষকের দুই
প্রস্থ দিবেন; তিনি তাহা পরি-
শুদ্ধ জ্ঞান করিলে তাহাতে
স্বাক্ষর করিবেন।

(২) মজুরেরা যে দেশে যাইবার চুক্তি করিয়াছে,
সে দেশের গবর্ণমেন্ট এতদর্থে যে কার্য্যকারকের নিযুক্ত
করেন, মজুরদের আর্জী উঠিবার সময় সেই কার্য্যকারকের নিকট
কিম্বা ভিন্নদেশের উপনিবেশ হইলে ব্রিটিশ কঙ্গ লার
এজেন্টের নিকট রক্ষক আর্জীজের স্বাক্ষরিত এক প্রস্থ
পাঠাইবেন, এবং অতঃপরে তাহার আর্জী
গোপন রাখিবেন।

দেশান্তরগমন সম্পর্কীয়
একটিকে তথাকথিত দুই
এক দিবার ও তাহা ল-
ইয়া কার্য হইবার কথা।

৩৮ ধারা। (১) জাহাজের
অধ্যক্ষ দেশান্তরগমন সম্পর্কীয়
একটিকে নির্বচনের অবশিষ্ট
দুই প্রহ্ন দিবে।

(২) জাহাজইলে দেশান্তরগমন সম্পর্কীয় একটিকে দুই
প্রহ্নে স্বাক্ষর করিয়া এক প্রহ্ন জাহাজের অধ্যক্ষকে
কর্তব্য দিবে।

(৩) মজুরেরা যে দেশে যাইবার করার করিয়াছে
জাহাজ সেই দেশে পৌঁছিলে দেশান্তরগামী ব্যক্তিদের
জানিয়া যাইবার পূর্বে জাহাজের অধ্যক্ষ ঐ দেশের
গবর্নমেন্টে এতদর্থে যে কর্মচারিক নিযুক্ত করিয়া
থাকেন সেই কর্মচারিকের কিম্বা তিন দেশের উপনিবেশ
হইলে ব্রিটিশ কঙ্গুলার একটিকে ঐ প্রহ্ন দিবে।

৩৯ ধারা। (১) মজুরেরা যে সময়ে জাহাজে
উঠ পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক
সেই সময়ে উপস্থিত হইয়া
যাহা দেশান্তরগামীদের
পত্রিকা হইবার কথা।
এক মজুর যে দেশে যাই-
বার করার করিয়াছে শারীরিক
স্বাস্থ্য বিবেচনার সে ঐ দেশে যাত্রা পরিবার উপযুক্ত কি
না তিনি ইহা নিশ্চয় জানিবার নিমিত্ত ঐ মজুরদিগকে
পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং ঐ মজুর উক্ত যাত্রা
করিবার উপযুক্ত নহে একথা দেখিলে তিনি রক্ষককে
জানাইবেন।

(২) তাহা হইলে উক্ত রক্ষক ঐ মজুরকে জাহাজে
উঠিবার অনুমতি দিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন ;
এবং রক্ষক দেশান্তরগামী যে ব্যক্তিকে জাহাজে উঠিবার
অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন তাহার নামে বলিয়া
রেজিষ্টারী করা কোন দেশান্তরগামী ব্যক্তি কিম্বা তাহার
পোষা না হইলেও যে তাহার পিতা মাতা স্ত্রী স্বামী
পুত্র কন্যা অথবা তিনি অধিবাসক বা বসিক হয় একপা-
কে দেশান্তরগামী ব্যক্তি। এই আইনে প্রস্তাব-
রের বিশদ থাকিলেও, জাহাজ উঠিতে অস্বীকার
করিতে পারবে।

(৩) যে সকল দেশান্তরগামী মজুরদিগকে এই
ধারামতে জাহাজে উঠিবার অনুমতি দেওয়া না হয়
এবং যাহারা এই ধারামতে জাহাজে উঠিতে অস্বীকার
করে তাহাদের প্রতি এবং তাহাদের সম্বন্ধে ঐ আইন-
মতে যথেষ্ট করা যায় সেই মত প্রদান করণের
প্রতি ৫০, ৫১ ও ৫২ ধারার বিধান বর্তিবে।

৪০ ধারা। সমুদ্র মজুর জাহাজে উঠিলে পর দেশা-
ন্তরগমন সম্পর্কীয় একটিকে
অধ্যক্ষকে তথাকথিত
গমন সম্পর্কীয় একটিকে
দেশান্তরগমনের কার্য-
পত্র দিবার কথা।
বা তাহার অনুমতিক্রমে ঐ
মজুরদের সহিত যে সকল
করা পত্র করা হয় এবং এই
আইনমতে তাহার চতুর্দশ অর্পি-
ত তাহার নিমিত্ত প্রেরিত হয়, তিনি সেই করণ-পত্র
জাহাজের অধ্যক্ষকে দিবে ; এবং উক্ত মজুরদিগকে
যে দেশে লইয়া যাবা হয় তাহার সেই দেশে পৌঁ-
ছিলে ঐ অধ্যক্ষ ঐ দেশ পৌঁছিলে এতদর্থে ঐ দেশের
গবর্নমেন্টের নিযুক্ত কর্মচারিকের কিম্বা তিন দেশের উপ-
নিবেশ হইলে ব্রিটিশ কঙ্গুলার একটিকে দিবে।

৪১ ধারা। কোন বন্দর হইতে দেশান্তরগামী মজুর-
দিগকে লইয়া যাইবার কোন
দেশান্তরগামীদের রক্ষক
কোন দেশান্তরগামী
মজুরের একটিকে
কিটো টিকিট দিবে।
বন্দী দেশান্তরগামীদের রক্ষক-
কের স্থানে এবং তাহাদিগকে
যে দেশে লইয়া যাইতে হইবে সেই দেশের দেশান্তরগমন-
সম্পর্কীয় একটিকে তাহা দিবে ঐ রক্ষকের ও দেশান্তরগমন-
সম্পর্কীয় একটিকে স্বাক্ষর করিয়া লিখিত মজুরের গণ-
কিটো টিকিট লইবে। এই আইনের কিম্বা আইনমতে
প্রণীত বিধি পূর্বোক্ত বিধি স্থানমতে ঐ জাহাজের
যাহা দেশান্তরগামী ব্যক্তিদের বিধি ঐ রক্ষকের ও
দেশান্তরগমন সম্পর্কীয় একটিকে যে সকল কর্ম করিবার
আদেশ আছে উক্ত রক্ষক ও দেশান্তরগমন সম্পর্কীয়
একটিকে তাহা করিবে ; এবং এই আইনে ও এই
আইনমতে প্রণীত বিধিতে দেশান্তরগামী ব্যক্তিদের
নির্দিষ্টতা, মজুর ও রক্ষার নিমিত্ত যে সকল বিধান
আছে তাহা গারে ঐ জাহাজ সম্বন্ধে কার্য করা হইয়াছে।

৪২ ধারা। দেশান্তরগামী মজুরেরা যে জাহাজে যাব,
আইন এবং বিধি সেই জাহাজের অধ্যক্ষ এই
জাহাজে রাখিবার কথা। আইনের দুই প্রহ্ন এবং এই
আইন-তে প্রণীত সমুদ্র বিধির
দুই প্রহ্ন এবং স্থানীয় গবর্নমেন্ট বা যে তাহার
আদেশ করেন সেই বা যেহেতু তাহার এই আইনের ও
বিধির অমুদ্রের দুই প্রহ্ন যাত্রার সমুদ্র পথ সেই
জাহাজে রাখিবেন, এবং দেশান্তরগামী কোন ব্যক্তি
বুজিমত কোন সময়ে প্রার্থনা করিলে তাহার পাঠার্থ
ঐ আইনাদির বা তদনুবাদের এক প্রহ্ন তাহাকে
দেখিতে দিবে।

৪৩ ধারা। মন্ত্রিসভা নিষ্ঠিত জীবুত গবর্নর জেনরল
সাহেব যিনি ইতিমধ্যে গভর্ণমেণ্টে
যে প্রত্যেক মজুর
জাহাজে উঠে তাহার
কীর কথা।
মজুরদের জাহাজে যত মজুর
উঠে, তাহাদের প্রত্যেক জনের নিমিত্ত দেশান্তরগমন-
সম্পর্কীয় একটিকে দেশান্তরগামীদের রক্ষককে সেই
ফা দিবে।

৪৪ ধারা। (ক) দেশান্তরগমনের নিয়মাবলীতে রাখি-
বার নিমিত্ত মন্ত্রিসভা বসি জীবুত গবর্নর জেনরল
সাহেবের ক্ষমতা সেরে প্রত্যেক মজুরের নামক
নাম, তাহার খচ কুলি-বার নিমিত্ত যত টাকা
প্রয়োজন ঐ আইনমতে ফা হইতে যেটুকু
তাহা ও টাকা অধিক হইয়া উঠে, মন্ত্রিসভা নিষ্ঠিত
জীবুত গবর্নর জেনরল সাহেবের ক্ষমতা এই ধারানুসারে
দেয় ফা একপ করিতে হইবে।

(খ) কোন দেশ সম্বন্ধে ঐ দেশের ভরতবর্ষীয়
মজুরদের রক্ষার্থ বিশেষ কোন সরঞ্জাম রাখা বা
বিশেষ কোন খরচ করা মন্ত্রিসভা নিষ্ঠিত জীবুত গবর্নর
জেনরল সাহেবের বাঞ্ছনীয় বোধ হইলে, উক্ত সাহেব
ঐ মজুরদের সম্বন্ধে দেয় ফা একপ পরিমিত প্রকৃত রকমে
পারিবেন, যাহাতে তাহার বিবেচনায় ঐ বিশেষ চেরে-
স্ত্র বা বিশেষ খরচের টাকা সঙ্কুলান হয়।

৭৪ ধারা। এই আইনমতে অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত
তাঁহার আর্জিতে অ
ইন ও বিধি পালিত হয়,
কাগানের ইহা দেখিতে
হইবার কথা।

এ এই আইনমতে প্রণীত বিধির সমুদয় বিধান তাঁহার
আর্জিতে পালিত হয়।

৭৫ ধারা। দেশান্তরগামী মজুর যে দেশে যাইবার
করার করিয়াছে, সেই দেশে
মজুরকে ছাড়পত্র কি-
রাইয়া দিবার কথা।
পূর্বে কাগান তাহাকে তাঁহার
ছাড়পত্র কিরাইয়া দিবে।

কলিকাতা হইতে যে সকল জাহাজ যায়, তৎ-
সম্বন্ধে বিশেষ বিধান।

৭৬ ধারা। যে জাহাজ দেশান্তরগামীদিগকে লইয়া
কলিকাতা বন্দর হইতে যায়,
কলিকাতা হইতে
গেলেন জাহাজে উঠিবার
সময় তাহা চক্ষিণ ঘণ্টার
মধ্যে জাহাজ খুলিয়া
কথা।
জাহাজের অধ্যক্ষ সেই জাহাজে
দেশান্তরগামীদের প্রথম উঠি-
বার পর চক্ষিণ ঘণ্টার মধ্যে
গাউন্টরিচ অর্থাৎ মুচী খোলা
হইতে জাহাজ খুলিয়া যাইবে
না।

৭৭ ধারা। কোন পাইলবিমিট জাহাজ দেশান্তরগামী-
দিগকে লইয়া কলিকাতা বন্দর
হইতে যাত্রা করিলে, সেই
জাহাজ মুচী খোলা হইতে
সমুদ্র পথে এতদন্তে স্থানীয়
গার্মেন্টের নিযুক্ত কার্যকারক
যে জাহাজ উপযুক্ত বলিয়া নির্দেশ করেন একথা বাস্পীয়
জাহাজ দ্বারা টানিয়া লইয়া যাওয়া হইবে।

৭৮ ধারা। (১) কোন জাহাজ কলিকাতা বন্দর হইতে
দেশান্তরগামী মজুরদিগকে
লইয়া যাত্রা করিলে নীচে
যাইবার সময়ে মুচী খোলা ও
কলাগাতি এট উভয়ের মধ্যে
যদি জাহাজে স্থান, স্কাল্পেট
ফিটর বা বসন্ত দেখা দেয়,
তবে জাহাজের অধ্যক্ষ মজুর-
দের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসকের
আদেশ পাইলে যে সকল মজুর প্রত্যেককে এ পীড়ায়
আক্রান্ত হয়, তাহাদিগকে ও তাহাদের পোষা বলিয়া
রেজিস্ট্রী করা মজুরদিগকে ও তাহাদের পোষা না
হইলেও যে কেহ তাহাদের পিতা মাতা স্ত্রী স্বামী পুত্র
কন্যা ভ্রাতা ভগিনী অবিভাবক বার্ষিকিত হয় ও তা-
হার সঙ্গে যাঁতে চাচে, তাহাদিগকে কলাগাতির হাঁস্পা-
তালে পাঠাইবেন এবং ঐরূপে যতজন মজুরকে হাঁস্পা-
তালে পাঠান যায় তাহাদের সংখ্যা ও নাম অবিলম্বে
কলিকাতা দেশান্তরগামী মজুরদের রক্ষককে জানা-
ইবেন।

(২) এই ধারাতে দেশান্তরগামী যে মজুরদিগকে
আমাইয়া দেওয়া যায় তাহাদের প্রতি এবং তাহাদের
সম্বন্ধে যে খরচ করা যায় সেই খরচ আদায় করণের
প্রতি ৫০, ৫১, ও ৫৩ ধারার বিধান যতদূর বর্জিতে পারে
বর্জিবে।

৭৯ ধারা। (১) যে কোন জাহাজ কলিকাতা
বন্দর হইতে দেশান্তরগামী
মজুরদিগকে লইয়া যায়, যদি
সেই জাহাজের মজুরদের মধ্যে
ব্যাংক আকারে এলাউটা দেখা
দেয়, তবে মজুরদের ভারপ্রাপ্ত
চিকিৎসক উক্তরূপ সমুদয়
মজুরদিগকে কলাগাতিতে নামাইবার নিমিত্ত জাহাজের
অধ্যক্ষের প্রতি আদেশ করিতে পারিবেন।

(২) ঐ অধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের সেই আদেশ
পালন করিবেন এবং তিনি যে তাহা করিয়াছেন
ইহার সত্য্যাদ অবিলম্বে কলিকাতা মজুরদের রক্ষকের
নিকট পাঠাইবেন; তাহা হইলে উক্ত রক্ষক মন্ত্রিসভা-
ধিক্তিত জীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব এই আইনমতে
সম্মত যে বিধি প্রণয়ন করেন, সেই বিধির নিষ্কিট
প্রণালীমতে কার্য করিবেন।

১১ অধ্যায়।

বিধি।

৮০ ধারা। (১) মন্ত্রিসভাধিক্তিত
জীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব
সম্মত যে আইনের সমস্ত
পঞ্চাঙ্গিধিত বিষয়ের বিধি
প্রণয়ন করিতে পারিবেন।—

(ক) এই আইনমতে যে থাকিবার স্থানের বিধান
করা যায়, তাহার তত্ত্বাবধান ও সুব্যবস্থা করিবার বিধি,
এবং যে প্রেনীর মাজিস্ট্রেটেরা ও পোলীসের কর্মচারীরা
ঐ সকল স্থানে যাইয়া পরিদর্শন করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত
হইবেন, তাহা নির্দেশ করিবার বিধি;

(খ) এই আইনমতে যে রেজিস্ট্রীর রাখিতে হইবে,
ও তাহাতে যে ২ কথা লিখিতে হইবে, তাহার পাঠ
নির্দেশ করিবার এবং জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কিম্বা
এতদন্তে এই আইনমতে অন্য কোন কর্মচারী নিযুক্ত
হইলে, তিনি রেজিস্ট্রী করণের বর্জপক্ষের উপর
যে রূপ কর্তৃত্ব করিবেন, তাহার বিধান করিবার বিধি;

(গ) এই আইনমতে যে রূপ কর্তারপত্র করিতে
হইবে ও তাহাতে যে ২ কথা থাকিবে, ও যে বা যে ২
তাঁহার কর্তারপত্র লিখিতে হইবে, তাহার পাঠ নির্দেশ
করিবার বিধি;

(ঘ) যে ২ নিয়মে এই আইনমতে আত্মহাণনের
অনুমতিপত্র দেওয়া যাঁতে পারিবে, তাহা নির্দেশ
করিবার বিধি, এবং আত্মহার তত্ত্বাবধান ও সুব্যবস্থার
বিধান করিবার ও দেশান্তরগামী মজুরেরা যখন তথায়
থাকে, তাহাদের চিকিৎসার ও তথায় কোন ব্যাপক বা
সংক্রামক রোগ হইলে, যে ২ উপায় অবলম্বন করিতে
হইবে, তাহার বিধান করিবার বিধি;

(ঙ) এই আইনের কার্যপক্ষে দেশান্তরগমন-
সম্পর্কীয় এজেন্টেরা ও মজুরসংগ্রাহকেরা যে ২ পাঠ
যোগাইয়া দিবে, তাহা নির্দেশ করিবার বিধি;

(চ) কোন জাহাজের স্রমী বা কাগান আপন
জাহাজে দেশান্তরগামী মজুরদিগকে লইয়া যাইবার অনু-
মতিপত্র পাইবার আর্জনী করিলে, তাহার যে ২ কথা
লিখিতে হইবে, তাহা নির্দেশ করিবার বিধি;

(হ) দেশান্তরগামী মজুরদের সংখ্যাসূচক বৎসর জীলোক দেশান্তরগামী মজুরদের সঙ্গে সাধারণতঃ লইয়া যাইতে হইবে, এবং দেশান্তরগামী মজুরদের আঁহাজে অন্য যে মজুরেরা থাকে, তাহাদের হইতে বিবাহিতা বা অবিবাহিতা জীলোকদিগকে ও শিশু-দিগকে পৃথক করিয়া রাখিবার যে ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে, তাহার বিধি ;

(জ) দেশান্তরগামীদিগকে যে আঁহাজে লইয়া যাওয়া হয়, তাহাতে যে প্রকারের ও যত ও যে গুণের আহারীয় দ্রব্য, জ্বালানী কাঠাদি ও জল লইতে হইবে, ও পানি-বহো প্রত্যেক জন দেশান্তরগামীকে প্রতিদিন যত আহারীয় দ্রব্য ও যত জল ও যে প্রকারের যত বস্ত্র দিতে হইবে, তাহার বিধি ;

(ঝ) দেশান্তরগামীদিগকে লইয়া যাইবার আঁহাজে যে পীড়িত ও দুর্বল ব্যক্তির থাকে, তাহাদের শুষ্কতার নিমিত্ত চিকিৎসকের অধীনে যতজন কম্পোণ্ডার-ছোঁতাষী ও চাকর লইয়া যাইতে হইবে, ইহা নিরূপণ করিবার বিধি ;

(ঞ) দেশান্তরগামী মজুরদিগকে যে আঁহাজে লইয়া যাওয়া হয়, সেই আঁহাজে যে প্রকারের যত ও যে গুণের শুষ্কাদি দ্রব্য লইতে হইবে, তাহার বিধি ;

(ট) আঁহাজে মজুরদের গমনকালে সেই আঁহাজে বায়ুসঞ্চালনের ও পরিচ্ছন্নতার বিধি ও প্রত্যেক জন হইলে, বা তাহাতে অগ্নি লাগিলে, যত জীবন রক্ষা করা যায়, নৌকা, বালু ও অন্যান্য যে সরঞ্জাম ব্যবহারার্থ রাখিতে হইবে, তাহার বিধি ;

(ঠ) উত্তমাংশ অসুস্থতাপের পক্ষিণ দিকস্থ যে কোন দেশে যাওয়া আইনসিদ্ধ হয়, ত্রিটিব তারতবর্ষের অন্তর্গত কোন বন্দর হইতে যে কালমধ্যে তথায় দেশান্তরগামী মজুরদের আঁহাজ বা বিশেষ শ্রেণীর ঐরূপ আঁহাজ যাইতে পারিবে, তাহা নিরূপণ করিবার বিধি ;

(ড) ৭৯ ধারামতে যে দেশান্তরগামী মজুরদিগকে নায়াইয়া দেওয়া যায়, তাহাদিগকে লইয়া কি করিতে হইবে, ইহার বিধি ;

(ঢ) আঁহাজে যাইতে ২ দেশান্তরগামী মজুরদের চিকিৎসার যেরূপ বিধান করিতে হইবে, ও পানিমধ্যে কোন ব্যাপক বা সংক্রামক রোগের আক্রমণ হইলে, যে ২ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার বিধি ;

(ণ) দেশান্তরগামী মজুরদের আঁহাজে দেশান্তর-গামীদের স্বাস্থ্যের বিবরণসিদ্ধি ও চিকিৎসক পীড়িত ব্যক্তিদের যেরূপ চিকিৎসা করেন তাহার ও যাহারা যত তাহাদের প্রত্যেকের মৃত্যুর কারণের সম্পূর্ণ বিবরণসিদ্ধি যে রোজনামা চিকিৎসকের লিখিয়া রাখিতে হইবে, তাহার বিধি ; এবং যে মজুরদিগকে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে রাখা যায়, তাহাদের সম্বন্ধে তাহার কর্তব্য ও ক্ষমতা নিশ্চিত করিবার বিধি ;

(ত) এই আইনমতে গবর্ণমেন্ট ভিন্ন ২ যে কাঁধাকার-কতিগকে নিযুক্ত করেন, তাহাদের ক্ষমতা ও কর্তব্য নিশ্চিত ও নিয়ন্ত্রণ করিবার বিধি ; এবং

(থ) সাধারণতঃ দেশান্তরগামীদের নির্দিষ্টতা, মজল ও রক্ষার জন্য যাহা কর্তব্য, তাহার বিধান করিবার বিধি ।

কিন্তু এই ধারার (হ) প্রকরণমতে প্রণীত বিধিতে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিশেষ

হলে মজুরদিগকে লইয়া যাইবার আঁহাজে সাধারণতঃ যে পরিমাণ জীলোক লইয়া যাইতে হয়, তাহা লইয়া না গেলেও আঁহাজ ছাড়িয়া যাইবার অনুমতি দিতে পারিবে ।

(২) এই ধারামতে বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইল, এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর যে কোন সময় সেই ক্ষমতাসূচক কার্য করা যাইতে পারিবে ; কিন্তু এই ধারামতে যে কোন বিধি প্রণয়ন করা যায়, তাহা এই আইন প্রচলিত না হইলে, কলবৎ হইবে না ।

৮১ ধারা। (১) মন্ত্রিসভাসিদ্ধি জীযুত গবর্ণর জেন-
পাল লেখ্য ও বিধি প্রণয়ন করিবার পূর্বে প্রস্তা-
প্রকাশ করিবার কথা।
বিত্ত বিধিযন্ত্রাণে যে ব্যক্তির

স্মৃতি হইবার সম্ভাবনা, তাহাদের অবগতি নিমিত্ত তাহার বিবেচনার বাহা উচ্চতম বোধ হয়, সেই প্রকারে উক্ত বিধির পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশ করিবে ।

(২) ঐ পাণ্ডুলেখ্যের সহিত এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা যাইবে। যে তারিখে বা যে তারিখের পর পাণ্ডুলেখ্য বিবেচনা করা যাইবে, ঐ বিজ্ঞাপনে তাহা নির্দিষ্ট থাকবে ।

(৩) ঐ নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে পাণ্ডুলেখ্যসম্বন্ধে কোন ব্যক্তি যে কোন আপত্তি বা প্রস্তাব করেন, মন্ত্রিসভাসিদ্ধি জীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন ।

(৪) পূর্ব ধারামতে যে কোন বিধি প্রণয়ন করা যায়, তাহা ইতিমধ্যে গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে ; এবং উক্ত ধারামতে প্রণীত বলিয়া কোন বিধি ইতিমধ্যে গেজেটে প্রকাশ করা গেলে, তাহাই ঐ বিধি নিয়মিতরূপে প্রণীত হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে ।

১২ অধ্যায়।

অপরাধ বিষয়ক বিধি।

৮২ ধারা। (১) কেহ এই আইনের কিম্বা এই আইন-মতে প্রণীত বিধির বিধান-
বে-আইনী মজুরসংরক্ষণ সম্বন্ধে প্রণালী অবলম্বন না
করিবার কথা।
করিয়া

(ক) যদি তারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তিকে দেশান্তরগমনার্থ আঁহাজ করিবার কোন করণপত্র করে বা করিবার উদ্যোগ করে ; কিম্বা

(খ) বেতন বা পুরস্কারের আশায় দেশান্তরগমনার্থ উক্তরূপ কোন ব্যক্তিকে কোন স্থানভাগ করিতে প্ররুতি দেয় বা প্ররুতি দিবার উদ্যোগ করে বা প্রকারান্তরে দেশান্তরগামী মজুরদের সংগ্রাহকস্বরূপ কাঁধা করে বা নিযুক্ত থাকে ; কিম্বা

(গ) বেতন বা পুরস্কারের আশায় কোন ব্যক্তিকে দেশান্তরগামী মজুরস্বরূপ রেজিস্ট্রারী করাইবার নিমিত্ত কিম্বা মজুরস্বরূপ তাহাকে রেজিস্ট্রারী করা গেলে পর এবং আঁহাজ উত্তিবার বন্দরস্থ আঁহাজ তাহার যাত্রা করিবার পূর্বে তাহাকে কোন স্থানে কিম্বা, মজুর-সংগ্রাহক হইয়া, এই আইন অনুসারে বা এই আইন-মতে প্রণীত বিধি অনুসারে যে থাকিবার স্থানের ব্যবস্থা করা গিয়াছে সেই স্থান ভিন্ন অন্য কোন স্থানে যদি গ্রহণ করে বা আটক করিয়া রাখে, তবে তাহার পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে ।

(২) এই আইনমতে অসুস্থতিপত্র প্রাপ্ত মজুরসংগ্রাহক জিহা অন্য কোন ব্যক্তি এই ধারামতে কোন অপরাধ করিলে, পোলীসের কোন কর্মচারী ওরারকে বিনা তাহাকে ধরিতে পারিবেন।

১৩ ধারা। কোন ব্যক্তি এই আইনমতে অসুস্থতিপত্রপ্রাপ্ত মজুরসংগ্রাহক হইয়া,

যে মজুরদিগকে রে-
জিষ্ট্রী করা হয় নাই
মজুরসংগ্রাহক তাহাদি-
গকে আড্ডার লইয়া
গেলে তাহার কথা।

(ক) দেশান্তর গমনের
মজুর দেশান্তরগামী বলিয়া
রেজিষ্ট্রী হইবার পূর্বে যদি
তাহাকে কোন আড্ডার লইয়া

যায় বা লইয়া যাইবার উদ্যোগ করে, কিম্বা যে বাড়ি-
ফ্রেট এই মজুরসংগ্রাহকের অসুস্থতিপত্রে ক্রোড়স্বাক্ষর
করিয়াছেন তাহার এলাকা ছাড়িয়া যাঁতে তাহাকে
প্ররতি দেয় বা দিবার উদ্যোগ করে বা এরূপ এলাকা
ছাড়িয়া যাঁতে বা কোন আড্ডার যাইতে তাহাকে
সাহায্য করে বা করিবার উদ্যোগ করে, কিম্বা

(খ) যে কোন ব্যক্তিকে দেশান্তরে যাইতে জাহাজ
করে, তাহাকে যদি ২৬ ধারামতে যে বর্ণনাপত্র
পাঠ্য হইছে তাহার যথার্থ প্রতিলিপি না দেয়, কিম্বা

(গ) যে কোন মজুরকে সে করার বন্ধ করিয়াছে
এবং যাহাকে জাহাজে চাড়বার বন্দরের বাহিরে রেজি-
ফ্রী করা হইয়াছে যদি আড্ডার লইয়া যাইবার সময়
পথিমধ্যে তাহাকে উপযুক্ত থাকিবার স্থান বা আহাঙ্গীর
দ্রব্য না দেয় বা প্রকারান্তরে তাহার প্রতি কুব্যবহার করে,
তবে তাহার পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

১৪ ধারা। (১) কোন ব্যক্তি মাদক দ্রব্য দ্বারা

প্রভাবান্বিত করিয়া
কোন ব্যক্তিকে
দেশান্তরগমনের প্ররতি
দিলে তাহার কথা।

কিম্বা বলপ্রয়োগ বা প্রভাবান্বিত
দ্বারা ভারতবর্ষীয় কোন ব্য-
ক্তিকে দেশান্তর গমন করিতে
বা দেশান্তরগমনের চুক্তিপত্র
করিতে বা দেশান্তর গমনার্থ

কোন স্থান ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য করিলে বা প্ররতি
দিলে বা বাধ্য করিবার বা প্ররতি দিবার উদ্যোগ
করিলে, তাহার এক বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড
বা উভয় দণ্ড হইবে।

১৫ ধারা। কোন ব্যক্তি আইনমতে কমতাপ্রাপ্ত

বর্ণনামতে কমতাপ্রাপ্ত
একটি বা একাধিক
বর্ণনা করিলে তাহার
কথা।

না হইয়া মজুর জুটাইবার
কাণ্ডে আপনাতঃ বা অন্য কোন
ব্যক্তির সাহায্য করিবার নিমিত্ত
পোলীসকে কোন লিখিত
আজ্ঞা দিলে কিম্বা গবর্ণমে-
ন্টের অন্য সেই মজুরদের প্রয়োজন কিম্বা গবর্ণমেন্টের

পক্ষে সেই মজুরদের সহিত করার পত্র হইবে এরূপ
নিষেধ উক্তি করিলে, তাহার হয়মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড
বা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড হইবে।

১৬ ধারা। (ক) দেশান্তরগামী কোন মজুর সম্বন্ধে

এই আইনের বিধান
সম্মত করিয়া জাহাজে
দেশান্তরগামী মজুরদিগ-
কে লইয়া তাহার কথা।

এই আইনের কিম্বা এই আই-
নমতে প্রণীত বিধির বে-
বিধান থাকে সে তাহা পালন
না করিলে কোন জাহাজের
অধ্যক্ষ জানিয়া শুনিয়া যদি

তাহাকে আপন জাহাজে লয়,

(খ) এই আইনমতে অসুস্থতিপত্র প্রাপ্ত না হইয়া
জানিয়া শুনিয়া যদি আপন জাহাজে কোন দেশান্তর-
গামী মজুরকে লয়, কিম্বা

(গ) এই আইনমতে অসুস্থতিপত্র প্রাপ্ত হইয়া আপ-
নার অসুস্থতিপত্রে বক্তব্য লেখা থাকে যদি তত মনের
অতিরিক্ত কোন মজুরকে জানিয়া শুনিয়া আপনাতঃ
জাহাজে লয়,

তবে তাহার এক বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিম্বা
এরূপ প্রত্যেক মজুরের নিমিত্ত এক হাজার টাকা
পর্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে; এবং এই জাহাজ,
উহার রসারগী, সজ্জা ও সরঞ্জাম জাহাজের মালিকের
সরকারে বাজেয়াপ্ত হইল, যে আদালতে এই জাহাজের
অধ্যক্ষের বিচার হয় সেই আদালত এইরূপ আদেশ
করিতে পারিবেন।

১৭ ধারা। এই আইনমতে অসুস্থতিপত্রপ্রাপ্ত কোন

অধ্যক্ষ প্রভাবান্বিত
কোন কার্য করিলে
তাহার কথা।

জাহাজের অধ্যক্ষ যদি প্রভাবান্বিত
পূর্বক এরূপ কোন কার্য বা
বিষয় করেন বা করিতে দেন
যাহাতে এই অসুস্থতিপত্র যে

জাহাজাদি সংক্রান্ত হয় সেই জাহাজাদির পরিবর্তিত
অবস্থার অনুপযোগী হইয়া পড়ে, তবে তাহার পাঁচ
হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে;

এবং তিনি ৬৩ ধারামতে যে কোন নিদ্রাপ্ত লিখিয়া
দিয়া থাকেন, সেই পত্রের মূলে তাহার নামে মোকদ্দমাও
উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

১৮ ধারা। দেশান্তরগামী মজুরদিগকে যে জাহাজে

আইনের আদেশ পা-
লন না করিয়া জাহাজ
খুলিয়া যাইবার কথা।

লইয়া যাইয়া হয়, সেই জাহাজ
সম্বন্ধে ৫৭, ৫৯, বা ৬০ ধারার
কোন বিধান পালিত হইয়া
না থাকিলে যদি এই জাহাজের

অধ্যক্ষ উক্ত জাহাজ বাহিরে খুলিয়া লইয়া যান বা
যাইবার উদ্যোগ করেন, তবে তাহার চারি হাজার
টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

১৯ ধারা। কোন জাহাজের অধ্যক্ষ আপনাতঃ

জাহাজে অধ্যক্ষ
নির্ধারিত ও ছাড়পত্র সম-
্বন্ধী বিধানমতে কার্য
না করিলে তাহার কথা।

জাহাজে দেশান্তরগামী মজুর-
দিগকে লইয়া তাহাদের সম্বন্ধে
৬৬, ৬৭ ও ৬৮ ধারার আদেশ-
মতে কার্য না করিলে, এরূপে

যে প্রত্যেক দেশান্তরগামী
মজুরকে জাহাজে লওয়া হয়, তাহাদের প্রত্যেকের
নিমিত্ত এই অধ্যক্ষের দুই শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড
হইবে।

২০ ধারা। কোন জাহাজের অধ্যক্ষ আপনাতঃ

নির্ধারিত দেশান্তরগামী
ব্যক্তিদের নাম লেখা
না থাকে জাহাজ খুলিয়া
যাইবার পর অধ্যক্ষ তা-
হাদিগকে জাহাজে লইয়া
তাহার কথা।

জাহাজ খুলিয়া ৬৬ ধারার
নির্ধারিত নির্ধারিত যাহার নাম
লেখা নাই বা এই ধারার
আদেশমতে ছাড়পত্র যে পার
নাই এরূপ কোন দেশান্তর-
গামী মজুরকে জাহাজে লইলে,

এরূপে গৃহীত প্রত্যেক জন
মজুরের নিমিত্ত তাহার দুই শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড
হইবে।

১১ ধারা। দেশান্তরগমন সম্পর্কীয় এজেন্ট যে

অধ্যক্ষ নির্দিষ্ট দেশ
হাঁকা অমাত্র মজুরকে না-
বাইরা দিলে তাহার কথা।

দেশের নির্দিষ্ট কোন দেশান্তর-
গামী মজুরকে জাহাজে উঠাইরা
নিরাহত, জাহাজের অধ্যক্ষ
সেই দেশ ভিন্ন অন্য দেশে

এ মজুরকে নামাইরা দিলে, যদি বাহুর প্রবলতা বা
অনিবার্য দুর্ঘটনা বশতঃ উক্ত নামান না হইয়া থাকে
কিন্তু ৭৮ বা ৭৯ ধারার বিধানমতে এ নামান না ঘটিয়া
থাকে, তবে তদ্রূপ প্রত্যেক মজুরের নির্দিষ্ট জাহাজের
অধ্যক্ষের দুই শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা এক মাস
পর্যন্ত কারাদণ্ড কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

১২ ধারা। দেশান্তরগামী মজুরদিগকে লইয়া পাঠান-
নির্দিষ্ট কোন জাহাজ কলি-

কপিকাতা হাঁড়িয়া
বাইবার বিধান না
বানিলে তাহার কথা।

কাতা বন্দরহইতে যাত্রা করিলে,
যদি এ জাহাজের অধ্যক্ষ
(ক) ৭৬ ধারার নির্দিষ্ট

সময়ের মধ্যে আপন জাহাজ লইয়া মুচীখোলা হইতে
চলিয়া না যান, কিম্বা

(খ) যুক্তিমত হেতুনা থাকিলেও ৭৭ ধারার উল্লি-
খিত বাম্পীর জাহাজ ছাড়া নামান না লইয়া
মুচীখোলা হইতে সমুদ্রের দিকে আপন জাহাজ চালান
বা বাইতে দেন,

তবে তাহার এক তাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

১৩ ধারা। (১) কোন দেশান্তরগামী ব্যক্তি যদি

দেশান্তরগামী মজুর
পলাইলে বা আজ্ঞায়
বাইতে অস্বীকার করিলে
তাহার কথা।

আজ্ঞায় পাল্লিখার পূর্বে
পলায়ন করে কিম্বা যুক্তিমত
কারণ বিনা আজ্ঞায় যাহতে
অস্বীকার করে, তবে তাহার
নিশা টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড

কিম্বা তাহার সহিত করার পত্র করিয়া তাহাকে রেজিস্ট্রী
করিতে ও আজ্ঞায় লইয়া যাইতে যথেষ্ট পড়ে সেই পরি-
মাণ অর্থদণ্ড, এই দুই দণ্ডের যেটি গুরুতর হয় সে-
দণ্ড হইবে এবং এ অর্থদণ্ডের টাকা দেওয়া না গেলে
এক মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড হইবে।

(২) যে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট বা মজুর-
সংগ্রাহক এ খরচ করেন, এই ধারার বিধানমতে য-অর্থ-
দণ্ড আদায় হয় তাহা অপরাধ নির্ণয়কারী মাজিস্ট্রেটের
বিবেচনামতে সেই দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টকে বা
মজুরসংগ্রাহককে দেওয়া যাহতে পারিবে।

১৪ ধারা। কোন দেশান্তরগামী মজুর যদি

দেশান্তরগামী মজুর
আজ্ঞাহইতে পলাইলে
বা জাহাজে না উঠিলে
তাহার কথা।

(ক) আজ্ঞাহইতে পলায়,
কিম্বা
(খ) দেশান্তরগমনসম্প-
র্কীয় এজেন্টের আদেশ পাইলে
যুক্তিমত কারণ বিনা জাহাজে

উঠিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে,

তবে তাহার এক মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড কিম্বা পঞ্চাশ
টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা তাহার সহিত করার পত্র
করিয়া তাহাকে রেজিস্ট্রী করিতে ও আজ্ঞায় লইয়া
বাইতে ও সেখানে তাহার ভরণপোষণ করিতে যত
টাকা খরচ হয় সেই টাকার দ্বিগুণ অর্থদণ্ড কিম্বা উভয়
দণ্ড হইবে।

(২) যে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট বা মজুর-
সংগ্রাহক এ খরচ করেন, এই ধারার বিধানমতে যে
অর্থদণ্ড আদায় হয় তাহা অপরাধ নির্ণয়কারী
মাজিস্ট্রেটের বিবেচনামতে সেই দেশান্তরগমনসম্পর্কীয়
এজেন্টকে বা মজুরসংগ্রাহককে দেওয়া বাইতে
পারিবে।

১৫ ধারা। ৬৩ ধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়া

৬৩ ধারার বিধান লঙ্ঘন
করিয়া মজুরকে জাহাজে উঠা-
ইয়া দিলে কিম্বা কোন জাহা-
জের অধ্যক্ষ জানিয়া শুনিয়া
উঠিতে দিলে, তদ্রূপ বহুজন
মজুর জাহাজে উঠে তাহার পর প্রত্যেক জনের নির্দিষ্ট এ

ব্যক্তির বা অধ্যক্ষের দুই শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

১৬ ধারা। (১) ৮১ অবধি ৯২ ধারা পর্যন্ত ধারামত

অভিযোগ উপস্থিত
করিবার কথা।

অভিযোগ নিম্নলিখিত প্রকারে
উপস্থিত করা না গেলে করা
যাইবে না; অর্থাৎ,

(ক) ৮৬ অবধি ৯২ পর্যন্ত ধারামত অভিযোগ দেশান্ত-
রগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট বা দেশান্তরগামীদের রক্ষক বা
তদর্থ স্থানীয় গবর্নমেন্টের নিযুক্ত কোন কর্মচারী দ্বারা
উপস্থিত করা যাইবে।

(খ) ৯৩ ধারামত অভিযোগ কোন মাজিস্ট্রেট বা রেজি-
স্ট্রী কলেজের কর্তৃপক্ষ দ্বারা কিম্বা জাহাজে চড়িবার বন্দ-
রস্থ দেশান্তরগামীদের রক্ষক দ্বারা কিম্বা তাহাদের
কাচার অফিসিক্রে উপস্থিত করা যাইবে।

(গ) ৯৪ ধারামত অভিযোগ রক্ষকের অসুবিধিক্রমে
দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট দ্বারা উপস্থিত করা
যাইবে।

(ঘ) ৯৫ ধারামত অভিযোগ দেশান্তরগামীদের রক্ষক
দ্বারা কিম্বা তদর্থ স্থানীয় গবর্নমেন্টের নিযুক্ত কর্মচারী
দ্বারা উপস্থিত করা যাইবে।

৯৭ ধারা। ৯৩ ও ৯৪ ধারামতে অভিযোগ হইলে, নিম্ন-
পলায়নের অভিযোগ লিখিত কথা যথাক্রমে উৎকৃষ্ট
হইলে, অভিযোগের কথা। উত্তর হইবে, যথা,

(ক) ৯৩ ধারামত অভিযোগ সম্বন্ধে এই কথা, অর্থাৎ,
মজুর সংগ্রাহক বা তৎসংক্রান্ত কোন ব্যক্তি অভিযুক্ত
ব্যক্তির প্রতি কিম্বা তৎসঙ্গী অন্য দেশান্তরগামীদের
প্রতি কুবাংগার, প্রতারণা বা প্রত্যাশা করিয়াছে;

(খ) ৯৪ ধারামত অভিযোগ সম্বন্ধে এই কথা, অর্থাৎ,
আজ্ঞায় থাকিবার বা তথায় যাইবার সময়ে পথিমধ্যে
দেশান্তরগামী মজুরের প্রতি কুৎসার বা তাকিল্য করা
হইয়াছে।

৯৮ ধারা। জাহাজে মানুলচুর নিবারণার্থ সামু-

এই আইনের কার্য-
পক্ষে কঠোর কার্যকার-
কদের জাহাজাদি লাগ
করিতে ও আটক করিয়া
রাখিতে পারিবার কথা।

ত্রিক কঠোর কার্যকারকদের
এতি আইনক্রমে জাহাজাদি
তলাশ করিবার বা আটক
করিয়া রাখিবার কিম্বা অন্য
প্রকারে কার্য করিবার যে
সকল ক্ষমতা অর্পিত থাকে, এই
আইনবিকল্প অপরাধ নিবারণার্থ এ কার্যকারকদের
সেই সকল ক্ষমতামতে কার্য করিতে পারিবেন।

১৩ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

৯৯ ধারা। স্থানীয় গবর্নমেন্ট সময়েই নামোন্নয়ন

এই আইনের কার্য-
পক্ষে স্থানীয় গবর্ন-
মেন্টের মাজিস্ট্রেট নিযুক্ত
করিতে পারিবার কথা।

বা পদোপনয়ন যে কোন
ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট স্থানীয়
মধ্যে এই আইনমতে মাজিস্ট্রেট-
টের কার্য করিতে নিযুক্ত
করিতে পারিবেন।

১০০ ধারা। (১) কোন মজুরের সহিত যে করার-পত্র করা যায় তদুৎপন্ন কোন কর্তব্য কর্ম কিম্বা এই আইনের বা এই আইনমতে প্রণীত বিধির নির্দিষ্ট কোন কর্তব্য কর্ম করেন নাই বলিয়া দেশান্তর-গমনসম্পর্কীয় কোন এজেন্টের নামে অভিযোগ হইতে পারিলে, দেশান্তরগামীদের রক্ষক উচিত বোধ করিলে এই কর্ম না করিতে ক্ষতিপূরণ আদায় করিবার নিমিত্ত এই মজুরের পক্ষে উক্ত দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারামতে ক্ষতিপূরণ দিবার সময়, ৫০ ও ৫২ ধারামতে যে সকল টাকা দিবার আজ্ঞা হইয়া থাকে, তৎসমুদয় বিবেচনাধীনে লইতে হইবে।

১০১ ধারা। (১) যে কোন বন্দর হইতে যে কোন এই আইনের কার্য-পক্ষে যে যাত্রায় সম্ভবতঃ যতকাল লাগিবে তাহা নিরূপণ করিতে মন্ত্রিসভা-অধিষ্ঠিত জীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের ক্ষমতা থাকিবে।

(২) এই ধারামতে একরাস্তার নিরূপিত না হইলে, এই আইনের তৃতীয় তফসীলের লিখিত বন্দর সকল হইতে ঐ তফসীলের লিখিত দেশ হইতে পাহল-বিশিষ্ট জাহাজের সম্ভাবিত যত কাল লাগিবে, ঐ তফসীলের নির্দিষ্ট কালকেই সেই কাল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

১০২ ধারা। (১) মন্ত্রিসভা-অধিষ্ঠিত জীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব ইণ্ডিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া প্রেট সেট-লমেন্টে গমন বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইন ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সমস্ত বা কোন স্থানে বস্তাইতে পারিবেন।

(২) মন্ত্রিসভা-অধিষ্ঠিত জীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব সময়ে ২ প্রকার বিজ্ঞাপন দিয়া হুজাও প্রকাশ করিতে পারিবেন যে, প্রেট সেটলমেন্টের সম্বন্ধিত প্রাক্তিত দেশীয় সমস্ত বা কোন রাজ্য উক্ত সেটলমেন্টে মজুরদের গমনসম্পর্কীয় কোন আইনের কার্য পক্ষে উক্ত সেটলমেন্টের অংশ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) (২) প্রকরণমতে প্রকাশিত কোন বিজ্ঞাপনের তারিখ অবধি উক্ত বিজ্ঞাপনে যে বা যে ২ দেশীয় রাজ্যের উল্লেখ থাকে, তথায় মজুরী লইয়া কর্ম করিবার করারপত্রক্রমে ব্রিটিশ ভারতবর্ষ হইতে সমুদ্রপথে ভারতবর্ষীয় যে কোন ব্যক্তি যায় সে এই আইনের বর্ণনামুসারে দেশান্তর গমন করে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

১০৩ ধারা। (ক) প্রেটব্রিটেন ও আয়ারলও সম্বলিত সংযুক্ত রাজ্যের জীজীমতী মহারাণীর সহিত করানীদের সন্মতের যে সন্ধিপত্র ১৮৬১ সালের জুলাই মাসের ১ তারিখে পারিস নগরে স্বাক্ষরিত হইয়া ১৮৬১ সালের জুলাই মাসের ৩০ তারিখে সেই স্থানে দৃঢ় করা যায়, সেই সন্ধিপত্রের নিয়মানুসারে করানী উপনিবেশে; এবং

(খ) প্রেটব্রিটেন ও আয়ারলও সম্বলিত সংযুক্ত রাজ্যের জীজীমতী মহারাণীর সহিত নেদরলণ্ডের রাজ্যের যে সন্ধিপত্র ১৮৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৮ তারিখে হেগ নগরে স্বাক্ষরিত হইয়া ১৮৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৭ তারিখে সেই স্থানে দৃঢ় করা যায়, সেই সন্ধিপত্রের নিয়মানুসারে ওন্দাজ গায়েরা নামক নেদরলণ্ডের উপনিবেশে,

ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বন্দর হইতে মজুরদের গমনের প্রতি এই আইনের বিধান বস্তিবে।

কিন্তু কোন স্থলে এই আইনের বিধানের সহিত উক্ত কোন সন্ধিপত্রের কোন বিধানের অনৈক্য হইলে, সন্ধিপত্রের বিধান প্রবল হইবে।

১০৪ ধারা। ব্রিটিশ ভারতবর্ষের যে কার্যানুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহার সহিত যতদূর সম্পর্ক থাকে, ততদূর ভারতবর্ষীয় যে ব্যক্তির পূর্ষ ধারার উল্লিখিত যে সন্ধিপত্র প্রেটব্রিটেন ও আয়ারলও সম্বলিত সংযুক্ত রাজ্যের জীজীমতী মহারাণী ও করানীদের সন্মত এই উভয়ের মধ্যে হয়, সেই সন্ধিপত্রক্রমে মজুরী লইয়া কর্ম করিবার করারপত্র অনুসারে করানী বন্দর হইতে সমুদ্রপথে করানী উপনিবেশে যায়, তাহার এই আইনের বর্ণনামুসারে দেশান্তরগাম হইলে, তাহাদের প্রতি এই আইনের বিধান যেরূপে বস্তিত, তাহাদের সম্বন্ধে সেইরূপে বস্তিবে।

কিন্তু কোন স্থলে এই আইনের বিধানের সহিত উক্ত সন্ধিপত্রের বিধানের অনৈক্য হইলে, সন্ধিপত্রের বিধান প্রবল হইবে।

১০৫ ধারা। (১) সিংকল দ্বীপ বা প্রেট সেটলমেন্টে সমুদ্রপথে কোন দেশে মজুরী লইয়া কর্ম করিবার করারপত্রক্রমে ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তির স্থলপথে যাওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার কথা।

কিন্তু (ক) কোন যেরা চাকর আপন কর্তার সঙ্গে গেল, (খ) ১০২ ধারার উল্লিখিত সন্ধিপত্রানুসারে করানী উপনিবেশে মজুরী লইয়া কর্ম করিবার করারপত্রক্রমে ভারতবর্ষের কোন করানীবন্দর হইতে সমুদ্রপথে যাত্রা করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তি গেল, স্থলপথে তাহার যাওয়ার প্রতি এই ধারার কোন কথা বস্তিবে না।

(২) কোন ব্যক্তি এই ধারা লঙ্ঘন করিয়া ব্রিটিশ ভারতবর্ষ হইতে স্থলপথে যাউতে ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তিকে প্ররতি দিলে বা দিবার উদ্যোগ করিলে, সেই ব্যক্তি ৮২ ধারামতে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৮ খাবার দেখ ।)

১। মরুচদ্বীপ, জামেকা, ব্রিটিশ গায়ানা, হ্রিন্দাদ, সেন্ট লুশিয়া, গ্রেনাডা, সেন্ট বিনসেন্ট, নেটাল, সেন্ট কিটস, নেহিস, ও ফিজির ব্রিটিশ উপনিবেশ।

৩। ওলান্দাজদের গায়েমার উপনিবেশ।

৪। দিনেরমাত্রের সেটো ক্রয়ার উপায়ে।

(২৬ নং দ্রষ্টব্য দেখ।)

ଆୟୁକ ବନ୍ଧବର ମେନାଧୁରାଣୀମେର ବନ୍ଧକେର ଆଶିମ ।

জ্বানের নিষিদ্ধ (যে দেশের নিষিদ্ধ মজুরসংগ্রাহক মজুর সংগ্রহ করিবার অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হইয়াছে, এই স্থলে সেই দেশের উল্লেখ কর) অথবা এলাকাবাসী (যে জ্বানের মধ্যে মজুরসংগ্রাহক মজুর সংগ্রহ করিবার অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হইয়াছে, এই স্থলে সে জ্বানের উল্লেখ কর) মজুরসংগ্রাহক হইবার অনুমতিপত্র দেশান্তর গমনবিশয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৮৩ সালের আইন-মতে দেওয়া গেল।

পূর্বে রহিত না হইলে এই অধ্যায়োক্ত অমুক নামের
অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্যন্ত প্রবল থাকিবে।

ਸਾਂ •ਤਾਂ

(५५५५) ॥

ନେତା: ଗୁରୁଗାମୀଦେବ ବ୍ରହ୍ମକ

नगनांजलि ।

[illegible]

(১০১ নম্বর দ্রব্য) ।

କଳିଙ୍ଗ ୨) ହରି, ୩--

আপ্তিল মাগের আর-
স্তাবধি অষ্টোত্তর মাসের
শেষ পর্য্যন্ত সময়ে দশ
মস্তুহ এবে নবদ্বার
মাগের আরস্তাবধি মাচ
মাগের শেষ পর্য্যন্ত সময়ে
আট মস্তুহ ।

নেট। হেন ...

किञ्चिद्विदुः

ਸਾਮ੍ਰਾਜ ਕੁੰਝੀ ੩—

मन्त्रोत्तर

জামেনা, ব্রিটিশ গায়েরনা ও
 ত্রিমিনাদ ও সেন্টলুশিয়া
 ও হেনাডা ও সেন্টবিন-
 সেন্ট ও সেন্টক্রিষ্টম ও
 নোবম ও সেন্টক্রোয়া ও
 ফরাশী গায়েরনা ও মর্টি-
 নিক ও গাডেলুশ ও তদ-
 ধীনস্থান ও ওলফাজ
 গায়েরনার

নেটোলে

কিষ্কিন্ধ্যা

ବୋଷାହି ହୁଏତ—

मन्त्रोदह

লোকস, ব্রিটিশ গায়ের
 ও ব্রিটিশ ও সেন্ট-
 লুইস ও য়োহাডা ও
 সেন্টবিনসেন্ট ও সেন্ট
 কিটস ও নেবিস ও
 সেন্টক্রোয়া ও ফরাসী
 গায়ের ও মার্টিনিক
 ও গাডেলুপ ও তদ-
 ধীনস্থান ও ওলন্দাজ
 গায়ের।

নেটালি

निष्कर्षः

२० गीर्वाण

५२ मशायक

१८ महाराष्ट्र

আপ্রিল মাসের আর-
ম্ভাবদি অক্টোবর মাসের
শেষ পর্য্যন্ত সময়ে সাত
সপ্তাহ এবং নবেম্বর মাসের
আরম্ভাবদি মার্চ
মাসের শেষ পর্য্যন্ত সময়ে
ছয় সপ্তাহ।

१२ मङ्गल

আশ্বিন মাসের আরম্ভ-
বিধি সেপ্টেম্বর মাসের
শেষ পর্য্যন্ত সময়ে পাঁচ
সপ্তাহ এবং অক্টোবর
মাসের আরম্ভাবধি মার্চ
মাসের শেষ পর্য্যন্ত
সময়ে ছয় সপ্তাহ।

! १२ मध्याह्न

20

॥ २० गणेश ॥
॥ २१ शिव ॥

ডি, ফিটজপাটিক,

চারতরফা গদগদেটের মোকদ্দমা ।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L.,

Bengali Translator.



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

শুক্রবার, ১৮৮৪ সাল, ৮ আশ্বিন।

ষষ্ঠ খণ্ড।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগ।

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপি ১৮৮৪ সালের ১ মার্চ তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ বঙ্গদেশের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী গবর্ণর সাহেবের অধিসভায় পঠিত হইয়া বিবেচনা ও রিপোর্ট নিমিত্ত সিলেক্ট কমিটির হস্তে অর্পিত হয়।—

কলিকাতার শাখানগর মুনিসিপালিটির মধ্যে পবিত্রিত জল যোগাইবার বিধান করণ আইনের পাণ্ডুলিপি।

কলিকাতার শাখানগর মুনিসিপালিটির মধ্যে পরি-
ষ্কৃত জল যোগাইবার বিধান
করা বাস্তবীকৃত। অতএব নিম্ন-
লিখিত বিধান করা হইতেছে।—

উপক্রমিকা।

১ ধারা। এই আইন “১৮৮৪ সালের কলিকাতার
শাখানগরের জল যোগাইবার
আইন” নামে খ্যাত হইতে
পারিবে।

আর এই আইন প্রণয়িত গবর্ণর জেনারেল সাহেবের
অনুমোদন লাভ করিয়া
আইনের আশ্রিত।
কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত
হয় সেই তারিখের পর
মাসের অন্তিম কাল
মধ্যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট গেজেট
নির্দেশ করেন, সেই
তারিখ অবধি প্রবল হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আশ্বিন।]

২ ধারা। এই আইনের তফসীল যে আইনের
উল্লেখ আছে, তাহা তফসীলের
তৃতীয় ধারে যত দূর নির্দিষ্ট
হইল, তত দূর এতদ্বারা রহিত
করা যেন।

৩ ধারা। বিষয় বিবেচনার কিম্বা পূর্বাগত কথা
অর্থকরণের কথা।
যদি বিপরীত অর্থবোধ না
হইলে, এই আইনে,

(১) “১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় আইনের কিম্বা বঙ্গ-
দেশীয় মুনিসিপালিটির বিধান
করণার্থ অন্য যে আইন হই-
কালে বলবৎ থাকে সেই আইনের বিধানমতে যৎকালে
যাহারা কলিকাতার শাখানগরের মুনিসিপাল কর্তৃক
নির্ধারিত বনোন্মিত হইয়া থাকেন, “কমিশনারগণ”
বলিতে তাহাদিগকে বুঝাইবে।

(২) “মুনিসিপালিটি” শব্দে উক্ত কমিশনারগণের
“মুনিসিপালিটি”
বিচারনিপত্যাধীন স্থান বুঝা-
ইবে।

(৩) “ঘর” শব্দে কোন চালাঘর, নৌকান, গুদাম
“ঘর”
কোটাঘর ও চালাও গণ্য।

(৪) “ভূমি” শব্দে (ভূমি ছাড়া) ভূমি হইতে উৎপন্ন
লাভ, মুক্তিকাসংযুক্ত কোন
স্বত্ব, কিম্বা মুক্তিকাসংযুক্ত
স্বত্বের সহিত চিরসম্পদ সুযোগ বুঝিতে হইবে।

(৫) “স্বামী” শব্দে এই-
“স্বামী”
ব্যক্তি গণ্য—

(ক) যে ভূমিসম্বন্ধে স্বামী শব্দের প্রয়োগ হয়,
প্রকার স্থানে বা প্রকারান্তরে যৎকালে যে প্রত্যেক

A Bill to provide for the supply of filtered water within the Municipality of the Suburbs of Calcutta.

ব্যক্তির সেই ভূমির খাজানা পাইবার অধিকার থাকে তিনি, ও

(খ) ঐরূপ কোন ব্যক্তির পক্ষীয় কার্যাব্যাহক, ও

(গ) ঐরূপ কোন ব্যক্তির এজেন্ট, ও

(ঘ) ঐরূপ কোন ব্যক্তির ট্রুটী।

কিন্তু এই আইনে স্বামির প্রতি কোন কর্ম করিবার আজ্ঞা থাকিলে, কার্যাব্যাহক, এজেন্ট বা ট্রুটীস্বরূপ ঐ ব্যক্তির হাতে ঐ কর্ম করিবার উপযুক্ত খরচ না থাকিলে, তিনি ঐ কর্ম করিতে দায়ী হইবেন না ও উক্ত কর্ম না করা অথুত তাহার কোন অর্থদণ্ড হইবে না।

(৩) দুইমুখ খোলা থাকুক বা না থাকুক, যে কোন "রাস্তা"।
রাস্তা, পথ, চত্বর, প্রাঙ্গণ, গলি বা অন্য দিয়া সাধারণের যাইবার স্বত্ব থাকে, "রাস্তা" শব্দে তাহা বুঝাইবে।

জল যোগাইবার বিধি।

৪ ধারা। কলিকাতা নগরের সমবায়িত সমাজ ও কমিশানরগণের মধ্যে গেরূপ কলিকাতার সমবায়িত সমাজের পরিকৃত জল যোগাইয়া দিবার কথা।
স্থির হয়, তদ্রূপ পরিমাণে ও তদ্রূপ শর্ত ও নিয়মানুসারে উক্ত সমবায়িত সমাজ মুনিসিপালিটির অন্য পরিকৃত জল যোগাইয়া দিবার বিধান করিবেন।

৫ ধারা। কমিশানরগণ মুনিসিপালিটির মধ্যে ঐ জল বিতরণের বিধান করিবেন এবং তদন্তে মুনিসিপালিটির প্রধান সকল রাস্তায় পরিকৃত জল যোগাইবার নিমিত্ত বড় ও ছোট যত মল ও যত পুষ্করিণী ও জলাশয় কিম্বা অন্য যে কার্য করা আবশ্যিক তাহা প্রস্তুত করাইয়া দিবেন ও যত কল থাকিলে মুনিসিপালিটির অধিবাসীরা গৃহকার্যের নিমিত্তে বন্যা মূলে সুবিধামতে জল পাইতে পারেন উক্ত রাস্তায় ও তদাঁড় কল স্থাপন করিয়া দিবেন।

উক্ত কল এমন স্থানে স্থাপন করা যাইবে যেম কোন বড় রাস্তার কোনস্থান হইতে উক্ত কোন ন। কোন কল দেড় শত গজের অধিক দূর না হয়।

৬ ধারা। কোন ব্যক্তি ঘোড়া প্রভৃতি কোন জন্তু বাহা গৃহকার্য্যনাযে কি গাড়ী বিক্রয় করিবার বনানা যায় তাহার কথা।
কি ভাড়া দিবার জন্যে রাখিলে, সেই জন্তুর নিমিত্ত কি গাড়ী খুঁটার নিমিত্ত যে জলের প্রয়োজন কিম্বা কোন ব্যবসায়ের কি পরখানার কি কলের কিম্বা আরণ্য নিমিত্ত কি বাগানে কি গাঙ্গে জিটাইয়া দিবার নিমিত্ত, কিম্বা অন্য একান্তের শৌকার্য্য কলের নিমিত্ত যে জলের প্রয়োজন, তাহা গৃহকার্য্যের জলসম্পর্কীয়ের মধ্যে ধরা যায় না।

৭ ধারা। ঘরের নানা কর্মের নিমিত্ত যত জলের ব্যবসায়ের নিমিত্ত জল প্রয়োজন, কোন ব্যক্তি তাহা ছাড়া অন্য কার্য্যের নিমিত্ত জল চাহিলে, যে কাণ্ডের নিমিত্তে যত জল খরচ হইবার সম্ভাবনা মরণান্ত লিখিয়া এই কথা কমিশানরগণকে জানাইল, তাহার জলপরিমাপক যন্ত্রদ্বারা সেই জল যোগাইয়া দিতে পারিবেন।

তাহা হইলে কমিশানরগণ নিয়মিত সতর্কতা কোণ সতায় অধিষ্ঠিত হইয়া খরচা ও রেট স্থির করিয়া, যতবড় ও যে প্রকারের ন। প্রভৃতি করিতে স্থির করেন, সেই প্রকারের ও বড় মল সম্ভাবেন কি বসাইতে দিবেন, ও অন্য কার্য্য করিবেন।

৮ ধারা। ঘরের এজা ঐ ঘরের জন্যে জলের রেট বলিয়া কমিশানরগণকে যত গৃহকার্য্যের নিমিত্ত গৃহ-টাকা দিয়া থাকেন, টাকা প্রতি ঘর কিম্বা পরিমাণ জল তাঁহার আর খরচ বিনা পরিকৃত পাইবার অধিকারের কথা।
জলের—গ্যামল পাইবার অধিকার থাকিবে।

কমিশানরগণ যে পরিমাণের মল দ্বারা ঐ জল দিতে স্থির করেন সেই মলদ্বারা গৃহকার্য্যের নিমিত্ত ঐ জল যোগাইয়া দেওয়া যাইবে। পূর্বোক্তমতে গৃহস্থের যত পরিকৃত জল পাইবার অধিকার থাকে তিনি তাহার অধিক খরচ করিয়া থাকেন কমিশানরগণের এমত জ্ঞান করিবার কারণ থাকিলে, তাহার আশ্রয়দানের খরচে জলপরিমাপক যন্ত্র যোগাইয়া ঐ স্বরসংযুক্ত জলের মলে তাহা যোগা করিয়া রাখিতে পারিবেন। তাহা হইলে পূর্বোক্তমতে প্রচার যত জল পাইবার অধিকার থাকে, তাহার অতিরিক্ত যত জল খরচ করেন তাহার—গ্যামল প্রতি তাহার একত টাকা হিসাবে দিতে হইবে।

পরন্তু ইহার পশ্চাত্ত ধারামতে কমিশানরগণ যে অপরিষ্কৃত জল যোগাইয়া দেন তাহার জন্যে তাহার খরচ লইবেন না।

যে ঘরের বৎসর ১২০০ টাকার কম ধরিয়া টাক্স ধার্য্য হয় তাহার প্রতি এই ধারার কোন কথা খাটিবে না।

৯ ধারা। কমিশানরগণ সকল পাইখানায় ও শৌচ-পাইখানায় কোনো কমি স্থানে স্বচ্ছমতে পরিকৃত জল যোগানের পরিকৃত কি অপরিষ্কৃত জল দিতে অপরিষ্কৃত জল দিতে পারিবেন।

১০ ধারা। যেসকল পাইখানায় ও শৌচস্থানে এইরূপে পরিকৃত জল দেওয়া গিয়া থাকে কি পশ্চাত্ত জলাধার দিবার কথা।
দেওয়া যাইবে, তথায় জলাধার দিতে হইবে। সেই আধার কত বড় ও কি প্রকারের হইবে, কমিশানরগণ তাহা নির্ণয় করিবেন। যে ঘরে কি ভূমিতে জল যোগাইয়া দেওয়া যায় তাহার স্বামির খরচে ঐ সকল জলাধার দিতে হইবে।

১১ ধারা। ইহার পূর্বে জলের যে রেটের কথা লেখা গেল, কোন ব্যক্তি সেই রেট দিলে, তাহার গৃহকার্য্যের নিমিত্তে সঙ্গতমতে যত জলের প্রয়োজন, কমিশানরগণের জলের মলের সঙ্গে মলযোগা করা যাবে যেরূপ ভাবে তাহার ওত জল আনা হইবার অধিকার থাকিবে, কিন্তু ঐ ঘর কি ভূমি যত দিন খালি থাকে, কমিশানরগণ তত দিন তাহার জলসম্পর্কীয় বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন।

যে ব্যক্তি রেট দিয়া থাকেন, কমিশানরগণের মলদ্বারা তাহার ঘরে জল আনা হইবার জন্যে যে মল যোগা করা গিয়া থাকে, ও তাহার সঙ্গে ঘরের মধ্যে মলপ্রভৃতি যে বয়স সংযুক্ত থাকে, তাহা যে প্রকারের ও যত বড় ও যে

ক্রমে নির্মিত হইবে কৃষিশানরগণ তাহা স্থির ও অনু-
মোদন করিবেন; ও যে ব্যক্তি সেই জল চাচেন তাঁহা-
রই খরচে তাহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

১২ ধারা। কোন ঘরে কি ভূমিতে জল আনা ইবার
জন্ম্য কমিশানরগণের বড় ও
যে নল আনা ইবার ছোট নলের সঙ্গে যে নল সং-
নলামি কমিশানরগণের যোগ করিয়া দেওয়া যায় ও অন্য
কার্যকারকের সঙ্গে যোগ করিতে হইবার কথা যে সাজসরঞ্জাম থাকে এবং
যে সাজসরঞ্জাম থাকে, তাহা সর্বদাই কমিশানর-
গণের তত্ত্বাধীনে ও সন্তোষমতে করা যাইবে।

যদি ঐ জল পাঁইতে চাচেন তিনি কমিশানরগণের
সঙ্গে নিয়ম করিলে, সেই নিয়মানুসারে, কিম্বা কমিশানর-
গণ যত খরচ লিঙ্কায়া করেন তদনুসারে, কমিশানরগণের
চাকরেরা ও কর্মকারকেরা ঐ নলসংযোগ করাইয়া ও
তৎসংক্রান্ত অন্য কাৰ্য্য ও সাজসরঞ্জাম করাইয়া দিতে
পারিবেন।

ও সেই কাৰ্য্য করিবার জন্যে যত টাকা আবশ্যক হয়
কমিশানরগণ ঐ কর্ম করিবার পূর্বে তত টাকা দিবার
কি গচ্ছিত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

ও জলের রেট যে প্রকারে আদায় হইতে পারে ঐ
দাবীর ও খরচার টাকার ও সেই প্রকারে আদায় হইতে
পারিবে।

১৩ ধারা। পূর্বোক্তমতে যে ঘরে কি ভূমিতে জল
বাড়ীল মধ্যে প্রবেশ যোগাইয়া দেওয়া যায়, তাহার
করিবার ক্ষমতার কথা। মধ্যে জল যোগাইবার সকল
নল ও অন্যান্য কল ও সাজ-
সরঞ্জাম দেখিবার নিমিত্ত, ও অকারনে জল নষ্ট না হয়,
কিম্বা তাহার অযথা ব্যয় হইবার না হয়, ইহা দেখিবার
লইবার জন্যে, কমিশানরগণ যে কাৰ্য্যকারকে নিযুক্ত
করেন, তিনি পূর্নাঙ্ক ৭ খণ্ডের ও অপরাঙ্ক ৫ খণ্ডের
মধ্যে কোন সময়ে ঐ ঘরে কি ভূমিতে যাইতে
পারিবেন।

আর উক্ত সময়ে উক্ত কাৰ্য্যের নিমিত্ত ঐ কাৰ্য্য-
কারকে সেই ঘরে কি ভূমিতে যাইবার অনুমতি না
দেওয়া গেলে কিম্বা পূর্বোক্তমতে তাহার সেই বিষয়
দেখিয়া লইবার বাধা দেওয়া গেলে, কমিশানরগণেরা
তৎক্ষণাৎ সেই ঘরের কি ভূমির জল বন্ধ করিয়া দিতে
পারিবেন।

কিন্তু পূর্বোক্ত কোন কথাবার্তা কোন অণ্ডপূরে কি
ক্রী লোকদের থাকিবার যে ঘর দেশাচারমতে গোপ-
নীয় স্থান হইয়া থাকে চারি খণ্ডা থাকিতে নোটিস না
দিয়া ওষধে কাছারো প্রবেশ করিবার ক্ষমতা দেওয়া
গেল না।

১৪ ধারা। কোন ঘরে কি ভূমিতে জল যোগাইবার
যে নল কি অন্য কল কি
নল বেহেদায়ত হইলে সাজসরঞ্জাম থাকে কমিশানর-
কমিশানরগণের জল বন্ধ দেয় কোন কাৰ্য্যকারক এতৎ-
করিতে পারিবার কথা। পক্ষে ক্ষমতা পাইয়া কোন
সময়ে সেই নল কি অন্য কল কি সাজসরঞ্জাম পরীক্ষা
করিয়া তাহা এত দূর বেহেদায়ত হইয়াছে যে জল
রখাই নষ্ট হয় ইহা জানিতে পাইলে, কমিশানরগণ

চব্বিশ খণ্ডের অনুদান সময় থাকিতে নোটিস লিখিয়া
দিয়া ঐ ঘর কি ভূমির জল বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন।
এক করিয়া দেওয়ার খরচ ঐ ঘরের কি ভূমির প্রজার
হাসনে লইতে পারিবেন।

১৫ ধারা। পূর্বোক্ত জলের রেট যে সময়ে দেওয়ার
উচিত, কোন ব্যক্তি জল
বেট দিবার ক্রটি হইলে পাই-ও উক্ত কোন সময়ে ঐ
জল বন্ধ করিতে পারিবার রেট দিতে, কিম্বা ঘরের
কথা। কাৰ্য্যভাড়া অন্য কাৰ্য্যে

নিমিত্ত জল যোগাইয়া দেওয়া গেলে তাহার জন্যে
খরচার দাওয়া হইলে পর তাহা দিতে ক্রটি করিলে
যে ঘরের কি ভূমির নিমিত্ত ঐ রেট কি দাবির টাকা
দেয়া হয় সেই ঘরে কি ভূমিতে যে নল যাব, কমিশানর-
গণ তাহা কাটিয়া কিম্বা অন্য যে প্রকারে উচিত বোধ
করেন সেই প্রকারে ঐ ঘরেরা কি ভূমির জল বন্ধ করিয়া
দিতে পারিবেন, ও সেই ব্যক্তির হাসনে জল বন্ধ করি-
বার খরচ লইতে পারিবেন।

কিন্তু কোন ব্যক্তির প্রতি দণ্ড কি দায় বর্তিলে, ঐ
জলসম্পোষ্য বন্ধ হওয়াতেও তিনি সেই দণ্ড কি দায়-
হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না।

১৬ ধারা। এই আইনমতে কমিশানরগণ কোন
ব্যক্তির ঘরে জল নষ্ট ঘরের কি ভূমির জল যোগাইয়া
হয় তাহার দণ্ড হইতে দিলে পর, প্রজার শৈথিল্য
পারিবার কথা। হেতুক কিম্বা অন্য যে তাবগতি-
কের উপর তাহার কর্তৃত্ব
থাকিতে পারে এমত তাবগতিকহেতুক জল নষ্ট হইলে,
কিম্বা যে নল কি কল কি সাজসরঞ্জাম দ্বারা ঐ ঘরের
কি ভূমির জলসম্পোষ্য হয় তাহা এত দূর বেহেদায়ত
হইয়াছে যে জল নষ্ট হইয়া থাকে ইহা জানা গেলে
সেই প্রজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে
পারিবে।

১৭ ধারা। কমিশানরগণ যে জল যোগাইয়া দেয়
কোন ব্যক্তি জল নষ্ট কোন ব্যক্তি সেই জল নষ্ট
করিলে তাহার দণ্ড হইতে করাইলে তাহার টাকার
পারিবার কথা। অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৮ ধারা। কোন ব্যক্তি মুনিসিপালিটির সীমার মধ্যে
মুনিসিপালিটির বাহিরে বাস না করিলেও, কমিশানরগণ
বাহারা থাকেন তাঁহাদি- ইচ্ছা করিলে নিরমিত সভা-
গকেও কমিশানরগণের ছাড়া কোন সভার তাহার
জল লইতে অনুমতি গৃহকাৰ্য্যের নিমিত্ত সময়ের জল
দিবার কথা। দিবার যেই নিয়ম নির্দেশ করেন
সেই নিয়মানুসারে ঐ ব্যক্তির জল লইবার কিম্বা
তাহার জল যোগাইয়া দেওয়ার অনুমতি দিতে পারি-
বেন।

কমিশানরগণ যে জলসম্পোষ্যের বিধান করেন কোন
ব্যক্তি তাহাদের অনুমতি না
দেয় কথা। পাইয়া মুনিসিপালিটির সীমার
বাহিরে খরচ করিবার জন্যে
সেই জল লইলে কি আনা ইলে, তাহার টাকার
অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৯ ধারা। কোন ঘরে কি ভূমিতে কমিশ্যনরগণের
যে ব্যক্তি জল যোগা- কোম জলের নল হইতে জল
ইবার কোন কল বসান যোগাইয়া দিবার নিমিত্তে যে
কমিশ্যনরগণের স্থানে কার্য করা আবশ্যিক, কোন
তাঁহার লাইসেন্স পাইতে বাস্তবিক কমিশ্যনরগণের স্থানে
হইবার কথা।

প্লাম্বরূপ কম করিবর ক্ষম-
তার লাইসেন্স না পাইলে, সেই কার্য করিতে পারিবেন
না। কমিশ্যনরগণ লম্বরে যে নিয়ম ও বিধি নির্দেশ
করেন, তদনুসারে তাঁহাকে সেই ক্ষমতা দিবেন, ও
লাইসেন্সের পূর্বে এই নিয়ম ও বিধি স্থাপন হইবে।

কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরগণের স্থানে প্লাম্বরের লাইসেন্স
পাইলেও যে নিয়ম ও বিধি-
মতে লাইসেন্স পাইলেন তাহা

লঙ্ঘন কি অমান্য করিলে, কমিশ্যনরগণের দ্বারা তাঁহার
সেই লাইসেন্স তৎক্ষণাৎ রহিত করা যাইতে পারিবে;
ও তাঁহার টাকার অতিরিক্ত অর্থদণ্ড হইতে
পারিবে।

২০ ধারা। কোন ঘরের কি ভূমির স্বামী কি প্রজা

কমিশ্যনরগণের নলের কমিশ্যনরগণের লাইসেন্স
সঙ্গে স্বামির কি প্রজার প্রাপ্ত প্লাম্বর স্থাপন কোন ব্যক্তির
নল সংযোগ করিবার দ্বারা কমিশ্যনরগণের জলের
দাওয়ার অধিকার যে নল হইতে জল আনিবার
স্থলে না থাকে তাহার কোন কার্য করাইলে কি নল
কথা।

কি সাজসজ্জায় বসাইলে কি
বসাইতে দিলে, কমিশ্যনরগণের নলের সঙ্গে তাঁহার
সেই নল সংযোগ করিতে দাওয়া করিবার অধিকার
নাই।

২১ ধারা। কোন ঘরে কি ভূমিতে জল যোগাইবার

সংযোগ করিবার পূর্বে নিমিত্ত কমিশ্যনরগণের জলের
কমিশ্যনরগণের ইঞ্জি- নলের সঙ্গে নল সংযোগ
নিয়মের সকল কার্য ও করিবার অনুমতি দেওয়ার
নল দেখিয়া লইতে হই- পূর্বে, কমিশ্যনরগণের ইঞ্জি-
বার কথা। নিয়ম উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন

কার্যকারকের দ্বারা সেট ঘরের কি ভূমির অন্তর্গত কোন
কার্য ও নল ও সাজসজ্জায় দেখিয়া লইবেন। যে
ব্যক্তি নল সংযোগ করিবার প্রার্থনা করেন ও দেখিয়া
লওয়ার খরচ তাঁহার আগাম দিতে হইবে। কমিশ্যন
রগণ নিয়মিত সতর্কতা অন্য সভায় সময়ে যে হার
নির্দ্ধার্য করেন সেট হারানুসারে এই খরচ দিতে হইবে;
ও সেই কার্য ও নল ও সাজসজ্জায় উপযুক্তভাবে করণ
গিয়াছে ও সন্তোষমতে বসান গিয়াছে কমিশ্যনরগণের
ইঞ্জিনিয়ার যত কাল এই মর্ম্মের সর্টফিকেট না দেন, তত
কাল কমিশ্যনরগণের নলের সঙ্গে সংযোগ করিবার
অনুমতি হইবে না।

২২ ধারা। কমিশ্যনরগণের নলের সঙ্গে অন্য নল

সংযোগ করণ ও কোন রাজ-
পথে কি লোকদের গমনীয় পথে
যেগ করণ কেবল কমি-
শ্যনরগণের কাগজের দ্বারা হইবার কথা।

নল বসানোর ক বা কমিশ্যন-
রগণের তৎপক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত
কোন কার্যকারক ভিন্ন অন্য ব্যক্তির দ্বারা করা যাইবে
না; ও যে ব্যক্তি সংযোগ করিতে প্রার্থনা করেন, এই
কার্যের খরচ তাঁহার আগাম দিতে হইবে। কমিশ্যন-
রগণ নিয়মিত সতর্কতা কোন সভায় লম্বরে যে হার
নির্দ্ধারণ করেন এই খরচ সেই হারানুসারে দেখিয়া যাইবে।

২৩ ধারা। লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন প্লাম্বর কমিশ্যনর-
গণের নল হইতে কোন ঘরে
লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন কি ভূমিতে জল আনিবার
প্লাম্বর নিকটস্থে রাখারি- কোন কার্য কি সাজসজ্জায়
লে দণ্ডের কথা। টেন্ডিলিয়াভাবে ও অন্যান্যভাবে

করিলে বা বসাইলে, কিম্বা নিকটে সাজসজ্জায় দিলে
এ লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্লাম্বরের—টাকার অতিরিক্ত অর্থদণ্ড
হইতে পারিবে। তৃতীয়বার তাঁহার সেই দোষ নির্ণয়
হইলে কমিশ্যনরগণের বিবেচনামতে তাঁহার লাইসেন্স
রহিত করা যাইতে পারিবে।

২৪ ধারা। উক্ত কমিশ্যনরগণের জলের কল দ্বারা
জল আটকাইবার কি তাঁহার তত্ত্ব কি কর্তৃত্বাধীন
অন্যমুখ করা ইবার কথা। কোন জলের কল হইতে, কোন
ব্যক্তি অতিরিক্ত জল নিঃসৃত
করাইয়া দিলে কি জল ব্যতিরিক্ত করিলে কি অন্যমুখ
করিলে কি গ্রহণ করিলে তাঁহার—টাকার অতিরিক্ত
অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

২৫ ধারা। কোন প্রজা ঘরের নিজ স্বামির স্থানে

পাইয়া পাইয়া এই ঘরে থাকিলে
জল যোগাইয়া দিবার তিনি স্বামির মাঝে নোটিস
নিমিত্ত যে কার্য করা লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া
প্রয়োজন স্বামীর স্থানে এই ঘরের স্বামিকে এই আদেশ
সেই কার্য করাইবার বরিতে পারবেন, যে গৃহকা-
র্যের নিমিত্তে এই ঘরে জল
আনিবার আবশ্যিক সকল কার্য করিয়া দেন।

সেই নোটিসে এই প্রজার এমত করার ও লিখিয়া দিতে
হইবে যে, এই কার্য করিতে যত টাকা খরচ লাগে তাহা
সমাপ্ত হইবার তারিখ অবধি তিনি যত দিন সেই ঘরে
থাকিবেন তত দিন এই খরচের উপর মাসে শতকরা ১২
টাকার হিসাবে সুদ দিবেন।

কিন্তু যে রাস্তায় জলের বড় নল থাকে, এই ঘর ও
বাড়ী এমত রাস্তার ধারে না থাকিলে, জলের যে বড়
নল নিকটে থাকে তাহার সঙ্গে ঘর সংযোগ করিবার
নল করিয়া দিতে যত খরচ লাগে, এই প্রজা সেই কর্তার-
নামায় এই খরচও দিবার কর্তার করিবেন।

২৬ ধারা। ইহার পূর্বে ধারায় যে নোটিসের কথা

লেখা আছে, সেই নোটিস
স্বাক্ষর করিলে দেওয়া গেলে পর, যদি স্বামী
প্রজার করিবার ক্ষমতার তিন মাসের মধ্যে পূর্বোক্ত
কথা।

আবশ্যিক সকল কার্য সমাপ্ত
করিয়া না দেন, তবে যে প্রজা এই নোটিস দিলেন তিনি
তাহা সমাপ্ত করাইয়া লইতে পারিবেন, এবং যে রাস্তায়
জলের বড় নল থাকে ঘর ও বাড়ী এমত রাস্তার ধারে
না থাকিতে তাহার সঙ্গে এই ঘর ও বাড়ী সংযোগ করি-
বার নল বসাইয়া দিতে যত খরচ লাগে তাহা ছাড়া,
তিনি এই কার্যের আর যত টাকা খরচ করিলেন তাহা এই
ঘরের ভাড়া হইতে কাটিয়া লইতে পারিবেন। এই টাকা
ছয় মাসের গমানন, কিন্তু করিয়া কাটিয়া লওয়া
যাইবে।

যে তারিখ অবধি তাহা কাটিয়া লওয়া যায় সেই
তারিখ অবধি প্রজা উক্ত এতক কি শুদ্ধ উপর স্বামিকে
মাসে শতকরা ১২ টাকার হিসাবে সুদ দিবেন।

২৭ ধারা। যার ১২ তালার দুটো কাক, ও এই কোম্বের নিমিত্ত যে কার্য করিতে হইবে তাহার কথা।

যে বস্তুর মধ্যে একটা, ও নাড়ীর মধ্যে কিম্বা আন্তরিক নিত্যের নিকটে আর একটা কাক না দেওয়া গেলে, ও তৎসংক্রান্ত আশ্রয় সকল কর্ম করা না গেলে, যারের কার্যের নিমিত্ত প্রচুর জল যে দেওয়া গেল এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

কিন্তু যদি যারের ও তৎসংক্রান্ত ভূমির ভাড়া বৎসর তিন শত টাকার কম হয়, তবে উক্ত বাড়ীর মধ্যে একটা কাক ও তৎসংক্রান্ত অন্য আশ্রয় কর্ম করিয়া দেওয়া গেলে তাহাই প্রচুর বলিয়া জ্ঞান হইবে।

২৮ ধারা। আমি আগনার যার জল আনাটবার উপক্রম করিলে, প্রচার নিকট এই কর্মের যারের বেওয়া ও ইন্টিমেটনা পাঠাইলে, কিম্বা প্রজা এই কর্ম করবার উপক্রম করিলে আমার নিকট এই কর্মের খরচের বেওয়া ও ইন্টিমেটনা পাঠাইলে, সেই কর্মের আরম্ভ করিবেন না।

২৯ ধারা। যে কার্য করিতে প্রস্তাব হয় তাহাই লানিলিতে অর্পণ করি। প্রচুর হইবে কি না এই বিষয়ে আর কথার কথা।

৩০ ধারা। যে যারের কি ভূমিতে জল যোগাইয়া দিবার বিষয়ে এই বিবাদ হয়, সেই যারের কি ভূমির মাসিক খাজানা যত শত টাকা হয়, এই বিবাদ কমিশ্যনরের প্রতি অর্পণ করা প্রযুক্ত তাঁহা দিগকে প্রতি শতের উপর দুই টাকার হারে ফী দিতে হইবে।

কিন্তু কখন দশ টাকার অধিক ফী লাগিবে না, ও যে ব্যক্তি বিবাদ অর্পণ করেন তিনিই এই ফী দিবেন।

৩১ ধারা। প্রচারান্তরের বিশেষ বন্দোবস্ত না থাকিলে, কোম্ব যারের কি ভূমির স্থানী উক্ত যারের কি ভূমিতে জল আনাটবার কার্য সকল উপযুক্তমতে সাঁরাইয়া রাখিবার খরচ দিবেন।

কিন্তু এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে যে পাটালিয়ার কি করিয়া দেওয়া যায় তদনুসারে উক্ত পক্ষের যো দায় থাকে এই ধারার কোন কথাবারা তাহার ব্যতিক্রম হইবে না।

৩২ ধারা। ২৫ ও ২৬ ধারামতে আমার টাকা পাওনা থাকিলে, যে যারের নিমিত্ত এই টাকা খরচ হইল, তিনি এই যারের ভাড়া যে প্রকারে আমার করিতে পারিতেন, সেই প্রকারে এই টাকার দায়িত্ব ব্যক্তির স্থানে তাহা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

৩৩ ধারা। সাঁরাইবার ব্যবস্থা সকল পুষ্করী ও পুষ্করী প্রভৃতি কর্ম-শ্রমগণের প্রতি বর্জিত বার কথা।

জমাদার ও জমাদার ও কৃণ ও মুহুরি ও জমদার ও মুহুরি ও মল ও কল ও জলের অন্য সকল কার্য কমিশ্যনরের খরচেকিম্বা প্রচারান্তরের করাকি বসান নিমিত্ত পাঠাইলে এই পুষ্করী প্রভৃতি ও তৎসংক্রান্ত কর্ম সকল পুল ও কোটা ও কল ও বিঘ ও সবঞ্জ ও প্রাণ এবং সাধারণের ব্যবহার্য পুষ্করী সংক্রান্ত কর্ম কোম্ব ব্যক্তির সম্পত্তির মধ্যে নয় সেই ভূমি কমিশ্যনরের প্রতি বর্জিত।

৩৪ ধারা। কোম্ব ব্যক্তি পুষ্করী জমদার ও জমদার ও কৃণ কমিশ্যনর করিবার কথা।

কিম্বা গ্যাল প্রভৃতি করিবার কি যোগাইয়া দিবার কার্যে নিযুক্ত থাকিবে।

কিম্বা যে স্থানে দুর্গন্ধ এবং বাদল রূপি কারখানা চলে এমত স্থানের প্রজা কি স্থানী হইয়া,

কমিশ্যনরের কোম্ব প্রোভের কি পুষ্করীর কি জলাশয়ের কি কৃণের কি জলাশয়ের কি মুহুরির কি জমদারের কি জমদারের অন্য কার্যের জল যাতে ময়লা কি নষ্ট হয়, এই ব্যবস্থার সম্পর্কে ইচ্ছা পূর্বক এমত কোন কর্ম করিলে, কমিশ্যনরগণ চকিণ ঘটী থাকিতে নোটিস লিখিয়া দিয়া এই ব্যক্তির কোন মল কি মুহুরি কি কল খুলিয়া দেখিতে পারিবেন।

ও তদ্রূপে দেখিলে পর, এই মল কি মুহুরি কি কল হইতে যে জব্য বাহির হয় কি তাহার মধ্যে যে জব্য থাকে তদ্বারা জল ময়লা কি নষ্ট হইয়াছে দেখিতে পাইলে, এই মল কি মুহুরি কি কল যে ব্যক্তির হয় কি তাহার অধীনে কি তত্ত্বাবধানে থাকে তাঁহারই নোট দেখিয়া লইবার খরচ দিতে হইবে।

কিন্তু তদ্বারা জল ময়লা কি নষ্ট হয় নাট, তাহা দেখিতে পাইলে এই সকল খরচ এবং এই মল প্রভৃতি দেখিয়া লওয়াতে যে হানি হইল তাহা কমিশ্যনরের দিতে হইবে।

জলের রেটের কথা।

৩৫ ধারা। কমিশ্যনরেরা সময়ে উপযুক্ত নোটিস দিয়া কেবল এই কার্যের নিমিত্ত জলের রেট বসাইতে সত্তা করিয়া স্থানীয় গণমে-নোর অনুমতিক্রমে এই মুনি-পালিতীর সীমার অন্তর্গত সমুদয় যারের ও ভূমির উপর জলের রেট বসাইতে পারিবেন।

এ রেট উক্ত যারের ও ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর বরা যাইবে; এবং ৫ ধারার বিধানমতে পরিচ্ছন্ন জল যে রাস্তায় বা পথে যোগাইয়া দেওয়া যায় তথায় এই যার বা ভূমি থাকিলে শতকরা ১ টাকার অধিক, কিম্বা যে সকল রাস্তায় বা পথে এরূপ জলের যোগান নাই তথায় এই যার ও ভূমি থাকিলে শতকরা ৫ টাকার অধিক হইবে না।

৩৬ ধারা। ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় আইন কিস্তি ২য়

১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় আইনের বিধানমতে বার্ষিক মূল্য দ্বারা বহিঃস্থ ইহার কথা।

৩৭ ধারা। ৮০ ও ৮১ ধারার বিধান মতে চাঁদার যত্নে ও ভূমির প্রজারী জলের রেট

৩৮ ধারা। কোন ঘরের কি ভূমির উপলক্ষে জলের রেটের কোন ত্রুটি থাকিলে তাহা

৩৯ ধারা। কোন ঘরের কি ভূমির উপর জলের রেট

৪০ ধারা। কোন ঘর কি ভূমি যদি পূর্ণ তিন মাস খালি থাকে তবে সেই ঘরের কি ভূমির প্রজা থাকিলে জলের রেট বালিয়া

৪১ ধারা। দুই কি তদধিক বার্ষিক পূর্ণতা রূপে এই ঘরের প্রজা হইলে, কিম্বা দুই শত টাকার কম বার্ষিক মূল্য দ্বারা পূর্ণের রেট দ্বারা হইলে, কমিশ্যনরূপে এই ঘরের কি ভূমির উপর জলের রেট দ্বারা করিতে পারিবেন।

৪২ ধারা। যদি ঘরের কি ভূমির স্বামী ইহার পূর্ণ দ্বারা জলের রেট দ্বারা থাকিলে, তবে ঘরের একজন প্রজা থাকিলে, এই স্বামী রেটের চারি অংশের তিন অংশ দ্বারা পাইবার অধিকার থাকিবে।

৪৩ ধারা। জলের রেট ও জলের যোগান কিস্তি তাহার কাছা সম্পাদন সম্বন্ধে

৪৪ ধারা। জলের রেট ও জলের যোগান কিস্তি তাহার কাছা সম্পাদন সম্বন্ধে

৪৫ ধারা।—কলিকাতা নগরের সম্বন্ধিত সমাজ উক্ত কমিশ্যনরূপে যে জল যোগাইয়া দেন তজ্জন্ম

৪৬ ধারা।—কলিকাতা নগরের সম্বন্ধিত সমাজ উক্ত কমিশ্যনরূপে যে জল যোগাইয়া দেন তজ্জন্ম

৪৭ ধারা।—কলিকাতা নগরের সম্বন্ধিত সমাজ উক্ত কমিশ্যনরূপে যে জল যোগাইয়া দেন তজ্জন্ম

৪৮ ধারা।—কলিকাতা নগরের সম্বন্ধিত সমাজ উক্ত কমিশ্যনরূপে যে জল যোগাইয়া দেন তজ্জন্ম

৪৯ ধারা।—কলিকাতা নগরের সম্বন্ধিত সমাজ উক্ত কমিশ্যনরূপে যে জল যোগাইয়া দেন তজ্জন্ম

৫০ ধারা।—কলিকাতা নগরের সম্বন্ধিত সমাজ উক্ত কমিশ্যনরূপে যে জল যোগাইয়া দেন তজ্জন্ম

৫১ ধারা।—কলিকাতা নগরের সম্বন্ধিত সমাজ উক্ত কমিশ্যনরূপে যে জল যোগাইয়া দেন তজ্জন্ম

৫২ ধারা।—কলিকাতা নগরের সম্বন্ধিত সমাজ উক্ত কমিশ্যনরূপে যে জল যোগাইয়া দেন তজ্জন্ম

৫৩ ধারা।—কলিকাতা নগরের সম্বন্ধিত সমাজ উক্ত কমিশ্যনরূপে যে জল যোগাইয়া দেন তজ্জন্ম

৫৪ ধারা।—কলিকাতা নগরের সম্বন্ধিত সমাজ উক্ত কমিশ্যনরূপে যে জল যোগাইয়া দেন তজ্জন্ম

৫৫ ধারা।—কলিকাতা নগরের সম্বন্ধিত সমাজ উক্ত কমিশ্যনরূপে যে জল যোগাইয়া দেন তজ্জন্ম

৫৬ ধারা।—কলিকাতা নগরের সম্বন্ধিত সমাজ উক্ত কমিশ্যনরূপে যে জল যোগাইয়া দেন তজ্জন্ম

৫৭ ধারা।—কলিকাতা নগরের সম্বন্ধিত সমাজ উক্ত কমিশ্যনরূপে যে জল যোগাইয়া দেন তজ্জন্ম

৫৮ ধারা।—কলিকাতা নগরের সম্বন্ধিত সমাজ উক্ত কমিশ্যনরূপে যে জল যোগাইয়া দেন তজ্জন্ম

৫৯ ধারা।—কলিকাতা নগরের সম্বন্ধিত সমাজ উক্ত কমিশ্যনরূপে যে জল যোগাইয়া দেন তজ্জন্ম

৬০ ধারা।—কলিকাতা নগরের সম্বন্ধিত সমাজ উক্ত কমিশ্যনরূপে যে জল যোগাইয়া দেন তজ্জন্ম

উচিত হইলে, এই বিধান ভিত্তন সালিসের নিকট
অর্পণ করা যাইবে। এই সালিসেরা নিম্নলিখিত প্রকারে
নিযুক্ত হইবেন, অর্থাৎ,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের এক জন সেক্রেটারীর স্বাক-
স্বিত লিখনক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এক জনকে নিযুক্ত
করিবেন।

কলিকাতা নগরের সমন্বিত সমাজের সাধারণ
মোহরাক্ষিত লিখনক্রমে উক্ত সমাজ এক জনকে নিযুক্ত
করিবেন।

আর উক্ত কমিশনদের সাধারণ মোহরাক্ষিত লিখন-
ক্রমে তাঁহারা এক জনকে নিযুক্ত করিবেন।

৪৬ ধারা। এই সকল অভিযোগ পত্র সালিসদের হস্তে
সমর্পণ করা যাইবে, এবং
সালিসদিগকে বিয়ো-
গপত্র দিবার কথা।
৪৭ ধারা। এই সকল অভিযোগ পত্র সালিসদের হস্তে
সমর্পণ করা যাইবে, এবং
সালিসদিগকে বিয়ো-
গপত্র দিবার কথা।

৪৭ ধারা।—অর্পিত বিষয়ের মীমাংসা করিবার পূর্বে
কোন সালিস মরিলে বা অক্ষম
হইলে, যে পক্ষ এই সালিসকে
নিযুক্ত করিয়াছিলেন সেই পক্ষ
তাঁহার পরিবার্ত্তে কার্য্য করিবার
অধিকার অন্য কোন ব্যক্তিকে না দিয়া
নিযুক্ত করিতে পারিবেন; এবং অন্য
পক্ষের স্থানে লিখিত মোটিস
পাইবার পর যদি সাত
দিন পর্য্যন্ত উক্ত পক্ষ কার্য্যকে
নিযুক্ত না করেন, তবে
অবশ্যই সালিসেরা অর্পিত
বিষয়ের কার্য্যানুষ্ঠান
চালাইতে পারিবেন।

পূর্ব্বোক্তরূপে কোন সালিসের পরিবর্ত্তে যে ব্যক্তিকে
নিযুক্ত করা যায়, পূর্ব্ব সালিসের মৃত্যু বা অক্ষমতা ঘটি-
বার সময়ে তাঁহার যে সকল ক্ষমতা ও শক্তি ছিল সেই
ব্যক্তির সেই সকল ক্ষমতা ও শক্তি থাকিবে।

৪৮ ধারা। বিবাদীর বিষয়ের মীমাংসা করিবার
সালিসদের বাকী প্র-
কৃতি চাহিতে পারিবার
কথা।

৪৯ ধারা। শেষ যে সালিস নিযুক্ত হন তাঁহার নি-
য়োগের তাৎপর্য্য পর একজন
সালিসের মীমাংসাপত্র
দিবার কথা।

৫০ ধারা। এই সালিসীতে ও তদানুযায়িক যে সকল
খরচ পড়ে, সালিসেরা তাহা
হিসাব করিয়া মৌখিক
লিখিবেন; এবং সালিসেরা
যে পক্ষকে আদেশ করেন সেই পক্ষ
কিস্তি। সালিসদের
আদেশ করেন সেই পরিমাণে উক্ত
পক্ষ উক্ত খরচ ও
সালিসদের ফী দিবেন।

এই মীমাংসাপত্র চূড়ান্ত হইবে এবং
আমিষম কিস্তি
দাঁড়ায় ও কোন
অন্য প্রকৃতি উহা
অসিদ্ধ হইবে না।

৫০ ধারা। এই সালিসীতে ও তদানুযায়িক যে সকল
খরচ পড়ে, সালিসেরা তাহা
হিসাব করিয়া মৌখিক
লিখিবেন; এবং সালিসেরা
যে পক্ষকে আদেশ করেন সেই পক্ষ
কিস্তি। সালিসদের
আদেশ করেন সেই পরিমাণে উক্ত
পক্ষ উক্ত খরচ ও
সালিসদের ফী দিবেন।

তালিকা।

(১ ধারা দেখ।)

সাল ও নগর	বিষয়।	যত দূর রহিত হইল।
১৮৮১ সালের বঙ্গীয় আইন।	১৮৭১ সালের কলিকাতার মুন্সিপাল আইনসে- এই আইন কংশোদ্ভাব্য আইন।	১৫ ও ৩০ ধারা।

অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনা।

এক্ষণে মন্ত্রিসভার সম্মুখে মুন্সিপালিটী সংক্রান্ত আইনের যে পাণ্ডুলিপি উপস্থিত আছে তাহার ৭ম
পরিচ্ছেদ পাণ্ডুলিপির নিম্নলিখিত প্রকারে যে সকল মুন্সিপালিটীতে প্রচলিত করা যায়, তৎকালীন জলের যোগান
ও জলের রেট সম্বন্ধীয় কথা এই পরিচ্ছেদে আছে। কিন্তু যে বিশেষ বন্দোবস্তক্রমে কলিকাতার শাখানগরে পরিষ্কার
জল যোগাইয়া দিবার অভিপ্রায় আছে তাহার বিধান সাধারণ মুন্সিপাল আইনে সুবিধামতে করা যাইতে
পারে না। এই নিমিত্ত এই বিশেষ স্থানের প্রয়োজন সাধনার্থ বর্তমান পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা গিয়াছে। এই
পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ ১৮৭৬ সালের কলিকাতার মুন্সিপাল আইনের ৭ অধ্যায় অবলম্বন করিয়া লিখিত
হইয়াছে; এবং বিশেষ বিধানগুলি এই পাণ্ডুলিপির ৪ ধারার ও ৪৪ অবধি ৫০ পর্য্যন্ত ধারায় আছে।
৪ ধারায় লিখিত আছে যে কলিকাতা নগরের সমন্বিত সমাজ জন যোগাইবার বিধান করিবেন; কিন্তু উক্ত
মুন্সিপালিটীর মধ্যে জন বিতরণকার্য্য শাখানগরের কমিশনারেরা আপনাদের হস্তে লইবেন। এইরূপ অভিপ্রায়
আছে। যেহেতু কার্য্যে জলের রেট প্রসঙ্গ করা যাইতে পারিবে ন৷ ধাব্য হইয়া নিম্নলিখিত হইয়াছে এবং উহাতে
ইহাও বলা হইয়াছে যে আদায়ের খরচ দিবার পর ৪ ধারামতে প্রদত্ত জলের মূল্য কলিকাতার সমন্বিত
সমাজকে শোধ করিয়া দেওয়া এই রেটের উপর দ্বিতীয় দায় বলিয়া গণ্য হইবে। কোন বিবাদ উদ্ভিত হইলে
সালিসদ্বারা তাহার মীমাংসা করিবার বিধান পরবর্ত্তী ধারামতে আছে। পাণ্ডুলিপিতে ১৮৮১ সালের
বঙ্গীয় আইনের ১৫ ও ৩০ ধারা রহিত করা গিয়াছে; কারণ এই পাণ্ডুলিপি বিবিধ হইলে এই ধারাগুলি
অপ্রাসঙ্গিক হইবে।

১৮৮৪ সাল ২৭ ফেব্রুয়ারি।

এচ. জে. রেমলডস্।

সি, এচ, রাইলী,

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগে, বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L., Bengali Translator.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট : ১৮৮৬ : ৮ আশ্বিন।



গবর্ণমেন্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল, ৮ আপ্রিল।

সপ্তম খণ্ড।

রাজস্ববিষয়ক সরকুলর।

১৮৮৪ সাল কেক্তরারি মান।

সাঁন্যবর শ্রীযুত এচ, এল, ডাম্পিয়র সাহেব, সি, আই, ই।

৩ নম্বর।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের ২ বাঙ্গার ৩১০ পৃষ্ঠার ১০ অধ্যায়ের ১ পরিচ্ছেদের ৮ক ধারাধরূপ নিম্নলিখিত বিধি বিনাস্ত করিতে হইবে।—

“ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের আজ্ঞা এই যে উক্ত গবর্ণমেন্ট পাট্টার শর্তগুলি মঞ্জুর না করিলে, গবর্ণমেন্ট কোন ব্যক্তিকে বা কোম্পানিকে খনিবিষয়ক পাট্টা দিগেন না। কোন স্থানীয় গবর্ণমেন্ট আপন ক্ষমতাক্রমে অঙ্গপালের নিমিত্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিবার পাট্টা যে দিতে পারিবেন না, এই আদেশের এরূপ অভিপ্রায় নহে। কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টকে না জানাইয়া ও উক্ত গবর্ণমেন্টের অনুমতি না লইয়া খনিজবিষয়ে গবর্ণমেন্টের সূচনা ন স্বহ কাহাকেও দেওয়া হইবে না, ইহা সুনিশ্চিত করাই এই আদেশের উদ্দেশ্য। যে সকল শর্তে খনি খনন করিবার পাট্টা বা লাইসেন্স দিতে হইবে, তাহা যেরূপে কোন সাধারণ বিধি ভারতবর্ষে খনিসংক্রান্ত ব্যবসায়ের বর্তমান অবস্থায় নির্দেশ করা যাইতে পারে না। যে কোন স্থল উপস্থিত হয়, তাহার দোষগুণ বিবেচনা করিয়া তাহা যেরূপে সীমাসা করিতে হইবে।”

শ্রীযুত এচ, এ, কক্স সাহেব সি, এস, আই।

৪ নম্বর।

গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাক্রমে এই বিধি প্রচার করা যাইতেছে, এবং ইহা বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ বাঙ্গার ৪ অধ্যায়ের ১ পরিচ্ছেদের ৪৪ক ধারাধরূপ বিনাস্ত করিতে হইবে।

৪৪ক। “ভূমিগ্রহণসংক্রান্ত যে কার্যকারকেরা পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে নিমিত্ত ভূমি গ্রহণ করিতে বিশেষভাবে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদেরকে প্রত্যেক স্থলে রেভিনিউ বোর্ডের অনুমতি ব্যতিরেকে সুনির্দিষ্টপালিটার বা অন্যান্য সাধারণ সমিতির নিমিত্ত ভূমি গ্রহণ করিতে নিযুক্ত করা যাইবে না। বোর্ডের অনুমোদনক্রমে এরূপ কার্যে তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করা গেলে সেরেস্তার খরচ দিবার জন্যে স্থির মূল্যের শতকরা ১৫ টাকা খরচ ধরা যাইবে; এবং সেরেস্তার খরচ সাহিত অনুমানপত্রমত টাকা খাজানাপাট্টার বত দিন দেওয়া না হয়, তত দিন আনুষ্ঠানিক কার্য আরম্ভ করা যাইবে না।”

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

৬ নম্বর।

বোর্ডের ১৮৮০ সালের অক্টোবর মাসের ৫ নং সরকুলার অর্ডার রহিত করা গেল, এবং বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ বাসনের ১১০ পৃষ্ঠার ভূমিগ্রহণবিষয়ক ৪ অধ্যায়ের ১ পরিচ্ছেদের ৬১খ ধারার পরিবর্তে নিম্নলিখিত ধারাটি দিতে হইবে।—

“৬১খ। মালিক হিসাব আডিট করা যে কার্যকারকের কর্তব্য, তাঁহার দিষ্ট উক্ত হিসাবের সহিত উহার খরচের প্রতিপোষনার্থ এই রসীদ পাঠাইতে হইবে, এবং ইহার সর্টফিকেটযুক্ত সকল খোঁকদ্বার নথীর সহিত রাখিতে হইবে। যাহারা টাকা লন তাঁহাদের দ্বায়ে দোকর রসীদ চাহা যাইবে না।”

৬ নম্বর।

রেভিনিউ এজেন্টদের সর্টফিকেট নুতন করিয়া লইবার দরখাস্ত সাধারণ কাগজে গ্রহণ করিবার রীতি কোন কোন জিলায় আছে। এই নিমিত্ত বোর্ড বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ বাসনের ১০ অধ্যায়ের ৪ পরিচ্ছেদের ১৩ (ক) ধারাব্যবস্থা নিম্নলিখিত কথাগুলি বিন্যস্ত করিবার আজ্ঞা করিলেন।—

“১৩ (ক)। কোন রেভিনিউ এজেন্ট আপনায় সর্টফিকেট নুতন করিয়া লইবার দরখাস্ত করিলে, আদালতের রসূদ বিষয়ক ১৮৭০ সালের ৭ আইনের ২ ডকুমেন্টের ১ (খ) প্রকরণের দ্বিতীয় দফাযে ৪ নং দরখাস্তে আট আনা মূল্যের একখান ইন্ডোপ্স লাগিবে।”

৭ নম্বর।

ইহা বোর্ডের গোচর হইয়াছে যে কখনও বার্ষিক গাঁজার মৌজুর উপযুক্ত সাবধানতা ও শুদ্ধতা নথীকারে বৃদ্ধি লাগিয়াছে না। এনিমিত্ত বোর্ডের ১৮৮১ সালের জুন মাসের ২ নং ও ১৮৮২ সালের মার্চ মাসের ৪ নং সরকুলারের অযুক্তমে, বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ বাসনের ১৫ অধ্যায়ের ও ১৮৮৪ সালের আকারী বিধিপুস্তকের ১৭ পরিচ্ছেদের ৫০ ধারার পরিবর্তে নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে।—

৫০। “২৫ মার্চ হইতে ৩১ মার্চ পর্যন্ত প্রত্যেক গোলায় মৌজুর বৃদ্ধি লইতে হইবে এবং মৌজুর বৎসরের বৃদ্ধি লইবার কথা। (হিসাবের গোলা নির্ধারণের জন্য) ওজনের দিবস হইতে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কোন গোলা হইতে গাঁজা বাহির করিয়া দেওয়া হইবে না।

(যদি বৎসরের মধ্যভাগে কোন গোলায় ব্যবহার্য গাঁজা সমস্ত ফুরাইয়া যায় এবং গোলাদার তাহার লাইসেন্স ছাড়িয়া দেয়, তবে এই ধারামতে বৎসরের মধ্যে তাহার গোলায় হিসাব শেষ হইতে পারিবে।)

জিলায় সমস্ত মোকামে আবকারী ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী-কালেক্টর, মহকুমার মহকুমার কর্তৃপক্ষ এবং অন্য স্থানের গোলা হইলে গেজেটে যাহার নাম প্রকাশিত হয় কালেক্টর সাহেব কর্তৃক নিয়োজিত এরূপ কোন কর্মচারী এই কার্য করিবেন এবং এই কার্যের ভার কোনমতে কোন অধঃস্থ কর্মচারির প্রতি অর্পণ করা যাইবে না।

সকল গাঁইট ও থলিয়া থলিয়া গাঁজা বাহির করিতে হইবে, এবং যদি কোন গাঁজা অব্যবহার্য প্রতীত হয়, তবে তাহার তিন প্রকারের প্রত্যেক প্রকার বত থাকে, তাহা পৃথক করা যাইবে। কোন গাঁজা অব্যবহার্য প্রতীত হয়, গোলাদার এই প্রার্থনা সচরাচর গ্রাহ্য করিতে হইবে।

প্রথমতঃ প্রচলিত লৌহের তোল দ্বারা ব্যবহার্য তিন প্রকারের গাঁজা পৃথকরূপে ওজন করিতে হইবে। ওজনের পর প্রত্যেক প্রকারের গাঁজা পৃথক করিয়া পুনরায় গাঁইট ও থলিয়ার ভিতর পুতিতে ও গাঁইটপ্রভৃতির উপর পুনরায় মোহর করিতে হইবে।

তৎপরে অব্যবহার্য গাঁজা কিছু থাকিলে তাহা ওজন করিবে হইবে এবং ওজনের পর তাহা ফেঁহর করা থলিয়ার পৃথকরূপে রাখিতে হইবে এবং প্রত্যেক থলিয়ার উপর গাঁজার প্রকার, ওজন এবং মালিকের নাম লিখিত থাকিবে।

গোলাঘর সাবধানে আঁট দিতে হইবে এবং কিছু অরতি পড়তি থাকিলে, তাহা ওজন করিতে হইবে। কোন আনগা বোঁটা বা ডাঙ্গা ফুল ঘরের ভিতরে দেখিলে তাহা অরতি পড়তি বলিয়া ওজন করিতে হইবে। খড় দড়ি ইত্যাদি ফেলিয়া দিতে হইবে এবং ওজনের হিসাবে ধৃত হইবে না। যাহা অরতি পড়তি হয়, তাহা মোহর করা বাবুসে বা থলিয়ার ওজন ও মালিকের নাম লিখিয়া রাখিতে হইবে

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮-আপ্রিল।]

অব্যবহার্য শ্রেণীভুক্ত গাঁজা ও ঝরতি পড়তি কিছু থাকিলে কালেক্টর সাহেবের অনুমতি লইয়া
আবকারীর ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টর বা সংক্ৰমার কর্তৃপক্ষ বা
অব্যবহার্য ও ঝরতি পড়তি গাঁজা গেজেটে দীহার দান প্রকাশিত হয় নিয়োজিত এলপকোন
নষ্ট করিতে হইবার কথা। কর্মচারীর সাফাতে ৩১ মার্চ তারিখে বা তাহার পূর্বে নষ্ট করিয়া
হিসাবে বাদ দিতে হইবে।

নোটঃ যত গাঁজা পাওয়া যায়, তাহা হইতে (১) যত বাহিরে নিরাহে (২) যত অব্যবহার্য
হইয়াছে (৩) যত ঝরতি পড়তি গিয়াছে এবং (৪) যত ব্যবহার্য গাঁজা ওষাণে মৌজুন থাকে, তাহার
সমষ্টি বাদ দিলে, যে অন্তর হয়, তাহাই “কমতি.” ১৮৮১ সালের জুন মাসের ২ নং সরকারের
লিখিত উদাহরণ দেখ।

গাঁজাব্যবসায়ী শতকরা ২½ অংশের অতিরিক্ত কমতির জন্য দারী এবং তদনুসারে হারুল আদার
হইবে।

যে অতিরিক্ত কমতির উপর হারুল আদার হয়, তাহা হিসাবে পৃথকরূপে দর্শাইতে হইবে এবং
অতিরিক্ত কমতি কমিশ্যনর সাহেবের কমিশ্যনর সাহেবের অনুমোদনাদীনে কালেক্টর সাহেব শতকরা
২½ অংশ পর্যন্ত কমতি হিসাব হইতে খারিজ করিয়া দিবেন।
কমিশ্যনর সাহেবের নিকটে A ক্রোড়পত্রের ৩৯ নং পাঠে
কার্যাদির রিপোর্ট করিতে হইবে।

যে সকল কর্মচারীর সাফাতে গাঁজা নষ্ট করা হয় তাহার ৩৯ নং পাঠে এই মর্মে সর্বদাই সার্টিফি-
কেট সংযোগ করিবেন, যে তাহার অংশ অব্যবহার্য শ্রেণীভুক্ত গাঁজার ওষাণ দেখিয়াছেন এবং ঝরতি
পড়তি পরীক্ষা করিয়াছেন এবং তৎসমুদয় রীতিমত নষ্ট করা হইয়াছে।

কালেক্টর সাহেব ৩৯ নং পাঠে জিনার সমস্ত রিপোর্ট কমিশ্যনর সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া; সার্টি-
ফিকেট লিখিয়া দিবেন যে যেসকল তিরস্কৃত কর্মচারী গাঁজার মৌজুন বুঝিয়া লইয়াছেন তাহাদের নিকট
হইতে আবশ্যক সার্টিফিকেট পাইয়াছেন।

৩৭. ৪০ ও ৪১ নং গাঁজার রেজিষ্টার মৌজুন বুঝিবার সময় পরীক্ষা করিতে ও গোলাদারের বহী
সহিত মিলাইয়া দেখিতে ও প্রভেদ লিখিতে হইবে। যে কর্মচারী মৌজুনের হিসাব লয়েন তিনি
মৌজুনে কত ব্যবহার্য ও অব্যবহার্য তিস প্রকারের গাঁজা ও ঝরতি পড়তি দেখিয়াছেন তাহা লক্ষ্য
করিয়া আপন রিপোর্টে কালেক্টর সাহেবকে জানাইবেন এবং হিসাবে বা মৌজুন কোল অনৈক্য বা
অনিয়ম দেখিলে তাহা লিখিবেন।”

৫৫ ধারার শেষবাক্যের পূর্বে এই কথাগুলি দিতে হইবে। -

“আবকারী কর্মচারী সাবধান হইবেন যেস হ্রাড়পত্রের লিখিত ত্রুটির অতিরিক্ত গোলা হইতে
হানাস্তরিত না হয়।”

নিম্নিষ্ট পাঠে ও রিটর্নে লিখিত সংশোধনগুলি করিতে হইবে।

A ক্রোড়পত্রের ৩৯ নং পাঠে,—

৮ ধরের শীর্ষক হইতে “গোলায়” এই কথা উঠাইয়া দিতে হইবে।

৯ ধরের প্রথম উপশীর্ষকে “উচ্ছ্রষ্ট বলিয়া যত নষ্ট করিতে হইবে” এই কথাগুলির পরিবর্তে
“যত অব্যবহার্য গাঁজা ও ঝরতি পড়তি নষ্ট করা যায়” এই কথাগুলি দিতে হইবে।

৪০ নং রিটর্নে,—

১৮ টেবিলের ৪ শীর্ষকে “কমিশ্যনর সাহেবের অমুক তারিখের এত নং আজ্ঞামতে যে উচ্ছ্রষ্ট
গাঁজা নষ্ট করা যায়” এই কথার পরিবর্তে “যত অব্যবহার্য গাঁজা ও ঝরতি পড়তি নষ্ট করা যায়” এই
কথাগুলি দিতে হইবে। উক্ত টেবিলের ৩ শীর্ষকে “কমিশ্যনর সাহেবের অমুক তারিখের এত নং
আজ্ঞামতে যত ঝরতি পড়তি হিসাব হইতে খারিজ করা যায়” এই ২ কথার পরিবর্তে “যত কমতি
কমিশ্যনর সাহেবের অনুমোদনক্রমে হিসাব হইতে খারিজ করা যায়” এই কথাগুলি দিতে হইবে।

A ক্রোড়পত্রের ৪১ নং পাঠে,—

(১) শীর্ষকে “গত” এই শব্দের পর “মাসের” এই শব্দের পরিবর্তে “পাণ্ডিক রিটর্নের” এই
কথা দিতে হইবে।

(৮) শীর্ষকে “উচ্ছ্রষ্ট বলিয়া নষ্ট হইল” এই কথার পরিবর্তে “অব্যবহার্য ও ঝরতি পড়তি
বলিয়া নষ্ট হইল” এই কথাগুলি দিতে হইবে।

(৯) শীর্ষকে “কমিশ্যনর সাহেবের অমুক তারিখের অমুক নং অনুজ্ঞাপত্রক্রমে পড়তি বলিয়া
হিসাব হইতে খারিজ করা যায়” এই কথার পরিবর্তে “কমতি বলিয়া কমিশ্যনর সাহেবের অনুমোদন-
ক্রমে হিসাব হইতে খারিজ করা যায়” এই কথাগুলি দিতে হইবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আশ্বিন।]

৮ নম্বর।

তারউপর্যন্ত গবর্ণমেন্টের পাঠ্যলিখিত যে সকল বিজ্ঞাপন ১৮৭২ সালের ১ আইনের ৮ ধারামতে ও ১৮৮৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারির বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের ১৮৮৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারির ১৮৬ নং।

১৮৮৪ সালের ১২ ফেব্রুয়ারির বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের ১৮৮৪ সালের ১৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৮৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারির ১৮৬ নং।

১৮৭০ সালের ৭ আইনের ৩৫ ধারামতে প্রচারিত হইয়াছে, তদুপলক্ষে নিম্নলিখিত কথাগুলি বোর্ডের বিধিপুস্তকের ২ বালমের ৭ অধ্যায়ে ও ইন্সপেক্ট কার্ঘ্য বিভাগের কার্ঘ্য-নির্বাহী বিবৃতি কার্যকারকদের উপদেশার্থ বিধিতে যোগ করিতে হইবে।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের ২ বালমের ৭ অধ্যায়ের ও ইন্সপেক্ট কার্ঘ্যকারকদের উপদেশার্থ বিধির ও পরিশিষ্টের ১৮ টেবিলের শেষে যোগ করিতে হইবে।

যে প্রকারের নিদর্শনপত্র।	ইন্সপেক্ট কার্ঘ্য কমা বা কম করা গেল।	যে আইনমতে বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, সেই আইন সহিত বিজ্ঞাপনের নম্বর ও তারিখ।
যে সকল স্থানে মুক্ত করণের এই আজ্ঞা না করা গলে রাসীয়ে ইন্সপেক্ট কার্ঘ্য লাগিত, সেই সকল স্থানে ইফ ইণ্ডিয়া রেলওয়ে সোবিং-ব্যাঙ্কে যাঁহারা টাকা জমা রাখেন ঐ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা গ্রহণ করিয়া লইলে তাঁহাদের কর্তৃক ব তাঁহাদের পক্ষে যে রাসীদ দেওয়া হয়।	কমা করা গেল।	১৮৮৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারির ১৮৬ নং। ৮ ধারা।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের ২ বালমের ৭ অধ্যায়ে ও ইন্সপেক্ট কার্ঘ্যকারকদের উপদেশার্থ বিধির ও পরিশিষ্টের ২২ টেবিলের শেষে যোগ করিতে হইবে।

যে প্রকারের নিদর্শনপত্র।	ইন্সপেক্ট কার্ঘ্য কমা বা কম করা গেল।	যে আইনমতে বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, সেই আইন সহিত বিজ্ঞাপনের নম্বর ও তারিখ।
যে বন্দোস্ত চিরস্থায়ী নহে এরূপ কোন বন্দোস্ত ক্রমে কোন মর্শালের যে অংশের বার্ষিক রাজস্ব গবর্ণমেন্টে দিতে হয়, তৎসম্বন্ধে কালেক্টর সাহেবের রেজিষ্টারে পৃথক করিয়া ঐ অংশ ধার্য করা গিয়াছে বলিয়া লেখা থাকিলে, ঐ অংশের বাকী ভাগ দখল পাইবার লিখিত যে মোকদ্দমা উপস্থিত কর, বা, তাহার আবেদনপত্র।	এরূপে কমান গিয়াছে যে উক্ত অংশের উপর পৃথক করিয়া ধার্য করা রাজস্বের যে ভাগ উক্ত ভাগাংশ শুল্কে হারহারীতে দেয় হয়, তাহার পঁচ-গুণের অধিক হইবে না।	১৮৮৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারির ১৮৬ নং। ৩৫ ধারা।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L., Bengali Translator.



গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 8, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৮ আশ্বিন।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অফিস খণ্ড।

ইন্ডিয়াস প্রভৃতি।

दुर्मिषिष्यक इच्छाशत्रु ।

১৫

[illegible]

BEERHOOB CO. LECTORATE,
The 4th March 1864.

W. FIDIAN,
Offg. Collector.

জেলা বণ্ডা।

জেলা বণ্ডার কালেক্টরি।

বাকী খাজনার জাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জেলা বণ্ডার
মধ্যবর্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৫৯ সালের ১২ জানুয়ারি তারিখে প্রাপ্য বাকী মালিকজারী এবং
অন্যান্য দাওয়া চুক্তি আইন এবং আর্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের মায় আদায় করা যাইতে পারে
তাঁহা আদায় নিমিত্ত ১৮৫৯ সালের ৮ এপ্রেল তারিখ এই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা
প্রস্তাবে ও প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে।

জোজির ময়র ও মহালের নাম	মালিকের নাম।	সদর জমা।	বাকী।	টিকিরং।
সং ১০। ১০ তঃ বেহার লঃ সেন বর্ষ।	তাৎহেরআলী, আবিরয়েছা বিবি সৈয়দ মালী তরিকয়েছা দিবি, রাধারমন চক্রাকিশোর ও কালীকিশোর মুন্সী লাল সিংহ স্বয়ং জলী পক্ষে চুণি- লাল পাঠালী ও অক্ষর সিংহ নাথালগ মতিলাল তিরিলাল সিংহ প্যারীমুন্দরী দাস্যা বহিমচন্দ্র সাহা দিগম্বর সাহা রামমুন্দরী দাস্যা মাদরে তলীপক্ষে গৌর- গোবিন্দ ও জীগোবিন্দ সাহা নাবা- লক বনওয়ারিলাল ও মুকন্দলাল সাহা রাধিকামোহন সাহা ও মফি- জউদ্দিন খন্দকার ও জিন্নাথ বৈষ্ণব ওহপক্ষে সৈয়দমাজুম হোসেন চৌধুরী ও সৈয়দমালী তরিকয়েছা দিবি স্বয়ং ও ওহীপক্ষে আলতাপ- য়েছা দিবি নাথালগ মতউল্লী।	৩১৩৭ ১১১।	৪৮৬৮৮	এই মহালে চিত্রিত ১১০ আনা অংশের ৩২৬৮৮/৯৮ পাই সদর জমার তাৎহেরআলী মিক্রা, সৈয়দমালী তরিক- য়েছা বিবি চৌধুরী ওহি- পক্ষে আলতাপয়েছা বিবি নাথালগ মতউল্লী ও মফি- জউদ্দিন খন্দকার ও জিন্নাথ বৈষ্ণব ওহিপক্ষে সৈয়দ মাজুম হোসেন চৌধুরী নামে গেহিসাব পৃথক আছে তাঁহা বাণে ৩২৬৮৮/১১১। পাই সদর জমাব অংশ নিলাম হইবে।
সং ১১। ১৪ তঃ পাণ্ডগাছ লঃ সেন বর্ষ।	আবনজিদ্দি আবুল হোসেন গাংরহ...	৪১৯৪ ১৬।	১৩১১০	এই মহাল ছাপেশা বৈষ্ণব য়েছা বিবি প্রভৃতি নামে ২১৩১৮/৩১। পাই সদর জমার যে ১০ টি হিসাব পৃথক আছে তাঁহা বাণে নিম্নলিখিত অংশ নিলাম হইবে।
সং ১১। ১৪ তঃ পাণ্ডগাছ লঃ সেন বর্ষ।	সোণীউল্লা ও অহরদি মণ্ডল কলী- মদ্দিন চৌধুরী তমিকয়েছা দিবি সোণগভন সাহা মুরগেছা বিবি আগসাখতন করিমগেছা দিবি স্বয়ং অহিপক্ষে বহিরয়েছা বিবি মহম্মদ জাহাঁদ চৌধুরী মহম্মদ আব্দুল করিম সাহা নজিম মদ্দিন আবুল হোসেন চৌধুরী।	২০৬০ ১১০/২৮	১৩৬১০	

MOHENDRA NATH BHATTACHARJEE,

Deputy Collector in charge, for Collector.

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 16, ans. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only* at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8* per eight ounce tin, *Rs. 10, ans. 8* per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

গবর্ণমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা ।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেন্ট কম্বোচারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ত্রয় করিতে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টিন ৪।।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টিন ৮।।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টিন ১৬।।০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ দ্রষ্টব্যকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া হইবে যথা, ৪ আউন্স টিন ৫।।০ টাকা; ৮ আউন্স টিন ১০।।০ টাকা; ১ পাউণ্ড টিন ২০।।০ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রাধান প্রাধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায় উপরের লিখিত মূল্যে ও তদনুযায়ী ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টিনে ১০ আউন্স ও প্রতি পাউণ্ড টিনে ২০ বার আনা, ডাকনামসহ পাঠে প্রাপ্য।

জ্বরনাশক দানাবাক্স সিন্‌কোনা ।

দানাবাক্স সিন্‌কোনা হইতে গবর্ণমেন্টের কারখানা প্রস্তুত হইবে ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহার দানাবাক্স সিন্‌কোনা প্রাপ্য সাধারণ জ্বরনাশক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেন্টের কম্বোচারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ত্রয় করিতে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে দিয়া ২৫২ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সরকারদ্বারা কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্যে এবং প্রাধান প্রাধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাঠিতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ২০ বার আনা ডাক সহস্র পাঠিবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 24; packing and postage Re. 1-12.

“The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though it presents a scholar like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his Country.—Extract from Preface.

OFFICE OF SUPR. GOVT. PRINTING, No. 165, Dhurrumtolah Street, Calcutta.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ৮ অপ্রিল ।]

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বঙ্গাল সেক্রেটারিট খদ্দালয়ে বিকল্পার্থে আছে।

বারিষ্টার-অট-লী ও জিজ্ঞাস্তার বঙ্গদেশের সিবিল সার্ভিসে নিযুক্ত বর্জমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেন্ট-কমিশনারের মেম্বর, ইনর টেম্পলের ব্রিযুত সি, ডি, কিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি, লাইফের এণ্ড বঙ্গদেশের ব্রিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাবলী প্রদেশের ভূমিধিকারী ও প্রজাবিষয়ক আইন সংহিতা।

একখানি পুস্তকের মূল্য ৫ পঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বঙ্গাল সেক্রেটারিটের আকৌন্টেন্টের নিকট একখানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১০ পঁচ আনা পাঠাইবেন।

দ্রষ্টব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mofussil.			Rs. A. P.		
Entire Gazette	10	0	0 per annum.
Postage	2	8	0 "
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal					
...	4	0	0 "
Postage	1	0	0 "
For a single copy—					
Entire Gazette	0	4	0
Postage	0	1	0
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0
for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.					
Postage	0	1	0

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

[Government Gazette, 5th April 1884.]

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮০ সাল ২১ নবেম্বর।—বালিলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমানুল এই অবধি নিম্নলিখিত
মানে লিখিত দিতে হইবে :—

মকঃসলে ।

			টাকা
সম্পূর্ণ গেজেট	...	বঙ্গসর	১৭৫
ডাকমানুল	...	"	২১০
১ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাঁহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গ- দেশের বাহ্যিক সত্বে আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	...		৪৫
ডাকমানুল	...	"	১৫
সম্পূর্ণ এক খণ্ড গেজেটের মূল্য		১০
ডাকমানুল	...		১০
১ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠার তাহার নূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	...		১০
			৪ পৃষ্ঠার উপর বহু অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর একই আশা ।
ডাকমানুল	...		১০

কলিকাতার ।

কলিকাতার ও মকঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতার কেবল ডাকমানুল লাগিবে না ।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং ছেটি সেক্রেটারী।

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,

Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882.

NOTE—Rates for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half "	10
Casual advertisements.—4 annas per line.	

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ৮ অক্টোবর ।]

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালী গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের আশমনপত্রাতিরিক্ত এই বন্ধের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্টের কর্মপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গালী সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানাহইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গালী সেক্রেটারিয়েটের আটকোন্টাণ্টের নিকট অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কন্ট বাদ দিবার জন্য টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ, বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

বস্তু।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এই :—			টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা এক বার প্রকাশ করণের	২০২
আধ পৃষ্ঠা " " "	১০২
কখনই ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একই পক্ষি	১০

বিজ্ঞাপন।

রাজকাৰ্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্রিংমেড ওয়েস্ট কোম্পানীর হাতারস্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্ট্রারের মাঝে শিরোনাম দিয়া আর্থনাগত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রেসে, থাকার স্মিক কোম্পানির বাণীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[Government Gazette, 8th April 1884.]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল বন্দাগরে গবর্ণমেন্টের জন্যে ত্রিমুখ এডউইন মরিস লুইস সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।



গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 15, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১৫ আশ্বিন।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 1888A.

GENERAL.—*The 2nd April 1884.*—The services of Lieutenant W. C. W. Rawlinson, 2nd Battalion Lincolnshire Regiment, extra Aide-de-Camp on the Personal Staff of the Lieutenant-Governor of Bengal, are replaced at the disposal of the Government of India, in the Military Department.

The 4th April 1884.—In modification of the order of the 4th ultimo, Mr. J. G. Charles, Officiating Additional District and Sessions Judge, 24-Pergunnahs and Hooghly, is appointed to act as District and Sessions Judge, Rajshahye, during the absence, on deputation, of Mr. J. B. Worgan, or until further orders, with effect from the date on which he was relieved of the former appointment by Mr. W. Macpherson.

Baboo Umesh Chunder Batabyal, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Tumlook, Midnapore, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that subdivision.

Mr. E. E. Lewis, Commissioner of the Chittagong Division, is allowed leave for two months and twenty-one days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 8th May next, or from such subsequent date as he may avail himself of it.

Mr. H. J. S. Cotton, Secretary to the Board of Revenue, is appointed to act as Commissioner of the Chittagong Division, during the absence, on leave, of Mr. E. E. Lewis, or until further orders.

Mr. W. H. Grimley, Magistrate and Deputy Collector, Howrah, is appointed to act as Secretary to the Board of Revenue, during the absence, on deputation, of Mr. H. J. S. Cotton, or until further orders.

Mr. F. H. B. Skrine, Temporary Joint-Magistrate and Deputy Collector, Howrah, is appointed to act as Magistrate and Deputy Collector of Howrah, during the absence, on deputation, of Mr. W. H. Grimley, or until further orders.

The 7th April 1884.—Baboo Issur Chunder Mitter, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Howrah, is transferred to the sudder station of the 24-Pergunnahs district.

Mr. J. B. Worgan, Officiating District and Sessions Judge, Cuttack, is allowed privilege leave for two months, under the note under rule 2, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 15th instant.

Mr. H. Gillon, Joint-Magistrate and Deputy Collector, Shahabad, is appointed to act as District and Sessions Judge, Cuttack, during the absence, on leave, of Mr. J. B. Worgan, or until further orders.

Mr. J. Boxwell, Officiating Magistrate and Collector, Gya, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 20th instant.

Mr. H. J. H. Fasson, Joint-Magistrate and Deputy Collector, Mozufferpore, is appointed to act as Magistrate and Collector of Gya, during the absence, on leave, of Mr. J. Boxwell, or until further orders.

Mr. T. D. Beighton, Officiating District and Sessions Judge, Burdwan, is appointed to act as District and Sessions Judge, Patna, during the absence, on leave, of Mr. H. Beveridge, or until further orders.

Mr. S. H. C. Tayler, District and Sessions Judge, Beerbhoom, is appointed to act as District and Sessions Judge, Burdwan, during the absence, on deputation, of Mr. T. Smith, or until further orders.

[*Government Gazette, 15th April 1884.*]

বঙ্গদেশের জীবিত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ।

১৮৮৮ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮৪ সাল ১ আশ্বিন।—লিফটেনেন্ট বজ্রমন্ডলের দ্বিতীয় বাটেলিয়নের লেফটেনেন্ট ও বঙ্গদেশের জীবিত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের স্বকীয় মনের অতিরিক্ত মোসাহেব জীবিত ডবলিউ, সি, ডবলিউ রালিসন সাহেব মিলিটারী ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের আত্মাধীনে পুনঃ সংস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৪ আশ্বিন।—গত মাসের ৪ তারিখের আদেশ পরিবর্তন করিয়া এই আদেশ করা গেল। রাজকাৰ্য্যোপলক্ষে জীবিত জে, বি, ওয়ার্ল্ড সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ২৪ পরগনার ও হুগলীর একটি আডিশ্যনাল ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জীবিত জে, ডি, গার্ল সাহেব স্বীয় কর্মের ভার জীবিত ডবলিউ মাকফরসন সাহেবের প্রতি অর্পণ করিবার তারিখ অবধি রাজসাহীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

মেনদীপুরের অন্তর্গত তমসুকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবিত বাবু উদেন্দ্রজ বটব্যাল উক্ত মহকুমার ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

চট্টগ্রাম খণ্ডের কমিশ্যনর জীবিত ই, ই, লোইস সাহেব আগামি মে মাসের ৮ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখ ছুটি গ্রহণ করেন ততাবধি সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধি ও অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাস একুশ মনের ছুটি পাইলেন।

জীবিত ই, ই, লোইস সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, রেবিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারী জীবিত এচ, জে, এস, কটন সাহেব চট্টগ্রাম খণ্ডের কমিশ্যনরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকাৰ্য্যোপলক্ষে জীবিত এচ, জে, এস, কটন সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জীবিত ডবলিউ, এচ, গ্রিমলী সাহেব রেবিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারীর কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকাৰ্য্যোপলক্ষে জীবিত ডবলিউ, এচ, গ্রিমলী সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, হাবড়ার সিবিল জজ ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবিত এস, এচ, বি, স্ক্রুৎ সাহেব হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরর কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৭ আশ্বিন।—হাবড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবিত বাবু দৈবরাজ দত্ত ২৪ পরগনা জিলার সদর মোকামে প্রেরিত হইলেন।

কটকের একটি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জীবিত জে, বি, ওয়ার্ল্ড সাহেব সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধি ও অধ্যায়ের ৭২ ধারার ২ প্রকরণের মস্তবামতে এই মাসের ১৫ তারিখ অবধি দুই মাসের অনু-গ্রহের ছুটি পাইলেন।

জীবিত জে, বি, ওয়ার্ল্ড সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, শাহাবাদের জাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবিত এচ, গিল সাহেব কটকের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

গয়ার একটি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জীবিত জে, বজ্রমন্ডল সাহেব সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধি ও অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই মাসের ২০ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

জীবিত জে, বজ্রমন্ডল সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মজকরপুরের জাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবিত এচ, জে, এচ, কানন সাহেব গয়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জীবিত এচ, বেরিজ সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বর্ধমানের একটি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জীবিত টি, ডি, বেটন সাহেব পাঁজার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকাৰ্য্যোপলক্ষে জীবিত টি, স্মিথ সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বৈষ্ণবের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জীবিত এস, এচ, সি, টেলর সাহেব বর্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্নমেন্ট সেক্রেট। ১৮৮৪। ১৫ আশ্বিন।]

Mr. B. L. Gupta (Barriester-at-Law), Presidency Magistrate, Calcutta, is appointed to act as District and Sessions Judge, Beerbhoom, during the absence, on deputation, of Mr. S. H. C. Tayler, or until further orders.

Moulvie Syud Ameer Hossein, Deputy Magistrate and Deputy Collector, 24-Per-gunnahs, is appointed to act as Presidency Magistrate, Calcutta, during the absence, on deputation, of Mr. B. L. Gupta, or until further orders.

POLICE.—*The 3rd April 1884.*—Colonel C. T. Hitchins, late District Superintendent of Police, Cuttack, was on leave, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, from the 5th to the 26th ultimo, both days inclusive.

The 4th April 1884.—Mr. W. D. Pratt, District Superintendent of Police, 24-Per-gunnahs, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 13th proximo.

Mr. J. A. P. Sneyd, Assistant Superintendent of Police, 24-Pergunnahs, is appointed to act as District Superintendent of Police of that district, during the absence, on leave, of Mr. W. D. Pratt, or until further orders.

Colonel W. Gordon, District Superintendent of Police, Howrah, is allowed leave for six months, under Rule XXV, appendix C1 of the Military Furlough Rules of 1868, with effect from the 1st proximo.

Mr. P. A. Sandilands, Assistant Superintendent of Police, Howrah, is appointed to act as District Superintendent of Police, Howrah, during the absence, on leave, of Colonel W. Gordon, or until further orders.

REGISTRATION.—*The 3rd April 1884.*—Pundit Debi Prosad, Special Sub-Registrar of Chupra, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 20th instant.

OPIMUM.—*The 3rd April 1884.*—The orders of the 9th February 1884, published in the *Calcutta Gazette* of the 27th idem, granting three months' privilege leave to Mr. J. D. Savi, Sub-Deputy Opium Agent, Tehta, Behar Agency, and appointing Mr. H. F. Drummond, to act for him, are cancelled.

MEDICAL.—*The 3rd April 1884.*—Baboo Otool Chunder Chuckerbutty is appointed to be a member of, and Assistant Secretary to, the committee for the management of the Bundipore Dispensary in the Serampore sub-division of the Hooghly district, *vice* Baboo Bammoy Roy, deceased.

The following gentlemen are appointed to be members of the committee for the management of the charitable dispensary at Bhola, in the district of Backergunge:—

Baboo Hemango Chandra Bose, First Munsif.

„ Radha Charan Roy, Second Munsif.

„ Raj Chandra Roy, Police Inspector.

Moulvi Abdus Salem, Rural Sub-Registrar.

Baboo Ananda Chandra Chatterjee, Sub-Divisional Head Clerk.

Munshi Alimuddeen, Mukhtear.

Baboo Ishan Chandra Banerjee, Pleader.

„ Mohini Mohan Bagchi, Overseer.

FORESTS.—*The 8th April 1884.*—Mr. W. M. Green, Officiating Deputy Conservator of Forests, Chittagong Division, is granted three days' privilege leave, in extension of the one month granted to him on the 15th January 1884.

MUNICIPAL.—*The 2nd March 1884.*—Baboo Trigunanund Upadhya is appointed to be a Commissioner of the Chupra Municipality in the district of Sarun.

[*Government Gazette, 15th April 1884.*]

রাজকাৰ্য্যোপলক্ষে জিহুত এস, এচ, সি, টেলর সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আত্মা না হয়, কলিকাতার প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট. (বারিফোর্-আটল.) জিহুত বি, এল, ও প্র, বী, কুম্বে ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন কন্ডেকর কৰ্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকাৰ্য্যোপলক্ষে জিহুত বি, এন, ও প্র, অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আত্মা না হয়, ২৪ পরগনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিহুত মৌলবী সৈয়দ আমর হুসেন কলিকাতার প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কৰ্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩ আশ্বিন।—কটকের পোলীসের হুতপূৰ্ণ ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কর্ণেল জিহুত সি, টি, হিঞ্জ সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুতীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে গত মাসের ৫ তারিখ অবধি ২৬ তারিখ পর্যন্ত ছুতী লহরা হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৪ আশ্বিন।—২৪ পরগনার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জিহুত ডবলিউ, ডি, এন্ট সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুতীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে আগামি মাসের ৩ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুতী পাইলেন।

জিহুত ডবলিউ, ডি, এন্ট সাহেবের ছুতী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আত্মা না হয়, ২৪ পরগনার পোলীসের আফিট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জিহুত জে, এ, সি, আইড সাহেব উক্ত জিহুত পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কৰ্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

হাবড়ার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কর্ণেল জিহুত ডবলিউ, গর্ডন সাহেব ১৮৮৮ সালের মিলিটারী নিয়মিত ছুতীর বিধির ৫ পারিশিষ্ট পত্রের ২৭ ধারামতে আগামি মাসের ১ তারিখ অবধি ছয় মাসের ছুতী পাইলেন।

কর্ণেল জিহুত ডবলিউ, গর্ডন সাহেবের ছুতী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আত্মা না হয়, হাবড়ার পোলীসের আফিট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জিহুত সি, এ, সাওনাওস সাহেব হাবড়ার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কৰ্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রেজিষ্টারী করণ বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩ আশ্বিন।—চাপরার বিবেক সব-রেজিষ্টার জিহুত পণ্ডিত মৌলবী সিবিল কার্য্যকারকদের ছুতীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই মাসের ২০ তারিখ অবধি এক মাসের ছুতী পাইলেন।

আফীন বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩ আশ্বিন।—বিহার এজেন্টীর অন্তর্গত ডেপুটী আফীনের সব-ডেপুটী এজেন্ট জিহুত জে, এ, সি, সাহেবকে তিন মাসের অনুগ্রহের ছুতী দেওন এবং জিহুত এস, এল, ড্রাইড সাহেবকে তাঁহার কৰ্ম্ম করণার্থে নিযুক্ত করণ বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারির যে আজ্ঞা গত ৩ আশ্বিন মাসের ৪ তারিখের বাঙ্গাল গবর্ণমেন্ট গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাঁহা রহিত করা গেল।

চিফ্‌সিবি বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩ আশ্বিন।—বাবু রামমণ্ড সাহেব মৃত্যু হওনতে জিহুত বাবু অতুল-চন্দ্র চক্রবর্তী জগদীশ্বরের অন্তর্গত জিরামপুর মহকুমার শালি বন্দীপুর ঐযথালয়ের কার্য্যনির্বাহক কমিটীর মেম্বর ও আফিট সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত মণ্ডলগেরা বাধরগঞ্জ জিহুত অন্তর্গত ভোলায় দাতব্য ঐযথালয়ের কার্য্যনির্বাহক কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

প্রথম মুন্সেফ জিহুত বাবু হেমচন্দ্র বসু।

দ্বিতীয় মুন্সেফ জিহুত বাবু রাধাচরণ রায়।

পোলীসের ইন্সপেক্টর জিহুত বাবু রামচন্দ্র রায়।

গ্রাম্য সব-রেজিষ্টার জিহুত মৌলবী আবদুল সালেম।

মজিসার হেড ক্লার্ক জিহুত বাবু আমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মোস্তাফা জিহুত মুন্সী আলিমদীন।

উনীল জিহুত বাবু কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ওবরাসরর জিহুত বাবু মোহিনীমোহন বাগ্‌চী।

বন বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৮ আশ্বিন।—জুটগ্রাম থণ্ডের একটি ডেপুটী বনরক্ষক জিহুত ডবলিউ এস, এন্ট সাহেব ১৮৮৩ সালের ১৫ জানুয়ারিতে যে ছুতী পান তদতিরিক্ত তিন মাসের অনুগ্রহের ছুতী পাইলেন।

মুন্সিপাল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৯ মাঘ।—জিহুত বাবু ত্রিগুণানন্দ উপাধ্যায় সারণ জিহুত অন্তর্গত হাণ্ডার মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৫ আশ্বিন।]

The 31st March 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Soory Municipality of Baboo Modon Gopal Singha to be their Vice-Chairman.

Baboo Loke Nanth Chuckerbutty, Second Master, Rajshahye Collegiate School, is appointed to be a Commissioner of the Rampore Beaulah Municipality.

The 1st April 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Nussirabad Municipality, in the district of Mymensingh, of Baboo Chandrakanta Ghosh to be their Vice-Chairman.

The 3rd April 1884.—The following gentlemen are re-appointed to be Commissioner of the Hooghly and Chinsurah Municipality :—

Baboo Akhoy Chandra Sircar.	Prince Mahomed Amiruddin.
„ Soebul Chandra Mullic.	Baboo Dwarka Nath Chuckerbutty.
„ Mohendra Chandra Mittra.	„ Lal Behary Dutt.
„ Jadu Nath Set.	„ Nemye Chand Sil.

ROAD CESS.—*The 31st March 1884.*—Mr. A. Borooah, Joint-Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be Vice-Chairman of the Jessore District Road Committee, *vice* Baboo Saroda Prosad Sarkar, Deputy Magistrate.

Assistant Surgeon Abhoy Kumar Sen, in charge of the sub-divisional dispensary at Cox's Bazar, in the district of Chittagong, is appointed to be Vice-Chairman of the Branch Road Committee at that place.

Baboo Annada Prasad Sen is appointed to be a member of the Rungpore District Road Committee, *vice* Baboo Bhuban Mohun Roy Chowdhuri.

Mr. H. Lee is re-appointed to be Vice-Chairman of the Sarun District Road Committee,

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 29th March 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Pooree Lodging-house Committee for the year 1884-85 :—

Mr. W. D. Abercrombie, Assistant Superintendent in charge of District Police.

Baboo Kedarnath Biswas, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector.

„ Soshodhar Roy, Head Master of the Zillah School.

„ Ramchand Addya.

„ Tarakant Bidyasagar.

„ Harish Chunder Ghose.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 26th March 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends to confirm the following bye-laws which have been framed by the District Road Committee of Dacca, under section 180 of the Cess Act, 1880, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification in the *Calcutta Gazette*.

1. Whoever encroaches on or damages any part of a district road by cultivating crops or otherwise, and the owner of any cattle found grazing within the boundaries of any such road, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

2. Whoever, without the special permission of the Chairman or Vice-Chairman of the Road Committee, causes an obstruction to the traffic on any district road by cutting the same, wholly or partially, for purposes of the irrigation or drainage of adjacent lands, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

[*Government Gazette, 15th April 1884.*]

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—শিউড়ী মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরেরা জীযুত বাবু মনমোগোপাল সিংহকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করার জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

রাজশাহী কলেজের স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক জীযুত বাবু লোকনাথ চক্রবর্তী রামপুর বোয়ালিয়া মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১ অপ্রিল।—ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত নদিরাবাদ মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরেরা জীযুত বাবু চন্দ্রকান্ত ঘোষকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৭ সাল ৩ অপ্রিল।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা জুগলী ও টুচড়া মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

„ „ সুবলচন্দ্র মল্লিক।

„ „ মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র।

„ „ যদুনাথ সেন।

জীযুত শাহজাদা মহম্মদ আমিরুদ্দীন।

„ বাবু হারকানাথ চক্রবর্তী।

„ „ লালবিহারী দত্ত।

„ „ নিমাইচাঁদ শীল।

পঞ্চকর বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—ডেপুটি মাজিস্ট্রেট জীযুত বাবু শাবদাপ্রসাদ সরকারের পরিবর্তে জাইন্টে মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীযুত এ. বড়ুয়া যশোহর জিলার পঞ্চ কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত কক্সবাজার মহকুমার ক্রিমিয়াল জজের কার্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত আসিস্ট্যান্ট সর্জন জীযুত বাবু অক্ষয়কুমার সেন উক্ত স্থানের শাখাপঞ্চ কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত বাবু ভূদেবমোহন রায় চাঁপুীর পরিবর্তে জীযুত বাবু অমলাপ্রসাদ সেন রঙ্গপুর জিলার পঞ্চ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত এচ. লীসাহেব সারণ জিলার পঞ্চ কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

এক, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৯ মার্চ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ১৮৮৪-৮৫ সালের নিমিত্ত পুরীর বাগাবাড়ী কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ডিস্ট্রিক্ট পোলীসের কার্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জীযুত ডবলিউ, ডি, আর্থারকম্পি সাহেব।

কিরংকান্দি ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীযুত বাবু কেদারনাথ বিশ্বাস।

জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক জীযুত বাবু শম্ভুর রায়।

জীযুত বাবু রামচাঁদ আচা।

„ „ ভারাকান্ত দিয়ারাগর।

„ „ হরিশচন্দ্র ঘোষ।

কোলমান মেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৬ মার্চ।—সাদাবনের অবগতাব্যে এদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গাইতেছে যে চাঁকা জিলার পঞ্চকমিটী করবিষয়ক ১৮৮৩ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে নিম্নলিখিত যে উপবিধি প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিযুক্ত বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব সেই উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিবেন।

১। কোন ব্যক্তি জিলার পঞ্চের কোন অংশে শস্য বুনিয়াদ প্রকারান্তরে তাহা চাপিয়া লইলে বা তাহার হানি করিলে তাহার ও উক্ত পঞ্চের সীমার মধ্যে গবাদি চরিতেছে দেখা গেলে তৎক্ষণাৎ ১০ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

২। কোন ব্যক্তি পঞ্চ কমিটীর সভাপতি বা প্রতিনিধি সভাপতির বিশেষ অনুমতি বিনা নিকটস্থ জমিতে জল সৌচ্যের বা তলনালী করিবার জন্য জিলার পঞ্চের সমুদয় বা কতক অংশ কাটিয়া বাণিজ্য কার্যের ব্যাঘাত জন্মাইলে তাহার ১০০ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৫ অপ্রিল।]

3. Whoever wilfully causes the destruction and removal of, or damage to, any tree planted on a district road, or to any gabion erected for the protection of the same, or whoever removes any post erected on a district road, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

4. Whoever encroaches on any village road which has been constructed or repaired by the District or the Branch Road Committee from the District Road Fund, by fencing upon or cutting the sides or otherwise, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

5. During the course of repairing any road it shall be lawful for the person in charge of such repairs to forbid traffic from passing over such portion of the roadway as is undergoing repair, provided he leaves some portion of the roadway over which traffic and carts can pass. Whoever wilfully disobeys any such order shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

6. Whoever obstructs or fills up any portion or the whole of any *khall*, channel, or watercourse of the District Committee, by raising any *bund* for the purpose of catching fish, or for any other object, or by throwing into it any cow-dung, mud, sweepings or any other substance, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 28th March 1884—Whereas a notice was published at page 215, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 23rd January 1884, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm the following bye-law framed by the District Road Committee of Shahabad under section 180 of the Cess Act, IX (B.C.) of 1880, and whereas no objection has been raised to the said bye-law, it is now notified that the bye-law is confirmed.

Whoever being in possession of or having control over any plants, trees or hedges obstructing, overhanging, or overshadowing any road, and being required by a notice in writing signed by the Chairman or Vice-Chairman of the District Road Committee or any Branch Committee to cut down, prune or trim such plants, trees or hedges, shall neglect or omit to comply with such requisition within the period therein prescribed, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to further fine not exceeding Rs. 2 for each day after the imposition of a fine under this bye-law until the requisition is complied with.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 28th March 1884.—It is hereby notified for general information that in the exercise of the power conferred on him by section 3, Regulation VI of 1819, the Lieutenant-Governor directs that the ferry over the river Katjooree, at Joypur, in the district of Cuttuck, be struck out of the list of public ferries.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 28th March 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Pooree Municipality, made at a meeting, and in the exercise of the powers conferred on him by section 13 of Act V (B.C.) of 1876, to include within the limits of the Pooree Municipality the places named Matiapara and Mahantsahi, unless good reasons be shown to

[*Government Gazette, 15th April 1884.*]

৩। কোন ব্যক্তি জিলার পথে রোপিত কোন গাছ, কিবা তাহা রক্ষার্থ কোন খেচ ইচ্ছাপূর্বক নষ্ট বা তাহার করিলে বা তাহার ক্ষতি করিলে কিবা জিলার পথে প্রস্তুত কোন স্তম্ভ সরাইলে, তাহার ১০৭ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৪। ডিষ্ট্রিক্ট রোড কণ্ড হইতে জিলার বা পাখা পথ কমিটীর দ্বারা প্রস্তুত বা মেরামত করা কোন প্রাচ্য পথ কোন ব্যক্তি খোঁড়া দিয়া কিবা তাহার পাথ কাটিয়া বা একরাতিরে চাপিয়া লইলে তাহার ১০৭ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৫। কোন পথ মেরামৎ করিবার সময়ে যে ব্যক্তি মেরামৎ করিবার তার পান তিনি যে অংশ মেরামৎ হইতেছে সেই অংশের উপর দিয়া বাণিজ্য কার্যচলন নিষেধ করিতে পারিবেন কিন্তু ঐ পথের কিরদংশ দিয়া বাণিজ্য কার্য ও গরুর গাড়ী চলিবার স্থান রাখিবেন। কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক এই রূপ কোন আত্মা অমান্য করিলে তাহার ১০৭ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৬। কোন ব্যক্তি মাহু ধরিবার কিবা অন্য কোন অতিপ্রায়ে নিষিদ্ধ বীধ দিয়া কিবা গোবর, কাদা, কাটনী কিবা অন্য কোন জব্য ফেলাইয়া জিলার কমিটীর কোন খানের, খাড়ির, বা অলশ্রোতের কোন অংশ বা সমুদয়ের বাধা অঘাইলে কিবা তাহা পূর্ণ করিলে তাহার ১০৭ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৮ মার্চ।—কর বিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে শাহাদাদ জিলার পথকমিটীর প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করণার্থে জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অতিপ্রায় প্রকাশক এক বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের ২৩ জানুয়ারির কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ১১৫ পৃষ্ঠার প্রকাশ করা গেলেও উক্ত উপবিধি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে এইকণে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, উক্ত উপবিধি দৃঢ় করা গেল।

কোন পথ অবরোধকারী বা তাহার উপর স্থলিয়া পড়া বা তদাচ্ছাদনকারী কোন চারার, রক্ষক বা বেড়ার দখলীকারের কিবা তাহার উপর কর্তৃত্ব থাকা কোন ব্যক্তির প্রতি জিলার পথ কমিটীর বা কোন পাখা কমিটীর সভাপতির বা প্রতিনিধি সভাপতির স্বাক্ষরিত লিখিত নোটিস দিয়া সেই চারা রক্ষক বা বেড়া কাটিবার, ছাটিবার বা বা স্থলিবার আদেশ করা গেলে তিনি নোটিসের লিখিত বিজ্ঞপ্তি সময়ের মধ্যে ঐ আদেশমত কার্য করিতে টেনশিল: বা ক্রটি করিলে তাহার ১০৭ মূল টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে এবং এই উপবিধিমতে অর্থদণ্ড ধাওয়া হইলে পর ঐ আদেশমত কর্ম না করণ পর্যন্ত দিন প্রতি আর ২৭ চুই টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৮ মার্চ।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৮৩ সালের ৬ আইনের ৩ ধারামতে প্রস্তুত কমতাহুসারে কার্য করিয়া তিন কটক জিলার অন্তর্গত জয়পুরহাট কাটজুরি নদীর খেয়াবাট রাজকীয় খেয়াবাটের নির্ধনপত্র হইতে উঠাইয়া দিবার আদেশ করিলেন।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৮ মার্চ।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, পূর্বে মুন্সিপালিটীতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিযুক্ত বিপক কারণ দর্শান না গেলে উক্ত মুন্সিপালিটীর সভ্যগণ কমিশ্যনরদের অনুরোধক্রমে এবং জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ১৩ ধারামতে প্রস্তুত কমতাহুসারে [গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১১ এপ্রিল।]

the contrary within one month from the date of the publication of this notification within the Municipality. The places so to be united are bounded as follows:—

- On the north by Ticarpara ;
- On the south by Goondichabari and Balukhund ;
- On the east by Hulhulia road and Luskurpatna ; and
- On the west by Koomharpara.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 31st March 1884.—Whereas a notification dated the 18th December 1883, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of Act V (B.C.) of 1880, to the thanas named in the margin, in the district of Tipperah, was published at page 1312, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 26th idem, and whereas no objection has been raised to the proposed extension of the Act to the thanas named, within six weeks from the date of the publication of the said notification, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 1 of the said Act the Lieutenant-Governor extends the provisions of the Act to the thanas named.

Brahmanbaria.
Nobinagore.
Moradnagar.
Kotwali.
Chandoona.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 31st March 1884.—Whereas a notification, dated the 15th January 1884, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of sections 235 to 277 of Act V (B.C.) of 1876 to the Bhuddessur Municipality, was published at page 194, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 16th idem, and whereas no objection has been raised to the proposal, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 234 of the Act, the Lieutenant-Governor, on the recommendation of the Commissioners of the Bhuddessur Municipality, sanctions the extension of the provisions of sections 235 to 277 of the Act to that municipality.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 31st March 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Patna Municipality for a public purpose, viz. for the construction of a dry earth shed in mohullah Chowdhry Gully, pergunnah Azimabad, in the district of Patna, it is hereby declared that for the above purpose land measuring, more or less, 15 cottahs 2 dhoors and 15 dhoorkees of local measurement is required.

The land is bounded on the north by the land and house of Saligram and the house of Gopeenath ; on the south by a lane ; on the east by the house of Gunpot and the land of Saligram, and on the west by an old Baoli of Baboo Boijnath.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

A plan of the land is filed in the office of the Commissioners for public inspection.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 31st March 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Patna Municipality for a public purpose, viz. for widening the Hurnaliatolah Lane in the city of Patna,
[*Government Gazette*, 15th April 1884.]

কার্য করিয়া তিনি হাট্টিরাপাড়া ও বহুতগাঙ্গী নামক স্থান পুরী মুন্সিপালিটীর মধ্যে ধরিবার কল্পনা করিয়াছেন। যেহেতু উক্ত স্থানে সংযোগ করা যাইবে তাহার সীমা এইঃ—

উত্তর সীমা।—টিকাপাড়া;

দক্ষিণ সীমা।—ওড়িচাবাড়ী ও বাসুখণ্ড;

পূর্ব সীমা।—হলহলিয়া পথ ও লক্ষ্মণপাড়া; এবং

পশ্চিম সীমা।—কুমারপাড়া।

কোলমান বেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত পাঁচখালি কএক থানার ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের বিধান প্রচলিত করণার্থে জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বরের এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ২৬ তারিখের কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ১৩১২ পৃষ্ঠার প্রকাশ করা গেলো। উক্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি উক্ত কএক থানার উক্ত আইন প্রচলিত করণের প্রস্তাব সম্বন্ধে হয় সপ্তাহের মধ্যে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্যকরিতা তিনি উক্ত আইনের বিধান উক্ত কএক থানার প্রচলিত করিলেন।

কোলমান বেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—ভজেশ্বর মুন্সিপালিটিতে ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৫ অধি ২৭৭ পর্যন্ত ধারার বিধান প্রচলিত করণার্থে জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৪ সালের ১৫ জানুয়ারির এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ১৬ তারিখের কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ১৯৪ পৃষ্ঠার প্রকাশ করা গেলো উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ২৩৪ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্যকরিতা তিনি ভজেশ্বর মুন্সিপালিটীর কমিশানরদের অনুমতিক্রমে উক্ত মুন্সিপালিটিতে উক্ত আইনের ২৩৫ অধি ২৭৭ পর্যন্ত ধারার বিধান প্রচলিত হইবার অনুমতি দিলেন।

কোলমান বেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—রাজকীর কার্যের নিমিত্ত অর্থাৎ পাটনা জিলার অন্তর্গত আজিমাবাদ পরগনার চৌধুরি গলী মহল্লার শুদ্ধ মাটির শেড প্রস্তুত করণার্থে পাটনা মুন্সিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্ত স্থানীয় মাপের স্খান্দিক ৬০ কাঠা ২ ধুর ও ১৫ ধুরকী পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

উক্ত ভূমির উত্তর সীমা শালি গ্রামের ভবি ও বাড়ী, এবং গোপীনাথের বাড়ী, দক্ষিণ সীমা গলী পথ, পূর্ব সীমা গণপতের বাড়ী ও শালি গ্রামের ভবি, এবং পশ্চিম সীমা টৈজমাথ বাবুর পুরাতন বাড়ী।

ইহাতে ইহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

উক্ত ভূমির নকশা সাধারণের দেখিবার জন্যে কমিশানরদের আফিসে রাখা গিয়াছে।

কোলমান বেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—রাজকীর কার্যের নিমিত্ত অর্থাৎ পাটনা জিলার অন্তর্গত আজিমাবাদ পরগনার পাটনা শহরে হরনালিরাটোলা লেন পরিণত করিবার জন্যে পাটনা মুন্সিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৫ আগ্রিল।]

pergunnah Azimabad, zillah Patna, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 6 cottahs and 12 dhoors of local measurement is required. The land is bounded on the north by the Lodikutra lane, on the south by the East India Railway, on the east by the houses of Mussamat Baso, Woozir Malee, Kazee Reja Houssain, Chiragali, Woozirool Haq, Birj Mohunlal, Mungun Kahar, Parijan Jwahirlal and Juggoolal and a temple, and on the west by the existing Hurnaliatolah Lane.

A plan of the land required is filed in the office of the Municipal Commissioners of Patna for public inspection.

This declaration is made, under the provisions of section 6, Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 31st March 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Manickgunge Union for a public purpose, viz for the extension of the municipal tank in the village of Dassora, pergunnah Rajnugger, in the district of Dacca, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 5 beegahs 16 cottahs 13 dhoors of standard measurement, is required. The land is bounded on the north by the Government road and the municipal tank; on the east by the municipal tank and the lands of Tara Prasanna and Kali Prasanna Roy; and on the south and west by the lands of Tara Prasanna and Kali Prasanna Roy.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 31st March 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Rampore Beaulah Municipality for a public purpose, viz for a road in the village of Boshpara, pergunnah Lushkorpore, zillah Rajshahye, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 3 cottahs 6½ chittacks of standard measurement is required. The land is bounded on the north by the compound of Gouranga Sundar Mozumdar's house; on the south by the road from Rampore Beaulah to Nattore; on the east by (1) a piece of land occupied by Prasanna Bystami, (2) a piece of waste land belonging to zemindars Keshub Narayan Tagore and others of Sherail, and (3) lands occupied by Shubid Shekh and Khoaz Shekh; and on the west by a tank belonging to Radha Nath Sarkar.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 1st April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Nattore Municipality for a public purpose, viz for a Mahomedan burial ground in the village of Patuaparah, Nattore, pergunnah Laskarpur, in the district of Rajshahye, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 4 beegahs 4 cottahs and 5 chittacks of standard measurement is required. The land is bounded as follows:—On the north by Baher Chouki or outer moat, on the south by the municipal road and drain, on the east by the road cess road, and on the west by Abdul Hakim's jote land.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্গোর নিমিত্তে দানীয়া মাপের স্থান-
ধিক ১১ কাঠা ১২ ধুর পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা পৌরস্বত্বালয়;
দক্ষিণ সীমা ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে; পূর্ব সীমা মসজিদ বাগান, উজীর মাঠ, কাজি রেজাউল হুসেন, চেরাগালী,
উজীকলহক, ব্রজ মোহন লাল, মজন কাহার, পরিজন জগদীশ্বর লাল এবং জগদালার বাড়ী ও এক
মন্দির এবং পশ্চিম সীমা বহুমান হরিদালীরাটোলা রেল।

এয়োজনীয় ভূমির নকশা সাধারণের দেখিবার জন্য পাটনার মুনিসিপাল কমিশনারদের আকীদে
রাখা গিয়াছে।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই
বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—রাজকীয় কার্গোর নিমিত্তে অর্থাৎ ঢাকা জিলার অন্তর্গত রাজমগুর পরগনার
মশোরা গ্রামে মুনিসিপাল পুষ্করিণী বাড়ানোর জন্য মানিকগঞ্জ গ্রাম সমাহারের অর্থাৎ গবর্ণমেন্ট
কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জুইড লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ
হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্গোর নিমিত্তে কতিয়তে স্থানধিক ১৫১
কাঠা ১৩ ধুর পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা গবর্ণমেন্টের পথ ও মুনিসি-
পাল পুষ্করিণী, পূর্ব সীমা মুনিসিপাল পুষ্করিণী এবং তারাপ্রসন্ন ও কালীপ্রসন্ন রায়ের জমি, দক্ষিণ ও
পশ্চিম সীমা তারাপ্রসন্ন ও কালী প্রসন্ন রায়ের জমি।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে
এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—রাজকীয় কার্গোর নিমিত্তে অর্থাৎ রাজশাহী জিলার অন্তর্গত লক্ষ্মপুর পর-
গনার বাসপাড়া গ্রামে পথ করিবার জন্য রামপুর বোয়ালিয়া মুনিসিপালিটির অর্থাৎ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক
ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জুইড লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে
এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্গোর নিমিত্তে কতিয়তে স্থানধিক ১৩১০ ছটাক পরিমিত একখণ্ড
ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা গৌরান্দুলের মজুমদারের বাড়ীর হাট, দক্ষিণ সীমা রামপুর
বোয়ালিয়া অধিনাটোর পর্যন্ত পথ, পূর্ব সীমা (১) প্রসন্ন টেকবার, দখলী একখণ্ড জমি, (২)
সেইলের কেশবনারায়ণ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত জমিদারদের পতিত একখণ্ড জমি ও (৩) শ্রীবিদ্যেশ্বর
ও খোয়াজা গেখের দখলী জমি, এবং পশ্চিম সীমা রাধানাথ সরকারের পুষ্করিণী।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে
এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১ এপ্রিল।—রাজকীয় কার্গোর নিমিত্তে অর্থাৎ রাজশাহী জিলার অন্তর্গত লক্ষ্মপুর
পরগনার নাটোরের পটুয়াপাড়া গ্রামে মুসলমানদের কবরস্থানের জন্য নাটোর মুনিসিপালিটির
অর্থাৎ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জুইড লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট
এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্গোর নিমিত্তে কতিয়তে স্থানধিক ১৪১
ছটাক পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির সীমা এই—উত্তর সীমা বাতির চৌকী, দক্ষিণ সীমা
মুন্সিপাল পথ ও মন্দির, পূর্ব সীমা পথকরের পথ, এবং পশ্চিম সীমা আব্দুল হাকিমের ঘোড় জমি।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই
বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

[গবর্ণমেন্ট সেক্রেট। ১৮৮৪। ১৫ এপ্রিল।]

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1889 A.

The 7th April 1884.—Mr. E. F. Ainslie, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sungoo, Chittagong Hill Tracts, is vested with the powers of a Magistrate of the first class.

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.—*The 31st March 1884.*—Baboo Kalinath Dhur, Second Munsif of Narail, in the district of Jessore, is allowed leave for 3 months, under section 73, Civil Leave Code, viz. 15 days on full pay under rule 3, and 2 months and 15 days on half pay under rule 1, with effect from the 17th February 1884.

The 3rd April 1884.—Baboo Koylash Chundra Mozumdar, Second Munsif of Bagirhat and Khulna, in the district of Jessore, is allowed leave for one month, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 10th April 1884, or from such date as he may avail himself of it.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 31st March 1884.—The Lieutenant-Governor directs that the following rule be substituted for Rule 3 of the Supplementary Rules under the Indian Arms Act, XI of 1878, published in the *Calcutta Gazette* of the 26th March 1879 :—

Monthly returns of the stock and sales of each license-holder shall be submitted by Sub-Divisional Magistrates to the District Magistrate in the form prescribed above. From these monthly returns half-yearly statements shall be submitted by District Magistrates to Commissioners of Divisions and the Inspector-General of Police. The Inspector-General of Police will submit to Government a complete half-yearly return for the entire province, excluding the town of Calcutta. A similar half-yearly return for Calcutta shall be submitted by the Commissioner of Police.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 1st April 1884.—In continuation of notification, dated 3rd December 1883, which appeared in the *Calcutta Gazette* of 12th December 1883, Part I, page 1256, transferring thanas Kalianganj and Gokurn from the sudder sub-division of Moorshe-dabad to the sub-divisions of Lalbagh and Kandi respectively, in the district of Moorshe-dabad, the Lieutenant-Governor is pleased, in the exercise of the power vested in him by section 18, Act VI of 1871, to make similar alterations in the local jurisdictions of the sudder munsifi and of the munsifs of Lalbagh and Kandi in order to render the munsifs and sub-divisions conterminous. The munsifs in question will accordingly be constituted, as follows :—

<i>Munsifs.</i>	<i>Thanas.</i>
Sudder munsifi of Moorshe-dabad (head-quarters at Berhampore) ...	{ Sujaganj.
	{ Gorabazar.
	{ Barwa.
	{ Goas.
	{ Nowada.
	{ Hariharpara.
	{ Daulatbazar.
	{ Jellinghi.
	{ Kalianganj.
	{ Shahanagur.
Lalbagh (head-quarters at Lalbagh) ...	{ Manullabazar.
	{ Assanpur.
	{ Bhagwangola.
	{ Sagardighi (independent outpost).
	{ Gokurn.
Kandi (head-quarters at Kandi) ...	{ Khargaon.
	{ Bharatpore.
	{ Kandi.

জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্ট ।

১৮৮৯ A নম্বর ।

১৮৮৪ সাল ৭ আপ্রিল ।—উত্তরাধিকার পরীক্ষার আদেশের অন্তর্গত নজর কিয়ৎকালীন ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জি.ই.ই. এক, এজেন্সী সাহেব প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন ।

মুন্সেফদের ছুটি ।—১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ ।—যশোহর জিলার অন্তর্গত নড়াইলের দ্বিতীয় মুন্সেফ জি.ই.ই. বাবু কালীনাথ ধর সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৭৩ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন, অর্থাৎ ৩ একরসমতে পূরা বেতনে পনের দিনের ও ১ একরসমতে অর্ধেক বেতনে দুই মাস পনের দিনের ছুটি পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ৩ আপ্রিল ।—যশোহর জিলার অন্তর্গত বাগিরহাট ও খুলনার দ্বিতীয় মুন্সেফ জি.ই.ই. বাবু কৈলাসচন্দ্র মজুমদার সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ একরসমতে ১৮৮৩ সালের ১০ আপ্রিল অবধি কিম্বা তাহার পর যে তারিখে ছুটিগ্রহণ করেন তদবধি এক মাসের ছুটি পাইলেন ।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ ।—জি.ই.ই. লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৭৯ সালের জুলাই মাসের ১ তারিখের বাঙ্গালা গেজেটে প্রকাশিত ভারতবর্ষীয় অস্ত্রবিষয়ক ১৮৭৮ সালের ১১ আইনমতে প্রণীত নতিরিত্ত বিধির ৩ ধারার পরিবর্তে নিম্নলিখিত ধারা দ্বারা আদেশ করিলেন ।

মহকুমার মাজিস্ট্রেটেরা উপরোক্ত পাঠে প্রত্যেক জন লাইসেন্স হারির মৌজুদ প্রদোর ও বিক্রয়ের বাসিক রিটর্ন জিলার মাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠাইবেন । জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবেরা এই মাসিক রিটর্ন হইতে বাৎসরিক বিবরণপত্র প্রস্তুত করিয়াথওয়ার কামগ্যানর সাহেবের ও পোলীসের ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেবের নিকট পাঠাইবেন । পোলীসের ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেব কলিকাতা নগরভিত্তিক সমস্ত আদেশের সম্পূর্ণ বাৎসরিক রিটর্ন গবর্ণমেন্টে পাঠাইবেন । পোলীসের কমিশনার সাহেব কলিকাতার প্রক্সি বাৎসরিক রিটর্ন পাঠাইবেন ।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ১ আপ্রিল ।—মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত মুরশিদাবাদের সদর মহকুমার ১৮ কালিয়াগঞ্জ গোবর্গ পানাজুমারের লালবাগ ও কান্দি মহকুমা ভুক্ত করণ বিষয়ক ১৮৮৩ সালের ৩ ডিসেম্বরের যে বিজ্ঞাপন ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বরের বাঙ্গালী গবর্ণমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১১৬১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গিয়াছে তদতিরিক্ত জি.ই.ই. লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭১ সালের ১ আইনের ১৮ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কায্য করিয়া তিনি মুনসেফীর ও মহকুমার সীমা সন্ধান করণার্থে সদর মুনসেফীর এবং লালবাগ ও কান্দি মুনসেফীর স্থানীয় বিচারাধিপত্যের ও তজ্জন পারদর্শন করিলেন । সুতরাং উক্ত মুনসেফী গুলি নিম্নলিখিত রূপ হইবে ।—

মুনসেফী ।

ধান ।

মুরশিদাবাদের সদর মুনসেফী (সদর স্থান বর্তমান পুরে) ...

মুজাগঞ্জ ।
গোরা বাজার ।
বারওয়ার ।
গোয়াম ।
নওয়ারদা ।
হরিহরপাড়া ।
দৌলত বাজার ।
জমদী ।

লালবাগ (সদর স্থান লালবাগে) ...

কল্যাণগঞ্জ ।
শাহনগর ।
মাহুলী বাজার ।
আমানপুর ।
ভগবানগোলা ।
মাগদিঘা (স্বাধীন ফাঁড়ী) ।

কান্দি (সদর স্থান কান্দিতে) ...

গোকর্ণ ।
খারগাঁ ।
ভরতপুর ।
কান্দি ।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ১৫ আপ্রিল ।]

The Lieutenant-Governor is further pleased to declare under the same law that the transfer caused by the said notification of certain villages (lists A and B) from thana Barwa to thana Bharatpore, and of certain other villages (list C) from thana Barwa to thana Gokurn, will have effect in respect also of civil jurisdiction; that is to say, the villages in question will belong to the jurisdiction of the Kandi Munsifi, within which the thanas of Gokurn and Bharatpore are situated.

F. R. PEACOCK,
Secy to the Govt. of Bengal.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 3rd April 1884.

No. 155.—*Leave*.—Mr. A. R. Macdonald, Assistant Engineer, second grade, Northern Bengal State Railway, is granted six months' special leave on urgent private affairs, with effect from the 20th instant, or such subsequent date as he may be allowed to avail himself of the same.

No. 156.—*Transfer*.—Mr. C. Von Ahn, Executive Engineer, fourth grade, temporary rank, is transferred from the Benares-Cuttack Railway Surveys to the Northern Bengal State Railway.

The 7th April 1884.

No. 157.—*Leave*.—Mr. L. R. Fraser, Assistant Engineer, second grade, Hazaribagh Division, is granted three months' leave to study the native language, under Public Works Code, chapter II, paragraph 27, with effect from the afternoon of the 26th ultimo.

No. 158.—*Corrigendum*.—In notification No. 150 of the 25th ultimo, for "afternoon" read "forenoon."

IRRIGATION.

The 8th April 1884.

No. 160.—*Notification*.—In accordance with the last clause of section 43 of Act II (B.C.) of 1882, "The Bengal Embankment Act," the Lieutenant-Governor is pleased to direct that the embankment described below, which is not mentioned in schedule D to Bengal Act VI of 1873, shall be included therein, and shall remain so included as long as the Government is the proprietor of the Punchanogram estate.

Punchanogram Embankment.

This is a continuous embankment, 3 miles and 1,400 feet, more or less, in length, in the Government estate Punchanogram. It commences in village Kalikapore and terminates in villages Shaumbadut and Chowbhang of pergunnah Calcutta Dehi-Punchanogram.

No. 161.—*Declaration*.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the Collector's office in the village of Anderkilla, thana town, zillah Chittagong, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 8 beghas 3 cottahs 18 dhoors 6 chutacks of standard measurement, bounded on the north by the District Engineer's and Collector's office premises, on the west by the Government road leading from Anderkilla to Feringi Bazar, on the south by the Judge's Court premises, and on the east by the Khillah land and Shiblul Tewari's tank, is required within the afore-said village of Anderkilla.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

G. F. E. S. NEILL, Major, M.S.C.,
Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব উক্ত আইনমতে আরো আদেশ করিলেন যে উক্ত বিজ্ঞাপনমতে (A ও B চিহ্নিত নির্ঘটপত্রে লিখিত) কএক গ্রাম বরগুয়া থানা হইতে তরতপুর থানাত্তক এবং (C চিহ্নিত নির্ঘটপত্রে লিখিত) অন্য কএক গ্রাম বরগুয়া থানা হইতে গোকর্ণ থানাত্তক করা দেওয়ার বিচারাদিগত সম্পর্কেও ফলবৎ হইবে, অর্থাৎ, উক্ত কএক গ্রাম কান্দির মুন্সেফী বিচারাদিগতের মধ্যে হইবে, কেননা এই মুন্সেফীর মধ্যে গোৱণ ও তরতপুর থানা আছে।

এক, বি, পীতক,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮৪ সাল ৩ আশ্বিন।

১৫৫ নম্বর।—ছুটী।—বঙ্গদেশের উত্তরদিগের টেট রেলওয়ের দ্বিতীয় শ্রমীর আসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার জিযুত এ. আর, মাকডনাল্ড সাহেব নিজের বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্যের নিমিত্ত এই মাসের ২০ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণের অসুবিধি পান তদনধি ছয় মাসের বিশেষ ছুটী পাইলেন।

১৫৬ নম্বর।—হানাস্তরে প্রেরণ।—চতুর্থ শ্রমীর কিরৎকালীন একসেসকিট ইঞ্জিনিয়ার জিযুত সি, ডন আহনু সাহেব বেগারস কটক রেলওয়ে সর্ব হইতে বঙ্গদেশের উত্তরদিগের টেট রেলওয়েতে প্রেরিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৭ আশ্বিন।

১৫৭ নম্বর।—ছুটী।—হাকারীবাগ থণ্ডের দ্বিতীয় শ্রমীর আসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার জিযুত এল. আর, কুলস সাহেব এদেশীয় ভাষাভাষ করণার্থে পাবলিক ওর্কস বিধি পুস্তকের ২ অধ্যায়ে ২৭ ধারামতে গত মাসের ২৬ তারিখের অপরাহ্ন অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

১৫৮ নম্বর।—অশুদ্ধশোধন।—গত মাসের ২৫ তারিখের ১৫০ নং বিজ্ঞাপনে “ অপরাহ্ন ” শব্দের পরিবর্তে “ পূর্নাহ্ন ” শব্দ পাঠ করিতে হইবে।

১৮৮৪ সাল ৮ আশ্বিন।

অপসেচন বিষয়ক।

১৬০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব বঙ্গদেশের বীধ বিষয়ক ১৮৮২ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের ৪৩ ধারার শেষ একপ্রমতে এই আদেশ করিলেন, যে, নিম্নলিখিত যে বীধ ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের D চিহ্নিত ওফসীলে লেখা যায় নাট, তাহা তদ্ব্যযো করা যাইবে এবং গবর্নমেন্টে যত দিন পঞ্চাশ গ্রাম ইন্স্টেটের মালিক থাকেন তত দিন তাহা তদ্ব্যযো থাকিবে।

পঞ্চাশ গ্রাম বীধ।

পঞ্চাশ গ্রাম গবর্নমেন্ট ইন্স্টেট এই বীধ ত্র্যাদিক ৩ মাইল ১৪০০ ফুট দীর্ঘ এক টানা বীধ। ইহা কালিকাপুর গ্রামে আরম্ভ হইয়া কলিকাতা পরগনার ডিহি পঞ্চাশ গ্রামের শৌদ্দান ও গোতাল গ্রামে শেষ হয়।

১৬১ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ চত্রেগ্রাম জিলার অন্তর্গত নম্বর থানার আধারকিলা গ্রামে কালেক্টরের আফিস করিবার জন্য রাজকীয় অর্থবায়ে গবর্নমেন্টে কর্তৃক ভূমিলওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে উক্ত আধারকিলা গ্রামে কতীমতে ত্র্যাদিক ৮/৩ কাঠা ১৮ ধুর ১৮ ছতাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার ও কালেক্টর সাহেবের আফিস বাড়ী পশ্চিম সীমা আধারকিলা অবাধ কিরীজিবাড়ার পঞ্চাশ গ্রামের গবর্নমেন্টের পথ, দক্ষিণ সীমা অজ সাহেবের আদালত ঘর, এবং পূর্ব সীমা থিলা অফিস ও শিবলাল তেওয়ারির পুকুরিণী।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

জি, এক, ই, এস, মীল, মেতর, এম. এস, সি,
পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৫ আশ্বিন।]



গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 15, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১৫ আপ্রিল।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অক্টব বণ্ড।

ইশতিহার প্রভৃতি।

অবধি শুক্লাদি খাদ্যাদি ও জ্বালানি কাঠ ও লবণ খুজরা বিক্রয়ের বাজার দর।

টাকার বড় পাওরা বার ।												৪০ সেরের বগের (খোকে দিক্রয়ের দর।)		বিষয়।
রাসী বা বাকি ও চাষা ।		অবধি ।		ছোণা ।		জ্বালানি কাঠ ।		লবণ		লবণ ।				
এই সপ্তাহের দিউন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের দিউন	এই সপ্তাহের দিউন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের দিউন	এই সপ্তাহের দিউন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের দিউন	এই সপ্তাহের দিউন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের দিউন	এই সপ্তাহের দিউন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের দিউন	এই সপ্তাহের দিউন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের দিউন	এই সপ্তাহের দিউন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের দিউন	

মঙ্গলপুর জিলা।														
১২	১১	১০	৯	৮	৭	৬	৫	৪	৩	২	১	০	০	০
১২	১১	১০	৯	৮	৭	৬	৫	৪	৩	২	১	০	০	০
১২	১১	১০	৯	৮	৭	৬	৫	৪	৩	২	১	০	০	০
১২	১১	১০	৯	৮	৭	৬	৫	৪	৩	২	১	০	০	০
১২	১১	১০	৯	৮	৭	৬	৫	৪	৩	২	১	০	০	০
১২	১১	১০	৯	৮	৭	৬	৫	৪	৩	২	১	০	০	০
১২	১১	১০	৯	৮	৭	৬	৫	৪	৩	২	১	০	০	০
১২	১১	১০	৯	৮	৭	৬	৫	৪	৩	২	১	০	০	০
১২	১১	১০	৯	৮	৭	৬	৫	৪	৩	২	১	০	০	০
১২	১১	১০	৯	৮	৭	৬	৫	৪	৩	২	১	০	০	০

মঙ্গলপুর জিলা।														
১২	১১	১০	৯	৮	৭	৬	৫	৪	৩	২	১	০	০	০
১২	১১	১০	৯	৮	৭	৬	৫	৪	৩	২	১	০	০	০
১২	১১	১০	৯	৮	৭	৬	৫	৪	৩	২	১	০	০	০
১২	১১	১০	৯	৮	৭	৬	৫	৪	৩	২	১	০	০	০
১২	১১	১০	৯	৮	৭	৬	৫	৪	৩	২	১	০	০	০
১২	১১	১০	৯	৮	৭	৬	৫	৪	৩	২	১	০	০	০
১২	১১	১০	৯	৮	৭	৬	৫	৪	৩	২	১	০	০	০
১২	১১	১০	৯	৮	৭	৬	৫	৪	৩	২	১	০	০	০
১২	১১	১০	৯	৮	৭	৬	৫	৪	৩	২	১	০	০	০
১২	১১	১০	৯	৮	৭	৬	৫	৪	৩	২	১	০	০	০

- অ। মঙ্গলপুর ৭ নং পৌরসভা মঙ্গলপুর লবণ খুজরা দর টাকায় ১২ সের।
 ক। মঙ্গলপুর ৮ নং পৌরসভা মঙ্গলপুর লবণ খুজরা দর টাকায় ১২ সের এবং বনগাঁও ১০ সের।
 খ। মঙ্গলপুর ৯ নং পৌরসভা মঙ্গলপুর লবণ খুজরা দর টাকায় ১২ সের।
 ট। মঙ্গলপুর ১০ নং পৌরসভা মঙ্গলপুর লবণ খুজরা দর টাকায় ১২ সের এবং মিলকাবাড়িতে ১২ সের।
 ঠ। মঙ্গলপুর ১১ নং পৌরসভা মঙ্গলপুর লবণ খুজরা দর টাকায় ১২ সের।
 ড। মঙ্গলপুর ১২ নং পৌরসভা মঙ্গলপুর লবণ খুজরা দর টাকায় ১২ সের।

কসব।	জিলা।	১০ ভোলায় সেরের হিসাবে									
		গম।		বর।		ভাল চাউল।		সাধারণ চাউল।		কক ও মাছরা।	
		এই সঙ্কীর্ণের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সঙ্কীর্ণের রিটর্ন	গজ বৎসরের এই সঙ্কীর্ণের রিটর্ন	এই সঙ্কীর্ণের রিটর্ন	গজ বৎসরের এই সঙ্কীর্ণের রিটর্ন	এই সঙ্কীর্ণের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সঙ্কীর্ণের রিটর্ন	গজ বৎসরের এই সঙ্কীর্ণের রিটর্ন	এই সঙ্কীর্ণের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সঙ্কীর্ণের রিটর্ন

পূর্বদিকস্থ জিলা।

	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১৮ চাঁকা ...	১২	১৫	১৪	১৩	১৬	১৪	১৩	১৫	১৫	১৫	১২	১৫	১৫	১২	১৫	১৫	১৫	১৫
১৯ বরীদপুর ...	১২	১২	১২	১৫	১৫	১৫	১৪	১৩	১২	১৫	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪
২০ বাকরগঞ্জ ...	১৩	১৩	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১৪	১৪	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩
২১ ময়মসিংহ ...	১৩	১৩	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১৪	১৪	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩
২২ চৌআব ...	১২	১৩	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১৪	১৪	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩
২৩ বগরাখালী ...	১৩	১৩	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১৪	১৪	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩
২৪ ত্রিপুরা ...	১৩	১৩	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১৪	১৪	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩
২৫ টুংগা-বেরগা- সতী প্রদে ত্রিপুরা গরুত	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১৪	১৪	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩

বেহার।

	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
২৬ পাটখা ...	১২	১০	১১	১৫	১১	১২	১২	১০	১০	১২	১৪	১৩	১২	১২	১২	১২	১২	১২
২৭ গয়া ...	১১	১৩	১২	১২	১১	১১	১০	১০	১০	১২	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪
২৮ সাহাবান ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
২৯ দারভাঙ্গা ...	১৩	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
৩০ বাকরপুর ...	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১
৩১ সায়ন ...	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১
৩২ গান্ধারন ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৩৩ মুন্সের ...	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১
৩৪ বাগলপুর ...	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩

চ। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই—ম নিওগঞ্জে ১১ সের, মুন্সীগঞ্জে ১০১১ সের ও সারায়গঞ্জে ১৩ সের।

ণ। গোয়ালন্দ ও বাসারপু মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১৩ সের।

ত। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই—পিপড়াপুর্বে ১১ সের, পটুয়াখালিতে ১০১২ সের ও ভোলায় ১০ সের।

থ। এই এই —কিশোরীগঞ্জে ১০১২ সের, ভাটগায় ১২ সের, আমালপুরে ১১ সের
মেরকোণায় ১২/ সের।

দ। কলকাতার মহকুমায় ভাল চাউল ১৭ সের, সামান্য চাউল ১০ সের, আলানী কাঠ ৫৪ সের এবং লবণ টাকায় ১০ সের বিক্রয় হইতেছে।

ধ। মদ্যসলে লবণের খুজরা দর টাকায় ১৯ সের অবধি ১২ সের পর্যন্ত।

ন। ব্রাহ্মণবেড়িয়া ও চাঁপু মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১২/ সের।

ଡ଼ିକାର ସବୁ ମାଣ୍ଡା ସାରି ।

[illegible]

१. श्रीमन्मन्त्र विद्या ।

[illegible]

ବେଢ଼ୀ ।

...	116	112	112	110	115	112	21.0	21.0	21.0	10.1	10.1	10.1	2.44	0.0	0.0	গাউন।
...	112	115	115	8.10	8.10	8.10	15	15	12	0.10	0.10	0.10	গাউন।
...	112	...	112	115	...	118	110	110	0.1	0.1	0.1	12	12	12	0.1	0.1	0.1	গাউন।
11.00	112	2.0	11.00	11.00	11.0	...	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	12	12	12	0.10	0.10	0.10	গাউন।
...	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	12	12	12	0.10	0.10	0.10	গাউন।
11.0	118	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	12	12	12	0.10	0.10	0.10	গাউন।
...	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	0.10	0.10	0.10	গাউন।
...	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	12	12	12	0.10	0.10	0.10	গাউন।
...	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	12	12	12	0.10	0.10	0.10	গাউন।

৭। নবমহে নবমের খুজর। দর টাকার ১০ সের।

ক। ২২ কুসুম সর্বদেয় মুজরা সব টাকার এইহা—সী গোদায়ে ১২ সেহ, বজায়ে ১। সেহ এবং ভবায় ১২ সেহ।

১- ডাকপুরে ১২ সেপ্ট ও মধ্যবসীতে ১১ সেপ্ট।

১—গীতামণীতে ১১ সের ও তালপুড়ে ১২ সের বকঃসলে কখনঃ
 ১১-টিং/১২ সের অংশ ১২ সের পণ্যত বিক্রয় হয়।

—সেতরামে। ১১০ সেতর ও গোপালগঞ্জে ১২ সেতর।

৪। অক্ষাংশ ২৩° ৩০' ০০" উত্তর ৮৮° ০০' ০০" পূর্ব ১০ সের অবধি ১২। সের পর্যন্ত।

৮। মহানগর নগরস্থ পুষ্করিণী বর্তমান এইরূপ—বেঙ্গলরাইজের ১১২ ও ১১৩ নং ।

১—বীকার ১২ সের, সুপোনে ১২ সের এবং বকেপুতার ১০১ সের।

[ମହର୍ଷିଦେବେ ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ । ୧୦୮୭ । ୧୫ ଆଦିତ୍ୟ ।]

৮০ তোলায় সেরের হিসাবে

খবর	জিলা।	গব।			বব।			তাল চাউল।			নাখান্য চাউল			কচু ও বাজরা।			চোলমু ও জোয়ার।		
		এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন

বেহার।

		সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা
৩৫	পুরনিয়া ..	১৭	১৪	১৭	১৩	১৩	১৮	১৪	১৪	১১
৩৬	খালদহ ..	১১	১১	১৮	১১	১২	১১	১২	১২	১৩	১০
৩৭	সীতাল পর- গয়া।	১৩	১৭	১৫	১৪	১৩	১৬	১৭	১৭	১২

উড়িষ্যা।

৩৮	কটক	১৮	১৫	১৫	১৩	১৩	১৭	১৮	১৮	১৮	১০
৩৯	পুন্ড্রী ...	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৬	১২	১২	১১	১২
৪০	বালেশ্বর ...	১৪	১৪	১৪	১৩	১৬	১৬	১৬	১১	১১	১০	১২

ছোট নাগপুর।

মহিন-পশ্চিমবঙ্গের এজেন্ট।

৪১	খাজুরিবাগ...	১৫	১৫	১৮	১৪	১০	১২	১২	১৪	১৫	১৮
৪২	সোনারডাঙ্গা ...	১৫	১৪	১০	১০	১০	১৪	১৪	১৪	১৮	১৮	১৮	১২
৪৩	সিংহভূম ...	১৬	১৬	১৬	১৪	১৪	১০	১০	১০	১৮	১৪	১৪	১২	১২
৪৪	দাখভূম ...	১৪	১৪	১৬	১৫	১৬	১৫	১৮	১২	১২	১২	১১

* মকসলে সামান্য চাউলের খুজরা দর টাকায় ১৩।০০ সের অবধি। ১৩।০ সের পর্যন্ত।

ব৩। মকসুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইরূপ—কুড়গঞ্জে ১০ সের, অরুণিয়া ১২ সের।

ব৪। মকসুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইরূপ—দেওঘরে ১২।০ সের দুখকায় ১২ সের, এবং গদার ১২ সের।

কলকাতা,
১৮৮৪ সাল, ৮ এপ্রিল।

টাকার বড় পাওয়া যায়।

৪০ সেরের লবণের
খোঁকে বিক্রয়ের দর।

রাস্তা বা বাড়িওয়া ও চৌমা।	অশেরা।	হোল।	জালাবিহাজ।	লবণ।	লবণ।
এই সস্তাঘের রিটন	এই সস্তাঘের রিটন	এই সস্তাঘের রিটন	এই সস্তাঘের রিটন	এই সস্তাঘের রিটন	এই সস্তাঘের রিটন
ইহার পূর্ক সস্তাঘের রিটন	ইহার পূর্ক সস্তাঘের রিটন	ইহার পূর্ক সস্তাঘের রিটন	ইহার পূর্ক সস্তাঘের রিটন	ইহার পূর্ক সস্তাঘের রিটন	ইহার পূর্ক সস্তাঘের রিটন
গড় বৎসরের এই সস্তাঘের রিটন	গড় বৎসরের এই সস্তাঘের রিটন	গড় বৎসরের এই সস্তাঘের রিটন	গড় বৎসরের এই সস্তাঘের রিটন	গড় বৎসরের এই সস্তাঘের রিটন	গড় বৎসরের এই সস্তাঘের রিটন

জিনা।

বেহার।

সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	পূর্বদিক।
...	১৭	১৭	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	৩১০	৩১০	৩১০	পূর্বদিক।
...	১২	১২	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	৩১০	৩১০	৩১০	মালদহ।
...	১৬	১৬	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	৩১০	৩১০	৩১০	সাঁওতাল পরাগবা।

উড়িষ্যা।

১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	কটক।
...	১১১	১১১	১১১	১১১	১১১	১১১	১১১	১১১	১১১	১১১	১১১	১১১	১১১	১১১	পুর্বা।
...	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	বালেশ্বর।

ছোট সাগপুর।

দক্ষিণ-পশ্চিমাকালের এজেন্ট।

১১৬	১১৬	১১৬	১১৬	১১৬	১১৬	১১৬	১১৬	১১৬	১১৬	১১৬	১১৬	১১৬	১১৬	১১৬	১১৬	১১৬	১১৬	১১৬	১১৬	হাজারীবাগ।
১১৮	১১৮	১১৮	১১৮	১১৮	১১৮	১১৮	১১৮	১১৮	১১৮	১১৮	১১৮	১১৮	১১৮	১১৮	১১৮	১১৮	১১৮	১১৮	১১৮	শোনারডগ।
...	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	সিহবড়।
...	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	বাঁবড়।

৪৫। ভদ্রক মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ৮ সের।

৪৬। গিরিধি মহকুমায় অন্তর্গত (খরকদিহায়) লবণের খুজরা দর টাকায় ১১। সের।

৪৭। গোবিন্দপুর মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১১ সের।

সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গেল।

কলিমাম বেকলে,
বঙ্গদেশের সর্বমুখের সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশের নিম্নলিখিত সকল গঞ্জে ১৮৮৪ সালের মার্চ মাসের ৩১ তারিখের পূর্ব

ক্রমিক সংখ্যা	স্থান	১০ মেসের														
		ময়।			জুন।			জানু. ১৮৮৫			ফেব্রু. ১৮৮৫			মার্চ ১৮৮৫		
		এই মাসের ১৮৮৪	ইহার পূর্ব মাসের ১৮৮৪	গত বৎসরের এই মাসের ১৮৮৩	এই মাসের ১৮৮৪	ইহার পূর্ব মাসের ১৮৮৪	গত বৎসরের এই মাসের ১৮৮৩	এই মাসের ১৮৮৪	ইহার পূর্ব মাসের ১৮৮৪	গত বৎসরের এই মাসের ১৮৮৩	এই মাসের ১৮৮৪	ইহার পূর্ব মাসের ১৮৮৪	গত বৎসরের এই মাসের ১৮৮৩	এই মাসের ১৮৮৪	ইহার পূর্ব মাসের ১৮৮৪	গত বৎসরের এই মাসের ১৮৮৩
১	কলিকাতা ...	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০
২	শেরপুর ...	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০
৩	ঢাকা ...	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	...	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০
৪	খারাপন	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০
৫	টুঙ্গা ...	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০
৬	পাটনা ...	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০
৭	বালেশ্বর ...	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০
৮	পূর্বা	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০
৯	কটক ...	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০

কলিকাতা,
১৮৮৪ সাল ৮ জুলাই।

দুই সপ্তাহ অধি তত্ত্বাবধি খাদ্যদ্রব্য ও আশাধি কাষ্ট ও লবণ খোকে বিক্রয়ের বাসার দর।

বঙ্গের দর।

কোলম ও কোয়ার।		বাগী বা বাড়ির ও চীষ		অধিকার।	চোলা।	আশা'র কাষ্ট।	লবণ।		বঙ্গের।
এই সপ্তাহের বিক্রি	উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় বিক্রি	সকল বঙ্গের এই সপ্তাহের বিক্রি	এই সপ্তাহের বিক্রি	ইউরোপীয় সপ্তাহের বিক্রি	গত বঙ্গের এই সপ্তাহের বিক্রি	এই সপ্তাহের বিক্রি	ইউরোপীয় সপ্তাহের বিক্রি	গত বঙ্গের এই সপ্তাহের বিক্রি	
টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	
২৭	২৭	১১০	২৭	২৭	১১০	২৭০	কলিকাতা।
...	২৭০	২১১	পেরাভগঞ্জ।
...	২৭০	২১০	চাঁকা।
...	২৭০	২১১	মিরামণি।
...	৩৭	৩৭০	চট্টগ্রাম।
...	১১০	১১০	১১০	১১০	পাটনা।
...	২৭০	২১০	বালেশ্বর।
...	২৭০	পুন্ডি।
...	...	৩৭০	২৭০	৩৭	১১০	১১০	কটক।

সাধারণের অবগতার্থে প্রকাশ করা গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

कुम्भिविषयक हेस्तुहार ।

১৯৫২ সালের ১১ অক্টোবর ও ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা: সকলকে জ্ঞানন যাইতেছে যে, জিলা বীরভূমের অন্তর্গত সিমান্ধিত মহাল সকল উক্ত জিলার কাগজে সাজেবের অফিসে বাকী রাখা হইবে যে সকল দাবী ১৯৮৪ সালের ১২ জ্যৈষ্ঠাহি দিবসে দেও হইলে বাকী রাখা যাইবে অন্য ত্রুটিতে আইন অনুসারে জানায় হইবার বিধি আছে তাহা অসার নির্মিত ১৯৮৪ সালের ১১ এপ্রিল মোঃ ১২৯। ৪ টেবীল: মজলদার দিবসে প্রকাশ্য বিধানে নিরুদাশের বিক্রয় হইবে। ১৯৮৪ সাল তারিখ ২৯ সেপ্টেম্বর।

[illegible]

১২৮৬	পরগণে কুতবপুর সামিল ইকাল।	১২৮৬৭৮৯০১১২১৩১৪১৫১৬১৭১৮১৯২০২১২২২৩২৪২৫২৬২৭২৮২৯৩০৩১৩২৩৩৩৪৩৫৩৬৩৭৩৮৩৯৪০৪১৪২৪৩৪৪৪৫৪৬৪৭৪৮৪৯৫০৫১৫২৫৩৫৪৫৫৫৬৫৭৫৮৫৯৬০৬১৬২৬৩৬৪৬৫৬৬৬৭৬৮৬৯৭০৭১৭২৭৩৭৪৭৫৭৬৭৭৭৮৭৯৮০৮১৮২৮৩৮৪৮৫৮৬৮৭৮৮৮৯৯০৯১৯২৯৩৯৪৯৫৯৬৯৭৯৮৯৯৯	১২৮৬৭৮৯০১১২১৩১৪১৫১৬১৭১৮১৯২০২১২২২৩২৪২৫২৬২৭২৮২৯৩০৩১৩২৩৩৩৪৩৫৩৬৩৭৩৮৩৯৪০৪১৪২৪৩৪৪৪৫৪৬৪৭৪৮৪৯৫০৫১৫২৫৩৫৪৫৫৫৬৫৭৫৮৫৯৬০৬১৬২৬৩৬৪৬৫৬৬৬৭৬৮৬৯৭০৭১৭২৭৩৭৪৭৫৭৬৭৭৭৮৭৯৮০৮১৮২৮৩৮৪৮৫৮৬৮৭৮৮৮৯৯০৯১৯২৯৩৯৪৯৫৯৬৯৭৯৮৯৯৯	১২৮৬৭৮৯০১১২১৩১৪১৫১৬১৭১৮১৯২০২১২২২৩২৪২৫২৬২৭২৮২৯৩০৩১৩২৩৩৩৪৩৫৩৬৩৭৩৮৩৯৪০৪১৪২৪৩৪৪৪৫৪৬৪৭৪৮৪৯৫০৫১৫২৫৩৫৪৫৫৫৬৫৭৫৮৫৯৬০৬১৬২৬৩৬৪৬৫৬৬৬৭৬৮৬৯৭০৭১৭২৭৩৭৪৭৫৭৬৭৭৭৮৭৯৮০৮১৮২৮৩৮৪৮৫৮৬৮৭৮৮৮৯৯০৯১৯২৯৩৯৪৯৫৯৬৯৭৯৮৯৯৯
------	---------------------------------	--	--	--

ক্রম কোণী।	ক্রিষ্টাব্দ।	বঙ্গাব্দ।	পরিচয়।	সম্পত্তির বিবরণ।	বাকী।	মন্তব্য।
১	১৮৮১	১৩৩৮	পরিচয়।	১৩৮৮	১৩৮৮	১৩৮৮
	১৮৮১	১৩৩৮	পরিচয়।	১৩৮৮	১৩৮৮	১৩৮৮
২	১৮৮১	১৩৩৮	পরিচয়।	১৩৮৮	১৩৮৮	১৩৮৮
	১৮৮১	১৩৩৮	পরিচয়।	১৩৮৮	১৩৮৮	১৩৮৮
৩	১৮৮১	১৩৩৮	পরিচয়।	১৩৮৮	১৩৮৮	১৩৮৮
	১৮৮১	১৩৩৮	পরিচয়।	১৩৮৮	১৩৮৮	১৩৮৮

NOTICE.

It is hereby notified that at the next half-yearly examination of junior Civilians, Deputy Magistrates, &c., to commence on Monday, the 28th instant, four local examination Committees will be convened in this division, viz. (1) at No. 14, Hare Street, Calcutta, for officers stationed at the Presidency or employed in the 24-Pergunnahs, (1) at Krishnagpur for officers employed in the Nuddea district, (1) at Jessore Sudder Station for officers employed in that district, as well as in the district of Khulnah, and (1) at Berhampur for officers employed in the Moorshidabad district.

A. SMITH,
Officialing Commissioner.

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, for cash only, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 16, ans. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, for cash only at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 10, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

গবর্ণমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা।

ইছা কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেন্ট কমিউনারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪১০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮১০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬১০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫১০ টাকা; ৮ আউন্স টীন ১০১০ টাকা; ১ পাউণ্ড টীন ২০১ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়, উপরের লিখিত মূল্য বাতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ১০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৬০ বার আনা, ডাকমাশুল দিতে হইবে।

জ্বরনাশক দানাবাক্স সিন্‌কোনা।

মাল সিন্‌কোনা ছাঈ হইতে গবর্ণমেন্টের কারখানায় প্রস্তুত হইল ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহার দানাবাক্সে নী, এরূপ সামান্য জ্বরনাশক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ইছা কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিলার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেন্টের কমিউনারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে দিয়া ২৫২ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২২ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাঠিতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ৬০ বার আনা ডাক মাশুল লাগিবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 24; packing and postage Re. 1-12.

*. The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his Country.—Extract from Preface.

OFFICE OF SUPR. GOVT. PRINTING, No. 165, Dhurramtollah Street, Calcutta.

[Government Gazette, 15th April 1884]

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বঙ্গাল সেক্রেটারিওফিসে বিক্রয়ার্থে পাঠ্য ।

সারসংক্ষেপ-রূপে ও উজ্জীম-রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্যে নিম্নলিখিত বস্তুমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশনস জজ ও বেঙ্গল-কমিশনারের অফিস, ১০০ রোড, পল্টন স্ট্রীট, সি. ডি. ফিল্ড, এম. এ., ও এল. এল. ডি. সার্জেন্টের প্রাচীর বঙ্গদেশের জিজ্ঞাস্য লেন্ডলর্ডশিপ গবর্নর সাহেবের শাসনামল প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ ও প্রজ্ঞানবান আইন সংগ্ৰহ ।

একর খানি পুস্তকের মূল্য ৫ পঁচ টাকা ।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বঙ্গাল সেক্রেটারিওফিসের আকৌন্ট্যান্টের নিকট একর খানি পুস্তকের মূল্য এবং ভাড়া মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পঁচ আনা পাঠাইবেন ।

বন্দ্য ।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে ।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mofussil.			Rs. A. P.		
Entire Gazette	10	0	0 per annum.
Postage	2	8	0 "
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal					
...	4	0	0 "
Postage	1	0	0 "
For a single copy—					
Entire Gazette	0	4	0
Postage	0	1	0
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0
for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.					
Postage	0	1	0

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৩ । ১৫ আশ্বিন ।]

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাক্সালা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্নলিখিত
 ধারে লিখিত হিসেবে হইবে :—

মকঃমলে ।

			টাকা
সম্পূর্ণ গেজেট	...	৪২সর	১৭
ডাকমাশুল	...	"	২১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গ- দেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আর্ডিনের গাণ্ডুলিপি থাকে)	...	"	৪৭
ডাকমাশুল	...	"	১৭
সম্পূর্ণ এক খানি গেজেটের মূল্য	...		১০
ডাকমাশুল	...		১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠার তাহার নূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)		১০
			৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠার প্রতি আর এক আনা।
ডাকমাশুল	...		১০

কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ও মকঃমলে সমগ্র মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না।

ই, এম বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একমুদ্রিত ছোট মোকদ্দম।

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,

Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882.

NOTE—Rates for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

							Rs.
Full page, per issue	20
Half "	10
Casual advertisements.—4 annas per line.							

[Government Gazette, 15th April 1884.]

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাজাল গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ গেজেট দেওয়া যাউবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের আদেশপত্রাতিরিক্ত এই মন্তব্যের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্টের কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাজাল সেক্রেটারিয়েট ভাণ্ডারানাছইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ভাণ্ডারানাছ কোম নর্থ করাইতে চাহিলে উল্লিখিত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অর্থদ্বি বাজাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌন্ট্যান্টের নিকট অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশ্টিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিম্বোন্ট বাক্স দিয়াও জনো টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডব্লিউ, বল্টন,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশ্টিহার প্রকাশ কবিবার দ্বার এইঃ—

টাকা।

পূরা এক পৃষ্ঠা একই বার প্রকাশ করণের	২০০
আধ পৃষ্ঠা	১০০
কখনই ইশ্টিহার প্রকাশ করিতে হইলে একই পৃষ্ঠা	১০

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের যন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্রিংমেড ওয়েস্ট টেম্পলার ভাণ্ডারস্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগের আপিলে রেজিষ্ট্রারের দ্বারা নিম্নোক্ত দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রেসে, থাকার স্পিড কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১২ অপ্রিল।]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল বস্থানসে গবর্ণমেন্টের জনো জি.ইউ. এডউইন মরিস লুইস সাইরেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।



গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 22, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২২ আপ্রিল।

CONTENTS.

	PAGE.	নিবন্ধ।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India	Nil.	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন	নাই।
PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut.-Governor of Bengal ...	391—407	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন	৩৯১—৪০৭
PART III.—Acts of the Legislative Council of India	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি	নাই।
PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue	27—29	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেবিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র	২৭—২৯
PART VIII.—Advertisements	427—434	অষ্টম খণ্ড।—ইশুতিহাস প্রভৃতি	৪২৭—৪৩৪
SUPPLEMENT	Nil.	পরিশিষ্ট গবর্ণমেন্ট গেজেট	নাই।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 1926 A.

GENERAL.—*The 9th April 1884.*—Mr. C. B. Garrett, Officiating District and Sessions Judge, Patna, is appointed to act as Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs, during the absence, on leave, of Mr. T. T. Allen, or until further orders.

The 12th April 1884.—Mr. A. W. Paul, Joint-Magistrate and Deputy Collector, 24-Pergunnahs, is transferred temporarily to the sudder station of the Nuddea district.

Mr. W. H. Page, Officiating District and Sessions Judge of Bhagulpore, returned to duty on the afternoon of the 21st March 1884, instead of the 22nd idem, as previously notified.

Baboo Girendra Nath Mittra, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Hazaribagh, is allowed leave for one month, under rule 2, section 138, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 24th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

The 14th April 1884.—Dr. K. B. Stuart is appointed to be Coroner of Calcutta, *vice* Mr. B. L. Gupta, resigned.

Mr. J. A. Craven, Deputy Magistrate and Deputy Collector, in charge of the Godda sub-division of the Sonthal Pergunnahs district, is transferred to Jamtara in the same district.

Mr. F. Grant, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Doomka, Sonthal Pergunnahs is appointed to have charge of the Godda sub-division in that district.

Baboo Chunder Narayan Gupta, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Jamtara, Sonthal Pergunnahs, is transferred to the sudder station of that district.

The 15th April 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mr. A. O. R. Edwards of his commission as a Lieutenant in the Behar Mounted Rifle Corps.

Troop Sergeant-Major F. A. Shaw is appointed to be a Lieutenant in the Behar Mounted Rifle Corps, *vice* Mr. A. O. R. Edwards.

LEGISLATIVE.—*The 12th April 1884.*—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by the Hon'ble H. Beverley of his seat in the Council of the Lieutenant-Governor of Bengal for making Laws and Regulations.

MARINE.—*The 10th April 1884.*—The services of Captain J. Brebner, Officiating Port Officer, Calcutta, are replaced at the disposal of the Government of India in the Military Department.

OPIMUM.—*The 12th April 1884.*—Mr. W. D. Ridsdale, Sub-Deputy Opium Agent, Fyzabad, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 10th instant.

MEDICAL.—*The 9th April 1884.*—Assistant Apothecary L. J. Reilly is confirmed in his appointment as Assistant Apothecary of the Presidency General Hospital, *vice* Mr. P. Heher, resigned.

The 12th April 1884.—Assistant Surgeon Bollye Chunder Sen, Teacher of Medicine, Campbell Medical School, Scaldah, is allowed leave for one month and a half, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it.

Assistant Surgeon Devendra Nath Roy is appointed to act as Teacher of Medicine, Campbell Medical School, Scaldah, during the absence, on leave, of Assistant Surgeon Bollye Chunder Sen, or until further orders.

Surgeon R. D. Murray, Officiating Civil Surgeon of Burdwan, is appointed to act as Civil Surgeon of Jessore, during the absence, on leave, of Dr. D. W. D. Comins, or until further orders.

[Government Gazette, 22nd April 1884.]

বঙ্গদেশের জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ।

১৯২৬ A দফা।

সাধারণ।—১৮৮৪ সাল ৯ আশ্বিন।—জিহুত টি, টি, আলেন সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি-কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পাঠানার একটি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জিহুত সি, বি, গারেট সাহেব রাজকীয় বোকাঙ্গার সুপারিন্টেন্ডেন্টের ও প্রযোজকের কর্তব্য করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১২ আশ্বিন।—২৪ পরগনার আইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুত এ, ডবলিউ, পাল সাহেব কিয়ৎকালের নিমিত্তে নদীয়া জিলার সদর বোকাঙ্গে প্রেরিত হইলেন।

ভাগলপুরের একটি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জিহুত ডবলিউ, এচ, পোজ সাহেব পূর্ব প্রকাশিত ১৮৮৪ সালের ২২ মার্চের কর্তব্য প্রত্যাহার না করিয়া ২১ তারিখের অপরাহ্নে কর্তব্য প্রত্যাহার করিয়াছেন।

হাজারিবাগের কিয়ৎকালীন ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুত বাবু গিরীজনাথ মিত্র, এই মাসের ২৪ তারিখ অবধি অথবা তাঁহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কায্যকারক-দের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১০৮ ধারার ২ প্রকরণমতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৪ আশ্বিন।—জিহুত বি, এল, গুপ্ত কর্তব্য ভাগ করিতে ডাক্তর জিহুত কে, বি, ঝুয়াট সাহেব কলিকাতার করণনগর পদে নিযুক্ত হইলেন।

সাঁওতাল পরগনা জিলার অন্তর্গত গদা মহকুমার কার্খোর অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুত জে, এ, ক্রাবেন সাহেব সেই জিলার অন্তর্গত আমতারার প্রেরিত হইলেন।

সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত দুমকার ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুত এফ, গ্রান্ট সাহেব উক্ত জিলার অন্তর্গত গদা মহকুমার কার্খোর ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত আমতারার ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুত ববু চন্দ্র নারায়ণ গুপ্ত উক্ত জিলার সদর বোকাঙ্গে প্রেরিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৫ আশ্বিন।—জিহুত এ, ও, আর, এডওয়ার্ডস সাহেব বিহারের অনারোহী রাইফল দলের লেপ্টেনেন্টস্বরূপ স্বীয় কমিশন ভাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

জিহুত এ, ও, আর, এডওয়ার্ডস সাহেবের পরিবর্তে ট্রপ সার্জেন্ট-মেজর জিহুত এফ, এ, শা সাহেব বিহারের অনারোহী রাইফল দলের লেপ্টেনেন্টের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ব্যবস্থাপন বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১২ আশ্বিন।—মান্যবর জিহুত এচ, বেবলী সাহেব আইন ও ব্যবস্থা প্রশয়নার্থ বঙ্গদেশের জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের মন্ত্রিসভার স্বীয় আসন ভাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

সমুদ্রসম্পর্কীয়।—১৮৮৪ সাল ১০ আশ্বিন।—কলিকাতা বন্দরের একটি কর্তৃপক্ষ কাণ্ডান জিহুত জে, ব্রবনর সাহেব মিলিটারী ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের আজ্ঞাধীন পুনঃসংস্থাপিত হইলেন।

আফীন বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১২ আশ্বিন।—ফজলাবাদের আফিনের সর্ব-ডেপুটি এজেন্ট জিহুত ডবলিউ, ডি, রিডস্‌ডেল সাহেব সিবিল কায্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই মাসের ১০ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৯ আশ্বিন।—জিহুত পি, চেহর সাহেব কর্তব্য ভাগ করিতে আন্সি-ফোর্টে আপাথিকারি জিহুত এল, জে, রাইলী সাহেব প্রেসিডেন্সী জেনরল হোম্পাতালের আন্সিফোর্টে আপাথিকারিস্বরূপ স্বীয় পদে স্থায়িকপে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১২ আশ্বিন।—শিয়ালদহের কাঞ্চেল মেডিক্যাল স্কুলের ঐযথ বিদ্যার শিক্ষক আন্সিফোর্টে সর্জন জিহুত বলাইচাঁদ সেন যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কায্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দেড় মাসের ছুটি পাইলেন।

আন্সিফোর্টে সর্জন জিহুত বলাইচাঁদ সেনের ছুটিপ্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, আন্সিফোর্টে সর্জন জিহুত দেবেন্দ্রনাথ রায় শিয়ালদহের কাঞ্চেল মেডিক্যাল স্কুলের ঐযথ বিদ্যার শিক্ষকের কর্তব্য করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ডাক্তর জিহুত ডি, ডবলিউ, কমিন্স সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বর্ডমানের একটি সিবিল চিকিৎসক সর্জন জিহুত আর, ডি, মরে সাহেব বশোৎতের সিবিল চিকিৎসকের কর্তব্য করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২২ আশ্বিন।]

MUNICIPAL.—*The 3rd April 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Kishoregunge Municipality, in the district of Mymensingh, of Baboo Nobin Chandra Sen to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Bal Municipality of Baboo Abinas Chunder Banerjee to be their Vice-Chairman.

The 8th April 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Midnapore Municipality :—

Baboo Kedar Nath Banerjee.

Baboo Rajendro Lal Mookerjee.

„ Kali Kamal Sirkar.

Dr. J. L. Phillips.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Kartic Chunder Mittra.

Moonshee Mahomed Jan.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the Tumlook Municipality, in the district of Midnapore :—

Baboo Rajendra Lal Gupta.

Baboo Indra Narayan Prodhan.

Moulvi Sujant Ali Ahmed, Sub-Deputy Collector.

Civil Hospital Assistant Syama Churn Mullick is appointed to be a Commissioner of the above municipality.

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Utterparah Municipality, in the district of Hooghly, of Baboo Umbica Charan Banerjee to be their Vice-Chairman.

The 9th April 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Burdwan Municipality :—

Mr. J. Masters, District Superintendent of Police.

Baboo Tara Prosad Chatterjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector.

The following notification is re-published from the *Assam Gazette* :—

No. 20.—The 2nd April 1884.—In exercise of the power conferred upon him by section 29 of Act VI of 1871 (the Bengal Civil Courts Act), the Chief Commissioner is pleased to invest Baboo Hara Sundar Chakravarti, Munsif of Karimganj, in the Sylhet district, with the powers of a Judge of a Small Cause Court for the trial of suits cognizable by such Courts up to the amount of Rs. 50 within the local limits of his jurisdiction.

F. B. PEACOCK,

Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 14th April 1884.—Under section 4 of Act VII of 1871 (the Indian Emigration Act), the Lieutenant-Governor approves the appointment of Mr. R. W. S. Mitchell as Emigration Agent at Calcutta for British Guiana in place of Mr. H. A. Firth, deceased.

A. P. MACDONNELL,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 3rd April 1884.—In the exercise of the powers conferred upon him by section 234, Act V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor is pleased, on the recommendation of the Commissioners of the municipality of Culna, in the district of Burdwan, made at a meeting, to order that the provisions of sections 233 to 277 and 285 to 291, Part VII, Chapter II of the said Act shall be in force in the said municipality.

COLMAN MACAULAY,

Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette, 22nd April 1884.*]

মুন্সিপাল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩ আগ্রিল।—ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ মুন্সিপালিটীর কমিশানরেরা জীযুত বাবু নবীনচন্দ্র সেনকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতো জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাঁহা অনুমোদন করিলেন।

বালি মুন্সিপালিটীর কমিশানরেরা জীযুত বাবু অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্যার মনোনীত করাতো জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাঁহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ৮ আগ্রিল।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মেদিনীপুর মুন্সিপালিটীর কমিশানরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

জীযুত বাবু কেশারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জীযুত শ্রী রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

.. .. কালীকমল সরকার।

ডাক্তার জীযুত জে, এল, ফিলিপস সাহেব।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটীর কমিশানরের পদে পুনর্যার নিযুক্ত হইলেন।—

জীযুত বাবু কান্তিকচন্দ্র মিত্র।

জীযুত মুন্সী মহম্মদ জাম।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত কুমিল্লা মুন্সিপালিটীর কমিশানরের পদে পুনর্যার নিযুক্ত হইলেন।—

জীযুত বাবু রাজেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

জীযুত বাবু ইন্দ্রনারায়ণ প্রধান।

সদ-ডেপুটী কালেক্টর জীযুত মোলবী মুজিবুল্লাহ আহম্মদ।

সিবিল ইন্সপেক্টর অফিসটো জীযুত শ্যামচরণ মল্লিক উক্ত মুন্সিপালিটীর কমিশানরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

হুগলী জিলার অন্তর্গত উত্তরপাড়া মুন্সিপালিটীর কমিশানরেরা জীযুত বাবু অধিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতো জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাঁহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ৯ আগ্রিল।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বর্দ্ধমান মুন্সিপালিটীর কমিশানরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

পোলীশের ডিষ্ট্রিক্ট স্পারিটেণ্ডেন্ট জীযুত জে, মার্টিন সাহেব।

ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু তরাদাস চট্টোপাধ্যায়।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আশ্রয় গেজেট করাতো উক্ত করা গেল।—

২০ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ২ আগ্রিল।—জীযুত প্রধান কমিশানর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশের দেওয়ানী আদালত বিষয়ক ১৮৭১ সালের ৬ আইনের ২৯ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তিনি জীযুত জিলার অন্তর্গত ক্রিমগঞ্জের মুনসেফ জীযুত বাবু হরমন্দের চাকরিতে তদীয় সিচারাধিপত্যের স্থান সীমার মধ্যে ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০৭ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের অধিক ক্ষমতা দিলেন।

এফ, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৪ আগ্রিল।—এচ, এ. কর্থ সাহেবের মৃত্যু হওয়াতে জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ত্রিদেশ গমন বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭১ সালের ৭ আইনের ৪ ধারামতে ব্রিটিশ গায়নার পক্ষে কলিকাতার বিদেশপার্সিদের এজেন্টের পদে জীযুত আর, ডবলিউ, এল, মিচল সাহেবের নিয়োগ অনুমোদন করিলেন।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩ আগ্রিল।—জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ২৩৪ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কালনা মুন্সিপালিটীর সভাপতি কমিশানরের অনুরোধক্রমে এই আদেশ করিলেন যে, উক্ত আইনের ২ অধ্যায়ের ৭ পরিচ্ছেদের ১৩৩ অবধি ২৭৭ পর্য্যন্ত ধারার এবং ২৮৫ অবধি ২৯১ পর্য্যন্ত ধারার বিধান উক্ত মুন্সিপালিটিতে প্রবল হইবে।

কোলমান মেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২২ আগ্রিল ।]

NOTIFICATION.

The 7th April 1884.—Whereas a notification, dated 18th January 1884, was published at page 215, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 23rd idem. declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm certain bye-laws framed by the District Road Committee of Julpigoree under section 180 of the Cess Act, IX (B.C.) of 1880, and whereas no objections have been raised to those bye-laws, it is hereby notified for general information that they are confirmed.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 7th April 1884.—So much of the declaration, dated the 17th May 1882, published at page 467 of the *Calcutta Gazette* of the 31st May 1882, as refers to the acquisition of the premises Nos. 15, 16, and 16-1, Jora Bagan Street; Nos. 22 and 23, Nimtollah Ghat Street; and Nos. 8, 9, and 10, Ockhoy Chunder Dutt's Lane is hereby cancelled.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 11th April 1884.—The following gentlemen are re-appointed, under section 28, Act V (B. C.) of 1876, to be Commissioners of the Howrah Municipality:—

Mr. W. Stalkartt.	Baboo Huro Mohun Mukerjea.
Dr. R. N. Burgess.	„ Chunder Coomar Bauerjea.
Mr. P. N. Banerjea	„ Kally Coomar Coondoo.
Baboo Kedarnath Bhattacharjea.	Pundit Hariuath Sharmah.
„ Jagat Chander Bauerjea.	

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 15th April 1884.—By Financial Notification No. 3908, dated 19th June 1874, published at page 352, Part I of the *Gazette of India* of the 20th June 1874, the Government of India prescribed the use under the General Stamp Act of the locally made bi-colour (blue and black) non-judicial stamps, ^{SO} as well as of the impressed stamps of new designs manufactured in England. et

2. As it is desirable that the new stamps should now be exclusively used, it is hereby notified for general information that impressed non-judicial stamps of the new design will be issued in exchange for unused bi-colour non-judicial stamps of equal value by Treasury Officers, on application being made to them within three months from the date of the publication of this notice.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 3rd April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Patna Municipality for a public purpose, viz. for excavating a tank in Mohullah Mohorumpur, in the town of Patna, pergunnah Azimabad, in the district of Patna, it is hereby declared that

[*Government Gazette, 22nd April 1884.*]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৭ আশ্বিন।—করবিবরণ ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮ ধারামতে জলপাইগুড়ি জিলার পঞ্চকমিটার প্রণীত কএক উপবিধি দৃঢ় করণার্থে জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অতিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৩ সালের ১৮ জুলাইর এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ২৯ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৭৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত উপবিধি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগতার্থে এইকণে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সেই উপবিধি দৃঢ় করা গেল।

কোলমান বেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৭ আশ্বিন।—১৮৮২ সালের জুন মাসের ৬ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের ৫৮৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৮০ সালের ১৭ মের বিজ্ঞাপনের যে পর্যন্ত যোড়ায়গান স্ট্রিটের ১৫, ১৬ ও ১৬-১ নং এবং নিমতলা ঘাট স্ট্রিটের ২২ ও ২৩ নং এবং অক্ষয়চন্দ্র দত্তের পেমের ৮, ৯ ও ১০ নং বাড়ী গ্রহণ বিষয়ে সম্পর্ক রাখে সেই পর্যন্ত এতদ্বারা রহিত করা গেল।

কোলমান বেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮২ সাল ১১ আশ্বিন।—নিম্নলিখিত মতামতের ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ২৮ ধারামতে হাবড়া মুনিসিপালিটির কমিশ্যনদের নামে নির্দার নিযুক্ত হইলেন।

জিহুত ডবলিউ ফিলকাট সাহেব।	জিহুত বাবু জগতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
ডাক্তার জিহুত আর, এল, বর্জেন সাহেব।	” ” হরমোহন মুখোপাধ্যায়।
জিহুত গি, এন, বন্দ্যোপাধ্যায়।	” ” চন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
” বাবু কেশব নাথ ভট্টাচার্য।	” ” কালীকুমার কুতু।

পণ্ডিত জিহুত হরিনাথ শর্মা।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ আশ্বিন।—১৮৭৪ সালের জুন মাসের ৩০ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের প্রথম খণ্ডের ১৫৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৭৩ সালের ১৯ জুনের ৩৯০৮ নং রাজস্ব সম্পর্কীয় বিজ্ঞাপনক্রমে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট সার্ভার ইন্সপেক্টর আইনমতে এতদেশে প্রস্তুত (নৌ ও কাণ) দ্বিঃসের বিচার-কাগ্য সংক্রান্ত ইন্সপেক্টর ও ইংলণ্ডে প্রস্তুত নবকল্পিত ছাপা করা ইন্সপেক্টর ব্যবহার নির্দেশ করেন।

২। নূতন ইন্সপেক্টর একত্রে সর্বপ্রকারে ব্যবহার হয় ইহা বাঙালীয় ভাষাতে সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে এই বিজ্ঞাপন প্রণীত হইবার তারিখ অবধি তিন মাসের মধ্যে বাঙ্গলাখানার জুঃসেকের নিকট প্রার্থনা করা গেলে তাঁহারা বিচারকাগ্য সংক্রান্ত ইন্সপেক্টর অথবা তুল্য মূল্যের দ্বিঃসের ইন্সপেক্টর লইয়া বিচারকাগ্য সংক্রান্ত নবকল্পিত ছাপা করা ইন্সপেক্টর দিবে।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩ আশ্বিন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ পাটনা জিলার অন্তর্গত আজিমাবাদ পরগনার পাটনা শহরের বহরনপুর মহল্লায় পুষ্করিণী খনন করণার্থে পাটনা মুনিসিপালিটির অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই [গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২২ আশ্বিন।]

for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 1 acre and 33 perches is required.

The land is bounded on the north by the public road, on the south by land belonging to the East Indian Railway Company, on the east and west by the cultivated land of Mohorumpur.

This declaration is made, under the provisions of section 6, Act X of 1870, to all whom it may concern.

A plan of the land required is filed in the office of the Commissioners for public inspection.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal

DECLARATION.

The 5th April 1881.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the South Suburban Municipality for a public purpose, viz. for widening the Dum-Duma road, in the village of Dum-Duma, pergunnah Magoorah, zillah 24-Pergunnahs, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 4 cottahs and 6 chittacks of standard measurement is required. The land is bounded on the north by land belonging to the Clive Jute Mill Company and Mokaram Durjee's land; and on the south, east, and west by the Dum-Duma road.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 5th April 1881.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Nattore Municipality for a public purpose, viz. for the excavation of a municipal tank in the village of Bargacha, pergunnah Taherpore, in the district of Rajshahye, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 3 bighas 15 cottahs of standard measurement is required. The land is bounded as follows:—

On the North—By Mobarak Sarkar's jote land and Innu and Barkat Khalifas' land;

On the West—By Saroda Prosad Sukul's khamar land and Serbag Sarkar's jote land;

On the South—By Burgacha municipal road and drain; and

On the East—By Fuzlar Rahaman Khan's land and Inamuddeen Sarkar's dwelling.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 7th April 1881.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Serampore Municipality for a public purpose, viz. for the construction of a drain in the village of Chatra, pergunnah Boro, in the district of Hooghly, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 11 chittacks of standard measurement is required. The land is bounded on the north by municipal road, viz. Barnipara Lane; on the west by pucca wall of the East Indian Railway Company; on the south by Panch Kori Dass' garden; and on the east by Kailas Chandra, Sita Nath, and Mohes Chandra Pramanick's land.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে ন্যূনাধিক ১ একর ৩৩ পাঠ পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

উক্ত ভূমির উত্তর সীমা রাজপথ, দক্ষিণ সীমা ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির ভূমি, পূর্ব ও পশ্চিম সীমা মহরমপুরের কর্হিত জমি।

ইহাতে বাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিভাজন দেওয়া গেল।

প্রয়োজনীয় ভূমির নকশা সাধারণের দেখবার জন্যে কমিশ্যনরদের আফিসে রাখা গিয়াছে।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৫ আপ্রিল।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ১৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত মাওরা পরগনার দমদমা গ্রামে দমদমা পথ পরিষ্কার করণার্থে দক্ষিণ শাখানগর মুনিসিপালিটির অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে কতিপয়ে ন্যূনাধিক ৮১০ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা ক্লাইব জুট্ট মিল কোম্পানীর ও মকরম দরজীর জমি, এবং দক্ষিণ, পূর্ব, ও পশ্চিম সীমা দমদমা পথ।

ইহাতে বাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিভাজন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৫ আপ্রিল।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ রাজশাহী জিলার অন্তর্গত তেহেরপুর পরগনা বড়গাছা গ্রামে মুনিসিপাল পুষ্করিণী খনন করণার্থে নাটোর মুনিসিপালিটির অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে কতিপয়ে ন্যূনাধিক ৩৭০ পাঠা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির সীমা এই,—

উত্তর সীমা।—মহারাজ সরকারের যোত জমি, এবং ইমু ও বরকৎ খলিকার জমি।

পশ্চিম সীমা।—শারদা প্রসাদ শুকুলের খামার জমি, ও সেরবাণী সরকারের যোত জমি।

দক্ষিণ সীমা।—বড়গাছা মুনিসিপাল পথ ও মর্দমা, এবং

পূর্ব সীমা।—কজলর রহমান খাঁর জমি, ও ইমামদীন সরকারের বসতী বাটী।

ইহাতে বাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিভাজন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৭ আপ্রিল।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ জুগলী জিলার অন্তর্গত বোরো পরগনার চাঁওরা গ্রামে জলপ্রণালী করণার্থে জিরামপুর মুনিসিপালিটির অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে কতিপয়ে ন্যূনাধিক ১১০ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা মুনিসিপাল পথ অর্থাৎ বাঁকড়াপাড়া লেন, পশ্চিম সীমা ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির পাঁচটা, দক্ষিণ সীমা পাঁচকড়ি দাসের বাঁগান, ও পূর্ব সীমা কৈলাসচন্দ্র, মীতামাথ ও মহেশচন্দ্র প্রামানিকের জমি।

ইহাতে বাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিভাজন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

DECLARATION.

The 7th April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Calcutta Municipality for a public purpose, viz. for the construction of roads for the improvement of the Jora Bagan Bustee, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land, No. 16-2, Jora Bagan Street, measuring more or less, 2 cottahs 1 chittack and 20 square feet, is required. The land is bounded on the north and east by tenanted land No. 16, Jora Bagan Street; on the south partly by a passage leading to tenanted land No. 16, Jora Bagan Street, and partly by Jora Bagan Street; and on the west by a bustee passage between Nos. 16 and 16-2, Jora Bagan Street, and No. 16-1, Jora Bagan Street.

The plan and specification of the land are filed in the office of the Commissioners of the Town of Calcutta for public inspection.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 7th April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Calcutta Municipality for a public purpose, viz. for the construction of a road connecting Mundul Street with Prosunno Coomar Tagore's Street, for the improvement of the Jora Bagan bustee, it is hereby declared that for the above purpose pieces of land No. 15, Jora Bagan Street, and No. 18-1, Mundul Street, measuring more or less, 9 cottahs 2 chittacks and 33 square feet, are required. The lands are bounded on the north partly by No. 15, Jora Bagan Street, partly by a public drain, and partly by Mundul Street; on the east partly by Jora Bagan Street and partly by a public drain; on the south by a public drain; and on the west partly by a public drain and partly by Mundul Street.

The plan and specifications of the land are filed in the office of the Commissioners for the Town of Calcutta for public inspection.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1927 A.

The 9th April 1884.—The services of Mr. R. S. T. MacEwen, Third Judge of the Court of Small Causes, Calcutta, are placed temporarily at the disposal of the Government of India in the Home Department.

Baboo Uma Nath Ghosal, B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Nadua, and to be ordinarily stationed at Koushtea, with effect from the date on which he joined his appointment, *vice* Baboo Upendra Nath Ghose, on leave.

Baboo Guesain Das Dutt, Deputy Magistrate and Deputy Collector, in charge of the Kissengunge sub-division of the Purneah district, is vested with the powers to try summarily the offences mentioned in section 260 of the Code of Criminal Procedure.

The 12th April 1884.—Baboo Keylash Chandra Mezoomdar, Munsif of Jehanabad, in the district of Hooghly, is appointed to be a Munsif in the district of Pubna and Bogra, and to be ordinarily stationed at Serajunge, with effect from the date on which he joined the latter chowkey.

[*Government Gazette, 22nd April 1884.*]

विष्णुपूजन ।

১৮-৪ নং ৭ আশ্রিত।—রাউজের খাঁড়ের নিম্নে অর্থাৎ যোড়া বাগান নামীর উৎকর্ষসাধনার্থ
পথ প্রস্তুত করার জন্য কলিকাতা মুনিগিপালিটির অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ভূমি দখল করা হইয়াছে,
বঙ্গদেশের ইমুন্ড লটেমেন্ট গবর্ণর সাহেবের বিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এক সংবাদ
দেওয়া গেল। পরীক্ষার সময় নিম্নে যোড়া বাগান গ্রীটের ১৫-২ নং অর্থাৎ জমিরিক ২ নং চৌক
২০ বর্গফুট পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োগ। ঐক্য ভূমিদ উত্তর ও পূর্ব সীমা যোড়া বাগান গ্রীটের
১৬ নং প্রজাপ্ত জমী, দক্ষিণ সীমা অংশঃ যোড়া বাগান গ্রীট ১৬ নং প্রজাপ্ত জমীঃ মাধ্যম পথ ও
অংশঃ যোড়া বাগান গ্রীট ১৬ নং পশ্চিম সীমা যোড়া বাগান গ্রীটের ১৬ ও ১৬-২ নং পার্শ্ব মধ্য বস্তুর
পথ ও যোড়া বাগান গ্রীটের ১৬-১ নং ।

উক্ত ভূমির নকশা ও বিশেষ বিবরণ সাধারণের সজ্ঞিয়ার জন্যে কলিকাতা নগরে। কনিষ্টান-দের
আফিসে রাখা গিয়াছে।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৯৩০ সালের ১০ আইনের ৬ দ্বারা নির্দেশিত এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলম্যান যেকালে,

বন্দনোবের গার্মেন্টের সেক্রেটারী।

ਸਿਧਾਂਤ ੧੨।

১৮৮৪ সাল ৭ অগ্ৰশ্রাব।—রাজকীর কানোর নিষিদ্ধ অর্থাৎ গোড়াগান নগরী উৎসর্গ দ্বি-
বার্ষ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের জীবনের সঙ্গে মণ্ডল স্ট্রীট সংযোগকারী পথ প্রস্তুত করিবার জন্য কলিকাতা
মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গরখণ্ডে কড়ক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেফটেনেন্ট গভর্নর
সাহেবের নিকট একটা প্রকাশ্য হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পুর্নোক্ত কানোর
নিষিদ্ধ গোড়াগান নগরীটের ১৫ নং ও মণ্ডল স্ট্রীটের ১৮—১৯ নং অর্থাৎ নতুনিকান ১৪৮ জটাক ও বর্গফুট
পরিমিত কএকখণ্ড ভূমির প্রসঙ্গ। এতদ্বারা উক্ত মীমা অংশতঃ গোড়াগান স্ট্রীটের, ১৫ নং
অংশতঃ সরকারী নর্দমা ও অংশতঃ মণ্ডল স্ট্রীট, পূর্ক সম্মা অংশতঃ গোড়াগান স্ট্রীট, ও অংশতঃ
সরকারী নর্দমা, দক্ষিণ মীমা সরকারী নর্দমা, এবং পশ্চিম মীমা অংশতঃ সরকারী নর্দমা ও অংশতঃ
মণ্ডল স্ট্রীট।

উক্ত চুম্বক নকশা ও বিশেষ বিবরণ সাধারণের নেগিবার জন্যে কলিকাতা নগরের কমিশনারদের
আফিসে রাখা গিয়াছে।

১৮৭০ খ্রিঃ যাজ্ঞানন্দ সম্পর্ক থায়ে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ অক্টোবরের ৬ পারার বিধানমতে এক বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলম্যান হেকলে,

বিশেষ শ্রম গদ্যনেতৃত্ব মে (ক্রেডিট)।

ବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ।

१.२१ Δ नष्ट ।

১৮৮৪ সাল ৯ জানুয়ারি।—কলিকাতার ছোট আমানতের তৃতীয় অফিসীয় আর. এস. টি. মাকই-উ-রহম সাহেব বিষংকালর নিমিত্তে ছোয়া ডিপার্টমেন্টে ভারতীয় গবর্ণমেন্টের আজ্ঞানীনে সনাক্তিগ্রহণ করেন।

জীবিত বাউপেক্ষনাথ দেব ছুটী লগ্নোতে জীবিত বাবু উমানাথ ঘোষাল, বি, এম, নদীয়া জিল হ
মুনসেফের কর্ম কারিতে নিযুক্ত হইয়া স্ব স্ব কর্ম গ্রহণের আশ্রয় অবধি মান্যতঃ কুটাম্র অবস্থাপিত
হইবেন।

পূর্বনির্ধারিত অর্ন্তত কৃষ্ণগঞ্জ মহকুমার কয়েক অধ্যক্ষ ভাৱপ্ৰাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্ৰেট এ
ডেপুটী কমেণ্ডেৰ জীয়ত বাৱ গোঁহাঁইমাগ দত্ত ফোজনাৰী মোকদ্দমাৰ বাগ্মী প্ৰণালী বিবৰক আঃনেৱ
২৩০ ধাৰাৰ লিঃত অপৰাধেৰ সঙ্গাৰী বেচাৰ কৰিবাৱ ক্ষমতঃ পাইঃন।

১৯৮৪ সাল ১২ আশ্বিন।—হুগলী জিলার অন্তর্গত আছানাবানের মুনসেফ ইয়ুত বাবু টেকনাগচন্দ্র নজুমদার পাবনা ও বগুড়া জিলার মুনসেফের প.দ. নিযুক্ত হওয়া পেরাঙ্গা কমা গ্রহণের জারি ও অব্যাহত রাখার আদেশ: মেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবে।

[ଗର୍ବଭେଦେ ଗେହେଟ । ୧୮୮୫ । ୨୨ ଆଶ୍ୱିନ ।]

Baboo Bidhu Bhusan Chakravartti, Officiating Munsif of Sealdah, in the district of the 24-Pergunnahs, is appointed to act as a Munsif in the district of Backergunge, and to be ordinarily stationed at Perozepore.

Baboo Akhoy Kumar Chatterjee, Additional Munsif of Perozepore, in the district of Backergunge, is appointed to be a Munsif in the district of Tirhoot, and to be ordinarily stationed at Mudhubannee.

Baboo Nilmadhub Banerjee, Munsif of Mudhubannee, in the district of Tirhoot, is transferred to Durbhunga in that district.

Baboo Brajo Mohun Prasad, Munsif of Durbhunga, in the district of Tirhoot, is appointed to be a Munsif in the district of Gya, and to be ordinarily stationed at the sudder station of that district.

Moulvie Abdul Bari, First Munsif of Gya, is appointed to be a Munsif in the district of Patna, and to be ordinarily stationed at the sudder station of that district.

Baboo Kedarnath Roy, Munsif of Patna, is appointed to be a Munsif in the district of Hooghly, and to be ordinarily stationed at Howrah.

Baboo Pran Nath Banerji, Second Munsif of Serampore and Howrah, is appointed to be a Munsif in the district of Nuddea, and to be ordinarily stationed at the sudder station of that district.

Baboo Bhugwan Chandra Chatterji, Munsif of Krishnaghur, is appointed to be a Munsif in the district of Hooghly, and to be ordinarily stationed at Serampore.

Baboo Prasanna Kumar Sen, First Munsif of Serampore, in the district of Hooghly, is appointed to be a Munsif in the district of Beerbhoom, and to be ordinarily stationed at Rampore Hât.

Baboo Atul Behari Ghosh, Munsif of Rampore Hât, in the district of Beerbhoom, is appointed to be a Munsif in the district of the 24-Pergunnahs, and to be ordinarily stationed at Baraset.

Baboo Mohendra Nath Ghosh, Munsif of Jehanabad, in the district of Hooghly, is appointed to be Rent Suit Munsif of that chowkey, and is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50.

Baboo Khettra Nath Dutt, Officiating Munsif of Serajgunge, in the district of Pubna and Bogra, is appointed to act as a Munsif in the district of Hooghly, and to be ordinarily stationed at Jehanabad.

In supersession of the order of the 4th ultimo, Baboo Gopi Mohun Mookerji, Munsif of Culna, in the district of Burdwan, is appointed to be a Munsif in the district of Moorshedabad, and to be ordinarily stationed at Azimgunge, with effect from the date on which he joined the latter chowkey, *vice* Baboo Ram Jadub Talapatra, on leave.

Baboo Gopi Mohun Mookerji is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50 within the limits of the Azimgunge Munsifi.

Baboo Kalidhan Chatterjee, Munsif of Moonsheegunge, in the district of Dacca, is appointed to be a Munsif in the district of Sylhet, and to be ordinarily stationed at Habingunge, with effect from the date on which he joined the latter chowkey.

Baboo Umakant Chatterjee, Munsif of Chooadanga, in the district of Nuddea, is appointed to be a Munsif in the district of Sylhet, and to be ordinarily stationed at South Sylhet (Moulvie Bazar), with effect from the date on which he joined the latter chowkey.

Baboo Prosanna Kumar Bose, First Munsif of Kurigram, in the district of Rungpore, is appointed to be a Munsif in the district of Nuddea, and to be ordinarily stationed at Chooadanga.

Baboo Saroda Prasad Chatterjee, Munsif of Kurigram, in the district of Rungpore, is appointed to be Rent Suit Munsif of that chowkey, and is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50 within his jurisdiction.

Baboo Saroda Prasad Chatterjee is, under clause 6, section 3 of the Land Acquisition Act, X of 1870, also vested with the powers of a "Court" under that Act, to be exercised within the local limits of the Kurigram Munsifi.

২৪ পরগনার অন্তর্গত শিয়ালবাহের একটি মুনসেফ জিযুত বাবু বিধুব্রহ্ম চক্রবর্তী বাথরগঞ্জ জিলার মুনসেফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ পিরোজপুরে অবস্থাপিত হইবেন ।

বাথরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত পিরোজপুরের আডিশ্যনাল মুনসেফ জিযুত বাবু অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় ত্রিভুজ জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ মুরনিতে অবস্থাপিত হইবেন ।

ত্রিভুজ জিলার অন্তর্গত মধুনির মুনসেফ জিযুত বাবু নীলমাধব বন্দোপাধ্যায় ঐ জিলার অন্তর্গত দ্বারভঙ্গার প্রেরিত হইলেন ।

ত্রিভুজ জিলার অন্তর্গত দ্বারভঙ্গার মুনসেফ জিযুত বাবু ব্রজমোহন প্রসাদ গগৈ জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইবেন ।

গগৈর প্রথম মুনসেফ জিযুত মোলবী আবদুল হারি, পাটনা জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইবেন ।

পাটনার মুনসেফ জিযুত বাবু কেদারনাথ রায় হুগলী জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ হাবড়ার অবস্থাপিত হইবেন ।

শ্রীরামপুর ও তাড়ার দ্বিতীয় মুনসেফ জিযুত বাবু প্রাণনাথ বন্দোপাধ্যায় নদীয়া জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইবেন ।

কুষ্মানগরের মুনসেফ জিযুত বাবু তামিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হুগলী জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ শ্রীরামপুরে অবস্থাপিত হইবেন ।

হুগলী জিলার অন্তর্গত শ্রীরামপুরের প্রথম মুনসেফ জিযুত বাবু প্রাণনাথ সেন, বীরভূম জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ রামপুরহাটে অবস্থাপিত হইবেন ।

বীরভূম জিলার অন্তর্গত রামপুরহাটের মুনসেফ জিযুত বাবু অটলবিহাবি ঘোষ, ২৪ পরগনা জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ বাঁশমন্ডে অবস্থাপিত হইবেন ।

হুগলী জিলার অন্তর্গত জাহানাবাদের মুনসেফ জিযুত বাবু মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, উক্ত চৌকীতে খাজনার মোকদমার বিচারার্থে মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইলেন এবং ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০৭ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন ।

পাবনা ও ঝড়ুা জিলার অন্তর্গত শেরাজগঞ্জের একটি মুনসেফ জিযুত বাবু কেদারনাথ দত্ত, হুগলী জিলার মুনসেফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ জাহানাবাদে অবস্থাপিত হইবেন ।

গত মাসের ৩ তারিখেই আঁজা রচিত করিয়া এই আঁজা করা গেল । জিযুত বাবু রাধানাথ তলাপাত্র ছুটী লওয়াতে বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কালানার মুনসেফ জিযুত বাবু গোপীমোহন মুখোপাধ্যায় মুন্সিবাদ জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া আঁজিগঞ্জের কর্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন ।

জিযুত বাবু গোপীমোহন মুখোপাধ্যায় আঁজিগঞ্জ মুনসেফের সীমার মধ্যে ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০৭ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন ।

চাঁকা জিলার অন্তর্গত মুনশীগঞ্জের মুনসেফ জিযুত বাবু কালীধন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহট্ট জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া হবিগঞ্জের কর্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন ।

নদীয়া জিলার অন্তর্গত চুয়াডাঙ্গার মুনসেফ জিযুত বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহট্ট জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া দক্ষিণ শ্রীহটে (মোলবী বাজারে) কর্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন ।

রাজপুর জিলার অন্তর্গত কুড়িগ্রামের প্রথম মুনসেফ জিযুত বাবু প্রসন্নকুমার বসু নদীয়া জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ চুয়াডাঙ্গায় অবস্থাপিত হইবেন ।

রাজপুর জিলার অন্তর্গত কুড়িগ্রামের মুনসেফ জিযুত বাবু শারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সেই চৌকীতে খাজনার মোকদমার বিচারার্থে মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইলেন এবং ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০৭ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন ।

জিযুত বাবু শারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভূমি গ্রহণ বিষয়ক ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৩ ধারার ৬ প্রকরণমতে কুড়িগ্রাম মুনসেফের স্থান সীমার মধ্যে উক্ত আইনমত আদালতের ক্ষমতাক্রমে কর্ম করিবার ক্ষমতাও পাইলেন ।

[পদবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২২ আশ্বিন ।]

Baboo Gopal Krishna Ghosh, Officiating Munsif of Bolepore, in the district of Beerbhoom, is appointed to act as a Munsif in the district of Rungpore, and to be ordinarily stationed at Kurigram.

Baboo Janoki Nath Dutt, Munsif of Comillah, in the district of Tipperah, on leave, is appointed to be a Munsif in the district of Beerbhoom, and to be ordinarily stationed at Bolepore.

Baboo Hem Chandra Mitter, Munsif of Monghyr, is appointed to be a Munsif in the district of Sarun, and to be ordinarily stationed at Motihari, with effect from the date on which he joined the latter chowkey.

Baboo Sham Lal Haldar, Officiating Munsif of Motihari, in the district of Sarun, is appointed to be a Munsif in the district of Tirhoot, and to be ordinarily stationed at Mozufferpore, with effect from the date on which he joined the latter chowkey.

Baboo Jadu Nath Das, Munsif of Arrareah, in the district of Purneah, is appointed to be a Munsif in the district of Bhagulpore, and to be ordinarily stationed at Monghyr, with effect from the date on which he joined the latter chowkey.

In supersession of the order of the 25th ultimo, Baboo Gopal Chuuder Bosu, M.A., B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Dacca, and to be ordinarily stationed at Moonsheegunge, with effect from the date on which he joined that chowkey.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 14th April 1884.

No. 162.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the construction of a railway from Sultanpore eastwards to Bogra, through the villages of Seetahar, Kalsha, Teorpara, Dhowakuri, Ootraly, Bamneegaon, Pyckpara, Soodcen, Shahar, Lockhipur, Durusulai, Konchakuri, Mathurapur, Khayal, Bontutoolee, Mowakuri, Koel, Bara-Chupra, Gance-Belghorea, Maygha, Subla, Chandpore-Fakeerpara, Lokenathpur, Pratappur, Kulna, Luckhipur, Kahaloo, Oolut, Sitlye, Dulgara, Belgharca, Koechone, Phampore, Shardighee, Puran-Bogra, Kamargaree, Sootrapur, and Bogra, pergunnahs Knatta and Selbarsa, zillah Bogra, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land about 24 miles in length and about 149 feet in average breadth, measuring more or less, 1,307 beeghas 10 cottahs 10 chittacks of standard measurement, is required within the aforesaid villages of Seetahar, Kalsha, &c.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

S. T. TREVOR, Col., R.E.,
Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

IRRIGATION.

The 14th April 1884.

No. 163.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for Julpoora drainage cut, it is hereby declared that for the above purpose a plot of land in mouzah Kalér, pergunnah Arwal, in the district of Gya, situate on the 28th mile of the Patna Canal, measuring about 243 feet in length and varying from 70 to 80 feet in width, and containing an area of 1 rood and 28 poles, more or less, is required in the aforesaid village.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

[Government Gazette, 22nd April 1884.]

বীরভূম জিলার অন্তর্গত বোলপুরের একটি মুনসেফ জিহুত বারু গোপালকৃষ্ণ বোষ বঙ্গপুর জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ কুড়িগ্রামে অবস্থাপিত হইবেন।

ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত কমিলার জুটীগ্রাম মুনসেফ জিহুত বারু জামকোনাথ দত্ত বীরভূম জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ বোলপুরে অবস্থাপিত হইবেন।

মুজেরের মুনসেফ জিহুত বারু হেমচন্দ্র মিত্র, সারণ জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া মতিহারীতে কর্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন।

সারণ জিলার অন্তর্গত মতিহারীর একটি মুনসেফ জিহুত বারু শ্যামলাল ছালনার ত্রিহুত জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া মজফরপুরে কর্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন।

পূর্ণিয়ার জিলার অন্তর্গত অররয়ার মুনসেফ জিহুত বারু যদুনাথ দাস ভাগলপুর জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া মুজেরে কর্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন।

গত মাসের ২৫ তারিখের আজ্ঞা রুচিতে করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। জিহুত বারু গোপালচন্দ্র বসু, এম, এ, ও বি. এল, ঢাকা জিলার মুনসেফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া মুনশীগঞ্জে কর্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন।

এফ, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮৪ সাল ১৪ আশ্বিন।

১৬২ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ বগুড়া জিলার অন্তর্গত খট্টা ও গেল-মরসা পরগনার সীতাছর, কালুয়া, ডিওরপাড়া, খোয়াকুরি, উরুলী, বামনগাঁ, পাটকপাড়া, সুদীম, শহর, লক্ষীপুর, দরমলাই, কোয়াকুরি, মথুরাপুর, খায়ল, বস্তুতুলী, মৌয়াকুরি, কোয়েল, বড় ছাপরা, গানি-বেলঘরিয়া, মেঘা, সুবলা, চাঁদপুর লকীরপাড়া, লোকনাথপুর, এতাবপুর, কুলনা, লক্ষীপুর, কহালু, উলং, সিতলাই, দলগাড়া, বেলঘরিয়া, কইচুনি ফামপুর, সারদাঘাট, পুরান বগুড়া, কামার-গাড়ী, হুত্রপুর, ও বগুড়া গ্রামের মধ্যে দিয়া মুলভানপুর হইতে পূর্বে যুখে বগুড়া পর্যন্ত রেলওয়ে প্রস্তুত করণার্থে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিহুত লেণ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে উক্ত সীতাছর, কালুয়া, এতাবুতি গ্রামে ২৪ মাইল দীর্ঘ ও গড়ে প্রায় ১৪৯ ফুট প্রস্থ অর্থাৎ কতিপাতে ন্যূনাত্মক ১,৩০৭।০।৮ চটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

এস, টি, ট্রেবর, কর্ণেল, আর, ই,
পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

জলসেচন বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ১৪ আশ্বিন।

১৬৩ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ জলপুরা জলপ্রণালী কাটাবার জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিহুত লেণ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে গুরা জিলার অন্তর্গত অরবল পরগনার কালের মৌজার পাটনা খালের ২৮ মাইল দীর্ঘ প্রায় ২৪৩ ফুট দীর্ঘ ও ৭০ গজ ৮০ ফুট পর্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ ন্যূনাত্মক ১কড: ৮ পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২২ আশ্বিন।]

No. 164.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for Koni drainage cut, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring about 335 feet in length, and varying from 7 to 12 feet in width, and containing an area of $12\frac{1}{2}$ poles, more or less, is required in the villages of Koni and Balsar, pergunnah Arwal, in the district of Gya.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

The 15th April 1884.

No. 165.—Leave.—Mr. T. E. Curry, Assistant Engineer, first grade, Cossye Division, is granted furlough, with the necessary subsidiary leave, for eighteen months, under section 49, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 25th instant, or from such subsequent date as he may avail himself of it.

No. 167.—Posting.—With reference to Government of India, Public Works Department, notification No. 86 of the 10th instant, Mr. J. C. Mills, Assistant Engineer, second grade, is posted to the Benares-Cuttack Railway Surveys.

No. 168.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is likely to be required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the construction of a branch line of railway from Bunwar Chak, about five miles to the west of Sonapur, to Paleza Ghat on the river Gauges, in the district of Sarun, it is hereby declared that a survey party is about to take the field for the purpose of surveying the above-mentioned branch line of railway.

This declaration is made, under the provisions of section 4 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

G. F. E. S. NEILL, Major, M.S.C.,
Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. D.

১৬৪ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ কোণি জলপ্রণালী কাটবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আইনশ্রুত, বঙ্গদেশের শ্রীযুত সেক্রেটরেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে গয়া জিলায় অন্তর্গত অরবী পরগনার কোণি ও বলাই গ্রামে প্রায় ১০১ ফুট দীর্ঘ ও ৭ অবধি ১২ ফুট পর্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ ন্যূনাতম ১২। পোন পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইচ্ছাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারায় বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

১৮৮৪ সাল ১৫ জুলাই।

১৬৫ নম্বর।—জুগী।—কীসাই গ্রামের প্রথম জোয়ার আদালত ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুত টি. ই. করি সাহেব এই নামের ১২ হাতি অবধি আবাদী ভাণ্ডার শরৎ জারিতে জুগী গ্রহণ করেন ও নদী নিম্নলিখিত কায়াকারদের জুগী গ্রহণের ২ অধ্যায়ের ৪২ ধারামতে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক জুগীসকল পাঠার মামের নিয়মিত জুগী পাইলেন।

১৬৬ নম্বর।—অবস্থিতির কথা।—পাবনিক ওকস ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের এই মামের ১০ জারিখের ৮৬ নং বিজ্ঞাপনোপলক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর আদালত ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুত জে. সি. নিলস সাহেব বাণারগী-কটক সরবর্তে অধস্থাপিত হইলেন।

১৬৮ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ সারণ জিলায় অন্তর্গত যোগেশ্বরের পশ্চিম প্রান্তে ৫ মাইল দূরত্ব বঙ্গওয়ার চক অধিগমননার মারে পেলজা ঘাট পর্যন্ত লামার পথ কনিষ্ঠা জেনো রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি গ্রহণকরণের প্রয়োজন হইবার বঙ্গদেশের শ্রীযুত সেক্রেটরেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, উপরোক্ত শাখা রেল পথের জরীপ করণাতিপ্রায়ে জরীপ কায়াকারদেরা জরীপী কার্যাবস্তু করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

ইচ্ছাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারায় বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

জি. এল. টি. এস. লীল, মেজর, এম. এস. সি.

পাবনিক ওকস ডিপার্টমেন্টে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।



গবৰ্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল, ২২ আপ্রিল।

সপ্তম খণ্ড।

হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র।

**বঙ্গদেশস্থ কোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের আদেশনামতে
প্রচারিত সরকুলার।**

দেওয়ানী বিধি।

২ নম্বর। ১৮৮৪ সাল ২৩ ফেব্রুয়ারি।

দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলার অর্ডারের ৩ অধ্যায়ের ১২৮ পৃষ্ঠায়, .

“বিবাদ স্থল ভাড়া ১৮৬৫ সালের ১০ আইন ও ১৮৮১ সালের ৫ আইনমত এবিটে ও ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্র পাঠবার প্রার্থনাপত্র (বিবাদ স্থল হইলে, তাহা নোকদমা শীর্ষকে খারিজ করিয়া গইতে হইবে)।”

এই কথার পর নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ কর—

“এবং উক্ত এবিটে বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্র রহিত করিবার প্রার্থনাপত্র।”

ফৌজদারী সরকুলার অর্ডার।

৩ নম্বর। ১৮৮৪ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।

১৮৮৩ সালের ফৌজদারী বিধি ও অর্ডারের ২ অধ্যায়ের ৫৫ পৃষ্ঠায় ৬ নং বার্ষিক বর্ণনাপত্রের তলদেশে যে “নোট” আছে, তাহার পরিবর্তে নিম্নলিখিত নোট দিতে হইবে।—

নোট।—২ ঘরের শীর্ষকে “সংশোধনের দরখাস্তকারী” এই যে কথা আছে, তদ্ব্যতীত বাহাদুর পক্ষে সংশোধনের দরখাস্ত করা যায় কিম্বা বাহাদুরের স্বার্থে মাজিস্ট্রেট বা জজ সাহেব আপন প্রতিনিধিতে সংশোধন হওয়ার উপায় অবলম্বন করেন, সেই সকল ব্যক্তিকে ধরা যাইবে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে, তাহার বা দাদীই হউক আর অভিযুক্ত ব্যক্তিই হউক।

নোট।—২ ঘরের শীর্ষকে “সংশোধনের দরখাস্তকারী” এই যে কথা আছে, তদ্ব্যতীত বাহাদুর পক্ষে সংশোধনের দরখাস্ত করা যায় কিম্বা বাহাদুরের স্বার্থে মাজিস্ট্রেট বা জজ সাহেব আপন প্রতিনিধিতে সংশোধন হওয়ার উপায় অবলম্বন করেন, কেবল সেই ব্যক্তিদিগকে ধরা যাইবে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে। যদিও পক্ষে এইরূপ দরখাস্ত করা গেলে বা এইরূপ উপায় অবলম্বিত হইলে, মন্তব্যের ঘরে বা দাদীদের সংখ্যা সঙ্কিত সেই কথা নিখিঁতে হইবে। শেষোক্ত স্থলে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করা যায়, তাহাদের কথা ২ ঘরে লেখা না গেলেও উক্ত দরখাস্তের ফলাফুসারে ৩ অবধি ১৩ পর্য্যন্ত ঘরে যথাযোগ্য স্থানে থাকিবে।

২। ৩০ পৃষ্ঠায় A ত্রৈমাসিক বর্ণনাপত্রের ৩য় খণ্ডের ২ ঘরে “সংশোধনের দরখাস্তকারী” এই কথার নিম্নলিখিত ফুটনোট যোগ করিতে হইবে।

“২৫৫ পৃষ্ঠায় ৬ নং বার্ষিক বর্ণনাপত্রের তলদেশস্থ ‘নোট’ দেখ (১৮৮৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ৩ নং সরকুলার অর্ডার)।”

৩। ৩২ পৃষ্ঠায় B ত্রৈমাসিক বর্ণনাপত্রের ২য় খণ্ডের ২ ফুটনোটে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করিতে হইবে।—

“৫৫ পৃষ্ঠায় ৬ নং বার্ষিক বর্ণনাপত্রের তলদেশস্থ ‘নোট’ দেখ (১৮৮৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ৩ নং সরকুলার অর্ডার)।”

৪। কালীপুত্রমিক সূচীপত্রের ১১ পৃষ্ঠায় ১৮৮০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারির ৩ নং সাধারণপত্রের পার্থে ৫৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ উঠাইয়া দিতে হইবে।

ফৌজদারী সুরকুলার অর্ডার।

৪ নম্বর। ১৮৮৪ সাল ১৮ ফেব্রুয়ারি।

১৮৮৩ সালের ফৌজদারী বিধি ও অর্ডারের ১১৪ ও ১১৫ পৃষ্ঠায় ১ অধ্যায়ে ১৪ ধারার (ঙ) প্রকরণের পরিবর্তে নিম্নলিখিত পকরণটি দিতে হইবে।—

(ঙ) [অপরাধ স্বীকার অনুবাদ করিতে হইবার কথা—১৮৭২ সালের ১০ আগস্টের ৪নং সুরকুলার অর্ডার] মেশন আদালতে বিচারার্থে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সমপণ করা যায়, নাজিষ্ট্রের সম্মুখে তাহারা যে অপরাধ স্বীকার করিল, তাহা প্রমাণের মধ্যে থাকিলে, ইঙ্গরেজী ভাষায় তাহার অনুবাদ সজ্ঞ থাকি উচিত। সেই অনুবাদ পরিষ্কাররূপে লিখিতে হইবে। একটি স্বীকার বা একটি পরীক্ষার অধিক একখান কাগজে লিখিতে হইবে না।

(ঙ) [সাক্ষা প্রতীতি অনুবাদ করিতে হইবার কথা।—১৮৮৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারির ৪নং সুরকুলার অর্ডার।]—মেশনের মোকদ্দমায় বিচারে প্রমাণ বলিয়া দেশীয় ভাষায় যে (১) দলিল, (২) সাক্ষা বা (৩) অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা গ্রহণ করা যায়, তাহা ইঙ্গরেজীতে অনুবাদ করিতে হইবে এবং উক্ত অনুবাদের একপ্রস্ত পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া মণ্ডীর অঙ্গীভূত করিতে হইবে। একাধিক দলীলের, সাক্ষ্যের বা পরীক্ষার অনুবাদ একখান কাগজে লিখিতে হইবে না।

২। কালানুক্রমিক নৃসীপত্রের ১০ পৃষ্ঠায়, ১৮৭২ সালের ১০ আগস্টের ৪নং সুরকুলার অর্ডার ও উল্লেখাদি উঠাইয়া ফেলিতে হইবে।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L., Bengali Translator.



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 22, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২২ আপ্রিল।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অফিস খলু।

ইন্ডিয়ার এডভি।

दुर्निविद्यक ईछाहार ।

ইহাঁদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮১৮ সালের ৭ আইন ও ১৮১৭ সালের ২ আইনের বিধানসম্বন্ধে ১৮২৯ সালের ১১ অক্টোবর ৬ খারার মর্ফকুসারে নিম্নের লিখিত তালুকাদি ১৮৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি স্বর্ণাস্ত্র পর্য্যাপ্ত বার্ষিক পণ্য ও রোডজুজ ও পবলিক ওয়ার্ক কেছ কাঙ্গায়ের নিমিত্তে ১৮৮৪ ইং ৯ জুন মোতাবেক ১২৯১ বাঁজাল ২৮ জৈষ্ঠ যোজ মোবাবর জিনা চট্টোপাধ্যায়ের কালেক্টরি কাছাঁগিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক। ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ।

काञ्चनबाबादु मन्नाडु विमलवत् एमाकाशीन ।

(826)

জিলা ময়মনসিংহ।

বাকী খাজানার আদায়ের পাঠ।

ইহার দ্বারা সনাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের বিধানমতে জেলা ময়মনসিংহের মধ্যবর্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৬৪ সালের ১২ জানুয়ারি তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজার এবং অন্যান্য দায়েরা চলিত আইন এবং আদায়ের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নির্দিষ্ট ১৮৬৪ সাল ২৩ মেই মোং ১২২১ সালের ৯ ট্যাক্স বুধবার তারিখ এই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও একাংশ নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৬৪। ৭ এপ্রিল।

নং ভৌজ।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	নদর জমা।	বাকী।	টেকিয়ত।
১৬ নং	৭২ নশিরজ্জোহান আমদারি হিসাব। ১০ আনা ময় বেজাবতী তালুক ১৮৫২ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে একমালি।	মোবিনুলজ্জো চৌধুরী গিরি- আমোহন চৌধুরী গর- রহ।	৭১২৫৭	৮২২৫০	একমালি বিশাল নিলাম হইবেক।
	এ এ ১৮৭৬। ৭ আইনের ৭০ ধারামতে কিং চান্দীনা কান্দা ১৮৮৮ কাম হিসাব।	আবদুলজ্জো চক্রবর্তী গর- রহ।	১৫৮০	০	০
	এ এ এ কি চান্দীনা কান্দা হিসাব ১০০৫৫। তিল। ডপে রণভাওয়াল।	আবদুলজ্জো চক্রবর্তী গররহ ...	৫০	০	০
১৭ নং	৩৭ নেওয়াজআল হিসাব ১০ আনা ১৮৫২ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে একমালি হিসাব। এ ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে কন্যামণ্ডল গররহ ৩৩ মোজার ১০ আনা হিসাব।	দীননাথ চক্রবর্তী মহিমচন্দ্র রায় চৌধুরী গররহ। যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী ...	১২৭১৮০ ৩৪১৫৮০	৪২৫৮ ০	একমালি বিশাল নিলাম হইবেক।
	এ এ এ ...	প্রসন্নকৃষ্ণ চক্রবর্তী ..	৩৪১৫৮০	০	০
	এ এ এ ...	দ্বারকানাথ চক্রবর্তী ...	৩৪১৫৮০	০	০
	এ এ এ ...	কৈলাশচন্দ্র চক্রবর্তী ...	৩৪১৫৮০	০	০
	ডপে হাজরা দী।				
১৮ নং	পাএলাবেগ হিসাব ৫৮৮। ক্রান্তি ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে খারিজ বাদে একমালি। এ এ ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে চাকলে পাহুয়াভাঙ্গা ১০ আনা নগর হাজরা দীর ১০১০ গণ্ডা।	মহিমচন্দ্র বার চৌধুরী দিননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গররহ। জগদ্বিকেশ্বর আচার্য চৌ ধুরী নাবালগ।	১০৩৩৫০ ২২৫৮৮০	১২৮৮ ০	একমালি অংশ নিলাম হই- বেক।
	এ এ চাকলে পাহুয়াভাঙ্গা ১০ গণ্ডা ও নগর ও জব দীর ১০২ গণ্ডা ও বীর স্তর ৫৮০ আনা। ডপে নীংখা দরজিখা জর মোতালক ১৫১ ময় আমদারি। ডপে হাজরা দী।	হরিকিশোর বার চৌধুরী ... হৈমস আবদুল্লাহ অধ্যক্ষপক্ষে আমিনা আক্তার খাতুন।	১৬৬৫০ ২১৭৩৫৮০	০ ১২৮৮	০ সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হই- বেক।
২০২৯ নং	৩৭ কুমার দত্ত গররহ ১৮৫২ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে একমালি।	দিননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গররহ।	৩৩২৫৮৮	০	০
	এ ১৮৫২ সালের ১১ আইনমতে খারিজ হিসাব ৮১০ আনা।	বিবেকেশ্বরী দাস	২০০৫৮৮	৪০৮০	খারিজ হিসাব নিলাম।
	এ ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১০। ১১ ধারামতে খারিজ।	দ্বারকেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় গররহ।	১০০৮৮৮৭	০	০

নং ভৌজি।	নাম বহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাঁকী।	টেকিয়াং।
-------------	-----------	------------	----------	--------	-----------

দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাল।

৫০৭১ নং	৬শে বনজাওরা। ৮৪ চারিপড়া স্বর্ণপুর ওরকে কাঁয়ারিয়া।	গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী গয়- রহ।	৭৬৭৫১০ পাঁই	১১১১৬০	সম্পূর্ণ মহাল মিলান বই- বেক।
৫০৮৫ নং	পং বরষনসীংহ বীল ছলজী।	রাজা হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী গয়রহ।	৫৮০৭	২০১১০	ঐ
৫১৭৪ নং	পং হুশেনশ হী চর ডেলুয়ায়ারি।	দিননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গয়রহ।	৮৭৪৭	২২৭৭	ঐ
৫২৪১ নং	পবগণে পুধরিয়া চণ্ডাবসরা।	বামনধী দেবী চৌধুরানী পতিব নাম দুর্গাচন্দ্র নাম ধী ও মধারানী শরতকুমারী দেবি গয়রহ।	৫১১৮৫০ মালিকানা ৬৫৮৭	১৪২৫১০ মালিকানা ১৮৭৭	ঐ

G. E. MANISTY,

Offg. Collector.

INSOLVENCY NOTICE.

মোকদ্দম নং ৬ । ১৮৮৪ ইং

দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ২০ অধ্যায়নতে দরখাস্ত।

অর্থাৎ মির্জাপুর ডিষ্ট্রিক্ট জজ আদালত।

ঈশ্বরঃ প্র যোগ পিতা মৃত রামধন যোগ দাল সাকিন বীরগঞ্জ পং হুরপুর ... দেবদার।

১৮৮৩। সম্পর্কবিহীন বাকি সমূহকে এবং সর্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে সদর মুনসেফী আদালতের হরিচরণ মেন ইত্যাদি ডিক্রীজারের ১৮৮৪ সালের ২০ নং ডিক্রীজারী মোকদ্দমায় ঐ আদালতের ১৮৮৪ সালের ১ মার্চ তারিখের আদেশক্রমে দ্রুত হইয়া দেওয়ানী জেলে কারাবদ্ধ হওয়ার পর দেওয়ানী কার্যবিধির ৩৩৪ ধারা অনুসারে ঋণ শোধ করিতে অক্ষর বলিয়া নির্ণীত হইবার প্রার্থনায় দরখাস্ত করিয়াছে অতএব মোদদারকে ঋণ শোধ করিতে অক্ষর বলিয়া কেন প্রকাশ করা যাইবে তা তৎসম্বন্ধে কেহ প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহা সহ অথবা উকীল দ্বারা সন ১৮৮৪ সালের ২৫ এপ্রিল তারিখে দিবা ১০ ঘটিকার সময় এই আদালতে উপস্থিত করে তাহাতে অন্যথা করিলে উপরোক্ত তারিখে রীতিমত দরখাস্ত উপস্থিত হইয়া শিহিত আদেশ প্রচার করা যাইবে ইতি. সন ১৮৮৩ ৭ এপ্রেল।

J. B. B. KING,

District Judge.

(9—1) .

INSOLVENCY NOTICES.

COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA.

In the matter of HENRY AUGUSTUS DEEFHOLTS, an Insolvent.

NOTICE is hereby given that Wednesday, the 7th day of May next, is appointed for the further hearing in this matter for the purpose of declaring a dividend, and that an account in detail of the receipts and disbursements of the Official Assignee, from the 4th day of April 1883 until the 31st day of March 1884, has been filed and may be inspected in the Office of the Chief Clerk. Any creditor or other person interested, who may intend to establish or oppose any claim upon the estate of the said insolvent, will be heard, notice having been given at the Office of the Chief Clerk three clear days before the hearing.

The like Notice.—In the matter of GYULA VON BENKE, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 1st January 1883 to 31st March 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of JAMES REDEOUT BELLETTY, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 1st February 1882 to 31st March 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of HENRY SAMUEL BROOKS, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 1st January 1882 to 31st March 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of EDWIN WILLOUGHBY SYKES, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 2nd October 1877 to 31st March 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

OFFICIAL ASSIGNEE'S OFFICE, }
Calcutta, 16th April 1884.

A. B. MILLER,
Official Assignee.
(10—1)

NOTICE.

It is hereby notified that at the next half-yearly examination of junior Civilians, Deputy Magistrates, &c., to commence on Monday, the 28th instant, four local examination Committees will be convened in this division, viz. (1) at No. 14, Hare Street, Calcutta, for officers stationed at the Presidency or employed in the 24-Pergunnahs, (1) at Krishnaghur for officers employed in the Nuddea district, (1) at Jessore Sudder Station for officers employed in that district, as well as in the district of Khulnah, and (1) at Berhampur for officers employed in the Moorshidabad district.

A. SMITH,
Officiating Commissioner.

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 16, ans. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only* at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 10, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

[গবর্ণমেন্ট গিজিট । ১৮৮৪ । ২২ অপ্রিল ।]

গবর্ণমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত জরনামক সিন্‌কোনা ।

ইছা কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে, গবর্ণমেন্টে কর্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪।১০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮।১০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬।১০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫।১০ টাকা ৮ আউন্স টীন ১০।১০ টাকা; ১ পাউণ্ড টীন ২০. টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রশান প্রশান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়। উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৫ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ১।০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৫০ বার আনা, ডাকমাশুল দিতে হইবে।

জরনামক দানাবাক্সা সিন্‌কোনা ।

দানাবাক্সা ছাল হইতে গবর্ণমেন্টের কারখানার প্রস্তুত নূন ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহার দানাবাক্সা, এরূপ সামান্য জরনামক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ইছা কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে গবর্ণমেন্টের কর্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে ২৪. টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্যে এবং প্রশান প্রশান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২. টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাঠিতে পারিবেন। ইহার অভিরক্ত ৫০ বার আনা ডাক মাশুল লাগিবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 24; packing and postage Re. 1-12.

••• The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his Country.—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPD. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurumtollah Street, Calcutta.

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বাক্সাল সেক্রেটারিয়েট গম্বাণয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিস্টার-অট-লী ও জি.জি.মতীর বঙ্গদেশের নিবিল সর্বিসে নিযুক্ত বর্জ্যামের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন্স জজ ও রেন্ট-কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের প্রিন্সিপাল সি. ডি. ফিল্ড, এম. এ. ও এল. এল. ডি. সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের জি.জি.ম. লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিষয়ক আইন সংহিতা।

এক২ খানি পুস্তকের মূল্য ৫. পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাক্সাল সেক্রেটারিয়েটের অ্যাকৌন্ট্যান্টের নিকটে এক২ খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া বাইতে পারে।

[Government Gazette, 22nd April 1884.]

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mofussil.			Rs. A. P.		
Entire Gazette	10	0	0 per annum.
Postage	2	8	0 „
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal					
...	4	0	0 „
Postage	1	0	0 „
For a single copy—					
Entire Gazette	0	4	0
Postage	0	1	0
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0 for 4 sheets or under
					with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—ভাঙ্গালা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমান্দুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে লিখিত দিতে হইবে :—

মকসলে ।

			টাকা
সম্পূর্ণ গেজেট	১০৭
ডাকমান্দুল	২১।০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (বাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)			
ডাকমান্দুল	৪৭
সম্পূর্ণ এক খণ্ড গেজেটের মূল্য	১০
ডাকমান্দুল	১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার স্থান সংখ্যক পত্রের মূল্য)			
...	১০ ৪ পৃষ্ঠার উপর বহু অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর এক ২ আনা ।
ডাকমান্দুল	১০

কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ও মকসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমান্দুল লাগিবে না ।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটং ছোট সেক্রেটারী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২২ জানুয়ারি ।]

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,

Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882.

NOTE—Rates for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

							Rs.
Full page, per issue	20
Half ,,	10
Casual advertisements.—4 annas per line.							

বিজ্ঞাপন ।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালী গেজেটের দ্বারা আইন দেওয়া না গেলে এই গেজেট দেওয়া
 যাঁইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই সশ্রমের বিজ্ঞাপন প্রকাশ
 করা গেল।

গণশ্রমেটের কার্যালয় কিম্বা গণশ্রমেটের কর্মকর্তাদের কর্তৃত্বাধীন কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল লেফেটারিয়েট ছাপাখানায় হইতে পুস্তকাদি প্রেরণ করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম করাইতে চাহিলে তদ্বিস্তৃত নগন মলা দিতে হইবে, এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবশিষ্ট নাজান মেট্রোপলিটেনের আফোন্টারের নিকট অগ্নে মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্যালয় সত্ত্বে কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদ দেওয়া কিবা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহারিক বিজ্ঞপন প্রকৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্ট্রিক্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাতে হবে।

ਜਿ, ਓੜਮਿਓ, ਧਨੋਨ,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

বতব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইন্ডিয়ার প্রকাশ করিবার হার এই।—				টাকা।
পূর এক পৃষ্ঠা একতঃ বার প্রকাশ করণের	২০
অ'র পৃষ্ঠা " "	১০
কখনও ইন্ডিয়ার প্রকাশ করিতে হইলে একতঃ পণ্ডি	১০

बिद्धापन ।

রাজকাৰ্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের শাসনকার্য্যে তাইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্পীক্সেও ওয়েড
 টোমহালের কাৰ্য্যান্তত বঙ্গদেশের গবৰ্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপন কাৰ্য্যবিভাগের আশিলে রেজিষ্ট্রারের
 নামে অনুরোধাদি দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আহনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রেসে, থাকার শিখ কোম্পানির বাগীচে প্রকাশিত হইতে পাওয়া যায়।

[Government Gazette, 22nd April 1884.]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল বস্থানকে গবর্নমেন্টের জমো জবুত এডউইল বরিস লুইস সাহেব
কড়ক যুক্তি ও প্রকাশিত হইল।



গবর্ণমেন্ট গেজেট



TUESDAY, APRIL 29, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২৯ আশ্বিন।

CONTENTS

	PAGE.	নির্ধারিত।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India...	53-55	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	৫৩-৫৫
PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut.-Governor of Bengal ...	409-429	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	৪০৯-৪২৯
PART III.—Acts of the Legislative Council of India ...	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	নাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India ...	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council ...	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	নাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council ...	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	নাই।
PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue ...	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র ...	নাই।
PART VIII.—Advertisements ...	435-449	অষ্টম খণ্ড।—ইন্টিফাইং প্রজ্ঞাপ্তি ...	৪৩৫-৪৪৯
SUPPLEMENT ...	Nil.	পরিমিত গবর্ণমেন্ট গেজেট ...	নাই।

PART I.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রজ্ঞাপ্তি।

HOME DEPARTMENT.

NOTIFICATIONS.—PUBLIC.

Simla, the 17th April 1884.

No. 620.—Under the provisions of Section 17 of the Indian Arms Act, 1878, the Governor-General in Council is pleased to make the following rule:—

134. Licenses to possess and carry arms in places to which Section 15 of the Indian Arms Act, 1878, applies may be granted by the District Magistrate, on plain paper and without fee, to the heirs of persons to whom arms have been presented by or under the orders of Government, in respect of any such arms which they may inherit. Such licenses shall be granted in Form VIII prescribed by Rule 13.

MEDICAL.

The 18th April 1884.

No. 159.—The services of Surgeon T. R. Macdonald, M.B., are placed temporarily at the disposal of the Government of Bengal.

JUDICIAL.

The 17th April 1884.

No. 513.—The Hon'ble Romesh Chunder Mitter, B.L., a Judge of the High Court of Judicature at Fort William in Bengal, has obtained privilege leave for three months, with effect from the 15th May next, or from any subsequent date on which he may avail himself of it.

A. MACKENZIE,

Secretary to the Govt. of India.

DEPARTMENT OF FINANCE AND COMMERCE.

NOTIFICATION.

Simla, the 18th April 1884.

No. 332.—Babu Ishan Chandra Basu having been appointed to officiate as Assistant Accountant-General, Bengal, assumed charge of his duties before noon on the 3rd April 1884.

No. 333.—Mr. T. H. Biggs having been appointed to officiate as Assistant Comptroller-General, made over charge of his duties as Officiating Assistant Accountant-General, Bengal, to Mr. O. T. Barrow, B.C.S., after noon on the 7th April 1884.

D. M. BARBOW,

Secy. to the Govt. of India.

হোম ডিপার্টমেন্ট।

বিজ্ঞাপন।—পবলিক।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ১৭ আপ্রিল।

১২০ নম্বর।—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জৈয়ত গবর্নর জেনরল সাহেব ভারতবর্ষীয় অজ্ঞাবিবয়ক ১৮৭৮ সালের আইনের ১৭ ধারার বিধানমতে নিম্নলিখিত বিধি প্রণয়ন করিলেন।

১৩ ক। গবর্নমেন্ট কর্তৃক কিম্বা গবর্নমেন্টের আজ্ঞাক্রমে যীহাদিগকে অজ্ঞাদি দান করা গিয়াছে তাঁহাদের যে উত্তরাধিকারিরা সেই অজ্ঞাদি উত্তরাধিকার করিতে পারেন তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষীয় অজ্ঞাবিবয়ক ১৮৭৮ সালের আইনের ১৫ ধারায়ের স্থানে বর্জ্যে সেই স্থানে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব শাদা কাগজে ও ফী না লইয়া অজ্ঞাদি রাখবার ও বহন করিবার লাইসেন্স দিতে পারিবেন। উক্ত লাইসেন্সপত্র বিধির ১৩ ধারার নিম্নিষ্ট ৮ পাঠে দেওয়া যাইবে।

চিকিৎসা বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ১৮ আপ্রিল।

১৫৯ নম্বর।—সর্জন জৈয়ত টি, আর, মাকডনাল্ড সাহেব, এম, বি, কিয়ৎকালের নিমিত্তে বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

জুডিশিয়াল।

১৮৮৪ সাল ১৭ আপ্রিল।

৫১৩ নম্বর।—বঙ্গদেশস্থ কে ট ডিলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের অজমালায়র জৈয়ত রমেশচন্দ্র মিত্র, বি, এল, আগামি মে মাসের ১৫ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটি পাইলেন।

এ, বাকেল্লি,

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

রাজস্ব ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় কার্যবিভাগ।

বিজ্ঞাপন।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ১৮ আপ্রিল।

৩৩০ নম্বর।—জৈয়ত বাবু কেশানচন্দ্র বসু বঙ্গদেশের আসিষ্ট্যান্ট অ্যাকোউন্ট্যান্ট জেনরলের কর্ম করিতে নিযুক্ত হওয়াতে ১৮৮৪ সালের ৩ আপ্রিলের পূর্বাঙ্কে আপন কর্ম গ্রহণ করিলেন।

৩৩৩ নম্বর।—জৈয়ত টি, এচ, বিগান, সাহেব আসিষ্ট্যান্ট কন্ট্রোলর জেনরলের কর্ম করিতে নিযুক্ত হওয়াতে জৈয়ত ও, টি, বারো, বি, গি, এম, সাহেবের প্রতি ১৮৮৪ সালের ৭ আপ্রিলের অপরাহ্নে বঙ্গদেশের একটিং অ্যাকোউন্ট্যান্ট জেনরলস্বরূপ স্বীয় কর্মের ভারার্ণ করিলেন।

ডি, এম, বারবর,

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

1

1

1

1

1

1

1



গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 29, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২৯ অপ্রিল।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 1965 A.

GENERAL.—*The 10th April 1884.*—Moulvie Syed Husnut Hossein, Temporary Sub-Deputy Collector, Sarun, is transferred to Sasseram, in Shahabad, with effect from the date on which he joined his appointment.

The 11th April 1884.—Baboo Soorjee Coomar Sen, Deputy Magistrate and Deputy Collector, in charge of the Jehanabad sub-division of the Hooghly district, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

Baboo Bemola Charn Bhattacharjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Hooghly, is appointed to have charge of the Jehanabad sub-division of that district, during the absence, on leave, of Baboo Soorjee Coomar Sen, or until further orders.

Baboo Gopal Chander Mookerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Monghyr, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district.

The 12th April 1884.—Mr. H. Holmwood, c.s., reported his departure from India, on special leave, on the 4th instant.

Baboo Khetter Gopal Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Furreedpore, is appointed to perform the functions of a Collector under section 4, Act VII (B.C.) of 1880, in that district.

The 14th April 1884.—Baboo Nadia Chand Dutt acted as Sub-Deputy Collector for 15 days, from the 15th February 1884, for completing the land registration proceedings of the district of Pooree.

The 15th April 1884.—Baboo Annoda Prosad Pattuck, Sub-Deputy Collector, Bankoora, is allowed leave for two months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 8th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Baboo Kali Pado Mookerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Balasore, is vested with the powers of a Collector under section 100 of Act IX (B.C.) of 1880.

Baboo Juggut Chunder Shome, Deputy Magistrate and Deputy Collector, 24-Pergunnahs, is posted temporarily to the Howrah district.

The 16th April 1884.—Baboo Nanda Krishna Bose, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Jamalpoore, Mymensingh, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code.

Baboo Juggo Mohun Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, and Personal Assistant to the Commissioner of the Orissa Division, is posted to the sudder station of the Cuttack district.

Baboo Chunder Seckur Banerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Cuttack, is appointed to act, until further orders, as Personal Assistant to the Commissioner of the Orissa Division.

Baboo Chunder Seckur Banerjee is also appointed to act as an assistant to the Superintendent of the Tributary Mehals, Cuttack, and is vested with the powers of a Deputy Collector in those mehals.

The 19th April 1884.—Moulvie Inded Ali, Sub-Deputy Collector, Maldah, is allowed leave for five days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 9th January last.

Baboo Pran Kissen Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Pooree, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district.

The 21st April 1884.—Mr. J. F. Browne, District and Sessions Judge, 24-Pergunnahs, is allowed leave for six months, under section 61, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 1st May next.

[*Goverment Gazette, 29th April 1884.*]

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেটেনে-ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

১৯৬১ A নম্বর।

সাধারণ—১৮৮৪ সাল ১০ আশ্বিন।—গবর্ণর সাহেবের আদেশক্রমে মন-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মোল্লী টেলগদ হসমৎ হুসেন খীর কর্ম গ্রহণের তারিখ অবধি শাণাইদের অন্তর্গত শাণাইতে মোল্লী হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১১ আশ্বিন।—জালী জিলায় অবধি ৩ কাছাণাইদ মহকুমার কাছারি অধীকৃত ভাবে প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু সুর্য্যকুমার সেন যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি মিলিল কার্যকারকদের ছুটির বিধি ৫ অধ্যায়ে ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু সুর্য্যকুমার সেনের ছুটি প্রাপ্তকালে অধীকৃত ভাবে প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু বিমলাচরণ ভট্টাচার্য্য উক্ত জিলায় অন্তর্গত জাহানাবাদ মহকুমার কাছারি তার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

মুন্সের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উক্ত জিলায় ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১২ আশ্বিন।—শ্রীযুত এচ. গেমউড সার্জেন্ট, সি. এস. বিশেষ ছুটি লইয়া এই মাসের ৪ তারিখে ভারতবর্ষহইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

করীদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ফকরগোপাল রায় উক্ত জিলায় ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৪ ধারামতে কালেক্টরের ক্ষমতাক্রমে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৪ আশ্বিন।—শ্রীযুত বাবু নদের চাঁদ দত্ত পুরী জিলায় ভূমি রেজিস্ট্রারী করণের রূবকারী সমাপ্ত করণার্থে ১৮৮৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি অবধি পনের দিন মন-ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম করিয়াছেন।

১৮৮৪ সাল ১৫ আশ্বিন।—বাঁকুড়ার মন-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু অন্নদাশ্রমান পাঠক এই মাসের ৮ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি মিলিল কার্যকারকদের ছুটির বিধি ৫ অধ্যায়ে ৭২ ধারামতে দুই মাসের ছুটি পাইলেন।

বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু কালীদাস মুখোপাধ্যায় ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১০০ ধারামতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

২৪ পরগনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু জগজ্ঞান মোহ কলিকাতার নিমিত্তে হাওড়া জিলায় অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৬ আশ্বিন।—ময়মনসিংহের অন্তর্গত জামালপুরের একটিং আইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু নন্দকৃষ্ণ বসু মিলিল কার্যকারকদের ছুটির বিধি ৫ অধ্যায়ে ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এল. এফ. মিলার সাহেবের অধীকৃত ভাবে প্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু জগজ্ঞান রায় উক্ত জিলায় সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় সাহেবের অধীকৃত ভাবে প্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু জগজ্ঞান রায় উক্ত জিলায় সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় কটকের মোকামে হাঁসের সফারভেণ্ডে সাহেবের অধীকৃত ভাবে প্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু জগজ্ঞান রায় উক্ত জিলায় সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৯ আশ্বিন।—মালদহের মন-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মোল্লী ইমদাদ আলি গজ জামুয়ারি মাসের ৯ তারিখে অজ্ঞাতে যে ছুটি পান তদবধি মিলিল কার্যকারকদের ছুটির বিধি ৫ অধ্যায়ে ৭২ ধারামতে পাঁচ দিনের ছুটি পাইলেন।

পুরীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু প্রানকৃষ্ণ রায় উক্ত জিলায় ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২১ আশ্বিন।—২৪ পরগনার ডিষ্ট্রিক্ট ও মেশন অফ শ্রীযুত জে. এফ. রোন সাহেব মিলিল কার্যকারকদের ছুটির বিধি ৫ অধ্যায়ে ৬১ ধারামতে আগামি মে মাসের ১ তারিখ অবধি দুই মাসের ছুটি পাইলেন।

[গবর্ণমেন্ট সেক্রেট। ১৮৮৪। ২৯ আশ্বিন।]

Mr. J. G. Charles, Officiating Additional District and Sessions Judge, 24-Pergunnahs and Hooghly, is appointed to act temporarily as District and Sessions Judge, 24-Pergunnahs, *vice* Mr. J. F. Browne, on leave.

Mr. J. Whitmore, Officiating District and Sessions Judge, Furreedpore, is appointed to act temporarily as Additional District and Sessions Judge, 24-Pergunnahs and Hooghly, *vice* Mr. J. G. Charles.

Mr. H. F. Matthews, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Durbhunga, is appointed to act as District and Sessions Judge of Furreedpore, during the absence, on deputation, of Mr. F. J. G. Campbell, or until further orders.

Mr. H. H. Risley, Assistant Commissioner, Manbhoom, on special duty, is appointed to officiate as Under-Secretary to the Government of Bengal, during the absence, on deputation, of Mr. C. W. Bolton, or until further orders.

Baboo Rajani Coomar Dutt, Deputy Magistrate and Deputy Collector, on leave, is appointed to have charge of the Jamalpore sub-division of the Mymensingh district, during the absence, on leave, of Baboo Nanda Krishna Bose, or until further orders.

The Hon'ble C. P. L. Macaulay, Secretary to the Government of Bengal, Financial Department, is allowed leave for two months and twenty-three days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

Mr. E. N. Baker, Officiating Under-Secretary to the Government of Bengal, is appointed to act, in addition to his own duties, as Secretary to the Government of Bengal in the Financial Department, during the absence, on leave, of the Hon'ble C. P. L. Macaulay, or until further orders.

Mr. F. H. Harding, c.s., reported his departure from India, on furlough, on the 25th March 1884.

The 22nd April 1884.—In modification of the order of the 4th instant, Mr. E. E. Lewis, Commissioner, Chittagong Division, is allowed leave for two months and twenty days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 1st proximo, or such subsequent date as he may avail himself of it.

POLICE.—*The 10th April 1884.*—Mr. R. W. Keown, Temporary Assistant Superintendent of Police, Mozufferpore, was on leave, under rule 2, section 136, chapter X of the Civil Leave Code, from the 5th to the 11th December 1883, both days inclusive.

Mr. H. S. Schurr, Assistant Superintendent of Police, is posted temporarily to the sudder station of the 24-Pergunnahs district.

The 15th April 1884.—Mr. H. Munro, District Superintendent of Police, Mozufferpore, is appointed to act in the fourth grade of District Superintendents of Police, with effect from the 1st April 1884, during the absence, on leave, of Mr. B. Rattray, or until further orders.

The 19th April 1884.—Mr. E. B. Baker, Deputy Inspector-General of Police, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 5th proximo, or such subsequent date as he may avail himself of it.

REGISTRATION.—*The 14th April 1884.*—Syed Habibul Hossain is appointed to be Joint Sub-Registrar of Motihari (Kessariya), in the district of Chumparun.

EDUCATION.—*The 17th April 1884.*—Mr. G. A. Stack, Professor, Patna College, on leave, is appointed temporarily to be a Professor in the Presidency College.

Moulvie Abdul Jubbar, Deputy Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be Secretary to the District School Committee of Patna, *vice* Mr. L. P. Shirres.

The 18th April 1884.—In modification of the order of the 19th January last, Baboo Sib Chandra Gui, M.A., Lecturer, Sanskrit College, is appointed to have charge of the current duties of the office of Principal of that institution, during the absence, on leave, of Pundit Mahesa Chandra Nyayaratna, c.i.e., or until further orders.

[Government Gazette, 29th April 1884.]

ঐযুত জে, এক, ব্রান সাহেব দুই লগুনতে ২৪ পরগনা ও হুগলীর একটি আডিনামল ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ঐযুত জে. জি. চার্লস সাহেব কিয়ৎকালের নিমিত্তে ২৪ পরগনার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্তব্য করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ঐযুত জে. জি. চার্লস সাহেবের পরিবর্তে কলিকাতার একটি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ঐযুত জে. উইটমোর সাহেব কিয়ৎকালের নিমিত্তে ২৪ পরগনা ও হুগলীর আডিনামল ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্তব্য করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকাৰ্যোগলক্ষে ঐযুত এক, জে. জি. কাম্বল সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, হারতনার একটি আইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ঐযুত এচ, এফ, বাথিউস সাহেব কলিকাতার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্তব্য করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকাৰ্যোগলক্ষে ঐযুত সি. ডব্লিউ, বোলটন সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় বিশেষ কার্যে নিযুক্ত মানকুমার আশিফাউট কমিশনার ঐযুত এচ, এচ, রিসলো সাহেব বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর কর্তব্য করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ঐযুত বাবু মনকুমার বসুর দুই প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যা ২ অন্য আজ্ঞা না হয়, দুই প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ঐযুত বাবু রাজনীকুমার দত্ত ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত আশানপুর মহকুমার কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

ফিন্যান্সাল ডিপার্টমেন্টে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী মানাবর ঐযুত সি, পি, এল, মেকলে সাহেব যে তারিখে দুই প্রাপ্ত করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের দুই বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারায় নতুন দুই মাস ডেইশ দিনের দুই পাইলেন।

মানাবর ঐযুত সি, পি, এল, মেকলে সাহেবের দুই প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি ছোট সেক্রেটারী ঐযুত ই, এন, বেকার সাহেব আপন কর্মভিত্তিক ফিন্যান্সাল ডিপার্টমেন্টে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারীর কর্তব্য করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ঐযুত এক, এচ, হার্ডিং সাহেব, সি. এস, নিয়মিত দুই লইয়া ১৮৮৪ সালের মার্চ মাসের ২৫ তারিখে ভারতবর্ষহইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

১৮৮৪ সাল ২২ আশ্বিন।—এই মাসের ৪ তারিখের আজ্ঞা পরিবর্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। চট্টগ্রাম খণ্ডের কমিশনার ঐযুত ই, ই, লোইস সাহেব আগামী মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে দুই প্রাপ্ত করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের দুই বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারায় নতুন দুই মাস বিশ দিনের দুই পাইলেন।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১০ আশ্বিন।—মজফপুরের পোলীসের কিয়ৎকালীন আশিফাউট সুপারিন্টেন্ডেন্ট ঐযুত আর, ডব্লিউ, কেওন সাহেব সিভিল কার্যকারকদের দুই বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৬ ধারার ২ প্রকরণমতে ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসের ৫ তারিখ অবধি ১১ তারিখ পর্যন্ত দুই লইয়া ছিলেন।

পোলীসের আশিফাউট সুপারিন্টেন্ডেন্ট ঐযুত এচ, এস, শর সাহেব কিয়ৎকালের নিমিত্তে ২৪ পরগনা জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৫ আশ্বিন।—ঐযুত বি, রাষ্ট্রে সাহেবের দুই প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মজফপুরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট ঐযুত এচ, মনরো সাহেব ১৮৮৪ সালের ১ আশ্বিন অবধি পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টদের চতুর্থ শ্রেণীতে কর্তব্য করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৯ আশ্বিন।—পোলীসের ডেপুটী ইন্সপেক্টর-জেনারেল ঐযুত ই, বি, বেকার সাহেব আগামী মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে দুই প্রাপ্ত করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের দুই বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারায় নতুন দুই মাসের দুই পাইলেন।

রেজিষ্ট্রারী করণ বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৪ আশ্বিন।—ঐযুত সৈয়দ হাবিবুল হুসেন চান্দার জিলার অন্তর্গত রতিহারি (কেসেরিয়ার) আইন্ট সব-রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৭ আশ্বিন।—দুই প্রাপ্ত পাটনা কলেজের অধ্যাপক ঐযুত জি. এ, স্কট সাহেব কিয়ৎকালের নিমিত্তে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ঐযুত এল, পি, শিরেস সাহেবের পরিবর্তে ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী-কালেক্টর ঐযুত মোলবী আবদুল অকর পাটন; জিলার সুল কমিটির সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৮ আশ্বিন।—গত আশ্বিন মাসের ১৯ তারিখের আজ্ঞা পরিবর্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। ঐযুত পণ্ডিত মহেশচন্দ্র নারায়ণ, সি, আই, ইর দুই প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, সংস্কৃত কলেজের উপদেশক ঐযুত বাবু শিবচন্দ্র গুই, এম, এ, উক্ত কলেজের প্রিন্সিপালের আফিসের চলিত কর্মের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৯ আশ্বিন।]

PORT TRUST.—*The 15th April 1884.*—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mr. F. Prestage of his appointment as a Commissioner for making Improvements in the Port of Calcutta.

MEDICAL.—*The 14th April 1884*—Assistant Surgeon Kally Dass Bose, a Supernumerary at the Presidency, is allowed leave for two months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

MUNICIPAL.—*The 5th April 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the English Bazar Municipality, in the district of Malda, of Baboo Bhoirubnath Palit, Deputy Magistrate and Deputy Collector, to be their Vice-Chairman.

The 7th April 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Berhampore Municipality of Baboo Mohendra Nath Mukerjee to be their Vice-Chairman.

The 8th April 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Chattra Municipality, in the district of Hazaribagh, of Baboo Sharada Persad Ghose to be their Vice-Chairman.

The 12th April 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Soory Municipality, in the district of Bechhoom :—

Baboo Dhon Krishna Ghose, M.A., B.L.		Baboo Hem Nath Das, B.L.
Baboo Nemye Chunder Saha.		

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Shyama Das Mazoomdar.		Baboo Nabin Chunder Chatterjee.
-----------------------------	--	---------------------------------

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the Comillah Municipality :—

Baboo Mohini Mohun Burdhan, B.L.		Baboo Hari Mohun Guha.
„ Shub Chunder Aich.		„ Raj Mohun Mitra.
Baboo Karlash Chunder Dutta, M.A., B.L.		

The 11th April 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Ranchee Municipality of Mr. A. W. Mackie, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, to be their Vice-Chairman.

Baboo Gouri Sunkar Ghosal is re-appointed to be a Commissioner of the Baraset Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Rajkrishna Ghosal.		Munshi Rafiuddin.
„ Mohendranath Ghosal.		Baboo Chunder Nath Bannerjee.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Barripore Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs, of Baboo Prasunno Coomar Banerjee to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Kali Kumar Roy Chowdhry.		Baboo Nibaran Chandra Mitra.
„ Nim Narain Mitra.		„ Debnarain Dutta.
Baboo Eshan Chunder Dutta.		

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Hooghly and Chinsurah Municipality of Baboo Dwarkanath Chuckerbutty to be their Vice-Chairman.

পোর্ট ট্রাঙ্ক বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ১৫ আগ্রিল ।—জীযুত এফ, প্রেস্টেজ সাহেব কলিকাতা বন্দরের উৎকর্ষ সাধনার্থ কমিশ্যনের খরচ স্বীয় পক্ষ ভাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গৃহণ করিলেন ।

চিহ্নিত বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ১৪ আগ্রিল ।—রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিস্ট্যান্ট সর্জন জীযুত কালিদাস বসু যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কাগাকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে ছুটী মাগের ছুটী পাইলেন ।

মুনিসিপল বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ৫ আগ্রিল ।—মালদহ জিলার অন্তর্গত ইংরেজবাজার মুন্সি-পালিটীর কমিশ্যনরের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী-কালেক্টর জীযুত বাবু টেকবনাথ পালিতকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করার জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ৭ আগ্রিল ।—বরহমপুর মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরের জীযুত বাবু মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করতে জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ৮ আগ্রিল ।—তাজারীবাগ জিলার অন্তর্গত চাক্রা মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরের জীযুত বাবু শরদাশ্রমাদ ঘোষকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করার জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ১২ আগ্রিল ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বীরভূম জিলার অন্তর্গত শিউড়ি মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।—

জীযুত বাবু ধর্মকৃষ্ণ ঘোষ, এম, এ, ও দি, এল, । | জীযুত বাবু হেমনাথ দাস, দি, এল ।

জীযুত বাবু নিমাইচন্দ্র শাণী ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন ।—

জীযুত বাবু শ্যামাশ্রম মজুমদার । | জীযুত বাবু নবীন চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা কলিকাতা মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন ।—

জীযুত বাবু বোতিনীমোহন বসু, বি, এল, । | জীযুত বাবু হরিমোহন গুহ ।

” ” শিবচন্দ্র আইচ । | ” ” রাজমোহন মিত্র ।

জীযুত বাবু টেলার্স চন্দ্র দত্ত, এম, এ, ও দি, এল, ।

১৮৮৪ সাল ১৪ আগ্রিল ।—রাধা মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরের একটিং জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত এ, ডবলিউ, মেকার্থী সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করতে জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

জীযুত বাবু গৌরীশঙ্কর ঘোষাল ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত বারানত মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন ।—

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।—

জীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ ঘোষাল । | জীযুত মুনশী রফাউদ্দীন ।

” ” মহেন্দ্রনাথ ঘোষাল । | ” বাবু চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত বাকইপুর মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরের জীযুত বাবু প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করার জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন ।—

জীযুত বাবু কালীকুমার রায় চৌধুরী । | জীযুত বাবু নিবারণ চন্দ্র মিত্র ।

” ” নিমনারায়ণ মিত্র । | ” ” দেবনারায়ণ দত্ত ।

জীযুত বাবু দেশান চন্দ্র দত্ত ।

হুগলী ও চুটড়া মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরের জীযুত বাবু দ্বারকানাথ চক্রবর্তিকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করার জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২৯ আগ্রিল ।]

ROAD CESS.—*The 7th April 1884.*—The gentlemen named below are appointed to be members of the Goalundo Branch Road Committee, in the district of Furreedpore :—

Baboo Mahendro Nath Mallik, Inspector of Police (*ex-officio*), vice Baboo Sital Chandra Sauyal, transferred.

„ Kesaba Chandra Datta, vice Baboo Rasik Lal Das, deceased.

„ Giris Chandra Majumdar, vice Baboo Unes Chandra Majumdar, deceased.

The 9th April 1884.—Mr. K. H. Stephen, Assistant Engineer, Public Works Department, Irrigation Branch, is appointed to be an *ex-officio* member of the Sewan Branch Road Committee, in the district of Sarun.

The 11th April 1884.—Baboo Ram Chunder Mukerjee is appointed to be Vice-Chairman of the Nuddea District Road Committee.

The 14th April 1884.—Mr. E. Stonewig is appointed to be a member of the Hajeeapore Branch Road Committee, vice Mr. R. Brown, resigned.

Mr. T. M. Cockburn is appointed to be a member of the Sasseram Branch Road Committee, vice Mr. Morton, resigned.

The following notifications are republished from the *Assam Gazette* :—

No. 3.—The 9th April 1884.—Mr. W. E. Ward made over charge of the office of Judge and Commissioner of the Assam Valley Districts to Mr. C. J. Lyall in the forenoon of the 2nd April 1884.

No. 4.—Mr. L. E. Fabre-Tonnerre reported his departure from India, on furlough, on the 30th March 1884.

F. B. PRACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 21st April 1884.—Mr. J. R. Douglas is appointed to be Port Officer of False Point and Pooree, and Superintendent of Customs, False Point, in place of Mr. T. Geary retired, with effect from the 1st instant

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 11th April 1884.—Whereas a notification, dated the 27th November 1883, was published at page 1254, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 12th December last, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm certain bye-laws framed by the Rajshahye District Road Committee under section 180 of the Cess Act, IX (B.C.) of 1880, and whereas no objections have been raised to the bye-laws, it is now notified for general information that they are confirmed.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 14th April 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, in the exercise of the powers vested in him by section 180 of Act IX (B.C.) of 1880, to confirm the following bye-laws which have been framed by the District Road Committee.
[*Government Gazette, 29th April 1884.*]

পঞ্চম দিবসক।—১৮৮৪ সাল ৭ অপ্রিল।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা করীদপুর জিলার অন্তর্গত গোয়ালদেব শাখা পথ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুক্ত বাবু শীতলচন্দ্র সাহায্যাল স্বানাম্বরে প্রেরিত হইতে গোয়ালদেব ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র মল্লিক (স্বীয় পদোপলক্ষে)।

বাবু রসিকলাল দাসের মৃত্যু হওয়াতে শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র দত্ত।

বাবু উমেশচন্দ্র মজুমদারের মৃত্যু হওয়াতে শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র মজুমদার।

১৮৮৪ সাল ৯ অপ্রিল।—পাবলিক ওকস ট্রিপার্টমেন্টের জনসেচন শাখার অফিসার টি ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত কে, এচ, ফীফেন সাহেব স্বীয় পদোপলক্ষে সাগুন জিলার অন্তর্গত মেওয়ারের শাখা পথ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১১ অপ্রিল।—শ্রীযুক্ত বাবু রায়চন্দ্র মুখোপাধ্যায় নদীয়া জিলার পথ কমিটির প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৪ অপ্রিল।—শ্রীযুক্ত আব, ব্রৌন সাহেব কর্ম্য ভাগ করিতে শ্রীযুক্ত ই, টোনউইং সাহেব হাজিপুরের শাখা পথ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত জে, মর্টন সাহেব কর্ম্য ভাগ করিতে শ্রীযুক্ত টি, এম, কোবর্ণ সাহেব মালীরাবের শাখা পথ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আগাম গেজেটে হইতে উদ্ধৃত করা গেল।—

৩ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ৯ অপ্রিল।—শ্রীযুক্ত ডবলিউ, ই, ওয়ার্ড সাহেব শ্রীযুক্ত সি, জে, লায়ল সাহেবের প্রতি ১৮৮৪ সালের ২ অপ্রিলের পূর্বে আসাম উপত্যকা জিলার জেজ ও কমিশনারের কমন্সের ভারাপণ করিলেন।

৪ নম্বর।—শ্রীযুক্ত এল, টি, ফেবর-টনের সাহেব নিয়মিত ছুটি লইয়া ১৮৮৪ সালের ৩০ মার্চ তারিখ বর্ষহইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

এফ, বি, পোন্স,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২১ অপ্রিল।—শ্রীযুক্ত টি, গিয়ারী সাহেব কর্ম্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে শ্রীযুক্ত জে, আর, ডগলাস সাহেব এই মাসের ১ তারিখ অবসর ফলস-পাইট ও পুর্নী বন্দরের কর্তৃ ফের এবং ফলস-পাইটের কমন্সের সুপারভেণ্ডেন্টের পদে নিযুক্ত হইলেন।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১ অপ্রিল।—করবিষয়ক ১৮৮৩ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে রাজশাহী জিলার পথ কমিটির প্রণীত এক উপনিষদ দৃঢ় করণার্থে শ্রীযুক্ত লেফটেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৩ সালের ২৭ নবেম্বরের এক বিজ্ঞাপন গত ডিসেম্বর মাসের ১৮ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১১৫৭ পৃষ্ঠার প্রকাশ করা গেল ও উক্ত উপনিষদ সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের আগ্রহের এইক্ষণে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সেই উপনিষদ দৃঢ় করা গেল।

ই, এল, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৪ অপ্রিল।—সাধারণের অবগত্যার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুক্ত লেফটেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৮৩ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে প্রবৃত্ত কমতানুগারে কার্য করিয়া তিনি এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে [গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৯ অপ্রিল।]

Committee of Bankoora at a meeting, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the publication of this notification :—

Bye-laws.

1. No person shall damage or encroach on any part of a district road or its side ditches by taking earth from, cultivating crops, or placing a fence on it or them.
2. No person shall tether any cattle on any district road, and the owner of any cattle found tethered shall be held to have allowed his cattle to be tethered there.
3. No person shall, without the special permission of the Chairman or Vice-Chairman, cut any part of a district road.
4. No person shall wilfully destroy or damage any tree on any district road, or any fence erected for the protection of such tree, and no person shall remove or damage any post or fence erected on any district road.
5. Drivers of elephants and camels shall move off the district roads to a reasonable distance whenever they see a horse approaching.
6. Any person committing a breach of the above bye-laws shall be liable to a fine under clause 2 of section 180 of Act IX (B.C.) of 1880.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal

NOTIFICATION.

The 9th April 1884.—Whereas a notification was published in the *Calcutta Gazette* of the 26th December 1883, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of the Bengal Vaccination Act V (B.C.) of 1880 to the Municipalities of Deoghur and Sahibgunge, and the towns of Doonka and Rajmehal, in the Sonthal Perguunahs district, and whereas no objection has been raised to the measure, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 1 of the said Act, the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the provisions of the Act to the above places with effect from the 1st May 1884.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 9th April 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 78, Act V (B.C.) of 1876, and in compliance with the recommendation of the Commissioners of the Nuddea Municipality made at a meeting, the Lieutenant-Governor intends to sanction the levy by the Commissioners of the said municipality of a fee not exceeding that prescribed by section 134 of the Act on the registration of all carts kept or habitually used within the municipality, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification within the municipality.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 10th April 1884.—Whereas a notification was published at page 194, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 16th January 1884, declaring the Lieutenant-Governor's intention to sanction the imposition by the Commissioners of the Berhampore Municipality, in the district of Moorshedabad, of a tax under section 122 of Act V (B.C.) of 1876 on carriages and horses and other animals mentioned in the third schedule of the Act, and whereas no

[*Government Gazette, 29th April 1884.*]

সকল পিণ্ড কার্যে দর্শন না গেলে ঝাড়পাড়া জিলার সভাগত পথ কমিটীর প্রণীত মিল্লিখিত কএক যুক্তি উপবিধি দৃঢ় কারবার কল্পনা করিয়াছেন।

উপনিদি।

১। কোন ব্যক্তি জিলার কোন পথের কোন অংশ বা তৎপার্শ্ব খানাহাতে বাচী লইয়া বা তাহাতে শস্য বুনিয়াদ কিম্বা তাহাতে বেড়া দিয়া তাঁহার ক্ষতি করিবে না বা তাহা চাপিয়া লইবে না।

২। কোন ব্যক্তি জিলার কোন পথে গবাদি বাধিয়া দিবে না ও জিলার কোন পথে গবাদি বাধা দেখা গেলে, গবাদির স্বামী আন গবাদি তথায় বাধিয়া দিতে বলিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

৩। কোন ব্যক্তি সভাপতির বা প্রতিনিধি সভাপতির বিশেষ অনুমতি বিনা জিলার কোন পথের কোন অংশ কাটিবে না।

৪। কোন ব্যক্তি জিলার পথের ধারের কোন গাছ কিম্বা ষাঁড় রক্ষার্থে যে যে কঠোরাদিগণ গিয়াছে তাহা ইচ্ছাপূর্বক নষ্ট বা তাহার ক্ষতি করিবে না ও কোন ব্যক্তি জিলার পথের ধারে নির্দিষ্ট কোন স্তম্ভ বা বড়া সরাইয়া ফেলিবে না বা তাহার ক্ষতি করিবে না।

৫। হস্তী ও উষ্ট্র চালকেরা ঘোড়া গাড়িতেছে দেখিলে জিলার পথহইতে যুক্তিসঙ্গত দূরে যাইবে।

৬। কোন ব্যক্তি উক্ত সকল উপনিধি লঙ্ঘন করিলে ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারার ২ প্রকরণমতে তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৯ আশ্বিন।—সাঁওতাল পরগণা জিলার অন্তর্গত দেওনব ও সাহেবগঞ্জ মুন্সিপালিটিতে এবং চুমকা ও রাওমহাল নগরে বঙ্গদেশ গোবীন্দ টিকাদান বিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের বিধান প্রচলিত করণার্থে জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অতিপ্রাণ প্রকাশক এক বিজ্ঞাপন ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসের ২৬ তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা গেলেন ও তৎপ্রচলন সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ১ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কাগ্য করিয়া তিনি ১৮৮৪ সালের ১১ মে অবধি তাহা প্রচলিত হইবার আজ্ঞা করিলেন, সাধারণের অবগত্যর্থ্যে এ প্রকারিহা প্রকাশ করা গেল।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৯ আশ্বিন।—সাধারণের অবগত্যর্থ্যে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে; নদীয়া মুন্সিপালিটিতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত বিপক্ষ কার্যে দর্শন না গেলে জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৭৮ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া এবং নদীয়া মুন্সিপালিটির সভাগত কমিশ্যনরদের অস্থ-রোধক্রমে তিনি, উক্ত মুন্সিপালিটির মধ্যে যে সকল গরুরগাড়ী রাখা যায় ও নিয়ত ব্যবহার হয় তাহা রেজিষ্টারী করিয়া উক্ত আইনের ১৩৪ ধারার নির্দিষ্ট ফীর অনধিক উক্ত কমিশ্যনরদের দ্বারা আদায় হইবার অনুমতি দিতে কল্পনা করিয়াছেন।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১০ আশ্বিন।—মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত বরহমপুর মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরদের দ্বারা ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের তৃতীয় তফসিলের লিখিত গাড়ীর, ঘোড়ার ও অন্যান্য অন্তর উপর উক্ত আইনের ১২২ ধারামতে টাঁক রাখা হইবার অনুমতিস্বত্ব জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অতিপ্রাণ প্রকাশক এক বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের জানুয়ারি মাসের ১৬ তারিখের কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ১৯৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেন ও উক্ত মুন্সিপালিটিতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার

[গবর্ণমেন্ট গেজেট ১৮৮৪। ২৯ আশ্বিন।]

objection has been raised to the proposal within one month from the publication of the above notification within the municipality, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 78 of the Act, the Lieutenant-Governor sanctions the imposition by the said Commissioners of a tax on carriages, horses, and other animals at rates not exceeding those specified in the said schedule.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 12th April 1884.—It is hereby notified for general information that so much of the notification, dated the 23rd May 1882, published in the *Calcutta Gazette* of the 7th June 1882, regarding the resumption of certain ferries in the Tipperah district as relates to the ferries over the Bijni, Sheni and Rogni, is cancelled.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 14th April 1884.—It is hereby notified for general information that, in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Culna Municipality made at a meeting, and in the exercise of the powers conferred upon him by section 10 of the Bengal Municipal Act, V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor intends to revise the boundaries of the said municipality, so as to withdraw the villages of Goora, Nalhooger, Talbana and Pooronohat, named in the margin from the operation of the Act, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification within the aforesaid municipality.

The revised boundaries of the municipality will be as follows:—

On the north the Labbanga Beel, the khal that passes eastwards from the beel by the north of the indigo factory, and the khal that passes from the Kadrar Beel to the Bhagirathy and the Bhagirathy; on the east the Bhagirathy, the burial ground, the road that passes by the east of the Mission house, and by the west of Dood Bibi's tank and that portion of the road called the Mujish Sahib's Dighi road, passing southward from its junction with the above mentioned road. On the south a line drawn between the southern boundaries of the Mujish Sahib's Dighi, Mollapara, Ayma, Lakhonpara, Jewdhara, Barooipara, Modhubone, Amlapokar, Bora Mitropara, Chota Mitropara and Boresoona and the northern boundaries of Arrah Shapore, Jewdhara cornfields, Sarva Mangola, Ramessurpore, Koldanga, Dharmodanga, Meerpore, Rungpara and Patty Khojhat; and on the west Pooranahat, the lane which passes southwards by the west of the residence of the Sub-Divisional Officer, and the villages of Talbana and Goora.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 16th April 1884.—Whereas a notification, declaring the Lieutenant-Governor's intention to direct that all deaths occurring within that part of the district of Darjeeling which lies to the west of the Teesta river shall be registered under Act IV (B.C.) of 1873, was published in the *Calcutta Gazette* of the 9th January last, and whereas no objections have been raised to the proposed measure, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred upon him by section 1 of the said Act, the Lieutenant-Governor is pleased to direct that all deaths occurring in the above mentioned area shall be registered under the said Act with effect from the 1st May 1884.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, জি.ইউ.সে.লেনেটে গবর্নর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ৭৮ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য করিয়া তিনি উক্ত কমিশনারদের কর্তৃক উক্ত আইনের তৃতীয় তফসীলের লিখিত হারের অধিক হারে গাড়ী, বোড়া ও অন্যান্য জন্তর উপর টোল ধাৰ্য্য হইবার অনুমতি দিলেন।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটি সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ আশ্বিন।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ১৮৮২ সালের জুন মাসের ১৩ তারিখের বিজ্ঞাপন গবর্নমেন্ট গেজেটে প্রকাশিত ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত কএক খোয়াঘাট রাজকীয় খোয়াঘাট করণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১৩ বের বিজ্ঞাপনের যে অংশ বিজনী, শেনী ও রানী নদীর খোয়াঘাটের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে সেই অংশ রহিত করা গেল।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটি সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৪ আশ্বিন।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে কালনা মুনিসিপালিটিতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপাক কারণ দর্শান না গেলেন কালনা মুনিসিপালিটির সভাগত কমিশনারদের অনুরোধক্রমে এবং জি.ইউ.সে.লেনেটে গবর্নর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশের মুনিসিপাল বিষয়ক ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ১০ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য করিয়া তিনি উক্ত আইনের কার্যপ্রচলন চইতে পার্বলিখিত কএক গ্রাম ভাগ করিয়া উক্ত মুনিসিপালিটির সীমা নশোৎসন্ন কারবার কল্পনা করিয়াছেন।

ওরা, নিভুলি, ভালবনা ও পুনাব-
ঘাট।

উক্ত মুনিসিপালিটির সংশোধিত সীমা এইরূপ হইবে,—

উত্তর সীমা লাভাজা বিল, উক্ত বিলহইতে নীলকুঠীর উত্তরদিক। পূর্বমুখে যে খাল বার তাহা, এবং কদরার বিলহইতে তাগিরখী পথান্ত যে খাল বার তাহা ও তাগিরখী, পূর্ব সীমা তাগিরখী, কবর-স্থান ও মিশন হোসের পূর্বদিক দিয়া ও ছদ্ম বিঘর পুষ্করিণীর পশ্চিমদিক দিয়া যে পথ বার তাহা এবং মজলিশ সাহেবের দাখীর পথ নামক পথের যে অংশ উপরোক্ত পথের সহিত সংযোগ স্থান হইতে দক্ষিণমুখে বার সেই অংশ। দক্ষিণ সীমা মজলিশ সাহেবের দাখী, মোল্লাপাড়া, আরমা, লক্ষ্মণ-পাড়া, জিউধারা, বাকুইপাড়া মধুবন, আমলাপুকুর, বড় মিজপাড়া, ছোট মিজপাড়া ও বোল্‌নার দক্ষিণ সীমার এবং আরামাঠপুর, জিউধারা, শমাকুণ্ড, সর্বমজল, রামেশ্বরপুর, কোলডাঙ্গা, ধর্মডাঙ্গা, বীরপুর, রজপাড়া ও পটী খোয়াঘাটে উত্তর সীমার মধ্যে ঢাকা রেখা, এবং পশ্চিম সীমা পুরানঘাট ও মহকুমা কর্তৃপক্ষের বাসস্থানের পশ্চিমদিক দক্ষিণমুখে যে গলি পথ বার তাহা ও ভালবনা ও ওরাগ্রাম।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটি সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৬ আশ্বিন।—দার্জিলিং জিলার যে অংশ তিষ্ঠা নদীর পশ্চিমদিকে আছে সেই অংশে ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনমতে যুক্ত রেজিষ্টারী করিতে হইবে এই আদেশক্রমে জি.ইউ.সে.লেনেটে গবর্নর সাহেবের অতিপ্রায় প্রকাশক এক বিজ্ঞাপন গত আশ্বিন মাসের ৯ তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা গেল ও উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, জি.ইউ.সে.লেনেটে গবর্নর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য করিয়া তিনি ১৮৮৪ সালের ১ মে অবধি উক্ত আইনমতে উপরোক্ত স্থানে যুক্ত রেজিষ্টারী করিবার আজ্ঞা করিলেন।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটি সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২২ আশ্বিন।]

NOTIFICATION.

The 16th April 1884.—Whereas a notification declaring the Lieutenant-Governor's intention to sanction the levy by the Commissioners of the Pubna Municipality of a tax under section 122 of Act V (B.C.) of 1876 on four-wheeled carriages which are kept or habitually used in the municipality was published in the *Calcutta Gazette* of the 13th February 1884, and whereas no objection has been raised to the measure, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 78 of the Act, the Lieutenant-Governor sanctions the imposition of a tax on four-wheeled carriages in the Pubna Municipality at rates not exceeding those specified in the third schedule of the Act.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 19th April 1884.—The Lieutenant-Governor is pleased, under section 35, Regulation VII of 1822, to vest canal officers of the Sone Circle of the rank of Executive Engineers and Assistant Engineers in charge of divisions with the powers of a Collector for the purposes specified in section 22, Regulation XII of 1817, i.e., of enabling them to require the attendance, &c., of putwarics and production of village papers in connection with canal assessments or canal rate collections.

A. P. MacDONNELL,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 21st April 1884.—It is hereby notified for general information that the police station at Badalgachi, in the district of Bogra, has been removed to Nawabganj, and that the thana will be called by the name of the Nawabganj Thana in future.

A. P. MacDONNELL,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 22nd April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for excavating a tank within the limits of the villages Daulatgunge and Jevannagar, pergunnah Ukhra, ebakla Mutnaree, zillah Nuddea, for the use of the inhabitants of those villages, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 2 bigahs and 5 cottahs of standard measurement is required within the aforesaid villages Daulatgunge and Jevannagar. The land is bounded on the east by the house of Sreekantha Doss and the land belonging to Behary Lall Datta; on the north by the houses of Sreeputty Chukerbutty and Bykanta Law; on the west by the lands belonging to Baboo Nafor Chandra Pal Chowdhury and Behary Lall Datta; and on the south by the lands of Joykally Chowdhurane, Baboo Shyam Chandra Law, and Baboo Nafor Chandra Pal Chowdhury.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

A. P. MacDONNELL,

Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

The 22nd April 1884.

To—Calcutta.

To—Bengal.

From—Bombay.

From—General Secretary.

GOVERNMENT of India have sanctioned enforcement of quarantine rules at Aden against vessels from Calcutta and Bassem. Letter follows.

A. P. MacDONNELL,

Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette, 29th April 1884.*]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৬ আশ্বিন।—পারনা মুনিসিপালিটির মধ্যে চারিচাকার যে সকল গাড়ী রাখা যায় বা নিয়ত ব্যবহার হয় তাহার উপর উক্ত মুনিসিপালিটির কমিশনারদের দ্বারা ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ১২২ ধারামতে ট্যাক্স আদায় করিবার আদেশস্বত্ব জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অধিপ্রায় প্রকাশক এক বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারির কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা গেলেও উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ৭৮ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তিনি পারনা মুনিসিপালিটির মধ্যে চারিচাকার গাড়ীর উপর উক্ত আইনের তৃতীয় ভুক্তমিলের নির্দিষ্ট হারের অনধিক হারে ট্যাক্স ধার্য্য করিবার অনুমতি দিলেন।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৯ আশ্বিন।—খণ্ডের কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত এক্সেসিটিব ইঞ্জিনিয়ার ও আসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার প্রণীর গোণচক্রের খালের কর্তৃপক্ষেরা ১৮৭৭ সালের ১২ আইনের ২২ ধারার নির্দিষ্ট কার্য্যপক্ষে অর্থাৎ পাটওয়ারীদের উপস্থিত প্রভৃতি হইবার ও খালের রেটধায়া বা খালের রেট আদায় করণ সংক্রান্ত গুমের কাগজপত্র দাখিল করিবার আদেশ করিতে পারেন এই নিমিত্তে জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৭২ সালের ৭ আইনের ৩৫ ধারামতে তাহাদিগকে কালেক্টরের ক্ষমতা দিলেন।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২১ আশ্বিন।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, বগুড়া জিলার অন্তর্গত কমলগাতীস্থ পৌলীস থানা নবাবগঞ্জে উঠিয়া গিয়াছে ও উক্ত থানা এই অবধি নবাবগঞ্জ থানা নামে খ্যাত হইবে।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২২ আশ্বিন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ নদীয়া জিলার অন্তর্গত মাটিয়ারি চাকলার ডাখা পরগনার দৌলংগঞ্জ ও জীবননগর গ্রামের সীমান মধ্যে ঐ গ্রামের লোকদের ব্যবহারার্থে পুষ্করিণী খনন করণার্থে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের দিকট এই জন্য প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকার কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত দৌলংগঞ্জ ও জীবননগর গ্রাম কতিপয়ে হানাদিক ২০ কাঠা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির পূর্ব সীমা জীকান্ত দাসের বাড়ী ও হারীলাল দত্তের জমী, এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির পূর্ব সীমা জীকান্ত দাসের বাড়ী ও হারীলাল দত্তের জমী, উত্তর সীমা জীপতি চক্রবর্তীর ও বৈকুণ্ঠ লাচার বাড়ী, পশ্চিম সীমা বারু নরসিংপাল চৌধুরীর ও বিহারীলাল দত্তের জমী, দক্ষিণ সীমা জরকালী চৌধুরীর, বারু শ্যামচন্দ্র পাণ্ডা ও বারু নরসিংপাল চৌধুরীর জমী।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

১৮৮৪ সাল ২২ আশ্বিন।

বঙ্গদেশ,
কলিকাতা।

বোম্বাইর
সাধারণ সেক্রেটারী সাহেবের টেলিগ্রাম।

কলিকাতা ও বাসিন্দ হইতে যে সকল আত্মজ খায়, ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট এদনে সেই সকল আত্মজের বিকল্পে B. চিহ্নিত কারাটাইন বিধি অবলম্বন করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৯ আশ্বিন।]

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1966 A.

The 11th April 1884.—Baboo Kedar Nath Mazoomdar, Second Subordinate Judge of Midnapore, is transferred temporarily to Furreedpore.

Baboo Nilmoni Nag, Second Munsif of Manickgunge, Dacca, is appointed to be Bent Munsif of that chowkey, and is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50 within the limits of that munsifi, during the absence, on leave, of Baboo Binod Behari Mitter, or until further orders.

Baboo Jogul Kishori De, B.A., B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Dacca, and to be ordinarily stationed at Manickgunge, during the absence, on leave, of Baboo Binod Behari Mitter, or until further orders.

Baboo Bhuban Mohun Gangooly, Second Munsif of Bhanga, in the district of Furreedpore, is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50 within the limits of the Bhanga Munsifi, during the absence, on leave, of Baboo Saroda Prosad Chatterjee.

Baboo Umesh Chander Sen is appointed to act as a Munsif in the district of Furreedpore, and to be ordinarily stationed at Bhanga, during the absence, on deputation, of Baboo Bhuban Mohun Gangooly, or until further orders.

The 16th April 1884.—Baboo Chunder Seekur Banerjee, Officiating Personal Assistant to the Commissioner of the Orissa Division, and an assistant to the Superintendent of the Tributary Mehals, Cuttack, will continue to exercise the powers of a Magistrate of the first class.

Baboo Juggo Mohun Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Cuttack, is vested with the powers of a Magistrate of the first class.

The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by the undermentioned gentlemen of their appointments of Honorary Magistrates of the Sudder Bench of the Jessore district:—

Baboo Umesh Chunder Ghose.		Baboo Mohesh Chunder Banerjee.
Baboo Raghuttam Ghose Chowdhari.		

The following gentlemen are appointed to be Honorary Magistrates for the Bench, and are vested with the powers of a Magistrate of the third class:—

Baboo Mahima Chunder Banerjee.		Baboo Jagabandhu Bhadra.
„ Basanto Kumar Roy Chowdhari.		„ Brojo Prosoud Bose.

The 17th April 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Baboo Baikunto Nath Dey of his appointment of Honorary Magistrate of the Sudder Bench in the district of Howrah.

ERRATUM.—*The 14th April 1884.*—In the order of the 8th January last, published in the *Calcutta Gazette* of the 9th idem, appointing Baboo Bogola Prosunno Mozoomdar, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Siligoree, Darjeeling, to be also a Munsif in the district of Julpigoree, for “Julpigoree” read “Dinsaporee.”

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.—*The 16th April 1884.*—Baboo Jadu Nath Ghose, Third Munsif of Jessore, is allowed leave for 13 days, under section 134, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it.

The 19th April 1884.—Baboo Moti Lall Halidar, Second Munsif of Baripore, in the district of the 24 Pergunnahs, is allowed leave for one month and twelve days, under section 73, rule 2, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 28th April 1884, or from any subsequent date on which he may avail himself of it.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্ট।

১৯৬৬ A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ১১ আশ্বিন।—মেদিনীপুরের দ্বিতীয় সর্ভিসেন্ট জজ জিযুত বাবু কেশবনাথ মজুমদার ক্রিয়াকালের নিমিত্তে ফরীদপুরে প্রেরিত হইলেন।

জিযুত বাবু শিলাদিত্যবিকারী মিত্রের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ জনা আঞ্জা না হয়, তাঁকার অন্তর্গত মানিকগঞ্জের দ্বিতীয় মুনসেফ জিযুত বাবু নীলমনি নাগ সেই চৌকীর খাজানার মোক্তারী বিচার করণার্থে মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইলেন এবং উক্ত মুনসেফীর সীমার মধ্যে ছোট আদালতের বিচার্য ৫০০ টাকা পর্যন্ত মূল্যের মোক্তারী বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

জিযুত বাবু বিমোদবিহারী মিত্রের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ জনা আঞ্জা না হয়, জিযুত বাবু যুগল কিশোর দে, বি, এ, ও বি, এল, তাঁকার জিলায় মুনসেফের কর্তব্য করিতে নিযুক্ত হইয়া সাধারণতঃ মানিকগঞ্জে অবস্থাপিত হইলেন।

জিযুত বাবু শারদাশ্রমদাস চট্টোপাধ্যায়ের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে ফরীদপুর জিলায় অন্তর্গত তাঁকার দ্বিতীয় মুনসেফ জিযুত বাবু ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, তাঁকার মুনসেফীর সীমার মধ্যে ছোট আদালতের বিচার্য ৫০০ টাকা পর্যন্ত মূল্যের মোক্তারী বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

রাঁজকাঠোপালকে জিযুত বাবু ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ জনা আঞ্জা না হয়, জিযুত বাবু উমেশচন্দ্র সেন ফরীদপুর জিলায় মুনসেফের কর্তব্য করিতে নিযুক্ত হইয়া সাধারণতঃ তাঁকার অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৬ আশ্বিন।—উড়িষ্যা খণ্ডের কমিশনার সাহেবের স্বাক্ষরিত একটি আর্ডিন্যান্স ও কটকের পেশকশী মহালের লুপরিটেণ্ডেন্ট সাহেবের আর্ডিন্যান্সে জিযুত বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাক্রমে কর্তব্য করিতে থাকিলেন।

কটকের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিযুত বাবু জগন্মোহন রায় প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা যশোর জিলায় সদর বেঞ্চের স্বতন্ত্র অতিরিক্ত মাজিস্ট্রেটের পদ ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাঁহা গ্রহণ করিলেন।—

জিযুত বাবু উমেশচন্দ্র ঘোষ। | জিযুত বাবু মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

জিযুত বাবু রঘুভদ্র ঘোষ চৌধুরী।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত বেঞ্চ অতিরিক্ত মাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।—

জিযুত বাবু মহিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। | জিযুত বাবু জগবন্ধু ভট্ট।

“ ” বসন্তকুমার রায় চৌধুরী। | “ ” ব্রজপ্রসাদ বসু।

১৮৮৪ সাল ১৭ আশ্বিন।—জিযুত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দে হাবড়া জিলায় সদর বেঞ্চের অতিরিক্ত মাজিস্ট্রেটরূপে স্বীয় পদ ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাঁহা গ্রহণ করিলেন।

অশুদ্ধশোধন।—১৮৮৪ সাল ১৪ আশ্বিন।—মাজিস্ট্রেটের অন্তর্গত শিলিগুড়ির ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিযুত বাবু বগলাপ্রসন্ন মজুমদারকে জনপাইগুড়ি জিলায় মুনসেফের পদেও নিযুক্ত করণ বিষয়ক গত জানুয়ারি মাসের ৮ তারিখের যে আঞ্জা ঐ মাসের ১৫ তারিখের বাজালা গবর্নমেন্ট গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহাতে “জনপাইগুড়ি” শব্দের পরিবর্তে “দিনাজপুর” পাঠ করিতে হইবে।

মুনসেফের ছুটি।—১৮৮৪ সাল ১৬ আশ্বিন।—যশোরের তৃতীয় মুনসেফ জিযুত বাবু যদুনাথ ঘোষ, যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৫ ধারামতে তের দিনের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৯ আশ্বিন।—২৪ পরগনা জিলায় অন্তর্গত বারইপুরের দ্বিতীয় মুনসেফ জিযুত বাবু মতিলাল হালদার ১৮৮৪ সালের ১৮ আশ্বিন অবধি অথবা তাঁকার পর যে তারিখ ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ২ প্রকরণমতে এক মাস বাঁ দ্বিতীয় ছুটি পাইলেন।

এফ, বি, পীকক,

- বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৯ আশ্বিন।]

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL,

The 21st April 1884.

No. 169.—Leave.—Mr. J. P. Coy, Assistant Engineer, second grade, Arrah Division, is granted three months' privilege leave, under section 73 of the Civil Leave Code (fifth edition), with effect from such date as he may avail himself of it.

No. 170.—In continuation of this office notification No. 463 of the 17th December 1883, Mr. H. Bell is appointed as Manager and Engineer-in-Chief of the Tirhoot State Railway, with effect from the afternoon of the 2nd instant.

IRRIGATION.

The 21st April 1884.

No. 171.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the construction of the main outfall of the Howrah Drainage Works, in the village of Gobaria, in pergunnah Boroedhorsha, district Hooghly, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 7.42 beegahs of standard measurement, in the aforesaid village of Gobaria, is required.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 172.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken permanently by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the construction of the main channel of the Howrah Drainage Works, in the villages of Makhoora, Bakshara, Sooltanpore, Oonshoonce, Bakra Budderpore, Tetoolkoolee, Pakooria, Khalia, Kouah, Nalooah, Chamralee and Joypore, in pergunnah Boroedhorsha, district Hooghly, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring, more or less, 9 miles 2,480 feet in length, with an average width of 57 feet or thereabout, is required within the aforesaid villages in Hooghly district.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

G. F. E. S. NEILL, Major, M.S.C.,

Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

No. 173.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government for a public purpose, namely for the construction, at the expense of the Alipore Coal Company, Limited, of a branch line from the East Indian Railway to their collieries at Kairbad, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land about $4\frac{1}{2}$ miles in length, and with an average width of 80 feet, and measuring 76 beegahs 4 cottahs and 9 chittacks, more or less, is required.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

S. T. TREVOR, Col., R.E.,

Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

[Government Gazette, 29th April 1884.]

বঙ্গদেশের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮৪ সাল ২১ আশ্বিন।

১৬১ নম্বর।—ছুটী।—আরা খণ্ডের দ্বিতীয় প্রবীর কাসিফাইটে ইঞ্জিনিয়ার জি.বি. কয় সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি নিবিল কার্যাপাত্রকদের ছুটীর বিধির (পঞ্চম সংস্করণের) ৭৩ ধারামতে ডিন বাসের অনুমোদিত ছুটী পাইলেন।

১৭০ নম্বর।—এই কার্যালয়ের ১৮৮৩ সালের ১৭ ডিসেম্বরের ৪৬৭ নং বিজ্ঞাপনানুসারে জি.বি. কয় সাহেব এই বাসের ২ তারিখের অপরাহ্ন অবধি বিহিত ডেটে রেলওয়ের বাসেমারের ও প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জলসেচন বিবরণ।

১৮৮৪ সাল ২১ আশ্বিন।

১৭১ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ভূগলী জিলার অন্তর্গত বোরোইধর্মা পরগনার গোবরীয়া গ্রামে হাবড়ার জলপ্রণালী কার্যের জন্য নির্গত হইবার প্রধান নালী করিবার জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের জি.বি. কয় সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে উক্ত গোবরীয়া গ্রামে কতিপয় ন্যূনাত্মক ৭'৪২ বিঘা পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

১৭২ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ভূগলী জিলার অন্তর্গত বোরোইধর্মা পরগনার বাধুয়া, বাঁকুসড়া, মুলতানপুর, উনশুন্নী, বাঁকা বদরপুর, ডেতুলকুলী, পাকুনিয়া, খালিয়া, কোণা, নালুয়া। চত্বারীশ ও তরপুর গ্রামে হাবড়ার জলপ্রণালী কার্যের প্রধান জলনালী করিবার জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের জি.বি. কয় সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে ভূগলী জিলার অন্তর্গত উক্ত সকল গ্রামে ন্যূনাত্মক ২ মাইল ২,৪৮০ ফুট দীর্ঘ ও গড়ে প্রায় ৫৭ ফুট প্রস্থ পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

জি,এফ,ই,এস,মীল,মেক্স,এম,এস,সি,

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৭৩ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ইন্ডিয়ান রেলওয়েস্টে সীমা-বন্ধ অ্যালিগুর কোল কোম্পানির কর্তৃত্বস্থ পাতুরিয়া কয়লার খনি পর্যন্ত পাখা রেলপথ করিবার জন্য উক্ত কোম্পানির অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের জি.বি. কয় সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে প্রায় ৪১০ মাইল দীর্ঘ ও গড়ে ৮০ ফুট প্রস্থ অর্থাৎ ন্যূনাত্মক ৭৬/৪১১/৪৮০ ফুট পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

এস, টি, ট্রেবর, কর্ণেল, আর, ই,

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

The 2nd April 1884.

No. 174.—*Leave*.—Mr. W. H. Nightingale, Executive Engineer, second grade, has been granted by Her Majesty's Secretary of State for India two months' furlough, in extension of that granted him in Bengal Government notification No. 178 of the 10th May 1883.

No. 175.—The following Assistant Engineers of the second grade passed the examination prescribed in the Public Works Code, chapter II, section I, paragraph 17, on the 7th April 1884:—

Mr. J. Manson.	}	Mr. C. A. White.
„ E. J. Alexander.		„ B. K. Finnimore.

LOCAL COMMUNICATIONS.

The 22nd April 1884.

No. 177.—*Declaration*.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for a road cess inspection bungalow at Colgong, in the village of Kasba Colgong, pergunnah Colgong, zillah Bhagulpore, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 1 bigha 1 cottah and 1½ dhoores of standard measurement, bounded on the north by Road Cess Committee's road No. 12 (Colgong to Barhat), east by the waste land of the late Baboo Radha Churn Gangoly and a drain, on the south by waste land of the late Baboo Radha Churn Gangoly and drain, and west by East Indian Railway compound wall and land belonging to Muddun Thacoar, is required within the foresaid village of Kasba Colgong.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

G. F. E. S. NEILL, *Major, M.S.C.*,
Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

১৮৮৪ সাল ২২ আপ্রিল।

১৭৪ নম্বর।—ছুটী।—দ্বিতীয় শ্রেণীর এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ার জীযুত ডব্লিউ, এচ, নাটটিংহাম সাহেব বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ১৮৮৩ সালের ১০ মে ১৭৮ নং বিজ্ঞাপনমতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত ভারতবর্ষের পক্ষে অক্সিমতী স্টেট সেক্রেটারী সাহেব তাঁহাকে ছুটী মাসের ছুটী দিয়াছেন।

১৭৫ নম্বর।—নিম্নলিখিত দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারেরা ১৮৮৪ সালের ৭ আপ্রিলের পবলিক ওর্কস বিধি পুস্তকের ২ অধ্যায়ের ১ পরিস্কেদের ১৭ ধারার নিদিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।—

জীযুত জে, মাক্সন সাহেব।

„ ই, জে, আলেকজান্ডার সাহেব।

জীযুত সি, এ, ওয়াটস সাহেব।

„ বি, কে, ফিনিমোর সাহেব।

স্থানীয় বর্জাদি বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ২২ আপ্রিল।

১৭৭ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্পিত ভাগলপুর জিলার অন্তর্গত কাছালগাঁও পরগনার কশবা কাছালগাঁও গ্রামে পথকরের ইনস্পেকশন বাঙ্গলা ঘর করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থনামে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেক্ত কাবোর নিমিত্তে উক্ত কশবা কাছালগাঁও গ্রামে কতিপয় ভূমি ন্যূনতম ১/১ কাঠ ১২ ধূর পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা কাছালগাঁও অবধি বড়হাট পর্যন্ত পথকর কমিটির ১২ নং পথ, পূর্ব সীমা মৃত বাবু রাধাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পতিত জমি ও এক নর্দমা, দক্ষিণ সীমা মৃত বাবু রাধাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পতিত জমি ও নর্দমা, এবং পশ্চিম সীমা ইন্ড ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের হাটার প্রাচীর ও মদন ঠাকুরের জমি।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

জি, এক, ই, এস, নীল, মেজর, এম, এম, সি।

পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের হোটি সেক্রেটারী।

1

1

1



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 29, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২৯ আপ্রিল।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অফিস বন্ধ।

ইন্ডিয়ার প্রভুতি।

বঙ্গদেশের এই ২ জিলাতে ১৮৮৪ সালের আশ্বিন মাসের ১৫ তারিখের পূর্ব দুই মণ্ডা

৮° জোলায় সেতের চিসাবে

[illegible]

वक्रटमन । शक्तिमनिकञ्च जिम ।

[illegible]

মহাপ্রভুগণের জ্ঞান।

[illegible]

ক. মঙ্গুয়ান লবণের খুঁড়ি দর টাকায় ৫৮০।—কালনায়া ১১ মের, কাঁটিওয়ায় ১৩ মের।

ਖ। ਨਿਸ਼੍ਚਿਤ ਮਨੁਖਾਯ ਲਾਜੇਰ ਖੁਫ਼ਰੀ ਦਰ ਛ. ਕ. ਸ. 19. 3. 3।

গ। অমঃগাল লনগের খুজরা দ। ট। কায়। ১।। সর অবি। ৩।। গের গয়াসু।

ম। মহদুয়ার লংগের দুইটা দর টাকায় এই—খাটালে ১৪। সের এবং কাঁড়িতে ১০। সের।

৬. ৭. ৮. ৯. ১০. ১১. ১২. ১৩. ১৪. ১৫. ১৬. ১৭. ১৮. ১৯. ২০. ২১. ২২. ২৩. ২৪. ২৫. ২৬. ২৭. ২৮. ২৯. ৩০. ৩১. ৩২. ৩৩. ৩৪. ৩৫. ৩৬. ৩৭. ৩৮. ৩৯. ৪০. ৪১. ৪২. ৪৩. ৪৪. ৪৫. ৪৬. ৪৭. ৪৮. ৪৯. ৫০. ৫১. ৫২. ৫৩. ৫৪. ৫৫. ৫৬. ৫৭. ৫৮. ৫৯. ৬০. ৬১. ৬২. ৬৩. ৬৪. ৬৫. ৬৬. ৬৭. ৬৮. ৬৯. ৭০. ৭১. ৭২. ৭৩. ৭৪. ৭৫. ৭৬. ৭৭. ৭৮. ৭৯. ৮০. ৮১. ৮২. ৮৩. ৮৪. ৮৫. ৮৬. ৮৭. ৮৮. ৮৯. ৯০. ৯১. ৯২. ৯৩. ৯৪. ৯৫. ৯৬. ৯৭. ৯৮. ৯৯. ১০০.

৬১। ঞ ঞ ১—বারাগিচে ১৩ সের, বশীরহাটে ১৩ সের, কলাগাহীতে ১৩ সের
ও বারাকপুরে ১২৭ সের, ।

চ। ঐ ঐ ১-কুষ্টিয় ১৩ সেব, বেহেরপুরে ১১১ সেব, চুয়াডাঙ্গায় ১১১০ সেব
এবং রাণাসাটে ১২৮ সেব।

ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ।]

(809)

অবশি তপ্তলাদি ঋদ্যাদ্রব্য ও জ্বালানি কাষ্ঠ ও লবণ খুজরা বিক্রয়ের বাজারি দয়।

টাকার বড় পাওয়া যায় ।

৪° মেঘের ঘনের
খোকে নিজায়বু দব।

[illegible]

সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	
...	১৩	১২	১০	৯	৮	৭	৬	৫	৪	৩	২	বর্জাব।
...	১০	১১	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	৩০	৩০	...	বাঁকড়া।
...	১৬	১৮	১১	৮	৮	৮	৮	৮	৩০	৩০	৩০	বীরভূম।
...	১৫	১৫	১৭	৩৮	৩৮	৩৮	২৮	১৩	২৮	২৮	২৮	ঘোদীপুর।
...	১৮	১৭	১২	১১	১০	১০	১০	১০	২৮	২৮	২৮	হুগলী।
...	১৭	১৮	১৮	২৮	২৮	২৮	১৩	১৩	১২	৩২	২৮	হার্ডা।

[illegible]

- ১। গাভীকায়া ও বাগীরচাঁট মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১১ সের।
 ২। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ৪২২।—নিমিদিহ, বাঁড়ুরা ও মড়াহলে ১২ সের এবং বনগীয়ে ১০ সের।
 ৩। ঐ ঐ ১। লালশাও ১১ সের অঙ্গিগুণে ১২। সের ও কান্দিতে ১২ সের।
 ৪। মটোর ও লীগা মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১০ সের।
 ৫। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই— নিমকামারিতে ১২ সের কুড়িগামে ১০ সের ও গাইবান্ধায় ১৪ সের।
 ৬। শোণাচাঙ্গ লবণের খুজরা দর টাকায় ১০ সের।
 ৭। কুর্নিয়জে লবণের খুজরা দর টাকায় ১৮ সের এবং মিলিগুড়িতে ১০ সের।
 ৮। ফালাচাঁটের লবণের খুজরা দর টাকায় ১০ সের।

[খবর-মেট্রো গেজেট, ১৮-৮-১৯৭৩ খ্রিঃ]

ক্রমিক নং।	জিলা।	১০ তোলায় সেরের হিসাবে															
		গম।		ষম।		ডাল চাউ -		সামান্য চাঁস।		কচু ও সামান্য।		চোলম ও কোয়ার।					
		এই সজ্জাঘের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সজ্জাঘের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সজ্জাঘের রিটর্ন	এই সজ্জাঘের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সজ্জাঘের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সজ্জাঘের রিটর্ন	এই সজ্জাঘের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সজ্জাঘের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সজ্জাঘের রিটর্ন	এই সজ্জাঘের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সজ্জাঘের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সজ্জাঘের রিটর্ন	এই সজ্জাঘের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সজ্জাঘের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সজ্জাঘের রিটর্ন	এই সজ্জাঘের রিটর্ন

পূর্বদিকস্থ জিলা।

সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১৮ চাঁকা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
১৯ করীমপুর ..	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯
২০ বাঁকুড়া ..	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০
২১ ময়মনসিংহ	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১
২২ চট্টগ্রাম	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২
২৩ বগুড়া	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩
২৪ জিপুরা	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪
২৫ চট্টগ্রামের পূর্ব সীমান্তের জিপুরা পর্যন্ত	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫

বেহার।

সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
২৬ পাটনা ...	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬
২৭ গয়া ...	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭
২৮ সাহাবাদ ...	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮
২৯ দারভাঙ্গা	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯
৩০ মজবুতপুর...	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০
৩১ সারন	৩১	৩১	৩১	৩১	৩১	৩১	৩১	৩১	৩১	৩১	৩১	৩১	৩১	৩১	৩১	৩১	৩১
৩২ চাঁপারন ...	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২
৩৩ মুন্সেরা ...	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩
৩৪ গাগনপুর ...	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪

- চ। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইহে—মাণিকগঞ্জে ১২ সের, মুন্সীগঞ্জে ১১।০৬ সের ও সারানগঞ্জে ১৩ সের।
 গ। গোয়ালন্দ ও মাদারীপুর মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের।
 ঘ। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইহে—পটুয়াখালিতে ১০।১২ সের, পিরোজপুরে ১১ সের, ও ভোলায় ১০ সের।
 ঙ। —কিশোরীগঞ্জে ১১।১২ সের, আদীয়ার ১২ সের, জামালপুরে ১১ সের।
 চ। কজুরায়ে লবণের খুজরা দর টাকায় ১০ সের।
 ঝ। মকসলে লবণের খুজরা দর টাকায় ১৯ সের অবধি ১২ সের পর্যন্ত।
 ঞ। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় লবণের খুজরা দর টাকায় ২০ সের ও চাঁদপুরে ২১ সের।

৮০. তোলার সেরের হিসাবে

সবর	জিলা।	গম।		বর।		ডাল চাউল		মাষাণ চাউল		কুমড়া ও বাজরা।		ফোলাস ও জোয়ার	
		এই সজ্জা সেরের হিটন	ইহার পূজ্জ সজ্জা সেরের হিটন	গজ বৎসরের এই সজ্জা সেরের হিটন	এই সজ্জা সেরের হিটন	ইহার পূজ্জ সজ্জা সেরের হিটন	গজ বৎসরের এই সজ্জা সেরের হিটন	এই সজ্জা সেরের হিটন	ইহার পূজ্জ সজ্জা সেরের হিটন	গজ বৎসরের এই সজ্জা সেরের হিটন	এই সজ্জা সেরের হিটন	ইহার পূজ্জ সজ্জা সেরের হিটন	গজ বৎসরের এই সজ্জা সেরের হিটন

বেহার।

		সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা
৩৫	পূরনিয়া ..	১৮	১৭	১৮	১৩	১৩	১৭	১৮	১৮	১৮
৩৬	বালিধা ..	১২	১১	১৮	...	১১	...	১১	১২	১৫	১৩	৮	৮
৩৭	সীতাল পত্র- গম।	১৮	১৮	১৮	১২	১৮	১৬	১৬	১৭	১১

উড়িষ্যা।

৩৮	কটক	১৯।১	১৮।৭	১৮।৭	১৯।৭	১৯।৭	১৭।০	১৮।১	১৮।৭	১৮।১
৩৯	পুর্নী ...	১৮।১	১৮।৭	১৮।৭	১৮।৭	১৮।৭	১৮।১	১৮।১	১৮।১	১৮।১
৪০	বালিধা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮

ছোট নাগপুর।

দক্ষিণ-পশ্চিমীয়া সেরের এজেন্টী।

৪১	ভাঙ্গারিবাগ...	১৮	১৮	১৮	...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৪২	সোণারিবাগ ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৪৩	সিংহভূম ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৪৪	মামিভূম ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮

* মকসলে সীমা: চ. উলের খুজরা দর টাকায় ১।১১।৭ সের অবধি ১।১১।৭ সের পর্যন্ত।

য২। মকসল লবনের খুজরা দর টাকায় ১৩২।—কুমড়া ১০ সের, অরারি মকসল অগুণ্ড রানীগঞ্জ ১২ সের।

য৩। রাজমহল ও গদার লবনের খুজরা দর টাকায় ১২ সের।

কলিকাতা।

১৮৮৪ সাল, ২২ জুলাই।

ଟାକାଏ ସବୁ ମାଣ୍ଡୁଆ ମାସ ।

[illegible]

३५११

বেঙ্গাল ।

[illegible]

ਓਹਿਤ: 11 ।

[illegible]

ছোট মাগধু . ।

দক্ষিণ-পশ্চিম।

[illegible]

য৪। ভাস্কর মহাকুমা'র মদনের খুসখুসার টোকা। ১৮-মের।

যা। চাক্রিক জননের বৃদ্ধি: দূর টাকায় ১১ মের শু থক দহায় ১.১ মের।

১৩। রুহুনাথপুরে গবর্ণের খুজরা দর টাকায় ১২ মের ও বড়বাঁজারে ১২ মের।

সাধারণের অবগতার্থে প্রকাশ করা গেল।

ই, এন, বেকার,

বজ্রসেনের গদগমেষ্টের একটি সেকেন্ডারী।

বঙ্গদেশের নিম্নলিখিত সকল গঞ্জে ১৮৮৪ সালের অপ্রিল মাসের ১৫ তারিখের পূর্ব

ক্রমিক নং	নাম	৪০ সেরের														
		গম।			ষম।			তাল চাউল।			সামান্য চাউল।			কম ও বাকি।		
		এই সস্তার হিটন	ইহার পূর্বে সস্তার হিটন	গত বৎসরের এই সস্তার হিটন	এই সস্তার হিটন	ইহার পূর্বে সস্তার হিটন	গত বৎসরের এই সস্তার হিটন	এই সস্তার হিটন	ইহার পূর্বে সস্তার হিটন	গত বৎসরের এই সস্তার হিটন	এই সস্তার হিটন	ইহার পূর্বে সস্তার হিটন	গত বৎসরের এই সস্তার হিটন	এই সস্তার হিটন	ইহার পূর্বে সস্তার হিটন	গত বৎসরের এই সস্তার হিটন
১	কলিকাতা ...	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১	কলিকাতা ...	২১০	২৬০	২৬০	২১০	২১০	১৬০	৬১	৬১	১৬	৬১	৬১	২১০	২৬০	২৬০	...
২	শেরাজগঞ্জ ...	২১০	২৬০	২১	৪১০	৪১০	৪১	২১১	২১৬৬	২৬৬
৩	ঢাকা ...	২১০	২৬০	২৬০	২৬০	২৬০	১১০	৬১	৬১	২৬০	২৬০	২৬০	১৬০
৪	বাগিচাগঞ্জ	১১০	২৬০	২১	২১০	২১০	১৬০
৫	চট্টগ্রাম ...	৩১০	৩১০	৩১	৬১	৬১	২৬০	২১০	২১০	২১
৬	পাটখা ...	১১০	১১০	২৬০	১১০	১১০	১৬০	৩১	৬১	২১০	২১০	২১০	২১
৭	পালশ্বর ...	২১	২১০	২৬০	৩৬	২৬	২৬০	২১০	১৬০	১৬০	১১০
৮	পুরী	১১০	১১০	১১০	১১০
৯	কটক ...	১৬০	২১	৬১	৬১	৬১	২৬০	১৬০	২১	১১০

কলিকাতা,
১৮৮৪ সাল ২২ অপ্রিল।

দুই সপ্তাহ অবধি তুলাদি খাদ্যদ্রব্য ও আলাদি কাষ্ঠ ও লবণ খোকে বিক্রয়ের বাজার দর।

বনের দর।

চৌসখ ও জোরার।			রাসী বা বাড়ওয়া ও চৌখ।			অমের।			ছোলা।			আলাদি কাষ্ঠ।			লবণ।			বনর।
এই সপ্তাহের দ্রিটন			এই সপ্তাহের দ্রিটন			এই সপ্তাহের দ্রিটন			এই সপ্তাহের দ্রিটন			এই সপ্তাহের দ্রিটন			এই সপ্তাহের দ্রিটন			
টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা		
২১	২১	১১৬	২১	২১	১৫০	২৫০	২৫০	২১	১৬৩	১৬৩	১৬৩	২৫০	২৫০	২৫০	কলিকাতা।
...	২৫০	২৫০	১৫০	৩৫৬	৩৫০	৩৫০	শেরাজগঞ্জ।
...	২৫০	২৫০	২৫০	১৫০	১৫০	১৫০	৩৫০	৩৫০	৩৫০	ঢাকা।
...	২৫০	২৫০	২৫০	১৫০	১৫০	১৫০	৩৫০	৩৫০	৩৫০	বারানগঞ্জ।
...	৬৭	৬৭	২১০	৪৭	৩১০	৪৭	৪৭	চট্টগ্রাম।
...	১৫৬৯	১৫৬৯	১৫০	১১১	১১৬৩	১১৬০	১১০	১১০	১১০	২৫৬২	২৫৬০	৩৭	নাটক।
...	২৫০	২৫০	৩১১০	১০	১০	১০	১১৪	৩১০	৩১০	বালেশ্বর।
...	২১৬০	২১৬০	২৫০	পুরী।
...	...	৩১১৬৩১৬০	২১৬	১১১৬	১১১৬	১১১৬	১১০	১১০	১১০	১১০	২৫৬০	২৫৬০	৪৫৬	কটক।

সাধারণের অবগতার্থে প্রকাশ করা গেল।

ই, এন. কোর,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একট্রিগেজেন্ট।

LAND ADVERTISEMENT.

ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।—ইস্তাহারনামা কাছার কালেক্টরি।

ইস্তাহার সংবাদ দেওয়া যাইবে যে মে সন ১৮৮৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ১১ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্মে জুস্টেস নিম্নের লিখিত ভানুকানি ১৮৮৪ সালের ৩৫ ফেব্রুয়ারি সূর্যাস্ত পর্যন্ত সীমিত পদ্ধতিতে রক্ষণ ও বোদ্ধা হইতে ও পাবলিক ওয়ার্ক ছেই আদায়ের নিমিত্তে ১৮৮৪ ইং ২ জুন নোটা বক ১২৯১ বাজান। ২৮ জৈষ্ঠ রোজ মোমবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওজরে একাধা নিলামে ধরা যাইবেক। ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ।

কাছারজারি সর্ব-ভিষমেনের এলাকাদ্বীন।

ভুক্তির নম্বর।	ভানুকের নাম।	মানিকের নাম।	সদর জনা।		বাকী।		মোট।	মন্তব্য
			বাকী	ছেই।	রাজস্ব।	ছেই।		
২০১	মৌজা ইনদী থানে টেকনাফ ভানুক নছরত আলি চৌঃ খোদ	...	৮২৭/১০	২০৬১	৪৩৮/৬	০	৪৮১/৬	সম্পূর্ণ ভানুক নিলাম হইবে।
২০২	মৌঃ টেকনাফ থানে টেকনাফ তাঃ জীমতী খাউ চৌঃ খোদ	...	১২১৭৭	৭২/০	৬:৩৭	২৬/৬	৬৩৯/৬	ঐ
২০৩	মৌঃ রাজারুল থানে রাঃ ভানুক সেরদস্ত ষঃ ... দেওয়ান বিবি ও মকবুল আলি গঃ	...	১১০১/৬	১৫৮/১	৩০৩/৬	৪৪/৬	৩৪৭/৬	ঐ
২০৪	মৌঃ সিদ্দীকি থানে রাঃ ইজার। জীমতী লতিফা নিঃ আছান আলি ষঃ	...	১১৩৩/০	১১০/৬	৪২০৭	৩৭/৬	৪৫৭/৬	ঐ
২০৫	মৌঃ বারপাকিয়া থানে চকরিয়া তাঃ বিবি ইস্রাক ... নিঃ দেওয়ান আলি সঃ	...	১৮৭/১০	২২৪৬/১	৪৩০৭	১২৬/১	৬২৬/১০	ঐ
২০৬	মৌঃ পোঙ্গা থানে চকরিয়া ভানুক ফজল আলি ... খোদ	...	২৫১২৭	১০৯/৬	২০৪২৭	৭২৬/৬	২১১৪৬/০	ঐ

জিলা ময়মনসিংহ।

বাকী খাজানার আগনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সন্ধান দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৭৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের বিধানমতে জেলা ময়মনসিংহের মধ্যাভী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ১২ জানুয়ারি তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আট্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাকা আদায় নির্দিষ্ট ১৮৮৪ সাল ২১ মেই মোং ১৩২১ সালের ৯ জ্যৈষ্ঠ বুধবার তারিখে এই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও একাধা নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৮৮। ৭ এপ্রিল।

নং ভৌজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	মদর জমা।	বাকী।	টেকিয়ুৎ।
২৬ নং	৭৫ নখিরজীহাল জমিদারি হিস্যা ১০ আনা মথ বেজাবতী তালুক ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি।	গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী গিরি- জায়েহন চৌধুরী গয়- রহ।	৭১২৫৯	৮২২৫৯	এজমালি মহাল নিলাম হইবেক।
	এ এ ১৮৭১। ৭ আইনের ৭০ ধারামতে কিং চান্দীনা কান্দা ১৮৮৮ কাগ হিস্যা।	আনন্দচন্দ্র চক্রবর্তী গয়- রহ।	১৫৫০	.	.
	এ এ এ কি চান্দীনা কান্দা হিস্যা ১৩০২৫১। ডিল। ওপে বগড়াওয়ার।	জয়চন্দ্র চক্রবর্তী গয়রহ ...	৫০	.	.
১১৬ নং	ডাং নেওয়াজ আলী হিস্যা ৫০ আনা ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি হিস্যা।	দীননাথ চক্রবর্তী মহিমচন্দ্র রায় চৌধুরী গয়রহ।	১২৭১৫০	৪২৫৫০	এজমালি মহাল নিলাম হইবেক।
	এ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে কন্যামণ্ডল গয়রহ ৩৩ হেক্টর ১০ আনা হিস্যা।	যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী ...	৩৪১৫৫০	.	.
	এ এ এ ...	প্রমথকৃষ্ণ চক্রবর্তী ...	৩৪১৫৫০	.	.
	এ এ এ ...	দ্বারকানাথ চক্রবর্তী ...	৩৪১৫৫০	.	.
	এ এ এ ...	কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্তী ...	৩৪১৫৫০	.	.
	ওপে হাজরাদি।				
১২৪ নং	পাশালাটেং গ হিস্যা ৫৮৬১। - কাউন্সী ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে খারিজ বাদে এজমালি।	মহিমচন্দ্র রায় চৌধুরী. দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গয়রহ।	১৩৩৩৫০	১২১৮	এজমালি অংশ নিলাম হই- বেক।
	এ এ ১৮৫৯ সালে-ব ১১ আইনের ১১ ধারামতে চাকলে পাটুয়াডাঙ্গা ১০ আনা নগর হাজরাদিব ১৩১৩ গণ্ডা।	জগতকিশোর আচার্য্য চৌ- ধুরী নাবালগ।	২২৫৫৫০	.	.
	এ এ চাকলে পাটুয়াডাঙ্গা ১০৫ গণ্ডা ও নগর হাজরাদিব ১১৯ গণ্ডা ও বীর দস্তখার ৫৫০ আনা।	হরিকিশোর রায় চৌধুরী ..	১১৩৫০	.	.
	ওপে সীংধা দরজিবাড়ুর মোতালক ১৫১ নং জমিদারি। ওপে হাজরাদী।	ছৈয়দ আবদুরা অধ্যাপক জামিনা আকর খাতুন।	৭৩৫৫০	১২১০	মঙ্গল মহাল নিলাম হই- বেক।
২১২২ নং	ডাং কুজরাং দত্ত গয়রহ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি।	দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গয়রহ।	৩৩২৫৫০	.	.
	এ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৫১০ আনা।	বিবেকেশ্বরী দাস্যা ...	২৫০৫৫০	৪৫১০	খারিজ হিস্যা নিলাম।
	এ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০। ১১ ধারামতে খারিজ।	রামকিশোর গজোপাধ্যায় গয়রহ।	১০২৪১৫৫০	.	.

নং ভুক্তি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর অফিস।	বাৰী।	টেকিয়ং।
---------------	-----------	------------	-----------	-------	----------

দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাল।

৫০৭১ নং	উত্তর রণভাঙিয়া। চল চারিপাড়। সুবর্ণপুর ওরফে কাঁয়ারিয়া।	গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী গয়- বহ।	৭৪৭৭১০ পাঁহ	১১১১০	সম্পূর্ণ মহাল নির্দিষ্ট হহ- বেক।
৫০৮৫ নং	৭৫ যক্ষমনসিংহ বীল হলঙ্গী ...	রাজা হৰিশ্চন্দ্র চৌধুরী গয়রহ।	৫৮০৭	২০১১০	ঐ
৫১৭৪ নং	৭৫ হুশনশাহী চর তেলুয়ায়ারি ...	দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গয়রহ।	৮৭৪৭	২২৭৭	ঐ
৫২৪৮ নং	পবননে পুখরিয়া চরগাঁবসবা।	বামশাহী দেবতা চৌধুরী পতির নাম দুর্গাচন্দ্রসামখা ও মহারানী শরতসুন্দরী দেবী গয়রহ।	৫২১৮৬০ মালিকানা ১৫৮৭	১৪২৫১০ মালিকানা ১৪৭৭	ঐ

G. E. MANISTY,
Offg. Collector.

NOTICE.

It is hereby notified that at the next half-yearly examination of junior Civilians, Deputy Magistrates, &c., to commence on Monday, the 28th instant, four local examination Committees will be convened in this division, viz. (1) at No. 14, Hare Street, Calcutta, for officers stationed at the Presidency or employed in the 24-Pergunnahs, (1) at Krishnaghur for officers employed in the Nuddea district, (1) at Jessore Sudder Station for officers employed in that district, as well as in the district of Khulnah, and (1) at Berhampur for officers employed in the Moorsheadabad district.

A. SMITH,
Officiating Commissioner.

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 16, ans. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*, at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 10, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

[Government Gazette, 29th April 1884.]

গবর্ণমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত অর্থনৈতিক সিন্ধুকোনা ।

ইছা কুইনাইমের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে; গবর্ণমেন্টে কর্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্য এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে গিল্লিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪।।^০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮।।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬।।০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে গিল্লিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫।।০ টাকা ৮ আউন্স টীন ১০।।০ টাকা; ১ পাউণ্ড টীন ২০ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যাইবে উপরের লিখিত মূল্য বাতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ১।০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৫০ বার আনা, ডাকখানুল দিতে হইবে।

অর্থনৈতিক দানাবান্ধা সিন্ধুকোনা ।

লান সিন্ধুকোনা ছালা হইতে গবর্ণমেন্টের কারখানায় প্রস্তুত হুঃস ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহার দ্বারা বান্ধা না, এরূপ সাধারণ অর্থনৈতিক সিন্ধুকোনা অপেক্ষা ইছা কুইনাইমে পরিবর্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের অর্থী কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে গবর্ণমেন্টের কর্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে কে কে ম ব্যক্তি নগদ মূল্য দিয়া ২৪২ টাকার এক পাউণ্ড হিচাবে পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানীর বাগানে অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্য এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২ টাকার এক পাউণ্ড হিচাবে এই ঔষধ পাঠিতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ৫০ বার আনা ডাক খানুল লাগিবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 24; packing and postage Rs. 1-12.

“The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books for those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his Country.—Extract from Preface.

OFFICE OF SUPDT. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurumtoleh Street, Calcutta.

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burawan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বাক্সাল সেক্রেটারিট যন্ত্রাণে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আর্ট-না ও জিঃজিঃমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সার্জিনে সিয়াক বজ্রমের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশনস জজ ও রেজিঃ-কমিশনারের মেম্বর, ইন্ডার টেম্পলের সিয়াক সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি নাইবেথের প্রণীত বঙ্গদেশের সিয়াক লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শালসাহীল প্রদেশের ভূস্বাধিকারী ও প্রজাবিসয়ক আইন সংহিতা।

একত খানি পুস্তকের মূল্য ৫ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাক্সাল সেক্রেটারিটের অ্যাকৌন্টেন্টের নিকটে একত খানি পুস্তকের মূল্য এবং ভাষা বোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার পর ৮।/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

বক্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৯ অপ্রিল।]

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

<i>For the Mofussil.</i>			Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	"
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal						
...	4	0	0	"
Postage	1	0	0	"
For a single copy—						
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাংলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকদান এই অবধি নিম্নলিখিত ধারে নির্দিষ্ট হইবে :—

মকসলে ।

			টাকা
সম্পূর্ণ গেজেট	১০
ডাকদান	২।।০
৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ (বাহাতে ডাকদানের ও বঙ্গ-দেশের বাণিজ্যিক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	৮
ডাকদান	১
সম্পূর্ণ এক খানি গেজেটের মূল্য	১০
ডাকদান	১০
৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠার বা তাহার স্থান সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	১০
ডাকদান	১০

৪ পৃষ্ঠার উপর বঙ্গ
কাধিক হয় তাহার
প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠার
আর একর আদ।

কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ও মকসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকদান লাগিবে না ।

ই, এল, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একট্রিং ছোট সেক্রেটারী।

[Government Gazette, 29th April 1884.]

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengales Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,

Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882.

NOTE—Rates for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

Full page, per issue	30
Half „ „ „ „ „ „ „ „	10
Casual advertisements.—4 annas per line.	

বিজ্ঞাপন ।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালী গেজেটের দ্বারা জন্মের মেতরা না গেলে ঐ গেজেটে দেওয়া
স্বাধীবে না, ১৯৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের আদেশপ্রতিষ্ঠিত এই মন্ত্রের বিজ্ঞাপন প্রকাশ
করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কাগজালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্বাধীন কাগজালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল লেফেটারিয়েটে হালাখানা করিতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত হালাখানায় কোন কর্ম করাইতে চাহিলে তারমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্বারা এহা বজাপন্নও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি রাজ্যল সেক্রেটারিহেটের আকৌন্ট্যান্টের নিকট অগ্রে মূল্যপায়ন না গেলে, উপরোক্ত কার্গানর ভিন্ন কোন ব্যাংকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিংবা উক্ত কোন মেম্বেরেটে ইশ্টিহার কি বিজ্ঞপন প্রভৃতি প্রকাশ করা বহির্বে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্ট্রিক্ট বাস মিটার জমো টাকার উপর আর ১০ এক অংলা পাঠাইতে হইবে।

ਜਿ, ਭਵਲਿਓ, ਬਲੇਯ, .

বাক্সে পেন্সেলের সন্ধানমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৮-২ জানুয়ারি ১২ ডিসেম্বর।

বৃত্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইন্ডিয়ার প্রকাশ করিবার হার এই :—

পূৰ্ণ। এক পৃষ্ঠা। একত্ৰ বাঁহ আঁকাৰ কৰিছে	২০৭
অৰ্ধ পৃষ্ঠা। " "	১০৭
কথনত ইয়াত বাঁহ আঁকাৰ কৰিছে হইলৈ একত্ৰ পৃষ্ঠা	১০

ବିଜ୍ଞାପନ ।

রাজকার্যোগলকে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন ছিলে কলিকাতার স্প্রিংমেড ওয়েস্ট টোলহালের ভাড়াওয়ালত বঙ্গদেশের গণনামেটের ব্যবস্থাপন কাছাকাছিভাগের আগিলে রেজিষ্টারের মাঝে শিরোনাম দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে ছইবে।

উক্ত সকল আদেশের পুস্তক বলিকাভার পবর্ণবেষ্ট মেনে, থাকার শিষ্ট কোম্পানির বাণীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২৯ অপ্রিল ।]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল হাসপাতালের গবর্নমেন্টের জনো জীবু ও এডউইন বরিস লুইস সাহেব
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।



শুকলবার, ১৮৮৪ সাল, ২৯ আগ্রিল।

চতুর্থ-খণ্ড ।

ভারতবর্ষীয় দাবহাপক সত্তার আদেশের পাণ্ডুলিপি।

ভারতবর্ষের গবর্নমেন্ট।

বান্ধাপন কার্যবিভাগ।

নিম্নোক্ত কমিটী কর্তৃক স্থিরীকৃত গারুলিপি সমস্ত উক্ত কমিটীর নিম্নলিখিত রিপোর্ট আশ্রয়
 ব্যবস্থা গ্রহণার্থে ভারতবর্ষের জুডিশিয়াল জেনারেলের অফিসে ১৯৮৪ সালের ১৪ মার্চ
 তারিখে উপস্থিত করা হয়।—

সিলেট কমিটির নিম্নলিখিত ব্যক্তি জা'নিয়ের মিকট বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিধায়ক আইনের
পাঠুলিপি বিবেচনার্থে জণিত হইয়াছিল। আমরা ঐ পাঠুলিপি ও এতৎসংযুক্ত তকসীতের উল্লিখিত
কাজগুণাদি বিবেচনা কারয়া প্রথমস্থলীয় রিপোর্ট প্রেরণ করিতেছি।

২। আমরা পাণ্ডুলিপিখানি সূচন করিয়া গঠন করত এই সংশোধিত পাণ্ডুলিপি রচনাধীনা আনিয়াছি। অধিকাংশ ভাঙ্গুর যত্নে যে সকল পরিবর্তন উৎসূহ বোধ হইয়াছে তাহা সংশোধন করিয়াছি। গত ১৮৮১-৮২ অবদিকগুলি বিষয় আছে যাচার সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান থাকা আবশ্যক বলিয়া আনিবের চেষ্টা হয়। আগামি নববঙ্গর দ্বায়ে আশ্রিত এই পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত কার্যে পুনর্দীক্ষার প্রস্তুত হইবে। আশ্রিত পাণ্ডুলিপি খানিকে ভোগ্য পরিবর্তিত করিয়া এই তাহা এই সময়ের মধ্যে অধিকতর সমালোচনের নিমিত্তে পুনঃ প্রকাশিত হয়, ইহাই সুবানিত্যের প্রামাণ্য।

৩। এই ব্রিটিশাটম্যান প্রথমতঃলয় মিলিয়া কমিটীর করকজন সভাপতি মিস এইশাটুলি সিংহ কাশ
শেখরিশো: মস্তিসভার অর্পিত সাহস উত্তরিন চোবর মিসর সম্বন্ধে আশা: বত: একাধ বরি: বস
সা এই কথা লিপিবদ্ধ থাকে এইকথা ইয়া কেম। কমিটীর নিষ্পত্তি বলা উল্লেখ করিনে
সাধারণতঃ বহির্ভূত অধিকাংশ ব্যক্তির দত্ত একাধ করিতেছি এই কথা বরি: বত: হইবে।

২য় অধ্যায় ।

প্রজাদের অগ্নী বিস্ময়ক বিধি ।

৪। এই পাণ্ডুলিপি খানিতে যে তিরহ শ্রেণীর প্রচার করা আছে তাহা নিগের বর্ণনা করিবার নিমিত্তেই এই অধ্যায়টি সরিণেপিত হইয়াছে। ইহাতে দৃষ্ট হইবে যেমূল পাণ্ডুলিপিতে অবদারিত খাণ্ডানার তুরিহোগকারিরায়তাদগকে পেরুণ তালুকদার শ্রেণীর অন্তর্গত অন্যত্র প্রণীত বলিয়া গণ্য করা গিয়াছিল। তাহা করিয়া একগণে তাহা দিগকে স্বতন্ত্র শ্রেণী রূপে নিচেচনা করা গিয়াছে। ইহাও দেখা যাইবে যে “নাখানারায়ত” এই কথার পরিবর্তে “দখলীঅড়ুনা রায়ত” এই কথা প্রয়োগ করা গিয়াছে। অখলৌক কথাটি ভ্রান্তক লাম বলিয়া ইহর পাত লাম্বা লিপিত উদ্ধাণিত হইয়াছে। পট্টের

Bengal Tenancy Bill.

ইহাও দুইটাবা যে সংশোধিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে যে বাস্তবভূমি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোড়ের অন্তর্গত নহে, তাহার রায়তদের উল্লেখমাত্র নাই। অধিকতর বিবেচনার পর পাণ্ডুলিপির মধ্যে এই শ্রেণীর প্রজাদিগের সম্বন্ধে কোমর বিধান সন্নিবেশ করা বাঞ্ছনীয় বোধ হইলেও হঠাৎ পারেন; কিন্তু এই সকল প্রস্তাব মীমাংসা করিতে হইলে যত দূর সম্ভব জ্ঞান আবশ্যক আপাততঃ আমাদিগের তত দূর জ্ঞান নাই। স্পষ্টই দেখা যায় যে এতদেশের ভিন্ন ২ অংশে এই শ্রেণীর প্রজাদিগের ষোড় সম্বন্ধে নিয়মের এক দূর বিভিন্নতা আছে, যেমূল পাণ্ডুলিপির ৭ম অধ্যায় রক্ষা করিতে হইলে তদন্তর্গত কএকটি বিষয়ের সংশোধন করা আবশ্যক হইত। কিন্তু অধিকতর সম্ভাবনা নাই জানা পর্য্যন্ত আমরা কি আকারে এই সংশোধন করিতে হইবে ইহা বলিতে সমর্থ নহি। আমাদিগের ভরসা যে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট আবশ্যিক সম্ভাবনা জানাইবেন।

৫। তালুকদার ও রায়তদিগের মধ্যে প্রভেদ বিষয়ক ধারাটিতে আমরা এই প্রত্যেক শ্রেণীর লক্ষণ নির্দেশ না করিয়া বরং তাহাদিগের বর্ণনা করিতে যত্ন পাইয়াছি। যে সকল স্থল উক্ত উভয় শ্রেণীর মধ্যে প্রভেদসূচক সীমা রেখার নিকটে অবস্থিত, সেই সকল স্থলে আদালতসমূহের পথ প্রদর্শনার্থে বিধি প্রণয়ন করা বিহিত ইহা স্বীকার করিলেও, আমাদিগের মত এই যে ইহার কোন শ্রেণীর দৃঢ় রূপে লক্ষণ নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিলে অসুবিধা দূর না হইয়া বরং তাহার স্মৃতি হইবার সম্ভাবনা।

৩য় অধ্যায়।

তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৬। অবশ্যপূর্ণিত হারে জমী ভোগ করিবার স্বত্ব বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির (১৪—১৭) ধারাগুলিকে স্থানান্তরিত করিয়া সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৮ম অধ্যায়ের মধ্যে সন্নিবেশ করা গিয়াছে; এই অধ্যায়ের কথা বলিবার সময়ে তাহাদিগের বিশেষ উল্লেখ করা যাইবে। যে সকল জিলার ত্রিযুগলীন বন্দোবস্ত প্রচলিত আছে তদন্তর্গত স্থান সম্বন্ধে বিশেষ বিধান বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ২০ ধারাটিকে অতিরিক্ত বিধিবিষয়ক অধ্যায়ে স্থাপন করা গিয়াছে।

৭। চুক্তি কি দেশাচারক্রমে যে স্থলে তালুকের খাজানা রক্ষির বিধান করা হয় নাই, তাহাও সেই স্থলে যে বিধি অনুসারে খাজানা রক্ষি করিবেন ৭ ধারার অন্তর্গত ৩ উপধারায় তাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা এই উপধারার বহুল পরিমাণে পরিবর্তন করিয়াছি। এক্ষণে কেবল এই বিধান করা গেল আদালত তালুকদারকে লভ্যের শতকরা দশভাগের কম দিবেন না এবং খাজানা নিয়ম করিবার সময়ে যে অবস্থায় তালুকের স্মৃতি হয়, তালুকের অধিকারী যে উৎসর্হসাধন করিয়াছেন ও আদায় করিবার যে খরচ ও ঋণ কি হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। বঞ্চিত খাজানা পূর্বদেয় খাজানার দ্বিগুণের অধিক হইবে না এবং দশবৎসর অপরিবর্তিত থাকিবে, এই বিধানটি আমরা স্পর্শ করি নাই।

৮। ৩৬ ধারায় পত্তনী তালুকের লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে উপক্রমণীয় অধ্যায়ের মধ্যে এবং সর্বাসদী নীলাম সংক্রান্ত ৪২ ধারাটি যে অধ্যায়ে এই বিষয়ের কথা আছে তাহার মধ্যে সন্নিবেশ করা গিয়াছে। এই দুইটি ধারাভিন্ন পত্তনী তালুক বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির সমস্ত বিশেষ বিধানই এই অধ্যায়ের অন্তর্গত করা গেল।

৯। এই অধ্যায়ের অন্তর্গত তালুকের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রীকরণ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে আমরা যে সকল পরিবর্তন করিয়াছি তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কএকটি বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

- (১) ১৫ ধারার (১) উপধারার একটি বঞ্চিত বিধি যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই বিধিক্রমে ভূম্যধিকারী খাজানা বাকী থাকিলে তালুকের হস্তান্তর রেজিস্ট্রী করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন।
- (২) মূল পাণ্ডুলিপির ২৭ (২) ধারার (খ) প্রকরণক্রমে রেজিস্ট্রী করিবার প্রার্থনা করিতে বিলম্ব হইলে দণ্ডস্বরূপ যে অতিরিক্ত ফী দেয় হইত তাহা রহিত করা গিয়াছে এবং যে স্থলে তালুকদারবর্জক কোন খাজানা দেয় না হয় [১৫ (২) ধারা], তথায় ২৭ টাকা ফী দিতে হইবে ইহা নির্দেশ করিয়া একটি প্রকরণ সন্নিবেশ করা হইয়াছে।
- (৩) ১৮ ধারায় একটি উপধারা যোগ করা হইয়াছে। ইহার বিধান এই যে কোন ব্যক্তি হস্তান্তর কি উত্তরাধিকারক্রমে কোন তালুকের স্বত্বান হইলে যাবৎ এই হস্তান্তর কি উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করা না হয় কিম্বা ভূম্যধিকারীর প্রতি তাহার নোটিস জারী করা না হয়, তাহাৎ প্রথমোক্ত ব্যক্তি মোকদ্দমা, ক্রোক বা অন্য কাৰ্য্যভূতান ধারা খাজানা আদায় ন দিতে পারিবে না।
- (৪) এবং রেজিস্ট্রী বাকীর লেখার সকল প্রদান বিষয়ক ধারাটি (একনং কার ২১ ধারা) সংশোধন করা গিয়াছে। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এক আনন্দের অনুদান বা এক টাকার অনধিক যে ফী দায় করেন প্রত্যেকখণ্ড সকল দিবার জন্য সেই ফী দিতে হইবে।

৪র্থ অধ্যায়।

অবধারিত হারে যে রায়ভেরা ভূমি ভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

১০। হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আমরা তালুকদারদের প্রতি যেহে নিয়ম বর্ণিত তাহা অবধারিত হারে ভূমি ভোগকারী বাসেন্দা রায়ভের প্রতিও বর্তিবে ইহা বিধান করিয়া এই নিয়ম গুলির সহতা নিধান করিয়াছি। এই শ্রেণীর রায়ভদিগকে (ক) রেজিষ্টারী করা পাট্টাক্রমে কি আদালত কর্তৃক স্থিরীকৃত অধিকার বলে ভূমি ভোগকারী রায়ভ এবং (খ) আইনবিহিত অনুমানক্রমে ভূমি ভোগকারী রায়ভ এই দুই উপশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রথমোক্ত শ্রেণীর রায়ভদিগকে তালুকদারদের সহিত ও শেষোক্ত শ্রেণীর রায়ভদিগকে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ভদের সহিত সমান করিয়া দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কিন্তু আদালতের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

৫ম অধ্যায়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ভদের সম্বন্ধীয় বিধি।

১১। রায়ভের স্বত্ব ও দখলীস্বত্ব লাভসম্বন্ধে এই অধ্যায়ের মূল নিয়ম গুলির কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। ক্ষুদ্র বিষয়ের পরিবর্তনের আশাদের কেবল যে গুলির কথা এলা আবশ্যিক, তাহাই এলা যাইবে।

বর্জমানের মহারাণী প্রভৃতি ব্যক্তিদিগের যেরূপ সুরক্ষা মহাল আছে, সেইরূপ কএকটি মহালের সমুদায় অংশই বাসেন্দা রায়ভের স্বত্ব প্রচলিত করিলে যে অসুবিধা ঘটিতে পারে, তৎ প্রতি আদালতের মানাযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। এইরূপ সকল বিশেষ স্থলে মহালের রায়ভদের পরিবর্তে রাজস্ব-সংক্রান্ত কি শাসন কার্যসম্বন্ধীয় কোনরূপ জ্ঞান বোধাদি দিলে সুবিধা হইতে পারে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট এমত বিবেচনা করেন কিনা জানিতে বাধ্য করি।

১২। এই অধ্যায়ের বিশেষ উদ্দেশ্য লাভ পক্ষে মহাল নামের অর্থ সম্বন্ধে “১৮৫৩ সালের জামুয়ারি মাসের প্রথম দিবসাবধি” কোন সময়ের মধ্যে বাটওয়ারা হইলে বাটওয়ারা গন্তেও মূল মহাল একই মহাল বলিয়া গণ্য হইবে, ২৭ ধারার (খ) প্রকরণে এই বিধানের প্রতিপাদনের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। উল্লিখিত তারিখ স্থির করবার কারণ এই যে প্রায় এই সময় বদি বাটওয়ারা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কাগজ-পত্রাদি পাইবার ব্যক্তি সমস্তকণ আশা আছে, এইরূপ বুঝা গিয়াছিল। কিন্তু ঠিক পূর্ব কোন সময়ে এই তারিখ স্থির করা যাইবে উদ্দেশ্যে অধিকতর বিবেচনা আবশ্যিক, সুতরাং যে কএকটি কথাতে এই সময় সূচিত হয় তাহার নিম্নে একটি রেখা টা নয়া দিতে হইবে আমরা এই আদেশ করিলাম।

১৩। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অনুরোধক্রমে আমরা বাসেন্দা রায়ভের লক্ষণ নির্দেশক ২৬ ধারার (২) সংখ্যক একটি উপধারা সংযোগ করিয়াছি। এই উপধারার নিধান এই যদি ইহা জমাগত বা স্বীকৃত হয় যে কোন ব্যক্তি রায়ভস্বরূপ ভূমিভোগ করে, তবে যাবৎ বিপরীত দর্শান না হয়, তাৎ এই ধারার কাছাকাছি এই ব্যক্তির ও সে যে ভূমিভোগকারীর অধীনে ভূমিভোগ করে সেই ভূমিভোগকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে এই ভূমি বা উহার কোন অংশ রায়ভস্বরূপ বার বৎসর কাল ভোগ করিয়াছে। বঙ্গপ্রভৃতি দেশের বর্তমান প্রবর্তা বিবেচনায় এইরূপ অনুমান করা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয়। ইহাতে মোকদ্দমার কার্যে সরলতা বিধান করবে, অথচ কোন স্থলে ইহা ঠিক না থাকিলে ভূমিভোগকারী অন্যায়মতে ইহার খণ্ডন করিতে পারিবেন।

১৪। কোন ব্যক্তি একবৎসরের অনধিক কালের জন্য কোন ঐমি কি মহালের অন্তর্গত কোন ঘোড় হইতে বেদখল থাকিলেই যে বাসেন্দারায়ভের স্বত্ব হারাইবে না আমরা মূল পাণ্ডুলিপির এই বিধানের [২৬ (৬) ধারা] মর্ম্ম অব্যাহত রাখিয়াছি এবং ইহাতে একটি [(৭) উপধারা] প্রকরণ যোগ করিয়াছি। উপধারাটির মর্ম্ম এই ২৬ ধারাক্রমে [এই ধারার কথা পরে ৬৬ দফায় দেখ] যদি সেই ব্যক্তি কোন জমীতে পুনর্বার দখল প্রাপ্ত হয়, তবে একবৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও বাসেন্দারায়ভস্বরূপ গণ্য হইতে থাকিবে।

১৫। যে কারণে স্বত্বনিমজ্জন বিষয়ক অধ্যায়টি পাণ্ডুলিপি হইতে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা পরে বিবৃত হইবে। উক্ত অধ্যায়টি উঠাইয়া দেওয়াতে যাচাতে বুঝিবার ভুল না হয়, এই নিমিত্তে আমরা এই অধ্যায়ের মধ্যে একটি ধারা (২৮ ধারা) সরিবেশ করা পাণ্ডুলিপির বোধ করলাম। এই ধারার বিধান এই যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রায়ভের ভূমিভোগকারী ক্রয় করিয়া বা প্রকারান্তরে উক্ত রায়ভের স্বার্থ প্রাপ্ত হইলে দখলীস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে, কিন্তু এই বিধানের কোন কথার অপর কোন ব্যক্তির স্বত্বের কোন বিষয় হইবে না।

১৬। মূল পাণ্ডুলিপির ৪৮ ধারায় দানক্রমে দখলীস্বত্বলাভের বিধান ছিল, আমরা এই ধারাটি উঠাইয়া দিয়াছি, এবং এই পাণ্ডুলিপির ৪৯ ধারায় বাধ্যতামূলক শব্দের অর্থমধ্যে যেহে শ্রেণীর জমী

গণ ভাষায় মূল্যবোধ লাভ বিষয়ক এই ধারাটির পরিবর্তে আর একটি ধারা (৩০ ধারা) দিরাহি। শোভাঙ্ক ধারাটির সমান্যতঃ এই বিধান করা গিয়াছে যে উক্ত সকল জেলীর জন্য দিরাহী পাট্টাক্রমে কিংবা সন ২০০০ পাট্টাক্রমে ভোগ করা গেলে এই অধ্যায়ের কোন কথাক্রমে তাহাতে মূল্যবোধ ভবিষ্যৎ না।

১১। তাহাতে ভূমি প্রত্যক্ষ সংক্রান্ত কার্যের অনুপযোগী না হয় রায়ত একে ভূমি ব্যবহার করিতে পারিবেন, আমরা ইহা নির্দিষ্ট করিয়া বলিয়াছি [৩০ ধারা, (ক) প্রকরণ] যে তিনি দেনাচাঁরের বিক্ষেপে এই ভূমিতে বৃক্ষ কাটিতে পারিবেন না।

১২। ভূমিধিকারীর অগ্র্যে ক্রয় করিবার স্বত্বসম্বন্ধে পরিচ্ছেদটি একদে " বস্তান্তর বিষয়ক নিয়মের কথা " এই শীর্ষকের নিম্নে স্থাপিত হইল। আমরা এই পরিচ্ছেদে [৩২ (৪) ধারা] বিধান করিয়াছি যে ভূমিধিকারী মূল্যবোধ ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলে মূল্যবোধ হইবার কি আদানত বর্ত্তমান হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে রায়তকে এই মূল্য দিবার প্রস্তাব করিবেন। আমরা আদ্যে এই ধারার কএকটি কথা যোগ করিয়াছি, তৎকালে ভূমিধিকারী ক্রয় করিবার দায়িত্ব বহিলে রায়ত ইচ্ছা করিলে এই ভূমি নিজে রাখিতে পারিবেন।

১৩। আদ্যে আমরা এই ধারায় (৫) সংখ্যক একটি উপধারা যোগ করিয়া বিধান করিয়াছি যে কোন রায়ত এই ধারার বিধান উলঙ্ঘন করিয়া বিক্রয় করিতে চেষ্টা পাইলে ভূমিধিকারীর বিক্ষেপে এই বিক্রয় বার্থ হইবে।

২০। মূল্যবোধ উলঙ্ঘন দান করা গেলে মূল পাণ্ডুলিপি ৫৫ ধারাক্রমে ভূমিধিকারীর প্রতি তাহা অগ্র্যে ক্রয় করিবার স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছিল। আমরা এই ধারাটি উঠাইয়া দিরাহি।

২১। মূল্যবোধ দান সম্বন্ধে আদ্যে নিম্নের বিধান এই যে অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ দান উলঙ্ঘন করা হইবে অথবা প্রকৃত বিক্রয় দান বলিয়া কল্পনা করা হইবে। আমাদিগের বিবেচনায় কেবল শোভাঙ্ক জেলীর দান সম্বন্ধেই ভূমিধিকারিদিগের হিতার্থে কোন না কোন সংরক্ষণোপায়ের প্রয়োজন। রেজিস্ট্রী করা মূল্যক্রমে দান করিতে হইবে এবং এই মূল্যের এক খণ্ড প্রতিলিপি অবিলাসে ভূমিধিকারীকে দিতে হইবে। তাহা হইলে দান প্রকৃত নহে বলিয়া তাহার বিধান করিবার কোন হেতু থাকিলে তিনি এই দানের প্রতিবাদ করিবার সুযোগ পাইবেন। আমাদিগের বিবেচনায় পূর্বোক্তরূপ বিধান করিলে ভূমিধিকারীর যথেষ্ট সংরক্ষণোপায় হইবে। পরন্তু আমরা নিম্নলিখিত সম্পর্কের শোন ব্যক্তিরা প্রতি যুগলমান নতুন দান স্থলে এই দান পূর্বোক্ত বিধান হইতে মুক্ত করিয়াছি, কারণ তৎকালীন দান মচরচর উলঙ্ঘন দানের পরিবর্তে করা হইয়া থাকে (৩৫ ধারা)।

২২। বিশেষে বক্তব্য এই যে অগ্র্যে ক্রয় করিবার স্বত্ব আমরা কেবল ভূমিধিকারী, চিরস্থায়ী ভাণ্ডারদার ও তাঁহার অন্য যে ভাণ্ডারদারদিগের এই স্বত্বস্বায়ী কার্য করিতে অনুমতি দেন তাঁহাদিগের প্রতিই প্রদান করিয়া একটি ধারা (৩১) যোগ করিয়াছি। কারণ আমাদিগের বিবেচনায় ভূমিতে চিরস্থায়ী স্বার্থনিশ্চিত উপরিত্ত ভূমিধিকারীর বিধা অনুমতিতে কিয়ৎকালীন কোন ভাণ্ডারদার পূর্বোক্ত স্বত্বস্বায়ী কোন কাগ্য করিলে অনেক অনুরোধ ও গোলযোগ ঘটিতে পারে। এই অনুরোধ ও গোলযোগ পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।

২৩। মূল পাণ্ডুলিপি ৫৬ ধারার প্রতি বিশেষ আপত্তি করা হইয়াছে। ইহার বিধান এই যে ভূমিধিকারী কোন ভূমিতে মূল্যবোধ লাভ করিলে সে পাসেন্সা রায়তের স্বত্ব লাভ করিবে। আমরা ইহা বিধান করিয়াছি। আমরা এই ধারাটি উঠাইয়া দিরাহি।

২৪। আমরা ৫৭ ধারাটিও উঠাইয়া দিরাহি। ইহাতে এই বিধান ছিল যে কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারক্রমে ভূমিতে মূল্যবোধ লাভ করিলে সে পাসেন্সা রায়তের স্বত্ব লাভ করিবে। আমাদিগের বিবেচনায় ২৬ (৪) ধারাক্রমে এই ধারার উদ্দেশ্য স্পষ্টরূপে সাধিত হইবে।

২৫। এই অধ্যায়ের পর পরিচ্ছেদের নাম " কোর্টারিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা "। এই পরিচ্ছেদটি নূতন। কৃষক নহে একজন ব্যক্তি যাহাতে লাভানগরে মূল্যবোধ ক্রয় না করে এই উদ্দেশ্যে এবং রায়তের কোর্টারি রায়তকে রক্ষা দিবার নিমিত্তে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের কৃত কএকটি প্রস্তাব অবলম্বন করিয়া ইহা প্রণীত হইয়াছে। আমাদিগের বক্তব্য এই যে এই স্থানে যে সকল বিধান পরিণীত হইল শোভাঙ্ক উদ্দেশ্যটি তদ্বারা কেবল অংশতঃ সাধিত হইতে পারে। কোর্টারি রায়তের সম্বন্ধীয় ৭ম অধ্যায়ে এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ অন্যান্য বিধান দৃষ্ট হইবে। এই বিষয়ের কথা শীঘ্রই বলি যাইবে।

২৬। ৫ম অধ্যায়ের এই পরিচ্ছেদের মধ্যস্থিত বিধানগুলিই প্রদান।

৩১।—কোন মূল্যবোধ লাভ রায়ত আদ্যের যোক্তর যে অংশ কোর্টারি দি করে তাহা তদীয় যোক্তর অধিকারের অধীন হইবে, ভাণ্ডারদারদের রেজিস্ট্রী করিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভায় যে আইন উপস্থিত করিবার প্রস্তাব করেন সেই আইনতে এই রায়ত ভাণ্ডারদার বলিয়া সরকারী রেজিস্ট্রারে আপনাকে রেজিস্ট্রারী বহাংলে ভাণ্ডারদার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। ইহার ফল এই হইবে যে এই রায়তের কোর্টারি রায়তেরও বর্ত্তমান কিংবা বাবী মূল্যবোধের অধিকারী রায়ত বলিয়া গণ্য হইবে। (৩৭ ধারা)

২২।—কোন রায়ত আপনাত যোত কি যোতের কোন অংশ কোর্সি বিনি করিলে প্রাপ্ত যদি করিবার মরপাট্টা সাত বৎসরে অধিক কালের নিমিত্ত প্রবল থাকিবে না। (৩৮ ধারা) এই বিধানগুলি তপস্বী কএকটি বিষয়ের দ্বারা সংকোচিত হইয়াছে। শেষোক্ত বিধানের মধ্যে নিম্নলিখিত কএকটি প্রধান।

১৭।—কোন রায়ত বয়স হেতু বা জীলোক বলিয়া বা পীড়াবশতঃ বা দুর্ঘটনাক্রমে কি নির্দিষ্ট কএকটি কারণে কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায় চাঁদ বরিতে অক্ষম হইয়া আপন যোত কোর্সি বিনি করিবে বা না হইলে, তাহার এই কার্যের প্রতি উক্ত সকল বিধান বর্জিত না, ও

২২।—যদি কোন রায়ত পূর্বোক্তমতে তালুকদারে পরিবর্তিত হয়, তবে এই ব্যক্তি দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত থাকিলে, যে২ শর্তে ও যে২ নিয়মাদীনে তাহার খাজানা রুদ্ধি হইতে পারিত এক্ষণেও সেই শর্তে ও নিয়মাদীনে তাহার খাজানা রুদ্ধি হইতে পারিবে। সুতরাং এই বিষয় সম্বন্ধে তাহার ভূমিধিকারীর স্বত্ব অক্ষুণ্ণই থাকিবে।

২৭। এই বিধান গুলি মইয়া বিলম্ব মতভেদ হইয়াছিল। এক পক্ষে ভূমিধিকারীর সহিত ও অপর পক্ষে তাহার নিজের কোর্সি প্রজার সহিত রায়তের যে সকল আইনবিহিত সম্বন্ধ আছে তাহার নিজের কৃত কার্যক্রমে এই সম্বন্ধের কোন পরিবর্তন ঘটাইতে পারে যে অসুবিধা হইবে আমরা তাহা অবগত আছি। এই পরিবর্তন আবার যে নিয়ম অনুসরণ করিয়া সূচিত হওয়া আবশ্যিক, তাহা সুনির্দিষ্ট নহে এবং তাহা অবধারণ করা কঠিন। আবার কৃষকদিগের অবস্থা বিবেচনায় অনেক স্থলেই এই নিয়ম না খাটিবার বিধান করা গিয়াছে, সুতরাং বিষয়টি বিলম্ব জটিল হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল আপত্তি সত্ত্বেও আমাদিগের মতো অধিকাংশ ব্যক্তিই কোর্সি বিনি বিষয়ক প্রথাটি সীমাবদ্ধ করণোপলক্ষে নিম্নলিখিত উপায়ে কোর্সি কোন উৎকৃষ্টতর উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। সকলেই স্বীকার করেন যে এই প্রথাটি এক কালে নিষেধ করা অসম্ভব। কোন রায়ত আপন যোত কোর্সি বিনি করিলে যদি তাহার খাজানা বাকী পড়ে, তবে এই যোত তালুকদার ন্যায় সর্বস্বী নীলামক্রমে বিক্রয় হইতে পারিবে এবং কোর্সি প্রজার দখলীস্বত্ব লাভ করিতে পারিবে এইরূপ বিধান করা গেল। কোর্সি বিনি প্রথা একবার প্রচলিত হইলে তাহা কলোপধারীরূপে নিধারণ করা যে অসম্ভব, এই সকল বিধান হইতে তাহার স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে। ইহা স্মৃত হইবে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তালুকদাররূপে পরিবর্তিত হইলেও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট বাকী তাহার খাজানা রুদ্ধি হইতে পারিবে, কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়ে তালুকদার বলিয়া গণ্য হওয়াতে তালুকদারদের যোত বেরূপ সর্বস্বীমতে নীলাম হইতে পারে ও তাহাদের যেরূপ অন্য দায় ও স্বত্ব থাকে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের ও তাহাই থাকিবে। ভূমিধিকারী অগ্রোক্ত করিতে পারিবেন এই বিধান হইতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরাও তালুকদারদিগের ন্যায় স্বত্ব থাকিবেন। কিন্তু যা ২ এই রায়তের নাম রেজিস্ট্রারী করা না যায় এই সকল বিধানের মধ্যে কোনটিই বলবৎ হইবে না। আমাদিগের বিবেচনায় দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তালুকদাররূপে পরিবর্তিত হইলে যে সকল জটিল সম্পর্ক সৃষ্ট হয় সামান্য খাজানার বোঝাধারী আমদারের প্রতি সেই সকল অগ্রহণকরিবার ভার অর্পণ করিলে অসম্ভব হইবে। কেবল স্থানীয় গবর্ণমেন্টই এই সকল সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করিয়া রেজিস্ট্রারী করিলে এই অসুবিধা দূর হইতে পারে। স্থানীয় গবর্ণমেন্টও ইহা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

২৮। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের খাজানা রুদ্ধি বিষয়ক বিধানগুলির আমরা আকাংক্ষিত ও প্রাপ্ত হইতে পারিবার প্রয়োজন করিয়াছি।

আমরা হারের তালিকা অনুসারে খাজানা রুদ্ধি বিষয়ক বিধানগুলি স্থানান্তরিত করিয়া স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ের মধ্যে সম্মিলিত করিয়াছি। স্বতন্ত্র লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত বিষয়ক অধ্যায়ের পরে এই অধ্যায় স্থাপন করা গেল। চুক্তিক্রমে বা আদালতে যৌক্তিক করিয়া সাধারণতঃ যে রূপে খাজানা রুদ্ধি করা যায় এই স্থলে কেবল তাহারই কথা বলা যাইতেছে।

২৯। উপস্থিত সংশোধিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা চুক্তি সত্ত্বেও এই চুক্তি রেজিস্ট্রারী করা না হইলে রুদ্ধি করিতে পারা যায় না। ৪১ ধারাক্রমে নিম্নলিখিত বিধিগুলি প্রাপ্ত চুক্তির প্রতি বর্জিত।—

(১)—খাজানা এক্ষণে রুদ্ধি করিতে হইবে না যে তাহা রায়তের পূর্ব দেয় খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অর্থাৎ শতকরা ২৫ টাকার অধিক হয়।

(২)—চুক্তিপত্রে অনুমান সাত বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা দার্জী করিয়া দিতে হইবে।

(৩)—বর্জিত খাজানা পূর্বের বা সাধারন খাজানা অপেক্ষা টাকায় দুই আনার অর্থাৎ শতকরা ২২।০ টাকার অধিক হইলে, চুক্তিপত্রে অনুমান পনের বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা দার্জী করিয়া দিতে হইবে।

(৪) — রেজিস্ট্রী করণের নক্সা এই ব্যাপক চুক্তিপত্র বেজিস্ট্রী করিবার পূর্বে চুক্তি এই আইনের বিধানমত ও রায়ত আদীনতায় তাহা করিতে হইবে এবং কণা কামিয়া লইবে। ইহা দৃষ্ট হইবে যে খাজাটি সংশোধন করায় এক্ষণে এই দাঁড়াইয়াছে যে রেজিস্ট্রী করণের নক্সা চুক্তি অনুমোদন নীতি ও আদীন চুক্তি নীতি ইহা বুঝি লক্ষ্য করিবে এক্ষণে কেবল ইহা বুঝি লক্ষ্য হইবে যে চুক্তি এই আইনের বিধানমত।

৩০। ২২ খারায় এই বিধান করা গিয়াছে যে জমী মুজাররুপ খাজানা নিম্ন কৌম প্রজা পুণে ভোগ করিতেন, তাহা যে প্রায়ের বা মহালের অন্তর্গত তথাকার কৌম বাসেন্দা রায়তকে দিলি দণ্ড গেলে, খাজানা হক্কি বরিয়া নিবার রেজিস্ট্রী করা চুক্তিপত্রক্রমে না হইলে, পূর্বে প্রজা যে খাজানা নিম্ন উক্ত দায়ত ও জমীর জন্য তদপেক্ষা উক্ততর খাজানা দিতে বাধ্য হইতেন না এবং তদ্রূপ প্রত্যেক চুক্তির প্রতি পূর্বোক্তিত নিধি বর্ত্তিবে।

৩১। মোকদ্দমাক্রমে খাজানা হক্কি বিষয়ে আদালতের উদ্দেশ্য এই ভূম্যধিকারী ও প্রজা উভয়ের প্রতি বক্তব্যই কাঁচা হয় এইরূপ কতকগুলি বিধি প্রণয়ন করিয়া একটি কার্যপত্র নিৰ্দেশ করিতে হইবে তাহাতে বিচারা বিষয় সম্বন্ধে বক্তব্য ও মুক্টিম সন্ধান আদালতের প্রয়োজন হইবে না। এই প্রয়োজন থাকাতাই খাজানা হক্কিসংক্রান্ত বর্তমান আইনটি ভূম্যধিকারীগণের হস্তে অকর্ণণা যন্ত্র স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

এই প্রতিপ্রায়ের ২২ হেতুতে খাজানা হক্কিসংক্রান্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করা গাইতে পারিবে, তাহা নিম্নে উল্লেখ করিয়া (৩০ খারায়)।—

(ক) — দখলীস্বত্ব শিষ্টরায়তে পিতা হইলে সেই প্রকারের ও তদ্রূপ স্বত্বাধিকারী ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে উক্তরায়ত তদপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ) — সেই স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান খাদ্য শস্যের গড় মূল্য হক্কি হইয়াছে।

(গ) — ভূমিগীরীর দ্বারা তাহার খরচে যে উৎকর্ষসাধন হয় তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিত শক্তি হক্কি হইয়াছে।

(ঘ) — রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিত শক্তি বন্যা দ্বারা বর্জিত হইয়াছে।

৩২। অনুসন্ধানক্রমে অবগত হওয়া গিয়াছিল যে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট কেবল বিশেষ বিশেষ স্থানের নিমিত্তই হারের প্রামাণিক তালিকা প্রস্তুত করিতে পারেন। ভূমির উৎপাদিত শক্তি সম্বন্ধে যে সংবাদ অবগত হইতে পারিলে ঐ শক্তির হক্কি হইয়াছে বলিয়া আদালত খাজানা হক্কিসংক্রান্ত বিধি খাটাইতে পারেন, আদালতের নিকট সেই সংবাদ উপস্থিত করণার্থ আমায়দিগের নিকট অন্য কৌম সাধারণ উপায়ের উল্লেখ করা হয় নাই। খাজানা হক্কির আইনমত এই হেতুটি এককালে ভাগ করণ প্রতি জমিদারেরা আপত্তি করেন, এবং ইহা পূর্বে প্রচলিত আইনের অন্যতম বিধান ছিল বলিয়া বক্তব্য হইল। এই হেতুতে খাজানা হক্কি করিতে হইলে যে স্থলে ভূম্যধিকারীকৃত উৎকর্ষ-সাধন বশতঃ উৎপাদিত শক্তির হক্কি হয়, যে অনুসন্ধান ও রেজিস্ট্রী করণকার্যের বিধান পরে করা গিয়াছে তদ্বারা ঐ খাজানা হক্কি করণ পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা হইবে। কিন্তু বন্যা দ্বারা উৎপাদিত শক্তির হক্কি হইয়াছে এই হেতুতে খাজানা হক্কি করিতে হইলে, আমায়দিগের আশঙ্কা এই এতাবৎকাল যে অনুবিধি বশতঃ অর্থাৎ ভূমির উৎপাদিত শক্তি পূর্বে কিরূপ ছিল তাহার প্রামাণ্য-ভাবে খাজানা হক্কির এই হেতুটি কার্যকর হইত না, এইক্ষণেও সেই অনুবিধি বিদ্যমান থাকিবে।

৩৩। পক্ষান্তরে মূল্যহক্কির হেতুতে খাজানা হক্কি করিতে হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট মূল্যের প্রামাণিক তালিকা প্রস্তুত করিলে, ঐ কার্যের বিশেষ সহায়তা হইবে। এস্থলে ইহা বলা উচিত প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের মূল্যের তালিকায় যে ভূমির খাজানা লইয়া বিবাদ তাহাতে যে বিশেষ কোন ফসল জন্মিয়াছে তাহা লক্ষ্য না করিয়া মূল্যের সাধারণতঃ হক্কি কি হ্রাস সূচিত হইতেছে ইহা দেখিতে হইবে। জমিদারী আইন ১৮৮৩ সালে কৃত আইন সংগ্রহ পুস্তকের ২৪০ ও তৎপরবর্তী পৃষ্ঠায় যে রূপ নিবৃত্ত হইয়াছে অর্থাৎ ইংসগে গড় মূল্যের যে নিয়ম ধরিয়া উৎপন্ন শস্যের মূল্যমাত্রার পরিবর্ত্তে মুজারযোগে দেয় করা স্থির করা যায় এখানেও মূল্যের তালিকা লইয়া সেই নিয়মে কার্য করিতে হইবে ইহাই আমায়দিগের অভিপ্রায়।

৩৪। কেহ কেহ এই কথা বলিয়াছেন যে শস্যের মূল্য হক্কি হইলে অধুনা যে বিধি অনুসারে কার্য করিতে হইলে, মূল্যহক্কি লম্বা আবাদ করিবার খরচ হক্কি হইয়াছে বলিয়া কতক টাকা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। আপত্তিও আমরা এই বিষয়ে রায়তকে রক্ষা করিবার তার খাজানা হক্কিসংক্রান্ত অন্য যে সংশোধন ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রচার প্রতি, বিশেষতঃ ৪৮ খারায় প্রতি, অর্পণ করিলাম। ঐ খারায় বিধান ৩০-খারায় মোকদ্দমা ও স্থাবর সম্পত্তির অনুসন্ধান ও অন্যতম প্রণয়ন হয় আদালত কৌম মোকদ্দমায় এরূপ পত্রা : রক্ষার ডায়েরী দিলেন না। কিন্তু এই অবস্থায় যে সকল পরিচালনা করা গিয়াছে তাহা জনসাধারণ পক্ষ সাং ১৯১৩ হইলে এই বিষয়টি অধিকার পক্ষ দিবে চতঃ ২৪৫।

৩৫। ভূমির উৎপাদন ক্ষমতির হ্রাস হইবার হেতুতে খাজনা বৃদ্ধি করণ পক্ষে যে অনুরোধ করা হইয়াছে, বাজার খাজনা গড় বাৎসরিক ৫% উৎপাদনের এক পঞ্চমাংশের অধিক হইবে না এই প্রস্তাবেও সেই অনুরোধ সন্তোষজনক হইতে পারে। অন্যান্য কারণে খাজনা বৃদ্ধি করণে যে প্রত্যেকের মতামতের প্রতিবেদন প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাও বিবেচনা করা প্রয়োজন। ৩৬। এই কারণে মূল পাণ্ডুলিপির ৭১ (গ) ধারা পূর্নোক্ত ভাবে বিধানটি উঠাইয়া দিয়া হইবে ও তৎপরেই মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত আরও একটি নিয়মের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করিয়াছে। পূর্নোক্ত প্রথম হেতুতে খাজনা বৃদ্ধি করিলে টাকা ৫ টি আট আনার অর্থাৎ শতকরা ৫০ টাকার অধিক বৃদ্ধি করা যাইতে পারে যাইবে না; ২য় কথা ৪র্থ হেতুতে খাজনার বৃদ্ধি করিলে টাকা প্রতিচারি আনার অর্থাৎ শতকরা ২৫ টাকার অধিক বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে না; ৩য় (৪৮ ধারা) আদালত কোন স্থলেই অনুপযুক্ত বা অন্যায় বোধ হইলে, খাজনার বৃদ্ধির ডিক্রী নিবন না, আমরা এই সকল বিধান করিয়াছি।

৩৬। একই প্রকার দখলীস্বত্ববিধি রায়তেরা প্রচলিত যে দ্বারে খাজনা দেয় সেই দ্বারের সীমা পর্যন্তই খাজনা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে, এত সম্বন্ধে আমরা উক্ত পশ্চিম প্রদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ২০ ধারা অবলম্বন করিয়া ৪৪ ধারায় একটি প্রকরণ (গ) সংযোগ করিয়াছি। এই প্রকরণে, যে স্থলে দেশাচারমতে রায়তের জাতির বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যিক, সেই স্থানের বিধান করা হইয়াছে।

৩৭। ভূমিকারীকৃত উৎকর্ষসাধন হেতুতে খাজনা বৃদ্ধি সম্বন্ধে আমরা দৃঢ় ও অলঙ্ঘ্য কোন বিধি প্রণয়ন না করিয়া কেবল এই মাত্র বিধান করিয়াছি যে [৪৬ (খ) ধারা] কতদূর পর্যন্ত খাজনা বৃদ্ধি করিতে দেওয়া যাইবে ইহা নিরূপণ করণার্থে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে,

- (১) উক্ত উৎকর্ষসাধন দ্বারা ভূমির উৎপাদনের মূল্য যতদূর বৃদ্ধি হইয়াছে,
- (২) উৎকর্ষসাধন করিতে কত খরচ পড়িয়াছে;
- (৩) উৎকর্ষসাধন কাঁচো জমি হইতে হইলে চাষ করিতে কত খরচ পড়ে
- (৪) উক্ত ভূমির বর্তমান খাজনা কত ও উচ্চত। খাজনা দিবার কিরূপ শক্তি আছে।

বহুকাল পূর্বের কথা লইয়া ক্ষেত্রের অনুসন্ধান পরিহারার্থে আমরা [৪৬ (ক) ধারা] বিধান করিয়াছি যে উৎকর্ষসাধন হেতু বৃদ্ধি করা না গেলে অর্থাৎ ৯ম অধ্যায়ের নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে হেতু বৃদ্ধি করা না গেলে, আদালত খাজনার বৃদ্ধি নিবন না। উক্ত বিধি সকল একত্র ভাবে প্রণীত হইয়াছে দৃষ্ট হইবে যে তৎক্রমে আবশ্যিক সকল সংবাদই উপযুক্ত মতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৩৮। বন্যাধারা ভূমির উৎপাদন ক্ষমতির হ্রাস হেতুতে খাজনার বৃদ্ধি সম্বন্ধে খাজনা সংক্রান্ত কমিশ্যন যে মতামত প্রকাশ করেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া আমানিগের গৃহীত বিধিটি প্রণীত হইয়াছে। এই বিধির মর্ম এই যে [৪৭ (গ) ধারা] ভূমিকারী ভূমির উৎপাদনের নিট হ্রাস মূল্যের অর্ধেকের অধিক পাইবেন না।

৩৯। ক্রমাগত খাজনার বৃদ্ধির মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব সীমাবদ্ধ করণ বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ৭৮ ধারাটি (৫০ ধারা) এক্ষণে প্রচলিত হার অপেক্ষা কমহারে খাজনা দেওয়া হইতেছে। কিস্তি মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে এই হেতুতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তাহার প্রতিই এরূপে প্রত্যেক একই নিয়মটি এক্ষণে খাজনা বৃদ্ধির যে মোকদ্দমা মোকদ্দম বিচারের পর ডিসমিস হইয়াছে ও যে মোকদ্দমায় খাজনা বৃদ্ধির ডিক্রী দেওয়া হইয়াছে এই উভয়ের প্রতি বর্জ্য, ও একবার খাজনা বৃদ্ধি করা গেলে পনের বৎসর গত না হইলে আবার খাজনা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে না। পূর্নোক্ত বৎসর গত হইলেই খাজনা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে।

৪০। যে হেতুতে খাজনা কমাইবার নিমিত্তে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে (৫১ ধারা) তাহা নিম্নলিখিতরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে।—অর্থাৎ

(ক)—যে ভূমির রায়তের দোষ বা তির্যকে বালি জমা হইয়া বা এরূপ অন্য কোন ভ্রমটন দ্বারা ক্ষতিরূপে অপকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং

(খ)—এ স্থানে প্রধান খাদ্য শস্যের গড় মূল্য কমিয়া গিয়াছে।

ইহার প্রত্যেক স্থলেই আদালত যত দূর উপযুক্ত ও ন্যায্য বোধ করেন, তত দূর খাজনা কমাইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

৪১। মূল্যের আংশিক তালিকা প্রস্তুত করণ সম্বন্ধে সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৫২ ধারাটি মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত উক্ত বিষয় সংক্রান্ত ধারা হইতে কতক বিধয়ে বিভিন্ন। এ স্থলে কেবল একটি পরিবর্তনের কথা মাত্র আবশ্যিক, অর্থাৎ এই নূতন ধারাক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট পূর্ন ও বর্তমান উভয় কালের নিমিত্তই মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ পরিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট গত বার বৎসর নিম্নলিখিতরূপে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করিয়া আনিতেছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া উক্ত মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই তালিকাগুলি সংশোধন করিয়া কোন স্থানের শস্যনির মূল্য সম্বন্ধে তথ্যদিগকে বিশ্বাসযোগ্য নিখিত প্রাণস্বরূপ করিয়া তুলিতে পারিলে, মূল হ্রাস হেতু খাজনা বৃদ্ধি করণ সম্বন্ধে আদালতের বাস্তব নিষ্কারণ সুরক্ষা পাইতে পারিবে।

৪০। পশ্চাৎ প্রদত্ত ভূমির আঁজনা রূপে নিম্নলিখিত মূল পাণ্ডুলিপির ৮০ ধারাটি উঠাইয়া দেওয়া গেল। কাগজ পশ্চাৎ প্রদত্ত নিম্নলিখিত প্রকৃতিশেষকে ভূমি খাজা ৭ করি ১ দেওয়া অতীত বিরল, সুতরাং এত ব্যবহারে বিধি প্রযোজ্য নাই।

৪১। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজা শস্যক্ষেপে বা কসল অমুসারে যে খাজানা দিবে তাহার সীমা নির্দেশকারী মূল পাণ্ডুলিপির ৮১ ধারাটি উঠাইয়া দেওয়া গেল। কাগজ এতদ্বারা দখলীস্বত্ব অতিরিক্ত ভূমি দৃষ্ট হইল। কসল বিলাস করণের পক্ষে নানা উপলক্ষ দিয়া উক্ত ভূমিতে সচরাচর অনেক অংশ বাদ দেওয়া চাইবে। এবং স্থানে স্থানে দৃষ্ট ও অন্তর্ভুক্ত বিধি নির্দেশ করিলে আদালতের আশ্রিত ঘটনা ক্রমিক দৃষ্টিতেই সন্তোষজনক।

৪২। শস্যক্ষেপে ভূমি খাজা ৭ রূপান্তরিত কণা বিসমক (৫০) ধারাটি মধ্য প্রদেশের প্রজাস্বত্ব বিধিক ১০৮০ সালের আইনের ১০ ধারা অবলম্বনে পুনর্গঠিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহা যেসকল দাঁড়াই-যাচ্ছে তাহাতে ভূমিধিকারী কিস্তি প্রকার যথোপযুক্ত নিম্নলিখিত কএক জন কর্তৃপক্ষের নিকট খাজানা রূপান্তরিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন এবং উক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট এই প্রার্থনা করা যায় তিনি তাহার প্রতিবাদ করা গেলে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। আরও বুঝায়োগে কত খাজানা দিতে হইবে ইহা নির্ণয় করণার্থে পুরাতন ধারা অপেক্ষা নূতন ধারার বিবেচনায় কাজ্য করিবার অধিকতর অবসর প্রদান করা হইয়াছে। ইহাতে কেবল এই বিষয়ই করা গিয়াছে যে এই খাজানা নির্ণয় করণ-কালীন পূর্বোক্ত কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, অর্থাৎ,

(ক) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা নিকটই সেই প্রকারের ও তরুণ সুবিধা বিশিষ্ট ভূমির লিখিত গড়ে যে মুজাররা খাজানা দিয়া থাকে, তাহার প্রতি ও

(খ) পূর্ব দশ বৎসরে ভূমিধিকারী প্রকৃত প্রকারে যে খাজানা পাইয়া থাকেন তাহার গড় মূল্যের প্রতি।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

দখলীস্বত্বশূন্য রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৪৩। মূল পাণ্ডুলিপির ৮১ ধারায় এই বিধান ছিল এই পাণ্ডুলিপির অতিরিক্ত “সামান্য রায়ত” অর্থাৎ দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত তদীয় ভূমিধিকারীর সম্বন্ধে কৃত নিয়মানুসারে সশ্রমে যে খাজানা ধাৰ্য্য হয় ১১৯ ধারার বিধান অর্থাৎ তাহার শেষ অনুচ্ছেদে খাজানা মোট উপপত্রের গড় বার্ষিক মূল্যের পাঁচ আনার অধিক হইবে না এই বিধান প্রবল মানিয়া সেই খাজানা দিবে। আমরা যে কারণে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদেরের খাজানা বৃদ্ধি স্থলে এই প্রকার অনুচ্ছেদ খাজানা ধাৰ্য্য করিবার প্রস্তাব ত্যাগ করিয়াছি, এই স্থলেও সেই কারণে তরুণ প্রস্তাব ত্যাগ করিবার মানস করি। দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের খাজানা ধাৰ্য্য করিবার চুক্তি সম্বন্ধে অন্য কোন নিয়ম করা কর্তব্য কি না এক্ষণে ইহাই কণা হইতেছে। আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এইরূপ কোন নিয়ম নির্দেশ করিতে অনিচ্ছুক। অতএব সংশোধিত পাণ্ডুলিপিক্রমে ভূমিধিকারী ও রায়ত উভয়েই এই বিষয়ে স্বাধীন रहিলেন। কেবলমাত্র (৫৭ ধারায়) এটি বিধান করা গেল কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে যেজিফতী কণা নিয়মপত্র ভিন্ন কিস্তি এই অধ্যায়ের যে একটি ধারার কথা শীঘ্রই বল্য যাইবে তদুপস্থিত প্রকারে না হইলে এই রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করা যাইবে না।

৪৪। যেহেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে তদ্বিবয়ক ৫৮ ধারায় আমরা একটি প্রকরণ সংযোগ করিয়াছি। এই প্রকরণানুসারে উক্ত রায়তকে প্রথমবার রেজিস্ট্রী করা পাটাক্রমে ভূমির দখল দেওয়া গেলে পাটাক্রমে নিশ্চয় অতীত হইয়াছে এইহেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে। কিন্তু আমরা পত্রবর্তী (৫৯) ধারায় বিধান করিয়াছি যে নিয়ান অতীত হইবার অনূন ছয় মাস থাকিতে রায়তের উপর উঠিয়া যাইবার নোটিস জারী করা না গেলে পাটাক্রমে নিয়ান অতীত হইয়াছে এইহেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না, এবং নিয়ান অতীত হইবার ছয় মাসের পর উপস্থিত করা যাইবে না।

৪৫। আমরা দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে উচ্ছেদের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ দিবার বিধান সম্বন্ধীয় এক-গুণি উঠাইয়া দিতে স্থির করিয়াছি এবং তৎপরিণতি (৬০ ধারায়) এই বিধান করিয়াছি যে বর্জিত খাজানা দিতে অসম্মত এইহেতু ধরিয়া দখলীস্বত্বশূন্য কোন রায়তের নামে উচ্ছেদ করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে আদালত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধাৰ্য্য করিবেন। এই রায়তের পাঁচবৎসর কাল উক্ত খাজানায় ভূমি ভোগ করিবার অধিকার থাকিবে এবং তাহার পর প্রথম পাটাক্রমে নিয়ান অতীত হইলে যেহেতু নিয়মে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিত ইতিমধ্যে তাহার দখলীস্বত্ব না জন্মিলে সেই-নিয়মে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে।

৭ম অধ্যায়।

কোর্কা রায়তদেয় সম্বন্ধীয় বিধি।

৫৮। কোম মখলীসভানিগিষ্ট বাবত আপন যোড়ের অঙ্কে কোর্কা নিলি কবাতে তালুকদাররূপে পরিণত হইলে, তাঁহার কোর্কা প্রজারা রায়তদের স্বত্ব ও বিধি ভোগ বিবাহ অধিকারী হইলে আমরা পূর্বে (২৬ ও ২৭ দফার) পাণ্ডুলিপি অন্তর্গত এই তুকম বিধান উল্লিখ করিয়াছি যে কোর্কা রায়তেরা এই বিধানের উপকারের অধিকারী নহে, উপস্থিত অধ্যায়ক্রমে তাহাদের কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষণোপায় সাধিত হইবে।

৬২ দফার বিধান এই যে মুসলিম খাজানা নিরাপে কোম কোর্কা রায়ত ভূমি ভোগ করে, তাঁহার ভূমিকারী নিজে যে খাজানা দেন, তাঁহার উপর নিম্নবিধি শতকবার অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবে না, অর্থাৎ,

(ক) রেজিষ্টারী করা পাঠা বা নিয়মপত্রক্রমে কোর্কা রায়তদের খাজানা গোওয়া গেলে, শতকরা পঞ্চাশ টাকা, ও

(খ) অন্য কোম স্থলে, শতকরা পঞ্চাশ টাকা।

আর ৬৩ দফার এই বিধান করা গিয়াছে কোম কৃষি বৎসরের শেষে না হইলে এবং উক্ত বৎসর গত হইবার অন্তরায় হয় মাস খানিতে নির্দিষ্ট প্রকারে কোম কোর্কা রায়তের উপর উঠিয়া বাইবার মোটিল আরী করা না গেলে পর তদীয় ভূমিধারী তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবে না।

৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

৪৯। এই অধ্যায়ের প্রথমেই তালুকদার ও রায়তদের অবস্থার হারে ভূমি ভোগ করণবিষয়ক স্বত্ব সম্বন্ধ বিধান আছে। এই বিধানগুলি তালুকদার সম্বন্ধীয় মূল অধ্যায়ের প্রথম ভাগ হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ইহার মধ্য যে সকল পরিবর্তন করা গিয়াছে তাহার একটির কথা এখানে বল্য আবশ্যক। ৬৪ দফার অন্তর্গত (২) উপধারার একটি প্রকরণ সংশোধন করা গিয়াছে। ইহার বিধান এই যদি তির্যকারী তালুক কি অবস্থার হারে ভোগকর্তা প্রাপ্ত রেজিষ্টারী করিতে হইবে বলিয়া পরে কোম আইন প্রণীত হয়, তবে যে সকল প্রজা স্বত্ব নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রেজিষ্টারী করা না হয়, তাঁহার প্রতি বিশ বৎসর ভোগ ব্যতিত সুবিদিত অনুমানটি বর্তবে না। আমরা অবগত হইয়াছি স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপকসভার পূর্বোক্ত ভাবের রেজিষ্টারী করণ প্রথা প্রচলিত করণার্থে শীঘ্রই আইনের এক খানি পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার অভিপ্রায় আছে। যদি এই পাণ্ডুলিপি আইনে পরিণত হয়, তাহা হইলে ব্যবস্থা প্রাপ্ত পূর্বোক্ত অনুমানের কথাটি অপরিবর্তন থাকিতে ভূমিধারীদের যে কষ্ট হয় বলিয়া তাহারা মাত্রেণ করিয়া থাকেন আইন ও পূর্বোক্ত প্রকরণকে অন্ততঃ অবস্থার হারে ভোগকর্তা প্রজাস্বত্বসম্বন্ধে সেই কষ্টের উত্তমরূপ প্রতিকার হইবে। স্বত্বের লিখন প্রাপ্ত হইবার পরেও এই অনুমান আর খাটিবে না (পরবর্তী ৭৭ দফা দেখ)।

৫০। কোম তালুকের অন্তর্গত ভূমির সহিত ভূমি যোজিত হওয়াতে এই তালুকের খাজানার টাকা যোগ করিবার সময়ে লভ্য, বৃদ্ধি ও আলায়ের খরচা বলিয়া শতকরা ত্রিশ টাকা ধরিয়া নিতে হইবে মূলপাণ্ডুলিপি ৯৬ দফার উল্লিখিত দৃঢ় ও অলঙ্ঘ্য এই বিধিটি তুলাতাবের ৬১ (২) ধারা হইতে উঠাইয়া দিয়া আমরা কেবল এই মাত্র বিধান করিয়া যে তালুকদার আপনায় তালুকের খাজানা সম্বন্ধে যত লভ্য পাঠিতে স্বত্বাবলী আদায়ত ৬২.৫ টি দৃষ্টি রাখিবে।

৫১। আমরা খাজানার বিধি বিষয়ক (৬৭) ধারা হইতে মূল পাণ্ডুলিপির ৯৮ ধারা সংযুক্ত কিয়ৎ পরিমাণে জটিল উপবিধিটি অপব্যয়ক বলিয়া উঠাইয়া দিচ্ছি।

৫২। আমরা ৬৮ দফার একটি প্রকরণ সংশোধন করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রতি ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি যে তাহার পক্ষার্থে প্রজাকে পৌন্ডাল মণিঅর্ডরক্রমে খাজানা দিবার কক্ষ দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে। আধাণিগের বিবেচনার টাকা দিবার এই প্রণালীটি কোম কোম স্থলে সুবিধা জনক নোহ হইতে পারে।

৫৩। আমরা ৭০ ও ৭১ দফার প্রজাকে বের খাজানার কবজে ৭ হিসাবে যে সকল বিষয় লিখিত হইবে তাহা দৃঢ় রূপে লিপ্তন না করিয়া ওকনোলে ৫২ দফার পাঠ দিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রতি সুবিধা বোধ হইলে তাহা পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলাম।

৫৪। আমরা ৭০ (৪) ধারার মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত তুল্য ভাবের [১০০ (৪) ধারা] বিধানের দৃঢ়তা লিপ্তন করিয়া দিয়াছি। এক্ষণে এই বিধান করা গেল, যে পুত্রোক্ত কবজে সারতঃ আদেশক্রমে সমস্ত বিশেষ কথা না থাকে তাহা যে তাহা দেখা যায় সেই তারিখ পর্যন্ত খাজানার সমুদয় দায়ের সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত বলিয়া গণ্য না হইয়া “বিপরীত মর্শান না গেলে” এইরূপ অনুমান হইবে।

৫৫। খাজানা আদায় করা গেলে তাহা ফিরাইয়া লইবার আবেদনাদিগকে বাহাতে কোর্ট কী না লাগে তাহা বিধান করিবার নিমিত্তে কেহ আবাদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন। এইরূপ হওয়া আমরা বাঞ্ছনীয় বোধ করি; কিন্তু শালনকার্যসংক্রান্ত কর্তৃপক্ষদিগের এই বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া আবাদিগের হস্তেই ইহার ভার রাখা হইল।

৫৬। যে মোত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে, বাকী খাজানার নিমিত্ত সেই মোত হইতে উচ্ছেদ করিবার বিধান বিষয়ক (৭৮) ধারার একটি উপধারা সংযোগ করিয়া আমরা, বিশেষ কারণ থাকিলে আদালত খাজানা দিবার নির্দিষ্টকাল বাড়াইয়া দিতে পারিবে, আদালতের প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করিলাম।

৫৭। ভাঙলী মোতের উৎপন্ন ফসল বিভাগ বা বাচাই করণার্থে কালেক্টর সাহেব কোন কর্তৃপক্ষীয় প্রেরণ করিতে পারিবে, তাহার প্রতি আমরা এই ক্ষমতা প্রদান করিলাম। অর্ধবিশিষ্ট অন্যতর পক্ষের আবেদনাদিতে এবং অন্য যে কোন স্থলে জিলার বা মহকুমার মাজিস্ট্রেট সাহেবের ন্যূনতম একরূপ কার্য করিলে আশ্রিত নিবাসিত হইবার সম্ভাবনা সেই স্থলে কালেক্টর সাহেব তাহা করিতে পারিবে। [৮১ (২) ধারা]

৫৮। যে কর্তৃপক্ষীয় প্রেরণ করা যায় তাহার প্রাপ্ত রিপোর্টের উপর কালেক্টর সাহেব লকল স্থলেই যে আত্ম ন্যায্য বোধ করেন সেই আত্ম করিতে পারিবে, তাহার প্রতি আমরা এই ক্ষমতা প্রদান করি। এই বিধান করিলাম যে পক্ষদের মধ্যে যে কোন বিষয়ে বিবাদ থাকে তাহা দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির নিমিত্ত অর্পণ করা উপযুক্ত বিবেচনা না করিলে তাহার আত্ম চূড়ান্ত হইবে ও ডিক্রীর ন্যায় প্রবল করা যাইতে পারিবে। [৮২ (৪) ও (৫) ধারা] মূল পাণ্ডুলিপিগুণে পক্ষদিগকে প্রথম স্থলেই উপকার লাভার্থে দেওয়ানী আদালতে যাইতে হইত, এক্ষণে যে কার্যপদ্ধতি নির্দিষ্ট হইল তাহা আবাদিগের বিবেচনার অধিকতর সরল ও সুবিধাজনক।

৫৯। মূল পাণ্ডুলিপি ১১৭ ধারার পট্রিবর্ত্তে আমরা পাণ্ডুলিখিত ধারাটি সরিবেশ করিয়াছি

৮০ ধারা। (১) উৎপন্ন ফসল বাচাই করিয়া খাজানা লওয়া গেলে, লব্ধ ফসল বেহুলে উৎপন্ন মথলে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।
 (২) উৎপন্ন ফসল বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া গেলে ভাগ করিয়া খাজানা লওয়া যায়, সেস্থলে কলনের মথল লব্ধে ভূম্যবি-
 শ্রমের মথল লব্ধে বহু ও দারের বিষয়ে এই ধা-
 দারের মধ্যে সৎক্ষেপে প্রকৃষ্টরূপে বিধান করা গিয়াছে।
 (৩) উক্ত স্থলেই ভূম্যধিকারীর পক্ষে কোন হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে প্রজা কৃষি কার্যের নিরন্তরকালে কল কাটিয়া সংগ্রহ করিতে পারিবে, কিন্তু বাহাতে যথাকালে উপযুক্ত বাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয় এরূপ সময়ের বা এরূপ প্রকারে কলনের কোন অংশ স্থানান্তর করিতে পারিবে না।
 (৪) যদি প্রজা কলনের কোন অংশ এরূপ সময়ের বা এরূপ প্রকারে স্থানান্তর করেন, বাহাতে যথাকালে তাহার বাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয়, তবে অন্য সংগ্রহের সময়ের নিকটে সেই প্রকারের ভূমিতে সেই প্রকারের অন্য লক্ষ্যপেত্র পূর্ণ পরিমাণে বহু বাচাই হয়, কল ভেদ হইরাছিল বলিয়া জান করা যাইবে।

মূল পাণ্ডুলিপি ১১৭ ধারার দশ বিষয়ক বিধানটি এই স্থলে গৃহীত হইল না, কারণ ১৯শ অধ্যায়ের (২২০ ধারা) মধ্যে দশ বিষয়ক সাধারণ যে প্রকরণ সরিবেশ করা গিয়াছে তাহাতেই উক্ত বিষয়ের যথেষ্ট বিধান দৃষ্ট হইবে।

৯ম অধ্যায়।

ভূম্যধিকারী ও প্রজা বিষয়ক বিবিধ বিধান।

৬০। আমরা একটি নূতন ধারা (৮৮) সরিবেশ করিয়া বিধান করিলাম যে, রায়ত অবধারিত খাজানার তদ্বিষয়ক অবধারিত খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিলে, তদীয় ভূম্যধিকারী তাহাকে কোন উৎকর্ষসাধন করিতে বাধা দিতে পারিবে না।

৬১। আমরা ৮৯ (৩) ধারার মথলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত ও তদীয় ভূম্যধিকারীর মধ্যে

(ক) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্ব লব্ধ হইবে ও

(খ) কোন বিশেষ কার্য উৎকর্ষসাধন কি না এতৎ লব্ধ হইবে,

কোন বিবাদ উদ্ভূত হইলে কালেক্টর সাহেবের প্রতি তাহা চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলাম।

৬২। উৎকর্ষসাধন সম্বন্ধে বিবাদেবিসম্মত নিষ্পত্তি হইতে পারিবার নিমিত্ত আমরা মধ্যপ্রদেশের প্রজাসভা বিষয়ক ১৮৮৩ সালের আইনের ৮০ ধারা অবলম্বন করিয়া একটি ধারা (১২) প্রণয়ন করি-
য়াছি। এই ধারার বিধান এই যে কোন ভূম্যধিকারী কি প্রজা যে উৎকর্ষসাধন করা যায় তাহার
প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিলে কোন রাজস্ব সংক্রান্ত কৰ্মচারীর নিকট প্রার্থনা করিতে
পারিবেন, এবং কোন বিষয় এরূপ লিপিবদ্ধ করা গেলে পক্ষদেব মধ্য পরে যে কোন আনুষ্ঠানিক
জরী হয় তাহাতে ঐ লিপিবদ্ধ কথা প্রমাণ মধ্যে গ্রাহ্য হইতে পারিবে। ৩৭ দফার লিখিত মত
ভূম্যধিকারী কৃত উৎকর্ষসাধন রেজিস্ট্রী করিবার বিধান করিয়া ও আমরা একটি ধারা (১১) প্রণয়ন
করিলাম।

৬৩। মূল পাণ্ডুলিপি ১২৯ (৪) ধারার বিধান এই ছিল যদি উহা দেখান না যায়, যে ভূম্যধি-
কারী রাজস্বকে উৎকর্ষসাধন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, এবং আপনি তাহা করিতে প্রস্তুত ছিলেন,
তবে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে রায়ত যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইন অনু-
সারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। এই ধারার পরিবর্তে আমরা একটি উপধারা [১৩ (৪) ধারা]
প্রবেশ করিয়া বিধান করিলাম যে ১৮৮৩ সালের সেক্টর ২ তারিখ অর্থাৎ উক্ত পাণ্ডুলিপি উপ-
স্থিত করিবার তারিখ ও এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের মধ্যে রায়ত যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা
এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। ঐ পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার তারিখের পূর্বে
কোন উৎকর্ষসাধন করা গেলে এই ধারা তাহার প্রতি ভূতকাল সম্পর্কে বলিবার পক্ষে ইচ্ছাভাষ্য
হইবে।

৬৪। উৎকর্ষসাধনের নিমিত্তে ক্ষতিপূরণস্বরূপ যে টাকা দেয় হয় তাহা নিরূপণকালে আদালত-
দ্বারা যে-বিষয় বিবেচিত হইবে, আমরা ১৪ ধারার কিয়ৎপরিমাণে তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া
দিয়াছি। নূতন যে কথাগুলি সংযোগ করা গিয়াছে তাহার মধ্যে এইগুলি গুরুতর অর্থাৎ উৎকর্ষসাধ-
নের কল গত কাল স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা ও বিবেচনার ঐ উৎকর্ষসাধনের আদ্যার প্রতি এবং “ভূমি
ভূমি কার্যোপযোগী করা গেলে, কিম্বা অসেচিত ভূমি সেচিত ভূমিতে পরিণত করা গেলে, রায়ত যত
কাল অবদ্বিষ্ট থাকিবার উৎকর্ষসাধনের লাভ ভোগ করিয়াছেন” সেই কালের প্রতি আদালতের
দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৬৫। মধ্য প্রদেশের প্রজাসভাবিষয়ক ১৮৮৩ সালের আইনের ৩৬ ধারা অবলম্বন করিয়া আমরা
প্রজা কর্তৃক ইচ্ছা করণ বিষয়ক (১৫) ধারাটি নূতন করিয়া প্রণয়ন করিয়াছি এবং কোনও শোকে এই
বিষয়ে একটি আন্তঃসংস্থার আভে বলিয়া তাহার দূরীকরণার্থে একটি উপধারা (৫) যোগ করিয়া স্পষ্ট-
রূপে বিধান করিয়াছি যে কোন রায়ত আপন যোত ইচ্ছা করিলে, ভূম্যধিকারী ঐ যোতে প্রবেশ
করিয়া উহা কোন প্রকারে জমা করিয়া দিতে পারিবেন, কিম্বা নিজ চেষ্টা করণার্থ লইতে পারিবেন।

৬৬। আপাততঃ দেখিলে বোধ হয় যে রায়ত আপন যোত পরিত্যাগ করিয়াছে কিন্তু ঐ যোত যে
১৬ ধারা। (১) কোন রায়ত আপন ভূম্যধিকারীকে নোটিস না দিয়া ও খাজানা যেমন দেয়।
পরিত্যাগের কথা। হয়, তাহা দিবার বন্দোবস্ত না করিয়া যদি আপন বাণী ত্যাগ
করে, ও নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা আপন যোত আর চাষ
না করে, তবে রায়ত যে ভূমি বৎসরে ঐরূপ ত্যাগ করিয়া যায়, ও চাষ করিতে বিরত হয়, সেই
ভূমি বৎসর অভীত হইবার পর যে কোন সময়ে ভূম্যধিকারী ঐ যোতে প্রবেশ করিয়া তাহা অন্য
কোন প্রকারে জমা করিয়া দিতে পারিবেন, কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ লইতে পারিবেন।
(২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন যোতে প্রবেশ করিলে, স্থানীয় গবর্নমেন্ট বিধি-
ক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে নিকিট পাঠে নোটিস প্রচার করাইবেন। তাহাতে
এই কথা লেখা থাকিবে যে, তিনি উক্ত যোত পরিত্যাগ জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন।
(৩) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন যোতে প্রবেশ করিলে, ঐ নোটিস প্রচার করিবার
তারিখ অবধি দুই বৎসর কিম্বা দশলক্ষপঞ্চাশ বার্ষিক হইলে, ছয়মাস অভীত না হওয়া পর্যন্ত ঐ
রায়ত যে কোন সময়ে উক্ত ভূমির দখল করিয়া পাইবার নিমিত্ত যেকদম উপস্থিত করিতে
পারিবে। তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহাদের ক্ষতি পূরণ সম্বন্ধে আদালত
যেদ্রুপ (যদি কোন) শর্ত ন্যায় বোধ করেন, সেই শর্তে দখল করিয়া পাইবার আজ্ঞা করিতে
পারিবেন।

অনুবিধা অনুভূত হয় অমরা পার্শ্বলিখিত ধারা প্রণয়ন করিয়া তাহা নিরাকৃত করিবার চেষ্টা
পাইয়াছি।

৬৭। কোন ভূম্যধিকারী পুজার সম্মতি দিলে কিম্বা কালেক্টর সাহেবের অনুমতি দিলে দশ বৎসরে
একবারের অধিক ভূমি মাপ করিতে পারিবেন না এই বিষয়টি ১৯ ধারার আমরা নিম্নলিখিত শব্দ
বর্জিত হইল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি, অর্থাৎ—

(ক) যে স্থলে যোতের পরিমাণ, শিকড়ী কি ঠৈপাণ্ডী ছেতুক বৎসর পরিত্যক্ত হইতে পারে
ও দেয় খাজানা ঐ পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(খ) যে স্থলে চাষের ভূমির পরিমাণ বৎসর পরিত্যক্ত হইতে পারে এবং দেয় খাজানা চাষের
ভূমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(গ) যে ছেলে কৃষিকারী হজ্জাপূর্বক স্বতন্ত্ররূপে না হয়ে অন্য প্রকারে খরিদার হন এবং খরিদাক্রমে মতল পরিবার জারি অবধি দুই বৎসরের অধিক কাল গত হয় নাই।

৬৮. যাপের কৃতি বিষয়ক ১০১ খারার আমরা একটি উপহার। সরিদেশ করিয়া স্থানীয় মনন
 মেটের প্রতি স্থানীয় তন্তু লটবাপার কান স্থান যে-এই যেই মননও ব্যবহৃত হয় তাহা নির্দেশ
 করিয়া নিম্ন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে এবং প্রকরণে যে নির্দেশ করা যায় তাহা পিঠীত
 দর্শান ম গোল শুদ্ধ বলি। অর্থাৎ ১০১ খারার এই পিঠা ম-রিয়াছি। অর্থাৎ পিঠার বিবেচনার উচ্চাতে মূল
 পাণ্ডুলিপি ১০১ খারার ম-এ প্রয়োজন থাকিতেছে না, অতএব এই খারার আমরা উঠাইয়া দিলাম।
 ভূমি মাপকরণ বিষয়ক অন্যান্য পিঠা ম-বস্তুর লিপিবদ্ধকরণ ১০১ খারারের মধ্যে দৃষ্ট হইবে।

৬৯। কোন মহাল কিম্বা ভাস্করের সমাধি-বাঁচান পক্ষে কার্য্য করণার্থে আর্থ্যাধ্যক্ষ নিয়োগ বিষয়ে এই অধ্যায়ের অন্তর্গত শর্তাবলি আমার একটি শরণা (১০২) সংযোগ করিয়া লাই কোর্টের প্রতি আবেদনকারীদের কাণ্ড ও কর্তব্য কর্ম্ম নির্দেশ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি।

৭০। শুভদিনজন্ম বিষয়ক খবরাটি আমরা ভাগ্য করিয়াছি। এই খবরাটি থাকিলে দখলীস্বত্ব ভূমিধিকারীর হস্তে রক্ষিত হওয়ারও তদীয় প্রজাতিগণকে কোর্সী বারতের অবস্থায় পতিত হইতে হয়, সুতরাং উপস্থিত পাতুলপি প্রবেতগণের সচা 'বংশম লক্ষ' হল তদ্বিবেরায় এই খবরাটি আবাদিগণের হস্তে বিশেষ আশ্রিত্যযোগ্য। আবাদ এই খবরাটি রক্ষিত হইলে উপযুক্ত কারণ নথি থাকিলেও যে কোন ব্যক্তির এই ক্রমে দার সম্প্রদিশকান্ত আইনের কটিলতা ঘটাবার প্রচুর ও বধেচ্ছ কমতা থাকে। এই জটিলতার প্রকারণের সহায়তা হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং সাধারণ উদ্দেশ্য বিবেচনা করিলেও এই খবরাটির প্রতি গুরুতর আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে।

আওয়ামীগের বিবেচনায় এই পাণ্ডুলিপি উপস্থিত প্রয়োজন মতলীমত স্বাক্ষরিত অধ্যায়ের মধ্যে সংরক্ষিত (২৮) ধারার বিধানক্রমেই সংশ্লিষ্ট হইবে। এই ধারার কথা পূর্বেই (১৫ দফার) আদালত বালিয়াড়ি মামলার জটিল বিষয় নিম্নে লিখিত সাহেব এই বিষয়ে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উক্তরূপ বিবেচনা করিয়া এতৎসংক্রান্ত অমামা বিবরণ সম্বন্ধে আওয়ামীগের এই সংস্কার চেষ্টা হইবে। যে স্বাক্ষরিত পাণ্ডুলিপি উপস্থিত প্রস্তাবটি কিরূপে পরিমাণে উপস্থিত আইনের ন্যায় অধিকারের বৈধতা।

১০ম অধ্যায়।

স্বতন্ত্র ১৮পি ও খাজানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।

৭১। উপরি উক্ত দুইটি বিবরণ লেইয়া মূল পাণ্ডুলিপিতে যে দুইটি অধ্যায় ছিল তাহা এক অধ্যায়ের মধ্যে সংগ্রহ করা এবং সহজতর বিষয়টির অর্থাৎ স্বত্বের লিপি বিবরণক কথা এখানে বলা আশ্রয় সুবিধা বোধ করিলাম।

৭২। অতঃপর তিনি মাথা কায় জল সাধাৎনে কথনং, বিশেষতঃ কোন মহান কি ভালুক নীলারজকে বলপূর্বক বিক্রয় করা গেলে যে একটি তাহা কয় কয়েন তিনি যে অনুবিধি অনুভব করেন, আত্মনিগের হয় যে ১১২ সংখ্যক নুতন শীর্ষকমে তাহা প্রীকৃত হইবে। এই ধারকমে বিশেষ কএকটি নিয়মাবলীতে ভূস্বামী কি ভালুকদারের প্রার্থনামতে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

৭৩। টহা দৃষ্ট হইবে যে অতের লিপি প্রযুক্ত করিবার প্রণালী সম্বন্ধে গুরুতর একটা পরিবর্তন করা গিয়াছে। মূল পাণ্ডুলিপির ২শ অধ্যায়মত সকল স্থলেই, অর্থাৎ, লিপি মধ্যে যে কথা ধরিতে হইবে তাহা লইয়া বিবাদ থাকুক বা না থাকুক, স্ত্রানবী কার্যবিধান নির্দিষ্ট হইয়াছিল, সুতরাং সকল-স্থলেই একই কল হইত অর্থাৎ লিপির মধ্যে কোন কথা ধরা গেলেনি তাহা দৃষ্টিমাত্রই শুদ্ধ বলিয়া অনুমান করা যাইত, কিন্তু দেওয়ানী আদালতে তাহার গুরুতর প্রতিবাদ করা যাইতে পারিত। পক্ষান্তরে সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে অতের লিপি প্রথমমেই প্রকাশিত হইবার বিধান করিয়া আপত্তি উত্থাপন, ক্রমবাহু অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া গিয়াছে। লিপির মধ্যে কোন কথা ধরা গিয়া থাকিলে তাহা ধরিবার প্রস্তাব করা গেলে যদি তাহার প্রতিবাদ করা হয়, তবে রাজস্বসংক্রান্ত কন্স্টারীক দেওয়ানী আদালতের নিয়মিত কার্যপদ্ধতি অনুসারে এই বিবাদের সম্বন্ধে তদন্ত লইতে হইবে এবং তাঁহার দ্বারা নিষ্পত্তি ডিক্রী বাধ্য প্রদান হইবে। বিশেষ যে অল্প তরুণ সকল আপীল জনিবার নিমিত্তে নিযুক্ত হন এই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে প্রথমতঃ তাঁহারই নিজের আপীল হইতে পারিবে ও পরে দ্বিতীয় আপীল সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়মাবলীসে হাই কোর্টে আপীল হইতে পারিবে। সুতরাং লিপির বর্ণিত কোন কথা লইয়া বিবাদ হইলে, সকল স্থলেই বিবাদের বিষয়টি যে সকল কথার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে তাহার দ্বারা গণ্য হইবে। লিপি প্রথমে প্রকাশ করণের পর আপত্তি উত্থাপিত করণের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে স্থলে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যায়, লিপির বর্ণিত কথা সেই স্থলে অবিসংবাদিত বলিয়া চিহ্নিত করা যাইবে এবং মূল পাণ্ডুলিপির প্রস্তাবিত মতে দাবং বিপরীত দর্শান না যায় তাহা শুদ্ধ বলিয়া অনুমিত হইবে। উক্ত সকল কার্য বহু বিভাগে সংঘটিত হইবে বিবেচ্য এবং অতের লিপি প্রসঙ্গেই প্রকাশিত হইবে। কোন স্বার্থযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই যে তাঁহার সম্বন্ধে এই লিপির মধ্যে

যে কথা যথা যার তাহার যথার্থভাবে প্রদর্শন করিতে পারিবেন ইহা নিঃসন্দেহরূপে জানিবে পারিবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমরা লিপির অন্তর্গত অবিসংবাদিত কথাকুলি যত দূর প্রামাণিক হইবে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি তদনুসারে অধিকতর প্রামাণিক বলিয়া নিঃসন্দেহ করিতে সাহসী হইলাম না।

৭৭। যে কার্যক্রমে “খাজানার বন্দোবস্ত” দল হইয়াছে তাহাতে স্বতন্ত্র লিপি প্রস্তুত করণ এবং দখলীদার বিশিষ্ট প্রজ্ঞা ও তালিকাভুক্তি প্রদান প্রভৃতি প্রক্রিয়ায় না হইয়া অন্যপ্রকারের ভূমিভোগ করিলে ভূস্বামিকারীরা প্রজ্ঞা উক্তবে সকল খাজানার বন্দোবস্ত পরিচালনা দিবার প্রার্থনা করেন সেই সকল খাজানার বন্দোবস্ত বুঝাইবে।

কোন যোত্রের খাজানার বন্দোবস্ত করা হইতে পারে কি না এবং কতটা হইতে পারিলে কতটা দায় তাহা নিরূপণ করিতে হইবে এতগুলি বড় জটিল ভাবে প্রশ্ন করা দুইটি বিভিন্ন পর্ষদের নিক্ত উপস্থাপিত। প্রথমতঃ প্রজ্ঞা সম্বন্ধে অসুস্থতা, দুই মাস পরিমাণ প্রজ্ঞা এবং ও যোত্র নিয়মে তিনিভূমি ভোগ করেন এইরূপ অনেক বিষয়সমূহ প্রজ্ঞার উপস্থাপিত প্রক্রিয়ায় প্রদত্ত হইয়াছিল। এই প্রক্রিয়ায় মধ্যে আইনঘটন এবং নানা কথা থাকিবার সম্ভাবনা যাহা সম্বোধনকর ভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইলে পরিশেষে উক্ততম বিচারালয়ে আপীল হইবার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ এ প্রক্রিয়ায় অর্থনীতি-ঘটন অনেক বিষয়ের সহিত অর্থনীতি-ঘটন সম্বন্ধে প্রভাব পড়িতে পারে। এ এবং উৎসাহসামনের ফল প্রভৃতি অনেক বিষয়ের সহিত সম্বন্ধে প্রভাব পড়িতে পারে। সকলেই স্বীকার করেন যে প্রথম প্রক্রিয়ায় উক্ত আর আপীল ক্রমেই উক্ত স্থানীয় তদন্ত না হইলে এবং বিচার্য বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন এই সকল বিষয় লইয়া যথার্থ কার্য করা হইতে পারে না। পূর্বেকৃত দুইটি বিষয় সম্বন্ধে কথিয়া যাহাতে প্রত্যেকটি বিশেষ ব্যক্তি কতক চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি হইবার প্রক্রিয়া বিধান করা হইতে পারে ইহাই আমাদের বিবেচনা স্থল হইয়াছিল। এই প্রক্রিয়ায় যে মীমাংসা মূল পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তাবিত হইয়াছিল, তাহা এই পাণ্ডুলিপির ১৬০ খণ্ডের দুইটি চূড়ান্ত। স্বতন্ত্র লিপি সংক্রান্ত কার্যপদ্ধতির মধ্যে যে পরিবর্তনের পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে তাহাতে এবং অনেক বিশেষতঃ বিচার্য ও স্থানীয় কৃষিকার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ যত কর্মচারী বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন নিযুক্ত হইবেন পাণ্ডুলিপির উল্লিখিত এই বিধানক্রমে পূর্বেকৃত প্রক্রিয়া অধিকতর সম্বোধনকর উত্তর পাউলার পক্ষে সাধারণতঃ হইবে বোধ হয়। আমরা এক্ষণে এই প্রস্তাব করি যে, যে খাজানার বন্দোবস্ত করা যান কি বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করা যাইবে তাহা সম্বন্ধে দ্বিবার উপস্থাপিত হইলে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী স্বতন্ত্র লিপি অন্তর্গত কোন কথা-সম্বন্ধে বিবাদে প্রভাব পড়িতে পারে না উক্ত বিবাদে নিষ্পত্তি করিবে, ও পরে এই সমস্ত বিষয়ের আপীল বিশেষ আফ্রিকার নিকট হইতে পারিবে এবং স্বতন্ত্র লিপির অন্তর্গত যে কথা বিবেচনার খাজানার বন্দোবস্ত করা গিয়াছে তাহা কোর্ট দ্বিতীয় আপীলে সেই কথা উপস্থাপিত বিশেষ জজের নিষ্পত্তি অনাথ্য না করিলে এই নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে। এইস্থলে হাই কোর্ট বৃত্তন করিয়া খাজানা নিরূপণ করিয়া দিতে পারিবে কিন্তু জনাবদীর লিখিত অন্যান্য খাজানাদ্বয়ে তাহা করিতে হইবে। অর্থাৎ খাজানা অত্যধিক অত্যধিক করিয়া ধাওয়া করা হইয়াছে কেবল এই হেতুতেই হাই কোর্টে দ্বিতীয় আপীল হইতে পারিবে না কিন্তু আইনঘটন বিষয়ে বুঝিবার ভুল হইয়াছে, বলিয়া যথা বিশেষ জজ কোন যোত্রের মধ্যে প্রকৃতই যত কর্মী আছে তদনুসারে অধিক কি কম জমী আছে পরিচালনা এই প্রকার হেতুতে দ্বিতীয় আপীল করা যাইবে বলিয়া দ্বিতীয় আপীল কর গেলে ও আপীলকারী কৃতকার্য হইলে, হাই কোর্ট খাজানার হার পরিবর্তন না করিয়া স্বলবিশেষে খাজানা কমানিয়া দি বাড়াইয়া দিতে পারিবে না।

৭৮। আমরা ১২০ খণ্ডের বিধান পরিচালিত যে পূর্বেকৃত প্রক্রিয়ায় কোন যোত্রের খাজানার টাকার ধার্য্য করিয়া রাখা নিষ্পত্তি কোন ভূস্বামিকারীর প্রার্থনা করিবার অধিক থাকিলে, যোত্রের যে খাজানা তাহার প্রার্থনামতে ধার্য্যকর হইয়াছিল তাহা, ভূস্বামিকারীর উৎসাহসামন দিয়া যোত্রের পরিমাণ হ্রাস হইতে পারে, পনের বৎসর কালমধ্যে তাহা হ্রাস করা হইবে না।

৭৯। খরচ দিতে হইবার বিধান বিষয়ক ১২১ খণ্ডটি এক্ষণে স্বতন্ত্র লিপি প্রস্তুত করণ ও খাজানার বন্দোবস্ত করণ এই উভয় বিষয়ের প্রতিই বর্ত্তান গেল।

১০০। এই অধ্যায়ের আর একটি বিধানের অর্থঃ ১২২ সংখ্যক নূতন ধারাটির বিধানের বিষয় কিছু বলা আবশ্যিক। বিধানটি এই কোন প্রজ্ঞার যত সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই অধ্যায়মতে লিপিবদ্ধ করা গেলে অবধারিত খাজানায় বিশ বৎসর ভূমি ভোগ করিলে যে অনুমান করা গিয়া থাকে বলিয়া সকলেই অবগত আছেন তাহা আর থাকিবে না।

১১শ অধ্যায়।

হাটের তালিকা বিষয়ক বিধান।

১০১। এই অধ্যায়ের লিখিত বিষয় বিবেচনা করিবার সময়ে আমরা বঙ্গদেশের গবর্নামেন্টের অফিস-প্রাধিকার্য্যে কার্য্য করিয়াছি। যে সকল তদন্তলগ্ন হইয়াছে তদন্তে দেখা যায় যে খাজানার হাটের মধ্যে বিলম্ব বিলম্বিতা আছে বলিয়া অনেক স্থানেই কোন রূপে দেখাও খাটিতে পারে হাটের এমন সাধারণ তালিকা প্রস্তুত করা অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী কতক খাজানার সাধারণ

বন্দোবস্ত করণের প্রস্তাব অপেক্ষা তৎকর্তৃক বিশেষতঃ স্থানের নিমিত্ত হারের উক্তরূপ ভালিকা প্রস্তুত করিলে ভাল হয়, বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট এইরূপ বিবেচনা করেন প্রথমোক্ত স্থলে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী অর্থাৎ যে ভূমি লইয়া বিবাদ তথায় যাইয়া বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন। কিন্তু শেষোক্ত স্থলে তিনি কেবল যে সকল সাধারণ রুস্তান্ত অনুসরণ করিয়া আদালতের কার্য্য করিতে হইবে সেইগুলিই নিরূপণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন আদালতের সম্মুখে যে বিবাদের স্থল উপস্থিত করা যায় আদালত রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারীদের নিরূপিত সাধারণ রুস্তান্ত গুলি সেই স্থলে খাটাইবেন। অতএব দুই একটি সামান্য পরিবর্তন করিয়া আমরা এই কার্য্যপদ্ধতি অব্যাহত রাখিয়াছি কিন্তু মূল পাণ্ডুলিপিতে ইহার যেরূপ গুরুত্ব ছিল এক্ষণে তাহা আর থাকিবে না।

১২শ অধ্যায়।

ভূস্বামীর নিজজমীর কথা লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

৭৯। খামার বা জেরাতভূমি সংক্রান্ত কঠিন প্রশ্নটির মীমাংসা করিতে গিয়া আমরা দুইটি বিভিন্ন কার্য্য পদ্ধতির বিধান করিয়াছি।—অধ্যায়—

(ক) স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশ ক্রমে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারি কর্তৃক উক্ত ভূমির জরীপ ও রেজিস্ট্রী করণ ;

(খ) স্বার্থযুক্ত ভূম্যধিকারি অথবা প্রজার প্রার্থনামতে তদন্ত লওন।

বহুবিধত দেশ মধ্যে এই বিষয়টির বিশেষ গুরুত্ব আছে বলিয়া তথায় প্রথমোক্ত কার্য্যপদ্ধতি অনুসারে কার্য্য হইবে। শেষোক্ত পদ্ধতি কেবল বিশেষ কোন ভূমি খণ্ড লইয়া বিবাদ থাকিলে এই বিবাদস্থলে খাটিবে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অনুরোধক্রমে দুই কার্য্যপদ্ধতিই সমভাবে দেশের যে কোন অংশে খাটাইতে পারা যাইবে এইরূপ বিধান করা গিয়াছে। এই জেরীর ভূমির বর্ণনায় আমরা বঙ্গদেশ ও বেহারদেশের মধ্যে কোন প্রভেদ করি নাই। কিন্তু আমরা আদেশ করিয়াছি যে প্রত্যেক স্থলেই দেশাচারের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কোনও জেরী ভূমির রাজস্বসংক্রান্ত কর্মচারি ভূম্যধিকারীর নিজ জমী বলিয়া প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবেন ইহা বিধান করিলেও যে ২ স্থল স্পষ্টতঃই পূর্বোক্ত জেরীর অন্তর্গত নহে সেই ২ স্থলে কার্য্য কণার্থে কএকটি বিধি প্রণয়ন করিয়া তাহার সাহায্য করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। বেহারায় এই সকল বিধি আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১৩৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্মচারী নিম্নলিখিত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজযোত বা কামাত বলিয়া ভূস্বামী নিজে আপন সরঞ্জামদ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুরদ্বারা এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্বে ক্রমাগত বা ২ বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয় সেই জমী এবং

(খ) যে আবাদী জমী প্রামাচারক্রমে ভূস্বামীর খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজযোত বা কামাত জমী বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূস্বামীর নিজজমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করা উচিত কি না, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২৮ তারিখের পূর্বে ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া বিশেষ করিয়া ঐ জমী জমা দেওয়া হইয়াছিল কি না এই কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায়, তাবৎ উক্ত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী নহে, এইরূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূস্বামীর নিজ জমী কি না, এবিষয়ে দেওয়ানী আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, রাজস্ব কর্মচারীদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শনার্থ এই ধারায় যে বিধি নির্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

১৩শ অধ্যায়।

ক্রোক করিবার বিধি।

৮০। এই অধ্যায়গত যে ২ পরিবর্তনের প্রতি আমাদের মতে মনোযোগ আকর্ষণ করা আবশ্যক তাহা এই ২।—

(ক) বাকী থাকা আদায়ের নিমিত্ত মোকদ্দমা করিতে হইলে যে কোর্ট ফী দিতে হয় কোর্টের দর-খাস্তে ও তাহাই দিতে হইবে, মূল পাণ্ডুলিপির ১৬৭ (২) সংখ্যক এই ধারাটি উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(খ) উপরশস্য গোলাজাত করা গেলে তাহা ক্রোক করা যাইবে না।

(গ) যাবৎ ক্রোক করণের আদেশ প্রচার কি জারী করা না যায় উপরশস্য স্থানান্তর করা যাইবে না, কোন ২ স্থলে আদালতের প্রতি এইরূপ আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল। [১৪১ (৩) ও (৪) ধারা]

- (ঘ) যে কসল গোলাজাত করা যাইতে পারে, তাহা ক্ষেত্রে থাকিতে বিক্রয় করা যাইবে না, ১৪৭ ধারার ইহার স্পষ্ট বিধান করা গিয়াছে।
- (ঙ) কোন ব্যক্তির সম্পদে মূল পাণ্ডুলিপির ১০৫ ধারায় যে অপরাধ করা গেল, বিশেষ ২ নম্বর এই ব্যক্তির অর্থদণ্ড হইতে পারিবে, এই বিষয়ের বিধান সংক্রান্ত এপাণ্ডুলিপির ১৮৬ ধারাটি ভাগ করা গিয়াছে।
- (চ) পক্ষান্তরে, উক্ত অপরাধের সচরাচরকারীদের দণ্ড বিধানের নিমিত্ত ১৯ নং অধ্যায়ের প্রথম ধারার স্পষ্ট বিধান করা গিয়াছে, এবং ১৮৮ ধারার ২য় স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে যে এই অধ্যায়ের বলে কোন ব্যক্তির সম্পত্তি জব্দ করা গেল এবং এ স্থলে এই অধ্যায়ের বিধান ন্যায্যরূপে না বর্তিলে তিনি যে ব্যক্তির উপহার বিক্রেতা আদালতকে চালিত করিয়াছিল তাহাদিগের বিক্রেতা যোকদ্দমা করিয়া উক্ত অনিচ্ছের প্রতিকার করিতে পারিবেন।
- (ছ) মূল পাণ্ডুলিপির ১৮৭ ধারাক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এই অধ্যায়ের কার্য সুগত রাখিতে পারিবে, এই ধারাটি ভাগ করা গিয়াছে।

১৪শ অধ্যায় :

বিচার সম্পর্কীয় কার্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

১১। মূল পাণ্ডুলিপির ১১১ অবধি ১১৭ পর্যন্ত ধারার নির্দিষ্ট বিশেষ কার্যপদ্ধতির অধিকার হইতে আমরা দণ্ড বিধানের নিমিত্ত ও ভূমির দখল করিয়া পাইবার নিমিত্ত যোকদ্দমা যুক্ত করিয়াছি।

১২। রাজধানী নগরের ছোট আদালত সংক্রান্ত আইনের একটি ধারা অবলম্বন করিয়া আমরা এই অধ্যায়ের প্রথমেই ১৫৯ সংখ্যক একটি ধারা সন্নিবেশ করিয়াছি। এই ধারাক্রমেই কোর্টস্থানীয় গবর্ণমেন্টের সম্মতি লইয়া ভূমিধিকারী ও প্রজার মধ্যে যোকদ্দমা দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের কোন অংশ বর্তিবে না কি বিশেষ কোন নিয়মাদীনে বর্তিবে ইহা প্রকাশ করণার্থ বিধিপ্রণয়ন করিতে পারিবেন, হাই কোর্টের প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করা গিয়াছে। নূতন আইন অনুসারে আদালত সমূহে কিরূপ কার্য চলে এই বিষয়ে ভূয়ো দর্শন লাভ হইলে, হাই কোর্টের প্রতি প্রস্তুতকৃত ক্ষমতানুসারে এরূপ ভাবে কার্য করা যাইতে পারিবে, যাঁহাতে কার্যপদ্ধতির অধিকতর সরলতা সাধিত হইবে, ইহাই আমাদিগের বিধান।

১৩। আমাদিগকে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে খাজানা সংক্রান্ত যোকদ্দমার কার্য-পদ্ধতি সম্প্রদায় ও সরলতার পরিবার অভিপ্রায়ে যে নানাপ্রকার প্রস্তাব করা গিয়াছে, তাহা বিশেষ চিন্তা, শীলতা সহকারে বিবেচনা করিয়া, আমরা উক্ত উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে যাঁহাতে সুবিচারের বাধা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না এমন কোন উৎকৃষ্ট উপায়ই উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ আমরা সমন আদায়ের কার্য ও এই কার্যের প্রমাণ সহজতর করিতে উৎসুক হইলেও সমনজারী হইয়াছে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইলে অনুগ্রহিত প্রতিবাদির বিক্রেতা আইনযুক্তি কোন অনুমান করিতে দিতে অসিদ্ধক।

১৪। পরন্তু খাজানা সংক্রান্ত যোকদ্দমার ভূমিধিকারীর স্বত্বটি কোন কথায় উৎখাপিত হইয়া যে ক্ষতিগত ও বিলম্ব ঘটে, তাহা যতদূর সাধ্য পরিহার করণার্থে আমরা ১৬৪ ধারায় একটি ক্রমতর পরিবর্তন করিয়াছি। এই ধারার আদেশ এই যে যদি প্রমাণ স্বীকার করে যে খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে কিন্তু এই উত্তর দেয় যে এই খাজানা বাদীর নিকট নহে, অন্য কোন ব্যক্তির নিকট দিবে হইবে, তাহা হইলে সে এই খাজানা আদালতে দিবে। স্বত্বটি যে কথায় লইয়া বিবাদ তাহা খাজানা যোকদ্দমা হইতে স্বত্ব ও পৃথক ভাবে উৎখাপন করিতে বাধ্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব আমরা এখানকার করিয়াছি যে এরূপে টাকা দেওয়া গেলে আদালত এই টাকা দিবার নোটিশ এই তৃতীয় ব্যক্তির উপর জারী করাইবে; এই তৃতীয় ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে বাদীর বিক্রেতা স্বত্ব যোকদ্দমা উপস্থিত না করিয়া এই টাকা প্রদান নিষেধ করণার্থে আজ্ঞা না পাইলে বাদীর প্রার্থনামতে এই টাকা তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

১৫। আমরা আরও ১৬৫ সংখ্যক একটি ধারা সংযোগ করিয়া বিধান করিয়াছি যে যদি কোন খাজানার যোকদ্দমার প্রতিবাদী স্বীকার করে যে তাহার স্থানে বাদীর টাকা পাওনা আছে কিন্তু বক্তৃতা পাওনা তাহার সম্বন্ধে আপত্তি উৎখাপন করে, তবে আদালত সাধারণতঃ যত টাকা পাওনা বলিয়া স্বীকৃত হয় তত টাকা আদালতে দিতে আদেশ করিবেন।

১৬। আমরা ১৭৩ ধারায় বিধান করিয়াছি যে বাদী কোন অধিকার প্রদোষকারীকে উদ্বেদ করিবার যোকদ্দমা উপস্থিত করিলে বিক্রেতা এইরূপ প্রতিকারের দায়িত্ব করিতে পারিবেন যে, প্রতিবাদীর দখলে যে ভূমি থাকে সেই ভূমির নিমিত্ত সে আদালতের নির্ণয় উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা দিতে দায়ী বলিয়া প্রকাশ করা যায়।

১৭। মূল পাণ্ডুলিপির ২০৭ ধারার বিধানক্রমে ভূমিধিকারী কিম্বা প্রজা ইহাদের মধ্যে অন্যতর ব্যক্তি প্রজাস্বত্বের ভাব ও অনুবন্ধ নিরূপণার্থে যোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে। ইহার পরিবর্তে আমরা ১৭৪ ধারায়, পক্ষদিগের মধ্যে যে কেহ প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিতে পারিবেন, এই

অধিকার সরল ও স্পষ্ট কাগজপ্রণালী নির্দেশ করিয়াছে এবং যে আদালতের নিকট এই প্রার্থনা করা যায় সেই আদালতের প্রতি ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে যে উচিত বোধ করিলে এই আদালতে রাজস্ব কর্মচারীর প্রতি কোন বিষয়ের স্থানীয় তদন্ত লষ্টবার নিমিত্তে আদেশ করিতে পারিবেন।

১৬শ অধ্যায়।

বাণী খাজনার নিমিত্তে সরস রী মৌল্যের বিধি।

৮৮। আমরা ভূমিধিকারীদের যেরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়াছি তদনুসারে পত্তনী তালুকের নীলাম সংক্রান্ত আইনের বিধানগুলির কোন বস্তুগত পরিবর্তন করি নাই। কেবল আচার লষ্টয়া ও ক্ষুদ্র বিষয়ে কিছু পরিবর্তন করিয়াছি। সংশ্লিষ্ট বিধানগুলি একত্রে তফসীল হইতে স্থানান্তরিত করিয়া পাণ্ডুলিপি অনুগত করা গেল। এই বিধানগুলি এইবার এই অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ হইয়াছে।

৮৯। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে একটি মাত্র ধারা আছে। এই ধারার বিধান এই যে, পত্তনী তালুক তিন কোল তালুক সরকারী রেজিস্টারে রেজিস্ট্রী করিবার বিধান আইনে করা গেলেন, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বিদিক্রমে যেরূপ পরিবর্তন নির্দেশ করেন সেইরূপ পরিবর্তন সংকারে এই অধ্যায়ের সকল বিধান উক্ত সকল ওঁসুক সম্বন্ধে খাটিবে।

১৭শ অধ্যায়।

চুক্তি ও দেশাচার বিষয়ক বিধি।

৯০। ভূমিধিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির স্থাপনতা কতদূর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করা উচিত কংকটি বিষয় সম্পর্কে এই গুরুতর প্রশ্নটির মীমাংসা পাণ্ডুলিপি অনুগত এই বিষয় সম্পর্কীয় ধারায় বৃষ্টি হইবে (খাজানা মাধ্যম করণার্থ চুক্তির বিষয়ে পূর্ববর্তী ২৯, ৩০, ও ৪৮ ধারা দেখ)। কিন্তু চুক্তিক্রমে আইনের বিধান হইতে মুক্তিলাভ করিবার ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট কারণে যেই নিয়ম করা আমাদিগের মধ্যে অবিকাংশ বাকি মতে আবশ্যিক, আমরা তাহার অনেকগুলি এই অধ্যায়ের প্রথমে একটি ধারার সংগ্রহ করা সুবিধাজনক বোধ করিলাম।

যেই বিষয় চুক্তির সীমার বহির্ভূত করা গেল তাহা নিম্নে দৃষ্ট হইবে।—

(ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইতের স্বত্বলাভ (২৪, ২১, ও ২৬ ধারা)।

(খ) ৩১ ধারায় নির্দিষ্ট দখলীস্বত্বের অধুস্বত্ব।

(গ) ৫১ ধারামতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইতের খাজানা কমাটবার দাওয়া করিবার স্বত্ব।

(ঘ) ৫৩ ধারামতে কসনী খাজানা পরিবর্তনের দাওয়া করিতে ভূমিধিকারীর বা প্রজার স্বত্ব।

(ঙ) নির্দিষ্ট তেতু ব্যতিরেকে দখলীস্বত্বগ্ণা রায়তকে ও কোর্পা রায়তকে উচ্ছেদ করণ।

বিষয়ে এত পাণ্ডুলিপিমতে প্রস্তুত সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ৬০, ও ৬৩ ধারা)।

(চ) মোতের ভূমি ক্রিয়া যাওয়ার প্রজার খাজানা কমাটবার স্বত্ব (৬৬ ধারা)।

(জ) রাইতের উৎসর্গস্থাপন করিবার ও তজ্জন্য ক্ষতিপূরণের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০, ও ৯৩ ধারা)।

(জ) ভিক্রীকারীক্রমে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রজাকে প্রস্তুত সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

৯১। স্বাক্ষরী মোকররী পাঠ্য বিবার প্রমাণ সম্বন্ধে উৎসর্গ দিবার অভিপ্রায়ে আমরা এই অধ্যায়ে ২১১ সংখ্যক একটি নতুন ধারা সম্মিলন করিয়া এই বিধান করিয়াছি যে মগালের তিরস্বামী বন্দোস্ত হইয়াছে সেই মগালে ভূমিধিকারী ও প্রজার মধ্যে যে কোন নিয়ম হয়, সেই নিয়মানুসারে কার্যেণী স্বকররী পাঠ্য দিতে ভূমিধিকারীর বা হইবে, এই আইনের কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

৯২। আমাদিগের বাণাস্বাদের মধ্যে সর্বস্তলেই স্বীকার করা গিয়াছে যে ভূমি কৃষিকার্যোগণ্য গোণী করিবার নিমিত্ত যে পাট্টা মোকররী দায় সেই পাট্টাক্রমে ভোগকৃত ভূমি, চর ও দেয়াড়া ভূমি ও উৎসর্গ ও হাট হাঙ্গিলী প্রমাণ নবগীত ভূমি সম্বন্ধে বিশেষ বিধান আদেশ। উক্ত সকল প্রকারের ভূমি সম্বন্ধে যেরূপ বিশেষ বিধান করা আমাদিগের নিকট আদেশ্যক বলিয়া বোধ হইল তাহা এই অধ্যায়ের পাশ্চাত্যলিখিত ষোল্লী ধারায় বৃষ্টি হইবে।

৯৩। ২১২ ধারার বিধান এই যে, এই আইনের কোন কথাক্রমে পতিত ভূমি কৃষিকার্যোগণ্য গোণী করণার্থ কোন চুক্তির বাধ্যতা হইবে না।

৯৪। ২১৩ ধারায় এই বধান করা গিয়াছে যে, মোরায়ত চর বা দেয়াড়া ভূমি ভোগ করে সে তাহা ত্রাণগত বারবৎসর ভোগ না করিলে এই ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিবে না এবং যাবৎ এই দখলীস্বত্ব লাভ না করে, তাবৎ তাহারও ভূমিধিকারী মধ্যে যে খাজানা দিবার নিয়ম হয় সে সেই খাজানা দিতে দ্বারা থাকিবে। কিন্তু আদালত অন্যতর পক্ষের প্রার্থনামতে নির্দেশ করিতে পারিবেন যে কোন জমী এই ধারার অর্থমত চর বা দেয়াড়া জমী বলিয়া আঁর গণ্য হইবে না। তাহা হইলে এই আইনের সমুদয় বিধান উক্ত জমী সম্বন্ধে খাটিবে।

৯৫। পরিশেষে ২১৪ ধারায় এই বিধান করা গিয়াছে যে “উৎসর্গী” প্রণালী ও “হাল হাঙ্গিলী” প্রণালী নামে খ্যাত প্রণালীমতে কোন ভূমি ভোগ করা গেলে, দেশাচারানুগত বা প্রকারান্তরের যে সকল নিয়মে এই ভূমি ভোগ হয়, এই আইনের কোন কথাক্রমে সেই সকল নিয়মের কোন ব্যাঘাত হইবে না।

৯৬। ৪ দফার পূর্বেই বলা হইয়াছে, যে স্থলে কোন রায়ত রাষ্ট্রস্বত্ব আশ্রয় যোড়ের অংশ না হইয়া রাষ্ট্রভূমি ভোগ করে সেই স্থলের বিধান বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ৭ম অধ্যায়টি আমরা ভাগ করিয়াছি। কিন্তু পাণ্ডুলিপির মধ্যে তদ্রূপ প্রস্তাবের উল্লেখ না থাকিলে পোলের বুদ্ধিবার ভুল হইতে পারে বলিয়া আমরা ২১৬ সংখ্যক একটি ধারা সন্নিবেশ করিয়া এইরূপ স্পষ্ট বিধান করা তাঁল বোধ করিলাম যে পূর্বোক্তরূপ প্রস্তাবের অমুসরণ দেশাচার দ্বারা নিরসিত হইবে।

১৮শ অধ্যায়।

নিরাশ বা ভাষাদি বিষয়ক বিধি।

৯৭। মখলীসত্ব বিশিষ্ট রায়ত যে জনী তাহার আশ্রয় যোড়ের অন্তর্গত স্টেট জমীর পুনরায় মখল পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা করিলে ঐ মোকদ্দমা সম্বন্ধে নিরাদেশের কাণ্ড বুদ্ধিসঙ্গতমত অস্পষ্ট করিয়া গাথা করা উচিত, আদালত এইরূপ বিবেচনা করি। যথা এদেশের এজা হুদায়ের ১৮৮১ সালের আইনের ৮১ ধারার প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত অমুসরণ করিয়া আমরা যে তারিখে তদ্রূপ প্রস্তাবে উল্লেখ করা যায় তদবধি দুই বৎসর কাণ্ড নিরাদেশের কাণ্ড ধাৰ্য্য করিয়াছি। যে মোকদ্দমা পূর্বেই ভাষাদি হইয়া গিয়াছে, যাঁহাতে তাহার যেত পুনরুৎপাদিত না হয় এই জন্য একটি উপবিধি সংযোগ করিয়াছি।

১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

৯৮। আমরা ভূম্যধিকারীর প্রতি আশ্রয় কন্মকারক দ্বারা কার্য্য করিবার ক্ষমতা প্রদান বিষয়ক ২২১ ধারার বিধান কিরূপ পরিমাণে প্রসারিত করিয়াছি এবং পাণ্ডুলিপির নিম্নলিখিত "ভূম্যধিকারী" শব্দের লক্ষণ সত্ত্বেও কোন ২ ব্যক্তির এই বিষয়ে জ্ঞাপ্তি থাকিতে তাঁহা অগণ্যমান করণার্থে আমরা ২২২ সংখ্যক একটি ধারা সংযোগ করিয়া স্পষ্ট বিধান করিয়াছি যে দুই বা তদধিক ব্যক্তি একজানী ভূম্যধিকারী হইলে, তাঁহারা উভয়ে বা সকলে একত্র হইয়া গাথা করি। ন কিন্তু তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া যে কন্মকারককে দিযুক্ত করেন তাহার দ্বারা কার্য্য করাইবেন।

৯৯। আমাদিগের বাণ্যমুবাদ কালে এমন অনেক কথা উঠিয়াছিল যাঁহার সম্বন্ধে আমাদিগের প্রতিপত্তি হইল যে আমাদিগের নিকট অর্পিত কাগজপত্রাদিতে যে সংবাদ পাওয়া যায় তদপেক্ষা অধিকতর সংবাদ না থাকিলে আমরা ঐ কাগজপত্রের যথোপযুক্ত বীমাংশ করিতে সমর্থ হইব না। ইহার মধ্যে কতকগুলি কথা সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ও হাই কোর্টের পরামর্শ প্রাপ্ত হইলে আমরা বিশেষ সন্তোষ লাভ করিব।

এখান পাণ্ডুলিপি এই ১—

- (১) ভূম্যধিকারীকৃত উৎকর্ষসাধন উপলক্ষে জল সেচনের নিমিত্ত নানা কাটাঁইবার, জল বিতরণ করিবার ও ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা করণার্থে রাজস্ব কন্মচারীর প্রতি ক্ষমতা প্রদান করা বাঞ্ছনীয় কিনা, ও বাঞ্ছনীয় হইলে কিরূপ বিধান করিতে হইবে।
- (২) খাজানাসংক্রান্ত মোকদ্দমার বিচার যাঁহাতে শীঘ্র হয় এই অভিপ্রায়ে বিধি প্রণয়ন করিয়া কি প্রকারান্তরে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের কোন পরিবর্তন করা বাঞ্ছনীয় কিনা, বিবেচনায় যে স্থলে অধিক সংখ্যক রায়ত কেহ কাহার অধীন না হইয়া ভূমিভোগ করে সেই স্থলে ভূম্যধিকারীর প্রতি একই আবেদনপত্রক্রমে তাঁহাদের বিকল্পে বা কী খাজানার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ক্ষমতা প্রদান করা বাঞ্ছনীয় কিনা।
- (৩) একতফা ডিক্রী দেওয়া গেলে, পুনরায় বিচার হইবার দাওয়া করিবার যে স্বত্ব আছে, তাঁহার সংশোধন করণার্থে অনিষ্ট উপপাদন না করিয়া কোন বিধান করা বাইতে পারে কিনা। প্রতিবাদীর নিকট সমন পঠিতে লাই দিয়া কোন বিশিষ্ট হেতুবশতঃ প্রতিবাদী উপস্থিত হইতে পারে লাই কোন বিচারপতি ক্ষেত্রধর্মতে ইচ্ছা পূর্ব্বকভাবে না পারিলে তিনি পুনরায় বিচার হইবার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে বাধ্য নহেন আরো ইচ্ছা অবগত আছি; কিন্তু আমাদিগের নিকট ইচ্ছা কথিত হইয়াছে যে উপযুক্তমতে সমনকারী অস্বীকার করাই এক্ষণে পদ্ধতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং আদালতঃ প্রতিবাদীকৃত পূর্ব্বোক্ত আপত্তি সম্বন্ধেই গ্রাহ্য করেন। বিলম্ব সংঘটন ও আশ্রয় প্রাপ্য আদায় করিতে গিয়া ভূম্যধিকারীকে অনর্থক ব্যয়গ্রস্ত করাই যে কালের উদ্দেশ্য, ইহাতে স্টেট কার্ধোরস্ত প্রায় দেওয়া হয়।

প্রতিবাদী ডিক্রীর টাকা আদায়ত না করিলে একতফা মোকদ্দমার পুনরায় বিচার হইবে না আমাদিগের নিকট এই প্রস্তাব করা হইয়াছিল, কিন্তু আমাদিগের যে সংবাদ জানা ছিল তদ্ব্যতীত ঐ প্রস্তাব গ্রাহ্য করিতে অনিচ্ছুক হইয়া আমরা এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলাম যে হাই কোর্টের মান্যবর জজ সাহেবদের বিবেচনার্থ প্রস্তাবটি অর্পিত হইত।

- (৪) আমাদিগের নিকট প্রায় ঐরূপ ভাবের আর একটি প্রস্তাব করা হইয়াছে, প্রস্তাবটি এই—বাঁকীখাজানার মোকদ্দমার পূজিবাদীর বিকল্পে ডিক্রী হইলে, তিনি ডিক্রীর টাকা আদায়ত না করিলে ঐ ডিক্রীর বিকল্পে আশ্রয় করিতে পাইবেন না। এই প্রস্তাব সম্বন্ধেও জজ সাহেবদের মত জানিতে পারিলে আমরা সন্তুষ্ট হইব।

- (৫) যে সকল আধীন তালুকের রাজস্ব গবর্নমেন্টের সহিত সাক্ষাৎসম্মুখে বন্দোবস্ত হইলেও ঐ তালুকের অধিদারীণী জমীদারের দ্বারা ঐ রাজস্ব দেয়, সেই সকল তালুক সম্বন্ধে সরাসরী মীলান সংক্রান্ত কার্যপ্রণালী খাটিতে পারে কি না এই বিষয়ে আদরা হানীর গবর্নমেন্টের সহিত জানিতে বাঞ্ছা করি। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ঐ সকল তালুকের কথা সরকারী রেজিষ্টারে গবর্নমেন্টের নাই। পত্তনী সম্বন্ধীয় সংশোধিত কার্যপ্রণালী উক্ত সকল তালুকের প্রতি বর্তমান চুক্তি এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছিল।
- (৬) খাজানা মুক্ত তালুকের অধিদারীদের নিকট পঞ্চক ও পবনিক ওরুসকরের টাকা বাকী পড়িলে ঐ টাকা আদার করণসম্মুখে পূর্বেই কার্যপ্রণালী বর্তাইবার নিমিত্ত এইরূপ ভাবে একটি প্রস্তাব করা হইয়াছিল। এই বিষয়টিও আদরা হানীর গবর্নমেন্টের পরামর্শের নিমিত্ত অর্পণ করিব স্থির করিয়াছি।
- (৭) যেই নিয়মানীনে বাস্তবস্থিতি ভোগ করা যায় তৎসম্মুখে অধিকতর সংবাদ লইবার আবশ্যকতার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। (পৃষ্ঠাবর্তী ৪ দশক দেখ)
- (৮) আদরা উঠবাড়ী ও হালহাসিলী জমা সম্বন্ধে দেশাচারানুগত নিয়মাদি রক্ষণ করিয়া তাহা বিশেষ মতে বর্তাইয়াছি। অন্য নামে খাত তত্ত্ব জমা সম্বন্ধেও উক্ত সকল নিয়মাদি রক্ষণ করা উচিত কি না এবং চট্টগ্রাম খণ্ডে যে বিশেষ নিয়মে ভূমি ভোগ করা যায় তৎসম্মুখেও বিশেষমতে কোন দেশাচারাদি রক্ষণ করা আবশ্যক কি না ইহা জানিতে ইচ্ছা করি।
- (৯) আর ওজাস্তা ও গোরা ষোড়শ হস্তান্তরযোগ্য মথলীস্বত্বের দ্বারা অন্য কোন স্বত্ব অগ্রসর করিবার স্বত্ব সম্বন্ধীয় দ্বারার বিশদ হইতে মুক্ত করণার্থে বিশেষ করিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায় কি না ইহা জানিতে ইচ্ছা করি।
- (১০) পরিশেষে গত বার বৎসর কালের মধ্যে যে সকল মুল্যের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে সেইগুলির শুদ্ধতা সম্পর্কে উৎকর্ষসাধন করা বাইতে পারে কি না এবং প্রাপ্ত ঐ সকল মুল্যের উপর নির্ভর করিয়া খাজানা রক্ষির নিয়ম করিলে কি কন সত্তাবনা এই বিষয়ে বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের পরামর্শ জানিতে ইচ্ছা করি।

১০০। মূল পাণ্ডুলিপির প্রকাশ করণ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাপক সভার আজ্ঞা নিম্নলিখিতরূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।—

ইংরেজী ভাষায়।

গেজেট।				তারিখ।
ইণ্ডিয়া গেজেট	১৮৮৩ সালের ৩, ১০, ও ১৭ মার্চ।
কলিকাতা গেজেট	১৮৮৩ সালের ৭, ১৪, ও ২১ মার্চ।

দেশীয় ভাষায়।

প্রদেশ।				ভাষা।	তারিখ।
বঙ্গদেশ	বাংলা	১৮৮৩ সাল ২৪ আশ্বিন।
				হিন্দী	১৮৮৩ সাল ৪ মে।
				উড়িয়া	১৮৮৩ সাল ১৭ মে।

১০১। পূর্বেই বলিয়াছি একজনকার সংশোধিত আকারে পাণ্ডুলিপির পুনরুৎপাদন প্রকাশ করা উচিত ইহাই আদরাগিরের মত।

এস, সি, বেলী।	টি, ডবলিউ, গিবস।*
রিবস টমসন।	আদীর আলী।
সি, পি, ইলবার্ট	ডবলিউ, ডবলিউ, হট্টর।
জি, এচ, পি, ইবান্স।	এচ, রেনলডস।*
জে ডবলিউ, কুইন্টন।	

কমিটির সভাপতির কল এই রিপোর্টে স্বাক্ষররূপে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আদরা ইহাতে স্বাক্ষর করিলাম, কিন্তু পাণ্ডুলিপির মূল নিয়মের ও তদনুগত অনেক কথার প্রতি আদরা আপত্তি আছে, সুতরাং তিরস্কৃত্যচক একটি স্বতন্ত্র মন্তব্য লিখিলাম।

কৃষ্ণদাস পাল।

পাণ্ডুলিপির মূল নিয়ম সম্বন্ধে প্রতি আমার সম্পূর্ণ আপত্তি আছে। মালবর রাই জীবিত কৃষ্ণদাস পাল যে নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন সেই নিয়মানীনে ও বিবি অনুসারে এই রিপোর্টে আদরা স্বাক্ষর করিতে বাধ্য ইহাই আমার বিশ্বাস বলিয়া এই রিপোর্টে স্বাক্ষর করিলাম।

স্বাক্ষর।

১৮৮৪ সাল ১৪ই মার্চ।

তকসীল ।

জাজির ও কৃষি সংক্রান্ত কার্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটি ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১ জা যে তারিখে ৪৮৪—১১৬ R. নং আকিলের আদালতি ও তৎসহিতপত্র [১ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১৩ই জুলাই তারিখের ১৮২৭—৪৪৮ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১৮ই জুলাই তারিখের ১৮৭৬—৪৬৯ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ২৪শে জুলাই তারিখের ১১২৮—৪৯৪ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৪ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১৩ই আগস্ট তারিখের ২১৭৯—৭৮৭ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৫ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ২৪শে আগস্ট তারিখের ৪৮৬ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৬ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখের ৪৮৬ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৭ নং কাগজপত্র] ।

দান্যবর জীবু ভি. এম. গিবন সাহেবের মন্তব্যাবলি [৮ নং কাগজপত্র] ।

পূর্ব রাজ্যলাভ জুখাধিকারীদের ১৮৮০ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের আবেদন ও তৎসহিত মন্তব্যাবলি [৯ নং কাগজপত্র] ।

দীর্ঘাণ্ডিরার রাজা অম্বনাথ বাহাদুরের ১৮৮০ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখের ২১ নং পত্র [১০ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখের ৮২২ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১১ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখের ২৭২ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১২ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১লা অক্টোবর তারিখের ১০২১ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৩ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখের ১০৮০ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৪ নং কাগজপত্র] ।

জাজির ও কৃষি সংক্রান্ত কার্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটি ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখের ১০৪ R. নং আকিলের আদালতি ও তৎসহিতপত্র [১৫ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখের ১১১৭ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৬ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখের ১১৩০ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৭ নং কাগজপত্র] ।

কলিকাতার জীবু বাবু কিশোরীলাল সরকারের ১৮৮০ সালের ১৮ই অক্টোবর তারিখের পত্র [১৮ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ২৭শে অক্টোবর তারিখের ১২৯২ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৯ নং কাগজপত্র] ।

কলিকাতার জীবু বাবু কিশোরীলাল সরকারের ১৮৮০ সালের ৩রা নবেম্বর তারিখের পত্র [২০ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১০ই নবেম্বর তারিখের ২০২১—৪০৭ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২১ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১৬ই নবেম্বর তারিখের ২০৮৯—৮৬১ পত্র ও তৎসহিতপত্র [২২ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ১৮৮০ সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখের ২০৯৫—৮৬০ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২৩ নং কাগজপত্র] ।

উরিয়ার জনসাধারণ সভার কমিটির ১৮৮৩ সালের ১লা নবেম্বর তারিখের আবেদনপত্র [২৪ নং কাগজপত্র] ।

উরপাড়ার জীমুত বাবু রাজকিশোর সুখোপাধ্যায়ের ১৮৮৩ সালের ১০ই নবেম্বর তারিখের পত্র ও তৎসহিতপত্র [২৫ নং কাগজপত্র]

ত্রিহুতের জুম্মাধিকারীদের সভার অষ্টমতমিক সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই নবেম্বর তারিখের ১১ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২৬ নং কাগজপত্র]

জীমুত বাবু কিশোরী লাল সরকারের ১৮৮৩ সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখের পত্র [২৭ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গ ও বেঙ্গালদেশের জুম্মাধিকারীদের সদর কমিটির ১৮৮৩ সালের ২৭শে নবেম্বর তারিখের ১১৮ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২৮ নং কাগজপত্র] ।

রাজস্ব ও কৃষিক্ষেত্র কার্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটিং ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর তারিখের ১০৬৪ নং পৃষ্ঠলিপি ও তৎসহিতপত্র [২৯ নং কাগজপত্র] ।

নরসনসিংহ জিলাব অন্তর্গত সেতুপুরের কলকলসজিদিদার, ডালুকদার, ও নথ্যাবত্তি জুম্মাধিকারীদের ১৮৮৩ সালের ১৮ই নবেম্বর তারিখের আবেদনপত্র [৩০ নং কাগজপত্র]

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১২ ডিসেম্বর তারিখের ২৬৭০—২৫৪ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩১ নং কাগজপত্র]

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখের ১২৩ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩২ নং কাগজপত্র] ।

রাজশাহীর জুম্মাধিকারীদের কমিটির সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর তারিখের পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৩ নং কাগজপত্র] ।

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের আসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ৫ই জানুয়ারি তারিখের ২ নং পৃষ্ঠলিপি ও তৎসহিতপত্র [৩৪ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৯শে ডিসেম্বর তারিখের ২৭৮১—১০০১ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৫ নং কাগজপত্র]

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৩ জানুয়ারি তারিখের ১৮২—৪৫ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৬ নং কাগজপত্র]

ভালাঙ্গা শাখা ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনের ১৮৮৪ সালের ১৬ জানুয়ারি তারিখের সভার নির্দ্ধারণাবলি [৩৭ নং কাগজপত্র] ।

ভাগলপুরের জুম্মাধিকারী সভার সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ২ জানুয়ারি তারিখের ১০৬ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৮ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ২১ জানুয়ারি তারিখের ২২৭—৩৮ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৯ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৫৪০—২৩১ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৪০ নং কাগজপত্র] ।

ত্রিহুতের জুম্মাধিকারীদের সভার অষ্টমতমিক সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৫ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৪১ নং কাগজপত্র]

২ নম্বর।

বঙ্গদেশের প্রজাসভা বিষয়ক ১৮৮৪ সালের
আইনের পাণ্ডুলিপি।

সূচীপত্র।

১ম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

ধারা।

- ১। সংরক্ষণ নাম।
আরম্ভ।
স্থানীয় ব্যাপ্তি।
- ২। রহিত হইবার কথা।
- ৩। অর্থকরণের কথা।

২য় অধ্যায়।

প্রজাদের প্রেরণ বিষয়ক বিধি।

- ৪। প্রজাদের প্রেরণ বিষয়ক কথা।
- ৫। তালুকদার ও রায় শব্দের অর্থ।

৩য় অধ্যায়।

তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।
খাজানা বৃদ্ধির কথা।

- ৬। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি যে তালুক ভোগ হইয়া আসিতেছে, কোনও স্থলেমাত্র তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবার কথা।
- ৭। তালুকের খাজানা বৃদ্ধির নীতির কথা।
- ৮। বর্দ্ধিত খাজানা সাবেক খাজানার বিত্তের অধিক না হইবার কথা।
- ৯। খাজানা কমলঃ বৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।
- ১০। খাজানা একবার বর্দ্ধিত হইলে দশ বৎসর পরি-
বর্ত্তিত হইতে না পারিবার কথা।
তালুকের অন্যান্য অনুচ্ছেদের কথা।
- ১১। চিরস্থায়ী তালুকের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার-
স্বত্বের কথা।
- ১২। চিরস্থায়ী তালুকদারকে উচ্ছেদ করিতে ন
পারিবার কথা।
পত্তনী তালুকের কথা।
- ১৩। পত্তনীদারের পেটাও বিলি করিবার ক্ষম-
তার কথা।
- ১৪। পত্তনী তালুকের ভূম্যধিকারির হস্তান্তরক্রমে
এহীতার স্থানে আমিন চাহিবার স্বত্বের
কথা।
রেজিষ্ট্রী করিবার কথা।
- ১৫। ইচ্ছাপূর্বক হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্ট্রী
করিতে হইবার কথা।
- ১৬। খাজানার ডিক্রী ছাড়া অন্য ডিক্রীজারী-
ক্রমে নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে রেজি-
ষ্ট্রী করিবার কথা।

ধারা।

- ১৭। খাজানার ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম দ্বারা
কিন্মা সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে
রেজিষ্ট্রী করিবার কথা।
- ১৮। রেজিষ্ট্রী না করিবার ক্ষেত্রের কথা।
- ১৯। ভূম্যধিকারীকে রেজিষ্ট্রী করিতে বাধ্য করি-
বার নিমিত্তে আদালতে প্রার্থনা করিবার
কথা।
- ২০। রেজিষ্ট্রী করিতে বাধ্য করণার্থ ভূম্যধিকারীর
প্রার্থনার কথা।
- ২১। ভূম্যধিকারীর রেজিষ্ট্রী বহীরা লেখার নকল
দিবার কথা।
- ২২। রেজিষ্ট্রী করণ সম্বন্ধে বিধিপ্রণয়ন করিতে
পারিবার কথা।

৪র্থ অধ্যায়।

অবধারিত হারে যে রায়তেরা ভূমিভোগ করে
তাঁহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

- ২৩। অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করিবার অনু-
চ্ছেদের কথা।

৫ম অধ্যায়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাগতদের সম্বন্ধীয় বিধি।
সাধারণ।

- ২৪। বর্ত্তমান দখলীস্বত্ব চলিত থাকিবার কথা।
- ২৫। বাসেন্দা রায়তের দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবার
কথা।
- ২৬। বাসেন্দা রায়ত শব্দের অর্থ।
- ২৭। গ্রাম ও বাস শব্দের অর্থ করণের কথা।
- ২৮। ভূম্যধিকারী দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহার
কলের কথা।
- ২৯। এজমালী মালিক ও ইজারদারের মধ্যে বিধেয়
বিধানের কথা।
- ৩০। খামার জমী সংরক্ষণের কথা।
- ৩১। দখলীস্বত্বের অনুচ্ছেদের কথা।
হস্তান্তর বিষয়ে নিয়মের কথা।
- ৩২। দখলীস্বত্ব ইচ্ছাপূর্বক বিক্রয় করিলে ভূম্যধি-
কারির অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্বের কথা।
- ৩৩। ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম হইলে ভূম্যধিকারীর
অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্বের কথা।
- ৩৪। উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করা গেলে ভূম্য-
ধিকারীর বন্ধক এহীতার স্থান লইবার
স্বত্বের কথা।
- ৩৫। দখলীস্বত্বদান বিষয়ে নিয়মের কথা।
- ৩৬। পূর্ন কথক ধারার কাগ্যপত্র ভূম্যধিকারী
শব্দের অর্থের কথা।
কোর্স বিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা।
- ৩৭। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যে রায়তেরা কোর্স বিলি
করে, তাহাদের তালুকদারে পরিবর্ত্তিত
হইবার কথা।
- ৩৮। মরুপাড়ার তাগের নিয়মের কথা।

ধারা।

খাজানা হস্তির কথা।

- ৩৯। উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা বিবরণক অনুমানের কথা।
- ৪০। মুদ্রারূপ খাজানা হস্তি বিবরণে নিয়মের কথা।
- ৪১। রেজিষ্টারী করা চুক্তিরূপে খাজানা হস্তি করিবার কথা।
- ৪২। পুনর্বার বিলি করিবার বেলা খাজানা হস্তি করণ।
- ৪৩। মোকদ্দমার দ্বারা খাজানা হস্তি করিবার কথা।
- ৪৪। প্রচলিত হার ধরিয়া খাজানা হস্তি সম্বন্ধীয় বিধি।
- ৪৫। মূল্য হস্তি হেতু ধরিয়া খাজানা হস্তি সম্বন্ধীয় বিধি।
- ৪৬। ভূস্বামিকারীর উৎকর্ষসাধনহেতু ধরিয়া খাজানা হস্তি বিবরণক বিধি।
- ৪৭। বন্যাজীমিত উৎপাদিকা শক্তি হস্তি হেতু ধরিয়া খাজানা হস্তি সম্বন্ধীয় বিধি।
- ৪৮। খাজানা হস্তি উপযুক্ত ও ন্যায্যরূপে হইবার কথা।
- ৪৯। ক্ষেত্র খাজানা হস্তি করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।
- ৫০। ক্ষেত্রগত খাজানা হস্তির মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব সীমাবদ্ধ করিবার কথা।
- ৫১। খাজানা কবাইবার কথা।
- ৫২। প্রদানত শস্যের মূল্যের তালিকার কথা।
- ৫৩। অসামান্য দের খাজানা রূপান্তরিত করিবার কথা।
- ৫৪। বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।
- ৫৫। বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

৩৪ অধ্যায়।

দখলীস্বত্ব শূন্য রাষ্ট্রতদের সম্বন্ধীয় বিধি।

- ৫৬। এই অধ্যায় খাটিবার কথা।
- ৫৭। দখলীস্বত্বশূন্য রাষ্ট্রতদের প্রথমস্থলীর খাজানার কথা।
- ৫৮। খাজানা হস্তির নিয়মের কথা।
- ৫৯। যে যে হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রাষ্ট্রতকে উচ্ছেদ করা বাইতে পারে তাহার কথা।
- ৬০। পাট্টার বিরুদ্ধে অতীত হইবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।
- ৬১। খাজানা হস্তি দিতে অস্বীকার করিবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।
- ৬২। "দখল দেওয়া" শব্দের অর্থ।

৩৫ অধ্যায়।

কোর্কা রাষ্ট্রতদের সম্বন্ধীয় বিধি।

- ৬৩। কোর্কারাষ্ট্রতের স্থানে যে খাজানা আদায় করিতে পারা যাইবে, তাহার সীমার কথা।
- ৬৪। কোর্কা রাষ্ট্রত দিগকে উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।

ধারা।

৩য় অধ্যায়।

খাজানা বিবরণক সাধারণ বিধান।

খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে বিধি ও অনুমান।

- ৬৫। খাজানা অবধারিত খাজনার সম্বন্ধে বিধি ও অনুমানের কথা।
- ৬৬। খাজানার পরিমাণ ও তাগের নিয়ম সম্বন্ধে অনুমানের কথা।
- ৬৭। পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজানার পরিবর্তনের কথা।
- ৬৮। পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজানার পরিবর্তনের কথা।
- ৬৯। খাজানা দিবার কথা।

- ৭০। খাজানার কিস্তির কথা।
- ৭১। খাজানা দিবার সময় ও স্থানের কথা।
- ৭২। টাকা ধরণে জমা দিতে হইবে, তাহার কথা।
- ৭৩। কবজ ও হিসাবের কথা।
- ৭৪। ভূস্বামিকারীকে টাকা দিলে প্রকার কবজ পাইবার আদেশের কথা।
- ৭৫। বৎসরের শেষে প্রকার সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি বা হিসাবের বিবরণপত্র পাইবার অধিকারের কথা।
- ৭৬। কবজ ও হিসাবের বিবরণপত্র না দিলে এবং অনুপলি না রাখিলে দণ্ডের কথা।
- ৭৭। খাজানা আদায় করিবার কথা।
- ৭৮। রাজকীয় কার্যালয়ে খাজানা আদায় করিবার দরখাস্তের কথা।
- ৭৯। যে খাজানা আদায় করা যায় রাজকীয় কর্মচারী তাহার বৃত্তি দিলে এই বৃত্তি দিচ্ছ নিষ্কৃতিপত্র হইবার কথা।
- ৮০। আদায় পাইবার শোচনীয় কথা।
- ৮১। আদায় টাকা দিবার বা ফিরাইয়া দিবার কথা।

বাকী খাজানার কথা।

- ৮২। খাজানা হস্তান্তরযোগ্য বোতের প্রথম দায় হইবার কথা।
- ৮৩। যে বোত হস্তান্তর করা বাইতে না পারে সেই বোত হইতে উচ্ছেদ করিবার কথা।
- ৮৪। বাকী খাজানার হস্তের কথা।
- ৮৫। যুক্তিসিদ্ধ কারণ বিনা খাজানা না দেওয়া গেলে কিছা অন্যরূপে প্রতিবাদিত নামে খাজানার মোকদ্দমা করা গেলে হামিপুরণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।
- ৮৬। কদমী বা ডাউসি খাজানার কথা।
- ৮৭। কদম বা ডাউসি বা বিভাগ করিবার নিষিদ্ধ আজ্ঞার কথা।
- ৮৮। কর্মচারী নিযুক্ত করা গেলে কার্যপ্রণালীর কথা।
- ৮৯। অস্যের দখল সম্বন্ধে স্বত্ব ও দায়ের কথা।

ধারা।

ভূম্যধিকারীর পরিবর্তন হইলে খাজানার
দায়ের কথা।

- ৮৪। হস্তান্তরের নোটিস না পাঠিয়া পূর্ব ভূম্যধিকা-
রীকে যে খাজানা দেওয়া যায় তজ্জন্য
ভূম্যধিকারির স্বার্থ প্রণীতঃ নিকট প্রচার
দায়ী না হইবার কথা।
আইনবিরুদ্ধ কর প্রভৃতির কথা।
- ৮৫। আবহাওয়া প্রভৃতি আইন বিরুদ্ধ হইবার
কথা।
- ৮৬। দেয় খাজানার অভিরিক্ত টাকা প্রচার স্থানে
ভূম্যধিকারী অন্য় করিয়া লইলে দণ্ডের
কথা।

৯ম অধ্যায়।

ভূম্যধিকারী ও প্রতা বিবরণ বিবিধ বিধান।

উৎকর্ষ সাধনের কথা।

- ৮৭। “উৎকর্ষসাধন” শব্দে অর্থ।
- ৮৮। অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করা গেলে উৎ-
কর্ষ সাধন করিবার স্বত্বের কথা।
- ৮৯। মখলীসদ্বিশিষ্ট যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন
করিবার স্বত্বের কথা।
- ৯০। মখলীসদ্বিশিষ্টা যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন
করিবার স্বত্বের কথা।
- ৯১। ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন রেজিষ্টরী করি
বার কথা।
- ৯২। উৎকর্ষসাধন সম্বন্ধে প্রাপ্ত লিপিবদ্ধ করি-
বার প্রার্থনার কথা।
- ৯৩। রায়তকে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ
দিতে হইবার কথা।
- ৯৪। যে বিধিক্রমে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ণয়
করিতে হইবে, তাহার কথা।
ইন্তকা ও পরিভাগ করিবার কথা।
- ৯৫। ইন্তকা করিবার কথা।
- ৯৬। পরিভাগের কথা।
যোতের অংশ করিবার কথা।
- ৯৭। যোতের অংশ হস্তান্তরযোগ্য না হইবার
কথা।
উচ্ছেদের কথা।
- ৯৮। ডিক্রীকারী ক্ষেপে না হইলে উচ্ছেদ না
হইবার কথা।
ভূমি দাপ করিবার কথা।
- ৯৯। ভূম্যধিকারির ভূমি দাপিবার স্বত্বের কথা।
- ১০০। প্রতা উপস্থিত হইয়া সীমা দেখাইয়া দিবে,
আদালতের এরূপ আঁজা করিতে পারি-
বার কথা।
- ১০১। মাপের কড়ির কথা।
কার্য্যাদায়কদের কথা।
- ১০২। কেন সম্মতিকারীগণ এক জন সাধারণ কার্য্য
দ্বারা নিযুক্ত করিবেন না ইহার কারণ দর্শা-
ইবার নিমিত্ত তাঁহাদের উপর আদেশ
করিতে পারিবার কথা।
- ১০৩। কারণ দর্শান না গেলে একজন কার্য্যাদায়ক
নিযুক্ত করণার্থ তাঁহাদিগকে আঁজা দিতে
পারিবার কথা।
- ১০৪। আঁজা পাণ্ডিত না হইলে কার্য্যাদায়ক নিযুক্ত
করিবার ক্ষমতার কথা।

ধারা।

- ১০৫। পূর্ব ধারার (খ) প্রকরণমত সকল স্থানে
কার্য্য করণার্থ কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত
করিবার ক্ষমতার কথা।
- ১০৬। কোর্ট অব ওয়ার্ডস বিধরক ১৮৭৯ সালের আইন
কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্য্যাদায়কতা সম্বন্ধে
ধাটিবার কথা।
- ১০৭। কার্য্যাদায়কের প্রতি যে২ বিধান বর্ত্তিবে
তাহার কথা।
- ১০৮। সম্মতি কারীগণকে কার্য্যাদায়কতা ভার প্রত্যর্পণ
করিবার ক্ষমতার কথা।
- ১০৯। বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

১০ম অধ্যায়।

স্বত্বের লিপি ও খাজনার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।
স্বত্বের লিপির কথা।

- ১১০। স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিবার আঁজা দিতে
পারিবার কথা।
- ১১১। যে২ বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে
তাহার কথা।
- ১১২। ভূম্যধিকার বা ভাস্করদারের প্রার্থনামতে রাজস্ব
কর্ম্মচারীর বিশেষ কথা লিপি বদ্ধ করিতে
পারিবার কথা।
- ১১৩। লিপি প্রকাশ করিবার কথা।
- ১১৪। লিপির লেখাসম্বন্ধে বিবাদ হইলে কার্য্য-
প্রণালীর কথা।
- ১১৫। রাজস্ব কর্ম্মচারীদের নিষ্পত্তির উপর আপী-
লের কথা।
- ১১৬। ঐ লিপির যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ না থাকে
তাঁহা অনুমানমত প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ
হইবার কথা।
খাজানা ধার্য্য হইবার বিধি।
- ১১৭। খাজানা ধার্য্য করণার্থ রাজস্ব কর্ম্মচারীদের প্রতি
আঁজা করিতে পারিবার কথা।
- ১১৮। খাজানা ধার্য্য করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।
- ১১৯। যে সময় খাজানার পরিবর্তন ফলৎ হইবে
তাহার কথা।
- ১২০। ধার্য্যকরা খাজানা বহু কাল অপরিবর্তিত থাকি-
বে তাহার কথা।
অভিরিক্ত বিধানের কথা।
- ১২১। এই অধ্যায়মত কার্য্যাদায়কতানে যে খরচ পড়
তাহার কথা।
- ১২২। লিপি প্রস্তুত হইয়া থাকিলে অবধারিত
খাজানাসম্বন্ধী অনুমান না ধাটিবার কথা।

১১ম অধ্যায়।

হারের তালিকা বিবরণ বিধি।

- ১২৩। তালিকা প্রস্তুত করিবার আদেশ দিতে পারি-
বার কথা।
- ১২৪। তালিকার যাহা লেখা থাকিবে তাহার কথা।
- ১২৫। যে বিধি অনুসারে খাজানার হার ধার্য্য করিতে
হইবে তাহার কথা।
- ১২৬। তালিকার স্থানীয় প্রকাশ করণের কথা।
- ১২৭। রাজস্ব কর্ম্মচারীর আপত্তি নিষ্পত্তি করিতে
পারিবার কথা।

খার।

- ১১৮। তালিকা উদ্ধৃতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষদের নিকট পাঠাইবার কথা।
 ১১৯। তাহা হইলে রেবিনিউ বোর্ডের কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১২০। চূড়ান্ত অনুমোদনের পর তালিকা প্রকাশ করিবার কথা।
 ১২১। তালিকা যত কাল প্রবল থাকিবে তাহার কথা।
 ১২২। তালিকা লিঙ্কান্ড প্রমাণ হইবার কথা।
 ১২৩। তালিকা প্রস্তুত করিতে যে খরচ পড়ে তাহা যেভাবে দিতে হইবে তাহার কথা।
 ১২৪। যেখানে তালিকা প্রবল থাকে সেখানে খাজানা রুদ্রির মোকদমার কথা।

১২শ অধ্যায়।

ভূস্বামীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

- ১২৫। ভূস্বামীর নিজ জমী জরীপ ও লিপিবদ্ধ করিবার আজ্ঞা দিতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের ক্ষমতার কথা।
 ১২৬। ভূস্বামীর বা প্রজার প্রার্থনামতে নিজ জমীর কথা লিপিবদ্ধ করিতে রাজস্ব কর্মচারীর ক্ষমতার কথা।
 ১২৭। নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১২৮। ভূস্বামীর নিজ জমী নিয়ম করিবার বিধি।

১৩শ অধ্যায়।

ক্রোক করিবার বিধি।

- ১২৯। যেহ স্থলে ক্রোকের দরখাস্ত করা যাইবে পারিবে তাহার কথা।
 ১৩০। যে পাঠে দরখাস্ত লিখিতে হইবে তাহার কথা।
 ১৩১। দরখাস্ত পাঠিলে কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১৩২। ক্রোক করিবার আজ্ঞা জারী হইবার কথা।
 ১৩৩। মালীপত্র ও হিসাব জারী করিবার কথা।
 ১৩৪। শস্যাদি কর্তন প্রভৃতি করিবার স্বত্বের কথা।
 ১৩৫। দাবী শোধ করা না গেলে নীলামের ঘোষণাপত্র প্রচার করিবার কথা।
 ১৩৬। নীলাম হইবার স্থানের কথা।
 ১৩৭। ক্ষেত্রস্থল্যাদি বিক্রয় করিতে পারিবার কথা।
 ১৩৮। যে প্রকারে বিক্রয় করিতে হইবে তাহার কথা।
 ১৩৯। বিক্রয় স্থগিত রাখিবার কথা।
 ১৪০। ক্রয়ের টাকা দিবার কথা।
 ১৪১। ক্রেতাকে যে সার্টিফিকেট দেওয়া যাইবে তাহার কথা।
 ১৪২। নীলামের উৎপন্নটাকা যেভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার কথা।
 ১৪৩। কোনও কর্মচারীদের ক্রয় করিতে না পারিবার কথা।
 ১৪৪। নীলামের পূর্বে দাবীর টাকা দেওয়া গেলে কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১৪৫। পেটোও প্রজা আপন পেটোদাতার জন্য যে টাকা দেন, তাহা খাজানা হইতে কাটরা লইতে পারিবার কথা।

খার।

- ১৪৬। উদ্ধৃতন ও অধ্যক্ষ ভূমিদিকারীর স্বত্বের মধ্যে বিবেচনের কথা।
 ১৪৭। যে সম্পত্তি আটক আছে তাহা ক্রোক করিবার কথা।
 ১৪৮। অন্যায় ক্রোকের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণের মোকদমার কথা।

১৪শ অধ্যায়।

বিচার সম্পর্কীয় কার্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

- ১৪৯। ভূমিদিকারী ও প্রজার মোকদমায় বর্ডাইতে হইলে দেওয়ানী মোকদমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন পরিবর্তিত করিবার ক্ষমতার কথা।
 ১৫০। আইনমত আনুষ্ঠানিক কার্যে বিচারাদিগপত্যের কথা।
 ১৫১। দায়ব বা গোমস্তাদের স্বীকৃত মোস্তাফি হইবার কথা।
 ১৫২। মোকদমার বিশেষ রেজিটরের কথা।
 ১৫৩। খাজানার মোকদমায় কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১৫৪। তৃতীয় ব্যক্তি নিকট যে টাকা দেয়া আছে স্বীকার করা যায়, তাহা আদালতে দিবার কথা।
 ১৫৫। ভূমিদিকারীর পাওনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা আদালতে দিবার কথা।
 ১৫৬। কিস্তিক্রমে টাকা দিবার বিধানের কথা।
 ১৫৭। আদালতের রসীদ দিবার কথা।
 ১৫৮। বাকী খাজানার মোকদমায় আদালতের কথা।
 ১৫৯। খাজানা রুদ্রির ডিক্রী যে তদ্রিখ অবধি কাল বৎ হইবে তাহার কথা।
 ১৬০। সম্পত্তিদণ্ড হইবার প্রতিকারের কথা।
 ১৬১। যে রায়তদিগকে উচ্ছেদ করা যায় অন্য কোন কারণে প্রস্তুত ভূমি সম্বন্ধে তাহাদের স্বত্বের কথা।
 ১৬২। উচ্ছেদ করিবার আনুষ্ঠানিক কার্যে প্রসঙ্গের দায়তার নিষ্পত্তি হইবার কথা।
 ১৬৩। উচ্ছেদের বিকল্পে আদালতের বাস খাজানা ধার্য করিতে পারিবার কথা।
 ১৬৪। প্রজাস্বত্ব অনুব্রন নিরূপণ করিবার প্রণালীর কথা।

১৫শ অধ্যায়।

- বাকী খাজানার নিমিত্তে ডিক্রীমতে বিক্রয়ের বিধি।
 ১৬৫। দায় অসিদ্ধ করণ সম্বন্ধে দেওয়ার সাধারণ ক্ষমতার কথা।
 ১৬৬। সংরক্ষিত স্বার্থের কথা।
 ১৬৭। “দায়” ও “রেজিটরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়” শব্দের অর্থ।
 ১৬৮। মোক্তার নীলাম হইবার প্রার্থনাপত্রের কথা।
 ১৬৯। নীলাম হইবার বিজ্ঞাপনস্বত্বক ঘোষণাপত্রের কথা।
 ১৭০। রেজিটরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত ভালুক বিক্রয়ের ও তাহার ফলের কথা।
 ১৭১। সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসিদ্ধ ভালুক বিক্রয় করিবার ও তাহার ফলের কথা।

খার।

- ১৮২। অধারিত কার্যের খোঁজের প্রতি পূর্ব এক ধারার বিধান বর্জিত কথ্য।
- ১৮৩। সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় করিবার ও তাহার ফলের কথা।
- ১৮৪। পূর্ব এক ধারামতে দায় অসিদ্ধ করিবার কার্য প্রণালীর কথা।
- ১৮৫। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত পূর্ব এক ধারামতে তালুক বলিয়া গণ্য হয় একরূপ আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা।
- ১৮৬। বিক্রয়োৎপন্ন টাকা লইয়া যাচা করিতে হইবে তাৎক্ষণিক বিধির কথা।
- ১৮৭। খরচা সমেত ডিক্রীর টাকা আদালতে দেওয়া গেলেই কিম্বা ডিক্রীদার শোধ হইয়াছে স্বীকার করিলেই যোত ক্রোক হইতে মুক্ত হইবার কথা।
- ১৮৮। নীলাম নিবারণার্থ আদালতে টাকা দেওয়া গেলে, তাহা কোন স্থলে উক্ত যোতের বন্ধকী স্বন হইবার কথা।
- ১৮৯। অধস্তন এজা আদালতে টাকা দিলে তাহা খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।
- ১৯০। নীলামে ডিক্রীদারের ডাকিতে পারিবার ও ডিক্রীদত খাতকের না পারিবার কথা।
- ১৯১। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আওলের ১১৩ ও ১২৬ ধারার কায্য না হইবার কথা।
- ১৯২। দায় সত্যিকারী কোন নিদর্শনপত্র রেজি-
স্ট্রী করিবার কথা।
- ১৯৩। ভূম্যধিকারীরকে দায়ের নোটিস দিবার কথা।

১৬শ অধ্যায়।

- ১৯৪। খাজনার নিমিত্ত সরাসরী নীলামের বিধি।
পতনী তালুক নীলামের কথা।
- ১৯৫। ভূস্বামীর সরাসরী নীলাম দ্বারা পতনীদারের স্বানে বাকী খাজনা আদায়ের কথা।
- ১৯৬। বৎসরের প্রারম্ভে নীলামের দরখাস্ত করিবার কথা।
- ১৯৭। নোটিস জারী করিবার কথা।
- ১৯৮। বৎসরের মাঝখানে নীলামের দরখাস্তের কথা।
- ১৯৯। তালুকদার জলব সম্বন্ধে আপত্তি করিলে কার্যপ্রণালীর কথা।
- ২০০। বাকীটাকা আদায় করা না গেলে তালুক নীলাম হইবার কথা।
- ২০১। নীলাম হইলে যে নিয়ম মানিতে হইবে তাহার কথা।
- ২০২। নীলামের কায্য যেরূপে চালাইতে হইবে, তাহার কথা।
- ২০৩। খরিদারের স্বত্বের কথা।
- ২০৪। খরিদারকে দখল দিবার কথা।
- ২০৫। নীলাম বন্ধ করিতে যে ব্যক্তির স্বার্থ থাকে সেই ব্যক্তির আশ্রয় করা টাকা আদায় পারিবার কথা।
- ২০৬। নীলাম অসিদ্ধ করিবার মোকদ্দমার কথা।
- ২০৭। নীলাম হওয়াতে যে ব্যক্তির স্বার্থ অসিদ্ধ হইতে পারে তাঁহার ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমার কথা।

ধার।

- ২০৮। নীলামের উৎপন্ন টাকা লইয়া যাচা করিতে হইবে তাহার কথা।
- ২০৯। রবিবার ও বৃন্দেব দিন নিষেক বিধানের কথা।
অন্যান্য তালুকনীলামের কথা।
- ২১০। অন্যান্য রেজিস্ট্রীকরা তালুক সম্বন্ধে এই অধ্যায় পরিবর্তিত হইয়া থাকিবার কথা।

১৭শ অধ্যায়।

- চুক্তি ও দেশাচার বিষয়ক বিধি।
- ২১১। চুক্তির বিকল্পে বিধান যে কলং হইবে তাহার কথা।
- ২১২। কায়েনী মকররী পাটের কথা।
- ২১৩। কৃষিকার্যোপযোগী করণের চুক্তির কথা।
- ২১৪। চা ও দেয়াডা জমীর কথা।
- ২১৫। উঠবন্দী ও হালহাসিনী প্রণালীর কথা।
- ২১৬। চাকরান তালুক সম্বন্ধে না থাকিবার কথা।
- ২১৭। বাস্তব ভূমির কথা।
- ২১৮। দেশাচার সংরক্ষণের কথা।

১৮শ অধ্যায়।

মিয়াদ বা ভামানি বিষয়ক বিধি।

- ২১৯। ৪ তফসীলমত মোকদ্দমা, আপীল এবং প্রার্থনা বা দরখাস্তের মিয়াদের কথা।
- ২২০। তারতবর্ষীয় মিয়াদ বিষয়ক আইনের কিয়-
দংশ এই মোকদ্দমা প্রভৃতিতে না থাকিবার কথা।

১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

- দণ্ডের কথা।
- ২২১। কললে বে-আইনীমতে হস্তক্ষেপ করিলে দণ্ডের কথা।
- ভূম্যধিকারীদের কক্ষাবক ও প্রতিনিধিদের কথা।
- ২২২। ভূম্যধিকারীর কক্ষাবক দ্বারা কায্য করিবার কথা।
- ২২৩। এজমালী ভূম্যধিকারীদের একত্রে বা সাধারণ কক্ষাবকের দ্বারা কায্য করিবার কথা।
বাকী কক্ষাবকদের ক্ষমতার কথা।
- ২২৪। কক্ষাবকদের কায্যপ্রণালী ও ক্ষমতা সম্বন্ধীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।
বিধির কথা।
- ২২৫। বিধি প্রণয়ন, প্রকাশ ও দৃঢ় করিবার কার্যপ্র-
ণালীর কথা।
- ২২৬। যে জিলায় কিয়ৎ কালীন বন্দোবস্ত থাকে তাৎক্ষণিক
বিধানের কথা।
- ২২৭। যে জিলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় তাই সেই
জিলায় যে ভূমি ভোগ হয় তাৎক্ষণিক না
থাকিবার কথা।
- ২২৮। রাষ্ট্রের নৃতন বন্দোবস্ত হইলে খাজানা
পরিবর্তন করিতে পারিবার কথা।
যাকর প্রভৃতি স্বত্বের কথা।
- ২২৯। যাকর ও বাকর প্রভৃতি স্বত্বের কথা।
বিশেষ আইন সংশ্লিষ্টের কথা।
- ২৩০। বিশেষ আইন সংরক্ষণের কথা।

তফসীল।

প্রথম।—যে আইন রাহ হইল।

দ্বিতীয়।—১৮১৯ সালের ৮ আইনের হেতুবাদ
হইতে উদ্ধৃত।

তৃতীয়।—কলং ও হিসাবের পাঠ।

চতুর্থ।—মিয়াদ।

বঙ্গদেশের জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক কএকটি আইন সংশোধন ও সংগৃহ করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

বঙ্গদেশের জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক কএকটি আইন সংশোধন ও সংগৃহ করা বিহিত; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।—

১ম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

১ ধারা। (১) এই আইন “বঙ্গদেশের প্রজাসংক্রান্ত বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইন” নামে খ্যাত হইতে পারিবে।
(২) স্থানীয় গবর্নমেন্টে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জিহুত গবর্নর জেনরল সাহেবের অমুমতি গ্রহণপূর্বক স্থানীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এতদ্ব্যতীত যে তারিখ নিরূপণ করেন, সেই তারিখ অবধি এই আইন প্রবল হইবে। অতঃপর সেই তারিখ এই আইন প্রচলিত হইবার সময় বলিয়া খ্যাত হইবে।

(৩) কলিকাতা নগর ও উড়িষ্যা খণ্ড ছাড়া এবং স্থানীয় ব্যাপ্তি। তৎসীল লেখা প্রদেশ বিষয়ক ১৮৭৪ সালের আইনের প্রথম তৎসীলের তৃতীয় খণ্ডের নির্দিষ্ট তৎসীলে লেখা প্রদেশ ছাড়া বঙ্গদেশের জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীনে যৎকালে যে যে দেশ থাকে, সেই সেই দেশে এই আইন আপন বলে বর্ত্তিবে; এবং স্থানীয় গবর্নমেন্টে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জিহুত গবর্নর জেনরল সাহেবের অমুমতি গ্রহণপূর্বক স্থানীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আইনের সমুদয় বা কোন অংশ উড়িষ্যা খণ্ডে বর্ত্তাইতে পারিবেন।

২ ধারা। (১) যে যে দেশে এই আইন আপন বলে বর্ত্তিবে, সেই সেই দেশে রহিত হইবার কথা। ইহার প্রথম তৎসীলের নির্দিষ্ট আইনগুলি রহিত হইল।

(২) যৎকালে এই আইন উড়িষ্যা খণ্ডে বর্ত্তান হইবে, তৎকালে এই সকল আইনের মধ্যে যে যে আইন উক্ত খণ্ডে প্রবল থাকে, অথবা এই আইনের কিয়দংশ তাঁহা বর্ত্তান গেলে, তৎকালে যে যে আইন এই অংশের রহিত অঙ্গভূত হয়, সেগুলি উক্ত খণ্ডে রহিত হইবে।

(৩) এই আইন দ্বারা যে কোন আইন রহিত বা খারজ কোন আইনে বা মৌলিক এই আইনের উল্লেখ থাকিলে উহা এই আইনের বা তারিখক এই আইনে, অংশবিশেষের উল্লেখ ভািন করিয়া অর্থ করিতে হইবে।

(৪) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে কোন স্বত্ব, অধিকার, বিষয় বা বস্তু প্রবল বা বিদ্যমান না থাকে, এই আইন দ্বারা কোন আইন রহিত হইল বলিয়া, সেই স্বত্ব অতীত পুনর্জীবিত হইবে না।

৩ ধারা। বিষয় বিশেষমান অর্থকরণের কথা। বা পূর্ণাপর কথায় ভাবান্তর বোধ না হইলে এই আইনে,

(১) প্রচলিত আইনক্রমে কোন জিলার কালেক্টর মাংশুভাগী ভূমির ও লাখেরাজ ভূমির যে যে সাধারণ রেজিস্টার প্রস্তুত করিয়া রাখেন, সেটই রেজিস্টারের কোন রেজিস্টারে একই দফার মধ্যে যে ভূমি লেখা যায়, “বহাল” শব্দে সেই ভূমি বুঝাইবে।

কিন্তু ভূমি রেজিস্টারী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনের ৩ ধারার (২) প্রকরণের (গ) দফামতে কোন তালুক রেজিস্টারী করা গেলে, তাহা এই লক্ষণের বর্ণনায় মতাল বলিয়া গণ্য হইবে না।

(২) “ভূম্যধী বা জমিদার” শব্দে কোন মহালের মালিকস্বরূপ এক বা বহু ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(৩) যে কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির অধীনে ভূমি ভোগ করে ও তাহার নিকট ঐ ভূমির নিমিত্ত খাজানা দিতে দায়ী কিম্বা বিশেষ চুক্তি না থাকিলে দায় থাকিত, “প্রজা” শব্দে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(৪) যে এক বা বহু ব্যক্তির আধারিত অধীনে কোন প্রজা ভূমি ভোগ করেন, “ভূম্যধিকারী” শব্দে সেই এক বা বহু ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(৫) প্রজা যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার ব্যবহার বা দখল নিমিত্ত আপন ভূম্যধিকারীকে মুদ্রা বা শস্য যোগে প্রজার বাহ্যিকিছু দিতে বা অর্পণ করিতে হয়, “খাজানা” শব্দে তাহা বুঝাইবে।

(৬) খাজানা সম্বন্ধে “দেওয়া” “দিতে” ও “দেওন” ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইলে, “অর্পণ করা,” “অর্পণ করিতে,” ও “অর্পণ করণ” ইত্যাদি বুঝাইবে।

(৭) এক পাটাক্রমে বা এক প্রস্থানিয়মের অধীনে কোন ভূম্যধিকারীর কোন প্রজা যে বা যেহ ভূমিখণ্ড ভোগ করেন, “ঘোত” শব্দে তাহা বুঝাইবে।

(৮) “কৃষি বৎসর” বলিতে যেখানে বাঙ্গালা সম চালিত আছে, সেখানে বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয়, সেই বৎসর বুঝাইবে; যেখানে ফগলী বা আশ্বিনী মন চলিত আছে, সেখানে আশ্বিন মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসর বুঝাইবে; এবং যেখানে কৃষিযায়ী অন্য কোন মন চালিত থাকে, সেখান সেই মন বুঝাইবে।

(৯) ১৭৯৩ সালে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যায় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত” বলিতে তাহা বুঝাইবে।

(১০) “হস্তান্তর” শব্দে ইচ্ছাপূর্বক কিম্বা ডিক্রী-জারীক্রমে বিক্রয় ও বন্ধক ও দানও বুঝাইবে।

(১১) “উত্তরাধিকার” শব্দে অকৃতচরণাজ ও চরণক্রায়ী অর্থাৎ উইল দ্বারা ও উল্লম্ব উত্তর প্রকার উত্তরাধিকারই বুঝাইবে।

(১২) কোন ব্যক্তি অন্য কার নাম লিখিতে না পারিতে চেষ্টা করিলে, “স্বাক্ষরিত” শব্দে “চেরা” মতী করা” বুঝা য়ে। এই শব্দ পূর্ণোক্ত ব্যক্তির নামের “মোহরাঙ্কিত” ও বুঝাইবে।

(১৩) “নির্দিষ্ট” শব্দে রাজনীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া স্থানীয় গবর্নমেন্টে নির্দিষ্ট বুঝাইবে।

(১৪) “কালেক্টর” শব্দে কোন জিলার কালেক্টর সাহেব কিম্বা এত আইনমত কালেক্টরের ক্ষমতায়ুগারে কার্য করিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্নমেন্টের নিযুক্ত অন্য কোন কার্যকারক বুঝাইবে।

(১১) এই আইনের কোন বিধান “রাজস্ব কর্মচারী” শব্দ থাকিলে, স্থানীয় নবর্ণ মতে উক্ত বিধানমত রাজস্ব কর্মচারীর সম্বন্ধে প্রযোজ্য করিবার নিমিত্ত যে কর্মচারীকে নিযুক্ত করন উক্ত শব্দে সেই কর্মচারী বুঝাইবে।

(১২) “পত্তনী ভালুক” শব্দে এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের বর্ণিত প্রকারের ভালুক বুঝায়, এবং সেই তফসীলের উল্লিখিত দলপত্তনী ও অন্যান্য তফসীল ভালুকও তদন্ত্যত।

২য় অধ্যায়।

প্রজাদের প্রৌ বিধক বিধি।

প্রজাদের প্রৌ বিধ- ৪ ধারা। এই আইনের
মুক কথা। কার্যপক্ষে নিম্নলিখিত কএক

প্রৌর প্রজা থাকিবে, যথা,—

(১) ভালুকদার, পেটাও ভালুকদারেরা ইহার অন্তর্গত;

(২) রায়ত; এবং

(৩) কোফ রায়ত, অর্থাৎ, যে প্রজারা সাক্ষ্য বা পরাম্পরা সম্বন্ধে রায়ত অধীনে জমি ভোগ করে;

আর নিম্নলিখিত কএক প্রৌর রায়ত, যথা,—

(ক) যে রায়তেরা অবধাতি হারে জমি ভোগ করে,—যাহারা অবধাতিত খাজনার কথা অবধাতিত খাজনার হারে জমি ভোগ করে, এই কথার তাৎপরিগকে বুঝাইবে;

(খ) দখলীস্বত্বশিষ্ট রায়ত, অর্থাৎ, যে রায়তদের ভোগকৃত ভূমিতে দখলীস্বত্ব আছে; এবং

(গ) দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত, অর্থাৎ, যে রায়তদের প্রকৃপ দখলী স্বত্ব নাই।

৫ ধারা। (১) যে ব্যক্তি খাজনা আদায় করিবার স্বত্ব জুযামির স্থানে বা অন্য ভালুকদার ও রায়ত কোন ভালুকদারের স্থানে শব্দের অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াছেন, “ভালুকদার” বলিতে মুখ্যতঃ সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে; এবং

যাহারা প্রকৃপ স্বত্ব পাঠিয়াছেন, তাহাদের স্বার্থগত উত্তরাধিকারীদেরকে ও যাহারা ৩৭ ধারামতে ভালুকদার বলিয়া গণ্য হইবেন সেই ব্যক্তিদিগকেও বুঝাইবে।

(২) যে ব্যক্তি আপনি, বা আপনার পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গদ্বারা, বা বেতনভোগী চাকরদ্বারা কিম্বা অন্যান্যদের সাহায্যে জমির চাষ করিবার নিমিত্ত জমি গ্রহণ করিয়াছেন, “রায়ত” শব্দে মুখ্যতঃ সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে; এবং যে ব্যক্তির প্রকৃপ জমি গ্রহণ করেন তাঁহাদের স্বার্থগত উত্তরাধিকারীদেরকে ও ৩৭ ধারার নিয়মাবলীতে এই শব্দে বাচ্য হইবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি কোন ভূস্বামীর বা ভালুকদারের অব্যবহিত অধীনস্থ জমি ভোগ না করিলে, তাহাদের রায়ত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

(৪) কোন প্রজা ভালুকদার কি রায়ত, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, আগাম ও নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে,

(ক) দেশজারের প্রতি;

(খ) যে রায়তের, আপাদের যোতের অধিকার অধিক কোম্পানি বিলি করে, তাহাদের সম্বন্ধীয় ৩৭ ধারার বিধানের প্রতি; এবং

(গ) প্রথম প্রাপ্তির সময়ে প্রজাস্বত্বের তাৎপরিগ প্রতি, অর্থাৎ, এই স্বত্ব খাজনা আদায় করিবার বা জমি চাষ করিবার স্বত্ব ছিল, ইহার প্রতি।

(৫) কোন যোতের পরিমাণ কতিমত ১০০ বিঘার অধিক হইলে, এবং উহার সমস্ত বা নিম্নতম পেটাও দিলি করা গেলে, যাহা নিপত্ত দর্শন না যায়, তাহা প্রজা ভালুকদার বলিয়া অনুমান হইবে।

৩য় অধ্যায়।

ভালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।

খাজনা রহিত কথা।

৬ ধারা। (১) চিরস্থায়ী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়সীমা যে ভালুক ভোগ করিয়া আসিতেছে, কোন অন্তিমতার ভাষায় খাজনা রহিত হইতে পারে তাহার খাজনা রহিত করা যাইতে পারিবে না, অর্থাৎ,

(ক) যে ভূস্বামিকারীর অধীনে এই ভালুক ভোগ করা যায়, তিনি নেশাচারক্রমে স্থিতি যে যে নিয়মের অধীনে এই ভালুক ভোগ কর তদনুসারে, তাহার খাজনা রহিত করিতে সক্ষম, অথবা

(খ) এই ভালুকদার আপনার খাজনা কমাইয়া লইয়া দাবীকৃত বাকী খাজনা দিতে দায়ী হইয়াছেন, এবং জমি হইতে এই খাজনা তোলা যাইতে পারে।

(২) শিকস্তি হওয়ার কিস্তি রায়তীয় কাগজের নিমিত্ত বা কোম্পানিদের নিমিত্ত জমি গ্রহণ বিষয়ক যে আইন যৎকালে বলবৎ থাকে, সেই আইনের বিধানমতে জমি গৃহীত হওয়ার কিস্তি ভালুকদারের খাজনা কমাইয়া দেওয়া গেলে, এই কমান এই ধারার মধ্যস্থতায়ী কমান বলিয়া গণ্য হইবে না।

৭ ধারা। (১) যে স্থলে কোন ভালুকদারের খাজনা রহিত করা যাইতে পারে, সেই স্থলে উত্তর পক্ষের সীমার কথা।

মধ্যে কোন চুক্তি থাকিলে তাহা মানিয়া এই খাজনা নিকট তফসীল ভালুক বাহার ভোগ করেন, তাহারা দেশজারসম্মত যে হারে খাজনা দেন সেই হার পর্যন্ত রহিত করা যাইতে পারিবে।

(২) যেখানে তফসীল দেশজারসম্মত হার নাই, সেই স্থলে উক্তরূপ চুক্তি মানিয়া আদায় যাহা উপযুক্ত ও লাভ্য জ্ঞান করেন, সেই সীমা পর্যন্ত খাজনা রহিত করা যাইতে পারিবে।

(৩) যখন উপযুক্ত ও লাভ্য হয়, ইহা নিবন্ধ করিবার সময়ে আদায় ভালুকদারের যেট ১৩ খাজনা পাওনা হয়, তাহা হইতে খাজনা আদায় করিবার খরচ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে তাহার শতকরা দশ ভাগের কম লভ্য দিবে না, এবং নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে,—

(ক) যে অবস্থায় ভালুকদার স্থিতি হয়, যথা, ভালুকদার অধর্গত জমি স্থিতি তাহার অধিকাংশ ভালুকদারের কিস্তি ভদীয় স্বার্থগত পুষ্টি ধারীদের দ্বারা বা খরচে প্রথম চাষ করা হইয়াছিল কি না;

(খ) ভালুকদার বা তদীয় স্বার্থগত পুষ্টিধারীরা কোনরূপ উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন কি না;

(গ) আদায় করিবার খরচ ও সুকি।

(৪) উক্ত তালুকদার আপন তালুকের অন্তর্গত ভূমির কোন অংশ আপন মতল করিলে, অথবা ঐ ভূমির কোন অংশ খাজানামুক্ত করিয়া বা উপকারার্থ সামান্য খাজানার দিলে, ঐ অংশের নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা হিসাব করিয়া পূর্বোক্ত মোট খাজানার মধ্যে ধরিতে হইবে।

৮ ধারা। যে স্থলে কোন তালুকদারের খাজানা

বর্দ্ধিত খাজানা সাবক
খাজানার বিত্তের
অধিক না হইবার কথা।

রুদ্ধ করা যাইতে পারে, সেই
স্থলেপূর্ব ধারামতে যে বর্দ্ধিত
খাজানা ধার্য করা যায়, তাহা
পূর্বদেয় খাজানার বিত্তের

অধিক হইবে না।

৯ ধারা। আদালত যদি বিবেচনা করেন যে একবারে

খাজানা ক্রমশঃ রুদ্ধ
করিবার আজ্ঞা করিতে
পারিবার কথা।

খাজানা রুদ্ধ করিলে কষ্ট হইবে,
তবে আজ্ঞা করিতে পারিবেন,
যে, খাজানা রুদ্ধ ক্রমে কর্তব্য
যাইবে, অর্থাৎ যাবৎ খাজানা

রুদ্ধির উর্দ্ধ সীমায় উপস্থিত হওয়ার না যায়, পাঁচ বৎসরের
অনধিক কএক বৎসর ব্যাপিয়া ক্রমে বৎসর
বৎসর খাজানা রুদ্ধ হইবে।

১০ ধারা। কোন তালুকদারের খাজানা আদালত

খাজানা একবার বর্দ্ধিত
হইলে দশ বৎসর পরি-
বর্ত্তিত হইতে না পারি-
বার কথা।

ধারা কিম্বা চুক্তিক্রমে রুদ্ধ
করা গেলে, যে তারিখে রুদ্ধ
করা যায়, আদালত সেই তারি-
খের পর দশ বৎসর মধ্যে ঐ
খাজানার রুদ্ধ করিবেন না।

তালুকের অন্যান্য অনুবন্ধের কথা।

১১ ধারা। এডোকার চিরস্থায়ী তালুক, রেজিষ্টারী

চিরস্থায়ী তালুকের
প্রাপ্ত ও উত্তরাধি-
কারিদিগের কথা।

করণ সম্বন্ধে এই আইনের বিধা-
নের নিয়মাবলী, অন্য স্থাবর
সম্পত্তি যে প্রকারে ও যে
পরিমাণে হস্তান্তর করা ও

উইল করা যাইতে পারে, সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে
হস্তান্তর করা ও উইল করা যাইতে পারিবে।

১২ ধারা। কোন চিরস্থায়ী তালুকদার ও তদীয়

চিরস্থায়ী তালুকদা-
রকে উচ্ছেদ করিতে না
পারিবার কথা।

ভূমিধিকারী এই উত্তরের মধ্যে
যে চুক্তি থাকে তাহার
শর্তক্রমে এই আইনের বিধান
সমত যে নিয়ম ভঙ্গ করিলে

উক্ত তালুকদারকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, তিনি
সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন, এইরূপ হেতু বিনা উক্ত
তালুকদারকে তদীয় ভূমিধিকারী উচ্ছেদ করিবেন না।

পতনী তালুকের কথা।

১৩ ধারা। পতনী তালুকদার এই আইনের বিধান

পতনীদানের পোটঃ
বিল করিবার সময়
কথা।

মানিয়া আপনার তালুকের বা
তাহার কোন অংশের অন্তর্গত
ভূমির বিল করিতে পারিবেন।

১৪ ধারা। (১) ইচ্ছাপূর্বক কিম্বা ডিক্রী জারীক্রমে

পতনী তালুকের ভূমি-
ধিকারি হস্তান্তরক্রমে
এইভাবে স্থানে জামিন
চাহিবার ক্ষমতার কথা।

নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইন-
মত সরাসরী নীলাম দ্বারা
পতনী তালুক হস্তান্তরিত
হইলে, ভূমিধিকারী খাজানা
দেবার ও তালুকের অন্যান্য

বিষয় পালন করিবার সম্বন্ধে উক্ত তালুকের অধিক বৎসর

সরের খাজানা পরিমিত মাত্রার জামিন হস্তান্তরক্রমে
এইভাবে নিকট চাহিতে পারিবেন।

(২) ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা সরাসরী
নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে, যদি ভূমিধিকারী এই ধারা-
মতে ক্রেতার স্থানে জামিন চাহেন, এবং চাহিবার
তারিখ অবধি এক মাস মধ্যে ঐ জামিন না দেওয়া হয়,
তবে যত দিন জামিন দেওয়া না হয়, তত দিন ভূমিধি-
কারী হস্তান্তরক্রমে এইভাবে বাদ রাখিয়া উক্ত তালুক
ক্রোক করিয়া মতল করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারামত ক্রোক থাকিবার কালে ভূমিধি-
কারী পেটো তালুকদার কিম্বা বাসভদের স্থানে খাজানা
আদায় করিতে পারিবেন, এবং তাহা হইতে ক্রোক
করিবার খরচ, আদায়ের খরচ, ও আপনার পাওনা
খাজানা কাটিয়া লইয়া অবশিষ্ট টাকা ক্রেতার পক্ষে
ন্যায্য স্বরূপ রাখিবেন।

(৪) এরূপে যে খাজানা আদায় হয়, তাহাতে
ক্রোকের খরচ, আদায়ের খরচ এবং ভূমিধিকারির
প্রাপ্য খাজানা দিতে না কুলাইলে, যত টাকা কুলায়
ততদ্বারা ক্রেতা দায়ী থাকিবেন, এবং ভূমিধিকারী তাহা
আদায় করিবার নিমিত্ত তাহার বিকল্পে কার্যাব্যুষ্ঠান
করিতে পারিবেন।

(৫) এই ধারামতে কোন হস্তান্তরক্রমে এইভাবে যে
জামিন দিবার প্রস্তাব করেন ভূমিধিকারী তাহা অগ্রাহ্য
করিলে, হস্তান্তরক্রমে গৃহীত অগ্রাহ্য করিবার তারিখ
অবধি তিন মাসের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে উক্ত
জামিন গ্রহণার্থ ভূমিধিকারির প্রতি আদেশশূন্যক আজ্ঞা
পাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন এবং আদালত
এত বিত জামিন উপযুক্ত বলিয়া বুঝিলে এরূপ আজ্ঞা
করিতে পারিবেন, কিম্বা তাহা না বুঝিলে প্রার্থনা
অগ্রাহ্য করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারামত কোন আজ্ঞার উপর আপীল
চলিবে না।

রেজিষ্টারী করিবার কথা।

১৫ ধারা। (১) ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম দ্বারা

ইচ্ছাপূর্বক হস্তান্তর
বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টারী
করিতে হইবার কথা।

কিম্বা এই আইনমত সরাসরী

নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হয়

কোন চিরস্থায়ী তালুকের হস্তা-

স্তর বা উক্ত তালুকের উত্তরা-

ধিকার ঘটিলে, হস্তান্তরক্রমে ও হস্তান্তরক্রমে এইভাবে
কএক কিম্বা স্থলবিলে যে উত্তরাধিকারী ব্যক্তি ভূমিধি-
কারীর নিকটে যদি প্রার্থনা করেন, এবং প্রার্থক পক্ষা-
নির্দিষ্ট ফী দেন, তবে ভূমিধিকারী পতনী তালুক
হইলে পূর্ব ধারার বিধান মানিয়া উক্ত হস্তান্তর বা
উত্তরাধিকার রেজিষ্টারী করিবেন।

কিন্তু কোন তালুকের খাজানা বাকী থাকিলে,
ভূমিধিকারী যদি উচিত বোধ করেন, তবে তাহার
হস্তান্তর রেজিষ্টারী করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন।

(২) এই ধারামত প্রার্থনাপত্র যে কী দিতে হইবে
তাহা নিম্নলিখিতরূপ হইবে, যথা,—

(ক) উক্ত তালুক সম্বন্ধে খাজানা দিতে হইলে,
উক্ত তালুকের বার্ষিক খাজানার উপর শতকরা দুই
টাকা ফী দিতে হইবে। কিন্তু এরূপ কোন কী এক,
টাকার কম কিম্বা এক শত টাকার অধিক হইবে না।

(খ) উক্ত তালুক সম্বন্ধে খাজানা দিতে না হইলে
দুই টাকা ফী দিতে হইবে।

(৩) এই ধারাদ্বারা যে প্রার্থনা করা যায়, সুমার্গ-
কাণ্ডী তদনুসারে কার্য্য করিতে অসম্মত হইলে, তাঁহার
অসম্মতির কারণের বর্ণনাপত্র লিখিয়া প্রার্থককে দিবেল ;
এবং তিনি তাহা না করিলে, দণ্ডস্বরূপ এক শত টাকার
অনধিক বহু টাকা আদালত উচিত বোধ করেন, তত
টাকা তাঁহার স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত প্রার্থক
মোকদ্দম উপস্থিত করিতে পারিবেন।

১৬ ধারা। (১) কোন চিরস্থায়ী তালুক উহার নিজ

বাংলাভার ডিক্রী হাড়।
অন্য ডিক্রীকরীকমে
নীলাম হাঙ্গ হস্তান্তর
হইলে রেজিষ্টারী করিবার
কথা।

এই আদেশ করিতে পারিবেন যে, তিনি পূর্ব ধারার
নির্দিষ্ট রেজিস্ট্রারী করণের কী এবং চুম্বিকারীর উপর
নোটারের নোটিস জারী করণার্থ ২২ ধারামত বিধিক্রমে
কাজ যে কী নির্দিষ্ট হয় তাহা আদালতে দাখিল করেন।

(২) নীলার দড় করা গেলে, আমানত অবিলম্বে নীলারের নোটস ডুমখিকারীর উপর আদায় করাইবেন।

নোটিশে তাঁহার প্রতি উক্ত মীলম রেজিষ্টারী করিবার আদেশ থাকিবে ও তাঁহাকে জানান হইবে যে রেজিষ্টারী করণের কী পাওমা গিন্না হইবে, এবং রেজিষ্টারী করা হইলে চাহিদামাত্র তাঁহাকে দেওয়া হইবে; এবং উপযুক্ত কারণ না থাকিলে ভূমাধিকারী অবিলম্বে উক্ত আদেশাভুসারে কার্য করিবেন।

১৭ ধারা। কোন চিরস্থারী তালুক উহার নিজ বাকী

খালানার ডিকী জারী-
কমেনালার দ্বারা কিয়
সরাসরী নীলাম দ্বারা
হস্তান্তর হইলে গেলিষ্টর
কমিটির কথা।

আবেদন করা না গেলেও, ও কোন কী দেওয়া না গেলেও
উক্ত হস্তান্তর প্রকৃষ্টরূপে করিলেন।

१८ धारा। (१) बाकी धानानां डिजी नारीकरः

বে'জেরী না করিবার
 কলের কথা ।

লীলাম হারা কিম্বা এই আইন
 মত সরা'স'হী মীলাম হার

স্বামী তানুকেই হস্তান্তর ঘটিলে, বাবৎ এই অধ্যায়মতে
হস্তান্তর রেজিস্ট্রী করা না যায়, তাবৎ চূড়ান্তকার
হস্তান্তরকর্তাকে ও হস্তান্তরকালে প্রীতিকে হস্তান্ত
কর্তার পর যে আত্মা বাকী পড়ে, উক্তব্য একত্র
অন্তত্ব দায়ী করিতে পারিবেন।

(২) যাবৎ হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার এই অধার
মতে রেজিষ্টারী করা না হয়, কিম্বা ২২ ধারামত বিধি
আদেশমতে জুনাধিকারীর উপর তাহার নোটিস জারী
করা না হয়, তাবৎ যে ব্যক্তি হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার
ক্রমে কোন চিরস্থায়ী তালুকের স্বত্ববান হন, তিনি
তালুকনামস্বরূপ তাঁহার যে খাজানা পাওনা হয়, যেক
দমা, ক্রোক বা অন্য কার্য্যাহুতান দ্বারা সেই খাজানা
আদায় করিতে পারিবেন না।

১৯ খারাপ। (১) পূর্বে কএক খান্নানতে জুম্মাখিকারী

কুম্ভাধিকারীকে রেজি-
 ষ্ট্রী করিতে বাধা করি-
 বার নিষিদ্ধ আদানপড়ে
 প্রাৰ্থনা করিবার কথা।

করিলে, হস্তান্তরকর্তা বা হস্ত-
স্বত্বক্ৰমে গ্রহীতা কিম্বা হ্রদ বিপণ্যে উত্তরাধিকারী ব্যক্তি
দেওয়ানী আদালতের নিকট বলপূৰ্ণক রেজিষ্টারী
করাইবার আওতাধীন করিতে পারিবেন।

(২) ভাল হইলে আদালত ভূমিাধিকারীকে এবং
হস্তান্তরের এক পক্ষ প্রার্থনা করিলে হস্তান্তরের অন্য
বা অন্যান্য পক্ষকেও নোটিস দিতে পারিবে। এই
নোটিসে তাঁহার বা তাঁহাদের প্রতি এই আদেশ থাকিবে
যে, উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার কেন রেজিস্ট্রী
করা যাইবে না, নোটিসের নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে
তাঁহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্বোক্তরণ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত ভূমিাধিকারীর প্রতি উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্ট্রী করিবার আদেশসহক আত্মা করিতে পারিবে, এবং ঐরূপ আত্মা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্ট্রী করিবার দায় ফল হইবে।

(৪) পূর্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে
আদালত কোন আত্ম করিতে অস্বীকার করিতে, কিং
বোদ্ধার অবস্থা বিবেচনার ধরুপ আত্ম উচিত
বোধ করেন সেইরূপ আত্ম করিতে পারিবেন।

২০ ধারা। (১) ডিক্লারেশনক্রমে মীলাম দান

রেজিষ্টারী করিতে বাধা
করণার্থ কুম্ভাধিকারীর
পার্শ্বনার কথা ।

রেজিষ্টারী হইবার যোগ্য এক
হস্তান্তর কিম্বা উত্তরাধিকার বটিলে, তাহা বটিব্যবসায় পর
৩২ মাসের মধ্যে যদি রেজিষ্টারী করিবার আর্থনা ন
করা যায়, তবে ভূমাধিকারী হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার
রেজিষ্টারী করিবার আজ্ঞা হইবার নিষিদ্ধ ও হস্তান্তরে
পক্ষদ্বিগকে কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে
১৫ খারার নিষিদ্ধ কী দিতে বাধ্য করিবার নিষিদ্ধ
দেওয়ানী আদালতে আর্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে সেই আদালত উক্ত হস্তান্তরের পক্ষদ্বিগকে কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে নোটিস দিয়া এই আদেশ করিতে পারিবেন, যে কোন প্রজিক্টেরী করা হইবে না ও তাঁহারা বা তিনি কদমিবেন না নোটিসের নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে ইহা কারণ দর্শান।

(৩) পুঙ্খানুপুঙ্খ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে আদালত আজ্ঞা করিয়া হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার ক্ষমতা ভূখ্যাদিকারীকে দিতে এবং হস্তান্তর ক্রমে এইরূপ কিছা হুল বিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তি প্রতি উক্ত কী দিবার আদেশন করিতে পারিবেন।
এরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার দায়র বল হইবে, এবং এরূপে যে আজ্ঞা করা যায়, তাতে কী আদায় করিবার আদেশন যত দূর থাকে, তত দূর তাহা মোকদ্দমার ডিক্রীর তুল বলবৎ হইবে।

(২) পূর্বোক্তরূপে উপযুক্ত কারণ দেখান মেনে, আদালত কোম অজ্ঞা করিতে অস্বীকার করিবে, কিম্বা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনার মেরুণ আশ্রয় উচিত বোধ করিলে সেইরূপে আশ্রয় করিতে পারিবে।

২১ যাত্রা। পূর্বক এক যাত্রা-তে কোন ভাস্করের হস্ত-
স্তর বা উৎসাহিকার রেখিতরী
করা গেলে, যে ব্যক্তির এটি
বা যাত্রার দ্বারা উক্ত ভাস্কর বা
ভাস্কর কোন ক্রমে হস্তান্তর
করা যায়, তিনি কিম্বা স্থল বিশেষে উক্ত ভাস্করের
উৎসাহিকারী এতোক ব্যক্তি রেখিতরী বহীতে উক্ত
ভাস্কর সংক্রান্ত যে কথা লেখা থাকে, তাঁহার সত্ত্বাংশ
মকল সময়ে ২ টাকা, ভূমাসিকারীর স্থানে যথার্থ মকল
বলিয়া ভূমাসিকারীর আকাংক্ষিত ভাণ্ডার মকল পাঠিতে
পারিবেন; কিন্তু সময়ে-এতদপথে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এত
আকার অস্থান বা এক টাকার অনধিক যে কী দাবী
করেন, এক্ষণ এতোক খণ্ড মকলের জন্য তিনি ভূমাসি-
কারীকে সেই কী দিবেন।

২২ শাখা। (১) পূর্বে কএক খারামতে যে সকল
রেজিষ্টারী বহী রাখিতে হইবে,
অঙ্গারী গবর্ণমেন্ট রাজকীয়
গেজেটে প্রকাশিত ও এই আইন-
সম্মত বিধিক্রমে সময়েই সেই
সকল রেজিষ্টারী বহীর পাঠ নিদেয় করিতে পারিবেন,
এবং সাধারণতঃ রেজিষ্টারী করিবার অধিক্ত যে কাগ-
জখালী অবলম্বিত হইবে তাহা নিয়মণ করিতে
পারিবেন।

(২) (১) প্রকরণদ্বয় কোন বিধি প্রণয়ন কালে স্থানীয় গণপন্থিত এই বিধান করিতে পারিবে, যে উক্ত বিধি গৃহণ হইলে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

●३० अथारि ।

অবধারিত হারে যে রাবতেরা ছুঁম জোন
করে তাহাদের সমস্তের নিধি ।

২৪ ধারা। অবধারিত খাজানার বা অবধারিত
খাজানার ক্ষেত্রে যে রায়ত কৃষি
অবধারিত ক্ষেত্রে ভূমি
ভোগ করিবার ক্ষমতা
করা।
(ক) কোন ভাষাভাষার
যেও নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রণ
খাজিতে হয়, তাহার ও আশ্রিত ও আশ্রিত
উন্নয়নকারী লক্ষ্যে সেই বিধানের নিয়ন্ত্রণ
কইবে, এবং

(খ) তাইবা সচিব তদীয় কৃষাধিকারীর যে চুক্তি স্বাক্ষর করে, সেই চুক্তির শর্তক্রমে এই আইনমঞ্জরীতে যে নিয়ম উল্লিখিত করিয়া তাহাকে উল্লেখ করা গাইতে পারে, সে সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে, এইরূপে তদীয় অনা-
কারণে তদীয় কৃষাধিকারী তাহাকে উল্লেখ করি-
বল না।

৫ম অধ্যায় ।

দখলী-বুজবিলিষ্টে ব্রাহ্মণের সম্বন্ধীয় বিধি ।
সাদা ৩৭ ।

২৪ পাতা। এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের
বর্তমান মধ্যাহ্ন অধিবেশিত পূর্বে আইনটি
চলিত থাকিবার কথা। কিম্বা দেশব্যপ্তর
প্রকারে যেরূপে কোন ভূমিতে
রায়ের মধ্যাহ্ন থাকে, এই আইন প্রচলিত হইলে
সেই রায়ের উক্ত ভূমিতে মধ্যাহ্ন থাকিবে।

২৬ খারী। (১) কোন গ্রামের বা মহালের
বাগেন্দা রায়ত উক্ত গ্রামে বা
মহালে রায়তস্বরূপ যে সকল
ভূমি ভোগ করে, সেই সকল
ভূমিতে সে মখলী'রই শ্রান্ত
হইবে।

(২) কোম আমের বা মহালের কোম বা সেদ্ধা পাণ্ডা ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসের ২ তারিখ অবধি এই আইন প্রচলিত হইবার সময় পর্যন্ত উক্ত আমের বা মহালের অন্তর্গত কোম ভূমি রায়চরণ জংশন করিলে, তৎকাল যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলী স্বত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

২৯ ধারা। (১) এই আইন প্রচলিত হইবার ম-
বাসেনা। আরও শব্দের মের পূর্বে বা পরে যদি কোন
ব্যক্তি ক্রমাগত বাই বৎসর কাল
কোন প্রাণের বা মধ্যের
অন্তর্ভুক্ত জমী রাখত হইয়া থাকিতকেন বা প্রকারান্তরে
তোম করিয়া থাকে, তবে এই ব্যক্তি উক্ত কাল আতীত
হইলে পর এই আইন বা মধ্যের বাসেনা ক্রমাগত
হইরাছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) যদি এই আইনমত কোন কাৰ্য্যস্থিতিতে ইহা প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে, কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমি ভোগ করে, তবে যাবৎ নিপত্তি কথা প্রমাণ বা স্বীকার করা না হয়, তবে এই ধরার কাৰ্য্যপক্ষে ঐ ব্যক্তিও সে যে ভূম্যধিকারীর অধীনে ভূমি ভোগ করে সেই ভূম্যধিকারীর মধ্যে এই অন্তর্ভুক্ত হইবে যে, সে ঐ ভূমি বা উহার কোন অংশ রায়তস্বরূপ বার বৎসর কাল ভোগ করিয়াছে।

(৩) কোন ব্যক্তি যে বিশেষ ভূমি ভোগ করে, তাহা তির্যক সময়ে তির্যক হইলেও, এই ধারার কাব্যপক্ষে এই ব্যক্তি ক্রমাগত কোন গ্রামে বা মহালে ভূমি ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৪) কোন ব্যক্তি যে ব্যক্তির উত্তরাধিকারী সেও ব্যক্তি রায়চন্দ্ররূপে যে কর্মী ভোগ করিয়া থাকে, ঐখ্যমতে ব্যক্তি এই ধারার কার্যক্ষেত্রে সেই কর্মী রায়চন্দ্ররূপে ভোগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৭) কোন জনী দুষ্ট বা অনধিক অংশীদার দ্বারতঃ
যান্ত্ররূপে ভোগ করিলে, এই দ্বারাও কাৰ্য্যক্ষেত্রে
জনী গ্রহণ হইতোক অংশীদার দ্বারতঃরূপে ভোগ
করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৬) কোন ব্যক্তি কেবল গ্রানে বা মহালে বড়কাল
রায়তরূপে জমী ভোগ করে, ডড কাল ও তাহার পর
এক বৎসর উক্ত গ্রানের বা মহালের বাসেন্দা রাখত
ন কিবে।

শ্রী ৩ মহাপ্রভুর
অর্থকরনের কথা।

(খ) যে স্থলে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে বা পরে ১৮৭৩ সালের জুলাই মাসের প্রথম দিবসাবধি এক বা অধিক বাটগ্যারা চলিতে ছুই বা চলিত মঙ্গল সন্ধ্যার, সেট স্থলে প্রেরণ বাটগ্যারা না হইলে যে সকল যে মঙ্গলের অংশদ্বারা হাত, সেট মূল মঙ্গলের অন্তর্গত স্থান একই মঙ্গল দ্বারা গণ্য হইবে।

২৯ খণ্ড। (১) কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমি
ভোগ করিলে, তা ছাড়া
ভূস্বামী বা জালুকদারস্বরূপ
তাহার এতদমালী স্বার্থ আছে
দলিল প্রমাণ দ্বারা তাহার
উক্ত ভূমিতে মালিকানা হইতে তাহার দাবী হইবে না।

৩০ ধারা। ভূখণ্ডের নিজ ভূমি বিনামূল্যে
 বাসায় ভূমি মালিকের
 কথা।
 নিজ, মের বা কান্ড নামে
 যে ভূমি খাতি, ক এক মনের মিয়াদী পাট্টা কমে দিয়া
 মন বগন পাট্টা কমে সেই ভূমি ভোগ করা গেলে, এই
 অধায়ের কোন কথা কমে তাহাতে মখনী বড়
 জমিদার।

(ক) ঘাঘাডে জমি এজারদ্বলংকাও কাষোর

(খ) তিনি এত জাতিদের বিশালসংখ্যে সুখিত উৎসব
মাধন করিতে পারিবেন ।

(খ) (১) যাহাতে ভূমি প্রজাতি হ্রাস হইতে পারে
মূল্যবান হয় একটো তিনি ভূমি ব্যবহার করিয়াছেন,
১৫]

এই ক্ষেত্রে পরিণত এই আশ্রম অস্ত্রাধারে উদ্বেদ করি-
বার যে ডিক্রী হয়, সেটাই ডিক্রী করা না হইলে উক্ত
কৃষি ইত্যাদি তাঁহার কৃষাধিকারী তাঁহাকে উদ্বেদ
করিতে পারিবেক না।

(৮) এই আইনক্রমে ভূমালিকারির যে সকল স্বত্ব
রক্ষিত হইল, তাঁহা যানিয়া দখলীয়া ভূমিশিষ্টে রাখা হইলে
ভূমিগত স্বার্থ, অন্য ছাতির সম্পত্তি যে প্রকারে ও যে
পরিমাণে হস্তান্তর করা বা উইলক্রমে দান করা যাইতে
পারে, সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে হস্তান্তর করা ও
উইলক্রমে দান করা যাইতে পারিবে।

(জ) তাঁহার ভূমিগত স্বাধীনতাকে তিনি উল্লিখিত না করিয়া যদিলে অন্য কোন স্থানের সম্পত্তির ন্যায় তাঁহার উত্তরাধিকার বস্তুকে; কিন্তু তিনি যে দায়িত্ব বাবদ্যের লইয়া সেই বাবদ্যমতে যে কোন স্থলে তাঁহার অন্য সম্পত্তি রাজ্যের প্রতি বর্জ্য, সেই স্থলে তাঁহার সম্পত্তি-স্বত্ব বিলুপ্ত হইবে।

৩২ ধারা। (১) রাষ্ট্রের
মঙ্গলীয় শিক্স পরিবার অর্থাৎ
ডায়ের কৃষিকার্মের অর্থাৎ
কৃষক পরিবার অর্থাৎ লিখিত
ধীন থাকিবে।

(২) অগ্রে কয় করবার যে শুষ্ক ভূমিকাদার আছে, তদনুসারে কয় করিতে তাঁহাকে সমর্থ করিবার নিষিদ্ধ, রাষ্ট্রও ভূমিকাদারী ভিন্ন অন্য কোণে বাজির নিকট স্থায়ী দখলী স্বত্ব বিক্রয় করিবার কপালা করিলে স্থানীয় গণপরিষেট এতদ্ব্যতীত যে আদানভব বা কাগজ-ককে নিযুক্ত করেন, সেই আদানভবের বা কাগজ-কর আফিসে ভূমিকাদারীর উপর জারী করণীয় আদান ভিত্তিপত্রের লিখিত নোটিস দাখিল করিবেন। যে ব্যক্তির লিখিত যে শর্তে তিনি উক্ত স্বত্ব বিক্রয় করিতে চাহেন এবং উক্ত স্বত্ব কিং (যদি কোন) দায়মুক্ত থাকে এই নোটিসে তাহা লিখিবেন, এবং যে তারিখে নোটিস দাখিল করেন সেই তারিখ অবধি হয় সত্ত্বেও গত না হওয়া পর্য্যন্ত বিক্রয় করা বন্ধ রাখিবেন।

(৩) যে আদালতের বা কার্যকারকের আফিসে নোটিশ সাধিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্যকারক, স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সহায়ত বিধিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে এ নোটিশ অবিলম্বে জমা-ধিকারিত উপর জারী করাইবেন।

(৬) নোটস মাখিল করিবার তারিখ অবধি হয় লগ্নাহের মধ্যে ভূম্যধিকারী রাষ্ট্রের হালে দখলী স্বত্ব জয় করিবার দাওয়া করিতে পারিবেন। ভূম্যধিকারী ও রাষ্ট্র একমত হইয়া যে মূল্য স্থির করেন সেই মূল্যে ঐ স্বত্ব জয় করা যাইবে, অথবা তাঁহারী মূল্য বিঘেরে একমত হইতে না পারিলে উক্ত হয় লগ্নাহের মধ্যে ভূম্যধিকারীএতদৰ্থে সেরানী আদালতে যে প্রার্থনা করেন সেই প্রার্থনামতে উক্ত আদালত যে মূল্য ধাৰ্য্য করেন সেই মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে। ভূম্যধিকারী উক্তরূপ দাওয়া করিলে এবং মূল্য স্থির হইবার বা আদালত কর্তৃক ধাৰ্য্য হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে রাষ্ট্রকে ঐ মূল্য দিতে চাহিলে, রাষ্ট্র হয় ঐ ভূমি বিক্রয় করিতে বিরত হইবেন, নয় ঐ মূল্যে উক্ত ভূম্যধিকারির নিকট ঐ স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।

(৫) কোমরায়ত এই ধারার আদেশমত নোটস মাখিল না করিয়া কিম্বা নোটস মাখিল করিবার ভারিখ অবধি ছয় মণ্ডঃ কালের মধ্যে সুবাদিকারী হাড়। অন্য কোন ব্যক্তির নিকট স্বীয় মখলীস্বত্ব বিক্রয় করিলে, তমাদিকারীর বিরুদ্ধে এই বিক্রয় বাৰ্ধ হইবে।

(৬) স্থানীয় গবর্নমেন্ট সময়ে রাজকীর গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। স্থানীয় গবর্নমেন্টে বতরান আসেসর উপস্থিত বোধ করেন, এই ধারামত দখলী অফিসের মূল্য ধাৰ্য্য করিবার নিমিত্ত তত্ক্ষণ আসেসর সঙ্গে লইতে দেওয়ানী আদালতের প্রতি এই বি-নিত্তে আদেশ করিতে পারিবেন এবং এই আসেসরদের যোগ্যতা ও নির্দোষপ্রণালী নিরূপণ করিতে পারিবেন।

এ৷ ধাৰণা। যদি ডিক্ৰীজাৰীক্ৰমে সঞ্চলী স্বত্ব নীলাম
ডিক্ৰীজাৰীক্ৰমে নীলাম হয় এবং দুই বা তদধিক ব্যক্তি
ইলে ভূস্বাধিকাৰী কোন ডাকে একই টাকা ডাকেন
অগ্ৰে জয় কৰিবাব স্বত্বেৰ
কথা।
কাৰো ডাক বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৫ খ্রিঃ। (১) যদি রায়ত দখলীশ্বর বন্ধক দিয়া থাকে এবং সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের ৮৭ ধারামতে তৎসমুদয়ে উদ্ধার করিবার শ্রম রাহিত করণার্থ হুতাস্ত আঞ্জা পাইবার প্রার্থনা হয়, তবে আদালত উক্ত আঞ্জা করিবঃ প্রস্তাব করিলে উক্ত প্রার্থনার নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করাইবেন এবং নোটিস জারী করণাবধি এক বাস কাল উক্ত আঞ্জা করা বন্ধ রাখিবেন।

(২) বঙ্গক উদ্ধার করিতে যে টাকা আবশ্যক হয় দু'বাধিকারী উক্ত একমান কালের মধ্যে আদালতে সেই টাকা দিলে, আদালত সেই টাকা বোকদদার বাদিকে দিবেন, তদ্বাদিকারিতে বাণির স্থানে দণ্ডায়মান হইবার

অধিকারী বলিয়া প্রমাণ করিবেন এবং সুস্বাধিকারিত
অনুসারে উদ্ধার করিবার অথ রহিত করণার্থ চুক্তি
আজ্ঞা করিবেন।

(৩) (২) প্রকরণবতে যে চুক্তি আত্ম করণ
 যায়, তাহাতে ভূমিকাদারী বন্ধকগ্রহীতা ও মোকদ্দমার
 বাদী থাকিলে, যেরূপ কল হইত সেইরূপ কল
 হইবে।

৩৫ খারা। (১) রেজিষ্টারী কথা নির্ধারণপত্রক্রমে
মখলী অত্মদানবিধিরে ম্যান করা না গেলে, ভূমিগত
নিরতের কথা। মখলী অত্মদান ভূমিাধিকারীর
বিক্রয়ে সিদ্ধ হইবে না।

(২) রেজিষ্টারী করণের নোটিস জমাধিকারীর উপর জারী করিবার নিমিত্ত নির্দিষ্ট কী দেওয়া না গেলে, রেজিষ্টারী করণের কর্তৃপক্ষ এরূপ কোন নিশ্চয়নপত্র রেজিষ্টারী করিবে না।

(৩) এরূপ কোন দান রেজিস্ট্রী করা গেলে, রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ রেজিস্ট্রী করণের নোটিশ জ্ঞাপককারীর উপর অবিলম্বে জারী করিবেন।

(৪) মুসলমানকর্তৃক দান করা গেলে, এই ধারার কোন কথা বিধিগত সম্পর্কের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে দান করিবার সম্বন্ধে খাটিবে না।

৩৬ বার। পুৰুষ চাৰি বার ক্যাণ্ডেল জ্বালিকাৰী
পুৰুষ এক বার
ক্যাণ্ডেল জ্বালিকাৰী
শব্দে কেবল
(ক) যে জুখাণীৰ অৱাবহিত
অধীনে ৱাৱত জুখি ভোগ কৰে,
সেই জুখাণীকে, কিম্বা

(খ) যে চিরস্থায়ী ভাঙ্গুণারের আবাবহিত অধীনে
রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই চিরস্থায়ী ভাঙ্গুণারকে
বুঝাইবে, অথবা .

(গ) অর্থাৎ যে কোন তালুকদারের অবাবহিত অধীনে আরও ভূমি ভোগ করে, সেই তালুকদারকে বুন্দাটবে ; কিন্তু এরূপস্থানে আবশ্যক যে, উক্ত তালুকদার ভূস্বামীর বা কোন চিরস্থায়ী তালুকদারের অবাবহিত অধীনে ভূমিভোগ করেন, এবং উক্ত ভূস্বামীর কিংবা স্থল বংশে যে চিরস্থায়ী তালুকদারের স্থানে এই ধারার কাগ্য-পত্রে ভূস্বাদিকারীর স্বাক্ষর কর্তব্য করিবার অসুসংজ্ঞাপন্ন, সুতরাং হন।

କୋର୍ପା ବିଲି ନବକ୍ଷେ ନିରମେନ୍ନ କଥା ।

৩৭শা। কোন দখলীষড়বিশিষ্ট ব্রাহ্মত আপনাত
দখলীষড়বিশিষ্ট বে যোতের যে অংশ কোঁকা বিলি
য়তের কোঁকা বিলি করে, তাহা ওদীয় বোতের
বে, তাহাদের ভালুক অর্ধেকের অধিক হইলে, তাহুক-
য়ে পরিবর্তিত হইবার নাওয়ের রেজিস্ট্রী করিবার
খা। নিমিত্ত যে কোন আইন বিধি-

ক'র, সেই আইনযুক্ত এই রায়ত 'শালুকদার' বলিয়া
 রকারী রেজিষ্টারে আপনাকে রেজিষ্টারী করাইলেন,
 ই আইনের নথীদুবারী তালুকদার হইয়াতে বলিয়া
 গা কইবে ।

কিন্তু (ক) বরল হেতুক জ্বীর্ণক বলিয়া, পীড়াবশতঃ,
ষট্‌মাসক্ৰমে, কিম্বা দৈনিক বা গাৰ্হাষ্য চাক্ষুসীতে বা তীর্থ-
ভ্রমণ বা গয়াতে কিংকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত
বা থাকি, যে কোন ব্যক্তি চাষ করিতে লক্ষ্য হয়।
বাগনার লক্ষ্যতাকালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপ-

নাও যোত বা তাঁহার কোন অংশ কোর্সি বিলি করে তাহার সম্বন্ধে এই ধারার কোন কথা থাকিবে না।

(খ) যদি কোন ব্যক্তি এই ধারার বলে তালুকদারের পরিবর্তিত হয়, তবে ঐ ব্যক্তি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত থাকিলে, যে শর্তে ও যে নিয়মাধীনে তাহার খাজানা রুজি হইতে পারিত। সেহই শর্তে ও সেহই নিয়মাধীনে তাহার খাজানা রুজি হইতে পারিবে।

৬৫ ধারা।—এই ধারার বলে যে কোন ব্যক্তি তালুকদারের পরিবর্তিত হয়, তাহার যোতের কোর্সি বিলি করা অংশ ঐ যোতের অর্জেকের অধিক আর না থাকিলে, সেই ব্যক্তি আবার রায়তে পরিবর্তিত হয় না।

৬৬ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপ-
নার যোত বা তাঁহার কোন
দরপাটীর কালের নি- অংশ কোর্সি বিলি করিলে,
ময়ের কথা। এরূপ বিলি করিবার দরপাটী
সাত বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত প্রবল থাকিলে না।

কিন্তু (ক) কোন রায়ত বরমচেলুক, জ্রীলোক বলিয়া, পীড়ামশঃ, চুর্ঘটনাক্রমে, কিম্বা টেমিক বা গাহঁরা চাকরীতে কিম্বা ভৌখাতার বাগরাতে কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায়, চার করিতে অক্ষম হইলে, আপনাদিগের অক্ষমতা কালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপন যোত বা তাঁহার কোন অংশ কোর্সি বিলি করিতে এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার কোন বাধা হইবে না, কিম্বা বাধা হইল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

(খ) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে দরপাটী দেওয়া গেলে, এই ধারার কার্যপক্ষে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়াদি সাতবৎসর কাল গণনা করা যাইবে।

খাজানা রুজির কথা।

৬৭ ধারা। যাবৎ বিপরীত প্রমাণ না হয়, দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রায়তের যৎকালে উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা বিষয়ক অনুমানের কথা।

৬৮ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত মুদারূপে নগদী খাজানা দিলে, তাহার খাজানা এই আইনের বিধান-মতে না হইলে, একরাস্তায়ে রুজি করা যাইবে না।

৬৯ ধারা। (১) কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের যে মুদারূপে খাজানা দিতে হয়, তাহা রেজিস্ট্রী করা চুক্তিক্রমে নিম্নলিখিত নিয়মা-ধীনে রুজি করা যাইতে পারিবে।—

(ক) খাজানা একপে রুজি করিতে হইবে না যে, তাহার রায়তের পূর্বদর খাজানা অপেক্ষা টাকার চারি আনার অধিক হয়।

(খ) চুক্তিপত্রে অন্তত সাত বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য করিয়া দিতে হইবে।

(গ) বর্জিত খাজানা পূর্ব বা গাহঁর খাজানা অপেক্ষা টাকার চারি আনার অধিক হইলে, চুক্তিপত্রে অন্তত সাত বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য করিয়া দিতে হইবে।

(২) চুক্তি এই আইনের বিধানসম্মত ও রায়ত তাহা করিতে সক্ষম ও সম্মত ও তাহার মধ্য বৃন্দে, রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ এই ধারামত চুক্তিপত্র রেজিস্ট্রী করিবার পূর্বে এই কথা জানিয়া লইবেন।

৭০ ধারা। (১) যে জমী মুদারূপে খাজানা দিয়া কোন প্রকার পূর্বে ভোগ পূর্বকার বিলি করি- করিতেন, তাহা যে আইনের বাইরে খাজানা বা মফালের অন্তর্গত তথাকার রুজির কথা।

কোন বাসেন্দা ঐরূপে বিলি করা গেলে, খাজানা রুজি করিয়া দিবার রেজিস্ট্রী করা চুক্তিপত্রক্রমে না হইলে, পূর্ব প্রকার যে খাজানা দিতেন, উক্ত রায়ত ঐ জমীর জন্য তদপেক্ষা উচ্চতর খাজানা দিতে বাধ্য হইবেন না।

(২) এইরূপ এতৎকর্তৃত্বের প্রতি পূর্বধারার বিধান বর্জিত।

৭১ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত মুদা যোগে খাজানা দিয়া যে যোত মোকদমা দ্বারা খা- ভোগ করে, সেই যোতের খাজানা রুজি করিবার কথা। ভূস্বিকারী এই আইনের বিধান-মত নিয়মাধীনে নিম্নলিখিত এক বা অধিক হেতুধরিত খাজানা রুজি করিবার মোকদমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, যথা,—

(ক) দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেট প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে, উক্ত রায়ত তদ-পেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ) সেইখানে বা চলিত বাজারে প্রধান খাজানা মালের গড় মূল্য রুজি হইয়াছে।

(গ) ভূস্বিকারীর দ্বারা বা তাঁহার খরচে যে উৎকর্ষসাধন হয়, তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

(ঘ) রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বর্নাদি বা বর্জিত হইয়াছে।

৭২ ধারা। প্রচলিত হারের কমহারে খাজানা দেওয়া হয়, এই হেতু রায়ত খাজানা প্রচলিত হার ধরিত খা- রুজির দাওয়া করা গেলে, জানা হইল হইয়া বিধি।

(ক) ত খাজানা লাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকার আট আনার অধিক হইবে না।

(খ) যদি আদালতের বিবেচনার দ্বারা তদন্ত বা তদ-রেক খাজানার প্রচলিত হার সম্ভাবজনকরূপে স্থান-যাইতে না পারে, তবে তদন্ত বিধি করিবার ক্ষমতার গণনা যে যে রাজস্ব কর্মচারীকে ক্ষমতা দেন, তাহারা দেওয়ার নিয়মাদ্বারা তাহার দায়িত্ব আইনের ২৫ অধ্যায়মতে দ্বারা তদন্ত লওয়া হয় আদালত এইরূপ আদালত করিতে পারিবেন।

(গ) কোনরায়তের যে হারে খাজানা দিতে হইবে, এই হারামতে তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, যদি ইহা প্রমাণ না হয় যে, হার নির্ণয় করিবার সময়ে দেশাচারক্রমে জাজি বিচার করা হয়, তবে তাহার জাতিমতে বিবেচনা করিতে হইবে না; এবং যদি দেখা যায় যে, দেশাচারক্রমে কোন প্রকারের রায়তেরা অস্বকুল হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে, তবে দেশাচার অনুসারে খাজানার হার নির্ণয় করা যাইবে।

(ঘ) খাজানার প্রচলিত হার নির্ণয় করিতে হইলে, ভূমাদিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতুক যত টাকা খাজানা রুদ্ধি করিবার অনুমতি দেওয়া যায়, তাহা বিবেচনামীলে লইতে হইবে না।

৪৫ ধারা। মূল্য রুদ্ধি হেতু ধরিয়া খাজানা রুদ্ধির দাওয়া করা গেল,—

মূল্য রুদ্ধি হেতু ধরিয়া খাজানা রুদ্ধিসম্বন্ধীয় বিধি। (ক) স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাক্রমে নিয়মিত সমরাত্তরে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করা যায়, আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, এবং মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অব্যবহিত পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরের গড় মূল্য, অন্য যে পাঁচ বৎসর তুলনার নিমিত্ত লওয়া ন্যায্য ও কাব্যকর বোধ হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত মিলাইয়া দেখিবেন।

(খ) আদালত এক্ষেপে খাজানা রুদ্ধি করিবেন না যে, বদ্ধিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অধিক হয়।

(গ) তুলনার নিমিত্ত পূর্বের যে পাঁচ বৎসর লওয়া হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত শেষ পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, পূর্বোক্ত নিয়মামীনে ও ৪৮ ধারার নিয়মামীনে সাবেক খাজানার সহিত বদ্ধিত খাজানার সেই অনুপাত থাকিবে।

৪৬ ধারা। ভূমাদিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতু ধরিয়া খাজানা রুদ্ধির দাওয়া করা গেল,—

(ক) এই আইন অনুসারে উৎকর্ষসাধন রেজিস্ট্রী করা না গলে, আদালত খাজানা রুদ্ধি দিবেন না।

(খ) যে পরিমাণে খাজানা রুদ্ধি করা যাইবে, তাহা নির্ণয় করিবার সময়ে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,—

(১) উক্ত উৎকর্ষসাধনদ্বারা গতদূর ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা;

(২) উৎকর্ষসাধন করিতে কত খরচ পড়িয়াছে;

(৩) এই উৎকর্ষসাধন কার্যে লাগাতার হইলে, চাঁদ ক রূপে কত খরচ পড়ে, এবং

(৪) উক্ত ভূমির বর্তমান খাজানা কত ও উক্তের খাজানা দিবার বিরূপ শক্তি আছে।

(৫) আদালত নিয়মামীনে ডিক্রী করিতে পারিবেন, এবং নিম্নলিখিত সময়ের মধ্যে উৎকর্ষসাধন হইতে আনুমানিক কল না ফলিলে, ডিক্রী পুনরাগোচনা ও পুনঃবিবেচনা সাপেক্ষ রাখিতে পারিবেন।

বনাজনিত উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হেতু ধরিয়া খাজানা রুদ্ধি সম্বন্ধীয় বিধি।

৪৭ ধারা। বনাজনিত উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হেতু ধরিয়া খাজানা রুদ্ধির দাওয়া করা গেল,—

(ক) যে রুদ্ধি কিয়ৎকালীন বা টেনমিটিক মাত্র, আদালত তাহা বিবেচনা করিবেন না।

(খ) বদ্ধিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অধিক হইবে না।

(গ) আদালত যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য বিবেচনা করেন, সেই পরিমাণে খাজানা রুদ্ধি করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা এক্ষেপে রুদ্ধি করিবেন না, যাহাতে ভূমির উৎপাদনের নিট রুদ্ধির মূল্যের অর্ধেকের অধিক ভূমাদিকারীকে দেওয়া হয়।

খাজানারূদ্ধি উপযুক্ত অবস্থা বিবেচনায় অনুপযুক্ত বা অন্যর বোধ হয়, আদালত কোন মোকদ্দমায় এক্ষেপে খাজানারূদ্ধির ডিক্রী দিবেন না।

৪৯ ধারা। যে আদালত খাজানারূদ্ধির ডিক্রী করেন, সেই আদালত যদি বিবেচনা করেন যে পূর্ব পরিমাণে আদিকারীর আজ্ঞা করিতে লম্বে ডিক্রী প্রদান করিলে পারিবার কথা।

রায়তের কষ্ট হইবে, তবে আদিকারী করিতে পারিবেন যে এই রুদ্ধি ক্রমেও করা যাইবে, অর্থাৎ, যত দূর খাজানা রুদ্ধি করিবার ডিক্রী হয়, বৎসরক্রমে খাজানা রুদ্ধি করিয়া পাঁচ বৎসরের অনধিক কএক বৎসরে ততদূর রুদ্ধি করা যাইবে।

৫০ ধারা। (১) প্রচলিত হার অপেক্ষা কম হারে খাজানা দেওয়া হইতেছে, এই-হেতু ধরিয়া, কিম্বা মূল্য রুদ্ধি হেতু ধরিয়া কোন যোতের খাজানা রুদ্ধির মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেল, যদি মোকদ্দমা উপস্থিত

করিবার পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরের মধ্যে ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পর চুক্তিক্রমে এই যোতের খাজানা রুদ্ধি করা গিয়া থাকে, কিম্বা যদি উক্ত সময়ের মধ্যে ৫৩ ধারামতে খাজানার রূপপরিবর্তন করা গিয়া থাকে, অথবা এই আইনমতে কিম্বা এই আইন দ্বারা রুদ্ধিত করা কোন আইনমতে পূর্বোক্ত কোন হেতু বা তত্বলা কোন হেতু ধরিয়া খাজানা রুদ্ধি করিবার কিম্বা মোকদ্দমা বিবেচনা করিয়া মোকদ্দমা ডিসমিস করিবার ডিক্রী হইয়া থাকে, তবে এই মোকদ্দমা প্রত্যাখ্য হইবে না।

(২) এই ধারার কোন কথা ক্রমে দেওয়ানী মোকদ্দমার কাযাগ্রাণালী বিষয়ক আইনের ২৭৩ ধারার বিধানের ন্যায় বিস্তৃত হইবে না।

খাজানা সম্বন্ধীয় বিধি।

৫১ ধারা। (১) মুদ্রারূপে খাজানা দিয়া ভোগকারী কোন দখলদারদ্বারা নিম্নলিখিত হেতু ধরিয়া আপ-কথা।

নার খাজানা কমান্বার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, এবং মোতের কমী কম হইয়া গেলে, পরে যে নিধান করা গিয়াছে, সেই বিধানের স্বাচ্ছন্দ্য প্রকায়ান্তরে পারিবেন না, অর্থাৎ

(ক) যেতেই জমীদারদের দৌর বাস্তবকে বাস্তব জমীদারী বা এই রূপ অন্য কোন চুক্তি বাস্তব জমীদারী-রূপে অপব্যবহৃত হইয়া গিয়াছে, কিম্বা

(খ) এই স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান ২ খাদ্য শস্যের গড় মূল্য কমিয়া গিয়াছে।

(২) এই ধারামতে কোন যৌক্তিক উপস্থিত করা গেলে, আদালত যত দূর উপযুক্ত বা ন্যায্য বোধ করেন, তত দূর খাজানা কমানোর আদেশ করিতে পারিবেন।

মূল্যের তালিকার কথা।

৫২ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে যে যে স্থান নির্দেশ করেন, সেই স্থানে যে প্রধান খাদ্য শস্য জন্মে, প্রত্যেক জিলার কালেক্টর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতদর্শে বৎসরের যে বা

যে সময় ধার্য করেন, সেই বা সেই সময় সেই শস্যের ফসলের সময়ের বাজার দরের তালিকা প্রস্তুত করিবেন, এবং অনুমোদন বা সংশোধন নিমিত্ত তাহা রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

(২) কালেক্টর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশ পাইলে, এই গবর্ণমেন্ট অতীত যে কাল উপযুক্ত বোধ করেন, সেই কাল মধ্যে কোন স্থানের প্রকৃত মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিবেন, এবং প্রকৃত মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করেন, তাহা অনুমোদন বা সংশোধন নিমিত্ত রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

(৩) উক্ত মূল্যের তালিকা রেবিনিউ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বা সংশোধিত হইলে রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা হইবে।

(৪) প্রকৃত কোন মূল্যের তালিকা উক্তরূপে প্রকাশ করা গেলে, উহা যে সময় সম্বন্ধীয় হয়, সেই সময়ে উক্ত স্থানে প্রচলিত মূল্যের সম্বন্ধে এই অধ্যায়মত কোন আনুমানিক কার্যে দিক্কাৎ প্রমাণ হইবে।

(৫) কালেক্টর সাহেব এই ধারামতে কোন মূল্যের তালিকা রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবার ১৫ দিন পূর্বে উহা যে স্থান সম্বন্ধীয় হয়, সেই স্থানের মধ্যে সরকারি মোটর যেকোন প্রকাশ করা যায়, সেইরূপে এই তালিকা প্রকাশ করিবেন, এবং এই স্থানের অন্তর্গত কোন ভূমির ভূম্যধিকারী বা প্রজা উক্ত ১৫ দিনের মধ্যে এই তালিকার বিরুদ্ধে কালেক্টর সাহেবের নিকট লিখিয়া কোন আপত্তি দিলে, তিনি তাহা এই তালিকার সহিত রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

খাজানা রূপান্তরিত করিবার কথা।

৫৩ ধারা। (১) কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত শস্যরূপে দেয় খাজানা কাল যোতের নিমিত্ত শস্যরূপে কিম্বা শস্যের কিয়দংশের আনুমানিক মূল্য ধরিয়া ঐ খাজানাভোগে ভিন্ন ২ স্থানে অথবা কিয়ৎপরিমাণে এইরূপ এক প্রণালীতে ও কিয়ৎপরিমাণে অন্য প্রণালীতে খাজানা দিলে, রায়ত বা ভূমীর ভূম্যধিকারী এই খাজানা মুদ্রারূপে খাজানার পরিবর্তিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) এই প্রার্থনা কালেক্টর সাহেবের বা মহকুমার কর্তৃপক্ষের নিকট, কিম্বা ১০ অধ্যায়মতে যে কোন কমিটারী খাজানার বন্দোবস্ত করেন, তাহার নিকট কিম্বা এতদর্শে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কোন কমিটারীর নিকট, করা যাইতে পারিবে।

(৩) এই প্রার্থনাপত্র পাইলে যত টাকা মুদ্রারূপে খাজানা দিতে হইবে, উক্ত কর্মচারী তাহা নির্ণয় করিবেন, এবং এই আদেশ করিতে পারিবেন যে, রায়ত শস্যরূপে বা পূর্বোক্তরূপে অন্য প্রকারে আপনায় খাজানা না দিয়া এইরূপে নির্ণীত টাকা দিবেন।

(৪) উহার নির্ণয় করিবার সময়ে উক্ত কর্মচারী এই ২ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,

(ক) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তরুণ সুবর্ণাধিকারী ভূমির নির্ণয় গড়ে যে মুদ্রারূপে খাজানা দিয়া থাকে তাহার প্রতি ও

(খ) পূর্ব বৎসরের ভূম্যধিকারী প্রকৃত প্রভাবে যে খাজানা পাইয়া থাকেন, তাহার গড় মূল্যের প্রতি।

(৫) এই তালিকা লিখিয়া করিতে হইবে, এবং উহা যে হেতু পরিয়া করা যায়, ও যে সময়ানুসারে উহা ফলবৎ হইবে, উহাতে তাহা দেখা থাকিবে; এবং রায়ত কমিটারীর অন্য যে ২ আদেশ করেন, তাহার উপর যে প্রকারে আপত্তি হইতে পারে, এই আদেশ উপরও সেইরূপে আপত্তি হইতে পারে।

(৬) কেহ প্রার্থনাপত্রের বিরোধী হইলে, উক্ত কর্মচারী হেতু লিখিত কারণ প্রাধিকার মঞ্জুর করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৪ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে মন্ত্রিপরিষদে বিধি করিবার ক্ষমতার জীপ্ত গবর্ণর জেনরেল সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, অর্থাৎ,

(ক) যেকোন কমিটারী ৫২ ধারামতে মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত থাকেন, তাহাদের কার্যপদ্ধতি প্রদর্শন করিবার বিধি;

(খ) কোন স্থানে এই অধ্যায়ের কার্যপদ্ধতি কোম্পানী খাদ্য শস্য প্রধান শস্য বা অন্য অন্য কোন দ্রব্য হইতে হইয়া স্থির করিবার বিধি; এবং

(গ) ৪১ ও ৪২ ধারামতে যে কার্যকারকেরা চুক্তি রেজিস্ট্রারী করেন, তাহাদের কার্যপদ্ধতি প্রদর্শন করিবার বিধি।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

দখলীস্বত্ব শূন্য রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৫৫ ধারা। যে রায়তদের দখলীস্বত্ব শূন্য থাকে, ও এই অধ্যায় খাটিয়া দখলীস্বত্ব শূন্য রায়ত বা অন্য এই অধ্যানে যাহাদের উল্লেখ আছে, এই অধ্যানে তাহাদের সম্বন্ধে খাটিবে।

৫৬ ধারা। কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে, তাকে দখল দিয়া ১২ মাসের মধ্যে তাহার সম্বন্ধিত ভূমিাধিকারীর যে খাজনার নিম্ন হয়, তাহার সেই খাজনা দিতে হইবে।

৫৭ ধারা। রেজিষ্টারী করা নিয়মপত্র কিম্বা ৬০ ধারামতে নিয়মপত্রক্রমে না হইলে, কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের খাজনা রক্ষি করা যাইবে না।

৫৮ ধারা। কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে নিম্ন-লিখিত এক বা অধিক হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে, প্রকারান্তরে নহে।—
(ক) সে বাকী খাজনা দেয় না, এই হেতু ধরিয়া।

(খ) উক্ত রায়ত ভূমি এইরূপে ব্যবহার করিয়াছে, যাহাতে উহা প্রত্যক্ষতঃ স্বত্বাধীকারীর অনুমোদিত হয়, অথবা সে এই আঠনসম্বন্ধিত একজন নিম্নভুক্ত করিয়াছে, যাহা ভঙ্গ করিতে তাহার ও তদীয় ভূমিকারির মধ্যে যে চুক্তি থাকে তাহার শর্ত অনুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, এই হেতু ধরিয়া।

(গ) রেজিষ্টারী করা পাট্টাক্রমে তাহাকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে, পাট্টার মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া।

(ঘ) ৬০ ধারামতে ন্যায্য ও উপযুক্ত বলিয়া যে খাজনা নির্ধারিত হইয়াছে, উক্ত রায়ত সেই খাজনা দিবার নিয়ম করিতে অস্বীকার করিয়াছে, কিম্বা ঐ খাজনা দিয়া যে মিয়াদ পর্য্যন্ত সে ভূমি ভোগ করিতে স্বত্ববান, সেই মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া।

৫৯ ধারা। মিয়াদ অতীত হইবার অন্তরান হয় মাস পাট্টার মিয়াদ অতীত হইবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিম্নের কথা।

কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের বিকল্প উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না, এবং মিয়াদ অতীত হইবার হয় মাসের পর উপস্থিত করা যাইবে না।

৬০ ধারা। (১) ভূমিাধিকারী বর্জিত খাজনা দিবার নিম্নের রায়তের নিকট অর্পণ না করিলে, এবং রায়ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্বে তিন মাসের মধ্যে ঐ নিয়মপত্র সম্পাদন করিতে অস্বীকার না করিলে, খাজনা রক্ষি দিতে অস্বীকার করিবার হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের বিকল্প উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না।

(২) কোন ভূমিাধিকারী এই ধারামতে কোন রায়তের নিকট কোন নিয়মপত্র অর্পণ করিতে চাহিলে, উক্ত রায়তের উপর জারী করিবার নিম্নের এতদনুযায়ী

স্থানীয় গণপরিষদে যে আদালত বা কার্যকারককে নিযুক্ত করেন, সেই আদালতের বা কার্যকারকের আফিসে ঐ নিয়মপত্র দাখিল করিতে পারিবেন। উক্ত আদালত বা কার্যকারক অবিলম্বে নির্দিষ্ট একাধারে ঐ রায়তের উপর তাহা জারী করাইবেন; এবং তাহা ঐ রূপে জারী করা, গেলে, এই ধারার কার্যপক্ষে তাহা অর্পণ করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৩) যে রায়তের উপর (২) প্রকরণমতে কোন নিয়মপত্র জারী করা যায়, সেই রায়ত যদি তাহা সম্পাদন করে, এবং যে আফিস হইতে উহা দেওয়া হইয়াছিল, জারী করিবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে সেই আফিসে দাখিল করে, তবে পরবর্তী কৃষিবৎসরের প্রারম্ভাবধি ঐ নিয়মপত্র ফলবৎ হইবে।

(৪) কোন রায়ত (৩) প্রকরণমতে কোন নিয়মপত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল করিলে, যে আদালতের বা কার্যকারকের আফিসে উহা ঐ রূপে দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্যকারক উক্ত উক্ত রূপে সম্পাদিত হইয়া দাখিল হইবার নোটিস নির্দিষ্ট একাধারে ভূমিাধিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করাইবেন।

(৫) রায়ত (৩) প্রকরণমতে নিয়মপত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল না করিলে, সে এই ধারার কার্যপক্ষে উহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৬) এই ধারামতে কোন রায়তের নিকট যে নিয়মপত্র অর্পণ করা যায়, সে যদি তাহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করে, এবং তজ্জন্য ভূমিাধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, তবে ঐ যোক্তের যে খাজনা উপযুক্ত ও ন্যায্য হয়, আদালত তাহা নির্ণয় করিবেন।

(৭) ঐ রূপে যে খাজনা নির্ণীত হয়, রায়ত তাহা দিতে সম্মত হইলে, সম্মতির তারিখ অবধি পাঁচ মাসের কাগজ খাজনা দিয়া আপন যোত দখল করিয়া থাকিবে, যতদূর থাকিবে, কিন্তু উক্তকাল গত হইলে, যদি সে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত না হইয়া থাকে, তবে পূর্বদ্বারার নির্ধিত নিয়মানুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে।

(৮) ঐ রূপে যে খাজনা নির্ণীত হয়, রায়ত তাহা দিতে সম্মত না হইলে, আদালত উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী দিতে পারিবেন।

(৯) যে খাজনা উপযুক্ত ও ন্যায্য, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিকট সেই প্রকারের ও তরুণ সুবিধাবিধিভিত্তি ভূমির নিমিত্ত রায়তের গড়ে যে খাজনা দেয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু সাবেক খাজনার উপর টাকার আট আনার অধিক রক্ষি দিবেন না।

(১০) এই ধারামতে উচ্ছেদের ডিক্রী করা গেলে, যে কৃষি বৎসরে ঐ ডিক্রী হয়, সেই বৎসরের শেষ অবধি উহা ফলবৎ হইবে।

৬১ ধারা। কোন রায়তের দখলে ভূমি থাকিলে, ঐ "দখল দেওয়া" শব্দের দখল চলিবার নিমিত্ত পাট্টা দিখিয়া দেওয়া গেলে, যদিও তাহাকে দখল দেওয়া গেল, পাট্টায় এই মর্মে কথ্য লেখা থাকে, তথাপি এই

অধারের কার্যপক্ষে ঐ পাট্টাক্রমে তাহাকে দখল দেওয়া গেল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

৭ম অধ্যায়।

কোর্কা রায়তনের সম্বন্ধীয় বিধি।

৬২ ধারা। সুত্ররূপে খাজানা দিয়া যে কোন কোর্কা

কোর্কা রায়তনের স্থানে যে খাজানা আদায় করিতে পারা যাইবে, তাহার নীয়ার কথা।
রায়ত ভূমি ভোগ করে, তাহার ভূমিধিকারী নিজে যে খাজানা দেন, তাহার উপর নিয়ন্ত্রিত শতকরার অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না, অর্থাৎ,

(ক) রেজিষ্ট্রী করা পাট্টা বা নিয়ন্ত্রিতক্রমে কোর্কা রায়তের দেয় খাজানা দেওয়া গেলে, শতকরা পঞ্চাশ টাকার, ও

(খ) অন্য কোন স্থলে, শতকরা পঁচিশ টাকার।

৬৩ ধারা। কোন কৃষি বৎসরের শেষে না হইলে এবং উক্ত বৎসর গত হইবার অন্তর ছয়মাস থাকিতে নির্দিষ্ট প্রকারে কোন কোর্কা রায়তের উপর উঠিয়া যাইবার নিষিদ্ধ মোটাস জারী করা না গেলে পর, তদীয় ভূমিধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।
কোর্কা রায়তবিধিতে উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।

৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে বিধি ও অনুমান।

৬৪ ধারা। (১) কোন ভালুকদার বা রায়ত ও তাঁহার স্বার্থগত পূর্বাধিকারীরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমঝাবি বাহার পরিবর্তন হয় নাই এরূপ খাজানার বা খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিয়া থাকিলে, যোতের পরিমাণ পরিবর্তন হইয়াছে এই ভেদে দিনা ঐ খাজানা বা খাজানার হার বৃদ্ধি হইতে পারিবে না।
খাজানা অবধারিত থাকিবার সম্বন্ধে বিধি ও অনুমানের কথা।

(২) কোন ভালুকদার বা রায়ত ও তাঁহার স্বার্থগত পূর্বাধিকারীরা যাহা বংশবৎসর পরিবর্তিত হয় নাই এরূপ খাজানার বা খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন, এই আইনমত কোন বোকদমায় বা আনুষ্ঠানিক কার্যে তাহার প্রমাণ হইলে, যাবৎ বিপরীত দর্শন না যায়, এইরূপ অনুমান হইবে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমঝাবি ঐ খাজানার বা খাজানার হারে তাহার উক্ত ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু যদি কোন আইনে বা তৎক্রমে এইরূপ আদেশ থাকে যে, স্থানবিশেষে অবধারিত খাজানার বা অবধারিত খাজানার হারে প্রজ্ঞাপন বা কোন প্রকার প্রজ্ঞাপন থাকিলে, তাহা উক্ত আইনের দ্বারা বা তৎক্রমে নির্দিষ্ট তারিখে বা তৎপূর্বে রেজিষ্ট্রী করিতে হইবে, তবে ঐ স্থানে যে কোন প্রজ্ঞাপন বা স্থল বিশেষে উক্ত প্রকারে যে কোন প্রজ্ঞাপন রেজিষ্ট্রী করা হয় নাই, তৎসম্বন্ধে ঐ তারিখের পর পূর্বোক্ত অনুমান থাকিবে না।

(৩) কোন রায়ত ভূমির উৎপত্তির অবধারিত অংশ বা অবধারিত অংশের মূল্য বা নান্যরূপ দিয়া থাকিলে, যে টাকা দেওয়া যায় তাহা বৎসর বৎসর বিভিন্ন হইয়াছে বলিয়া কিম্বা রায়ত ও ভূমিধিকারী উভয়ের সম্মতিক্রমে উক্ত খাজানার পরিবর্তে অবধারিত টাকা খাজানারূপে ধার্য করা গিয়াছে বলিয়া কেবল এই কারণে ঐ খাজানা বা খাজানার হার পরিবর্তিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

(৪) কোন ভূমি অন্য যে ভূমির সহিত একযোগে কোন যোতের অংশ ছিল, সেই ভূমি হইতে পৃথক করা গেলে, অথবা অন্য ভূমির সহিত যিগাইয়া এক যোত করা গেলে, রায়তের ভোগকৃত ভূমিসম্বন্ধে এই ধারার কার্য হইবার কোন বিঘ্ন হইবে না।

(৫) কএক বৎসর মিয়াদে ভূমি ভোগ হইলে কিম্বা ভূমিধিকারীর ইচ্ছাযে প্রজ্ঞাপন শেষ হইতে পারিলে, এই ধারার কোন কথা তৎপ্রতি বর্তিবে না।

৬৫ ধারা। কোন প্রকার খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে কিম্বা কোন কৃষি বৎসরে খাজানার পরিমাণ ও সে যেই নিয়মে ভূমিভোগ ভোগের নিয়ম সম্বন্ধে করে, তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ অনুমানের কথা।
উদ্ধৃত হইলে, অব্যবহিত পূর্ব-বর্তী কৃষি বৎসরে যে খাজানা দিয়া যেই নিয়মে সে ভূমি ভোগ করিয়াছে, বিপরীত দর্শন না গেলে, সেই খাজানা দিয়া সেইই নিয়মে সে ভূমি ভোগ করিবে, এইরূপ অনুমান হইবে।

পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজানার পরিবর্তনের কথা।

৬৬ ধারা। (১) প্রত্যেক প্রকার

পরিমাণ পরিবর্তন (ক) পূর্বে যৎপরিমাণ হইলে খাজানার পরি- ভূমির অন্য খাজানা দিয়াছেন, বর্তনের কথা।
মাগ করিয়া তদধিক বড় ভূমি থাকি প্রমাণ হয়, তত ভূমির অন্য তাঁহার অতিরিক্ত খাজানা দিতে হইবে, এবং

(খ) শিকন্তীক্রমে বা প্রকারান্তরে যোতের পরিমাণ কম হইলে, উক্ত প্রকার খাজানা কমাইতে আবশ্যক হইবে; কিন্তু যদি প্রমাণ হয়, যে সন্নিভূমি টৈপন্তীক্রমে বা প্রকারান্তরে তাঁহার যোতে যোজিত হইয়াছিল, এবং এরূপ যোগ হওয়ার ফলে খাজানা বৃদ্ধি করা যায় নাই, তবে এই বিধি থাকিবে না।

(২) খাজানার যে টাকা যোগ করিতে হইবে, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিকট সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত সেই প্রকারের প্রকারের যে ধারে খাজানা দিতে হয়, তাহার প্রতি এবং ভালুকদারের বেলা তিনি আপনার ভালুকের খাজানা সম্বন্ধে যত লভ্য পাইতে আবশ্যক তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

(৩) যোতের মোট বার্ষিক মূল্যের যত ভাগ শটে, তাহা পূর্বকার মোট বার্ষিক মূল্যের যে অংশ হয়, খাজানার বড় টাকা কমাইতে হইবে, তাহা পূর্বদেয় খাজানার সেই অংশ হইবে, কিম্বা সন্নিভূমির বার্ষিক মূল্যের সমস্তোৎপাদনক প্রমাণ পাওয়া না গেলে, যে পরিমাণ ভাগ হয়, তাহা যোতের পূর্ব পরিমাণের যে অংশ খাজানার যত টাকা কম করিতে হইবে, তাহা পূর্বদেয় খাজানার সেই অংশ হইবে।

খাজানা দিবার কথা ।

৩৭ ধারা। (১) ভাণ্ডারদার ও তদীয় ভূম্যধিকারিসমূহের যেরূপ নিয়ম থাকে, খাজানার কিস্তির কথা । তদ্রূপ কিস্তিরূপে তদ্রূপ তারিখে ভাণ্ডারদারের দের মুজাররপ খাজানা দেওয়া যাইবে ; নিয়ম না থাকিলে, দেশাচারমত কিস্তিরূপে ও তারিখে দেওয়া যাইবে ; এবং নিয়ম কিবা দেশাচার না থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে একদৰ্শে কোন স্থানের নিমিত্ত যে কিস্তি ও তারিখ নির্দিষ্ট করেন, সেই কিস্তিরূপে সেই তারিখে দেওয়া যাইবে ।

(২) কোন রাজত্বের বা কোর্কা রাজত্বের যে মুজাররপ খাজানা দিতে হয়, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বিধিরূপে যে কিস্তি ও তারিখ নির্দেশ করেন, বার্ষিক খাজানার তদ্রূপ অংশতুলা কিস্তিরূপে ও বৎসরে চারির অনধিক সেই তারিখে সেই খাজানা নিয়মক্রমে কিবা নিয়ম না থাকিলে দেশাচারক্রমে যে বিধি নির্দিষ্ট হয়, সেই বিধির নিয়মাবলীতে দেওয়া যাইবে ।

(৩) এই ধারামতে বিধি প্রণয়ন করিতে হইলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রচলিত দেশাচার, কলনের সময় এবং ভূমির রাজস্ব দিতে হইবার সময় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন ।

(৪) এই ধারামতে যে কোন বিধি প্রণয়ন করিতে হইবে, তাহা যে কৃষি বৎসরে কলবৎ হইবে সেই কৃষি বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্বে অন্তত তিন মাস থাকিতে নির্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে ।

৩৮ ধারা। (১) প্রত্যেক কিস্তি যে তারিখে দের হয়, সেই তারিখের স্বর্ধ্যান্ত খাজানা দিবার সময় হইবার পূর্বে প্রজা এই কিস্তির টাকা দিবেন ।

(২) এই আইনমতে যেহেতু প্রজা আপন খাজানা আদায় করিতে পারে, সেইহেতু স্থল চাকী ভূম্যধিকারীর আশা কাছারীতে কিবা অন্য ভূম্যধিকারী অন্য যে সুবিধামত স্থান নিরূপণ করেন, সেই স্থানে খাজানা দেওয়া যাইবে ।

কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রজাকে পৌন্ড্রান বনিঅর্ডরক্রমে খাজানা দিবার ক্ষমতা দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন ।

(৩) খাজানার কোন কিস্তি বা কিস্তির অংশ যে সময়ে দের হয়, সেই সময়ে বা তৎপূর্বে যথাবিধি দেওয়া না গেলে, তাহা বাকী খাজানা বলিয়া গণ্য হইবে ।

৩৯ ধারা। (১) কোন প্রজা খাজানার হিসাবে কোন টাকা দিলে, যে বৎসরে টাকা যেরূপে জমা দিতে হইবে, তাহার কথা । তাহা জমা দিতে চাহেন, তাহা নির্দেশ করিতে পারিবেন, এবং তদনুসারে ঐ টাকা জমা দিতে হইবে ।

(২) প্রজা এরূপ কোন নির্দেশ না করিলে, ভূম্যধিকারী যে বৎসরের যে কিস্তি উচিত বোধ করেন, সেই বৎসরের সেই কিস্তির হিসাবে টাকা জমা দিতে পারিবেন ।

কবজ ও হিসাবের কথা ।

৭০ ধারা। (১) কোন প্রজা আপন ভূম্যধিকারীকে খাজানার হিসাবে টাকা দিলে যত টাকা দেন, উক্ত ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত তত টাকার লিখিতকবজ উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে তৎক্ষণাত্ পাঠিতে তাহার স্বয়ং আছে । (২) ভূম্যধিকারী উক্ত কবজের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন ।

(৩) এই আইনের এর তফসীলে কবজের যে পাঠ দেওয়া গেল, কিবা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে সাধারণতঃ কিবা বিশেষ কোন স্থানের কিবা বিশেষ কোন প্রজার মোকদ্দমার নিমিত্ত অন্য যে পাঠ নির্দেশ করেন, সেই পাঠে যেহেতু বিশেষ কথা লিখিত থাকে, কবজ ও অনুলিপিতে সেই বিশেষ কথা লেখা থাকিবে ।

(৪) যে প্রত্যেক কবজ সারতঃ এই ধারার আদেশমত সমস্ত বিশেষ কথা না থাকে, বিপরীত মর্শন না গেলে, তাহা যে তারিখে দেওয়া যায়, সেই তারিখ পর্যন্ত খাজানার সমুদয় দাওয়ার সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্র বলিয়া অনুমান হইবে ।

৭১ ধারা। (১) কৃষি বৎসরের শেষ পর্যন্ত প্রজার যত খাজানা দিতে হইবে, তৎক্ষণাত্ দেওয়া হইরাচে বলিয়া ভূম্যধিকারী স্বাক্ষর করিলে, ঐ বৎসর অন্তত হইবার তিন মাসের মধ্যে প্রত্যেক প্রজা বিনা খরচে আপন ভূম্যধিকারীর স্থানে উক্ত ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত পূর্ণনিষ্কৃতিপত্রস্বরূপ কবজ পাঠিবার অধিকারী হইবেন ।

(২) ভূম্যধিকারী ঐ কথা স্বীকার না করিলে, প্রজা চারিভাষা দী দিলে ঐ বৎসর শেষ হইবার পর তিন মাস মধ্যে এই আইনের তৃতীয় তফসীলের পাঠে কিবা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে সাধারণতঃ কিবা বিশেষ কোন স্থানের কিবা বিশেষ কোন প্রজার মোকদ্দমার নিমিত্ত অন্য যে পাঠ নির্দেশ করেন, সেই পাঠে যেহেতু বিশেষ কথা লিখিত থাকে, তৎক্ষণাত্ হিসাবের বিবরণপত্র পাঠিবার অধিকারী হইবেন ।

(৩) ভূম্যধিকারী উক্ত বিবরণপত্রের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন, তাহাও এরূপ বিশেষ কথা লেখা থাকিবে ।

৭২ ধারা। (১) প্রজা কোন খাজানা দিলে, যদি ভূম্যধিকারী তাহাকে ৭০ ধারার নিম্নলিখিত বিশেষ কথা লক্ষিত কবজ দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে প্রজা খাজানা দিবার তারিখ অবধি

ছয় মাসের মধ্যে খাজানার পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অনধিক আদায়ত বাড়া উচিত বোধ করেন সেইরূপ মণ্ডের টাকা উক্ত ভূম্যধিকারী স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত মোকদ্দম উপস্থিত করিতে পারিবেন ।

(২) যদি ভূস্বাধিকারী প্রজার দাওয়াতে ৭১ ধারার নির্দিষ্ট কোন বৎসরের সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্ররূপ কবজ বা হিসাবের বিবরণপত্র দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে যে বৎসরের কবজ বা হিসাব দেওয়া উচিত ছিল, সেই বৎসর প্রজা ভূস্বাধিকারীকে যে সমস্ত খাজানা দিরা থাকেন, তাহার মোট পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অনধিক আদানত যত টাকা উচিত বোধ করেন, তত দণ্ডের টাকা উক্ত ভূস্বাধিকারীর স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত উক্ত প্রজা পরবর্তী কৃষি বৎসরের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(৩) কোন ভূস্বাধিকারী উক্ত কোন ধারার আদেশ-সহ কবজ বা বিবরণপত্রের অনুলিপি বা প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া না রাখিলে, তাহার পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

খাজানা আদানত করিবার কথা।

৭৩ ধারা। (১) নিম্ন লিখিত কোন স্থলে, অর্থাৎ,

রাজকীয় কার্যালয়ে খাজানা আদানত করিবার দরখাস্তের কথা।

(ক) যে স্থলে প্রজা খাজানার নিমিত্ত টাকা দিবার প্রস্তাব করেন এবং ভূস্বাধিকারী তাহা লইতে বা তজ্জন্য কবজ দিতে

অস্বীকার করেন;

(খ) যে স্থলে খাজানার টাকা দিতে বাধ্য প্রজা এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে তাহার খাজানা যে ব্যক্তিকে দেয়, তিনি বিবাদ বা বিচ্ছেদ বশতঃ তাহা লইতে বা ত্রিমিত্ত কবজ দিতে ইচ্ছুক হইবেন না;

(গ) যে স্থলে ঐ টাকা সহায়শীলারদিগকে সংস্কৃত-ভাবে দিতে হয়, এবং প্রজা ত্রিমিত্ত সহায়শীলারদের সংস্কৃত কবজ পাইতে না পারেন, এবং কোন ব্যক্তি তাহাদের পক্ষে খাজানা লইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইয়া থাকেন; কিম্বা

(ঘ) যে স্থলে কোন ব্যক্তি ঐ খাজানা পাইবার স্বাধিকারী এবিষয়ে প্রজার প্রকৃত সম্বন্ধ থাকে; সেই স্থলে

যে যে স্থানের মধ্যে থাকে, সেই স্থানের নিমিত্ত এতদৰ্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সময়ে যে কর্মচারীকে নিযুক্ত করেন, প্রজা তৎকালীন পোন্না সমুদয় টাকা তাহার আকিসে আদানত করিবার অনুমতি পাইবার নিমিত্ত লিখিত দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন।

(২) যে যে হেতুতে দরখাস্ত করা যায়, ঐ দরখাস্তে তাহার বর্ণনা থাকিবে এবং (ঘ) স্থলে যে ব্যক্তিকে শেষ-বার খাজানা দেওয়া হয়, তাহার নাম, ও এক্ষণে যে বা যে ব্যক্তি দাওয়া করিতেছেন, তাহার বা তাহাদের নাম দিতে হইবে। তাহাতে প্রজা স্বাক্ষর করিবেন, অথবা মোকদ্দমার রূপান্তর তিনি স্বয়ং না জানিলে, যিনি জানেন এরূপ কোন ব্যক্তি তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, এবং স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সময়ে বিধিক্রমে আট আনার অনধিক যে কী দিবার আশা করেন, সেই কী তৎসঙ্গে পাঠাইতে হইবে।

৭৪ ধারা। (১) যে কর্মচারীর নিকট পূর্ব ধারা

যে খাজানা আদানত করিবার রাজকীয় কর্ম-চারী তাহার রসীদ দিলে ঐ রসীদ নিষ্কৃতিপত্র হইবার কথা।

সহ দরখাস্ত করা যায় যদি তাহার বোধ হয় যে দরখাস্ত-কারী উক্ত ধারামতে খাজানা আদানত করিবার অধিকারী, তবে খাজানা লইয়া ত্রিমিত্ত আপন সরকারী মোহরযুক্ত

(২) উক্ত কর্মচারী উচিত বোধ করিলে, খাজানা লইবার পূর্বে, পূর্বধারার আদেশমত রসীদায় যে ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছে, তাহার পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারামতে যে রসীদ দেওয়া যায় তাহা প্রজার দেয় যে খাজানা পূর্বোক্তরূপে আদানত করা যায় তৎসম্বন্ধে নিষ্কৃতিপত্ররূপ কার্যকর হইবে। উক্ত খাজানা

পূর্ব ধারার (ক) প্রকরণের স্থল হইলে যে ব্যক্তির নিকট খাজানা দিবার প্রস্তাব করা যায় সেই ব্যক্তি,

উক্ত ধারার (খ) প্রকরণের স্থল হইলে যোগ্যকে খাজানা দিতে হইবে বলিয়া দরখাস্তে নাম লেখা থাকে সেই ব্যক্তি,

উক্ত ধারার (গ) প্রকরণের স্থল হইলে সংস্কৃতভাবে সহায়শীলারেরা, এবং

উক্ত ধারার (ঘ) প্রকরণের স্থল হইলে তাহা পাইবার স্বাধিকারী ব্যক্তি,

গ্রহণ করিলে যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হইত, সেই প্রকারে উক্ত রসীদ কার্যকর হইবে।

৭৫ ধারা। (১) যে কর্মচারী আদানত লম্বা তিনি তাহা প্রাপ্ত হইবার মোটিন আদানত পাইবার আপন আকিসের কোন মুদ্রা-মোটিসের কথা।

কাশ স্থানে অবিলম্বে লাগাইয়া দিবেন। ঐ মোটিসে লম্বার প্রয়োজনীয় রূপান্তর বর্ণনা থাকিবে।

(২) পূর্বোক্তমতে যে তারিখে মোটিন লাগাইয়া দেওয়া যায় সেই তারিখের পর পনের দিনের মধ্যে পরবর্তী ধারামতে আদানতের টাকা কাছাকাছে দেওয়া না গেলে, যে প্রত্যেক ব্যক্তির ঐ টাকা পাইবার দাওয়া বা অধিকার আছে বলিয়া উক্ত কর্মচারী বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন, সেই প্রত্যেক ব্যক্তির উপর বিনা খরচায় আদানত পাইবার মোটিন জারী করাইবেন।

৭৬ ধারা। (১) যে কোন ব্যক্তি উক্ত কর্মচারীর আদানত টাকা দিবার বিবেচনার আদানতের টাকা পাইবার অধিকারী বলিয়া বা কিরায় দিবার কথা।

বোধ হয়, তিনি তাহাকে ঐ টাকা দিতে পারিবেন অথবা উচিত বোধ করিলে যে ব্যক্তির এরূপ অধিকার থাকে তৎসম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের লিপ্যন্তর অপেক্ষায় ঐ টাকা রাখিতে পারিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেন্টে আদেশ করিলে, পোষ্টাল বনিজের করিয়া ঐ টাকা দেওয়া বাইতে পারিবে।

(৩) যে তারিখে কোন আদানত করা যায় সেই তারিখ অবধি তিন বৎসর অতীত হইবার পূর্বে এই ধারামতে কোন টাকা দেওয়া না গেলে, যদি আদানত-কারী প্রার্থনা করেন ও যে কর্মচারীর নিকট খাজানা আদানত করা যায় তাহার দত্ত রসীদ কিরায় দেন, তবে দেওয়ানী আদালতের বিপরীত ভাবে আদানত না থাকিলে আদানতী টাকা আদানতকারীকে কিরায় দেওয়া যাইতে পারিবে।

(৪) পূর্ব এক ধারামতে আদানত গ্রহণকারী কোন কর্মচারী যাহা কিছু করেন, তৎসম্বন্ধে তারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ক্ষমত য়েট সেক্রেটারী সাহেবের

বিকল্পে কিম্বা গবর্নমেন্টের কোন কর্মচারির বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা বা অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য উপস্থিত করা যাইবে না ; কিন্তু এই ধারামতে ঐরূপ কোন আদালতের টাকার যে কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যায় এই টাকা পাইবার অধিকারী কোন ব্যক্তির তাহার স্থানে এই টাকা আদায় করিবার কোন বাধা এই ধারার কোন বশীক্ৰমে হইবে না।

বাকী খাজানার কথা।

খাজানা হস্তান্তরযোগ্য
যেতেব প্রথম দায় হইবার
কথা।

৭৭ ধারা। (১) কোন হস্তান্তরযোগ্য যোড়ের খাজানা উত্তর প্রথম দায়ের মধ্যে গণ্য হইবে।

(২) ভূমিধিকারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি টাকার ডিক্রী পাইয়া এই ডিক্রী জারীক্ৰমে প্রচারিত স্বত্ব, অধিকার ও অর্থ নীলাম করিলে, উক্ত প্রচার স্থানে ভূমিধিকারীর যে খাজানা পাওনা থাকে, উক্ত নীলামের উৎপন্ন টাকা হইতে ভূমিধিকারী প্রথমে তাহা পাইবার অধিকারী হইবেন। কিন্তু (১) প্রকরণমতে ভূমিধিকারীর যে দাবী থাকে, এই স্বত্বক্ৰমে তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না।

৭৮ ধারা। (১) যে কোন যোত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে তৎসম্বন্ধে যে-
যে যোত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে সেই যোত যাইতে উচ্ছেদ করিবার কথা।

যে যোত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে তৎসম্বন্ধে যে-
যে যোত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে সেই যোত যাইতে উচ্ছেদ করিবার কথা।

(২) ঐরূপ কোন মোকদ্দমার বাধির পক্ষে ডিক্রী দেওয়া গেলে তাহাতে বাকী খাজানার টাকা ও তত্তপরি সূদ পাওনা হইলে ঐ সূদ নির্দিষ্ট থাকিবে, এবং ডিক্রীর তারিখ অবধি পনের দিনের মধ্যে, কিম্বা পঞ্চদশ দিনে আদালত বন্দ থাকিলে আদালত যে দিনে পুনর্বার খোলে সেই দিনে উক্ত টাকা ও মোকদ্দমার খরচ আদালতে দেওয়া গেলে, ডিক্রী জারী করা যাইবে না।

(৩) বিশেষ কারণ থাকিলে, আদালত এই ধারার লিখিত পনের দিন কাল বাড়িয়া দিতে পারিবে।

৭৯ ধারা। বাকী খাজানার সুদের হার ধার্য্য করিবার
বাকী খাজানার সুদের সময় আদালত প্রচলিত প্রচার
কথা।

৮০ ধারা। (১) বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত
আদালত কোন মোকদ্দমার যদি
যুক্তিসিদ্ধ কারণ বিনা
খাজানার বেড়া গেলে
কিবা অন্যরূপে প্রতি-
বাদির নামে খাজানার
মোকদ্দমা করা গেলে,
হানিপুরের আদালত
করিবার ক্ষমতার কথা।

যত টাকা খাজানার ডিক্রী হস্তান্তর শতকরা ২৫ টাকার
অনধিক যত হানিপুর উপযুক্ত বোধ করেন বাধির তত
হানিপুরের টাকা পাইবার আদালত করিতে পারিবেন।
কিন্তু এই ধারামতে হানিপুরের আদালত হইলে, সুদের
ডিক্রী হইবে না।

(২) বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত আদালত
কোন মোকদ্দমার যদি আদালতের বোধ হয় যে বাকী
যুক্তিসিদ্ধ বা সম্ভাবিত কারণ বিনা মোকদ্দমা উপস্থিত
করিয়াছে, তবে বাকী যে মোট টাকার দায়েরা করে
তাহার শতকরা পঁচিশ টাকার অনধিক যত টাকা
আদালত উপযুক্ত বোধ করেন তত টাকা হানিপুর-
স্বরূপ প্রতিবাদীর পাইবার আদালত করিতে পারিবেন।
কসলী বা ভাঙ্গলী খাজানার কথা।

৮১ ধারা। যে স্থলে উৎপন্ন বিভাগ বা বাচাই
কসল বাচাই বা করিয়া খাজানা লওয়া যায়,
বিভাগ করিবার নিমিত্ত (ক) সেই স্থলে বাচাই
আজার কথা। বা বিভাগ করিবার উপযুক্ত
সময়ে যদি ভূমিধিকারী বা
প্রজা স্বয়ং বা কর্মকারক দ্বারা উপস্থিত হইতে উপেক্ষা
করেন,

(খ) কিম্বা উৎপন্ন কসলের পরিমাণ বা মূল্য
বা বিভাগ বিষয়ে বিবাদ হয়,
তবে কালেক্টর কোন পক্ষের প্রার্থনামতে এবং
কালেক্টর খরচ বলিয়া যত টাকা দিবার আদালত করেন
উক্ত পক্ষ সেই টাকা আদায় করিলে, ঐ কসল বাচাই
বা বিভাগ করিবার নিমিত্ত যে কর্মচারিকে উপযুক্ত
বিবেচনা করেন তাহাকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) যে কোন স্থলে জিলার বা মহকুমার মাজিস্ট্রেট
সাহেবের মতে ঐরূপ আদালত করিলে শাস্তিভঙ্গ
নির্ধারিত হইবার সম্ভাবনা, সেই স্থলে কালেক্টর সাহেব
ঐরূপ প্রার্থনা না হইলেও উক্তরূপ আদালত করিতে
পারিবেন।

(৩) কোন কালেক্টর এই ধারামতে কোন আদালত
করিলে, যাবৎ বাচাই বা বিভাগ না হয়, তাবৎ
আজাদ্বারা কসল হস্তান্তর করা নিষেধ করিতে
পারিবেন।

৮২ ধারা। (১) কালেক্টর পূর্ব ধারামতে কোন
কর্মচারী নিযুক্ত করা কর্মচারীকে নিযুক্ত করিলে,
গেলে, কার্যপ্রণালীর আপন বিবেচনামতে উক্ত কর্ম-
কথা। চারীর প্রতি এই আদালত করিতে
পারিবেন যে তিনি অন্য কোন
ব্যক্তিগণকে আবেগস্বরূপ আপন সহিত লস এবং
আবেগের লওয়া গেলে উক্ত আবেগস্বরের সংখ্যা,
যোগ্যতা ও নির্দায় প্রণালীসম্বন্ধী এবং বাচাই
বা বিভাগ করণ কালে যে কার্যপ্রণালী অবলম্বিত

করিতে হইলে তৎসম্বন্ধে তাঁহাকে আদেশ দিতে পারিবেন; এবং উক্ত কর্মচারী সেই আদেশ অনুসারে কার্য করিবেন।

(১) উক্ত কর্মচারী যাচাই বা বিভাগ করিবার পূর্বে যে সময়ে ও স্থানে যাচাই বা বিভাগ করা যাইবে তাঁহার নোটিশ ভূমিকারীকে ও প্রজাকে দিবে, কিন্তু ভূমিকারী বা প্রজা নিজ বা কর্মচারকদ্বারা উপস্থিত না হইলে, তিনি এক তরফা কার্য্যসূচী করিতে পারিবেন।

(২) উক্ত কর্মচারী যাচাই বা বিভাগ করিলে, আপন কার্য্যসূচীনের রিপোর্ট কালেক্টরের নিকট পাঠাইবেন।

(৪) কালেক্টর উক্ত রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং উভয় পক্ষকে তাহাদের কথা শুনিবার সুযোগ দিয়া কোন ত্রুটি আবশ্যক বোধ করিলে সেই ত্রুটির পর উক্ত রিপোর্টের উপর যে আজ্ঞা ন্যায় বোধ করেন সেই আজ্ঞা করিবেন।

(৫) কালেক্টর উক্ত বোধ করিলে, পক্ষদের মধ্যে যে কোন বিষয়ে বিবাদ থাকে, তাহা দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি নিমিত্ত অর্পণ করিতে পারিবেন; কিন্তু উক্তরূপ নিষ্পত্তি সাপেক্ষ থাকিয়া, তাঁহার আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবে ও ডিক্রী ন্যায় প্রবল করা যাইতে পারিবে।

(৬) উক্ত কর্মচারী যাচাই অর্থাৎ দানাবন্দী করিলে, দানাবন্দী বা যাচাইর কাগজপত্র জিলার কালেক্টর সাংঘের কাছারীতে রক্ষিত হইবে।

৮৩ ধারা। (১) উপর কসল যাচাই করিয়া খাজানা শস্যের মূল্য সম্বন্ধে লওয়া গেল, সমস্ত কসল শস্য ও দায়ের কথা। মূল্যেরাতিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

(২) উপর কসল বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া গলে, যাবৎ উক্ত বিভাগ করা না হয়, তাবৎ সমস্ত কসল মূল্যের রাতিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

(৩) উভয় ক্ষেত্রেই ভূমিকারীর পক্ষে কোন হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে প্রজা কৃষিকার্যের নিয়মিত কালে কসল কাটিয়া সংগ্রহ করিতে পারিবেন, কিন্তু যাহাতে যথাকালে উপযুক্ত যাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয় এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে কসলের কোন অংশ স্থানান্তর করিতে পারিবেন না।

(৪) যদি প্রজা কসলের কোন অংশ এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে স্থানান্তর করেন, যাহাতে যথাকালে তাহার যাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয়, তবে শস্য-সংগ্রহের সময়ে লিফটহু সেই প্রকারের ভূমিতে সেই প্রকারের শস্য সর্পিপেক্ষা পূর্ণ পরিমাণে যত যাচাই হয়, কসল তৎসম্বন্ধে হাল বলির জ্ঞান করা যাইবে।

ভূমিকারীর পরিবর্তন হইলে খাজানার দায়ের কথা।

৮৪ ধারা। (১) কোন প্রজা ভূমিকারীর স্বার্থ হস্তান্তর করা গেল, হস্তান্তর হইবার পর যে খাজানা পাওনা হয়, তাহা যে ভূমিকারীর স্বার্থ হস্তান্তরিত হয়, সেই ভূমিকারীকে দেওয়া গেল, যদি হস্তান্তরক্রমে প্রযোজ্য প্রজাকে হস্তান্তর হইবার নোটিশ না দিয়া থাকেন, তবে ঐ প্রজা উক্ত খাজানার নিমিত্ত হস্তান্তরক্রমে প্রযোজ্যতার নিকট দায়ী হইবে না।

(২) যে ভূমিকারীর স্বার্থ হস্তান্তরিত হয়, তাহাকে একাধিক প্রজা খাজানা দিলে, যদি হস্তান্তরক্রমে প্রযোজ্য নিষিদ্ধ প্রকারে প্রজাদের নিকট এক সাধারণ নোটিশ প্রচার করেন, তাহা এই ধারার কার্য্যপক্ষে উপযুক্ত নোটিশ হইবে।

আইনবিরুদ্ধ কর প্রভৃতির কথা।

৮৫ ধারা। প্রকৃত খাজানার অতিরিক্ত আবণ্ডার, যথেষ্ট কিম্বা তরুণ অন্য নার আবণ্ডার প্রভৃতি দিয়া প্রজাদের উপর যে কোন আইন বিরুদ্ধ হইবার কর ধার্য করা যায়, তাহা আইনবিরুদ্ধ হইবে, এবং এরূপ কর দিবার সমুদয় শর্ত ও নিয়ম অসিদ্ধ হইবে।

৮৬ ধারা। প্রচলিত কোন বিশেষ আইনক্রমে না হইলে, আইনমতে যে খাজানা দেয়, তদতিরিক্ত প্রজার স্থানে কোন টাকা বা তাহার ভূমির উপস্থিত কোন অংশ ভূমিকারী অন্যায় করিয়া গ্রহণ করিলে, উক্ত প্রজা এরূপ গ্রহণ করিবার তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে এরূপে গৃহীত টাকার বা উপস্থিত মূল্যের অতিরিক্ত পাঁচ শত টাকার অনধিক আদালত ন্যায়রূপে হত টাকা উচিত বোধ করেন, তত টাকা, কিম্বা যাহা এরূপে অনায় করিবলওয়া যায়, তাহার পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণ পাঁচ শত টাকার অধিক হইলে, সেই পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অনধিক টাকা ভূমিকারীর নিকট পাইবার নিমিত্ত মোকদমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

৯ম অধ্যায়।

ভূমিকারী ও প্রজা বিষয়ক বিবিধ বিধান।

উৎকর্ষ সাধনের কথা।

৮৭ ধারা। (১) এই আইনের কার্য্যপক্ষে কোন “উৎকর্ষ সাধন” শব্দের যোড়ের সম্বন্ধে “উৎকর্ষ সাধন” শব্দ ব্যবহৃত হইলে

যে কোন কার্য্য দ্বারা যোড়ের অমাই মূল্য বৃদ্ধি হয়, যাহা উক্ত যোড়ের উপযোগী এবং উহা যে উদ্দেশ্যে জমা দেওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যে, সমস্ত, এবং যাহা যোড়ের উপর করা না গেলেনও সাফাৎসম্বন্ধে উপর উপকার্য্য করা যায়, কিম্বা করিবার পর সাফাৎসম্বন্ধে ঐ যোড়ের উপস্থিতজনক করা যায়, সেই কার্য্য বুঝাইবে।

(২) বিপরীত দর্শান না গেলে, নম্নলিখিত কার্যগুলি এই ধারার মর্মানুযায়ী উৎকর্ষ সাধন বলিয়া অনুমান হইবে,—

(ক) কৃষিকার্যের নিমিত্ত কৃষি কৃষিকার্যে নিযুক্ত সমুদায় ও গবাদির ব্যবহার নিমিত্ত জনসংখ্যায়, গোপান বা বিতরণ করণার্থ কৃপা ও পুষ্করিণা প্রভৃতি খনন;

(খ) জলসেচনার্থে ভূমি প্রস্তুত করণ;

(গ) যে ভূমি কৃষিকার্যার্থ ব্যবহৃত হয়, কৃষি যে গতিতে ভূমি আবাদ করা যাউতে পারে, তাহার জনসংখ্যা কৃষি নদী বা অন্য জল বহিতে উদ্ধার করণ, কৃষি জলপ্রাচীন হইতে রক্ষা করণ, কৃষি জলজনিত ক্ষয় বা অন্য ভাঙ্গন নিবারণ;

(ঘ) কৃষিকার্যার্থ ভূমির আবাদ বা পরিষ্কার করণ কৃষি তাহা ঘেরা বা তাহার স্থায়ী উৎকর্ষসাধন;

(ঙ) পুষ্করিণা কোন নদীতে তুলন করিয়া বা পুনঃস্থাপন করা, অথবা তাহার পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা;

(চ) আবশ্যক নীতিবৈধতার সময়ে রায়ত ও ভূমীর পরিবারের উপযোগী বাসগৃহ নিশ্চয়।

(৩) কিন্তু রায়ত কোন গোতে যে কার্য করেন, তদ্বারা স্বীয় ভূমিকারীকে মহালের বা ভাস্করের মূল্য বিশেষরূপে কামাই পড়িলে, এই কার্য এই আইনের অভিপ্রায়মত উৎকর্ষসাধন বলিয়া গণ্য হইবে না।

৮৮ ধারা। রায়ত অবধারিত খাজানার কৃষি অব-
অবধারিত হারে ভূমি-
ভোগ করা গেলে উৎকর্ষ-
সাধন করিবার অধিকার
নাথ।
কোন উৎকর্ষসাধন করিতে
তাহাকে ভূমিকারীস্বরূপ বাধ্য দিতে পারিবে না।

৮৯ ধারা। (১) কোন রায়তের যোতে তাহার
দখলীশ্বত্ব থাকিলে, রায়ত বা
ভূমিকারী, নজে উৎকর্ষ-
সাধন করিতে সম্মত আছেন,
এই হেতু বিনা রায়ত বা ভূমি-
কারীস্বরূপ উক্ত যোত
সম্মত উৎকর্ষসাধন করিতে অপর পক্ষকে বাধ্য দিতে
পারিবে না।

(২) যদি রায়ত ও ভূমিকারী উভয়েই একই
উৎকর্ষসাধন করিতে চান, তবে উক্ত ভূমিকারীর
অধীন অন্য এক বা অধিক যোত তদ্বারা লস্কট না-
হইলে, রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার অগ্রাধিকার
থাকিবে।

(৩) রায়ত ও তাহার ভূমিকারীর মধ্যে

(ক) উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্বসম্বন্ধে, কৃষি

(খ) কোন বিশেষকায় উৎকর্ষসাধন কিনা, এতৎ-
সম্বন্ধে বিবাদ উদ্ভূত হইলে,

কালেক্টর সাহেব কোন পক্ষের প্রার্থনামতে সেই
বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে পারিবে, এবং তাঁহার
নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

৯০ ধারা। (১) দখলীশ্বত্বশূন্য কোন রায়ত
আপনার ও স্বীয় পরিবারের
নিমিত্ত আবশ্যক বাহিরের
যায় সময়ে উপযুক্ত বাসগৃহ
প্রস্তুত করিতে পারিবে, কিন্তু

উক্তমতে কৃষি পক্ষচালিত বিধানমতে বা হটলে
আপনার যোতসম্বন্ধে স্বীয় ভূমিকারী; অর্থাৎ না
লইয়া অন্য কোন উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবে না।

(২) স্বীয় ভূমিকারীর অনুমতির প্রয়োজন না
থাকিলে, যে দখলীশ্বত্বশূন্য রায়ত আপন যোত
সম্বন্ধে যে উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবে, তিনি উক্ত
উৎকর্ষসাধন করিতে চাইলে, যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে
এ উৎকর্ষসাধন করিবার নিমিত্ত ভূমিকারীর প্রতি
আদেশ করিয়া তাঁহাকে অনুরোধপত্র দিতে বা গো-
হতে পারিবে, এবং ভূমিকারী এই অনুরোধ পালন
করিতে অক্ষম হইলে, বা উপেক্ষা করিলে, আপনি এই
উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবে।

৯১ ধারা। (১) কোন ভূমিকারী আশ্রিত
যে উৎকর্ষসাধন করেন, কৃষি
বাণী আইনমতে তাঁহার প্রার্থনা
করা যায়, কৃষি বাণী করিতে
তিনি প্রত্যেক সাহায্য করি-
য়াছেন, তিনি সেই উৎকর্ষসাধন স্থানীয় গবর্ণমেন্টের
নিযুক্ত রাজস্ব কর্মচারীর নিকট প্রার্থনা করিয়া রেজি-
স্ট্রী করাইতে পারিবে।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে যেকোন আদেশ
করেন, প্রার্থনাপত্র সেইরূপ পাঠে লিখিতে হইবে, ও
তাঁহাতে সেইরূপ সন্ধান থাকিবে, ও সেই প্রকারে
স্থানীয় তদন্তের দ্বারা বা অন্যান্যপায়ে তাঁহার সত্যতা
নির্ণয় করা যাইবে।

(৩) যে কর্মচারী প্রার্থনাপত্র গ্রাপ্ত হন, তিনি,
(ক) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে উৎকর্ষ
সাধন হইলে, এই আইন প্রচলিত হইবার সম্ভাব্য,
(খ) এই আইন প্রচলিত হইবার পর উৎকর্ষ-
সাধন হইলে, উক্ত কার্য সম্পন্ন হইবার তারিখ অবধি,
১২ মাসের মধ্যে প্রার্থনা করা না গেলে, তাহা
অগ্রাহ্য করিতে পারিবে।

৯২ ধারা। (১) কোন যোতের ভূমিকারী বা প্রজা
উৎকর্ষসাধন সম্বন্ধে
প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবার
প্রার্থনার কথা।
কোন রাজস্ব কর্মচারীর নিকট
প্রার্থনা করিতে পারিবে। তাহা হইলে যদি তিনি
এরূপ বিবেচনা না করেন যে, এই প্রার্থনা করিবার
যুক্তিসিদ্ধ কারণ নাই, অথবা এরূপ দেখা না যায় যে,
এ বিষয় কোন দেওয়ানী আদালতে তদন্তাধীনে রহি-
য়াছে, তবে উক্ত কর্মচারী উক্ত পক্ষের সমক্ষে প্রমাণ
লিপিবদ্ধ করিবে।

(২) এই ধারামতে কোন বিষয় লিপিবদ্ধ করা
গেলে, ভূমিকারী ও প্রজার মধ্যে কৃষি ও তাহার
অন্য সাহায্য বাহিরের মধ্যে পরে যে কোন
আনুষ্ঠানিক কার্য হয়, তাহাতে এই লিপিবদ্ধ কথা প্রধান
মধ্যে গ্রাহ্য হইতে পারিবে।

৯৩ ধারা। (১) যে কোন রায়তকে উন্নয়ন যোজ
হইতে উচ্ছেদ করা যায়, সেই
রায়তকে উৎকর্ষসাধ-
নের নিমিত্ত কতিপূরণ
দিতে হইবার কথা।
যে সকল উৎকর্ষসাধন করি-
রাছেন, তজ্জন্য পূর্বে কতিপূরণ দেওয়া না হইয়া
থাকিলে, উক্ত রায়ত কতিপূরণে পাইবার অধিকারী
হইবেন।

(২) কোন আদালত কোন রায়তকে উচ্ছেদ করি-
বার তিক্তি না আঁজা করিলে, যদি এই ধারামতে উ-
ক্ত রায়তকে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত কতিপূরণ দেয় হয়,
তবে ঐ কতিপূরণের টাকা নিকপণ করিবেন, এবং
রায়তের ঐ টাকা পাইবার নিয়মাদীনে উচ্ছেদ করিবার
তিক্তি না আঁজা করিবেন।

(৩) যেখানে কোন বিশেষ সুবিধা পাটবৈন বলিয়া
রায়ত কতিপূরণবিনা উৎকর্ষসাধন করিতে চুকি করিয়া,
বা পাট্টা লওয়া তদনুসারে উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন
এবং উক্ত সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই স্থলে এত দূর-
মতে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত কতিপূরণ পাইবার দাওয়া
করা যাইতে পারিবে না।

(৪) ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখ ও এই
আইন প্রচলিত হইবার সময়ের মধ্যে রায়ত যে উৎকর্ষ-
সাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে
বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৫) কোন উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত এই ধারামতে যে
হানিপূরণের আঁজা করিতে হইবে, সেই হানিপূরণের
পরিমাণ নির্ণয়ার্থ স্থানীয় গবর্ণমেন্টে যত জন আয়েসের
উপযুক্ত বোধ করেন, তত জন আয়েসের আপন গজে
লওয়ায় নিমিত্ত আদালতের প্রতি আঁজা করিয়া এবং
আয়েসদের যোগ্যতা ও নিরীচলপ্রণালী স্থির করিয়া
স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে২ রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন
দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

৯৪ ধারা। (১) উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত পূর্ন ধারা-
মতে যে কতিপূরণ দিবার
যে বিধিক্রমে কতি-
পূরণের পরিমাণ নির্ণয়
করিতে হইবে, তাহার
কথা।
আঁজা করিতে হইবে, তাহার
পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইলে,
এই২ বিধির প্রতি দৃষ্টি
রাখিতে হইবে,—

(ক) যোতের জমাজি মূল্য বা উৎপন্ন বা উৎপাদের
মূল্য উৎকর্ষসাধন দ্বারা যে পরিমাণে বর্জিত হইয়াছে,
সেই পরিমাণের প্রতি;

(খ) উৎকর্ষসাধনের অন্ত্যর প্রতি ও তাহার
কলযত গাল স্থায়ী হইবার সম্ভাবনাতাহার প্রতি;

(গ) উক্ত উৎকর্ষসাধন করিতে যে পরিশ্রম ও মূল-
ধন লাগে ও প্রতি;

(ঘ) ঐ উৎকর্ষসাধন উপলক্ষে ভূমিকারী
কোনরূপে খাজানা দান বা ক্ষতি করিলে বা রায়তকে
অন্য কোন সুবিধা করিয়া দিলে, ও প্রতি; এবং

(ঙ) ভূমি কৃষিকার্যোপযোগী বরা গেলে, কিম্বা
অসেচিত ভূমি সেচিত ভূমিতে পরিণত করা গেলে,
রায়ত যতকাল অবর্জিত খাজানায় উৎকর্ষসাধনের লাভ
ভোগ করিয়াছেন, সেই কালের প্রতি।

(২) কতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারিত হইলে, ভূমি-
দিকারী ও রায়ত উচিত বোধ করিলে, ঐরূপ সম্মতি
দিতে পারিবেন যে সম্পূর্ণরূপে ভূমিযোগ প্রদত্ত না
হইয়া, উহা সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ অন্য কোনরূপে
প্রদত্ত হইবে।

ইন্তফা ও পরিত্যাগ করিবার কথা।

৯৫ ধারা। (১) কোন রায়ত পাট্টা বা অন্য
ইন্তফা করিবার কথা। নিয়মপত্রক্রমে অবদারি
কালের নিমিত্ত বাধ্য না
পাকিলে, কোন কৃষি বৎসরের শেষে আপন যোতের
স্বত্ব ও স্বার্থ ইন্তফা করিতে পারিবে।

(২) কিন্তু ইন্তফা করিলেও যদি সে ইন্তফা করিবার
অন্যান্য ভিন্ন মাস থাকিতে ইন্তফা করিবার আপন
অভিপ্রায়ের লিখিত নোটিস আপন ভূমিদিকারীকে
না দিয়া থাকে, তবে ইন্তফা করিবার তাগিতের পরবর্ত্তি
কৃষিবৎসরের নিমিত্ত ঐ রায়ত উক্ত যোতের খাজানা
দিতে দায়ী থাকিবে।

(৩) নিম্নলিখিত স্থলে যাবৎ বিপরীত দর্শান
না যায়, উক্ত নোটিস ঐরূপে দেওয়া হইয়াছিল, এই
ধারার কাছাপক্ষে আদালত এই অনুমান করিবেন
অর্থাৎ,

(ক) যদি রায়ত ইন্তফা করিবার পূর্ববর্ত্তি কৃষি
বৎসরে সেই ভূমিদিকারীর স্থানে সেই গ্রামে নতুন
যোত লয়;

(খ) যে কৃষি বৎসরের শেষে ইন্তফা করা হয়, সেই
বৎসর শেষ হইবার অন্ত্যন ভিন্ন মাস থাকিতে যদি
রায়ত ইন্তফা করা যোত যে গ্রামে থাকে, সেই গ্রামে
আর বাস না করে;

(গ) যদি ইন্তফা করিবার পূর্ববর্ত্তি কৃষি বৎসরের
শেষ সময় ভূমিদিকারী নিজে অন্য কোন প্রকারে
ঐ যোত বা উহার কোন অংশ জমা করিয়া দেন কিম্বা
চাষ করেন।

(৪) রায়ত উচিত বোধ করিলে, উক্ত যোত বা
তাহার কোন অংশ যে আদালতের বিচারালয় স্থানে
থাকে, সেই আদালতের দ্বারা নোটিস জারী করা হইতে
পারিবেন।

(৫) কোন রায়ত আপন যোত ইন্তফা করিলে
ভূমিদিকারী ঐ যোতে প্রবেশ করিয়া উহা অন্য কোন
জমাকে জা করিয়া দিতে কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ
লহতে পারিবেন।

৯৬ ধারা। (১) কোন রায়ত আপন ভূমিদিকারীকে
নোটিস না দিয়া ও খাজানা
পরিচালকের কথা যেমন চেনা হয়, তাহা দিবার
বন্দোবস্ত না করিয়া যদি আপন বাটী ভাগ করে, ও
নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তিদ্বারা আপন যোত আর
চাষ না করে, তবে রায়ত যে কৃষিবৎসরে ঐরূপ ভাগ
করিয়া যায় ও চাষ করিতে বিরত হয়, সেই কৃষি বৎসর
অন্ত্য হইবার পর যে কোন সময় ভূমিদিকারী ঐ
যোতে প্রবেশ করিয়া তাহা অন্য কোন প্রকারে জমা
করিয়া দিতে পারিবেন, কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ
লহিতে পারিবেন।

(২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন মোতে প্রবেশ করিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে নিশ্চিত পাঠে নোটিস প্রচার করাইবেন। তাহাতে এই কথা লেখা থাকিবে যে, তিনি উক্ত যোত পরিচালিত জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন।

(৩) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন মোতে প্রবেশ করিলে, যে নোটিস প্রচার করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসর কিম্বা, দখলী বস্তুস্বারা রায়ত হইলে, ছয় মাস অতীত না হওয়া পর্যন্ত এই রায়ত যে কোন সময়ে উক্ত ভূমির দখল কিরিয়া পাইবার নিমিত্ত যোকদ্দম উপস্থিত করিতে পারিবে। তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহাদের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে আদালত যেরূপ (যদি কোন) শর্তে নাযা বোধ করেন, সেই শর্তে দখল কিরিয়া পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যোতের অংশ করিবার কথা।

৯৭ ধারা। যে প্রকার যোত হস্তান্তরযোগ্য, এই আইনের কোন কণাক্রমে সেই মোতেব অংশ হস্তান্তর-যোগ্য না হইবার কথা। প্রজা ভূম্যধিকারীর সম্মতি বিনা আপনাতঃ যোতের অন্তর্গত ভূমির কিয়দংশমাত্র এক্ষেপে হস্তান্তর বা উইল করিতে পারিবেন না, যাঁহাতে হস্তান্তর বা উইলক্রমে গ্রহীতা এই অংশ পৃথক যোতস্বরূপ উক্ত ভূম্যধিকারীর নিকট ভোগ করিতে পারেন।

উচ্ছেদের কথা।

৯৮ ধারা। ডিক্রী জারীক্রমে না হইলে কোন ডিক্রী জারীকরে না প্রজাকে তদীয় যোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে না।

ভূমি মাণ করিবার কথা।

৯৯ ধারা। (১) ভূম্যধিকারী এই ধারার ও, কোন ভূম্যধিকারির ভূমি চুক্তি থাকিলে, তাহার বিধান মাপিবার স্বত্বের কথা। মানিরা স্বয়ং কিম্বা এতদপে তাহার স্থানেক্ষমতা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি দ্বারা আপন মহালের বা তালুকের অন্তর্গত সমুদয় ভূমিতে প্রবেশ করিয়া তাহা মাণ করিতে পারিবেন।

(২) কোন ভূম্যধিকারী প্রজার সম্মতি বিনা, কিম্বা কালেক্টর সাহেবের লিখিত অনুমতি বিনা দশ বৎসরে একবারের অধিক ভূমি মাণ করিতে পারিবেন না। কেবল নিম্নলিখিত স্থানে এই নিয়ম খাটিবে না, যথা—

(ক) যে স্থলে যোতের পরিমাণ, শিকস্তী টেবল্টী চেতুক বৎসর পরিত্তন হইতে পারে ও দেয় খাজানা এই পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(খ) যে স্থলে বৎসর চাষের ভূমির পরিমাণ পরিবর্তন হইতে পারে, এবং দেয় খাজানা চাষের ভূমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(গ) যে স্থলে ভূম্যধিকারী ইচ্ছাপূর্বক হস্তান্তরক্রমে না হইয়া অন্য প্রকারে খরিদার হল, এবং খরিদক্রমে দখল করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসরের অধিক কাল গত হয় নাই।

(৩) উক্ত দশ ধারার শেষ মাণের তারিখ অবধি গণনা করা যাইবে, এ মাণ এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্ব হইয়া থাকুক বা পরে হইয়া থাকুক।

১০০ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী পূর্বধারামতে

প্রজা উপস্থিত হইয়া যে ভূমি মাণ করিতে পারেন তাহা মাণ করিতে চাহিলে, নীচা দেখাইয়া দিবে, আদালতের এরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

উপস্থিত থাকিয়া উক্ত ভূমির সীমা দেখাইয়া দিবে।

(২) যদি প্রজা উক্ত আজ্ঞামতে কাঁচা করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে, তবে যে সময় উপস্থিত থাকিবার জন্য প্রজার প্রতি আজ্ঞা হয়, সেই সময়ে ভূম্যধিকারীর আদেশমতে ভূমির সীমার ও মাণের যে মানচিত্র বা অন্য কাগজপত্র প্রস্তুত করা যায়, তাহা বিপরীত দর্শান না গেলে, পরিশুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

১০১ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে

কোন যোকদ্দমায় বা অনু-মাণের কটির কথা।

তানিক কাথো কোন দেওয়ানী আদালতের বা রাজস্ব কম-কারীর আশ্রয়ক্রমে ভূমির যে মাণ হয়, তাহা যে মাণে কতিমত এক বিঘাতে ১৪,৪০০ বর্গ ফুট হয়, সেই গবর্ণ-মেন্টের মাণ অনুসারে হইবে।

(২) উত্তর পক্ষের স্বত্ব ভিন্ন কোন স্থানীয় মাণ অনুসারে নিয়মিত হইলে, গবর্ণমেন্টের মাণ উক্ত যোক-দ্দমার কাথাপক্ষে স্থানীয় মাণে পরিণত করা যাইবে।

(৩) কোন স্থানে যে বা গের মাণদণ্ড ব্যবহৃত হয়, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট স্থানীয় তরফত লইবার পর তাহা নির্দেশ করিয়া বিধিপ্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং এক্ষেপে যে নির্দেশ করা যায় তাহা বিপরীত দর্শান না গেলে, শুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

কার্যাদাক্ষের কথা।

১০২ ধারা। কোন মহালের বা তালুকের সহাধি-কেন সহাধিকারিগণ কারিগণ যদি তাঁহা কার্য-এক জন সাধারণ কার্য-ধ্যক্ষতা সম্বন্ধে একমত না হন, গাফ নিযুক্ত করিবেন না এবং সেই কারণে ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত তাঁহাদের উপর আদেশ করিতে পারি- (ক) সাধারণের অনুবিধা-বং কথা।

(খ) ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বের হানি হয় বা হইবার সম্ভাবনা হয়,

তবে জিলার জজ সাহেব (ক) চিহ্নিত স্থলে কালেক্টরের এবং (খ) চিহ্নিত স্থলে এই মহালে বা তালুকে যাচার কোন স্বার্থ থাকে, এক্ষেপে কোন ব্যক্তির আর্থনামতে কেন উক্ত সহাধিকারিগণ এক জন সাধারণ কার্যাদাক্ষ নিযুক্ত করিবেন না, ইহার কারণ দর্শাইবার আদেশপক্ষে নোটিস তাঁহাদের সকলের উপর জারী করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু কোন মহালের বা তালুকের সহাধিকারী যে স্বার্থের দাওয়া করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই স্বার্থ তাঁহার দখলে না থাকিলে, এবং তিনি কোন মহালের সহাধিকারী হইলে তাঁহার নাম ও স্বার্থের পরিমাণ ভূমি রেজিস্ট্রারী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনমতে রেজিস্ট্রারী করা না হইয়া থাকিলে, তিনি এই ধারামতে আর্থনা করিতে পারিবেন।

১০৩ ধারা। যদি পূর্বে ধার্যকৃত মোটস জারী হইবার

কারণ দর্শান না গেলে
একজন কার্যাব্যাক্ত নিযুক্ত
করণার্থ তাঁহাদিগকে আজ্ঞা
দিতে পারিবার কথা।

পর এক মাসের মধ্যে উক্ত সহা-
ধিকারিগণ পূর্বে প্রাপ্ত কার্য
দেখাইতে বা পারেন, তবে জি-
লার জজ সাহেব তাঁহাদিগকে

একজন সাধারণ কার্যাব্যাক্ত
নিযুক্ত করিবার আদেশ হইতে পারিবেন;
এবং ঐ আজ্ঞা দিবাস পূর্বে যে কোন সহাধিকারী
উপস্থিত হন নাই, ঐ আজ্ঞার নকল তাঁহার উপর জারী
করা যাইবে।

১০৪ ধারা। পূর্বে ধার্যকৃত আজ্ঞা হইবার পর এক

আজ্ঞা পালিত না হই-
লে কার্যাব্যাক্ত নিযুক্ত
করিবার ক্ষমতার কথা।

মাসের অন্তর যে সময় জিলার
জজ সাহেব এতদর্থে প্রার্থনা
করিয়া দেন, সেই সময়ের মধ্যে

অথবা উক্ত প্রার্থনার আদেশমতে
উক্ত আজ্ঞা জারী করা হইয়া থাকিলে, ঐরূপ জারী করি-
বার পর ঐরূপ সময়ের মধ্যে যদি সহাধিকারীগণ একজন
সাধারণ কার্যাব্যাক্ত নিযুক্ত না করেন, এবং জিলার জজ
সাহেবের অনগতি নিমিত্ত ঐ নিয়োগের সম্মান না
দেন, তবে যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে সাধারণজনক দন্দে
বস্ত্র উত্তারনস্ত্রাঙ্গী আভে, জিলার জজ সাহেবকে ইহা
বুঝাইয়া দেওয়া না গেলে, তিনি

(ক) যে স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস উক্ত মহালের বা
তালুকের কার্যাব্যাক্ততা ভার লইতে সম্মত হন, সেট
স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস দ্বারা ঐ মহালের বা তালুকের
কার্যাব্যাক্ততা করিবার আদেশ দিতে পারিবেন; কিম্বা

(খ) যে কোন স্থলে একজন কার্যাব্যাক্ত নিযুক্ত
করিতে পারিবেন।

১০৫ ধারা। কোন স্থানের অন্তর্গত যে সকল মহা-

পূর্বে ধার্য (খ) এক-
জনমত সকল স্থলে কার্য
করণার্থ কোন ব্যক্তিকে
নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার
কথা।

লৈ ও তালুকের নিমিত্ত পূর্বে
ধার্য (খ) প্রকরণমতে এক
জন কার্যাব্যাক্ত নিযুক্ত করা
আদেশ করা হয়, সেই সকল মহা-
লের ও তালুকের কার্যাব্যাক্ততা
করণার্থ উক্ত স্থানের নিমিত্ত

সহাধিকারীর নিযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গভর্নর সাহেব এক ব্যক্তিকে
নিযুক্ত করিতে পারিবেন; এবং কোন ব্যক্তিকে ঐরূপে
নিযুক্ত করা গেলে, জিলার জজ সাহেব উক্ত প্রকরণমতে
অন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন না। কিন্তু কোন
মহালমতস্থলে যদি জজ সাহেব সহাধিকারিগণের এক
জনকে কার্যাব্যাক্তস্বরূপ নিযুক্ত করা উচিত বোধ করেন,
তবে এই বিধি খাটিবে না।

১০৬ ধারা। যে কোন স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস

কোর্ট অব ওয়ার্ডস
বিষয়ক ১৮৭২ সালের
আইন কোর্ট অব ওয়ার্ডস
লৈ কার্যাব্যাক্ততা লব্ধ
খাটিবার কথা।

১০৪ ধারামতে কোন মহালের
বা তালুকের কার্যাব্যাক্ততা ভার
প্রাপ্ত করেন, সেই স্থলে কোর্ট
অব ওয়ার্ডস বিষয়ক ১৮৭২
সালের আইনের যে সমস্ত

বিধান স্থাবর সম্পত্তির কার্যাব্যাক্ততা সম্পর্কিত হয়, সেই সমস্ত বিধান উক্ত কার্যাব্যাক্ততা সম্বন্ধে খাটিবে।

১০৭ ধারা। (১) জিলার জজ সাহেব সময়ে

যেস্থানে আদেশ করেন, ১০৪
ধারার (খ) প্রকরণমতে নিযুক্ত
করা কার্যাব্যাক্ত পাণ্ডিত্যবিশিষ্ট
কথা।

কিম্বা কার্যাব্যাক্তস্বরূপ তিনি যে চীফ আদালত কনে
সেই চীফের সেইরূপ শক্ত করা প্রাপ্ত হইবেন।

(২) জিলার জজ সাহেব যেস্থানে জামিন দিবার
আদেশ করেন, উক্ত কার্যাব্যাক্ত বখানিধি আপনাদি
কর্তব্য সম্পাদন করিবার সেইরূপ আদেশ দিবেন।

(৩) তিনি নিযুক্ত না হইলে, সহাধিকারীগণ সংস্কৃ-
তাবে যে সকল ক্ষমতাসমূহে কার্য করিতে পারিতেন
তিনি জিলার জজ সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে কার্যাব্যাক্ততা
নিমিত্ত সেই সকল ক্ষমতাসমূহে কার্য করিতে পারি-
বেন, এবং সহাধিকারীগণ ঐরূপ কোন ক্ষমতাসমূহে
কার্য করিবেন না।

(৪) তিনি জিলার জজ সাহেবের আজ্ঞা অনুসারে
লভ্য লব্ধ কার্য করিবেন ও তাহা বটন করিয়া
দিবেন।

(৫) তিনি রীতিমত হিসাব রাখিবেন, এবং সহাধি-
কারীগণকে বা তাঁহাদের কোন জনকে উক্ত হিসাব
দেখিতে ও উত্তর বল লভ্যে দিবেন।

(৬) উক্ত জিলার জজ সাহেব যে সময়ের ও
পার্শ্ব আজ্ঞা করেন, তিনি সেই সময়ের ও সেই পার্শ্ব
আপনার হিসাব পালন করিবেন।

(৭) ভূস্বামীরা ১১২ ধারামতে যে কোন প্রার্থনা
করিতে পারিবেন, তিনি সেই প্রার্থনা করিতে
পারিবেন।

(৮) জিলার জজ সাহেবের আদালতের তাহাকে
পদচ্যুত করা যাইতে পারিবে, প্রকরণান্তরে নহে।

১০৮ ধারা। কোন মহাল বা তালুক কোর্ট অব

ওয়ার্ডসের কার্যাব্যাক্ততায়
সহাধিকারিগণকে কা-
র্যাব্যাক্ততা ভার প্রাপ্ত
করিবার ক্ষমতার কথা।

যদি জিলার জজ সাহেব ঐরূপ হুজুম জমা, স
সাধারণের অনুমতি বা ব্যক্তিগতভাবে স্বত্বের হান
বিনা সহাধিকারিগণের দ্বারা কার্যাব্যাক্ততা চলিবে, তবে
তিনি যে কোন সময়ে সহাধিকারিগণকে উক্ত মহালের
বা তালুকের কার্যাব্যাক্ততা ভার প্রাপ্ত করিবার
আদেশ করিতে পারিবেন।

১০৯ ধারা। হই কোর্ট সময়ে পূর্ব কএক ধারামত

বিধি প্রণয়ন করিবার
কর্ম নির্দেশ করিয়া বিধি
কর্ম করিতে পারিবেন।

১০ম অধ্যায়।

স্বত্বের লিপি ও খাজনার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।
স্বত্বের লিপির কথা।

১১০ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্টে যেকোন স্থলে
স্বত্বের লিপি প্রস্তুত
করিবার আজ্ঞা দিতে
পারিবার কথা।
মাস্তুলসভাধিষ্ঠিত জীবিত গবর্ণর
জেনরল সাহেবের অনুমতি
প্রাপ্ত পূর্বে এবং পক্ষান্তরে
কোন স্থলে উচিত বোধ করিলে
একরূপ অনুমতি প্রাপ্ত না করিয়া একরূপ আজ্ঞা করিতে
পারিবেন, যে সময়ের স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত
রাজস্ব কর্মচারী কর্তৃক কোন স্থানের সমুদয় প্রজাদের
বা কোন শ্রেণীর প্রজাদের স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করা
যাইবে।

(২) নিম্নলিখিত স্থলে মাস্তুলসভাধিষ্ঠিত জীবিত
গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি পূর্বে গ্রহণ না
করিয়া এই ধারামতে আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে,
অর্থাৎ—

(ক) যে স্থলে ভূম্যধিকারী কিংবা ভূম্যধিকারীদের,
বা প্রজাদের অনেকাংশ লোকে উক্ত আজ্ঞা পাছবার
প্রার্থনা করেন, এবং খরচ দিবার নিষিদ্ধ স্থানীয় গবর্ণ-
মেন্টের আদেশমত তাহা আদায় করেন, সেই স্থলে ;

(খ) যে স্থলে একরূপ লিপি প্রস্তুত করিলে, সাধা-
রণতঃ প্রজা ও ভূম্যধিকারীদের মধ্যে যে বিরোধ বিদ্যমান
আছে, তাহা দূরীকরণের জন্য, তাহার নিষ্পত্তি বা নিবারণ
হইতে পারে, সেই স্থলে ; এবং

(গ) যে স্থলে গবর্ণমেন্ট বা কোর্ট অব ওয়ার্ডস
বাধার মালিক বা কার্যাব্যাহক, একরূপ কোন মহালের বা
ভালুকের মধ্যে উক্ত স্থান অন্তর্ভুক্ত থাকে, সেই স্থলে।

(৩) এই ধারামতে কোন আজ্ঞার বিজ্ঞাপন রাজ-
কীয় গেজেটে দেওয়া গেলে, তাহাই উক্ত আজ্ঞা যথা-
বিধি হইবার লিঙ্ক প্রমাণ হইবে।

১১১ ধারা। পূর্বে ধারামতে কোন আজ্ঞা করা গেলে

যে যে বিশেষ কথা লি-
পিবদ্ধ করিতে হইবে,
তাহা লিখিত করা যাইবে, ও
নিম্নলিখিত সমুদয় বা কতক-
গুলি তথ্যে থাকিতে পারিবে, অর্থাৎ—

(ক) প্রত্যেক প্রজার নাম ;

(খ) তিনি যে শ্রেণীর প্রজা, অর্থাৎ, তিনি ভালুক
স্বরূপ কি অধিকারিত হারে ভূমি ভোগকারি রায়ত কি
সম্বলীভূত নিষিদ্ধ রায়ত কি সম্বলীভূত শ্রমী রায়ত কি
কোর্কা রায়ত ;

(গ) তিনি যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার অবস্থান,
পারিবার ও মীমা ;

(ঘ) তদীয় ভূম্যধিকারির নাম ;

(ঙ) দেয় খাজনা ;

(চ) চুক্তিরূপে কি আদালতের আজ্ঞারূপে কি
প্রজাদের উক্ত যে প্রকারে উক্ত খাজনা দাখিল হইয়া
থাকে তাহা।

(ছ) খাজনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকিলে, যে
সময়ে ও যে ধরনে বৃদ্ধি হয় তাহা ;

(জ) কোন বিশেষ নিয়মে প্রজা ভূমি ভোগ
করিলে তাহা।

১১২ ধারা। ভূম্যধিকারী বা ভালুককারি প্রার্থনা করিলে
ও যত টাকা খরচ দিবার আ-
দেশ করা হইয়া আদায়িত করিলে,
এতদ্বারা স্থানীয় গবর্ণমেন্টে যে
বিধিপ্রণয়ন করেন সেই বিধি
মান্য ও তদনুসারে কোন
রাজস্ব কর্মচারী কোন মহাল
বা ভালুক বা ভাগীর কোন অংশ সম্বন্ধে পূর্বে ধারার
নিষিদ্ধি বিশেষ কথা নিরূপণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে
পারিবেন।

১১৩ ধারা। (১) রাজস্ব কর্মচারী এই লিপি সম্পূর্ণ
করিলে স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বিধি-
ক্রমে যে প্রকারে ও যত কাল
প্রকাশ করিবার আদেশ দেন,
সেই প্রকারে ও ততকাল এই লিপির পাণ্ডুলেখা এই
স্থানে প্রকাশ করা হইবে, এবং উক্ত কাল মধ্যে এই লিপির
কোন লেখা সম্বন্ধে যেকোন আপত্তি করা যায়, তাহা
গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

(২) উক্ত কাল অতীত হইলে, রাজস্ব কর্মচারী
উক্ত লিপি চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিয়া ফেলিবেন ও স্থানীয়
গবর্ণমেন্টে বিধিক্রমে যে প্রকারে প্রকাশ করিবার আদেশ
করেন, সেই প্রকারে তাহা এই স্থানে প্রকাশ করা হইবে,
এবং উক্ত লিপি এই অধ্যায়মতে যথা বিধি প্রস্তুত করা
গিয়াছে, একরূপ প্রকাশ করণই তাহার সিদ্ধান্ত
প্রমাণ হইবে।

১১৪ ধারা। পূর্বে ধারামতে উক্ত লিপি চূড়ান্তরূপে
প্রকাশ করিবার পূর্বে কোন
নিষিদ্ধ লেখা সম্বন্ধে
বিবাদ হইলে রাজস্ব
কর্মচারী
তাহাতে কোন কথা লিখিবার
প্রণালী
প্রস্তাব করিলে বা লিখিলে
যদি তাহার শুদ্ধতাসম্বন্ধে বিবাদ উদ্ভূত হয়, তবে
রাজস্ব কর্মচারী এই বিবাদ জবাব করিয়া নিষ্পত্তি করি-
বেন, এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য প্রণালীবিষয়ক
আইনে মোকদ্দমার বিচার করিবার যে কার্য প্রণালী
নির্দিষ্ট আছে, এই আইনমতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের
প্রণীত বিধি মানিয়া উক্ত কার্যপক্ষে সেই কার্য প্রণালী
অবলম্বন করিবেন, এবং তাহার নিষ্পত্তি ডিক্রীর ভূমি
এবং হইবে।

১১৫ ধারা। (১) পূর্বে ধারামতে রাজস্ব কর্মচারী-
দের নিষ্পত্তির উপর আপীল
করিবার নিষিদ্ধ স্থানীয় গবর্ণ-
মেন্ট এক বা একাধিক ব্যক্তিকে
বিশেষ জজ বলিয়া নিযুক্ত
করিবেন।

(২) পূর্বে ধারামতে রাজস্ব কর্মচারীর নিষ্পত্তির
উপর বিশেষ জজের নিকট আপীল হইতে পারিবে ;
এবং আপীলসম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য প্রণালী
বিষয়ক আইনে যে সকল বিধান আছে, তাহা উক্ত
আপীলসম্বন্ধে যতদূর খাটিতে পারে খাটিবে।

(৩) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য প্রণালী বিষয়ক
আইনের ৪২ অধ্যায়ের প্রথম দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিশেষ
জজ হাই কোর্টের অধীন আদালত হইলে যেরূপ হইত,
উক্ত অধ্যায়ের বিধানের নিয়মানুযায়ী তাহার নিষ্পত্তির
উপর হাই কোর্টে সেইরূপ আপীল হইতে পারিবে।

১১৬ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে যে লিপির
এ লিপির যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ আছে
সম্বন্ধে বিবাদ না থাকে
তাহা অনুমানমত প্রমাণ
বিশিষ্ট প্রমাণ হইবার কথা।
প্রস্তুত করা যায় তাহা হইবে
যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ আছে
ও যে যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ
নাই, তাহা প্রমাণ করিয়া নিশ্চয়
করিতে হইবে।

(২) উক্ত লিপির যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ নাই,
তাহা বিপরীত দর্শন না গেলে শুদ্ধ বলিয়া অনুমান
হইবে।

খাজানা ধাৰ্য্য হইবার বিধি।

১১৭ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট উচিত পোষ
করিলে, পশ্চাৎলিখিত কোন
স্থলে একরূপ আদেশ দ্বারা
আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে
কোন স্থানের অনুষ্ঠিত সমুদয়
প্রকার বা কোন প্রকার প্রকার
খাজানা, স্থানীয় গবর্ণমেন্টের এতদ্বারা সম্বন্ধে যে আদেশ
কর্মচারীদিগকে নিযুক্ত করিল, তাহা দ্বারা সাধা
হইবে।

কিন্তু একরূপ আজ্ঞা করা বাধ্যন্বয়, স্থানীয় তদন্ত
নইবা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের একরূপ প্রদর্শন না জন্মিলে,
উক্ত গবর্ণমেন্ট একরূপ আজ্ঞা করিবেন না।

(২) নিম্নলিখিত স্থলে এই ধারামতে আজ্ঞা করা
বাইতে পারিবেন, অর্থাৎ,

(ক) যে কোন স্থলে স্বতন্ত্র লিপি প্রস্তুত করিতে
এই অধ্যায়মতে কোন রাজস্ব কর্মচারীর প্রতি আদেশ
করা যায়, এবং

(খ) যে স্থলে কোন স্থান সম্বন্ধে রাজস্ব ধাৰ্য্য
হইতেছে।

(৩) এই ধারামতে রাজস্বের গেজেটে কোন
আজ্ঞার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, উক্ত বিজ্ঞাপনই উক্ত
আজ্ঞা যথানির্ণয় হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে, এবং
কোন আজ্ঞা একরূপে বিজ্ঞাপিত হইলে, তাহা যতকাল
একরূপে বিজ্ঞাপিত আজ্ঞাক্রমে রহিত না হয়, ততকাল
এবল থাকিবে।

(৪) কোন প্রজ্ঞানের সম্বন্ধে এই ধারামতে আজ্ঞা
এবল থাকিতে, কোন দেওয়ানী আদালত এই আইন-
মতে উক্ত প্রজ্ঞানের খাজানা রাজ বা কম করিবার
মৌকদ্দমা গ্রহণ করিবেন না।

১১৮ ধারা। (১) কোন রাজস্ব কর্মচারী এই অধ্যায়-
মতে খাজানা ধাৰ্য্য করিবার
খাজানা ধাৰ্য্য করিবার
কাৰ্য্যপ্রণালীর কথা।
আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে, ১১১ ধারার
নির্দিষ্ট বিশেষ কথা ও স্থানীয়
গবর্ণমেন্টে অন্য কোন কথা নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ ক-
বার আদেশ দিলে সেই অন্য কথা নির্ণয় করিয়া লপি-
বদ্ধ করিবেন।

(২) ১ একরূপমত লিপিতে উক্ত কর্মচারী কোন
কথা লিখিয়া থাকিলে বা নির্ণয় প্রদান করিলে,
তাহার শুদ্ধতা সম্বন্ধে, পশ্চাৎলিখিত বিধানমতে
জমাবন্দী চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার পূর্বে কোন
সময়ে বিবাদ উত্থাপিত হইলে, ১১৪ ও ১১৫ ধারার
বিধান থাকিবে।

(৩) যে তাগুতের খাজানা পরিবর্তিত হইতে পারে
সেই তালুক হইবে। কিন্তু দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাওতের
বোত হইলে জমাদিনকারীর বা প্রচার প্রার্থনামতে উক্ত
কর্মচারী তৎসম্বন্ধে উৎসুক ও মায়া খাজানা ধাৰ্য্য
করিবে।

(৪) স্বাভাবিক বিশ্রীত দর্শনমত যাহা এই কার্য্যের
নিষ্পত্তি তিনি বা খাজানা উপর উক্ত ও মায়া বলিয়া
অনুমান করিবেন, বা খাজানা মায়া করিবার নিষ্পত্তি
দেওয়ানী আদালতের উপস্থাপিত এই আইনে যে
সকল বিধান নির্দিষ্ট হইল, তাহা প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

(৫) ৩৩৪ এর প্রথমত সমুদয় আইন ও কার্য্যের
উক্ত কর্মচারী এই আইনমতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের
প্রণীত বিধানমালা, দেওয়ানী মকদ্দমার কার্য্যপ্রণা-
লী বিষয়ে আইনের নির্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিবেন
এবং একরূপ প্রত্যেক আনুষ্ঠানিক কার্য্যে তাঁহার নিষ্পত্তি
নিজের তুল্য বলবৎ হইবে।

(৬) একরূপ প্রত্যেক নিষ্পত্তির উপর ১১২ ধারা-
মতে উক্ত বিশেষ প্রজ্ঞার একটি প্রতিলিপি হইতে
পারিবে। তাহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে, কিন্তু তাহা
এই আইনের অধীন থাকিবে, যে এই ধারার (২)
প্রথমত হইবার আপীলে যদি হাই কোর্ট, যে সকল
বিশেষ কথা বহিরা কোন যোড়ের খাজানা ধাৰ্য্য হই-
য়াছে, তদ্বারা কোন কথা সম্বন্ধে বিশেষ প্রজ্ঞার
নিষ্পত্তি পরিবর্তন করেন, তবে উক্ত কোর্ট এই যোড়ের
নিষ্পত্তি নূতন খাজানা ধাৰ্য্য করিতে পারিবেন, কিন্তু
তাঁহা সাধা করিবার জন্য এই জমাবন্দীর মধ্যে সেই
প্রণালী অনুযায়ী যোড়ের প্রকরণ খাজানা এই ধারামতে
নির্দিষ্ট বা ধাৰ্য্য হইয়া থাকে, তাহা দেখিয়া চলিবেন।

(৭) রাজস্ব কর্মচারী যে সকল বিশেষ কথা
লিখিতে ও যে খাজানা ধাৰ্য্য কতে আদেশ প্রাপ্ত
হন, সেই সকল বিশেষ কথা ও খাজানা লিখিলে ও ধাৰ্য্য
করিলে তিনি এক বা একাধিক জমাবন্দীর পাঠ-
লেখা প্রস্তুত করিবেন। তিনি যে যে বিশেষ কথা
লিপিবদ্ধ করেন ও খাজানা ধাৰ্য্য করিলে যতটা
খাজানা ধাৰ্য্য করেন তাহা উক্ত জমাবন্দীতে দেখাইতে
হইবে।

(৮) জমাবন্দী ১১৩ ধারার মধ্য ধারী লিপি
হইলে, ১১৩ ধারা তৎসম্বন্ধে প্রকরণ চিহ্নিত, এই
ধারামতে প্রত্যেক জমাবন্দী সম্বন্ধেও সেইরূপ থাকিবে
এবং এই ধারা (১) প্রকরণ তৎসম্বন্ধে কোন
জমাবন্দীতে যে সকল কথা লেখা যায় তৎসম্বন্ধে
১১৬ ধারা থাকিবে।

১১৯ ধারা। পূর্বে ধারামতে কোন খাজানা পরি-
বর্তন করা গেলে, জমাবন্দী
যে সময়ে খাজানার
পরিবর্তন কলবৎ হইবে
তাহার কথা।
চূড়ান্তরূপে একজন কার-
বার পরবর্তী কৃষিবৎসরের
প্রারম্ভ বধি এই পরিবর্তন
কলবৎ হইবে।

১২০ ধারা। ১১৮ ধারার (৩) একরূপমতে কোন
যোড়ের খাজানার টাকা ধাৰ্য্য
করাইবার নিষ্পত্তি কোন
জমাদিনকারীর প্রার্থনা করিবার
পূর্বে থাকিলে, জমাদিনকারীর
উৎকর্ষগাথন কিম্বা বোতের পরিমাণ পরিবর্তন হেতুক

না হইলে এই অধ্যায়সভে যোক্তের যে খাজানা নির্ণীত বা গাছ হয়, তাহা অবশ্যই চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার তারিখ অবধি পনের বৎসর পাল মধ্যে হুজি করা যাইবে না।

অতিরিক্ত বিধানের কথা।

১২১ ধারা। একজন ভূস্বামিকারীর, কিম্বা অনেক ভূস্বামিকারীর ও প্রচার প্রার্থনা-তে, কিম্বা প্রজা ও ভূস্বামিকারীদের মধ্যে গুরুতর বিবাদ নিষ্পত্তি বা নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে, এই অধ্যায়সভে কোন আদেশ করা গেলে,

কেবল এই অধ্যায়সভার বিধান সকল কার্যে নিযুক্ত সমুদয় কর্মচারীদের বেতন এবং যে সকল কর্মচারীরা আপন রাজকীয় কর্মসম্পাদিত উক্ত বিধান সকল কার্যে নিযুক্ত থাকেন তাঁহাদের বেতনের যে অংশ স্থানীয় গবর্নমেন্ট সময়েই প্রদান করেন, সেই অংশ সময়ে উক্ত বিধান কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে গবর্নমেন্টের যে সমুদয় খরচ পড়ে, তাহা এই স্থানের যে ভূস্বামিকারী ও প্রজাদের খাজানা এই অংশ সময়ে প্রদান বা নির্ণীত হয়, তাঁহারা স্থানীয় গবর্নমেন্ট প্রত্যেক মাসে সমুদয় ভাবগতিক বিবেচনায় প্রকৃত প্রকায়ীমতে স্থির করিয়া দেন, সেই-রূপ কার্যক্রমেই সিদ্ধেন; এবং কোন ব্যক্তির এরূপ খরচের যে ভারস্থানীয় অংশ দিতে হয়, তাহা তাঁহার দেবা বাকী রাজস্বের ন্যায় তাঁহার স্থানে আদায় করা যাইতে পারিবে।

১২২ ধারা। কোন প্রজাসভ সম্বন্ধে ১১১ ধারার নিম্ন প্রস্তাব হইয়া থাকিলে, অবশ্যই তা-জানা পক্ষীয় অনুমান বা খাতিয়ার কথা।

(খ) একবনের লিখিত বিশেষ কথা এই অধ্যায়সভে লিপিবদ্ধ করা গেলে পর ৬৪ ধারায়-তস্থান তৎসম্বন্ধে খাতিয়ে না।

১১শ অধ্যায়।

তারের তালিকাভিকর বিধি।

১২৩ ধারা। স্থানীয় গবর্নমেন্ট রাজকীয় গেজেটে আজ্ঞা প্রদান করিয়া কোন রাজস্ব কর্মচারীকে একমুখে স্থানীয় গবর্নমেন্টের নিযুক্ত আদেশসময়ের সাহায্যে কোন

তালিকা প্রস্তুত করি-বার আদেশ দিতে পারি-বার কথা।

স্থানের জন্য এইরূপ একটা তালিকা প্রস্তুত করিবার উপায় অবলম্বন করিতে আদেশ দিতে পারিবেন, যাহাতে উক্ত স্থানের অন্তর্গত প্রত্যেক প্রজার ভূমির নির্দিষ্ট উপযুক্ত ও ন্যায্যমতে মখলীসত্ববিশিষ্ট রায়তের দেয় খাজানার হার দেখান যাইবে।

১২৪ ধারা উক্ত তালিকার তালিকাভিকর বাণী দেখা থাকিবে তাহার কথা। এই এই কথা দেখা থাকিবে, যথা,

(ক) ভূমির প্রকৃতি, অবস্থান, জলসেচনের উপায় ও তৎসঙ্গে অন্যান্য বিষয় বিবেচনায় যে কর প্রজার ভূমির জন্য ভিন্ন ভিন্ন খাজানার হার প্রদান করা আ-শ্যক হয় তাহা; এবং

(খ) এরূপ প্রত্যেক প্রজার ভূমি যে মখলীসত্ববিশিষ্ট রায়তেরা ভোগ করে, উপযুক্ত ও ন্যায্যমতে তাহাদের দেয় খাজানার হার।

১২৫ ধারা। ১২৪ ধারা-যে বিধি অনুসারে মতে কোন প্রজার ভূমির খাজা-নার হার প্রদান করিবার সময়ে নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(ক) তালিকা প্রস্তুত করিবার সময়ে উক্ত প্রজার ভূমির জন্য মখলীসত্ববিশিষ্ট রায়তেরা ন্যায্যমতে যে হারে খাজানা দিয়া থাকে, তৎপ্রতি;

(খ) যে সময়ে হার প্রদান হয় সেই সময়ে ঐ স্থানে চলিত বাজারে প্রচলিত খাদ্য শস্যের গড় মূল্য ছিল, অথবা উক্ত সময় কিম্বা সেই সময়ের গড় মূল্য হইলে তাহা যাহাতে না পারিলে, অন্য যে সময় তুল-নার নিমিত্ত লওয়া ন্যায্য ও প্রযুক্ত বোধ হয়, সেই সময়ে যে গড় মূল্য ছিল। তাহার প্রতি;

(গ) যে সময়ে তালিকা প্রস্তুত করা যায় সেই সময়ে ঐ স্থানে বা চলিত বাজারে প্রচলিত খাদ্য শস্যের গড় মূল্য ছিল, তাহার প্রতি; এবং

(ঘ) নিম্নলিখিত বিষয় প্রতি, অর্থাৎ, যদি প্রচলিত খাদ্য শস্যের গড় মূল্য হুজিহেতু কোন প্রজার ভূমির খাজানার হার হুজি করা যায়, তবে পুর্বে গড় মূল্যের সহিত বৃদ্ধিত গড় মূল্যের যে অমুপাত থাকে, পুরাতন হারের সহিত হুজি হারের তদপেক্ষা উক্ত অমুপাত না হইবে না, এই বিষয় প্রতি।

কিন্তু কোন প্রজার ভূমির নির্দিষ্ট প্রদান করা হার উপর হার অপেক্ষা তাঁহার চারি আনার অধিক হইবে না।

১২৬ ধারা। উক্ত রাজস্ব কর্মচারী এই তালিকা প্রস্তুত করিলে, উহা যে স্থান সম্প্রদায়ের তরফে প্রচলিত মৌরীর তাহার তিনি, স্থানের গবর্নমেন্ট সময়েই প্রচারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে উক্ত স্থানে ঐ তালিকা প্রকাশ করিবেন।

১২৭ ধারা। তালিকার কোন লেখ্যসম্বন্ধে কোন ব্যক্তির আ-তি থাকিলে তিনি এরূপ রাজস্ব কর্মচারীর আপত্তি প্রদান করিবার পর এক মাস নিষ্পত্তি করিতে পারি-মধ্যে উক্ত রাজস্ব কর্মচারীর নিকট দরখাস্ত করিতে পারি-বেন; এবং রাজস্ব কর্মচারী আদেশসময়ের সাহায্যে এরূপ আপত্তি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং তালিকা পরিবর্তন বা সংশোধন করিতে পারিবেন।

১২৮ ধারা। উক্ত এক মাস কালের মধ্যে আপত্তি করা না গেলে অথবা আপত্তি করা গেলেও তাহার নিষ্পত্তি হইলে পর, রাজস্ব কর্মচারী খেতের কিসামের সাহায্যে যাহা রোয়ান্ডে যোক্তে উক্ত তালিকা অনুবোধনের নির্দিষ্ট পাঠাইবেন, এবং তৎসঙ্গে আপনার কার্যবিবরণ, প্রত্যেক বিষয়ে তিনি যে নিষ্পত্তি করেন তাহার ছেতু লিখিয়া রিপোর্ট ও যের আপত্তির দরখাস্ত পাওয়া গিয়া থাকে তাহাও পাঠাইবেন।

১২৯ ধারা। রেবিনিউ বোর্ড যে প্রকারে উচিত

ভাণ্ডার হইলে রেবিনিউ বোর্ডের কার্যপ্রণালীর বর্ণনা।

পাঠান যায় বা পরে যে কোন আপত্তি করা যায়, তাহা সম্পূর্ণরূপে বা অংশে গ্রাহ্য করিতে পারিবেন, অথবা অতিরিক্ত অনুসন্ধানের নিমিত্ত মোকদ্দমা দিরাইয় দিতে পারিবেন।

১৩০ ধারা। বোর্ড হায়েন্ড তালিকা অনুসন্ধান

চূড়ান্ত অনুসন্ধানের পর তালিকা প্রকাশ করি যাক্কা।

দেখিলে পর, যে কোন রূপে উচিত বোধ করেন, উহা সংশোধন করিতে পারিবেন, এবং উচিত বোধ না হলে এইরূপ আদালত দিতে পারিবেন, যে উক্ত তালিকা বা সংশোধিত তালিকা যে স্থানে সন্নিবেশিত সেই স্থানের নির্দেশ দ্বিতীয় রাজ্যীয় গোজটে প্রকাশ করা যাইবে।

১৩১ ধারা। কোন স্থান সংক্রান্ত তালিকা পূর্ক

তালিকা যত কাল প্রবল থাকিবে তাহার বর্ণনা।

গবর্ণমেণ্ট পনের বৎসরের অতীত বা ত্রিশ বৎসরের অনধিক যত কাল প্রবল থাকিবার আদেশ করেন, তত কাল প্রবল থাকিবে।

১৩২ ধারা। ১৩০ ধারামতে তালিকা প্রকাশ করা

তালিকা প্রকাশ করা হইবার কথা।

হইবে, অর্থাৎ,—

(১) তালিকা প্রস্তুত করিবার কাল এই আইন অনুসারে যথানিয়মে করা হইয়াছে; এবং

(২) এই আইনে প্রকারান্তরে বিধান না থাকিলে, প্রত্যেক প্রণীত ভূমির নিমিত্ত তালিকায় যেহেতু উক্ত হয় তাহা উক্ত তালিকা যে স্থানে বসে, সেই স্থানের অন্তর্গত ঐ প্রণীত ভূমির জন্য দখলীস্বত্বনিশিষ্ট রায়ভেদে মের উপযুক্ত ও প্রযোজ্য হার।

১৩৩ ধারা। কোন স্থানের নিমিত্ত হারের তালিকা

তালিকা প্রস্তুত করিতে যে খবর পড়ে তাহা যে-রূপে নিতে হইবে তাহার বর্ণনা।

অংশ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে নিরূপণ করেন, সেইরূপ অংশ সময়ে ঐ তালিকা প্রস্তুত করিতে গবর্ণমেণ্টের সে পরচ পড়ে, তাহা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে যেহেতু হারহারীমতে স্থির করিয়া দেন, সেইরূপ হারহারীমতে উক্ত স্থানের দখলীস্বত্বনিশিষ্ট রায়ভেদে ও ভূমাসিকারীরা দিবে; এবং কোন ব্যক্তির উক্ত হারের হারহারীমতে অংশ নিতে হইবে, তাহা তাহার দেনা নাকী ভূমির

রাজস্বের মায়া তাঁহার স্থানে আদায় করা যাইতে পারবে।

১৩৪ ধারা। পূর্ক এক ধারামতে কোন স্থানে কোন

যেখানে তালিকা প্রবল থাকিলে, উক্ত স্থানের অন্তর্গত যে যো. কোন দখলীস্বত্ব নিশিষ্ট রায়ভেদে মেরা-রূপে প্রণীত হইয়া ভোগ করে,

সেই যোভের ভূমাসিকারী উক্তকালে মেরা প্রণীত এই দখলীস্বত্ব করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, যে তালিকার নির্দিষ্ট হারে যে প্রণীত হইবে তথ উক্ত হারপেই কম। তাহা হইলে আদালত তালিকা নির্দিষ্ট হারামতে প্রণীত হইয়া দ্বিক্রি করবেন। কিন্তু

১ম।—হায়েন্ড কিম্বা তাঁহার স্বার্থগত পূর্কধিকারী ভূমি ভোগ করিতে অসম্মত করিবার পরে ভূমি ভূমিসম্বন্ধে যে পরিবর্তন ঘটিত হইয়াছে, তন্নিমিত্ত যদি যোভের অন্তর্গত কোন ভূমির প্রণীত এই ধারামতে উক্ত হারে প্রণীত করিতে হয়, এবং উক্ত পরিবর্তন না ঘটিলে যদি তাহা এই ধারামতে নিম্নতর হারে প্রণীত করা যাইত, তবে নিম্নমিতি ৩ বিধি থাকিবে, যথা,—

(১) যদি কেবল রায়ভেদ বা ভূমির স্বার্থগত পূর্কধিকারির পরিশ্রমে বা খরচে ঐ পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে, তবে আদালত নিম্নতর হারে ঐ ভূমির প্রণীত প্রণীত করিবেন;

(২) যদি অংশে ভূমাসিকারির কিম্বা ভূমির স্বার্থগত পূর্কধিকারির পরিশ্রমে বা খরচে, এবং অংশে রায়ভেদ কিম্বা ভূমির স্বার্থগত পূর্কধিকারির পরিশ্রমে বা খরচে ঐ পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে, তবে আদালত মোকদ্দমের সমুদয় ভূমাসিকারি বিবেচনায় কেবল উপযুক্ত ও প্রযোজ্য হারে, উক্ত হারে ও নিম্নতর হারের মধ্যে ঐ একরূপ হারে উক্ত ভূমির প্রণীত প্রণীত করিবেন; এবং

(৩) ভূমাসিকারি বা রায়ভেদ কিম্বা তাঁহার দখলীস্বত্ব স্বার্থগত পূর্কধিকারির পরিশ্রমে বা খরচে উক্ত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, যদি ইহার প্রমাণ না হয়, তবে আদালত উক্ত হারে ও নিম্নতর হারের অন্তরস্থ অর্ধেকের সহিত নিম্নতর হারে প্রণীত হইয়া সেই হারে উক্ত ভূমির প্রণীত প্রণীত করিবেন।

২য়।—এই ধারামতে যে চান থাকে, চুক্তি বা দেখা-চারক্রমে কিম্বা যৌথ মাফা করণে রায়ভেদ হারপেই নিম্নতর হারে ভোগ করিবার অধিকারী ইহা প্রমাণ করিলে, আদালত নিম্নতর হারে প্রণীত প্রণীত করিবেন।

৩য়।—এই ধারামতে প্রণীত হইয়া যে সকল ভিক্রী হয় তৎ প্রতি ৪৯ ধারা বর্তবে; এবং প্রণীত হইয়া অপেক্ষা কম হইতে কিম্বা মূল্যবদ্ধ হইতে পরিয়া ৫ ধারামতে প্রণীত হইয়া মোকদ্দমা হইলে যেহেতু হারভেদ, সেইরূপ এই ধারামতে সমুদয় প্রণীত হইয়া মোকদ্দমার প্রতি ৫০ ধারা বর্তবে।

উদাহরণ।

(ক) কোন প্রকারে ভূমির জন্য তালিকায় এইরূপ প্রণীত আছে,—

কৃষি হইতে ভূমিতে অসংগত করা

গেলে ... একর প্রতি ৪ টাকা।
রূপে সংগত করা যা গেলে... একর প্রতি ২ টাকা।

দখলীসহবিশিষ্ট রায়ত আবাদ, বলরাম, চন্দ্র ও দীপ-
খাথের যোত, এই প্রকারের ভূমি। এই যোতের অন্তর্গত ভূগ
হইতে ভাগিতে জনসংখ্য হয়।

আবদার যোতের কু পুরাতন, প্রজন্মসৃষ্টির পূর্বে
হইতে আছে। বলরামে যোতের কু প্রজন্মসৃষ্টি হইবার
ভূমিধারী প্রস্তুত করাইয়াছেন। চন্দ্র যোতের কু পুরাতন
প্রস্তুত করাইয়াছেন। দীপখাথের যোতের কু ভূমিধারী
ও রায়ত প্রত্যেকে পরিপ্রেক্ষণে মাচন্দ্রশার কিয়দংশ দি
প্রস্তুত করাইয়াছেন। আবদ ও বলরামের যোতের
খাজানা একর প্রতি ৭২ টাকা করে, চন্দ্র যোতের খাজনা
একর প্রতি ২২ টাকা করে, এবং দীপখাথের যোতের খাজনা
২৭ টাকা ও ৪৭ টাকা এই উভয়ের মধ্যবর্তী যে হার
আদালত উপায় ও ন্যায় বিবেচনা করে, সেই হারে
খায়া করিতে হইবে।

(খ) কোষ এক প্রকারের ভূমির নিখিত তালিকায় যে
হার লিখিত আছে, তাহা নিম্নলিখিতরূপ :-

কোষ মদীর শাখা হইতে উক্ত ভূমিতে

জন সেন কণা গেলে

... একর প্রতি ৬৭ টাকা।

ঐরূপে জন সেন কণা বা গেলে ... একর প্রতি ২৭ টাকা।

দখলীসহবিশিষ্ট রায়ত ঈশান ও যোতের যোতের ভূমি
উক্ত প্রকারের, এবং তাহাতে চন্দ্র এবং পুরের প্রকৃপ জন
সেন কণা যাহা ন, বিস্তৃত হয়। যাহা বিস্তৃত হয় তাহা মদীর
গতি পরিবর্তন হওয়ারও এই যোতের পার্শ্বে সূত্রন একটি
কলীশ খা হয়। ঈশান পক্ষ, বলরাম আদার যোত দখল
করিতেছেন, হার বিংশ বলরাম যাত্রা ঈশানের যোতের
খাজানা ২৭ টাকা করে এবং যারবের যোতের খাজানা ৪৭
টাকা করে খায়া করিতে হইবে।

১৩শ অধ্যায়।

ভূমামীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

১৩১ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে এইরূপ আদেশ-
সূচক আজ্ঞা করিতে পারিবেন
যে, কোন নিদিষ্ট স্থানে ৩০
ধারা। মর্শ্বী, মর্শ্বী ভূমামীর
নিজ জমী বলিয়া যে সকল জমী
থাকে, কোন রাজস্ব কর্মচারী
তাহা তরীপ করিয়া লিপিবদ্ধ
করেন।

১৩২ ধারা। ভূমামীর নিজ জমী বলিয়া কোন জমী
কথিত হইলে, উক্ত জমীর ভূমি-
মীর বা কোন প্রকার আর্জন-
মতে ও খরচের যত টাকা আদ-
শ্যক হয়, তিনি সেই টাকা
আদান করিলে, কোন রাজস্ব
কর্মচারী এরূপে স্থানীয় গব-
র্নমেন্টে যিনি প্রণয়ন করেন, সেই নিম্নে স্থানীয় ও
উদযুগার উক্ত জমী ভূমামীর নিজ জমী কি না, হইয়া
নিয়ম করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

১৩৩ ধারা। কোন রাজস্ব কর্মচারী পূর্বে দুই দবার
কোন ধা নিতে কার্য্যার্থে
করিলে, ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬
ধারা বিধান বহিবে।

নিজ জমী লিপিবদ্ধ
করিবার কার্য্যপ্রণালী
কথা।

১৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্ম-
চারী নিম্নলিখিত জমী ভূমি-
মীর নিজ জমী বলিয়া লিপি-
বদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খায়া, জেরাৎ, মের, নিজ নিজ যোত
বা খায়াত পশিয়া ভূমামীর নিজ আদান পরজ্ঞা
দ্বারা বা আদান চাকর দ্বারা বা কোন ভোগা মজুর দ্বারা
এই আদান বিধিবদ্ধ ভূমামীর আদানিত পূর্বে প্রমাণিত
বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয়, সেই
জমী এবং

(খ) যে আবাদী জমী আদানচারক্রমে ভূমামীর
খামার, জেরাৎ, মের, নিজ, নিজ যোত বা কামাও জমী
বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূমামীর নিজ জমী বলিয়া লিপি-
বদ্ধ করা উচিত কিনা, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে,
উক্ত কর্মচারী দেশ চার প্রতিক এবং ১৮৮৩ সালের
মার্ক মাসের ২ তারিখের পূর্বে ভূমামীর নিজ জমী বলিয়া
বিশেষ করিয়া এই জমী জমা দেওয়া হইয়াছিল কি না
এই কথা প্রতিক দৃষ্টি রাখিবেন; কিন্তু যাবৎ বিপরীত
দর্শন না যায়, তাবৎ উক্ত জমী ভূমামীর নিজ জমী
নহে, এইরূপ অনুমান করবেন।

(৩) জমী ভূমামীর নিজ জমী কিনা, এবিষয়ে
দেওয়ান আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, রাজস্ব
কর্মচারীর কাগজাদি প্রদর্শনীয় এই ধারায়
যে বিধি নির্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তাহা প্রতিক দৃষ্টি
রাখিবেন।

১৩শ অধ্যায়।

ক্রোক করিবার বিধি।

১৩৪ ধারা। কোন রায়তের বা কোর্সি রায়তের
ভূমামীর বা কোন খায়া
হইলে কোর্সি
পাওনা হইলে, ও এক বৎসরে
পারিবে তাহার কথা। অধিক কাল পাওনা হইয়া না
থাকিলে, এবং তৎক্ষণাৎ ভূমামীর
কারী কোন জমির না লইয়া থাকিলে, উক্ত ভূমামীর
আইনদেও অন্য যে প্রতিকার পাঠিতে পারেন, তাহা
রিক দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত দাখিল করিয়া এই
প্রাধিকার করিতে পারিবেন, যে উক্ত আদালত এই ক্র-
কের দখলে যাণ আছে,

(ক) এরূপ যে কোন শস্য বা ভূমির অন্য উৎপন্ন
এ যোত কাটা বা ভোণা না হইয়া থাকে, ও

(খ) এরূপ যে কোন শস্য বা ভূমির অন্য উৎপন্ন
উক্ত যোতে গিয়াছে এবং কাটা বা ভোণা গিয়া এই
যোতে বা শস্য বা ভিবার স্থানে, কিংবা (ক) উক্ত ভূমির
বা ভী তৎক্ষণাৎ (১) শস্য মাড়ই লুপ্ত করিয়া
স্থানে রাখ হইয়াছে,

তাহা ক্রোক করিয়া উক্ত দাবী খাজানা আদার
করেন।

কিন্তু

(১) বঙ্গদেশের ভূমি রেজিস্ট্রারী করণ বিধির
১৮৭৬ সালের আইন ৩ অর্থকরণাভূমার ভূমিধারীর
বা কার্য্যধারকের কিংবা তদীয় বন্ধুপ্রাণী তার নাম ও যে

ভূমি সম্বন্ধে বাকী খাজানার পাওনা হয় সেই ভূমিতে তাঁহার স্বার্থের পরিমাণ যদি উক্ত আইনের বিধানমতে রেজিস্ট্রী করা না হয়, তবে উৎকর্ষক কিম্বা

(২) পূর্বে কৃষি বৎসরে যোতের নিমিত্ত দেয় খাজানার অতিরিক্ত যে কোন টাকা লিখিত চুক্তিতে কিম্বা এই আইনমত বা এতদ্বারা রহিত করা কোন আইনমত কার্যাবলীক্রমে দিতে না হয়, সেই টাকা অংশের নিমিত্ত; কিম্বা

(৩) যোতের যে কোন অংশ প্রজা ভূমিস্বিকারীর লিখিত সম্মতি লব্ধি পেটাত্ত বিলি বরিয়াছে, সেই অংশের উৎপন্ন সম্বন্ধে,

এই ধারায়তে দরখাস্ত করা যাইবে না।

১৪০ ধারা। (১) পূর্বে যে পাঠ্যদরখাস্ত লিখিত-
তে হইবে তাঁহার কথা।
ধারায়তে এতোক দরখাস্তে
এই এই বিশেষ কথা লিখিত
থাকিবে,—

(ক) যে যোত সম্বন্ধে বাকী খাজানার দাওয়া হয় তাহা এবং তাহার মীমাংসা অথবা তাহা বাহাতে চেনা যায় এরূপ অন্যান্য রূপান্তর;

(খ) প্রজার নাম;

(গ) যে কালের বাকী খাজানার দাওয়া হয়, তাহা;

(ঘ) যত টাকা বাকী খাজানা এবং তাহার উপর সুদের দাওয়া থাকিলে, সেই সুদ, এবং পূর্বে কৃষি বৎসরে প্রজার দেয় খাজানা অপেক্ষা অধিক টাকার দাওয়া করা গেলে, যে চুক্তি বা স্থল বিশেষে, আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমে এই টাকা দেয় হয়, তাহা;

(ঙ) যে উৎপন্ন ক্রোক করিতে হইবে, তাহার ভাব ও আনুষ্ঠানিক মূল্য;

(চ) যে স্থানে উহা পাওয়া যাইবে, তাহা কিম্বা উহা চিনিবার নিমিত্ত অন্য যেহে রূপান্তর প্রচুর হয়, তাহা; এবং

(ছ) উহা জমিতে থাকিলে বা সংগ্রহ করা না গিয়া থাকিলে, যে সময়ে উহা কাটা বা সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা সেই সময়।

(২) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে আবদানপত্রে যেরূপে স্বাক্ষর করিতে ও সত্যপাঠ লিখিতে হয়, পূর্বেকল্পিত প্রত্যেক দরখাস্তে সেইরূপে স্বাক্ষর করিতে ও সত্যপাঠ লিখিতে হইবে; এবং এরূপ সত্যপাঠযুক্ত দরখাস্তে যদি এরূপ কোন কথা থাকে, যাহা সত্যপাঠকারী ব্যক্তি দিখা বদিয়া আনেন বা বিশ্বাস করেন, কিম্বা যাহা সত্য বলিয়া আনেন না বা বিশ্বাস করেন না, তবে দিখা সাক্ষা দিবার বা প্রস্তুত করিবার সমুদয়বিষয়ক বৎসালে যে আইন প্রচলিত থাকে, সেই আইনের বিধানানুসারে এই ব্যক্তির দণ্ড হইতে পারিবে।

১৪১ ধারা। (১) দরখাস্তকারী পূর্বে কল্পিত ধারায় দরখাস্ত পাইলে কার্য-
প্রণালীর কথা।
যত দরখাস্ত দাখিল করিবার
সময়ে দরখাস্তের কার্য পক্ষে
সাক্ষররূপ কোন দলীল প্রা-
দান করিবেচন করিলে, তাহা উক্ত আইনমতে দাখিল
করিতে পারিবে।

(২) আদালত উচিত বোধ করিলে দরখাস্তকারিকে পরীক্ষা করিতে পারিবে, ও যত দূর সাধা কম বিলম্ব করিয়া দরখাস্ত গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিবে, কিম্বা তাঁহার উপযোগী অধিকতর সাক্ষা দিবার নিমিত্ত দরখাস্তকারীর প্রতি অনুমতি দিতে পারিবে।

(৩) আদালত (২) প্রকরণমতে দরখাস্ত অবিলম্বে গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিতে না পারিলে, যদি উচিত বোধ করেন, দরখাস্তের লিখিত শর্ত ক্রোক করিবার আজ্ঞা জারী হইবার কিম্বা দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইবার অপেক্ষায় তাহা স্থানান্তর করিতে নিষেধ করিয়া আজ্ঞা করিতে পারিবে।

(৪) যে সময়ে উৎপন্ন শস্য কাটা বা সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা, তাঁহার অনেক দূর পূর্বে এই শস্য ক্রোক করিবার আদেশ করা গেলে, আদালত যত কাল উচিত বোধ করেন তত কাল এই আজ্ঞা জারী করণ সুগত রাখিতে পারিবে, এবং উচিত বোধ করিলে ক্রোকের আজ্ঞা জারী হইবার অপেক্ষায় এই শস্য স্থানান্তর করা নিষেধ করিয়া জারী এক আজ্ঞা করিতে পারিবে।

১৪২ ধারা। পূর্বে ধারায়তে দরখাস্ত গ্রাহ্য করা গেলে, আদালত প্রলিখিত উৎকর্ষক করিবার আজ্ঞা পল্লভমানি অথবা প্রণয়নাদির জারী হইবার কথা।
এ অংশ উচিত বোধ করিলে, সেই অংশ ক্রোক করিবার নিমিত্ত একজন কম্বলারী প্রেরণ করিবে, এবং এই উৎপন্ন শস্যনি যেখানে থাকে, উক্ত কম্বলারী সেইস্থানে গিয়া আদালত এই শস্যনি লইয়া অথবা আপনীর পক্ষে তাহা অন্য কোথা ব্যক্তির জিম্মা রাখিয়া এবং হাই কোর্ট সেই সময়ে যে বিধি করেন, তদনুসারে ক্রোকের বিজ্ঞপনপত্র প্রকাশ করিয়া এই উৎপন্ন শস্যনি ক্রোক করিবে।

কিন্তু যে উৎপন্ন শস্যনির ভাব বিবেচনায় তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখা যায় না, সেই শস্যনি কাটবার বা সংগ্রহ করিবার গোঁয়া হইবার পূর্বে দিনের নূন কোন সময়ে এই ধারায়তে তাহা ক্রোক করা যাইবে না।

১৪৩ ধারা। (১) ক্রোককারী কর্মচারী ক্রোক দাবীপত্র ও হিসাব করিবার সময়ে পাওনা বাকী খাজানার ও ক্রোক করিবার হারের দাবীপত্র লিখিত বাকী-
দারের উপর জারী করিবে এবং যেহেতুতে ক্রোক করিয়া তাহা দখল হইয়া এ সমস্ত এক হিসাব দিবে।

(২) যে স্থলে ক্রোককারী কর্মচারী এরূপ বিবাস করিবার কারণ দেখেন, যে বাকীদার ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি ক্রোকযুক্ত সম্পত্তির মালিক, সেই স্থলে তিনি উক্ত ব্যক্তির উপরও দাবীপত্রের ও হিসাবের নকল জারী করিবে।

(৩) দাবীপত্র ও হিসাব সাধা হইলে যে ব্যক্তির উপর জারী করিতে হইবে, নিজ তাহা কই দেওয়া যাইবে; কিন্তু যে ব্যক্তির উপর জারী করিতে হইবে সেই ব্যক্তি পলাইলে বা গোপনে থাকিলে, কিম্বা অন্য কারণে তাহাকে পাওয়া যাইতে না পারিলে, তিন সপ্তাহের যে বাটীতে বাস করেন সেই বাড়ির নিকটে উক্ত সম্পত্তারী উক্ত দাবীপত্রের ও হিসাবের নকল লাগাইয়া দিবে।

১৪২ ধারা। (১) এই ধারামতে ক্রোক হইলে তাহাতে কোন শস্যাদি কাটিতে বা তুলিতে বা সঞ্চিত করিতে কিম্বা তাণ্ডী উৎসাহরূপে রক্ষা করণার্থ অন্য যে কোন কাণ্ড করা আবশ্যিক হয়, তাহা করিতে কোন ব্যক্তির বাধা হইবে না।

(২) যে ব্যক্তির পূর্বোক্ত কার্য্য করিবার অঙ্গ থাকে, সেই ব্যক্তির ক্রটি হইলে, ক্রোককারী কন্মচারী ক্রোককৃত ক্ষেত্রস্থ ফসল বা অংশগুলীও শস্যাদি গাফিলিতে কাটা হইবে বা সংগ্রহ করা হইবে, এবং গোলা প্রভৃতি যে স্থান ভদ্রার্থে সচরাচর ব্যবহৃত হয়, তথায় কিম্বা নিকটস্থ অন্য কোন স্থানস্থানে এই ফসল প্রভৃতি সঞ্চিত করিয়া রাখিবেন কিম্বা তাহা উপযুক্ত মতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অন্য তাহা কিছু আবশ্যিক হয় তাহা করিবেন।

(৩) উভয় স্থলেই ক্রোককৃত সম্পত্তি ক্রোককারী কন্মচারীর জিম্মায় কিম্বা তিনি এতদ্বারা অন্য যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন, সেই ব্যক্তির জিম্মায় থাকিবে।

১৪৩ ধারা। (১) ক্রোক করিবার সমুদয় খরচা সমস্ত দাবীর টাকা অবিলম্বে শোধ করা না গেলে, সম্পত্তি ক্রোককারী কন্মচারী যেঃগণপত্র প্রচার করিবেন। তাহাতে ক্রোককৃত সম্পত্তির বিশেষ বৃত্তান্ত এবং যে দাবীর জন্য উক্ত ক্রোক করা যায়, তাহা লেখা যাইবে, এবং এষ্ট সম্ভাব দেওয়া যাইবে, যে তিনি ক্রোক করিবার পর তিন দিনের কম না হয় কিম্বা সাত দিনের অধিক না হয়, এরূপ কোন নির্দিষ্ট দিনে কোন স্থানে ক্রোককৃত সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা বিক্রয় করিবেন।

কিন্তু ক্রোককৃত শস্যের বা উৎপন্ন জবোর ভাব বিবেচনা তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখা যাইতে পারিলে কিন্তু সঞ্চিত না হইয়া থাকিলে, নীলামের দল এরূপ পার্থক্য করিতে হইবে যাহাতে এই দিনের পূর্বে এই শস্যাদি সঞ্চিত করণার্থ প্রস্তুত করিয়া রাখা যায়।

(২) যে ভূমির দাবী খাজানার দায়িত্ব হয়, সেট ভূমি যে গ্রামে থাকে, সেই গ্রামের কোন সুপ্রকাশ স্থানে এই ঘোষণাপত্র লাগাইয়া দেওয়া হইবে।

১৪৬ ধারা। ক্রোক করা জবায় যেখানে থাকে সেই নীলাম হইবার স্থানের স্থানে নীলাম করা যাইবে, কিম্বা যদি ক্রোককারী কন্মচারীর এরূপ মত হয়, যে নিকটস্থ সাধারণের সমাগমের স্থানে নীলাম হইলে, অধিকতর মূল্য পাইবার সম্ভাবনা, তবে সেই স্থানে নীলাম হইবে।

১৪৭ ধারা। (১) যে সকল ফসলের বা উৎপন্ন ক্ষেত্রস্থ শস্যাদি বিক্রয় করিতে পারিবার কথা। সঞ্চিত করিয়া রাখা যাইতে পারে, তাহা কাটিবার বা তুলিবার ও সঞ্চিত করণার্থ প্রস্তুত করিবার পূর্বে বিক্রয় করা যাইবে না।

(২) যে সকল ফসলের বা উৎপন্ন জবোর ভাব বিবেচনা তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারা যায় না, সেই সকল ফসল প্রভৃতি কাটিবার বা তুলিবার পূর্বে বিক্রয় করা যাইতে পারিবে; এবং ক্রেতা নিজ কিম্বা এতদ্বারা তাহার নিযুক্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা উক্ত ভূমিতে প্রবেশ করিয়া এই ফসল গভীরে রক্ষা করিতে ও তাহা কাটিতে বা তুলিতে গেলে, ফসল কিছু আবশ্যিক হয়, তাহা করিতে স্বত্ত্বান হইবে।

১৪৮ ধারা। নীলামকারক কন্মচারী যাহা পরামর্শসিদ্ধ জ্ঞান করেন, তদ্রূপ যে প্রকারে বিক্রয় এক বা অধিক লটে উক্ত করিতে হইবে তাহার সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা যাইবে; এবং ক্রেতা ও নীলাম করিবার খরচা সমস্ত দাবীর টাকা উক্ত সম্পত্তির ক্রয়দল বিক্রয় দ্বারা শোধ করা গেলে, তৎক্ষণাৎ অবশিষ্টাংশ সম্বন্ধে ক্রেতা উঠাইয়া দেওয়া যাইবে।

১৪৯ ধারা। উক্ত সম্পত্তি নীলামে চড়ান গেলে, যদি বিক্রয় সঞ্চিত রাখি, নীলামকারক কন্মচারীর বিবেচনা করিয়া চায় তাহার মাধ্যম দ্বারা ডাক না হয়, এবং এই সম্পত্তির মালিক অথবা তাহার পক্ষে কাণ্ড করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি পরদিন পর্য্যন্ত কিম্বা নীলামের স্থানে হাজি হইয়া থাকিলে, পরবর্তী ছাটের দিন পর্য্যন্ত নীলাম সঞ্চিত রাখিবার আর্থনা করেন, তবে উক্ত দিন পর্য্যন্ত নীলাম বন্ধ থাকিবে, এবং সেই দিন উক্ত সম্পত্তির নিমিত্ত যে যেটা মূল্য ডাক হউক না কেন বিক্রয় কার্য্য সম্পূর্ণ করা যাইবে।

১৫০ ধারা। এতদ্বারা ছাটের মূল্য নীলামের সময়ে, কিম্বা নীলাম প্রকৃত কন্মচারী উৎপাদে যত শীঘ্র দিবার আদেশ করেন, দেওয়া যাইবে; এবং এরূপে টাঙ্গা দেওয়া না গেলে, উক্ত সম্পত্তি পুনর্বার নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

১৫১ ধারা। সমস্ত ক্রেতার টাকা দেওয়া গেলে, নীলামকারক কন্মচারী ক্রেতাকে যে সর্টফিকেট দেওয়া যাইবে তাহার কথ্য। ক্রেতা যে সম্পত্তি ক্রয় করিলেন, এবং যে মূল্য দিলেন, এই সর্টফিকেটে তাহা লেখা থাকিবে।

১৫২ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে ক্রোক করা সম্পত্তির প্রত্যেক নীলামে যে নীলামের উৎপন্ন টাকা উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে যেখানে প্রয়োগ করিতে ইবে তাহার কথা। নীলামের খরচ দিবে।

এতদ্বারা দাবীর গবর্ণমেন্টে যে বিধি প্রণয়ন করবেন, সেই বিধির নিমিত্ত খরচের দায়িত্বস্বত্বের উক্ত খরচ দ্বারা যাইবে।

(২) যে দাবী খাজানার জন্য ক্রোক হয়, নীলামের দিন পর্য্যন্ত তাহার মূল্য সমস্ত সেই দাবী খাজানা শোধ করিতে অবশিষ্ট টাকা প্রয়োগ করা যাইবে; এবং কিছু উত্তর থাকিলে তা ব্যক্তির সম্পত্তি নীলাম হইবে, সেই ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবে।

১৫৩ ধারা। এই আইনমতে সম্পত্তি মীলানকারক কর্মচারীসমূহকে এবং তাঁহাদের কোন কর্মচারীদের নিযুক্ত বা অধীন সকল ব্যক্তিকে ক্রয় করিতে বা পাতিবার কথা।

উক্ত কর্মচারীদের মীলান করা কোন সম্পত্তি নিজ বা অন্যের দ্বারা ক্রয় করিবেন না।

১৫৪ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে ক্রোক করিবার পক্ষে এবং ক্রোক করা সম্পত্তির মীলানের পক্ষে দাবী করা হইবার পক্ষে কোন সময়ে যদি বাণীদার কোন ক্রোক করা সম্পত্তির মালিক বা ক্রোক করা হইলে তিনি, যে আদালত ক্রোকের আদেশ দেন, সেই আদালতে কিম্বা ক্রোককারী কর্মচারীর হস্তে ১৫৩ ধারামতে জারী করা দাবীপত্রের নির্দিষ্ট টাকা ও উক্ত দাবীপত্র জারী করা গেলে পর যে সকল খরচা পড়িয়া থাকে, তাহা আদান করেন, তবে উক্ত আদালত কিম্বা স্থল বিশেষে উক্ত কর্মচারী তাহার রসীদ দিবেন, এবং ঐ ক্রোক তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া লওয়া যাইবে।

(২) ক্রোককারী কর্মচারী এরূপ আদালত পাইলে, উক্ত তৎক্ষণাৎ উক্ত আদালতে দিবেন।

(৩) যদি বাণীদার বলেন, ক্রোক করা সম্পত্তির এরূপ মালিককে এই ধারামতে রসীদ দেওয়া গেলে, যে বাণীদারের নিমিত্ত ক্রোক করা যায়, সেই বাণীদারের অন্য পরদত্তী কোন দাওয়া হইতে তিনি সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি পাইবেন।

(৪) ক্রোক করা সম্পত্তির মালিক ক্রোকের ঠিকতার প্রতিবাদ করিয়া উক্ত স্থান পূরণ পাইবার দাওয়া করিয়া দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া না থাকিলে, এই ধারামতে আদালত করিবার তারিখ অবধি এক মাস গত হইলে পর আদালত ক্রোকের দরখাস্তকারীকে আদালতী টাকা হইতে তাহার পাল্লা টাকা দিবেন।

(৫) কোন অধস্তন প্রজা এই ধারামতে টাকা আদান করিলে, ভূমিধিকারী তাহা লইয়াছেন বলিয়া কেবল এই কারণে তিনি তাহার প্রচার হোত বা তাহার কোন অংশ পেটীও বিলি করিতে সম্মতি দিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

১৫৫ ধারা। (১) উক্ততন প্রচার ক্রটি হেতুক যে কোন অধস্তন প্রচার সম্পত্তি এই অধ্যায়মতে ঠিকভাবে ক্রোক করা যায়, তিনি পূর্ব ধারামতে কোন টাকা দিলে, তাহার নিজ ভূমিধিকারীকে যে খাজানা দিতে হয়, সেই খাজানা হইতে উক্ত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন, এবং সেই ভূমিধিকারী বাণীদার না হইলে, তিনি তাহার নিজ ভূমিধিকারীকে দেয় খাজানা হইতে প্রকৃতি উক্ত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন; এবং বাবৎ বাণীদার পর্যন্ত না পড়েছে তাবৎ এইরূপ চলিবে।

(২) কোন অধস্তন প্রজা পূর্ব ধারামতে কোন টাকা দিলে, এই ধারামতে উক্ত টাকার যে কোন অংশ কাটিয়া লন না, বাণীদারের হাথে তাহা আদান করণার্থ তাহার যে মোকদ্দমা পরিবার স্বত্ব আছে, এই ধারার কোন কথাক্রমে সেই স্বত্বের দ্বিগুণ হইবে না।

১৫৬ ধারা। ভূমি পেটীও বিলি করা গেলে, যদি উক্ততন ও অধস্তন একই সম্পত্তিক্রোককারী উক্ত ভূমিধিকারীর স্বত্বের মধ্যে তন ও অধস্তন ভূমিধিকারীর স্বত্বের মধ্যে এই অধ্যায়মতে বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে উক্ততন ভূমিধিকারীর স্বত্ব প্রবল হইবে।

১৫৭ ধারা। এই অধ্যায়মতে মত ক্রোকের আদেশ এবং ক্রোকের বিষয়ীভূত যে সম্পত্তি আটক সম্পত্তি আটক বা বিক্রয় করণার্থ কোন দেওয়ানী আদালতের মত আছে, এই উক্ত মত মতো বিরোধ উপস্থিত হইলে, ক্রোকের আদেশ প্রবল হইবে; কিন্তু উক্ত আদেশক্রমে ঐ সম্পত্তি মীলান করা গেলে, মীলানের উপর উক্ত টাকা যে আদালত আটক বা বিক্রয় করিবার আদেশ দেন, সেই আদালতের অনুমতিবিনা ১৫২ ধারামতে উক্ত সম্পত্তির মালিককে দেওয়া যাইবে না।

১৫৮ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন দেওয়ানী আদালত কোন অধস্তন করেন, তাহান উপর আপীল চলিবে না; কিন্তু যেহেতু ১৫৯ ধারামতে দরখাস্ত করিবার অসম্মতি নাই সেহেতু ১৫৩ ধারামতে দরখাস্ত হওয়ার পরে যাহার সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছে, সেই ব্যক্তি দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

১৪শ অধ্যায়।

বিচার সম্পর্কীয় কার্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

১৪৯। (১) হাই কোর্ট সময়েই স্থানীয় গবর্ণ-ভূমিধিকারী ও প্রচার মোকদ্দমার বর্তমানে যেহেতু মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন পরিবর্তিত করিবার ক্ষমতা রাখা।

কোন মোকদ্দমার প্রতিক্রিয়া এরূপ বিশেষ কোন প্রণালী মোকদ্দমার প্রতি বর্তিবে না, কিম্বা বিধির নির্দিষ্ট পরিবর্তন সহকারে বর্তিবে।

(২) এরূপে প্রণীত বিধির নিয়মাদিগে এবং এই আইনের অন্যান্য বিধানের নিয়মাদিগে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন এরূপ সকল মোকদ্দমার প্রতি বর্তিবে।

১৫০ ধারা। (১) যে ভূমি সম্পর্কে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে ভূমিধিকারী ও প্রচার মোকদ্দমা থাকে, তাহার দখল পাইবার মোকদ্দমা প্রচল করিতে যে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা থাকে, প্রজা ও ভূমিধিকারীর মধ্যে যে সকল মোকদ্দমা

উপস্থিত হয়, তাহার ক্ষেত্রে দেওয়ানী মোকদ্দমার কাগজ-প্রণালী বিষয়ক আইনের কাৰ্য্যপক্ষে সেই দেওয়ানী আদালতের বিচারালয় স্থানের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(২) এই আইন অনুসারে কোন দেওয়ানী আদালত ভূমাদিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে আত্মা করিতে ক্ষমতাপন্ন হইলে, ঐ যোতের দখল পাইবার মোকদ্দমা গৃহণ করিতে যে আদালতের ক্ষমতা থাকে, সেই আদালতে প্রার্থনা করিতে হইবে।

১৬১ ধারা। কোন ভূমাদিকারীর যে কোন ন্যায়ব

নায়েব বা গোমস্তাদেব বা গোমস্তা ভূমাদিকারীর আ-
বীকৃত মোস্তাফার হইবার করিত ক্ষমতাপত্রক্রমে এত-
কথা। মর্মে ক্ষমতা প্রাপ্ত জন, তিনি

একপ প্রত্যেক মোকদ্দমার কাগ্যপক্ষে দেওয়ানী মোকদ্দমার কাগ্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের অর্থমতে উক্ত ভূমাদিকারীর স্বীকৃত মোস্তাফার বলিয়া গণ্য হইবে। যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে, বা উপস্থিত থাকে, সেই আদালতের বিচারালয় স্থানের মধ্যে উক্ত ভূমাদিকারী উপস্থিত থাকিলেও এইরূপ হইবে।

১৬২ ধারা। উক্তরূপ মোকদ্দমা হইলে, দেওয়ানী

মোকদ্দমার বিশেষ মোকদ্দমার কাগ্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ৫৮ ধারার উল্লিখিত রেজিস্ট্রারের কথা।

বিশেষ রুতান্ড উক্ত ধারার নির্দিষ্ট দেওয়ানী মোকদ্দমার রেজিস্ট্রারে না লিখিয়া বিশেষ এক রেজিস্ট্রারে লিখিতে হইবে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে এতদর্থে সময়ে যে পাঠ নির্দেশ করেন, সেই পাঠ প্রত্যেক দেওয়ানী আদালত এই বিশেষ রেজিস্ট্রারে রাখিবেন।

১৬৩ ধারা। খাজানা আদায় খাজানার মোকদ্দমার কাগ্যপ্রণালীর কথা।
করিবার মোকদ্দমার নিম্নলিখিত বিধি থাকিবে।—

(ক) দেওয়ানী মোকদ্দমার কাগ্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১২১ অবধি ১২৭ পর্য্যন্ত ধারা ও ১২৯ ধারা ও ৩০৫ ধারা ও ৩২০ অবধি ৩২৫ পর্য্যন্ত ধারা এইরূপ কোন মোকদ্দমার থাকিবে না।

(খ) আরোহনপত্রে দেওয়ানী মোকদ্দমার কাগ্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫০ ধারার লিখিত বিশেষ কথাঃ অতিরিক্ত প্রজার ভোগকৃত ভূমির অবস্থান ও মাপ ও পরিমাণ ও সীমা লিখিতে হইবে, অথবা বাদী পরিমাণ ও সীমা দিতে অক্ষম হইলে তৎপরিবর্তে চিনিবার উপযুক্ত বর্ণনা দিতে হইবে।

(গ) কেবল ইমু ধাৰ্য্য করিবার নিমিত্ত সমন দেওয়া উচিত, আদালতের এরূপ মত না হইলে, এরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমার মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নির্দিষ্ট সমন দেওয়া হইবে।

(ঘ) প্রতিবাদীর উপর সমন জারী করিতে হইলে, যদি আদালত আদেশ করেন তবে অন্য কোন প্রকারে জারী করিবার অতিরিক্ত বা পরিবর্তে প্রতিবাদীর ন্যায় শিরোনামা দিয়া ও ভারতবর্ষীয় ডাকঘর বিষয়ক ১৮৬৬ সালের আইনের ৩য় খণ্ডমতে রেজিস্ট্রারী করিয়া পত্রদ্বারা ডাকযোগে সমন পাঠাইয়া তাহা জারী করা হইতে পারিবে।

(ঙ) আদালতের অসুস্থতা বিলা বর্ণনাপত্র দাখিল করা হইবে না।

(চ) আদালতের অসুস্থতা থাকুক বা না থাকুক, দেওয়ানী মোকদ্দমার কাগ্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১৮৯ ধারার সাক্ষীদের সাক্ষা লিপিবদ্ধ করিবার যে বিধি নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা থাকিবে।

(ছ) বাকীখাজানার নিমিত্ত উদ্দেশ্য করিবার ডিক্রী না হইলে, আদালত ডিক্রী দিবার সময়ে ডিক্রীদারের বাচনিক প্রার্থনামতে ঐ ডিক্রী জারী করিবার আত্মা দিতে পারিবেন।

(জ) দেওয়ানী মোকদ্দমার কাগ্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২০২ ধারার প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, কোন ভূমাদিকারী বাকী খাজানার যে ডিক্রী পান, সেই ডিক্রী যোগ্যকে প্রত্যাহার করিয়া দেওয়া যায়, তাহার প্রতি ভূমাদিকারীর ভূমিগত স্বার্থ বজ্জিত না থাকিলে তিনি ঐ ডিক্রী জারী করিবার পরখাত করিবেন না।

১৬৪ ধারা। (১) যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে, যে খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে তৃতীয় ব্যক্তির নিকট যে টাকা দেনা আছে, কিন্তু উত্তর স্বীকার করা যায়, তাহা দেয় যে বাদীর নিকট আছে, আদালতে দিবার কথা। তৃতীয় কোন ব্যক্তির নিকট ঐ খাজানা দিতে হইবে, তবে আদালত যাবৎ প্রতিবাদী আদালতে এরূপ দেনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা না দেয়, তাবৎ ঐ উত্তর প্রাপ্ত করিতে অস্বীকার করিবেন, অন্যথা বিশেষ হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) এরূপে টাকা দেওয়া গেলে, আদালত ঐ টাকা দিবার নোটিশ অবিলম্বে ঐ তৃতীয় ব্যক্তির উপর জারী করাইবেন।

(৩) ঐ তৃতীয় ব্যক্তি নোটিশ প্রাপ্ত হইবার দিন নামের মধ্যে বাদীর বিকল্পে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া ঐ টাকা প্রদান বিষয়ক কার্য্য আত্মা না পাঠিলে, বাদীর প্রার্থনামতে ঐ টাকা তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

(৪) বাদীকে (৩) প্রকরণমতে যে টাকা দেওয়া যায় তাহার স্থানে তাহা পাঠিবার স্বত্ব কোন ব্যক্তির থাকিলে, এই ধারার কোন কণাক্রমে ঐ স্বত্বের দ্বন্দ্ব হইবে না।

১৬৫ ধারা। যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে যে, খাজানা ভূমাদিকারীর পাওনা নার বাবদ তাহার স্থানে বাদীর বলিয়া স্বীকৃত টাকা আদালতে দিবার কথা। টাকা পাওনা আছে, কিন্তু উত্তর দেয় যে পাওনা টাকা অপেক্ষা অধিক টাকার পাওনা হইয়াছে,

তবে আদালত, যাবৎ প্রতিবাদী আদালতে এরূপ দেনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা না দেয়, তাবৎ ঐ উত্তর প্রাপ্ত করিতে অস্বীকার করিবেন, অন্যথা বিশেষ হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন।

১৬৬ ধারা। পূর্বে দুই ধারার কোন ধারামতে কোন প্রতিবাদী আদালতে টাকা কিস্তিক্রমে টাকা দিতে দায়ী হইলে, যদি আদালত বিধানের কথা। লভ বিবেচনা করেন যে ঐ টাকা কিস্তিক্রমে দিবার আত্মা করিবার উপযুক্ত হেতু আছে, তবে আদালত যে কিস্তির টাকা দিবার আদেশ করেন তাহা প্রতিবাদী আদালতে দিলে, তাহার উক্ত প্রাপ্ত করিতে পারিবেন।

১৬৭ ধারা। উক্ত দুই ধারার কোন ধারামতে কোন প্রতিবাদী আদালতে টাকা আদালতের রসীদ দিলে, আদালত প্রতিবাদীকে নিম্নরূপ দিবে; এবং বাদী বা স্থলবিশেষে ভূমির ব্যক্তি রসীদ দিলে, তাহাতে যে প্রকারে ও যে পরিমাণে উক্ত বাকী খাজনার নিষিদ্ধ নিষ্কৃতি হইত, ঐরূপে যে রসীদ দেওয়া যায়, তাহাতেও সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে নিষ্কৃতি হইবে।

১৬৮ ধারা। কোন স্থানে ডিক্রীতে বা আজ্ঞায় বিকল্প দাওয়ার বিশিষ্ট পক্ষদের মধ্যে ভূমির স্বত্বসংক্রান্ত কিম্বা ভূমিগত কোন স্বার্থ সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের কিম্বা কোন প্রশ্নের খাজনা হাজি বা পরিবর্তন করিবার স্বত্ব সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের নিষ্পত্তি না হইলে;

(ক) যে স্থলে জিলার জজ সাহেব কিম্বা আডিনাল জজ কিম্বা সর্ভিমেট জজ ডিক্রী বা আজ্ঞা দেন, এবং মোকদ্দমার দাওয়ার টাকা একশও টাকার অধিক না হয়, কিম্বা

(খ) যে স্থলে এই ধারামতে চূড়ান্ত বিচারাপত্যক্রমে কার্য্য করিতে স্থানীয় গবর্নমেন্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন বিচার সম্পর্কের কার্য্যকারক ডিক্রী বা আজ্ঞা দেন, এবং মোকদ্দমার দাওয়ার টাকা পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয়,

সেই স্থলে বাকী খাজনা পাইবার নিষিদ্ধ ভূমি-কারী মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, ঐ মোকদ্দমার প্রথমতঃ বা আপীলে যে ডিক্রী বা আজ্ঞা হয়, তাহার উপর আপীল চলিবে না।

কিন্তু যদি দৃষ্ট হয় যে উক্ত বিচারসম্পর্কের কার্য্যকারকের আদেশমতে যে ক্ষমতা নাই, তিনি সেই ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিয়াছেন, কিম্বা তাঁহার যে ক্ষমতা আছে তদনুসারে কার্য্য করিতে ক্রটি করিয়াছেন, কিম্বা আপন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে গিয়া বে-আইনীমতে বা গুরুতর অনিয়মবহুত্বের কার্য্য করিয়াছেন, তবে যে ডিক্রী বা আজ্ঞা সম্বন্ধে এই ধারা খাটে, কোন মোকদ্দমায় পূর্বেকল্পিত কোন বিচার-সম্পর্কের কার্য্যকারক তদুপ ডিক্রী বা আজ্ঞা দিলে, জিলার জজ সাহেব ঐ মোকদ্দমার নথী তলব করিতে পারিবেন; এবং হেতুপ আজ্ঞা উচিত বোধ করেন কারতে পারিবেন।

১৬৯ ধারা। কৃষি বৎসরের প্রথম আট মাস মধ্যে যে খাজনাবাহির ডিক্রী কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, যে তারিখ অবধি কল-এই মোকদ্দমার এই আট মাসের মধ্যে খাজনাবাহির করিবার ডিক্রী হইলে, সামান্যতঃ পর-বর্তী কৃষি বৎসরের প্রারম্ভাবধি তাহা কলবৎ হইবে এবং কৃষি বৎসরের শেষ চারি মাসে যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহাতে ঐরূপ ডিক্রী হইলে, সেই ডিক্রী সামান্যতঃ আগামী কৃষি বৎসরের পরবর্তী বৎসরের প্রারম্ভাবধি কলবৎ হইবে। কিন্তু যে তারিখ অবধি ডিক্রী কলবৎ হইবে, বিশেষ কারণে ইহার পরেও সেই তারিখ নির্দিষ্ট করিতে এই ধারার কোন কথাক্রমে আদালতের বাধ্য হইবে না।

১৭০ ধারা। (১) কোন এজা এক্ষণে ভূমি ব্যবহার করিবার, তাহাতে তাহা এজা-সম্পত্তি নও হইবার স্বত্বসংক্রান্ত কার্য্যের অতুপ-প্রতিকারের কথা।

যোগী হয়, কিম্বা এরূপ কোন নিয়ম তল করিয়াছে, তাহা তল হইলে, ভূমিধিকারির সহিত তাহার যে চুক্তি থাকে, সেই চুক্তির শর্ত অনুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, এই হেতু যদিও কোন এজাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যে হানি বা নিম্নতম ভাবে, তাহার প্রতিকার করা যাইতে পারিলে যদি ভূমিধিকারী ঐ প্রতিকার করিবার নিষিদ্ধ এজাকে আদেশ দিয়া থাকেন, এবং কোন স্থলে উক্ত হানি বা নিম্নতম ভয়ের যুক্তিসিদ্ধ ক্ষতিপূরণ দিবার আদেশ করিয়া থাকেন, এবং উক্ত এজা যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে ঐ আদেশ পালন না করিয়া থাকে, তবে উক্ত মোকদ্দমা গ্রাহ্য করা যাইবে, নতুবা নহে।

(২) এইরূপ কোন মোকদ্দমার ভূমিধিকারীর অনু-কূলে যে ডিক্রী দেওয়া যায়, তাহাতে হানি বা নিম্নতম ভাবে যুক্তিসিদ্ধ ভাবে বাদীকে যে হানিপূরণ দেয় হয়, তাহার টাকার পরিমাণ এবং আদালতের বিবেচনার উক্ত হানি বা নিম্নতম ভাবে প্রতিকারযোগ্য কি না এই কথা প্রকাশ থাকিবে, এবং প্রতিবাদী যে সময়ের মধ্যে ঐ টাকা বাদীকে দিতে পারিবেন, ও উক্ত হানি বা নিম্নতম ভাবে প্রতিকারযোগ্য বলিয়া প্রকাশ করা গেলে, যে সময়ের মধ্যে তাহার প্রতিকার করিতে পারিবেন, উক্ত ডিক্রীতে সেই সময় নির্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) (২) প্রকরণমতে আদালত যে সময় নির্দিষ্ট করেন, তাহা বিশেষ কারণে সময়ের হ্রাস করিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারামতে আদালত কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের বা (স্থলবিশেষে) বর্জিত সময়ের মধ্যে যদি প্রতিবাদী ডিক্রীর লিখিত হানিপূরণের টাকা দেন, এবং হানি বা নিম্নতম ভাবে প্রতিকারযোগ্য বলিয়া আদালত প্রকাশ করিয়া থাকিলে, উক্ত আদালতের ক্ষমতামতে সেই হানি বা নিম্নতম ভয়ের প্রতিকার করেন, তবে উক্ত ডিক্রী জারী করা যাইবে না।

১৭১ ধারা। যে এজাতের রায়তকে উচ্ছেদ করা যায়, তাহার সম্বন্ধে যে রায়তদিগকে নিম্নলিখিত বিধি খাটিবে।—
(ক) উক্ত রায়ত ঐ যোতের অন্তর্গত কোন ভূমিতে আপ-
নার উচ্ছেদের তারিখের পূর্বে
শস্য বপন বা রোপন করিয়া

থাকিলে, তিনি ভূমিধিকারীর ইচ্ছামতে, হয় উক্ত শস্য রক্ষা ও সংগ্রহ করণার্থ ঐ ভূমি দখলে রাখিয়া ব্যবহার করিতে পারিবেন, নয় উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালতের আদ্যক্রমে ঐ শস্যের মূল্য ভূমিধিকারীর হানে পাইতে পারিবেন।

(খ) রায়ত আপনার উচ্ছেদের তারিখের পূর্বে আপন যোতের অন্তর্গত কোন ভূমি বপনার্থ প্রস্তুত করিয়া থাকিলে, কিন্তু উক্ত ভূমিতে শস্য বপন বা রোপন না করিয়া থাকিলে, উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালতের আদ্যক্রমে উক্ত ভূমি প্রস্তুত করিতে

তাহার যে পরিজন ও মূলধন লাগিয়াছে, তাহার মূল্য ও এই মূল্যের যুক্তিসিদ্ধ মূল্য তিনি উক্ত ভূম্যধিকারীর ভাণ্ডে পাইতে পারিবেন।

(গ) কিন্তু ভূম্যধিকারী কোন রায়ের উচ্ছেদ নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিক কার্য উপস্থিত করিলে পর উক্ত রায় হানীর রীতির বিরুদ্ধে উক্ত ভূমি আবাদ বা প্রস্তুত করিয়া থাকিলে, এই ধারায় উক্ত ভূমি মঞ্চের রাধিতে কিম্বা তজ্জনা টাকা পাইতে স্বত্ববান হইবেন না।

(ঘ) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারায় কোন রাযতকে কোন ভূমি মঞ্চের রাধিতে দিলে, যত কাল তিনি মঞ্চের রাধিতে পান, তত কাল উক্ত ভূমি বাবতার ও মঞ্চলকরণার্থ উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালত বেক্স খাজানা যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন, উক্ত রায়ত এই ভূম্যধিকারীকে সেইরূপ খাজানা দিবেন।

১৭২ ধারা। (১) উচ্ছেদ পরিবার মন্ডল মোকদ্দমার ও আনুষ্ঠানিক কার্যে

উচ্ছেদ পরিবার আনুষ্ঠানিক কার্যে পরিবারের দায়িত্ব নিশ্চয় হইবার কথা।

এই আইনমতে প্রজা ও ভূম্যধিকারী বলিয়া প্রজার নিকটে ভূম্যধিকারীর কিম্বা ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে প্রজার যে সকল দায়িত্ব থাকে, আদালত তাহার অনুসন্ধান লইয়া নিশ্চয় করিবেন।

(২) আদালত যদি দেখিতে পান, যে প্রজা বলিয়া প্রজাকে ভূম্যধিকারী হইতে পারে, সেই টাকার ভূম্যধিকারী বলিয়া ভূম্যধিকারীকে প্রজার যে টাকার দিতে হয়, তদপেক্ষা অধিক, তবে উচ্ছেদের ডিক্রী বা আদালত হইলে, ও এই অতিরিক্ত টাকা দিবার সময়ে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন বন্দোবস্ত না হইয়া থাকিলে, যে সময়েও মনো উচ্চ আদালতে দিতে হইবে, উক্ত ডিক্রীতে বা আদালত সেই সময় নির্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) এ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া গেলে, আদালত প্রজাকে উচ্ছেদ করিবেন; এবং

উক্ত টাকা এরূপে দেওয়া না গেলে, আদালত প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে অস্বীকার করিবেন।

১৭৩ ধারা। বাদী কোন অনন্যকার প্রবেশকারীকে উচ্ছেদ পরিবার মোকদ্দমা

উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আদালতের ন্যায় খাজানা দায়িত্ব করিতে পারিবেন কথা।

উপস্থিত করিলে, যদি উচিত বোধ করেন তবে বিরুদ্ধে এইরূপ প্রতিকারের দায়িত্ব করিতে পারিবেন যে, অভিযাঙ্গীর মঞ্চের যে ভূমি থাকে, সেই ভূমির নিশ্চয় সে আদালতের নির্ণয় উপযুক্ত ও ন্যায় খাজানা দিতে দায়ী বলিয়া প্রকাশ করা য়ে। তাহা হইলে আদালত এরূপ প্রতিকার দিতে পারিবেন।

১৭৪ ধারা। (১) প্রজার ভোগকৃত ভূমির মূল্য

মিহিয়া পাইবার মোকদ্দমা প্রকাশের অনুমতি নিরূপণ করিবার প্রার্থনার কথা।

আদালতের থাকে, সেই আদালত ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রাথমিকভাবে নিম্নলিখিত সকল বা কোন বিষয় নিরূপণ করিতে পারিবেন, যথা,—

(ক) প্রজা যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার অবস্থান, পরিমাণ ও মূল্য;

(খ) তিনি যে জমীর প্রজা, অর্থাৎ, তিনি ভোগকারী কি অবস্থারিত হারে ভূমি ভোগকারী রায়ত কি মঞ্চলীভূত বশিষ্ট রায়ত কি মঞ্চলীভূত শূনা রায়ত কি শোকা রায়ত, এবং ভোগকারী হইলে, তাহার খাজানা হক্কি করা যাইতে পারে কি না; এবং

(গ) যে সময়ে প্রার্থনা করা হয়, সেই সময়ে তাহার যে খাজানা দেয় হয়।

(২) যদি আদালতের বিবেচনার ইহার মধ্যে কোন বিষয় হানীর তদন্ত বিনা সম্ভাব্যজনকরূপে নিরূপণ করা যাইতে না পারে, তবে আদালত এই আদালত করিতে পারিবেন যে, হানীর গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে যে রাজস্ব কর্তৃপক্ষকে আদেশ করেন, তিনি মেওয়ারী মোকদ্দমার কার্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ২৫ অধ্যায়মতে হানীর তদন্ত লন।

(৩) এই ধারায় কোন প্রার্থনার উপর যে আদালত করা যায়, তাহা ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে ও তাহার উপর ডিক্রীর ন্যায় আপীল হইতে পারিবে।

১৫শ অধ্যায়।

বাদী খাজানার নির্দিষ্ট ডিক্রীমতে বিক্রয়ের বিধি।

১৭৫ ধারা। কোন হস্তান্তরযোগ্য খোজ তাহার বাদী খাজানার ডিক্রীজারীকরণে দায়িত্ব করণ বিক্রয় করা গেলে “সংরক্ষিত সময়ে জেতার লিখিত স্বার্থ” বলিয়া এই অধ্যায়ে কথ্য।

যেই স্বার্থ নির্দেশ করা গেলে সেইই স্বার্থ মানিয়া এবং “দায়” বলিয়া এই অধ্যায়ে যেই স্বার্থ নির্দেশ করা গেলে, তাহা অধিক পরিবার কবতায় গণ্য হইয়া, জেতা ইহা ত গ্রহণ করিবেন।

কিন্তু (ক) তদর্থে পরে যে স্থলের উল্লেখ করা গেলে সেই স্থল না হইলে, এই অধ্যায়ের অর্থমত রেজিষ্টারী করা ও বিক্রয়পিত দায় এরূপে অসিদ্ধ করা যাইবে না;

(খ) অধিক পরিবার কবতাক্রমে কেবল এই অধ্যায়ের আদেশমতে কার্য করিতে হইবে।

১৭৬ ধারা। নিম্নলিখিত

সংরক্ষিত স্বার্থের কথা। স্বার্থগুলি এই অধ্যায়ের অর্থমত সংরক্ষিত স্বার্থ বলিয়া গণ্য হইবে।—

(ক) যে কোন পেটাও ভাগুক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে আছে, তাহা;

(খ) যে কোন পেটাও ভাগুক কোন চলিত ভিন্নকালীন বন্দোবস্তের বন্দোবস্তী আনুষ্ঠানিক কার্যে ডক বন্দোবস্তের মিয়াদ পর্যন্ত অবস্থারিত খাজানা দায়ী ভাগুক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা;

(গ) যে ভূমির উপর বাসগৃহ, কাঠখানা, কিম্বা অন্যান্য স্থায়ী ইহা তাদি নির্মিত হইয়াছে, কিম্বা স্থায়ী বাগান, ক্ষেত্র, পুকুরি, খাল, তজ্জনা, পুশান বা গোরহাল করা গিয়াছে, সেই ভূমির পাটাই স্বত্ব;

(ঘ) মঞ্চলীভূত;

(৬) যে সময়ে স্বত্ব দেওয়া যায়, সেই সময়ে খাজনা বায়া ও মুক্তিসিদ্ধ খাজানা ছিল, সেই খাজানা দিয়া ভোগ করিবার যে স্বত্ব দখলীস্বত্বনিশিষ্ট কোন রায়তকে দেওয়া যায়, সেই স্বত্ব; এবং

(৮) যে ভূম্যধিকারীর প্রার্থনামতে যোত দিক্রয় হয় সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা তাঁহার স্বার্থগত পূর্বসূরীকারী সাহা সন্নি করিতে প্রজ্ঞাকে স্মার্ট বাক্যে লিখিয়া অসু-মতি দিয়াছেন, এরূপ কোন স্বত্ব না স্বার্থ।

১৭৭ ধারা। এই অধ্যায়ের কার্যগত,

(ক) কোন প্রজ্ঞাস্বত্ব সম্বন্ধে “দায়” ও “রেজি-
ষ্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত
দায়” শব্দের অর্থ।
“দায়” শব্দ ব্যবহৃত হইলে, প্রজ্ঞা আপন যোতের উপর দিয়া আপন স্বার্থ সন্নি করিয়া যে কোন দায়, পেটী ও প্রজ্ঞাস্বত্ব, স্বত্বস্ব-ভোগস্বত্ব বা অন্য স্বত্ব বা স্বার্থ সন্নি করিয়া থাকেন, ও যাহা পূর্ব ধারার অর্থনত সংরক্ষিত স্বার্থ নহে, তাহা বুঝাবে।

(খ) দেশবাসী খাজনার ডিক্রী জারীকমে যে যোত বিক্রয় হইয়াছে বা হইতে পারে, সেই যোত সম্বন্ধে “রেজিষ্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়” এই শব্দ ব্যবহৃত হইলে, রেজিষ্ট্রী করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনমতে যে কোন নিদর্শনপত্র রেজিষ্ট্রী করা গিয়াছে, এবং যাহার সকল বাসী খাজানা পাওনা হইবার পূর্বে কল্যান তিন মাস থাকিতে পাঠ্যলিখিত দিানমতে ভূম্যধিকারীর উপর জারী করা গিয়াছে, সেই নিদর্শনপত্রকমে যে কোন দায় সন্নি কর, হইয়া থাকে, সেই দায় বুঝাবে।

১৭৮ ধারা। কোন চত্বারযোগা যোতের বাসী খাজনার নিমিত্ত ডিক্রী হইলে, এবং ডিক্রীদার দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১৩৫ ধারামতে ডিক্রী জারীকমে উক্ত যোত দোক ও নীলাম হইবার প্রার্থনা করিলে, উক্ত যোতের দারিক খাজনার বর্ণনাপত্র ও উক্ত যোত চি-হারা তালুক হইলে, ও প্রায়মতে রাখিত রেজিষ্ট্রীর যে সংশ্লিষ্ট তালুক সম্বন্ধীয় হয়, সেই অংশের সকল দাখিল করিবেন।

১৭৯ ধারা। (১) পূর্ব ধারামতে কোন প্রার্থনা-পত্রকমে কোন যোতের নীলাম হইবার আজ্ঞা হইলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১৮৭ ধারামতে যে ঘোষণাপত্র দেওয়া যায়, তাহাতে উক্ত ধারার উল্লিখিত বিশেষ কথা লিখিবার ও নির্দেশ করিবার অতিরিক্ত এই কথা বিজ্ঞাপিত হইবে,—

(ক) তালুক হইলে, যে টাকা ডাক হয়, তাহাতে যদি ডিক্রীর টাকা ও খরচা দিতে কল্যায়, তবে উক্ত তালুক এখনে রেজিষ্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত নীলামে চড়ান যাইবে, এবং উক্ত দায়সম্বলিত ডিক্রী হইবে; নতুবা ডিক্রীদার ইচ্ছা করিলে, পরে কোন দিনে সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত ঐ তালুক নীলাম করা যাইবে, ঐ দিনের নোটিস প্রাতিষ্ঠানিতে হইবে; এবং

(খ) দখলীস্বত্বনিশিষ্ট যোত হইলে, সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উক্ত যোত ডিক্রী হইবে।

(২) উক্ত আইনের ১৮৯ ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে ঐ ঘোষণা করা যাইবে। তদ্বির স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতদর্শে সময়েই যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে উক্ত ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা যাইবে।

১৮০ ধারা। (১) কোন তালুক নীলাম হইবার রেজিষ্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত তালুক বিক্রয়ের ও তাহার কলের কথা।
ডিক্রীদার পূর্ব ধারামতে দেওয়া গেলে, উহা রেজিষ্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত নীলামে চড়ান যাইবে, এবং নীলামের খরচা সমেত ডিক্রী ও খরচার টাকা দিতে যাহাতে কল্যায়, তত টাকা ডাক হইলে, উক্ত তালুক এরূপ দায়সম্বলিত বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামতে নীলামখরিদার উক্ত তালুকের উপর রেজিষ্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় তিন যে কোন দায় থাকে, তাহা ১৮৪ ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮১ ধারা। (১) পূর্ব ধারামতে যে কোন তালুক নীলামে চড়ান যায়, তদ্বিস্তৃত সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত যত টাকা পর্যন্ত ডাক হয়, তালুক বিক্রয় করিবার ক্ষমতাসহিত তাহাতে পূর্বোক্ত ডিক্রীর ও তাহার কলের কথা।
খরচার টাকা দিতে যদি না কল্যায় এবং তজ্জন্য যদি ডিক্রীদার সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত ঐ তালুক বিক্রয় করিতে চাহেন, তবে নীলামকারী কর্মচারী নীলাম স্থগিত রাখিয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১৮৯ ধারামতে নতুন ঘোষণা করিবেন। সেই ঘোষণাপত্রে ঐ কথা জানান হইবে, যে নীলাম স্থগিত করিবার তারিখ অবদি পনের দিনের কম না হয়, ও ত্রিশ দিনের অধিক না হয়, ঐ ঘোষণাপত্রের নির্দিষ্ট এরূপ ভবিষ্যৎ কোন দিনে সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত ঐ তালুক নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে। সেই দিন সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উক্ত তালুক নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামতে নীলামখরিদার ১৮৪ ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে উক্ত তালুকের কোন দায় অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮২ ধারা। যে যোতের অবধারিত খাজানা বা খাজনার হার থাকে, তাহা অবধারিত হইলে, তৎপ্রতি পূর্ব কএক ধারার বিধান বস্তিগার কএক ধারা যেরূপ বস্তিত সেইরূপ বস্তিবে।

১৮৩ ধারা। (১) ১৭৯ ধারামতে কোন দখলীস্বত্ব নিশিষ্ট যোতের নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উহা নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামতে নীলামখরিদার ১৮৪ ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে উক্ত যোতের কোন দায় অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮৪ ধারা। (১) কোন খরিদার পূর্ব কএক ধারামতে কোন দায় অসিদ্ধ দায় অসিদ্ধকরিবার কার্য প্রণালীর কথা।
পূর্ব কএক ধারামতে দায় অসিদ্ধকরিবার কার্য প্রণালীর কথা।
তিনি যে তারিখে প্রথমে উক্ত দায়ের সংবাদ পান, সেই তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে কালেক্টরের নিকট লিখিয়া দরখাস্ত দিয়া এই প্রার্থনা জানাইতে পারিবেন, যে উক্ত কালেক্টর এই দায় সিস্ক করা হইয়াছে, এই মর্মের নোটিস দায়-ধারীর উপর জারী করিবেন।

(২) এতদর্থে রেভিনিউ বোর্ড যে ফী ধার্য্য করেন, উক্ত নোটিস জারী করিবার নিমিত্ত সেই ফী ঐরূপ প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হইবে।

(৩) কোন নোটিস জারী করিবার দরখাস্ত এই ধারার নির্দিষ্টমতে কোন কালেক্টরের নিকট করা গেলে তিনি তদনুসারে নোটিস জারী করাইবেন, এবং যে তারিখে এই নোটিস জারী হয়, সেই তারিখ অবধি উক্ত দায় অসিদ্ধ করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

১৮৫ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সমস্ত রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোত আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে কোন স্থানের অন্তর্গত দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট যোতের কিস্তি বিশেষ কোন শ্রেণীর দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট যোতের দেনা খাজানার ডিক্রীজারীকমে তাহা নীলামে চড়ান গেলে, সমস্ত দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত নীলামে চড়াইবার পূর্বে রেজিস্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়-সম্বলিত নীলামে চড়ান যাইবে এবং ঐরূপ বিজ্ঞাপন দিয়া উক্তরূপ কোন আজ্ঞা রহিত করিতে পারিবেন।

(২) কোন স্থান সম্বন্ধে এইরূপ কোন আজ্ঞা প্রবল থাকিলে, এই স্থানের অন্তর্গত সমস্ত দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোত কিস্তি, স্বত্ববিশিষ্ট যোত ও এই অধ্যায়ের পূর্ব কএক ধারামতে নীলামের কার্যপক্ষে সর্বতোভাবে তালুকের দায় গণ্য হইবে।

১৮৬ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে বিক্রয়োৎপন্ন টাকা প্রয়োগ সময়ে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য প্রণালীবিশেষক আইনের ২৯৫ ধারার নির্দিষ্ট বিধির পরিবর্তে নিম্ন-লিখিত বিধি পালন করিতে হইবে, অর্থাৎ,

(ক) এই যোত বিক্রয় করাইতে ডিক্রীদারের যে খরচ হইল, তাঁহাকে প্রথমতঃ সেই খরচের টাকা দেওয়া যাইবে।
(খ) তাহার পর যে ডিক্রী জারী করাতে নীলাম হয়, সেই ডিক্রীকমে ডিক্রীদারের যত টাকা পাওনা হয়, তাঁহাকে সেই টাকা দেওয়া যাইবে।
(গ) এই সমস্ত টাকা শোধ হইয়াও উত্তর থাকিলে, মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি নীলামের তারিখ পর্যন্ত শুদ্ধ মোকদ্দমার চূড়ান্ত ডিক্রী হইবার তারিখ অবধি ছয় মাসের অনধিঃ কাল পর্যন্ত উক্ত যোত

সম্বন্ধে যে কোন খাজানা ডিক্রীদারের পাওনা হইয়া থাকে, এই উত্তর টাকা হইতে তাঁহাকে সেই খাজানা দেওয়া যাইবে।

(ঘ) (গ) প্রকরণের লিখিত খাজানা দিবার পরও উত্তর থাকিলে, তাহা নীলাম দৃঢ় করণার্থে দুই মাস অতীত হইলে, ডিক্রীমত খাজকের প্রার্থনামতে তাঁহাকে দেওয়া যাইবে।

(২) ডিক্রীমত খাজক (গ) প্রকরণমত খাজানা বলিয়া ডিক্রীদারের কোন টাকা পাইবার স্বত্ব সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থাপন করিলে, আদালত এই বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন, এবং এই নিষ্পত্তি ডিক্রীদারের উপর বলবৎ হইবে।

১৮৭ ধারা। (১) কোন যোতের দেনা বাকী থাকা সময়ে ডিক্রী খাজানার ডিক্রীজারীকমে এই যোত জোক করা গেলে, তৎ-সময়ে কিম্বা ডিক্রীদার সম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার শোধ হইয়াছে বাকী কার্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ২৭৮ অবধি ২৮৩ পর্যন্ত ধারা হইতে মুক্ত হইবার কথা।
(২) ঐরূপ কোন ডিক্রীজারীকমে কোন যোত নীলাম হইবার আজ্ঞা করা গেলে, যদি নীলাম খরিদারের ডাক গ্রাহ হইবার পূর্বে ডিক্রীমত খরচা ও নীলাম করিবার খরচা সমেত ডিক্রী টাকা আদালতে দেওয়া না যায়, কিম্বা আদালতের বাহিরে ডিক্রী টাকা শোধ করা হইয়াছে, এই ক্ষেত্রে দেখাইয়া যদি ডিক্রীদার উক্ত যোত মুক্ত করণার্থ দরখাস্ত না করেন, তবে উক্ত যোত জোক হইতে মুক্ত হইবে না।

(৩) এই অধ্যায়মতে কোন যোত নীলাম করা গেলে, এই নীলাম অসিদ্ধ করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে কোন ব্যক্তির যে স্বত্ব থাকে, এই ধারার কোন কথা-ক্রমে তাহার বিঘ্ন হইবে না।

১৮৮ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে যে কোন যোত নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, সেই যোতে যদি, কোন ব্যক্তির ঐরূপ স্বার্থ থাকে যাহা ঐরূপ নীলাম হইলে অসিদ্ধ হইতে পারে, তবে তিনি নীলাম বন্ধ করণার্থ আবশ্যক টাকা আদালতে দিলে,

(ক) ঐরূপে তিনি যে টাকা দেন, তাহা শতকরা ১২ টাকা সুদ সহিত ঋণ বলিয়া গণ্য হইবে, এবং উক্ত যোত তাঁহার নিকট বন্ধক আছে বলিয়া জ্ঞান হইবে;
(খ) তাঁহার বন্ধক বাকী খাজনার দায় হাড়া উক্ত যোতের উপর আর যে কোন দায় থাকে, তদপেক্ষা অগ্রগণ্যতা প্রাপ্ত হইবে; এবং
(গ) যাবৎ উক্ত ঋণ পাওনা সুরসমেত শোধ করা না হয়, তাবৎ তিনি বন্ধকগ্রহীতাস্বরূপ উক্ত যোতের দখল লইতে ও তাঁহা সম্বন্ধে রাখেতে স্বত্ববান হইবেন।

(২) ঐরূপ কোন ব্যক্তির অন্য যে কোন প্রতিকার পাইবার স্বত্ব থাকে, এই ধারার কোন কথা-ক্রমে তাহার বিঘ্ন হইবে না।

১৮৯ খ্রী। বাকীদার উক্তন প্রকার বিক্রেতা ডিক্রী-
আরীক্রমে এই অধ্যায়মতে
অধস্তন প্রজা আদালতে
টাকা দিলে তাহা খাজানা
হইতে কাটিয়া লইতে
পারিবার কথা।

কোন যোত নীলাম হইবার
বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, এবং
নীলাম হইলে যে অধস্তন
প্রজার স্বার্থ অসিদ্ধ হইতে
পারে, সেই অধস্তন প্রজা নীলাম নিবারণার্থ আদালতে
টাকা দিলে, তাহার নিমিত্ত আইনে অন্য যে প্রতি-
কারের বিধান থাকে, তদতিরিক্ত তাঁহার নিজ ভূম্যধিকা-
রীকে তাঁহার যে খাজানা দিতে হয়, তাহা হইতে তিনি
এরূপে প্রস্তুত টাকার সমুদয় বা কোন অংশ কাটিয়া
লইতে পারিবেন; এবং উক্ত ভূম্যধিকারী বাকীদার না
হইলে, তিনিও এরূপে তাঁহার নিজ ভূম্যধিকারীকে দেয়
খাজানা হইতে এরূপ কর্তৃত্ব টাকা কাটিয়া লইতে
স্বারিবেন; এবং যাবৎ বাকীদার পর্যাপ্ত না পূজছে
যাবৎ এইরূপ চলিবে।

১৯০ খ্রী। (১) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য-
প্রণালী বিষয়ক আইনের ২৯৪
খারায় প্রকাস্তরের বিধান
থাকিলেও যে ডিক্রীআরীক্রমে
এই অধ্যায়মতে কোন যোত
নীলাম হয়, সেই ডিক্রীদার
আদালতের অনুমতি বিনা এ যোত ভাঙিতে বা ক্রয়
করিতে পারিবেন।

(২) এরূপে যে যোত নীলাম হয়, ডিক্রীমত খাতক
তাহা ভাঙিবেন না বা ক্রয় করিবেন না।

১৯১ খ্রী। দেওয়ানী
মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিব-
য়ক আইনের ৩১৩ ও ৩২১ খারায়
এই অধ্যায়মতে কোন নীলাম
সম্বন্ধে থাকিবে না।

১৯২ খ্রী। ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টারী করণ বিষয়ক
১৮৭৭ সালের আইনের চতুর্থ
ভাগে প্রকাস্তরের বিধান
থাকিলেও, হস্তান্তরযোগ্য কোন
যোতের উপর বাহাতে দার
স্বক্তি হয়, এরূপ কোন নিদর্শনপত্র এই আইন প্রচলিত
হইবার সময়ের পূর্বে সম্পাদিত হইয়া থাকিলে, এবং
উক্ত রেজিষ্টারী আইনের ১৭ ধারামতে তাহা রেজিষ্টারী
করা আবশ্যক না হইলে, যদি তাহা এই আইন প্রচলিত
হইবার সময়াবধি এক বৎসরের মধ্যে উপযুক্ত কাব্য-
কারকের নিকট রেজিষ্টারী করণার্থ উপস্থিত করা যায়,
তবে তাহা উক্ত আইনমতে রেজিষ্টারী করিবার নির্দিষ্ট
সূচী হইবে।

১৯৩ খ্রী। কোন হস্তান্তরযোগ্য যোতের প্রজার
সম্পাদিত যে নিদর্শনপত্রক্রমে
উক্ত যোতের উপর কোন দার
স্বক্তি হয়, কোন কার্যকারক এই
আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্বে বা পরে সেই নিদর্শনপত্র
রেজিষ্টারী করিলে, উক্ত প্রজার প্রার্থনামতে কিম্বা যে
ব্যক্তির অনুকূলে এ দার স্বক্তি হয়, সেই ব্যক্তির প্রার্থনা-
মতে এবং স্থানীয় পূর্ণমতে এতদ্বারা যে কী স্বার্থ
করেন, তাহা তাঁহার স্থানে পাইল, ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টারী

করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের সপ্তম ভাগে সমন
আরী করিবার যে প্রণালী নির্দিষ্ট আছে, সেই প্রণালীতে
ভূম্যধিকারীর উপর উক্ত নিদর্শনপত্রের নকল আরী
করাইয়া তাঁহাকে উক্ত দারের নোটিস দিবেন।

১৬শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্ত সরাসরী নীলামের বিধি।

পতনী তালুক নীলামের কথা।

১২৪ খ্রী। নিজ ভূম্যধিকারী স্থানে প্রাপ্ত পতনী
তালুকের পাওনা খাজানা
দিতে ক্রটি হইলে, ভূম্যধিকারী
আইনমতে অন্য যে প্রতিকার
পাইতে পারেন, তদতিরিক্ত
এই অধ্যায়ের নিম্নলিখিত
কএক ধারায় যে বিধি আছে, তদনুসারে উক্ত তালুকের
সরাসরী নীলাম হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে
পারিবেন।

১২৫ খ্রী। (১) বৈশাখ মাসের ১ম দিনে,
বৎসরের প্রারম্ভে
বাকী হয়, তাহার পরবৎস-
রের প্রারম্ভে, ভূম্যধিকারী কাল-
ভের নিকট দরখাস্ত দিতে
পারিবেন। পূর্বে ধারায় যে ২ তালুকের উল্লেখ ছিল,
তাহার সমুদয় বা কোন তালুক সম্বন্ধে অতীত বৎসরের
কিসাবে ভূম্যধিকারী যত বাকী টাকা পাওনা থাকে, এ
দরখাস্তে তাহা নিবেদন করিতে হইবে।

(২) তাহা হইলে এ দরখাস্ত কালেক্টরী কাছারীর
কোন সুপ্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে, ও
তৎসঙ্গে এই নোটিস থাকিবে যে, যে টাকার পাওনা
হয়, তাহা জ্যেষ্ঠ মাসের ১ তারিখের পূর্বে দেওয়া
না গেলে, বাকীদারদের তালুক এ টাকা শোধ
করণার্থ উক্ত তারিখে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা
যাইবে।

(৩) ভূম্যধিকারী এরূপ আর এক খান নোটিস আপন
সমর কাছারীতে লাগাইয়া দিবেন, এবং স্থলবিশেষে
নোটিসের যে অংশ থাকে, সেই অংশের নকল এ উক্ত
লিপি পাঠাইয়া যে কাছারীতে এ তালুকের প্রদান কাব্য
চলে, সেই কাছারীতে কিম্বা বাকীদারের তালুকের
অধীনে যে প্রদান নগর বা গ্রাম থাকে, তাহার উক্তরূপে
প্রচার করাইবেন।

(৪) এই ধারামতে যে ২ নিয়ম নির্দিষ্ট হইল,
তাহার পালন নিমিত্ত কেবল ভূম্যধিকারী দায়ী থাকিবে না।

১২৬ খ্রী। (১) মকস্মেলে যে নোটিস পাঠাইবার
আজ্ঞা হইল, তাহা প্রজার
নোটিস আরী করিবার
পেরাণা যাইয়া আরী কারবে।
এ পেরাণা তদ্বিধিত উক্ত
বাকীদারের কিম্বা তাহার কার্যাব্যাহকের রসিদ লইয়া
আনিবে; অথবা উপপাইতে না পারিলে, এ নোটিস
এ স্থানে আনিয়া প্রচার করা হইয়াছে, ইহার সাক্ষা-
স্বরূপ তদ্বিকটবর্তী স্থানবাসী তিনজন দাতব্যর
লোকের স্বাক্ষর লইয়া আনিবে।

(২) উক্ত গ্রামের লোকে স্বাক্ষাররূপে আপ-
নাদের নাম স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার
করিলে, উক্ত পোস্তাদী নিকটস্থ মুন্সেফের আফিসে
কিন্তু মুন্সেফ না থাকিলে, নিকটস্থ পৌরীস থানায়
গাইবে, এবং এই নোটিস যে যথাবিধি প্রচারিত
হইয়াছে, এ বিষয়ে তথায় ইচ্ছাপূর্বক স্বপণ করিবে।
এই মর্মে এক সার্টিফিকেটে উক্ত কাছাকারকে স্বাক্ষর
ও মোহর করিয়া এই পোস্তাদীকে দিবে।

(৩) উক্ত রসীদের বা সাক্ষার মর্ম্ম বুঝিয়া যদি
দেখা যায় যে, বৈশাখ মাসের ১৫ তারিখের পূর্বে কোন
সময়ে নোটিস প্রচার করা হইয়াছে, তবে নির্দিষ্ট
তারিখে নীলাম চালাইবার পক্ষে উহাই যথেষ্ট হইবে।

১৯৭ ধারা। বৎসরের মাঝখানে কার্তিক মাসের
১ তারিখে ভূস্বামী আশ্বিন
বৎসরের মাঝখানে নী- মাসের শেষপঞ্চম চলিত মাসের
মাসের দরখাস্তেব কথা। খাজনার হিসাবে যে বাকী
টাকা পাওনা থাকে, তাহার
বর্ণনাপত্র সহিত এইরূপ দরখাস্ত করিতে পারিবেন, এবং
বাকীদারদের তালুক বিক্রয় হইবার কথা উক্তরূপে
প্রচার করা হইতে পারিবেন। যত টাকা বাকী থাকিবার
ইচ্ছাচার দেওয়া যায়, যদি অপ্রচারণ মাসের ১ তারি-
খের পূর্বে তৎসময় দেওয়া না যায়, অথবা কার্তিক
মাসের তলবসময়ে এই টাকার মধ্যে এত দেওয়া না হয়,
যাহাতে উক্ত বৎসরের প্রারম্ভাবধি কার্তিক মাসের শেষ
দিন পর্যন্ত কিস্তিবন্দী অসুসারে ভূস্বামীর মোট তলবের
চারি আনার কম বাকী থাকে, তবে উক্ত তারিখে নীলাম
হইবে।

১৯৮ ধারা। (১) কোন তালুকদারের নিকট বাকী
খাজনা পাওনা আছে বুঝিয়া
তালুকদার তলবসময়ে কথিত হইলে, তৎসময়ে পূর্বে
অপত্তি করিলে কাছ- কএক ধারামতে নোটিস দেওয়া
প্রদান করিবে। গেলে, উক্ত তালুক নীলামের
নিমিত্ত এই নোটিসে যে তারিখ ধার্য্য থাকে, সেই তারি-
খের পূর্বে কোন সময়ে তালুকদার তলবের সমস্ত বা
কোন অংশ সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া কালেক্টরের নিকট
দরখাস্ত দিতে পারিবেন।

(২) কালেক্টর (১) একত্র সমস্ত দরখাস্ত পাঠলে,
ভূস্বামীর নিকট সমস্ত দিবে, তাহাতে সমস্ত
নির্দিষ্ট সময়ে ও তারিখে উপস্থিত হইতে এবং নীলাম
কেন স্থগিত রাখা যাইবে না, অথবা স্থল বিশেষে কেন
তলবের টাকা কমান হইবে না, ইহার কারণ দেখাইতে
ভূস্বামীর প্রতি আদেশ থাকিবে, এবং কালেক্টর সাধা
হইলে উভয় পক্ষের কথা কিন্তা ভাষায়া যাঁহার উপস্থিত
থাকেন, তাঁহাদের কথা শুনিবেন, ও তাঁহাদের মধ্যে যে
মিহের দিবাধ থাকে, নীলামের নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে
তাঁহার মীমাংসা করিবেন।

৩. নীলামের নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে যদি
কালেক্টর এইরূপ নিষ্পত্তি করেন যে, যত বাকী দাওয়া
হয়, তাহার কোন অংশই পাওনা নাই, তবে তিনি
ভূস্বামীর দরখাস্ত নামঞ্জুর করিবেন।

(৪) যদি উক্ত সময়ের পূর্বে তিনি নিষ্পত্তি করেন
যে, যত বাকী দাওয়া হয়, তাহার অংশ বিশেষ পাওনা
নাই, তবে তিনি তদনুসারে এবং কমান দিবে; এবং

তাঁহার নিষ্পত্তি এই অধ্যায়মত কাগজাভূতান পক্ষে
চূড়ান্ত হইবে।

(৫) যে সমস্ত স্থলের বিধান (৬) ও (৮) একত্র
নাই, সেই সকল স্থলে তালুকদারের দরখাস্ত নামঞ্জুর
করা যাইবে; কিন্তু নীলাম অগত্যা করণার্থ যৌকদ্দমী
উপস্থিত করিতে তাঁহার যে স্বত্ব থাকে, এইরূপ নামঞ্জুর
করাতে সেই স্বত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না।

১৯৯ ধারা। পূর্বে ধারার বিধানের স্থল না হইলে, যে
বাকী টাকা আদায়মত তালুক সম্বন্ধে পূর্বে কএক ধারা-
করা না গেলে তালুক মতে নোটিস দেওয়া গিয়াছে,
নীলাম হইবার কথা। সেই তালুক নোটিসের নির্দিষ্ট
তারিখে নীলাম করা যাইবে;
কিন্তু পূর্বে দিনের সূর্য্যাস্ত হইবার পূর্বে তলবের টাকা
অথবা পূর্বে ধারামতে এই টাকা কমান গেলে, সেই
কমান টাকা ভূস্বামীকে দিবার নিমিত্ত বাকীদার
বা অন্য কোন ব্যক্তি কালেক্টরী কাছারীতে আদায়নত
করিলে, নীলাম হইবে না।

২০০ ধারা। (১) পূর্বে কাছারীতে যে নোটিস
লাগাইয়া দেওয়া যায়, নীলামের
নীলাম হইলে, যে সময়ে তাহা লাগাইয়া দেওয়া
নিষম মানিতে হইবে, তাহা হইবে, এবং লাটওয়ালি নোটিসে
তাঁহার কথা। যে ক্রমে দেখা থাকে, সেই
ক্রমানুসারে পর২ টাকা যাইবে।

(২) যে প্রত্যেক লাট সম্বন্ধে ইচ্ছাচার দেওয়া যায়
তাঁহার বাকীর হিসাবে নীলামের তারিখ পর্যন্ত যে
টাকা দেওয়া হইয়াছে, তাহার বিশেষ বর্ণনাপত্রের
সহিত ও মকসমলে যে নোটিস প্রচার করিবার আদেশ
দেওয়া যায়, তাহার রসীদ বা সার্টিফিকেট সহিত
ভূস্বামীর পক্ষীয় এক ব্যক্তি নীলামে উপস্থিত থাকিবেন।

(৩) যে বর্ণনাপত্র দাখিল করা যায়, তাহা তাহা
দেওয়া দেওয়া না হয় ও তাহা হইতে উক্ত বৎসরের
বাকী থাকা নির্ণয় করা না হয় এবং যাবৎ নোটিস
দিবার রসীদ পাঠ করা না হয়, তাহা কোন লাট
নীলামে চড়ান যাইবে না। যে প্রত্যেক লাটের নীলাম
হয়, তৎসময়ে স্বতন্ত্র রুবকারী করিয়া সেই রুবকারীতে
এই সকল নিষম পালিত হইবার কথা লিখিত হইবে।

(৪) কার্তিক মাসের প্রথম দিনে যে দরখাস্ত দেওয়া
যায়, সেই দরখাস্তমতে নীলাম হইলে, নীলামের তারিখ
পর্যন্ত তলবের চারি আনার অধিক বাকী আছে, ইহা
দেখিতে পাইবার নিমিত্ত বাকীদারের কিস্তিবন্দীও
দাখিল করিতে হইবে; এবং ইহা নির্ণয় করা না গেলে,
নীলাম হইবে না।

(৫) এইরূপে যে সকল কাগপত্র দেখাইতে হইবে,
তাঁহার শুদ্ধতা ও অনমাতা সম্বন্ধে কেবল ভূস্বামী দায়ী
থাকিবেন; এবং যে কাগজাকারক নীলাম করেন, তিনি
নীলাম নাগা ও প্রকাশ্যরূপে হওয়া ছাড়া এবং তাঁহার
উপদেশার্থে এই অধ্যায়ে যোঁ দি নিদেশ করা গেল
তাঁহা পালিত হওয়া ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে দায়ী
থাকিবেন না।

২০১ ধারা। (১) এই
নীলামের কার্য যে- অধ্যায়মতে তালুকদের সমস্ত
রূপে চালাইতে হইবে' নীলাম সরকারী কাছারীতে
তাঁহার কথা। হইবে।

(২) যে ব্যক্তির সর্কাপেক্ষা উক্ত ডাক হয়, তুমি তাঁহার নিকট বিক্রয় করা যাইবে, এবং বাণীদার হাঁড়ী প্রত্যেক ব্যক্তি অবাধে ডাকিতে পারিবেন।

(৩) লাটের ডাক মঞ্জুর হইবারাত্র ক্রয়ের টাকার শতকরা ১৫ টাকা দিতে হইবে।

(৪) যে কার্যাকারক নীলামের কার্য চালান, তাঁহার ক্রোধমতে যাবৎ প্রত্যয় না জন্মে যে, যত টাকা আদান করিতে হইবে তাহা তদন্তে হাতে আত্মে কিম্বা দুই ঘণ্টার মধ্যে দাখিল করা যাইবে, তাবৎ তিনি কোন ডাক গ্রাহ্য করিতে কিম্বা যিনি ডাকেন এরূপ কোন ব্যক্তির নামে কোন লাট ফেলিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

(৫) নীলাম হইবার পর দুই ঘণ্টার মধ্যে শতকরা পনের টাকা মগদ দেওয়া না গেলে কিম্বা ততুলা মূল্যের গবর্ণমেন্ট সিক্যুরিটী দাখিল করা না গেলে, উক্ত লাট ঐ দিনেই পুনরীকর নীলাম করা যাইবে।

(৬) ক্রয়ের টাকার অবশিষ্টাংশ অষ্টম দিবসের দুই প্রহরের মধ্যে দেওয়া না গেলে, জিলার সদর মৌণামের বাজারে টেডুরা দিয়া নীলাম ঘোষণা করিয়া পর দিনে অর্থাৎ প্রথম নীলাম অবশিষ্ট নবম দিবসে পুনরীকর নীলাম হইবার নোটিস দেওয়া যাইবে।

(৭) তাহা হইলে উক্ত লাট প্রথম খরিদারের স্বীকৃতিতে নির্দিষ্ট সময়ে পুনরীকর নীলাম করা যাইবে। প্রথম খরিদার শতকরা পনের টাকা হিসাবে অগ্রিম যে টাকা দিয়াছিলেন তাহা মগদ হইবে এবং দ্বিতীয় বার নীলাম করিয়া যে টাকা মগদ হয় তাহা পূজ নীলামের টাকা অপেক্ষা যত টাকা কম হয় তত টাকার জমাগ দাখীলা দিবেন। দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীজরী করিবার যে পনালী আছে, সেই প্রণালীমতে একমুঠী টাকা আদায় করা যাইবে।

(৮) আদানত করা যে টাকা দত্ত হয়, তাহা হইলে নীলামের খরচ দেওয়া যাইবে; এবং তাহা উক্তই থাকে তাহা গবর্ণমেন্ট জমা দেওয়া যাইবে।

২০২ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে কোন ডালুকের খরিদারের ক্রয়ের সমস্ত টাকা দিলে, কালেক্টর তাঁহাকে ঐ টাকা দিবার সার্টিফিকেট দিবেন।

(২) তাহা হইলে ডালুকের কিম্বা তাঁহার স্বার্থগত পূর্বাধিকারীদের মধ্যে কেহ কিম্বা তাঁহার বা তাঁহাদের অধীন কোন দাওয়াদার ঐ ডালুকের উপর যে সকল দায়, দাঐ, পেটোও প্রজাস্বত্ত্ব স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ত্ব এবং অন্যান্য স্বত্ত্ব বা স্বার্থ সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহা অসিদ্ধ করণার্থ ১৮৩ ধারায় যে প্রণালী নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই প্রণালীমতে অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সন্নিবিষ্ট খরিদার উক্ত ডালুকে প্রাপ্ত হইবেন। নিম্নলিখিত কএকটা স্বত্বসম্বন্ধে এই বিধি খাটিবে না,—

(ক) দখলী স্বত্ত্ব;

(খ) যে সময়ে স্বত্ত্ব দেওয়া যায়, সেই সময়ে যাহা ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত থাকিবে, সেই খাজানা দিয়া ভোগ করিবার যে স্বত্ত্ব দখলী স্বত্ত্ববিশিষ্ট কোন রায়-ডকে দেওয়া যায়, সেই স্বত্ত্ব; কিম্বা

(গ) যে লিখিত নিদর্শনপত্ররূপে ডালুকের স্বত্ত্ব হয়, তাহাতে স্পষ্ট থাকে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হয়, সেই ক্ষমতারূপে স্বত্ত্ব কোন স্বত্ত্ব বা স্বার্থ।

২০৩ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন ডালুকের খরিদার খরিদারকে দখলদিবার তৎসম্বন্ধে পূর্ণ খরামত সার্টিফিকেট পাইলে, এবং ওয়

অধ্যায়মতে তাঁহার প্রতি ডালুকে হস্তান্তর হইবার কথা রেজিষ্টরী করা গেলে, তাঁহাকে ডালুকে দখল দিবার নিমিত্ত তিনি কালেক্টরের নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে কালেক্টর তাঁহাকে ডালুকের দখল দেওয়াইবেন; এবং ডিক্রী-জারীক্রমে নীলাম হইলে যে দেওয়ানী আদালত খরিদারকে দখল দেন, সেই আদালতের প্রতি দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে যে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, কালেক্টর সেই সেই ক্ষমতামুসারে কার্য করিবেন।

২০৪ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন ডালুকে নীলাম হইবার ইচ্ছাচার দেওয়া গেলে নীলাম বন্ধ করিতে যদি কোন ব্যক্তির ঐ ডালুকে যে ব্যক্তির স্বার্থ থাকে সেই ব্যক্তির আদানত করা টাকা আদায় করিবার কথা।

২০৫ ধারামতে আদালত টাকা কালেক্টরী কার্যক্রমে আদানত করেন, তবে ১৮৮ ধারার শিধান নথিবে; এবং যদি ঐ ব্যক্তি ডালুকের মতন প্রজা জন, তবে ১৫ অধ্যায়মতে যে দোত নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, উক্ত ডালুকে সেই দোত হইলে এবং নীলাম দিবারার্থে উক্ত টাকা আদালতে দেওয়া গেলে, ১৮৯ ধারার বিধান মোকদ্দম নথিত, সেইরূপে বসিবে।

২০৬ ধারা। (১) এই অধ্যায়ের বিধানের অগ্রাধে কোন ডালুকে নীলাম করা গেলে নীলাম অসিদ্ধ কবি- কিছু উক্ত নীলাম এত সকল বার মোকদ্দমার কথা।

২০৭ ধারা। (১) এই অধ্যায়ের বিধানের অগ্রাধে কোন ডালুকে নীলাম করা গেলে, তিনি নীলাম অসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত ও তাহাতে তাঁহার যে চানি হয় তাহার ক্ষতিপূরণ পাইবার নিমিত্ত, যে চানিমীর প্রার্থনামতে নীলাম হয় তাঁহার বিজ্ঞে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) ডালুকের খরিদারকে মোকদ্দমার এক পক্ষ করিতে হইবে; এবং নীলাম অসিদ্ধ হইলে তাঁহার যে কোন হানি হয়, তজ্জন্য তিনি উক্ত মোকদ্দমায় ভূখণ্ডীর স্থানে ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবেন।

২০৮ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন ডালুকে বিক্রয় করা গেলে, ঐ ডালুকে যে কোন ব্যক্তির এরূপ স্বার্থ থাকে তাহা খরিদার ২০২ ধারামতে অসিদ্ধ করিতে পারেন, তিনি নীলাম দ্বারা তাঁহার যে চানি হয় তাহার ক্ষতিপূরণ পাইবার নিমিত্ত নীলামের ভারিখ অবশিষ্ট হইবার মধ্যে বাণীদারের বিজ্ঞে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

কিন্তু বাকীদারের অধস্তন কোন প্রজার স্থানে নীলামের সময়ে কোন বাকী খাজানা পাওনা থাকিলে, তিনি এইরূপ কোন মোকদ্দমা চালাইতে পারিবেন না।

২০৭ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত নীলামের নীলামের উপর টাকা উপর টাকা লইয়া নিম্ন-লিখিত বাহা ২ করিতে লিখিতমতে কার্য করিতে হইবে, তাহার কথা। হইবে, যথা,—

(ক) এই অধ্যায়ের বিধান মলবৎ করণার্থ যে কোন অতিরিক্ত মেরুস্তা রাখা আবশ্যক হয়, তাহার খরচ কুলিবার নিমিত্ত লভকরা এক টাকা করিয়া বিক্রয়োৎপন্ন টাকা হইতে প্রথমতঃ কাটিয়া লইয়া গবর্ণ-মেন্টের হিসাবে জমা দেওয়া যাইবে।

(খ) যে বাকী খাজানার নিমিত্ত নীলাম হইয়াছে তাহা (সুদসম্বত ও তালুক নীলাম করাইতে যে সকল খরচ পাড়িয়াছে তাহা সম্বত) ইহার পর ভূম্যধিকারীকে দেওয়া যাইবে।

(গ) (ক) ও (খ) প্রকরণের নির্দিষ্ট টাকা দেওয়া গেলে পর উত্তর থাকিলে, যে কার্যাকারক নীলাম কার্য চালান, তিনি তাহা অবিলম্বে কালেক্টর সাহেবের খাজানাখানায় পাঠাইবেন। ২০৬ ধারামতে যাহারা ক্ষতিপূরণের ডিক্রী পান, তাহাদের দাওয়া পোধ করিবার নিমিত্ত ঐ উত্তর টাকা নীলামের তারিখ অবধি দুই মাস গত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত খাজানাখানায় আমানত করিয়া রাখিতে হইবে, এবং উক্ত কালের মধ্যে ঐ ধারামতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যাবৎ ঐ সকল মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হয়, তাৎ উক্ত টাকা আমানত রাখিতে হইবে।

(ঘ) যে উত্তর টাকা (গ) প্রকরণমতে রাখা যায়, তাহাইতে প্রথমতঃ ২০৬ ধারামতে বাকীদারের নিকটে ডিক্রী হওয়া থাকিলে, ঐ ডিক্রীর টাকা দিতে হইবে। উত্তর টাকা হইতে ডিক্রীর টাকা সম্পূর্ণরূপে দিতে না কুলাইলে, তাহার যত টাকার ডিক্রী থাকে, তদনুসারে ডিক্রীদারদের মধ্যে ঐ টাকা হার-হারীমতে বন্টন করিয়া দেওয়া যাইবে।

(ঙ) উক্ত উত্তর টাকার কিছু অবশিষ্ট থাকিলে, তাহা বাকীদারকে দেওয়া যাইবে।

(২) যে টাকা (গ) প্রকরণমতে আমানত রাখা যায়, যে কোন ব্যক্তির তাহাতে স্বার্থ থাকে, তিনি আমানতী টাকার পরিবর্তে যাহার সুদ চলে, এরূপ গবর্ণমেন্টে সিকুরিটি রাখিয়া উক্ত টাকা সমস্ত কিম্বা তাহার কোন অংশ ফিরাইয়া লইতে পারিবেন। শেষ যে গবর্ণমেন্টে গেজেট পাওয়া যায়, তাহাতে যে ডিপেন্ডেন্টের বা প্রিমিয়মের হার দেখা যায়, সেই হারে উক্ত সিকুরিটি লওয়া যাইবে।

২০৮ ধারা। এই অধ্যায়ের নির্দিষ্ট কোন দিন পরিবার বা বন্ধের দিন হইলে, ববিবার ও বন্ধের দিন ঐ দিনে এই অধ্যায়মতে যাচা কিছু করিবার আদেশ বা অনুমতি থাকে, তাহা তাহার পরদিন রাখিবার বা একের দিন না হইলে করা যাইতে পারিবে।

অন্যান্য তালুক নীলামের কথা।

২০৯ ধারা। এই অধ্যায়ের পূর্ব কএক ধারামতে যে সকল তালুক নীলাম করা

অন্যান্য রেজিষ্টারী হইতে পারে, তন্মিত্ত কোন করা তালুক সম্বন্ধে এই তালুক সরকারী রেজিষ্টারে অধ্যায় পরিবর্তিত হইয়া রেজিষ্টারী করিবার বিধান থাকিবার কথা।

আইনে করা গেলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বিধিক্রমে সময়ে ২ বৈরূপ পরিবর্তন নির্দেশ করেন, সেইরূপ পরিবর্তন সহকারে ঐ সকল ধারা উক্তরূপে রেজিষ্টারী করা তালুক সম্বন্ধে থাকিবে।

১৭ শ অধ্যায়।

হুকি ও বেগাচার বিষয়ক বিধি।

২১০ ধারা। প্রকারান্তরের চুক্তি থাকিলেও নিম্ন-হুকির বিরুদ্ধে যে লিখিত বিষয় সম্বন্ধে এই আইন-বিধান কনবৎ হইবে সের বিধান ফলাৎ হইবে, তাহার কথা। যথা,—

(ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়-তের স্বত্ব লাভ (২৪, ২২ ও ২৬ ধারা)।

(খ) ৩০ ধারার নির্দিষ্ট দখলী স্বত্বের শুল্ক।

(গ) ৫১ ধারামতে দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা কমাইবার দাওয়া করিবার স্বত্ব।

(ঘ) ৫৩ ধারামতে কালী খাজানা পরিবর্তনের দাওয়া করিতে ভূম্যধিকারীর বা প্রজার স্বত্ব।

(ঙ) নির্দিষ্ট হেতু দ্বিতীয় দখলী স্বত্বশূন্য রায়তকে ও কোণী রায়তকে উচ্ছেদ করণ বিষয়ে আইনমতে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ৬০, ও ৬৩ ধারা)।

(চ) যোতের ভূমি কমিয়া যাওয়াতে প্রজার খাজানা কমাইবার স্বত্ব (১৬ ধারা)।

(ছ) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার ও তদনু-ক্ষতিপূরণের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০, ও ৯৩ ধারা)।

(জ) ডিক্রীজারীকমে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রজাকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (২৮ ধারা)।

২১১ ধারা। যে স্থানের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, সেই স্থানে ভূম্যধিকারী ও প্র-জার মধ্যে যে কোন চরন হয়, সেই নিয়মাত্মকাবে কারেনী দকরী পাঠা দিতে ভূম্যধি-কারীর বাধ্য হইবে, এই আইনের কোন কথাক্রমে এরূপ আদান করিতে হইবে না।

২১২ ধারা। এই আইনের কোন কথাক্রমে পতিত ভূমি কৃষিকার্যোগ্যযোগী কর-
নার্থ কোন ভুক্তির ব্যাঘাত
হইবে না।

২১৩ ধারা। (১) এই আইনে প্রকারান্তরের কথা
থাকিলেও, যে প্রকারের জমী
চর ও দেয়াড়া জমীর চর বা দেয়াড়া নামে খ্যাত,
কথা। অর্থাৎ সাধারণতঃ বন্যা দ্বারা
যে ভূমির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ
সামান্য হইতে পারে, যে রায়ত সেই ভূমি ভোগ করে,
সেই রায়ত তাহা ক্রমাগত বার বৎসর ভোগ না করিলে
ঐ ভূমিতে দখলী স্বত্ব লাভ করিবে না, এবং সাবৎ ঐ
দখলীস্বত্ব লাভ না করে, তাবৎ তাহার ও ভূম্যধিকারীর
মধ্যে যে খাজানা দিবার নিয়ম হয়, তাহার যোতের নিমিত্ত
সেই খাজানা দিতে দায়ী থাকিবে।

(২) কিন্তু ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে
আদালত নির্দেশ করিতে পারিবেন যে কোন জমী এই
ধারার অর্থমত চর বা দেয়াড়া জমী বলিয়া আর গণ্য
হইবে না। তাহা হইলে, এই আইনের সমুদয় বিধান উক্ত
জমী সম্বন্ধে খাটিবে।

২১৪ ধারা। “উঠবন্দী” প্রণালী ও “হাল চাসিনী”
প্রণালী নামে খ্যাত প্রণালী-
উঠবন্দী ও হালচাসিনী মতে কোন ভূমি ভোগ করা
প্রণালীর কথা। গেলে, দেশাচারানুগত বা
প্রকারান্তরের যে সকল নিয়মে
ঐ ভূমি ভোগ হয়, এই আইনের কোন কথাক্রমে
সেই সকল নিয়মের কোন ব্যাঘাত হইবে না।

২১৫ ধারা। এই আইনের কোন কথায় কোন ঘাট-
চাকরাণ তালুক সম্বন্ধে
না খাটিবার কথা। ওয়াসী বা অন্য চাকরাণ তালু
কের কোন অনুসঙ্গের ব্যাঘাত
হইবে না, বিশেষতঃ এই আইন
নিষিদ্ধ হইবার পূর্বে যে চাকরাণ তালুক হস্তান্তর
করিতে বা উল্লক্রমে দান করিতে পারে যাইত না, তালু
হস্তান্তর করিবার বা উল্লক্রমে দান করিবার স্বত্ব প্রদত্ত
হইবে না।

২১৬ ধারা। কোন রায়ত রায়তস্বরূপ আপন যোতের
আংশ না হইয়া বাস্তব
বস্ত্ত ভূমির কথা। ভোগ করিলে, ঐ বস্ত্ত ভূমির
প্রকারান্তরের অনুসঙ্গ দেশাচার
দ্বারা নিয়মিত হইবে।

২১৭ ধারা। কোন দেশাচার বা দেশাচারানুগত
দেশাচার সংরক্ষণের
কথা। স্বত্ব এই আইনের বিধানের
সহিত অঙ্গদত্ত না হইলে অথবা
এই আইনের বিধানক্রমে
স্পষ্টতঃ বা আদ্যক্ষক অনুমানানুসারে পরিবর্তিত বা
রহিত না হইলে, এই আইনের কোন কথায় তাহার কোন
ব্যতিক্রম হইবে না।

উদাহরণ।

কোর্কা রায়ত কোনও অবস্থায় দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হয় এই দেশা-
চার এই আইনের বিধানের সহিত অঙ্গদত্ত নহে, এবং এই আই-
নের বিধান দ্বারা স্পষ্টতঃ বা আদ্যক্ষক অনুমানানুসারে পরি-
বর্তিত বা রহিত করা যায় নাই; সুতরাং উক্ত দেশাচার কোন
স্থানে থাকিলে, এই আইন দ্বারা তাহার কোন ব্যতিক্রম
হইবে না।

১৮শ অধ্যায়।

মিয়াদ বা ভাষাদি বিষয়ক বিধি।

২১৮ ধারা। (১) এই আইনের ৪র্থ তফসীলের
৪ তফসীলমত মোক-
দমা, আপীল এবং
প্রার্থনা বা দরখাস্তের
বিষয়ক কথা।

নির্দিষ্ট মোকদমা, আপীল এবং
প্রার্থনা বা দরখাস্ত ততৎ অন্য
ঐ তফসীলের নির্দিষ্ট সময়ের
মধ্যে উপস্থিত করিতে ও করিতে
হইবে; এবং ঐরূপ মিয়াদ
কালের পর উক্তরূপ যে প্রত্যেক মোকদমা বা আপীল
উপস্থিত করা যায়, এবং প্রার্থনা বা দরখাস্ত করা
যায়, তাহা মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবার কথা না তোলা
গেলেও অগ্রাহ্য হইবে।

(২) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের অব্যবহিত
পূর্বে যে মোকদমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা বা দর-
খাস্ত উপস্থিত করিলে মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া প্রযুক্ত
বারিত হইত, এই ধারার কোন কথাক্রমে সেই মোক-
দমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা বা দরখাস্ত করিবার
স্বত্ব পুনর্জীবিত হইবে না।

২১৯ ধারা। ভারতবর্ষীয়
ভারতবর্ষীয় মিয়াদ
বিষয়ক আইনের কিয়-
দংশ এই মোকদমা প্র-
তিতে না খাটিবার কথা।
মিয়াদ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের
আইনের ৭, ৮ ও ৯ ধারা
২১৮ ধারার লিখিত মোকদমার
বা প্রার্থনা সম্বন্ধে খাটিবে না।

১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

দণ্ডের কথা।

২২০ ধারা। (১) এই আইন অনুসারে কিম্বা অন্য
কোন বে-আইনীমতে যে কোন আইনযৎকালে বলবৎ
হস্তক্ষেপ করিলে দণ্ডের
কথা। থাকে, সেট আইন অনুসারে
না হইয়া, যদি কোন ব্যক্তি

(ক) কোন প্রজার যোতের ফসল ক্রোক করে
কিম্বা ক্রোক কারবার উদ্যোগ করে, কিম্বা

(খ) এই আইনমতে নিয়মিতরূপে যে ক্রোক করা
যায়, তাহার বাধা দেয়, কিম্বা এই আইনমতে নিয়মিত-
রূপে যে কোন সম্পত্তি ক্রোক করা যায়, তাহা বল-
পূর্বক বা গোপনে হানীতুর করে, কিম্বা

(গ) প্রজার অনুমতি বা সম্মতি ব্যতিরেকে কোন
যোতের ফসল কাটিতে, সংগ্রহ করতে, সঞ্চিত করিতে,
স্থানান্তর করিতে, কিম্বা প্রকারান্তরে তাহা লহয়া কাটা
করিতে বাধা দেয়, বা দিবার উদ্যোগ করে,

তবে তিনি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অর্থমতে অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(২) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অর্থমতে যে কোন ব্যক্তি (১) প্রকণের লিখিত কোন কাহা করিতে সহায়তা করেন, তিনি উক্ত আইনের অর্থমতে অপরাধ-ভাবে অনধিকার প্রবেশ করিবার সহায়তা করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

ভূম্যধিকারীদের কর্মকারক ও প্রতিনিহদের কথা।

২২১ ধারা। (১) কোন আদালতে বা অন্য কর্তৃপক্ষের নিকটে এই আইনমতে

ভূম্যধিকারীর কর্মকারক কোন ভূম্যধিকারীর উপস্থিত দ্বারা কাহা করিবার কথা। ইহাবার, প্রার্থনা করিবার বা কোন কাহা করিবার আদেশ বা অনুমতি থাকিলে, উক্ত আদালত বা কর্তৃপক্ষ একা রাস্তারের আদেশ না করিলে, ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত ক্ষমতাপত্রক্রমে এতদর্থ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভূম্যধিকারীর কর্মকারকও এই সকল কর্ম করিতে পারিবেন।

(২) এই আইনে যে এতোক নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করিবার বা তাঁহাকে দিবার আদেশ আছে, তাহার জারী স্বীকার করিতে বা তাহা লইতে পূর্বোক্তমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভূম্যধিকারীর কর্মকারকের উপর তাহা জারী করা গেলে, কিম্বা তাঁহাকে দেওয়া গেলে, যদি নিম্ন ভূম্যধিকারীর উপর তাহা জারী করা যাইত কিম্বা তাঁহাকে দেওয়া যাত, তাহা হইলে যেকোন ফল হইত, এই আইনের কাহাপক্ষে সেইরূপ ফল হইবে।

(৩) কর্মকারক নিয়োগ করিবার কিম্বা তাহার ক্ষমতা দিবার নিদর্শনপত্র দ্বারা যে এতোক দলীল এই আইনের আদেশমতে ভূম্যধিকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত বা সঠিককিছুকৃত হওয়া আবশ্যক, তাহা এতদর্থ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকারকের দ্বারা স্বাক্ষরিত বা সঠিককিছুকৃত হইতে পারিবে।

২২২ ধারা। দুই বা তদধিক ব্যক্তি যজমানী ভূম্য-

এক লী ভূম্যধিকারী-ধিকারী হইলে, যাহা কিছু দেও এতদর্থ বা সাধারণ কর্মকারকের দ্বারা বাধ্য করিবার কথা।

করিবেন কিম্বা তাঁহাদের উভয়ের বা সকলের পক্ষে কর্মকারকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকারক করিবেন।

রাজস্ব কর্মচারীদের ক্ষমতার কথা।

২২৩ ধারা। রাজস্ব কর্মচারীদের উপর এই আইনের

কর্মচারীদের কার্য-প্রণালী ও ক্ষমতা সম্বন্ধীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।

করণার্থ স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতি রাজস্বীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আইনমতে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং এই বিধি দ্বারা এতোক কোন কর্মচারী

(ক) যৌকদ্দমার বিচারকালে কোন দেওয়ানী আদালত যে কোন ক্ষমতায়ুগারে কাহা করিতে পারে, ন এরূপ কোন ক্ষমতা, ও

(খ) কোন ভূমিতে প্রবেশ করিবার এবং তাহা জরীপ ও চিহ্নিত করিবার ও তাহার মানচিত্র করিবার ক্ষমতা, ও

(গ) জমীর শক্তি বুঝিয়া দেখিবার নিমিত্ত কোন ভূমির ফল কাটিবার ও বাড়িবার ও উৎপন্ন শস্যাদি ওজন করিবার ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

বিধির কথা।

২২৪ ধারা। (১) এই আইনের কোন ধারামতে বিধি প্রণয়ন, প্রকাশ ও দৃঢ় করিবার কাহা প্রণালীর কথা।

বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা-প্রাপ্ত এতোক কর্তৃপক্ষ উক্ত বিধি করিবার পূর্বে প্রস্তাবিত বিধির পাণ্ডুলেখ, যে ব্যক্তি-দের উদ্ভারী স্পষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তাঁহাদের অবগতি নিমিত্ত প্রকাশ করিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেন্টের বা তাহার কোর্টের প্রণীত বিধি হইলে, উক্ত গবর্ণমেন্টের বা কোর্টের বিবেচনায় সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সম্মান দিবার পক্ষে যা উপযুক্ত বোধ হয়, সেই প্রকারে এই বিধি প্রকাশ করা যাইবে; অন্য কোন কর্তৃপক্ষের প্রণীত বিধি হইলে, তাহা নিম্নিষ্ট প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে। কিন্তু এরূপ এতোক পাণ্ডুলেখ রাজস্বীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

(৩) উক্ত পাণ্ডুলেখের সহিত একটা নোটিস প্রকাশ করা যাইবে। প্রকাশ করণের তারিখের পর এক মাস অতীত হইবার পূর্ব পর্যন্ত হয়, উক্ত পাণ্ডুলেখ একপ যে তারিখে বা যে তারিখের পর বিবেচনা করিয়া দেখা যাইবে, এই নোটিসে সেই তারিখ নিম্নিষ্ট থাকিবে।

(৪) এই নিম্নিষ্ট তারিখের পূর্বে উক্ত পাণ্ডুলেখ সম্বন্ধে কোন ব্যক্তি যে কোন আপত্তি বা প্রস্তাব করেন, উক্ত কর্তৃপক্ষ তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিবেন।

(৫) এই আইনমতে প্রণীত হইয়াছে বলিয়া কোন বিধি রাজস্বীয় গেজেটে প্রকাশ করা গেলে, এই প্রকাশ পরগই উক্ত বিধি যখনই যে প্রণীত হইবার সম্ভাবনা হইবে।

যেহ জিলায় কিয়ৎকালীন বন্দোবস্ত থাকে তৎসম্বন্ধীয় বিধানের কথা।

২২৫ ধারা। যে মহালের জিরদারী বন্দোবস্ত এখন

হয়-যাই, কোন ভালুকৎ অধ-গত ভূমি সেই মহালের মধ্যে থাকিলে, এই আইনের কোন কাহা কমে-বা কমে-বিধি-প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা-বন্দোবস্তের সময়াদ

ফুরাইলে, খাজনা বৃদ্ধির বাধ্য হইবে না। কিন্তু কোন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ গবর্ণমেন্টের

তাইনে চূড়ান্ত বন্দোবস্ত করিবার, বা বন্দোবস্ত দ্রুত করিবার ক্ষমতা পাইয়া বন্দোবস্তী কার্যাবস্থান মধ্যে বন্দোবস্তের মিয়ান ক্ষতিও হইবার পর অবশ্যিস্থিত হইলে খাজান; দিয়া ভোগ করিবর অঙ্ক স্পষ্ট বাক্যে যোগ করিয়া থাকিলে, স্বতন্ত্র কথা।

২০৬ খারা। যাহা চিত্তরী বন্দোস্তী কুমির
অগ্রগত নহে, এরূপ কোন
কুমি বিনা খাজানার কিম্বা
অধ্যাপিত খাজানায় ভোগ
করিবার মত হই কুমির প্রজাতি
দেওয়া গেল বলিয়া সুখাদি-
কারী পাট্টা দিলে কিম্বা অন্য কোন চুক্তি করিলে, এবং
পাট্টা বা চুক্তি লবণ থাকিত

(ক) ভূমির রাজস্ব উক্ত ধরির ১ হক্কে প্রথম দেয়
তাইলে, কিবা।

(খ) তৎসময়ে ভূমির রাজস্ব গুলি দিয়া হইয়া থাকিলে ভূমির চাক্ষুর নুতন বন্দোবস্ত করা যাইল,

উদয় শাকের মধ্যে চুক্তিতে একারায়ের কথা
সংগ্রহে, নোমরাজ, কাম্যচাঁদী ভূমি পরিচালনা
এখন বড়ো আশ্রমকে এত দূর নর বিধান অনুসারে
উৎসাহিত উৎসাহিত ও ন্যায্য খাজানা খাতি করিতে
পারেন।

बालिकर मरुति बटहन कथा ।

১৯৭ খ্রিঃ। নাকি খাজানা আদায় করণার্থে ক-
দময় এষ্ট জাহিরের যে সকল
খানকর ও বনকর প্রভৃতি হিসাবে খাটে, কোন খানকর,
বনকর, জমির ভাড়া প্রভৃতি
সম্মান্য থাকি কিছু দিতে বা অংশ দিতে হয়, তাহা
অগ্রদূত করবার মোকদ্দমায় যত দূর সম্ভব সেট সকল
ধিমান থাকিবে।

বিশেষতঃ আইন সংস্কারের কথা ।

২৮ দ্বারা। এই আর্টিকেলের কোন কথা—

(২) এই আইনের দ্বারা স্পষ্ট করিয়া গেল কোন জটন
 বিবেচনায় নহে-
 ১৯৭১।
 কঠোর,
 রহিত করা হয় নাই, সেও
 আইনের নির্দিষ্ট বন্দ্যবস্ত
 কাঁচকারকের সমস্ত ও

(৭) গবর্ণমেন্টের মর্মান্বিত দৃষ্টি। কার্ট অর গয় উৎসে
না রাজস্ব নতুন পদ্ধতিতে অধিকতর আয়ের আশা
আশিষের কথা। এগারো বিধান করণ। ১৯৬৭

(୩) ଶରଣାଗତଙ୍କ ବାକୀ ଉଦ୍ଧାରଣ ଓ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ
 ଶାନ୍ତି ସମାଧାନ ଓ ଶିକ୍ଷାକ୍ରମ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଓ ଶାନ୍ତି,

(ম) ১। লস্করী মণ্ডলের বাউ ওয়াইল্ড মণ্ডল মণ্ডল
জাইলেনিকি।

(৬) এই আর্জিয়ার স্বাক্ষর স্থাপিতঃ বা. পি. শ্রী ৩ প্রঃ-
মানিকপুরের যোবিন্দে ঘাড়া স্বাক্ষরী হন। আইন রক্ষিত
৩৭/১১/১৪৮, তাহার কোন খাতির ক্রম হইবে না।

अथ च उक्तीना :

(୨ ନମ୍ବର ନେଥ)

যে আইন ১৯৩৩ খ্রিঃ।

২৯.৮.৭৭ ৫৮ নং আর্ডিন।

সাল ও নম্বর ।	যে বিষয়ের জাইন ।	সংখ্যা ও কথা গেল ।
১৭২৩ সালের ৮ আইন ।	সুবেজাং রাজস্ব ও বেহার ও উড়িষ্যার সমস্ত জমীদার ও হুদুদীভুক্তদার প্রভৃতি ভূমি- দিনিগিরি দিগের সহিত সরকার এবং মালিকজামীদারগণের দখল সম্বন্ধে বন্দোবস্তের বিষয়ে ব সকল আইন ইঙ্গরেজী ১৭৮১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ও ২৫ নবেম্বর এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি প্রত্যয় পত্র এবং তাবিখে মিষ্টিও তহ- বাহে তাহার পরিসংখ্যে পরি- ক্ষণ ও প্রস্তুত করিবার আইন ।	১০, ৪১, ১৩, ৫২, ৫৩, ৬১, ৫৬২ ধারা ।
১৮০৫ সালের ১২ আইন ।	এইকনে যেদিনোপনয় জিল হক পট্টনগর, কমান্ডারের ও বঙ্গা পদগনা স্ত্রীকটক জিলার বন্দোবস্ত ও সরকারী রাজস্ব আদায় করণার্থ আইন	৭ ধারা ।
১৮১২ সালের ৫ আইন ।	ভূমির মালিকজামীদারগণের বিষয়ে যে সকল দাঁড়া এইকনে চলন আছে তাহার কেন দাঁড়া শুদ্ধবিবরণ ও পরিবার নিমিত্তে আইন	১, ৩, ৪, ২৩ ও ২৭ ধারা ।
১৮১২ সালের ১৮ আইন ।	ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আই- নের ২ ধারার মধ্য স্পষ্ট ও বিবরণ করিয়া লিখিবার ও ইঙ্গরেজী ১৭২৩ সালের ৪৫ আইনের ৩ ও ৪ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ৪০ আইনের ৩ ও ৪ ধারার ও বহিত করি- বার এই সকল ধারার লিখিত দাঁড়া সকলো পত্রবর্তে নুতন দাঁড়া নিষ্টিত করিবার নিমিত্তে আইন ।	হেতুবাদ এবং ২ ও ৩ ধারা ।
১৮১৯ সালের ৮ আইন ।	কোন অধিকার লিখ হওন ও ওংস্পর্কীয় কবাবদান সত্ত্বে হওনের কথা স্পষ্ট করিয়া লিখনের ও জমীদারদিগের ও পত্তনীর ভূস্বত্বদার ও গাংবাদের পয়সার নতের বিবরণের ও জমিদারের বাকীর নিমিত্তে নৈল ম হওনের নকশা নিষ্টিত কবনের ও তাহার প্রকার ও নিয়মের বিবরণের ও বাজার দেশের জমীদারদিগের ও ভূস্বত্বদারদিগের ও ভূমীর দাঁড়ার মধ্যে পুরো নিষ্টি- বিত কোন দাঁড়া ও তাহার স্পষ্ট বরণের ও তাহার কোন দাঁড়া শুদ্ধবিবরণ নিমিত্তে আইন	৭ স্পষ্ট আইন ।

১ম তকসীল---(চলিতহইতে।)

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর রহিত করা গেল।
১৮২০ সালের ১ আইন।	যদি জমীদারের বাকী ডাহার তা- লুকদারের দ্বারা পড়ে ও সে নিমিত্ত জমীদার তালুকদার কর ইবার ক্ষমতা পায়, তবে সেই নীলাম ইত্যাদি ১৮১২ সালের ৮ আইনের নীলামের মতে হইবার নিমিত্ত আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮২৫ সালের ১১ আইন।	যে কিস্তি কোন নদী কি স- মুদ্রা দ্বারা কংগ প্রযুক্ত যে ভূমি পাওয়া যায় সেই ভূমির দাওয়ার নিশ্চয়িত্ব হই- তে দৃষ্টি রাখা করিতে হইবেক সেইরূপ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত আইন।	৪ ধারার ১ প্র- করণে "এবং ইহা হইবে জমি যত কোন প্রধান মহীলকারের পেটার কোন মহীলকারের দখলের ভূ- খিড়ে সংলগ্ন হয়" এইরূপ কথা মুছে প্র- করণের শেষ পর্যন্ত।

বঙ্গদেশের স্বতন্ত্রতার প্রণীত আইন।

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর রহিত করা গেল।
১৮৩২ সালের ৬ আইন।	১৮৩২ সালের ১০ আইন (অর্থাৎ কোর্ট উইলিয়াম রাজধানীর অ- ধীন প্রদেশে যেখানে প্রজাতি আধার করণের আইন সংশো- ধন করিবার আইন) সংশো- ধন করণের আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬৫ সালের ৮ আইন।	অগ্নিপত্রের কথা প্রসিদ্ধ দেশান্তরের বলে যে পেট্রো- লিয়াম বিক্রয়কারী কি প্র- কাশকের প্রত্যেকের হইতে পারে তৎসম্পত্তির বাকী প্রজাতি আদায় করণের ক্ষমতা আইন করিবার ব্যবস্থা সংশোধনার্থ আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬৭ সালের ৪ আইন।	মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশে জীবিত লেন্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব বের প্রচলিত ১৮৩২ সালের ৬ আইনের বাধ্য ও সং- শোধন করিবার এবং কোন বিচার নিষিদ্ধ করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৭১ সালের ৮ আইন।	ভূমিধিকারী ও প্রজাতি মধ্যে যে খোঁজখানি হয় তাহার তাহা- প্রণালী সংশোধন করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৭২ সালের ৮ আইন।	বন্দোবস্তী কার্যকারকদের ক- মতা নিশ্চিত ও নীতিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত আইন।	সম্পূর্ণ আইন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীবিত গবর্নর জেনারেল সাহেবের
প্রণীত আইন।

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর রহিত করা গেল।
১৮৫০ সালের ২৪ আইন।	১৮১২ সালের ৮ আইন ও ১৮৪৬ সালের ৪ আইন অনুসারে যে ভূমির নীলাম সম্পূর্ণ না হয় তাহাতে বায়নার টাকা সংকাবে জমা করণের আইন।	যে পর্যন্ত র- হিত হয় নাই সেই পর্যন্ত।
১৮৫০ সালের ৩৩ আইন।	বাংলাদেশে পত্তনী ডালুকের নীলামের নিমিত্ত যে বি- চার আদেশ আছে তাহা শুধরিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৫৩ সালের ৬ আইন।	মালিকদারীর বাকী বিষয়ের সরাসরী মোকদ্দমা এবং প- ত্তনী ডালুক ও বিক্রয়যোগ্য অন্যান্য অধিকারের নীলাম এবং প্রজাতি বিষয়ের সরাস- রী ডিক্রীজারী করণের ভূমির নীলামের বিষয় আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৫২ সালের ১০ আইন।	কোর্ট উইলিয়াম রাজধানীর অ- ধীন বাংলাদেশে প্রজাতি আধার করিবার আইন সং- শোধন করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।

দ্বিতীয় তকসীল।

[৩ (১৬) ধারার দেখ।]

১৮১২ সালের ৮ আইনের হেতুবাদ হইতে উদ্ধৃত।

"মঙ্গলসালা বন্দোবস্তের তালুকদারেরা আপনাদিগের
ইচ্ছা ইত্যাদি দিতে ইচ্ছাকৃতরূপে ক্ষমতা আছে
দেখিয়া ন্যূন করার দ্বারা স্বার্থ করিয়াছে ও প্রথমতঃ
তাঁহা প্রজাতির প্রজাতি জমিদারীতে প্রকাশ হইয়াছে
একদম অন্য দ্বারেন্ডে হইতেছে ও এ অধিকারের প্রকাশ
এই যে জমিদার কোন ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতরূপে অন্য
তালুক দেয় ও তাহার মূল্য যে ব্যক্তি তাহা লয়
তাঁহার ও তাহার উত্তরাধিকারিদিগের পাওনা সম্পূর্ণ-
লেন নিমিত্তে প্রিয়া দেয় ও তালুকদারের দ্বারেন্ডে মাল
জামিন ও কেলার জামিন পত্তনী ও নীলামের ক্ষমতা
আপনি রাখে কেন না যদি তালুকদারকে জামিন দেওন
হইতে থাকে তবে তাহার পরে এই তালুক বিক্রয়-
দির দ্বারা যে ব্যক্তির হাতে যায় সে এড়াতে পারে না
বরং তাহার দ্বারেন্ডে লইতে পারে ও ইহা এইরূপকার
রেজার অর্থাৎ চলনমতে আনা গেল।

"তাঁহার দস্তাবেজেতে নিয়মের মধ্যে ইচ্ছা লেখা
থাকে যে বাকী পড়িলে সে নিমিত্তে জমিদার তাহা
বিক্রয় করাইতে পারিবেক ও যদি বিক্রয়ের পন বাকীর
সংখ্যা যত তত না হয় তবে বাহা বাকী থাকে তাহা
তালুকদারের শিরে থাকিবেক যে সে নিমিত্তে তাহা
মাল আদায়ের বিক্রয় হইতে পারে।

"এ সকল প্রকার অর্থাৎ অধিকারকে পত্তন তালুক
বলে ও তাহা পত্তনী অনেক লোক এই সকল নিয়ম ও
নির্দেশে তাহা অস্বাভাবিক লোকের দেয় ও তাহার দ্বারা
পত্তনীদার কল্যাণ ও পরপত্তনীদার অন্যের দেয় ও
ক্রমে এইরূপ। ও ইহার দ্বারা প্রত্যেকের দস্তাবেজ এক
বন্ধন হইবে।"

ভক্তির কবিতা — কবিতা ও হিন্দুধর্মের পাঠ ।

(১০ ও ১১ খণ্ডের মধ্যে)

কবিতার পাঠ ।

- ১। মধুর
- ২। স্নান
- ৩। প্রেমের স্নান
- ৪। প্রেমের স্নান
- ৫। ভাষার যোগের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি)

মগনী বিষা — টোকা

ভাষার বিষা — মন — বা টোকা

স্নানের বিষা { বনকর — টোকা ।
জলকর — টোকা ।
কলকর — টোকা ।

গবর্ণমেন্টের কর ... { পঞ্চকর
পূর্তকাঁধের কর

- ৬। বাহার স্নানকতে দেওয়া গেল
- ৭। স্নানের তারিখ
- ৮। মত টোকা দেওয়া গেল (পূর্তে বিবরণ) — টোকা
- ৯। ভূমায়ের বা অন্যতর প্রাণ কলকরকর স্নানকর

কবিতার পাঠ :

- ১। মধুর
- ২। স্নান
- ৩। প্রেমের স্নান
- ৪। প্রেমের স্নান
- ৫। ভাষার যোগের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি)

মগনী বিষা — টোকা

ভাষার বিষা — মন — বা টোকা

স্নানের বিষা { বনকর — টোকা ।
জলকর — টোকা ।
কলকর — টোকা ।

গবর্ণমেন্টের কর ... { পঞ্চকর
পূর্তকাঁধের কর

- ৬। বাহার স্নানকতে দেওয়া গেল
- ৭। স্নানের তারিখ
- ৮। মত টোকা দেওয়া গেল (পূর্তে বিবরণ) — টোকা
- ৯। ভূমায়ের বা অন্যতর প্রাণ কলকরকর স্নানকর

বঙ্গদেশের প্রজাপত্র বিবরণ ১৮৮৪ সালের আইনের ১৯ খণ্ডের নিম্নলিখিত বিধান আছে ।—

“ ৩৯ খণ্ড । (১) কোন প্রাণী খাজনার হিসাবে কোন টোকা দিলে, যে বৎসরে কিংবা যে বৎসরের যে কিছিতে উহা অন্য দিতে চাইবে, তাহা নির্দেশ করিতে টোকা বেরণে অন্য দিতে হইবে তাহার কথন । পরিবেশ এবং ভূমায়ের প্রাণী অন্য দিতে হইবে । ”

“ (২) প্রাণী প্রাপ্ত কোন নির্দেশ না করিলে, ভূমায়ের প্রাণী যে বৎসরের যে কিছিতে উচিত বোধ করেন, সেই বৎসরে সেই কিছির হিসাবে প্রাণী অন্য দিতে পরিবেশ । ”

(তৃতীয় তফসীল ।—কবজ ও হিসাবের পাঠ ।)

হিসাবের পাঠ ।

১। সাল	হাল	টাকা।
২। প্রজার সাল
৩। যোতের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি)	বিষয়	হাল
	নগদী	টাকা।
	গবনমেন্টের কর	...
	ভাওলী	...
	জলকর	...
	বন্দকর	...
	ফলকর	...
৪। বৎসরের তালব
৫। পূর্বি বৎসরের বাকী (বকেয়া)
৬। মোট তালব (হাল ও বকেয়া)
৭। প্রভোক্তের হিসাবে দেওয়া গেল	হাল তালব	...
	বকেয়া তালব	...
৮। শস্য দেওয়া গেল
৯। বৎসরের শেষে বাকী
১০। তৃদ্বারী খাজনার

হিসাবের পাঠ ।

১। সাল	হাল	টাকা।
২। প্রজার সাল
৩। যোতের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি)	বিষয়	হাল
	নগদী	টাকা।
	গবনমেন্টের কর	...
	ভাওলী	...
	জলকর	...
	বন্দকর	...
	ফলকর	...
৪। বৎসরের তালব
৫। পূর্বি বৎসরের বাকী (বকেয়া)
৬। মোট তালব (হাল ও বকেয়া)
৭। প্রভোক্তের হিসাবে দেওয়া গেল	হাল তালব	...
	বকেয়া তালব	...
৮। শস্য দেওয়া গেল
৯। বৎসরের শেষে বাকী
১০। তৃদ্বারী খাজনার

চতুর্থ তফসীল।

(২৮ ধারা দেখ।)

১ খণ্ড।—মোকদ্দমার মিরাদ।

মোকদ্দমার বর্ণনা।	মিরাদ।	যে অবধি মিরাদ চলে।
১। যে নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া এক বৎসর স্পষ্ট বিধানাঙ্ক চুক্তি আছে যে এই নিয়মভঙ্গের দণ্ডস্বরূপ উচ্ছেদ করা যাইবে, সেই নিয়মভঙ্গ যেতু তালুকদার বা রায়-ওকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা।	নিয়ম ভঙ্গের তারিখ অবধি।	
২। বাকী আত্মনা আদায়ের ছয় মাস মোকদ্দমা।	আত্মনাভের তারিখ অবধি।	
ক) ৩৩ ধারামতে এই মোকদ্দমার খাজানার মিমিত্ত আত্মনা করিবার পক্ষে বাকী পড়িয়া থাকিলে।		
(খ) ফলাফলে ... ডিন বৎসর	বাকী পড়িয়া গেল যেহেতু স্থানে চলিত আছে সেই স্থানে বাকী পড়িয়া গেল শেষ যে দিনে বাকী পড়ে সেই দিন অবধি এবং আত্মনা ও কলসী পূরণ যেহেতু স্থানে চলিত আছে সেই স্থানে চলিত থাকিলে শেষ যে দিনে বাকী পড়ে সেই দিন অবধি।	
৩। বাকী দায়ী দায়ী বিশিষ্ট এই বৎসর বে দখল হইবার তারিখ পর্যন্ত সময়কাল ভূমি দখল করিলে, উক্ত ভূমির দখল করিয়া পাইবার মোকদ্দমা।	বে দখল হইবার তারিখ অবধি।	

২ খণ্ড।—আপীলের মিরাদ।

আপীলের বর্ণনা।	মিরাদ।	যে অবধি মিরাদ চলে।
৪। এই আইনমতে কোন ডিক্রী বা আত্মনা উপর জিলার জজ বা বিশেষ জজ সাহেবের আদালতে আপীল হইলে।	ত্রিশ দিন	যে ডিক্রী কি আত্মনা উপর আপীল হয় তাহার তারিখ অবধি।
৫। এই আইনমতে কোন ক্রয়ের কোন আত্মনা উপর কমিশ্যনার সাহেবের নিকট আপীল হইলে।	ত্রিশ দিন	যে আত্মনা উপর আপীল হয় তাহার তারিখ অবধি।

৩ খণ্ড।—প্রার্থনাপত্রের মিরাদ।

প্রার্থনাপত্রের বর্ণনা।	মিরাদ।	যে অবধি মিরাদ চলে।
৬। যে কালে ডিক্রীমত খাজনা দিতে বা বসে ডিক্রী জারী হইতে দেন নাই সেই কালে এই আইনমতে কিংবা এই আইন দ্বারা বিহিত করা কোন আইনমত ডিক্রী বা আত্মনা জারী করিবার প্রার্থনাপত্র; যদি ডিক্রীর টাকার উপর ডিক্রীর পর যে সুদ জমে তাহা বাদে কিংবা এ ডিক্রী জারী করিবার খরচা সমেত ৫০০ শতকের অধিক টাকার নিমিত্ত ডিক্রী না হয়।	তিন বৎসর	(১) ডিক্রীর বা আত্মনার তারিখ অবধি; কিংবা (২) আপীল করা গেলে আপীল আদালতের ডিক্রীর বা আত্মনা তারিখ অবধি কিংবা (৩) বিচার সমাপ্ত হইয়া গেলে সমাপ্ত হইবার তারিখ অবধি।

ভিন্ন ভিন্ন মত।

বঙ্গদেশের প্রাশাস্ত্রবিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধীয় নিম্নলিখিত কমিটির অধিকাংশ সভ্যের রিপোর্ট হইতে আমার মত ভিন্ন।

১৮৮৩ সালের ২১ নবেম্বর অবধি কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং ১৮৮৩ সালের ১৩ মার্চ উহার কার্য শেষ হয়। প্রথমতঃ সপ্তাহে দুইবার মাত্র কমিটির অধিবেশন হইত। কোন বিষয়ে সংশোধনের প্রস্তাব করিতে হইলে সভ্যদিগকে ৪৮ ঘণ্টার পূর্বে সংবাদ দিতে হইত। ২৬ জানুয়ারি তারিখে দ্বিতীয় বার সপ্তাহে তিন দিন ২ টা অবধি ৫ ১/২ পর্যন্ত কমিটির অধিবেশন হইবে, সংশোধন প্রস্তাবের সংবাদ অধিবেশনের পূর্বে দিন সেকেন্ডারী নিকটে প্রেরণ করিতে হইবে। অধিবেশনের দিন প্রাতে সংশোধনের প্রস্তাব মেম্বরদের নিকটে প্রেরিত হইত। এইরূপ নূতন বন্দোবস্ত প্রস্তাব করার কারণ এই যে, তখনও কমিটির হাতে অনেক কার্য থাকিছিল ও বিশেষ নিয়মগত সময় উপস্থিত প্রায় হইয়াছিল। এই বন্দোবস্তে মেম্বরদিগের নিকট যে অসুবিধা হইয়াছিল তাহা অগ্রাহ্য করিলেও এবং তাঁহারা এই কার্যে সমস্ত সময়ক্ষেপ করিয়াছেন স্বীকার করিলেও সংশোধনের জন্য প্রস্তুত হইতে তাঁহাদের ১০ ঘণ্টা এবং উহার বিশেষ আলোচনার্থ ৬ ঘণ্টা সময়ও প্রায় থাকিত না, আমি একথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এরূপ বন্দোবস্তে মেম্বরদিগের প্রত্যেকের প্রতিই অসম্মান করা হইয়াছিল। আমার মত অবস্থার পোকে প্রতিকারও অবিচার হইয়াছিল, কারণ আমি তাঁহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করি বলিয়া লোকের বিশ্বাস, আমি তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিবার সময় পাইতাম না। ইহাতে যে কেবল মেম্বরদিগের প্রতিই অবিচার হইয়াছিল এমন নহে, যে সকল গুরুতর বিষয় লইয়া বাদামুহাম তাহার প্রতিও বিশেষ অবিচার হইয়াছিল। আমি কর্তব্য বিবেচনার বিষয়ে প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার প্রতিবাদ ফলোৎপাদক হয় নাই। ইহা অসম্মান স্বীকার করিতে হইবে যে কমিটির নিকটে যে সকল বিষয় উপস্থিত করা হইয়াছিল এরূপ অসম্মান বহু দূর সম্ভব তাঁহারা সকল বিষয়েই বিশেষ মনোযোগ দিয়া কার্য করিয়াছেন, এবং আমার প্রতি যত দূর সম্ভব গুরুত্ব ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু শেষোক্ত গুরুতর প্রশ্ন সমূহের মীমাংসার অত্যন্ত ত্বরান্বিত করা যায় ছিল। এরূপ ত্বরান্বিত অপরিহার্য হইলেও ইহা একান্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

মন্ত্রিসভার বিধি অনুসারে কমিটির এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধীয় বিষয়ে সাক্ষীর এজার প্রেরণের ক্ষমতা থাকিলে ভাল হইত। কমিটি যে এই ক্ষমতার আবশ্যিকতা বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলেন সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পদ্ধতিগত না হইলেও মান্যবর জ্যুজ লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের পরামর্শমে পোটাও বিলি লঙ্ঘ্যে কমিটিতে কয়েকজন বহুদলী জমিদারের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছিল।

কমিটির হস্তে পড়িয়া বিলের অনেক গুরুতর পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু উহার মূল স্বর অপরিবর্তিত রহিয়াছে। কোনও বিষয়ে মূল পাণ্ডুলিপি অপেক্ষা জমিদারদিগের অবস্থা অধিকতর মন্দ করা হইয়াছে। কয়েকটি ক্ষুদ্র বিষয়ে জমিদার ও রাষ্ট্র উভয়ের প্রতিই অপেক্ষাপাতে সুবিচার করা হইয়াছে। বর্তমান আইনে যে রূপ আছে তাহা অপেক্ষা মধ্যবর্তী ভূমালিকারীগণের বিলক্ষণই লাভ হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে ভূমালিক, যাহার জন্য কমিটি এত চিন্তিত তাঁর প্রকাশ বরিয়াছেন, আমার ভয় হয় যে কলে তাহার অবস্থা বর্তমান অপেক্ষা মন্দ দাঁড়াইবে। আমি এখন সমস্ত পাণ্ডুলিপির বিচার করিতে ইচ্ছা করি না এবং উক্ত এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত কথায় প্রবেশ করিব না।

এই পাণ্ডুলিপির বিক্ষেপে আমার আগতির প্রধান কারণ এই :-

১।—ইহা বর্তমান ও প্রাচীন ভূমিসংক্রান্ত আইনের বিরোধী। ইহা একদিকে কতকগুলি স্বত্ব অপচয় করিতেছে ও অপন্যাসিত উক্ত আইনের বাস্তবকারী কতকগুলি স্বত্ব প্রদান করিতেছে। ২য়।—ইহাতে রেগুলেশন আইন সমূহের যে রূপ ব্যাখ্যা সম্পন্ন করা হইয়াছে তাহা আদালতের মীমাংসার বিরোধী, এবং প্রমাণরহিত ঘটনা ও বিবরণ সমূহকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। ৩য়।—খাজানা আদায় ও খাজানার বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় কার্য প্রণালীর সরলতাপানরূপ যে মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা এতদ্বারা সূক্ষ্ম হইবে না। ৪র্থ।—ইহাতে ভূমালিকারী ও এজাপুঞ্জের মধ্যে বিবাদ ও বিলম্বাদ উৎপাদিত হইবার ও মোকদ্দমার মোকদ্দমার দেশ প্লাবিত করিবার সম্ভাবনা। তাহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের শান্তি ও মঙ্গলের হানি হইবে। ৫ম।—ইহাতে বহুসংখ্যক কৃষক প্রত্যেক কৃষাগ (কৃষিঃ জীবী) করিয়া তুলিবে। ৬ষ্ঠ।—জমিদার ও এজার চুক্তি লঙ্ঘ্যে সাধীনতা উঠাইয়া দেওয়ার ও জমিদারী কার্যনির্বাহ ও রায়তদের কার্য সম্বন্ধে আদালত ও রাজসংক্রান্ত কার্যকারকে মধ্যস্থ ও জিজ্ঞাসার মূল করার ইহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের উন্নতির নিদান হুত আত্মনির্ভর শক্তিকে অক্ষয় করা হইবে, ও উহার মেকদও বিচ্ছিন্ন করা হইবে, অর্থনীতি সম্বন্ধীয় নিয়মালীক আর্থ কার্যের বাধাত করা হইবে। গবর্নমেন্টের পিতৃহানীর তাব বন্ধমূলকরা হইবে ও প্রায় প্রতিপদে মোকদ্দমারূপ গুরুতর অনিশ্চয় উৎপাদন করা হইবে। গত বৎসর যখন এই পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হয় তখন আমি এই সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলাম এবং এক্ষণে দুঃখসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে নিম্নলিখিত কমিটি যে সকল পরিবর্তন করিয়াছেন তাহাতে ইহার একটরও খণ্ডন হয় নাই।

এই পাণ্ডুলিপিতে আমার যে সকল আপত্তি আছে তাহাদের উল্লেখ করিতেছি বলিয়া আমি উহার অধিক অধ্যায়ে বিচার করিব অথবা ইহার সমস্ত অংশ বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিব একপ প্রস্তাব করিতেছি না। আমি কেবল পাণ্ডুলিপির মূল স্বর ও কয়েকটি প্রধান বিষয়ে মূলের আলোচনা করিতে চাহি।

তালুকদার ।

যাঁহারা এক্ষণে তালুকদার বলিয়া গণ্য তদতিরিক্ত দুই হুতন শ্রেণীর তালুকদার সন্নিবেশিত করা হইয়াছে যথা, (১ম) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যে সকল রায়ত তাঁহাদের যোতের অর্দ্ধেকের অধিক অংশ কোর্সি বিলি করে (৩৭ ধারা) এবং (২য়) যে সকল রায়তের যোতের পরিমাণ ১০০ বিঘার অধিক এবং যাঁহাদের যোতের সমস্ত দাক্ষিণ্য কোর্সি বিলি করা আছে। এক্ষণে স্থলে বিপরীত প্রমাণ না পাইলে প্রজাকে তালুকদার বলিয়া গণ্য করিয়া লইতে হইবে। (৫ ধারা ৫ প্রকরণ)। প্রথমোক্ত ব্যক্তির নাম রূপান্তরিত তালুকদার হইবে। প্রাণী তালুকদারদিগের সমস্ত স্বত্ব ও অধিকার প্রাপ্ত হইবে। শেষোক্ত শ্রেণীর স্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে এই পাণ্ডুলিপি অনুসারে অগ্র্যে করিয়া দায়িত্ব স্বত্ব ও জোকের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল, এবং দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত ইচ্ছা করিয়া অর্দ্ধেকের অধিক ভূমি পোঁদী বিলি করিয়াছেন বা অন্য প্রজা সম্বন্ধে জমীদারের ক্ষমতা হ্রাস করা হইল, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ১০০ বিঘার অতিরিক্ত পরিমাণ যোতের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে তালুকদার রূপে পরিণত করা আমার মতে আরো অন্যায় হইবে। তালুকদারের পদবীর কতগুলি বিশেষ অধিকার আছে, উহা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজার নাই। এই সকল অধিকারের জন্য দায়িত্বও জমীদারকে বিলকণ রূপায়ণ দেওয়া হয়। প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, তালুক চুক্তির শর্ত অনুসারে উত্তরাধিকারযোগ্য ও কস্তান্তরযোগ্য চিরস্থায়ী খোঁত, এবং উপস্থিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে তাঁহার খাজানার হার স্থলভ হইবে, ও উহা অগ্র্যক্রম স্বত্ব ও জোকের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে। বাবস্তা-গক ও তাহা হুতন অনুসারে ১০০ বিঘার যোতদারকে তালুকদাররূপে গণ্য করা কখনই এদেশের প্রাচীন ও বর্তমান ভূমি-প্রকৃতি আইনের অনুযায়ী বলিয়া কেহ তর্ক করিতে পারেন না। এই বিষয়ে ভূস্বামী শ্রেণীর স্বত্বের উপর সাক্ষাৎসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে।

তালুকদারদিগের খাজানার দ্বিগুণ, ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৮ ধারায় যে হারে নীলাম খরিদার ভাণ্ডায় করিবে তৎসম্বন্ধে এই নিয়ম আছে। “যকঃসলী কোন তালুকদারের ভূমির খাজানার হার তাহারই মত অন্য ভূমির খাজানার হারে তদধিক গেল সে তালুকদারের জমীর বন্দোবস্ত এই হিসাবে হইবেক এতাবতী ভূমির উৎপাদনের মুখে শতকরা ১০ দশ টাকা করিয়া তালুকদারের লানকর ও তালুক বুঝিয়া তহনীলের খরচা বহন উচিত হয় তাহা মিনায়া করিয়া যাঁহা বাকী থাকে তাহা এই যকঃসলী তালুকদারের জন্য ঠাহরিবেক”। ১৮৫২ সালের ১০ আইনে এই ধারা রহিত করা হইয়াছে, কিন্তু উহাতে তালুকদার ও পেটাও তালুকদারদিগের খাজানার সীমা ও কারণ সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখ নাই। কিন্তু আদালতের মীমাংসা অনুসারে নিকট-নির্গত করিতে পারা যায় না সেস্থলে আদালতের খরচা বাকী দিয়া যেটা আদায়ের শতকরা দশ টাকা অতিক্রম করিয়া না যায় এরূপ সীমা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে (সীল্ড সাহেবের ডাঃজেন্ট দেখ)। আদালতের এই মীমাংসা এই পাণ্ডুলিপিতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, কিন্তু পরিবর্তনও অনেক করা হইয়াছে, যথা, “চলিত হারের” পরিবর্তে “দেশাচারীগত হার” লেখা হইয়াছে কিন্তু শেষোক্ত হার নির্ণয় করা প্রায়মোক্তনী নির্ণয় করা অপেক্ষা অধিক কঠিন। আদালতের মীমাংসায় তালুকদারের লাভ আদায়ের শতকরা দশ টাকার অতিরিক্ত না হয়; কিন্তু পাণ্ডুলিপি অনুসারে তাঁহার লাভ শতকরা ১২ টাকার ন্যূন হইবে না। এই শতকরা দশ টাকা আদায় বন্দিতে গেলে আমার মতে প্রকৃত প্রস্তাবে আদায়ের টাকা বুঝায়। সে আদায়ের শতকরা দশ টাকা তালুকদারের লাভ নহে, যেটা জমা হইতে কোল খরচা নহে আবার তাহার উপর আদায়ের বুকিও বাদ দিলে যাঁহা অবশিষ্ট থাকে তাহার শতকরা দশ টাকা অপেক্ষা তালুকদারের লাভ ন্যূন হইবে না। এস্থলে আমার বক্তব্য এই যে, কোন দেশের রাজস্ব সংক্রান্ত আইনে যে আদায়ের বুকির জন্য বাদ পড়ে একথা আজিও আমার কর্ণগোচর হয় নাই। পাবলিক ওয়ার্ল্ড মেগ ও রোড মেগের হিসাবে প্রজাদের নিকট হইতে অনাদায়ী টাকার জন্য জমীদার শতকরা কিছুমাত্র বাদ পান না। অথচ মেটাকা দেওয়ার দায়ী তাঁহার নহে। তাঁহার বিনা বেতনে গবর্ণমেণ্টের জন্য টাকা আদায় করেন মাত্র। এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে বর্তমান আইনযুক্ত তালুকদারের যে অবস্থা আছে, তাহার সহিত তুলনা করিলে উহাদের অবস্থা এই পাণ্ডুলিপিতে কত ভাল করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু এখনও সব পাণ্ডুলিপি অনুসারে উহাদের খাজানা পূর্ববর্তী খাজানা অপেক্ষা দ্বিগুণের অধিক বর্দ্ধিত করা যাইতে পারিবে না। বর্তমান আইন অনুসারে যাঁহা বৃদ্ধি হইবে তাহা একেবারেই দিতে হইবে। কিন্তু পাণ্ডুলিপি অনুসারে আদালত আদেশ দিতে পারেন যে ৩০ পেন্স অপেক্ষা বৃদ্ধি হইবে এবং সমস্ত বৃদ্ধি পাঁচ বৎসরে দিতে হইবে। বর্তমান আইন অনুসারে খাজানা বৃদ্ধির কালের সীমা নির্দিষ্ট নাই, কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে দশ বৎসর সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে। শেষোক্ত তিনটি বিধান উল্লেখের কারণ এই যে, উহাদ্বারা দৃষ্ট হইবে যে যে জমীদার ভূমির স্বামী এবং যে দাক্ষিণ্যস্বত্ব আইনমতে গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের জন্য দায়ী তাহার বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা করা হয় নাই; কিন্তু যে তালুকদারকে লোকের কোন কাজের নয় বলিয়া জানে তাহার প্রতি কত ক্ষমতা প্রদর্শন করা হইয়াছে। পেটাও বিল হওয়ার করার ও উপায় কখনই প্রশস্ত নহে।

অবধারিত হারের রায়ত ।

১৮৫২ সালের ১০ আইনে সর্ব প্রথমে এই মন্ত্রের একটা আইনমত অনুমান সন্নিবেশিত হয় যে কোন মৌকদমী আত্মত্ব হইবার নিশ্চয়তা ৫২সর পূর্ব অবধি যদি কোন প্রজার খাজানা অপরিবর্তিত থাকে, তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অবধি সেই হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে বলিয়া অনুমান করিতে

হইবে। ১৮১৯ সালের ১০ আইন পাশ করার সময় একটা অনুমানের যতই প্রয়োজন হইয়া থাকুক না কেন, এখন যেসে প্রয়োজন নাই একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারি বন না। রায়ভদ্রিগের বুদ্ধি ও স্বাধীন কর্মক্ষমতা রক্ষি হইয়াছে এবং দেশের অনেক অংশে ছাপান দানিলা দিবার প্রথা প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য ১৮১৯ সালে তাহাদিগকে খাজানা হাজির দায় হইতে মুক্ত করা যে পরিমাণে আবশ্যক বিবেচনা করা হইয়াছিল এক্ষণে সে পরিমাণে আবশ্যক নাই। আর একদিকে দেখিতে গেলে এই বিধান দ্বারা জমিদারের সর্বস্বনাশ হইয়াছে। মাল্যের জীবুত রেনল্ডস সাহেব খাজানা কমিশ্যনের পাণ্ডুলিপিসম্বন্ধে যে নস্তুবা প্রাণ করিয়াছিলেন তাহাতে এবিষয়ের বিশেষ উল্লেখ ছিল। তিনি অনেক লোকের মত সংগ্রহ করিয়াছিলেন; তাহার সকলেই বলিয়াছেন যে “ইহা দ্বারা জমিদারের উপর অসঙ্গত প্রমাণের ভার অর্পিত হইয়াছে” এবং “নীলান খরিদারের পক্ষে ইহাতে অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে, কারণ অনেক স্থানে সে পূর্ববর্তী জমিদারের জীমারি করগল্পত্রের দখল পায় না।” জীবুত রেনল্ডস সাহেব বলিয়াছেন যে পুরির কালেক্টর নিগেবদক্ষতা সহ্য করে এইমত সমর্থন করিয়াছেন কারণ উক্ত কালেক্টরের বিশ্বাস এই যে “সমস্ত বঙ্গদেশে এমন মহান অতি অসুখই আছে এই অনুমান দ্বারা যাহার ভূস্বামীর স্বত্বের ক্ষতি করা হয় নাই” এই অনুমান প্রথা একবারে রহিত না করিয়া জীবুত রেনল্ডস সাহেব অনুরোধ করিয়াছিলেন যে আইনে এই অনুমান প্রথা প্রবর্তিত হইবার পূর্ব-বর্তী বিংশতি বৎসর সমান দ্বারে খাজানা প্রদানের প্রমাণ দেওয়া হইলেই এই অনুমানের কার্যসীমাবদ্ধ হওয়া উচিত। তিনি নীলান খরিদারদের সপক্ষে আরও এই সুবিধা করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন যে এই অনুমান তাহাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হইতে পারিবে না। এইরূপ অনুরোধ করার সময় জীবুত রেনল্ডস সাহেব বলিয়াছিলেন যে “ব্যবস্থাপক সভা কি নিয়ম অনুসারে গঠন করিবেন তাহা নির্ণয় করিবার সময় ১৮১৯ সালে যে অনুমান প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল কাঙ্ক্ষিত; তাহার কি কল দাঁড়াইয়াছে প্রমাণ; তদ্বিষয়েরই বিবেচনা করা উচিত।” এ অনুমান দ্বারা কি জমিদারের ক্ষতি হইতে কোন অসঙ্গত দাবী দাখিল করা নিষেধ করা হইয়াছে; না মাল্যাসুনার প্রকারে যেমন অবস্থার থাকিবার স্বত্ত্ব ছিল না তাহাকে সেই স্বত্ত্ব প্রদান করা হইয়াছে? অনেকেরই বিশ্বাস যে এই প্রশ্নের কেবল একমাত্র উত্তর হইতে পারে। সে সকল স্থলে প্রদান হইবে এই অনুমানের কথা উত্থাপিত হইয়া সকল হইয়াছে, তাহার অনিকাংশস্থলেই যে প্রকার যৌত প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯৩৩ সালের পরে আরম্ভ হইয়াছে তাহাকে, যাহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তারিখ হইতে ভূমিভোগ্য করিয়া থাকিতেছে, কেবলমাত্র তাহাদেরই জন্য অতিপ্রভু অধিনায়ক সকল প্রদান করা হইয়াছে। যদি যথার্থ এইরূপ দাঁড়াইয়া থাকে, যেখানে এই নিয়ম পরিবর্তিত করিবার প্রস্তাব এক্ষণে হইল, তাহা করা অবিচার বোধ হয় না।

জীবুত রেনল্ডস সাহেব তাঁহার সমস্ত পরিবর্তন করিয়াছেন, ইহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি কিন্তু তথাপি তাঁহার মত পূর্ণেও যেমত ন্যায় ও বিচার সম্বন্ধে ছিল এখনও ডেমনিই আছে। এই মতের উপর নির্ভর করিয়া জীবুত রেনল্ডস সাহেব পূর্ণে যেমন প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাঁহা তদনুযায়ী আইন সংশোধনের কাণ্ড উত্থাপন করি। কিন্তু কমিটির অধিকাংশসভ্য আমার প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই, ইহা মনেকা আরও পরিবর্তিত করিয়া এত প্রস্তাব উপস্থিত কর হয়, উহাতে উপস্থিত পাণ্ডুলিপি পাগ হওয়ার তারতম্যের পূর্বে হইতে এই বিংশতি বৎসর গণনা করিবার কথা হয়, কিন্তু অধিকাংশ সভ্য তাহাও গ্রহণ করিয়াছেন। পাণ্ডুলিপিতে নির্দিষ্ট দ্বারে ভূমি ভোগ্যের আনুমানিক নিম্নলিখিত স্বয়ংস্বত্বের উল্লেখ আছে।

২০ ধারা।—অবধারিত খাজানার বা অবধারিত খাজানার দ্বারে যে রায়ত ভূমিভোগ্য করে,

(ক) কোন ভানুকদার যে যে বিধানের নিয়মাধীন থাকেন যোডের স্বত্ব ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে তাহারও সেই সেই বিধানের নিয়মাধীন থাকিতে হইবে, এবং

(খ) তাহার সহিত তদীয় ভূম্যধিকারীর, যে হুক্তি থাকে সেই হুক্তির শর্তমতে এই আইন সম্বন্ধে যে নিয়ম তত্ত্ব করিলে, তাহাকে উল্লেখ করা হইতে পারে, যে সেই নিয়ম তত্ত্ব করিয়াছে এই যেহেতু তিন অন্য কারণে তদীয় ভূম্যধিকারী তাহাকে উল্লেখ করিতে পারিবেন না।

এই বিধানের সহিত পূর্বোক্ত বিংশতি বৎসর সম্বন্ধীয় অনুমান একত্র করিলে, তাহার মনে সত্যি এই ধারণা হয় যে, ইহা দ্বারা অনুমানের কল পাঠিতে অধিনায়ক হউক আর নাই হউক প্রায়শই আশানুগতিক অবধারিত হারদারী রায়ত বলিয়া প্রকাশ করিতে প্রলোভিত হইবে, এবং এইরূপে জমিদারকে তাহার স্বার্থস্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিবে। জমিদার সক্ষম হইলেও মোকদ্দমার খরচাও জালান না হইয়া আপন স্বত্বরক্ষা করিতে পারিবেন না।

অনুমানের এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত করার ব্যবস্থাপক সভার অভিপ্রায় এই ছিল যে, উহা দ্বারা যে সকল জমিদারের কিছু তাই সঙ্কেচনাট তাহার বেল আপন ইচ্ছামতে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ভূমিভোগ্যকারী রায়ভদ্রিগের খাজানা না দাঁড়াইয়া লইতে পারে। কিন্তু আজও যদি এই বিধান বলবৎ রাখা যায়, তাহা হইলে এক কাপটে সমস্ত দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে মোকদ্দমাদার বা চিরস্থায়ী ভানুকদাররূপে পরিণত করিবে। ভাল ও মন্দ জমিদারের প্রতি এই বিধানের ফল আশ্চর্যরূপে পৃথক হইবে। যে স্থলে জমিদার মোকদ্দমা করিতে অনিচ্ছা, সহিষ্ণুতা অথবা দয়াপ্রসূক বশবৎসর ধরিয়া খাজানা হাজি করেন নাই, তাহার যে রায়ভদ্রিগের স্বত্বপূর্বক দাখিল তালিকা বহিয়াছে তাহা জমিদারসেই আশানুগত দাবী প্রমাণ করিয়া দিবে। অপরদিকে যে জমিদার কখনও একটা আস্থা ও সময়তাব প্রদর্শন করেন নাই এবং সময়ত খাজানা হাজি করিয়া প্রত্যেকে জালান করিতে ও উত্তর করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহার নিশ্চয়ই বিলক্ষণ সুবিধা হইবে। ফল এই হইবে যে ভাল জমিদারের ক্ষতি হইবে ও মন্দ জমিদারের ক্ষতি হইবে।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত ।

সকলেই জানে যে ১৮১৯ সালের ১০ আইন হইতেই বর্তমান কালের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের উৎপত্তি । কিন্তু আমি এবিষয়ের বাস্তবায়ন পুনরুজ্জীবিত করিতে ইচ্ছা করি না । স্বাধীন বৎসরের নিয়ম ২৫ বৎসরের উপর চলিয়া আসিতেছে এবং এক্ষণে তাহা লটারী দ্বারা চাড়া করা ভাল দেখায় না । এবিষয়ে এক্ষণে যে আইন আছে তাহার এক মাত্র দোষ এই যে অধীনস্থ হজ্জ করিলে রায়তকে এক ক্ষেত্র হইতে অন্য ক্ষেত্রে উঠাইয়া দিয়া তাহার দখলীস্বত্ব উৎপাদনের ব্যাঘাত ক্রান্ত পাবেন । সকলেই স্বীকার করেন যে এরূপ প্রথা বাজালার প্রচলিত নাই । কিন্তু জীবিত সেক্রেটারী সাহেব, ক্রমাগত স্বাধীন বৎসব অধিকারের সপক্ষে আপন মত দৃঢ়তা সহকারে ব্যক্ত করিয়া নিম্নলিখিত পরিবর্তন করার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন । তাহার অভিপ্রায় যে এরূপ বিধান হয় “কোন বাসেন্দা রায়ত যে ভূমি অধিকার করে অথবা তাহার জন্য খাজনা দেয় তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব অন্যবে, যে নিজে অথবা তাহার পূর্বে পুরুষ পৌত্র গ্রাম বা মহালে ১০ বৎসর কোন ভূমি অধিকার করিয়াছে সেই বাসেন্দা রায়ত হইবে ” । আমি এই বিধান যে সুবিচারসম্মত তাহা কখনই স্বীকার করিতে পারি না । একজন লোক যে বিনা স্বত্বভূমি অধিকার করে, সে কোন মহালের কোন অংশে বার বৎসর ধরিয়া ভূমি ভোগ করিয়া আনিতেছে বলিয়াই যে সেই কারণে বলাই যে সমস্ত মহাল মধ্যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট অথবা বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত রায়ত হইয়া ভূমি ভোগে স্বত্বমান হইবে, এনিয়ম যে নির্দোষ এবং বিচারসম্মত এরূপ আমি কখনই বিবেচনা করিতে পারি না । যদি দেশের কোন অংশে অধিনায়ক রায়তকে এক খণ্ড ভূমি হইতে অন্য খণ্ডে সরাইয়া দিয়া দখলীস্বত্ব উৎপন্ন হওয়া রহিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি আইন সমুদায়েরই কার্য্য করিয়াছেন একথা কেহই স্বীকার করিতে পারিবেন না । কোন বাসেন্দার খনিজাদি আইনমতে যে সমস্ত অতীত হইয়া গেলে তাহার দাবীতে তাহা ধরনা হইবে তাহার পূর্বেই দেশান্তারের দাবী নালিশ করে, সে অন্যায় করিয়াছেন মনে করাও যেরূপ ব্যক্তিবিক্রম এরূপ ভবিষ্যৎ অন্যায় করিয়াছেন বলাও ঠিক সেইরূপ । যদি এক খণ্ড ভূমি হইতে অন্য খণ্ডে প্রেরণ নিবারণ করা হয় তাহা আশঙ্ক্য বালিয়া বোধ হয় । তাহা হইলে গুরুতর দণ্ড বিধান দ্বারা এরূপ কার্য্যের শাস্তি বিধানকার্য্যে আমার মতে ভাল হইত । কিন্তু কমিটি স্থির করিলেন যে যখন মহানদীসম্বন্ধ জীবিত সেক্রেটারী সাহেব এবিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছেন, তখন একথা পুনরুজ্জীবন করিতে তাহার সমর্থন করেন । কিন্তু এখানে আমি একথা বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে কমিটি জীবিত সেক্রেটারীর বীমাংগণ বাহা বণে তাহা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন । প্রথম পাল্লিখিত বাসেন্দা রায়তের অবস্থা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিধান ছিল ।—

৪৫ ধারা।—এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত রায়তী জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়া থাকে তবে বিপরীতভাবে চুক্তি থাকিলেও এবং প্রথম মধ্যে ষোল্ল সপ্তমের সেক্রেটারী যে ভূমি প্রকরণে গণ্য করে তাহা তিনই হইলেও প্রত্যেক উক্ত কাল অতীত হইলে পরে এই গ্রামের ও মহালের বাসেন্দা রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

আবার

৪৭ ধারা।—কোন গ্রামের বা মহালের কোন বাসেন্দা রায়ত ১৮৮০ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পর উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন রায়তী জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে বিপরীতভাবে চুক্তি সম্বন্ধে বৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হয় বা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

বাজালা গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব অনুসারে কমিটি বাসেন্দা রায়ত দখলীর মত বিলম্বরূপে বিস্তার করিয়াছেন এবং তাহার সপক্ষে এক নূতন আইনসম্মত অনুমোদন স্বীকৃতি করিয়াছেন যথা:—

১৫ ধারা—(১) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত উক্ত গ্রামের বা মহালে রায়তস্বরূপ যে সকল ভূমি ভোগ করে, সেই সকল ভূমিতে সে দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইবে ।

(২) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত ১৮৮০ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখ অবধি এই আইন প্রচলিত হইবার সময় পর্যন্ত উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন ভূমি রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে, তৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

২৬ ধারা—(১) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত জমী রায়তরূপে পাট্টাক্রমে বা প্রকারান্তরে ভোগ করিয়া থাকে, তবে এই ব্যক্তি উক্ত কাল অতীত হইলে পরে এই গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

(২) যদি এই আইনমত কোন কার্য্য সুষ্ঠানে ইচ্ছা প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমি ভোগ করে, তবে যাবৎ বিপরীত কথা প্রমাণ বা স্বীকার করা না হয়, তবে এই ধারার কার্য্যপক্ষে এই ব্যক্তির ও সে যে ভূমি অধিকারীর অধীনে ভূমি ভোগ করে সেই ভূমি অধিকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে এই ভূমি বা তাহার কোন অংশ রায়তস্বরূপ বার বৎসরকাল ভোগ করিয়াছে ।

(৩) কোন ব্যক্তি যে বিশেষ ভূমি ভোগ করে তাহা তিনই সময়ে তিনই হইলেও, এই ধারার কার্য্যপক্ষে এই ব্যক্তি ক্রমাগত কোন গ্রামের বা মহালে ভূমি ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে ।

(৪) কোন ব্যক্তি যে ব্যক্তির উত্তরাধিকারী, সেই ব্যক্তি রায়তস্বরূপ যে জমী ভোগ করিয়া থাকে প্রথমোক্ত ব্যক্তি এই ধারার কার্য্যপক্ষে সেই জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

(৫) কোন জমী দুই বা তদধিক অংশীদার দ্বারা যৌত্বরূপ ভোগ করিলে, এই দ্বারা কার্যপক্ষে এই অধীভোগ প্রত্যেক অংশীদার দ্বারা যৌত্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৬) কোন ব্যক্তি কোন গ্রাম বা মহালে যতকাল দ্বারা যৌত্বরূপ জমী ভোগ করে ততকাল ও তাহার পর এক বৎসর উক্ত গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা দ্বারা যৌত্বরূপ থাকিবে।

(৭) যদি কোন দ্বারা ২৬ দ্বারা যৌত্বরূপ পুনরায় ভূমির দখল পায়, তবে সে এক বৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও বাসেন্দা দ্বারা যৌত্বরূপ থাকিবে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

আমার নিবেদন এই যে এই সমস্ত বিধান জীবিত ফেট সেক্রেটারী সাহেবের মীমাংসার অতিরিক্ত। ২৫ দ্বারা (২) প্রকরণে বর্ণিত বিধি হইয়াছে কোন স্থলেই সেক্ষেপ দখলের সময় বার বৎসর হইতে কখন জীবিত ফেট-সেক্রেটারী সাহেবের অতিরিক্ত নহে; এবং কোন স্থলেই বিকল্প প্রমাণ বা দিতে পারিলে প্রত্যেক দ্বারা যৌত্বরূপ দখলীশ্বরবিশিষ্ট বাসেন্দা দ্বারা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে তিনি এরূপ আইনসম্মত অনুমানের সপক্ষে যত প্রমাণ করেন নাই। দৃষ্ট হইবে যে জীবিত ফেট সেক্রেটারী সাহেবের অতিরিক্ত এই যে “বাসেন্দা দ্বারা” দখলীশ্বরবিশিষ্ট দ্বারা বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু পূর্বে উক্ত বিধান সকলে “বাস” কে দখলীশ্বর উৎপত্তির কারণ বলিয়া গণ্য করা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ জীবিত ফেট সেক্রেটারী সাহেব, দুই বা তদধিক অংশীদারের দখলকে তাহাদের প্রত্যেকের দখলীশ্বর উৎপত্তির প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। তৃতীয়তঃ তিনি কোন স্থলেই বলেন নাই যে যদি বাসেন্দা দ্বারা তাহার যৌত্বরূপ ভোগ করিয়া দেয় ও খাজানা বা দেয় তথাপি তাহাকে তৎপরবর্তী এক বৎসরের জন্য বাসেন্দা দ্বারা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। বরঞ্চ তিনি খাজানা দেওয়ারই উক্ত শব্দের অগরিষ্ঠার্থ্য কারণ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। চতুর্থতঃ জীবিত ফেট সেক্রেটারী সাহেব কোন স্থলেই এরূপ কথা বলেন নাই যে যদি কোন দ্বারা একবার ভূমি পরিভাগ করে এবং পরে কতিপয় দ্বারা আবার সেই ভূমির অধিকার পুনঃ প্রাপ্ত করে তাহা হইলে যদিও সে এক বৎসরের অধিক কাল অধিকারচ্যুত ছিল তথাপি সে বাসেন্দা দ্বারা বলিয়া গণ্য হইতে থাকিবে। আমি পুনরায় বলিতেছি যে, এই সমস্ত প্রস্তাব জীবিত ফেট সেক্রেটারী সাহেবের মীমাংসার অতিরিক্ত এবং বাস্তবিক জমীদারের ভূস্বামীশ্বরের উপর হস্তক্ষেপ।

দৃষ্ট হইবে যে দ্বারা যৌত্বরূপে ভূমিভোগকারী কোন ব্যক্তির সেই ভূমিতে যদি ভূস্বামী বা ভাস্করদ্বারা একযোগে কোন স্বার্থ থাকে, তাহা হইলে তাহার দখলীশ্বরের উৎপত্তির কোন বাধা হইবে না এবং ইহার দ্বারা হইলেও পরে সে যে জমীর ইজারা লইয়াছে তাহাতে তাহার দখলীশ্বর গোপ্য পাইবে না। কিন্তু জমীদার যদি দখলীশ্বরবিশিষ্ট যৌত্বরূপ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতে দখলীশ্বর বিলুপ্ত হইবে (২৮ দ্বারা)। ভাস্করদ্বারা ও ইজারাদারকে যে স্বত্ব প্রদান করা হইল, কোমু নিয়মে তাহা জমীদারকে দেওয়া হইল না, তাহা আমি পারিষ্কার করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। ভাস্করদ্বারা ও চিরস্থায়ী স্বত্বদান হইতে পারেন। কেবল মাত্র জমীদার জমীদার হইয়াছেন এই অপরাধে সাধারণ খরিদারের যে স্বত্ব থাকে তাহা পাইবেন না, ইহা আশ্চর্য ও কৃষ্ণ অগম্য বলিয়া বোধ হয়।

এই বিষয়ে আমি সাহসপূর্বক রেবেন্সিট বোর্ডের প্রধান মেম্বর জীবিত এচ, এল, ডাম্পিয়ার সাহেবের নিম্নলিখিত মন্তব্য পাঠ করিতে অনুপ্রাণিত করিতে পারি। বাঙ্গালার ডাম্পিয়ার সাহেবকে সকলেই রাজস্ববিষয়ে উচ্চতরের আদর্শিক ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন এবং উক্ত সাহেব এরূপ সম্মানের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। তিনি বলেন “কোন নির্দিষ্ট ভূমিতে দখলীশ্বরদ্বারা খাজনা কতকগুলি স্বত্ব পৃথিবীর যে কেহ জর বা অমোচ্যে অর্জন করিতে ও ভোগ করিয়া ধানিতে পারে, তেমন এক ব্যক্তি পারে না। দুরবর্তী কৃষিকর্ম বর্জিত যে কোন মহাজন, যে মহালের ভূমি তাহার পার্শ্ববর্তী মহালের জমীদার, যদি জমী ভাস্কর দ্বারা হইলে মহালের জমীদার বাসেন্দাই হউক বা অনুপস্থিতই হউক, সেই মহালেই হউক অথবা অন্য যে কোন মহালেই হউক বাসেন্দা ভাস্করদ্বারা, এ জমী পূর্ণনিয়মবর্তী যে পোতা ও ভাস্করের অন্তর্ভুক্ত তদুপস্থিত যে কোন ভাস্করের অধিকারী এরূপ স্বত্ব অর্জন করিতে ও ভোগ করিতে পারিবেন। কেবল একজন মাত্র ব্যক্তি সম্মুখের যাহার উপর উক্ত স্বত্ব বর্তিয়াছে তাহার নিকট ক্রয় করিলেও তাহা ভোগ করিতে পারিবেন না। তিনি ভূমিভোগকারী অর্থাৎ লক্ষণ অনুসারে “যে এক বা বহু ব্যক্তির অব্যবহিত অধীনে কোন প্রজা ভূমিভোগ করে,” অথবা ১৪ দ্বারা শেষের দিকে জীবিত সেক্রেটারী গবর্নর সাহেব যে প্রস্তাব করিয়াছেন তদনুসারে ভূস্বামীর “যে চিরস্থায়ী ভাস্করদ্বারা অব্যবহিত অধীনে দ্বারা ভূমিভোগ করে”। এই মন্তব্যের যথার্থতা এত বিশদ যে আমার আর ইহার চীক টিপ্পনী করা আবশ্যিক বোধ হয় না।

দখলীশ্বরবিশিষ্ট যৌত্বরূপ হস্তান্তর ও অগ্রকর স্বত্ব।

দখলীশ্বরবিশিষ্ট যৌত্বরূপ হস্তান্তরযোগ্যতা বিষয় তদন্ত করিয়া বিচার করা হইয়াছে। অতএব আমি ইহার বিকল্পে তর্কবলীর পুনরাবৃত্তি করিতে চাহি না, কারণ সকলেই তাহা জানেন। এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ইহাতে জমীদার ও দ্বারা উভয়েরই অনিষ্ট হইবে। জমীদারের একটা মূল্যবান স্বত্ব অন্যায়রূপে কাড়িয়া লওয়া হইবে এবং তাহার মহালে লক্ষণকারী লোকের প্রবেশ দ্বারা মুক্ত হইবে। দ্বারা যৌত্বরূপ অবস্থা তাহাতে যে যৌত্বরূপ উপর তাহাদের প্রয়োজন নির্ভর করে তাহা অল্প দিবসের মধ্যেই বিক্রয় করিয়া তাহার মজুরের অবস্থার উপলব্ধি হইবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনেই বল আর ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেই বল দখলীশ্বরবিশিষ্ট যৌত্বরূপ কখনই হস্তান্তরযোগ্য ছিল না। বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট যখন প্রথমে দখলীশ্বরবিশিষ্ট যৌত্বরূপ হস্তান্তরযোগ্য করিবার প্রস্তাব করেন, তখন ভাস্করদ্বারা গবর্নমেন্ট তাহা অনুমোদন করেন নাই। এই বিষয়ে যত-

প্রদানার্থে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অসোসিয়েশনকে আহ্বান করা হয় এবং উক্ত অসোসিয়েশন খাজানার ডিক্রী টাকা গোধ করণার্থে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত ক্রিয় আইনসমূহ করার প্রস্তাবে সম্মত হন এবং উপদেশ দেন জমিদার এই উগায় অবলম্বন করিলে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত একবার বিক্রয় হইবে তাহা হস্তান্তরযোগ্য তালুক হইল বলিয়া প্রকাশ থাকিবে। তৎকালীন লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব কর্তৃক এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কারণ জেকটরী রেনল্ড্‌স সাহেব ১৮৭৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখের এক পত্রে লিখিয়াছেন।

“শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ক্রিষ্টিয়ানিয়ারে অনিচ্ছাপূর্বকই আপোষ বিক্রয় বা অন্য একরূপে দখলীস্বত্ব সাধারণঃ হস্তান্তরযোগ্য করিবার প্রস্তাব উদ্ভাওয়া লগতেছেন। রেবিনিউ বোর্ডের পত্রের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধন করিলেই দৃষ্ট হইবে যে বহুসংখ্যক লোকের মতই এই প্রস্তাবের অমুকূল এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব সন্তোষজনক প্রমাণ পাইয়াছেন যে সময়ে সময়ে যেরূপ আশঙ্কা হয় হস্তান্তর দ্বারা সেরূপ মন্দ কল উৎপন্ন হইত না, এবং যাহাদের ভূমিতে স্বত্বাধিকার উৎপন্ন হওয়া অভিপ্রেত নয় এরূপ লোকের হস্তেও ভূমি হস্তান্তরিত হইয়া আসিত না। তাহার বিশ্বাস এই যে এরূপ হস্তান্তর স্বত্ব দ্বারা জমীদার ও রায়ত উভয়েরই বিশেষ উপকার হইত। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে জমীদার শ্রেণী সাধারণতঃ হস্তান্তর কমতা প্রদানের অত্যন্ত বিরোধী। এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব পাণ্ডুলিপিতে এরূপ বিধানের ব্যবস্থা করার উচিত্য বিষয় বিশেষ লক্ষ্যেই প্রকাশ করিয়াছেন। এক অন্য পাণ্ডুলিপিতে জমীদারের অমুরোধক্রমে আদালতের ডিক্রীজারী-মতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় নিষ্পত্তি করিবার প্রস্তাব আছে। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের বিশ্বাস এই যে এবিষয়ে কোন আশঙ্কা হইবে না।”

তাহার পর বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের মত পরিবর্তন হইয়াছে এবং জমীদারেরা ১৮৭৮ সালে যে স্বত্ব হারিয়া দিতেছিলেন তাহা বুঝা হইল। উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তরযোগ্যতা অপ্রকৃত স্বত্ব বিষয়ক একটি নিয়মের অধীনে ব্যাপক ও একান্তগুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ পাণ্ডুলিপিতে এমন কিছুই নাই যাঁহাতে সর্বগুণী ভূমিাবাসীরা বা দাঁওলদ্বারা লোকের জমীদারের ক্ষতি করিয়া ভূমি ক্রয়ক্রয় বন্ধ করিতে পারে। জমীদারকে যে পূর্বক্রমের স্বত্ব প্রদান করা হইয়াছে আদালতের মত যে কাঁধাকালে তাহা সারবস্তা না হইয়া ছাঁচা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। প্রথমতঃ জমীদার যে জমীর চুবানী ও বাহু আইন অনুসারে কখনই হস্তান্তরযোগ্য ছিল না তাহার জন্য তাঁহার মূল্য দিতে হইবে। তাহার পর অন্যায় খরিদারের সঙ্গে ডাকাডাকি করিতে হইবে এবং যদি মূল্য সম্বন্ধে রায়তের সঙ্গে তাঁহার না বলিয়া উঠ তাহা হইলে তাঁহাকে খরচাপ্ত করিয়া মালিকের জন্য আদালতকে আনাহিতে হইবে এবং আদালত বিচারে যেরূপ নিষ্পত্তি করিয়া দেন তাঁহাকে সেই মূল্য দিতে হইবে। যদি কোন জমীদারের অনেক সংখ্যক রায়ত বিদ্রোহী হয় ও তাহাদের যোত বিক্রয় করিবে বলিয়া তর দেখায়, তাহা হইলে জমীদারের যদি সমস্ত যোত তিনিই মত তাঁহারই টাকায় থাকে, তাহা হইবে এই সমস্ত যোত দুইমাস লোকের হস্তগত হওয়া কোন ক্রমেই রহিত হইতে পারে না; অতএব রায়তদের অভিপ্রায় মন্দ হইলে দখলীস্বত্বের হস্তান্তরযোগ্যতা স্বীকার হওয়াতে তাহারা কাঁধাতঃ জমীদারকে সম্পূর্ণরূপে উৎসন্ন করিয়া দিতে পারে। এস্থলে আর একটি বিষয় বিশেষরূপে বোধিত হইবে। জমীদারকে স্বরচপত্র করিয়া আদালতের সমস্ত নিয়ম পালন করিয়া মূল্য সম্বন্ধে আদালতের নিষ্পত্তি গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু রায়ত সে সীমানসার বাধা নহে, কারণ ৩২ ধারার ৪ প্রকরণে বলে যে যখন জমীদার রায়তকে মূল্য প্রদান করিতে বলেন ‘রায়ত হয় এই ভূমি বিক্রয় করিতে বিরত হইবেন, নয় এই মূল্যে উও চূড়ান্তিকারীর নিকট এই স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।’ অতএব জমীদারকে সম্পূর্ণরূপে রায়তের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইবে।

পূর্বক্রমের স্বত্ব যদিও কাঁধাতঃ সম্পূর্ণরূপে জমীদার, সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে আবার কোণস করিয়া সমস্ত সম্পন্ন রায়তকে এই বিধানের অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছে। কারণ পাণ্ডুলিপি অনুসারে পূর্ব ক্রমস্বত্বের নিয়ম ভাঙ্গকদারের প্রতি ও যে সকল দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত যোতের অধিকারের অধিক কোলীবিদ করিয়া অথবা ১০০ বিঘার অধিক পরিমাণ জমী যোত রাখিয়া তাহার ভিন্নদংশ ফোর্স বিলি করিয়া তৎক্ষণাৎ তালুকদার-রূপে পরিণত হইয়াছে তাহাদের প্রতি বর্তিবে না।

খাজানা হুকি।

তালুকদারনিগের খাজানা হুকির কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। জমীদারের ক্ষতি করিয়া তাহা-দিগের অনেক সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। একদে তাহাদের যে সুখের অবস্থা হইয়াছে তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন অথবা ১৮১৯ সালের ১০ আইনমতে কখনই হয় না। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের খাজানাহুকি সম্বন্ধে আমি দেখিতেছি যে একদে খাজানা হুকি করা একপ্রকার দগিত হইয়া রহিয়াছে এবং এত সম্বন্ধে জমীদারনিগের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইতল ব্যবস্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য তাহাও সকলে স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আবার বোধ হইতেছে যে কয়টি যে সকল পরিবর্তন করিয়াছেন তাহাতে জমীদারনিগের প্রতি সুবিচার না হইয়া এখন যে অংশ আটকে সেই অবস্থা বর্জমূল হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। প্রথমতঃ বর্তমান আইন অনুসারে জমীদার ও রায়তের, আদালতের বাহিরে খাজানা হুকি সম্বন্ধে চুক্তি করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে সে স্বাধীনতা একেবারে লোপ করা হইয়াছে। ইহাতে বিনা আছে যে, যেখানে ইচ্ছামতে বন্দোবস্ত হইবে সে স্থলে আরি আবার অধিক হুকি হইতে পারিবে না অর্থাৎ টাকার দুই আনার অধিক হুকি হইলে অন্ততঃ সাত বৎসর সময়ের জন্য এবং টাকায় দুই আনার অধিক ও চার আনার অনধিক হুকি হইলে অন্ততঃ পনের বৎসর সময়ের জন্য হুকি হইবে। আদালতের বাহিরে

খাজানা নির্ণয় বিষয়ে এইরূপে ভদ্রীশ্বরের উপর বিষয় অক্ষমতা আরোপ করা হইল। যে স্থলে যৌক্তিকতা দ্বারা খাজানা রুদ্ধ করিবার চেষ্টা হয়, সে স্থলে যে সকল কারণে খাজানা রুদ্ধির জন্য দরখাস্ত হইতে পারে তাহা এইরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

(ক) মধ্যযুগীয় বিশিষ্ট রায়তেরা নিকটবর্তী সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে উক্ত রায়ত ভদ্রপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ) সেই স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের গড়মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

(গ) ভূমিকার্তার দ্বারা বা তাহার পরে যে উৎকর্ষসাধন হয় তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

(ঘ) রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকাপ্রতি এক্ষণে দ্বারা বর্ধিত হইয়াছে।

আমি বেশ বলিতে পারি যে, সংশোধিত কার্যাবলীতে খাজানা রুদ্ধ সমস্যাপূরণের বিশেষ সাহায্য হইবে না। প্রথম কারণ “প্রচলিতহার” পরিষ্কার দ্বারা যার না এবং এখন অবস্থায় যে সকল সমস্যা ও গোলযোগ আছে তাহার কিছুই দূর হয় নাই। এই বিষয় বিশদ করার জন্য চেষ্টা করা হয় কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট তাহার বিরোধী হন। আমার ভর এই যে দ্বিতীয় কারণ অলৌকিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। কারণ গবর্ণমেন্ট কর্মকারতেরা যে মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেন তাহার উপর কিছু মাত্র বিশ্বাস করা যায় না। আনিয়াশুনিয়াও গড় মূল্য নিরূপণার্থ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যে নিতান্ত মুকঠিন, বিশেষ “সেই স্থানে বা চলিত বাজারে”, কমিটী তাহা আশীর্বাদ করিতে পারেন না। চলিত বাজারে নির্ণয় করিয়া দিবে? পরে যে সকল শর্ত উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে তৃতীয় কারণ কাছাকাছি অসম্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। চতুর্থ কারণ অনুসারে যদি সুন্দররূপেও কাছাকাছি হয় তাহাপি উহা কদাচ কখন প্রয়োগে আসিবে।

যে সকল নিয়মে রাজস্ব কাছাকাছি কর্তৃক খাজানা রুদ্ধ সমস্যা তদারক হইবার বিধান আছে তাহাতে কাছাকাছি সমস্ত বাণিজ্যই রাজস্ব কাছাকাছি কর্তৃক বিবেচনায় লইয়া উদাহরণ, প্রচলিত হার নির্ণয়জন্য রাজস্ব কাছাকাছি উপর তত্ত্বস্থানে তদারকের উপদেশ আছে কিন্তু কি সত্ত্বে পরিয়া প্রচলিত হার নির্ণয় করিবেন তাহার কিছুই বলিয়া দেওয়া হয় নাই। ফল এই হইবে যে ভিন্ন ভিন্ন কাছাকাছি কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে কাছাকাছি করিবেন। মূল্য বৃদ্ধিহেতুক খাজানা রুদ্ধ করিবার এই বিধান আছে।—

(ক) ভদ্রীশ্বরের গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাক্রমে নিয়মিত সমস্যাসূত্রে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করা যায় আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, এবং সেক্ষমতা উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরের গড় মূল্য অন্য যে পাঁচ বৎসর তুলনার নিমিত্ত লওয়া যাব্য ও কাছাকাছি বোধ হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত মিলাইয়া দেখিবেন।

(খ) আদালত এক্ষণে খাজানা রুদ্ধ করিবেন না যে বর্ধিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি-আনার অধিক হয়।

(গ) তুলনার নিমিত্ত পূর্বের যে পাঁচ বৎসর লওয়া হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত শেষ পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে ও ১০ ধারার নিয়মানুসারে সাবেক খাজানার সহিত বর্ধিত খাজানার সেই অনুপাত থাকিবে।

এই সকল বিধান অনুসারে কাছাকাছি কর্তৃক মূল্যের তালিকা উপর অনেকটা নির্ভর করিতে হইবে, কিন্তু আমি পূর্বের দাবীতে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত তালিকার উপর কিছুমাত্র বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। পোলীসে উদ্ধৃতিবরণ সংগ্রহ করে এবং পোলীসে যে বিষয়ে বড় সতর্ক হইবে তাহার আশা করা যায় না। আর সমস্যাও যে থেকে ও খুজা বিক্রয়ের দর মিশ্রিত করা হইয়া থাকে সে কথা না ধরিলেও কোন দায়িত্ব-বিশিষ্ট সেবাস্তার তাহার পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয় না এবং উহা হইতে ন্যায্যরূপ গড় হিসাব করা যায় না। যদি বিশেষ বড়পুঙ্খ তালিকা প্রস্তুত করা না হয়, (একথা শুদ্ধ ভবিষ্যৎ তালিকা প্রতিট বর্ধিবে) এই সকল তালিকা বিচারালয়ে এক্ষণে ও সিন্ডিকেট প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না এবং হওয়াও উচিত নহে। আমার এই প্রশ্ন আসিতেছে—পুরান মূল্যের তালিকা কিরূপে প্রস্তুত হইবে?

আমি দেখিতে হইবে যে সমস্ত শস্যের মূল্য বাজার চাউলের এবং বেংগের ভূট্টা, যব ও গমের মূল্য পরিণত করিতে হইবে। প্রধান খাদ্য শস্যের নামোল্লেখ করার তার স্থানীয় গবর্ণমেন্টের হস্তে সমর্পিত হইল। উক্ত গবর্ণমেন্ট বিবেচনায় সমস্ত ভিন্ন শস্যের মূল্য উল্লেখ করিতে পারেন। ডাল, ইক্ষু, ভুট্টা, আদু, পাট প্রভৃতি মূল্যবান উৎপন্ন প্রকারের যব ও গম বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয় নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ইংলণ্ডের চাইনস কমিউশন অক্টে যে মূল সত্ত্বে প্রথিত এ নিয়মও সেই সত্ত্বেই স্থায়ী। কিন্তু আমি সাহস করিয়া নিবেদন করিতে পারি যে দিল্লীর চাইদের সচিত বাজারের খাজানার কোন গৌরবান্বিত নাই; কারণ প্রথমোক্ত কল-দের নির্দিষ্ট অর্থাৎ মূল্য ৯২শ, আর শেষোক্ত উৎপাদের অংশ মূল্য হইলেও এক্ষণে পুরাতন মিশ্রিত হইতে অনেক দূরে আগিয়া পড়িয়াছে। ইংরেজী চাইদের কথা বলা হয় না কিন্তু আইনই বাজারের টাকায় দেয়

খাজানা বুদ্ধিযোগ্য বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। এখানে জিজ্ঞাসা করা যাউতে পারে যে যে মূল স্মরণ টাকাকে টাকার পরিণত করার সময় সুবিচার সঙ্গত বলিয়া গৃহীত হয়, টাকার চেয়ে খাজানা বুদ্ধি বিষয়ে সেই মূল স্মরণ কি প্রকৃষ্ট ও সুবিচার সঙ্গত হইবে? আমি বতদূর বুঝিতে পারি, বর্তমান আইনমতে এই স্মরণ ধরিয়া কার্য করা যে রূপ কঠিন পুরো তাহা অপেক্ষা কোমরতেই সহজ হইবে না। ভূম্যধিকারী কর্তৃক উৎকর্ষসাধনহেতুক খাজানা বুদ্ধি সম্বন্ধে ও বিশেষ বিধি দ্বারা কার্যক্ষেত্র এত সঙ্কীর্ণ করা হইয়াছে যে আমার ভয় হয় উহার সহিত দেশের আর্থিক অবস্থার সামঞ্জস্য রক্ষা হইবে না। এই কারণবশতঃ বুদ্ধির আত্মা দিবার সময় সে সকল অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে তাহার উল্লেখ করিবার পর ৪৯ ধারার বলে যে আদালত দেখিবেন ঐ ভূমি উচ্চতর হারে খাজানা দিতে সক্ষম হইবে কি না? যখন সকল বিষয়ই অনিশ্চিত, তখন কোমর বুদ্ধিমান জমিদার উৎকর্ষসাধন করিতে অগ্রসর হইবে? টাকা দিয়া তাহাতে লাভ হইবে কি না চিক বুঝিতে না পারিলে কেহই টাকা নাহির করিবে না। এই সম্বন্ধে আরও দুইটা কথা আছে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সহিত ব্রিটিশ হুগুয়ান এসোসিয়েশনের পত্র লেখালেখি দ্বারা পূর্বে এই স্থির হইয়াছিল যে কোমর দানে বর্তমান খাজানা দ্বিত্বের অধিক বুদ্ধি হইতে পারিবে না এবং একবার বুদ্ধি হইলে তাহা দশ বৎসর বলবৎ থাকিবে। প্রথমকার পাণ্ডুলিপিতে এই সকল নিয়ম অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্গদেশের বর্তমান গবর্ণমেন্টের পরামর্শবশত উক্ত নিয়মই পরিবর্তিত হইয়াছে। এক্ষণে এইরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে যে যেখানে প্রচলিত হার অপেক্ষা মূল্যবত বশতঃ বুদ্ধির চেষ্ঠা হয় সেখানে খাজানা টাকার আটজানার অথবা শত করা পঞ্চাশ টাকার অধিক বুদ্ধি হইবে না, এবং যে স্থলে মূল্য বুদ্ধি বশতঃ খাজানা বুদ্ধির চেষ্ঠা হয় সে স্থলে বুদ্ধিত খাজানা পূর্বতন খাজানা হইতে টাকার চারিআনা অথবা শত করা পঁচিশ টাকা অপেক্ষা অধিক হইবে না, আর খাজানা বুদ্ধি হইলে তাহা পনের বৎসর চলিবে। এতদ্বারা দৃষ্ট হইবে, যে গবর্ণমেন্টের বীমাংশ এখনই চূড়ান্ত হয় না। জমিদারেরা বতর্ অধিক ছাড়িয়া দিতেছেন ততই তাঁহাদের নিকট অধিক দাবী করা হইতেছে।

সহজেই বুঝা যায় যে যেখানে প্রচলিত হার অপেক্ষা বর্তমান খাজানার মূল্যবতা বশতঃ বুদ্ধি করিবার চেষ্ঠা হয় সে স্থলে উক্ত খাজানা প্রচলিত হারের সীমা পর্যন্ত বুদ্ধিত হওয়াই উচিত। কেন যে এরূপ স্থলেও শত করা পঞ্চাশ টাকা উদ্ধৃতন সীমা নির্দিষ্ট হইবে তাহা বুঝা যাচ্ছে না। আমার যে স্থলে মূল্য বুদ্ধি বশতঃ খাজানা বুদ্ধির জন্য চেষ্টা করা হয় এবং অনুপাত ধরিয়া বুদ্ধি দিতে হইবে, সেখানে শত করা পঁচিশ টাকা উদ্ধৃতন সীমা নির্দেশ করা সুবিচার সঙ্গত নহে।

শস্যে দেয় খাজানা টাকার পরিবর্তন।

পাণ্ডুলিপির এই অংশ বাঙ্গালা অপেক্ষা বেচারায়েই অধিক খাটে; এবং আমার বান্যবর সহযোগী মহিমাসুত দ্বারাভার বাগারাজা মিষ্টরই এই বিষয়ের সমালোচনা করিবেন, অতএব আমার এবিষয়ে অধিক না বলিলেও চলে। যাহাই হউক আমার কথা এই যে মূল স্মরণ ধরিয়া পরিবর্তনকার্য সম্পাদনের উপদেশ হইয়াছে তদ্বারা বর্তমান খাজানা কম হইবারই সম্ভাবনা। ঐ দুইটা স্মরণ এই—

(ক) দখলী স্মরণ বিশিষ্ট রায়তেরা নিকটই সেই প্রকারের ও তরুণ সুবিধা বিশিষ্ট ভূমির সমিষ্ট গড়ে যে মুজারুপ খাজানা দিয়া থাকে,

(খ) পূর্ব দশ বৎসরে ভূম্যধিকারী প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা পাট্টা থাকেন তাহার গড় মূল্য।

এখানে আমার বলা উচিত যে যখন পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত হইয়াছিল, তখন বর্তমান খাজানা কমান হইবে না এইরূপ স্পষ্ট আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল।

দখলীস্বত্বশূন্য রাঁত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন এবং ১৮১৯ সালের ১০ আইন এ উক্তর মতেই দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের সহিত কারবারে জমিদারের স স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছিল। দখলীস্বত্বহীন প্রজা ইচ্ছানীন প্রজা ত্রি আর কিছুই নহে। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপিতে ভূম্যধিকারী ও দখলীস্বত্বহীন প্রজার সম্বন্ধ বড়ল পরিমানে পরিবর্তিত হইতেছে। যদি দখলীস্বত্বহীন প্রজা কোমরতে একখণ্ড ভূমির উপর এক ঘুটা বীজ হড়াইবার যোগাড় করিতে পারে, তাহা হইলে কিছুতেই তাহার দখলীস্বত্বলাভ বন্ধ করিতে পারিবে না এবং পূর্বে যে রূপ বলিয়াছি বাসেন্দা রায়ত সম্বন্ধে যে আইনসম্মত অনুমান আছে সে তাহার সম্পূর্ণ কম লাভ করিবে। সে যখন প্রথম আসিবে তখন জমিদারের সহিত তাহার বেগু খাজানা দিবার কথা থাকিবে সে তাহাই দিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু রেজিস্টারী করা নিয়মপত্র ব্যতীত খাজানা বুদ্ধি হইতে পারিবে না। বরং যখন জমিদার রায়তকে এরূপ নিয়মপত্র দিতে সাহিবেন সে উহা অস্বীকার করিতে পারে। তাহা হইলে জমিদারকে প্রজা দূর করিবার জন্য মোকদ্দমা কর্তৃক দিতে বাধ্য হইতে হইবে। আদালত তখন ঐ যোতের কি খাজানা প্রকৃষ্ট ও সুবিচারসঙ্গত তাহা স্থির করিয়া দিবেন এবং আদালতের তৎক্ষণমত জমিদার প্রজাকে পঁচবৎসরের জন্য পাট্টা দিতে বাধ্য হইবেন; এবং যদি এই পাট্টার মিয়াদ অতীত হইবার পূর্বেই রায়তের দখলীস্বত্ব জখে তাহা হইলে সে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজার সমস্ত স্মরণ অধিকার পাইতে সক্ষম হইবে। এইরূপে দখলীস্বত্বহীন প্রজা নাম মাত্রই পথ্যবসিত হইবে। এই শ্রেণীর রায়তের সহিত আপনাত ইচ্ছানীন কারবার করিবার জমিদারের এক্ষণে সে স্বত্ব ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে কাড়িয়া লওয়া হইল। চুক্তিসম্বন্ধে স্বাধীনতা অবৈধ করা হইল। জমিদারকে আদালতের আঙ্গারুমে পঁচ বৎসরের জন্য পাট্টা দিতে বাধ্য করা হইল। এতলে আমার বলা উচিত যে বিচারাধীন পাট্টা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত করণহেতুকই প্রজার উচ্ছেদের কতিপয় সম্বন্ধীয়

প্রথমবার বিধান সকল ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সকল বিধানের এদেশে অজ্ঞাত কতগুলি নূতন তাঁতের মত অন্তর্নিহিত ছিল। এপাণ্ডুলিতে সেগুলি থাকিলে নূতন বিধানের মূল হইত। কিন্তু তাঁতার পরিবর্তে, বিচারাদীন পাঁচ বৎসরের পাট্টা প্রবর্তিত করার জমিদারের প্রতিবিশেষ অবচার করা হইয়াছে। যে বিষয়ে জমিদারেরা চিরকাল সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, সেই বিষয়েই আদালত তাঁহাদের হস্ত পদ বন্ধন করিয়া দিলেন। আর যে রাহতের সুবিধার জন্য বিচারাদীন পাট্টার ছুটিম দেওয়া হইল সে অত্যন্ত দুর্বৃত্ত ও গোলযোগকারী হইতে পারে। সে মূল পরামর্শ দিয়া চতুস্পাশ্ববর্তী প্রজার পালকে কেপাইয়া দিতে পারে এবং অত্যন্ত ক্ষতিকারক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। হয়ত জমিদার অন্য প্রকার সহিত ভূমির বন্দোবস্ত করিলে ইহা অপেক্ষা বেশী খাজানা পাইতে পারিতেন এবং হয়ত খাজানা আদায়ের ভাল প্রতিভাও পাইতে পারিতেন। কিন্তু বিচারাদীন পাট্টার তাঁহা সুবিধা বা স্বাধীনতা রহিল না। দখলীস্বত্বের রায়ত সম্বন্ধীয় বিধান সকলে জমিদারের ভূস্বামী স্বত্বের প্রতি আরো এক বিষয়ে আক্রমণ করা হইয়াছে একথা আমি না ভাবিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যে প্রেণীর রায়তের সুবিধার জন্য একরূপ আক্রমণ হইতেছে জমির উপর তাহার কিছু যাত্র মারানাই সুতরাং জমিদারের অনুরোধ পাইতে তাহাদের কিছু মাত্র ধর্ম্মতঃ দাবী নাই।

কোর্কা বিলি ও কোর্কা রায়ত।

যে পাণ্ডুলিপি প্রথম উপস্থিত করা হয় তাঁহার এক প্রধান লক্ষ্য এই যে, যদিও উক্ত জমিদারের স্বত্ব ও অধিকার বিশেষরূপে স্বীকৃত করা হইল, তথাপি যে প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমিকর্য্যক, যাঁতার পরিপ্রসঙ্গে দেশে ধনাগম হয় ও সাধারণের এতিনিধিধরূপ গবর্ণমেন্ট ও ভূস্বামী ও পেটাও ভূস্বামীর দল আঁতার প্রাপ্ত হন, তাহার কার্য্যতঃ অল্পই উপকার সাধন। মধ্যবর্তী লোকের অবস্থা বিশেষরূপে উন্নত করা হইল। কিন্তু কোর্কা রায়ত যে প্রায়ই প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমিকর্য্যক করে, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে মধ্যবর্তী লোকের দয়ার উপর ফেলিয়া দেওয়া হইল।

এই বিধানের যেরূপ ইচ্ছা বিশেষ করা হয় কমিসী তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছিলেন। এবং তাঁহার কোর্কা রায়তের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য নানাবিধ উপায়ে প্রস্তাব করিয়াছেন। তন্মুসারে এই পাণ্ডুলিপিতে কোর্কা বিলি নিয়মিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। কিন্তু আঁতার সম্বন্ধে এই যে একজন বিধান কাগজে পরিণত হইবে না। প্রথমতঃ যদি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তাঁতার যোঁতের অন্ধকের অধিক কোর্কা বিলি করে, সে, উচ্চ রেজিষ্টারী হইয়া থাকে, তালুকদাররূপে পরিণত হইবে। তালুকদারের অবস্থা বিশেষরূপে সুবিধাজনক। অতএব ইচ্ছাতে কোর্কা বিলি বন্ধ হওয়া দূর থাকুক এবং উচ্চর প্রায় দেওয়া হইবে। দ্বিতীয়তঃ যদি কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কোর্কা বিলি করে, তাঁহা হইলে কোর্কা পাট্টা মাত্ৰ বৎসরের অধিক কালের জন্য মিলি হইবে না, এবং উচ্চ ভূত্বকালেও কখনও হইবে। যে কোর্কা পাট্টা দিয়াছে তাঁতার অবস্থা ইচ্ছাতে কোন ক্ষতি নাই। কারণ পাট্টা ব মিয়ান যত অল্প হইবে তাহার মাত্ৰ তত অধিক হইবে। তৃতীয়তঃ কোর্কা রায়তের ভূমিকারীকে রেজিষ্টারী করা পাট্টাগুলি নিজে বাঁচা দিয়া থাকেন তাহার উপর শতকরা ৫০ টাকার অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না এবং অনেক স্থলে শতকরা ২৫ টাকার অধিক পাইবেন না। আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে স্থলে পর২ শতকর মধ্যবর্তী লোক আছে, (বাকরগঞ্জের পর২ ১৩ প্রেণীর মধ্যবর্তী লোক আছে,) সেই স্থলে কিরূপে এই বিধানে কার্য্য চলিবে। প্রত্যেক মধ্যবর্তীই কি কোর্কা রায়তের নিষ্ঠা হইতে তিনি আপন ভূমিকারীকে যাহা দিয়া থাকেন তাহা অপেক্ষা শতকরা ৫০ টাকার অধিক দাবী করিতে যত্নবান হইবেন। তাহা হইলে এই দলের সর্ব্ব গণ্য ব্যক্তি, যে ব্যক্তি স্বহস্তে চাস করে তাঁহার, দশা কি হইবে? চতুর্থতঃ ভূমিকারী কোর্কা রায়তকে কৃষি সম্বৎসরের শেষে তির ও ৫ বৎসর শেষ হইবার ছয়মাস পূর্বে উঠিয়া যাঁতার লিখিত নোটস দান ভিন্ন রায়তকে উঠাইয়া দিতে পারিবেন না। আমার ধারণা এই যে উচ্ছিন্ন রায়ত অন্ধকের অধিক ভূমি কোর্কা বিলি করিলে, 'কোর্কা তাহাই লইয়া' উচ্ছিন্ন রায়তের সহিত কোর্কা রায়তের সর্ব্বদা বিবাদ হইবে, কল এই হইবে যে হয় কোর্কা রায়ত নিজে অত্যন্ত লম্ব করিয়া যাইবে, না হয় সর্ব্বদা মোকদ্দমা খাওয়া হইবে। আর আমি যত দূর বিচার করিতে পারি তাহাতে যে সকল স্থলে উচ্ছিন্ন রায়ত তাঁহার যোঁতের অন্ধকের অধিক ভূমি কোর্কা বিলি করিবে কেবল সেই সকল স্থলেই ৬২ খাজানতে খাজানার সীমা নির্দ্ধারণ কাঁড়াকর হইবে। এই জন্য সে রায়ত আইনের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে আপনাকে সাবধানে এই সীমার মধ্যে রাখিবে। আরও উচ্ছিন্ন রায়ত যদি আইন লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে তাহাকে আদালতে আনয়ন করারও সার্থ্য নাই, কারণ আইন লঙ্ঘন করিলে কোনরূপ শাস্তিরই বিধান নাই। উচ্ছিন্ন রায়ত যে রায়ত তাঁতার নিজের শর্ত্তমত জমী লইতে স্বীকার না করিবে, সেইরূপ রায়তকে ভূমি না দেওয়াই স্থির করিয়া রাখিবে, এবং যখন কোন কোর্কা রায়ত এই শর্ত্ত স্বীকার করে সে আর আইনপ্রসূত উপকারের প্রত্যাশী হইবে না। তৃতীয় ব্যক্তি আর একজন রায়ত - তাঁহাদের নির্গত শর্ত্তে জমী লইতে ইচ্ছা করিতে পারে, কিন্তু যদি উচ্ছিন্ন রায়ত তাহাকে প্রচণ্ডই না করল তবে সে দাঁড়ায় কিসের আশে। অতএব কোর্কা বিলি নিয়মনাথ বিধান সমূহ হয় অকাঙ্ক্ষ্যক হইবে, না হয় অশেষ-প্রকার মোকদ্দমা খাওয়া উৎপাদন করিবে।

উৎকর্ষসাধন।

উৎকর্ষসাধন অধায়ে ভূমিকারী ও প্রজা এ উভয়ের সম্বন্ধ বিষয়ে যে পরিবর্তন প্রবর্তিত করা হইয়াছে তাহা না সর্ব্বদা আইনের অনুযায়ী না দেশাচারের অনুযায়ী। বর্ত্তমান সময়ে ভূমিকারীরাই প্রায় ভূমির উৎকর্ষসাধন করিয়া থাকেন। প্রজারা ভূমির উৎকর্ষসাধন করিতে গেলে তাহাদের ভূমিকারীর সম্মতি ও অনুমোদন গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু এই অধায়ে বসিতেছে যে (১) যেসকল অবধারিত খাজানার ভিত্তিপ

করে সে আপন যাত সন্মানে শান রূপ উৎকর্ষসাধন করিতে চাছিল তুমি দিকারী তাহাকে বাধা দিতে পারিবে না। (২) যে স্থলে রায়তের দখলীস্বত্ব আছে সে স্থলে সেই ভূমিদিকারীর অধীনে অন্য এক বা তদধিক যোত সম্বন্ধে কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে উক্ত রায়তের উৎকর্ষসাধন করিতে অগ্র স্বত্ব থাকিবে। (৩) যে স্থলে দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত আপন যোতে শোনরূপ উৎকর্ষসাধন করিতে ইচ্ছা করে সে উপযুক্ত সময়ের মধ্যে তাহা করিয়া দিয়া অন্য ভূমি দিকারীর উপর এক নোটিস দিবে। যদি ভূমিদিকারী তাহার অমুরোধ রক্ষা করিতে না পারে অথবা অমানোযোগ করেন তাহা হইলে রায়ত নিজের উৎকর্ষসাধন করিয়া লইবে। এত বিধান সমুত্তর বর্ষ এই যে উক্ত ভূমিদিকারীর ভূমী স্বত্ব অধীকার করিয়া ভূমিতে উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্ব কাহার এবিষয়ের নীতিসংবিধার কালেক্টরের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। যদি রায়তকে ভূমির উৎকর্ষসাধন বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া রাজনীতিগত কারণে প্রযোজ্য হইলে প্রথম কল্যাণ ভূমিদিকারীকেই উক্ত উৎকর্ষসাধনের ভার দেওয়া উচিত। অর্থ নীতিমতে দেখিলে কেলে ভূমি সকলীর অনেক মূলধন থাকায় তিনিই উৎকর্ষসাধনে অধিকতর সমর্থ। কিন্তু এবিষয়ে তাহার কিছুমাত্র সুরক্ষা করিয়া দেওয়া হইল না। তিনি উৎকর্ষসাধনের জন্য যে টাকা খরচ করিবেন, খাজানা রক্ষি করিয়া তাহার মূল্য ফুলিয়া লইবেন এ আশঙ্কিত তাহাকে দেওয়া হয় নাই, কারণ খাজনার হ্রাস দেওয়া না দেওয়া আদালতের বিবেচনার উপর নির্ভর করিবে, এবং আদালত যদি দেখেন যে এ ভূমি খাজনা রক্ষি দিতে সমর্থ তাহা হইলে আদালত করিবেন। আমার আশঙ্কা হয় এই সকল নিয়মের অপরিচ্ছাদ্য ফল এই হইবে যে উৎকর্ষসাধন করা একেবারে বন্ধ হইয়া গাইবে। তাহাদের উৎকর্ষসাধন করিবার সাহায্য নাহি তাহাদের নিকট উৎকর্ষসাধনের আশা করা, ও তাহাদের সাহায্য আছে তাহাদের প্রতিবন্ধক দেওয়া যে কিরূপ পাকা রাজনীতি তাহা আমার বুদ্ধিগত অসমর্থ। আমি এতদ্বারা করিয়াচিনাম যে কৃষি বিষয়ে পরীক্ষা, আদালতের প্রভৃতির জন্য ভূমি গ্রহণ বিষয়ে ভূমিদিকারীর সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু আমার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় নাই। আমাকে ভূমি গ্রহণ বিষয়ক আইনের সংশোধন দেখা দেখিতে বলা হয়।

অবিকৃত সম্পত্তির ওস্তাদধারণ।

পাণ্ডুলিপিতে জিলার জজকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে কালেক্টর অথবা স্বার্থবান যে কোন ব্যক্তি, ভূমিতে তাহার স্বত্ব না থাকিলেও, আবেদন করিলে যদি তাহার বোধ হয় যে সাধারণের অসুবিধা বা ব্যক্তি বিশেষের স্বত্বের ক্ষতি হইতেছে বা হইবার সম্ভাবনা, কোন মহাল বা ভাজুকের সহাধিকারীদিগকে তাহার ওস্তাদধারণের ক্ষমতা প্রদত্ত করিতে পারিবে। আমি শেষ দিকের কথাই গ্রহণ করিব। সহাধিকারীগণের মধ্যে বিবাদ থাকিলে অথবা সাধারণ কাষাধিকার না থাকিলে রায়তদিগের কষ্ট ও বিরক্তি হইতে পারে এ কথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু আমি খাজানা আদালতের নিয়ম করিয়া এ অসুবিধার প্রতিবিধান করিয়াছি। ৭৩ ধারার (গ) প্রকরণে বলে যে যে স্থলে অনেকগুলি অশৌচ্যরূপ একযোগে খাজানা দিতে হয় এবং তাহাদিগের পক্ষ হইতে খাজানা গ্রহণের ক্ষমতা বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি নিযুক্ত না থাকায় এজা টাকার অন্য উক্ত সহাধিকারীদিগের একযোগে রসীদ পাইতে না পারে সে স্থলে উক্ত প্রজা খাজানা আদালত করিয়া দিতে পারিবে। আরও যদি সহাধিকারীরা একযোগে অথবা সাধারণ কাষাধিকার দ্বারা দরখাস্ত বা মোকদ্দমা করিয়া তাহা হইলে সহাধিকারীরা ক্রোড়ের দরখাস্ত অথবা বর্জিত খাজানার জন্য মোকদ্দমা করিতে পারিবে না। এতদ্বারা দুই হইলে যে এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা অবিকৃত মহালের রায়তদিগের সমস্ত যুক্তিযুক্ত কষ্টের কারণ সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত হইয়াছে। আবিকৃত ভাবে কোন মহালের ওস্তাদধারণ হইলে সাধারণের যে ক্ষতি হইতে পারে তাহা আমি পরিকাররূপে বুঝিতে পারিতেছি না। দৃষ্টান্তরূপে বলিতেছি, যদি সহাধিকারীরা রাজস্ব দিতে কষ্ট করে তাহাদের মহাল নীলাম হইতে পারিবে। যদি তাহারা আইন অতিক্রম করে অথবা দিকারী আবেদনকর্তা করিতে অপারগ হয় তাহা হইলে তাহাদের দায়িত্বের কথা একদমের রেজিষ্টারী বিষয়ক আইনের কাষা দৃষ্টে অধ্যয়ন করা যাইতে পারে এবং তাহাদের শান্তিও হইতে পারে। এজন্য কালেক্টর অথবা জজ সাধারণের অসুবিধা হইতেছে মনে করিলেই সহাধিকারীরা আপন সম্পত্তির ওস্তাদধারণ হইতে কেনই বঞ্চিত হইবেন। পরস্পর বুঝা যায় না। আমার মতামত এই যে সকল কারণের কখনই অস্তিত্ব নাই, তাহারই তান করিয়া ভূমিদিকারী ও দখলীদিগের সম্পত্তির ওস্তাদধারণের ভার অনেকের প্রতি অর্পণ করিয়া, উদ্বাসিতের পরিপ্রভা ও উৎকর্ষসাধনের উৎসাহক কারণ অগম্যমান করা প্রকৃষ্ট রাজনীতির একান্ত বিরোধী।

স্বত্বের লিপি, খাজানার বন্দোবস্ত, ও হাতির তালিকা।

ভূমিদিকারী নিজ অধী লিখিত করণ।

ভারতবর্ষের যে সকল ভাগে নির্দিষ্ট সংখ্যা বৎসরান্তে ভূমির বন্দোবস্ত হয় তাহার অধুনা যে ভাবে ভূমির ব্যবস্থা হইয়া থাকে, উপরি উক্ত সময় সম্পর্কীয় অধ্যায়গুলিও সেই ভাবে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বাজালার ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বত্ব ও স্বার্থ প্রায়ই উৎকর্ষরূপে নির্দিষ্ট আছে, এবং এই অধ্যায় সকলের বিষয় সম্বন্ধে যে যে স্থলে প্রজা ও ভূমিদিকারীতে বিবাদ হইবার সম্ভাবনা, সেই সেই স্থলে সম্পর্কবিশিষ্ট সম্প্রদায়ের নিজ নিজ পক্ষের উপর আইনের কাষা নিভর করিতে দেওয়াই সহজজ্ঞানসম্মত। কিন্তু এই সকল অধ্যায়ের মর্ম এই যে, একদিকে ভূমিদিকারী ও প্রজা উভয়কেই, তাহাদের জন্য বিহিত উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্যনত দেওয়া হইয়াছে, অপরদিকে স্থানীয় গবর্নমেন্টকে নিজের ইচ্ছামত সেই উপায় অবলম্বন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই সকল অধ্যায়ে যে সকল বিধান আছে তাহাদের কাষা চলিতে আরম্ভ হইলে, আমার ভয় হয় যে দেশ মোকদ্দমা সাগরে ডুবিয়া যাইবে, ভূমিদিকারী ও প্রজার কুপরাহিত সমূহ উত্তেজিত হইবে, মিথ্যা সাক্ষ্য ও জাল করণের দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে উদ্ঘাটিত হইবে, অধীনস্থ আমলারা অশেষরূপে অত্যাচার করিয়া যাইবে,

এবং কৃষিভীষণ কতি, বার ও বিপদের সাগরে পতিত হইবে। রাজস্ববিষয়ক জরীপে এই শিকাই প্রদান করিয়াছিল। যখন লোকের নিজেই এত সকল বিধান বলবৎ করার জন্য আবেদন করিলে, তখন ইহা দেখিয়া লওয়া তাহাদেরই কাজ, কিন্তু লোকের কোনরূপ আবেদন ব্যতিরেকে কেবল যে গবর্ণমেন্ট দেশের লোকের উপরি-উক্ত অনিষ্ট সাধন করিবেন আমি তাহার যুক্তিযুক্ত ও সিদ্ধ প্রমাণ দেখিতে পাইতেছি না। আগামী দুই তিন পুরুষ মধ্যে উদ্ভিষ্ট কার্য সমাধা হইবে না এবং এই সমস্ত সময় ধরিয়া পূর্বোক্তাধিত কতি বর্জিত হইতে থাকিবে। যে স্থলে রাস্তা সংক্রান্ত বা সরাসরি বিরুদ্ধে নীলাবধি দার নিজে অবাধিত জন্য অবাধীর কারণ পাব না; স্বত্বের নিশি শুদ্ধ যদি সেই স্থলের জন্য প্রস্তুত হয়, যেখানে রাস্তার দ্বারা ধর্ম্য ঘট করিয়া থাকেন। দিতে অস্বীকার করে এবং যে স্থলে রাস্তাদের কর্তৃক সত্য্যচার হইবার সম্ভাবনা, যদি কেবল সেই সকল স্থলের জন্য থাকিলে বন্দোবস্ত হয়; যেখানে অবাধীর নিজে আবেদন করে যদি কেবল সেই স্থলের জন্য অবাধীর নিজে অবাধীর রোজ দরী করা হয়; সেই সকল স্থলে পক্ষগণের দরখাস্তমত উহা মাথা ও যুক্তিযুক্ত হইবে। কিন্তু গবর্ণমেন্টের হস্তে অবাধি বিবেচনা করার নিয়ম এই সকল অসাধারণ লক্ষ্য বিষয় যে রূপ বিস্তৃত করা হইয়াছে, তাহার সেরূপ কোন আবশ্যকতাই নাই এবং ইহা দ্বারা এত অনিষ্ট সংঘটিত হইবে যে উহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের শান্তি, সুখ, ও প্রকৃত স্বার্থের বিলম্বন কতি হইবে। হারের তালিকা সম্বন্ধে এই বলা যাঁতে পারে যে, এবিষয়ে যে অনুসন্ধান করা গিয়াছে তাহাতে স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে যে দেশের অধিকাংশ স্থানেই উহা নির্ণয় করা অসাধ্য। ঐতিহাসিক, ব্যক্তিগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ বশতঃ একই গ্রামের মধ্যে এত বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকার হার প্রচলিত আছে, কোন কোন গ্রামে শত শত প্রকার হার আছে, যে সমূহ হার বা এক সমান হার বা পূর্বে বাহ্যিক পরগনা হার বলিত কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের জন্যে তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য। প্রজা ও ভূমিকারী কার্যই একাধা দ্বারা কিছুকাল উপকার প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিশেষ ভূখণ্ডের জন্য হারের তালিকা প্রস্তুত করার ও ভূমিকারী এবং প্রজার উপর দিয়া তাহার পরচ উঠাইয়া লইবার ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে ভূমিকারী ও প্রজা কোন রূপ আবেদন না করিলেও স্বত্বের নিশি ও থাকিলে বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় বিধান সকল বলবৎ করিবার পরচ ভূমিকারী ও প্রজার মাড়ে চাপান হইবে। যে কার্য প্রণালী অবলম্বন করিলে ভূমি বিশিষ্ট প্রজার উপকার অপেক্ষা অপকার হইবার অধিক সম্ভাবনা, এইরূপে তাহা জমা ভূমির উপর মৃত্যু কর বসান হইবে।

খামার নামে অভিহিত ভূমিকারীর নিজ জমী নিশি বদ্ধ করণ সম্বন্ধে আমায় বক্তব্য এই যে উহার যে লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় নির্দিষ্ট লক্ষণের সম্পূর্ণ বিরোধী, এবং উহা দ্বারা সমস্ত পতিত ভূমি লক্ষণবহিত করা হইয়াছে। ১৩৮ খ্রীঃ অব্দে,

১৩৮ খ্রীঃ। (১) রাজস্ব কর্মচারী নিম্নলিখিত জমী ভূমায়ীর নিজ জমী বালিয়া নিশি বদ্ধ করিবেন।

(ক) যে জমী খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজঘোত বা কামাত বলিয়া ভূমায়ী নিজে আপন সরঞ্জাম দ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুর দ্বারা এই আইন বিধি বদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্বে ক্রমাগত বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয়, সেই জমী; এবং

(খ) যে অবাধী জমী প্রাচ্যচারক্রমে ভূমায়ীর খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজঘোত বা কামাত জমা বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) জমা কোন জমী ভূমায়ীর নিজ জমী বলিয়া নিশি বদ্ধ করা উচিত কিনা, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পূর্বে ভূমায়ীর নিজ জমী বলিয়া বিশেষ করিয়া এই জমী জমা দেওয়া হইয়াছিল কিনা, এই কথাই প্রতিদৃষ্টি রাখিবেন; কিন্তু যখন বিপরীত দর্শন না যায়, তখন উক্ত জমী ভূমায়ীর নিজ জমী নহে, এই রূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূমায়ীর নিজ জমী কিনা, এবিষয়ে দেওয়ানী আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, রাজস্ব কর্মচারীদের কার্য পদ্ধতি প্রদর্শনার্থ এই দ্বারা যে বিধি নির্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

১৭৯০ সালের ৮ আইনের ৩৭ ধারায় খামার ভূমির নিম্নলিখিত বিবরণ আছে।—

১৭৯০ সালের ৮ আইনের ৩৭ ধারা। আদিলেক যে পূর্বে বেহারের মধ্যে বালিকানা জমী এবং জুবে খামার ও মেনিনীপুরের জমিদার ও তালুকদার ও জমা ভূমিকারীদের নিজের মালিকার ও খামার ও নিজ ঘোত ও গরর ভূমি উপরের লিখিত [সাধারণ রীতিমত হইতে লাগেয়া ভূমির বহিষ্করণ] দাড়া সকলের বাহির আছে ইত্যাদি।

আইনের তাহার সহিত পাণ্ডুলিপির তাহা তুলনা করিয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে পুরাতন আইনানুসারে জমীদারের খামার জমীতে ক্রমাগত বার বৎসর ধরিতা চাষকার শর্ত নির্দিষ্ট ছিল। পতিত ভূমিদ্বয়ে একথা সকলেই জানে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রকৃত খাজনা দাখ্য করার জন্যে তাহাদের যে অপরিহার্য কতি হইয়াছিল তাহা এই পূরণার্থ উহা জমিদারকে প্রদত্ত হইয়াছিল।

কোঁক'।

খাজানা আদায়ের সম্বন্ধে কোঁকের আইনের সহায়তা জাত প্রজাভিনীর ও কার্যকর বলিয়া সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস। আমি জানি বেহারে ইহার সগরতা অধিক পরিমাণে গৃহীত হয়। বড়সং কোঁক আইনের সার এই যে ইহা দ্বারা শীঘ্র ও অব্যর্থপ্রদীর্ণ হয় কিন্তু ভূমিকারীর শিরে সমস্ত সারিহ অর্পিত থাকে ক্ষমতার অব্যবহার করিলে। উহাকে বিলম্বনও ভোগ করিতে হয়। পাণ্ডুলিপি অনুসারে কোঁক আদালত।

ছাড়া করিতে হইবে, উহার প্রতিপক্ষ মান্যপ্রকার নিষেধাত্মক নিয়ম আছে, আদালতের হুকুম জারী হইবার সময় ২৪ ঘণ্টা হইতে ৭২ ঘণ্টা পর্যন্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার কার্যপ্রণালী এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে উহা দ্বারা আর শাস্ত্র প্রতীকার পাওয়া অসম্ভব। সত্ত্বর প্রতীকারই জ্যেষ্ঠ আইনের মর্ম্ম ওয়া উচিত। আবার জ্যেষ্ঠ করিতে গেলে ভূবাদিনারীর এত ব্যয় করিতে ও এত বিরক্ত হইতে হইবে যে তিনি অগত্যা এই উপায় সম্পূর্ণরূপে পরিভাগ করিতে বাধ্য হইবেন। আমার এইরূপ বোধ হইতেছে যে এই পাতুলিপিতে যেজন ক্রোড়ী আইনের বিধান চাইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর হইয়া থাকিবে। এবং তাহাতে এক্ষণে শীঘ্র খাজানা আদায় করিবার বিষয়ে জমীদারের যে অবশ্যজ সুবিধা আছে, তাহা উহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে।

আদালতের কার্য প্রণালী।

গবর্ণমেন্ট যে খাজানা আদায়ের প্রণালীর সরলতাপাদন করিবেন বলিয়া পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আমার বারং বারং প্রয়োজন নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় অবধি আজি পর্যন্ত এবিষয়ে আপনাদের কষ্টব্য সম্প্রদেয় স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। আর উণ্ডত পাতুলিপির পঞ্চম সূচনা হইতে খাজানা আদায় প্রণালীর সরলতাপাদন ইহার একটি সুখ। উদ্দেশ্য বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। এবিষয়ে বাঙ্গালীদের সময় কমিটীও ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু মাঠ বলিতে বাধ্য হইতেছি যে এই ৭ ল বাঙ্গালীদের কল কান্তঃ আদায়গকে নির্যাস করিয়াছে। আমি এবিষয়ে ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম।

(১) পতনী কার্যপ্রণালী (২) গবর্ণমেন্ট ও রাষ্ট্রপালিত মহলে এক্ষণে যে কার্যপ্রণালী চলে তাহা ও

(৩) বর্তমান কার্যপ্রণালীর পরিবর্তন। আমি নিম্নে তৃতীয় উপায়ের বিস্তারিত বিবরণ দিতেছি।—

বাকী খাজানার জন্য মোকদ্দমা কল্প করিতে হইলে জমীদার বা খাজানাগ্রহীতা অথবা ওরাণীর বাকীর কাগজ, দাখিলার মুক্তি প্রভৃতি আবশ্যক কাগজ দাখিল করিয়া এবং আবশ্যকমত প্রমাণ দিয়া আপত্তিঃ মোকদ্দমা খাড়া হইবেন।

তাছাড়া পর আদালত সমন বাহির করিবেন। সমন জারী হইলে জারী হয় নাই বলিয়া সচরাচর যে আপত্তি হইয়া থাকে, তাহা দূর করিবার জন্য আমি নিম্নলিখিত মন্ত্রের একটি বিধান করিতে পরামর্শ দিই—

“সাধারণতঃ সমন যে ব্যক্তির নামে হয় নিজ তাঁহাকে দিয়া অথবা রেজিষ্টারী জিটি বারা পাঠোৎসাহী করা হইবে। যদি কোনকারণে বণ্ডঃ নিম্ন প্রতিবাদীর উপর সমন জারী হইতে না পারে, তাহা হইলে যে গ্রামে ঐ ভূমি অবস্থিত সেই গ্রামে উক্ত ব্যক্তির নিবাসস্থানে অথবা তাহার পাঁচ মাইলের মধ্যে উহা লটাইয়া দিতে হইবে। ঐ ভূমির মালকাছারীতে, অথবা যে ভূমির জন্য বাণী খাজানা পাওনা, অথবা ওছপরিহিত অন্য কোন সদরজারগায় অথবা গ্রামের চৌকে বা চৌপালে, অথবা যে গ্রামে ঐ জন্য অবস্থিত তাহার অন্য কোন মুকাদ্দাসতঃ লটাইয়া দিয়া মোটিস জারী করা যাইতে পারে। যেখানে বন্দন হয় গ্রামের চৌকিনার গ্রামের মণ্ডল, মাগুর গ্রামের দুইজন সমুদ্র অধিবাসী, লাহর গ্রামে সব-রেজিষ্টারীর নিকট হইতে জারী হইবার সাক্ষ্য লইতে হইবে।”

অপব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য প্রত্যেক স্থলেই উপরি উক্ত কার্য প্রণালীর অন্তঃ দুইটি অবশ্যক করিতে হইবে। এক্ষণে সতর্কতার সহিত কার্য করিলে সমন জারী হয় নাই, এ আপত্তি যে মোকদ্দমার একতরফী বিচার হইয়া গিয়াছে, তাহার পুনর্বিচার বা পুনরাবদোলনের যুক্তিযুক্ত কারণ বলিয়া আদালতে প্রাপ্য হইবে না।

সমনে এক্ষণে এক মোটিস থাকিবে যে যদি জারীর তারিখ হইতে এক সপ্তাহ মধ্যে প্রতিবাদী হাজির না হয়, তাহা হইলে দাবীর টাকা জমা আদালত ডিক্রী দিবেন এবং তৎক্ষণাৎ জারীর হুকুম দিবেন। আদালত প্রতিবাদী যে তারিখে হাজির হয়, তাহার আট দিনের মধ্যে উহার এজাহার লইবেন এবং দাবীকে নির্দিষ্ট দিনের মোটিস দিবেন। প্রতিবাদীকে তাহার উত্তর সমর্থনের জন্য যে দিবসে তাহার এজাহার হইবে সেই দিবসে তাহার সমস্ত দলীলপত্রাদি দাখিল করিতে এবং সাক্ষী আনিতে বলিয়া দেওয়া হইবে। যদি মোকদ্দমার অবস্থা এমন হয় যে উহা তৎক্ষণাৎ নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে, আদালত তাহাই করিবেন; অথবা যদি মোকদ্দমার প্রতিবাদ হয়, তাহা হইলে উত্তর পক্ষের সমক্ষে সেই দিবসে ইচ্ছা করিবেন; এবং মোকদ্দমার শুদনি ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য আর এক দিন দাখ্য করিয়া দিবেন। ঐ দিন প্রতিবাদীর এজাহারের দিন হইতে এক পক্ষের অতিরিক্ত না হয়।

জারীর সম্বন্ধে কথা এই যে যদি বাকীদার, তালুকদার বা দখলীস্বত্বশ্রী রায়ত হয়, তাহা হইলে ডিক্রী জারীকালে তাহার তালুক বা ঘোত বিক্রয় হইবে। যদি সে দখলীস্বত্বশ্রী রায়ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে ঘোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে।

ডিক্রীর টাকা আদায় করিয়া না দিলে আপীল গ্রাহ্য হইবেন।

খাজানাগ্রহীতা প্রতিমত প্রতিভাব্যদিলে আদালতের টাকা বাহির করিয়া লইবার অনুমতি প্রাপ্ত হইবে।

কমিটিতে আমার অনেক মহানারী সহযোগীর আবার পরামর্শমিত উপায়ে সমস্যাকৃত্তি আছে বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু আমার এমন দুর্ভাগ্য যে অধিকাংশ সভা আমার বক্তৃতা শুনিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলেন—

আমাদিগকে ইহা অবশ্যই স্মরণ করিতে হইবে যে খাজানা সংক্রান্ত মোকদ্দমার কার্যপদ্ধতির অপেক্ষে ও সরলতর পরিবার প্রতিষ্ঠায় যে নানাপ্রকার প্রস্তাব করা গিয়াছে তাঁহা বিশেষ চিন্তাশীলতা সহকারে বিবেচনা করিয়া আমরা উক্ত উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে যাকারহে সুবিচারের বাধ্যতা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না এমন কোন উৎকৃষ্ট উপায়ই উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ আমরা সমন জারীকরণকালে ও এই কার্যের প্রমাণ সহজতর করিতে উৎসুক হইলেও সমনজারী হইয়াছে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইলে অনুপস্থিত প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে আইনঘটিত কোন অনুমান করিতে দিতে অনিচ্ছুক।

যাহাই হউক, কমিটি নিম্নলিখিত নূতন বিধান প্রবর্তিত করিয়াছেন।—

পরন্তু খাজানাসংক্রান্ত মোকদ্দমার ভূমাসিকারীর স্বত্বঘটিত কোন কথা উপস্থাপিত হইয়া যে ক্ষতিগত ও বিলম্ব ঘটে তাহা স্বল্পতম পরিহার করণার্থে আমরা ১৬৪ ধারায় একটি গুরুতর পরিবর্তন করিয়াছি। এই ধারার আদেশ এই যে যদি প্রজ্ঞা স্বীকার করে যে খাজানার নির্দিষ্ট তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে কিন্তু এই উত্তর দেয় যে প্রজ্ঞাখানী বাদীর নিকট নহে, অন্য কোন ব্যক্তির নিকটাদিতে হইবে, তাহা হইলে সে প্রজ্ঞাখানী আদালতে গিবে। স্বত্বঘটিত যে কথা লইয়া বিবাদ তাহা খাজানার মোকদ্দমা হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথকভাবে উপস্থাপন করিতে বাধ্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব আমরা এই বিধান করিয়াছি যে এক্ষেপে টাকা দেওয়া গেলে আদালত এই টাকা দিবার আদেশ প্রদান করিবে এবং তৃতীয় ব্যক্তির উপর জারী করাইবেন; এই তৃতীয় ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে বাদীর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র মোকদ্দমা উপস্থাপিত করিয়া এই টাকা প্রদান নিষেধ করণার্থে খাজানী পাঠিলে বাদীর আবেদনমতে এই টাকা তাহাকে বাতিল করিয়া দেওয়া যাইবে।

এ ক্ষুর জনের মধ্যে যে রায়ত আপন ভূমাসিকারীর স্বত্ব স্বীকার করে আদালতে তাহার কথা অগ্রাহ্য হইলে, সে রায়তের স্বত্ব বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে, এইটি প্রকাশ করিলে প্রতিকারের পথ আরও অধিক পরিমাণে পরিহার হইবে, আমি ইহা কমিটিকে দেখাইয়া দিয়াছিলাম। কমিটি যে পরিবর্তন প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে চক্রের মধ্যে চক্র, বাকী খাজানার মোকদ্দমার মধ্যে স্বত্বের মোকদ্দমা, বাকী হইবে বাকী খাজানা আদায় সহজ হওয়া দূরে থাকুক তাহার বিলম্বন বিলম্ব পড়িয়া যাইবে।

বিচারের সাধারণতঃ যে কাগ্যপ্রণালী নির্দিষ্ট আছে, খাজানার মোকদ্দমায় ব্যবহার করিবার সময়, আবশ্যক হইলে সে প্রণালীর পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা কমিটি হাই কোর্টকে দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আমার বোধ হয় এক্ষণে করাও যাহা, এবিষয়ের মৌল্যসার তার পরিহার করাও তাঁহাই। যে ব্যবস্থাপক সভা কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন বিদ্রোহ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই সেই ব্যবস্থাপক সভা খাজানার মোকদ্দমার বিচারের শেষত্ব সম্পাদনের জন্য উহার পরিবর্তন করিতেক সমর্থ।

আমার ভ্রমসা আছে যখন আগামি বৈশ্বেরে কমিটির অধিবেশন হইবে, তখন সভার প্রজ্ঞাখানী আদায়ের বর্তমান কাগ্যপ্রণালীকে সরল ও অধিক পরিমাণে কার্যকর করিবার কোন না কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইবেন। ইহা না থাকিলে ভূমাসিকারীদিগের বিশেষ কষ্টের কারণ এবং ইহা না থাকিলেই রাজস্ব ও সেস সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের দাবির টাকা দিতে অনেক সময়ে তাঁহারা বিলম্বন করিয়াছেন। যদি খাজানার আইন সম্বন্ধে কোনবিষয়ে সকলের মত একত্র, তবে সে এই বিষয়, এবং যখন সমস্ত আইন উলট পালট হইয়া যাইতেছে তখনও যদি, ভূমাসিকারীদিগকে তাঁহাদের মতাবলম্বী আদায়ের বিশেষ সাহায্য না করা হয়, তাহা হইলে বিলম্বন নিশ্চয় হইবে।

চুক্তির স্বাধীনতা।

পাণ্ডুলিপি অনুসারে ভূমাসিকারী ও প্রজ্ঞার মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা কান্ডাতঃ রহিত করা হইয়াছে। যে সকল বিষয় চুক্তির বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কমিটি তাহা এইরূপে নির্দেশ করিয়াছেন।—

- (ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলী স্বত্বনিশ্চিত রায়তের স্বত্ব লাভ ২৪, ২৫ ও ২৬ ধারা।
- (খ) ৩১ ধারার নির্দিষ্ট দখলী স্বত্বের অনুবন্ধ।
- (গ) ৫১ ধারামতে দখলী স্বত্বনিশ্চিত রায়তের খাজানা কমান্ডার দাওয়া করিবার স্বত্ব।
- (ঘ) ৫৩ ধারা মতে দখলী খাজানা পরিবর্তনের দাওয়া করিতে ভূমাসিকারীর বা প্রজ্ঞার স্বত্ব।
- (ঙ) নির্দিষ্ট হেতু তির দখলী স্বত্বসূচী রাখতকে ও কোর্টার রায়তকে উচ্ছেদ করণ বিষয়ে আইনমতে প্রদত্ত সংরক্ষণ ৫৮, ৫৯, ৬০ ও ৬৩ ধারা।
- (চ) গোতের ভূমি বিক্রয় দাওয়াতে প্রজ্ঞার খাজানা কমান্ডার স্বত্ব (৬৬ ধারা)।
- (ছ) রায়তের উৎকর্ষসাপেক্ষ করিবার ও তজ্জন্য ক্ষতি পূরণের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০ ও ৯৩ ধারা)।
- (জ) ডিক্রিভারী ক্রমে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রজ্ঞাকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

পাণ্ডুলিপি উপস্থাপনের সময় আমি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাতে আমি এই অবস্থার প্রস্তাবের বিলম্বন প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, চিহ্নায় বন্দোবস্তের আইন সমূহে যে কেবল চুক্তির স্বাধীনতা স্বীকার করা হইয়াছে এক্ষণে মনে, প্রকাশ্য ভাবে উহার উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেও ঠিক তাহাই করা হইয়াছে। আমি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না যে, যে রায়ত আপনার বাড়ী ঘর ক্ষেত

খোঁপা বিক্রয় বা বয়স নির্ধারণ সময়, তাঁহার ক্ষেত্রা উপর বিক্রয় করিবার সময়, মজুর নিয়োগ করিবার সময় এবং জীনের পতিতিন প্রায়জনীয় সমস্ত অথবা কাঁচা করিবার সময় স্বাধীন বলিয়া গণ্য হয়, কোন আপল ভূমিকারী সন্থিত চুক্তি করিবার সময় তাহাকে কোন অসমর্থ বলিয়া মনে করিতে হইবে। আমি বিশেষ করিয়া এই বিষয় পুনর্বার বিবেচনা করিতে বলি।

সেওয়ানী আদালত ও রাজস্ব কর্মচারী।

এই পাণ্ডুলিপি অনুসারে সেওয়ানী আদালত ও রাজস্ব কর্মচারী এই উভয়ের মধ্যে বিচারাধিপত্য বিভাগ হইয়াছে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অনুপদেশ, রাজস্ব কর্মচারীর উপর যে বিস্তৃত ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার অতিপ্রায় স্পষ্ট এই যে তারতবর্ষের উত্তরাংশে যেসব সব একসময় করিবার প্রণালী চলিতেছে, এবং বাধ্যকারী প্রকালে মূলধানও কাঁচা প্রাণ বদ্ধ হইয়াছে এবং পরিভ্রমের প্রদর্শন শুকাইয়া আসিয়াছে। রাজ্যলারও ভূমিধর্মোত্তরের সেই প্রণালী প্রদর্শিত করা হইবে, আশা করি এই বোধ। কিন্তু আমি ভ্রমণ করি যে আমি যে বোধ প্রদর্শক বলিয়া প্রমাণ করিব। শ্রমে প্রেরণা জ্ঞান: মুদ্রাক্ষেপে পরিবর্তনই হইক, অতঃপর লিপি অথবা খাজানার বন্দোবস্তও হউক, হারের শাসিকা পদ্ধতি বিষয়েই হউক, ভূমিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির তত্ত্বাবধানেই হউক, স্তিমিত মাপের কাটি নিবন্ধন করণেই হউক, মাপের ডালিকা প্রস্তুত করণেই হউক, অথবা অন্য কোন বিষয়েই হউক, আমি যে বিষয় দেখিতে যাই দেখি যে রাজস্ব কর্মচারীকেই প্রিবিশ্ব করা হইয়াছে, পাণ্ডুলিপি অটোমিকার অধিকাংশ সেই প্রিবিশ্ব উপর নির্ভর করিতেছে। যদি রাজস্ব কর্মচারীকে কার্য নির্বাহক অথবা শাসনকারী সম্বন্ধীয় কথোপকথন করা হইত, তাহা হইলে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু তাহাকে বিচারের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, এ বিষয়ে গিলকন আপত্তি আছে। যে প্রণালীতে বিচারসম্বন্ধীয় কার্যসম্পন্ন শাসন কার্যসম্পন্ন গবর্ণমেন্টের ইচ্ছামতে চলিতে হয়, সে প্রণালীতে সুবিচারের যত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, এত আর কিছুই নয়। এই বিষয়ে ১৭৩৩ খৃঃ অব্দের দ্বিতীয় আইনের ছেতুগমে লর্ড কণ্টালিস যে উপায় ও সমীচীনমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

“যে ভূমির রাজস্বের ও তাহার উত্তরের বিষয় সরকারের সন্থিত ভূমিকারীদিগের যেখা গুণবান এবং যাবতীয় ভূমিকারী ও তাহাদিগের প্রজাবর্গের সঙ্গে যে সকল দায়িত্ব ও বিরোধের মোকদ্দমা অন্যবিধ মান আদালতে উপস্থিত হইত তাহা ও তাহার বিচারের ভার যাহা কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি আছে তদনুসারে তাহার অধীন মতে মাল আদালতে বলিয়া যে সকল মোকদ্দমার বিচার করণ ও তাহাদিগের কৃত নিষ্পত্তি সমস্ত মোকদ্দমার আপীল বোর্ড রেবিনিউতে ও তথায় হইতে জিহুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হজুরে মাপের কোম্পানি হয় এই দুই ভার অর্থাৎ আদালত ও তহসীল কালেক্টর সাহেবদিগের অধীনা থাকিলে মাল আদালতের মনোরমতা দীপ্তিমান এই সকল কারণ দৃষ্টে এই ক্ষণে ভূমিকারীদিগের সম্পর্কে সরকারের দত্ত যে সকল কৃপা অর্থাৎ যে সকল বস্তুতে স্বত্ত্ব আছে তাহা স্থিরতার বিষয়ে নিচাপ্তই মনস্থির রাখিবেন না করণ এই যে মান আদালতে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমা কখন বিলম্বিতে ও কখন যথার্থ ক্রমে ও কখন উত্তমর অগ্রতক্ষে প্রদত্তা বিনা প্রাপ্তিতে নিষ্পত্তি হইত এবং কালেক্টর সাহেবদিগের তহসীলের কার্যের নিরবকাশে ও মাল আদালতের উপস্থিত অনেক মোকদ্দমাই যথেষ্ট থাকিত। আর ইহাও সুন্দর জানা আছে যে কখন কালেক্টর সাহেবের নিগ হইতে ভূমির রাজস্ব দার্ষ্য ও তহসীলের মোকদ্দমার আইনের অন্যথায় তদুপস্থিত হইলে অন্যায় প্রস্তাব প্রাণা ভ্রমসার স্থান ছিল না যে বিপাক হইতে যেণ্ডি পাটয়া থাকে ও কালেক্টর সাহেব মাল আদালতে বলিয়া যে জুহুম দেন তাহাতে যে অন্যায় প্রস্তাব হইয়া থাকে তাহার সংশোধন সেই কালেক্টর সাহেবের কৃত বিচারে সেওয়ানী আদালত হইতে হয়। আর তদনুসারে কালেক্টর সাহেবের নিগ হইতে তহসীলের কার্যের বাধ্যতা তদা ভূমিকারীদিগের সহিত তাহাদিগের ভাবের প্রজ্ঞা বর্গের বিবাদের যথার্থ বিচার হইতে পারিত না; অতএব চাসের আধিক্যনা উচিত যে উপরের লিখিত সমস্ত উদ্যোগ ছাড়া ভূমির অধিকারিত্ব ও তৎসম্পত্তি সকল স্বত্ব টেহদা কারণ উদ্যোগান্তর করা যায়। সেদাধিপতির কর্তব্য এই যে ভূমিকারীদিগের সম্বন্ধে যে সকল স্বত্ত্ব ও উপায় রাখিয়াছেন তাহা অন্যথা করণে শক্তি লাগে নহে এবং আদালতের সমস্ত কার্যের কর্তৃত্বতার কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি না থাকে এবং যে কালেক্টর সরকারের পাওনা মালগজারীর আপত্তি উপস্থিত হয় তাহা ও সকল আদালতের অঙ্গ সাহেবদিগের যে প্রকারে আদালতের শক্তি সমর্পণ হয় সে সকল আদালতে জিহুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর কোম্পানির হজুরের আইনের মতে উপস্থিত করিবার যোগ্য হইলে করা যায় যে তাহাতে কোনক্রমে অঙ্গ সাহেবদিগের স্বত্বাধিকারের বিষয় না থাকে বরং সরকারের সন্থিত ভূমিকারীদিগের ও ভূমিকারী প্রকৃতির সঙ্গে তাহাদিগের ভাবের প্রজ্ঞাবর্ণার বিরোধের বিচার ও নিষ্পত্তি যথার্থক্রমে ও বিনা পক্ষপাতে করিতে মনোনিবেশ রাখেন এবং ইহাও কর্তব্য যে কালেক্টর সাহেবের আপনাদিগের অর্পিত স্বত্ব কর্মের বিচার ও নিষ্পত্তির বিষয়ে যে শক্তি রাখেন তাহা না করিতে পারেন ও করিলে তাহার অঙ্গের আদালতে দেন এবং সরকারের প্রকৃত প্রাপ্তবা ছাড়া কাচার স্থানে কিছু অতিরিক্ত চাহিলে কিম্বা এই হজুরের আইন অতিক্রম করিয়া তাহা লইতে লাগিলে আদালত হার উপস্থিত হইবার যোগ্য হন। এমত হইলে যে শক্তিক্রমে ভূমিকারীদিগের স্বত্বের অন্যথা কিম্বা ভূমির মগাদার কানি হইতে পারে তাহা না হইতে পারিরা অন্য সমস্ত বস্তু হইতে ভূমির অধিকারিত্ব ও কতর হইবেক এবং যে চাসের আধিক্য সরকারের কল্যাণ ও দেশের সৌন্দর্য্য অতিশয় হয় তদ্রিতিত সকল লোকেই অস ও চেষ্টা প্রদর্শিত করিবেন।”

১৭৯৩ সালে গণেশচন্দ্র বসু সকল উদ্যোগ তাঁর প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ১৮৮৩ সালে মনমোহন অধিকারী পতনী আশ্রম।

কম্বোদারেয়া এই পাণ্ডুলিপিতে পতনী আইনের সমিবেশ সম্বন্ধে আপত্তি করেন। এরূপ করিবার যেকারণ নাই তাঁহা নহে। তাঁহাদের মত এই যে গত পঁয়ষট্টি বৎসর ধরিয়া এই আইনের প্রত্যেক কদা কল্পপক্ষকল্প এক প্রকার অর্থ লাভ করিয়াছে ও সেই অর্থের চালাইয়া আসিতেছে; অদ্বীদার, পণ্ডীদার, আদালত ও আমলা সকলেই তাঁহা বেশ বুঝে : উহার ভাষার আধুনিকত্ব সম্মানন করিতে গেলে যাইট বৎসরের অতিরিক্ত কালের স্মৃতি ও পরম্পরাগত কথা লোপ হইবে, অতএব হাত না দিলে ভাল, এই বচনামুসারে পতনী আইনের বাক্য ও বাখ্যা, যেভাবে আছে সেইভাবে থাকিতে দেওয়াই সর্বতোভাবে উচিত। আমিও এই মতের অনুমোদন করি এবং আমার বন্ধা যে পতনী অধ্যায় এই পাণ্ডুলাপের বাহির করিয়া দেওয়া হয়।

যে সকল স্মৃতি ধরিয়া এই পাণ্ডুলিপি প্রদানঃ ডাক্তার ডাঃর পর আমার প্রধান প্রধান আপত্তিগুলি আমি তাড়াতাড়ী লিখিয়া ফেলিলাম। বিশেষদিবস সম্বন্ধে আপত্তি করিবার সময় আমার নাই। অগামী নবম্বরে যখন কমিটির অনিবেশন চাইবে, তখন আমি সেই সকল আপত্তি উপস্থাপিত করিব বাসনা রহিল।

১৮৮৮ সাল ১৪ মার্চ।

কুম্ভাদাস গালা।

প্রত্যাহিত প্রজাপ্রত্নবিষয়ক পাণ্ডুলিপির কড়কগুলি বিধানের উপর সিলেট কমিটির অধিকাংশ সভ্যের সাক্ষাৎ হইতে ভিন্ন মতের মন্তব্য লিপি।

১। সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৪র্থ অধ্যায়ে বিধান আছে, যে রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে সে,

(ক) কোন ভানুকদার যে যে বিধানের নিয়মাবলী খাজেন, যাঁদের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার উভয় দিক সম্বন্ধে সেই সেই বিধানের নিয়মাবলী খাজিবে, এবং

(খ) তাঁহার সহিত তৃতীয় ভূমাদিকারীর লিখিত যে চুক্তি থাকে সেই চুক্তির শর্তক্রমে এই আইনসম্মত যে নিয়ম প্রচল করিলে তাহাতে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে সেই নিয়ম প্রচল করিলেই উচ্ছেদের দায়ী হইবে।

যে মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করিতেছে বলিয়া দাবী করে তাহাকে তাঁহার যোত সম্বন্ধে সাধারণ মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত অপেক্ষা অনেক সুবিধাজনক অবস্থা স্থাপিত করা হইয়াছে, যেহেতু

(ক) উক্ত রায়ত যদি তৃতীয় ব্যক্তিকে নিঃসৃত যোত হস্তান্তর করে, তাহা হইলে ভূমাদিকারী পূর্বে ক্রয় করিতে অসমর্থ হইবেন;

(খ) যদি সে নিজ অর্থী এক্ষণে ব্যবহার করে যে উহা প্রজাপ্রত্নের কাছের সম্পূর্ণ অমুণযোগ্য হয় তাহা হইলেও মখল হইতে উচ্ছেদের দায়ী হইবে না।

কমিটির অধিকাংশ সভ্যের মত এই যে, যে মখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোতের খাজানা অবধারিত, তাঁহার অনুবর্ত সাধারণ মখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের অনুবর্ত হইতে স্বতন্ত্র হইবে। এবিষয়ে আমার মত অনাক্রম্য

যদি একস্থলে অধিদারকে অগ্রস্বর স্বত্ব দেওয়া হয়, তাহা হইলে অপর স্থলেও তাহাকে ই স্বত্ব দেওয়া উচিত যদি একস্থলে স্বমিকে প্রচার কাছের অমুণ্যুক্ত করা হয় রায়তের উচ্ছেদের ব্যবস্থা হয় মপরস্থলেও যে উচ্ছেদের দায়ী হইবে।

একস্থলে এরূপ হইবার অমুকুলে যত তর্ক উত্থাপিত করা যায় অন্য স্থলেও তাহা সমানরূপে খাটে।

আমার বোধ হইতেছে অগ্রস্বর স্বত্ব মখলীস্বত্ব আইনের শাখা। দেবারের হিঙ্গরা পূর্বে ক্রয়ের স্বত্বের দাখ করিলে, উহার ব্যবস্থা দেশাচারমত হইয়া থাকে।

আমার বোধ হয় যে কোন ব্যক্তি ভূমাদিকারীর অনিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে মখলীস্বত্ব খরিসকরিতে পারে তাঁহার হস্ত হইতে ভূমাদিকারীকে আত্মরক্ষার উপায় করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে এই সশিপ্রথম ইংরাজী আইন অনুসারে পূর্বেক্রয়ের স্বত্ব এই পাণ্ডুলিপির বিধানে সন্নিবিষ্ট হইল।

একস্থলে শর্তক্রমের ক্ষেত্রে ভূমাদিকারীকে যে রূপ ভরানক অসুবিধার কেলিতে পারে, অপর স্থলেও সেইরূপ ক্ষেত্র সন্নিবিষ্ট করা সম্বন্ধেও সেইরূপ। একস্থলে তাহার পক্ষে এই স্বত্ব যে রূপে অনর্থক হইবে অপর স্থলেও সেইরূপ অনর্থক হইবে।

এই সকল বিধান ৮ অধ্যায়ের সহিত যোগ হইলে কল এই হইবে, ভূমাদিকারী উৎসর্গ যাইবে।

মখলই ভূমাদিকারী পূর্বে ক্রয়ের স্বত্ব অনুসারে কাছা করিতে ইচ্ছা করিবেন, তখনই অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব খাড়া করা হইবে।

মখলই কোন রায়ত অবধারিত হারের যোত বলিয়া আপন যোত হস্তান্তর করিতে যাইবে অথবা যদিও ভূমাদিকারী পূর্বে ক্রয় করিতে ইচ্ছা না করেন, হস্তান্তরগ্রহীতা পূর্বেই পূর্বে ক্রয় স্বত্বের ভয় কারণে যখনই আইনের চক্ষে ধূলি দিবার চেষ্টা করে তখনই ভূমাদিকারীকে বাধা হইয়া হস্তান্তরে বাধিত করিতে হইবে। কারণ ভয় আছে যে যদি তিনি তৎক্ষণাৎ আপত্তি না করেন, তাহা হইলে সেই না করাই হস্তান্তরগ্রহীতার অবধারিত হারে চিরদিনের জন্য স্বমি ভোগের স্বত্ব স্বীকার বলিয়া গৃহীত হইবে।

যদি কমিটী আমার সংশোধন গ্রহণ করিবার উপায় দেখিতে পাইতেন এবং এই অব্যাহতির কাছা মোকরফ, পাট্টাখীন যোতে অথবা যে সকল রায়তের স্বত্ব আমালতের ডিক্রীদ্বারা লিঙ্গিত হইয়াছে তাহাদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে যদিও ভূমাদিকারীদিগের স্বত্ব সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগকে প্রত্যাপন করা হইত না, তথাপি অনুমান খাড়া করিয়া আইনের চক্ষে ধূলি প্রদান করিবার চেষ্টার পোকের উৎসাহ দেওয়ার যে হানির ফল উৎপন্ন হইতেছে তাহার পরিহার করা যাইতে পারিত।

২। ৭ম অধ্যায়—কোণী বিলির নিয়ম।

কোণাবিল সম্বন্ধে করুণা বস্থা হইলে ভাল হয়, সে বিষয়ে কমিটির অধিকাংশ সভ্যের মত হইতে সকল বিষয়ের আমার মত বিচিরা।

কোণাবিল বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া হইবে না কেবল এই উদ্দেশ্যে কোণাবিল সম্বন্ধে বাধাজনক নিয়ম বিধানের কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমার বোধ হয় না।

আমার বিশ্বাস এই যে যে মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কোণাবিল করে তাহাকে ভানুকদাররূপে পরিণত করিলে ভূমাদিকারীদিগের বিশিষ্ট স্বার্থের হানি হইবে।

অর্থাৎ বিখ্যাত এতে যে, কতটুকু দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইতকে রক্ষা করিবার জন্য বিশেষতঃ রাইতদিগের মধ্যে অতি দরিদ্র শ্রেণী অর্থাৎ রাইতের রাইতদিগকে রক্ষা করিবার জন্য, এই এগালীকে উদ্ভাবনরূপীনে আনিবার আবশ্যকতা আছে।

কোর্কা বিলির ক্ষমতা রাইতের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। বোধ হয় হস্তান্তরের ক্ষমতা অপেক্ষা ইহা তাহাদের পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইত হইতে বেনারজুইয়া পড়িলে ঠিকাদারা সে সেই দান হইতে উদ্ধার পাইতে পারে।

যে সকল ক্ষুদ্র পরিবারের প্রতিপালনের সাহায্যার্থে অন্য কোন উপায়ে ভূমি সংগ্রহ করিতে পারে না, এই নিয়ম দ্বারা তাহারা ক্ষুদ্র অর্থজন করিতে পারে।

ইহা আইনসম্মত। এতদিন কোর্কা বিলি সম্বন্ধে কোন প্রকার বাধাজনক নিয়ম ছিল না। আর বইই কেন বাধাজনক নিয়ম হউক না, কেহই কোর্কা বিলি পরিচালনা করিবেন।

যতদিন পর্যন্ত, যে সকল লোকের ভূমি আছে তাহাদের অপেক্ষা দরিদ্র আর এক শ্রেণীর লোক ভূমি পাটনার জন্য হা করিয়া থাকিবে, যতদিন যাহারা একপেছ ভূমি ভোগ করিতেছে তাহাদের অপেক্ষা ভালরূপ ব্যবহার করিতে পারে এরূপ এক শ্রেণীর লোক থাকিবে, যতদিন ফলভোগবদ্ধ হইতে কোর্কা পাটনার বিভিন্নতা স্পষ্টরূপে লক্ষিত করিয়া না দেওয়া হইবে, ততদিন কোর্কা বাণ চাপিতে থাকিবে।

কোকাপাটাদারীদিগকে রক্ষা করিতে হইবে, এবং এখনও যখন সময় আছে এগালীকে কোন না কোন রূপে উদ্ভাবনরূপে আনিতে হইবে।

এবিষয় শীঘ্রই এমনতরো ব্যবস্থার গোটের আলিঙ্গন উপস্থিত হইতে পারে যে ইহার দীর্ঘায়ু পরিহার করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

৩। ১ম অধ্যায় — খাজানা রুজি।

মিলেট কমিটির মিকট বিপোর্টের জন্য যে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার বিশদ অনুসার বর্জিত খাজানা ভূমি হইতে মোট উৎপন্ন প্রধান শস্যের মূল্যের এক পঞ্চমাংশের অধিক না হইলে পূর্বহারের উপর টাকার চাহিদা পর্যন্ত বর্জিত খাজানা গ্রহণের জন্য ভূমিধিকারী প্রজার সহিত ঘরোয়া বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিতেন।

অধিকতর যাহা প্রস্তুত হইয়াছিল তাহার প্রচলিত হইয়া অপেক্ষাকৃত এই কারণে, প্রজার দ্বারা না হইয়া ভূমির উৎপাদিত শক্তি বর্জিত হইয়াছে এই কারণে, চিরস্থায়ীরূপে মূল্যের রুজি হইয়াছে এই কারণে যৌক্তিকতা করিয়া জমিদার খাজানা বাড়িয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু তাহার এই নিয়ম মানিতে হইত যে বর্জিত খাজানা উৎপন্ন প্রধান শস্যের মূল্যের এক পঞ্চমাংশের অতিরিক্ত না হয় এবং কোন স্থানেই পূর্বতন খাজানার দ্বিগুণের অধিক না হয়।

উচ্চপূরক খাজানা রুজি ও যৌক্তিকতা করিয়া খাজানা রুজি উত্তর স্থানেই বর্জিত খাজানা দশ বৎসরের মত ঠিক থাকিবার কথা ছিল। মিলেট কমিটির সংশোধিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে চুক্তিগত খাজানা রুজি কোন স্থানেই টাকার চারি আনার অধিক হইবে না।

দু আনার কম বা দু আনা পর্যন্ত হইলে উহা সাধারণ পর্যন্ত ঠিক থাকিবে, দু আনার অধিক হইলে পনের বৎসর পর্যন্ত।

কোন যেতেই খাজানার নিকটবর্তী হইবার প্রচলিত ন্যায় অপেক্ষা অল্প এবং কাবলবশতঃ আদালতের সাহায্যে খাজানা রুজি হইলে উহা পূর্বতন হারের উপর লভ করা পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত রুজি হইতে পারে, এবং মূল্যের চিরস্থায়ী রুজিবশতঃ হইলে শত ভরা পাঁচিশ টাকা পর্যন্ত হইতে পারে।

যে স্থানে কোন যৌক্তিকতার দোষজনক দেখিয়া বিচার হইয়া তাহাতে রুজি হউক আর নাই হউক হার পনের বৎসর পর্যন্ত ঠিক থাকিবে।

উক্ত স্থানের পঞ্চমাংশের সীমা পরিচালিত হইয়াছে।

আমি স্বীকার করি আটমত খাজানা রুজি করা বর্তমান আইনের অপেক্ষা অনেক সহজ ব্যাপার হইয়াছে কিন্তু আমার দীনীতভাবে নিবেদন এই যে, সীমা নির্দেশ করা অসম্ভব সকলই এত কথা স্বীকার করায় খাজানা রুজির সীমা পরিচালনা করা হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া সীমা সঙ্কট ও সময় রুজি করিয়া কমিটির অধিকাংশ সভা খাজানা রুজির উপর যে বাধাজনক নিয়ম স্থাপন করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত কারণ নাই।

ইহা অবশ্যই ধরিয়া লইতে হইবে যে, যে প্রজাদিগকে যোত ভোগ করিয়াই বড় স্থায়ীরূপে দেওয়া হইয়াছে তাহারা যখন জানে যে, ভূমিধিকারী আদালতে গেলেই অনেক উচ্চহারে ডিক্রী পাইতে পারেন তখন তাহারা আদালতের বাহিরে অন্যায়গেই খাজানা রুজি দিতে স্বীকৃত হইবে।

প্রজা ও জমিদার নিজে নিজে যে সকল বিষয়ে অনেকাংশে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারে, যে রাজনীতিতে সেই সকল বিষয়ের অন্য তাহাদিগকে আদালতে পাঠাইয়া দেয় আদালতে রাজনীতি অনুশীলন করি না।

উদ্ভাবিত খাজানা বৃদ্ধিভুলে কেবল এই কথা বলার আবশ্যক ছিল যে চুক্তির খাজানা বৃদ্ধি রেজিষ্টারী করা করারণের দ্বারা কবিত হইবে এবং ইহা দেখিতে হইবে যে এখা ভাণ্ডারে যুক্ত হইতে গিয়া স্বাধীনভাবে কাটা করিয়াছে।

মোট চাকার একটা নীমা নির্দিষ্ট করিবার আবশ্যকতা ছিল। সময়ের বিষয় চুক্তির উপর নির্ভর করিলেই হইত।

উভয় ফলেই পঞ্চদশ বৎসর সীমা নির্দিষ্ট করায় ভূমিকারী তাঁহার মত পাওয়া তাহার এককতা ও আদায় করিবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া। আমদানী করা করিবার কোন পথ রাখি নাই।

এখানে কমিটির প্রতি সুবিচারের জন্য একথা বলা আবশ্যক যে নিকটস্থ স্থানে প্রচলিত খাজানা অপেক্ষা অল্প হারে মোট ভোগ করণ হেতু খাজানা বৃদ্ধির যে প্রচেষ্টা নীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা উঠাইয়া লওয়া কেবল মাত্র আমাবই অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু আমি এখনও বিবেচনা করি যে এবিষয় আদালতের বিবেচনার উপর ফেলিয়া রাখিলেই ভাল হইত।

ক্রমে ক্রমে পাঁচ বৎসর ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি করিয়া দিবার ক্ষমতা আদালতকে দেওয়া হইয়াছে। এ উত্তর বিষয়েই আদালতের হস্ত পদ নষ্ট না করা উচিত ছিল।

৪। ৮ম অধ্যায়।—স্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করিবার স্বত্বের কথা।

১ম ধারা. (১) } রিফর্মারী বন্দোবস্তের সময় হইতে যে রায়তের খাজানা পরিবর্তিত হয়
২ " (২) } নাই, চিরকালের জন্য সেই খাজানার সেই রায়ত ভূমি ভোগ করিবে
৩ " (৩) } পারিবে প্রথমবার এই মত।

দ্বিতীয়টির মর্ম এই যে, যিৎকি প্রমাণ না পাওয়া গেলে যে রায়ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ববর্তী বিন ২৫সর ধরিয়া এক খাজানার ভূমি ভোগ করিবে আসিতেছে, সে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ঐ খাজানার ভোগ করিবে আসিতেছে এই অনুমান হইবে।

তৃতীয়টি দ্বারা ঐ নিয়ম দুজানাপ পরিণত খাজানাতে ও খাটিবে।

এই পাণ্ডুলিখির উপর অন্যান্য কাগজের সহিত আমি যে মন্তব্য দাখিল করিয়াছিলাম, তাহাতে আমি এ সকল ধারার বিধান পাণ্ডুলিখিতে যেরূপ ছিল তাহা হইতে আমার ভিন্নমত লিখিয়া রাখিয়াছিলাম এক্ষণে যেসকল পরিবর্তন হইয়াছে তাহা পাঠের পরিবর্তনমাত্র, সাধিত কিছুই নহে।

কিন্তু এই বিষয় বাঙ্গালার সময় ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে এই সকল কথা কেন গৃহীত হইয়াছে তাৎপর্যমূলক এন্ট্রি ও যুক্তি বা চেষ্টা করা হয় নাই। উহা দ্বারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষেই অগ্রসর করা হইয়াছে : এ, উক্তির প্রভাবের দেওয়া হয় নাই। এবং এমন কোন কথাই বলা হয় নাই তাহাতে আমি আমার মন্তব্য যে মত প্রকাশ করিয়াছি তাহা পরিবর্তন করিতে প্রস্তুত হই।

উপস্থিত পাণ্ডুলিখিতে উহা রায়বার ওজর এই যে উক্ত বর্তমান আইন, বর্তমান আইন পরিবর্তনকার্য কমিটিকে প্ররোচিত করে পারে এমন কোন যুক্তিপূর্ণতার প্রদর্শিত হয় নাই এবং কখন কেমন করিয়া ও কি কি সঠিক রায়তকে ভূমির মূল দেওয়া হইয়াছিল একথা প্রমাণ করা ভূমিকারীর পক্ষে যত কঠিন ব্যাপার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে তাহা ভোগের স্বত্ব প্রমাণ করা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে কঠিন।

আমরা দেখাইয়াছিলাম যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও তাহার আনুযায়িক আইনাবলীর কথাই এমন অভিপ্রায় ছিল যে মোকদ্দমার ও ইন্ডমরারদার ভিন্ন অন্য কোন রায়ত অবধারিত ও অপরিবর্তনীয় হারে চির দিনের জন্য ভূমি ভোগ করে।

৮-ম নীতিবিশিষ্ট রায়তদিগের মধ্যে কোন প্রকারে যে বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত হয়, ঐ সকল আইনের বর্ণনায় এরূপ অভিপ্রায় ছিল না।

১৮৫৯ সালের ১০ আইন মধ্যমীয়াভূমি বিশিষ্ট রায়তদিগের মধ্যে বিশেষ অধিকার বিশিষ্ট একটী প্রকারে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিল। ভূমি-স্বত্বের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছে এবং রায়তগণকে চিরদিনের জন্য অবধারিত খাজানায় ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রদান করিয়া ভূমি-স্বত্বকে আগুন আগুন মর্দানে বাৎসরিক বৃদ্ধিযোগী করিয়া দিয়াছে।

১১-ম নির্দিষ্ট তারিখের পরিবর্তে যে ক্ষমতা কলিকাতার পূর্ববর্তী ২০ বৎসর হইতে অনুমান চলিবে এইরূপ প্রকাশ করায় ইচ্ছা দ্বারা ক্রমাগতই নতুন নতুন অধ্যাদেশ দিতেছে।

১২-ম ধারা অত্যন্ত পরোক্ষরীতি, ভবিষ্যতে ঐ অধিকার অর্জন করা রাষ্ট্রের স্বার্থ, এবং উক্ত অর্জনে দান দেওয়া জমিদারের স্বার্থ, অতএব উহা কলিকাতার আগের পাণ্ডুলিখিতে পরিবেশিত করায়, উক্তের প্রত্যেকই বিশেষ অর্থ হইতেছে। ইহাতে ক্রমাগতই বিবাক গঠিত হইতেছে।

১৩-ম ১৮৫৯ সালের ১০ আইন বিবিধ করা সুবিচার সজ্ঞা হয় মাত্র স্বীকার করিলেন বর্তমান আইনের কাব্যেই দ্বারা যে সকল স্বত্ব জন্মিয়াছে তাহা উদ্ভেদ করাও অসম্ভব ও অসঙ্গত হইবে স্বীকার করি।

১৪-ম সকল রায়ত আদায় স্বত্ব অর্জন করিয়া ফেলিয়াছে তাহাদের উপর কোনরূপ সুবিচার না হয়, সেই জন্য আমি বলিয়াছিলাম যে উক্ত আইন প্রবর্তিত হইবার পূর্ববর্তী ২০ বৎসর হইতে এই অনুমানের কাগজ চলিবে, এক্ষণেও নতুন মোকদ্দমা জন্ম করিবার ২০ বৎসর পূর্ব হইতে নহে। আমার বিনীত ভাবে মনেদমন এই যে যদি কমিটি আমার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, যে সকল রায়ত অসম্ভব হারে ভূমি

ভোগের স্বত্ব অর্জন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদেরও স্বত্ব স্থির থাকিত এবং জমিদারদিগের প্রতিও প্রথম কিস্তি সুবিচার প্রদত্ত হইত। ভবিষ্যতে ভূমাদিকারী ও প্রজার স্বত্ব নির্দেশ করিয়া দিবার জন্য যে পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইতেছে অকার্যবত্তা যায়; অতীত কালের আইন দ্বারা রায়ভের যে সকল স্বত্ব লোপ করা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে অথবা নিজের অসামর্থ্যতা ও নিজের কার্য দ্বারা যে সকল স্বত্ব বাজেয়াপ্ত হইয়াছে সেই সকল স্বত্ব পুনঃ প্রদানের জন্য যে পাণ্ডুলিপি পাঠ্য করা হইতেছে, সেই পাণ্ডুলিপিতে অতীতকালে শিথিল ভাবে আইন বর্ণার দোষে ভূমাদিকারী যে সকল স্বত্ব দখলিত হইয়াছেন তাহাও তীক্ষ্ণাক্ষেপে প্রদর্শন করিয়া সুবিচার সম্ভব।

অতীতকালে তিনি পাণ্ডে দখলিত হইয়াছেন তাহা প্রদর্শন করা যদি একান্ত অসম্ভব হয় ভবিষ্যতে যাঁহাতে তাহার রক্ষা হয় তাহাও অসম্ভব বলা উচিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তমতে দেবল মার মোকররীদার ও ইশ্বরদারিদার অবধারিত হারে ভূমি ভোগের অনুমতি পাঠ, দখলীস্বত্ববিশিষ্ট দায়ত তাহা পায় নাই।

১৮১৯ সালের ১০ আইনের পূর্বে অবধারিত হারে বা খাজানায় ভূমি ভোগ করিবার পদের দাবী করিলে দশ সাল বন্দোবস্তের বার ২৫শ পূর্ব পর্যন্ত তাহার স্বত্ব যাবতন্ত করিতে বাধ্য হইতে হইত। অন্যথা তাহার স্বত্ব সম্পূর্ণ হইত না। অর্থাৎ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা কিছু আছে তাহার উপর উহার পর নির্ভর করিত না কিন্তু উক্ত বন্দোবস্তের পূর্বে জমিদারের কার্যের উপর নির্ভর করিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে ভূমিকর্ষকের তিন প্রকারে বিভক্ত ছিল। মোকররীদার বা তালুকদার বান্দোবস্ত রায়ত, ইজারার দখলজনা অথবা জমিদার ছিল, আর পাটেকস্ত বসন্ত বা ইজারাদীন প্রজা। ১৮২৫ সালের মধ্য ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেই সর্ব প্রথম পাটেকস্ত রায়তকে দখলীস্বত্ব দিবার চেষ্টা করা হয় কিন্তু তাহাদের বেলা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তে এমন কোন কথা পাওয়া যায় না যাঁহার উপর তাহাদের অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব স্থাপিত হইতে পারে। ভূমাদিকারীকে অনুমান খণ্ডনের আজ্ঞা করা উচিত নহে। স্বত্ব প্রমাণের ভর রায়তের উপর নিক্ষেপ করা কষ্টসাধ্য।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এবং ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের পূর্বে খাজানা দেওয়া সম্বন্ধে রায়তের দখলীস্বত্ব ছিল সকলেই উপরই এক প্রকার ব্যবহার করা হইত অর্থাৎ সকলেই প্রচলিত হারে দিতে বাধ্য করা হইত।

১৮১৯ সালের ১০ আইন পাসের সম্বন্ধে যত কাগজপত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে দৃষ্টি করিয়া কিসের জন্য এই আইনে এই সকল বিধান নিষ্কৃত হইয়াছিল তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

১৮৫৭ সালে যে খাজনা পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হয় তাহাতে “যে সকল দেশীয় কৃষিক রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে তাহারাই এ হারে পাটেক পাইতে সন্তোষ হইবে” লেখা আছে। কিন্তু পরে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে যে ২০ বৎসরের অনুমানের কথা বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহার কোন উল্লেখ নাই।

যদি ১৮৫৭ সালের পাণ্ডুলিপি সংশোধিত না হইত, তাহা হইলে অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রমাণের ভার আজও মাঝিকারি রায়তের উপরই স্থাপিত থাকিত।

উক্ত খাজনা আইনের যত সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও মধ্য জীবু ও ফ্রেন্সি মাহেনই রায়তের অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়ন করিয়াছেন। তাহার মতে উক্ত স্বত্ব এই উক্তর ও সুগমভঙ্গ যুক্তির উপর স্থাপিত যে “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারের পক্ষেই চিরস্থায়ী প্রজার পক্ষে অস্থায়ী” এরূপ একত্রয় বন্দোবস্ত নহে কিন্তু ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৭১ ও ৬০ ধারার বিধান হইতেই এইরূপ অনুমান করার তাহার জন্ম হইয়াছিল। এই সকল দ্বারা পুলিশ অফিসের দোষ যাহা যে প্রথমটী তালুক সম্বন্ধীয় ও দ্বিতীয়টী কার্য চলন হইতে বেচার যুক্ত হইয়াছিল।

আমার নিবেদন এই যে, যদি কেবল মাত্র বর্তমান আইন বলিয়াই আমরা ভূমি দিকারীর বিক্ষেপে বর্তমান আইন রক্ষা, পরি তাণ হইলে রায়তের উপকারার্থ আমরা অনেক স্থল গুরুত্ব গিয়াছি মেরূপ বর্তমান আইন ছাড়াইয়া যাওয়া কোনমতেই উচিত হয় নাই।

অনেক সময়ে যে বল হয় যে অনুমান খণ্ডন ক' ভূমাদিকারীর পক্ষে সহজ কিন্তু রায়তের পক্ষে স্বত্বানুদায় ক' সহজমতে তাহার সম্বন্ধে আমি এই মাত্র বলি যে যে যে সকল লোক এই কথা বলে ভূমাদিকারীর পক্ষে এরূপ করা যে কত শক্ত তাহার কোন সন্দেহই নাই। কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক রায়তের পক্ষে ভূমাদিকারীর হস্তান্তর প্রমাণ করা অতি সহজ কিন্তু ভূমাদিকারীর পক্ষে যে সকল লোক লিখিতে জানেন না তাহাদের দেওয়া দলীল প্রমাণক' বড় সহজ ব্যাপার নহে। যত পুরান আইন আছে সর্বশেষ ভূমাদিকারীর পক্ষে রায়তের সহকুলে দলীল লিখা দেওয়া অবশ্য বস্তুরা বলিয়া দিয়াছে। কিন্তু কোন আইনেই ভূমাদিকারীর অসুস্থলে দলীল লিখা দেওয়া রায়তের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য করিয়া দেয় নাই। বর্তমান আইনে যেখানে রায়ত টাকায় খাজানা দেওয়া হইতেছে সেই সকল স্থানের জন্যই বিধান আছে, কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে তার এক প'র অধিক অগ্রসর হওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে, এই নিয়ম মুক্তাঙ্গণ পরিণত খাজানা ও খাটাবার আভ্যাস হইয়াছে।

যদিও কমিটিতে আমিই একাকী এই বিষয়ে ভিন্নমত হইয়াছিলাম এবং আমার এই অবস্থা তত ব্যক্তিমত হয় নাই, তথাপিও এই প্রকরণ বিধিবদ্ধ হওয়ার বিক্ষেপে প্রতিবাদ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করি।

আমাদের যত দূর সম্ভব করা উচিত আশ্রয় প্রদানে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক দূর গিয়া পড়িয়াছি।
এপ্রকরণ বিধিবিধান করা যাইল আর যেসকল রায়ত আসে খাজানা দিত ও এক্ষণে টাকায় খাজানা
দেয়, তাহাদিগকে ভাবিয়াতে অবধারিত ও অনাবর্তনীয় হারে খাজানা দিয়া ভূমিভোগের স্বত্ব দেওয়া
ও ঠিক তাহাতি।

বর্তমান আইনেই ত এই সকল বিধান ভূমাদিকারীর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে, ভবিষ্যতে উহা
আর দশগুণ অধিক কষ্টকর হইয়া উঠিবে।

যখন পাট্টা করুনিয়ত পাল্পার দেওয়া আর আবশ্যক রহিল না তখন রায়ত যাকরে ভবিষ্যতে তাহাই হইবে।

স্বত্বের নিষিদ্ধ প্রস্তাব করণ ও হারের বন্দোবস্ত করণের অধার অনুসারে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের উপর
সকল ফন্দা অপিত হইয়াছে তাহা ভবিষ্যতে অত্যন্ত কাৰ্য্যকর হইবে মত, কিন্তু এই সকল
বিধান অপরিহার্য্যত থাকিলে আদালত সকল মোকদ্দমায় মোকদ্দমার প্রাতি হইয়া যাইবে ও ক্ষমী
দারেরা উচ্ছন্ন হইবে।

ভবিষ্যতে যে সকল খাজানা মুদ্রাক্ষেপে পরিণত হইবে তাহাতেই এই সকল বিধান সীমাবদ্ধ করিয়া এবং যে
তারিখ হইতে অনুমানের কাল গণনা করিতে হইবে সেই তারিখ নির্দেশ করিয়া দিলেই ইহাদের
কুফলের অপ্যতা সাধন করা যাইতে পারে।

হস্তান্তর ও অগ্রকৃত সংক্রান্ত প্রবরণের উপর এই সকল বিধানের কাযের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

৫। ৯ম অধ্যায়। যোতের অন্তস্তর বিভাগ।

পাটুনিপিতে বলে যে দখলী স্বত্ববিধিষ্ট যোত ভবিষ্যতে হস্তান্তরযোগ্য হইবে এবং পূর্ণ যোতই হস্তান্তর
যোগ্য হইবে বলিয়া প্রকাশ করিয়া ন্যায় কার্য্যই করা হইয়াছে।

কোন যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর ভূমাদিকারীর বিকল্পে অসিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

এত দিন পর্য্যন্ত হস্তান্তর করণের স্বত্ব দখলী স্বত্ববিধিষ্ট যোতের অনুসঙ্গের মধ্যে ছিল না, অত্যাখ্যানে আদালত
ভূমিভোগের স্বত্ব দীর্ঘ হইলেও ভূমাদিকারীর ইচ্ছার বিকল্পে হস্তান্তরগ্রহীতাকে তাহা প্রদান
করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। হস্তান্তরগ্রহীতার স্বত্বের অমিশ্রতা সত্ত্বেও আমরা দেখিতে পাই, যে
এপ্রদেশের প্রতি জিলা এই দখলী স্বত্ব ইচ্ছামত বিক্রয় হইতেছে ও আদালতের ডিক্রীমত বিক্রয়
হইতেছে।

কোন জেলায় ইহা একরূপ অবধারিত হইয়াছে, আইনবিকল্প হইলেও ইহা এত বহুল পরিমাণে চলিতেছে
যে দেশাচার এক্ষণে আইনকে অতিক্রম করিয়াছে।

আইনবিকল্প হইলে ও দেশাচাররূপে প্রচলিত হইতেছে দেখিয়া গবর্ণমেন্ট ইহাকে সিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিতে
বাধ্য হইতেছেন।

এক্ষণে পূর্ণ যোতের হস্তান্তর আইনসম্মত করার প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর
ভূমাদিকারীর বিকল্পে হইলে আইনবিকল্প বলিয়া প্রকাশ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

যোতের কিয়দংশ হস্তান্তর আইনসম্মত করার ফল মন্দ হইবে। ভূমাদিকারীর পক্ষেও মন্দ হইবেই, রায়তের
পক্ষে আরও মন্দ হইবে। কিন্তু রায়তের কায ভূমাদিকারীর বিকল্পে অসিদ্ধ এবং তাহার নিজের
বিকল্পে সিদ্ধ প্রকাশ করিলে ক্রমে মেন একটি অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইবে যে এক্ষণে গবর্ণমেন্ট যে
কার্য্যপ্রণালীর মিন্দা করিতেছেন পরিণামে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে ও তাহা আইনসম্মত বলিয়া
প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবেন।

ভূমাদিকারীর বিকল্পে অসিদ্ধ ও রায়তের বিকল্পে সিদ্ধ হইতে দেওয়ায় রায়তের হস্তান্তর করিতে কোন বাধ্য
হইবে না, কেবলমাত্র যোতের বাজার দর অত্যন্ত কমিয়া যাইবে।

রায়তের যেমন টানাটানি হইলে ভূমাদিকারীর বিকল্পে ইহা অসিদ্ধ এই কারণ বশতঃ হয়ত সে অর্ধেক মূল্যে
তাহার যোতের একত্ব খণ্ড বিক্রয় করিতে থাকিবে।

রায়তের খণ্ডাংশ যোত বিক্রয় দ্রুত করার তিন উপায় আছে, যথা,—

১। যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর ভূমাদিকারী ও রায়ত উভয়েরই বিকল্পে অসিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করা।

ভূমাদিকারীকে একরূপ হস্তান্তর উক্ত অংশের উত্তরা বলিয়া গণ্য করিতে অনুমতি দেওয়া।

ভূমাদিকারী ও রায়তের মধ্যে যে করার আছে তাহার শর্ত অনুসারে যেরূপ শর্ত তৎ করিলে তাহাকে
মোট দোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে একরূপ শর্ত তৎ করিয়াছে বলিয়া গণ্য করা।

শেষোক্তটি অত্যন্ত কাযকর বলিয়া আমি উহারই অনুকূলে যুক্তি বিন্যাস করিয়াছিলাম।

৬। ১০ম অধ্যায়।

এই অধ্যায় অনুসারে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ভূমাদিকারীর অনুপোধে, বহুসংখ্যক রায়তের অনুপোধে, অথবা
বিবাহ মিবারণের জন্য সমস্ত মহালের খাজানার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার আজ্ঞা দিতে পারেন।

এই অধ্যায় যেরূপ আছে তদনুসারে মহালের জমাবন্দী স্থির বা নিশ্চয় করার পর তাহা পনের বৎসর সময়ের
জন্য ঠিক থাকিবে। কিন্তু কিছুতেই ভূমাদিকারীর খাজানা রদ্ধি করিবার দরখাস্ত বন্ধ করিবে না।

১। যেস্থলে ভূমাদিকারী খাজানা রদ্ধির জন্য দরখাস্ত করেন ও রদ্ধির অনুমতি হয়, তথায় ইহা থাকিবে।

২। যেস্থলে আবেদন অগ্রাহ্য হয়, তথায় ইহা থাকিবে।

৩। যেস্থলে ভূম্যধিকারীর আবেদনের স্বত্ব আছে অথচ আবেদন করেন নাই তথায় ইহা খাটিবে।

৪। যেস্থলে ক্রিয়ৎসংখ্যক রায়তের অনুরোধে বন্দোবস্ত হইল তথায় ইহা খাটিবে।

৫। ইহাতে যেসকল রায়ত দরখাস্তের পক্ষ নহে এরূপ সকল রায়তের খাজানা রক্ষা করিতে নয় জমীদার বাধ্য হইবেন, না কর, পনের বৎসর রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া থাকিবেন।

৬। ইহা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট ও দখলীস্বত্বশূন্য উভয়প্রকার রায়তে পক্ষেই খাটিবে। অতএব ইহা এই ফল হইবে যে সমস্ত দখলীস্বত্বহীন রায়ত দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে।

৭। ইহাতে রায়তদের যেসকল ক্ষত নাট তাহা অর্জন করিতে পারিবে বলিয়া বন্দোবস্তের দাবী করিতে তাগাদিগকে প্ররূতি দিবে। ইহার এতদক ওদিক হইতে দিবে না।

পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ সময় ছিল তাহাই থাকি উচিত অর্থাৎ দশ বৎসর হওয়া উচিত।

যে সকল স্থলে ভূম্যধিকারী খাজানা রক্ষার জন্য প্রার্থনা করেন অথবা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের খাজানা সম্বন্ধে কোন বিবাদ থাকে এই অধ্যায় সেই স্থলেই খাটি উচিত।

ইহার দ্বারায় দখলীস্বত্বহীন রায়তের দখলীস্বত্ব অর্জনের উপায় করিয়া দেওয়া উচিত নয়। বিশেষ একটি অভ্যন্তর প্রয়োজনীয় অধ্যায় নামাবিধি অত্যাচারের যত্ন হইয়া দাঁড়াইবে।

৭। ১শ অধ্যায়—দায়।

অবশেষে যেবিষয়ে আমি কমিটীর সিদ্ধান্ত হইতে আমার মত ভিন্ন বলিয়া লিপিবদ্ধ করিতে অনুমতি প্রার্থনা করি, তাহা ব্যবসাদারের পক্ষে এবং রায়তের পক্ষেও বিশেষ প্রয়োজনীয়।

পাণ্ডুলিপিতে প্রকাশ যে যখন বাকী খাজানার জন্য আদালতের ডিক্রী অনুসারে কোন তালুক বিক্রয় হয়, তখন প্রথমতঃ উহা রেজিস্ট্রী করা দায় সম্প্রদিত বিক্রীত হইবে। কিন্তু ইহাতে দখলী যোত দায়মুক্ত করিয়া, বিক্রীত হইতে দিতেছে।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, যে ব্যক্তি দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোতে কোন রূপ দাবী থাকিবার দায়িত্ব দেওয়া করে, পাণ্ডুলিপিতে তাহাকে পাওমা বাকী খাজানা প্রদান করিয়া এবং উদ্ভার্য প্রথম বন্ধক স্বত্ব লাভ করিয়া আপন স্বার্থ রক্ষা করিবার অনুমতি আছে। কিন্তু ইহাতে সেই স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে রক্ষা হইবে না।

তালুকদার ও দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোতদারের মধ্যে কোন প্রভেদ রাখা উচিত কমিটীর এইরূপ বিবেচনা। আমি এবিষয়ে তাঁহাদের সহিত একমত নহি।

অবধারিত হারে ভূমিতোগী রায়তেরা তালুকদারদিগের সহিত একপ্রকার বিধানের অধীন হওয়ার, যেকদমার উৎসাহ দেওয়া হইবে।

বিক্রয়ের পর অবধারিত হারে ভূমি ভোগের অনুমান খাড়া করিয়া দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় নামধুর করিবার চেষ্টা হইবে।

যে যোত বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়াছে তাহা সাধারণ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বা অবধারিত হারের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত এবিষয়ে তদারক করা আদালতের, ডিক্রীদারের, দেবাদারের, বা ক্রেতার কাছের কর্তব্য হইবে, অথবা যদি কোন ক্ষতি হয়, তৎক্ষণাতঃ জন্য দায় হইবে, পরিষ্কার বুঝা যায় না।

যে দায় রক্ষা করিতে হইবে তাহা সমস্ত যোতে বর্ত্তিবে, কেবল মাত্র একঅংশে বর্ত্তিবে না, ইহাই প্রকাশ করা আবশ্যিক ছিল, কিন্তু ইহার অধিক কিছুই আবশ্যক ছিল না।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজাকে এবিষয়ে রক্ষা না করায়, তাহার বাজারসম্মুখের ক্ষতি করা হইয়াছে। যে স্থলে সে অল্প মুদে টাকা ধার করিতে পারত, সে স্থলে তাহাকে অধিক মুদ দিতে হইবে।

টি, এম, গিবন।

প্রস্তাবিত প্রজ্ঞাপত্রবিশয়ক পাতুলিপির কতকগুলি বিধানের উপর সিলেক্ট কমিটির অধিকাংশ

সভার সিদ্ধান্তবশতঃ ভিন্নমতের মন্তব্যলিপি।

পাতুলিপির বিধানসকল একনে যেরূপ সংশোধিত হইয়াছে, সিলেক্ট কমিটির অধিকাংশ সভার ন্যায় আমের সাধারণতঃ তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত : কিন্তু আমার একথা বলা আবশ্যক যে আমার বিবেচনার কার্যকরী বিষয় প্রচার স্বার্থ উপযুক্তকণে রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। পাতুলিপিতে খাজানার ক্ষির পাঁচটি স্থান দিয়া করিয়া দিয়াছে, বিশেষতঃ পূর্বে যে নিয়মে উৎপন্ন জবোর মূল্যরক্ষির প্রমাণের আবশ্যকতা ছিল তাহার পরিবর্তে কেবলমাত্র দরপত্র প্রস্তুত করায় আরও সুবিধা হইয়াছে। ভূমিকার অনেক বিষয়ে সুবিধা করিয়া দিলেও আদিম বিলের ৭৫ (য) ধারার শাসননীতি তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। রায়তের দেয় খাজানার তার প্রচলিত তার অপেক্ষা যাহা এই কথা খাজানার ক্ষির একটি ছেতু বলিয়া রাখা হইয়াছে : এবং বাসেন্দা রায়ত ভিন্ন অন্য রায়তকে যখন প্রথম ভূমির দখল দেওয়া হয়, তখন ভূমিকারী নত খাজানার দায়িত্ব করিবেন তাহার কোন সীমা নিক্ষেপ করা হয় না, বাসেন্দা রায়তের সম্বন্ধেও ভূমিকারী পূর্বতন খাজানার দায়িত্ব পূরণ টাকার ক্ষতি দানী করিতে পারেন। প্রজ্ঞা জমীনা ছাড়িয়া যতদূর পর্যন্ত খাজানা রক্ষি দিতে পারে তাহার চেষ্টা সীমা পূর্ণ খাজানা বাড়িয়া লইতে পারেন এমন বিষয় শক্তি এই সকল দ্বারা ভূমিকারীর হস্তে পর্ণ করা হইয়াছে। কারণ, ক্রিয়াক্ষমতা নিশ্চয়ই কোন না কোন সময়ে ভূমিকারীর হাতে পড়িবে এবং যখন তখন এই সকল পণ্ডিত করিবার সময় অবশেষে ইচ্ছা খাজানা লইতে পারেন, স্পষ্টই বোঝা হইতেছে যখন ভূমিকারীর কামই বা হয় গাভের, এবং এই তার দ্বারা যে চেষ্টা হুত বসান রায়তনিগেরই খাজানা ভিন্নমত হইবে একটা নত, সাধারণ প্রজ্ঞা সম্প্রদায় মাত্রই খাজানা নিয়মিত হইবে। এই কারণ বশতঃ প্রচলিত তার খাজানা রক্ষির কাণে বলিয়া রাখায় ভবিষ্যতে বিনয়ক বিপদ হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমার বোধ হয় এবং উহা পাতুলিপি হইতে উঠাইয়া লওয়া হয় দেখিলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইব।

এইরূপ আমের বিবেচনা যেরূপে ভূমিকারী শস্যক্ষেত্রে খাজানা মুদ্রাক্ষ খাজানায় পরিণত করিবে তাহা বসন করবেন যেমন প্রচার স্বার্থ উপযুক্তকণে রক্ষিত হয় না। এই দ্বারা এইরূপ বিধান পাতুলিপিতে প্রচলিত : কোন স্থানে মুদ্রাক্ষ খাজানা ভূমিকারীর পথকর রিটের যে যোক্তের যে খাজানার উত্তর আছে তাহা অপেক্ষা অধিক হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, ভূমিকারী দশ ওসব পরিয়া যে খাজানা লইয়া আসিতেছেন তাহার শুদ্ধ মূল্য পরিয়া গনি মুদ্রাক্ষ খাজানায় পরিণত হয়, তাহা হইলে চাক্ষুষ সমস্ত ঋণ প্রজ্ঞা গ্রহণ করে এবং বিবেচনায় তাহা হইতে বিনয়ক বাদ দেওয়া উচিত। খাজানার কমিয়ান যে খসড়া পাতুলিপি প্রস্তুত করেন ও বন্দোবস্তের গবর্ণমেন্ট যে পাতুলিপি প্রস্তুত করেন, তাহাতে একপাশ দিবার বিধান করা হইয়াছিল।

আমার পৌরস্বয় পরিভাগ করণ বিষয়ক পাতুলিপির ৯৬ ধারায় যেরূপে কথা বোঝানো করা হইয়াছে, তাহাতে অপব্যবহারের দ্বার বিনয়কপে উদ্ঘাটিত হইবে। যখন রায়ত পরিভাগ করিয়াছে এই ওজ্রে তাহার তাহার যোক্ত হইতে দায়িত্ব করা হয়, তখন তাহাকে দখল পুনঃ প্রাপ্তির জন্য মোকদ্দমা করি পরিবার ক্ষমতা দেওয়ার ফল প্রতি অস্পষ্ট হইবে। যদি এই দ্বারা কোন প্রয়োজন থাকে, তবে তাহার কাগজলন প্রস্তুত হইলে রায়তের দখল যোক্ত সীমার মধ্যে কর্তব্য। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোক্তে উহা বিস্তার করাবে প্রতি অস্পষ্ট হইবে কারণ নাট, কারণ এই সকল স্থলে বাকী খাজানার নিমিত্ত যেও বক্রয়ের ক্ষমতা দ্বারা ভূমিকারীর খাজানা সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইয়াছে।

১৮৬৩ সাল ১৭ মার্চ।

এচ. জি. ব্রেনল্ডস।

“এই প্রস্তাব প্রকাশ করে যে, রায়তের ক্ষমতা দেওয়া যে মূল্য বিক্রয় করে সেই মূল্য পরিয়া প্রধান শস্যক্ষেত্রে হিব্রিট ও উপরে আনুমানিক গড় বার্ষিক মূল্য হইবে, বন্ধিত খাজানা কোন স্থলে তাহার শস্যক্ষেত্রে অধিক হইবে না।

প্রস্তাবিত বঙ্গদেশীয় প্রত্যাশত্ববিসয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে সিলেট কমিটির অধিকাংশ
ব্যক্তি যে মিন্সতি করিয়াছেন, তাহা হইতে চিরমতান্তরকলিপি।

পাণ্ডুলিপির মূলমন্ত্র।

এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে আমার ভিন্নমত এই প্রাপ্ত হইয়াছে যে মূল স্থাপন করিতে চাই যে, বঙ্গদেশীয় ভূমি-স্বত্ব আইন একগুণে যেকোন ভিত্তির উপর সংস্থাপিত আছে, এই পাণ্ডুলিপি পর ধারা ১৮২ সালের ১৭ আগস্টের বিজ্ঞাপন-তদনুসারে দৃঢ়তর, ন্যায্যতর, কিম্বা অধিকতর সন্তোষজনক ভিত্তির উপর স্থাপিত হইতেছে না এবং ইচ্ছা হইতে উৎসাহের সহ্য করিতে সক্ষম একগুণ সঙ্গতি-পন্ন কৃষকদের হস্তে ভূমির চাপকাণ্ড বন্ধিত হইবে না, অপরাধনসংকর, বিপুল-তার সম্ভবরূপ রক্ষিও কোন কৃষিকার্য্য সংক্রান্ত উৎকর্ষসাধনের উদ্দেশ্যে বিসর্জ্য হইবে না। আর যে-অভিপ্রায়েই লন্ডন হাউসিং-সমিতির সম্মেলনে এইরূপ পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত করণের ন্যায্যত প্রতিনিয়োগ করা যায় এই পাণ্ডুলিপিতে কোল গে গেই-অভিপ্রায় সাধন হইতেছে না; এরূপ নহে, ইচ্ছা হইতে বঙ্গদেশের প্রাচীন মেলাচার ও বর্তমান আইন হইতেও অধিক দূরে ও সম্পূর্ণরূপে নূতন পথে যাইতে হইতেছে। উক্ত কর্তৃপক্ষ প্রকৃত রাজনীতিকতার সংস্কার মণ্ডল্য এরূপ প্রণালী অবলম্বন করা পরানর্শনিক নহে বলিয়া মিন্সা করিয়াছেন।

ভূমিস্বিকারী ও প্রত্যাশত্বকাল বর্ধমান আইন কিংমূলমন্ত্র অবলম্বন করিয়া গদ্যমেটে পরিবর্তন করিবার প্রস্তাব করেন ইচ্ছা বুঝা যায় কঠিন দেখিতেছি, অভিপ্রায় ও চতুর্গুণে বর্ণনাপন্ন প্রত্যেক পাণ্ডুলিপির সম্মেলনমণ্ডল্যের সকলের নিকট পাঠ্যবিদ্যা-রীতি আছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, ১৮৪৯ সালের ১০ আইন যদিও উপকার করিয়াছে অধিকার করা যায়, তথাপি কোনও গুরুতর বিষয়ে উহা এতদূর নিষ্ফল হইয়াছে যে বেচারে প্রতিকোষিতাব অত্যাচারে রায়তদের স্থানে খাজানা লওয়া হইয়াছে ও জমাদারদের কর্তৃত্ব অত্যাচার হইয়াছে, এবং পূর্বে রাজস্বের জমীদারেরা আইনমতে যে খাজানা রক্ষি করিবার অধিকারী, সেই খাজানা রক্ষি পাইতে পারেন নাই, এবং আপন-বৈধখাজানা আদায় করাও তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ইচ্ছা হইতে আমরা এই কথা সংগ্রহ করিতে পারি, একপক্ষে রায়তদের রক্ষা করা ও অপর পক্ষে জমীদারদের দৈব খাজানা আদায় করিবার ও তাহা আশ্রয়মতে রক্ষি করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া পাণ্ডুলিপির প্রধান উদ্দেশ্য।

উক্ত ইলবার্ট সাহেবের মতামত নলেন, ১৮৪৯ সালের ১০ আইনের মূল প্রকৃত প্রস্তাবে সেইরূপ হইয়াছে ইচ্ছা যদি দেখান যাইতে পারে। কিন্তু আমি বেচার সম্বন্ধে নির্ভরসংকরণে একথা অস্বীকার করি, এবং আমি এখানে বিশেষ কটিকা উল্লেখ করিতেছি যে, ইচ্ছা-কোন প্রাণ দেওয়া হয় নাই। তাহা হইলে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপির নামে যে-উদ্দেশ্য আছে বলিয়া, দেখা যায়, আমি পূর্বে বলিয়াছি, সেই-উদ্দেশ্য সাধনার্থে না যা উপায় অবলম্বিত হইত, কোন ভূমিস্বিকারী বা রায়ত তৎসম্বন্ধে কোন আশঙ্কিত করিতে পারতেন না এবং জমীদারদের নানা আবেদনপত্রের কোনখানীতেই এই সকল বিষয়ে যে কিছুমাত্র আশঙ্কিত উপস্থাপিত হইয়াছে ইচ্ছা আমি দেখিতেছি না। পাণ্ডুলিপিতে যদি এই সকল উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি থাকিত, তাহা হইলে সর্বপ্রকারে ভাল হইত, কিন্তু এই সকল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিয়া উক্ত পাণ্ডুলিপির মধ্যে অত্যন্ত বিপ্লবজনকতার প্রকরণ পরস্পরা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে দৃঢ়রূপে সংরক্ষিত স্বত্ব প্রতি আক্রমণ হইয়াছে, ও ভূমিস্বিকারীদের মনে বহু পরিমাণে অশান্তি ও অস্থিরতা জন্মিয়াছে। সভ্যবটে, ভারতবর্ষীয় গদ্যমেটে এমন কথা কখন বলেন নাই যে, তাঁহারা ভূমিস্বিকারীদেরকে তাঁহাদের নিষ্কারিত স্বত্ব বন্ধিত করিতে চাহেন। প্রকৃত তাঁহারা নিষ্কৃত মিন্সন করিয়া ছন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে ভূমিস্বিকারীদেরকে যে-নিষ্কারিত স্বত্ব প্রতিজ্ঞাপূর্ণক দেওয়া যায়, তাঁহারা কোনরূপে সেই স্বত্বের প্রতি আক্রমণ করিতে চাহেন না। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপি বিধি-বদ্ধ হইলে, কাগজ-এ নির্দেশ দাতা ব্যর্থ কর হইবে।

কতিপুৰণ না দিয়া এক শ্রেণীকে জনীয় নিষ্কারিত স্বত্ব বন্ধিত করিয়া অন্য শ্রেণীকে সেই স্বত্ব দেওয়া তাহা উদ্দেশ্য এরূপ ব্যবস্থা আমার বিবেচনায় অন্যায়। ভারতবর্ষে বিধিবদ্ধ হয় নাই, এবং আমি বিবেচনা করি যে এরূপ ব্যবস্থা কখনও বিধিবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। এরূপ মত ইংলণ্ডে কোনও উন্নত চিন্তাশীল ব্যক্তি সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষে এই পাণ্ডুলিপি প্রকাশ হইবার পূর্বে এরূপ কোন মতের কথা শুনা যায় নাই এবং ইংলণ্ডেও অত্যন্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে এদিক-সেদিক বিলক্ষণ মতভেদ আছে।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতবর্ষীয় গদ্যমেটে যদিও একথা কখনও সরকারী কাগজপত্রে বলেন নাই যে, তাঁহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রক্ষিত করিতে চাহেন; এবং যদিও স্টেট সেক্রেটারী সাহেব তাঁহার পক্ষে বিশেষরূপে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, যাহাতে সমাজের কোন শ্রেণীর নিষ্কারিত স্বত্বের উপর আক্রমণ হইবার সম্ভাবনা তিনি তদ্রূপ ব্যবস্থাপনের বিরোধী, তথাপি খাজানা সংক্রান্ত প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি হইতে যত অন্তর্যাস অস্থিরতা জন্মিয়াছে, লোকের স্বত্বসম্পর্কীয় কোন পাণ্ডুলিপি হইতে ভারতবর্ষে পূর্বে কখনও তত অল্প নাই। মনে এইরূপ ভাব জন্মিবার কারণ এই যে যদিও গদ্যমেটে মুখে এইরূপ কথা বলিতেছেন, তথাপি প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ প্রকরণই বিপ্লবজনক এবং আমরা যে-স্বত্বসংসারে ব্যবস্থাপনকাণ্ড করি বলিয়া অনুমান হয়, সাংসারসম্বন্ধে সেই-স্বত্বের বিলক্ষণ। আমি যে ভাবে উল্লেখ করিতেছি, ১৮৪৯ সালের ৫ জানুয়ারি তারিখে বঙ্গদেশের গদ্যমেটে এক স্মারকলিপি প্রকাশ করায়, সেই ভাব সম্প্রতি অত্যন্ত বর্ধিত ও বলবৎ হইয়াছে।

আমি এই স্মারকলিপি হইতে একটি অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে যে মূলতত্ত্ব প্রথিত আছে, তাহাতে আমাদের বোধ হয় পাণ্ডুলিপিতে যে কোন ব্যক্তির স্বাক্ষর থাকে তাহার মনেই সহজে অবস্থান ও অন্তর্ভাব অস্মিতে পায়। উক্ত অংশটি এইরূপ।—

“ এই নিম্নিত শ্রীযুত স্যেপ্টেমেন্ট গবর্নর সাহেব বিবেচনা করেন যে, যদিও * * * আপনার পক্ষে ইতিহাস থাকা ভাল, ওখাপি এই প্রথের নিষ্পত্তি ঐতিহাসিক গবেষণা অপেক্ষা * * * বর্তমানের প্রয়োজনের কথার উপর অধিক নির্ভর করে। এমন্য তিনি এই পাণ্ডুলিপিতে যে সকল প্রস্তাব আছে তাহার ঐতিহাসিক সমর্থন অপেক্ষা কার্যকর ভাবে প্রতি অধিক. তর মনোযোগ দিরাছেন। ”

জমিদারস্বরূপ আমাদের স্বত্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় সম্পর্ক করিয়া নির্দিষ্ট ও ব্যবস্থাপনক্রমে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ইহার প্রতি বোধ হয় যেন দৃষ্টি না করিয়া শ্রীযুত স্যেপ্টেমেন্ট গবর্নর সাহেব এতদে ভাবতঃ ধরিয়া লইয়াছেন যে আমাদের স্বত্ব, ও আমি অনুমান করি রায়তদের স্বত্বও, ঐতিহাসিক গবেষণার কুজ্ঞাটিকার অস্পষ্ট দৃষ্ট হয়, সুতরাং এই সকল স্বত্ব সম্পর্কে যে সকল বর্তমান অভাব কবিত হয়, তজ্জন্য এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত যাহা ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের অতীত ঐতিহাসিক স্মারকে প্রণীত নহে কোন বর্তমান স্থানীয় গবর্নমেন্টের মতামুসারে প্রণীত। এই হেতুতে বোধ হয় তিনি কেহও গাছা বর্তমান প্রয়োজন জ্ঞান করেন তদনুসারে গঠিত মতের পক্ষপাতী হইয়াছেন, এবং জমিদারদের নির্দ্ধারিত স্বত্ব অবহেলা করিয়াছেন।

পক্ষান্তর, আমরা জমিদারেরা বলি যে এই পাণ্ডুলিপিতে যাহাদের অত্যন্ত অধিক স্বার্থ আছে, আমরা তরূপ এক প্রণী; এবং স্বভাবতঃ আমাদের স্বত্ববিষয়ে কেবল যে সম্পূর্ণরূপে অনুগ্রহান লওয়া উচিত এরূপ নহে এই স্বত্বরক্ষা করাও উচিত

কেহও বিবেচনা করিতে পারেন, যদিও আমি ইহা এক যুক্তান্তরজন্য ও স্বীকার করি না, যে ভূমিধিকারীর স্বত্ব জনসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধ। যদি তাহাই হয়, সাহসপূর্বক এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত, এবং ভূমি-ধিকারীদিগকে “ উপায় জ্যাক্ত পূরণ ” দিয়া তাহাদিগকে স্বত্ব ভাগ করিবার বাজী করা উচিত। কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের গও স্যেপ্টেম্বর মাসের যে পক্ষে ভূমিধিকারীদের স্বত্ব সম্বন্ধীয় প্রস্তাব ভাল করিয়া বিচার করা হয় নাই এখন গোপন হইতেছে, এবং যাহাতে সিলেট কমিটির বিবেচনা কালে বিবেচন হওয়া স্থাপিত হইয়াছিল, সেই পক্ষে যে অপক্ষপাত অনুসন্ধানে ফল বলিয়া উক্ত কমিটির সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছিল, এবং চীফ জুডিস মার্শাল যে সুন্দর মন্তব্য লিপিতে এবিষয়ের সমুদয় আইন সম্পর্কীয় ভাবের সম্পূর্ণরূপ বিচার করিয়াছেন, তাহা যে অন্যান্য সরকারী কাগজপত্রের সহিত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা জমিদারদের সম্বন্ধে কোন ক্রমে ন্যায্য বলা যায় না।

এই পাণ্ডুলিপি খাজনার কমিশানের তত্ত্ব হইতে যখন বর্ণিত হইয়াছে তদনধি বরাবর জমিদারেরা দলবদ্ধ ভাবে ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়াছেন। বেহার ও বঙ্গদেশের প্রায় প্রত্যেক জিলায় সভা হইয়াছিল। এই সকল সভায় পাণ্ডুলিপির নিষ্পত্তির প্রকরণগুলির উপর যোয়া রাণ করা হইয়াছিল, এবং সাধারণতঃ এইরূপ হইয়াছিল, যে পাণ্ডুলিপিতে বর্তমান দেণাচার ও দেশের ভূমি সংক্রান্ত পুণ্ডল আইনের উপর অনর্থক হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। গও মার্চ নামে যখন বাজী নিবন্ধনাদি মন্ত্রিসভায় বসেন যে “ এইরূপ পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইলে লোদের বিধান ও প্রত্যয় বিচলিত হইবে ” তখন তিনি ভূমিধিকারীদের মনের ভাব পরিশুদ্ধরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

এই দফার মধ্যে আমি কেবল আর এই কয়েকটি কথা বলিতে চাই যে, দখলীস্বত্বনিষিদ্ধ রায়তদের সাক্ষিত যেহি কোন নূতন জমীর বন্দোবস্ত হয় সেই দিনেই তাহাদিগকে দখলীস্বত্ব দিবার প্রস্তাব, জমিদারদিগকে তুল্য সুবিধা দিয়া না দিয়া স্বাধীন চুক্তির স্বত্ব সম্প্রদায় রায়তদের অক্ষত প্রথম এইবার নিষেধাত্মক নিষম স্থাপনের প্রস্তাব, এবং ভূমিধিকারীকে খাজনা রক্তির আরো সুবিধা করিয়া দেওয়া যে পাণ্ডুলিপির একটি মুখ্য উদ্দেশ্য সেই পাণ্ডুলিপিতে প্রথম এইবার শতকরা পঁচিশ টাকা খাজনা রক্তির উর্দ্ধনীমা করিবার প্রস্তাব, এই পাণ্ডুলিপির এই সকল সাধারণ স্বত্ব কেবল যে দেশের স্বীকৃত আইন ও দেশাচার হইতে অনর্থক ভিন্ন পথে বাওয়া হইতেছে এরূপ নহে, জমীদারদের নির্দ্ধারিত স্বত্বও অক্ষত করা হইতেছে, জমীদারদের বিচ্ছিন্ন এইরূপ জ্ঞান হইল। একটি প্রণী বলিয়া দেখিতে গেলে বঙ্গদেশের ও বেহারের জমীদারেরা জীভীনতঃ মহার গৌর ভারতবর্ষীয় প্রজাদের মধ্যে অত্যন্ত রাজতন্ত্র এবং ইংরাজ গবর্নমেন্টের কথা ঠিক এই প্রসিদ্ধির উপর প্রভাব স্থাপন করিয়া তাহাদের সর্বদা বিধান করিয়াছেন যে, কোন ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট তাহাদিগকে তাহাদের নির্দ্ধারিত স্বত্ব বর্ধিত করিতে কিম্বা তাহাদের স্বত্ব বিচলিত হইতে চাইবেন না অথবা ইহা মনেও করিবেন না।

এরূপ অস্বাভাবিক গাছা হইতে আমি কিরূপে উদ্ধৃত করিয়াছি বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট এরূপ এক সমর্থন স্মারকলিপি প্রকাশ করার জমীদারদের স্বভাবতঃ আশঙ্কা হইয়াছে। ইহাতে তাহাদের এইরূপ বিশ্বাস হইতেছে যে, বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট গও স্যেপ্টেম্বর মাসের পক্ষে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মত অক্ষত করিবার পক্ষে জমীদারদের স্বত্ব সম্পূর্ণরূপে অনুগ্রহান লওয়া উচিত বোধ করেন নাই।

আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, জমীদারেরা এখন কি কাজ করিয়াছেন তাহাতে তাহারা এইরূপ ব্যবহারের যোগ্য হইয়াছেন। বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট তাহাদিগকে যে রূপ অর্থগত ও বিবেক শূন্য জ্ঞান করেন তাহা কি বাস্তবিক এইরূপ অর্থগত ও বিবেক শূন্য? যদি তাহাই হয়, তবে ইহার প্রমাণ দেখাইবার রাস্তা কোথায়? আমাদের নিকট কি এমন কোন স্থিতিবৃত্তি বিষয়ক বিবরণ আছে যাহাতে দেখান যায় যে প্রতি দ্বাদশবৎসরে

প্রজাদের ভূমি পরিবর্তন করা বঙ্গদেশের জমিদারদের সাধারণ হৌতি ও এরূপ কোন স্থিতিরীতি ঘটতি বিবরণ আছে কি বাহাতে দেখান যায় যে দখলীস্বত্বশূন্য রাইতদের প্রতি এই অত্যাচার হইয়া থাকে, যে উজ্জ্বল্য আমাদেব ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত জম্মা ক্ষতিপূরণ দিবার মত প্রণয়ন করা নায়ায়ুগত হয়, যদিও এইমত একেশের লোকের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে নূতন ও প্রাচীন আইন প্রণেতার। ইহার কথা স্বপ্নেও ভাবেন নাই? বস্তুগত ইহার কি কোন প্রমাণ আছে যে, বেহারে প্রতিযোগিতার অভ্যুত্থানে খাজানা গ্রহণ ও অত্যাচার এক সাধারণ, যে উজ্জ্বল্য ভূস্বামীদের স্বত্ব নষ্ট করা আবশ্যিক?

অনেক রাজকর্মচারীর মত প্রকাশ করা হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গদেশের গণগণের উল্লিখিতপরে যে রূপ বর্ণনা আছে, জমিদারেরা বাস্তবিক সেইরূপ অত্যাচারী ইহা দেশবাসীর স্থিতিরীতি ঘটতি বিবরণ প্রমাণ বা একেবারে প্রকাশিত হয় নাই। আর আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, এমন কোন পুরাতন আইন কি আছে যাহাতে দেখা যায় যে, প্রাচীন দেশাচারমতে গ্রামের সমুদয় জমীতে গ্রামজনের দখলীস্বত্ব থাকিত এবং জমিদারেরা নিজে গেল ভূমি চাষ করিতেন তদন্ত কোন ভূমিতে তাঁহাদের ভূস্বামীর স্বত্ব ছিল না।

সিনেট কমিটির হস্ত হইতে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি যে আকারে বাহির হইয়াছে তৎসম্বন্ধীয় যেই বিষয়ে আশার মতভেদ ঘটিয়াছে, এক্ষণে ভিন্ন দক্ষমতে অধিকতর বিস্তারিত করিয়া সেই বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে চাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

খাজানা সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপির বাদানুবাদে আশু সরকারী কাগজপত্রে একথা নিরত প্রকাশ আছে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে জমিদারদিগকে বা রাইতদিগকে যে স্বত্ব প্রতিজ্ঞাপূর্বক নিশ্চয় করিয়া দেওয়া হয় তাহার কোন স্বত্ব ভঙ্গ করা গণগণের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং এবিষয়ে জমিদার ও রাইত ও গণগণের মত লই একমত। এক্ষণে এই প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এই সকল স্বত্ব কি? কিন্তু এবিষয়ে অনেক মতভেদ আছে, যদিও আমি বুঝিতে পারি না যে, এইরূপ সুনির্দিষ্ট বিষয়ে যেমন করিয়া কোন মতভেদ ঘটতে পারে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সংক্রান্ত আইনের ভাষা অতি পরিষ্কার, এবং তাহাতে স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে যে জমিদারেরা প্রকৃতপক্ষে “ভূমির মালিক” এবং কেহ কেহ স্বরূপ সম্পন্ন করিয়া বোধ হইত এরূপ খাজানা সংগ্রাহক মাত্র নহেন।

আরো কেহ কেহ আছেন বাহারা ইহাও ছাড়িয়া যান ও বলেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ের পূর্বে জমিদার প্রাণী ছিল না, এই সময়ের পূর্বে তাঁহারা কেবল গণগণের উদ্দেশ্যে খাজানা আদায় করিতেন। এই সকল কথা উত্তরস্বরূপ আমি ইহার সঙ্গে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত দুই খণ্ড সমস্তের অনুবাদ দিলাম মুসলমান সভ্যদের বেহারের দুইটি অতি প্রাচীন রাজবংশকে এই সময় দিরাতি লেন। এই দুইখণ্ডের মধ্যে এক খণ্ড ভোজপুরের বা ডোমরাঁওর রাজবংশকে ও অপর খণ্ড বারতগার রাজবংশকে বোঝায়; ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, অন্ততঃ বেহারের কোন জমিদার বংশ কেবল যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে ছিল একথা নহে, ভারতবর্ষের কোন স্থানে ইংরাজ গণগণের স্থাপনের পূর্বেও ছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকালে জমিদারদের প্রতি যেই স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে এই বিধি আইন হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উপায় দেখিতে পাইতেছি না। এই অংশটি এই রূপ।—

“যদিও স্থানীয় স্থিতি জীবিত গণগণ জেনরল সাহেব জমিদারদিগকে হস্তান্তর করিয়া দিগকে ও ভূমির অন্যায় প্রকৃত মালিকদিগকে এই স্বত্ব বিবেচনায় যে তাঁহারা যে জম্মা দিতে করার করিয়াছেন, তাহাতে কোন পরিবর্তন করা যাইবে না, কিন্তু তাঁহারা ও তাঁহাদের ওয়ারিশান ও আইনমত উত্তরাধিকারিরা আপনং মহলে এই জম্মা দিয়া চিরকাল ভোগমগন করিতে পারিবেন। জীবিত গণগণ জেনরল সাহেব আশী করেন যে ভূমি মালিকেরা সরকারী জম্মা বিকালেব নির্দিষ্ট অবধারিত হওয়ায় তাঁহাদের যে উপকার হইল তাহা বুনিয়াদ এইরূপ নিশ্চয় জানে আশীদারের ভূমি চাষ করিতে যত্ন করবেন যে নিজের উৎকৃষ্ট কাষাধ্যক্ষতায় ও পরিচালনায় ফলকরকম দিগকে ভোগ করিবেন। বিলম্ব বা ওজর না করিয়া নিজেই সমস্ত রাজস্ব দেওয়া ও আপনাদেব মালিকী ভল্লুকদার ও ব্যারতদের প্রতি সভ্যতা ও মমতা সহকারে ব্যবহার করা ভূস্বামীদেরা সকল সময়ে নিজের কর্তব্য কন্ম এবং এক্ষণে সকল আঁজ করা গেল, তাহা হইতে তাঁহারা যে উপকার লাভ হইবেন উজ্জ্বল্য এই সকল কথ ব্যক্তি পালন করা তাঁহাদের পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

সার জন শোর সাহেব আপনাদেব মন্তব্যলিপিতে এইরূপ লিখিয়াছেন।—

“আমি জমিদারদিগকে ভূমির মালিক বা স্বামী জান করি। তাঁহারা আপনং মন্দের ব্যবস্থানুসারে উত্তরাধিকার দিগকে এই ভূমি মালিক প্রাপ্ত হন, এবং আইনমত উত্তরাধিকারী থাকিলে, রাজা নাযাওপে তাঁহাদিগকে উত্তরাধিকারে বঞ্চিত করিতে পারেন না কিম্বা উত্তরাধিকার পরিবর্তন করিতে পারেন না। বিক্রয় বা বন্ধককালে ভূমি লইয়া কার্য্য করিবার অধিকার এই সকল হইতে উদ্ধৃত, এবং আমার দেওয়ানী প্রাপ্ত হইবার পূর্বে এই অধিকারমতে জমিদারেরা কার্য্য করিতেন।”

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রকৃত প্রণেতা লর্ড কর্ণওয়ালিস ও সার জন শোরের এইরূপ মত এবং তাঁহারা উভয়েই দৃঢ়তা সহকারে জমিদারদিগকে “ভূমির মালিক” বলেন। আমার যে সেলেক্ট মত, পিট সাহেবের এই সকলমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। পোর্ট অব কম্বোলের সভাপতি জীবিত ডেপুটি সাহেব লর্ড কর্ণওয়ালিসকে পদ লিখিয়া বলেন।

“আমি ইহা নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিলাম যে, পোর্ট অব কম্বোলের হইতে এই ব্যবস্থা উদ্ধৃত হওয়া উচিত, আর এবং এরূপ ও বিবাদীয় ব্যবস্থার চূড়ান্ত বিবেচনা কালে পিট সাহেবকে আশী অংশী ভবিত যত্ন করা উচিত। এই নির্দিষ্ট ভিন্ন অর্থ আমার সহিত উল্লেখিত দশ দিন বন্ধ থাকিয়া কেবল এই কার্যের প্রতি মনোযোগ দিতে সমর্থ হইলেন। এই সময়ের মধ্যে—

কাংগাল চালস গ্রাফ্ট সাহেব আমাদের সঙ্গে ছিলেন। সমুদয় বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বনোবোণপূর্বক বিবেচনা করিয়া নিউ সাহেব সম্পূর্ণরূপে আমাদের সহিত একমত হইলেন, যেখানি আশি সন্ত হইল। এই নিমিত্ত আমাদের বেরণ ধারণা হই রাছিল, তদনুসারে বিজ্ঞাপনী স্থির করিয়া কোর্ট অব ডিরেক্টরদের নিকট পাঠাইয়া দি।

রায়তদের স্বত্বসম্বন্ধে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, এক্ষণে তাহাদিগকে যে স্বত্ব দিবার প্রস্তাব হই-
ছে, তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে তাহারা যে স্বত্বভোগ করিত, সেট স্বত্ব হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন, বস্তুতঃ
যথার্থ কথা বলিতে গেলে, ভূমিতে তাহাদের কোন মালিকীস্বত্ব ছিল না। তাহার। আপন যোত বস্তুস্তর
করিতে পারিত না, এবং আইনে এমন কিছু নাই, যাহাতে দেখায় যে, জমিদারের সম্মতি বিনা অববাহিত হারে
রায়তের ভূমি ভোগ করিবার স্বত্ব ছিল। এতদ্ব্যতীত এমন কিছু পাওয়া যায় না, যাহাতে দেখা যায় যে, বঙ্গ-
দেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী যে চাইল, গম ও অন্য শস্তা খাদ্য শস্য খানাকে কেবল মাত্র “প্রধান শস্য” বলিয়া
সংগ্ৰহীত নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার মূল্য দ্বারা রাজস্বের হার নিয়মিত হইত।

আমি এস্থলে এই বিষয়ে সার জন শোরের লেখা হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করি।—

“কিন্তু ইহা সাধারণতঃ জানা আছে যে, রায়তেরা বঙ্গদেশে দখল করিলে ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাগু হয় ও তাহাদিগকে উঠাইয়া
দেওয়া হইতে পারে না। কিন্তু এই স্বত্বরূপে তাহারা ভূমি বিক্রয় করিবার, কিম্বা বন্ধক দিবার অধিকারপ্রাপ্ত হয় না, সুতরাং এই পরি-
মাণে উক্ত স্বত্ব মালিকীস্বত্ব হইতে স্বতন্ত্র। বখোজাচারী রাজার অধীন অন্যান্য বস্তুর ন্যায় এই স্বত্বও অশিষ্ট। জমিদার-
দের স্বাধীন জোর করিয়া হস্তান্তর করিয়া লওয়া গেলে রায়তদের স্বাধীনতা হস্তান্তরিত হইয়া যায়। তাহারা তাহাদের ভূমি
বালিক্য কালে জমিদারদের প্রতিশ্রুতি আদায়, ইহা যদি আদায় হইত, তাহা হইলে রায়তের। এই স্বত্ব জমিদারের স্বাধীনতা
না হইলে, রায়তের অনুকূলে আমরা এইরূপ কোন স্বত্ব স্বীকার করিতে পারি না।

“বঙ্গদেশের যে কোন জিল য় বিধি লঙ্ঘন করিয়া অন্যায় খাজানা গ্রহণ করা হয়, তাহার ভূমির খাজানা জানা হারাদুসারে
নিয়মিত হইয়াছে, এবং কোন জিল য় প্রত্যেক ঐমত স্বত্ব হার আছে। বিধি প্রতি ভূমির উৎপন্ন ধারিত। এই সকল হার স্থির হয়।
কোন ভূমিতে বৎসরে দুই কলস, কোন ভূমিতে তিন কলস আছে। ভুগাছ, পান, তামাক ও আখ প্রভৃতি অধিকতর লাভ জনক
ক্রয় হইলে, সেই পরিমাণে ভূমির মূল্য বৃদ্ধি হয়। এই সকল হার ভূমি বাণ করিয়া অবশ্য স্থির করা হইয়া থাকিবে। এবং
ভোড়ল বনের বন্দোবস্ত এই সকল হারের মূল হইতে পারে। কালক্রমে ঐ আসনের উপর আব ওয়াব যোগ করা হয়, শতের মূল্য
নির্ধারণের মধ্যে ধরিয়া লওয়া হয়। পরে বেরণ যোগ হইয়াছে, তদনুসারে হার তেন হইয়াছে। জমিদার করিতে সাধনাতঃ
কিঞ্চিৎ বৃদ্ধির সহিত চলিও হার দৃঢ় করা হয়।”

এই স্থলে প্রধান শস্য বলিতে কেবল চাউল, গম ও অন্য শস্তা খাদ্য শস্য বুঝিতে হইবে, প্রধান শস্য শব্দের
এইরূপ অর্থ করা হয় না। পক্ষান্তরে এইরূপ দেখা যাইতেছে যে তৎকালে তামাক, তুত প্রভৃতি অধিকতর মূল্যবান
উৎপন্ন জ্বরের মূল্য বিবেচনাধীনে লওয়া হইত।

এই বিষয় সমাপ্ত করিবার পূর্বে আমি আর একজন উচ্চ কর্তৃপক্ষের লেখা হইতে একটি স্থল উদ্ধৃত করিলাম।
তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অববাহিত পরেই জীবিত ছিলেন। আমি লর্ড মেটাক্যালের উল্লেখ করিতেছি।
ইহা সুবিদিত যে তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসংসাকারী ছিলেন না। আমি নিম্নে যে স্থল উদ্ধৃত করিলাম, তাহা
হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। কিন্তু তাহার বত এই যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা জমিদারদিগকে ভূমিতে মালিকী-
স্বত্ব দেওয়া হয়।—

“আমরা আইনের দ্বারা যে সকল ভূস্বামী স্থির করিয়াছি, আদি তাহাদের লক্ষ্য নহি, ইহা বিনিবার প্রয়োজন নাই। আমি
বিবেচনা করি, তাহাদিগকে সন্তোষ করা একটি বিষয়জ্ঞান হইয়াছে ও তাহাতে কোন উপকার হয় নাই। কিন্তু তাহাদিগকে সন্তোষ
করিয়া ও তাহাদিগকে ভূস্বামী বলিয়া নির্দেশ করিয়া আদি বিবেচনা করি আমরা গবর্ণমেন্টের রাজস্ব রক্ষাকরণান্তর যে সকল
মালিকী স্বত্ব দিবার অধিকার আশা করি, তাহাদের, যে সকল স্বত্ব পূর্বে কাহারও ছিল না, সেই সকল আমরা তাহাদিগকে দিরাছি।
পূর্বে হইতে অন্যের যে স্বত্ব ছিল, তাহাদের নুতন স্বত্ব ভূস্বামীদিগকে দিবার নিমিত্ত সেই স্বত্ব লইয়া দিয়া স্বত্ব আদায়
ছিল না। তাহা পূর্বে অন্যের ছিল এরূপ একটি ক্ষেত্রও তাহাদিগকে আইনমতে বা ন্যায়রূপে দিতে আমাদের অধিকার ছিল না।
কিন্তু তাহাদের জমিদারীর অন্তর্গত প্রত্যেক ক্ষেত্রে গবর্ণমেন্ট যে স্বত্ব ছিল, তাহাদিগকে সেই স্বত্ব দিতে পারিতাম ও দিরাছিলাম।
এবং স্বত্বী বন্দোবস্তক্রমে তাহাদের স্বত্ব বা দখল ছিল না, সেই সকল ভূমিতে ও আখ সম্পূর্ণ স্বত্ব প্রদান করিয়াছিলাম
এইরূপ করিতে পুরাতন চাহিদা মালিক ও দখলদারদের যে সকল স্বত্ব ছিল, তাহা ও আমরা সেই সকল স্বত্ব রক্ষা করিতে স্বত্বান ও
বাধ্য ও যদিও তাহা রক্ষা না করিতে আমাদের আপন। আপন। সজ্জিত হওয়া উচিত। তাহা আদায়ের ঐ ভূস্বামীর নিজ
সম্মতি বলিয়া যে ভূমি নির্দেশ করা গিয়াছে, সেই ভূমিতে তিনি যে চাহী বসাইয়াছেন, সেই চাহী ও ভূস্বামী পরস্পর যে
নিরস্ত করিয়াছেন, সেই নিরস্ত করিয়া আমাদের মনোবস্ত অন্য নিরস্ত নির্দেশ করিবার নিমিত্ত তাহাদের মধ্যবর্তী হইতে
আমাদের কোন স্বত্ব নাই। * * * * * আমি আইনমত ভূস্বামীকে তাহার সমুদয় স্বত্ব দিতে চাই। আমরা যখন
ভূস্বামীদিগকে সন্তোষ করিয়াছি, তখন তাহারা যে কেবল রাজস্বের শতকরা ত্রিশমাংশ পাইবার অধিকারী থাকিবেন, তখন এরূপ
অতিপ্রায় থাক। সম্ভবে না। এরূপ অতিপ্রায় ছিল যে, তাহারা প্রকৃত ভূস্বামী হইবেন এবং যে স্থলে অন্যের পূর্বস্বত্ব বিদ্যমান
হয়, সেই স্থলে তাহারা ভূস্বামী আছেন ও তাহাদের ভূস্বামী থাকি উচিত। কিন্তু যখন অন্যের স্বত্বের পরিচয় অধিক, অর্থাৎ
আইনমত অধিক আমাদের ছিল না, তখন ঐ সকল স্বত্বের কিছুই আমরা ভূস্বামীদিগকে দিই নাই; এবং আমাদের স্বত্ব ভূস্বামী-
দের বিরুদ্ধে পুরাতন ভূস্বামীদিগকে ও স্বত্বীস্বত্বভোগাধিকারীদিগকে রক্ষা করিতে বাধ্য।”

আইন প্রতি এইরূপ বিবাদীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে হাই কোর্টের অঙ্গদের, আডবোকেট জেনারেল সাহেবের ও গবর্ণ-
মেন্টের অন্য আইন সংক্রান্ত কমিটারীদের এবং দেশের প্রধান আইন ব্যবসায়ীদের মত জিজ্ঞাসা করিলে ভাল
হইত। কিন্তু যে সকল সংক্রান্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে যেমন স্থিতিরীতি বিষয়ে, তদ্রূপ এই
বিষয়েও বিশেষরূপ সম্বাদিত দেখিতে পাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের একটি প্রধান দাঁড়াইবার স্থল,
এবং এই বিষয়েও আইন সংক্রান্ত যে সর্বোচ্চতম পাওয়া যাইতে পারে, সিনেট কমিটির তাহা পাওয়া
সিদ্ধান্ত আবশ্যক ছিল। কিন্তু এরূপ কোনমতে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

পাণ্ডুলিপির ৩য় অধ্যায় ।—তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি ।

তালুকদারেরা রায়তি স্বার্থ হইতে স্বতন্ত্র ভূমিগত মালিকী স্বার্থের একাংশমাত্রের নিমিত্ত । প্রকৃত অর্থিক-দারদের জন্য এক্ষণে ব্যবস্থা করিবার আমি কোন বিশেষ প্রয়োজন দেখি না । তাঁহাদের স্বত্ব যথোচিত পরি-
মাণে নিশ্চিত ; এবং একটি প্রতীকরূপ তাঁহাদের অস্তিত্ব : আপনাদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম ।
তালুক ও পেটাও তালুক সম্বন্ধে ১৮১৯ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনের বিধান রীতিমত পুনঃপ্রণয়ন করণ আমি বুঝিতে
পারিলাম ; কিন্তু এই বিষয়ে মূল ব্যবহার পরিবর্তনের উপযুক্ত কারণ বা ন্যায্যতা বুঝিতে পারিতেছি না । আমার
মতে সমস্ত তৃতীয় অধ্যায়টি নুতন করিয়া লেখা উচিত, ১৮১১ সালের ৮ আইনের বিধান অখণ্ডাকারে রাখা উচিত,
এবং বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের প্রাদেশিক বিধানগুলি শুধু তুলিয়া লওয়া উচিত ।
দখলীস্বত্ববিধিটি কোন কোন রায়তকে (অর্থাৎ যাহারা কোর্সা দিলিকরে ও যাহাদের দখলে একগত
বিহার অধিক জমা থাকে তাহা দগকে) তালুকদারের পক্ষে, সাক্ষাৎ বা পরম্পরাভাবে উন্নীত করায়, আমার
মান্যবর সহযোগীর বিস্তারিত ব্যাখ্যামতে মূল ব্যবস্থা খণ্ডিত পরিবর্তনের অন্যায্যতা অভ্যন্তরীণ হইয়াছে ।

পাণ্ডুলিপির ৪র্থ অধ্যায় ।—যে রায়তেরা অবদারিত হাণ্ডে ভূমি ভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিধি ।

ভূমির উপর গবর্ণমেন্টের নুতন কর নির্ধারণ অবশিষ্ট বাকী খাজানা আদায়ের সুবিধা করা ভূমিধিকারীরা যত
কেন আবশ্যক বিবেচনা করিয়া থাকুন না, এবং নিয়মবদ্ধভাবে খাজনা রূদ্ধ সম্বন্ধে অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া
প্রয়োজনবোধের ভূমিধিকারীরা যত কেন অত্যাচার্য্য জ্ঞান করুন না, আমি লিখে পারি বঙ্গদেশের ও বেহারের
জমিদারেরা এবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে একমত যে, প্রকৃত বিত্ত ব্যবস্থায় প্রবৃত্তি করা যখন তাহারা বরং বর্তমান অসুবিধা
ও কষ্ট ভোগ করিতেও সম্মত । কিন্তু যদি আচল পরিবর্তন করিতে হয় তবে ইহা ন্যায্য ও বিচার যুক্তি যে ১৮১৯
সালের ১০ আইনের নুতন যে যেসিধানে উচ্চতম করূপের বীকার করা হইয়াছে । জমিদারদের অব্যাহতি কটি
হইয়াছে, সেই সেই বিধান পরিবর্তিত বা রহিত করা উচিত । খাজনার একরূপ হারে ণি বৎসর ভোগ করিলে
প্রজার অনুকূলে যে অনুমান হয় তাহার উদ্দেশ্য এক্ষণে সিদ্ধ হইয়াছে বা না তাহা হইতে পারে ; কারণ যে কোন
প্রকার উচ্চর প্রান্ত দৃষ্টি থাকে, সে গত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া কবজ চাউনি লইতে ও তাহার রক্ষাকরণার্থ যত্ন
করিতে সুযোগ পাইয়াছে । অন্য কোন কণা না থাকিলেও একরূপ হওয়াতে যত কণা একরূপ খাজনা পাইলে

১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৩৩৪
ধারা দেখ ।

এরূপ অনুমান হইবে সেই কাল রূদ্ধ করিয়া দেওয়া উচিত হইবে । কিন্তু
এইরূপ পরিবর্তন এই কারণে অত্যন্ত আশঙ্ক্য হইয়া উঠিয়াছে যে বর্তমান
আকারে এই অনুমান দখল : জমিদারদের নিশ্চিত ও অনুচিত কটি হইতেছে ।

মান্যবর জিযুত রেনল্ডস সাহেব ১৮৮১ সালের ১৮ মে তারিখের আপন মন্তব্যানুসারে যে মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,
মান্যবর ায় নাহাদুর তাহার লিখিত ভিন্নমতে পুরেই তৎপ্রতি মতোযোগ্য আকর্ষণ করিয়াছেন । রেভিনিউ
বোর্ডের পদজ্যেষ্ঠ মেম্বর ও খাজানা সংক্রান্ত কমিশনার সভাপতি জিযুত ডাম্পিয়র সাহেবও তাহার ১৮৮১

সালের ১৯ মে তারিখের মন্তব্যে তদ্রূপ মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ;

বঙ্গদেশের ভূমিধিকারী ও প্রজা
সংক্রান্ত ব্যবস্থার প্রস্তাবিত সংশোধন
সম্বন্ধে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের রিপোর্ট
টেব ১ বালাঘেব ১৮১৩ ও ১৮২ পৃষ্ঠা ।

এবং যদিও মান্যবর জিযুত রেনল্ডস সাহেব আপন মত পরিবর্তন করা
উচিত বোধ করিয়াছেন, তথাপি তিনি ও ডাম্পিয়র সাহেব যে সকল যুক্তি
উত্থাপন করেন, তাহার খণ্ডন হয় নাই । এইরূপ আইনমত অনুমানের
প্রকৃত মূল রক্ষণাত্মক হয় নাই, স্বজনাত্মক হইয়াছে, অর্থাৎ যে “ সকল স্বত্ব

আছে কিন্তু তাহার নিপোষনার্থ সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ পাওয়া নাগেতে পারে না, কেবল তাহাই সাব্যস্ত না করিয়া
অধিকাংশ স্থলে নুতন স্বত্ব সৃষ্টি হইয়াছে, ” মান্যবর জিযুত রেনল্ডস সাহেব এমত উত্থাপন করেন কেবল
যে তাহা ধরিয়াও জিযুত ডাম্পিয়র সাহেব অনুমান ঘটত তাহাটি রক্ষণের

বঙ্গদেশের ভূমিধিকারী ও প্রজা
সংক্রান্ত ব্যবস্থার প্রস্তাবিত সংশোধন
সম্বন্ধে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের রিপোর্ট
টেব ১ বালাঘেব ১৮১৩ ও ১৮২ পৃষ্ঠা ।

দোষ দিয়াছেন এমন নহে, তিনি সাধারণ রাজনীতি সঠিক এই হেতু ধরিয়া-
ছেন যে, “ বলপূর্ব্বক নীলাম দ্বারা নির্যাসী বিক্রয়ের নিকট হইতে কোন
খাজনার কোন মতাল পাইলে অধিকাংশ স্থলেই খরিদার জমিদারী
কাগজপত্র পাঠতেপারে না বনিয়া উঠে অনুমান দ্বারা কাগজতঃ ইচ্ছা
নির্দেশ করা হয় যে, কোন প্রজা খাজানা পরিবর্তন ণি ণি বৎসর ভূমি

ভোগ করিলে অসম্পূর্ণ হাণ্ডে চিরস্থায়ী দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে । ” জিযুত ডাম্পিয়র সাহেব সাধারণ রাজনীতি
সঠিক হেতু ধরিয়া এইরূপ আর একটি যুক্তি দিয়াছেন যে, “ চূপ করিয়া থাকিলে আপনাদের স্বত্ব পাঠে চমকিয়া
যায় ” এই ভয়ে উক্ত বিধানভেদক ভূমিধিকারীদের ণি বৎসর অন্তর খাজানা রূদ্ধ করিবার যৌক্তিকতা
উপস্থিত করিতে হয় ।

পাণ্ডুলিপির ৫ম অধ্যায় ।—দখলীস্বত্ব বিধি রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি ।

এইবিষয়ের বিচার করিতে প্ররক্ত হইলে, প্রকৃত চাষী ও মধ্যবর্তী প্রজা এই উভয়ের মধ্যে যে অসঙ্গত প্রভেদ
জাছে, ইহা আমাদের মনে রাখা আবশ্যক । যাহাতে কৃষকের অধিকারিত্ব, তাহাতে জাতীয় ও সমৃদ্ধির সহা-
য়তা হয় । কিন্তু চাষীকে নিস্পীড়ন করিয়া মধ্যবর্তী প্রজা যাহা আদায় করিতে পারেন, তাহারই উপর তাহা
অধিকারিত্ব করে । সুতরাং মধ্যবর্তী প্রজা সমাজের অন্যতম অংশরূপে এবং তিনি থাকিতে কেবল অব্যাহতি
অসুবিধা রূদ্ধ হয় । প্রাচীন দেশাচারে কিম্বা পূর্ব্ব কালের সরকারী কাগজপত্রে যে কিছু দখল দেখান হয়,
তাহা কেবল ভূমির দাবীদের প্রতি দোষান হইয়া থাকে, কিন্তু যাহা কৃষিকার্যের নিমিত্ত ভূমি দখল করিয়া
কুসংস্থানীয় হইয়া বসেন, ও আপনাদের মীনাবদ্ধ কার্যক্ষেত্রে জীবিতরাণীরা যত কিছু দোষ ও

অপব্যবহার সম্ভব, ওৎসমুদয়ের শারসংগ্রহ দেখাইয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রতি ঐরূপ দয়া দেখান হয় না। যদি আইনের মৌলিক পরিবর্তন করিতে হয়, তবে আমাদের কৃষিপ্রণালী হইতে এই অর্থীর লোকদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত; কারণ “দুর্ব্বন্দর সহ্য করিতে সক্ষম, এরূপ যে সঙ্গতিগত কৃষকদল” সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা আছে, তাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই অর্থীর লোকেরাই বৃহত্তম প্রতিবন্ধক। কোন বিশেষ স্থলে কোর্কা বিল সিদ্ধ হইতে দিবার আবশ্যকতা স্বীকার করিতে আমি বিলম্বন সম্মত আছি, কিন্তু সেই গীমার বাহিরে আমি যাইতে চাহি না। যে সকল স্থলে কৃষিকার্য্যার্থ ভূমির দখল দেওয়া যায়, সেই সকল স্থলে প্রজা নিজে বা বেতমভোগী মজুরের দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমির চাষ করিবেন, দখলীশ্বত্ব এইরূপ নিয়মাদীন থাকে, আমি এইরূপ ব্যবস্থ্য করিতে চাই এবং বাৎসরিক রায়ত ছাড়া অন্য কাহাকেও এইরূপে কল্যাণের করিয়া দিবার অনুমতি দিতে চাহি না। আমি কমিটিতে যেহেতু সংশোধনের প্রস্তাব করি, তদ্ব্যতীত দুইটি এই বিষয় সম্বন্ধীয় ছিল। জীলোক ও লাবালগ প্রভৃতির গেলী সমুদয় যোত কোর্কা বিল করিবার অনুমতি দান স্বত্বক সংশোধননী বিহিত হইয়াছে, কিন্তু কোন প্রকৃত বাৎসরিক কৃষককে এইরূপ হস্তান্তর করিয়া দিতে হইবে, এই সম্বন্ধে অন্য সংশোধননী আছে হয় নাই।

এই ৭খার উক্ত প্রমাণ আছে যে কোর্কা বিল করায় কৃষকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, এবং কৃষিসংক্রান্ত অবস্থা

The Zemindari Settlement of Bengal নামক পুস্তকে জমীদারদের বিরুদ্ধে সংকলিত গুণ্ডকের ১ বালাখের ৩৫৫-৬০, ৬৮ ও ৯ পৃষ্ঠায় ইহার একটি স্থান উদাহরণ দৃষ্ট হইবে, তাহাতে অনেক সরকারী ও বেসরকারী লেখা উদ্ধৃত হইয়াছে।

যদি গোলযোগ সম্বন্ধে মধ্যস্থতার প্রচারা সর্ব্বাপেক্ষা দারী এবং যে রায়ত জমীদারের অব্যবহিত অধীনে আছে, তাহার অবস্থা কোর্কা বা কলারত রায়তের অপেক্ষা অনেক ভাল। এইরূপ অবস্থায় দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট রায়তের দলকেই ভালুকদার ও খাগানাগ্রহীতার পক্ষে উন্নীত করিলে, এবং কৃষক ছাড়া অন্য লোকদিগকে দখলক্রমে বা প্রচারান্তরে দখলীশ্বত্ব লাভ করিবার সুবিধা করিয়া দিলে, বর্ত্তমান অনুবিশি অনর্থক বৃদ্ধি করা হইবে মাত্র। রায়ত কোন একখণ্ড ভূমিতে দখলীশ্বত্ব লাভ করিতে না পারে, এই নিমিত্ত যে জমীদার তাহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক একজনী হইতে অন্য জমীতে চালায়

করে (আমি বলি এরূপ রীতি থাকার প্রমাণ নাই), সেইরূপ জমীদারের স্বেচ্ছাচার হইতে রায়তকে রক্ষা করা আবশ্যিক, ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া গিলেই কমিটি রায়তের অনুকূলে এই অনুমান সৃষ্টি করিতে চাহেন যে যেহেতু এক্ষণে তাহার ভূমি ভোগ করিতেছে, তাহার অবশ্যই ১২ বৎসর ঐভূমি ভোগ করিয়া থাকিবে। এইরূপ অনুমান কৃষিসংক্রান্ত লোকদের প্রকৃত অবস্থার বিবরণ; কারণ যাহার উপর জমীদারদের পোন কমতা নাই, এরূপ নানা হেতুবশতঃ ভূমির দখল দিনে পরিবর্ত্তন হইতেছে। এই প্রদেশে বৃহৎ নদীতীরস্থিত ভূমিখণ্ড আছে, যেখানে নিয়ত শিকড়ী ও পরশুী ঘটতেছে; এই প্রদেশের গৌমাধ্যল স্থানে সর্বত্র অন্য পি জলন কাটিয়া ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করণের প্রক্রিয়া চলিতেছে; সমাপ্তিত জেলা সমূহে ভূমির উপর লোক সংখ্যার চাপনশতঃ পতিত ও ঘাসকর জমির উপর চাষের আক্রমণ হইয়াছে ও প্রচা হইতেছে; এরূপ বহুসংখ্যক পাইকন্ত কৃষক আছে বলিয়া প্রসিদ্ধ যাহারা কোন বিশেষ স্থানে বাধ্যবাধী না থাকিয়া সকল দিকে আপনাদের ভাগ্য পরীক্ষা করে। অনেকস্থলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি কম হওয়ার তেও অন্য উপযুক্ত হেতুতে পুরাতন রায়তের ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাদের যোত হস্তগত করে; এই সকল ৭খার প্রতি উক্ত অনুমানে উপেক্ষা করা হইয়াছে। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া ইহা কি বল গাইতে পারে যে, একজন অপক্ষপাতী ও যুক্তিযুক্ত বিচারক, মৌলদার সম্ভাবিত অবস্থা সম্বন্ধে অন্য কোন প্রমাণ না পাইয়া, প্রজা অন্য কোন ভূমি ভোগ করিতেছে, কেবল ইহা হইতে (এইরূপ অনুমান করিতে আপনাকে বাধ্য বিবেচনা করা দূরে থাকুক,) এইরূপ অনুমান করিতে পারিতেন যে উক্ত প্রজা উক্ত সমস্ত ভূমিখণ্ড কিম্বা অন্ততঃ তাহার কিয়দংশ গত ১২ বৎসর দখল করিয়াছে?

সকল রায়তের দখলীশ্বত্ব আছে এই প্রস্তাবিত অনুমান সম্বন্ধে, আমি এখানে একটি ফলের উল্লেখ করিব, যেহেতু রায়তের দখলীশ্বত্ব না থাকিলেও জমীদারের বা ঠিকাদারের পক্ষে এরূপ অনুমান খণ্ডন করা আমি প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করি —

১ম।—দুর্ভাগ্যবশতঃ রায়তের নিমিত্ত বলপূর্ব্বক নীলাম করা গেলে, সম্পত্তি ক্রয় করিয়া যেহেতু ভূমিখণ্ড রী দখল পান, সেই হেতু স্থলে যে বাণীদার জমীদারের সম্পত্তি এইরূপে ক্রয় করা যায় সেই জমীদার রায়ত স্বত্বাধীনতঃ ক্রেতার পক্ষে হইয়া দাঁড়ায় ও পূর্ব্ব সনে কাগজপত্র দিতে অস্বীকার করে। এরূপ স্থলে জমীদার কিরূপে উক্ত অনুমান খণ্ডন করিবেন?

২য়।—যে স্থলে এক মহাল ভূমি কিম্বা ওদধি পত্তনীদার বা ঠিকাদারকে বিল করিয়া দেওয়া যায় সেই স্থলে এই মহালের অন্য পত্তনী বা ঠিকা আসিতে রায়ত যে ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে না, এই অনুমান একজন পত্তনীদার কিরূপে খণ্ডন করিবেন?

কোন দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট রায়তের গোতের পরিমাণ এক গজ মাত্র হইলেও, যে মূতন জমি লইলে, যে দিন তাহার সম্বন্ধে জমির কল্যাণ হয়, সেই দিন তাহাতে দখলীশ্বত্বপ্রাপ্ত হইবে, এই প্রস্তাবের প্রতিবাদে এক্ষণে আমার প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে। একজন রায়ত মূত একখণ্ড ভূমি চাষ করিতে পারে বলিয়াই সে বৃহৎ ভূমিখণ্ড চাষ করিতে পারিবে, ইহা যুক্তিই নহে। সে কেবল কোর্কা বিল বা বিক্রয় করিবার নিমিত্ত ভূমি লইতে পারে।

আবার “মহাল” শব্দ অত্যন্ত অসিদ্ধি। মহাল শব্দে একটি ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড বুঝাইতে পারে, অথবা দেশের বৃহৎখণ্ড বুঝাইতে পারে। “গ্রাম” শব্দ অধিকতর সুবিধাজনক। এদের সিদ্ধি সীমা আছে ও উহাতে বর্ণন্য হইয়া যায়।

দখলীস্বত্ব হস্তান্তর করিবার ও তাহা অগ্রোক্রয় করিবার স্বত্বের কথা।

ইহা অতি স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে যে, এ দেশের ভূমি সংক্রান্ত প্রাচীন ব্যবস্থাক্রমে, কোন রায়ত বাসেন্দা

* “ইহা সাধারণতঃ জানা আছে যে, রায়তেরা বহু কাল দখল করিলে ভূমিতে দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত হয় ও তাহাদিগকে উঠাইরা দেওয়া বাইতে পারে না, কিন্তু এই স্বত্বক্রমে তাহারা ভূমি বিক্রয় করিবার বা বন্ধক দিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় না।” পোর সাহেবের ১৭৮৯ সালের ২৮ জুনের মতব্যলিপি; হারিঙটন সাহেবের Analysis নামক পুস্তকের ৩২ বালানের ৪০০ পৃষ্ঠা।

হউক বা না হউক, তাহার রায়তি স্বার্থ বিক্রয় করিবার বা বন্ধক দিবার ক্ষমতা ছিল না। * দেশাচারক্রমে না হইলে ভূম্যধিকারীর ইচ্ছার বিক্ষেপে দখলীস্বত্ব হস্তান্তর করা যাইতে পারে না এই কথা বলিয়া ব্যবস্থাপকেরা ও বিচারপতিরা এই নিয়ম মান্য করিয়াছেন। গবর্ণমেন্টের পক্ষের কথা এই বলিয়া বোধ হয় যে, দেশাচার

সর্বত্র চলিয়াছে, কিন্তু যে দ্বিতীয়াতিগত বিবরণে মোহাই দেওয়া হয়, তাহা বাস্তবিক প্রামাণিক নহে, কারণ তাহাতে দেখা যায় যে কত স্থলে হস্তান্তর হইবার পূর্বে বা পরে অমীদার সম্মতি দিয়াছেন।

এপ্রকারের কোন দেশাচারের এরূপ প্রসিদ্ধ হইবে যে, সকল জেলীর ও স্বার্থের সমস্তই অমীদার ইহা বিচারালয়ে প্রদান করিতে কিছুমাত্র কষ্ট হওয়া উচিত নহে। আর (১ম) হস্তান্তরযোগ্যতা সর্বত্র স্বীকৃত হয়, ইহার বিশেষ ও উপযুক্ত প্রমাণ না থাকায়, এবং (২য়) যে দেশাচারের প্রকৃৎ প্রস্তাবে প্রণীত ও প্রবল আছে, তাহার প্রমাণ দিতে ধরিদারদের অক্ষমতা হেতুক দেওয়ানী আদালতে অবিচার ঘটিবার বিশেষ কোন সম্ভাবনা থাকায়, সর্বত্র হস্তান্তরযোগ্যতার বিধান করা অনাবশ্যক বলিয়া আমি বিবেচনা করি। এক্ষণে যেরূপ কম্পনা হইতেছে, তদনুসারে সর্বত্র দখলীস্বত্ব বিস্তার করা গেলে, ভূস্বামী ও গ্রাম্য সমাজ উভয়েরই অপকার হইবে; কারণ, যে সকল শীশ ও মৈত্র্যভাবাপন্ন রায়তদিগকে রাখা ভূস্বামীর স্বার্থ, আপন ভূমিতে তাহাদিগকে রাখিবার ক্ষমতা ইহাতে আর ভীষণ থাকিতেছে না, এবং যে মহাজনেরা বা বিরোধী জমীদারেরা রায়তদের স্বত্বক্রয় করিতে পারে ও তাহাদের অধীনে ভিন্ন জেলীর লোক বসাইয়া আঁধারে বিবাদ, বোকদমা ও সর্বনাশ উপস্থিত করিতে পারে, সেই মহাজন বা অমীদারদের দ্বারা রায়তদের উচ্ছেদ হইবার দার উদ্ভাষিত হইতেছে।

আমি বলিতে চাহি যে, এদেশের যে প্রাচীন দেশাচারক্রমে প্রকৃৎ সৌভ হস্তান্তর করিতে পারা যায় তাহা তাহাতে প্রায় সমাধেয় পার্থক্যতা ও মজল হইবার বিশেষরূপ সম্ভাবনা ছিল, কারণ, এই সমাজে মহাজনের স্বার্থ ছিল না, তাহাদের তথার বলপূর্বক প্রবেশ করা এবং সাধারণতঃ এই সমাজের ও ভূস্বামীদের বিরুদ্ধ স্বার্থ স্থাপন করিয়া আঁধারে আঁধারে ও সমৃদ্ধি নষ্ট করা এই দেশাচারবলে বহুপরিমাণে নিবারণিত হইত।

দক্ষিণাপথের রায়তদের মধ্যে হস্তান্তরকরণস্বত্ব স্বীকৃত হওয়াতে যে অনিষ্টজনক ফল চলিয়াছে; এবং যেমতাজনদের হাতে সাঁওতালদের পড়ে, প্রমাণতঃ তাহাদের অত্যাচারহেতুক সাঁওতালদের মধ্যে যে শান্তিভঙ্গ ঘটে আঁধার মতের প্রতিপোষনার্থ আমি তাহার উল্লেখ করিতে চাই; এবং এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে, আমায় নিজ ও আমার ভ্রাতার রায়তদিগকে মহাজন ও অন্য ভূমিাবাসীদের কণ্ঠার উপর দেলা যে ইহার স্বাভাবিক ফল হইবেক, অধিকৃষ্ণ আমি আপত্তি করিতে চাই।

সত্য বটে, মৃতদ হস্তান্তর অহমানেয় ক্ষতিপূরণস্বরূপ ভূস্বামীকে অগ্রোক্রয় করিবার স্বত্ব দিবার প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, যাঁরা ভূস্বামীর নিজের আঁধে, তিনি কেন তাহা ক্রয় করিতে বাধ্য হইবেন, অগ্রোক্রয় করিবার প্রস্তাবিত সীমাবদ্ধ স্বত্বে ভূস্বামী অস্পষ্ট উপকার হইবে, এবং আম প্রস্তাব কর যে, এইস্বত্ব যদি দেওয়াই হয়, তবে উত্তরাধিকারকনে না হইয়া রায়তী স্বত্বে যে প্রত্যেক হস্তান্তর হয়, তাহা তেই এই স্বত্ব বর্তীষ্টরা ইহা অধিকতর কার্যকর করাউচিত; এবং “ভালুক” সম্বন্ধেও উক্ত স্বত্ব বর্তীষ্টতে পারিলে সম্ভবতঃ প্রজাদের স্বার্থলোপ করিয়া এতটী স্বত্ব কার্যকর হইবার বিধান করা হইবে, ইহাও সকল পক্ষের বিশেষ মঙ্গল। অগ্রোক্রয় করিবার অসীম স্বত্বাধীনে, যাঁহার তাহার নিকট বিক্রয় করিবার স্বত্ব অপেক্ষা প্রকৃৎ বাসেন্দা কৃষকদের নিকট স্বাধীন ভাবে বিক্রয় এবং আঁধার নিকট উৎকৃষ্টের বোধ হয়। কেহই অস্বপ্ন করেন যে, দখলীস্বত্ব হস্তান্তরযোগ্য হইলে দেহার নীলকরণের উপকার হইবে; কিন্তু আমি উক্ত প্রস্তাবের মধ্যে এমন অনেক লোককে জানি, যাঁহারা এই প্রস্তাবে বিরোধী, এবং বঙ্গদেশের নীলকরণ সম্পূর্ণরূপে ইহা বিরোধী।

খাজানা মুক্তরূপে পরিবর্তন করণ।

এই বিষয় বিবেচনা করার সময় আমি এত কথা প্রথম বলিতে ইচ্ছা করি যে আমায় নতুন ভাঙলী বা পম্যাহা খাজানা দেওয়া রীতি নহে; এবং আমায় এমন বিবেচনাও করনা যে উহা মুক্তরূপে খাজানা দেওয়ার ন্যায় এই সকল অঞ্চলে জমীদার বা কৃষকের উপযোগী হইবে। কিন্তু যেহাে এমন অনেক স্থান আছে যথায় ভাঙলী চলিত ও টাকার খাজানা কদাচ কখন দেওয়া যায়। এই সকল স্থানের সবটুকু ভিন্নপ্রকার, এবং এই বিষয়ে যেরূপ কম্পনা হইতেছে তদ্রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তন যদি সহসা প্রদর্শিত করা যায়, তাহা হইলে সকল জেলীরই বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এক্ষণে বিষয়ে সময়ের উপর নির্ভর করাই উচিত, অতীত কালের অভিজ্ঞতার দৃষ্ট হইতেছে যে, সত্যতা ও সমৃদ্ধির ক্রমশঃ উন্নতির সঙ্গে শস্যরূপে দেয় খাজানা মুক্তরূপে প্রায়ই পরিবর্তিত হইয়া থাকে। অতএব হঠাৎ বলপূর্বক এরূপ পরিবর্তন প্রদর্শিত করা আমি মোক্ষের বিষয় বলি।

এবিষয়ে আমায় নিজের বড় একটা ক্ষতিবুদ্ধি নাই। কিন্তু আমায় উচ্ছা যে দেহার জমীদারদিগের প্রতিদ্বন্দ্বি স্বরূপ আমি তাহাদের মত প্রকাশ করি। আমায় বিচারালয় এই সকল মত বিশেষ বিবেচনা যাঁয়া।

শস্যরূপে খাজানা দেওয়ার রীতিই নিঃশেষে খাজনা দিবার আদম উপায়; এবং বেহারের অনেক স্থানে উহা যে আজিও প্রচলিত হইয়াছে তাহার কারণ এই যে লোকের বর্তমান অবস্থায় উহাতে নানা প্রকারে সুবিধা হয় এবং সকলেই জানে এদেশের লোক পুরাণ রীতি অনুসারে কাষা করিতেই অধিক ভাল বাসে। আকবরের প্রধান হিন্দু রাজস্ব সচিব রাজা ভোড়রমল রায়তের খাজানা মোট উৎপন্নের একতৃতীয়াংশ বলিয়া নির্দেশ করেন। আঞ্জীব রক্ষি করিয়া অধিক করিয়া ভুগেন। জমিদারেরা বিচালির মূল্য নির্দ্ধারণ অত্যন্ত হুঙ্কর বিবেচনা করিয়া শস্যরূপ উৎপন্নের ১০ খোলভাগের নয় ভাগ খাজানা অবধারিত করেন এবং বিচালির সমস্ত মূল্য রায়তকে প্রদান করেন।

যেখানে দুর্ভিক্ষাদি উপস্থিত হইলে কৃষক সম্প্রদায়ের ব্যবহারানুসার অবলম্বনের কোন উপায় নাই, সেখানে অজমীর সময় উৎপন্ন যতই কম হউক না কেন উহার এক অংশ রক্ষা করাই কৃষকের পক্ষে স্পষ্টই সুবিধা। আর একদিক দেখিতে গেলে যে প্রজা এক সমান মুদ্রারূপ খাজানা দিতে বাধ্য, সময়ে সময়ে তাহার সমস্ত উৎপন্নের মূল্য ভূমাদিকারীর অবধারিত টাকার দাবীর সমান হয় না। এইরূপ বিবেচনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, যে কৃষক খাজানা শস্যে দেয় সে, যে মুদ্রারূপ খাজানা দেয়, তাহা অপেক্ষা দুর্ভিক্ষ অধিক সহ্য করিতে সমর্থ।

দুর্ভিক্ষরূপ এমন বৎসর লগ্ন বাহাতে শস্য একেবারেই জন্মে নাই। ভাঙলীয়ার আপন ভূমাদিকারীকে সেবৎসর কিছুই দিবে না, যেহেতু তাহার সহিত ভাগ হয় এমন শস্য নাই। কিন্তু শস্য উৎপন্ন হউক আর নাই হউক মুদ্রারূপ খাজানাদাতা সম্পূর্ণ বৎসরের খাজানা দিতে বাধ্য, তাহাকে হয় যে সময়ে তাহার বাজারসম্মত অত্যন্ত কম সেই সময়ে জলা সুদে টাকা খার করিতে বাধ্য হইতে হইবে, না হয়, ভূমাদিকারী যৌকদ্দমা করুকরিলে তাহার খরচা ও সুদ দিতে হইবে। অতএব শস্যরূপে দেয় খাজানা পরিবর্তনের বিধান বাঙালীর নভে, কারণ উহাতে অজমী ও দুর্ভিক্ষের সময় কৃষক সম্প্রদায়কে অত্যন্ত কষ্টে কেলিবার সম্ভাবনা।

খাজানার দাবীর সময় সাধারণতঃ ফসলের সময়ের সঙ্গে এক চওড়ার সচরাচরও দৃষ্ট হয়, যে সকল কৃষক মুদ্রারূপে খাজানা দেয়, অনেকস্থলে, যদিও এরূপ স্থল অতি বিরল, তাহাদিগকে অতি অস্পৃশ্যলো শস্য ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতে হয়। এরূপ সময়ে ভাঙলী প্রজাকে কোন প্রকার ক্ষতি স্বীকরই করিতে হয় না।

আবার অনেক স্থলে বড় বড় চর আছে, তাহার প্রতি ফসলেই ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বিলক্ষণ হ্রাস রক্ষি হয়। এরূপ স্থলে জমিদার ও রায়ও উভয়ের পক্ষেই ভাঙলী প্রথায় খাজানার বন্দোবস্ত করার সুবিধা ও সুবিচার হয়।

আরও ভাঙলী প্রথানুসারে বন্দোবস্ত জমিদার রায়তের সহিত ভাগ করার প্রতিবৎসরই ভূমির উৎপাদিকা শক্তি, পরিমাণ, ও উৎপন্নের মূল্য রক্ষিত কল পাওয়া থাকেন। যদি হ্রাস হয় তবে উভয়ের সে ক্ষতি ভাগ করিয়া লইতে হয়। এজন্য কোন পক্ষেরই বিশেষ অনগোচর বিশেষ কারণ থাকে না এবং জমিদারেরও খাজানা রক্ষার যৌকদ্দমা করু করিবার বিশেষ আশঙ্ক্যতাও থাকে না।

এই পর্য্যন্ত মুদ্রারূপে পরিবর্তন সম্বন্ধে গেল। এই পরিবর্তন কার্যে পরিণত করা সম্বন্ধে রাজস্ব কর্মচারীরা মুদ্রারূপে দেয় খাজানা অবধারিত করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং পাণ্ডুলিপিতে বিধান আছে যে এরূপ বন্দোবস্তের সময় তিনি নিকটস্থ স্থানে প্রচলিত মুদ্রারূপ খাজানা দেখিয়া ও গত বৎসর জমিদার প্রকৃত-পক্ষে যে খাজানা পাইয়াছেন তাহার গড় মূল্য ধরিয়া কার্য করিবেন। এই সকল নিয়ম অত্যন্ত আশংকা, এবং আমরা সকলেই জানি যে প্রকৃত প্রস্তাবে ভিন্ন কৰ্মচারীর মত অত্যন্ত ভিন্ন। আমার নিবেদনায় এরূপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে রাজস্ব কর্মচারীকে তাহার নিজ মতলবমত মীমাংসার উপর নির্ভর করিতে দেওয়া উচিত নহে এবং এসকল বিষয় ভূমাদিকারী ও প্রজার ব্যক্তিগত চুক্তি ও পরস্পরের সম্মতি অনুসারে হইলেই ভাল হয়। জমিদারের পক্ষ হইতে একথাও বলা হইয়া থাকে যে শস্যরূপে খাজানা লওয়াই জমিদারের পক্ষে লাভ, কারণ রাখতের ম্যার তাহাকে ফসলের সময়েই বিক্রয় করিতে হয় না। তিনি শস্য কিছু দিন ধরিয়া রাখিয়া ফসলের সময় বাজারে না পাঠাইয়া বৎসরের যে সময়ে শস্যের মূল্য অধিক হয় এরূপ সময়েই অনেক সুবিধা করিয়া শস্য বিক্রয় করিতে পারেন। সুতরাং এইরূপ খাজানার পরিবর্তনে কাঙ্ক্ষ্যতঃ জমিদারের আর কোন হইবে, আমার বোধ হয় না যে এরূপ করা গবর্ণমেন্টের যথার্থ অভিপ্রায়।

আমার ভরসা আছে যে আমি শীঘ্রই এবিষয় সম্বন্ধে কতকগুলি স্থিতিরীতি ষড়িত সংবাদ দিতে পারিব। এই গুলি এখনও আমি সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারি নাই। এই সম্বন্ধে আর এক কথা আছে। রাবতের স্বার্থের জন্য তাহা প্রকাশ করা উচিত, সে কথাটী এই।—যে স্থলে ভাঙলী প্রথা প্রচলিত আছে সে স্থলে জমিদারের কার্যের জন্য আশঙ্ক্যকর দুই দিক সকল জমিদারকে নিজেদের খরচে রক্ষা করিতে হয়, যদিও সাক্ষ্যসম্মত শস্য হইবার উপহার লাভ করে এবং তাহাকে সেসম্বন্ধে কোনরূপ খরচা দায়ী হইতে হয় না। কিন্তু যে স্থলে টাকার খাজানা দিতে হয়, সেখানে জমিদার বহু অল্প সচলকার্য্য দ্বারা ভূমির উৎপাদিকাশক্তি রক্ষি করেন, রায়তকে খাজানা রক্ষি দিতে হয় এবং স্থানীয় প্রথা অনুসারে আশা করা যায় যে স্থানীয় পুরাণ প্রথাই যেখানেতে রাখার প্রচল জমিদারকে ও তাহাকে শস্য অনুসারে দিতে হইবে।

খাজানা হুক্মি।

এই বিষয়ে ও খাজানা আদার বিষয়ে জমিদারদিগের আরও সুবিধা করিয়া দেওয়া পরামর্শদিক্ বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে। বর্তমান আইনে কেবল তিনটি কারণ বশতঃ আদালতের দ্বারা খাজানা হুক্মি করার অসুবিধা আছে। তাহার মধ্যে প্রধান কারণ এই যে, রায়তের ব্যয় বা পরিজন ব্যতীত উৎপন্নের মূল্য অথবা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি হুক্মি হইয়াছে। সকলে স্বীকার করিবেন যে এই সুরা ধরিয়া হুক্মি দেওয়া নাযা, কিন্তু কাঁধাকালে দৃষ্ট হইয়াছে যে এরূপ “হুক্মি” আদালতে প্রমাণ করা অত্যন্ত দুষ্কর, অতএব আদালত দ্বারা হুক্মি এক প্রকার বন্ধই হইয়াছে। এই জন্য জমিদার যরাও চুক্তি দ্বারা খাজানা হুক্মি করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও অসুবিধামুক্ত বিবেচনা করেন, কিন্তু এরূপ করাও কোনক্রমেই সহজ বলিয়া বোধ হয় না। কারণ জমিদার দেওয়ানী আদালত দ্বারা যে হুক্মি পাইতে পারেন না, তাহা নিজে রায়তের নিত্যন্ত অসম্মত।

যাহাউক, যে পর্যন্ত গবর্ণমেন্ট গেজেটে প্রত্যেক জিলার খাজানা শস্যের সাপ্তাহিক মূল্যের তালিকা প্রকাশ করিতেছেন তদবধি মূল্য হুক্মি আদার উত্তম উপায় হইয়া রহিয়াছে। এই জন্য আমি এই সকল মূল্যের তালিকাকে মূল্যহুক্মির চূড়ান্ত প্রমাণ করার প্রস্তাবকে অতি উত্তম প্রস্তাব বলিয়া মনে করি। এবং এইরূপ করিলে জমিদার অনেকটা উপকার প্রাপ্ত হইবেন। বর্তমান আইনের অন্তর্ভুক্ত সাধারণতঃ হুক্মি হয় এবং এখানে খাজানা হুক্মির কারণ যেরূপ নিয়মবদ্ধ করার প্রস্তাব হইয়াছে তাহা না হয় আমি এই মর্মে প্রস্তাব করিতে চচ্ছি।

এই পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ কম্পনা করা হইয়াছে অনেকস্থলে ভ্রান্তি অথবা কারণে ও ভূমির উৎপাদন সাধন হইতে পারে। এরূপ স্থল অতি বিরল ও হ্রস্ব প্রমাণ করা দুষ্কর, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের ভ্রান্তি বিষয়ে কোন বিধান না করার কোন কারণ নাই।

এই হুক্মি সম্বন্ধে প্রধান শস্যের লক্ষণ, কেবলমাত্র সুগত খাদ্য শস্যে সীমাবদ্ধ থাকা আমর মতে উচিত নহে।

দেশের কোনরূপ শস্যের পরিবর্তন হইলে জমিদাররা তাহার উপকার লাভ করিবে একথা সমস্ত পুরাণ আইন এক বাক্যে প্রকাশ করিয়াছে। সর জন শোর সাহেব বলিয়াছেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বেও এইরূপ দেশান্তর প্রচলিত ছিল। বর্তমান সময়ও যে সকল অঞ্চলে শস্যরূপে খাজানা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা যে কেবল খাদ্য শস্যের উৎপন্ন নির্ণয় করা হয় এরূপ নহে, ইক্ষু, তামাক, পান এবং অন্যান্য প্রকার শস্য ও বাগাই করা হয়। অন্যান্য জিলাতেও যে সকল জমীতে খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয় ও যে সকল জমিতে অধিক মূল্যবান শস্য উৎপন্ন হয় তাহাদের খাজানার হার সম্বন্ধে বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

অতএব এই বিধানে আবার নূতন করিয়া পুরাতন আইন ও দেশের সর্ববাদিসম্মত দেশান্তর পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া হইল।

বিধায়ীরা স্থলে পুরাতন আইনে আদালতের উপর খাজানার ন্যায্য ও উযুক্ত হার নির্ধারণের যে ভার ছিল তাহার উপর আর এরূপ কিছু বেনী করবার আবশ্যকতা দেখিতে ছা না এবং খাজানা হুক্মির দ্বারা সীমাবদ্ধ করবার কোন আবশ্যকতা দেখিতে পার না। প্রত্যেক স্থলে দেওয়ানী আদালতকে যেরূপ অসুসঙ্গত লইতে হইত, তাহাতে কোন হার ন্যায্য ও উপযুক্ত হইবে আদালতে তাহা জানিবার বিশেষ সুবিধা হইত। এই জন্য হার নির্ধারণের উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না, এবং উচ্চতর হা দেওয়া উচিত আদালতের ক্ষমতা এই বিধান অবিলেই টাকায় চারিজনার উচ্চতর হার দেওয়া বন্ধ করিবার উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

যরাও খাজানা হুক্মি সম্বন্ধে আবার বক্তব্য এই যে, এরূপ স্থলে কোন বিচারে স্বাধীনভাবে চুক্তি পরিহার করা হইল, তাহা আমি বুদ্ধিতে অক্ষম। যরাও বন্দোবস্ত দ্বারা খাজানা হুক্মি পাওয়া জমিদারের পক্ষে সহজ ব্যাপার নহে। এরূপ স্থলে তাহারা বিবাদের জন্য কোনরূপ ছিদ্র থাকিবে এবং রায়ত যে চুক্তি পূর্বেই স্বাক্ষর করিয়াছে কুলির রেজিস্ট্রী করার সময় তদযুগী দারিত্ব সম্বন্ধে গোলযোগ উত্থাপনের সুযোগ পাইবে, এরূপ করা কখনই বঞ্চার নহে।

পাণ্ডুলিপির ৯ম অধ্যায়।—এজমালী সম্পত্তির তত্ত্বাবধান।

মন্ত্রিসভার উত্থাপিত আদিব পাণ্ডুলিপির অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনায় ২৭ দশ্য হইতে এবং তাহাতে উল্লিখিত উদ্ধৃত অংশ সকল হইতে আমি জানিতে পারিয়াছি যে লোকের সংস্কার জগিয়াছে যে এজমালী মালিকদের কাছাকাছ নিয়োগের বিধান করা বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং ১৮২৭ সালের ৫ আর্টনের কিয়দংশ ১৮৭৪ সালে রহিত করার বর্তমান আইন অর্থাৎ ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারা অনুসারে কাঁচা করা দুর্ঘট হইয়াছে বলিয়া এ বিষয়ে আর্টন প্রণয়ন করা আবশ্যক হইয়াছে। পুরাণ আইনে যে স্থলে এজমালী ভূস্বামী আছে ও যেখানে এরূপ এজমালী ভূস্বামীদের ব্যবহারে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা আছে, সেখানে ঐ সম্পত্তির জন্য কাছাকাছ নিয়োগের কমতা গবর্ণমেন্টকে দেওয়া আছে। এই সকল আইন ফৌজদারী মোকদ্দমার কাছাকাছনী বিষয় আইন রিভিভ করবার অনেক পূর্বে পাস হইয়াছিল। উক্ত কাছাকাছনী বিষয়ক আইনে শান্তিভঙ্গ শুকুর ফৌজদারী অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। অতএব শান্তিভঙ্গ এককালে ফৌজদারী ও দেওয়ানী অপরাধ সাব্যস্ত করা আর আবশ্যক বলিয়া বোধ হয় নাই। এই জন্য অপ্রচলিত আইন বলিয়া ১৮৭১ সালে এই সকল আইন রহিত করা হয়। অতএব এই সকল কাছাকাছনী পুনরুজ্জীবিত করার পূর্বে, সরকারী কাছাকাছকেরা ও অভিযোজনাগণ প্রকৃতপক্ষে ১৮১২ ও ১৮২৭ সালের আইনের সহায়তা গ্রহণ করিবে এবং তাহার কি বা কল হইয়াছে এবিষয় অনুসন্ধান করার বিশেষ কারণ আছে। আমি এবিষয়ে কমিটিতে একটি নির্দিষ্ট প্রশ্ন করিয়াছিলাম; কিন্তু আমি এই মাত্র উত্তর পাইয়াছিলাম যে এবিষয়ে সংবাদ অনুসন্ধান করা বাইবে এবং

কোনোখি এবিধের আর জাতি কিছুই শুনি নাই। আগার সামান্য বুদ্ধিতে এই বোধ হয় যে যখন একটা আইন প্রচলিত বলিয়া যথানির্দিষ্ট একাধারে রহিত করা হইল, তখন উহা পুনরুজ্জীবিত করণের প্রস্তাব করার পূর্বে ইহার স্থিতিগৌরব বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশ করা আবশ্যিক। আইন বিধিবদ্ধ করার প্রস্তাবের পূর্বে কেবল মাত্র অসুখান বা সাধারণ সংস্কারের উপর নির্ভর করা উচিত নহে। উত্তমরূপে প্রমাণ করা ও প্রণীত করা ঘটনাবলিই কেবল আইন প্রণয়ন সাধ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে।

আমি এই কথা বা বলি। এবিষয় ত্যাগ করিয়া হাতে পারিভোহি না যে আমার ও সামান্যের বহুল প্রচারের সহিত রায়ভদ্রের উপকারার্থ পর্বৎ-উর পিতৃভাসীর ভাব বন্ধ। করার কোন অবশ্যকতা নাই। অতএব যদি এই সকল বিশান পুনঃপ্রবর্তিত করা হয়, তাহা হইলে মরণ ও তালুকের ভূস্বামগণ এমন কি পাণ্ডুলিপি সহ নূতন তালুকদারেরও কাগজাদির সমস্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার তার আপীলশ্রম্য ভাবে জমার জরাজংগে সমর্পণ করিবার প্রস্তাবে সন্মত হইবেন। এরূপ হলে জজগাহের ডুল ক্ষান্ত করার সম্ভাবনা কি এত অল্প যে তাঁহার সিদ্ধাওই চূড়ান্ত হইবে? অথবা অতদ্বারা তাঁহার অন্যান্য বেনানা মোকদ্দার নিষ্পত্তি করিতে হয় এবং যাহাওে আইনে তাঁহার বিচার চূড়ান্ত বলিয়া স্বীকার না করিয়া হাই কোর্টে আপীলের দিমান করা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার আত্মা হারা যেরূপ অনিষ্ট হইতে পারে, এম্বলে কি উল্লেখ করা অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে?

যখন এই বিষয়েই বলিতেছি তখন আমি বোধ হয় একথা বলিতে পারি যে তত্ত্বাবধানের ব্যয় ও তত্ত্বাবধা-
রাকর ক্ষমতা সম্বন্ধে আমি কতগুলি নিয়ম প্রস্তাব করিয়াছিলাম। আমি আরও প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে
কোন স্থলেই তত্ত্বাবধানের খরচ যথেষ্ট যেটা আরো শতকরা ১০ টাকার অধিক হইবে না। অর্থাৎ এরূপ
প্রস্তাব করিবার কারণ এই যে কোন কোন বড় গবর্নমেন্টের অধীন কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানের ব্যয় যেটা
অল্প শতকরা ২০ টাকার অধিক হইয়াছে।

“দেশখণ্ডে দেশখণ্ডে হার তির তির, রাজশাহী ও কুচবিহারে শতকরা ১৫ টানা হইতে (এই সকল মলে
জন্মাবহার প্রাণাধার পুস: গঠনের জন্য বিশেষরূপে বণা হইয়াছে এবং সেইরূপ কার্ণাও আরম্ভ হইয়াছে)
উক্তির শতকরা ৫.১ টানা [বঙ্গদেশের বার্ষিক বিজ্ঞাপনী, ১৮৭৯-৮০ সাল, ৪৪ ও ৪৫ পৃষ্ঠা]”

এ উদ্ভিন্ন আশি এই মর্মে আর এক প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে সকল বা অন্ততঃ একজন কুমারী আবেদন না করিলে শাস্তিভঙ্গ হেতু কার্গাধাক নিযুক্ত করা হইবে না। আমার এরূপ প্রস্তাব করার কারণ এই যে আশি বিবেচনা করিয়াছিলাম যে এরূপ নিয়ম স্থাপিত না করিলে আবেদনের মিচ্ছরই দেখা উচিত যে সমস্ত এজমালী মহালে ও যেস্থলে দ্রাবড়েরা জমিদারকে বিবর্ত্ত করিবার জন্য শাস্তিতত্ত্ব অপরাধে কোজনারী যোকদ্দমা ককু করিয়া হারিয়া গিয়াছে সেই সকল স্থলে প্রজারা এজমালী কার্গাধাক প্রাপ্তির জন্য আবেদন করে। এরূপ বিষয়ে দেওয়ানী আদালত অশেকা কোজনারী আদালত সূচক রূপে কার্গা করিতে পারে, কারণ শাস্তিতত্ত্ব নিবারণার্থ কোজনারী আদালতের উপর যেসকল ক্ষমতা দেওয়া আছে তাহা দেওয়ানী আদালতের উপর এক্ষণে যেসকল ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব হইতেছে তাহা অশেকা অনেক অধিক পরিমাণে কার্গাকর।

সিলেক্ট কমিটিতে আমার তৃতীয় প্রস্তাব এই ছিল যে কার্ধ্যাধ্যক্ষ সমস্ত এজমানী ছাত্রাদিদের সম্বন্ধে ব্যক্তিরূপে কোনমতে খাজানা দ্রব করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন না। আমার মত এই যে, আমে কার্ধ্যাধ্যক্ষের স্বার্থ কিংকালের মিথি ও মাত্র, যে গবর্ণমেন্ট কার্ধ্যাকারক তাঁহার তত্ত্বাবধানে করিবেন তাঁহার কার্ধ্য এত অধিক যে এবিষয়ের তত্ত্বাবধানে মনোযোগ নিবারণ তাঁহার যথেষ্ট সময় থাকবে না। সুতরাং এতাদৃশ পাণ্ডুলিপি অনুসারে রায়হের খাজানা কমাইয়া দিয়া জমীদারকে বাৎসরিক আয় হইতে বঞ্চিত করিবার ও উক্ত রায়হদিগের নিকট কামত্বান স্বরূপ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া নিজ উন্নয় পূর্ণ করিবার পক্ষে কার্ধ্যাধ্যক্ষের চরৎকার সুবিধা হইবে। কেবল আমার মত যে এরূপ তাহা নহে, যাঁহারা কিঞ্চিৎ যত্ন করিয়া এবিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন, ভূমিসম্পত্তির তত্ত্বাবধানে যাঁহাদের কিছুমাত্র অতিজ্ঞতা আছে এবং যাঁহারা এবিষয়ে রায়পুত্র-দিগের মত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল নাই, তাঁহারাও আমার সহিত একমত হইবেন। এরূপস্থলে গবর্ণমেন্ট কিরূপ নোক্তের মধ্য হইতে কার্ধ্যাধ্যক্ষ সংগ্রহ করিতে পারেন? এরূপ চাকরীর ঘেরূপ বেতন তাহাতে গবর্ণমেন্ট যে জেনী হইতে আমীন ও পুলিশ ইন্সপেক্টর নিযুক্ত করেন সেই জেনীহইতেই কার্ধ্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন। আর কে না জানে যে আমীন ও পুলিশ ইন্সপেক্টরই একেশের একটী প্রধান বালাই। এরূপ চাকরিতে ঘেরূপ অল্প বেতন হইবার সম্ভাবনা, তাহাতে গবর্ণমেন্ট কার্ধ্যাধ্যক্ষ করিবার জন্য উক্ত জেনীর দেশীয় তত্ত্বালোক পাইবেন এরূপ ভরসা একেবারেই নাই। সাধারণতঃ এজমানী ছাত্রাদিদের আর অতি অল্প; আর আজি কালি শান্তিভঙ্গ ও গারাদের ক্ষোভদারী দণ্ড এত অধিক যে গবর্ণমেন্ট যে বহুসংখ্যক মহালের জন্য এক জন কার্ধ্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া তাঁহা চেষ্টা উপযুক্তরূপে অধিক পরিমাণে বেতন দিবেন এবং সর্বদা বিধানী লোক নিযুক্ত হয় এরূপ একদাবস্ত্য করিতে পারিবেন, তাহা সম্ভব নহে।

কর্মাধিকার ক্ষমতা ও তাঁহার সেৱন্তাৰ খৰচ সম্বন্ধে নিৰ্মম প্ৰণয়ন বিষয়ে আমি যে সকল জমীদাৰেৰ
মহিত পাঠ্যমূল্য ক'ৰিয়াছিম, তাহাদেৱে সকলেৰেই মত যে একেটা নিৰ্মম আশ্রয় আবশ্যক। কিন্তু এ বিষয়ে আমি বড়
প্ৰভাৱই কৰিয়াছিম, নিশ্চয়ই কমিটিতে তাহাৰ দুই মাজ উত্তৰ পাইয়াছি যে হাই কোৰ্টকে এ সম্বন্ধে নিৰ্মম প্ৰণয়-
মাৰ্গ অনুৰোধ কৰা হৈছে। কিন্তু জমীদাৰ জমীদাৰ, আশ্ৰয় বুলি যে কাৰ্যাধিকার ক্ষমতা পানিত থাকি উচিত
নহে এংৎ বাহাৰ একান্তৰ ক্ষমতাকৈ তাহা নিৰ্মম কৰিয়া দেওৱা উচিত। যদি সত্য সত্যই একপ বিবেচনা কৰা

হইয়া থাকে যে হাট কোর্ট ব্যবস্থাপক সভা হইতে এবিষয়ে অধিক অতিষ্ঠ, তাহা হইলে চিরকারী বন্দোবস্তে প্রতিজ্ঞা পূর্বক নিশ্চয়রূপে জমিদারদিগকে প্রমত্ত আইনসমূহ স্বত্ব সম্বন্ধীয় ইহা অপেক্ষা গুরুতর বিবরণ সকলে হাই কোর্টের সঙ্গে মুল্য করা হয় নাই কেন ?

পাণ্ডুলিপি ১২ অধ্যায়।—স্বত্বের লিপি।

বলা হইয়াছে যে কোন কোন মহালে জমিদারেরা উপযুক্ত কাগজপত্র রাখেন না। যদি এই রূপ হয়, তাহা হইলে এরূপ জমিদারীতে জরীপ ও স্বত্বের ভালরূপ লিপি আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া যে সকল মহালে কাগজপত্র নির্দোষ এবং যেখানে সম্পর্ক বিশিষ্ট সকল লোকেই তাহাদের যেরূপ কাগজপত্র আছে তাহাতে সন্তুষ্ট, সেখানেও কেন যে জমিদার ও প্রজাকে জরীপের হাঙ্গাম সহ্য করিতে হইবে তাহার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না।

সাপের প্রাচীন প্রণালীতে সকল জমিদারই নিরবিচ্ছিন্ন সময়ান্তরে তাহাদের মহালের মাপকরের এবং তাহাদের এক প্রকার নী এক প্রকারের মোটা মোটি সাপের কাগজ আছে; অনেক আবার ইহা অপেক্ষাও অধিক করেন, ইংরা যে আপন মহালের কেবল মাপ করেন তাহা নহে, গবর্ণমেন্ট মহালের যেরূপ নকশা প্রস্তুত হয় আর সেইরূপেই নকশা প্রস্তুত করিয়া রাখেন। তাহাদের কাগজপত্রে রাসতের যোড়ের সুক্ষ পরিমাণ ও ঠিক আরগা ও জমীর গুণ ও দেয় খাজানার হার দেখাইয়া দেয়।

অতি অস্পষ্ট থাকে জমিদার আবার ইহা অপেক্ষাও অধিক করেন। তাহারা প্রত্যেক রাসতকে তাহার ক্ষেত্রে বিশেষ বিবরণ ইত্যাদি বুঝাইয়া দিয়া খাতাবন্ধীতে তাহাদিগকে স্বাক্ষর করাইয়া লন। জমিদারের পক্ষে ইহা বড় সহজ ব্যাপার নহে। খালি মহালে গবর্ণমেন্ট বান্ধাবস্তুর কার্যকারকের যেরূপ হাণ্ডির করণের কনফার্ম আছে, তাহার সে কনফার্ম নাই; সুতরাং তাহাকে বিস্তার ব্যয় করিতে হয় ও সুতরাং তাহার কষ্টের ইয়ত্তা থাকে না।

এরূপ অবস্থায় কি বলা যাইতে পারে যে, সমস্ত দেশটা জরীপ করার আবশ্যকতা আছে? অন্ততঃ যে সকল জমিদারের নির্দোষ কাগজপত্র আছে তাহাদিগকে আমার বিবেচনার অব্যাহতি দেওয়া উচিত।

আমার প্রস্তাব এই যে যদি জরীপ করিতে হয় যে সকল গ্রামে জমিদার ও রাসত উভয়েই জরীপ হওয়া ইচ্ছা করে এমন সব গ্রামেই উৎপত্তি দাত দেওয়া উচিত; কি বিচারে যে বাহারা ঠিক করে না তাহাদের শিরেও জরীপের খরচা চাপান হয় আর তাহা বৃদ্ধিতে পারি না। জরীপে তাহাদের উপকার না হইয়া অসন্তোষ মাত্র। বোকদ্দমার উৎপত্তি হইবে।

১৮৭৬ সালে জমিদারদিগকে স্বত্ব রেজিস্ট্রী করিতে বাধ্য করার জন্য আইন পাস হয়। ইহাতে যে কি পরিমাণে বোকদ্দমার উৎপত্তি হয় তাহা আমরা সকলেই জানি। যেসকল লোকের কিছুমাত্র স্বত্ব ছিল না তাহারা ও কোন না কোন রূপ স্বত্ব সাব্যস্ত করাইবার জন্য অগ্রসর হইল, তাহার ফল এই হইয়াছে যে যদিও এট আইন পাস হওয়ার পর আট বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, তথাপি অনেক বোকদ্দমার এখনও নিষ্পত্তি হয় নাই, এমন অনেক জমিদার আছেন তাহাদের সম্পত্তিতে যতদূর সম্ভব উৎকৃষ্ট স্বত্ব থাকিলেও এরূপ বোকদ্দমার চুপরিহার্য চিন্তার উপর অনর্থক অনেক খরচপত্র করিতে হইয়াছে।

জমিদারেরা সমস্ত অধিবাসীর শতকরা এক জন ও নহে, তাহাদের স্বত্ব রেজিস্ট্রী করিতে গিয়াই এই হইল।

যদি এত অস্পষ্ট থাকে লোকের স্বত্ব রেজিস্ট্রী করিতে আট বৎসর কালও অস্পষ্ট সময় বলিয়া গণ্য হইল, তাহাহইলে প্রজার স্বত্ব রেজিস্ট্রী করিতে কি তাহার দশগুণ অধিক সময় লাগিবে না? খাজানা ও বেহারের আর সমস্ত অধিবাসীও প্রজা। এবিষয়ে যেরূপ অনুসন্ধানের প্রয়োজন তাহাতে যে কীৰ্ণনময় লাগিবে এই সমস্ত সময় বলিয়া বোকদ্দমা, ব্যয়, হরণ ও চিন্তায় কি সকল প্রণয়ী লোকেরই ক্ষতি হইবে না?

এই সকল কারণে আমার বোধ হয়, যে সকল গ্রামে সম্পর্কবিশিষ্টলোকে গবর্ণমেন্টের দিকট জরীপের প্রার্থনা করে তদ্বিত্ত অন্য গ্রামে জরীপ প্রবর্তিত করা আবশ্যক।

জমিদারের রেজিস্ট্রী।—খাজানা বা নিজজমী।

আমার পুরোধা মহোদয়ী রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর তাহার মতভেদপ্রকাশকালে এরূপ দক্ষতা সহকারে এই বিষয়ে লিখিয়াছেন যে তাহাতে আমার আর অধিক কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই। আমি কেবলমাত্র বলিব যে এবিষয়ে তাহার সহিত আমার মত সম্পূর্ণরূপে এক।

পাণ্ডুলিপি ১৩ অধ্যায়।—কোঁক ও খাজানা আদায়।

চারিদিক হইতে সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে খাজানা আদায়ের পক্ষে এখন জমিদারদিগের যে উপায় আছে তাহা অপেক্ষা শীঘ্রকর ও অর্থাৎ উপায় হওয়া আবশ্যক এবং যে স্থলে প্রজারা ধর্ম্মদণ্ড করিয়া খাজানা দেওয়া বন্ধ করে সে স্থলে বর্তমান আইন সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর। সার্বভৌমত্বের ন্যায় প্রধান প্রাধানিক ব্যক্তি ও যে সকল মহালে “খাজানা দিব না,” বলিয়া চ্যুৎকার একবার উঠে, তাহার জমিদারের বিজ্ঞাটের কথা স্বীকার করিয়াছেন, এমন কি বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের গড় আয়ুসারী মাসের মন্তব্যালিপিতেও এরূপ প্রজাটের কথা স্বীকার করা হইয়াছে।

এই অন্য আমরা (জমিদারবর্গ) স্বভাবতঃই ভয়ানক করিয়াছিলাম যে এই উদ্দেশ্যে আমাদিগকে খাজানা আদায়ের পক্ষে অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু আমরা এবিষয়ে অত্যন্ত নিরাশ হইয়াছি, এবং যদি এই পাণ্ডুলিপি এখন যে ভাবে আছে এই ভাবেই পাল হয়, তাহা হইলে এখনকার অপেক্ষা আমাদের অবস্থা

ধারণা করিয়া পড়িবে। কারণ আমাদের আইনসমূহ খাজানা আদায়ের সরাসরি ও বায়শূন্য উপায় বিধান না করিয়া ইহা দ্বারা কার্যতঃ যে ক্রোক একমাত্র নিশ্চিত, সুবিচার সমুদয় ও বায়শূন্য কার্যপ্রণালী আমাদের এখনও আছে, তাহা রহিত করা হইতেছে।

বর্তমান আইনে বিধান আছে যে রায়তের খাজানা বাকী পড়িলে জমিদার নিজের লোকের দ্বারা তাহাদের বাকী খাজানার বিবরণ লিখিয়া নোটিশ জারী করিয়া শস্য ক্রোক করিতে পারেন। দেশের প্রান্তবর্তী যে সকল স্থানের জমিদারের মধ্যে অনেকেই ইংরাজ রাজত্বের অধীন নহে এবং এতদ্বারা সন্তোষ ইংরাজদের দেওয়ানী আদালতের বিচারাপত্তা অতিক্রম করিতে পারে এবং পূর্ণিয়া জিলার অন্তর্গত কুশী দিরাড়ার মত বিত্তীয় যে সকল বিত্তীয় ভূখণ্ডের প্রচারী অল্প খাজানার অবস্থায় থাকে এবং এক ফসলের অধিক কান এক জারগার বান করে না, তাহার এই এক মাত্র প্রণালী সম্ভবপর।

এরূপস্থলে এক দিনের বিশেষ বিস্তার হানি হয়, যদি রায়তের খাজানা দিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে শস্য পাকিয়ামাত্র ক্রোক করিতে হইবে এবং খাজানা না দিয়া শস্য কাটিবার উপযুক্ত সময় তাহাদিগকে দেওয়া উচিত নহে, যেহেতু ফসল কাটিয়া ফেলিয়া মাত্র তাহার ত্রিদিবসেরমত গ্রাম ত্যাগ করিয়া যায়।

যাহা হউক, এই পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তাব হইয়াছে তাবিয়াতে ভূমি ক. বিবরণের প্রত্যেক স্থলে দেওয়ানী আদালতে আবেদন করা আবশ্যক এবং শস্য আদালতের সহায়তা দ্বিতীয় ক্রোক হইবে না। ইহাতে আদালতের কমচারীর ক্রোক করণার্থ সেইস্থানে পাঁছবার পূর্বে রায়তকে ফসল কাটিয়া লইয়া পলায়ন করিবার যথেষ্ট সময় দেওয়া হইবে, এরূপ কার্যপ্রণালীতে যে জমিদারের উপর কেবল কোটকী ও অন্যান্য যে সকল আদালতের লোক নিয়োগ করিতেই হইবে, তাহার জন্য সূত্র ও অতিরিক্ত খরচার ভার চাপান হইবে এরূপ নহে, ইহাতে আরও ফল এই হইবে যে এই যে সকল অল্প খাজানার জমিদার কর্তন হইবা মাত্র গ্রাম ত্যাগ করিয়া যায়, তাহাদের নিকট, খাজানা আদায় করিবার জমিদারের কোন ক্ষমতা থাকিবে না। দেওয়ানী মোকদ্দমা জুজুগাই তাহার একমাত্র প্রতিকারের উপায় থাকিবে, কিন্তু যে রায়তের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিতে হইবে তিনি হয়ত সে কোথায় থাকে তাহাও জানেন না এবং যদি তাহার নামে ডিক্রী পাইতে সমর্থ হন সে ডিক্রী জারী করা প্রায় অসম্ভব হইবে।

আমার বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ করিবার কথা এই যে, অত্যন্ত আবশ্যক, বলিয়া স্বীকৃত হওয়াতে জমিদারের খাজানা আদায়ের অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়াই যে পাণ্ডুলিপির একটি প্রকাশ্য উদ্দেশ্য, সিলেট কমিটির হাত দিয়া সেই পাণ্ডুলিপি এমন আকারে বাহির হইল যে এরূপ করা দূরে থাকুক এখনও যে কষ্ট আছে তাহা বর্জিত করা হইয়াছে এবং এখন যে একটু উপায় আছে তাহাও লোপ করা হইতেছে ইহা আমার অত্যন্ত আশ্চর্য বোধ হয়।

জমিদারেরাই তাহাদের অংশের গবর্ণমেন্টের রাজস্ব প্রদানের জন্য দায়ী। তাহার রায়তের নিকট এই রাজস্ব আদায় করিয়া থাকে। তাহার যত্নে গবর্ণমেন্টের রাজস্ব আদায় করে এরূপ নহে। সংগতি তাহাদিগকে রায়তদের নিকট হইতে রায়তের দেয় কোন কোন গবর্ণমেন্টের কর আদায় করিতে হইতেছে। এবং যদি গবর্ণমেন্টের রাজস্ব দিবার জন্য অবধারিত দিবসের সূর্যাস্তের পূর্বে তাহার গবর্ণমেন্টের পাওনা না দিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার সরাসরি নোশানের দায়ী হইবে এবং তাহাদের সম্পত্তি হইতে বিদূরিত হইবে। অথচ গবর্ণমেন্টকে হিভে এক দিনের অন্তর্গত হইলে যাহার জন্য এত গুরুতর শাস্তি অবশ্য ভোগ করিতে হইবে রায়তদের নিকট হইতে তাহা নিশ্চয়রূপে পাইবার কোন উপায় করিয়া দেওয়া হইবে না।

একদম আইনের যে অবস্থা তাহার কার্য প্রকৃত প্রস্তাবে এইরূপ হইতেছে; বর্তমান আইনে দোষ আছে বলিয়া ভূস্বামী তাহার রায়তের নিকট হইতে আইনমত খাজানা আদায় করিতে অসমর্থ হওয়াতে তাহার নিজের কিছুনা দোষ না থাকিলেও তাহার পিতৃপুরুষগত সম্পত্তি বিক্রীত ও সে উহা হইতে বঞ্চিত হইতে পারে। অথচ আমি পূর্বে দেখাইয়া দিয়াছি যে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি আইনের সেই দোষ বর্জিত করিয়া দিতেছে।

যে আইনে গবর্ণমেন্টের রাজস্বের অতি অল্প অংশমাত্র বাকী পড়ায় বড় বড় মহাল বিক্রীত হওয়ার বিধান করিতেছে সে আইনের আবশ্যকতা ও সুবিচার বিষয়ে আমার এক যুক্তির জন্যও প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা নাই, আমি কেবল এইমাত্র দেখাইয়া দিতে ইচ্ছা করি যে গবর্ণমেন্ট যখন নিজের হস্তে সরাসরি বিক্রয়ের ক্ষমতা রাখিয়া দিয়াছেন, তখন জমিদারকে রায়তের নিকট খাজানা আদায়ের জন্য সরাসরি ক্ষমতা দিতে অস্বীকার করার জমিদারের গবর্ণমেন্টের সুবিচারের অর্থাৎ উচিত বলিয়া মনে করে।

নিজের মহাল অর্থাৎ খাসমহালের জন্য নিজের মত বিশেষ আইন রাখার, গবর্ণমেন্টে নিজের খাজানা আদায় সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের অধিকারতা স্বীকার করেন; আর যদি গবর্ণমেন্টের পক্ষে এইরূপ নিয়মই প্রয়োগ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেইরূপ নিয়ম আমাদের পক্ষেও প্রযোজ্য। আমার একান্ত ভরসা যে এবিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবার পূর্বে বিশেষ মনোযোগের সহিত এবিষয়ের পর্যালোচনা করা কর্তব্য, কারণ ইহাতে বেহারস্থ জমিদারবর্গের অধিকাংশেরই ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

১৭ খ অধ্যায়।—চুক্তির স্বাধীনতা।

জমিদার ও রায়তের মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা উঠাইয়া দিবার ও অধুনা বর্তমান সমস্ত চুক্তি খণ্ডন করিয়া দিবার চেষ্টাও আমি সম্পূর্ণ বিরোধী, একথা আমি বিশেষ করিয়া বলিতে ইচ্ছা করি। বর্তমান চুক্তি খণ্ডন করা হয়, তখন গবর্ণমেন্টের কথার ঠিক আছে বলিয়া চুক্তিকারীদের বিশ্বাস ছিল এবং গবর্ণমেন্টও বিশেষরূপে এই সকল চুক্তি আইনসমুহ করিয়া এবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন।

আমি বিশেষ কারণ বলিতে চাহি যে এই সকল চুক্তি চত্রেতে যে অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে বলি হয়, তাহা কিছুমাত্র প্রমাণ দেখান হয় নাই। অথবা জমিদারেরা যে এইরূপ চুক্তির আশা করিয়া বহুদায় অসম্মিহান কৃষক কুলের ক্ষতি করিয়াছেন তাঁহাদের কোন প্রমাণ নাই। অতএব যতক্ষণ এক্ষণে অনিষ্ট যে অত্যন্ত অধিক হইয়াছে এবং যত চূড়ান্ত প্রমাণ না দেওয়া হয়, ততক্ষণ পরস্পরের সম্মতি ক্রমে ও গদ্য-লেখ্যে অত্যন্ত অসুগতির দর্শন যে বন্দোবস্ত ন্যায্যরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার এক্ষণে ভয়ানক ভীতিচূর্ণ করা নাই হয়।

জমিদার ও নায়কের মধ্যে যত চুক্তি হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে রাষ্ট্রের ক্ষতি চত্রেতে যে গঠিত হইয়াছে তাহা নষ্ট হইয়াছে এবং তাহা ও স্থানীয় প্রজাদের মধ্যে আরও হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু এক্ষণে তাঁহাদের সম্পূর্ণকণে অসম্মিহান কারণ অনেক স্থান চুক্তি দ্বারা স্ট্রাক্চরপেট্রায়ের স্থিতি হয়। আরও জমিদারেরা যে যত কাজ করায় অনেক উপকার প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে চুক্তিতে সম্ভবতঃ কোন আপত্তি থাকিতে পারে না, কিন্তু তথাপি এগুলিও বন্ধ করাইবে।

উপসংহত সাধে এই সিলেট কমিটির বীমাংশের আমার যে বিশেষ আপত্তি আছে, তাহা আমি লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি; কারণ আমার বিশেষত্ব এক্ষণে শুকতরায়ের যোগ্যতা না হইয়া সিদ্ধান্ত করিয়া উঠা যায়, আমরা এক্ষণে উপযুক্ত উপকরণ পাই নাই।

যে সকল কারণের কথা বলি হইল, যাঁহাদের জন্য কেবল যে গবর্নমেন্টের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও হুমাসিয়ারের হানি করণরূপ উৎকট উপায় অবলম্বন করাই আবশ্যিক তাহা নহে, যাঁহাদের জন্য এমন এক অসম্পূর্ণ আইনের অবতারণা করা হইল যে গবর্নমেন্টের আইনের সভাসদ উহা উত্থাপিত করার সময় নিতাই স্বীকার করিলেন যে ইহাতে যে বর্তমান কৃষক জোঁড় উপকারার্থ বিশেষ করিয়া এই আইন পাস করা হইবে তাহাদের লোপ হইবার এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে কোন আইন দ্বারা রক্ষিত নহে এক্ষণে এক নূতন কৃষক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইবার ও আবার তৎকালীন ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা উৎপাদিত অনিষ্ট সমূহের প্রতিবাদার্থ আর একবার সময় দেশটাকে আন্দোলন ও ক্রমে নিমজ্জিত করিতে হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল কারণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্বন্ধে আমরা দেব নিকট পরিষ্কার প্রমাণ দেওয়া উচিত ছিল।

আমি নির্বন্ধ সহকারে বলিতে চাহি যে যদি ভূমিধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধে নিয়ম ও তৎবিশেষের সুবাবস্থা করণার্থ পাণ্ডুলিপি আবশ্যিক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে এই পাণ্ডুলিপি এক্ষণে তৎবে সম্পন্ন করিতে হইবে ও এক্ষণে প্রস্তুত করিতে হইবে যে ভবিষ্যতে গোলযোগ উৎপন্ন না করিয়া চিরকালের মত এবিষয় সীমাংসা করিয়া দেয়।

আরও আমার মত এই যে অধিকাংশ বিষয়ে প্রমাণ গ্রহণ ব্যতিরেকে সিলেট কমিটিতে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে রীতিমত বিচার করা অসম্ভব হইয়াছিল। প্রমাণ না দেওয়ার এবং স্থিতিশীল বিষয়ক যথার্থ সংবাদ আমাদের নিকট না দেওয়ার, ও এই সকল সংবাদের পরীক্ষা না হওয়ার, আমাদের বানানুবাদ সন্তোষজনক হয় নাই এবং যে সীমাংসায় উপনীত হওয়া গিয়াছে তাহা উপযুক্ত প্রমাণের উপর স্থাপিত নহে।

১৮৮৪ সাল ১ অক্টোবর।

স্বাক্ষর।

সন্দেহের অসুবাদ।



মুখ্য বেতারের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত আদায়, আয়গীরদার, ক্রোড়ী কার্যকারক ও নিয়ামগণ বিদিত হউন। সমস্ত লোক যাঁহাদের আজ্ঞাকারী সেই বাদশাহের আজ্ঞাক্রমে উক্ত বেতারের সুবাব অধুগত মুজের সরকারের ধর্মপুত্র পরগনা ও ত্রিহুত সরকারের দেহাত পরগনা আনুযোজিত ইনাম রক্ষা প্রতি স্বাক্ষর সহিত রাজা মধু সিংহকে দৃঢ়তর করিয়া দেওয়া গেল। (রাজা মধু সিংহের জমিদারী উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি প্রাপ্ত হওয়া, তথা এক্ষণে হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা গেল) নিয়ামতের কারপারদাজ ও কার্যকারকগণ এই রাজাকে তাঁহার রাজত্ব যতদিন থাকে চিরস্থায়ী জমিদার স্বীকার করে, তাঁহাকে জমিদারী স্বত্ত্ব বজায় রাখে তাঁহার সমস্ত তলবে টাকা আদায় করিয়া দেওয়া এবং যদি তিনি রাজত্ব ও রাষ্ট্রের হিতৈষী হন তবে ইহার পরামর্শ লইয়া কার্য করে, ইহা আবশ্যিক। আরও এই মহামান্য সন্দেহের অসুবাদী হইয়া তাহারা ইহার আজ্ঞাসুগারে ঠিক ঠিক কার্য করিবে এবং বৎসরান্তর সবীকৃত গদ্য পাঠিল করার জন্য আজ্ঞা করিবে না।

অভিষেকের ৪২ বৎসরের ২৯ শাওরাল

ডি. ফিট্জগাটিক,
স্বাক্ষরকারী গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L.,
Bengali Translator.



গবর্ণমেন্ট গেজেট



TUESDAY, MAY 6, 1884.

বঙ্গাব্দ, ১৮৮৪ সাল ৬ মে।

CONTENTS.

	PAGE.	নির্ঘণ্ট।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India...	57—59	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	৫৭—৫৯
PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut.-Governor of Bengal ...	431—449	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	৪৩১—৪৪৯
PART III.—Acts of the Legislative Council of India ...	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	নাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India ...	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council ...	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	নাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council ...	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	নাই।
PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue ...	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও বেবিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র ...	নাই।
PART VIII.—Advertisements ...	451—457	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহাফ প্রতৃতি ...	৪৫১—৪৫৭
SUPPLEMENT ...	Nil.	পাণ্ডুলিপি গবর্ণমেন্ট গেজেট ...	নাই।

PART I.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রতৃতি।

HOME DEPARTMENT.

NOTIFICATION.—JUDICIAL.

Simla, the 21th April 1884.

No. 553.—The Honorable W. Macpherson, c.s., took his seat as Officiating Judge of the High Court of Judicature at Fort Willam in Bengal, on the forenoon of the 8th instant.

No. 555.—The Honorable H. Beverley, c.s., took his seat as Officiating Judge of the High Court of Judicature at Fort William in Bengal, on the forenoon of the 9th instant.

A. MACKENZIE,
Secretary to the Govt. of India.

FOREIGN DEPARTMENT.

NOTIFICATION.—POLITICAL.

Simla, the 19th April 1884.

No. 11097.—His Excellency the Viceroy and Governor General is pleased to confer upon Babu Nobo Kisto Ghose, late an Assistant Superintendent of Police under the Government of Bengal, the title of "Rai Bahadur" as a personal distinction.

C. GRANT,
Secy. to the Govt. of India.

DEPARTMENT OF FINANCE AND COMMERCE.

NOTIFICATION.

Simla, the 25th April 1884.

No. 507 —Privilege leave for three months having been granted to Babu Rajanath Ray, Officiating Assistant Comptroller-General, and Mr. T. H. Biggs having been appointed to officiate as Assistant Comptroller-General in consequence, Babu Rajanath Ray made over and Mr. T. H. Biggs received charge of the duties of Assistant Comptroller-General after noon on the 5th April 1884.

No. 615.—Mr. R. H. Kelly having been appointed to officiate as Post Master, Calcutt during the absence, on privilege leave, of Mr. E. Hutson, assumed charge of the duties of his appointment after noon on the 14th April 1884.

D. M. BARBOUR,
Secy. to the Govt. of India.

হোম ডিপার্টমেন্ট ।

বিজ্ঞাপন—জুডিশ্যল ।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ১৪ অপ্রিল ।

৫৫৩ নম্বর ।—মান্যবর জীযুত ডবলিউ. মাকফারসন সাহেব, সি, এস. এই মাসের ৮ তারিখের পূর্বাহ্নে বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের একটিং জজ্বরূপ স্থায়ী আসন গ্রহণ করিলেন ।

৫৫৫ নম্বর ।—মান্যবর জীযুত এচ. বেবর্লী সাহেব, সি, এস. এই মাসের ৯ তারিখের পূর্বাহ্নে বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের একটিং জজ্বরূপ স্থায়ী আসন গ্রহণ করিলেন ।

এ, মাকেঞ্জি.

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী ।

ফরিন ডিপার্টমেন্ট ।

বিজ্ঞাপন ।—পোলিটিকাল ।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ১৯ অপ্রিল ।

১৫৯৯ নম্বর ।—মজিষ্ট্রেট জীযুত রাজপ্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনরল সাহেব এঙ্গলদেশের গবর্ণমেন্টের অধীন পোলিসের তৎপূর্ব অ্যামিটাট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জীযুত বাবু নবকৃষ্ণ ঘোষের স্বকীয় সম্মানার্থে তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করিলেন ।

সি, এন্ট.

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী ।

রাজস্ব ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় কাগ্যবিভাগ ।

বিজ্ঞাপন ।

সিমলা, ১৮৮৫ সাল ১৫ অপ্রিল ।

৫৫৭ নম্বর ।—একটিং অ্যামিটাট কন্ট্রোলর জেনরল জীযুত বাবু রজনীনাথ সাক্ষে কলিকাতার জল-প্রকল্প দ্বিতীয়ে প্রযুক্ত জীযুত ডি. এস. বিগস সাহেব অ্যামিটাট কন্ট্রোলর জেনরলের কক্ষ করিতে নিযুক্ত হওয়াতে জীযুত বাবু রজনীনাথ রায় ১৮৮৪ সালের ৫ অপ্রিলের অপরাহ্নে জীযুত ডি. এস. বিগস সাহেবের প্রতি অ্যামিটাট কন্ট্রোলর জেনরলের কক্ষের ভার অর্পণ করিলেন, ও তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন ।

৬১৫ নম্বর ।—জীযুত ডি. ইটন সাহেবের অনুগ্রহে দ্বিতীয়ে প্রযুক্ত অনুপস্থিতিশালী জীযুত আর. এ. কেলী সাহেব কলিকাতার পোস্ট-অফিসের কক্ষ করিতে নিযুক্ত হওয়া ১৮৮৪ সালের ১৪ অপ্রিলের অপরাহ্নে আপন কর্মের ভার গ্রহণ করিলেন ।

ডি. এস. বারবর.

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY MAY 6, 1884.

বঙ্গাব্দ, ১৮৮৪ সাল ৬ মে

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দেশ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVEROR OF BENGAL.

No. 1980 A.

GENERAL.—*The 16th April 1884.*—Baboo Gunga Narain Roy, M.A., Temporary Sub-Deputy Collector, Nuddea, is appointed to act, until further orders, as a Deputy Magistrate and Deputy Collector, and is posted to the sudder station of the Bogra district.

Baboo Hurry Pado Ghose is appointed temporarily to be a Sub-Deputy Collector of the fourth grade, *vice* Baboo Gunga Narain Roy, and is posted to the Chittagong Hill Tracts district for employment on survey and settlement work in that district.

Moulvie Azhurul Huq, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sewan, Sarun, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

Moulvie Mobaruck Ali, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sarun, is transferred temporarily to Sewan in that district, during the absence, on leave, of Moulvie Azhurul Huq, or until further orders.

Mr. C. F. Worsley, Officiating Magistrate and Collector, Chumparun, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 12th May next.

Mr. E. R. Henry, Joint-Magistrate and Deputy Collector, Chumparun, is appointed to act as Magistrate and Collector of that district, during the absence, on leave, of Mr. C. F. Worsley, or until further orders.

Mr. E. R. Middleton, Deputy Magistrate and Deputy Collector, is allowed furlough for one year, under section 132, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 20th instant.

The 17th April 1884.—Mr. J. C. Lloyd, Sub-Deputy Collector, Hooghly, is transferred to the Bogra district.

In modification of the order of the 26th ultimo, Mr. A. C. Tute, Temporary Joint-Magistrate and Deputy Collector, Dinagepore, is appointed to act as Magistrate and Collector of that district, during the absence, on deputation, of Mr. T. E. Coxhead, or until further orders, with effect from the 22nd idem.

The 21st April 1884.—The services of Mr. E. G. Colvin, Assistant Magistrate and Collector, 24-Pergunnahs, are placed temporarily at the disposal of the Government of India in the Home Department.

Baboo Grish Chuander Sircar, Sub-Deputy Collector, Julpigoree, is transferred to Rungpore, with effect from the date on which he joined his appointment.

The 22nd April 1884.—Mr. J. Mouro, Commissioner of the Presidency Division, has been granted by the Right Hon'ble the Secretary of State for India an extension of furlough for six months.

The undermentioned officers reported their departure from India, on furlough, on the 6th instant:—

Mr. H. L. Oliphant.

|

Mr. A. A. Wace.

Baboo Sheonundun Lal Roy, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Patna, is allowed leave for fifteen days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

Mr. F. W. V. Peterson, District and Sessions Judge, Jessore, is allowed leave for three months, under the note under rule 2, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 6th May 1884.

Mr. A. W. Mackie, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Lohardugga, is appointed to act as District and Sessions Judge of Jessore, during the absence, on leave, of Mr. F. W. V. Peterson, or until further orders.

[*Government Gazette, 6th May 1884.*]

বঙ্গদেশের জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ ।

১৮৮০ A লম্বর ।

সাধারণ ।—১৮৮৪ সাল ১৬ আশ্বিন ।—নদীয়ার কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বাবু গঙ্গানারায়ণ রায়, এম, এ, যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া বগুড়া জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন ;

জীয়ুত বাবু গঙ্গানারায়ণ রায়ের পরিবর্তে জীয়ুত বাবু হরিপদ ঘোষ কিয়ৎকালের নিমিত্ত চতুর্থ শ্রেণীর সব-ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়া চট্টগ্রামের পূর্বতীয় প্রদেশ জিলা জরীপ ও বন্দোবস্তের কার্যে নিযুক্ত হওয়াবর্তে উক্ত জিলায় অবস্থাপিত হইলেন ।

সারণের অন্তর্গত সেওয়ারের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত মোলবী আবাকুল হক যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্যকারকের দুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন ।

জীয়ুত মোলবী আবাকুল হকের দুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, সারণের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত মোলবী মবারক আলি, কিয়ৎকালের অন্তর্গত জিলায় অন্তর্গত সেওয়ারে অবস্থাপিত হইলেন ।

চান্দারনের একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জীয়ুত সি, এক, ওসলী সাহেব সিবিল কার্যকারকের দুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে আশামি যে মাসের ১২ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন ।

জীয়ুত সি, এক, ওসলী সাহেবের দুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, চান্দারনের আইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত ই, আর, হেমরি সাহেব উক্ত জিলায় মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত ই, আর, মিডলটন সাহেব সিবিল কার্যকারকের দুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১০২ ধারামতে এই মাসের ২০ তারিখ অবধি এক বৎসরের নিয়মিত ছুটি পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৭ আশ্বিন ।—জুগলী সব-ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত জে, সি, লরড সাহেব বগুড়া জিলার প্রেরিত হইলেন ।

গত মাসের ২৬ তারিখের আজ্ঞা পরিবর্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল । রাজকাঁছোপলক্ষে জীয়ুত টি ই, কল্লভেড সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, দিমানপুরের কিয়ৎকালীন আইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত এ, সি, টুটে সাহেব উক্ত মাসের ২২ তারিখ অবধি উক্ত জিলায় মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ২১ আশ্বিন ।—২৪ পরগনার আন্সিফোর্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জীয়ুত ই, জি কলবিন সাহেব কিয়ৎকালের নিমিত্ত হোম ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন ।

মলপাইগুড়ির সব-ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বাবু গিরীশচন্দ্র সরকার রঙ্গপুর জিলার স্বীয় কর্ম গ্রহণের তারিখ অবধি তথায় প্রেরিত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ২২ আশ্বিন ।—ভারতবর্ষের পক্ষে মহিমবর জীয়ুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেব রাজধানী খণ্ডের কমিশনার জীয়ুত জে, মনরো সাহেবকে আর ছয় মাসের নিয়মিত ছুটি দিরাছেন ।

নিম্নলিখিত কার্যকারকেরা নিয়মিত ছুটি লইয়া এই মাসের ১ তারিখে ভারতবর্ষবহিতে স্বয়ং গমনের নিয়োগ করেন ।—

জীয়ুত এচ, এল, অলিফান্ট সাহেব । | জীয়ুত এ, এ ওয়েন সাহেব ।

পাটনার কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বাবু শিবনন্দনলাল রায়, যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্যকারকের দুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে পনের দিনের ছুটি পাইলেন ।

যশোহরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জীয়ুত এক, ডবলিউ বি, পিটরসন সাহেব সিবিল কার্যকারকের দুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ২ প্রকরণের তদভাগের মন্তব্যমতে ১৮৮৪ সালের ৬ মে অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন ।

জীয়ুত এক, ডবলিউ, পিটরসন সাহেবের দুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মোহারডগার একটিং আইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত এ, ডবলিউ, মেনাথ সাহেব যশোহরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

[গবর্নমেন্ট সেক্রেট । ১৮৮৪ । ৬ মে ।]

Moulvie Sugat Ali Ahmed, Sub-Deputy Collector, Tumlook, Midnapore, is allowed leave for two months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may be relieved.

The 23rd April 1884.—Mr. G. C. Kilby, Deputy Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs, is allowed furlough for 18 months, under sections 50 and 92 of the Civil Leave Code, with effect from the 29th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Mr. Gordon Leith, Barrister-at-Law, is appointed to act as Deputy Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs under this Government, during the absence, on leave, of Mr. G. C. Kilby, or until further orders.

The 24th April 1884.—Mr. C. W. Bolton, Under-Secretary to the Government of Bengal, is appointed to act as Magistrate and Collector of Pubna, during the absence, on deputation, of Mr. E. G. Glazier, or until further orders.

This cancels the order of the 1st instant, appointing Mr. R. Cornish, Joint-Magistrate and Deputy Collector, Midnapore, to act as Magistrate and Collector of Pubna.

Baboo Troylucko Nath Sen, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Muddehpoorah Bhagulpore, is transferred to Jessore, and is appointed to have charge of the Bongong sub-division of that district.

Baboo Mohendro Nath Gupta, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Bongong Jessore, is transferred to the sadder station of the district of Monghyr, with effect from the date on which he joined that district.

Munshi Wajid Hossein, Temporary Sub-Deputy Collector, Hajee-pore, Mozaffer-pore, is allowed leave for one month, under section 138-2, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

The 28th April 1884.—Baboo Behary Lal Mallick, Sub-Deputy Collector, was on leave, without pay, from the 26th October to the 5th December last, inclusive.

Baboo Behary Lal Mukerjee is appointed to be a Sub-Deputy Collector of the fourth grade, *vice* Rai Wopendra Nath Dwardar, Bahadoor, retired.

Baboo Behary Lal Mukerjee will continue to be employed as a Special Deputy Collector under the Public Works Department, Railway Branch, of this Government, until further orders.

The 29th April 1884.—Baboo Upendra Chandra Moekerjee, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, on leave, is posted to the sadder station of the district of Purneah.

Mr. F. H. McLaughlin, Officiating District and Sessions Judge, Pubna, is appointed to be a District and Sessions Judge of the first grade, with effect from the 29th March last, *vice* Mr. H. Muspratt, retired.

POLICE.—*The 16th April 1884.*—Mr. J. T. Rivett-Carnac, Assistant Superintendent of Police, acted as a District Superintendent of Police in Assam from the 26th June 1882 to the 14th November 1883, inclusive.

The 29th April 1884.—Mr. J. Cowie is appointed to officiate as an Assistant Superintendent of Police.

JAILS.—*The 16th April 1884.*—Surgeon E. G. Russell is appointed, under the provisions of section 12 of Act V of 1876, to be a member of the Board of Management of the Reformatory School established at Alipore for the reception and industrial training of juvenile offenders, *vice* Dr. Nicholson, transferred.

The 17th April 1884.—In supersession of the order of the 24th December last, the late Lieutenant-Colonel R. Beadon, Superintendent of the Alipore and Russa Jails, was on furlough in India, under the furlough rules of 1868, from the 26th December 1883 to the 6th March 1884, inclusive.

EDUCATION.—*The 23rd April 1884.*—Mr. J. Van Someren Pope, M.A., Officiating Inspector of Schools, Behar Circle, is confirmed in that appointment.

[Government Gazette, 6th May 1884.]

মেদিনীপুরের অন্তর্গত তমলুকের সব-ডেপুটী কালেক্টর জি. মৌলবী মুজাফ আলি আহমদ অমায়ের প্রতি কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত করিবার তারিখ অবধি নিবিল কার্যকারীদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাসের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৩ আশ্বিন।—রাজকীয় মৌলদার ডেপুটী সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও প্রয়োজক জি. সি. কিলি সাহেব এই মাসের ২১ তারিখ অবধি অথবা তারিখ পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি নিবিল কার্যকারীদের ছুটির বিধির ৫০ ও ৯২ ধারামতে আঠার মাসের নিয়মিত ছুটি পাইলেন।

জি. সি. কিলি সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বারিফোর-আট-লা জি. সি. সাহেব এই গবর্ণমেন্টের অধীন রাজকীয় মৌলদার ডেপুটী সুপারিন্টেন্ডেন্টের ও প্রয়োজকের কর্তৃক করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৪ আশ্বিন।—রাজকাৰ্য্যোপলক্ষে জি. সি. গুজির সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী জি. সি. ডবলিউ. বোলন্টন সাহেব পাবনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্তৃক করিতে নিযুক্ত হইলেন।

মেদিনীপুরের জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি. আর. কর্নিস সাহেবকে পাবনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্তৃক করণার্থে নিযুক্ত করণ বিষয়ক এই মাসের ১ তারিখের আজ্ঞা রহিত করা গেল।

ভাগলপুরের অন্তর্গত মধুপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি. বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সেন, যশোহরে প্রেরিত হইয়া সেই জিলার অন্তর্গত বনগাঁ মজুমদার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

যশোহরের অন্তর্গত বনগাঁয়ের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি. বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মুজের জিলার কর্তৃক গৃহণের তারিখ অবধি সেই জিলার সদর মোকামে প্রেরিত হইলেন।

মজুমদারপুরের অন্তর্গত হাজিপুরের ক্রিয়াকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর জি. মুন্সী ওরাজীদ হুসেন, যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি নিবিল কার্য্যকারীদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ে ১০৮-২ ধারামতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ আশ্বিন।—সব-ডেপুটী কালেক্টর জি. বাবু বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় গত অক্টোবর মাসের ২৬ তারিখ অবধি ডিসেম্বর মাসের ৫ তারিখ পর্য্যন্ত বিনা বেতনে ছুটি লইয়াছিলেন।

জি. বাবু উপেন্দ্রনাথ দ্বারদার, বাহাদুর, কর্তৃক হইতে অবসর গ্রহণ করাতে জি. বাবু বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়, চতুর্থ শ্রেণীর সব-ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জি. বাবু বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়, যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, এই গবর্ণমেন্টের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টের রেলওয়ে শাখায় বিশেষ ডেপুটী কালেক্টররূপে নিযুক্ত থাকিবেন।

১৮৮৪ সাল ২৯ আশ্বিন।—ছুটি প্রাপ্ত একটি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি. বাবু উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পূর্ণিমা জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

জি. বাবু এচ. মস্ত্রাট সাহেব কর্তৃক হইতে অবসর গ্রহণ করাতে পাবনার একটি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জি. বাবু এফ. এচ. মাকলখলিম সাহেব গত মার্চ মাসের ২৯ তারিখ অবধি প্রথম শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের পদে নিযুক্ত হইলেন।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৬ আশ্বিন।—পোলীসের আসিষ্টেন্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. জে. টি. রিবেট কার্ণাক সাহেব ১৮৮২ সালের ২৬ জুন অবধি ১৮৮৩ সালের ১৪ নবেম্বর পর্য্যন্ত আসামের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের কর্তৃক করিয়াছেন।

১৮৮৪ সাল ২৯ আশ্বিন।—জি. জে. কোই সাহেব পোলীসের আসিষ্টেন্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের কর্তৃক করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জেলবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৬ আশ্বিন।—ভাকুর জি. সি. মিতাল সাহেব স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে সজন জি. সি. ই. সি. রসল সাহেব ১৮৭৬ সালের ৫ আইনের ১২ ধারার বিধানমতে বৃথা অপরাধিদিগকে গ্রহণ করিবার ও শিকাদিবার জন্যে আলিপুরে স্থাপিত চরিত্র সংশোধনার্থ বিদ্যালয়ের কার্য্যাব্যক্ত করণার্থ বোর্ডের মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৭ আশ্বিন।—গত ডিসেম্বর মাসের ২৪ তারিখের আজ্ঞা রহিত করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। আলিপুর ও রসা জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ভূতপূর্ব লেপ্টেনেন্ট কর্নেল জি. সি. আর. বীডন সাহেব ১৮৮৬ সালের নিয়মিত ছুটি বিষয়ক বিধিমতে ১৮৮৩ সালের ২৬ ডিসেম্বর অবধি ১৮৮৪ সালের ৯ মার্চ পর্য্যন্ত নিয়মিত ছুটি লইয়া ভারতবর্ষে ছিলেন।

শিক্ষাবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৩ আশ্বিন।—বিহারচক্রের স্কুল সমূহের একটি ইন্সপেক্টর জি. সি. জে. বাস সমেরু পোপ সাহেব, এম. এ. সেই পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৬ মে।]

FORESTS.—*The 25th April 1884.*—Mr. W. M. Green, Officiating Deputy Conservator of Forests, Chittagong, is allowed privilege leave for three days, in extension of the leave granted to him under the order of the 15th January 1884.

CUSTOMS.—*The 23rd April 1884.*—Mr. S. J. Kilby, Superintendent of the Customs Preventive Service and Sulkea Salt Golahs, is allowed furlough for six months, under section 132, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 1st May next, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Mr. J. A. P. Sneyd, Assistant Superintendent of Police, 24-Pergunnahs, is appointed to act as Superintendent of the Customs Preventive Service and Sulkea Salt Golahs, during the absence, on leave, of Mr. S. J. Kilby, or until further orders.

This cancels the order of the 4th instant, appointing Mr. Sneyd to act as District Superintendent of Police, 24-Pergunnahs, *vice* Mr. W. D. Pratt, on leave.

PORT TRUST.—*The 29th April 1884.*—Captain G. O'B. Carew, Deputy Director of the Indian Navy, is re-appointed, under the provisions of Act V (B.C.) of 1870, to be a Commissioner for making Improvements in the Port of Calcutta.

The following gentlemen are appointed, under the provisions of Act V (B.C.) of 1870, to be Commissioners for making Improvements in the Port of Calcutta:—

Mr. W. Crank, *vice* Mr. F. Prestage, resigned.

„ C. H. Moore, *vice* Mr. H. B. H. Turner.

MEDICAL.—*The 16th April 1884.*—Mr. F. J. Murphy, Medical Officer at the Sandheads, is allowed leave for one month, under section 138, rule 10, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 6th May next.

The 17th April 1884.—Surgeon R. Macrae, Civil Surgeon of Julpigoree, is allowed leave for two months and ten days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 1st May next, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Assistant Surgeon Brojo Nath Chowdry, a Supernumerary at the Presidency, is appointed to have medical charge of the civil station of Julpigoree, during the absence, on leave, of Surgeon R. Macrae, or until further orders.

The 19th April 1884.—Surgeon J. Moorhead, Civil Surgeon of Mymensingh, is allowed furlough for six months, under section 61, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he avails himself of it.

Surgeon T. R. Macdonald is appointed to act as Civil Surgeon of Mymensingh, during the absence, on furlough, of Surgeon J. Moorhead, or until further orders.

MUNICIPAL.—*The 20th April 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Rampore Beaulah Municipality of Assistant Surgeon Chunder Nath Chowdree to be their Vice-Chairman.

Baboo Bani Kunto Deb is appointed to be a Commissioner of the Utterparah Municipality, in the district of Hooghly.

The 21st April 1884.—Pandit Horo Prasad Sastri is re-appointed to be a Commissioner of the municipality of Nannatty, in the district of the 24-Pergunnahs.

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the above municipality of Baboo Chandra Shikur Gupta to be their Vice-Chairman.

The 22nd April 1884.—Mr. G. Sam, District Traffic Superintendent, East Indian Railway is appointed to be a Commissioner of the Sahabgunge Municipality, in the Sonthal, Pergunnahs district.

[*Government Gazette, 6th May 1884.*]

বনবিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ২৫ আশ্বিন ।—চট্টগ্রামের বনের একটি ডেপুটী বনরক্ষক জীযুত ডব্লিউ, এম, গ্রীন সাহেব ১৮৮৪ সালের ১৫ আশ্বিনের আজ্ঞাতে যে ছুটি শান তদতিরিক্ত তিন দিনের অনুগ্রহের ছুটি পাইলেন ।

কফিবিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ২৩ আশ্বিন ।—কফির মাসুল চুরী নিবারণ কার্যের ও শালিখার মুনগোনার সুপারিন্টেন্ডেন্ট জীযুত এম, জে, কিল্লি সাহেব আগামী মে মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১০২ ধারামতে ছয় মাসের নিয়মিত ছুটি পাইলেন ।

জীযুত এম, জে, কিল্লি সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অসুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ২৪ পরগনার পোলীসের আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জীযুত জে, এ, পি, সুইড সাহেব, কফির মাসুল চুরী নিবারণ কার্যের ও শালিখার মুনগোনার সুপারিন্টেন্ডেন্টের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

জীযুত ডব্লিউ, ডি, প্রাট সাহেব ছুটি লওয়াতে জীযুত সুইড সাহেবকে ২৪ পরগনার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের কর্ম করণার্থে নিযুক্তকালে বিষয়ক এই ন্যায়ের ৪ তারিখের আজ্ঞা প্রযোজ্য হইত করা গেল ।

পোর্টট্রাক্ট বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ২২ আশ্বিন ।—ইন্ডিয়ান নৌবাহিনীর ডেপুটী ডেপুটী কমান্ডার জীযুত জি, ও'বি কার সাহেব ১৮৮৭ সালের বঙ্গীয় ও আইনের বিধানমতে কলিকাতা বন্দরের উৎসর্গসম্পাদনার্থ কমিশনারের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন ।

নিম্নলিখিত দফায়ের ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ও আইনের বিধানমতে কলিকাতা বন্দরের উৎসর্গসম্পাদনার্থ কমিশনারের পদে নিযুক্ত হইলেন ।—

জীযুত এফ. প্রেস্টেজ সাহেব কর্ম ত্যাগ করিতে জীযুত ডব্লিউ, জেক সাহেব ।

এচ, বি, এড, টার সাহেবের পরিবর্তে জীযুত সি, এচ, মুর সাহেব ।

চিকিৎসা বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ১৩ আশ্বিন ।—গঙ্গানগরের চিকিৎসক জীযুত এফ, জে, মর্কি না-বে নামের কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১০৮ ধারার ১০ প্রকরণমতে আগামী মে মাসের ৬ তারিখ অবধি এক মাসের ছুটি পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৭ আশ্বিন ।—জলপাইগুড়ির সিবিল চিকিৎসক সর্জন জীযুত আর, মাক্রে সাহেব আগামী মে মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে ছয় মাস দশ দিনের ছুটি পাইলেন ।

সর্জন জীযুত আর, মাক্রে সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অসুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিস্ট্যান্ট সর্জন জীযুত ব্রজনাথ চৌধুরী জলপাইগুড়ির সিবিল স্টেশনের চিকিৎসা কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৯ আশ্বিন ।—ময়মনসিংহের সিবিল চিকিৎসক সর্জন জীযুত জে, মুর হেড সাহেব যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ৬১ ধারামতে ছয় মাসের নিয়মিত ছুটি পাইলেন ।

সর্জন জীযুত জে, মুর হেড সাহেবের নিয়মিত ছুটি প্রযুক্ত অসুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, সর্জন জীযুত টি, আর, মাকডনাল্ড সাহেব ময়মনসিংহের সিবিল চিকিৎসকের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

মুন্সিপাল বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ২০ আশ্বিন ।—রামপুর বোয়ালিয়া মুন্সিপালিটির কমিশনারের আসিস্ট্যান্ট সর্জন জীযুত চন্দ্রনাথ চৌধুরীকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করিতে জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

জীযুত বাবু বানীকণ্ঠ দেব ভগলী জিলার অন্তর্গত উত্তরপাড়া মুন্সিপালিটির কমিশনারের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ২১ আশ্বিন ।—জীযুত বাবু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত মৈহাটী মুন্সিপালিটির কমিশনারের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন ।

উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশনারের জীযুত বাবু চন্দ্রনাথ গুপ্তকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করায় জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ২২ আশ্বিন ।—ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ডিষ্ট্রিক্ট ট্রাফিক সুপারিন্টেন্ডেন্ট জীযুত জি, সায় সাহেব সাঁওতাল পরগনা জিলার অন্তর্গত সাহেবগঞ্জ মুন্সিপালিটির কমিশনারের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Sital Singh.

|

Baboo Haridas Marwari.

ROAD CESS.—*The 18th April 1884.*—Mr. C. Ambler is appointed to be a member of the Monghyr District Road Committee.

The following notifications are re-published from the *Assam Gazette* :—

No. 106.—The 14th April 1884.—In consequence of the return to duty of Lieutenant-Colonel T. B. Michell, Deputy Commissioner, fourth grade, who is appointed to act in the second grade of Deputy Commissioners, the following officers reverted to the grades specified against their names, with effect from the 27th February 1884 :—

To Deputy Commissioner, third grade, Mr. J. K. Wight, c.s., Officiating Deputy Commissioner, second grade.

* * * * *

To Assistant Commissioner, first grade, Mr. A. J. Primrose, c.s., Officiating Deputy Commissioner, fourth grade, with effect from the 12th March 1884.

To Assistant Commissioner, second grade, Mr. J. D. Anderson, c.s., Officiating Assistant Commissioner, first grade, from the 12th March 1884.

To Assistant Commissioner, third grade, Mr. R. S. Greenshields, c.s., Officiating Assistant Commissioner, second grade, from the 12th March 1884.

No. 107.—The following promotions are made in the Assam Commission with effect from the 1st March 1884, in consequence of the transfer of Mr. O. G. R. McWilliam, c.s., to Bengal, notified in Government of India notification, in the Home Department, No. 270, dated the 22nd December 1883 :—

* * * * *

Mr. J. Knox Wight, c.s., Assistant Commissioner, first grade, to be Deputy Commissioner, fourth grade.

* * * * *

Mr. J. Kennedy, c.s., Supernumerary Assistant Commissioner, second grade, is absorbed in that grade.

No. 111.—The 17th April 1884—In consequence of the departure, on leave, of Mr. A. J. Primrose, Officiating Assistant Commissioner, first grade :—

Mr. J. D. Anderson, Assistant Commissioner, second grade, to act in the first grade, with effect from the 23rd March 1884.

Mr. R. S. Greenshields, Assistant Commissioner, third grade, to act in the second grade, *vide* Mr. Anderson.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 18th April 1884.—Whereas a notification was published in the *Calcutta Gazette* of the 23rd January 1884, declaring the Lieutenant-Governor's intention to extend to the Bansberia Municipality, in the district of Hooghly, in accordance with the recommendation of the Commissioners made at a meeting, the provisions of sections 237, 238, 239, 240, 241, 247, 248, 251, 252, 253, 254, 255, 285, 286, 287 and 288 of Act V (B.C.) of 1876, and so much of section 235 as refers to drains only; and also to extend the provisions of section 236 of the Act to the Shahagunge and Trivancee road situated within the said Municipality, and whereas no valid objection has been raised to the proposal, the Lieutenant-Governor, in the exercise of the powers conferred upon him by section 234 of the said Act, directs that the extension shall take effect from the 1st June 1884.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Government of Bengal.

[Government Gazette, 6th May 1884.]

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশানরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।—

ক্রিয়ত বাবু শীতল সিংহ ।

| ক্রিয়ত বাবু হরিদাস মাড়ওয়ারী ।

পঞ্চকর বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৮ আশ্বিন।—ক্রিয়ত সি, আশ্বনার সাহেব মুন্সের জিলার পঞ্চ-
কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসাম গেজেটকর্তৃক উদ্ধৃত করা গেল।—

১০৬ নং।—১৮৮৪ সাল ১৪ আশ্বিন।—চতুর্থ শ্রেণীর ডেপুটী কমিশানর সেক্টরেন্ট-কর্ণেল ক্রিয়ত
টি, বি, মিচেল সাহেব ডেপুটী কমিশানরের দ্বিতীয় শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হওয়াতে তাঁহার
কর্ম প্রত্যাহার প্রযুক্ত নিম্নলিখিত কার্যকারকেরা ১৮৮৪ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ আপন
নামের পার্শ্বলিখিত শ্রেণীতে প্রত্যাহার করিলেন ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি ডেপুটী কমিশানর ক্রিয়ত জে, কে, ওয়াইট সাহেব, সি, এস, তৃতীয় শ্রেণীর
ডেপুটী কমিশানরের পদে।

* * * * *

চতুর্থ শ্রেণীর একটি ডেপুটী কমিশানর ক্রিয়ত এ, জে, প্রিন্সরোস সাহেব, সি, এস, ১৮৮৪ সালের
১২ মার্চ অবধি প্রথম শ্রেণীর আসিস্ট্যান্ট কমিশানরের পদে ।

প্রথম শ্রেণীর একটি আসিস্ট্যান্ট কমিশানর ক্রিয়ত জে, ডি, আণ্ডরসন সাহেব, সি, এস, ১৮৮৪
সালের ১০ মার্চ অবধি দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিস্ট্যান্ট কমিশানরের পদে ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি আসিস্ট্যান্ট কমিশানর ক্রিয়ত আর, এফ, গ্রোনশিলডস সাহেব, সি, এস,
১৮৮৪ সালের ১০ মার্চ অবধি তৃতীয় শ্রেণীর আসিস্ট্যান্ট কমিশানরের পদে ।

১০৭ নম্বর।—চৌম ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের ১৮৮৩ সালের ২২ ডিসেম্বরের ২৭০ নং
বিজ্ঞাপন প্রকাশিত ক্রিয়ত ও, জি, আর, মাকউলিয়াম, সি, এস, সাহেবকে বঙ্গদেশে প্রেরণের
১৮৮৪ সালের ১ মার্চ অবধি আসাম কমিশানে নিম্নলিখিত পদবুদ্ধি করা গেল ।

* * * * *

প্রথম শ্রেণীর আসিস্ট্যান্ট কমিশানর ক্রিয়ত জে, নর ওয়াইট সাহেব, সি, এস, চতুর্থ শ্রেণীর
ডেপুটী কমিশানর হইবেন ।

* * * * *

দ্বিতীয় শ্রেণীর অতিরিক্ত আসিস্ট্যান্ট কমিশানর ক্রিয়ত জে, তেনেডি সাহেব, সি, এস, সেই
শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন ।

১১১ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ১৭ আশ্বিন।—প্রথম শ্রেণীর একটি আসিস্ট্যান্ট কমিশানর ক্রিয়ত
এ, জে, প্রিন্সরোস সাহেব, ছুটী লইয়া গমন করিতে—

দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিস্ট্যান্ট কমিশানর ক্রিয়ত জে, ডি, আণ্ডরসন সাহেব ১৮৮৪ সালের ২৩ মার্চ
অবধি প্রথম শ্রেণীতে কর্ম করিবেন ।

ক্রিয়ত আণ্ডরসন সাহেবের পরিবর্তে তৃতীয় শ্রেণীর আসিস্ট্যান্ট কমিশানর ক্রিয়ত আর, এস,
গ্রোনশিলডস সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীতে কর্ম করিবেন ।

এফ, বি, পীকল,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ১৮ আশ্বিন।—হুগলী জিলাব অন্তর্গত সাঁপবেড়িয়া মুনিসিপালিটীর সভাপতি কমিশানর-
দের অনুরোধক্রমে ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০
১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৮১, ১৮৬, ১৮৭, ও ২০৮ ধারার বিধান এবং ২৩১ ধারার যে অংশ কোন জল নির্গম-
নের পথের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা সেই অংশ উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রচলন করণার্থে এবং উক্ত মুনিসি-
পালিটীর মধ্যে স্থিত শাহাঙ্গল ও ত্রিবেণীর পথে উক্ত আইনের ১৩৬ ধারার বিধান প্রচলন করণার্থে
ক্রিয়ত লেফটেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশক্রমে প্রকাশক এক বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের ২৩ জানুয়ারির
কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা গেল। সেই আশ্রয় সম্বন্ধে যুক্তিসিদ্ধ কোন আপত্তি উদ্ভূত হইয়া
না গিয়াছে ক্রিয়ত লেফটেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশক্রমে উক্ত আইনের ২৩৪ ধারায় যে ক্ষমতা
দ্বারা কার্যকরী তিনি ১৮৮৪ সালের ১ জুন অবধি উক্ত প্রচলন কার্যে হস্তাক্ষর আঁকা করিলেন ।

ই, এম. বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী ।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট ১৮৮৪। ৬ মে ।]

NOTIFICATION.

The 21st April 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Committee, under bye-law No. 2 of the Bye-laws framed under Act IV (B.C.) of 1871, for the town of Gya, to assist the Magistrate and the Health Officer in carrying out the provisions of the Act within the said town :—

Official Members.

W. Rattray, Esq., Deputy Magistrate and Deputy Collector.
 Baboo Pran Kumar Das, Deputy Magistrate and Deputy Collector.
 „ Bhup Sen Singh, Government Pleader.

Non-official Members.

Baboo Durga Sankar Bhattacharjee, Zeminder.
 „ Ram Nath Singh, Zemindar.
 „ Behari Lal Barik, Gyawul.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 21st April 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, in the exercise of the power conferred on him by section 78, Act V (B.C.) of 1876, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Pooree Municipality, made at a meeting, to sanction the imposition by the Commissioners, under section 122 of the Act, of a tax on carriages and on horses and other animals mentioned in the third schedule annexed to the Act, at rates not exceeding those specified in the said schedule. The Lieutenant-Governor also intends, in the exercise of the same power, to sanction the levy by the Commissioners, under section 134 of the Act, of a fee on the registration, under section 133, of all carts kept or habitually used within the municipality.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 24th April 1884.—Under section 2, Act XXXVI of 1858, the Lieutenant-Governor appoints Mr. J. E. Caithness to be a Visitor of the Lunatic Asylum at Bhowanipore, *vice* Mr. W. Alexander.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 26th April 1884.—Under section 2, Act XXXVI of 1858, the Lieutenant-Governor appoints the Hon'ble R. Miller to be a Visitor of the Lunatic Asylum at Bhowanipore, *vice* Mr. H. Pratt.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 26th April 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mr. T. Jones of his appointment as a Commissioner of the Town of Calcutta.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২১ আপ্রিল।—নিম্নলিখিত মহানগরেরা গয়া নগরের মধ্যে ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের বিধান কার্যে পরিণত করণার্থে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ও আদালতের সাহায্য করিবার জন্যে উক্ত আইনমতে প্রণীত উপবিধির ২ ধারা অনুসারে উক্ত নগর কমিটির বেধের পদে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকীয় পদধারি মেম্বর।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত ডবলিউ রাট্টে সাহেব।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু হানকুমার দাস।

গবর্ণমেন্টের উ পীল জীযুত বাবু ভূপ সেন সিংহ।

রাজকীয় পদধারি নহেন এত মেম্বর।

জমিদার জীযুত বাবু দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য।

” ” বাবু রামনাথ সিংহ।

গয়াল জীযুত বাবু বিহারীলাল বারিক।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১১ আপ্রিল।—নাগপুরের অবগদার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইছে যে, জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৭৮ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতা-নুসারে কার্য করিয়া এবং পুরী মুনিসিপালিটির সভাপতি কমিশানরদের অতঃপরকালে ডিন, উক্ত আইন-সংযুক্ত তৃতীয় তফসীলের নিখিত গাড়ী, যোড়া ও অন্যান্য জন্তুর উপর উক্ত আইনের ১০২ ধারামতে উক্ত কমিশানরদের দ্বারা উক্ত তফসীলের নির্দিষ্ট চারের অধিক চারে টাক্স শাস্য হওয়ার অনুমতি দিতে কল্পনা করিয়াছেন। জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব উক্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য করিয়া উক্ত মুনিসিপালিটির মধ্যে যেকোন গরুর গাড়ী রাখা যয় ও যিযত ব্যবহার হয় উক্ত আইনের ১০৩ ধারামতে তাক্স বেজিটরী করিবার নিমিত্ত ও উক্ত কমিশানরদের দ্বারা ১০৪ ধারামতে ফী আদায় করিবার অনুমতি দিতে কল্পনাও করিয়াছেন।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ আপ্রিল।—জীযুত ডবলিউ, আলেকজান্ডার সাহেবের পরিবর্তে জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৫৮ সালের ৩৬ আইনের ২ ধারামতে জীযুত জে. ই. কেনেনস সাহেবকে ভবানীপুরস্থ ক্রিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয় বাটীর পরিদর্শকের পদে নিযুক্ত করিলেন।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৬ আপ্রিল।—জীযুত এচ, প্রাট সাহেবের পরিবর্তে জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৫৮ সালের ৩৬ আইনের ২ ধারামতে মানাবর জীযুত আর, মিলর সাহেবকে ভবানীপুরস্থ ক্রিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয় বাটীর পরিদর্শকের পদে নিযুক্ত করিলেন।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৬ আপ্রিল।—জীযুত টি, জোন্স সাহেব কলিকাতা নগরের কমিশানররূপে স্বীয় পদ ভাণ করণার্থে যে পত্র পাঠান জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

NOTIFICATION.

The 27th April 1884.—Under section 6, Act IV (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor appoints Mr. C. E. Buckland, c.s., to be a Commissioner of the town of Calcutta, vice Mr. T. Jones, resigned.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 28th April 1881.—Under section 18, Act V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor appoints the following gentlemen to be *ad interim* Commissioners of the Patna Municipality until the election of Commissioners is held under the new Municipal Act:—

Moulvie Khoda Bux Khan.

Rai Jai Kissen.

Rai Kashi Pershad.

Baboo Guru Prosad Sen.

Syed Quazi Reza Hossein.

Syed Fuzlur Rahman.

Syed Tajamul Hossein.

Syed Ali Mahamed.

Syed Jaffer Hossein.

Syed Amir Hossein.

Baboo Lukhraj Bahadoor.

„ Krishna Chunder Ghose.

Baboo Bal Kishoon Lall.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

The 27th April 1884.

From—Bombay.

From—General Secretary.

To—Calcutta.

To—Bengal.

EGERTON telegraphs from Cairo thus:—Quarantine imposed here on arrivals from Bombay.

A. P. MACDONNELL,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1931 A.

The 15th April 1884.—Under the authority vested in him by the final clause of section 357 of the Code of Criminal Procedure (Act X of 1882), the Lieutenant-Governor empowers Syed Mahomed Israil, Deputy Magistrate of Kooshtea, Nuddea, to take down evidence in criminal cases in the English language, with effect from the date on which he took charge of that sub-division.

The 16th April 1884.—Baboo Gunga Narain Roy, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Bogra, is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

Baboo Saroda Prosad Basu, B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Jessore, and to be ordinarily stationed at Bagirhat, during the absence, on leave, of Baboo Koilash Chunder Mozumdar, or until further orders, with effect from the date on which he joined his appointment.

The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Baboo Saroda Persad Roy Chowdry of his appointment of Honorary Magistrate of the Kandi Bench, in the district of Moorshedabad.

Baboo Kunjo Behary Ghose is appointed to be an Honorary Magistrate for this Bench, and is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

[*Government Gazette, 6th May 1884.*]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৭ আগ্রিল।—জিহুত টি, জোজ সাহেব কন্যাত্যাগ করাতে জিহুত লেন্টেনেটে গবর্ণর সাহেব ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩ ধারামতে জিহুত সি, ই, বকুলীও, সি, এস, সাহেবকে কলিকাতা নগরের কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত করিলেন।

ই, এস, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৮ আগ্রিল।—নূতন মুনিসিপাল আইনমতে ১৮৭২ কমিশ্যনরগণ মনোনীত না হন জিহুত লেন্টেনেটে গবর্ণর সাহেব ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ১৮ ধারামতে নিম্নলিখিত মহাশয়দিগকে পাটনা মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত করিলেন।—

জিহুত মৌলবী খোদাবক্স খাঁ।

„ রায় জয়কৃষ্ণ।

„ রায় কালীপ্রসাদ।

„ বাবু গুরুপ্রসাদ সেন।

„ সৈয়দ কাজি রেজা হুসেন।

„ সৈয়দ কজলর রহমান।

জিহুত সৈয়দ উজ্জ্বল হুসেন।

„ সৈয়দ আনি মহম্মদ।

„ সৈয়দ জালুর হুসেন।

„ সৈয়দ আশির হুসেন।

„ বাবু লখরাজ বাবাহুর।

„ বাবু কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ।

জিহুত বাবু বালকৃষ্ণ লাল।

ই, এস, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশ,
কলিকাতা।

বোম্বাই
সাধারণ সেক্রেটারী সাহেবের টেলিগ্রাম।

১৮৮৪ সাল ২৭ আগ্রিল।

জিহুত ইগর্টন সাহেব কাইরোহইতে এইরূপ টেলিগ্রাম করিয়াছেন।—বোম্বাইহইতে বেঙ্গল কম আর্জান্ট আইনে, তাহার উপর এখানে কারান্টাইন ধাৰ্য্য হইল।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

জুডিশ্যল ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮১ A মন্তর।

১৮৮৪ সাল ১৫ আগ্রিল।—নদীয়ার অন্তর্গত কুড়িয়ার ডেপুটী মাজিস্ট্রেট জিহুত সৈয়দ মহম্মদ ইব্রাহিম যে তারিখে উক্ত বকুলীও সাহেবের ভার গ্রহণ করেন জিহুত লেন্টেনেটে গবর্ণর সাহেবের প্রতি কৌশলারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ৩৫৭ ধারার শেষ প্রকরণমতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে তিনি সেই তারিখ অবধি উহাকে কৌশলারী মোকদ্দমার ইংরেজী ভাষার সাক্ষ্য লিখিয়া লইবার ক্ষমতা দিলেন।

১৮৮৪ সাল ১৬ আগ্রিল।—বগুড়ার একটিং ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিহুত বাবু গঙ্গাশ্যামরায় রায় তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

জিহুত বাবু টেকলাসচন্দ্র মজুমদারের ছুটি প্রযুক্ত অমুস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আত্মনা হয়, জিহুত বাবু শ্যামদাসপ্রসাদ বসু, বি, এস, যশোহর জেলার মুনসেফের কন্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া বাগীরহাটে স্থায়ী কন্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ ৩৬৭ অবস্থাপিত হইবেন।

জিহুত বাবু শ্যামদাসপ্রসাদ রায় চৌধুরী মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত কান্দি বেঞ্চের অর্থাভাসিক মাজিস্ট্রেটস্বরূপ স্বীয় পদ ত্যাগকরণার্থে যে পত্র পাঠান জিহুত লেন্টেনেটে গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

জিহুত বাবু কুন্তবিহারী ঘোষ এই বেঞ্চ অর্থাভাসিক মাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৬ মে।]

The 17th April 1884.—Mr. G. C. Sconce (Barrister-at-Law), Fourth Judge, Court of Small Causes, Calcutta, is appointed to act as Third Judge of that Court, during the absence, on deputation, of Mr. R. S. T. MacEwen, or until further orders.

Mr. T. Jones (Barrister-at-Law), Registrar and Chief Ministerial Officer, Court of Small Causes, Calcutta, is appointed to act as Fourth Judge of that Court, during the absence, on deputation, of Mr. G. C. Sconce, or until further orders.

Mr. Rajkissen Sen (Barrister-at-Law), Munsif of Sealdah, 24-Pergunnahs, is appointed to act as Registrar and Chief Ministerial Officer, Small Cause Court, Calcutta, during the absence, on deputation, of Mr. T. Jones, or until further orders.

Mr. Rajkissen Sen is invested, under section 14 of Act XV of 1882 (the Presidency Small Cause Courts Act), with the powers of a Judge for the trial of suits in which the amount or value of the subject-matter does not exceed Rs. 20.

The 18th April 1884.—Baboo Narayan Chandra Naik, Tehsildar of Ungul, exercising powers of a Magistrate of the second class, is vested, under section 32, Act X of 1882 (The Code of Criminal Procedure), with the power to pass sentences of whipping.

The gentlemen named below are appointed to be Honorary Magistrates for the Gurwah Bench, in the district of Lohardugga, and are vested with the powers of a Magistrate of the third class :—

Baboo Runjeet Singh.
,, Dukhi Sahu.

Baboo Goburdhun Ram.
Sheik Neazan.

Dubey Gopidhur.

Mr. K. G. Gupta, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Cuttack, is vested with the powers, under sections 110, 113, and 260, of the Code of Criminal Procedure.

The 21st April 1884.—Shah Mahomed Yakub is appointed to be an Honorary Magistrate for the Kharackpur Bench, in the district of Moughyr, and is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

The 28th April 1884.—Baboo Purna Chander Mitter, B.L., is appointed to act as a Munsif in the 24-Pergunnahs district, and to be ordinarily stationed at Barripore, during the absence, on leave, of Baboo Moti Lal Haldar, or until further orders.

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.—*The 25th April 1884.*—Baboo Mohim Chandra Sarkar Munsif of Barabazar, in the district of Manbhoom, is allowed leave of absence for three months, under section 128, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 1st proximo, or from any date on which he may avail himself of it.

The 26th April 1884.—Baboo Jogendronath Deb, Additional Munsif of Gya, is allowed leave of absence for one month and a half, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, on half-pay, with effect from the date on which he may avail himself of it.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 14th April 1884.—It is hereby notified that the Chintaman, Hemtabad, and Patnitollah Munsifs, in the district of Dinagepore, shall henceforth be designated the Phulbari, Raigunge, and Balughat Munsifs respectively.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

[Government Gazette, 6th May 1884.]

১৮৮৪ সাল ১৭ আশ্বিন।—রাজকাৰ্য্যোগলক্ষে জি. যু. ডি. মাকইউয়েন সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, কলিকাতার ছোট আদালতের চতুর্থ জজ বারিষ্টার আর্ট-লি জি. সি. স্কস সাহেব উক্ত আদালতের তৃতীয় জজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকাৰ্য্যোগলক্ষে জি. সি. স্কস সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, কলিকাতার ছোট আদালতের রেজিষ্ট্রার ও প্রথম আমলা বারিষ্টার-আর্ট-লি জি. ডি. জোন্স সাহেব উক্ত আদালতে চতুর্থ জজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকাৰ্য্যোগলক্ষে জি. ডি. জোন্স সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ২৪ পরগনার অন্তর্গত শিলালদহের মুনসেফ বারিষ্টার-আর্ট-লি জি. ডি. রাজকৃষ্ণ সেন কলিকাতার ছোট আদালতের রেজিষ্ট্রারের ও প্রধান আমলার কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জি. ডি. রাজকৃষ্ণ সেন বিবাদী বিবাদের পরিমাণ বা দ্বারা ২০৭ টাকার অধিক না হইলে সেই মোকদ্দমার বিচার করণার্থে প্রথম দ্বিতীয় ছোট আদালত বিবরক ১৮৮২ সালের ১৫ আইনের ১৪ ধারামতে জজের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৮ আশ্বিন।—দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাক্রম কর্মকারী জজের তহনীলদার জি. ডি. বাবু সার্বজনন্দ্র নারক ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিবরক ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ৩২ ধারামতে কল্যাণত দণ্ডাজ্ঞা করণের ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত মহালয়ের লোহারডগা জিলার অন্তর্গত গড়ওয়া বেঞ্চ অধৈবতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

জি. ডি. বাবু রঞ্জিত সিংহ।

” ” সুখী সাহ।

জি. ডি. বাবু গোবিন্দ রাম।

” ” শেখ দিরাঙ্গাল।

জি. ডি. দোবে গোপীধর।

কটকের একটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জি. ডি. গুপ্ত সৌন্দর্য্য মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিবরক আইনের ১১০, ১১৩ ও ২৬০ ধারামতে ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২১ আশ্বিন।—জি. ডি. শাহ মচন্দ ইরাকুর মুন্সের জিলার অন্তর্গত খরকপুর বেঞ্চ অধৈবতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ আশ্বিন।—জি. ডি. বাবু মতিলাল হালদারের দুই প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, জি. ডি. বাবু পূর্ণচন্দ্র সিংহ, বি. এল., ২৪ পরগনা জিলার মুনসেফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সাধাভাৱে বাকীপুরে অবস্থাপিত হইবেন।

মুনসেফদের ছুটি।—১৮৮৪ সাল ২৫ আশ্বিন।—মানসুজ জিলার অন্তর্গত বড় বাজারের মুনসেফ জি. ডি. বাবু মহিমচন্দ্র সরকার আগাধি মাসের ১ তারিখ অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্য্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৮ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ আশ্বিন।—গয়ার আডিশ্যনাল মুনসেফ জি. ডি. বাবু যোগেন্দ্রনাথ দেব, যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্য্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে অর্দ্ধ বেতনে দেড় মাসের ছুটি পাইলেন।

এক, বি. পীক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৪ আশ্বিন।—এতদ্বারা, এই সংবাদ দেওয়া যাউতেছে যে দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত চিন্তামল, হেমতাগাঁও ও পত্নীটোলা মুনসেফী এই অবধি ক্রমাগত ফুলবাড়ী, রাইগঞ্জ ও বাসুঘাট মুনসেফী নামে খ্যাত হইবে।

এক, বি. পীক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্টে গেজেট। ১৮৮৪। ৬ মে।]

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 28th April 1884.

No. 179.—Leave.—Mr. W. deW. Peel, Executive Engineer, third grade, *sub. pro tem*, and Under-Secretary in this department, is granted one month's privilege leave, with effect from the afternoon of the 16th April 1884.

No. 180.—Notification.—Mr. F. J. E. Spring, Executive Engineer, third grade, Benares-Cuttack Railway Surveys, is appointed to officiate as Under-Secretary in this department during the absence, on privilege leave, of Mr. W. deW. Peel.

No. 181.—Leave.—Mr. C. A. Mills, Executive Engineer, third grade, Second Calcutta Division, is granted three months' privilege leave, under section 73 of the Civil Leave Code, with effect from the 14th proximo, or from such date as he may avail himself of it.

RAILWAY.

The 28th April 1884.

No. 182.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for diverting the watercourse of the Bagmati river, as a protective work, near the Bilaspur Railway Station on the Tirhoot State Railway, in the village of Bilaspur, pergunnah Sarai Hamid, zillah Durbhunga, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 18 beegahs 18 cottahs 8 chittacks of standard measurement, bounded on the—

Plot 1.—North by the river Bagmati, also called Bakya; east by the holdings of Saikh Nabi, Mossamut Rahooari, Shaikh Sharuffuddin, and Shaikh Maddi; south by the aforesaid river; west by the holdings of Maddi, Shaikh Sharuffuddin, Nanku Mian, Mosahib Choudhri, Enayut Choudhri, Mohamad Salah Choudhri, and Mohamad Shah Choudhri.

Plot 2.—North, east, and south by the river Bagmati, and west by waste land of which the land required forms a part, is required within the aforesaid village of Bilaspur.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 183.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for diverting the watercourse of the Bagmati river, as a protective work, near the Bilaspur Railway Station on the Tirhoot State Railway, in the village of Jagdispur, pergunnah Kharsar, zillah Durbhunga, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 24 beegahs 4 cottahs 7 chittacks of standard measurement, bounded on the north by the holdings of Madhukur, Bhola, Reepan, Goghan, Jhumak, Keshwar Singh, Babulal Singh, Rashid Mian, Gobind Singh, Ram Nath Singh, and public road; east by the river Bagmati; south by the holdings of Bhagju Singh, Ghoghan, Babulal Singh, Chand Singh, Ram Lal Singh, Gobind Singh, Sahdaon Singh, and public road; west by the aforesaid river, is required within the aforesaid village of Jagdispur.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 184.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for public purposes, viz. for addition and alteration of locomotive sidings and turntable at Mokameh station, in the village of Mokameh, pergunnah Ghyaspore, zillah Patna, it is hereby declared that for above purpose one plot of land is required, as follows:—

Plot No. 1.—Measuring local 7 beegahs 16 cottahs, bounded on the north and east by the East Indian Railway Company's land; south by the adjoining land belonging to Kassey Sing, Toolsee Sing, Joomon Sing, and others; and west by Talabor Sing, Tahul Singh and Nilcomul Mitter's land.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

[Government Gazette, 6th May 1884.]

বঙ্গদেশের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮৪ সাল ২৮ আশ্বিন।

১৭৯ নম্বর।—ছুটি।—কিরংকালীয়া স্থায়ী তৃতীয় শ্রেণীর এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ার ও এই কার্য-বিভাগের ছোট সেক্রেটারী জ্যুড ডবলিউ, ডি, ডবলিউ, পীল সাহেব ১৮৮৪ সালের ১৬ আশ্বিনের অপ-রাহ্ন অবধি এক মাসের অনুগ্রহের ছুটি পাইলেন।

১৮০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—জ্যুড ডবলিউ, ডি, ডবলিউ, পীল সাহেবের অনুগ্রহের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিত কালে বাণারস-কটক রেলওয়ে সরবের তৃতীয় শ্রেণীর এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ার জ্যুড এফ, জে, ই, স্প্রিং সাহেব এই কার্যবিভাগের ছোট সেক্রেটারীর কন্ঠ করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮১ নম্বর।—ছুটি।—কলিকাতার দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় শ্রেণীর এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ার জ্যুড সি. এ, মিলস সাহেব আগামি মাসের ১৪ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদ-বধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৭৩ ধারানুসারে তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটি পাইলেন।

রেলওয়ে বিবরণ।

১৮৮৪ সাল ২৮ আশ্বিন।

১৮২ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ভারতজা জিলার অন্তর্গত সরাই হামিদ পরগনার বিলাসপুর গ্রামে ত্রিভুজ ফেটে রেলওয়ের বিলাসপুর স্টেশনের নিকট রক্ষাকারি কার্যস্বরূপ বাগমতী নদীর জল স্রোত ফিরাইবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জ্যুড লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকৃত কার্যের নিমিত্তে উক্ত বিলাসপুর গ্রামে কতিমতে ন্যূনাত্মক ১৮৮৩১১ ছটাক পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির সীমা এইরূপ—

১ খণ্ড।—উত্তরসীমা বাগমতী নদী, (বকশাও বলে,) পূর্বসীমা সেগ মবি, মসজিদ রাহমারি, সেখ শরফুদ্দীন ও সেখ মন্দির যোত, দক্ষিণ সীমা উক্ত নদী, পশ্চিমসীমা মদি, সেখ শরফুদ্দীন, মান্নু মিঞা, মোসাহেব চৌধুরী, ইনায়েৎ চৌধুরী, মহম্মদগাল চৌধুরী ও মহম্মদশাহ চৌধুরীর যোত।

২ খণ্ড। উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণসীমা বাগমতী নদী, এবং পশ্চিম সীমা পতিত জমি, ঐ জমির একাংশ প্রয়োজনীয় ভূমি।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

১৮৩ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ভারতজা জিলার অন্তর্গত খারনার পরগনার জগদীশপুর গ্রামে ত্রিভুজ ফেটে রেলওয়ের বিলাসপুর স্টেশনের নিকট রক্ষাকারি কার্যস্বরূপ বাগমতী নদীর জল স্রোত ফিরাইবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জ্যুড লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকৃত কার্যের নিমিত্তে উক্ত জগদীশপুর গ্রামে কতিমতে ন্যূনাত্মক ২৪/৪১৬ ছটাক পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা মধুকর, ভোলা, রীপণ, গোবিন, জুমক, কেশওয়ার সিংহ, বাবু লাল সিংহ, রশিদ মিঞা, গোবিন্দ সিংহ, ও রামনাথ সিংহের যোত এবং সরকারী পথ, পূর্ব সীমা বাগমতী নদী, দক্ষিণ সীমা ভাগজু সিংহ, ঘোষান, বাবু লাল সিংহ, চাঁদ সিংহ, রামলাল সিংহ, গোবিন্দ সিংহ, সাকদাওন সিংহের যোত ও সরকারী পথ, পশ্চিম সীমা উপরোক্ত নদী।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

১৮৪ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ পাটনা জিলার অন্তর্গত ঘায়াসপুর পরগনার মোকামা গ্রামে মোকামা ফেনে লোকোমটিব সাইডিজ এবং টর্ণটেবলের সংযোগ ও উৎপরিবর্তন করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জ্যুড লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকৃত কার্যের নিমিত্তে নিম্নলিখিত ভূমি খণ্ডের প্রয়োজন।

১ সং খণ্ড।—স্থানীয় মাপের ৭৮১ কাঠা পরিমিত, তাহার উত্তর ও পূর্ব সীমা ইফ ইওয়ান রেলওয়ে কোম্পানির জমি, দক্ষিণ সীমা কাশী সিংহ, তুলসী সিংহ ও জুম সিংহ প্রভৃতির নিকটবর্তী জমি, এবং পশ্চিম সীমা তালেবর সিংহ, টেল সিংহ ও নীলকমল মিত্রের জমি।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৬ মে।]

CIVIL BUILDINGS.

The 28th April 1884.

No. 185.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for a burial ground in the village of Bania Khamar, pergunnah Khalispur, in the district of Khoolna, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 2 beegahs 5 cottahs 4 chittacks of standard measurement, bounded on the north by the newly-planted garden of Haran Das, on the east by the house of Machim Shaikh, on the south by the land of Machim Shaikh and Kasi Nath Kundu, and on the west by the Bania Khamar Road, is required within the aforesaid village of Bania Khamar.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 186.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the purpose of making the boundary of the Government estate English Bazar, as well as the premises of the Government circuit-house, permanently compact and uniform, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring 2 beegahs, more or less, of standard measurement, and situated in mouzah Mukdempore, mehal Khana Alampore, pergunnah Bhatiagolpore, zillah Maldah, bounded on the north by the Government compound land, on the south by the Government compound wall and the Government English School Street, on the west by the Mukdempore Street, and on the east by the school tank is required within the aforesaid mouzah Mukdempore.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

The 29th April 1884.

No. 187.—Notification.—Mr. J. R. Swinden, Assistant Engineer, first grade, is appointed, as a temporary measure, to hold charge of the Buxar Division, during the absence, on privilege leave, of Mr. J. P. Scotland, with effect from the forenoon of the 10th instant.

No. 188 —Notification.—The Lieutenant-Governor has been pleased to make the following promotions and reversions in the Engineer Establishment of the Public Works Department :—

Name.	From	To	Date.	Nature of promotion.
Mr. A. J. Oldham ...	Executive Engineer, fourth grade.	Executive Engineer, third grade.	14th March 1884	<i>Sub. pro tem.</i>
„ J. A. Price ...	Ditto ...	Ditto ...	16th ditto	<i>Ditto.</i>
„ A. E. Behrmann...	Ditto (temporary rank).	Assistant Engineer, first grade.	27th February 1884	Reversion.
„ A. E. Behrmann...	Assistant Engineer, first grade.	Executive Engineer, fourth grade.	14th March 1884	Temporary.
„ A. E. Behrmann...	Executive Engineer, fourth grade (temporary rank).	Assistant Engineer, first grade.	9th April 1884	Reversion.
„ J. R. Swinden ...	Assistant Engineer, first grade.	Executive Engineer, fourth grade.	10th April 1884	Temporary.

No. 189.—The following transfers are made in the interests of the public service :—

Name.	Rank.	From	To
Mr. J. T. Boase ...	Assistant Engineer, first grade.	Dacca Division ...	Sono Circle.
Baboo Aughtore Nath Mookerjee	Ditto ...	Burdwan Division...	Dacca Division.

No. 191.—Transfer.—Mr. C. A. White, Assistant Engineer, second grade, is transferred in the interests of the public service from the Hazaribagh to the Arrah Division.

G. F. E. S. NEILL, Major, M.S.C.,
Under-Secy to the Govt. of Bengal, P. W. D.

[*Government Gazette 6th May 1884.*]

সিভিল অটালিকা বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ২৮ আগ্রিল।

১৮৫ নম্বর।—রাজকীয় কার্ধ্যের নিমিত্তে অর্থাৎ খুলনা জিলার অন্তর্গত খালিসপুর পরগনার বানিয়া খামার গ্রামে কবর স্থানের জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিহুত লেন্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকটে এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্ধ্যের নিমিত্তে উক্ত বানিয়া খামার গ্রামে কতিমতে স্থানান্তরিত ২১০ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা নূতন রোপিত হরদাসের বাগান, পূর্ব সীমা মচিম সেখের বাড়ী, দক্ষিণ সীমা মচিম সেখ ও কাশীনাথ কুণ্ডুর জমি, এবং পশ্চিম সীমা বানিয়া খামার পথ।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

১৮৬ নম্বর।—রাজকীয় কার্ধ্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ইংরাজ বাজার গবর্ণমেন্টে ইন্ডেন্টের ও গবর্ণমেন্টের-দাওরাঘরের সীমা স্থায়ীরূপে দৃঢ় ও একিঙ্গ করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিহুত লেন্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকটে এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্ধ্যের নিমিত্তে মালদহ জিলার অন্তর্গত ভাটিয়া গোপালপুর পরগনার মহলখানী আলমপুরের মকদমপুর মৌজায় স্থিত কতিমতে স্থানান্তরিত ২/ বিঘা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা গবর্ণমেন্টের হাভার জমি, দক্ষিণ সীমা গবর্ণমেন্টের হাভার প্রাচীর ও গবর্ণমেন্টের ইংরেজী স্কুল স্ট্রীট, পশ্চিম সীমা মকদমপুর স্ট্রীট, ও পূর্ব সীমা কুলের পুকুরিণী।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

১৮৮৪ সাল ২৯ আগ্রিল।

১৮৭ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—জিহুত জে, গি, স্কটলাও সাহেবের অস্থায়ের ছুটি প্রযুক্ত গুণপস্থিতি কালে প্রথম শ্রেণীর আসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার জিহুত জে, আর, সুইণ্ডেল সাহেব এই মাসের ১০ তারিখের পূর্বোক্ত অবধি ক্রিয়ৎকালের নিমিত্তে বঙ্গার খণ্ডের কার্ধ্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—জিহুত লেন্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনিয়ার সিরিশ্তার নিম্নলিখিত পদব্র্জি ও পদে প্রত্যাগমনের আজ্ঞা করিলেন।—

নাম।	যে পদ হইতে।	যে পদে।	তারিখ।	পদ ব্রজির তাব।
জিহুত এ. জে. ওল্ডহাম সাহেব	চতুর্থ শ্রেণীর একসেকি-টিব ইঞ্জিনিয়ার	তৃতীয় শ্রেণীর একসেকি-টিব ইঞ্জিনিয়ার	১৮৮৪ সাল ১৪ মার্চ	ক্রিয়ৎকালীন স্থায়ী।
.. জে. এ. প্রাইস সাহেব	এ	এ	এ ১৩ মার্চ।	২
.. এ. ই. বেহরমু সাহেব	ক্রিয়ৎকালীন এ	প্রথম শ্রেণীর আসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার	১৮৮৪ সাল ২৭ ফেব্রুয়ারি	পদে প্রত্যাগমন।
.. এ. ই. বেহরমু সাহেব	প্রথম শ্রেণীর আসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার	চতুর্থ শ্রেণীর একসেকি-টিব ইঞ্জিনিয়ার।	১৮৮৪ সাল ১৪ মার্চ	ক্রিয়ৎকালীন।
.. এ. ই. বেহরমু সাহেব	ক্রিয়ৎকালীন চতুর্থ শ্রেণীর একসেকি-টিব ইঞ্জিনিয়ার	প্রথম শ্রেণীর আসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার	১৮৮৪ সাল ১ আগ্রিল	পদে প্রত্যাগমন।
.. জে. আর. সুইণ্ডেল সাহেব	প্রথম শ্রেণীর আসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার	চতুর্থ শ্রেণীর একসেকি-টিব ইঞ্জিনিয়ার	১৮৮৪ সাল ১০ আগ্রিল	ক্রিয়ৎকালীন।

১৮৯ নম্বর।—রাজকার্ধ্যের স্বার্থের নিমিত্তে নিম্নলিখিত স্থানান্তরের প্রেরণ করা গেল।

নাম।	পদ।	যে স্থান হইতে।	যে স্থানে।
জিহুত জে. টি. বোরাল সাহেব	... প্রথম শ্রেণীর আসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ...	ঢাকা খণ্ড ...	সোণ চক্রে।
.. বাবু অম্বোনাথ মুখোপাধ্যায় ...	এ	বর্তমান খণ্ড ...	ঢাকা খণ্ডে।

১৯১ নম্বর।—স্থানান্তরের প্রেরণ।—দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার জিহুত সি. এ. ওয়াইট সাহেব রাজকার্ধ্যের স্বার্থের নিমিত্তে হাজারীবাগ খণ্ড হইতে আর্য খণ্ডে প্রেরিত হইলেন।

জি, এক, ই, এস, লীল, মেজর, এস, এস, সি।

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

[গবর্ণমেন্টে গেজেট । ১৮৮৪। ৬ মে ।]



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 6, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৬ মে।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অফিস খণ্ড।

ইন্ডিয়ায় প্রকৃতি।

LAND ADVERTISEMENT.

ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।—ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি।

ইস্তাহার। সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ১১ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্মে ফুসার নিম্নের লিখিত ভানুকাদি ১৮৫৯ সালের ২৫ ডিসেম্বর স্বর্ণান্ত পর্যন্ত বাকী পড়া রাখ ও রোডছেহ ও পাবলিক ওয়ার্ক ছেহ আদায়ের নিমিত্তে ১৮৮৪ ইং ৯ জুন মোতাবেক ১২৯১ বাঙ্গালী ২৮ জৈষ্ঠ রোজ সোমবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে দিন ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক। ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ।

কাজবাজারে সব-ভবিসনের এলাকাধীন।

ডেজির নম্বর।	ভানুকের নাম।	মানিকের নাম।	সবর কমা।		বাকী।		মোট।	মন্তব্য
			রাজস্ব।	ছেহ।	রাজস্ব।	ছেহ।		
২০১ ২৫১	মৌঃ ইননী থানে টেকনাক ভানুক নহরত আলি চৌঃ খোদ	...	৮২৭/১০	২০৫৬	৪০৮/৬	০	৪০৮/৬	সম্পূর্ণ ভানুক নিলাম হইবে।
৪৫ ১৩৬:	মৌঃ টেকনাক থানে টেকনাক তাঃ জিনতী খাউ চৌঃ খোদ	...	১২১৭৭	৭২/০	৬:৩৭	২৬/৬	৬৩৯/৬	ঐ
১৫১ ১৩৮	মৌঃ রাজাপুতুল থানে রাজু ভানুক মেরমত খাঁ ... দেওয়ান বিবি ও নরুল আলি গঃ	...	১১০১/৬	১৫৮/১	৩০৩/৬	৪৪/৬	৩৪৭/৬	ঐ
২০৪ ৪১২	মৌঃ দিঠাহরি থানে রাজু ইজারী জিমতী লতিফা নিঃ আহাদ আলি খাঁ।	...	১১৮৩/১০	১১০/৬	৪২০৭	৩৭/৬	৪৫৭/৬	ঐ
২২৯ ২৮৬	মৌঃ বারপাকিয়া থানে চকরিয়া তাঃ বিবি ইসতাক ... নিঃ দেওয়ান আলি সদাগর।	...	৬৮৭/১৩	২২৪৮/	৪৩০৭	১২৬/১	৬২৬/১০	ঐ
৩৩৪ ১৪৬০	মৌঃ পেকুরা থানে চকরিয়া ভানুক ফজল আলি ... খোদ	...	২৫১২৭	১০৯/৬	২০৪২৭	৭২৬/৬	২১১৪৬/০	ঐ

C. A. SANUELLS, Offg. Collector, Chittagong.

[PART VIII.]

(৪৫২)

জিলা ময়মনসিংহ।

বাকী খাজানার আদায়ের পাঠ।

ইহার দ্বারা সনাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৭৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের বিধানমতে জেলা ময়মনসিংহের মধ্যবর্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ১২ জানুয়ারি তারিখে প্রাপ্য বাকী মালিকজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সাল ২১ মেই মোং ১২৯১ সালের ৯ জ্যৈষ্ঠ বুধবার তারিখ এই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও একশা নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৮৪। ৭ এপ্রিল।

নং ভৌজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।	টেক্ষিৎ।
২৬ নং	৭৭ নলিন্দ্রজীহাল জমিদারি হিসাব। ১০ আনা ময় বেজাবৈতা তালুক ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে ধারিত বাদে একমালি।	গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী গিরি- আমোহন চৌধুরী গর- রহ।	৭১২৫৯	৮২২৫৯	একমালি মহাল নিলাম হইবেক।
	এ এ ১৮৭৭। ৭ আইনের ৭০ ধারামতে কিং চান্দীনা কান্দী ১৮৮৮ কাগ হিসাব।	জানন্দচন্দ্র চক্রবর্তী গর- রহ।	১৫৬০	.	.
	এ এ এ কি চান্দীনা কান্দী হিসাব ১৮৮৮। তালুক তপে রণভাওরাল।	জয়চন্দ্র চক্রবর্তী গররহ ...	৫০	.	.
১১৬ নং	৩৭ নেওয়াজখালী হিসাব। ১০ আনা। ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে ধারিত বাদে একমালি হিসাব।	দীননাথ চক্রবর্তী মহিমচন্দ্র রায় চৌধুরী গররহ।	১২৭১৫০	৪২৫৮	একমালি মহাল নিলাম হইবেক।
	এ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে বন্যামণ্ডল গররহ ৩৩ মৌজার ১০ আনা হিসাব।	যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী ...	৩৪১৫৮৩	.	.
	এ এ এ ...	প্রসন্নচন্দ্র চক্রবর্তী ..	৩৪১৫৮৩	.	.
	এ এ এ ...	দীননাথ চক্রবর্তী ...	৩৪১৫৮৩	.	.
	এ এ এ ...	কল্যাণচন্দ্র চক্রবর্তী ...	৩৪১৫৮৩	.	.
	তপে হাজরাদি।				
১২৪ নং	পাটখালী-গ হিসাব। ৮৮৮৮ = কাভী ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে ধারিত বাদে একমালি।	হরিমোচন রায় চৌধুরী, দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গররহ।	১০৩৩৫০	১২৮৮	একমালি অংশ নিলাম হই- বেক।
	এ এ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে চাকলে পাটখালীভাঙ্গা ৮০ আনা নগর হাজরাদির ১৮১৬ গণ্ডা।	জগৎকিশোর আচার্য্য চৌ- ধুরী নারায়ণ।	২২৪৮৫০	.	.
	এ এ চাকলে পাটখালীভাঙ্গা ৮০ গণ্ডা ও নগর হাজরাদির ৮৯৯ গণ্ডা ও বীর মন্ডার ৫৫০ আনা। তপে সীতেশ্বর দরজিবাড়ুর মোতাংক ১৫১ নং জমিদারি। তপে হাজরাদি।	হরিকিশোর রায় চৌধুরী ..	১৬৩৫০	.	.
		হৈমন্ত আবদুল্লাহ অধ্যক্ষপকে জামিনা আকর খাতুন।	২১৭৩৫৮০	১২৮০	অম্পূর্ণ মতাব নিলাম হই- বেক।
১২২ নং	৩৭ কুজুরাম দত্ত গররহ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে ধারিত বাদে একমালি।	দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গররহ।	৩৩৯৫৮৫	.	.
	এ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে ধারিত হিসাব ৮১০ আনা।	বিদ্যেশ্বরী দাস্য।	২৫০৫৮০	৪৩৮০	ধারিত হিসাব নিলাম।
	এ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০। ১১ ধারামতে ধারিত।	রামকিশোর গঙ্গোপাধ্যায় গররহ।	১০৩৪৮৭	.	.

নং ভৌজি।	বাস বহান।	নাম বালিক।	সদর অফিস।	বাকী।	টাকারং।
-------------	-----------	------------	-----------	-------	---------

দ্বিতীয় সেনারি বহান।

৫০৭১ নং	ভগ্নে রণভাঙ্গান। ৫০৭১ নং চর চারিলাড়া স্বর্ণপুত্র ওরফে কাঁদারিয়া।	গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী গর- রহ।	১৪৭৭১০ পাই	১১১১০	সম্পূর্ণ বহান নির্ভর হই- বেক।
৫০৮৫ নং	৫০৮৫ নং পং বরবনলিংহ বীল ছলজী ...	রাজা বরিশন্দ্র চৌধুরী গরহে।	৫৮৩৭	২০১১০	৫
৫১৭৪ নং	৫১৭৪ নং পং হুশেননাভী চর ডেলুয়াখারি...	মীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গরহে।	৮৭৪৭	২২৭৭	৫
৫২৪১ নং	৫২৪১ নং পবগনে পুখরিয়া চর গারুয়া ...	রায়সখী দেব্যা চৌধুরানী পতির নাম দুর্গাশ্রমার খাঁ ও মহারানী শরভসুন্দরী দেবী গরহে।	৫১১৮৫০ মালিকানা ৬৫৮৭	১৪২৪১০ মালিকানা ১৪৭৭	৫

G. E. MANISTY,

Offg. Collector.

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 16, ans. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*, at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 10, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

গবর্ণমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত অরনাশক সিন্‌কোনা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেন্ট কর্তৃক সার্বভৌম সাধারণ ও দাতব্য কার্ধ্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টিন ৪১।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টিন ৮১।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টিন ১৬১।০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টিন ৫১।০ টাকা; ৮ আউন্স টিন ১০১।০ টাকা; ১ পাউণ্ড টিন ২০১।০ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায় উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টিনে ১০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টিনে ৬০ বার আনা, ডাকনামূল দিতে হইবে।

[Government Gazette, 6th May 1884.]

অন্নদানক দানাবাক্সা সিন্ধুকোনা ।

লাল সিন্ধুকোনা হাল হইতে গবর্ণমেন্টের কারখানায় প্রস্তুত হুতম ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ । বাহার নামা বাক্সা না, এরূপ সামান্য অন্নদানক সিন্ধুকোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবারে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী । কলিকাতার বোটানিকাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেন্টের কর্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্য দিয়া ২৪৭ টাকার এক পাউণ্ড হিাবে পাইবেন । সর্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২৭ টাকার এক পাউণ্ড হিাবে এই ঔষধ পাইতে পারিবেন । ইহার অতিরিক্ত ৫০ বার আলা ডাক দান্যুল লাগিবে ।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 24; packing and postage Rs. 1-12.

* The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his Country.—Extract from Preface.

OFFICE OF SUPDT. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurrumtolah Street, Calcutta.

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., L.L.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বঙ্গাল সেক্রেটারিট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে ।

বারিষ্টার-আর্ট-লী ও জিজ্ঞাস্তার বঙ্গদেশের সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত বর্তমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন্স জজ ও রেন্ট-কমিশ্যনের মেম্বর, ইন্ডিয়ান টেম্পলের জ্যেষ্ঠ সি, ডি, কিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি, সাইন্থের এন্থীত বঙ্গদেশের জ্যেষ্ঠ লেফটেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন এদেশের জুমাদিকারী ও প্রজাবিবয়ক আইন সংহিতা ।

একত খানি পুস্তকের মূল্য ৫. পাঁচ টাকা ।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বঙ্গাল সেক্রেটারিটের আকৌন্ট্যান্টের নিকট একত খানি পুস্তকের মূল্য এবং ডাছা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন ।

বঙ্গবা ।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে ।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ৬ মে ।]

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON.

Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882.

NOTE--Rates for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half	10
Casual advertisements—4 annas per line.	

বিজ্ঞাপন ।

কলিকাতা গেজেটের কিশ্বা বাঙ্গালী গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেট দেওয়া
 ছাট্টবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাভিরিক্ত এই মন্তব্যের বিজ্ঞাপন প্রকাশ
 করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কাগজালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কাগজালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাড়া অন্যত্রও পুণ্ডকাদি প্রম কার্যে চাছিলেকিম্বা উক্ত ছাড়া অন্যত্র কোন কর্ম করাইতে চাছিলে ত্রিমিত্ত গবর্ণমেন্ট দিগে চাইবে, এতদ্বারা এং বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল মেক্রেটাগ্রিষেটের আকৌটাণ্টের নিকট অথবা মূলা পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কাঞ্চালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকান দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞান ন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিফেন্ডেন্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

ਸਿ, ਫਾਲਿਓ, ਵਲੋਸ,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের হোটেলে

১৯৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

বহুব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার ব্যয় এইঃ—			টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা একতর ব্যয় প্রকাশ করণের	২০৮
অর্ধ পৃষ্ঠা " " "	১০৮
কখনও ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একতর ব্যয়	১০

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্যোগলক্ষে বঙ্গদেশের মুসলিমভার আইনের প্রয়োগন হইলে কলিকাতার স্প্রিং ফিল্ডের
চৌকিহালের হাতায়ান্তর বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ব্যবস্থাপন কাযবিভাগের আগিলে রেজিষ্টারের
নামে শরোলান দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আবেদনের পুঙ্খক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট স্ট্রীটে, প্রাকার শিখ কোম্পানির বাটীতে জের
খরিজে পাওয়া যায়।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ৬ মে ।]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল বস্থানসমূহ গবর্নমেন্টের জমো জীযুও এডউইন মরিস লুইস সাহেব
কর্তৃক মণ্ডিত ও প্রকাশিত হইল।



অতিরিক্ত গবর্ণমেন্ট গেজেট ।

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৬ মে।

দ্বিতীয় খণ্ড ।

Dated the 1st May 1884.

To—Calcutta.

To Bengal.

From—Bombay.

From—General Secretary.

GOVERNMENT of India have sanctioned enforcement of B quarantine rules at Aden against vessels from Bombay. Letter follows.

A. P. MacDONNELL,

Offy. Secretary to the Govt. of Bengal.

১৮৮৪ সাল ১ মে।

বঙ্গদেশে,

কলিকাতায়।

বোম্বাইয়

সাধারণ সেক্রেটারী সাহেবের টেলিগ্রাম।

বোম্বাই হইতে যে সকল জাহাজ যায়, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট এদনে সেই সকল জাহাজের বিরুদ্ধে B চিহ্নিত ক্যারান্টাইন বিধি প্রয়োগ করিবার অনুমতি দিরাছেন।

এ, পি, ম্যাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিন সেক্রেটারী ।



অতিরিক্ত গবর্ণমেন্ট গেজেট ।

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল, ৬ মে ।

চতুর্থ খণ্ড ।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট ।

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগ ।

[দ্বিতীয়বার প্রকাশিত ।]

সিলেক্ট কমিটী কর্তৃক স্থিরীকৃত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে উক্ত কমিটীর মিল্লিখিত রিপোর্ট আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের ঐচ্ছিক গবর্ণর জেনারেল সাহেবের মন্ত্রিসভার ১৮৮৪ সালের ১৪ মার্চ তারিখে উপস্থিত করা হয় ।—

সিলেক্ট কমিটীর মিল্লিখিত বাক্তি আয়াদিগের নিম্নলিখিত বঙ্গদেশের প্রজাসত্ত্ব বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি বিবেচনার্থ অর্পিত হইয়াছিল । আমরা ঐ পাণ্ডুলিপি ও এতৎসংযুক্ত তফসীলের উল্লিখিত কাগজপত্রাদি বিবেচনা করিয়া প্রথমস্থলীয় রিপোর্ট প্রেরণ করিতেছি ।

২। আমরা পাণ্ডুলিপিখানি সূতন করিয়া গঠন করণ এই সংশোধিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে আয়াদিগের অধিকাংশ ব্যক্তির মতে যে সকল পরিবর্তন উপযুক্ত বোধ হইয়াছে তাহা সাম্রবেণ করিয়াছি । কিন্তু এমন অনেকগুলি বিষয় আছে যাহার সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান থাকা আবশ্যক বলিয়া আমাদের পোষ হয় । আয়াদি নবম্বর মাসে আমরা এই পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত কার্যে পুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হইব । আমরা পাণ্ডুলিপি খানিকে যেরূপ পরিবর্তিত করিয়াছি তাহা এই সময়ের মধ্যে অধিকতর সমালোচনের নিমিত্তে পুনঃ প্রকাশিত হয়, ইহাই আয়াদিগের পরামর্শ ।

৩। এই রিপোর্টখানি প্রথমস্থলীয় বলিয়া কমিটীর কর্মকর্তা সভ্য বহু দিন এই পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত শেষ রিপোর্ট মন্ত্রিসভার অর্পিত না হয় ততদিন কোনও বিষয় সম্বন্ধে আশঙ্ক্য বহু প্রকাশ করিবেন না এই কথা লিপিবদ্ধ থাকে এইরূপ ইচ্ছা করেন । কমিটীর নিষ্পত্তি বলিয়া উল্লেখ করিলে সাধারণতঃ কমিটীর অধিকাংশ ব্যক্তির মত প্রকাশ করিতেছি এইরূপ বুঝিতে হইবে ।

২য় অধ্যায় ।

প্রজাদের শ্রেণী বিষয়ক বিধি ।

৪। এই পাণ্ডুলিপি খানিতে যে তির্য শ্রেণীর প্রচার কথা আছে তাহাদিগের বর্ণনা করিবার নিমিত্তেই এই অধ্যায়টি সন্নিবেশিত হইয়াছে । ইহাতে দৃষ্ট হইবে যে মূল পাণ্ডুলিপিতে অবধারিত খাজানার ভূমিভোগকারি রায়তদিগকে যেরূপ তালুকদার শ্রেণীর অন্তর্গত অন্যতর শ্রেণী বলিয়া গণ্য করা গিয়াছিল তাহা না করিয়া এক্ষণে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র শ্রেণীরূপে বিবেচনা করা গিয়াছে । ইহাও দেখা যাইবে যে “নানান্য রায়ত” এই কথার পরিবর্তে “দখলীস্বত্বাধীনা রায়ত” এই কথা প্রয়োগ করা গিয়াছে । অধমোক্ত কথাটি ভ্রমাত্মক নাম বলিয়া ইহার প্রতি লোপ; আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে । পরিশেষে

Bengal Tenancy Bill.

ইহাও দৃষ্টব্য যে সংশোধিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে মখলীস্বত্ববিশিষ্ট ঘোড়ের অন্তর্গত মহে এরূপ বাস্তবত্বের রাস্তাদের উল্লেখ করা নাই। অধিকন্তু বিবেচনার পর পাণ্ডুলিপির মধ্যে এই শ্রেণীর প্রজাতিগণের সম্বন্ধে কোন বিধান সন্নিবেশ করা বাস্তবীয় বোধ হইলেনও হইতে পারে; কিন্তু এই সকল প্রস্তাবের মীমাংসা করিতে হইলে যত দূর সম্ভাব্য জ্ঞান আবশ্যক আপাততঃ আমাদেরিগের তত দূর জ্ঞান নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে একদেশের ভিন্ন ২ অংশে এই শ্রেণীর প্রজাতিগণের ঘোড় সম্বন্ধে নিয়মের এক দূর বিভিন্নতা আছে, যে মূল পাণ্ডুলিপির ৭ম অধ্যায় রক্ষা করিতে হইলে তদন্তগত কএকটি বিষয়ের সংশোধন করা আবশ্যক হইত। কিন্তু অধিকন্তু সম্ভাব্য নীতি পূর্বক আমরা কি আকারে এই সংশোধন করিতে হইবে ইহা বলিতে সমর্থ নহি। আমাদেরিগের দুরসী যে স্থানীয় গবর্ণমেন্টে আবশ্যক সম্ভাব্য জ্ঞানাইবেন।

৫। তালুকদার ও রাস্তাদিগের মধ্যে প্রভেদবিষয়ক ধারাটিতে আমরা এই প্রত্যেক শ্রেণীর লক্ষ্য নির্দেশ না করিয়া বরং তাহাদিগের বর্ণনা করিতে যত্ন পাইয়াছি। যে সকল মূল উক্ত উভয় শ্রেণীর মধ্যে প্রভেদস্বত্ব নীমাতের মিকটে অবস্থিত, সেই সকল স্থলে আদালতসমূহের পক্ষ প্রদর্শনার্থে বিধি প্রণয়ন করা বিচিত্র ইহা স্বীকার করিলেও, আমাদেরিগের মত এই যে ইহার কোন শ্রেণীর দৃঢ় রূপে লক্ষ্য নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিলে অসুবিধা দূর না হইয়া বরং তাহার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

৩য় অধ্যায়।

তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৬। অধিকারিত হারে জমী ভোগ করিবার স্বত্ব বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির (১৪—১৭) ধারাগুলিকে স্তানান্তরিত করিয়া সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৮ম অধ্যায়ের মধ্যে সন্নিবেশ করা গিয়াছে; এই অধ্যায়ের কথা বলিবার সময়ে তাহাদিগের বিশেষ উল্লেখ করা যাইবে। যে সকল জিলার তির্যকালীন বন্দোবস্ত প্রচলিত আছে তদন্তগত স্থান সম্বন্ধে বিশেষ বিধান বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ২০ ধারাটিকে অতিরিক্ত বিধিবিষয়ক অধ্যায়ে স্থাপন করা গিয়াছে।

৭। চুক্তি কি দেশাচারক্রমে যে স্থলে তালুকদার খাজানা রক্ষির বিধান করা হয় নাও, আদালত সেই স্থলে যে বিধি অনুসারে খাজানা রক্ষি করিবেন ৭ ধারার অন্তর্গত ৩ উপধারার তাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা এই উপধারার বহুল পরিমাণে পরিবর্তন করিয়াছি। এক্ষণে কেবল এই বিধান করা গেল, আদালত তালুকদারকে লভ্যের শতকরা মশভাগের কম দিবেন না এবং খাজানা নির্ণয় করিবার সময়ে যে অবস্থায় তালুকদারের ক্ষতি হয়, তালুকদারের অধিকারী যে উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন ও আদায় করিবার যে খরচ ও সুবিধা হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। বর্জিত খাজানা পূর্বের খাজানার দ্বিগুণের অধিক হইবে না এবং মশবৎসর অপরিবর্তিত থাকিবে, এই বিধানটি আমরা স্পর্শ করি নাই।

৮। ৩৬ ধারার পত্নী তালুকদার লক্ষ্য নির্দেশ করা হইয়াছিল, তাহা এখন উপক্রমণিক অধ্যায়ের মাধ্যমে ২৭ ধারার নীলিম সংক্রান্ত ৪২ ধারাটি যে অধ্যায়ে এই বিষয়ের কথা আছে তাহার মধ্যে সন্নিবেশ করা গিয়াছে। এই দুইটি ধারাভিন্ন পত্নী তালুক বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির সমস্ত বিশেষ বিধানই এই অধ্যায়ের অন্তর্গত করা গেল।

৯। এই অধ্যায়ের অন্তর্গত তালুকদার হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রীকরণ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে আমরা যে সকল পরিবর্তন করিয়াছি তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত ৩একটি বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

(১) ১৫ ধারার (১) উপধারার একটি বর্জিত বিধি যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই বিধিক্রমে ভূম্যধিকারী খাজানা বাকী থাকিলে তালুকদার হস্তান্তর রেজিস্ট্রী করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন।

(২) মূল পাণ্ডুলিপির ২৭ (২) ধারার (খ) প্রকরণক্রমে রেজিস্ট্রী করিবার প্রার্থনা করিতে বিলম্ব হইলে দণ্ডস্বরূপ যে অতিরিক্ত ফী দেয় হইত তাহা বর্জিত করা গিয়াছে এবং যে স্থলে তালুকদারকে কখন খাজানা দেয় না হয় [১৫ (২) ধারা], তাহার ২৭ টাকা ফী দিতে হইবে ইহা নির্দেশ করিয়া একটি প্রকরণ সন্নিবেশ করা হইয়াছে।

(৩) ১৬ ধারার একটি উপধারা যোগ করা হইয়াছে। ইহার বিধান এই যে কোন ব্যক্তি হস্তান্তর কি উত্তরাধিকারক্রমে কোন তালুকদারের স্বত্বান হইলে যাবৎ এই হস্তান্তর কি উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করা না হয় কিম্বা ভূম্যধিকারীর প্রতি তাহার নোটিস জারী করা না হয়, তাহাৎ প্রথমোক্ত ব্যক্তি মোকদ্দমা, ক্রোক বা অন্য কাহাংমুস্তান দ্বারা খাজানা আদায় করিতে পারিবে না।

(৪) এবং রেজিস্ট্রী বীর লেখার সকল প্রদান বিষয়ক ধারাটি (একনকার ২১ ধারা) ২২ শোধন করা গিয়াছে। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এক আদার অস্থান বা এক টাকার অনধিক যে ফী ধাওয়া করেন প্রত্যেক ২০ মূল দিবার জন্য সেই ফী দিতে হইবে।

৪র্থ অধ্যায়।

অবধারিত হারে যে রায়তেরা ভূমি ভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

১০। হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আমরা ভানুকদারদের প্রতি যে২ নিয়ম বর্ণিত তাহা অবধারিত হারে ভূমিভোগকারী বাসেন্দা রায়তের প্রতিও বর্ত্তিবে ইহা বিধান করিয়া এই নিয়মগুলির সমতা বিধান করিয়াছি। এই শ্রেণীর রায়তদিগকে (ক) রেজিষ্টরী করা পাট্টাক্রমে কি আদালত কর্তৃক স্থিরীকৃত অধিকার বলে ভূমি ভোগকারী রায়ত এবং (খ) আইনবিহিত অনুমানক্রমে ভূমি ভোগকারী রায়ত এই দুই উপশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রথমোক্ত শ্রেণীর রায়তদিগকে ভানুকদারদের সহিত ও শেষোক্ত শ্রেণীর রায়তদিগকে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের সহিত সমান করিয়া দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কিন্তু আদালতের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

৫ম অধ্যায়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

১১। রায়তের স্বত্ব ও দখলীস্বত্ব লাভসম্বন্ধে এই অধ্যায়ের মূল নিয়মগুলির কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। ক্ষুদ্র বিবরণের পরিবর্তনের মধ্যে আমাদের মতল যেগুলির কথা এলা আদেশ্যক তাহাই বর্ণা যাইবে।

বঙ্গবাসের মহারাজা প্রভৃতি ব্যক্তিদিগের যেরূপ সুলভ মহাল আছে, সেইরূপ একটি মহালের সমুদায় অংশই বাসেন্দা রায়তের স্বত্ব প্রচলিত করিলে যে অনুবিধা ঘটিতে পারে, তৎ প্রতি আদালতের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। এইরূপ সকল বিশেষ স্থলে মহালের আরতনের পরিবর্তে রাজস্ব সংক্রান্ত কি শাসন কার্যসম্বন্ধীয় কোনরূপ সুবিধিত নেশখণ্ড খরিলে সুবিধা হইতে পারে বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট এমত বিবেচনা করেন কি না জানিতে বাধ্য করি।

১২। এই অধ্যায়ের বিশেষ উদ্দেশ্য লাভ পক্ষে মহাল শব্দের অর্থ সম্বন্ধে “১৮৫৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসাবধি” কোন সময়ের মধ্যে বাটওয়ারা হইলে বাটওয়ারা শব্দেও মূল মহাল একই মহাল বলিয়া গণ্য হইবে, ২৭ ধারার (খ) প্রকরণের এই বিধানের প্রতি সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। উল্লিখিত তারিখ স্থির করিবার কারণ এই যে, আর এই সময়াবধি বাটওয়ারা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কাগজপত্রাদি পাইবার যুক্তসঙ্গতরূপ আশা আছে, এইরূপ বুঝা গিয়াছিল। কিন্তু ঠিক পূর্বে কোনসময়ে এই তারিখ স্থির করা যাইবে তাহা নিয়ে কঠিনতার বিবেচনা আবশ্যক, সুতরাং যে একটি কথাতে এই সময় স্থচিত হয় তাহার নিম্নে একটি রেখা টানিয়া দিতে হইবে আমরা এই আদেশন করিলাম।

১৩। বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের অনুরোধক্রমে আমরা বাসেন্দা রায়তের লক্ষ্য নির্দেশক ২৬ ধারার (২) সংখ্যক একটি উপধারা সংযোগ করিয়াছি। এই উপধারার বিধান এই যদি ইহা প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমিভোগ করে, তবে যাহাৎ বিপরীত দর্শন না হয়, তাৎ এই ধারার কার্যপক্ষে এই ব্যক্তির ও সে যে ভূম্যধিকারীর অধীনে ভূমিভোগ করে সেই ভূম্যধিকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে এই ভূমি বা উহার কোন অংশ রায়তস্বরূপ বা বৎসর কাল ভোগ করিয়াছে। বঙ্গপ্রভৃতি দেশের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় এইরূপ অনুমান করা সুক্লিষ্টকর হইবে। ইহাতে মোকদ্দমার কার্যের সরলতা বিধান করিবে, এবং কোন স্থলে ইহা ঠিক না খাটিলে ভূম্যধিকারী অন্যায়াদে ইহার খণ্ডন করিতে পারিবেন।

১৪। কোন ব্যক্তি একবৎসরের অনধিক কালের জন্য কোন গ্রাম কি মহালের অন্তর্গত কোন খণ্ড হইতে বেনখল থাকিলেই যে বাসেন্দারায়তের স্বত্ব হারাইবে না আমরা মূল পাণ্ডুলিপির এই বিধানের [২৬ (১) ধারা] মর্ম্ম অব্যাহত রাখিয়াছি এবং ইহাতে একটি [(৭) উপধারা] প্রকরণ যোগ করিয়াছি। উপধারাটির মর্ম্ম এই ১৬ ধারাক্রমে [এই ধারার কথা পরে ৬৬ দফার মধ্যে] যদি সেই ব্যক্তি কোন জমীতে পুনর্বার দখল প্রাপ্ত হয়, তবে একবৎসরের অধিক কাল বেনখল থাকিলেও বাসেন্দারায়তস্বরূপ গণ্য হইতে থাকিবে।

১৫। যে কারণে স্বত্বনিয়ন্ত্রণ বিষয়ক অধ্যায়টি পাণ্ডুলিপি হইতে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা পরে বিবৃত হইবে। উক্ত অধ্যায়টি উঠাইয়া দেওয়াতে যাঁহাতে বুদ্ধিবার ভুল না হয়, এই নিমিত্তে আমরা এই অধ্যায়ের মধ্যে একটি ধারা (২৮ ধারা) সরিবেশ করা বাতুল্যের বোধ করিলাম। এই ধারার বিধান এই যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রায়তের ভূম্যধিকারী ক্রয় করিয়া বা প্রকারান্তরে উক্ত রায়তের স্বার্থপ্রাপ্ত হইলে দখলীস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে, কিন্তু এই বিধানের কোন কথার অপর কোন ব্যক্তির স্বত্বের কোন বিষয় হইবে না।

১৬। মূল পাণ্ডুলিপির ৪৮ ধারায় দামক্রমে দখলীস্বত্বলাভের বিধান ছিল, আমরা এই ধারাটি উঠাইয়া দিয়াছি, এবং এ পাণ্ডুলিপির ৪৯ ধারার বাধ্যতাব্যবহার শব্দের অর্থমধ্যে যে শ্রেণীর জমী

গণা ভাণ্ডারে দখলীস্বত্ব লাভ বিবরণ এই ধারাটির পরিবর্তে আর একটি ধারা (৩০ ধারা) দিয়াছি। শেখোক্ত ধারায় সামান্যতঃ এই বিধান করা গিয়াছে যে উক্ত সকল জমীর জমী মিস্ত্রীরা পাট্টাক্রমে কিম্বা লস বসন পাট্টাক্রমে ভোগ করা গেলে এই অধ্যায়ের কোন কথাক্রমে ভাণ্ডারে দখলীস্বত্ব ভবিষ্যৎ না।

২৭। যাচাতে ভূমি প্রদানস্বত্ব সংক্রান্ত কার্যের অনুপযোগী না হয় রায়ত একপে ভূমি ব্যবহার করিতে পারিবেন, আমরা ইহা নির্দিষ্ট করিয়া বলিয়াছি [৩০ ধারা. (ক) প্রকরণ] যে তিনি দেশাচারের বিক্ষেপে এই ভূমিস্বত্ব রক্ষা কাটিতে পারিবেন না।

২৮। ভূম্যধিকারীর অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্বসম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদটি একপে “ হস্তান্তর বিষয়ে নিয়মের কথা ” এই শীর্ষকের নিম্নে স্থাপিত হইল। আমরা এই পরিচ্ছেদে [৩২ (৪) ধারা] বিধান করিয়াছি যে ভূম্যধিকারী দখলীস্বত্ব ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলে মূল্যস্থির হইবার কি আদায়িত কর্তৃক ধার্য হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে রায়তকে এই মূল্য দিবার প্রস্তাব করিবেন। আমরা আরো এই ধারায় একটি কথা যোগ করিয়াছি, তৎকালে ভূম্যধিকারী ক্রয় করিবার দাওয়া করিলে রায়ত ইচ্ছা করিলে এই ভূমি নিজে রাখিতে পারিবেন।

২৯। আরো আমরা এই ধারায় (৫) সংখ্যক একটি উপধারা যোগ করিয়া বিধান করিয়াছি যে কোন রায়ত এই ধারার বিধান উলঙ্ঘন করিয়া বিক্রয় করিতে চেষ্টা পাইলে ভূম্যধিকারীর বিক্ষেপে এই বিক্রয় বার্থ হইবে।

৩০। দখলীস্বত্ব উলঙ্ঘন দান করা গেলে মূল পাণ্ডুলিপির ৫৫ ধারাক্রমে ভূম্যধিকারীর প্রতি তাহা অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছিল। আমরা এই ধারাটি উঠাইয়া দিয়াছি।

৩১। দখলীস্বত্ব দান সম্বন্ধে আমাদিগের বিশ্বাস এই যে অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ দান উলঙ্ঘনক্রমে করা হইবে অথবা প্রকৃত বিক্রয় দান বলিয়া কল্পনা করা হইবে। আমাদিগের বিবেচনায় কেবল শেখোক্ত জমীর দান সম্বন্ধেই ভূম্যধিকারিদিগের হস্তান্তরে কোন না কোন সংরক্ষণোপায়ের প্রয়োজন। রেজিস্ট্রী করা দলীলক্রমে দান করিতে হইবে এবং এই দলীলের এক খণ্ড প্রতিলিপি অফিসে ভূম্যধিকারীকে দিতে হইবে। তাহা হইলে দান প্রকৃত নহে বলিয়া তাহার বিবাস করিবার কোন হেতু থাকিলে তিনি এই দানের প্রতিবাদ করিবার সুযোগ পাইবেন। আমাদিগের বিবেচনায় পূর্বোক্তরূপ বিধান করিলে ভূম্যধিকারীর যথেষ্ট সংরক্ষণোপায় হইবে। পরন্তু আমরা বিচার বিষয়ে নিম্নলিখিত সম্পর্কের কোন ব্যক্তির প্রতি মুসলমান কর্তৃক দান স্থলে এই দান পূর্বোক্ত বিধান হইতে মুক্ত করিয়াছি, কারণ উক্ত দান সচরাচর উলঙ্ঘনক্রমে দানে পরিবর্তিত করা হইয়া থাকে (৩৫ ধারা)।

৩২। বিশেষে বক্তব্য এই যে অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব আমরা কেবল ভূম্যধিকারী, চিরস্থায়ী ভালুকদার ও তাঁহার অন্য যে ভালুকদারদিগকে এই স্বত্বাভিযায়ী কার্য করিতে অনুমতি দেন তাঁহাদিগের প্রতিই প্রদান করিয়া একটি ধারা (৩৬) যোগ করিয়াছি। কারণ আমাদিগের বিবেচনায় ভূমিতে চিরস্থায়ী স্বার্থবিশিষ্ট উপস্থিতি ভূম্যধিকারীর বিনা অনুমতিতে কিংকামান কোন ভালুকদার পূর্বোক্ত স্বত্বাভিযায়ী কোন কার্য করিলে অনেক অসুবিধা ও গোলযোগ ঘটিতে পারে। এই অসুবিধা ও গোলযোগ পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।

৩৩। মূল পাণ্ডুলিপির ৫৬ ধারার প্রতি বিশেষ আপত্তি করা হইয়াছে। ইহার বিধান এই যে, ভূম্যধিকারী কোন ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিলে পরে যদি কোন রায়ত এই ভূমি লয় তবে তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব আশ্রয়। আমরা এই ধারাটি উঠাইয়া দিয়াছি।

৩৪। আমরা ৫৭ ধারাটিও উঠাইয়া দিয়াছি। ইহাতে এই বিধান ছিল যে, কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারক্রমে ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিলে সে বাসেন্দা রাজত্বের স্বত্ব লাভ করিবে। আমাদিগের বিবেচনায় ২৬ (৪) ধারাক্রমে এই ধারার উদ্দেশ্য যথেষ্টরূপ সাধিত হইবে।

৩৫। এই অধ্যায়ের পর পরিচ্ছেদের নাম “ কোর্টারিল সম্বন্ধে নিয়মের কথা ”। এই পরিচ্ছেদটি নূতন। কৃষক নহে এরূপ ব্যক্তির ভাণ্ডারে লাভাশয়ে দখলীস্বত্ব ক্রয় না করে এই উদ্দেশ্যে এবং রায়তের কোর্টারি রায়তকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের কৃত একটি প্রস্তাব অবলম্বন করিয়া ইহা প্রণীত হইয়াছে। আমাদিগের বক্তব্য এই যে এই স্থলে যে সকল বিধান সন্নিবেশিত হইল শেখোক্ত উদ্দেশ্যটি তদ্বারা কেবল অংশতঃ সাধিত হইতে পারে। কোর্টারিভদের সম্বন্ধীয় ৭ম অধ্যায়ে এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ অন্যান্য বিধান দৃষ্ট হইবে। এই বিষয়ের কথা আরও বলি যাইবে।

৩৬। ৫ম অধ্যায়ের এই পরিচ্ছেদের মধ্যে নিম্নলিখিত বিধানগুলিই প্রধান।

৩৭।—কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপনার ঘোড়ের যে অংশ কোর্টারি বিনি করে, তাহা ওদীর ঘোড়ের অর্ধেকের অধিক হইলে, ভালুকদারদের রেজিস্ট্রী করিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপকসভায় যে আইন উপস্থিত করিবার প্রস্তাব করেন, সেই আইনমতে এই রায়ত ভালুকদার বলিয়া সরকারী রেজিস্ট্রীরে আপনাকে রেজিস্ট্রী করিলে ভালুকদার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। ইহার কল এই হইবে যে এই রায়তের কোর্টারি রায়তেরও বর্তমান কিম্বা ভাবী দখলীস্বত্বের অধিকারী রায়ত বলিয়া গণ্য হইবে। (৩৭ ধারা)

২৪।—কোন রায়ত আপনায় যোত কি যোতের কোন অংশ কোর্সি বিলি করিলে ঐরূপ বিলি করিবার দরপাঠী সাত বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত প্রেরণ থাকিবে না। (৩৮ ধারা)
এই বিধানগুলি তপস্বী একটি বিধানের দ্বারা সংকোচিত হইয়াছে। শেখোক্ত বিধানের মধ্যে নিম্নলিখিত একটি প্রধান।

১৮।—কোন রায়ত বৎস হেতুক বা জীলোক বসিয়া বা নীড়ানশতঃ বা দুর্ভিক্ষক্রমে কি নির্দিষ্ট একটি কারণে কিস্তিকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায় চাঁদ বসিতে অক্ষম হইয়া আপন যোত কোর্সি বিলি করিতে বাধ্য হইলে, তাহার এই কারণের প্রতি উক্ত সকল বিধান বর্জিত হইবে না। ও

২২।—যদি কোন রায়ত পূর্বেকৃতমতে তালুকদারের পরিবর্তিত হয়, তবে ঐ ব্যক্তি দখলীস্বত্ব-বিশিষ্ট রায়ত থাকিলে, যেহেতু ও যেহেতু নিয়মাদীনে তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিত এক্ষণে ও যেহেতু ও নিয়মাদীনে তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবে। সুতরাং এই বিষয় সম্বন্ধে তাহার ভূমিধিকারীর স্বত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

২৭। এই বিধানগুলি লইয়া বিলম্বন ঘটবে হইয়াছিল। এক পক্ষে ভূমিধিকারীর সহিত ও অন্য পক্ষে তাহার নিজের কোর্সি প্রকার সহিত রায়তের যে সকল আইনবিহিত সম্বন্ধ আছে তাহার নিজের কৃত কার্যক্রমে ঐ সম্বন্ধের কোন পরিবর্তন ঘটাইতে দিলে যে অসুবিধা হইবে আমরা তাহা অবগত আছি। এই পরিবর্তন আবার যে নিম্ন অসুসরণ করিয়া সৃষ্টি হওয়া আবশ্যিক, তাহা সুনির্দিষ্ট নহে এবং তাহা অবধারণ করা কঠিন। আবার কৃষকদিগের অবস্থা বিবেচনার অনেক স্থলেই ঐ নিম্ন না খাটিবার বিধান আছে, সুতরাং বিষয়টি বিলম্বন জটিল হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল আপত্তি সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই কোর্সি বিলি বিষয়ক প্রথাটি সীমাবদ্ধ করণোপলক্ষে নিম্ন-লিখিত উপায়ে কোন উৎকৃষ্টতর উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। সকলেই স্বীকার করেন যে এই প্রথাটি এক কালে নিষেধ করা অসম্ভব। কোন রায়ত আপন যোত কোর্সি বিলি করিলে যদি তাহার খাজানা বাকী পড়ে, তবে ঐ যোত তালুকদারের ন্যায় সর্বস্ব নীলাম্রূপে বিক্রয় হইতে পারিবে এবং কোর্সি প্রথাটি দখলীস্বত্ব লাভ করিতে পারিবে এইরূপ বিধান করা গেল। কোর্সি বিলি প্রথা একবার প্রচলিত হইলে তাহা কলোপধারীরূপে নিবারণ করা যে অসম্ভব, এই সকল বিধান হইতে তাহার স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে। ইহা দৃষ্ট হইবে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তালুকদাররূপে পরিবর্তিত হইলেও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবে, কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়ে তালুকদার বলিয়া গণ্য হওয়াতে তালুকদারদের যোত যে রূপে সর্বস্বীকৃত নীলাম্রূপে হইতে পারে ও তাহাদের যে রূপে অন্য দায় ও স্বত্ব থাকে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদেরও তাহাই থাকিবে। ভূমিধিকারী অর্থেক্রম করিতে পারিবেন এই বিধান হইতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরাও তালুকদারদিগের ন্যায় মুক্ত থাকিবেন। কিন্তু যখন ঐ রায়তের নাম রেজিস্ট্রী করা না যায় এই সকল বিধানের মধ্যে কোনটিই বলবৎ হইবে না। আমাদের বিবেচনার দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তালুকদাররূপে পরিবর্তিত হইলে যে সকল জটিল সম্পর্ক সৃষ্টি হয় সামান্য খাজানার বোকাধারী আদালতের এত যে সকল অবধারণ করিবার ভার অর্পণ করিলে অত্যন্ত কষ্টকর হইবে। কেবল স্থানীয় গবর্নমেন্টই ঐ সকল সম্পর্ক মিথস্র করিয়া রেজিস্ট্রী করিলে এই অসুবিধা দূর হইতে পারে। স্থানীয় গবর্নমেন্টও ইহা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

২৮। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ক বিধানগুলির আমরা আকারগত ও বস্তুগত বহুল পরিবর্তন করিয়াছি।

আমরা হারের তালিকা অনুসারে খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ক বিধানগুলি স্থানান্তরিত করিয়া স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি। স্বতন্ত্র লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত বিষয়ক অধ্যায়ের পরে ঐ অধ্যায় স্থাপন করা গেল। চুক্তিক্রমে বা আদালতে যৌকদ্দমী করিয়া সাধারণতঃ যে রূপে খাজানা বৃদ্ধি করা যায় এই স্থলে কেবল তাহারই কথা বলা বাইতেছে।

২৯। উপস্থিত সংশোধিত গাওলিপি অনুসারে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা চুক্তি সম্বন্ধে ও চুক্তি রেজিস্ট্রী করা না হইলে বৃদ্ধি করিতে পারা যায় না। ৪১ ধারাক্রমে নিম্নলিখিত বিধিগুলি উক্ত চুক্তির প্রতি বর্তিবে।—

- (১)—খাজানা এরূপে বৃদ্ধি করিতে হইবে না যে তাহা রায়তের পূর্বে দেয় খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অর্থাৎ শতকরা ২৫ টাকার অধিক হয়।
- (২)—চুক্তিপত্র অনুসারে সাত বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য করিয়া দিতে হইবে।
- (৩)—বর্জিত খাজানা পূর্বের বা সাধারণ খাজানা অপেক্ষা টাকায় দুই আনার অর্থাৎ শতকরা ২২।০ টাকার অধিক হইলে, চুক্তিপত্র অনুসারে সাত বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য করিয়া দিতে হইবে।

(৪)—রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ এই ধারায়ত চুক্তিপত্র রেজিস্ট্রী করিবার পূর্বে চুক্তি এই শাসনের বিধানসম্মত ওয়ায়ত আধীনভাবে তহা করিতেছে এই কথা জানিয়া লইবেন। ইহা দৃষ্ট হইবে যে ধারাটি সহশোধন করার একনে এই দাঁড়াইয়াছে যে রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষকে চুক্তি অনুমোদন করিবার ও তাহা উচিত ও ন্যায্য ইহা বুঝিয়া লইবার পরিবর্তে একনে কেবল ইহাই বুঝিয়া লইতে হইবে যে চুক্তি এই আইনের বিধানসম্মত।

৩০। ৪২ ধারায় এই খান করা গিয়াছে যে জমী মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া কোন প্রজা পূর্বে ভোগ করিতেন, তাহা যে আয়ের বা মহালের অন্তর্গত তথাকার কোন বাসেন্দা রায়তকে বিলি করা গেলে, খাজানা রুদ্বি করিয়া দিবার রেজিস্ট্রী করা চুক্তিপত্রক্রমে না হইলে, পূর্বে প্রজা যে খাজানা দিতেন উক্ত রায়ত ও জমীর জন্য তদপেক্ষা উচ্চতর খাজানা দিতে বাধ্য হইবেন না এবং তজ্জপ প্রত্যেক চুক্তির প্রতি পূর্বোক্তবিধিও বিধি বর্তিবে।

৩১। যৌকন্দমাক্রমে খাজানা রুদ্বি বিষয়ে আদালতের উদ্দেশ্য এই ভূম্যধিকারী ও প্রজা উভয়ের প্রতি বস্তুতঃই ন্যায্য হয় এইরূপ কতকগুলি বিধি প্রণয়ন করিয়া একটি কার্যপদ্ধতি নির্দেশ করিতে হইবে যাতে বিচার্য বিষয় সম্বন্ধে বহুবিধ ও সুকঠিন সন্ধান জানিবার প্রয়োজন হইবে না। এই প্রয়োজন থাকাতাই খাজানারুদ্বিসংক্রান্ত বর্তমান আইনটি ভূম্যধিকারীদিগের হস্তে অকর্ণণ্য যন্ত্র স্বরূপ হইয়া রুদ্বিয়াছে।

এই অভিপ্রায়ে যেহেতু খাজানারুদ্বিসংক্রান্ত যৌকন্দম উপস্থিত করা বাইতে পারিবে, তাহা নিম্নে উল্লেখ করিলাম (৪৩ ধারা)।—

(ক)—দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের নিকটই সেই প্রকারের ও তজ্জপ সুবিধা বিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে উক্ত রায়ত তদপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ)—সেই স্থান বা চলিত বাজারে প্রধান খাদ্য শস্যের গড় মূল্য রুদ্বি হইয়াছে।

(গ)—ভূমিকারীর দ্বারা বা তাঁহার খরচে যে উৎকর্ষসাধন হয় তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি রুদ্বি হইয়াছে।

(ঘ)—রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বন্যা দ্বারা বর্ধিত হইয়াছে।

৩২। অনুসন্ধানক্রমে অবগত হওয়া গিয়াছিল যে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট কেবল বিশেষ বিশেষ ক্ষমতের নিমিত্তই হারের প্রামাণিক তালিকা প্রস্তুত করিতে পারেন। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি সম্বন্ধে যে সংবাদ অবগত হইতে পারিলে ঐ শক্তির রুদ্বি হইয়াছে বলিয়া আদালত খাজানারুদ্বিসংক্রান্ত বিধি খাটাইতে পারেন, আদালতের নিকট সেই সংবাদ উপস্থিত করণার্থ আদালতের নিকট অন্য কোন সাধারণ উপায়ের উল্লেখ করা হয় নাই। খাজানারুদ্বির আইনসম্মত এই হেতুটি এক কালে ত্যাগ করণ প্রতি জমীদারেরা আপত্তি করেন, এবং ইহা পূর্বপ্রচলিত আইনের অন্যতম বিধান ছিল বলিয়া রুদ্বিত হইল। এই হেতুতে খাজানা রুদ্বি করিতে হইলে যে স্থলে ভূম্যধিকারীকৃত উৎকর্ষসাধন বশতঃ উৎপাদিকা শক্তির রুদ্বি হয়, যে অনুসন্ধান ও রেজিস্ট্রী করণকার্যের বিধান পরে করা গিয়াছে তদ্বারা ঐ খাজানা রুদ্বি করণ পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা হইবে। কিন্তু বন্যা দ্বারা উৎপাদিকা শক্তির রুদ্বি হইয়াছে এই হেতুতে খাজানা রুদ্বি করিতে হইলে, আদালতের আলো এই এতাবৎকাল যে অসুবিধা বশতঃ অর্থাৎ ভূমির উৎপাদিকা শক্তি পূর্বে কিরূপ ছিল তাহার আশা-ভাবে খাজানারুদ্বির এই হেতুটি কার্যকর হইত না, এইকণেও সেই অসুবিধা বিদ্যমান থাকিবে।

৩৩। পক্ষান্তরে মূল্যরুদ্বির হেতুতে খাজানা রুদ্বি করিতে হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট মূল্যের প্রামাণিক তালিকা প্রস্তুত করিলে, ঐ কার্যের বিশেষ সহায়তা হইবে। এখনে ইহা বলা উচিত প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের মূল্যের তালিকায় যে ভূমির খাজানা লইয়া বিবাদ তাহাতে যে বিশেষ কোন কসম অভিযায়ে তাহা গণ্য না করিয়া মূল্যের সাধারণতঃ রুদ্বি কি হ্রাস সূচিত হইতেছে ইহাই দেখিতে হইবে। জর্ডিন ডিগ্রেজ ফিল্ড সাহেব কৃত আইন সংগ্রহ পুস্তকের ২৫০ ও তৎপরবর্তী পৃষ্ঠায় যে রূপ বিবৃত হইয়াছে অর্থাৎ ইহাও গড় মূল্যের যে নিরন ধরিয়া উৎপন্ন শস্যের দণ্ডায়ণের পরিবর্তে মুদ্রাযোগে দেখ করা হইয়া যায় এখানেও মূল্যের তালিকা লইয়া সেই নিরনে কার্য করিতে হইবে ইহাই আদালতের অভিপ্রায়।

৩৪। কেহ কেহ এই কথা বলিয়াছেন যে শস্যের মূল্যরুদ্বিসম্মত অনুপাতের বিধি অনুসারে কার্য করিতে হইলে, মূল্যরুদ্বিমা আবাদ করিবার গরু রুদ্বি হইয়াছে বলিয়া কতক টাকা ডাড়িয়া দেওয়া উচিত। আশাতঃ আমরা এই বিষয়ে রায়তকে রক্ষা করিবার ভার খাজানারুদ্বিসংক্রান্ত অন্য যে সকল নিয়ম প্রণীত হইয়াছে তাহার প্রতি, বিশেষতঃ ৪৮ ধারার প্রতি, অর্পণ করিলাম। ঐ ধারার বিধান এই—যাহা যৌকন্দমার অবস্থা বনোচনার অনুপযুক্ত। অন্যায় ঘোষ হয় আদালত কোন যৌকন্দমার এরূপ খাজানা রুদ্বির ডিক্রী দিবেন না। কিন্তু এই অধ্যায়ে যে সকল পরিবর্তন করা গিয়াছে তাহা জনসাধারণ কর্তৃক সমালোচিত হইলে এই বিষয়টি অধিকতররূপে বিবেচিত হইবে।

৩৫। ভূমির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হইবার হেতুতে খাজানা হ্রাস করণ পক্ষে যে অনুরোধ করা হইয়াছে, বর্ধিত খাজানা গড় বাৎসরিক মোট উৎপাদের এক পঞ্চমাংশের অধিক হইবে না এই প্রস্তাবেও সেই অনুরোধ সমভাবে অগ্রহৃত হয়। কনিষ্ঠের অধিকাংশ ব্যক্তিরই মত এই যে প্রত্যেক মূলেই গড় বাৎসরিক মোট উৎপাদ অর্থাৎ প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের পরিমাণ অবধারণ করা একরূপ অসম্ভব। এই প্রস্তাবটির মূল নিয়মের প্রতিও গুরুতর আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। আমরা এই কারণে মূল পাণ্ডুলিপির ৭৫ (ঘ) ধারার পূর্বোক্ত ভাবের বিধানটি উঠাইয়া দিয়াছি ও তৎপরিবর্তে মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত আর একটি নিয়মের দৃঢ়তা হ্রাস করিয়াছি। পূর্বোক্ত প্রথম হেতুতে খাজানা হ্রাস করিলে টাকাদ্বিগুণ আট আনার অর্থাৎ শতকরা ৫০ টাকার অধিক হ্রাস করা হইতে পারে যাইবে না; ২য় কথা ৪র্থ হেতুতে খাজানাহ্রাস করিলে টাকাদ্বিগুণ আট আনার অর্থাৎ শতকরা ২৫ টাকার অধিক হ্রাস করা হইতে পারিবে না; এবং (৪৮ ধারা) আদালত কোন মূলেই অনুপযুক্ত বা অন্যায় বোধ হইলে, খাজানাহ্রাসের ডিক্রী দিবেন না, আমরা এই সকল বিধান করিলাম।

৩৬। একই প্রণীত দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা প্রচলিত যে হারে খাজানা দেয় সেই হারের সীমা পর্যন্তই খাজানা হ্রাস করা যাইতে পারিবে, এই সম্বন্ধে আমরা উত্তর পশ্চিম প্রদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ২০ ধারা অবলম্বন করিয়া ৪৪ ধারায় একটি প্রকরণ (গ) সংযোগ করিয়াছি। এই প্রকরণে, যেহেতু দেশাচারমতে রায়তের আভ্যন্তরীণ বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যিক, সেইহেতু মূলের বিধান করা হইয়াছে।

৩৭। ভূম্যধিকারীকৃত উৎকর্ষসাধন হেতুতে খাজানা হ্রাস সম্বন্ধে আমরা দৃঢ় ও অলঙ্ঘ্য কোন বিধি প্রণয়ন না করিয়া কেবল এইমাত্র বিধান করিলাম যে [৪৬ (খ) ধারা] কতদূর পর্যন্ত খাজানা হ্রাস করিতে দেওয়া যাইবে ইহা নিরূপণ করণার্থে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, অর্থাৎ—

- (১) উক্ত উৎকর্ষসাধন দ্বারা ভূমির উৎপাদের মূল্য যতদূর হ্রাস হইয়াছে;
- (২) উৎকর্ষসাধন করিতে কত খরচ পড়িয়াছে;
- (৩) উৎকর্ষসাধন কার্যে লাগাইতে হইলে চাষ করিতে কত খরচ পড়ে;
- (৪) উক্ত ভূমির বর্তমান খাজানা কত ও উচ্চতর খাজানা দিবার কিরূপ শক্তি আছে।

বহুকাল পূর্বের কথা লইয়া কষ্টকর অনুসন্ধান পরিহারার্থে আমরা [৪৬ (ক) ধারা] বিধান করিয়াছি যে উৎকর্ষসাধন রেজিস্ট্রী করা না গেলে অর্থাৎ ৯ম অধ্যায়ের নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে রেজিস্ট্রী করা না গেলে, আদালত খাজানাহ্রাস দিবেন না। উক্ত বিধি সকল এরূপ ভাবে প্রণীত হইয়াছে দৃঢ় হইবে যে তৎক্রমে আবশ্যিক সকল সংবাদই উপযুক্তমতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৩৮। বন্ধ্যাধারা ভূমির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হেতুতে খাজানাহ্রাস সম্বন্ধে খাজানা সংক্রান্ত কনিষ্ঠান যে মূলবিস্তার প্রস্তাব করেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া আদালতের গৃহীত বিধিটি প্রণীত হইয়াছে। এই বিধির মর্ম এই যে [৪৭ (গ) ধারা] ভূম্যধিকারী ভূমির উৎপাদের নিম্ন হ্রাস মূল্যের অর্ধেকের অধিক পাইবেন না।

৩৯। ক্রমাগত খাজানাহ্রাসের মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার প্রবৃত্তি সীমাবদ্ধ করণ বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ৭৮ ধারাটি (৫০ ধারা) এক্ষণে প্রচলিত হার অপেক্ষা কমহারে খাজানা দেওয়া হইতেছে কিম্বা মূল্য হ্রাস হইয়াছে এইহেতুতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তাহার প্রতিই বর্ত্তিবে; পরন্তু এই নিয়মটি এক্ষণে খাজানা হ্রাসের যে মোকদ্দমা দোষ গুণ বিচারের পর তিস্তি হইয়াছে ও যে মোকদ্দমার খাজানা হ্রাসের ডিক্রী দেওয়া হইয়াছে এই উভয়ের প্রতি বর্ত্তিবে, ও একবার খাজানাহ্রাস করা গেলে পরের বৎসর গড় না হইলে আবার খাজানাহ্রাস করা যাইতে পারিবে না। পূর্বের দশ বৎসর গড় হইলেই খাজানাহ্রাস করা যাইতে পারিত।

৪০। যে ২ হেতুতে খাজানা কমাইবার নিমিত্তে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে (৫১ ধারা) তাহা নিম্নলিখিতরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে।—অর্থাৎ

(ক)—যোতের জমী রায়তের দোষ ব্যতিরেকে বালি জমা হইয়া বা এইরূপ অন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে স্থায়িকরূপে অপকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে; এবং

(খ)—এ স্থানে প্রধান ২ খাদ্য শস্যের গড় মূল্য কমিয়া গিয়াছে।

ইহার প্রত্যেক মূলেই আদালত যত দূর উপযুক্ত ও ন্যায্য বোধ করেন, তত দূর খাজানা কমাইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

৪১। মূল্যের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করণ সম্বন্ধীয় সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৫২ ধারাটি মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত উক্ত বিষয় সংক্রান্ত ধারা হইতে কএক বিবয়ে বিভিন্ন। এখানে কেবল একটি পরিবর্তনের কথা বলা আবশ্যিক, অর্থাৎ এই মূল ধারাক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট পূর্বে ও বর্তমান উভয় কালের নিমিত্তই মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট গড় বার বৎসর নিম্নলিখিতরূপে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করিয়া আনিতেছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া উক্ত মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই তালিকাগুলি সংশোধন করিয়া কোন স্থানের শস্যাদির মূল্য সম্বন্ধে উহাদিগকে দিখায়সোয়া লিখিত প্রমাণস্বরূপ করিয়া তুলিতে পারিলে, মূল্যহ্রাসের হেতুতে খাজানা হ্রাস করণ সময়ে আদালতের কাঁধের বিশিষ্টরূপ সুরক্ষা সাধিত হইবে।

৪২। পশুচারণ স্থানের খাজানা হক্কি বিষয়ক কুল পাণ্ডুনিগির ৮০ খালাটি উঠাইয়া দেওয়া গেল, কারণ পশুচারণের নিমিত্তে অত্রাবিশেষক স্থান খাজানা করিয়া দেওয়া জড়ী বিন্নল, সুতরাং এই বিষয়ে বিধির প্রয়োজন নাই।

৪৩। দখলীস্বত্ববিধিগত প্রজা শসারূপে বা কলম অমুসারে বেখাজানি দিবে। তাহার সীমা নির্দেশকারী স্থল পাণ্ডুলিপির ৮১ খণ্ডটি ও উঠাইয়া দেওয়া গেল; কারণ, এবিধের স্থানীয় রীতি অভিনয় জটিল দৃষ্ট হইল। কলম বিভাগ করিবার পূর্বে সাদা ইপলক করিয়া উহা হইতে সচরাচর অনেক অংশ বাস দেওয়া হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে কোন দৃঢ় ও অলভ্য বিধি নির্দেশ করিলে আদালতের আন্তি ঘটিয়া অনিষ্ট হইবারই সম্ভাবন।

৪৪। শাসনরূপে দেয় খাজানা রূপান্তরিত করণ বিষয়ক (৫৩) ধারাটি যথা প্রদেশের প্রজাবৃত্ত বিষয়ক ১৮৮৩ সালের আইনের ১৬ ধারা অবশ্যম্ভবে পুনর্গঠিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহা যেস্বল্প নীড়াই-
রাহে তাহাতে ভূম্যধিকারী কিম্বা প্রজার মধ্যে যে কেহ নির্দিষ্ট কএক জন কর্তৃপক্ষের নিকট খাজানা
রূপান্তরিত হইবার আবেদন করিতে পারিবেন এবং উক্ত যে কর্তৃপক্ষের নিকট এই আবেদন করা যায় তিনি
তাহার প্রতিবাদ করা গেলে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। আরও বুঝাবোঁগে কত খাজানা দিতে
হইবে ইহা নির্ণয় করণার্থে পুরাতন ধারা অপেক্ষা নূতন ধারার বিবেচনায়ত কার্য্য করিবার অধিকতর
অবসর প্রদান করা হইয়াছে। ইহাতে কেবল এই বিধান করা গিয়াছে যে এই খাজানা নির্ণয় করণ-
কালীন পূর্বোক্ত কর্তৃপক্ষ লিখিতভাবে বিষয়ের প্রতি স্মৃতি রাখিবেন, অর্থাৎ,

(ক) নথীস্বত্ববিধিষ্ট রাষ্ট্রেরা নিবন্ধিত সেই একাত্তরের ও তদুপস্থিত সুবিধাবিধিষ্ট স্থান
নিবন্ধিত গড়ে যে যুক্তরূপ খাজানা দিয়া থাকে, তাহার প্রতিও

(খ) পূর্ব দশ বৎসরে দুমাদিকারী প্রকৃত প্রভাবে যে খাজানা গাইরা থাকেন তাহার গড় মূল্যের প্রতি।

৬৪ অধ্যায় ।

ଦକ୍ଷିଣୀୟଦିଗ୍‌ରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଦ୍ୱାରା ଦିଶି ।

৪৫। মূল পাণ্ডুলিপি ৮৯ খারার এই বিধান ছিল, ঐ পাণ্ডুলিপির অতিহিত “সামান্য রায়ত” অর্থাৎ দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত তদীয় ভূম্যধিকারীর সহিত কৃত নিয়মামুসারে সময়ে যে খাজানা ধার্য হয় ১১৯ খারার বিধান অর্থাৎ তাহার দেব ভূতাল খাজনা মোট উৎপন্নের গড় বার্ষিক মূল্যের পাঁচ আনার অধিক হইবে না এই বিধান প্রবল মানিরা সেই খাজানা দিবে। আমরা যে কারণে দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরদের খাজানারুদ্ধি হলে এই প্রকার অভ্যুচ্চ খাজানা ধার্য করিবার প্রস্তাব ত্যাগ করিয়াছি, এই হলেও সেই কারণে তদ্রূপ প্রস্তাব ত্যাগ করিবার মানস করি। দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের খাজানা ধার্য করিবার চুক্তি সন্ধে অন্য কোন নিয়ম করা কর্তব্য কি না এক্ষণে ইহাই কথা হইতেছে। আমাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিকে এইরূপ কোন নিয়ম নির্দেশ করিতে অনিচ্ছুক। অতএব সংশোধিত পাণ্ডুলিপিক্রমে ভূম্যধিকারী ও রায়ত উভয়েই এই বিষয়ে স্বাধীন রহিলেন। কেবলমাত্র (৫৭ খারার) এই বিধান করা গেল কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে রেজিষ্টারী করা নিয়মপত্র হ্রি কিম্বা এই অধ্যায়ের যেকোন একটি খারার কথা শীঘ্রই বলা যাইবে তদুপলিখিত প্রকারে না হইলে ঐ রায়তের খাজানারুদ্ধি করা যাইবে না।

৬৬। যেহেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে উচ্ছেদ করা বাইতে পারে তদ্বিষয়ক ৫৮ খানার আশ্রয় একটি প্রকরণ সংযোগ করিয়াছি। এই প্রকরণানুসারে উক্ত রায়তকে প্রথমবার রেজিষ্টারী করা পাট্টাক্রমে ভূমির দখল দেওয়া গেলে পাট্টার মিহাদ অতীত হইয়াছে এইহেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করা বাইতে পারিবে। কিন্তু আশ্রয় পরবর্তী (৫৯) খানায় বিধান করিয়াছি যে মিহাদ অতীত হইবার অন্তরায় হয় শাস থাকিতে রাহতের উপর উঠিয়া বাইবার মোটিস আদী করা নী গেলে পাট্টার মিহাদ অতীত হইয়াছে এইহেতু ধরিয়া উচ্ছেদ বরিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা বাইবে না, এবং মিহাদ অতীত হইবার হয় শাসের পর উপস্থিত করা বাইবে না।

৪৭। আমরা দখলীস্বত্বশূন্য রাইতকে উচ্ছেদের নিষিদ্ধ নীতিগুরুন দিবার বিধান লক্ষ্যকর এক-
রূপটি উঠাইয়া দিতে স্থির করিয়াছি এবং তৎপরিবর্তে (৩০ খারার) এই বিধান করিয়াছি যে বর্জিত
খাজান দিতে অসম্মত এইহেতু ধরিয়া দখলীস্বত্বশূন্য কোন রাইতের নামে উচ্ছেদ করণার্থ বোকদমা
উপস্থিত করা গেলে আদালত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধার্য করিবেন। এই রাইতের পাঁচবৎসর কাল
উক্ত খাজানার ভূমি ভোগ করিবার তরিকার থাকিবে এবং তাহার পর প্রথম পাটীর বিরান লভ্য
হইলে যেহ নিয়মে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিত ইতিবশ্যে তাহার দখলীস্বত্ব না অন্মিলে সেই
নিয়মে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে ।

৭ম অধ্যায়।

কোর্কী রায়ভদ্রের সম্বন্ধীয় বিধি।

৪৮। কোন মখলীখতবিশিষ্ট রাইত আগল যোক্তের অধীনে কোর্কী বিলি করাতে তালুকদাররূপে পরিণত করলে, তাঁহার কোর্কী প্রজারা রায়ভদ্রের স্বত্ব ও বিধি ভোগ করিবার অধিকারী হইবে আদালত পূর্বক (২১ ও ২৭ ধারার) পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত এই মূল বিধানের উল্লেখ করিয়াছি। যে কোর্কী রায়ভদ্রী এই বিধানের উপকারের অধিকারী নহে, উপস্থিত অধিকারক্রমে তাহাদের ক্রিয়াকলাপের বিরোধিতা করা যাইবে।

৪৯। রাইত বিধান এই যে মুদ্রারূপে খাজানা দিয়া যে কোন কোর্কী রায়ভদ্র ভূমি ভোগ করেন, তাঁহার ভূমিকারী নিজে যে খাজানা দেন, তাঁহার উপর নিম্নলিখিত শর্তকরার অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না, অর্থাৎ,

(ক) রেজিস্ট্রীকৃত পাটী বা নিয়মপত্রক্রমে কোর্কী রায়ভদ্রের খাজানা দেওয়া গেলে, শতকরা পঞ্চাশ টাকা, ও

(খ) অন্য কোন স্থলে, শতকরা পঞ্চাশ টাকা।

আর ৬৩ ধারার এই বিধান করা গিয়াছে কোন ভূমি বৎসরের শেষে না হইলে এবং উক্ত বৎসর গত হইবার অন্তরান হইয়া থাকিলে নিম্নলিখিত প্রকারে কোন কোর্কী রায়ভদ্রের উপর উঠিয়া বাইবার নোটিশ আরী করা না গেলে পর তদীয় ভূমিভোগী তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

৪৯। এই অধ্যায়ের প্রথমেই তালুকদার ও রায়ভদ্রের অবসারিত হারে ভূমি ভোগ করণবিষয়ক স্বত্ব সম্বন্ধে বিধান আছে। এই বিধানগুলি তালুকদার সম্বন্ধীয় মূল অধ্যায়ের প্রথম ভাগহইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে যে সকল পরিবর্তন করা গিয়াছে তাহার একটির কথা এখানে বলা আবশ্যক। ৬৪ ধারার অন্তর্গত (২) উপধারার একটি প্রকরণ সংশোধন করা গিয়াছে। ইহার বিধান এই যদি সিরিস্তারী তালুক কি অবসারিত হারে ভোগকৃত প্রজাস্বত্ব রেজিস্ট্রী করিতে হইবে বলিয়া পরে কোন আইন প্রণীত হয়, তবে যেসকল প্রজাস্বত্ব নিম্নলিখিত সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রী করা না হয়, তাঁহার প্রতি বিশ বৎসর ভোগ স্বত্বটি সুবিধিত অনুমানটি বাড়বে না। আমরা অবগত হইয়াছি স্থানীয় গবর্ণমেন্টের বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপকসভার পূর্বোক্ত তাবের রেজিস্ট্রী করণ অথবা প্রচলিত করণার্থে শীঘ্রই আইনের এক খানি পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার অভিপ্রায় আছে। যদি এই পাণ্ডুলিপি আইনে পরিণত হয়, তাহা হইলে ব্যবস্থা প্রস্তুত পূর্বোক্ত অনুমানের কথাটি অপরিবর্তিত থাকিতে ভূমিকারীদের বেকসই হয় বলিয়া তাঁহারা আশঙ্কিত করিয়া থাকেন এই আইন ও পূর্বোক্ত প্রকরণক্রমে অন্তঃ অবসারিত হারে ভোগকৃত প্রজাস্বত্বসম্বন্ধে সেই কন্ট্রোল উত্তমরূপে অধিকার হইবে। স্বত্বের লিপি প্রস্তুত হইবার পরেও এই অনুমান আর থাকিবে না (পরবর্তী ৭৭ ধারা দেখ)।

৫০। কোন তালুকের অন্তর্গত ভূমির সমস্ত ভূমি যোজিত হওয়াতে এই তালুকের খাজানার টাকা ভোগ করিবার সময়ে মত, ঝুঁকি ও আলাবের খরচা বলিয়া শক্ত করা হইয়া থাকিবে নিম্নলিখিত মূল পাণ্ডুলিপির ৯৬ ধারার উল্লিখিত দৃঢ় ও অসম্ভব এই বিধিটি ভুল্যাতাবের ৬৬ (২) ধারা হইতে উঠাইয়া দিয়া আদালত কেবল এই সারি বিধান করিলাম যে, তালুকদার আগলার তালুকের খাজানা সম্বন্ধে যতন্তর পাঠিতে স্বত্বাধীন আদালত ভৎহতি দৃষ্টি রাখিবে।

৫১। আদালত খাজানার নিম্নলিখিত বিধির (৬৭) ধারা হইতে মূল পাণ্ডুলিপির ৯৮ ধারা সংযুক্ত ক্রিয়াকলাপের বিরোধিতা অনাবশ্যক বলিয়া উঠাইয়া দিয়াছি।

৫২। আমরা ৬৮ ধারার একটি প্রকরণ সংশোধন করণ স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রতি সমস্ত প্রস্তাব করিয়াছি যে তাঁহার পরীক্ষার প্রত্যেক গোষ্ঠীর মনিঅডরক্রমে খাজানা দিবার কখন দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। আদালতের বিরোধিতা দিবার এই প্রণালীটি কোন কোন স্থানে সুবিধা জনক বোধ হইতে পারে।

৫৩। আমরা ৭০ ও ৭১ ধারার প্রত্যেকের খাজানার কবজ ও হিসাবে যে সকল বিষয় লিখিতে হইবে তাহা দৃঢ়রূপে লিখিত না করিয়া কখনোই এই মর্মে পাঠ দিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রতি সুবিধা বোধ হইলে তাহা পরিবর্তন করিবার কনতা প্রদান করিলাম।

৫৪। আমরা ৭০ (৪) ধারার মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত ভুল্যাতাবের [১০০ (৪) ধারার] বিধানের দৃঢ়তা শিথিল করিয়া দিয়াছি। এক্ষণে এই বিধান করা গেল, যে প্রত্যেক কবজসময় আদেশমত সমস্ত বিশেষ কথা না থাকে তাহা যে তারিখে দেওয়া যায় সেই তারিখ পর্যন্ত খাজানার সমুদয় দাওয়ার সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত বলিয়া গণ্য না হইয়া “বিশ্রীত দণ্ড না গেলে” এইরূপ অনুমান হইবে।

৫৫। খাজানা আদানত করা গেলে তাহা কিরাইরা লইবার আর্থনিপত্তে বাহাতে কোর্ট কী না লাগে তাহা বিধান করিবার নিমিত্তে কেহ আদালতকে পরামর্শ দিয়াছেন। এইরূপ হওয়া আমরা বাঞ্ছনীয় বোধ করি; কিন্তু শাসনকার্যসংক্রান্ত কর্তৃপক্ষসিগের এই বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া তাঁহাদিগের হস্তেই ইহার ভার রাখা হইল।

৫৬। যে মোত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে, বাকী খাজানার নিমিত্ত সেই মোত হইতে উচ্ছেদ করিবার বিধান বিহরক (৭৮) ধারার একটি উপধারা সংযোগ করিয়া আমরা, বিশেষ কারণ থাকিলে আদালত খাজানা দিবার নির্দিষ্টকাল বাড়াইয়া দিতে পারিবেন, আদালতের প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করিলাম।

৫৭। ডাঙলী বোতের টংপর কল বিভাগ না বাচাই করণার্থ কালেক্টর সাহেব কোন কর্তৃপক্ষী প্রেরণ করিতে পারিবেন, তাঁহান প্রতি আমরা এই ক্ষমতা প্রদান করিলাম। আর্থনিপত্তে অন্যতর পক্ষের আর্থনিপত্তে এবং অন্য যে কোন স্থলে জিলায় বা মহকুমায় পলিটেক সাহেবের বতে এইরূপ কার্য করিলে শান্তিভঙ্গ নিবারণ হইবার সম্ভাবনা সেই স্থলে কালেক্টর সাহেব তাহা করিতে পারিবেন। [৮১ (২) ধারা]

৫৮। যে কর্তৃপক্ষীকে প্রেরণ করা যায় তাহার প্রদত্ত রিপোর্টের উপর কালেক্টর সাহেব সকল স্থলেই যে আত্ম ন্যায্য বোধ করেন সেই আত্ম প্রতি পারিবেন, তাহার প্রতি আমরা এই ক্ষমতা প্রদান করি। এই বিধান করিলাম যে পক্ষদের মধ্যে যে কোন বিষয়ে বিবাদ থাকে তাহা দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির নিমিত্ত অর্পণ করা উপযুক্ত বিবেচনা না করিলে তাঁহার আত্ম চূড়ান্ত হইবে ও ডিক্রীর ন্যায় প্রবল করা যাইতে পারিবে। [৮২ (৪) ও (৫) ধারা] মূল পাণ্ডুলিপি-কমে পক্ষদিগকে প্রথম স্থলেই উপকার নীতির্থে দেওয়ানী আদালতে যাইতে হইত, এক্ষণে যে কার্যপদ্ধতি নির্দিষ্ট হইল তাহা আদালতের বিবেচনার অধিকতর সরল ও সুবিধাজনক।

৫৯। মূল পাণ্ডুলিপির ১১৭ ধারার পরিবর্তে আমরা পাঁচলিখিত ধারাটি সন্নিবেশ করিয়াছি

৮০ ধারা। (১) টংপর কল বাচাই করিয়া খাজানা লওয়া গেলে, লব্ধ কল যেখানে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।
 (২) টংপর কল বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া গেলে বাবৎ উহা বিভাগ করা না হয়, তাবৎ লব্ধ কল দখলে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।
 (৩) উক্ত স্থলেই ভূম্যধিকারীর পক্ষে কোন হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে প্রজা কৃষি কার্যের নিরবচ্ছিন্ন কল কাটিয়া সংগ্রহ করিতে পারিবেন, কিন্তু বাহাতে বর্ষাকালে উপযুক্ত বাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয় এরূপ সময়ের বা এরূপ প্রকারে কলের কোন অংশ স্থানান্তর করিতে পারিবেন না।
 (৪) যদি প্রজা কলের কোন অংশ এরূপ সময়ের বা এরূপ প্রকারে স্থানান্তর করেন, বাহাতে বর্ষাকালে তাহার বাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয়, তবে শস্য সংগ্রহের সময় সিকটক সেই প্রকারের ভূমিতে সেই প্রকারের শস্য লক্ষ্যপেক্ষা পূর্ণ পরিমাণে বত বাচাই হয়, কল ও উহা হিন্দু বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

বেহুলে টংপর বাচাই বা বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া যায়, সেস্থলে কলের দখল লব্ধ ভূম্যধিকারী ও প্রজার স্বত্ব ও দায়ের বিষয়ে এই ধারার সংক্ষেপে প্রকৃষ্টরূপে বিধান করা গিয়াছে।

মূল পাণ্ডুলিপির ১১৭ ধারার দশ বিষয়ক বিধানটি এইস্থলে গৃহীত হইল না, কারণ ১৯ নং অধ্যায়ের (২২০ ধারা) মধ্যে দশ বিষয়ক লাবণ্য যে প্রদত্ত সন্নিবেশ করা গিয়াছে তাহাতেই উক্ত বিষয়ের বথেষ্ট বিধান দৃষ্ট হইবে।

নব অধ্যায়।

ভূম্যধিকারী ও প্রজা বিহরক বিবিধ বিধান।

৬০। আমরা একটি নূতন ধারা (৮৮) সন্নিবেশ করিয়া বিধান করিলাম যে, রায়ত অবধারিত খাজানার তিন অধারিত খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিলে, তদীয় ভূম্যধিকারী তাহাকে কোন উৎকর্ষসাধন করিতে বাধ্য দিতে পারিবেন না।

৬১। আমরা ৮৯ (৩) ধারার প্রথম অংশটি রায়ত ও তদীয় ভূম্যধিকারীর মধ্যে

(ক) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্ব লব্ধ ও

(খ) কোন বিশেষ কার্য উৎকর্ষসাধন কি না এতৎ লব্ধ,

কোন বিবাদ উৎপত্ত হইলে কালেক্টর সাহেবের প্রতি তাহা চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি।

৬৩। উৎকর্ষসাধন ঘটতি বিদ্যাদেশের সহজে নিশ্চিতি হইতে পারিবার নিমিত্ত আদরা যথা প্রদেশের প্রজাবৃত্ত বিষয়ক ১৮৮৩ সালের আইনের ৮০ ধারা অবলম্বন করিয়া একটি ধারা (১০) প্রণয়ন করিয়াছি। এই ধারা বিধান এই যে কোন ভূম্যধিকারী কি প্রজা যে উৎকর্ষসাধন করা য় তাহার প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিলে কোন রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারীর দ্বারা প্রার্থনা করিতে পারিবে, এবং কোন বিষয় এরূপ লিপিবদ্ধ করা গেলে পক্ষদের মধ্যে পরে যে কোন আদালতিক কার্য হয় তাহাতে এই লিপিবদ্ধ কথা প্রমাণ মধ্যে আঁটা হইতে পারিবে। ৩৭ দফার বিধি ৩৬ ভূম্যধিকারী কৃত উৎকর্ষসাধন রেজিস্ট্রী করিবার বিধান করিয়াও আদরা একটি ধারা (১১) প্রণয়ন করিলাম।

৬৪। মূল পাণ্ডুলিপির ১০৯ (৪) ধারার বিধান এই ছিল, যদি ইহা দেখান না যায়, যে ভূম্যধিকারী রাজস্বক উৎকর্ষসাধন করিতে চাহিলে করিয়াছিল এবং আপন তাহার করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তবে এই আইন প্রচলিত হওয়ার সময়ের পূর্বে রায়ত যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। এই ধারার পরিবর্তে আদরা একটি উপধারা [১০ (৪) ধারা] সরিষের বিধান করিলাম যে ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখ অর্থাৎ উক্ত পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার তারিখ ও এই আইন প্রচলিত হওয়ার সময়ের মধ্যে রায়ত যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। এই পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার তারিখের পূর্বে কোন উৎকর্ষসাধন করা গেলে এই ধারা তাহার প্রতি ভূতকাল সম্পর্কে বর্ত্তিবার পক্ষে ইহাতে বাধ্য হইবে।

৬৫। উৎকর্ষসাধনের নিমিত্তে কতিপয়রূপক বেটী দেয় হয় তাহা নিরূপণকালে আদালত-কর্ত্তক যে বিষয় বিবেচিত হইবে, আদরা ১৪ ধারার কিয়ৎপরিমাণে তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছি। নূতন যে কথাগুলি সংযোগ করা গিয়াছে তাহার মধ্যে এইগুলি গুরুতর অর্থাৎ উৎকর্ষসাধনের কল যত কাল স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা তাহা বিবেচনার এই উৎকর্ষসাধনের আদার প্রতি এবং “ভূমি কৃষি কার্যোপযোগী করা গেলে, কিম্বা অসেচিত ভূমি সেচিত ভূমিতে পরিণত করা গেলে, রায়ত যত কাল অধিক্ত শ্রমজীনার উৎকর্ষসাধনের লাভ ভোগ করিয়াছেন” সেই কালের প্রতি আদালতের দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৬৬। যথা প্রদেশের প্রজাবৃত্তবিষয়ক ১৮৮৩ সালের আইনের ৩৩ ধারা অবলম্বন করিয়া আদরা প্রজা কর্ত্তক ইচ্ছুক করণ বিষয়ক (১৫) ধারাটি নূতন করিয়া প্রণয়ন করিয়াছি এবং কোনর নোক্তের এই বিষয়ে একটি আন্তঃ সংস্কার আভে বলিয়া তাহার দূরীকরণার্থে একটি উপধারা (৫) যোগ করিয়া স্পষ্টরূপে বিধান করিয়াছি যে কোন রায়ত আপন গোড় ইচ্ছুক করিলে, ভূম্যধিকারী এই যোতে প্রবেশ করিয়া উক্ত কোন প্রজাকে অধী করিয়া দিতে কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ লইতে পারিবে।

৬৭। আদালতঃ দেখিলে যোগ হয় যে রায়ত আপন গোড় পরিভাগ করিয়াছে কিন্তু এই যোড যে পরিভাগ করিয়া ১৩ ধারা (১) কোন রায়ত আপন ভূম্যধিকারীকে নোটিস না দিয়া ও খাজানা বেমন দেয়া হয়, তাহা দিবার বন্দোবস্ত না করিয়া যদি আপন বাগী ভাগ গিয়াছে ইহা পরিভাগের কথা। করে, ও নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা আপন যোড আর চাষ করিবার লইতে পারিবার লইতে না করে, তবে রায়ত যে ভূমি বৎসরে এরূপ ভাগ করিয়া যায়, ও চাষ করিতে বিরত হয়, সেই ভূমি বৎসর জন্মিত হইবার পরে কোন সময়ে ভূম্যধিকারী এই যোডে প্রবেশ করিয়া তাহা অন্য কোন প্রজাকে অধী করিয়া দিতে পারিবে, কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ লইতে পারিবে।

অনুবিধা অনুসৃত হয় আদরা পাঁচলিখিত ধারা প্রণয়ন করিয়া তাহা নিরাকৃত করিবার চেষ্টা পাইয়াছি।

৬৮। কোন ভূম্যধিকারী পূজার সম্মতি দিয়া কিম্বা কালেক্টর সাহেবের অনুমতি দিয়া দশ বৎসরে একবারের অধিক ভূমি বাগ করিতে পারিবে না এই বিষয়টি ১৯ ধারার আদরা নিম্নলিখিত স্থল বর্জিত স্থল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি, অর্থাৎ—

(ক) যে স্থলে যোডের পরিমাণ, শিকড়ী কি পৈগড়ীহেতুক বৎসর ২ পরিবর্তন হইতে পারে ও দেয় খাজানা এই পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(খ) যে স্থলে চাষের ভূমির পরিমাণ বৎসর ২ পরিবর্তন হইতে পারে এবং দেয় খাজানা চাষের ভূমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(গ) যে স্থলে ভূমালিকারী ইচ্ছাপূর্বক হস্তান্তরক্ৰমে না হইয়া অন্যপ্রকারে পরিবর্তন এবং পরিদ্রুপন দখল করিবার আশঙ্কা অবশিষ্ট নহে এবং অধিক কাল গত হয় নাই।

৬৮। মাপের দৃষ্টি বিষয়ক ১০১ ধারার আশ্রয় একটি উপদ্বারা সম্মিলিত করিয়া স্থানীয় গণপরিষদের প্রতি স্থানীয় তদন্ত লটবান পর কোন স্থানে যে না যে ২৫ মণ্ড ব্যবহৃত হয় তাহা নির্দেশ করিয়া দিগি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইছে এবং প্রকল্পে যে নির্দেশ করা যায় তাহা পিণ্ডিত দর্শন মণ্ড গোল শুদ্ধ বলিয়া অঃ মণ্ড হইবে এই বিধান করা হইছে। আশ্রয়গের বিবেচনার উদ্দেশ্যে মূল পাণ্ডুলিপি ১৩৮ ধারার আশ্রয় প্রয়োজন থাকিতেছে না, অতএব এই ধারাটি আশ্রয় উঠাইয়া দিলে। ভূমি মাপক দ্বারা বিষয়ক অন্যান্য বিধান প্রদানের লিপিমন্তদ্বারা ১০১ অধ্যায়ের মধ্যে দৃষ্ট হইবে।

৬৯। কোন মকাল কিম্বা ভাস্করের সচাধিকারিদের পক্ষে কার্য্য করণার্থে কাৰ্য্যাত্মক নিয়োগ বিষয়ক এই অধ্যায়ের অন্তর্গত পটিলেতে আশ্রয় একটি ধারা (১০৩) সংযোগ করিয়া তাই কোর্টের প্রতি কাৰ্য্যাত্মকদের ক্ষমতা ও কর্তব্য কর্ম নির্দেশ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইছে।

৭০। ভূমি মাপক বিষয়ক ধারাটি আশ্রয় ত্যাগ করা হইছে। এই ধারাটি থাকিলে মকালীস্বত্ব ভূমি মাপকীর মধ্যে রাস্তা ও রাস্তা তদন্ত প্রমাণিক কোর্ট রাস্তার অবস্থার পক্ষে দৃষ্ট হইতে হয়, সুতরাং উপস্থিত পাণ্ডুলিপি প্রণেতৃগণের মণ্ড বিবেচনা মকাল তদন্তের আশ্রয় একটি আশ্রয়গের মধ্যে বিশেষ আশ্রয়। আশ্রয় এই ধারাটি দৃষ্ট হইলে উপস্থিত কাৰ্য্য না থাকিলেও যে কোন ব্যক্তি এই ধারা ক্রমে সম্প্রদায়িক আইনের অধিনীত হইবার প্রকল্প ও বণেচ্ছ ক্ষমতা থাকে। এই অধিনীত প্রণেতৃগণের সচাধিকারী হইবার সচাধিকারী। সুতরাং সাধারণ উদ্দেশ্য বিবেচনা করিলে ও এই ধারাটির প্রতি গুরুতর আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে।

আশ্রয়গের বিবেচনা এই পাণ্ডুলিপির উপস্থিত প্রয়োজন মকালীস্বত্বস্বত্বের অধ্যায়ের মধ্যে সম্মিলিত (১৮) ধারার বিধানক্রমেই যথেষ্টরূপে সাধিত হইবে। এই ধারার কথা পূর্বেই (১৫ মকাল) আশ্রয় বলিয়াছি। মকালর জটিল প্রকল্প মিলেই সাধেব এই বিষয়ে যে মকাল প্রকাশ করিয়াছে তাহা ইতিমধ্যে বিবেচনা করিয়া এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আশ্রয়গের এই প্রকল্প হইতে যে স্বত্বনিমজ্জমণ্ডিত প্রকল্পটি কিয়ৎপরিমাণে উপস্থিত আইনের ন্যায় অবিকারের হইতে পারে।

১০ম অধ্যায়।

অত্বের লিপি ও আশ্রয়নার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।

৭১। উপরি উক্ত দুইটি বিষয় লইয়া মূল পাণ্ডুলিপিতে যে দুইটি অধ্যায় ছিল তাহা এক অধ্যায়ের মধ্যে সংগ্রহ করা এবং সহজতর বিষয়টির অধীনে অত্বের লিপি বিষয়ক কথা প্রথমে বলা আশ্রয় প্রণয়ন বোধ করলাম।

৭২। অত্বের লিপি না থাকায় জন সাধারণের কথন, বিশেষতঃ কোন মকাল কি ভাস্কর বীলানক্রমে বসপূর্বক বিক্রয় করা গেলে যে আশ্রয় তাহা ক্রয় করেন তিনি যে অসুবিধা অনুভব করেন, আশ্রয়গের দোষ হয় যে ১১২ সংখ্যক নূতন ধারা ক্রমে তাহা দূরীকৃত হইবে। এই ধারা ক্রমে বিশেষ কএকটি নিয়মাদ্বারা ভূমালী কি ভাস্করদের প্রার্থনামতে প্রকল্প সংক্রান্ত কর্মচারী অত্বের লিপি প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

৭৩। তাহা দৃষ্ট হইবে যে অত্বের লিপি প্রস্তুত করিবার প্রণালী সম্বন্ধে গুরুতর একটা পরিবর্তন করা গিয়াছে। মূল পাণ্ডুলিপি ১২৯ অধ্যায়ের সকল স্থলেই, অর্থাৎ, লিপির মধ্যে যে কথা দৃষ্ট হইতে হইবে তাহা লইয়া বিবাদ পাণ্ডুলিপি না থাকুক, সরাসরি কার্য্যবিধান নির্দিষ্ট হইয়াছিল, সুতরাং সকল স্থলেই একই কল হইতে অর্থাৎ লিপির মধ্যে কোন কথা দৃষ্ট হইলেই তাহা দৃষ্ট হইতে হইত বলিয়া অনুমান করা হইত, কিন্তু মেওরানী আদালতে তাহার গুরুতর প্রতিবাদ করা হইতে পারিত। পক্ষান্তরে সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে অত্বের লিপি প্রথমেই প্রকাশিত হইবার বিধান করিয়া আপত্তি উপস্থাপন করিবার অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া গিয়াছে। লিপির মধ্যে কোন কথা দৃষ্ট হইয়া থাকিলে কি পরিবার প্রস্তাব করা গেলে যদি তাহার প্রতিবাদ করা হয়, তবে রাস্তাসংক্রান্ত কর্মচারীকে মেওরানী আদালতের নিয়মিত কার্য্যপদ্ধতি অনুসারে এই বিবাদ সম্বন্ধে তদন্ত লইতে হইবে এবং তাহার কৃত সিদ্ধান্তি দ্বিতীয় ন্যায় প্রণয়ন হইবে। বিশেষতঃ অত্র অধ্যায় সকল আপীল লম্বিয়ার নিয়মিত নিবৃত্ত হইবে। নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে প্রথমতঃ তাহারই নিবৃত্ত আপীল হইতে পারিবে ও পরে দ্বিতীয় আপীল সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়মাদ্বারা হাই কোর্টে আপীল হইতে পারিবে। সুতরাং লিপির বর্ণিত কোন কথা লইয়া বিবাদ হইলে, সকল স্থলেই নিবাদের বিষয়টি যে সকল কথা সিদ্ধান্তি হইয়া গিয়াছে তাহার ন্যায় গণ্য হইবে। লিপি প্রথমে প্রকাশ করনের পর আপত্তি উপস্থাপিত করনের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে স্থলে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যায়, লিপির বর্ণিত কথা সেই স্থলে অবিসংবাদিত বলিয়া চিহ্নিত করা হইবে এবং মূল পাণ্ডুলিপির প্রস্তাবিত মতে ব্যবহৃত বিপরীত দর্শন না যায় তাহা শুদ্ধ বলিয়া অনুমিত হইবে। উক্ত সকল কার্য্য বহু বিস্তারে সংঘটিত হইবে বিবেচনা এবং অত্বের লিপি প্রকল্পেই এক শিত হইতে না বেস স্বার্থযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই যে তাহার সম্বন্ধে এই লিপির মধ্যে

যে কথা ধরা যায় তাহার বখাৰ্খতাব ছন্দস্বৰূপ করিতে পারিবেন ইহা নিঃসন্দেহরূপে জানিতে পারিবাব সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমরা লিখিত অন্তর্গত অবিসংবাদিত কথাগুলি বহু দূর আনানিক হইবে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি তদপেক্ষা অধিকতর আনানিক বলিয়া নির্দেশ করিতে সাহসী হইলাম না।

৭৪। যে কার্যকে “খাজানার বন্দোবস্ত” বলা হইয়াছে তাহাতে যত্নের লিপি প্রস্তুত করণ এবং দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজা ও তাহুকদারেরা অবধারিত খাজানার না হইয়া অন্যপ্রকারে ভূমি ভোগ করিলে ভূমিধিকারী বা প্রজা উক্তবে সকল খাজানার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার আৰ্থনা করেন সেই সকল খাজানার বন্দোবস্ত বুঝাইবে।

কোন যোতের খাজানার বন্দোবস্ত করা হইতে পারে কি না এবং করা বাইতে পারিলে কত টাকা তাহার নিরূপণ করিতে হইবে এইগুলি বহু জটিল ভাবের প্রশ্ন এবং দুইটি বিভিন্ন পর্ষদের বৃদ্ধির উপর স্থাপিত। প্রথমতঃ প্রজা সম্বন্ধে অস্তিত্ব, ভূমির পরিমাণ প্রজার স্বত্ব ও যে নিয়মে তিনি ভূমি ভোগ করেন এইরূপ অনেক বিষয়বস্তু এই প্রস্তাবের উপর পূর্বোক্ত প্রশ্নগুলির নিষ্পত্তি নির্ভর করে। এই প্রশ্নের মধ্যে আইনবস্তুিত এমন নানা কথা থাকিবার সম্ভাবনা যাহা সম্ভাবজনক ভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইলে পরিলেবে উচ্চতর বিচারালয়ের আপীল হইবার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ এই প্রশ্নগুলির অর্থনীতি-বস্তুিত অনেক বিষয়ের সহিত অর্থাৎ ভিন্ন সময়ে প্রচলিত দর, ও এবং উৎপাদনসাধনের কল প্রভৃতি অনেক বিষয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সকলেই স্বীকার করেন যে প্রথম স্থলেই হউক আর আপীল ক্রমেই হউক স্থানীয় তদন্ত না হইলে এবং বিচার্য বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি তিন্ন এই সকল বিষয় লইয়া বখাযখ কার্য করা যাইতে পারে না। পূর্বোক্ত দুইটি বিষয় স্বতন্ত্র করিয়া যাহাতে প্রত্যেকটি বিশেষ ব্যক্তি কতক চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি হইবার প্রকৃষ্ট বিধান করা যাইতে পারে ইহাই আনানিগের বিবেচনা স্থল হইয়াছিল। এই প্রশ্নের যে সীমাহতা মূল পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তাবিত হইয়াছিল, তাহা এই পাণ্ডুলিপির ১৬০ ধারায় দৃষ্ট হইবে। যত্নের লিপি সংক্রান্ত কার্যপদ্ধতির মধ্যে যে পরিবর্তনের পূর্বকই উল্লেখ করা গিয়াছে তাহাতে এবং অনেক বিশেষতঃ বিচারপট ও স্থানীয় কৃষিকার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ কর্মচারী বিশেষ জ্ঞানস্বরূপ নিযুক্ত হইবেন পাণ্ডুলিপির উল্লিখিত এই বিধানক্রমে পূর্বোক্ত প্রশ্নের অধিকতর সম্ভাবজনক উত্তর পাইবার পক্ষে সচায়তা হইবে বোধ হয়। আমরা এক্ষণে এই প্রস্তাব করি যে, যে খাজানার বন্দোবস্ত করা যায় কি বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করা যার তৎসম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হইলে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী যত্নের লিপির অন্তর্গত কোন কথা-বস্তুিত বিবাদের ন্যায় উক্ত বিবাদের নিষ্পত্তি করবেন, ও পরে এই সমগ্র বিষয়ের আপীল বিশেষ জজের নিকট হইতে পারিবে এবং যত্নের লিপির অন্তর্গত যে কথা বিবেচনায় খাজানার বন্দোবস্ত করা গিয়াছে তাহা কোটি দ্বিতীয় আপীলে সেই কথা উপক্ষে বিশেষ জজের নিষ্পত্তি অন্যথা না করিলে এই নিষ্পত্তিই চূড়ান্ত হইবে। এইস্থলে তাহা কোটি তৃতীয় করিয়া খাজানা নিঃপণ করিয়া দিতে পারিবে, কিন্তু জমাবন্দীর লিখিত অন্যান্য খাজানাদুটে তাহা করিতে হইবে। অর্থাৎ খাজানা অত্যধিক অত্যাগ করিয়া থাক্য করা হইয়াছে কেবল এই হেতুতেই তাহা কোটে দ্বিতীয় আপীল হইতে পারিবে না কিন্তু আইনবস্তুিত বিষয়ে বুঝিবার স্থল হইয়াছে বলিয়া, যখন বিশেষ জজ কোন যোতের মধ্যে প্রকৃতই বহু জমী আছে তদপেক্ষা অধিক কি অল্প জমী আছে ধরিয়াছেন এই প্রকার হেতুতে দ্বিতীয় আপীল করা যার বলিয়া দ্বিতীয় আপীল কর গেলে ও আপীলকারী কৃতকাণ্ড হইলে, তাহা কোটি খাজানার হার পরিবর্তন না করিয়া স্থলবিশেষে খাজানা কনাইয়া তাহা বাড়িয়া দিতে পারিবেন।

৭৫। আমরা ১২০ ধারায় বিধান করিয়াছি যে পূর্ব কএক ধারা ক্রমে কোন যোতের খাজানার টাকা বাধ্য করা যার নিমিত্ত কোন ভূমিধিকারীর আৰ্থনা করিবার স্বত্ব থাকিলে, যোতের যে খাজানা তাহার আৰ্থনার্থে ধার্য্যের কিস্তী নির্ণীত হয়, ভূমিধিকারীর উৎকর্ষসাধন কিস্তী যোতের পণ্ডিতান রক্ষিছেতুক না হইলে, পনের বৎসর কাল মধ্যে তাহা রক্ষি করা বাইবে না।

৭৬। প্রচলিতে হইবার বিধান বিষয়ক ১২১ ধারাটি এক্ষণে যত্নের লিপি প্রস্তুত করণ ও খাজানা বন্দোবস্ত করণ এই উভয় বিষয়ের প্রতিই বর্ত্তান গেল।

৭৭। এই অধ্যায়ের আর একটি বিধানের অর্থাৎ ১১২ সংখ্যক নুত্তন ধারাটির বিধানের বিষয় কিছু বলা আবশ্যক। বিধানটি এই। কোন প্রজার যত্ন সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই অধ্যায়মতে লিপিবদ্ধ করা গেলে অবধারিত খাজানায় বিশ বৎসর ভূমি ভোগ করিলে যে অনুমান করা গিয়া থাকে বলিয়া সকেই অবগত আছেন তাহা আর থাকিবে না।

১১শ অধ্যায়।

হাতির তালিকা বিষয়ক বিধি।

৭৮। এই অধ্যায়ের লিখিত বিষয় বিবেচনা করিবার সময়ে আমরা বঙ্গদেশের স্ববর্ণায়ত্তের অতি-প্রাচীনসময়ে কার্য্য করিয়াছি। যে সকল তদন্তলওয়া হইয়াছে তদুপে বোধ হয় যে খাজানার হারের মধ্যে বিলক্ষণ বিভিন্নতা আছে বলিয়া অনেক স্থলেই কোন বহুৎ দেন, খণ্ডে খাটিতে পারে হারের এমন সাধারণ তালিকা প্রস্তুত করা অসম্ভব। কিন্তু রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী কতক খাজানার সাধারণ

বন্দোবস্ত করণের প্রস্তাব অপেক্ষা তৎকর্তৃক বিশেষতঃ স্থানের নির্দিষ্ট হারের উত্তরণ ভানিকা প্রস্তুত করিলে ভাল হয়, বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টে এইরূপ বিবেচনা করেন। প্রথমোক্ত স্থানে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী অংশে যে ভূমি লইয়া বিবাদ তথায় বাইরা বিবাদে নিষ্পত্তি করিবেন। কিন্তু শেষোক্ত স্থানে তিনি কেবল যে সকল সাধারণ রূপান্তর অনুসরণ করিয়া আদালতের কার্য্য করিতে হইবে সেইগুলিই নিরূপণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন। আদালতের সম্মুখে যে বিবাদের স্থল উপস্থিত করা বায় আদালত রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারীদের দ্বারা সাধারণ রূপান্তর গুলি সেই স্থলে খাটাইবেন। অতএব হুই একটি সামান্য পরিবর্তন করিয়া আমরা এই কার্য্যপদ্ধতি অব্যাহত রাখিয়াছি। কিন্তু মূল পাণ্ডুলিপিতে ইহার বেরণ গুরুত্ব ছিল এক্ষণে তাহা আর থাকিবে না।

১২শ অধ্যায়।

ভূস্বামীর নিজজমীর কথা লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

৭৯। খামার বা জেরাতভূমি সংক্রান্ত কঠিন প্রশ্নটির সীমাংশ করিতে গিয়া আমরা হুইটি বিভিন্ন কার্য্যপদ্ধতির বিধান করিয়াছি।—অধ্যায়—

(ক) স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশ ক্রমে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী কর্তৃক উক্ত ভূমির জরীপ ও রেজিস্ট্রী করণ ;

(খ) স্বাধিকৃত ভূস্বামিকারি অথবা প্রজার আধীনস্থে ভদন্ত লওন।

বহুবিভূত দেশে সংস্কৃত এই বিষয়টির বিশেষ গুরুত্ব আছে বলিয়া তথায় প্রথমোক্ত কার্য্যপদ্ধতি অনুসারে কার্য্য হইবে। শেষোক্ত পদ্ধতি কেবল বিশেষ কোন ভূমি খণ্ড লইয়া বিবাদ থাকিলে ঐবিবাদস্থলে খাটাবে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অনুরোধক্রমে হুই কার্য্যপদ্ধতিই সমভাবে দেশের যে কোন অংশে খাটাইতে পারা যাইবে এইরূপ বিধান করা গিয়াছে। এই জমীর ভূমির বর্ণনার আশ্রয় বঙ্গদেশ ও বেহারদেশের মধ্যে কোন প্রভেদ করি নাই। কিন্তু আমরা আদেশ করিয়াছি যে প্রত্যেক স্থলেই দেশাচারের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কোনও জমী ভূমির রাজস্বসংক্রান্ত কর্মচারী ভূস্বামিকারীর নিজ জমী বলিয়া প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবেন ইহা বিধান করিলেও যে স্থল স্পষ্টতঃই পূর্বোক্ত জমীর অন্তর্গত নহে সেই স্থলে কার্য্য কণার্থে কএকটি বিধি প্রণয়ন করিয়া তাঁহার সাহায্য করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। যে ধারায় এই সকল বিধি আছে তাহা নিয়ে উদ্ধৃত হইল।

ভূস্বামীর নিজ জমী নির্ণয় করিবার বিধি।

১৩৮ ধারা।

(১) রাজস্ব কর্মচারী নিম্নলিখিত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজযোত বা কামাত বলিয়া ভূস্বামী নিজ আপন সরঞ্জামদ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী সজুরদ্বারা এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্বে ক্রমাগত বায় বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয় সেই জমী এবং

(খ) যে আবাদী জমী প্রমাণাচারক্রমে ভূস্বামীর খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজযোত বা কামাত জমী বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূস্বামীর নিজজমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করা উচিত কি না, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পূর্বে ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া বিশেষ করিয়া ঐ জমী জমা দেওয়া হইয়াছিল কি না এই কথাটির প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু বাবৎ বিপরীত দর্শন দাখিল, তাবৎ উক্ত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী নহে, এইরূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূস্বামীর নিজ জমী কি না, এবিষয়ে দেওয়ানী আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, রাজস্ব কর্মচারীদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শনার্থ এই ধারায় যে বিধি নির্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

১৩শ অধ্যায়।

ক্রোক করিবার বিধি।

৮০। এই অধ্যায়গত যে ২ পরিবর্তনের প্রতি আবাদিগের নতুন নোবোঁগ আকর্ষণ করা আবশ্যিক তাহা এই ২।—

(ক) বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত বোঁকদখা করিতে হইলে যে কোর্ট কী দিতে হয় ক্রোকের দর-খাস্তেও তাহাই দিতে হইবে, মূল পাণ্ডুলিপির ১৬৭ (২) সংখ্যক এই ধারাটি উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(খ) উৎপন্নশস্য গোলাপ্ত করা গেলে তাহা ক্রোক করা যাইবে না।

(গ) বাবৎ ক্রোক করণের আদেশ প্রচার কি জারী করা না বায় উৎপন্ন শস্য স্থানান্তর করা বাইবে না, কোনও স্থলে আদালতের প্রতি এইরূপ আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল। [১৪১ (৩) ও (৪) ধারা]

- (ব) যে কসল গোলাজাত করা বাইরে পায়, তাহা কেহে থাকিতে বিক্রয় করা যাইবে না, ১৪৭ ধারার ইহার লগ্নে বিধান করা গিয়াছে।
- (গ) কোন ব্যক্তির সম্পদে মূল পাণ্ডুলিপির ১৮৫ ধারার অপর্যাপ্ত করা গেলে, বিশেষ ২ নম্বর এই ব্যক্তির অর্থ মণ্ডল হইতে পারিবে, এই বিষয়ের বিধান সংক্রান্ত এই পাণ্ডুলিপির ১৮৬ ধারাটি ভাগ করা গিয়াছে।
- (ঘ) পক্ষান্তরে, উক্ত অপর্যাপ্তের সহায়তাকারিদের মণ্ডল বিধানের নিমিত্ত ১৯ নং অধ্যায়ের প্রথম ধারার লগ্নে বিধান করা গিয়াছে, এবং ১৪৮ ধারার ইহা লগ্নেরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে যে এই অধ্যায়ের বলে কোন ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করা গেলে এবং এ স্থলে এই অধ্যায়ের বিধান লায়াক্কে না বর্তিলে তিনি যে ব্যক্তির তাহার বিক্রেতা আদালতকে চালিত করিয়াছিল তাহানিগের বিক্রেতা বোঝা করা উক্ত অনিষ্টের প্রতিকার করিতে পারিবেন।
- (ঙ) মূল পাণ্ডুলিপির ১৮৭ ধারারূপে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এই অধ্যায়ের কাঁচা স্থগিত রাখিতে পারিবে; এই ধারাটি ভাগ করা গিয়াছে।

১৪শ অধ্যায় ।

বিচার সম্পর্কীয় কার্যাবলীর বিষয়ক বিধি।

১১। মূল পাণ্ডুলিপির ১৯১ অর্থ ১৯৭ পর্যন্ত ধারার নির্দিষ্ট বিশেষ কার্যপদ্ধতির অধিকার হইতে আনয়ন মণ্ডল বিধানের নিমিত্ত ও ভূমির মূল্য নির্ধারণ পাঠ্য নিমিত্ত বোঝা করা মুক্ত করিয়াছি।

১২। রাজধানী নগরের ছোট আদালত সংক্রান্ত আইনের একটি ধারা অবলম্বন করিয়া আনয়ন এই অধ্যায়ের প্রথমেই ১৫৯ সংখ্যক একটি ধারা সন্নিবেশ করিয়াছি। এই ধারারূপে হাই কোর্ট স্থানীয় সর্বন্যেস্তের সম্মতি লইয়া ভূমিরিকারী ও প্রজার মধ্যে বোঝা করার দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের কোন অংশ বর্ত্তিবে না কি বিশেষ কোন নিয়মাবলী বর্ত্তিবে ইহা প্রকাশ করণার্থে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, হাই কোর্টের প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করা গিয়াছে। নতুন আইন অনুসারে আদালত সমূহে নিরূপণ কার্য চলে এই বিষয়ে তুরোদগমন লাভ হইলে, হাই কোর্টের প্রতি প্রথম উক্ত ক্ষমতানুসারে এরূপ ভাবে কার্য করা যাইতে পারিবে, যাহাতে কার্যপদ্ধতির অধিকতর সরলতা সাধিত হইবে, ইহাই আদালতের বিধান।

১৩। আদালতগত ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে খাজানা সংক্রান্ত বোঝা করার কার্য পদ্ধতি অসম্পূর্ণ ও সরলতার পরিবার অভিজ্ঞতায় যে নানাপ্রকার প্রস্তাব করা গিয়াছে, তাহা বিশেষ চিন্তাশীলতা সহকারে বিবেচনা করিয়া, আনয়ন উক্ত উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে যাহাতে সুবিচারের বাধিত ঘটনার সম্ভাবনা থাকিবে না এমন কোন উৎকৃষ্ট উপায়ই উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ আনয়ন সমন আদায়নকার্য ও এই কার্যের প্রমাণ সহজতর করিতে উৎসুক হইলেও সমনকারী হইয়াছে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইলে অসুগৃহিত প্রতিবাদির বিক্রেতা আইনবর্ত্তিত কোন অনুমান করিতে দিতে অসম্মত।

১৪। পরন্তু খাজানা সংক্রান্ত বোঝা করার ভূমিরিকারীর স্বত্ববর্ত্তিত কোন কথা উত্থাপিত হইয়া যে জটিলতা ও বিলম্ব ঘটে, তাহা যতদূর সাধ্য পরিহার করণার্থে আনয়ন ১৬৪ ধারার একটি গুরুতর পরিবর্ত্তন করিয়াছি। এই ধারার আদেশ এই যে যদি প্রজা স্বীকার করে যে খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে কিন্তু এই উত্তর দেয় যে এই খাজানা বাদীর নিকট নহে, অন্য কোন ব্যক্তির নিকট দিতে হইবে, তাহা হইলে সে এই খাজানা আদালতে দিবে। স্বত্ববর্ত্তিত যে কথা হইয়া বিবাদ তাহা খাজানার বোঝা হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথক ভাবে উত্থাপন করিতে বাধ্য করাই আনয়নের উদ্দেশ্য। অতএব আনয়ন এইবিধান করিয়াছে যে প্রকৃষ্ট টাকা দেওয়া গেলে আদালত এই টাকা দিবার নোটিশ এই ভূমির ব্যক্তির উপর জারী করাইবেন; এই ভূমির ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে বাদীর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র বোঝা উপস্থিত না করিয়া এই টাকা প্রমাণ নিবেদন করণার্থে আসা না পাইলে বাদীর প্রার্থনামতে এই টাকা তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

১৫। আনয়ন আরও ১৬৫ সংখ্যক একটি ধারা সংযোগ করিয়া বিধান করিয়াছি যে যদি কোন খাজানার বোঝা প্রতীবাদী স্বীকার করে যে তাহার স্থানে বাদীর টাকা পাওনা আছে কিন্তু বর্ত্ত টাকা পাওনা তাহার সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করে, তবে আদালত সাধারণতঃ বর্ত টাকা পাওনা বলিয়া স্বীকৃত হয় তত টাকা আদালতে দিতে আদেশ করিবেন।

১৬। আনয়ন ১৭৩ ধারায় বিধান করিয়াছি যে বাদী কোন অধিকার প্রবেশকারীকে উদ্ভূত করিবার বোঝা উপস্থিত করিলে বিকল্পে এইরূপ প্রতিকারের দায়িত্ব করিতে পারিবেন যে, প্রতিবাদীর মূল্যে যে ভূমি থাকে সেই ভূমির নিমিত্ত সে আদালতের নির্ণয় উপযুক্ত ও লায়াক্ খাজানা দিতে দায়ী বলিয়া প্রকাশ করা যায়।

১৭। মূল পাণ্ডুলিপির ২০৭ ধারার বিধানক্রমে ভূমিরিকারী কিম্বা প্রজা ইহাদের মধ্যে অন্যতর ব্যক্তি প্রজাবৃত্তের ভাব ও অনুবর্ত্ত নিরূপণার্থে বোঝা উপস্থিত করিতে পারিবে। ইহার পরিবর্ত্তে আনয়ন ১৭৪ ধারার, পক্ষান্তরে মধ্যে যে কেহ প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিতে পারিবেন, এই

অধিকতর সরল ও সুসংগত কাণ্ডপ্রণালী নির্দেশ করিয়াছি। এবং যে আদালতের নিকট এই প্রার্থনা করা যায় সেই আদালতের প্রতি কনক্যা প্রদান করিয়াছি যে উচিত বোধ করিলে এই আদালত রাজস্ব কর্মচারীর প্রতি কোন বিষয়ের স্থানীয় তদন্ত লইবার নিমিত্ত আদেশ করিতে পারিবেন।

১৬শ অধ্যায়।

বাণী খাজানার নিমিত্তে সরাসরী নীলামের বিধি।

৮৮। আমরা ভূমিধিকারীদের যেরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়াছি তদনুসারে পতনী ডালুকের নীলাম সংক্রান্ত আইনের বিধানগুলির কোন বস্তুগত পরিবর্তন করি নাই, কেবল আকার লইয়া ও ক্ষুদ্র বিষয়ে কিছু পরিবর্তন করিয়াছি। সংশোধিত বিধানগুলি একত্রে তুলনীয় হইতে স্থানান্তরিত করিয়া পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত করা গেল। এই বিধানগুলি ইহাই এই অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ হইয়াছে।

৮৯। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে একটি মাত্র ধারা আছে। এই ধারার বিধান এই যে, পতনী ডালুক ভিন্ন কোন ডালুক সরকারী রেজিষ্টারে রেজিষ্ট্রী করিয়া বিনাম আদানে করা গেল, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে যেরূপ পরিবর্তন নির্দেশ করেন সেইরূপ পরিবর্তন সহকারে এই অধ্যায়ের সকল বিধান উক্ত সকল ডালুক সম্বন্ধে খাটিবে।

১৭শ অধ্যায়।

চুক্তি ও দেশাচার বিষয়ক বিধি।

৯০। ভূমিধিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির খাদীনতা কতদূর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করা উচিত কএকটি বিষয় সম্পর্কে এই গুরুতর প্রশ্নটির সমাধান পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত এই বিষয় সম্বন্ধীয় ধারায় দৃষ্ট হইবে (খাজানা ধার্য্য করণার্থ চুক্তির বিষয়ে পূর্ববর্তী ২৯, ৩০, ও ৪৮ দফা দেখ)। কিন্তু চুক্তিক্রমে আইনের বিধান হইতে মুক্তিলাভ করিবার ক্ষমতা সংশোধিত করণার্থে যে মন্য করা আসাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তির মতে আবশ্যক, আমরা তাহার অনেকগুলি এই অধ্যায়ের প্রথমে একটি ধারায় সংগ্রহ করা পরিবর্তনকর বোধ করিলাম।

যে ২ বিষয় চুক্তির সীমার বহির্ভূত করা গেল তাহা নিম্নে দৃষ্ট হইবে।—

(ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলীস্বত্ববিধিতে রায়তের স্বত্বলাভ (২৪, ২৫, ও ২৬ ধারা)।

(খ) ৩১ ধারার নির্দিষ্ট দখলীস্বত্বের অধুসঙ্গ।

(গ) ৫১ ধারামতে দখলীস্বত্ববিধিতে রাষ্ট্রতের খাজানা কসাইবার দায়িত্ব করিবার স্বত্ব।

(ঘ) ৫৩ ধারামতে কসনী খাজানা পরিবর্তনের দায়িত্ব করিতে ভূমিধিকারীর বা প্রজার স্বত্ব।

(ঙ) নির্দিষ্ট কেতু ব্যতিরেকে দখলীস্বত্বপূর্ণা রায়তকে ও কোর্পা রায়তকে উচ্ছেদ করণ।

বিষয়ে এই পাণ্ডুলিপিতে ত্রিশও সংরক্ষণ (৪৮, ৫৯, ১০, ও ৬৩ ধারা)।

(চ) মোডেবভূমি ক্রিয়া যাওয়ার প্রজার খাজানা কসাইবার স্বত্ব (৬৬ ধারা)।

(ছ) রায়তের উৎকর্ষনার্থ করিবাবও তজ্জন্ম ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব করিবার স্বত্ব (৬৮, ৬৯, ৭০, ও ৭১ ধারা)।

(জ) ডিক্রীআরীক্রমে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রজাকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

৯১। স্থায়ী কোকরী পাট্টা দিবার প্রশ্ন সম্বন্ধে উৎসাহ দিবার অভিপ্রায়ে আমরা এই অধ্যায়ে ২১১ সংখ্যক একটি নতুন ধারা সংনিবেশ করিয়া এই বিধান করিয়াছি যে মহালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চুক্তিতে সেই মহালে ভূমিধিকারী ও প্রজার মধ্যে যে কোন নিয়ম হয়, সেই নিয়মানুসারে কয়েমী মকররী পাট্টা বিতে ভূমিধিকারীর বাণী হইবে, এই আইনের কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

৯২। আসাদিগের বাণীবাদদের মধ্যে সম্মুখলই সীমিত করা গিয়াছে যে ভূমি কৃষিকার্যোপযোগী করিবার নিমিত্ত যে পাট্টা নেওয়া যায় সেই পাট্টাক্রমে ভোগকৃতভূমি, চর ও দেয়াড়া ভূমি ও উঠবন্দী ও হাল হাসিলী প্রথা কবে গৃহীত ভূমি সম্বন্ধে বিশেষ বিধান আবশ্যক। উক্ত সকল প্রকারের ভূমি সম্বন্ধে যেরূপ বিশেষ বিধান করা আসাদিগের নিকট আবশ্যক বলিয়া বোধ হইল তাহা এই অধ্যায়ের পঞ্চাৎখলিখিত তিনটি ধারায় দৃষ্ট হইবে।

৯৩। ২১২ ধারার বিধান এই যে, এই আইনের কোন কথাক্রমে পণ্ডিত ভূমি কৃষিকার্যোপযোগী করণার্থ কোন চুক্তির ব্যাধাত হইবে না।

৯৪। ২১৩ ধারায় এই বিধান করা গিয়াছে যে, যে রায়ত চর বা দেয়াড়া ভূমি ভোগ করে সে ভোগী ক্রমগত বারবৎসর ভোগ না করিলে এই ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিবে না এবং যাবৎ এই দখলীস্বত্ব লাভ না করে, তাবৎ তাহারও ভূমিধিকারীর মধ্যে যে খাজানা দিবার নিয়ম হয় সে সেই খাজানা দিতে দায়ী থাকিবে। কিন্তু আদালত অন্যতর পক্ষের প্রার্থনামতে নির্দেশ করিতে পারিবেন যে কোন জমী এই ধারার অর্থমত চর বা দেয়াড়া জমী বলিয়া তার গণ্য হইবে না। তাহা হইলে এই আইনের সমুদয় বিধান উক্ত জমী সম্বন্ধে খাটিবে।

৯৫। পরিশেষে ২১৪ ধারায় এই বিধান করা গিয়াছে যে “উঠবন্দী” প্রণালী ও “হাল হাসিলী” প্রণালী নামে খ্যাত প্রণালীদ্বয়ে কোন ভূমি ভোগ করা গেল, দেশাচারানুগত বা প্রকারান্তরের যে সকল নিয়মে এই ভূমি ভোগ হয়, এই আইনের কোন কথাক্রমে সেই সকল নিয়মের কোন ব্যাধাত হইবে না।

২১। ৪ দফার পূর্বেই বলা হইয়াছে, যে স্থলে কোন রায়ত প্রায়ত্ত্বরণ আপন ঘোড়ের অংশ না হইয়া গাভুরি ভোগ করে সেই স্থলের বিধান বিষয়ক স্থল পাণ্ডুলিপির ৭ন অধ্যায়টি আমরা ভাগ করিয়াছি। কিন্তু পাণ্ডুলিপির মধ্যে ত্তরণ প্রজ্ঞাপত্রের উল্লেখ না থাকিলে লোকের বুঝিবার তুল হইত পারে বলিয়া আমরা ২১১ সংখ্যক একটি দ্বারা সন্নিবেশ করিয়া এইরূপ স্পষ্ট বিধান করা তাল বেধ করিলাম যে পূর্বোক্তরূপ প্রজ্ঞাপত্রের অনুবল দেশচার দ্বারা নিরূপিত হইবে।

১৮শ অধ্যায়।

নিয়াদ বা ভাষাদি বিষয়ক বিধি।

২৭। মখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত যে জমী তাহার আপন ঘোড়ের অন্তর্গত সেই জমীর পুনর্যার দখল পাইবার নিমিত্ত বোকদমা করিলে ঐ বোকদমা সম্বন্ধে নিয়াদের কাপ বৃত্তিসম্বন্ধত অঙ্গ করিয়া ধাওয়া করা উচিত, আরো এইরূপ বিবেচনা করি। যদ্য প্রদেশের প্রজ্ঞাপত্রবিষয়ক ১৮১ সালের আইনের ৮১ ধারার প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমরা যে তারিখে ত্তরণ প্রজ্ঞাকে উল্লেখ করা যার তদবধি দুই বৎসর কাল নিয়াদের কাল ধাওয়া করিয়াছি। যে বোকদমা পূর্বেই ভাষাদি হইয়া গিয়াছে, বাহাতে তাহার হেতু পুনরুৎপাদিত না হয় এই জন্য একটী উপবিধি সংযোগ করিয়াছি।

১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

২৮। আমরা ভূম্যধিকারীর প্রতি আপন কর্মকারক দ্বারা কার্য্য করিবার ক্ষমতা প্রদান বিষয়ক ২২১ ধারার বিধান কিয়ৎ পরিমাণে প্রসারিত করিয়াছি এবং পাণ্ডুলিপির নিদ্রিষ্ট "ভূম্যধিকারী" শব্দের লক্ষণ সম্বন্ধে কোন ২ ব্যক্তির এই বিষয়ে আশ্রি থাকিতে তাহা অপমোদন করণার্থে আমরা ২২২ সংখ্যক একটি দ্বারা সংযোগ করিয়া স্পষ্ট বিধান করিয়াছি যে দুই বা তদধিক ব্যক্তি একজালী ভূম্যধিকারী হইলে, তাহার উভয়ে বা সকলে একত্র হইয়া কার্য্য করিবেন কিন্তু তাহার সকলে একত্র হইয়া যে কর্মকারককে নিযুক্ত করেন তাহার দ্বারা কার্য্য করাইবেন।

২৯। আমাদিগের বাদামুবাদ কালে এমন অনেক কথা উদ্ভিয়াছিল তাহার সম্বন্ধে আমাদিগের প্রতি হইল যে আমাদিগের নিকট অর্পিত কাগজপত্রাদিতে যে সংবাদ পাওয়া যার তদ-পেক্ষা অধিকতর সংবাদ না থাকিলে আমরা ঐ কথাগুলির যথোপযুক্ত সীমানা করিতে সমর্থ হইব না। ইহার মধ্যে কতকগুলি কথা সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ও হাই কোর্টের পরামর্শ প্রাপ্ত হইলে আমরা বিশেষ গন্তোবলাভ করিব।

প্রধান কথাগুলি এই—

- (১) ভূম্যধিকারীকৃত উৎকর্ষসাধন উপলক্ষে জল সেচনের নিমিত্ত নানা কাটাঁইবার, জল বিতরণ করিবার, ও ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা করণার্থে রাজস্ব কর্মচারীর প্রতি ক্ষমতা প্রদান করা বাঞ্ছনীয় কিনা, ও বাঞ্ছনীয় হইলে কিরূপ বিধান করিতে হইবে।
- (২) খাজানাংক্রান্ত বোকদমার বিচার বাহাতে শীঘ্র হয় এই অতি প্রায়ে বিধি প্রণয়ন করিয়া কি প্রকারান্তরে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের কোন পরিবর্তন করা বাঞ্ছনীয় কিনা, বিশেষতঃ যে স্থলে অধিকসংখ্যক রায়ত কেহ তাহার অধীন না হইয়া ভূমিভোগ করে সেই স্থলে ভূম্যধিকারীর প্রতি একই আবেদনপত্রক্রমে তাহাদের বিকল্পে বাকী খাজানার নিমিত্ত বোকদমা উপস্থিত করিবার ক্ষমতা প্রদান করা বাঞ্ছনীয় কিনা।
- (৩) একতরফা ডিক্রী দেওয়া গেলে, পুনর্বীর বিচার হইবার দাওয়া করিবার যে স্বত্ব আছে, তাহার সংকোচ করণার্থে অনিষ্ট উৎপাদন না করিয়া কোন বিধান করা বাইতে পারে কিনা। প্রতিবাদীর নিকট সমন পঠিত হইয়া নাহি কিম্বা কোন বিশিষ্ট হেতুবশতঃ প্রতিবাদী উপস্থিত হইতে পারে নাহি কোন বিচারপতি স্বাধীনভাবে ইহা বুঝিতে না পারিলে তিনি পুনর্যার বিচার হইবার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে বাধ্য নহেন আমরা ইহা অবগত আছি; কিন্তু আমাদিগের নিকট ইহা কথিত হইয়াছে যে উপযুক্তমতে সমনজারী অস্বীকার করাই এক্ষণে পদ্ধতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং আদালতও প্রতিবাদীকৃত পূর্বোক্ত আপত্তি সত্ত্বেই গ্রাহ্য করেন। বিশেষ সংঘটন ও আপন প্রাপ্য আদায় করিতে গিয়া ভূম্যধিকারীকে অনর্থক ব্যয়গ্রস্ত করাই যে কাণ্ডের উদ্দেশ্য, ইহাতে সেই কার্য্যেরই প্রভা দেওয়া হয়।

প্রতিবাদী ডিক্রীর টাকা আদায়ত না করিলে একতরফা বোকদমার পুনর্যার বিচার হইবে না আমাদিগের নিকট এই প্রস্তাব করা হইয়াছিল, কিন্তু আমাদিগের যে সংবাদ জামা ছিল তদ্রূপে ঐ প্রস্তাব গ্রাহ্য করিতে অনিচ্ছুক হইয়া আমরা এই অতিপ্রাণ পুকাশ করিলাম যে হাই কোর্টের মান্যবর জজ সাহেবদের বিবেচনার প্রস্তাবটি অর্পিত হউক।

- (৪) আমাদিগের নিকট প্রায় একরূপ ভাবের আর একটি প্রস্তাব করা হইয়াছে, প্রস্তাবটি এই—বাঁকীখাজানার বোকদমার পুত্রবাদীর বিকল্পে ডিক্রী হইলে, তিনি ডিক্রীর টাকা আদায়ত না করিলে ঐ ডিক্রীর বিকল্পে আপীল করিতে পাইবেন না। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে জজ সাহেবদের মত জানিতে পারিলে আমরা সন্তুষ্ট হইব।

- (৫) যে সকল আধীন তালুকের রাজস্ব গবর্ণমেন্টের সন্তিত সাংক্ৰান্তসম্বন্ধে বন্দোবস্ত হইলেন ও ঐ তালুকের অধিকারীরা জমীদারদের দ্বারা ঐ রাজস্ব দেন, সেই সকল তালুক সম্বন্ধে সরাসরী নীলাম সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি পাঠিতে পারে কিনা এই বিষয়ে আমরা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের মত জানিতে বাঞ্ছা করি। স্পষ্টই দেখা যাউতে যে ঐ সকল তালুকের কথা সরকারী রেজিষ্টারে নাই। পতনীয় সম্বন্ধীয় সংশোধিত কাগজপত্রাদি উক্ত সকল তালুকের প্রতি বর্জান হউক এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছিল।
- (৬) খাজানা মুক্ত তালুকের অধিকারীদের নিকটে পঞ্চকর ও পাবলিক ওর্কসকরের টাকা বাকী পড়িলে ঐ টাকা আদায় করণসম্বন্ধে পূর্বোক্ত কাগজপত্রাদি বর্জাবার নিমিত্ত ঐরূপ ভাবে একটি প্রস্তাব করা হইয়াছিল। এই বিষয়টিও আমরা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের পরামর্শের নিমিত্ত অপণ করিব স্থির করিয়াছি।
- (৭) যেহ নিয়মাবলীতে দাস্তভূমি ভোগ করা যায় তৎসম্বন্ধে অধিকতর সংবাদ লইবার আবশ্যকতার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। (পৃষ্ঠা ৪ দফা দেখ)
- (৮) আমরা উঠবন্দী ও তালকাসিলী জমা সম্বন্ধে দেশাচারীগণের নিয়মাদি রক্ষণ করিয়া তাহা বিশেষভাবে বর্তাইয়াছি। অন্য নামে খ্যাত ভূস্বামী জমা সম্বন্ধেও উক্ত সকল নিয়মাদি রক্ষণ করা উচিত কিনা এবং চট্টগ্রাম খণ্ডে যে বিশেষ নিয়মে ভূমি ভোগ করা যায় তৎসম্বন্ধেও বিশেষভাবে কোন দেশাচারাদি রক্ষণ করা আবশ্যক কিনা ইহা জানিতে ইচ্ছা করি।
- (৯) আর গুজাপ্তা ও গোরা ঘোড়ের কত্তাপুরযোগা দখলীস্বত্বের লায় অন্য কোন স্বত্ব অগ্রহে ক্রয় করিবার স্বত্ব সম্বন্ধীয় ধারার বিধান হইতে মুক্ত করণার্থে বিশেষ করিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায় কিনা ইহা জানিতে ইচ্ছা করি।
- (১০) পরিশেষে গত বারবৎসর কালের মধ্যে যে সকল মূল্যের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে সেইগুলির শুদ্ধতা সম্পর্কে উৎকর্ষসাধন করা যাউতে পারে কিনা এবং প্রধানতঃ ঐ সকল মূল্যের উপর নির্ভর করিয়া খাজানা রক্ষির নিয়ম করিলে কি কল সম্ভাবনা এই বিষয়ে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের পরামর্শ জানিতে ইচ্ছা করি।

১০০। মূল পাণ্ডুলিপির প্রকাশ করণ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাপক সভার আজ্ঞা নিম্নলিখিতরূপে পালিত হইয়াছে।—

ইংরেজী ভাষায়।

গেজেট।				তারিখ।
ইণ্ডিয়া গেজেট	১৮৮৩ সালের ৩, ১০, ও ১৭ মার্চ।
কলিকাতা গেজেট	১৮৮৩ সালের ৭, ১৪, ও ২১ মার্চ।

দেশীয় ভাষায়।

প্রদেশ।				ভাষা।	তারিখ।
বঙ্গদেশ	বাঙ্গালী	১৮৮৩ সাল ২৪ আশ্বিন।
				হিন্দী	১৮৮৩ সাল ৪ মে।
				উড়িয়া	১৮৮৩ সাল ১৭ মে।

১০১। পূর্বেই বলিয়াছি একজনকার সংশোধিত আকারে পাণ্ডুলিপির পুনর্ব্যয় প্রকাশ করা উচিত ইহাই আমাদের মত।

এস, সি, বেলী।	টি, ডবলিউ, গিবন।*
রিবর্স টমসন।	আমীর খান।
সি, সি, ইলবার্ট।	ডবলিউ, ডবলিউ, হট্টর।
জি, এচ, সি, ইবান্স।	এচ, বেনলডন।*
জে ডবলিউ, হুট্টন।	

কমিটির সম্মুখীন কল এই রিপোর্টে যথাসম্মতরূপে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমি ইচ্ছাতে আশঙ্কিত নহিলাম, কিন্তু পাণ্ডুলিপির মূল নিয়মের ও তাৎপর্গত অনেক কথার প্রতি আমার আপত্তি আছে, সুতরাং ভিন্নমতসূচক একটি স্বতন্ত্র মন্তব্য লিখিলাম।

বৃক্ষদাস পাল।

পাণ্ডুলিপির মূল নিয়ম সম্বন্ধে প্রতি আমার সম্পূর্ণ আপত্তি আছে। মান্যবর বার জীযুত কৃষ্ণচাঁদ পাল যে নিয়মের উল্লেখ করিয়া ছন সেই নিয়মাবলীতে ও তিনি অনুসারে এই রিপোর্টে আমি যাক্ষর করিতে বাধ্য ইহাই আমার বিশ্বাস বলিয়া এই রিপোর্টে আশঙ্কিত করিলাম।

চারভায়া।

১৮৮৪ সাল ১৪ই মার্চ।

* কোনই বিষয়ে আপত্তি থাকিল।

তকসীল ।

রাজ্য ও কৃষি সংক্রান্ত কার্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটি ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে ৪৮৪—১১৬ R. নং আকিসের আরকলিপি ও তৎসহিতপত্র [১ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই জুলাই তারিখে ১৮২৭—৬৪৮ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৮ই জুলাই তারিখে ১৮৭৬—১৬৯ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ২৪শে জুলাই তারিখে ১৯২৮—৬৯৪ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৪ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই আগস্ট তারিখে ২১৭৯—৭৮৭ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৫ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ২৪শে আগস্ট তারিখে ৪৮৩ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৬ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে ৬৮৩ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৭ নং কাগজপত্র] ।

শাশুর জীমুত টি, এম, গিবন সাহেবের মন্তব্যাবলি [৮ নং কাগজপত্র] ।

পূর্ব বাঙ্গালায় জমাদিকারীদের ১৮৮৩ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে প্রবেদন ও তৎসহিত মন্তব্যাবলি [৯ নং কাগজপত্র] ।

দীর্ঘাণ্ডিয়ার রাজা প্রমথনাথ বাহাদুরের ১৮৮৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখে ২১ নং পত্র [১০ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে ৮২২ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১১ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে ১৭২ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১২ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে ১০২১ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৩ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখে ১৭৮৩ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৪ নং কাগজপত্র] ।

রাজ্য ও কৃষি সংক্রান্ত কার্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটি ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখে ৬৪৪ R. নং আকিসের আরকলিপি ও তৎসহিতপত্র [১৫ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখে ১১১৭ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৬ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই অক্টোবর তারিখে ১১১০ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৭ নং কাগজপত্র] ।

কলিকাতার জীমুত বাবু কিশোরীলাল সরকারের ১৮৮৩ সালের ১৮ই অক্টোবর তারিখে পত্র [১৮ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ২৭শে অক্টোবর তারিখে ১২৯২ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৯ নং কাগজপত্র] ।

কলিকাতার জীমুত বাবু কিশোরীলাল সরকারের ১৮৮৩ সালের ৩রা নবেম্বর তারিখে পত্র [২০ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১০ই নবেম্বর তারিখে ২০২১—৪৩৭ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২১ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৬ই নবেম্বর তারিখে ২৩৮৯—৮৬১ পত্র ও তৎসহিতপত্র [২২ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখে ২৩৯৫—৮৬৩ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২৩ নং কাগজপত্র] ।

- উরিয়ার জনসাধারণ সভার কমিটির ১৮৮৩ সালের ১ম নবেম্বর তারিখের আবেদনপত্র [২৪ নং কাগজপত্র] ।
- উরাণাড়ার জীমুত বাবু রায়কিশোর মুখোপাধ্যায়ের ১৮৮৩ সালের ১০ই নবেম্বর তারিখের পত্র ও তৎসহিতপত্র [২৫ নং কাগজপত্র]
- ত্রিহুতের ভূস্বাধিকারীদের সভার অষ্টমতমিক সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই নবেম্বর তারিখের ১১ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২৬ নং কাগজপত্র]
- জীমুত বাবু কিশোরী লাল শবকারের ১৮৮৩ সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখের পত্র [২৭ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গ ও বেহারদেশের ভূস্বাধিকারীদের সদর কমিটির ১৮৮৩ সালের ২৭শে নবেম্বর তারিখের ১১৮ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২৮ নং কাগজপত্র] ।
- রাজশ ও কুবিলাক প্রকার্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটি ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর তারিখের ১০৩৪ নং পৃষ্ঠলিপি ও তৎসহিতপত্র [২৯ নং কাগজপত্র] ।
- বরুদনসিংহ জিলায় অন্তর্গত লেরপুতের কএকজন অধিদার, ডালুকদার, ও দখাবতি ভূস্বাধিকারীদের ১৮৮৩ সালের ১৬ই নবেম্বর তারিখের আবেদনপত্র [৩০ নং কাগজপত্র]
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১২ ডিসেম্বর তারিখের ২৬৭০—২৫৪ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩১ নং কাগজপত্র]
- ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখের ১২০ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩২ নং কাগজপত্র] ।
- রাজশাহী ভূস্বাধিকারীদের কমিটির সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর তারিখের পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৩ নং কাগজপত্র] ।
- ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের আনিকাল সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ৫ই জানুয়ারি তারিখের ২ নং পৃষ্ঠলিপি ও তৎসহিতপত্র [৩৪ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৯শে ডিসেম্বর তারিখের ২৭৮৯—১০০১ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৫ নং কাগজপত্র]
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ১০ জানুয়ারি তারিখের ১৮২—৪৫ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৬ নং কাগজপত্র]
- ভালাঙ্গা শাখা ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনের ১৮৮৪ সালের ১৬ জানুয়ারি তারিখের সভার নির্দ্ধারণাবলি [৩৭ নং কাগজপত্র] ।
- ভাগলপুরের ভূস্বাধিকারী সভার সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ৯ জানুয়ারি তারিখের ১০৬ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৮ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ২১ জানুয়ারি তারিখের ২২৭—৩৮ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৯ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৫৩০—২৩১ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৪০ নং কাগজপত্র] ।
- ত্রিহুতের ভূস্বাধিকারীদের সভার অষ্টমতমিক সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৫ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৪১ নং কাগজপত্র]

২ নম্বর।

বঙ্গদেশের প্রজাপত্র বিধক ১৮৮৪ সালের
আইনের পাণ্ডুলিপি।

সূচীপত্র।

১ম অধ্যায়।

উপক্রমণিক।

ধারা।

- ১। সংক্ষেপ নাম।
আরম্ভ।
স্থানীয় ব্যাপ্তি।
- ২। রহিত হইবার কথা।
- ৩। অর্থকরণের কথা।

২য় অধ্যায়।

প্রজাদের শ্রেণী বিষয়ক বিধি।

- ৪। প্রজাদের শ্রেণী বিষয়ক কথা।
- ৫। তালুকদার ও রায়ত শব্দের অর্থ।

৩য় অধ্যায়।

তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।

পঞ্জাবী বুদ্ধি কথা।

- ৬। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ানুগি যে তালুক ভোগ হইয়া থাকিবে, কোনও স্থলে যাত্র তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবার কথা।
- ৭। তালুকের খাজানা বৃদ্ধির শীকার কথা।
- ৮। বর্জিত খাজানা ম্যারেক খাজানার দ্বিগুণের অধিক না হইবার কথা।
- ৯। খাজানা ক্রয়ঃ বৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।
- ১০। খাজানা একবার বর্জিত হইলে দশ বৎসর পরি- বর্জিত হইতে না পারিবার কথা।
তালুকের অন্যান্য অনুবন্ধের কথা।
- ১১। চিরস্থায়ী তালুকের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার- দির কথা।
- ১২। চিরস্থায়ী তালুকদারকে উচ্ছেদ করিতে না পারিবার কথা।
পত্তনী তালুকের কথা।
- ১৩। পত্তনীস্বরের পেটাও বিলি করিবার ক্ষম- তার কথা।
- ১৪। পত্তনী তালুকের ভূমি মালিক হস্তান্তরক্রমে এতদার স্থানে আমল চাহিবার স্বত্বের কথা।
বেজিষ্টরী করিবার কথা।
- ১৫। ইচ্ছাপূর্বক হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিতে হইবার কথা।
- ১৬। খাজানার ডিক্রী ছাড়া অন্য ডিক্রীজারী- ক্রমে নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে রেজি- ষ্টরী করিবার কথা।

ধারা।

- ১৭। খাজানার ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিস্তা সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে রেজিষ্টরী করিবার কথা।
- ১৮। রেজিষ্টরী না করিবার ফলের কথা।
- ১৯। ভূমি মালিককে রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য করি- বার নিমিত্ত আদালতে প্রার্থনা করিবার কথা।
- ২০। রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য করণার্থ ভূমি মালিকের প্রার্থনার কথা।
- ২১। ভূমি মালিকের রেজিষ্টরী বহীর লেখার মকল দিবার কথা।
- ২২। রেজিষ্টরী করণ সম্বন্ধে বিধিপ্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।

৪র্থ অধ্যায়।

অবধারিত হারে মোরায়তেরা ভূমিভোগ করে
তাঁহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

- ২৩। অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করিবার অসু- যঙ্গের কথা।

৫ম অধ্যায়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইতদের সম্বন্ধীয় বিধি।
সাধারণ।

- ২৪। বর্তমান দখলীস্বত্ব চলিত থাকিবার কথা।
- ২৫। বাসেন্দা রায়তের দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবার কথা।
- ২৬। বাসেন্দা রায়ত শব্দের অর্থ।
- ২৭। গ্রাম ও মাল শব্দের অর্থকরণের কথা।
- ২৮। ভূমি মালিক দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহার ফলের কথা।
- ২৯। এজমালী মালিক ও ইজারাদারদের সম্বন্ধে বিশেষ বিধানের কথা।
- ৩০। খামার জমী সংক্রমণের কথা।
- ৩১। দখলীস্বত্বের অসুযঙ্গের কথা।
হস্তান্তর বিষয়ে নিয়মের কথা।
- ৩২। দখলীস্বত্ব ইচ্ছাপূর্বক বিক্রয় করিলে ভূমি- মালিকের অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্বের কথা।
- ৩৩। ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম হইলে ভূমি মালিকের অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্বের কথা।
- ৩৪। উদ্ধার করিবার স্বত্ব রক্ষিত করা গেলে ভূমি- মালিকের বন্ধকগ্রহীতার স্থান লইবার স্বত্বের কথা।
- ৩৫। দখলীস্বত্বনান বিষয়ে নিয়মের কথা।
- ৩৬। পূর্বে কথক ধারার কাব্যপক্ষে ভূমি মালিকের অগ্রে ক্রয় কথা।
কোর্কা বিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা।
- ৩৭। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যে মোরায়তেরা কোর্কা বিলি করে, তাহাদের তালুকদারের পরিবর্তিত হইবার কথা।
- ৩৮। মরুপাড়ার স্থানের নিয়মের কথা।

ধারা।

খাজানা হুজির কথা।

- ৬৯। উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা বিষয়ক অমুমানের কথা।
- ৭০। মুদ্রারূপ খাজানা হুজির বিষয়ে নিয়মের কথা।
- ৭১। রেজিষ্ট্রী করা চুক্তিরূপে খাজানা হুজির করিবার কথা।
- ৭২। পুনরার বিলি করিবার বেলা খাজানা হুজির কথা।
- ৭৩। মোকদ্দমার দ্বারা খাজানা হুজির করিবার কথা।
- ৭৪। প্রচলিত হার ধরিয়া খাজানা হুজির সম্বন্ধীয় বিধি।
- ৭৫। মূল্য হুজির হেতু ধরিয়া খাজানা হুজির সম্বন্ধীয় বিধি।
- ৭৬। চূম্বাধিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতু ধরিয়া খাজানা হুজির বিষয়ক বিধি।
- ৭৭। বন্যাজনিত উপাদানিকাজিহুজির হেতু ধরিয়া খাজানা হুজির সম্বন্ধীয় বিধি।
- ৭৮। খাজানা হুজির উপযুক্ত ও ন্যায্যরূপ হইবার কথা।
- ৭৯। ক্রমত খাজানা হুজির করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।
- ৮০। ক্রমাগত খাজানা হুজির মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব সীমাবদ্ধ করিবার কথা।
- খাজানা কমাইবার কথা।
- ৮১। খাজানা কমাইবার কথা।
- মূল্যের অর্থাৎ দরের তালিকার কথা।
- ৮২। প্রদান শস্যের মূল্যের তালিকার কথা।
- খাজানার রূপান্তরিত করিবার কথা।
- ৮৩। শাসনরূপে দেয় খাজানা রূপান্তরিত করিবার কথা।
- বিধি প্রদান করিবার ক্ষমতার কথা।
- ৮৪। বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

৩৪ অধ্যায়।

দখলীস্বত্বশূন্য ভায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

- ৮৫। এই অধ্যায় খাতিবার কথা।
- ৮৬। দখলীস্বত্বশূন্য ভায়তদের প্রথমস্থলীর খাজানার কথা।
- ৮৭। খাজানা হুজির নিয়মের কথা।
- ৮৮। যে যে হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য ভায়তকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।
- ৮৯। পাট্টার মিয়াদ অতীত হইবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।
- ৯০। খাজানা হুজির দিতে অস্বীকার করিবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।
- ৯১। “দখল দেওয়া” শব্দের অর্থ।

৭ম অধ্যায়।

কোর্টার ভায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

- ৯২। কোর্টার ভায়তদের স্থানে যে খাজানা আদায় করিতে পারা যাইবে তাহার সীমার কথা।
- ৯৩। কোর্টার ভায়তগণকে উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।

ধারা।

৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে বিধি ও অমুমান।

- ৯৪। খাজানা অবধারিত থাকিবার সম্বন্ধে বিধি ও অমুমানের কথা।
- ৯৫। খাজানার পরিমাণ ও ভোগের নিয়ম সম্বন্ধে অমুমানের কথা।
- পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজানার পরিবর্তনের কথা।
- ৯৬। পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজানার পরিবর্তনের কথা।
- খাজানা দিবার কথা।
- ৯৭। খাজানার কিস্তির কথা।
- ৯৮। খাজানা দিবার সময় ও স্থানের কথা।
- ৯৯। টাকা বেরূপে জমা দিতে হইবে, তাহার কথা।
- কবজ ও হিসাবের কথা।
- ১০। চূম্বাধিকারীকে টাকা দিলে প্রজার কবজ পাইবার স্বত্বের কথা।
- ১১। বৎসরের শেষে প্রজার সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি বা হিসাবের বিবরণপত্র পাইবার অধিকারের কথা।
- ১২। কবজ ও হিসাবের বিবরণপত্র না দিলে এরূপ অমূল্যি না রাখিলে দণ্ডের কথা।
- খাজানা আদায়ত করিবার কথা।
- ১৩। রাজকীয় কার্যালয়ে খাজানা আদায়ত করিবার দরখাস্তের কথা।
- ১৪। যে খাজানা আদায়ত করা যায় রাজকীয় কর্মচারী তাহার রসীদ দিলে ঐ রসীদ ক্ষি নিষ্কৃতিপত্র হইবার কথা।
- ১৫। আদায়ত পাইবার মোটীসের কথা।
- ১৬। আদায়তী টাকা দিবার বা ফিরাইয়া দিবার কথা।
- বাকী খাজানার কথা।
- ১৭। খাজানা হস্তান্তরযোগ্য বোতের প্রথম দার হইবার কথা।
- ১৮। যে যোত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে সেই যোত হইতে উচ্ছেদ করিবার কথা।
- ১৯। বাকী খাজানার সুদের কথা।
- ২০। ব্যক্তিস্বত্ব কারণ বিলা খাজানা না দেওয়া গেলে কিম্বা অন্যরূপে প্রতিবাদির নামে খাজানার মোকদ্দমা করা গেলে হানিপুরণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।
- কলনী বা ডাউনী খাজানার কথা।
- ২১। কলনী বা ডাউনী খাজানার ক্ষমতার কথা।
- ২২। কর্মচারী নিযুক্ত করা গেলে কার্যপ্রণালীর কথা।
- ২৩। শস্যের দখল সম্বন্ধে স্বত্ব ও দায়ের কথা।

ধারা।

ভূম্যধিকারীর পরিবর্তন হইলে খাজানার
তারের কথা।

- ৮৪। হস্তান্তরের মোটিল না পাঠিয়া পূর্ব ভূম্যধিকা-
রীকে যে খাজানা দেওয়া যায় তজ্জন্য
ভূম্যধিকারীর স্বার্থপ্রার্থীতার নিকট প্রচার
দায়ী না হইবার কথা।
আইনবিরুদ্ধ কর প্রত্যাখ্যান করা।
- ৮৫। আবণ্ডার প্রভৃতি আইনবিরুদ্ধ হইবার
কথা।
- ৮৬। দেয় খাজানার অতিরিক্ত টাকা প্রচার স্থানে
ভূম্যধিকারী অন্য় করিয়া লইলে দণ্ডের
কথা।

৯ম অধ্যায়।

ভূম্যধিকারী ও প্রাণী বিষয়ঃ বিবিধ বিধান।

উৎকর্ষ সাধনের কথা।

- ৮৭। "উৎকর্ষসাধন" শব্দের অর্থ।
- ৮৮। অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করা গেলে উৎ-
কর্ষ সাধন করিবার স্বত্বের কথা।
- ৮৯। মখলীস্বত্বলিখিত যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন
করিবার স্বত্বের কথা।
- ৯০। মখলীস্বত্বনা যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন
করিবার স্বত্বের কথা।
- ৯১। ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন রেজিষ্টরী করি-
বার কথা।
- ৯২। উৎকর্ষসাধন সম্বন্ধে প্রমাণ লিপিবদ্ধ করি-
বার প্রার্থনার কথা।
- ৯৩। রায়তকে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ
দিতে হইবার কথা।
- ৯৪। যে বিধিভাষে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ণয়
করিতে হইবে, তাহার কথা।
ইন্তকা ও পরিভাষা করিবার কথা।
- ৯৫। ইন্তকা করিবার কথা।
- ৯৬। পরিভাষার কথা।
বোতের অংশ করিবার কথা।
- ৯৭। বোতের অংশ হস্তান্তরযোগ্য না হইবার
কথা।
উচ্ছেদের কথা।
- ৯৮। ডিক্রীজারীক্রমে না হইলে উচ্ছেদ না
হইবার কথা।
ভূমি মাগ করিবার কথা।
- ৯৯। ভূম্যধিকারীর ভূমি মাগিবার স্বত্বের কথা।
- ১০০। প্রজা উপস্থিত হইয়া সীমা দেখাইয়া দিবে,
আদালতের এরূপ আদেশ করিতে পারি-
বার কথা।
- ১০১। মংগের ক্ষতির কথা।
কার্য্যাদায়ের কথা।
- ১০২। কেন সহায়িকারিগণ এক জন সাধারণ কার্য্য-
দায়ক নিযুক্ত করিবেন না ইহার কারণ দর্শা-
ইবার নিমিত্ত তাঁহাদের উপর আদেশ
করিতে পারিবার কথা।
- ১০৩। কারণ দর্শান না গেলে একজন কার্য্যদায়ক
নিযুক্ত করণার্থ তাহাদিগকে আজ্ঞা দিতে
পারিবার কথা।
- ১০৪। আজ্ঞা পালিত না হইলে কার্য্যদায়ক নিযুক্ত
করিবার ক্ষমতার কথা।

ধারা।

- ১০৫। পূর্ব ধারার (খ) প্রকরণমত সকল স্থলে
কার্য্য করণার্থ কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত
করিবার ক্ষমতার কথা।
- ১০৬। কোর্ট অব ওয়ার্ডস বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন
কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্য্যাদায়কতা সম্বন্ধে
খাতিবার কথা।
- ১০৭। কার্য্যাদায়কের প্রতি যেহে বিধান বর্ত্তিবে
তাহার কথা।
- ১০৮। সহায়িকারিগণকে কার্য্যাদায়কতা ভার প্রত্যর্পণ
করিবার ক্ষমতার কথা।
- ১০৯। বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

১০ম অধ্যায়।

স্বত্বের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।
স্বত্বের লিপির কথা।

- ১১০। স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দিতে
পারিবার কথা।
- ১১১। যেহে বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে
তাহার কথা।
- ১১২। ভূস্বামির বা তালুকদারের প্রার্থনামতে রাজস্ব
কর্মচারীর বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে
পারিবার কথা।
- ১১৩। লিপি প্রকাশ করিবার কথা।
- ১১৪। লিপির লেখাসম্বন্ধে বিধান হইলে কার্য্য-
প্রণালীর কথা।
- ১১৫। রাজস্ব কর্মচারীদের নিষ্পত্তির উপর আপী-
লের কথা।
- ১১৬। এই লিপির যে লেখা সম্বন্ধে বিধান না থাকে
তাঁহা অনুমানমত প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য
হইবার কথা।
খাজানা ধার্য্য হইবার বিধি।
- ১১৭। খাজানা ধার্য্য করণার্থ রাজস্ব কর্মচারীদের প্রতি
আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।
- ১১৮। খাজানা ধার্য্য করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।
- ১১৯। যে সময়ে খাজানার পরিবর্তন কলং হইবে
তাহার কথা।
- ১২০। ধার্য্য করা খাজানা বহু কাল অপরিবর্তিত থাকি-
বে তাহার কথা।
অতিরিক্ত বিধানের কথা।
- ১২১। এই অধ্যায়মত কার্য্যাদায়কতানে যে খরচ পড়ে
তাহার কথা।
- ১২২। লিপি প্রস্তুত হইয়া থাকিলে অবধারিত
খাজানাসম্বন্ধী অসুস্থান না খাতিবার কথা।

১১ম অধ্যায়।

হারের তালিকা বিষয়ক বিধি।

- ১২৩। তালিকা প্রস্তুত করিবার আদেশ দিতে পারি-
বার কথা।
- ১২৪। তালিকায় যাহা লেখা থাকিবে তাহার কথা।
- ১২৫। যে বিধি অনুসারে খাজানার হার ধার্য্য করিতে
হইবে তাহার কথা।
- ১২৬। তালিকার স্থানীয় প্রকাশ করণের কথা।
- ১২৭। রাজস্ব কর্মচারীর আপত্তি নিষ্পত্তি করিতে
পারিবার কথা।

ধারা।

- ১২৮। তালিকা উদ্ধৃত্তন রাজস্ব কর্তৃপক্ষদের নিকট পাঠাইবার কথা।
 ১২৯। তাহা হইলে রেবিনিউ বোর্ডের কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১৩০। চূড়ান্ত অনুমোদনের পর তালিকা প্রকাশ করিবার কথা।
 ১৩১। তালিকা যত কাল প্রবল থাকিবে তাহার কথা।
 ১৩২। তালিকা সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবার কথা।
 ১৩৩। তালিকা প্রস্তুত করিতে যে খরচ পড়ে তাহা যেরূপে দিতে হইবে তাহার কথা।
 ১৩৪। যেখানে তালিকা প্রবল থাকে সেখানে খাজানাহক্কির যৌকদমার কথা।

১২শ অধ্যায়।

ভূস্বামীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

- ১৩৫। ভূস্বামীর নিজ জমী জরীপ ও লিপিবদ্ধ করিবার আজ্ঞা দিতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের ক্ষমতার কথা।
 ১৩৬। ভূস্বামীর বা প্রজার প্রার্থনামতে নিজ জমীর কথা লিপিবদ্ধ করিতে রাজস্ব কমচারীর ক্ষমতার কথা।
 ১৩৭। নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১৩৮। ভূস্বামীর নিজ জমী নিয়ম করিবার বিধি।

১৩শ অধ্যায়।

ক্রোক করিবার বিধি।

- ১৩৯। যে২ স্থানে ক্রোকের দরখাস্ত করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।
 ১৪০। যে পাঠে দরখাস্ত লিখিতে হইবে তাহার কথা।
 ১৪১। দরখাস্ত পাঠিলে কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১৪২। ক্রোক করিবার আদালত জারী হইবার কথা।
 ১৪৩। নীলপত্র ও বিস্ফারজা ক্রোকের কথা।
 ১৪৪। শস্যাদি কর্ত্তন প্রতি করিবার স্বত্বের কথা।
 ১৪৫। দাবী শোষণ করা না গেলে নীলামের ঘোষণাপত্র প্রচার করিবার কথা।
 ১৪৬। নীলাম হইবার স্থানের কথা।
 ১৪৭। ক্ষেত্রস্থল্যাদি বিক্রয় করিতে পারিবার কথা।
 ১৪৮। যে প্রকারে বিক্রয় করিতে হইবে তাহার কথা।
 ১৪৯। বিক্রয় স্থগিত রাখিবার কথা।
 ১৫০। ক্রয়ের টাকা দিবার কথা।
 ১৫১। ক্রেতাকে যে সার্টিফিকেট দেওয়া যাইবে তাহার কথা।
 ১৫২। নীলামের উপরটাকা যেরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার কথা।
 ১৫৩। কোন২ কর্মচারীদের ক্রয় করিতে না পারিবার কথা।
 ১৫৪। নীলামের পূর্বে দাবীর টাকা দেওয়া গেলে নীলামপ্রণালীর কথা।
 ১৫৫। পেটাও প্রজা আপন পাটাদাতার জন্য যে টাকা দেন, তাহা খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।

ধারা।

- ১৫৬। উদ্ধৃত্তন ও অধস্তন জমাধিকারীর স্বত্বের মধ্যে বিশেষের কথা।
 ১৫৭। যে সম্পত্তি আটক আছে তাহা ক্রোক করিবার কথা।
 ১৫৮। অনায় কোর্কের নিমিত্ত কতিপূরণের যৌকদমার কথা।

১৪শ অধ্যায়।

বিচার সম্পর্কীয় কার্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

- ১৫৯। জুজাধিকারী ও প্রজার যৌকদমায় বর্ডাইটে হইলে দেওয়ানী যৌকদমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন পরিবর্তিত করিবার ক্ষমতার কথা।
 ১৬০। আইনমত আনুষ্ঠানিক কার্যে চিরাবিপত্যের কথা।
 ১৬১। নায়ের বা গোমস্তার স্বীকৃত যোগ্য হইবার কথা।
 ১৬২। যৌকদমার বিশেষ রেজিট্রের কথা।
 ১৬৩। খাজানার যৌকদমায় কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১৬৪। তৃতীয় ব্যক্তির নিকট যে টাকা দেনা আছে স্বীকার করা যায়, তাহা আদালতে দিবার কথা।
 ১৬৫। ভূমিধিকারীর পাওনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা আদালতে দিবার কথা।
 ১৬৬। কিস্তিক্রমে টাকা দিবার বিধানের কথা।
 ১৬৭। আদালতের রসিদ দিবার কথা।
 ১৬৮। খাজানার যৌকদমায় আদালতের কথা।
 ১৬৯। খাজানার দিক্তি ডিক্ৰী যে তারিখ অবধি কাল-বৎ হইবে তাহার কথা।
 ১৭০। সম্পত্তিদণ্ড হইবার প্রতিকারের কথা।
 ১৭১। যে রায়তদিগকে উচ্ছেদ করা যায় অন্য ও বপনার্থে প্রস্তুত ভূমি সম্বন্ধে তাহাদের স্বত্বের কথা।
 ১৭২। উচ্ছেদ করিবার আনুষ্ঠানিক কার্যে পরস্পরের দাওয়ার নিষ্পত্তি হইবার কথা।
 ১৭৩। উচ্ছেদের বিকল্পে আদালতের ব্যাখ্যা খাজানা দ্বারা কারতে পারিবার কথা।
 ১৭৪। প্রজাস্বত্বের অনুবঙ্গ নিরূপণ করিবার প্রার্থনার কথা।

১৫শ অধ্যায়।

বাণিজ্য আদালতের নিমিত্ত ডিক্ৰীমত বিক্রয়ের বিধি।

- ১৭৫। দায় অসিদ্ধ করণ সম্বন্ধে ক্রেতার সাধারণ ক্ষমতার কথা।
 ১৭৬। সংরক্ষিত স্বার্থের কথা।
 ১৭৭। “দায়” ও “রেজিষ্টারী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়” শব্দের অর্থ।
 ১৭৮। যোক্তের নীলাম হইবার প্রার্থনাপত্রের কথা।
 ১৭৯। নীলাম হইবার বিজ্ঞাপনস্বত্বক ঘোষণাপত্রের কথা।
 ১৮০। রেজিষ্টারী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত তালুক বিক্রয়ের ও তাহার ফলের কথা।
 ১৮১। সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত তালুক বিক্রয় করিবার ও তাহার ফলের কথা।

ধারা।

- ১৮২। অধারিত হারের যোতের প্রতি পূর্ব কএক ধারার বিধান বহুবির কথা।
- ১৮৩। সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সতিত মালীমতবিশিষ্ট যোত বিক্রয় করিবার ও তাহার ফলের কথা।
- ১৮৪। পূর্ব কএক ধারামতে দায় অসিদ্ধ করিবার কার্য্য-প্রণালীর কথা।
- ১৮৫। মখলীমতবিশিষ্ট যোত পূর্ব কএক ধারামতে তালুক বলিয়া গণ্য হয় এরূপ আত্মা দিবার ক্ষমতার কথা।
- ১৮৬। বিক্রয়োৎপন্ন টাকা লইয়া যাচা করিতে হইবে অভিযুক্ত বিধির কথা।
- ১৮৭। খরচা সমেত ডিক্রীর টাকা আদালতে দেওয়া গেলেই কিম্বা ডিক্রীদার শোধ হইয়াছে স্বীকার করিলেই যোত ক্রোক হইতে মুক্ত হইবার কথা।
- ১৮৮। নীলাম মবারগার্থ আদালতে টাকা দেওয়া গেলে, তাহা কোনরূপে উক্ত যোতের বন্ধকী ঋণ হইবার কথা।
- ১৮৯। অধস্তন এজা আদালতে টাকা দিলে তাহা খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।
- ১৯০। নীলামে ডিক্রীদারের ডাকিতে পারিবার ও ডিক্রীরত খাতকের ন্যে পারিবার কথা।
- ১৯১। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আদালতের ৩১৩ ও ৩২৬ ধারার কার্য্য না হইবার কথা।
- ১৯২। দায়স্থিকারী কোনরূপে নিদর্শনপত্র রেজি-স্টারী করিবার কথা।
- ১৯৩। ভূম্যধিকারীকে দায়ের নাটিস দিবার কথা।

১৬শ অধ্যায়।

- বাণী খাজানার নির্দিষ্ট সরাসরী নীলামের বিধি।
পতনী তালুক নীলামের কথা।
- ১৯৪। ভূম্যধিকারী সরাসরী নীলাম দ্বারা পতনীদারের নামে বাকী খাজানা আদায়ের কথা।
- ১৯৫। বৎসরের প্রারম্ভে নীলামের সরাসরী করিবার কথা।
- ১৯৬। নাটিস জারী করিবার কথা।
- ১৯৭। বৎসরের মাঝখানে নীলামের সরাসরী করিবার কথা।
- ১৯৮। তালুকদার ভলবসম্মুখে আপত্তি করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।
- ১৯৯। বাকীটাকা প্রদান করিয়া না গেলে তালুক নীলাম হইবার কথা।
- ২০০। নীলাম হইলে যেই নিয়ম নানিতে হইবে তাহার কথা।
- ২০১। নীলামের কার্য্য যেখানে চালাইতে হইবে, তাহার কথা।
- ২০২। খরিদারের স্বত্বের কথা।
- ২০৩। খরিদারকে দখল দিবার কথা।
- ২০৪। নীলাম বন্ধ করিতে যে কার্য্যের অর্থ থাকে সেই অর্থের আদায় করা টাকা আদায় করিবার কথা।
- ২০৫। নীলাম অসিদ্ধ করিবার মোকদ্দমার কথা।
- ২০৬। নীলাম হওয়ার পরে বাকীর অর্থ অসিদ্ধ হইলে পরে তাহার ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমার কথা।

ধারা।

- ২০৭। নীলামের উৎপন্ন টাকা লইয়া যাচা করিতে হইবে তাহার কথা।
- ২০৮। রবিবার ও বঙ্গের দিন বিষয়ক বিধানের কথা। অন্যান্য তালুক নীলামের কথা।
- ২০৯। অন্যান্য রেজিস্টারীকরণ তালুক সম্বন্ধে এই অধ্যায় পরিচালিত হইয়া থাকিবার কথা।

১৭শ অধ্যায়।

- চুক্তি ও দেশাচার বিষয়ক বিধি।
- ২১০। চুক্তির বিফল হইলে বিধান কলমে হইবে তাহার কথা।
- ২১১। কার্য্যের মকররী পাটের কথা।
- ২১২। কৃষিকার্য্যোপযোগী ক্রমের চুক্তির কথা।
- ২১৩। চর ও দেয়াড় জমীর কথা।
- ২১৪। উর্বরমণ্ড ও চালহাসিনী প্রণালীর কথা।
- ২১৫। চাকরান তালুক সম্বন্ধে না থাকিবার কথা।
- ২১৬। বাস্তব ভূমির কথা।
- ২১৭। দেশাচার সংরক্ষণের কথা।

১৮শ অধ্যায়।

- মিয়াদ বা তামাদি বিষয়ক বিধি।
- ২১৮। ৪ তকসীলমত মোকদ্দমা, আপীল এবং প্রার্থনা বা সরাসরী মিয়াদের কথা।
- ২১৯। তারতবর্ষীয় মিয়াদ বিষয়ক আইনের কিয়-দংশ এই মোকদ্দমা প্রভৃতিতে না থাকিবার কথা।

১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

দণ্ডের কথা।

- ২২০। কলমে বে-আইনামতে হস্তক্ষেপ করিলে দণ্ডের কথা।
- ভূম্যধিকারীদের কর্মকাণ্ড ও প্রতিনিধিদের কথা।
- ২২১। ভূম্যধিকারীর কর্মকারকদ্বারা কার্য্য করিবার কথা।
- ২২২। এজমাতে ভূম্যধিকারীদের একত্রে বা সাধারণ কর্মকারকের দ্বারা কার্য্য করিবার কথা।
- ২২৩। কর্মকারীদের কার্য্যপ্রণালী ও ক্ষমতা সম্বন্ধীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।
- ২২৪। বিধি প্রণয়ন, প্রকাশ ও দৃঢ় করিবার কার্য্যপ্র-ণালীর কথা।
- ২২৫। যে জিলার ক্রিয়াকানীন বনোবস্ত থাকে তৎসম্বন্ধে বিধানের কথা।
- ২২৬। যে জিলার চাকরান বনোবস্ত হয় না, সে জিলার যে ভূমি ভোগ হয় তৎসম্বন্ধে না থাকিবার কথা।
- ২২৭। রাষ্ট্রের হুঁতন বন্দোবস্ত হইলে খাজানা পতিবন্ধন করিতে পারিবার কথা।
- ২২৮। রাষ্ট্রের হুঁতন বন্দোবস্ত হইলে খাজানা পতিবন্ধন করিতে পারিবার কথা।
- ২২৯। সামকর ও বনকর প্রভৃতি স্বত্বের কথা।
- ২৩০। বিশেষ আইন সংরক্ষণের কথা।

তকসীল।

প্রথম।—১৮২৯ আইন রহিত হইল।

দ্বিতীয়।—১৮২৯ সালের ৮ আইনের হেতুনা দ হইতে উদ্ধৃত।

তৃতীয়।—কবজ ও হিসাবের পাঠ।

চতুর্থ।—বিবাদ।

বঙ্গদেশের জীবিত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক একটা আইন সংশোধন ও সংগৃহ করণ আইনের পাণ্ডুলিপি ।

বঙ্গদেশের জীবিত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক একটা আইন সংশোধন ও সংগৃহ করা বিহিত; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাউক—

১ম অধ্যায়।

উপক্রমিকা ।

১ ধারা । (১) এই আইন “ বঙ্গদেশের প্রজাসত্ত্ব বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইন ” নামে খ্যাত হইতে পারিবে ।

(২) স্থানীয় গবর্নমেন্টে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীবিত গবর্নর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্বক স্থানীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এতদ্বারা যে তারিখ নিরূপণ করেন, সেই তারিখ অবধি এই আইন প্রবল হইবে । অতঃপর সেই তারিখ এই আইন প্রচলিত হইবার সময় বলিয়া খ্যাত হইবে ।

(৩) কলিকাতা নগর ও উড়িষ্যা খণ্ড ছাড়া এবং তৎসমীল লেখা প্রদেশ বিষয়ক ১৮৭৪ সালের আইনের প্রথম তৎসমীলের তৃতীয় খণ্ডের নির্দিষ্ট তৎসমীল লেখা প্রদেশ ছাড়া বঙ্গদেশের জীবিত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীনে যৎকালে যে যে দেশ থাকে, সেই সেই দেশে এই আইন আপন বলে বর্তিবে; এবং স্থানীয় গবর্নমেন্টে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীবিত গবর্নর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্বক স্থানীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আইনের সমুদয় বা কোন অংশ উড়িষ্যা খণ্ডে বর্তাইতে পারিবে ।

২ ধারা । (১) যে যে দেশে এই আইন আপন বলে বর্তে, সেই সেই দেশে রহিত হইবার কথা । ইহার প্রথম তৎসমীলের নির্দিষ্ট আইনগুলি রহিত হইল ।

(২) যৎকালে এই আইন উড়িষ্যা খণ্ডে বর্তান যায়, তৎকালে এ সকল আইনের মধ্যে য যে আইন উক্ত খণ্ডে প্রবল থাকে, অথবা এই আইনের কিয়দংশ মাত্র বর্তান গেলে, তদ্বোধে যে যে আইন ঐ অংশের সহিত অসঙ্গত হয়, সেগুলি উক্ত খণ্ডে রহিত হইবে ।

(৩) এই আইন দ্বারা যে কোন আইন রহিত করা যায়, কোন আইনে বা দলীলে সেই আইনের উল্লেখ থাকিলে, উহা এই আইনের বা তদ্বিষয়ক এক আইনের অংশবিশেষের উল্লেখ জ্ঞান করিয়া অব্যবহিতে হইবে ।

(৪) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে কোন স্বত্ব, অধিকার, বিষয় বা বস্তু প্রবল বা বিদ্যমান না থাকে, এই আইন দ্বারা কোন আইন রহিত হইল বলিয়া সেই স্বত্ব প্রভৃতি পুনর্জন্মিবিহিত হইবে না ।

অব্যবহিতের কথা ।

৩ ধারা । বিষয় বিবেচনার বা পূর্বাগত কথার ভাবান্তর বোধ না হইলে এই আইনে,

(১) প্রচলিত আইনক্রমে কোন জিলার কালেক্টর মালিকানা ভূমির ও লাখেরাজ ভূমির যে যে সাধারণ রেজিস্টার প্রস্তুত করিয়া রাখেন, সেই রেজিস্টারের কোন রেজিস্টারে একই দফার মধ্যে যে ভূমি লেখা যায়, “ বহাল ” শব্দে সেই ভূমি বুঝাইবে ।

কিন্তু ভূমি রেজিস্টারী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনের ৩ ধারার (২) প্রকরণের (গ) দফামতে কোন ভালুক রেজিস্টারী করা গেলে, তাহা এই লক্ষণের সম্মানার্থে মতাল বলিয়া গণ্য হইবে না ।

(২) “ ভূম্যানী বা জমিদার ” শব্দে কোন মহালের মালিকস্বরূপ এক বা বহু ব্যক্তিকে বুঝাইবে ।

(৩) যে কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির অধীনে ভূমি ভোগ করে ও তাহার নিকট ঐ ভূমির নিমিত্ত খাজানা দিতে দায়ী কিম্বা বিশেষ চুক্তি না থাকিলে দায়ী থাকিত, “ প্রজা ” শব্দে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে ।

(৪) যে এক বা বহু ব্যক্তির অধিহিত অধীনে কোন প্রজা ভূমি ভোগ করেন, “ ভূম্যধিকারী ” শব্দে সেই এক বা বহু ব্যক্তিকে বুঝাইবে ।

(৫) প্রজা যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার ব্যবহার বা দখল নিমিত্ত আপন ভূম্যধিকারীকে মুদ্রা বা শস্য ভোগে প্রজার বাহা কিছু দিতে বা অর্পণ করিতে হয়, “ খাজানা ” শব্দে তাহা বুঝাইবে ।

(৬) খাজানা সম্বন্ধে “ দেওয়া ” “ দিতে ” ও “ দেওন ” ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইলে, “ অর্পণ করা ” “ অর্পণ করিতে ” ও “ অর্পণ করণ ” ইত্যাদি বুঝাইবে ।

(৭) এক পাটিক্রমে বা এক প্রজা নামের অধীনে কোন ভূম্যধিকারীর কোন প্রজা যে বা যেহে ভূমিখণ্ড ভোগ করেন, “ যোত ” শব্দে তাহা বুঝাইবে ।

(৮) “ কৃষি বৎসর ” বলিতে যেখানে বাঙ্গালী সন চলিত আছে, সেখানে বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয়, সেই বৎসর বুঝাইবে; যেখানে ফসলী বা আমলী সন চলিত আছে, সেখানে আশ্বিন মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসর বুঝাইবে; এবং যেখানে কৃষিকার্য্যার্থ অন্য কোন সন চলিত থাকে, সেখানে সেই সন বুঝাইবে ।

(৯) ১৭৯৩ সালে বাঙ্গালী বেহার ও উড়িষ্যায় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, “ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ” বলিতে তাহা বুঝাইবে ।

(১০) “ হস্তান্তর ” শব্দে ইচ্ছাপূর্বক কিম্বা ডিক্রীক্রমে বিক্রয় ও বন্ধক ও দানও বুঝাইবে ।

(১১) “ উত্তরাধিকার ” শব্দে অকৃতচরমপত্র ও চরমপত্রাব্যতী অর্থাৎ উইল বিনা ও উইলমত উভয় প্রকার উত্তরাধিকারই বুঝাইবে ।

(১২) কোন ব্যক্তি আপনীর নাম লিখিতে না পারিতে চেরাসহীকরিলে, “ স্বাক্ষরিত ” শব্দে “ চেরাসহী করা ” বুঝাইবে । এই শব্দে পূর্বাঙ্কিত ব্যক্তির নামের “ মোহরাক্ষিত ” ও বুঝাইবে ।

(১৩) “ নির্দিষ্ট ” শব্দে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া স্থানীয় গবর্নমেন্টকর্তৃক নির্দিষ্ট বুঝাইবে ।

(১৪) “ কালেক্টর ” শব্দে কোন জিলার কালেক্টর সাহেব কিম্বা এট আইনমত কালেক্টরের ক্ষমতাবূমারে কাধা কারবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্নমেন্টের নিযুক্ত অন্য কোন কাধাকারক বুঝাইবে ।

(৪) উক্ত তালুকদার আপন তালুকের অন্তর্গত ভূমির কোন অংশ আপন মতল করিলে, অথবা ঐ ভূমির কোন অংশ খাজানাসুক্ত করিয়া বা উপকারার্থ সামান্য খাজানার দিলে, ঐ অংশের নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা হিসাব করিয়া পূরকৃত মোট খাজানার মধ্যে ধরিতে হইবে।

৮ ধারা। যে স্থলে কোন তালুকদারের খাজানা বর্জিত খাজানা সাবেক খাজানার দ্বিগুণের অধিক না হইবার কথা।
রক্ষিত করা যাইতে পারে, সেই স্থলে পূর্বে ধারামতে যে বর্জিত খাজানা ধার্য করা যায়, তাহা পূর্ববর্তের খাজানার দ্বিগুণের অধিক হইবে না।

৯ ধারা। আদালত যদি বিবেচনা করেন যে গদবাদের খাজানা রক্ষিত করিলে কষ্ট হইবে, তবে খাজা করিতে পারিবেন, যে, খাজানা রক্ষিত ক্রমেই করা যাইবে, অর্থাৎ ধার্য খাজানা রক্ষিত উক্ত সীমায় উপস্থিত হওয়া না যায়, পাঁচ বৎসরের অনধিক কএক বৎসর ব্যাপিয়া ক্রমেই বৎসর বৎসর খাজানা রক্ষিত হইবে।

১০ ধারা। কোন তালুকদারের খাজানা আদালত দ্বারা কিম্বা চুক্তিক্রমে রক্ষিত করা গেলে, যে তারিখে রক্ষিত করা যায়, আদালত সেই তারিখের পর দশ বৎসর মধ্যে ঐ খাজানা আর রক্ষিত করিবেন না।
খাজানা একবার বর্জিত হইলে দশ বৎসর পবিত্র হইতে না পারিবার কথা।

তালুকের অন্যান্য অনুবঙ্গের কথা।

১১ ধারা। এতদ্রূপে চিরস্থায়ী তালুক, রেজিষ্টারী করণ সম্বন্ধে এই আইনের বিধানের নিয়মাদীনে, অন্য স্থাবর সম্পত্তি যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হস্তান্তর করা ও উইল করা যাইতে পারে, সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে চিরস্থায়ী ও উইল করা যাইতে পারিবে।

১২ ধারা। কোন চিরস্থায়ী তালুকদার ও তদীয় ভূস্বামী এই উভয়ের মধ্যে যে চুক্তি থাকে তাহার শর্তক্রমে এই আইনের বিধানসম্মত যে নিয়ম ভঙ্গ করিলে উক্ত তালুকদারকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, তিনি সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন, এইরূপ প্রমাণিত হইলে উক্ত তালুকদারকে তদীয় ভূস্বামীকে উচ্ছেদ করিবেন না।
গতনী তালুকের কথা।

১৩ ধারা। গতনী তালুকদার এই আইনের বিধানপতনীয়সেবন পেট ও মিলি কবিরাম অমতব কথা।
ভূমির বিল করিতে পারিবেন।

১৪ ধারা। (১) ইচ্ছাপূর্বক কিম্বা ডিক্রী জারীকৃত নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা গতনী তালুক হস্তান্তরিত হইলে, ভূস্বামীকে খাজানা দিবার ও তালুকের অন্যান্য নিয়ম পালন করিবার সম্বন্ধে উক্ত তালুকের অধিকার

সরের খাজানা পরিমিত মাত্রার জামিন হস্তান্তরকমে এইভাবে নিকট চাহিতে পারিবেন।

(২) ডিক্রী জারীকৃত নীলাম দ্বারা কিম্বা সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে, যদি ভূস্বামীকর্তা এই ধারামতে ক্রেতার স্থানে জামিন চাহেন, এবং চাহিবার তারিখ অবধি এক মাস মধ্যে ঐ জামিন না দেওয়া হয়, তবে যত দিন জামিন দেওয়া না হয়, তত দিন ভূস্বামীকর্তা হস্তান্তরকমে ঐ জামিনকে বাস রাখিয়া উক্ত তালুক ক্রোক করিয়া মতল করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারামত ক্রোক থাকিবার কালে ভূস্বামীকর্তা পেট ও তালুকদার কিম্বা গারতদের স্থানে খাজানা আদায় করিতে পারিবেন, এবং তাহা হইতে ক্রোক করিবার খরচ, আদায়ের খরচ, ও আপনার পাওনা খাজানা কাটিয়া লওয়া অবশিষ্ট টাকা ক্রেতার পক্ষে ন্যাস স্বরূপ রাখিবেন।

(৪) এরূপে যে খাজানা আদায় হয়, তাহাতে ক্রোকের খরচ, আদায়ের খরচ এবং ভূস্বামীকর্তার প্রাপ্য খাজানা দিতে না কুলাইলে, যত টাকা ন্যাস হয় ততদ্রুপ ক্রেতা দায়ী থাকিবেন, এবং ভূস্বামীকর্তা তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত তাহার বিরুদ্ধে কার্যানুষ্ঠান করিতে পারিবেন।

(৫) এই ধারামতে কোন হস্তান্তরকমে এইভাবে যে জামিন দিবার প্রস্তাব করেন ভূস্বামীকর্তা তাণ্ডা অগ্রাহ্য করিলে, হস্তান্তরকমে গৃহীত অগ্রাহ্য করিবার তারিখ অবধি তিন মাসের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে উক্ত জামিন গ্রহণার্থ ভূস্বামীকর্তার প্রতি আবেদনসহ এক আবেদন পাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন এবং আদালত প্রস্তাবিত জামিন উপযুক্ত বলিয়া বুঝিলে এরূপ আবেদন করিতে পারিবেন, কিম্বা তাহা না বুঝিলে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবার আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারামতে কোন আবেদন উপর আপীল চলিবে না।

রেজিষ্টারী করিবার কথা।

১৫ ধারা। (১) ডিক্রী জারীকৃত নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইবার মধ্যে চিরস্থায়ী তালুকদার হস্তান্তর বা উক্ত তালুকের উত্তরাধিকার ঘটিলে, হস্তান্তরকর্তা ও হস্তান্তরকমে প্রাপ্য একজন কিম্বা স্তম্ভবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তি ভূস্বামীকর্তার নিকটে যদি প্রার্থনা করেন, এবং প্রার্থন পত্রা-মির্দিক্ত কী দেয়, তবে ভূস্বামীকর্তা গতনী তালুক হইলে পূর্বে ধারার বিধান মানিয়া উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টারী করিবেন।

কিন্তু কোন তালুকের খাজানা বাকী থাকিলে ভূস্বামীকর্তা যদি উচিত বোধ করেন, তবে তাহার হস্তান্তর রেজিষ্টারী করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন।

(২) এই ধারামত প্রার্থনাপত্রে যে কী দিতে হইবে তাহা নিম্নলিখিতরূপ হইবে, যথা,—

(ক) উক্ত তালুক সম্বন্ধে খাজানা দিতে হইলে, উক্ত তালুকের বার্ষিক খাজানার উপর শতকরা দুই টাকা কী দিতে হইবে। কিন্তু এরূপ কোন কী এক টাকার কম কিম্বা এক শত টাকার অধিক হইবে না।

(খ) উক্ত তালুক সম্বন্ধে খাজানা দিতে না হইলে, দুই টাকা কী দিতে হইবে।

(৩) এই ধারামতে যে প্রার্থনা করা যায়, ভূম্যধিকারী তদনুসারে কার্য করিতে অসম্মত হইলে, তাঁহার অসম্মতির কারণের বর্ণনাপত্র লিখিয়া প্রার্থককে দিবে। এবং তিনি তাঁহা না করিলে, দণ্ডস্বরূপ এক শত টাকার অতিরিক্ত হস্ত টাকা আদালত উচিত বোধ করেন, তত টাকা তাঁহার দ্বাৰা আদায় করিবার নিমিত্ত প্রার্থক মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

১৬ ধারা। (১) কোন চিরস্থায়ী ভালুক উহার নিজ বা কী খাজানার ডিক্রীভিন্ন অন্য ডিক্রীভারীক্রমে নীলাম করা গেলে, আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১২ ধারামতে নীলাম দৃঢ় করিবার পূর্বক্রেতার প্রতি এই আদেশ করিতে পারিবেন যে, তিনি পূর্ব ধারার নির্দিষ্ট রেজিস্ট্রী করণের কী এবং ভূম্যধিকারীর উপর নীলামের নোটিস জারী করণার্থ ২২ ধারামত বিধিক্রমে আর যে কী নির্দিষ্ট হয় তাহা আদালতে দাখিল করেন।

(২) নীলাম দৃঢ় করা গেলে, আদালত অবিলম্বে নীলামের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করাইবেন। নোটিসে তাঁহার প্রতি উক্ত নীলাম রেজিস্ট্রী করিবার আদেশ থাকিবে ও তাঁহাকে জানান হইবে যে রেজিস্ট্রী করণের কী পাওনা গিয়াছে, এবং রেজিস্ট্রী করা হইলে চাঁতিনামাত্র তাঁহাকে দেওয়া হইবে; এবং উপযুক্ত কারণ না থাকিলে ভূম্যধিকারী অবিলম্বে উক্ত আদেশানুসারে কার্য করিবেন।

১৭ ধারা। কোন চিরস্থায়ী ভালুক উহার নিজ বা কী খাজানার ডিক্রীভারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমতে সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তরিত হইলে, ভূম্যধিকারী এতদ্বারা তাঁহার নিকট কোন প্রার্থনা বা তাঁহার প্রতি কোন আদেশ করা না গেলেও, ও কোন কী দেওয়া না গেলেও, উক্ত হস্তান্তর রেজিস্ট্রী করিবেন।

১৮ ধারা। (১) বা কী খাজানার ডিক্রীভারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমতে সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া, কোন চিরস্থায়ী ভালুকের হস্তান্তর ঘটিলে, যাবৎ এই অধ্যায়মতে হস্তান্তর রেজিস্ট্রী করা না যায়, তাবৎ ভূম্যধিকারী হস্তান্তরকর্তাকে ও হস্তান্তরক্রমে এহীতাকে হস্তান্তর হইবার পর যে খাজানা বা কী পড়ে, তজ্জন্য একত্র ও শতদ্র দায়ী করিতে পারিবেন।

(২) যাবৎ হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার এই অধ্যায়মতে রেজিস্ট্রী করা না হয়, কিম্বা ২২ ধারামত বিধির আদেশমতে ভূম্যধিকারীর উপর তাহার নোটিস জারী করা না হয়, তাবৎ যে ব্যক্তি হস্তান্তর বা উত্তরাধিকারক্রমে কোন চিরস্থায়ী ভালুকের স্বত্বান হন, তিনি ভালুকদায়স্বরূপ তাঁহার যে খাজানা পাওনা হয়, মোকদ্দমা, ক্রোক বা অন্য কার্যাবস্থার দ্বারা সেই খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।

১৯ ধারা। (১) পূর্বক এক ধারামতে ভূম্যধিকারী যে হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিতে বাধ্য, তিনি এক মাস কাল তাঁহা রেজিস্ট্রী করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে, হস্তান্তরকর্তা বা হস্তান্তরক্রমে এহীত কিম্বা স্থল বিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে দেওয়ানী আদালতের নিকট বলপূর্বক রেজিস্ট্রী করাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে আদালত ভূম্যধিকারীকে এবং হস্তান্তরের এক পক্ষ প্রার্থনা করিলে হস্তান্তরের অন্য বা অন্যান্য পক্ষকেও নোটিস দিতে পারিবেন। ঐ নোটিসে তাঁহার বা তাঁহাদের প্রতি এই আদেশ থাকিবে যে, উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার কেন রেজিস্ট্রী করা যাইবে না, নোটিসের নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে তাহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত ভূম্যধিকারীর প্রতি উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার আদেশস্বত্ব আজ্ঞা করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার দায় কল হইবে।

(৪) পূর্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে, আদালত কোন আজ্ঞা করিতে অস্বীকার করিতে, কিম্বা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনার যেরূপ আজ্ঞা উচিত বোধ করেন সেইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

২০ ধারা। (১) ডিক্রীভারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমতে সরাসরী রেজিস্ট্রী করিতে বাধ্য ভূম্যধিকারীর প্রার্থনার কথা। পূর্বক এক ধারামতে যাহা রেজিস্ট্রী হইবার নোংরা রূপ হস্তান্তর কিম্বা উত্তরাধিকার ঘটিলে, তাহা ঘটবার পর হয় মাসের মধ্যে যদি রেজিস্ট্রী করিবার প্রার্থনা না করা যায়, তবে ভূম্যধিকারী হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার আজ্ঞা হইবার নিমিত্ত ও হস্তান্তরের পক্ষদিগকে কিম্বা স্থল বিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে ১৫ ধারার লিখিত কী দিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে সেই আদালত উক্ত হস্তান্তরের পক্ষদিগকে কিম্বা স্থল বিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে নোটিস দিয়া এই আদেশ করিতে পারিবেন, যে কেন রেজিস্ট্রী করা হইবে না ও তাঁহারা বা তিনি কী দিবে না নোটিসের নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে ইহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত আজ্ঞা করিয়া হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার ক্ষমতা ভূম্যধিকারীকে দিতে এবং হস্তান্তরক্রমে এহীতের কিম্বা স্থল বিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তির প্রতি উক্ত কী দিবার আদেশ করিতে পারিবেন। ঐরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার দায় কল হইবে, এবং ঐরূপে যে আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে কী আদায় করিবার আদেশ যত দূর থাকে, তত দূর তাহা মোকদ্দমার ডিক্রী ভূল্য বলবৎ হইবে।

(৩) যে আদালতের বা কার্যকারকের আফিসে নোটিস দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্যকারক, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়েই বিক্রিতে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারেই নোটিস অবিলম্বে ভূম্যধিকারীর উপর জারী করাইবেন।

(৪) নোটিস দাখিল করিবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে ভূম্যধিকারী রায়তের স্থানে দখলীস্বত্ব জয় করিবার দাওয়া করিতে পারিবেন। ভূম্যধিকারী ও রায়ত একমত হইয়া যে মূল্য স্থির করেন সেই মূল্যে এই স্বত্ব জয় করা যাইবে, অথবা তাঁহারা মূল্য বিষয়ে একমত হইতে না পারিলে উক্ত ছয় সপ্তাহের মধ্যে ভূম্যধিকারীওতদর্পে দেওয়ানী আদালতে যে প্রার্থনা করেন সেই প্রার্থনামতে উক্ত আদালত যে মূল্য ধার্য করেন সেই মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে। ভূম্যধিকারী উক্তরূপ দাওয়া করিলে এবং মূল্য স্থির হইবার বা আদালত কর্তৃক ধার্য হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে রায়তকে এই মূল্য দিতে চাহিলে, রায়ত ছয় এই স্বত্ব বিক্রয় করিতে বিরত হইবেন, নয় এই মূল্যে উক্ত ভূম্যধিকারীর নিকট এই স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।

(৫) কোন রায়ত এই ধারার আদেশমত নোটিস দাখিল না করিয়া কিম্বা নোটিস দাখিল করিবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহ কালের মধ্যে ভূম্যধিকারী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির নিকট স্বীয় দখলীস্বত্ব বিক্রয় করিলে, ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে এই বিক্রয় বাতিল হইবে।

(৬) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়েই রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বতরুন আগেসর উপযুক্ত বোধ করেন, এই ধারামত দখলীস্বত্বের মূল্য ধার্য করিবার নিমিত্ত তত্ত্ব জন আসেসর সঙ্গে লইতে দেওয়ানী আদালতের প্রতি এই বিধিতে আদেশ করিতে পারিবেন এবং এই আসেসরের যোগ্যতা ও নির্বাচনপ্রণালী নিরূপণ করিতে পারিবেন।

৩৩ ধারা। যদি ডিক্রীজারীক্রমে দখলী স্বত্ব নীলাম ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম হয় এবং দুই বা তদধিক ব্যক্তি হইলে ভূম্যধিকারী কোন ডাকে একই টাকা ডাকেন অথবা কম করিবার যত্নের কথা। ও তদ্বোধে এক জন ভূম্যধিকারী হন, তবে এই ডাক ভূম্যধিকারীর ডাক বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৪ ধারা। (১) যদি রায়ত দখলীস্বত্ব বন্ধক দিয়া থাকে এবং সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের ৮৭ ধারামতে তৎসম্বন্ধে উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ হুঁড়ান্ত আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা হয়, তবে আদালত উক্ত আজ্ঞা করিবার প্রস্তাব করিলে উক্ত প্রার্থনার নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করাইবেন এবং নোটিস জারী করণাবধি এক মাস কাল উক্ত আজ্ঞা করা বন্ধ রাখিবেন।

(২) বন্ধক উদ্ধার করিতে যে টাকা আবশ্যক হয় ভূম্যধিকারী উক্ত একমাস কালের মধ্যে আদালতে সেই টাকা দিলে, আদালত সেই টাকা সেকন্ডমার বাদিকে দিবেন, ভূম্যধিকারীকে বাদীর স্থানে দস্তখতনাম হইবার

অধিকারী বলিয়া প্রমাণ করিবেন এবং ভূম্যধিকারীর অনুমত উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ হুঁড়ান্ত আজ্ঞা করিবেন।

(৩) (২) প্রকরণমতে যে চুক্তান্ত আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে ভূম্যধিকারী বন্ধকগ্রহীতা ও সেকন্ডমার বাদী থাকিলে, যেরূপ কল হইত সেইরূপ কল হইবে।

৩৫ ধারা। (১) রেজিস্ট্রী করা নিদর্শনপত্রকে দখলী স্বত্বদানবিষয়ে দান করা না গেলে, ভূমিগত নিয়নের কথা। দখলীস্বত্বদান ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে সিদ্ধ হইবে না।

(২) রেজিস্ট্রী করণের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করিবার নিমিত্ত নির্দিষ্ট ফী দেওয়া না গেলে, রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ এরূপ কোন নিদর্শনপত্র রেজিস্ট্রী করিবেন না।

(৩) এরূপ কোন দান রেজিস্ট্রী করা গেলে, রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ রেজিস্ট্রী করণের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করিবেন।

(৪) মুসলমানকর্তৃক দান করা গেলে, এই ধারার কোন কথা বিবাহবিষয়ে নিষিদ্ধ সম্পদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে দান করিবার সম্বন্ধে খাটেবে না।

৩৬ ধারা। পূর্ব চারি ধারার কাণ্ডপক্ষে ভূম্যধিকারী শব্দে কেবল পূর্ব এক ধারার কাণ্ডপক্ষে ভূম্যধিকারী (ক) যে ভূম্যধিকারী অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, শব্দের অর্থের কথা। সেই ভূম্যধিকারীকে, কিম্বা

(খ) যে চিরস্থায়ী ভালুকদারের অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই চিরস্থায়ী ভালুকদারকে বুঝাইবে, অথবা

(গ) অন্য যে কোন ভালুকদারের অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই ভালুকদারকে বুঝাইবে; কিন্তু এরূপস্থলে আবশ্যক হইলে, উক্ত ভালুকদার ভূম্যধিকারী বা কোন চিরস্থায়ী ভালুকদারের অব্যবহিত অধীনে ভূমি ভোগ করেন, এবং উক্ত ভূম্যধিকারী কিম্বা স্থল বিশেষে চিরস্থায়ী ভালুকদারের স্থানে এই ধারার কাণ্ডপক্ষে ভূম্যধিকারীর স্বত্বক্রমে কর্ম করিবার অনুমতিপ্রাপ্ত হন।

কোর্কা বিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা।

৩৭ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপনাতঃ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যে যোতের যে অংশ কোর্কা বিলি রায়তের কোর্কা বিলি করে, তাহা তদীয় যোতের করে, তাহাদের ভালুক-অধিকারের অধিক হইলে, ভালুকদারের পরিবর্তিত হইবার দারতের রেজিস্ট্রী করিবার নিমিত্ত যে কোন আইন বিধি-বদ্ধ হয়, সেই আইনমতে এই রায়ত ভালুকদার বলিয়া সরকারী রেজিস্ট্রী আপনাকে রেজিস্ট্রী করাইলে, এই আইনের মর্ম্মানুযায়ী ভালুকদার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

নিন্ত (ক) বরল চেতুক, জ্রোণোক বলিয়া, পীড়াবশতঃ, চর্যটনাক্রমে, কিম্বা টেননিক বা গার্ব্য চাকরীতে বা তীর্থ-যাত্রায় বাওয়াতে কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায়, যে কোন ব্যক্তি চাষ করিতে অক্ষম হইয়া আপনাতঃ অক্ষমতাকালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপন-

(৩) এই ধারামতে যে প্রার্থনা করা যায়, ভূম্যধিকারী তদনুসারে কার্য করিতে অসম্মত হইলে, তাঁহার অসম্মতির কারণের বর্ণনাপত্র লিখিয়া প্রার্থককে দিবেন ; এবং তিনি তাঁহা না করিলে, দণ্ডস্বরূপ এক শত টাকার জনস্বিক যত টাকা আদালত উচিত বোধ করেন, তত টাকা তাঁহার স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত প্রার্থক মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

১৬ ধারা। (১) কোন চিরস্থায়ী ভালুক উহার নিজ বাকী খাজানার ডিক্রীভিন্ন অন্য খাজানার ডিক্রী দ্বারা ডিক্রীভাৱীকমে নীলাম করা অন্য ডিক্রীভাৱীকমে নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে রেজিষ্টরী করিবার কথা।

মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১০ ধারামতে নীলাম দৃঢ় করিবার পূর্বে ক্রেতার প্রতি এই আদেশ করিতে পারিবেন যে, তিনি পূর্ব ধারার নির্দিষ্ট রেজিষ্টরী করণের কী এবং ভূম্যধিকারীর উপর নীলামের নোটিস জারী করণার্থ ২২ ধারামত বিধিক্রমে আর যে কী নির্দিষ্ট হয় তাহা আদালতে দাখিল করেন।

(২) নীলাম দৃঢ় করা গেলে, আদালত অবিলম্বে নীলামের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করাইবেন। নোটিসে তাঁহার প্রতি উক্ত নীলাম রেজিষ্টরী করিবার আদেশ থাকিবে ও তাঁহাকে জানান হইবে যে রেজিষ্টরী করণের কী পাওনা গিয়াছে, এবং রেজিষ্টরী করা হইলে চাঁদনামাত্র তাঁহাকে দেওয়া হইবে; এবং উপযুক্ত কারণ না থাকিল ভূম্যধিকারী অবিলম্বে উক্ত আদেশানুসারে কার্য করিবেন।

১৭ ধারা। কোন চিরস্থায়ী ভালুক উহার নিজ বাকী খাজানার ডিক্রীভাৱীকমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে, ভূম্যধিকারী এতদর্থে তাঁহার নিকট কোন প্রার্থনা বা তাঁহার প্রতি কোন আদেশ করা না গেলেও, ও কোন কী দেওয়া না গেলেও, উক্ত হস্তান্তর রেজিষ্টরী করিবেন।

১৮ ধারা। (১) বাকী খাজানার ডিক্রী ভাৱীকমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া, কোন চিরস্থায়ী ভালুকের হস্তান্তর ঘটিলে, যাবৎ এই অধ্যায়মতে হস্তান্তর রেজিষ্টরী করা না যায়, তাবৎ ভূম্যধিকারী হস্তান্তরকর্তাকে ও হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতাকে হস্তান্তর হইবার পর যে খাজানা বাকী পড়ে, তজ্জন্য একত্র ও স্বতন্ত্র দায়ী করিতে পারিবেন।

(২) যাবৎ হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার এই অধ্যায়মতে রেজিষ্টরী করা না হয়, কিম্বা ২২ ধারামত বিধির আদেশমতে ভূম্যধিকারীর উপর তাহার নোটিস জারী করা না হয়, তাবৎ যে ব্যক্তি হস্তান্তর বা উত্তরাধিকারক্রমে কোন চিরস্থায়ী ভালুকের স্বত্বাধার হন, তিনি ভালুকদায়স্বরূপ তাঁহার যে খাজানা পাওনা হয়, মোকদ্দমা, ক্রোক বা অন্য কার্যাবস্থার দ্বারা সেই খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।

১৯ ধারা। (১) পূর্ব কএক ধারামতে ভূম্যধিকারী ভূম্যধিকারীকে রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত আদালতে প্রার্থন করিবার কথা।

যে হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য, তিনি এক মাস কাল তাহা রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে, হস্তান্তরকর্তা বা হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তি দেওয়ানী আদালতের নিকট বলপূর্বক রেজিষ্টরী করাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে আদালত ভূম্যধিকারীকে এবং হস্তান্তরের এক পক্ষ প্রার্থনা করিলে হস্তান্তরের অন্য বা অন্যান্য পক্ষকেও নোটিস দিতে পারিবেন। এই নোটিসে তাঁহার বা তাঁহাদের প্রতি এই আদেশ থাকিবে যে, উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার কেন রেজিষ্টরী করা যাইবে না, নোটিসের নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে তাহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত ভূম্যধিকারীর প্রতি উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার আদেশস্বরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার দায় ফল হইবে।

(৪) পূর্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে, আদালত কোন আজ্ঞা করিতে অস্বীকার করিতে, কিম্বা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় যেরূপ আজ্ঞা উচিত বোধ করেন সেইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

২০ ধারা। (১) ডিক্রীভাৱীকমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য ভূম্যধিকারীর প্রার্থনার কথা।

কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া পূর্ব কএক ধারামতে যাহা রেজিষ্টরী হইবার যোগ্য এরূপ হস্তান্তর কিম্বা উত্তরাধিকার ঘটিলে, তাহা ঘটবার পর হয় মাসের মধ্যে যদি রেজিষ্টরী করিবার প্রার্থনা না করা যায়, তবে ভূম্যধিকারী হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার আজ্ঞা হইবার নিমিত্ত ও হস্তান্তরের পক্ষদ্বিগকে কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে ১৫ ধারার লিখিত কী দিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে সেই আদালত উক্ত হস্তান্তরের পক্ষদ্বিগকে কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে নোটিস দিয়া এই আদেশ করিতে পারিবেন, যে কেন রেজিষ্টরী করা হইবে না ও তাঁহার বা তিনি কী দিবেন না নোটিসের নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে ইহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত আজ্ঞা করিয়া হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার ক্ষমতা ভূম্যধিকারীকে দিতে এবং হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তির প্রতি উক্ত কী দিবার আদেশ করিতে পারিবেন। ঐরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার দায় ফল হইবে, এবং ঐরূপে যে আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে কী আদায় করিবার আদেশ যত দূর থাকে, তত দূর তাহা মোকদ্দমার ডিক্রী ভূম্যধিকারীর দ্বারা হইবে।

(৩) যে আদালতের বা কার্যকারকের আফিসে নোটিস দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্যকারক, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে বিক্রিতে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারেই নোটিস অবিলম্বে ভূম্যধিকারির উপর জারী করাইবেন।

(৪) নোটিস দাখিল করিবার তারিখ অবধি ত্তর সপ্তাহের মধ্যে ভূম্যধিকারী রায়তের স্থানে দখলীস্বত্ব ক্রয় করিবার দাওয়া করিতে পারিবেন। ভূম্যধিকারী ও রায়ত একমত হইয়া যে মূল্য স্থির করেন সেই মূল্যে এই স্বত্ব ক্রয় করা যাইবে, অথবা তাঁহারা মূল্য বিষয়ে একমত হইতে না পারিলে উক্ত হয় সপ্তাহের মধ্যে ভূম্যধিকারীএতদর্শে দেওয়ানী আদালতে যে প্রার্থনা করেন সেই প্রার্থনামতে উক্ত আদালত যে মূল্য ধার্য করেন সেই মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে। ভূম্যধিকারী উক্তরূপ দাওয়া করিলে এবং মূল্য স্থির হইবার বা আদালত কর্তৃক ধার্য হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে রায়তকে এই মূল্য দিতে চাহিলে, রায়ত হয় এই ভূম্য বিক্রয় করিতে বিরত হইবেন, নয় এই মূল্যে উক্ত ভূম্যধিকারির নিকট এই স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।

(৫) কোন রায়ত এই ধারার আদেশমত নোটিস দাখিল না করিয়া কিম্বা নোটিস দাখিল করিবার তারিখ অবধি হয় সপ্তাহ কালের মধ্যে ভূম্যধিকারী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির নিকট স্বীয় দখলীস্বত্ব বিক্রয় করিলে, ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে এই বিক্রয় বাতিল হইবে।

(৬) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বর্তমান আদেশের উপর্যুক্ত বোধ করেন, এই ধারামত দখলীস্বত্বের মূল্য ধার্য করিবার নিমিত্ত ত্তর জন আসেসর সঙ্গে লইতে দেওয়ানী আদালতের প্রতি এই বিধিতে আদেশ করিতে পারিবেন এবং এই আসেসরদের যোগ্যতা ও নির্দোষপ্রণালী নিরূপণ করিতে পারিবেন।

৩৩ ধারা। যদি ডিক্রীজারীক্রমে দখলীস্বত্ব নীলাম ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম হয় এবং দুই বা তদধিক ব্যক্তি হইলে ভূম্যধিকারী কোন ডাকে একই টাকা ডাকেন অথবা অন্য করিবার স্বত্বের কথা। ও তদ্ব্যতীত এক জন ভূম্যধিকারী হন, তবে এই ডাক ভূম্যধিকারীর ডাক বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৪ ধারা। (১) যদি রায়ত দখলীস্বত্ব বন্ধক দিয়া থাকে এবং সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের ৮৭ ধারামতে ত্তর সম্বন্ধে উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা হয়, তবে আদালত উক্ত আজ্ঞা করিবার প্রস্তাব করিলে উক্ত প্রার্থনার নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করাইবেন এবং নোটিস জারী করণাবধি এক মাস কাল উক্ত আজ্ঞা করা বন্ধ রাখিবেন।

(২) বন্ধক উদ্ধার করিতে যে টাকা আবশ্যক হয় ভূম্যধিকারী উক্ত একমাস কালের মধ্যে আদালতে সেই টাকা দিলে, আদালত সেই টাকা মোকদ্দমার বাদিকে দিবেন, ভূম্যধিকারিকে বাদির স্থানে দণ্ডায়মান হইবার

অধিকারী বলিয়া প্রমাণ করিবেন এবং ভূম্যধিকারির অনুমুলে উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত আজ্ঞা করিবেন।

(৩) (২) প্রকরণমতে যে চূড়ান্ত আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে ভূম্যধিকারী বন্ধকগ্রহীতা ও মোকদ্দমার বাদী থাকিলে, যেদুপ কল হইত সেইরূপ কল হইবে।

৩৫ ধারা। (১) রেজিষ্টারী করা নিদর্শনপত্রক্রমে দখলীস্বত্বদানবিষয়ে দান করা না গেলে, ভূমিগত নিয়মের কথা। দখলীস্বত্বদান ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে সিদ্ধ হইবে না।

(২) রেজিষ্টারী করণের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করিবার নিমিত্ত নির্দিষ্ট কী দেওয়া না গেলে, রেজিষ্টারী করণের কর্তৃপক্ষ এরূপ কোন নিদর্শনপত্র রেজিষ্টারী করিবেন না।

(৩) এরূপ কোন দান রেজিষ্টারী করা গেলে, রেজিষ্টারী করণের কর্তৃপক্ষ রেজিষ্টারী করণের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করিবেন।

(৪) মুসলমানকর্তৃক দান করা গেলে, এই ধারার কোন কথা বিবাহবিষয়ে নিষিদ্ধ সম্পর্কের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে দান করিবার সম্বন্ধে খাটেবে না।

৩৬ ধারা। পূর্বে চারি ধারার কার্যক্ষেত্রে ভূম্যধিকারী পূর্বে বন্ধক ধারার শব্দে কেবল কার্যক্ষেত্রে ভূম্যধিকারী (ক) যে ভূম্যধিকারীর আবাবহিত পক্ষের অর্থের কথা। অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই ভূম্যধিকারীকে, কিম্বা

(খ) যে চিরস্থায়ী ভাণ্ডারের আবাবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই চিরস্থায়ী ভাণ্ডারকে বুঝাইবে, অথবা

(গ) অন্য যে কোন ভাণ্ডারের আবাবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই ভাণ্ডারকে বুঝাইবে; কিন্তু এরূপস্থলে আবাবহিত যে, উক্ত ভাণ্ডার ভূম্যধিকারী বা কোন চিরস্থায়ী ভাণ্ডারের আবাবহিত অধীনে ভূমি ভোগ করেন, এবং উক্ত ভূম্যধিকারী কিম্বা স্থল বিশেষে চিরস্থায়ী ভাণ্ডারের স্থানে এই ধারার কার্যক্ষেত্রে ভূম্যধিকারীর স্বত্বক্রমে কর্তৃক করিবার অনুমতিপ্রাপ্ত হন।

কোর্কা বিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা।

৩৭ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপনাতর দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যে যোতের যে অংশ কোর্কা বিলি রায়তের কোর্কা বিলি করে, তাহা তদীয় যোতের হবে, তাহাৎদের ভাণ্ডার অর্ধেকের অধিক হইলে, ভাণ্ডারের পরিবর্তিত হইবার দারদের রেজিষ্টারী করিবার কথা।

নিমিত্ত যে কোন আটন বিধিবদ্ধ হয়, সেই আইনমতে এই রায়ত ভাণ্ডারের বলিয়া সরকারী রেজিষ্টারে আপনাকে রেজিষ্টারী করাইলে, এই আইনের মর্মানুযায়ী ভাণ্ডার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

কিন্তু (ক) বরস হেতুক, ক্রীণেক বলিয়া, পীড়ামতঃ, চূর্ণটমাক্রমে, কিম্বা টেনসিক বা গার্হস্থ্য চাকরীতে বা জীর্ণ-বাজার বাওরগতে ক্রিয়াকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায়, যে কোন ব্যক্তি চাষ করিতে অক্ষম হইয়া আপনাতর অক্ষমতাকালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপন-

নার যোত বা তাহার কোন অংশ কোর্স বিলি করে, তাহার সম্বন্ধে এই ধারার কোন কথা খাটিবে না।

(খ) যদি কোন ব্যক্তি এই ধারার বলে তালুকদারের পরিবর্তিত হয়, তবে ঐ ব্যক্তি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত থাকিলে, যেহেতু ও যে নিয়মাধীনে তাহার খাজানা হুক্মি হইতে পারিত, সেইহেতু ও সেই নিয়মাধীনে তাহার খাজানা হুক্মি হইতে পারিবে।

বাখ্যা।—এই ধারার বলে যে কোন ব্যক্তি তালুকদারের পরিবর্তিত হয়, তাহার যোতের কোর্স বিলি করা অংশ ঐ যোতের অর্জেকের অধিক আর না থাকিলে, সেই ব্যক্তি আবার রায়তে পরিবর্তিত হয় না।

৩৮ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপ-
নরপাটীর কালের নি-
বন্ধের কথা।
নার যোত বা তাহার কোন
অংশ কোর্স বিলি করিলে,
এরূপ বিলি করিবার দরপাটী
সাত বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত প্রবল থাকিবে না।

কিন্তু (ক) কোন রায়ত বরসহেতুক, জ্বালোক বলিয়া, পীড়াবশতঃ, দুর্ঘটনাক্রমে, কিম্বা সৈনিক বা গার্হস্থ্য চাকরীতে কিম্বা ভৌখ্যাত্মক বাওরাতে কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায়, চাষ করিতে অক্ষম হইলে, আপনাবর অক্ষমতা কালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপন যোত বা তাহার কোন অংশ কোর্স বিলি করিতে এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার কোন বাধা হইবে না, কিম্বা বাধা হইল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

(খ) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে দরপাটী দেওয়া গেলে, এই ধারার কার্যপক্ষে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়াবধি সাতবৎসর কাল গণনা করা যাইবে।

খাজানা হুক্মির কথা।

৩৯ ধারা। যাবৎ বিপরীত প্রমাণ না হয়, দখলীস্বত্ব
উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজা-
না বিষয়ক অনুমানের
কথা।
বিশিষ্ট কোন রায়তের বৎসরকালে
যে খাজানা দিতে হয়, তাহা
উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া অনু-
মান হইবে।

৪০ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত মুদ্রারূপ
(নগদী) খাজানা দিলে, তাহার
মুদ্রারূপ খাজানা হুক্মি
বিষয়ে নিয়মের কথা।
খাজানা এই আইনের বিধান-
মতে না হইলে, প্রকাস্তের
হুক্মি করা যাইবে না।

৪১ ধারা। (১) কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের
যে মুদ্রারূপ খাজানা দিতে
হয়, তাহা রেজিস্ট্রী করা
চুক্তিক্রমে নিম্নলিখিত নিয়মা-
ধীনে হুক্মি করা যাইতে
পারিবে।—

(ক) খাজানা এরূপে হুক্মি করিতে হইবে না যে, তাহা রায়তের পূর্বদেয় খাজানা অপেক্ষা টাকার চারি দামার অধিক হয়।

(খ) চুক্তিপত্রে অনুমান সাত বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য্য করিয়া দিতে হইবে।

(গ) বর্জিত খাজানা পূর্ব বা সাবিক খাজানা অপেক্ষা টাকার দুই আনার অধিক হইলে, চুক্তিপত্রে অনুমান পনের বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য্য করিয়া দিতে হইবে।

(২) চুক্তি এই আইনের বিধানসম্মত ও রায়ত ভাড়া করিতে সক্ষম ও সক্ষম ও তাহার সম্মত বুলে, রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ এই ধারামত চুক্তিপত্র রেজিস্ট্রী করিবার পূর্বে এইরূপ খাজানা লইবেন।

৪২ ধারা। (১) যে জমী মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া
কোন প্রমাণ পূর্বে ভোগ
পূর্বরূপ বিলি করি-
বার বেলা খাজানা
হুক্মির কথা।
করিতেন, তাহা যে আদার
বা মহালের অন্তর্গত উৎকার
কোন বাসেন্দারায়তকে বিলি
করা গেলে, খাজানা হুক্মি করিয়া দিবার রেজিস্ট্রী
করা চুক্তিপত্রক্রমে না হইলে, পূর্ব প্রমাণ যে খাজানা
দিতেন, উক্ত রায়ত ঐ জমীর জন্য তদপেক্ষা উক্ত
খাজানা দিতে বাধ্য হইবেন না।

(২) এইরূপ প্রত্যেক চুক্তির প্রতি পূর্বধারার
বিধান বহিবে।

৪৩ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত মুদ্রা
যোকদ্দমা দিয়া খা-
জানা হুক্মি করিবার কথা।
ভোগ করে, সেই যোতের
ভূস্বত্বকারী এই আইনের বিধা-
নের নিয়মাধীনে নিম্নলিখিত এক বা অধিক হেতু ধরিয়া
খাজানা হুক্মি করিবার যোকদ্দমা উপস্থিত করিতে
পারিবেন, যথা,—

(ক) দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেট
প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে
প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে, উক্ত রায়ত তদ-
পেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ) সেইখানে বা চলিত বাজারে প্রচলিত খান্য
শস্যের গড় মূল্য হুক্মি হইয়াছে।

(গ) ভূস্বত্বকারির দ্বারা বা তাহার খরচে যে
উৎকর্ষসাধন হয়, তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির
উৎপাদিকা শক্তি হুক্মি হইয়াছে।

(ঘ) রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি
বনাদ্বারা বর্জিত হইয়াছে।

৪৪ ধারা। প্রচলিত হারের কমহারে খাজানা দেওয়া
প্রচলিত হার ধরিয়া খা-
জানা হুক্মি করিবার কথা।
হয়, এই হেতু ধরিয়া খাজানা
হুক্মির দাওয়া করা গেলে,

(ক) বর্জিত খাজানা সাবিক
খাজানা অপেক্ষা টাকার আট আনার অধিক হইবে না।

(খ) যদি আদালতের বিবেচনার দ্বারায় তদন্ত ব্যতি-
রেকে খাজানার প্রচলিত হার সন্তোষজনকরূপে জানা
যাইতে না পারে, তবে তদর্থে বিধি করিয়া জমীর
গবর্ণমেন্ট যে রায়ত কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা দেন, তাহা
দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৫
অধ্যায়বর্ত্তে দ্বারায় তদন্ত লওয়া হয় আদালত এইরূপ
জানা করিতে পারিবেন।

(গ) কোন রায়তের যে হারে খাজানা দিতে হইবে, এই খাজানতে তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, যদি ইহা প্রমাণ না হয় যে, হার নির্ণয় করিবার সময়ে দেশাচার-ক্রমে জাতি বিচার করা হয়, তবে তাহার জাতিবিশেষ বিবেচনা করিতে হইবে না; এবং যদি দেখা যায় যে, দেশাচারক্রমে কোন প্রকারের রায়তেরা অনুকূল হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে, তবে দেশাচার অনুসারে খাজানার হার নির্ণয় করা যাইবে।

(ঘ) খাজানার প্রচলিত হার নির্ণয় করিতে হইলে, ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতুক যত টাকা খাজানা রুদ্ধি করিবার অনুমতি দেওয়া যায়, তাহা বিবেচনাধীনে লইতে হইবে না।

৪৫ ধারা। মূল্য রুদ্ধি হেতু ধরিয়া খাজানা রুদ্ধির দাওয়া করা গেলে,—

মূল্য রুদ্ধি হেতু ধরিয়া খাজানা রুদ্ধিস্বত্বীয় বিধি। (ক) স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাক্রমে নিয়মিত সমরীহের যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করা যায়, আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, এবং মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অব্যবহিত পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরের গড় মূল্য, অন্য যে পাঁচ বৎসর তুলনার নিমিত্ত লওয়া ল্যাঘ্য ও কার্যকর বোধ হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত মিলাইয়া দেখিবেন।

(খ) আদালত এক্ষণে খাজানা রুদ্ধি করিবেন না যে, বর্জিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকার চারি আনার অধিক হয়।

(গ) তুলনার নিমিত্ত পূর্বের যে পাঁচ বৎসর মওয়া হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত শেষ পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, পূর্বোক্ত নিয়মাধীনে ও ৪৮ ধারার নিয়মাধীনে সাবেক খাজানার সহিত বর্জিত খাজানার সেই অনুপাত থাকিবে।

৪৬ ধারা। ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতু ধরিয়া খাজানা রুদ্ধির দাওয়া করা গেলে,—

(ক) এই আইন অনুসারে উৎকর্ষসাধন রেজিষ্টারী করা না গেলে, আদালত খাজানা রুদ্ধি দিবেন না।

(খ) যে পরিমাণে খাজানা রুদ্ধি করা যাইবে, তাহা নির্ণয় করিবার সময়ে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,—

(১) উক্ত উৎকর্ষসাধনদ্বারা যতদূর ভূমির উৎপাদিকা শক্তি রুদ্ধি হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা;

(২) উৎকর্ষসাধন করিতে কত খরচ পড়িয়াছে;

(৩) ঐ উৎকর্ষসাধন কার্যে লাগাইতে হইলে, চাষ করিতে কত খরচ পড়ে, এবং

(৪) উক্ত ভূমির বর্তমান খাজানা কত ও উক্তের খাজানা দিবার কিরূপ শক্তি আছে।

(গ) আদালত নিয়মাধীনে ডিক্রী করিতে পারিবেন, এবং দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎকর্ষসাধন হইতে আনুমানিক কল না করিলে, ডিক্রী পুনরাবলোচনা ও পুনর্বিবেচনা সাপেক্ষ রাখিতে পারিবেন।

৪৭ ধারা। বন্যাজনিত উৎপাদিকা শক্তি রুদ্ধি হেতু ধরিয়া খাজানা রুদ্ধির দাওয়া করা গেলে,—

(ক) যে রুদ্ধি কিরকালীন বা ঐতিহাসিক যাহ, আদালত তাহা বিবেচনা করিবেন না।

(খ) বর্জিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকার চারি আনার অধিক হইবে না।

(গ) আদালত যাহা উপযুক্ত ও ল্যাঘ্য বিবেচনা করেন, সেই পরিমাণে খাজানা রুদ্ধি করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা এক্ষণে রুদ্ধি করিবেন না। যাহাতে ভূমির উৎপাদনের লিট রুদ্ধির মূল্যের অর্ধেকের অধিক ভূম্যধিকারীকে দেওয়া হয়।

৪৮ ধারা। যাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনার অনুপাত বা অন্যর বোধ হয়, আদালত কোন মোকদ্দমার এক্ষণে খাজানারুদ্ধির ডিক্রী দিবেন না।

৪৯ ধারা। যে আদালত খাজানারুদ্ধির ডিক্রী করেন, সেই আদালত যদি বিবেচনা করেন যে পূর্ণ পরিমাণে অধিকারীকে আদায় করিতে লম্বে ডিক্রী এখন করিলে পারিবার কথা।

রায়তের কষ্ট হইবে, তবে আদায় করিতে পারিবেন যে ঐ রুদ্ধি ক্রমেই করা যাইবে। অর্থাৎ, যত দূর খাজানা রুদ্ধি করিবার ডিক্রী হয়, বৎসর ২ জনেই খাজানা রুদ্ধি করিয়া পাঁচ বৎসরের অনধিক কএক বৎসরে ততদূর রুদ্ধি করা যাইবে।

৫০ ধারা। (১) প্রচলিত হার অপেক্ষা কম হারে খাজানা দেওয়া হইতেছে, এই-ক্রমগত খাজানারুদ্ধির মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সম্ভাবনা বোধ করিবার কথা।

হেতু ধরিয়া, কিম্বা মূল্য রুদ্ধি হেতু ধরিয়া কোন যোতের খাজানা রুদ্ধির মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যদি মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ববর্তী পনের বৎসরের মধ্যে ১৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পর চুক্তিক্রমে ঐ যোতের খাজানা রুদ্ধি করা গিয়া থাকে, কিম্বা যদি উক্ত পনের বৎসরের মধ্যে ৫০ ধারামতে খাজানার রূপ পরিবর্তন করা গিয়া থাকে, অথবা এই আইনমতে কিম্বা এই আইন দ্বারা রহিত করা কোন আইনমতে পূর্বোক্ত কোন হেতু বা তত্বলা কোন হেতু ধরিয়া খাজানা রুদ্ধি করিবার কিম্বা দোষ গুণ বিবেচনা করিয়া মোকদ্দমা ডিসমিস করিবার ডিক্রী হইয়া থাকে, তবে ঐ মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইবে না।

(২) এত ধারার কোন কথাক্রমে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৭৩ ধারার বিধানের কোন বিষয় হইবে না।

খাজানা কবাইবার কথা।

৫১ ধারা। (১) যুগ্মরূপে খাজানা দিয়া ভোগকারী কোন মখলীসদ্বিংশিত রায়ত খাজানা কবাইবার নিম্নলিখিত হেতু ধরিয়া আপ-কথা।

নার খাজানা কবাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, এবং যোতের ভরী কম হইয়া গেলে, পরে যে বিধান করা গিয়াছে, সেই বিধানের দ্বারা তাহা প্রকারান্তরে পারিবেন না। অর্থাৎ,

(ক) যেতে; অথবা রাণ্ডের মোট ব্যক্তিরকে বালি করা হইয়া বা ঐরূপ অন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটয়া হারি-রূপে অপকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিম্বা

(খ) ঐ স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান ২ খাদ্য শস্যের গড় মূল্য কমিয়া গিয়াছে।

(২) এই ধারায়তে কোন যৌক্তিক উপস্থিত করা গেলে, আদালত যত দূর উপযুক্ত বা ন্যায্য বোধ করেন, তত দূর খাজানা কমাওয়ার আদেশ করিতে পারিবেন।

মূল্যের অর্থাৎ দরের তালিকা কথ্য।

৫২ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সময়ে যে যে স্থান নির্দেশ করেন, সেই প্রধান শস্যের মূল্যের স্থানে যে প্রধান খাদ্য শস্য অর্থাৎ, প্রত্যেক জিলার কালেক্টর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেন্টে এতদর্থে বৎসরের যে বা যে সময় ধায়া করেন, সেই বা সেই সময় সেই শস্যের কালের সময়ের বাজার দরের তালিকা প্রস্তুত করিবেন, এবং অনুমোদন বা সংশোধন নিমিত্ত তাহা রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

(২) কালেক্টর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশ পাইলে, ঐ গবর্ণমেন্টে অর্থাৎ যে কাল উপযুক্ত বোধ করেন, সেই কাল সম্বন্ধে কোন স্থানের ঐরূপ মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপে যে তালিকা প্রস্তুত করেন, তাহা অনুমোদন বা সংশোধন নিমিত্ত রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

(৩) উক্ত মূল্যের তালিকা রেবিনিউ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বা সংশোধিত হইলে রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা হইবে।

(৪) ঐরূপ কোন মূল্যের তালিকা উক্তরূপে প্রকাশ করা গেলে, উহা যে সময় সম্বন্ধীয় হয়, সেই সময় উক্ত স্থানে প্রচলিত মূল্যের সম্বন্ধে এই অধ্যায়মত কোন আনুমানিক কাঁচো দিচ্ছাও প্রমাণ হইবে।

(৫) কালেক্টর সাহেব এই ধারায়তে কোন মূল্যের তালিকা রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবার ১৫ দিন পূর্বে উহা যে স্থান সম্বন্ধীয় হয়, সেই স্থানের মধ্যে সচরাচর মোটিন ঘেরণে প্রকাশ করা যায়, সেইরূপে ঐ তালিকা প্রকাশ করিবেন, এবং ঐ স্থানের অন্তর্গত কোন ভূমির ভূম্যধিকারী বা প্রজা উক্ত ১৫ দিনের মধ্যে ঐ তালিকার বিরুদ্ধে কালেক্টর সাহেবের নিকট লিখিয়া কোন আপত্তি দিলে, তিনি তাহা ঐ তালিকার সহিত রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

খাজানা রূপান্তরিত করিবার কথা।

৫৩ ধারা। (১) কোন দখলীশ্বত্ববিধি রাণ্ড শস্যরূপে দেয়খাজানা কোন যেতে নির্মিত শস্য-রূপে কিম্বা শস্যের কিয়দংশ রূপান্তরিত করিবার কথা। শস্যের আনুমানিক মূল্য ধরিয়া কিম্বা শস্যতে দেয়ত্ব হারে অথবা কিয়ৎপরিমাণে এইরূপ এক প্রণালীতে ও কিয়ৎপরিমাণে অন্য প্রণালীতে খাজানা দিলে, রাণ্ড বা ভূমির ভূম্যধিকারী ঐ খাজানা মুদ্রারূপে খাজানার পরিবর্তিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) এই প্রার্থনা কালেক্টর সাহেবের বা মহকুমার কর্তৃপক্ষের নিকট, কিম্বা ১০ অধ্যায়মতে যে কোন কর্মচারী খাজানার বন্দোবস্ত করেন, তাহার নিকট, কিম্বা এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতা-প্রাপ্ত অন্য কোন কর্মচারীর নিকট, করা হইতে পারিবে।

(৩) ঐ প্রার্থনাপত্র পাইলে যত টাকা মুদ্রারূপে খাজানা দিতে হইবে, উক্ত কর্মচারী তাহা নির্ণয় করিতে পারিবেন এবং এই আদেশ করিবেন। যে, রাণ্ড শস্যরূপে বা পূর্বোক্তরূপে অন্য প্রকারে আপনায় খাজানা না দিয়া ঐরূপ নির্ণীত টাকা দিবেন।

(৪) উক্ত নির্ণয় করিবার সময় উক্ত কর্মচারী এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,

(ক) দখলীশ্বত্ববিধি রাণ্ডের নিকটই সেই প্রকারের ও তরুণ সুবিধাশিষ্ট ভূমির নির্মিত গড়ে যে মুদ্রারূপে খাজানা দিয়া থাকে, তাহার প্রতি ও

(খ) পূর্ব দশবৎসরে ভূম্যধিকারী প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা পাইয়া থাকেন, তাহার গড় মূল্যের প্রতি।

(৫) ঐ আদেশ লিখিয়া করিতে হইবে, এবং উহা যেহেতু ধরিয়া করা যায়, ও যে সমস্তাবধি উহা ফলবৎ হইবে, উহাতে তাহা লেখা থাকিবে; এবং রাজস্ব কর্মচারীরা অন্য যেহেতু আদেশ করেন, তাহার উপর যে প্রকারে আপীল হইতে পারে, ঐ আদেশ উপরও সেই প্রকারে আপীল হইতে পারে।

(৬) কেহ প্রার্থনাপত্রের বিরোধী হইলে, উক্ত কর্মচারী হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৪ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সময়ে মন্ত্রিপরিষদে বিধি করিবার ক্ষমতার ক্ষমতায় মুদ্রিত গবর্ণর জেনারেল সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, অর্থাৎ,

(ক) যে কর্মচারীরা ৫২ ধারায়তে মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত থাকেন, তাহাদের কার্যপদ্ধতি প্রদর্শন করিবার বিধি;

(খ) কোন স্থানে এই অধ্যায়ের কার্যপদ্ধতি কোমু-কোমু খাদ্য শস্য প্রধান শস্য বলিয়া গণ্য হইবে, ইহা স্থির করিবার বিধি; এবং

(গ) ৪১ ও ৪২ ধারায়তে যে কার্যকারকেরা চুক্তি রেজিস্ট্রারী করেন, তাহাদের কার্যপদ্ধতি প্রদর্শন করিবার বিধি।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

দখলীশ্বত্ব শূন্য রাণ্ডদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৫৫ ধারা। যে রাণ্ডদের দখলীশ্বত্ব না থাকে, ও এই অধ্যায় পাঠিবার এই আইনে তাহাদের উল্লেখ আছে, এই অধ্যায় তাহাদের সম্বন্ধে পাঠিবে।

৫৬ ধারা : কোন দখলীস্বত্বপূর্ণা রায়তকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে, তাহাকে দখল দিবার সময়ে তাহান সহিত ভূম্যধিকারীর যে খাজানার নিয়ম হয়, তাহার সেই খাজানা দিতে হইবে।

৫৭ ধারা : রেজিস্ট্রী করা নিয়মপত্র কিম্বা ১০ ধারা-খাজানা রুজি নিয়ম-মত নিয়মপত্রক্রমে না হইলে, কোন দখলীস্বত্বপূর্ণা রায়তের খাজানা রুজি করা যাইবে না।

৫৮ ধারা : কোন দখলীস্বত্বপূর্ণা রায়তকে নিম্ন-যে যে হেতু ধরিয়া লিখিত এক বা অধিক হেতু কোন দখলীস্বত্বপূর্ণা রায়তকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে, প্রকারান্তরে নহে।—
(ক) সে দাকী খাজানা দেয় না, এই হেতু ধরিয়া।

(খ) উক্ত রায়ত তুমি এইরূপে ব্যবহার করিয়াছে, যাতে উহা প্রজাস্বত্বসম্বন্ধীয় কাণ্ডের অনুপযোগী হয়, অথবা সে এই প্রজাস্বত্বের এরূপ কোন নিষেধ করিয়াছে, যাহা ভঙ্গ করিলে তাহার ও তদীয় ভূমি দিকারির মধ্যে যে চুক্তি থাকে তাহার শর্ত অনুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, এই হেতু ধরিয়া।

(গ) রেজিস্ট্রী করা পাট্রাক্রমে তাহাকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে, পাট্রার মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া।

(ঘ) ১০ ধারামতে নাগা ও উপযুক্ত বলিয়া যে খাজানা ধায়া হইয়াছে, উক্ত রায়ত সেই খাজানা দিবার নিয়ম করিতে অস্বীকার করিয়াছে, কিম্বা ঐ খাজানা দিয়া যে মিয়াদ পর্যন্ত সে ভূমি ভোগ করিতে দখল-বান, সেই মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া।

৫৯ ধারা : মিয়াদ অতীত হইবার অন্তর হয় মাস পাট্রার মিয়াদ অতীত থাকিতে, রায়তের উপর উক্ত-রায়তের নোটিস জারী করা না গেলে, পাট্রার মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বপূর্ণা রায়তের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ কারবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না, এবং মিয়াদ অতীত হইবার ছয় মাসের পর উপস্থিত করা যাইবে না।

৬০ ধারা : (১) ভূম্যধিকারী বঞ্চিত খাজানা দিবার নিয়মপত্র রায়তের নিকট অর্পণ না করিলে, এবং রায়ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্বে তিন মাসের মধ্যে ঐ নিয়মপত্র সম্পাদন করিতে অস্বীকার না করিলে, খাজানা রুজি দিতে অস্বীকার করিবার হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বপূর্ণা রায়তের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ কারবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না।

(২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন রায়তের নিকট কোন নিয়মপত্র অর্পণ করিতে চাহিলে, উক্ত রায়তের উপর ভারী করিবার নির্দিষ্ট এতদর্পে

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে আদালত বা কার্যকারকে নিযুক্ত করেন, সেই আদালতের বা কার্যকারকের আফিসে ঐ নিয়মপত্র দাখিল করিতে পারিবেন। উক্ত আদালত বা কার্যকারক অবিলম্বে নির্দিষ্ট প্রকারে ঐ রায়তের উপর তাহা ভারী করাইবেন; এবং তাহা ঐ রূপে জারী করা গেলে, এই ধারার কার্যপক্ষে তাহা অর্পণ করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৩) যে রায়তের উপর (২) প্রকরণমতে কোন নিয়মপত্র ভারী করা যায়, সেই রায়ত যদি তাহা সম্পাদন করে, এবং যে আফিস হইতে উহা দেওয়া হইয়াছিল, জারী করিবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে সেই আফিসে দাখিল করে, তবে পরবর্তী কৃষিবৎসরের প্রারম্ভাবধি ঐ নিয়মপত্র ফলবৎ হইবে।

(৪) কোন রায়ত (৩) প্রকরণমতে কোন নিয়মপত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল করিলে, যে আদালতের বা কার্যকারকের আফিসে উহা ঐ রূপে দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্যকারক উহা উক্ত রূপে সম্পাদিত হইয়া দাখিল হইবার নোটিস নির্দিষ্ট প্রকারে ভূম্যধিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করাইবেন।

(৫) রায়ত (৩) প্রকরণমতে নিয়মপত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল না করিলে, সে এই ধারার কার্যপক্ষে উহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৬) এই ধারামতে কোন রায়তের নিকট যে নিয়মপত্র অর্পণ করা যায়, সে যদি তাহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করে, এবং তজ্জন্য ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, তবে ঐ মোকদ্দমার নোটিস পাট্রার ও নাগা হয়, আদালত তাহা নির্ণয় করিবেন।

(৭) ঐ রূপে যে খাজানা নির্ণীত হয়, রায়ত তাহা দিতে সম্মত হইলে, সম্মতির তারিখ অবধি পাঁচবৎসর কাল ঐ খাজানা দিয়া আপন যোত দখল করিয়া থাকিতে স্বত্ববান থাকিবে, কিন্তু উক্তকাল গত হইলে, যদি সে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত না হয়, তবে পূর্বসূরীর লিখিত নিয়মানুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে।

(৮) ঐ রূপে যে খাজানা নির্ণীত হয়, রায়ত তাহা দিতে সম্মত না হইলে, আদালত উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী দিতে পারিবেন।

(৯) যে খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য, ইহা নিয়ম করিতে হইলে, আদালত নিকট সেই প্রকারের ও ওজন সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত রায়তেরা পড়ে যে খাজানা দেয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু গাংক খাজানার উপর টাকার আটজানার অধিক রুজি দিবেন না।

(১০) এই ধারামতে উচ্ছেদের ডিক্রী করা গেলে, যে কৃষি বৎসরে ঐ ডিক্রী হয়, সেই বৎসরের শেষ অবধি তাহা ফলবৎ হইবে।

৬১ ধারা : কোন রায়তের দখলে ভূমি থাকিলে, ঐ "দখল দেওয়া" শব্দের দখল চলিবার নিমিত্ত পাট্রা নিখিয়া দেওয়া গেলে, যদিও তাহাকে দখল দেওয়া গেল, পাট্রার এই মর্মেয় কথা লেখা থাকে, তথাপি এই

অধ্যায়ের কার্যপত্রকে এই পাট্টাটুক্রে তাহাকে দখল দেওয়া গেল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

৭ম অধ্যায়।

কোর্কা রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৬২ ধারা। মুদ্রারূপে খাজানা দিয়া যে কোন কোর্কা

কোর্কা রায়তদের দ্বারা রায়ত ভূমি ভোগ করে, তাহার ভূমিধিকারী নিজের যে খাজানা দেয়, তাহার উপর নিয়ন্ত্রিত করিতে পারা যাইবে, তাহার দীয়ার কথা। শতকরা অর্থাৎ,

(ক) রেজিষ্টারী করা পাট্টা বা নিয়মপত্রক্রমে কোর্কা রায়তের দের খাজানা দেওয়া গেলে, শতকরা পঞ্চাশ টাকা; ও

(খ) অন্য কোন স্থলে, শতকরা পঁচিশ টাকার অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।

৬৩ ধারা। কোন কৃষি বৎসরের শেষে না হইলে

কোর্কা রায়তদিগকে এবং উক্ত বৎসর গত হইবার অন্তিম ছয়মাস থাকিতে নির্দিষ্ট এক্ষণে কোন কোর্কা রায়তের উপর উঠিয়া যাইবার নিষিদ্ধ নোটিস জারী করা না গেলে পর, তদীয় ভূমিধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে বিধি ও অনুমান।

৬৪ ধারা। (১) কোন তালুকদার বা রায়ত ও

খাজানা অবধারিত থাকিবার সম্বন্ধে বিধি ও অনুমানের কথা। তাঁহার স্বাধীন পূর্বাধিকারীরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্যাবধি যাহার পরিবর্তন হয় নাই এরূপ খাজানায় বা খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিয়া থাকিলে, যোতের পরিমাণ পরিবর্তন হইয়াছে এই হেতু বিনা এই খাজানা বা খাজানার হার বৃদ্ধি হইতে পারিবে না।

(২) কোন তালুকদার বা রায়ত ও তাঁহার স্বাধীন পূর্বাধিকারীরা বাহা মোকদ্দমা বা আনুষ্ঠানিক কার্য উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্ববর্তী বিশবৎসর মধ্যে পরিবর্তিত হয় নাই এরূপ খাজানায় বা খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন, এই আইনমত কোন মোকদ্দমায় বা আনুষ্ঠানিক কার্যে ইহার প্রমাণ হইলে, যাবৎ বিপরীত দর্শন না যায়, এইরূপ অনুমান হইবে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্যাবধি এই খাজানায় বা খাজানার হারে তাঁহার উক্ত ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু যদি কোন আইনে বা তৎক্রমে এইরূপ আদেশ থাকে যে, স্থানবিশেষে অবধারিত খাজানার বা অবধারিত খাজানার হারে প্রজাস্বত্ব বা কোন প্রকার প্রজাস্বত্ব থাকিলে, তাহা উক্ত আইনের দ্বারা বা তৎক্রমে নির্দিষ্ট তারিখে বা তৎপূর্বে রেজিষ্টারী করিতে হইবে, তবে এই স্থানে যে কোন প্রজাস্বত্ব বা স্থল বিশেষে উক্ত প্রকার যে কোন প্রজাস্বত্ব রেজিষ্টারী করা হয় নাই, তৎসম্বন্ধে এই তারিখের পর পূর্বোক্ত অনুমান থাকিবে না।

(৩) কোন রায়ত ভূমির উৎপন্নের অবধারিত অংশ বা অবধারিত অংশের মূল্য খাজানারূপে দিয়া থাকিলে, যে টাকা দেওয়া যায় তাহা বৎসর বৎসর বিভিন্ন বর্ষেই হইবে বলিয়া কিস্তি রায়ত ও ভূমিধিকারী উভয়ের সম্মতিক্রমে উক্ত খাজানার পরিবর্তে অবধারিত টাকা খাজানারূপে ধাওয়া করা গিয়াছে বলিয়া কেবল এই কারণে এই খাজানা বা খাজানার হার পরিবর্তিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

(৪) কোন ভূমি অন্য যে ভূমির সহিত একযোগে নোন যোতের অংশ ছিল, সেই ভূমি হইতে পৃথক করা গেলে, অথবা অন্য ভূমির সহিত মিশাইয়া এক যোত করা গেলে, যোতের ভোগকৃত ভূমিসম্বন্ধে এই ধারার কার্য হইবার কোন বিষয় হইবে না।

(৫) কএক বৎসর মিয়াদে ভূমি ভোগ হইলে কিস্তি ভূমিধিকারীর প্রজ্ঞামতে প্রজাস্বত্ব শেষ হইতে পারিলে, এই ধারার কোন কথা তৎপ্রতি বর্তিবে না।

৬৫ ধারা। কোন প্রকার খাজানার পরিমাণসম্বন্ধে

কিস্তি কোন কৃষি বৎসরে খাজানার পরিমাণ ও সে যেই নিয়মে ভূমিভোগ ভোগের নিয়ম সম্বন্ধে করে, তৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন অনুমানের কথা। উক্তি হইলে, অব্যবহিত পূর্ববর্তী কৃষি বৎসরে যে খাজানা দিয়া যেই নিয়মে সে ভূমি ভোগ করিয়াছে, বিপরীত দর্শন না গেলে, সেই খাজানা দিয়া সেইই নিয়মে সে ভূমি ভোগ করে এইরূপ অনুমান হইবে।

পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজানার পরিবর্তনের কথা।

৬৬ ধারা। (১) প্রত্যেক প্রজা

পরিমাণ পরিবর্তন (ক) পূর্বে যৎপরিমাণ হইলে খাজানার পরিমাণ ভূমির জন্য খাজানা দিয়াছেন, বর্তনের কথা। মাপ করিয়া তদধিক যত ভূমি থাকা প্রমাণ হয়, তত ভূমির জন্য তাঁহার অতিরিক্ত খাজানা দিতে হইবে, এবং

(খ) শিকস্তীক্রমে বা প্রকারান্তরে যোতের পরিমাণ কম হইলে, উক্ত প্রজা খাজানা কমাতে স্বত্ববান হইবেন; কিন্তু যদি প্রমাণ হয়, যে নত ভূমি উপবস্তীক্রমে বা প্রকারান্তরে তাঁহার যোতে যোজিত হইয়াছিল, এবং এরূপ যোগ হওয়াতে খাজানা বৃদ্ধি করা যায় নাই, তবে এই বিধি থাকিবে না।

(২) খাজানায় যে টাকা যোগ করিতে হইবে, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত সেই শ্রেণীর প্রজাদের যে হারে খাজানা দিতে হয়, তাহার প্রতি এবং তালুকদারের বেলা তিনি আপনার তালুকের খাজানা সম্বন্ধে যত লভ্য পাইতে স্বত্ববান তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

(৩) যোতের মোট বার্ষিক মূল্যের যত ভাগ হটে, তাহা পূর্বকার মোট বার্ষিক মূল্যের যে অংশ হয়, খাজানার যত টাকা কমাতে হইবে, তাহা পূর্বদেয় খাজানার সেই অংশ হইবে, কিন্তু নত ভূমির বার্ষিক মূল্যের সমস্তোৎপাদনক প্রমাণ পাওয়া না গেলে, যে পরিমাণ ভাগ হয়, তাহা যোতের পূর্ব পরিমাণের যে অংশ খাজানার যত টাকা কম করিতে হইবে, তাহা পূর্বদেয় খাজানার সেই অংশ হইবে।

খাজানা দিবার কথা।

৩৭ ধারা। (১) ভালুকদার ও তদীয় ভূম্যধিকারির মধ্যে যেসকল নিয়ম থাকে, খাজানার কিস্তির কথা। তদ্রূপ কিস্তিক্রমে তদ্রূপ তারিখে ভালুকদারের দেয় মুদ্রারূপ খাজানা দেওয়া যাইবে; নিয়ম না থাকিলে, দেশাচারমত কিস্তিক্রমে ও তারিখে দেওয়া যাইবে; এবং নিয়ম কিম্বা দেশাচার না থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতদ্ব্যতীত কোন স্থানের নিমিত্ত যেহেতু কিস্তি ও তারিখ নির্দিষ্ট করেন, সেই কিস্তিক্রমে সেই তারিখে দেওয়া যাইবে।

(২) কোন রায়তের বা কোর্ফা রায়তের যে মুদ্রারূপ খাজানা দিতে হয়, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে বার্ষিক খাজানার অংশস্বরূপ সেই কিস্তি ও বৎসরে তারিখ অনধিক যেহেতু তারিখ নির্দেশ করেন, সেই কিস্তিক্রমে ও সেই তারিখে সেই খাজানা নিয়মক্রমে কিম্বা নিয়ম না থাকিলে দেশাচারক্রমে যে বিধি নির্দিষ্ট হয়, সেই বিধির বিধানানুসারে দেওয়া যাইবে।

(৩) এই ধারামতে বিধি প্রণয়ন করিতে হইলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রচলিত দেশাচার, কলনের সময় এবং ভূমির রাজস্ব দিতে হইবার সময় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

(৪) এই ধারামতে যে কোন বিধি প্রণয়ন করিতে হইবে, তাহা যে কৃষি বৎসরে কলবৎ হইবে সেই কৃষি বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্বে অতীত তিন মাস থাকিতে নির্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে।

৩৮ ধারা। (১) প্রত্যেক কিস্তি যে তারিখে দেয় হয়, সেই তারিখের স্বয়ংস্ব খাজানা দিবার সময় হইবার পূর্বে প্রজা এই কিস্তির টাকা দিবেন।

(২) এই আইনমতে দেহ স্থলপ্রজা আপন খাজানা আদায়করিতে পারে, সেই স্থল ছাড়া ভূম্যধিকারীর আদায় কাছারীতে কিম্বা তদ্ব্যতীত ভূম্যধিকারী অন্য যে সুবিধামত স্থান নিরূপণ করেন, সেই স্থানে খাজানা দেওয়া যাইবে।

কিস্তি স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রজাকে পোস্টাল মনিঅর্ডরক্রমে খাজানা দিবার ক্ষমতা দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(৩) খাজানার কোন কিস্তি বা কিস্তির অংশ যে সময়ে দেয় হয়, সেই সময়ে বা তৎপূর্বে যথাবিধি দেওয়া না গেলে, তাহা বাকী খাজানা বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৯ ধারা। (১) কোন প্রজা খাজানার হিসাবে কোন টাকা দিলে, যে বৎসরে টাকা যেভাবে জমা কিম্বা যে বৎসরের যে কিস্তিতে উহা জমা দিতে চাহেন, তাহা নির্দেশ করিতে পারিবেন, এবং তদনুসারে এই টাকা জমা দিতে হইবে।

(২) প্রজা এরূপ কোন নির্দেশ না করিলে, ভূম্যধিকারী যে বৎসরের যে কিস্তি উচিত বোধ করেন, সেই বৎসরের সেই কিস্তির হিসাবে টাকা জমা দিতে পারিবেন।

কবজ ও হিসাবের কথা।

৭০ ধারা। (১) কোন প্রজা আপন ভূম্যধিকারীকে খাজানার হিসাবে টাকা দিলে যত টাকা দেন, উক্ত ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত তত বার যথেষ্ট কথা।

টাকার লিখিত কবজ উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে তৎক্ষণাত্ পাঠিত হইবার স্বয়ংস্ব আছে।

(২) ভূম্যধিকারী উক্ত কবজের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন।

(৩) এই আইনের ৩য় ভাগদীর্ঘে কবজের যে পাঠ দেওয়া গেল, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানের কিম্বা বিশেষ কোন শ্রেণীর মোকদ্দমার নিমিত্ত অন্য যে পাঠ নির্দেশ করেন, সেই পাঠে যেহেতু বিশেষ কথা লিখিত থাকে, কবজ ও অনুলিপিতে সেই বিশেষ কথা লেখা থাকিবে।

(৪) যে প্রত্যেক কবজে সারিতঃ এই ধারার আদেশমত সমস্ত বিশেষ কথা না থাকে, বিপরীত মর্শন না গেলে, তাহা যে তারিখে দেওয়া যায়, সেই তারিখ পর্যন্ত খাজানার সমুদয় দায়ার সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্র বলিয়া অনুমান হইবে।

৭১ ধারা। (১) কৃষি বৎসরের শেষ পর্যন্ত প্রজার যত খাজানা দিতে হইবে, তৎসমস্ত দেওয়া হইরাছে বলিয়া ভূম্যধিকারী স্বীকার করিলে, এই বৎসর অবসান হইবার তিন মাসের মধ্যে এই প্রজা দিনা খরচে আপন ভূম্যধিকারীর স্থানে উক্ত ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত পূর্ণনিষ্কৃতিপত্রস্বরূপ কবজ পাঠিবার অধিকারী হইবেন।

(২) ভূম্যধিকারী এই কথা স্বীকার না করিলে, প্রজা চারিখানা নী দিলে এই বৎসর শেষ হইবার পর তিন মাস মধ্যে এই আইনের তৃতীয় ভাগদীর্ঘের পাঠে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানের কিম্বা বিশেষ কোন শ্রেণীর মোকদ্দমার নিমিত্ত অন্য যে পাঠ নির্দেশ করেন, সেই পাঠে যেহেতু বিশেষ কথা লিখিত থাকে, তৎসমস্ত লিখিত হিসাবের বিবরণপত্র পাঠিবার অধিকারী হইবেন।

(৩) ভূম্যধিকারী উক্ত বিবরণপত্রের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন, তাহাওও এরূপ বিশেষ কথা লেখা থাকিবে।

৭২ ধারা। (১) প্রজা কোন খাজানা দিলে, যদি ভূম্যধিকারী তাহাকে ৭০ ধারার কবজ ও হিসাবের বিবরণপত্র না দিলে এবং অনুলিপি না রাখিলে দেওয়ার কথা।

হয় বাসের মধ্যে খাজানার পরিমাণের বা মূল্যের বিস্তারিত অধিক আদায়ত যাক উচিত বোধ করেন সেইরূপ বাকী টাকা উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) যদি ভূম্যধিকারী প্রজ্ঞাপন দাওয়ায়তে ৭১ ধারার নির্দিষ্ট কোন বৎসরের সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্ররূপ কবজ বা হিসাবের বিবরণপত্র দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে যে বৎসরের কবজ বা হিসাব দেওয়া উচিত ছিল, সেই বৎসর প্রজ্ঞা ভূম্যধিকারীকে যে সমস্ত খাজানা দিবা থাকেন, তাহার মোট পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অধিক আদানত যত টাকা উচিত বোধ করেন, তত দণ্ডের টাকা উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত উক্ত প্রজ্ঞা পরবর্তী কৃষি বৎসরের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(৩) কোন ভূম্যধিকারী উক্ত কোন ধারার আদেশনাত কবজের বা বিবরণপত্রের অমূল্য বা প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া না রাখিলে, তাহার পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

খাজানা আদানত করিবার কথা।

৭৩ ধারা। (১) নিম্ন লিখিত কোন স্থলে, অর্থাৎ,

রাজকীয় কার্যালয়ে খাজানা আদানত করিবার দরখাস্তের কথা।

(ক) যে স্থলে প্রজ্ঞা খাজানার নিমিত্ত টাকা দিবার প্রস্তাব করেন এবং ভূম্যধিকারী তাহা লইতে বা তজ্জন্য কবজ দিতে অস্বীকার করেন;

(খ) যে স্থলে খাজানার টাকা দিতে বাধ্য প্রজ্ঞা এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে তাঁহার খাজানা যে ব্যক্তিকে দেয়, তিনি বিবাদ বা বিদ্বেষ বশতঃ তাহা লইতে বা তদ্বিমিত্ত কবজ দিতে ইচ্ছুক হইবেন না;

(গ) যে স্থলে ঐ টাকা সহাংশীদারদিগকে সংস্কৃতভাবে দিতে হয়, এবং প্রজ্ঞা তদ্বিমিত্ত সহাংশীদারদের সংস্কৃত কবজ পাইতে না পারেন, এবং কোন ব্যক্তি তাঁহাদের পক্ষে খাজানা লইবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া থাকেন; কিম্বা

(ঘ) যে স্থলে কোন ব্যক্তি ঐ খাজানা পাইবার স্বত্বাধিকারী এবিষয়ে প্রজ্ঞার প্রকৃত সন্দেহ থাকে; সেই স্থলে

যেত যে স্থানের মধ্যে থাকে, সেই স্থানের নিমিত্ত এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে যে কর্মচারীকে নিযুক্ত করেন, প্রজ্ঞা তৎকালীন পাওনা সমুদয় টাকা তাঁহার আকিসে আদানত করিবার অনুমতি পাইবার নিমিত্ত লিখিত দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন।

(২) যে যে হেতুতে দরখাস্ত করা যায়, ঐ দরখাস্তে তাহার বর্ণনা থাকিবে এবং (খ) স্থলে যে ব্যক্তিকে শেষবার খাজানা দেওয়া হয়, তাঁহার নাম, ও এক্ষণে যে বা যে ব্যক্তি দাওয়া করিতেছেন, তাহার বা তাঁহাদের নাম দিতে হইবে। তাহাতে প্রজ্ঞা স্বাক্ষর করিবেন, অথবা মোকদ্দমার রুতান্ত তিনি স্বয়ং না জানিলে, যিনি জানেন এরূপ কোন ব্যক্তি তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, এবং স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে বিধিক্রমে আট আনার অর্থদণ্ড যে কী দিবার আজ্ঞা করেন, সেই কী তৎসঙ্গে পাঠাইতে হইবে।

৭৪ ধারা। (১) যে কর্মচারীর নিকট পূর্বধারাত

বে খাজানা আদানত করা যায় রাজকীয় কর্মচারী তাহার রসীদ দিলে ঐ রসীদ নিষ্কৃতিপত্র হইবার কথা।

রসীদ দিবেন।

নত দরখাস্ত করা যায় যদি তাঁহার বোধ হয় যে দরখাস্তকারী উক্ত ধারামতে খাজানা আদানত করিবার অধিকারী, তবে খাজানা লইয়া তদ্বিমিত্ত আপন সরকারী মোহরযুক্ত

(২) উক্ত কর্মচারী উচিত বোধ করিলে, খাজানা লইবার পূর্বে, পূর্বধারার আদেশমত বর্ণনায় যে ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছে, তাহার পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারামতে যে রসীদ দেওয়া যায় তাহা প্রজ্ঞার দের যে খাজানা পূর্বোক্তরূপে আদানত করা যায় তৎসম্বন্ধে নিষ্কৃতিপত্ররূপ কার্যকর হইবে। উক্ত খাজানা

পূর্ব ধারার (ক) প্রকরণের স্থল হইলে যে ব্যক্তির নিকট খাজানা দিবার প্রস্তাব করা যায় সেই ব্যক্তি,

উক্ত ধারার (খ) প্রকরণের স্থল হইলে যাকে খাজানা দিতে হইবে বলিয়া দরখাস্তে নাম লেখা থাকে সেই ব্যক্তি,

উক্ত ধারার (গ) প্রকরণের স্থল হইলে সংস্কৃতভাবে সহাংশীদারেরা, এবং

উক্ত ধারার (ঘ) প্রকরণের স্থল হইলে খাজানা পাইবার স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি,

গ্রহণ করিলে যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হইত, সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে উক্ত রসীদ কার্যকর হইবে।

৭৫ ধারা। (১) যে কর্মচারী আদানত লম তিনি তাহা প্রাপ্ত হইবার নোটিস আদানত পাইবার আপন আকিসের কোন মুদ্রা-নোটিসের কথা। কাল স্থানে অবিলম্বে লাগাইয়া দিবেন। ঐ নোটিসে সমুদয় প্রয়োজনীয় রুতান্তের বর্ণনা থাকিবে।

(২) পূর্বোক্তমতে যে তারিখে নোটিস লাগাইয়া দেওয়া যায় সেই তারিখের পর পনের দিনের মধ্যে পরবর্তী ধারামতে আদানতের টাকা কাহাকেও দেওয়া না গেলে, যে প্রত্যেক ব্যক্তির ঐ টাকা পাইবার দাওয়া বা অধিকার আছে বলিয়া উক্ত কর্মচারী বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন, সেই প্রত্যেক ব্যক্তির উপর বিনা খরচায় আদানত পাইবার নোটিস জারী করাইবেন।

৭৬ ধারা। (১) যে কোন ব্যক্তি উক্ত কর্মচারীর আদানত টাকা দিবার বিবেচনায় আদানতের টাকা বা ক্রাইয়া দিবার কথা। পাইবার অধিকারী বলিয়া বোধ হয়, তিনি তাহাকে ঐ টাকা দিতে পারিবেন, অথবা উচিত বোধ করিলে যে ব্যক্তির এরূপ অধিকার থাকে তৎসম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের নিষ্কাশিত্র অপেক্ষায় ঐ টাকা রাখিতে পারিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট আদেশ করিলে, পোস্টাল বনিঅর্ডর করিয়া ঐ টাকা দেওয়া বাইতে পারিবে।

(৩) যে তারিখে কোন আদানত করা যায় সেই তারিখ অবধি তিন বৎসর অতীত হইবার পূর্বে এই ধারামতে কোন টাকা দেওয়া না গেলে, যদি আদানতকারী প্রার্থনা করেন ও যে কর্মচারীর নিকট খাজানা আদানত করা যায় তাহার দত্ত রসীদ কিরাইয়া দেন, তবে দেওয়ানী আদালতের বিপরীত ভাবের আজ্ঞা না থাকিলে আদানতী টাকা আদানতকারীকে কিরাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

(৪) পূর্ব এক ধারামতে আদানত গ্রহণকারী কোন কর্মচারী যাহা কিছু করেন, তৎসম্বন্ধে ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ঐযুত ছোট সেক্রেটারী সাহেবের

বিকল্পে কিম্বা গবর্ণমেন্টের কোন কর্মচারির বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা বা অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য উপস্থিত করা যাইবে না ; কিন্তু এই ধারামতে ঐরূপ কোন আদালতের টাকা যে কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যায় এই টাকা পাইবার অধিকারী কোন ব্যক্তির উহার স্থানে এই টাকা আদায় করিবার কোন বাধা এই ধারার কোন কথাক্রমে হইবে না।

বাকী খাজানার কথা।

খাজানা হস্তান্তরযোগ্য
যোতের প্রথম দায় হইবার
কথা।

৭৭ ধারা। (১) কোন কস্তা-
সুরযোগ্য যোতের খাজানা
উচার প্রথম দায়ের মধ্যে গণ্য
হইবে।

(২) ভূম্যধিকারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি টাকার ডিক্রী পাইয়া এই ডিক্রী আরোক্ত্রে প্রচার স্বত্ব, অধিকার ও স্বার্থ নীলাম করিলে, উক্ত প্রচার স্থানে ভূম্যধিকারীর যে খাজানা পাওনা থাকে, উক্ত নীলামের উৎপন্ন টাকা হইতে ভূম্যধিকারী প্রথমে তাহা পাইবার অধিকারী হইবেন। কিন্তু (১) প্রকরণমতে ভূম্যধিকারীর যে দাবী থাকে, এই স্বত্বক্রমে তাহার কোন বিষয় হইবে না।

৭৮ ধারা। (১) যে কোন যোত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে তৎসম্বন্ধে যেখানে বাজালা সন চলিত থাকে সেখানে এই সনের শেষে, কিম্বা যেখানে কসলী বা আমনী সন চলিত থাকে সেখানে জৈষ্ঠ মাসের শেষে বাকী খাজানা পাওনা থাকিলে, ভূম্যধিকারী উক্ত বাকী খাজানা আদায় করিবার ডিক্রী পাইয়া থাকুন বা না থাকুন এবং কোন চুক্তির শর্তক্রমে উক্ত প্রজাকে বাকী খাজানা নিমিত্ত উচ্ছেদ করিতে স্বত্ববান হউন বা না হউন, তাহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) ঐরূপ কোন মোকদ্দমায় বাদির পক্ষে ডিক্রী দেওয়া গেলে তাহাতে বাকী খাজানার টাকা ও তদুপরি সুদ পাওনা হইবে ঐ সুদ নির্দিষ্ট থাকিবে, এবং ডিক্রীর তারিখ অবধি পনের দিনের মধ্যে, কিম্বা পঞ্চদশ দিনে আদালত বন্দ থাকিলে আদালত যে দিনে পুনর্বীর খোলে সেই দিনে উক্ত টাকা ও মোকদ্দমার খরচ আদালতে দেওয়া গেলে, ডিক্রী জারী করা যাইবে না।

(৩) বিশেষ কারণ থাকিলে, আদালত এই ধারার লিখিত পনের দিন কাল বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

৭৯ ধারা। বাকী খাজানার সুদের হার ধার্য্য করিবার
বাকী খাজানার সুদের সময়ে আদালত প্রচলিত প্রচার
কথা। ও পক্ষদেয় মধ্যে কোন
মিলন হইয়া থাকিলে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন ; কিন্তু
কৃষি বৎসরে বাকী পড়ে, সেই বৎসরের অবসানাবধি
মোকদ্দমা উপস্থিত করণ পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ : বৎসর
শতকরা বার টাকা হারে সুদের ডিক্রী দিবেন।

৮০ ধারা। (১) বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত
আদালত কোন মোকদ্দমায় যদি
যুক্তিসিদ্ধ কারণ বিনা
খাজানানা দেওয়া গেলে
কিম্বা অন্যরূপে প্রতি-
বাদির নামে খাজানার
মোকদ্দমা করা গেলে,
হানিপুরণের আজ্ঞা
করিবার ক্ষমতার কথা।
ও খরচা বন্নিয়া যত টাকা
ডিক্রী তর তদতিরিক্ত আদালত

যত টাকা খাজানার ডিক্রী হইতাহার শতকরা ২৫ টাকার
অনধিক যত হানিপুরণ উপযুক্ত বোধ করেন বাদির তত
হানিপুরণের টাকা পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু এই ধারামতে হানিপুরণের আজ্ঞা হইলে, সুদের
ডিক্রী হইবে না।

(২) বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত আদালত
কোন মোকদ্দমায় যদি আদালতের বোধ হয় যে বাদী
যুক্তিসিদ্ধ বা সম্ভাবিত কারণ বিনা মোকদ্দমা উপস্থিত
করিয়াছে, তবে বাদী যে মোট টাকার দাওয়া করে
তাহার শতকরা পঁচিশ টাকার অনধিক যত টাকা
আদালত উপযুক্ত বোধ করেন তত টাকা হানিপুরণ-
স্বরূপ প্রতিবাদীর পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কসলী বা ভাণ্ডী খাজানার কথা।

৮১ ধারা। যে স্থলে উৎপন্ন যাচাই বা বিভাগ
কসল যাচাই বা
বিভাগ করিবার নিমিত্ত (ক) সেই স্থলে যাচাই
আজ্ঞার কথা। বা বিভাগ করিবার উপযুক্ত
সময়ে যদি ভূম্যধিকারী বা
প্রজা স্বয়ং বা কর্মকারক দ্বারা উপস্থিত হইতে উৎপেক্ষা
করেন, কিম্বা

(খ) উৎপন্ন কসলের পরিমাণ বা মূল্য বা
বিভাগ বিষয়ে বিবাদ হয়,

তবে কালেক্টর কোন পক্ষের প্রার্থনামতে এবং
কালেক্টর প্রচ বন্নিয়া যত টাকা দিবার আজ্ঞা করেন
উক্ত পক্ষ সেই টাকা আদায় করিলে, ঐ কসল যাচাই
বা বিভাগ করিবার নিমিত্ত যে কর্মচারিকে উপযুক্ত
বিবেচনা করেন তাহাকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) যে কোন স্থলে জিলার বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট
সাহেবের নতে ঐরূপ আজ্ঞা করিলে শাস্তিভঙ্গ
নিবারণিত হইবার সম্ভাবনা, সেই স্থলে কালেক্টর সাহেব
ঐরূপ প্রার্থনা না হইলেও উক্তরূপ আজ্ঞা করিতে
পারিবেন।

(৩) কোন কালেক্টর এই ধারামতে কোন আজ্ঞা
করিলে, যাচাই যাচাই বা বিভাগ না হয়, তাবৎ
আজ্ঞাদ্বারা কসল হস্তান্তর করা নিষেধ করিতে
পারিবেন।

৮২ ধারা। (১) কালেক্টর পূর্ব ধারামতে কোন
কর্মচারী নিযুক্ত করা
গেলে, কার্যপ্রণালীর
কথা।
কর্মচারীকে নিযুক্ত করিলে,
আপন বিবেচনামতে উক্ত কর্ম-
চারীর প্রতি এই আজ্ঞা করিতে
পারিবেন যে তিনি অন্য কোন
ব্যক্তিসিদ্ধকে আদেশস্বরূপ আপনায় সহিত লন এবং
আদেশস্বরূপ লওয়া খেলে উক্ত আদেশস্বরের সংখ্যা,
যোগ্যতা ও নির্ধারিত প্রণালী মতঃ এবং যাচাই
বা বিভাগ করণ কালে যে কার্য প্রণালী অবলম্বন

করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে তাঁহাকে আদেশ দিতে পারিবেন; এবং উক্ত কর্মচারী সেই আদেশ অনুসারে কার্য করিবেন।

(২) উক্ত কর্মচারী যাচাই বা বিভাগ করিবার পূর্বে যে সময়ে ও স্থানে যাচাই বা বিভাগ করা যাইবে তাঁহার নোটিশ ভূমিকারীকে ও প্রজাকে দিবেন, কিন্তু ভূমিকারী বা প্রজা নিজে বা কর্মকারকদ্বারা উপস্থিত না হইলে, তখন এক তরফা কাছাদুষ্ঠান করিতে পারিবেন।

(৩) উক্ত কর্মচারী যাচাই বা বিভাগ করিলে, আগুন কাছাদুষ্ঠানের রিপোর্ট কালেক্টরের নিকট পাঠাইবেন।

(৪) কালেক্টর উক্ত রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং উভয় পক্ষকে ভাষাভেদে কথা শুনিবার সুযোগ দিয়া কোন তদন্ত আনয়ন করিলে সেই তদন্তের পর উক্ত রিপোর্টে উপর্যে আঞ্জা ন্যায় বোধ করেন সেই আঞ্জা করিবেন।

(৫) কালেক্টর উচিত বোধ করিলে, পক্ষদের মধ্যে যে কোন বিষয়ে বিবাদ থাকে, তাহা দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি নিমিত্ত অর্পণ করিতে পারিবেন; কিন্তু উক্তরূপ নিয়ম সাপেক্ষ থাকিয়া, তাঁহার আঞ্জা চূড়ান্ত হইবে ও ডিক্রী ন্যায় প্রবল করা যাইতে পারিবে।

(৬) উক্ত কর্মচারী যাচাই অর্থাৎ মানাবন্দী করিলে, মানাবন্দী বা যাচাইর কাগজপত্র জিলার কালেক্টর সাংঘেবের কাছাদুষ্ঠান করিতে হইবে।

৮৩ ধারা। (১) উৎপন্ন ফসল যাচাই করিয়া খাজানা শস্যের দখল সম্বন্ধে লওয়া গেল, সমস্ত ফসল দখল রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

(২) উৎপন্ন ফসল বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া গেল, যাবৎ উক্ত বিভাগ করা না হয়, তাবৎ সমস্ত ফসল দখল রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

(৩) উভয় স্থলেই ভূমিকারীর পক্ষে কোন হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে প্রজা কৃষিকার্যের নিয়মিত কালে ফসল কাটিয়া সংগ্রহ করিতে পারিবেন, কিন্তু যাহাতে যথাকালে উপযুক্ত যাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয় এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে ফসলের কোন অংশ স্থানান্তর করিতে পারিবেন না।

(৪) যদি প্রজা ফসলের কোন অংশ এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে স্থানান্তর করেন, যাহাতে যথাকালে তাঁহার যাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয়, তবে শস্য-সংগ্রহের সময়ে নিকটস্থ সেই প্রকারের ভূমিতে সেই প্রকারের শস্য সর্বাংশে পূর্ণ পরিমাণে যত যাচাই হয়, ফসল তত হইয়াছিল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

ভূমিকারীর পরিবর্তনহইলে খাজনার দায়ের কথা।

৮৪ ধারা। (১) কোন প্রজা ভূমিকারীর স্বার্থ

হস্তান্তর করিয়া গেলে, হস্তান্তর হইবার পর যে খাজানা পাওনা হয়, তাহা যে ভূমিকারীর স্বার্থ হস্তান্তরিত হয়, সেই ভূমিকারীকে দেওয়া গেল, যদি হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা প্রজাকে হস্তান্তর হইবার নোটিশ না দিয়া থাকেন, তবে ঐ প্রজা

উক্ত খাজানার নিমিত্ত হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার নিকট দায়ী হইবে না।

(২) যে ভূমিকারীর স্বার্থ হস্তান্তরিত হয়, তাহাকে একাদিক প্রজা খাজানা দিলে, যদি হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা নির্দিষ্ট প্রকারে প্রজাদের নিকট এক সাধারণ নোটিশ প্রচার করেন, তাহা এই ধারার কার্যপক্ষে উপযুক্ত নোটিশ হইবে।

আইনবিরুদ্ধ কর প্রভৃতি কথা।

৮৫ ধারা। প্রকৃত খাজানার অতিরিক্ত আদায়, যথাক্রমে তদ্রূপ অন্য নাম দিয়া প্রজাদের উপর যে কোন কর ধরিয়া করা যায়, তাহা আইনবিরুদ্ধ হইবে, এবং এরূপ কর দিবার সমুদয় শর্ত ও নিয়ম অসিদ্ধ হইবে।

৮৬ ধারা। প্রচলিত কোন বিশেষ আইনক্রমে না হইলে, আইনমতে যে খাজানা দেয়, তদতিরিক্ত প্রজার স্থানে কোন টাকা বা তাহার ভূমির উৎপন্নের কোন অংশ ভূমিকারী আদায় করিয়া গ্রহণ করিলে, উক্ত প্রজা এরূপ গ্রহণ

করবার তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে এরূপে গৃহীত টাকার বা উৎপন্নের মূল্যের অতিরিক্ত পাঁচ শত টাকার অনধিক আদায় দণ্ডস্বরূপ যত টাকা উচিত বোধ করেন, তত টাকা, কিম্বা যাহা এরূপে আদায় করিয়া লওয়া যায়, তাহার পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণ পাঁচ শত টাকার অধিক হইলে, সেই পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অনধিক টাকা ভূমিকারীর নিকট পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

৯ম অধ্যায়।

ভূমিকারী ও প্রজা বিষয়ক বিবিধ বিধান।

উৎকর্ষ সাধনের কথা।

৮৭ ধারা। (১) এই আইনের কার্যপক্ষে কোন "উৎকর্ষ সাধন" শব্দের রায়তের যোতের সম্বন্ধে "উৎকর্ষ সাধন" শব্দ ব্যবহৃত হইলে

যে কোন কার্য দ্বারা গোতের জমাই মূল্য বৃদ্ধি হয়, যাহা উক্ত গোতের উপযোগী এবং উক্ত যে উদ্দেশ্যে জমা দেওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্য-সম্মত, এবং যাহা গোতের উপর করা না গেলেনও সাফাৎসম্মত উক্ত উপকারার্থ করা যায়, কিম্বা করিবার পর সাফাৎসম্মত ঐ যোতের উপকারজনক করা যায়, সেই কার্য বুঝাইবে।

(২) বিপরীত দর্শান না গেলে, মন্বলিখিত কার্যগুলি এই ধারার মর্মানুযায়ী উৎকর্ষ সাধন বলিয়া অনুমান হইবে,—

(ক) কৃষিকার্যের নিমিত্ত কিম্বা কৃষিকার্যে নিযুক্ত মনুষ্যের ও গবাদির ব্যবহার নিমিত্ত জলসঞ্চয়, যোগান বা বিতরণ করণার্থ কূপ ও পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন;

(খ) জলসেচনার্থে ভূমি প্রস্তুত করণ;

(গ) যে ভূমি কৃষিকার্যার্থ ব্যবহৃত হয়, কিম্বা যে পতিত ভূমি আবাদ করা যাউতে পারে, তাহার জননিসংরক্ষণ কিম্বা নদী বা অন্য জল হইতে উদ্ধার করণ, কিম্বা জলপ্রাচীন হইতে রক্ষা করণ, কিম্বা জলজনিত ক্ষয় বা অন্য ভাঙ্গি নিবারণ;

(ঘ) কৃষিকার্যার্থ ভূমির আবাদ বা পরিষ্কার করণ কিম্বা তাহা ঘেরা বা তাহার স্থায়ী উৎকর্ষসাধন;

(ঙ) পূর্ণোক্ত কোন কার্য নুতন করিয়া বা পুনর্বার করা, অথবা তাহার পরিবর্তন বা পরিবর্দ্ধন করা; ও

(চ) আবশ্যক বাহিরের যত্ন সমেত রাস্তা ও তদীয় পরিবারের উপযোগী বাসগৃহ নিৰ্ম্মাণ।

(৩) কিন্তু রাস্তা কোন যোতে যে কার্য করেন, তদ্বারা স্বীয় ভূম্যধিকারীর মহালের বা ভাবুকের মূল্য বিশেষরূপে কম হইয়া পড়িলে, এই কার্য এই আইনের অভিপ্রায়মত উৎকর্ষসাধন বলিয়া গণ্য হইবে না।

১৮ ধারা। রাস্তা অনধারিত থাকিলে কিম্বা অব-অধারিত হারে ভূমি ধারিত শ্রমিকের হাণ্ডে ভোগ করা গেলে উৎকর্ষ-ভূমিভোগ করিতে, তদীয় ভূম্য-সাধন করিবার যত্নের দিকারী তাহার যোতে সম্বন্ধে কথা। কোন উৎকর্ষসাধন করিতে তাহাকে ভূম্যধিকারীরূপে বাধ্য দিতে পারিবে না।

১৯ ধারা। (১) কোন রাস্তার যোতে তাহার মখলীষত্ব থাকিলে, রাস্তা বা মখলীষত্ববিহীন যোতে ভূম্যধিকারী নিজ উৎকর্ষসাধন করিতে সম্মত আছেন, করিবার যত্নের কথা। এই ক্ষেত্রে বিনা রাস্তা বা ভূম্য-ধিকারীরূপে উক্ত যোতে সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন করিতে অপর পক্ষকে বাধ্য দিতে পারিবে না।

(২) যদি রাস্তা ও ভূম্যধিকারী উভয়েই একই উৎকর্ষসাধন করিতে চান, তবে উক্ত ভূম্যধিকারীর অধীন অন্য এক বা অধিক যোতে তদ্বারা স্পষ্ট না হইলে, রাস্তার উৎকর্ষসাধন করিবার অগ্রাধিকার থাকিবে।

(৩) রাস্তা ও তাহার ভূমি দিকারীর মধ্যে

(ক) উৎকর্ষসাধন করিবার অগ্রাধিকার, কিম্বা

(খ) কোন বিশেষকায় উৎকর্ষসাধন কিম্বা, এতৎসম্বন্ধে বিবাদ উত্থিত হইলে,

কালেক্টর ন্যাহেব কোন পক্ষের প্রার্থনামতে সেই বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে পারিবে, এবং তাহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

২০ ধারা। (১) মখলীষত্বশূন্য কোন রাস্তা আপনার ও স্বীয় পরিবারের মখলীষত্বশূন্য যোতে নিমিত্ত আবশ্যক বাহিরের সম্বন্ধে উৎকর্ষ সাধন করিবার যত্নের কথা। যত্ন সমেত উপযুক্ত বাসগৃহ প্রস্তুত করিতে পারিবে, কিন্তু

উক্তমতে কিম্বা পক্ষান্তরিত বিধানমতে না হইলে আপনার যোতসম্বন্ধে স্বীয় ভূম্যধিকারী অ মতি না লইয়া অন্য কোন উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবে না।

(২) স্বীয় ভূম্যধিকারীর অনুমতির প্রয়োজন না থাকিলে, যে মখলীষত্বশূন্য রাস্তা আপন যোত সম্বন্ধে যে উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবে, তিনি উক্ত উৎকর্ষসাধন করিতে চাহিলে, যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে এই উৎকর্ষসাধন করিবার নিমিত্ত ভূম্যধিকারীর প্রতি আদেশ করিয়া তাহাকে অনুমোদনপত্র দিতে বা দেওয়া-ইতে পারিবে, এবং ভূম্যধিকারী এই অনুমোদন পালন করিতে অক্ষম হইলে, বা উপেক্ষা করিলে, আপন এই উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবে।

২১ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী আইনমতে যে উৎকর্ষসাধন করেন, কিম্বা ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষ-সাধন রেজিস্ট্রী করি-বার কথা। যাহা আইনমতে তাহার প্রবেশ করা যায়, কিম্বা যাহা করিতে তিনি প্রজ্ঞাকে সাফায়া করি-য়াছেন, তিনি সেই উৎকর্ষসাধন স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত রাজস্ব কর্মচারীর নিকট প্রার্থনা করিয়া রেজি-স্ট্রী করাইতে পারিবে।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে যেরূপ আদেশ করেন, প্রার্থনাপত্র সেইরূপ পাঠে লিখিতে হইবে, ও তাহাতে সেইরূপ সন্ধান থাকিবে, ও সেই প্রকারে স্থানীয় তদন্তের দ্বারা বা অন্যোপায়ে তাহার সত্যতা নিশ্চয় করা যাইবে।

(৩) যে কর্মচারী প্রার্থনাপত্র প্রাপ্ত হন, তিনি,

(ক) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে উৎকর্ষসাধন হইলে, এই আইন প্রচলিত হইবার সম্ভাব্য,

(খ) এই আইন প্রচলিত হইবার পর উৎকর্ষসাধন হইলে, উক্ত কার্য সম্পন্ন হইবার তারিখ অবধি,

১২ মাসের মধ্যে প্রার্থনা করা না গেলে, তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবে।

২২ ধারা। (১) কোন যোতের ভূম্যধিকারী বা প্রজ্ঞা উৎকর্ষ সাধন সম্বন্ধে তৎসম্বন্ধে যে উৎকর্ষসাধন করিবার তাহার প্রাণ লিপ-এম্বাং লিপিবদ্ধ করিবার বদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিলে, কোন রাজস্ব কর্মচারীর নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবে। তাহা হইলে যদি তিনি এরূপ বিবেচনা না করেন যে, এই প্রার্থনা করিবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ নাই, অথবা এরূপ দেখা না যায় যে, এই বিষয় কোন দেওয়ানী আদালতে তদন্তাধীনে রহি-য়াছে, তবে উক্ত কর্মচারী উত্তর পক্ষের সম্বন্ধে এম্বাং লিপিবদ্ধ করিবে।

(২) এই ধারামতে কোন বিষয় লিপিবদ্ধ করা গেলে, ভূম্যধিকারী ও প্রজ্ঞার মধ্যে কিম্বা তাহার অধীন দাওয়াদার বাহিরের মধ্যে পরে যে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য হয়, তাহাতে এই লিপিবদ্ধ কথা প্রাণ মধ্যে গ্রহণ হইতে পারিবে।

৯৩ ধারা। (১) যে কোন রায়তকে তদীয় যোত হইতে উচ্ছেদ করা যায়, সেই রায়তকে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হইবার কথা।

যে সকল উৎকর্ষসাধন করি-
য়াছেন, তজ্জন্য পূর্বে ক্ষতিপূরণ দেওয়া না হইয়া থাকিলে, উক্ত রায়ত ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) কোন আদালত কোন রায়তকে উচ্ছেদ করি-
বার ডিক্রী বা আজ্ঞা করিলে, যদি এই প্রামাণ্যে উক্ত রায়তকে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ দেয় হয়, তবে ঐ ক্ষতিপূরণের টাকা নিকপণ করিবেন, এবং রায়তের ঐ টাকা পাইবার নিয়মাদীনে উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী বা আজ্ঞা করিবেন।

(৩) যেস্থলে কোন বিশেষ সুবিধা পাঠিবেন বলিয়া রায়ত ক্ষতিপূরণবিনা উৎকর্ষসাধন করিয়া চুকি করিয়া, বা পাট্টা লইয়া তদনুসারে উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন, এবং উক্ত সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই স্থলে ঐ ধারা-
মতে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ পাইবার দাওয়া করা যাইতে পারিবে না।

(৪) ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখ ও এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের মধ্যে রায়ত যে উৎকর্ষ-
সাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৫) কোন উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ঐ ধারামতে যে ক্ষতিপূরণের আজ্ঞা করিতে হইবে, সেই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ণয়ার্থ স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যত জন আসেসর উপযুক্ত বোধ করেন, তত জন আসেসর আপন সম্মুখে লইবার নিমিত্ত আদালতের প্রতি আজ্ঞা করিয়া এবং আসেসরদের যোগাভা ও নির্দোষপ্রণালী স্থির করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

৯৪ ধারা। (১) উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত পূর্বে ধারামতে যে ক্ষতিপূরণ দিবার আজ্ঞা করিতে হইবে, তাহার পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইলে, এইরূপ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে,—

(ক) যোতের জমার মূল্য বা উৎপন্ন বা উৎপন্নের মূল্য উৎকর্ষসাধন দ্বারা যে পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে, সেই পরিমাণের প্রতি;

(খ) উৎকর্ষসাধনের অন্তর্য্য প্রতি ও তাহার ফল যত দূর দ্রুত হইবার সম্ভাবনা তাহার প্রতি;

(গ) উক্ত উৎকর্ষসাধন করিতে যে পরিশ্রম ও মূল-
ধন লাগে তৎপ্রতি;

(ঘ) ঐ উৎকর্ষসাধন উপলক্ষে ভূমিকারী কোনরূপে খাজানা দ্রাস বা ক্ষয় করিলে বা রায়তকে অন্য কোন সুবিধা করিয়া দিলে, তৎপ্রতি; এবং

(ঙ) ভূমি কৃষিকার্যোগোষাগী করা গেলে, কিম্বা অসেচিত জমি সেচিত ভূমিতে পরিণত করা গেলে, রায়ত যতকাল অবধি খাজানার উৎকর্ষসাধনের লাভ ভোগ করিয়াছেন, সেই কালের প্রতি।

(২) ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইলে, ভূমি-
মালিক ও রায়ত উচিত বোধ করিলে, এইরূপ সম্মতি দিতে পারিবেন যে সম্পূর্ণরূপে মুক্তাযোগে প্রদত্ত না হইয়া, উহা সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ অন্য কোনরূপে প্রদত্ত হইবে।

ইস্তফা ও পরিত্যাগ করিবার কথা।

৯৫ ধারা। (১) কোন রায়ত পাট্টা বা অন্য ইস্তফা করিবার কথা। নিয়মপত্রক্রমে অবধারিত কালের নিমিত্ত বাধ্য না থাকিলে, কোন কৃষি বৎসরের শেষে আপন যোতের স্বত্ব ও স্বার্থ ইস্তফা করিতে পারিবে।

(২) কিন্তু ইস্তফা করিলেও যদি সে ইস্তফা করিবার অন্তর্য্য তিন মাস থাকিতে ইস্তফা করিবার আপন অভিপ্রায়ের লিখিত নোটিস আপন ভূমিকারীকে না দিয়া থাকে, তবে ইস্তফা করিবার তারিখের পরবর্ত্তী কৃষি-বৎসরের নিমিত্ত ঐ রায়ত উক্ত যোতের খাজানা দিতে দায়ী থাকিবে।

(৩) নিম্নলিখিত স্থলে যাবৎ বিপরীত দর্শন না যায়, উক্ত নোটিস ঐরূপে দেওয়া হইয়াছিল, এই দ্বারা কাগিপক্ষে আদালত এই অনুমান করিবেন, অর্থাৎ,

(ক) যদি রায়ত ইস্তফা করিবার পরবর্ত্তী কৃষি বৎসরে সেই ভূমিকারীর স্থানে সেই আদে নুতন যোত পর;

(খ) যে কৃষি বৎসরের শেষে ইস্তফা করা হয়, সেই বৎসর শেষ হইবার অন্তর্য্য তিন মাস থাকিতে যদি রায়ত ইস্তফা করা যোত যে আদে থাকে, সেই আদে আর বাস না করে;

(গ) যদি ইস্তফা করিবার পরবর্ত্তী কৃষি বৎসরের কোন সময়ে ভূমি মালিক নিকটে অন্য কোন একজকে ঐ যোত বা উহার কোন অংশ জমা করিয়া দেন কিম্বা চাষ করেন।

(৪) রায়ত উচিত বোধ করিলে, উক্ত যোত বা তাহার কোন অংশ যে আদালতের বিচার্য্যীয় স্থানে থাকে, সেই আদালতের দ্বারা নোটিস জারী করা হইতে পারিবেন।

(৫) কোন রায়ত আপন যোত ইস্তফা করিলে ভূমিকারী ঐ যোতে প্রবেশ করিয়া উহা অন্য কোন একজকে জমা করিয়া দিতে কিম্বা নিকটে চাষ করণার্থ লহতে পারিবেন।

৯৬ ধারা। (১) কোন রায়ত আপন ভূমিকারীকে নোটিস না দিয়া ও খাজানা পরিত্যাগের কথা। যেমন চেনা হয়, তাহা দিবার বন্দোবস্ত না করিয়া যদি আপন বাটী ত্যাগ করে, ও নিকটে বা অন্য কোন ব্যক্তিদ্বারা আপন যোত আর চাষ না করে, তবে রায়ত যে কৃষি বৎসরে ঐরূপ ত্যাগ করিয়া যায় ও চাষ করিতে বিরত হয়, সেই কৃষি বৎসর অর্ন্ত হইবার পর যে কোন সময়ে ভূমিকারী ঐ যোতে প্রবেশ করিয়া তাহা অন্য কোন একজকে জমা করিয়া দিতে পারিবেন, কিম্বা নিকটে চাষ করণার্থ লহতে পারিবেন।

(২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন গোষ্ঠে প্রবেশ করিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট নিম্নক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে নির্দিষ্ট পাঠ নোটিস প্রচার করাইবেন। তাহাতে এই কথা লেখা থাকিবে যে, তিনি উক্ত যোত পণ্ডিত জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন।

(৩) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন গোষ্ঠে প্রবেশ করিলে, এই নোটিস পচার করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসর কিম্বা, দখলী পত্ৰশূন্য রায়ত হইলে, ছয় মাস অর্থাৎ দুই বৎসর পর্যন্ত এই রাসত যে কোন সময়ে উক্ত ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার নিষিদ্ধ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে। তাহা হইলে য সকল ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহাদের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে আদালত যেরূপ (যদি কোন) শর্তে ন্যায্য আদেশ করেন, সেই শর্তে দখল ফিরিয়া পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যোতের অংশ করিবার কথা।

১৭ ধারা। যে প্রজার যোত হস্তান্তরযোগ্য, এই আইনের কোন কাক্রমে সেই প্রজা ভূম্যধিকারীর সম্মতি বিনা আপনাতঃ যোতের অন্তর্গত ভূমির কিয়দংশমাত্র একপে হস্তান্তর বা উইল করিতে পারিবেন না, যাহাতে হস্তান্তর বা উইলক্রমে অগ্রীভা এই অংশ পৃথক যোতস্বরূপ উক্ত ভূম্যধিকারীর নিকট ভোগ করিতে পারেন।

উচ্ছেদের কথা।

১৮ ধারা। ডিক্রী জারীকমে না হইলে কোন ডিক্রী জারীকমে না প্রজাকে তদীয় যোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে না।

ভূমি মাপ করিবার কথা।

১৯ ধারা। (১) ভূম্যধিকারী এই ধারার ও, কোন ভূম্যধিকারীর ভূমি চুক্তি থাকিলে, তাহার বিধান মানিয়া স্বয়ং কিম্বা এতদপে তাহার স্থানেক্ষমতা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি দ্বারা আপন মহালের বা তালুকের অন্তর্গত সমুদয় ভূমিতে প্রবেশ করিয়া তাহা মাপ করিতে পারিবেন।

(২) কোন ভূম্যধিকারী প্রজার সম্মতি বিনা, কিম্বা কালেক্টর সাহেবের লিখিত অনুমতি বিনা দশ বৎসরে একবারের অধিক ভূমি মাপ করিতে পারিবেন না। কেবল নিম্নলিখিত স্থলে এই নিয়ম খাটিবে না, যথা—

(ক) যে স্থলে যোতের পরিমাণ, শিকস্তী পৈবস্তী চেতুক বৎসর পরিতর্কন হইতে পারে ও দেয় খাজানা এই পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(খ) যে স্থলে বৎসর চাষের ভূমির পরিমাণ পরিতর্কন হইতে পারে, এবং দেয় খাজানা চাষের ভূমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(গ) যে স্থলে ভূম্যধিকারী ইচ্ছাপূর্বক হস্তান্তরক্রমে বাহিয়া অসা প্রকারে খরিদার হন, এবং খরিদক্রমে দখল করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসরের অধিক কাল গত হয় নাই।

(৩) উক্ত দশ বৎসর শেষ মাপের তারিখ অবধি গণনা করা যাইবে, এই মাপ এই আইন প্রচলিত হইবার মতের পূর্বেই হইয়া থাকুক বা পরেই হইয়া থাকুক।

১০০ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী পূর্বধারামতে যে ভূমি মাপ করিতে পারেন তাহা মাপ করিতে চাহিলে, ভূম্যধিকারীর প্রার্থনামতে দেওয়ানী আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে প্রজা উপস্থিত থাকিয়া উক্ত ভূমির মাপ দেখাইয়া দিবে।

(২) যদি প্রজা উক্ত আজ্ঞামতে কার্য করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে, তবে যে সময়ে উপস্থিত থাকিবার জন্য প্রজার প্রতি আজ্ঞা হয়, সেই সময়ে ভূম্যধিকারীর আদেশমতে ভূমির মাপের ও মাপের যে মানচিত্র বা অন্য কাগজপত্র প্রস্তুত করা যায়, তাহা বিপরীত দর্শন না গেলে, পরিশুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

১০১ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন মোকদ্দমায় বা আনুমানিক কার্গে কোন দেওয়ানী আদালতের বা রাজস্ব কর্মকারীর আত্মক্রমে ভূমির যে মাপ হয়, তাহা যে মাপে ক্ষতিমত এক বিষাতে ১৪.৪০০ বর্গ ফুট হয়, সেই গবর্ণমেণ্টের মাপ অনুসারে হইবে।

(২) উভয় পক্ষের স্বত্ব ভিন্নরূপ কোন স্থানীয় মাপ অনুসারে নিয়মিত হইলে, গবর্ণমেণ্টের মাপ উক্ত মোকদ্দমার কাগজপত্র স্থানীয় মাপে পরিণত করা যাইবে।

(৩) কোন স্থানে যে বা যেই মানদণ্ড ব্যবহৃত হয়, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট স্থানীয় তরফ লইবার পর তাহা নির্দেশ করিয়া বিধিপ্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং একপে যে নির্দেশ করা যায় তাহা বিপরীত দর্শন না গেলে, শুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

কার্য্যাদেশদের কথা।

১০২ ধারা। কোন মহালের বা তালুকের সহাধিকারী সন্থাধিকারিগণ কারিগণ যদি তাহার কার্য্য এক জন সাধারণ কাবা-ধাক্তা সম্বন্ধে একমত না হন, তাহা নিযুক্ত করিবেন না এবং সেই কারণে ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত তাহাদের উপর আদেশ করিতে পারি-
(ক) সাধারণের অন্তর্বিধা
(খ) ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বের

হানি হয় বা হইবার সম্ভাবনা হয়,

তবে জিলার জজ সাহেব (ক) চিহ্নিত স্থলে কালেক্টরের এবং (খ) চিহ্নিত স্থলে এই মহালে বা তালুকে যাহার কোন স্বার্থ থাকে, এরূপ কোন ব্যক্তির প্রার্থনামতে কেন উক্ত সহাধিকারিগণ এক জন সাধারণ কার্য্যাদেশ নিযুক্ত করিবেন না, ইহার কারণ দর্শাইবার আদেশস্বত্ব নোটিস তাহাদের সকলের উপর জারী করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু কোন মহালের বা তালুকের সহাধিকারী যে স্বার্থের দাওয়া করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই স্বার্থ তাহার দখলে না থাকিলে, এবং তিনি কোন মহালের সহাধিকারী হইলে তাহার নাম ও স্বার্থের পরিমাণ ভূমি রেজিস্ট্রারী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনমতে রেজিস্ট্রারী করা না হইয়া থাকিলে, তিনি এই ধারামতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন না।

১০৩ ধারা। যদি পূর্ব ধারামত নোটিস জারী হইবার

কারণ দর্শান না গেলে
একজন কার্যাব্যাহক নিযুক্ত
করণার্থ তাঁহাদিগকে আজ্ঞা
দিতে পারিবার কথা।

পর এক মাসের মধ্যে উক্ত মহা-
ধিকারিগণ পূর্বোক্তরূপ কারণ
দেখাইতে না পারেন, তবে জি-
লার জজ সাহেব তাঁহাদিগকে
একজন সাধারণ কার্যাব্যাহক

নিযুক্ত করিবার আদেশসহক আজ্ঞা দিতে পারিবেন;
এবং ঐ আজ্ঞা দিবার পূর্বে যে কোন সহাধিকারী
উপস্থিত হন নাই, ঐ আজ্ঞার নকল তাঁহার উপর জারী
করা হইবে।

১০৪ ধারা। পূর্ব ধারামত আজ্ঞা হইবার পর এক

আজ্ঞা পালিত না হই-
লে কার্যাব্যাহক নিযুক্ত
করিবার ক্ষমতার কথা।

মাসের অন্তর সে সময় জিলার
জজ সাহেব এতদ্বারা ধাওয়া
করিয়া দেন, সেই সময়ের মধ্যে
অথবা উক্ত ধারার আদেশমতে

উক্ত আজ্ঞা জারী করা হইয়া থাকিলে, ঐরূপ জারী করি-
বার পর ঐরূপ সময়ের মধ্যে যদি সহাধিকারীগণ একজন
সাধারণ কার্যাব্যাহক নিযুক্ত না করেন, এবং জিলার জজ
সাহেবের অবগতি নিমিত্ত ঐ নিয়োগের সম্বাদ না
দেন, তবে যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে সম্ভাষণজনক বন্দো-
বস্ত হইবার সম্ভাবনা আছে, জিলার জজ সাহেবকে ইহা
বুঝাইয়া দেওয়া না গেলে, তিনি

(ক) যে স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস উক্ত মহালের বা
তালুকের কার্যাব্যাহকতা ভার লইতে সম্মত হন, সেই
স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস দ্বারা ঐ মহালের বা তালুকের
কার্যাব্যাহকতা করিবার আদেশ দিতে পারিবেন; কিম্বা

(খ) যে কোন স্থলে একজন কার্যাব্যাহক নিযুক্ত
করিতে পারিবেন।

১০৫ ধারা। কোন স্থানের অধুগতি যে সকল মহা-

পূর্ব ধারার (খ) প্রক-
রণমত সকল স্থলে কার্য
করণার্থ কোন ব্যক্তিকে
নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার
কথা।

লের ও তালুকের নিমিত্ত পূর্ব
ধারার (খ) প্রকরণমতে এক
জন কার্যাব্যাহক নিযুক্ত করা
আবশ্যক হয়, সেই সকল মহা-
লের ও তালুকের কার্যাব্যাহকতা
করণার্থ উক্ত স্থানের নিমিত্ত

বঙ্গদেশের জীযুত লেফটেনেন্টগবর্নর সাহেব এক ব্যক্তিকে
নিযুক্ত করিতে পারিবেন; এবং কোন ব্যক্তিকে ঐরূপে
নিযুক্ত করা গেলে, জিলার জজ সাহেব উক্ত প্রকরণমতে
অন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন না। কিন্তু কোন
মহালসম্বন্ধে যদি জজ সাহেব সহাধিকারিগণের এক
জনকে কার্যাব্যাহকরূপ নিযুক্ত করা উচিত বোধ করেন,
তবে এই বিধি খাটিবে না।

১০৬ ধারা। যে কোন স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস

কোর্ট অব ওয়ার্ডস
বিষয়ক ১৮৭৯ সালের
আইন কোর্ট অব ওয়ার্ড-
সের কার্যাব্যাহকতাসম্বন্ধে
খাটিবার কথা।

১০৪ ধারামতে কোন মহালের
বা তালুকের কার্যাব্যাহকতা ভার
গ্রহণ করেন, সেই স্থলে কোর্ট
অব ওয়ার্ডস বিষয়ক ১৮৭৯
সালের আইনের যে সমস্ত

বিধান স্থাবর সম্পত্তির কার্যাব্যাহকতা সম্পর্কিত হয়, সেই সমস্ত বিধান উক্ত কার্যাব্যাহকতা সম্বন্ধে খাটিবে।

১০৭ ধারা। (১) জিলার জজ সাহেব সময়ে

কার্যাব্যাহকের প্রতি
যে বিধান বর্ত্তিবে
তাহার কথা।

যে রূপ আদেশ করেন, ১০৪
ধারার (খ) প্রকরণমতে নিযুক্ত
কার্যাব্যাহক পারিঅধিকাররূপ

সেইরূপ অবধারিত বেতন
কিম্বা কার্যাব্যাহকরূপে তিনি যে টাকা আদায় করেন,
সেই টাকার সেইরূপ শতকরা প্রাপ্ত হইবেন।

(২) জিলার জজ সাহেব যে রূপ জামিন দিবার
আদেশ করেন, উক্ত কার্যাব্যাহক যথাবিধি আপনার
কর্তব্য সম্পাদন করিবার সেইরূপ জামিন দিবেন।

(৩) তিনি নিযুক্ত না হইলে, সহাধিকারীরা সংস্কৃ-
তাবে যে সকল ক্ষমতামুসারে কার্য করিতে পারিতেন,
তিনি জিলার জজ সাহেবের কর্তৃত্বাবধানে কার্যাব্যাহকতা
নিমিত্ত সেই সকল ক্ষমতামুসারে কার্য করিতে পারি-
বেন, এবং সহাধিকারীরা ঐরূপ কোন ক্ষমতামুসারে
কার্য করিবেন না।

(৪) তিনি জিলার জজ সাহেবের আজ্ঞামুসারে
লভা লইয়া কার্য করিবেন ও তাঁহা বর্তন করিয়া
দিবেন।

(৫) তিনি রীতিমত হিসাব রাখিবেন, এবং সহাধি-
কারীদিগকে বা তাঁহাদের কোন জনকে উক্ত হিসাব
দেখিতে ও উচার নথি লইতে দিবেন।

(৬) উক্ত জিলার জজ সাহেব যে সময়ের ও যে
পাঠের আজ্ঞা করেন, তিনি সেই সময়ে ও সেই পাঠে
আপনার হিসাব পাস করিবেন।

(৭) ভূস্বামীরা ১১২ ধারামতে যে কোন প্রার্থনা
করিতে পারিতেন, তিনি সেই প্রার্থনা করিতে
পারিবেন।

(৮) জিলার জজ সাহেবের আজ্ঞাক্রমে তাঁহাকে
পদচ্যুত করা যাইতে পারিবে, প্রকারান্তরে মহে।

১০৮ ধারা। কোন মহাল বা তালুক কোর্ট অব-

সহাধিকারিগণকে কা-
র্যাব্যাহকতা ভাবপ্রত্যাপন
করিবার ক্ষমতার কথা।

ওয়ার্ডসের কার্যাব্যাহকতাবধানে
স্থাপন করা গেলে, কিম্বা ১০৪
ধারামতে তন্নিমিত্ত একজন
কার্যাব্যাহক নিযুক্ত করা গেলে,

যদি জিলার জজ সাহেবের এইরূপ হুদ্যোগ জন্মে, যে
সাধারণের অসুবিধা বা ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বের হানি
বিনা সহাধিকারীদের দ্বারা কার্যাব্যাহকতা চলিবে, তবে
তিনি যে কোন সময়ে সহাধিকারিদিগকে উক্ত মহালের
বা তালুকের কার্যাব্যাহকতা ভার প্রত্যাপন করিবার
আদেশ করিতে পারিবেন।

১০৯ ধারা। হাই কোর্ট সময়ে পূর্ব কএক ধারামত

বিধি প্রণয়ন করিবার
ক্ষমতার কথা।

কার্যাব্যাহকদের ক্ষমতা ও কর্তব্য
কল্প নির্দেশ করিয়া বিধি
প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

১০ম অধ্যায়।

স্বত্বের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।

স্বত্বের লিপির কথা।

১১০ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে কোন স্থলে স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।
মন্ত্রিসভাবিধিত জীবিত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্বক এবং পশ্চাৎলিখিত কোন স্থলে উচিত বোধ করিলে ঐরূপ অনুমতি গ্রহণ না করিয়া ঐরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে সময়ে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত রাজস্ব কর্মচারি কর্তৃক কোন স্থানের সমুদয় প্রজাদের বা কোন শ্রেণীর প্রজাদের স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করা যাইবে।

(২) নিম্নলিখিত স্থলে মন্ত্রিসভাবিধিত জীবিত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি পূর্বক গ্রহণ না করিয়া এই ধারামতে আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে, অর্থাৎ—

(ক) যে স্থলে ভূমাদিকারী কিম্বা ভূমাদিকারীদের বা প্রজাদের অমেকাংশ লোকে উক্ত আজ্ঞা পাঠিবার প্রার্থনা করেন, এবং খরচ দিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশমত টাকা আদায় করেন, সেই স্থলে ;

(খ) যে স্থলে ঐরূপ লিপি প্রস্তুত করিলে, সাধারণতঃ প্রজা ও ভূমাদিকারীদের মধ্যে যে গুরুতর বিবাদ আছে, বা হইবার সম্ভাবনা, তাহার নিষ্পত্তি বা নিবারণ হইতে পারে, সেই স্থলে ; এবং

(গ) যে স্থলে গবর্ণমেন্ট বা কোর্ট অব ওয়ার্ডস যাহার মালিক বা কার্যাব্যাহক, এরূপ কোন মহালের বা ভাস্করের মধ্যে উক্ত স্থান অসুভুক্ত থাকে, সেই স্থলে।

(৩) এই ধারামত কোন আজ্ঞার বিজ্ঞাপন রাজকীয় গেজেটে দেওয়া গেলে, তাহাই উক্ত আজ্ঞা যথা-বিধি হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

১১১ ধারা। পূর্ব ধারামতে কোন আজ্ঞা করা গেলে যেই বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, উক্ত আজ্ঞায় তাহার নির্দেশ করা যাইবে, ও নিম্নলিখিত সমুদয় বা কতকগুলি তথ্যে থাকিতে পারিবে, অর্থাৎ,—

(ক) প্রত্যেক প্রজার নাম ;

(খ) তিনি যে শ্রেণীর প্রজা, অর্থাৎ, তিনি ভাস্কর কি অবধারিত হারে ভূমি ভোগকারি প্রায়ত কি দখলীস্বত্ববিধিতে প্রায়ত কি দখলীস্বত্বশূন্য প্রায়ত কি কোর্কা প্রায়ত ;

(গ) তিনি যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার অবস্থান, পরিমাণ ও সীমা ;

(ঘ) তদীয় ভূমাদিকারির নাম ;

(ঙ) দেয় খাজানা ;

(চ) চুক্তিক্রমে কি আদালতের আজ্ঞাক্রমে কি প্রকায়ান্তরে হউক যে প্রকারে উক্ত খাজানা ধার্য হইয়া থাকে তাহা।

(ছ) খাজানা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকিলে, যে সময়ে ও যে ক্রমে বৃদ্ধি হয় তাহা।

(জ) কোন বিশেষ নিয়মে প্রজা ভূমি ভোগ করিলে তাহা।

১১২ ধারা। ভূমাদিকারী বা ভাস্করদের প্রার্থনা করিলে

ভূমাদিকারী বা ভাস্করদের প্রার্থনামতে রাজস্ব কর্মচারীর বিশেষকথা লিপিবদ্ধ করিতে পারিবার কথা।

ও যত টাকা খরচ দিবার আদেশ হয় তাহা আদায় করিলে, এতদ্ব্যতীত স্থানীয় গবর্ণমেন্টে যে বিধি প্রণয়ন করেন সেই বিধি মানিয়া ও তদনুসারে কোন রাজস্ব কর্মচারী কোন মহাল বা ভাস্কর বা ভাগীর কোন অংশ সম্বন্ধে পূর্ব ধারার নির্দিষ্ট বিশেষ কথা নিরূপণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

১১৩ ধারা। (১) রাজস্ব কর্মচারী এই লিপি সম্পূর্ণ লিপি প্রকাশ করিবার ক্রমে যে প্রকারে ও যত কাল প্রকাশ করিবার আদেশ দেন, সেই প্রকারে ও ততকাল এই লিপির পাণ্ডুলেখা এই স্থানে প্রকাশ করা হইবে, এবং উক্ত কালমধ্যে এই লিপির কোন লেখা সম্বন্ধে যে কোন আপত্তি করা যায়, তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

(২) উক্ত কাল অতীত হইলে, রাজস্ব কর্মচারী উক্ত লিপি চূড়ান্তরূপে স্থির করিয়া ফেলিবেন ও স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে যে প্রকারে প্রকাশ করিবার আদেশ করেন, সেই প্রকারে উক্ত এই স্থানে প্রকাশ করা হইবে ; এবং উক্ত লিপি যে এই অধ্যায়মতে যথাবিধি প্রস্তুত করা গিয়াছে ঐরূপ প্রকাশকরণই তাহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

১১৪ ধারা। পূর্ব ধারামতে উক্ত লিপি চূড়ান্তরূপে লিপির লেখা সহজে প্রকাশ করিবার পূর্বে কোন বিবাদ হইলে কাহা-সময়ে রাজস্ব কর্মচারী প্রণালীর কথা। তাহাতে কোন কথা লিখিবার প্রস্তাব করিলে বা লিখিলে যদি তাহার শুদ্ধতাসম্বন্ধে বিবাদ উদ্ভূত হয়, তবে রাজস্ব কর্মচারী এই বিবাদ গ্রহণ করিয়া নিষ্পত্তি করিবেন, এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালীবিষয়ক আইনে মোকদ্দমার বিচার করিবার যে কার্যপ্রণালী নির্দিষ্ট আছে, এই আইনমতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রণীত বিধি মানিয়া উক্ত কার্যপক্ষে সেই কার্যপ্রণালী অবলম্বন করিবেন, এবং তাহার নিষ্পত্তি ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে।

১১৫ ধারা। (১) পূর্ব ধারামত রাজস্ব কর্মচারীদের নিষ্পত্তির উপর আপীল শুনিবার নিষিদ্ধ স্থানীয় গবর্ণমেন্টে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে বিশেষ অঙ্গ বলিয়া নিযুক্ত করিবেন।

(২) পূর্ব ধারামত রাজস্ব কর্মচারীর নিষ্পত্তির উপর বিশেষ তরফের নিকট আপীল হইতে পারিবে ; এবং আপীলসম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে যে সকল বিধান আছে, তাহা উক্ত আপীলসম্বন্ধে যতদূর পাটিতে পারে খাটিবে।

(৩) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪২ অধ্যায়ের প্রথম ধারার অর্থনুসারে বিশেষ অঙ্গ হাই কোর্টের অধীন আদালত হইলে যেরূপ হইত, উক্ত অধ্যায়ের বিধানের নিয়মাবলীতে তাহার নিষ্পত্তির উপর হাই কোর্টে সেইরূপ আপীল হইতে পারিবে।

(৪) পূর্ব ধারামত রাজস্ব কর্মচারীর নিষ্পত্তির উপর বিশেষ তরফের নিকট আপীল হইতে পারিবে ; এবং আপীলসম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে যে সকল বিধান আছে, তাহা উক্ত আপীলসম্বন্ধে যতদূর পাটিতে পারে খাটিবে।

(৫) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪২ অধ্যায়ের প্রথম ধারার অর্থনুসারে বিশেষ অঙ্গ হাই কোর্টের অধীন আদালত হইলে যেরূপ হইত, উক্ত অধ্যায়ের বিধানের নিয়মাবলীতে তাহার নিষ্পত্তির উপর হাই কোর্টে সেইরূপ আপীল হইতে পারিবে।

১১৬ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে যে লিপি প্রস্তুত কর যার তাহাতে যে যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ আছে ও যে যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ নাই, ইহা পৃথক করিয়া নির্দেশ করিতে হইবে।

(২) উক্ত লিপির যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ নাই তাহা বিপরীত দর্শান না গেলে শুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

খাজানা ধাৰ্য্য হইবার বিধি।

১১৭ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্টে উচিত বোধ করিলে, পশ্চাৎলিখিত কোন স্থলে এইরূপ আদেশস্বত্বক আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে কোন স্থানের অন্তর্গত সমুদয় প্রজার বা কোন প্রণীর প্রজার খাজানা, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে এতদর্থ সময়ে যে রাজস্ব কর্মচারীদিগকে নিযুক্ত করেন, তাঁহাদের দ্বারা ধাৰ্য্য হইবে।

কিন্তু এইরূপ আজ্ঞা করা বাধ্যনীয়, স্থানীয় উদন্ত লইয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের এইরূপ প্রদোষ না জন্মিলে, উক্ত গবর্ণমেন্টে এইরূপ আজ্ঞা করিবেন না।

(২) নিম্নলিখিত স্থলে এই ধারামতে আজ্ঞা করা যাউতে পারিবে, অর্থাৎ,

(ক) যে কোন স্থলে স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিতে এই অধ্যায়মতে কোন রাজস্ব কর্মচারীর প্রতি আদেশ করা যায়, এবং

(খ) যে স্থলে কোন স্থান সম্বন্ধে রাজস্ব ধাৰ্য্য হইতেছে।

(৩) এই ধারামতে রাজস্বীয় গেজেটে কোন আজ্ঞার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, উক্ত বিজ্ঞাপনই উক্ত আজ্ঞা যথাবিধি হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে, এবং কোন আজ্ঞা এইরূপে বিজ্ঞাপিত হইলে, তাহা যতকাল এইরূপে বিজ্ঞাপিত আজ্ঞাক্রমে রহিত না হয়, ততকাল প্রবল থাকিবে।

(৪) কোন প্রজাদের সম্বন্ধে এই ধারামতে আজ্ঞা প্রবল থাকিতে, কোন দেওয়ানী আদালত এই আইন-মতে উক্ত প্রজাদের কাহারও খাজানা রাজি বা কম করিবার মোকদ্দমা গ্রহণ করিবেন না।

১১৮ ধারা। (১) কোন রাজস্ব কর্মচারী এই অধ্যায়-মতে খাজানা ধাৰ্য্য করিবার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে, ১১১ ধারার নির্দিষ্ট বিশেষ কথা ও স্থানীয় গবর্ণমেন্টে অন্য কোন কথা নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিবার আদেশ দিলে সেই অন্য কথা নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) (১) প্রকরণমত লিপিতে উক্ত কর্মচারী কোন কথা লিখিয়া থাকিলে বা লিপিবদ্ধ প্রস্তাব করিলে, তাহার শুদ্ধতা সম্বন্ধে, পশ্চাৎলিখিত বিধানমতে জমাবন্দী চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার পূর্বে কোন সময়ে বিবাদ উত্থিত হইলে, ১১৪ ও ১১৫ ধারার বিধান থাকিবে।

(৩) যে ভাস্করের খাজানা পরিবর্তিত হইতে পারে সেই ভাস্কর হইলে, কিম্বা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাষ্ট্রের যোত হইলে, ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে উক্ত কর্মচারী তৎসম্বন্ধে উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধাৰ্য্য করিবেন।

(৪) যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায় এই কার্যের নিমিত্ত তিনি বর্তমান খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া অনুমান করিবেন, এবং খাজানা ধাৰ্য্য করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতের উপদেশার্থ এই আইনে যে সকল বিধি নির্দিষ্ট হইল, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

(৫) (৩) ও (৪) প্রকরণমত সমুদয় আনুষ্ঠানিক কার্যে উক্ত কর্মচারী, এই আইনমতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রণীত বিধি মানিয়া, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের নির্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিবেন এবং এইরূপ প্রত্যেক আনুষ্ঠানিক কার্যে তাঁহার নিষ্পত্তি জিরার ভুল্য চলবে হইবে।

(৬) এইরূপ প্রত্যেক নিষ্পত্তির উপর ১১৫ ধারামতে নিযুক্ত বিশেষ জজের নিকট আপীল হইতে পারিবে। তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে, কিন্তু তাহা এই নিয়মের অধীন থাকিবে যে, এই ধারার (২) প্রকরণমত দ্বিতীয় আপীলে যদি হাই কোর্ট, যে সকল বিশেষ কথা প্রিয়া কোন যোতের খাজানা ধাৰ্য্য হইয়াছে, তন্মধ্যে কোন কথা সম্বন্ধে বিশেষ জজের নিষ্পত্তি পরিবর্তন করেন, তবে উক্ত কোর্ট ঐ যোতের নিমিত্ত নূতন খাজানা ধাৰ্য্য করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা ধাৰ্য্য করিবার বেলা একই জমাবন্দীর মধ্যে সেই প্রণীর অন্যান্য যোতের যেরূপ খাজানা এই ধারামতে নির্ণীত বা ধাৰ্য্য হইয়া থাকে, তাহা দেখিয়া চলিবেন।

(৭) রাজস্ব কর্মচারী যে সকল বিশেষ কথা লিখিতে ও যে খাজানা ধাৰ্য্য করিতে আদেশ প্রাপ্ত হন, সেই সকল বিশেষ কথা ও খাজানা লিখিলে ও ধাৰ্য্য করিলে, তিনি এক বা একাধিক জমাবন্দীর পাণ্ডুলেখা প্রস্তুত করিবেন। তিনি যে যে বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করেন ও খাজানা ধাৰ্য্য করিলে যত টাকা খাজানা ধাৰ্য্য করেন তাহা উক্ত জমাবন্দীতে দেখাইতে হইবে।

(৮) জমাবন্দী ১১৩ ধারার সন্মাহুয়ারী লিপি হইলে, ১১৩ ধারা তৎসম্বন্ধে যেরূপ খাটিত, এই ধারামতে প্রত্যেক জমাবন্দী সম্বন্ধেও সেইরূপ খাটিবে এবং এই ধারার (১) প্রকরণমতে এইরূপ কোন জমাবন্দীতে যে সকল কথা লেখা যায় তৎসম্বন্ধে ১১৬ ধারা খাটিবে।

১১৯ ধারা। পূর্ব ধারামতে কোন খাজানা পরিবর্তন করা গেলে, জমাবন্দী চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার পরবর্তী কৃষিবৎসরের প্রারম্ভাবধি ঐ পরিবর্তন চলবে হইবে।

১২০ ধারা। ১১৮ ধারার (৩) প্রকরণমতে কোন যোতের খাজানার টাকা ধাৰ্য্য করা হইবার নিমিত্ত কোন ভূম্যধিকারীর প্রার্থনা করিবার ক্ষমতা থাকিলে, ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন কিম্বা যোতের পরিমাণ পরিবর্তন হেতুক

না হইলে এই অধ্যায়মতে বোতের যে খাজানা নির্ণীত বা ধার্য্য হয়, তাহা অসম্ভবী চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার তারিখ অবধি পনের বৎসর কাল মধ্যে হুজি করা যাইবে না।

১. অতিরিক্ত বিধানের কথা।

১২১ ধারা। একজন ভূম্যধিকারীর, কিম্বা অনেক

এই অধ্যায়মত কার্য্য-
নুষ্ঠানে যে ধরত পড়ে
তাহার কথা।

ভূম্যধিকারীর ও প্রজার প্রার্থ-
নামতে, কিম্বা প্রজা ও ভূম্যদি-
কারীদের মধ্যে গুরুতর বিবাদ
নিষ্পত্তি বা নিবারণ করিবার

উদ্দেশ্যে, এই অধ্যায়মতে কোন আজ্ঞা করা গেল,
কেবল এই অধ্যায়ের বিধান সফল করিতে নিযুক্ত সমুদয়
কর্ম্মচারীদের বেতন এবং যে সকল কর্ম্মচারীরা আপন
রাজকীয় কর্ম্মভিত্তিক উক্ত বিধান সফল করিতে নিযুক্ত
পাকেন তাঁহাদের বেতনের যে অংশ স্থানীয় গবর্ণমেন্টে
সময়ে ধার্য্য করেন, সেই অংশ সমেত উক্ত বিধান
কোন স্থানে সকল করিতে গবর্ণমেন্টের যে সমুদয় খরচ
গড়ে, তাহা ঐ স্থানের যে ভূম্যধিকারী ও প্রজাদের
খাজানা এই অধ্যায়মতে ধার্য্য বা নির্ণীত হয়, তাঁহার
স্থানীয় গবর্ণমেন্টে প্রত্যেক স্থলে সমুদয় ভাবগতিক
বিবেচনায় খরুপ হারহারীমতে স্থির করিয়া দেন, সেই-
রূপ হারহারীমতে দিবেন; এবং কোন ব্যক্তির ঐরূপ
স্বরণের যে হারহারীমত অংশ দিতে হয়, তাহা তাঁহার
দেনা বাকী রাজস্বের ন্যায় তাঁহার স্থানে আদায় করা
যাইতে পারিবে।

১২২ ধারা। কোন প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে ১১১ ধারার

লিপি প্রস্তুত হইয়া
থাকিলে, অবশ্যিৎ খা-
জানা পরীক্ষার অনুমান
না থাকিবার কথা।

(খ) প্রকরণের লিখিত বিশেষ
কথা এই অধ্যায়মতে লিপিবদ্ধ
করা গেল পর ৬৪ ধারামত
অনুমান তৎসম্বন্ধে থাকিবে না।

১১শ অধ্যায়।

হারের তালিকা বিষয়ক বিধি।

১২৩ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্টে রাজকীয় গেজেটে

তালিকা প্রস্তুত করি-
বার আদেশ দিতে পারি-
বার কথা।

আজ্ঞা প্রকাশ করিয়া কোন
রাজস্ব কর্ম্মচারীকে এতদর্থে
স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত
আমেনসরদের সাহায্যে কোন

স্থানের জন্য এইরূপ একটা তালিকা প্রস্তুত করিবার
উপায় অবলম্বন করিতে আদেশ দিতে পারিবেন,
সাহায্যে উক্ত স্থানের অন্তর্গত প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমির
নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যায্যমতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের
দেয় খাজানার হার দেখান যাইবে।

তালিকার বাস লেখা
থাকিবে তাহার কথা।

১২৪ ধারা। উক্ত তালিকার
এই এই কথা লেখা থাকিবে,
যথা,

(ক) ভূমির প্রকৃতি, অবস্থান, জলসেচনের উপায়
ও উক্ত অসামান্য বিষয় বিবেচনায় যে কএক শ্রেণীর
ভূমির জন্য ভিন্ন ভিন্ন খাজানার হার ধার্য্য করা আব-
শ্যক হয় তাহা; এবং

(খ) ঐরূপ প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমি যে দখলীস্বত্ব
বিশিষ্ট রায়তেরা ভোগ করে, উপযুক্ত ও ন্যায্যমতে
তাঁহাদের দেয় খাজানার হার।

১২৫ ধারা। ১২৪ ধারা-

যে বিধি অনুসারে মতে কোন শ্রেণীর ভূমির খাজা-
খাজানার হার ধার্য্য নার হার ধার্য্য করিবার সময়ে
করিতে হইবে তাহার নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি হুজি
কথা। রাখিতে হইবে,।—

(ক) তালিকা প্রস্তুত করিবার সময়ে উক্ত শ্রেণীর
ভূমির জন্য দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা সাধারণতঃ যে
হারে খাজানা দিয়া থাকে, তৎপ্রতি;

(খ) যে সময়ে হার ধার্য্য হয় সেই সময়ে ঐ স্থানে
বা চলিত বাজারে প্রধান ২ খাদ্য শস্যের গড়ে যে মূল্য
ছিল, অথবা উক্ত সময় কিম্বা সেই সময়ের গড় মূল্য
সহজে জানা যাইতে না পারিলে, অন্য যে সময় তুল-
নার নিমিত্ত লওয়া ন্যায্য ও কার্য্যকর বোধ হয়, সেই সময়ে
যে গড় মূল্য ছিল, তাহার প্রতি;

(গ) যে সময়ে তালিকা প্রস্তুত করা যায় সেই
সময়ে ঐ স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান ২ খাদ্য শস্যের
গড়ে যে মূল্য থাকে তাহার প্রতি; এবং

(ঘ) নিম্নলিখিত বিধির প্রতি, অর্থাৎ, যদি প্রধান ২
খাদ্য শস্যের গড় মূল্য বৃদ্ধিহেতুক কোন শ্রেণীর ভূমির
খাজানার হার বৃদ্ধি করা যায়, তবে পূর্বে গড় মূল্যের
সহিত বৃদ্ধিত গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, পুরাতন
হারের সহিত নূতন হারের তদনুপাত উক্ত তর অনুপাত
থাকিবে না, এই বিধির প্রতি।

কিন্তু কোন শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত ধার্য্য করা হার
বর্তমান হার অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অধিক
হইবে না।

১২৬ ধারা। উক্ত রাজস্ব কর্ম্মচারী ঐ তালিকা প্রস্তুত
করিলে, উহা যে স্থান সম্পর্কীয়
তালিকার স্থানীয় হয়, সেই স্থানের প্রচলিত দেশীয়
প্রকাশ করণের কথা। তাহার তিনি, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট

সময়ে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে উক্ত
স্থানে ঐ তালিকা প্রকাশ করিবেন।

১২৭ ধারা। তালিকার কোন লেখাসম্বন্ধে কোন ব্যক্তির
আপত্তি থাকিলে তিনি ঐরূপ
রাজস্ব কর্ম্মচারীর আপত্তি প্রকাশ করিবার পর এক মাস
নিষ্পত্তি করিতে পারি-
বার কথা। মধ্যে উক্ত রাজস্ব কর্ম্মচারীর
নিকট দরখাস্ত করিতে পারি-
বেন; এবং রাজস্ব কর্ম্মচারী আমেনসরদের সাহায্যে
ঐরূপ আপত্তি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং তালিকা
পরিবর্তন বা সংশোধন করিতে পারিবেন।

১২৮ ধারা। উক্ত এক মাস কালের মধ্যে আপত্তি
করা না গেলে অথবা আপত্তি
করা গেলেও তাহার নিষ্পত্তি
হইলে পর, রাজস্ব কর্ম্মচারী
খণ্ডের কমিশনার সাহেবের

যাৱা রেবিনিউ বোর্ডে উক্ত তালিকা অনুমোদনের
নিমিত্ত পাঠাইবেন, এবং তৎসঙ্গে আপনার কার্য্যবিবরণ,
প্রত্যেক বিষয়ে তিনি যে নিষ্পত্তি করেন তাহার ছেঁড়
লিখিয়া রিপোর্ট ও বোর্ড আপত্তির দরখাস্ত পাওয়ার
গিৱা থাকে তাহাও পাঠাইবেন।

১২৯ ধারা। রেবিনিউ বোর্ড যে প্রকারে উচিত বোধ করেন, পূর্ক ধারামতে প্রেরিত তালিকা সেই প্রকারে সংশোধন করিতে পারিবেন এবং তৎসঙ্গে যে কোন আপত্তি পাঠান যায় বা পরে যে কোন আপত্তি করা যায়, তাহা সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন, অথবা অতিরিক্ত অনুসন্ধানের নিমিত্ত মোকদ্দমা কিরাহিয়া দিতে পারিবেন।

১৩০ ধারা। বোর্ড হারের তালিকা অনুমোদন করিলে, উহা স্থানীয় গবর্ণমেন্টে প্রেরিত হইবে। উক্ত গবর্ণমেন্টে যে কোন লিখিত আপত্তি প্রাপ্ত হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে পর, যে কোন রূপে উচিত বোধ করেন, উহা সংশোধন করিতে পারিবেন, এবং উচিত বোধ করিলে এইরূপ আদেশ দিতে পারিবেন, যে উক্ত তালিকা বা সংশোধিত তালিকা যে স্থানে বহিবে সেই স্থানের নির্দেশ সহিত রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

১৩১ ধারা। কোন স্থান সংক্রান্ত তালিকা পূর্ক ধারামতে যে তারিখে প্রেরণ করা যায় সেই তারিখ অবধি এবং সেই তারিখের পরে প্রকাশ করিবার সময় স্থানীয় গবর্ণমেন্টে পনের বৎসরের অস্থায় বা স্থায় বৎসরের অনধিক বহু কাল এবং থাকিবার আদেশ করেন, তত কাল এবং থাকিবে।

১৩২ ধারা। ১৩০ ধারামতে তালিকা প্রকাশ করা গেলে তাহা এই আইনমতে আনুষ্ঠানিক কায়ে নিম্নলিখিত বিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রমাণস্বরূপ হইবে, অর্থাৎ,—

(১) তালিকা প্রস্তুত করিবার কাগজ এই আইন অনুসারে বর্ণান্বিত করা হইয়াছে; এবং

(২) এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে, প্রত্যেক জেলায় ভূমির নিমিত্ত তালিকার যে তার দৃষ্ট হয়, তাহা উক্ত তালিকা যে স্থানে বহে, সেই স্থানের অন্তর্গত এই জেলার ভূমির জন্য মখলীস্ববিধিষ্টি রায়তদের দ্বারা উপযুক্ত ও ন্যায্য হইবে।

১৩৩ ধারা। কোন স্থানের নিমিত্ত হারের তালিকা-মাত্র প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত সমুদয় কর্মচারীদের বেতন এবং যে সকল কর্মচারীরা আপন স্বরকারী কর্মসূচির উচ্চ প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত থাকেন তাঁহাদের বেতনের যে রূপ অংশ স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে নিরূপণ করেন, সেইরূপ অংশ সময়ে এই তালিকা প্রস্তুত করিতে গবর্ণমেন্টের যে খরচ পড়ে, তাহা স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সময়ে বেরণ হারহারীমতে স্থির করিয়া দেন, সেইরূপ হারহারীমতে উক্ত স্থানের মখলীস্ববিধিষ্টি রায়তেরা ও ভূমিধিকারীরা দিবে; এবং কোন ব্যক্তির উক্ত খরচের হারহারীমত যে অংশ দিতে হইবে, তাহা তাঁহার দেনা বা কী ভূমির

রাজস্বের ন্যায় তাঁহার স্থানে আদায় করা হইতে পারিবে।

১৩৪ ধারা। পূর্ক এক ধারামতে কোন স্থানে কোন তালিকা প্রস্তুত থাকিলে, উক্ত স্থানের অন্তর্গত যে যৌত কোন মখলীস্ববিধিষ্টি রায়ত মুদ্রারূপে খাজানা দিয়া ভোগ করে, সেই বোর্ডের ভূমিধিকারী তৎকালে দের খাজানা এই বলিয়া বৃদ্ধি করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, যে তালিকার নির্দিষ্ট হারে যে খাজানা দের হয় তাহা তদপেক্ষ কম। তাহা হইলে আদালত তালিকার নির্দিষ্ট হারামুসারে খাজানা বৃদ্ধি করিবেন। কিন্তু

১ম।—রায়ত কিম্বা তাঁহার স্বার্থগত পূর্কধিকারী ভূমি ভোগ করিতে আরম্ভ করিবার পরে ভূমিতে না ভূমিস্বত্বকে যে পরিবর্তন সজ্জা হইয়াছে, ভূমি-নিমিত্ত যদি বোর্ডের অন্তর্গত কোন ভূমির খাজানা এই ধারামতে উচ্চতর হারে ধার্য্য করিতে হয়, এবং উক্ত পরিবর্তন না ঘটিলে যদি তাহা এই ধারামতে নিম্নতর হারে ধার্য্য করা যায়, তবে নিম্নলিখিত বিধি থাকিবে, যথা,—

(ক) যদি কেবল রায়তের বা তদীয় স্বার্থগত পূর্কধিকারির পরিভ্রমে বা পরে এই পরিবর্তন ঘটয়া থাকে, তবে আদালত নিম্নতর হারে এই ভূমির খাজানা ধার্য্য করিবেন;

(খ) যদি অংশতঃ ভূমিধিকারির কিম্বা তদীয় স্বার্থগত পূর্কধিকারির পরিভ্রমে বা পরে, এবং অংশতঃ রায়তের কিম্বা তদীয় স্বার্থগত পূর্কধিকারির পরিভ্রমে বা পরে এই পরিবর্তন ঘটয়া থাকে, তবে আদালত মোকদ্দমার সমুদয় তথ্যগতিক বিবেচনার যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য বিবেচনা করেন, উচ্চতর হারে ও নিম্নতর হারের মধ্যবর্তী রূপে হারে উক্ত ভূমির খাজানা ধার্য্য করিবেন; এবং

(গ) ভূমিধিকারির বা রায়তের কিম্বা তাঁহাদের কাহারও স্বার্থগত পূর্কধিকারির পরিভ্রমে বা পরে উক্ত পরিবর্তন ঘটিলে, যদি তাহার প্রমাণ না হয়, তবে আদালত উচ্চতর ও নিম্নতর হারের অন্তরেব অর্দ্ধেকের সহিত নিম্নতর হারে যোগ করিয়া সেই হারে উক্ত ভূমির খাজানা ধার্য্য করিবেন।

২য়।—এই ধারামতে যে হার খাটে, চুক্তি বা মেনা-চারক্রমে কিম্বা কোন ন্যায্য কারণে রায়ত তদপেক্ষা নিম্নতর হারে ভোগ করিবার অধিকারী ইহা প্রমাণ করিলে, আদালত নিম্নতর হারে খাজানা ধার্য্য করিবেন।

৩য়।—এই ধারামতে খাজানা বৃদ্ধির যে সকল ডিক্রী হয়, তৎপ্রতি ৪৯ ধারা বর্তিবে; এবং খাজানা প্রচলিত হার অপেক্ষা কম এই হেতু কিম্বা মূল্যবৃদ্ধি হেতু ধরিয়া ও অধ্যায়িত খাজানা বৃদ্ধির মোকদ্দমা হইলে যে রূপ হইত, সেইরূপ এই ধারামতে সমুদয় খাজানা বৃদ্ধির মোকদ্দমার প্রতি ৫০ ধারা বর্তিবে।

উদাহরণ।

(ক) কোন প্রকারের ভূমির জন্য তালিকার এইরূপ হার লিখিত আছে,—

১ হইতে ২ ভূমিতে জলসেচন করা

গেলে

একর প্রতি ৪ টাকা।

এরূপে জলসেচন করা না গেলে... একর প্রতি ২ টাকা।

দখলীসত্তাবিশিষ্ট রাইড আমল, বন্দরাম, চক্রে ও দীঘ-
বাধের বোত, এই প্রকারের কৃষি। এই বোতের অন্তর্গত কৃণ
হইতে ভাগিতে জলসেচন হয়।

আমলের বোতের কৃণ পূর্বাভব, প্রজাসত্তাবিশিষ্ট পূর্ক
হইতে আছে। বন্দরামের বোতের কৃণ প্রজাসত্তাবিশিষ্ট হইবারপর
কৃষিকারী প্রস্তুত হইয়াছেন। চক্রে বোতের কৃণ বারত
প্রস্তুত করিয়াছেন। দীঘবাধের বোতের কৃণ ভূম্যিকরী
ও রাইড প্রভেদে পরিভ্রম ও বালিশালার ক্রিয়দংশ দ্বিত্ব
প্রস্তুত হইয়াছেন। আমল ও বন্দরামের বোতের
খাজানা একর প্রতি ৪৮ টাকা হারে, চক্রে বোতের খাজানা
একর প্রতি ২৮ টাকা হারে, এবং দীঘবাধের বোতের খাজানা
২৮ টাকা ও ৪৮ টাকা এই উভয়ের মধ্যবর্তী যে হার
আমল ও উপযুক্ত ও ব্যাঘ্য বিবেচনা করেন, সেই হারে
ধার্য করিতে হইবে।

(খ) কোষ এক প্রকারের ভূমির নিখিত ভালিকার যে
হার নিখিত আছে, তাহা নিম্নলিখিতরূপ :-

কোষ বন্দীর শাখা হইতে উক্ত ভূমিতে

জল সেচ করা গেলে ... একর প্রতি ৪৮ টাকা।

এরূপে জল সেচন করা না গেলে ... একর প্রতি ২৮ টাকা।

দখলীসত্তাবিশিষ্ট রাইড দেশীয় ও বানবের বোতের কৃষি
উক্ত প্রকারের, এবং তাহাতে চল্লিশ বৎসর পূর্বে এইরূপ জল
সেচন করা হইত না, কিন্তু এই সময়ে বিকটক্স একটা বন্দীর
গতি পরিবর্তন হওয়াতে এই বোতের পার্শ্বে নৃত্য একটা
বন্দীশ খা হয়। দেশীয় পক্ষ বন্দর আমলার বোত দখল
করিতেছেন, বানব ত্রিশ বৎসর যাত্র। দেশীয়ের বোতের
খাজানা ২৮ টাকা হারে এবং বানবের বোতের খাজানা ৪৮
টাকা হারে ধার্য করিতে হইবে।

১২শ অধ্যায়।

ভূম্যমীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

১০৫ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে এইরূপ আদেশ-

ভূম্যমীর নিজ জমী
ভরণ ও লিপিবদ্ধ
করিবার আজ্ঞা দিতে স্থা-
নীয় গবর্ণমেন্টের কর্তৃত্ব
কথা।

যে, কোষ নিম্নলিখিত স্থানে ৩০
ধারা। মধ্যস্থায়ী ভূম্যমীর
নিজ জমী বলিয়া যে সকল জমী
থাকে, কোন রাজস্ব কর্মচারী
তাহা ভরণ করিয়া লিপিবদ্ধ
করেন।

১০৬ ধারা। ভূম্যমীর নিজ জমী বলিয়া কোষ জমী

ভূম্যমী বা প্রজার প্রা-
র্থনামতে নিজ জমীর
কথা লিপিবদ্ধ করিতে
রাজস্ব কর্মচারীর অব-
তার কথা।

কথিত হইলে, উক্ত জমী ভূম্য-
মীর বা কোন প্রজার প্রার্থনা-
মতে ও খরচের বৃত্ত টাকা কাঁচ-
শাক হয়, তিনি সেই টা-
আধান করিলে, কোন রাজস্ব
কর্মচারী এতদর্থে স্থানীয় গব-

মেন্টের বিধি প্রণয়ন করেন, সেই বিধি মানিয়া ও
তদনুসারে উক্ত জমী ভূম্যমীর নিজ জমী কি না, হতা
নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

১০৭ ধারা। কোন রাজস্ব কর্মচারী পূর্ক জুই ধারার

নিজ জমী লিপিবদ্ধ
করিবার কার্যপ্রণালীর
কথা।

কোন খাতিয়তে কার্যপ্রণালী
করিলে, ১১০, ১১৪, ১১৫ ও ১১৬
ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

১০৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্ম-
চারী নিম্নলিখিত জমী ভূম্য-
মীর নিজ জমী বলিয়া লিপি-
বদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খাজানা, জেরাত, গের, নিজ, নিজ বোত
বা কাঁচাত বলিয়া ভূম্যমী নিজে আপন সরঞ্জাম
ধারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুর দ্বারা
এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্বে ১৮৮৩ সালের
বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয়, সেই
জমী, এবং

(খ) যে আবাদী জমী প্রমাণাচারক্রমে ভূম্যমীর
খামার, জেরাত, গের, নিজ, নিজ বোত বা কাঁচাত জমী
বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(৩) অন্য কোন জমী ভূম্যমীর নিজ জমী বলিয়া লিপি-
বদ্ধ করা উচিত কি না, হতা নিরূপণ করিতে হইলে,
উক্ত কর্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের
মার্চ মাসের ৩ তারিখের পূর্বে ভূম্যমীর নিজ জমী বলিয়া
বিশেষ করিয়া এই জমী অন্য যেওনা হইয়াছিল কি না
এই কথা প্রত্যক্ষ দৃষ্টি রাখিবেন; কিন্তু বাবৎ বিপরীত
দর্শন না যায়, তাবৎ উক্ত জমী ভূম্যমীর নিজ জমী
নহে, এইরূপ অনুমান করিবেন।

(৪) জমী ভূম্যমীর নিজ জমী কিনা, এবিষয়ে
দেশওয়ানী আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, রাজস্ব
কর্মচারীর কাগজপত্র প্রদর্শনার্থ এই ধারার
যে বিধি নির্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তাৎপ্রতি দৃষ্টি
রাখিবেন।

১৩শ অধ্যায়।

কোষ করিবার বিধি।

১০৯ ধারা। কোষ রাইডের বা চৌকী রাইডের

ভূম্যমীর বা বানী খাজানা
যে ২ বছর কোষের
পর্যাপ্ত করা বাইতে
পারিবে তাহার কথা।

যািকিলে, এবং তদনুসারে ভূম্য-
কারী কোন জমিদার নাটরা থাকিলে, উক্ত ভূম্যমিকারী
আদালতে অন্য যে প্রতিকার পাঠিতে পারেন, তদতি-
রিক দেশওয়ানী আদালতে দরখাস্ত দাখিল করিয়া এই
প্রার্থনা করিতে পারিবেন, যে উক্ত আদালত এই কৃষ-
কের নথলে যোগ আছে,

(ক) এরূপ যে কোন শস্য বা ভূমি অন্য উৎপন্ন
এ খোঁচে কাটা বা ভোগা না হইয়া থাকে, ও

(খ) এরূপ যে কোন শস্য বা ভূমি অন্য উৎপন্ন
উক্ত বোতে অধিষ্ঠিত, এবং কাটা বা ভোগা গিয়া এই
খোঁচে বা শস্য অধিষ্ঠার স্থানে, কিবা (কে ব্রট হউক
বা বীজ উৎপাদন) শস্যমাড়ই প্রকৃতি করিবার স্থানে
রখ হইয়াছে,

তাহা কোষ করিয়া উক্ত বানী খাজানা আদায়
করেন।

কিন্তু

(১) জুনি রেজিষ্টারী করণ বিষয় ১৮৭৬
সালের আইনসমত অর্থকরণাভ্যাসী ভূম্যমিকারী
বা কার্যপ্রণালীর কথা ভূমীর বন্ধকগ্রহীতার নাম ও যে

ভূমি সম্বন্ধে বাকী খাজানা পাওনা হয় সেই ভূমিতে তাঁহার স্বার্থের পরিমাণ যদি উক্ত আইনের বিধানমতে রেজিস্ট্রী করা না হইয়া থাকে, তবে তৎকর্তৃক, কিম্বা

(২) পূর্বে কৃষি বৎসরে যেতর নিমিত্ত দেয় খাজানার অতিরিক্ত যে কোন টাকা লিখিত চুক্তিতে কিম্বা এই আইনমত বা এতদ্বারা রহিত করা কোন আইনমত কার্যাবলীক্রমে দিতে না হয়, সেই টাকা আদায়ের নিমিত্ত; কিম্বা

(৩) যোঁদের যে কোন অংশ প্রজা ভূমিধিকারীর লিখিত সম্মতি লব্ধ পোঁটাও বিলি করিয়াছে, সেই অংশের উৎপন্ন সম্বন্ধে,

এই ধারামতে দরখাস্ত করা হইবে না।

১৪০ ধারা। (১) পূর্বে যে পাঠে দরখাস্ত লিখিত হইবে তাহার কথা। এই এই বিশেষ কথা লিখিত থাকিবে,—

(ক) যে যোঁত সম্বন্ধে বাকী খাজানার দাওয়া হয় তাহা এবং তাহার সীমা অথবা তাঁহা বাহাতে চেনা যায় এরূপ অন্যান্য রূপান্ত;

(খ) প্রজার নাম;

(গ) যে কাণের বাকী খাজানার দাওয়া হয়, তাহা;

(ঘ) যত টাকা বাকী খাজানা এবং তাহার উপর সুদের দাওয়া থাকিলে, সেই সুদ, এবং পূর্বে কৃষি বৎসরে প্রজার দেয় খাজানা অংশে অধিক টাকা দাওয়া করা গেলে, যে চুক্তি বা স্থল বিশেষে, আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমে এই টাকা দেয় হয়, তাহা;

(ঙ) যে উৎপন্ন ক্রোক করিতে হইবে, তাহার ভাব ও আনুমানিক মূল্য;

(চ) যে স্থানে উহা পাওয়া যাইবে, তাহা কিম্বা উহা চিলবার নিমিত্ত অন্য যেহে রূপান্তর হয়, তাহা; এবং

(ছ) উহা জমীনে থাকিলে বা সংগ্রহ করা না গিয়া থাকিলে, যে সময়ে উহা কাটা বা সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা, সেই সময়।

(২) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আওলে আবেদনপত্রে যত্নে স্বাক্ষর করিতে ও সত্যপাঠ লিখিতে হয়, পূর্বেকর্তৃক প্রত্যেক দরখাস্তে সেইরূপে স্বাক্ষর করিতে ও সত্যপাঠ লিখিতে হয়; এবং এরূপ সত্যপাঠক দরখাস্তে যদি এরূপ কোন কথা থাকে, যাহা সত্যপাঠকারী ব্যক্তি দিখাও বদিয়া আনেন বা বিশ্বাস করেন, কিম্বা যাহা সত্য বলিয়া আনেন না বা বিশ্বাস করেন না, তবে দিখাও সাক্ষা দিবার বা প্রত্যেক করিবার দণ্ডবিষয়ক বৎসালে বা মাইন প্রচলিত থাকে সেই আইনের বিধানানুসারে এই ব্যক্তির দণ্ড হইতে পারিবে।

১৪১ ধারা। (১) দরখাস্তকারী পূর্বে এক খাজানা দিতে দরখাস্ত দাখিল করিবার সময়ে দরখাস্তের কার্য পক্ষে সাক্ষররূপ কোন দলীল আবেদন বিবেচনা করিলে, তাহা উক্ত আদালতে দাখিল করিতে পারিবে।

(২) আদালত উচিত বোধ করিলে দরখাস্তকারিকে পুনীক্ষা করিতে পারিবে, ও যত দূর সাধা এর বিলম্ব করিয়া দরখাস্ত গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিবে, কিম্বা তাঁহার প্রতিপোষণার্থ অধিকার সাক্ষা দিবার নিমিত্ত দরখাস্তকারীর প্রতি অনুরোধ দিতে পারিবে।

(৩) আদালত (২) প্রকরণমতে দরখাস্ত অগ্রাহ্য গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিতে না পারিলে, যদি উচিত বোধ করেন, দরখাস্তের লিখিত শস্য ক্রোক করিবার আজ্ঞা জারী হইবার কিম্বা দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইবার অপেক্ষার এই শস্য স্থানান্তর করিতে নিষেধ করিয়া আজ্ঞা করিতে পারিবে।

(৪) যে সময়ে উৎপন্ন শস্য কাটা বা সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা, তাহার অনেক কাল পূর্বে এই শস্য ক্রোক করিবার আজ্ঞা করা গেলে, আদালত যত কাল উচিত বোধ করেন তত কাল এই আজ্ঞা জারী করণ করিতে রাখিতে পারিবে, এবং উচিত বোধ করিলে কোঁকের আজ্ঞা জারী হইবার অপেক্ষার এই শস্য স্থানান্তর করা নিষেধ করিয়া জারী এক আজ্ঞা করিতে পারিবে।

১৪২ ধারা। পূর্বে ধারামতে দরখাস্ত গ্রাহ্য করা গেলে, আদালত তাল্লিখিত উৎক্রোক করিবার আজ্ঞা পরশসাদি অথবা এরশাদির জারী হইবার কথা।

অংশ উচিত বোধ করেন, সেই অংশ ক্রোক করিবার নিমিত্ত একজন কর্মচারী প্রেরণ করিবে; এবং এই উৎপন্ন শস্যাদি যেখানে থাকে, উক্ত কর্মচারী সেই চানোগিয়া আদালত এই শস্যাদি লইয়া অথবা আদালতের পক্ষে তাহা অন্য যোঁত বাতির জিয়ারত রাখিয়া এবং হাই কোর্ট সেই সময়ে যে দিখা করেন, তদনুসারে কোঁকের বিজ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া এই উৎপন্ন শস্যাদি ক্রোক করিবে।

কিন্তু যে উৎপন্ন শস্যাদির ভাব বিবেচনার তাহা লিখিত বারংবার রাখা যায় না, সেই শস্যাদি কাটিবার বা সংগ্রহ করিবার গোঁয়া হইবার পূর্বে বিল মিলের ন্যূন কোন সময়ে এই ধারামতে তাহা ক্রোক করা যাইবে না।

১৪৩ ধারা। (১) ক্রোককারী কর্মচারী কোঁক করিবার সময়ে পাওনা বাকী দাবীপত্র ও হিসাব খাজানার ও কোঁক করিবার জারী করিবার কথা।

খরচের দাবীপত্র লিখিয়া বাকীদারের উপর জারী করিবে এবং যেহেতুতে কোঁক করা যায়, তাহা দর্শাইয়া এই সঙ্গে এক হিসাব দিবে।

(২) যে স্থলে কোঁককারী কর্মচারী এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন, যে বাকীদার ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি কোঁকৃত সম্পত্তির মালিক, সেই স্থলে তিনি উক্ত ব্যক্তির উপরও দাবীপত্রের ও হিসাবের নকল জারী করিবে।

(৩) দাবীপত্র ও হিসাব সাধা হইলে যে ব্যক্তির উপর জারী করিতে হইবে, নিজ তাঁহাকেই দেওয়া যাইবে; কিন্তু যে ব্যক্তির উপর জারী করিতে হইবে সেই ব্যক্তি পলাইলে বা গোপনে থাকিলে, কিম্বা অন্য কারণে তাঁহাকে পাওয়া যাওতে না পারিলে, তখন সতরাচর যে ব্যক্তিতে বাস করেন সেই ব্যক্তি বন্দিগারে উক্ত কর্মচারী উক্ত দাবীপত্রের ও হিসাবের নকল লাগাইয়া দিবে।

১৪৪ ধারা। (১) এই ধারায় ক্রোক হইলে তাহাতে কোন শস্যাদি কাটিতে বা তুলিতে বা গোলাজাত করিতে কিম্বা তাহা উপযুক্ত-রূপে রক্ষা করণার্থ অন্য যে কোন কাণ্ড করা আবশ্যিক হয়, তাহা করিতে কোন ব্যক্তির বাধা হইবে না।

(২) যে ব্যক্তির পূর্বেকৃত কাণ্ড করিবার স্বত্ব থাকে, যথাকালে সেই ব্যক্তির ক্রটি হইলে, ক্রোককারী কর্মচারী ক্রোককৃত ক্ষেত্রস্থ কসল বা অসংগৃহীত শস্যাদি পাকিলে কাটাইবেন বা সংগ্রহ করাইবেন, এবং গোলা প্রভৃতি যে স্থান তদর্থে সচরাচর ব্যবহৃত হয়, তথায় কিম্বা নিকটেই অন্য কোন সুবিধারত স্থানে ঐ কসল প্রভৃতি সঞ্চিত করিয়া রাখিবেন, কিম্বা তাহা উপযুক্তরূপে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অন্য যাহা কিছু আবশ্যিক হয় তাহা করিবেন।

(৩) উক্ত স্থলেই ক্রোককৃত সম্পত্তি ক্রোককারী কর্মচারীর জিম্মায় কিম্বা তিনি এতদর্থে অন্য যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন, সেই ব্যক্তির জিম্মায় থাকিবে।

১৪৫ ধারা। (১) ক্রোক করিবার সমুদয় খরচা দাবী শোধ করানো সমেত দাবীর টাকা অবিলম্বে শোধ করা না গেলে, সম্পত্তি ক্রোককারী কর্মচারী যোষণা-পত্র প্রচার করিবেন। তাহাতে ক্রোককৃত সম্পত্তির বিশেষ রূপান্তর এবং যে দাবীর জন্য উক্ত ক্রোক করা যায়, তাহা লেখা বাইবে, এবং এত সম্ভার দেওয়া যাইবে, যে তিনি ক্রোক করিবার পর তিন দিনের কম না হয় কিম্বা সাত দিনের অধিক না হয়, এরূপ কোন নির্দিষ্ট দিনে কোন স্থানে ক্রোককৃত সম্পত্তি প্রকাশ্যে নীলাম দ্বারা বিক্রয় করিবেন।

কিন্তু ক্রোককৃত শস্যের বা জব্বের ভাব বিবেচনায় তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখা মাইতে পারিলে কিন্তু সঞ্চিত না হইয়া থাকিলে, নীলামের দিন এরূপে ধাৰ্য্য করিতে হইবে যাহাতে ঐ দিনের পূর্বে ঐ শস্যাদি সঞ্চিত করণার্থ প্রস্তুত করিয়া রাখা যায়।

(২) যে ভূমির দাবী খাজানার দায়ী হয়, সেই ভূমি যে গ্রামে থাকে, সেই গ্রামের কোন সুপ্রকাশ স্থানে ঐ যোষণাপত্র লাগাইয়া দেওয়া হইবে।

১৪৬ ধারা। ক্রোক করা জব্বা যেখানে থাকে সেই স্থানে নীলাম করা যাইবে, কিম্বা যদি ক্রোককারী কর্মচারীর এরূপ নত হয়, যে নিকটে সাধারণের সমাগমস্থানের স্থানে নীলাম হইলে, অধিকতর মূল্য পাইবার সম্ভাবনা, তবে সেই স্থানে নীলাম হইবে।

১৪৭ ধারা। (১) যে সকল কসলের বা উৎপন্ন জব্বের ভাব বিবেচনায় তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখা মাইতে পারে, তাহা কাটিয়া বা তুলিয়া সঞ্চিত করণার্থ প্রস্তুত করিবার পূর্বে বিক্রয় করা যাইবে না।

(২) যে সকল কসলের বা উৎপন্ন জব্বের ভাব বিবেচনায় তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারা যায় না, সেই সকল কসল প্রভৃতি কাটিবার বা তুলিবার পূর্বে বিক্রয় করা মাইতে পারিবে; এবং ক্ষেত্র নিজে কিম্বা এতদর্থে তাহার নিযুক্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা উক্ত ভূমিতে প্রবেশ করিয়া ঐ কসল প্রভৃতির রক্ষা করিতে ও তাহা কাটিতে বা তুলিতে গেলে, যাহা কিছু আবশ্যিক হয়, তাহা করিতে স্বত্ত্ববান হইবেন।

১৪৮ ধারা। নীলামকারক কর্মচারী বাহা পরা-বে একাধারে বিক্রয় বর্ণসিদ্ধ জান করেন, তক্রপ করিতে হইবে তাহার এক বা অধিক লাটে উক্ত কথা। সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা যাইবে; এবং ক্রোক ও নীলাম করিবার খরচা সমেত দাবীর টাকা উক্ত সম্পত্তির কিয়দংশ বিক্রয় দ্বারা শোধ করা গেলে, উৎকণ্ঠা অবশিষ্টাংশ সম্বন্ধে ক্রোক উঠাইয়া দেওয়া যাইবে।

১৪৯ ধারা। উক্ত সম্পত্তি নীলামে চড়ান গেলে, যদি বিক্রয় স্বগিড রাধি-নীলামকারক কর্মচারীর বিবে-চার কথা। চনার তাহার ন্যায্য মূল্য ডাক না হয়, এবং ঐ সম্পত্তির মালিক অথবা তাহার পক্ষে কাণ্ড করিতে ক্ষমতাশীল কোন ব্যক্তি পরদিন পর্যন্ত কিম্বা নীলামের স্থানে হাট হুজুরা থাকিলে, পরবর্তী হাটের দিন পর্যন্ত নীলাম স্থগিত রাখিবার আর্থনা করেন, তবে উক্ত দিন পর্যন্ত নীলাম বন্ধ থাকিবে, এবং সেই দিন উক্ত সম্পত্তির নিমিত্ত যে কোন মূল্য ডাক হউক না কেন বিক্রয় কাণ্ড সম্পূর্ণ করা যাইবে।

১৫০ ধারা। প্রত্যেক লাটের মূল্য নীলামের সময়ে, ক্রয়ের টাকা দিবার কিম্বা নীলামকারক কর্মচারী তাৎপরে যত শীঘ্র দিবার আদেশ করেন, দেওয়া যাইবে; এবং এরূপে টাকা দেওয়া না গেলে, উক্ত সম্পত্তি পুনর্বার নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

১৫১ ধারা। সমস্ত ক্রয়ের টাকা দেওয়া গেলে, ক্রোককারক কর্মচারী ক্রোককে এক সার্টিফিকেট দিবেন। ক্রোতা যে সম্পত্তি ক্রয় করিলেন, এবং যে মূল্য দিলেন, ঐ সার্টিফিকেটে তাহা লেখা থাকিবে।

১৫২ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে ক্রোক করা সম্পত্তির প্রত্যেক নীলামে বে নীলামের উৎপন্ন টাকা তাহা উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে যেভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার কথা। নীলামকারক কর্মচারী ক্রোকের ও নীলামের খরচ দিবেন। এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে বিধি প্রণয়ন করিবেন, সেই বিধির নির্দিষ্ট খরচের হারানুসারে উক্ত খরচ করা যাইবে।

(২) যে দাবী খাজানার জন্যে ক্রোক হয়, নীলামের দিন পর্যন্ত তাহার সুদ সমেত সেই দাবী খাজানা শোধ করিতে অবশিষ্ট টাকা প্রয়োগ করা যাইবে; এবং কিছু উদ্বৃত্ত থাকিলে যে ব্যক্তির সম্পত্তি নীলাম হয় সেই ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবে।

১৫৩ ধারা। এই আইনসভা সম্পত্তি নীলামকারক কোন কর্মচারীদের কর করিতে না পারিবার কথা।
কর্মচারীদের নিযুক্ত বা অধীন সকল ব্যক্তিকে নিষেধ করা যাইতেছে, যে তাঁহারা উক্ত কর্মচারীদের নীলাম করা কোন সম্পত্তি নিজে বা অন্যের দ্বারা কর করিবেন না।

১৫৪ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত ক্রোক করিবার পরে এবং ক্রোক করা সম্পত্তির নীলাম হইবার পূর্বে কোন সময়ে যদি বাকীদার কিম্বা ক্রোক করা সম্পত্তির মালিক বাকীদার না হইলে তিনি, যে আদালত ক্রোকের আদেশ দেন, সেই আদালতে কিম্বা ক্রোককারী কর্মচারীর হস্তে ১৫৩ ধারামতে জারী করা দাবীপত্রের নির্দিষ্ট টাকা ও উক্ত দাবীপত্র জারী করা গেলে পর যে সকল ধরচা পড়িয়া থাকে, তাহা আদানত করেন, তবে উক্ত আদালত কিম্বা স্থল বিশেষে উক্ত কর্মচারী তাহার রসীদ দিবেন, এবং ঐ ক্রোক তৎক্ষণাত্ উঠাইয়া লওয়া যাইবে।

(২) ক্রোককারী কর্মচারী এরূপ আদানত পাইলে, উহা তৎক্ষণাত্ উক্ত আদালতে দিবেন।

(৩) যিনি বাকীদার নহেন, ক্রোক করা সম্পত্তির এরূপ মালিককে এই ধারামতে রসীদ দেওয়া গেলে, যে বাকী খাজানার নিমিত্ত ক্রোক করা যায়, সেই বাকী খাজানার জন্য পরদত্তী কোন দাওয়া হইতে তিনি সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি পাইবেন।

(৪) ক্রোক করা সম্পত্তির মালিক ক্রোকের ঠিক তার প্রতিবাদ করিয়া তজ্জমা দানি পুরণ পাইবার দাওয়া করিয়া দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া না থাকিলে, এই ধারামতে আদানত করিবার তারিখ অবধি এক মাস গত হইলে পর আদালত ক্রোকের দরখাস্তকারীকে আদানতী টাকা হইতে তাহার পাওনা টাকা দিবেন।

(৫) কোন অধস্তন প্রজা এই ধারামতে টাকা আদানত করিলে, ভূম্যধিকারী তাহা লইয়াচল বলিয়া কেবল এই কারণে তিনি তাহার প্রজার যোগে তাহার কোন অংশ পেটীও বিলি করিতে সম্মতি দিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

১৫৫ ধারা। (১) উক্ত প্রজার ক্রটি হেতুক যে কোন অধস্তন প্রজার সম্পত্তি এই অধ্যায়মতে বৈধভাবে ক্রোক করা যায়, তিনি পূর্বে ধারামতে কোন টাকা দিলে, তাহার নিজ ভূম্যধিকারীকে যে খাজানা দিতে হয়, সেই খাজানা হইতে উক্ত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন, এবং সেই ভূম্যধিকারী বাকীদার না হইলে, তিনি তাহার নিজ ভূম্যধিকারীকে দেয় খাজানা হইতে এরূপে উক্ত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন; এবং বাবৎ বাকীদার পর্যন্ত না পড়ছে তাহা এইরূপ চলিবে।

(২) কোন অধস্তন প্রজা পূর্বে ধারামতে কোন টাকা দিলে, এই ধারামতে উক্ত টাকার যে কোন অংশ কাটিয়া লন নাই, বাকীদারের স্থানে তাহা আদান করনার্থ তাহার যে মোকদ্দমা করিবার স্বত্ব আছে, এই ধারার কোন কথাক্রমে সেই স্বত্বের বিস্তৃতি হইবে না।

১৫৬ ধারা। ভূমি পেটীও বিলি করা গেলে, যদি উক্ত অধস্তন ও অধস্তন একই সম্পত্তিক্রোককারী উক্ত ভূম্যধিকারীর স্বত্বের মধ্যে তন ও অধস্তন ভূম্যধিকারীর স্বত্বের মধ্যে এই অধ্যায়মতে বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে উক্ত ভূম্যধিকারীর স্বত্ব প্রবল হইবে।

১৫৭ ধারা। এই অধ্যায়মতে মত ক্রোকের আদেশ এবং ক্রোকের বিরোধিতা সম্পত্তি আটক বা বিক্রয় করণার্থ কোন দেওয়ানী আদালতের মত আদেশ, এই উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে, ক্রোকের আদেশ প্রবল হইবে; কিন্তু উক্ত আদেশক্রমে ঐ সম্পত্তি নীলাম করা গেলে, নীলামের উৎপন্ন উত্তর টাকা যে আদালত আটক বা বিক্রয় করিবার আদেশ দেন, সেই আদালতের অস্থমতিবিনা ১৫২ ধারামতে উক্ত সম্পত্তির মালিককে দেওয়া যাইবে না।

১৫৮ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন দেওয়ানী আদালত অব্যাহতক্রমে নিষিদ্ধ যে কোন আদেশ করেন, তাহার ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমার উপর আপীল চলিবে না; কিন্তু যেহেতু ১৫৯ ধারামতে দরখাস্ত করিবার অস্থমতি নাই সেই হেতু ১৫৩ ধারামতে দরখাস্ত হওয়ার পরে যাহার সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছে, সেই ব্যক্তি দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

১৪শ অধ্যায়।

বিচার সম্পর্কীয় কার্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

১৫৯। (১) তাই কোর্ট সময়ে স্থানীয় গবর্ন-ভূম্যধিকারী ও প্রজার যে ক্রোকের অস্থমতিক্রমে এরূপ আদেশদাতক বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন যে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের বিশেষ কোন অংশ ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে ভূম্যধিকারী ও প্রজা বলিয়া কোন মোকদ্দমার প্রতিক্রিয়া এরূপ বিশেষ কোন প্রকারে মোকদ্দমার প্রতি বর্ত্তিবে না, কিম্বা বিধির নির্দিষ্ট পরিবর্তন সহকারে বর্ত্তিবে।

(২) এরূপে প্রণীত বিধির নিয়মাবলী এবং এই আইনের অন্যান্য বিধানের নিয়মাবলী, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন এরূপ সকল মোকদ্দমার প্রতি বর্ত্তিবে।

১৬০ ধারা। (১) যে ভূমি সম্পর্কে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে ভূম্যধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধ থাকে, তাহার মতল পাইবার মোকদ্দমা প্রচল করিতে যে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা থাকে, প্রজা ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে সকল মোকদ্দমা

উপস্থিত হয়, তাহার ক্ষেত্রে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য-প্রণালী বিষয়ক আইনের কার্যপক্ষে সেই দেওয়ানী আদালতের বিচারধীন স্থানের মধ্যে উল্লিখিত ভাড়া হইবে।

(২) এই আইন অনুসারে কোন দেওয়ানী আদালত ভূমালিকারী বা প্রজার প্রার্থনামতে আত্ম-স্বীকৃত ক্ষমতাপন্ন হইলে, এই আইনের অধীনস্থ পাইকার মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে যে আদালতের ক্ষমতা থাকে, সেই আদালতে প্রার্থনা করিতে হইবে।

১৬১ ধারা। কোন ভূমালিকারী যে কোন মায়েব বায়েব বা গোমস্তাদের বা গোমস্তা ভূমালিকারীর স্বীকৃত মোস্তার হইবার কথা।

কোন ভূমালিকারী যে কোন মায়েব বায়েব বা গোমস্তাদের স্বীকৃত মোস্তার হইবার কথা।

১৬২ ধারা। উক্তরূপ মোকদ্দমা হইলে, দেওয়ানী

মোকদ্দমার বিশেষ মোকদ্দমার কার্য প্রণালী বিষয়ক রেজিষ্টারের কথা।

বিশেষ রুস্তান উক্ত ধারার নিম্নলিখিত দেওয়ানী মোকদ্দমার রেজিষ্টারে না লিখিয়া বিশেষ এক রেজিষ্টারে লিখিতে হইবে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্শে সরিয়ো যে পাঠ নিদেশ করেন, সেই পাঠ প্রত্যেক দেওয়ানী আদালত এই বিশেষ রেজিষ্টার রাখিবেন।

১৬৩ ধারা। খাজানা আদায় করিবার মোকদ্দমার নিম্নলিখিত বিধি থাকিবে।—

(ক) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১১১ অবধি ১২৭ পর্যন্ত ধারা ও ১২৯ ধারা ও ১৩৫ ধারা ও ১৩৬ অবধি ১৩৭ পর্যন্ত ধারা এরূপ কোন মোকদ্দমার থাকিবে না।

(খ) আবেদনপত্রে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য-প্রণালী বিষয়ক আইনের ৫০ ধারার লিখিত বিশেষ কথার অতিরিক্ত প্রজার ভোগকৃত ভূমির অবস্থান ও মাপ ও পরিমাণ ও সীমা লিখিতে হইবে, অথবা বাদী পরিমাণ বা সীমা দিতে অক্ষম হইলে তৎপরিবর্তে চিনিবার উপযুক্ত বর্ণনা দিতে হইবে।

(গ) কেবল ঐসু ধারা করিবার নিমিত্ত সমন দেওয়া উচিত, আদালতের এরূপ মত না হইলে, এরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমার মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত সমন দেওয়া যাইবে।

(ঘ) প্রতিবাদীর উপস্থিতিতে হইলে, যদি আদালত আদেশ করেন তবে অন্য কোন প্রকারে জারী করিবার অতিরিক্ত বা পরিবর্তে প্রতিবাদীর নামে লিরোমাদা দিয়া ও তারওবর্ষীর ডাকঘর বিষয়ক ১৮৬৬ সালের আইনের ৩৭ খণ্ডমতে রেজিষ্টারী করিয়া পত্রদ্বারা ডাকযোগে সমন পাঠাইয়া তাহা জারী করা যাইতে পারিবে।

(ঙ) আদালতের অনুমতি বিনা বর্ণনাপত্র দাখিল করা যাইবে না।

(চ) আপীলের অনুমতি থাকুক বা না থাকুক, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১০৯ ধারার সাক্ষীদের সাক্ষা লিপিবদ্ধ করিবার যে বিধি নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা থাকিবে।

(ছ) দাক্ষিণাত্যের নিমিত্ত উল্লেখ করিবার ডিক্রী না হইলে, আদালত ডিক্রী দিবার সময়ে ডিক্রীদারের বাচনিক প্রার্থনামতে এই ডিক্রী জারী করিবার আত্মা দিতে পারিবেন।

(জ) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৩০ ধারা প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, কোন ভূমালিকারী বা কী খাজানার যে ডিক্রী পান, সেই ডিক্রী যোগ্যে প্রস্তাব করিয়া দেওয়া যায়, তাহার প্রতি ভূমালিকারীর সুবিগত স্বার্থ বর্ত্তি না থাকিলে তিনি এই ডিক্রী জারী করিবার প্রস্তাব করিবেন না।

১৬৪ ধারা। (১) যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে, যে তৃতীয় ব্যক্তির নিকট খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে যে টাকা বোনা আছে, তাহা পাওনা আছে, কিন্তু উত্তর স্বীকার করা যায়, তাহা দেয় যে বাদীর নিকট আছে, আদালতে দিবার কথা। তৃতীয় কোন ব্যক্তির নিকট এই খাজানা দিতে হইবে, তবে আদালত যাবৎ প্রতিবাদী আদালতে এরূপ মেনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা না দেয়, তাবৎ এই উত্তর গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিবেন, অন্যথা বিশেষ হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) এরূপে টাকা দেওয়া গেলে, আদালত এই টাকা দিবার নোটিশ অবিলম্বে এই তৃতীয় ব্যক্তির উপর জারী করা হইবে।

(৩) এই তৃতীয় ব্যক্তি নোটিশ প্রাপ্ত হইবার তিন বাসের মধ্যে বাদীর বিকল্পে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া এই টাকা প্রদান বিবেচ্য করণার্থ আত্মা না পাঠিলে, বাদীর প্রার্থনামতে এই টাকা তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

(৪) যদি (৩) প্রকরণমতে যে টাকা দেওয়া যায়, তাহার স্থানে তাহা পাঠিবার অল্পকাল ব্যতিরিক্ত থাকিলে, এই ধারার কোন কথাক্রমে এই স্বত্বের বিষয় হইবে না।

১৬৫ ধারা। যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে, যে খাজানা ভূমালিকারীর পাওনা নার বাবদ তাহার স্থানে বাদীর বলিয়া স্বীকৃত টাকা টাকা পাওনা আছে, কিন্তু উত্তর আদালতে দিবার কথা। দেয় যে পাওনা টাকা অপেক্ষা অধিক টাকার পাওনা হইয়াছে, তবে আদালত, যাবৎ প্রতিবাদী আদালতে এরূপ মেনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা না দেয়, তাবৎ এই উত্তর গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিবেন, অন্যথা বিশেষ হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন।

১৬৬ ধারা। পূর্বে দুই ধারার কোন ধারামতে কোন কিস্তিকমে টাকা প্রতিবাদী আদালতে টাকা দিতে দায়ী হইলে, যদি আদালত বিবেচনা করেন যে এই টাকা কিস্তিক্রমে দিবার আত্মা করিবার উপযুক্ত হেতু আছে, তবে আদালত যে কিস্তির টাকা দিবার আদেশ করেন তাহা প্রতিবাদী আদালতে দিলে, তাহার উত্তর গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

১৬৭ ধারা। উক্ত দুই ধারার কোন ধারামতে কোন আদালতের রসীদ প্রতিনিধী আদালতে টাকা দিলে, আদালত প্রতিনিধীকে রসীদ দিবেন; এবং বাদী বা দলবিশেষের তৃতীয় ব্যক্তি রসীদ দিলে, তাহাতে যে একাধারে ও যে পরিমাণে উক্ত বাকী খাজানার নিমিত্ত নিষ্কৃতি হইত, ঐরূপে যে রসীদ দেওয়া যায়, তাহাতেও সেই একাধারে ও সেই পরিমাণে নিষ্কৃতি হইবে।

১৬৮ ধারা। কোন স্থানে ডিক্রীতে বা আজ্ঞার বিজ্ঞ দাওয়ানিষিট পক্ষদের মধ্যে ভূমির স্বত্বসংক্রান্ত কিম্বা ভূমিগত কোন স্বার্থ সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের কিম্বা কোন প্রকার খাজানা রুজিব পরিবর্তন করিবার স্বত্ব সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের নিষ্পত্তি না হইলে;

(ক) যে স্থলে জিলার জজ সাহেব কিম্বা আডিশ্যনাল জজ কিম্বা সর্ভিমেট জজ ডিক্রী বা আজ্ঞা দেন, এবং মোকদ্দমার দাওয়ার টাকা একশত টাকার অধিক না হয়, কিম্বা

(খ) যে স্থলে এই ধারামতে চূড়ান্ত বিচারাপত্যক্রমে কাৰ্য্য করিতে স্থানীয় গবর্নমেন্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন বিচার সম্পর্কীয় কাৰ্য্যকারক ডিক্রী বা আজ্ঞা দেন, এবং মোকদ্দমার দাওয়ার টাকা পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয়,

সেই স্থলে খাজানা পাইবার নিমিত্ত ভূমি-কারী মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, ঐ মোকদ্দমার প্রথমতঃ বা আপীলে যে ডিক্রী বা আজ্ঞা হয়, তাহার উপর আপীল চলিবে না।

কিন্তু যদি দৃষ্ট হয় যে উক্ত বিচারসম্পর্কীয় কাৰ্য্য-কারকের আশ্রয়মতে যে ক্ষমতা নাই, তিনি সেই ক্ষমতাক্রমে কাৰ্য্য করিয়াছেন, কিম্বা তাহার যে ক্ষমতা আছে তদনুসারে কাৰ্য্য করিতে ত্রুটি করিয়া-ছেন, কিম্বা আপন ক্ষমতানুসারে কাৰ্য্য করিতে গিয়া বে-আইনীমতে বা গুরুতর অনিয়মসহকারে কাৰ্য্য করিয়াছেন, তবে যে ডিক্রী বা আজ্ঞা সম্বন্ধে এই ধারা পাঠে, কোন মোকদ্দমায় পূর্বোক্তরূপ কোন বিচার-সম্পর্কীয় কাৰ্য্যকারক তত্রপ ডিক্রী বা আজ্ঞা দিলে, জিলার জজ সাহেব ঐ মোকদ্দমার নথী স্থলব করিতে পারিবেন; এবং যে রূপ আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

১৬৯ ধারা। কৃষি বৎসরের প্রথম আটমাস মধ্যে যে খাজানার ডিক্রী কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, সেই মোকদ্দমার এই আইন-বহু হইবে তাহার কথা। বর্তমান আইন-বিধি করিবার ডিক্রী হইলে, সামান্যতঃ পর-বর্তী কৃষি বৎসরের প্রারম্ভাবধি তাহা কলবৎ হইবে এবং কৃষি বৎসরের শেষ চারি মাসে যে কোন মোক-দ্দমা উপস্থিত হয়, তাহাতে ঐরূপ ডিক্রী হইলে, সেই ডিক্রী সামান্যতঃ আগামী কৃষি বৎসরের পরবর্তী বৎসরের প্রারম্ভাবধি কলবৎ হইবে। কিন্তু যে তারিখ অবধি ডিক্রী কলবৎ হইবে, বিশেষ কারণে ইহার পরেও সেই তারিখ নির্দিষ্ট করিতে এই ধারার কোন কথাক্রমে আদালতের বাধা হইবে না।

১৭০ ধারা। (১) কোন প্রজা এক্ষণে ভূমি ব্যবহার করিতে, তাহাতে তাহা প্রজা-সম্পত্তি দণ্ড হইবার স্বত্বসংক্রান্ত কাগজের অন্তর্গত-প্রতিকারের কথা।

সেই কথা, কিম্বা এরূপ কোন নিয়ম প্রস্তুত করিতে, তাহাতেই হইলে, ভূমি-কারীর সচি-তাৎকার যে চুক্তি থাকে, সেই চুক্তির শর্ত অনুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, এই হেতু যদ্বারা কোন প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যে হানি বা নিম্নতম বণে, তাহার প্রতিকার করা যাইতে পারিলে যদি ভূমি-কারী ঐ প্রতিকার করিবার নিমিত্ত প্রজাকে আদেশ দিয়া থাকেন, এবং কোন স্থলে উক্ত হানি বা নিম্নতম বণের ব্যতিক্রম ক্ষতিপূরণ দিবার আদেশ করিয়া থাকেন, এবং উক্ত প্রজা ব্যতিক্রম সময়ের মধ্যে ঐ আদেশ পালন না করিয়া থাকে, তবে উক্ত মোকদ্দমা প্রস্তুত করা যাইবে, নতুবা নাহি।

(২) এইরূপ কোন মোকদ্দমার ভূমি-কারীর অনু-স্থলে যে ডিক্রী দেওয়া যায়, তাহাতে হানি বা নিম্নতম বণের ব্যতিক্রম ক্ষতিপূরণ দিবার দের হয়, তাহার টাকা পরিমাণ এবং আদালতের বিবেচনার উক্ত হানি বা নিম্নতম বণের প্রতিকারযোগ্য কি না এই কথা প্রকাশ থাকিবে, এবং প্রতিনিধী যে সময়ের মধ্যে ঐ টাকা বাদীকে দিতে পারিবেন, ও উক্ত হানি বা নিম্নতম বণের প্রতিকারযোগ্য বলিয়া প্রকাশ করা গেলে, যে সময়ের মধ্যে তাহার প্রতিকার করিতে পারিবেন, উক্ত ডিক্রীতে সেই সময় নির্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) (২) প্রকরণমতে আদালত যে সময় নির্দিষ্ট করেন, তাহা বিশেষ কারণে সময়েই রূদ্ধ করিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারামতে আদালত কর্তৃক নির্দিষ্ট সম-য়ের বা (স্থলবিশেষে) বর্জিত সময়ের মধ্যে যদি প্রতি-বাদী ডিক্রীর লিখিত হানিপূরণের টাকা দেন, এবং হানি বা নিম্নতম বণের প্রতিকারযোগ্য বলিয়া আদালত প্রকাশ করিয়া থাকিলে, উক্ত আদালতের ক্ষেত্রমতে সেই হানি বা নিম্নতম বণের প্রতিকার করেন, তবে উক্ত ডিক্রী জারী করা যাইবে না।

১৭১ ধারা। যে প্রত্যেক রায়তকে উচ্ছেদ করা যায়, তাহার সম্বন্ধে যে রায়তদিগকে নিম্নলিখিত বিধি থাকিবে।—

(ক) উক্ত রায়ত ঐ যোতের অন্তর্গত কোন ভূমিতে আপ-নার উচ্ছেদের তারিখের পূর্বে শস্য বপন বা রোপণ করিয়া থাকিলে, তিনি ভূমি-কারীর ইচ্ছামতে, হয় উক্ত শস্য রক্ষা ও সংগ্রহ করণার্থে ঐ ভূমি দখলে রাখিয়া ব্যবহার করিতে পারিবেন, নয় উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালতের আদেশমতে ঐ শস্যের মূল্য ভূমি-কারীর স্থানে পাইতে পারিবেন।

(খ) রায়ত আপনার উচ্ছেদের তারিখের পূর্বে আপন যোতের অন্তর্গত কোন ভূমি বপনার্থে প্রস্তুত করিয়া থাকিলে, কিন্তু উক্ত ভূমিতে শস্য বপন বা রোপণ না করিয়া থাকিলে, উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালতের আদেশমতে উক্ত ভূমি প্রস্তুত করিতে

তাঁহার যে পরিজন ও মূলধন লাগিয়াছে, তাঁহার মূল ও ঐ মূল্যের যুক্তিসিদ্ধ মূল তিনি উক্ত ভূম্যধিকারীর হানে পাইতে পারিবেন।

(গ) কিন্তু ভূম্যধিকারী কোন রায়ের উচ্ছেদ নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিক কার্য উপস্থিত করিলে পর উক্ত রায়ত স্থানীয় রীতির বিরুদ্ধ উক্ত ভূমি আবাদ বা প্রস্তুত করিয়া থাকিলে, এই ধারায়তে উক্ত ভূমি দখলে রাখিতে কিম্বা উচ্চনা টাকা পাইতে স্বত্বান ইহা-বেন না।

(ঘ) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারায়তে কোন রা-ব-তকে কোন ভূমি দখলে রাখিতে দিলে, যত কাল তিনি দখলে রাখিতে পান, তত কাল উক্ত ভূমি বাবতার ও দখলকরণার্থ উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালত বেরূপ খাজানা যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন, উক্ত রায়ত ঐ ভূম্যধিকারীকে সেইরূপ খাজানা দিবেন।

১৭২ ধারা। (১) উচ্ছেদ পরিবার মৃদর মোক-

উচ্ছেদ পরিবার আনু- এই আইনমত প্রজা ও মৃদ-
ষ্ঠানিক কার্যে পরস্পরের ষিকারী বলিয়া প্রজার বিরুদ্ধে
দাওয়ার নিষিদ্ধি হইবার ভূম্যধিকারীর কিম্বা ভূম্যধিকা-
কথা। রীর বিরুদ্ধে প্রজার যে সকল

দাওয়া থাকে, আদালত তাঁহার অনুসন্ধান লইয়া নিষ্পত্তি করিবেন।

(২) আদালত যদি দেখিতে পান, যে প্রজা বলিয়া প্রজাকে ভূম্যধিকারীর যে টাকা দিতে হয়, সেই টাকা ভূম্যধিকারী বলিয়া ভূম্যধিকারীকে প্রজার যে টাকা দিতে হয়, তদপেক্ষা অধিক, তবে উচ্ছেদের ডিক্রী বা আজ্ঞা হইলে, ও ঐ অতিরিক্ত টাকা দিবার সম্বন্ধে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন বন্দোবস্ত না হইয়া থাকিলে, যে সময়ের মধ্যে উহা আদালতে দিতে হইবে, উক্ত ডিক্রীতে বা আজ্ঞার সেই সময় নির্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) ঐ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া গেলে, আদালত প্রজাকে উচ্ছেদ করিবেন; এবং

উক্ত টাকা ঐরূপে দেওয়া না গেলে, আদালত প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে অস্বীকার করিবেন।

১৭৩ ধারা। বাদী কোন অনধিকারপ্রবেশকারীকে

উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, যদি উচিত বোধ করেন তবে বিরুদ্ধে এই-রূপ প্রতিকারের দাওয়া করিতে পারিবেন যে, প্রতিবাদীর

দখলে যে ভূমি থাকে, সেই ভূমির নিমিত্ত সে আদালতের নিণেয় উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা দিতে দায়ী বলিয়া প্রকাশ করা যায়। তাহা হইলে আদালত ঐরূপ প্রতি-কার দিতে পারিবেন।

১৭৪ ধারা। (১) প্রজার ভোগকৃত ভূমির দখল

ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা যে প্রজাব্যবস্থার অনুবন্ধ নিরূপণ করিবার প্রাধিকার কথা।

আদালতের থাকে, সেই আদালত ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রাধিকারভেদে নিম্নলিখিত সকল বা কোন বিষয় নিরূপণ করিতে পারিবেন, যথা,—

(ক) প্রজা যে ভূমি ভোগ করেন, তাঁহার অবস্থান, পরিমাণ ও সীমা;

(খ) তিনি যে জেনীর প্রজা, অর্থাৎ, তিনি তালুকদার কি অবধারিত হারে ভূমি ভোগকারী রায়ত কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কি দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত কি কোফী রায়ত, এবং তালুকদার হইলে, তাঁহার খাজানা হক্কি করা যাইতে পারে কি না; এবং

(গ) যে সময়ে প্রাধিকার করা হয়, সেই সময়ে তাঁহার যে খাজানা দেয় হয়।

(২) যদি আদালতের বিবেচনার ইহার মধ্যে কোন বিষয় স্থানীয় তদন্ত বিনা সন্তোষজনকরূপে নিরূপণ করা যাইতে না পারে, তবে আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে যে রাজস্ব কর্মচারীকে আদেশ করেন, তিনি দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৫ অধ্যায়ভুক্ত স্থানীয় তদন্ত লন।

(৩) এই ধারায়তে কোন প্রাধিকার উপর যে আজ্ঞা করা যায়, তাহা ডিক্রীর ভূলা বলবৎ হইবে ও তাঁহার উপর ডিক্রীর ন্যায় আপীল হইতে পারিবে।

১৫শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্ত ডিক্রীভুক্ত বিরুদ্ধের বিধি।

১৭৫ ধারা। কোন হস্তান্তরযোগ্য বোত তাঁহার বাকী

খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে দায় অসিদ্ধ করণ বিরুদ্ধ করা গেলে “সংরক্ষিত সম্বন্ধে জেতার লাধারণ অর্থ” বলিয়া এই অধ্যায়ে

কমতার কথা। যেহেতু স্বার্থ নির্দেশ করা গেল সেইহেতু স্বার্থ মানিয়া এবং “দায়” বলিয়া এই অধ্যায়ে যে স্বার্থ নির্দেশ করা গেল, তাহা অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া, জেতা ঐ বোত গ্রহণ করিবেন।

কিন্তু (ক) তদন্থে পরে যে স্থলের উল্লেখ করা গেল সেই স্থল না হইলে, এই অধ্যায়ের অর্থমত রেজিষ্টারী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় ঐরূপে অসিদ্ধ করা যাইবে না;

(খ) অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাক্রমে কেবল এই অধ্যায়ের আদেশমতে কার্য করিতে হইবে।

১৭৬ ধারা। নিম্নলিখিত সংরক্ষিত স্বার্থের কথা। স্বার্থগুলি এই অধ্যায়ের অর্থ-মত সংরক্ষিত স্বার্থ বলিয়া গণ্য হইবে।—

(ক) যে কোন পেটাও তালুক চিরস্থায়ী বন্দো-বস্তের সময় হইতে আছে, তাহা;

(খ) যে কোন পেটাও তালুক কোন চলিত কিং-কালীন বন্দোবস্তের বন্দোবস্তী আনুষ্ঠানিক কার্যে উক্ত বন্দোবস্তের মিয়াদ পর্যন্ত অবধারিত খাজানা দায়ী তালুক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা;

(গ) যে ভূমির উপর বাসগৃহ, কারখানা, কিম্বা অনারূপ স্থায়ী ইमारতাদি নির্মিত হইয়াছে, কিম্বা স্থায়ী বাগান, ক্ষেত্র, গুল্লিরী, খাল, তল্লাস, শুল্লান বা গোরস্থান করা গিয়াছে, সেই ভূমির পাট্টাই স্বত্ব;

(ঘ) দখলী স্বত্ব;

(৬) যে সময়ে স্বদেশে গয়া যায়, সেই সময়ে যাত্রা মাথা ও যুক্তিসিদ্ধ খাজানা ছিল, সেই খাজানা দিয়া ভোগ করিবার যে স্বত্ব দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রায়তকে দেওয়া যায়, সেই স্বত্ব; এবং

(৮) যে ভূম্যধিকারীর প্রার্থনামতে যোত বিক্রয় হয় সেই ভূম্যধিকারী কিংবা তাঁহার স্বার্থগত পূর্বস্বিকারী যাহা স্মৃতি করিতে প্রজাকে স্পষ্ট বাক্যে লিখিয়া অনুমতি দিয়াছেন, এরূপ কোন স্বত্ব তাহার স্বার্থ।

১৭৭ খার। এই অধ্যায়ের কার্যপত্রকে,

“দায়” ও “রেজি-
ষ্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত
দায়” শব্দের অর্থ।

(ক) কোন প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে “দায়” শব্দ ব্যবহৃত হইলে, প্রজা আপন যোতের উপর নিম্না আপন স্বার্থ সকোচ করিয়া যে কোন দায়ের, পেটা ও প্রজাস্বত্ব, স্বাক্ষর-ভোগস্বত্ব বা অন্য স্বত্ব বা স্বার্থ স্মৃতি করিয়া থাকেন, ও যাহা পূর্ব ধারার অর্থমত সংরক্ষিত স্বার্থ নহে, তাহা বুঝাইবে।

(খ) দেশবাসী খাজানার ডিক্রী জারীকমে যে যোত বিক্রয় হইয়াছে বা হইতে পারে, সেই যোত সম্বন্ধে “রেজিষ্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়” এই শব্দ ব্যবহৃত হইলে, রেজিষ্ট্রী করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনমতে যে কোন নিদর্শনপত্র রেজিষ্ট্রী করা গিয়াছে, এবং যাহার নকল বা কী খাজানা পাওনা হইবার পূর্বে অস্থান ভিন মাগ থাকিতে পশ্চাৎলিখিত বিধানমতে ভূম্যধিকারীর উপর জারী করা গিয়াছে, সেই নিদর্শনপত্রক্রমে যে কোন দায় স্মৃতি করা হইয়া থাকে, সেই দায় বুঝাইবে।

১৭৮ খার। কোন হস্তান্তরযোগ্য যোতের বাকী খাজানার নিমিত্ত ডিক্রী চাইলে, এবং ডিক্রীদার দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৩৫ ধারামতে ডিক্রী জারীকমে উক্ত যোত ক্রোক ও নীলাম হইবার প্রার্থনা করিলে, উক্ত যোতের বার্ষিক খাজানার বর্ণনাপত্র ও উক্ত যোত চির-স্থায়ী তালুক হইলে, ওয় অধ্যায়মতে রক্ষিত রেজিষ্ট্রীরে যে অংশে এই তালুক সম্বন্ধীয় হয়, সেই অংশের নকল রাখিল করিবেন।

১৭৯ খার। (১) পূর্ব ধারামত কোন প্রার্থনা-পত্রক্রমে কোন যোতের নীলাম হইবার আজ্ঞা হইলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৮৭ ধারামতে যে ঘোষণাপত্র দেওয়া যায়, তাহাতে উক্ত ধারার উল্লিখিত বিশেষ কথা লিখিবার ও নির্দেশ করিবার অতিরিক্ত এই কথা বিজ্ঞাপিত হইবে,—

(ক) তালুক হইলে, যে টাকা ডাক হয়, তাহাতে যদি ডিক্রীর টাকা ও খরচা দিতে কুলায়, তবে উক্ত তালুক প্রথমে রেজিষ্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় সম্বলিত নীলামে চড়ান যাইবে, এবং উক্ত দায় সম্বলিত বিক্রীত হইবে; নতুনা ডিক্রীদার ইচ্ছা করিলে, পরে কোন দিনে সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত এই তালুক নীলাম করা যাইবে, এই দিনের নোটিস যথাবিধি দিতে হইবে; এবং

(খ) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত হইলে, সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উক্ত যোত বিক্রীত হইবে।

(২) উক্ত আইনের ২৮৯ ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে এই ঘোষণা করা যাইবে। তদ্বিপরীত স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতদর্থে সময়ে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে উক্ত ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা যাইবে।

১৮০ খার। (১) কোন তালুক নীলাম হইবার রেজিষ্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় সম্বলিত তালুক বিক্রয়ের ও তাহার কলের কথা।

(১) কোন তালুক নীলাম হইবার রেজিষ্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় সম্বলিত নীলামে চড়ান যাইবে, এবং নীলামের খরচা সমেত ডিক্রী ও খরচার টাকা দিতে যাহাতে কুলায়, তত টাকা ডাক হইলে, উক্ত তালুক এরূপ দায় সম্বলিত বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামত নীলামখরিদার উক্ত তালুকের উপর রেজিষ্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় ভিন্ন যে কোন দায় থাকে, তাহা ১৮৪ ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮১ খার। (১) পূর্ব ধারামতে যে কোন তালুক সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত তালুক বিক্রয়ের ও তাহার কলের কথা।

নীলামে চড়ান যায়, তদ্বিপরীত যত টাকা পরগণা ডাক হয়, তাহাতে পূর্বোক্ত ডিক্রীর ও খরচার টাকা দিতে যদি না কুলায়, এবং তজ্জন্য যদি ডিক্রীদার সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত এই তালুক বিক্রয় করিতে চাওন, তবে নীলামকারী কর্মচারী নীলাম গণিত রাখিয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৮৯ ধারামতে সূতন ঘোষণা করিবেন। সেই ঘোষণাপত্রে এই কথা জানান হইবে, যে নীলাম গণিত করিবার তারিখ অবধি পনের দিনের কম না হয়, ও ত্রিশ দিনের অধিক না হয়, এই ঘোষণাপত্রের নির্দিষ্ট এরূপ ভবিষ্যৎ কোন দিনে সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত এই তালুক নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে। সেই দিন সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উক্ত তালুক নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামত নীলামখরিদার ১৮৪ ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে উক্ত তালুকের কোন দায় অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮২ খার। যে যোতের অবধারিত খাজানা বা অবধারিত হারের যোতের প্রতি পূর্ব কএক ধারার বিধান বর্ত্তিবার কথা।

১৮৩ খার। (১) ১৭৯ ধারামতে কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উহা নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামত নীলামখরিদার ১৮৪ ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে উক্ত যোতের কোন দায় অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮৫ ধারা। (১) কোন ধরিবার পূর্ক কএক ধারামতে কোন দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া এই দায় অসিদ্ধ করিতে চাহিলে, এনালী কথ্য।

তিনি যে তারিখে প্রথমে উক্ত দায়ের সংবাদ পান, সেই তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে কালেক্টরের নিকট লিখিয়া দরখাস্ত দিয়া এই প্রার্থনা জানাইতে পারিবেন, যে উক্ত কালেক্টর এই দায় অসিদ্ধ করা হইয়াছে, এই মর্মের নোটিশ দায়-ধারীর উপর জারী করিবেন।

(২) এতদর্থে রেবিনিউ বোর্ড যে কী ধাৰ্য্য করেন, উক্ত নোটিশ জারী করিবার নিমিত্ত সেই কী এরূপ প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হইবে।

(৩) কোন নোটিশ জারী করিবার দরখাস্ত এই ধারার নির্দিষ্টমতে কোন কালেক্টরের নিকট করা গেলে, তিনি তদনুসারে নোটিশ জারী করাইবেন, এবং যে তারিখে এই নোটিশ জারী হয়, সেই তারিখ অবধি উক্ত দায় অসিদ্ধ করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

১৮৬ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে২ রাজকীয়

গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই নথ-নিষ্পত্তিযুক্ত যোত পূর্ক কএক ধারামতে ডালুক বলিয়া গণ্য হয় এরূপ আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা রাখা।

আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে কোন স্থানের অন্তর্গত দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট যোতের কিস্তি বিশেষ কোন শ্রেণীর দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট যোতের দেনা খাজনার ডিক্রীজারীকমে তাহা নীলামে চড়ান গেলে, সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসমিত নীলামে চড়াইবার পূর্বে রেজিষ্টারী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়-সম্বলিত নীলামে চড়ান যাইবে, এবং এরূপ বিজ্ঞাপন দিয়া উক্তরূপ কোন আজ্ঞা রহিত করিতে পারিবেন।

(২) কোন স্থান সম্বন্ধে এইরূপ কোন আজ্ঞা প্রবল থাকিলে, এই স্থানের অন্তর্গত সমুদয় দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট যোত কিস্তি, ক্ষ-বিহীন, উক্ত বিশেষ শ্রেণীর দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট যোত এই অধ্যায়ের পূর্ক কএক ধারামতে নীলামের কাৰ্য্যপক্ষে সর্বস্বত্বভাবে ডালুকের দায় গণ্য হইবে।

১৮৭ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত বিক্রয়োৎপন্ন

টাকা প্রয়োগ সময়ে দেওয়ানী মোকদ্দমার কাৰ্য্য প্রণালীবিষ-লইয়া যাঁহা করিতে হইবে তদ্বিষয়ক বিধির কথা।

রক আইনের ২৯৫ ধারার নির্দিষ্ট বিধির পারিবার্ত্তে নিম্ন-লিখিত বিধি পালন করিতে হইবে, অর্থাৎ,

(ক) এই যোত বিক্রয় করাইতে ডিক্রীদারের যে খ-চ হইল, তাঁহাকে প্রথমতঃ সেই খরচের টাকা দেওয়া যাইবে।

(খ) তাঁহার পর সে ডিক্রী জারী করাতে নীলাম হয়, সেই ডিক্রীকমে ডিক্রীদারের যত টাকা পাওনা হয়, তাঁহাকে সেই টাকা দেওয়া যাইবে।

(গ) এই সমস্ত টাকা শোধ হইয়াও উদ্ধৃত থাকিলে, মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি নীলামের তারিখ পর্য্যন্ত তিন্ত মোকদ্দমার চূড়ান্ত ডিক্রী হইবার তারিখ অবধি হয় মাসের অনধিক কাল পর্য্যন্ত উক্ত যোত

সম্বন্ধে যে কোন খাজানা ডিক্রীদারের পাওনা হইয়া থাকে, এই উদ্ধৃত টাকা হইতে তাঁহাকে সেই খাজানা দেওয়া যাইবে।

(ঘ) (গ) প্রকরণের লিখিত খাজানা দিবার পরও উদ্ধৃত থাকিলে, তাহা নীলাম দৃঢ় করণার্থে দুই মাস অতীত হইলে, ডিক্রীমত খাজকের প্রার্থনামতে তাঁহাকে দেওয়া যাইবে।

(২) ডিক্রীমত খাজ (গ) প্রকরণমত খাজানা বলিয়া ডিক্রীদারের কোন টাকা পাটবার স্বত্ব সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থাপন করিলে, আদালত এই বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন, এবং এই নিষ্পত্তি ডিক্রীর ভূত্ব বলবৎ হইবে।

১৮৮ ধারা। (১) কোন যোতের দেনা বাকী

ধরতা সম্বন্ধে ডিক্রী খাজানার ডিক্রীজারীকমে এই টাকা আদালতে দেওয়া যোত ক্রোক করা গেলে, তৎ-গেলেই কিস্তি ডিক্রীদার সম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার শোধ হইয়াছে দীকার কাণ্ড প্রণালী বিধিরক আইনের করিলেই, যোত ক্রোক ২৭৮ অবধি ২৮৩ পর্য্যন্ত ধারা হইতে মুক্ত হইবার কথা।

খাটিবে না। (২) এরূপ কোন ডিক্রীজারীকমে কোন যোত নীলাম হইবার আজ্ঞা করা গেলে, যদি নীলাম ধরিবার ডাক গ্রাহ হইবার পূর্বে ডিক্রীমত খরচা ও নী-ম করিবার খরচা সম্বন্ধে ডিক্রীর টাকা আদালতে দেওয়া না যায়, কিস্তি আদালতের বাহিরে ডিক্রীর টাকা শোন দরা হইয়াছে, এই হেতু দেখাইয়া যদি ডিক্রীদার উক্ত যোত মুক্ত করণার্থ দরখাস্ত না করেন, তবে উক্ত যোত ক্রোক হইতে মুক্ত হইবে না।

(৩) এই অধ্যায়মতে কোন যোত নীলাম করা গেলে, এই নীলাম অসিদ্ধ করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে কোন ব্যক্তির যে স্বত্ব থাকে, এই ধারার প্রকরণে তাহার বিঘ্ন হইবে না।

১৮৯ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে যে কোন যোত

নীলাম নিবারণার্থ নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দে-আদালতে টাকা দেওয়া ওয়া যায়, সেই যোতে যদি আদালতে টাকা দেওয়া কোন ব্যক্তির এরূপ স্বার্থ থাকে গেলে, তাহা কোন স্থানে যাহা এরূপ নীলাম হইলে উক্ত যোতের বন্ধকী জন অসিদ্ধ হইতে পারে, তবে হইবার কথা।

তিনি নীলাম বন্ধ করণার্থ আবশ্যক টাকা আদালতে দিলে,

(ক) এরূপে তিনি যে টাকা দেন, তাহা শ-চ করা ১২২ টাকা সুদ সহিত ঋণ বলিয়া গণ্য হইবে, এবং তৎজন্য উক্ত যোত তাঁহার নিকট বন্ধক আছে বলিয়া জ্ঞান হইবে;

(খ) তাঁহার বন্ধক বাকী খাজানার দায় ছাড়া উক্ত যোতের উপর আর যে কোন দায় থাকে, তদপেক্ষা অগ্রগণ্যতা প্রাপ্ত হইবে; এবং

(গ) যাবৎ উক্ত ঋণ পাওনা সুদসম্বন্ধে শোধ করা না হয়, তাবৎ তিনি বন্ধকগ্রহীতাস্বরূপ উক্ত যোতের দখল লইতে ও উক্ত দখলে রাখিতে স্বত্বান হইবেন।

(২) এরূপ কোন ব্যক্তির অন্য যে কোন প্রতিকার পাটবার স্বত্ব থাকে, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার বিঘ্ন হইবে না।

১৮৯ ধারা। বাকীদার উক্তন প্রকার বিক্রেতা ডিক্রী-
অধস্তন প্রজা আদালতে
টাকা দিলে তাহা খাজানা
হইতে কাটিয়া লইতে
পারিবার কথা।

আরীকমে এই অধ্যায়মতে
কোন যোত নীলাম হইবার
বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, এবং
নীলাম হইলে যে অধস্তন
প্রজার স্বার্থ অসিক্ত হইতে
পারে, সেই অধস্তন প্রজা নীলাম নিরূপণার্থ আদালতে
টাকা দিলে, তাহার নিমিত্ত আইনে অন্য যে প্রতি-
কারের বিধান থাকে, তদতিরিক্ত তাহার নিজ ভূমাদিকা-
রীকে তাহার যে খাজানা দিতে হয়, তাহা হইতে তিনি
এরূপে প্রাপ্ত টাকার সমুদয় বা কোন অংশ কাটিয়া
লইতে পারিবেন; এবং উক্ত ভূমাদিকারী বাকীদার না
হইলে, তিনিও এরূপে তাহার নিজ ভূমাদিকারীকে দেয়
খাজানা হইতে এরূপ কর্তৃত্ব টাকা কাটিয়া লইতে
পারিবেন; এবং যাবৎ বাকীদার পর্যন্ত না পছন্দ
হবে এইরূপ চলিবে।

১৯০ ধারা। (১) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য-
নীলাম ডিক্রীদারের
তাঁহাতে পারিবার ও
ডিক্রীযত খাতকের না
পারিবার কথা।
প্রণালী বিষয়ক আইনের ২৯৪
ধারার প্রকরান্তরের বিধান
থাকিলেও, যে ডিক্রীআরীকমে
এই অধ্যায়মতে কোন যোত
নীলাম হয়, সেই ডিক্রীদার
আদালতের অনুমতি বিনা এ যোত থাকিতে বা ক্রয়
করিতে পারিবেন।

(২) এরূপে যে যোত নীলাম হয়, ডিক্রীযত খাতক
তাহা ডাকিবেন না বা ক্রয় করিবেন না।

দেওয়ানী মোকদ্দমার
কার্যপ্রণালী বিষয়ক
আইনের ৩১৩ ও ৩১৬
ধারার কার্য না হইবার
কথা।
১৯১ ধারা। দেওয়ানী
মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষ-
য়ক আইনের ৩১৩ ও ৩১৬ ধারা
এই অধ্যায়মতে কোন নীলাম
সম্বন্ধে খাটিবে না।

১৯২ ধারা। ভারতবর্ষীয় রেজিস্ট্রী করণ বিষয়ক
১৮৭৭ সালের আইনের চতুর্থ
ভাগে প্রকরান্তরের বিধান
থাকিলেও, হস্তান্তরযোগ্য কোন
যোতের উপর যাহাতে দার
স্বষ্টি হয়, এরূপ কোন নিদর্শনপত্র এই আইন প্রচলিত
হইবার সময়ের পূর্বে সম্পাদিত হইয়া থাকিলে, এবং
উক্ত রেজিস্ট্রী আইনের ১৭ ধারামতে তাহা রেজিস্ট্রী
করা আবশ্যক না হইলে, যদি তাহা এই আইন প্রচলিত
হইবার সময়াবধি এক বৎসরের মধ্যে উপযুক্ত কার্য-
কারকের নিকট রেজিস্ট্রী করণার্থ উপস্থিত করা যায়,
তবে তাহা উক্ত আইনমতে রেজিস্ট্রী করিবার অন্তিম
স্থীতি হইবে।

১৯৩ ধারা। কোন হস্তান্তরযোগ্য যোতের প্রকার
সম্পাদিত যে নিদর্শনপত্রক্রমে
উক্ত যোতের উপর কোন দায়
স্বষ্টি হয়, কোন কার্যকারক এই
আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্বে বা পরে সেই নিদর্শনপত্র
রেজিস্ট্রী করিলে, উক্ত প্রকার প্রার্থনামতে কিম্বা যে
ব্যক্তির অনুকূলে এ দায় স্বষ্টি হয়, সেই ব্যক্তির প্রার্থনা-
মতে এবং স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতদর্থে যে কী কার্য
করেন, তাহা তাহার স্থানে পাইলে, ভারতবর্ষীয় রেজিস্ট্রী

করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের সপ্তম ভাগে সমন
আরী করিবার যে প্রণালী নির্দিষ্ট আছে, সেই প্রণালীতে
ভূমাদিকারীর উপর উক্ত নিদর্শনপত্রের নকল আরী
করাইয়া তাহাকে উক্ত দায়ের নোটিস দিবেন।

১৬শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্ত সরাসরী নীলামের বিধি।

পতনী তালুক নীলামের কথা।

১৯৪ ধারা। নিজ ভূস্বামীর স্থানে প্রাপ্ত পতনী
তালুকের পাওনা খাজানা
দিতে ক্রটি হইলে, ভূস্বামী
আইনমতে অন্য যে প্রতিকার
পাইতে পারেন, তদতিরিক্ত
এই অধ্যায়ের নিম্নলিখিত
কএক ধারার যে বিধি আছে, তদনুসারে উক্ত তালুকের
সরাসরী নীলাম হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে
পারিবেন।

১৯৫ ধারা। (১) বৈশাখ মাসের ১ম দিনে,
অর্থাৎ, যে বৎসরের খাজানা
বৎসরের প্রারম্ভে
বাকী হয়, তাহা বৎসর-
বৎসরের প্রারম্ভে, ভূস্বামী কাল-
বার কথা।
উক্তের নিকট দরখাস্ত দিতে
পারিবেন। পূর্বে ধারায় যে ২ তালুকের উল্লেখ ছিল,
তাঁহার সমুদয় বা কোন তালুক সম্বন্ধে অত্র বৎসরের
কিসাবে ভূস্বামীর যত বাকী টাকা পাওনা থাকে, এ
দরখাস্তে তাহা লিখিত করিতে হইবে।

(২) তাহা হইলে এ দরখাস্ত কালেক্টরী কাছারীর
কোন মুদ্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে, ও
তৎসঙ্গে এই নোটিস থাকিবে যে, যে টাকার দাওয়া
হয়, তাহা ঐকান্ত মাসের ১ তারিখের পূর্বে দেওয়া
না গেলে, বাকীদারদের তালুক এ টাকা শোধ
করণার্থ উক্ত তারিখে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা
যাইবে।

(৩) ভূস্বামী এরূপ আর এক খান নোটিস আপন
সদর কাছারীতে লাগাইয়া দিবেন, এবং স্থলবিশেষে
নোটিসের যে অংশ থাকে, সেই অংশের নকল বা উক্ত
লিপি পাঠাইয়া যে কাছারীতে এ তালুকের প্রধান কাছা
চলে, সেই কাছারীতে কিম্বা বাকীদারের তালুকের
অনীতে যে প্রধান নগর বা গ্রাম থাকে, তথায় উক্তরূপে
প্রচার করা হইবে।

(৪) এই ধারামতে যে ২ নিয়ম নির্দিষ্ট হইল,
তাঁহার পালন নিমিত্ত কেবল ভূস্বামী দায়ী থাকিবেন।

১৯৬ ধারা। (১) যক্ষসলে যে নোটিস পাঠাইবার
আজ্ঞা হইল, তাহা এজন্য
নোটিস আরী করিবার
পেরাণা যাইয়া আরী করিবে।
কথা।
এ পেয়াদা তত্ত্বিষিত উক্ত
বাকীদারের কিম্বা তাহার কার্যধারকের রসিদ লইয়া
আসিবে; অথবা তাহা পাইতে না পারিলে, এ নোটিস
এ স্থানে অনিয়মিত প্রচার করা হইয়াছে, ইহার সাক্ষা-
ত্বরূপ তত্ত্বিষিত স্থানবাসী তিনজন সাক্ষর
লোকের স্বাক্ষর লইয়া আসিবে।

(২) উক্ত গ্রামের লোক স্বাক্ষরপত্র আঁপ-
নাদের নাম স্বাক্ষর করিতে আপত্তি বা অস্বীকার
করিলে, উক্ত পেরাদী নিকটস্থ মুন্সেফের আফিসে
কিন্তু মুন্সেফ না থাকিলে, নিকটস্থ পোলীস থানায়
যাইবে, এবং এই নোটিস যে যথাবিধি প্রচারিত
হইয়াছে, এবিষয়ে তথায় ইচ্ছাপূর্বক শপথ করিবে।
এই মর্মে এক সটিকিকেটে উক্ত কাৰ্য্যকারকেরা স্বাক্ষর
ও মোহর করিয়া এই পেরাদীকে দিবে।

(৩) উক্ত রসীদের বা সাক্ষার মর্ম্ম বুঝিয়া যদি
দেখা যায় যে, বৈশাখ মাসের ১৫ তারিখের পূর্বে কোন
সময়ে নোটিস প্রচার করা হইয়াছে, তবে নির্দিষ্ট
তারিখে নীলাম চালাইবার পক্ষে উহাই যথেষ্ট হইবে।

১৯৭ ধারা। বৎসরের মাঝখানে কার্তিক মাসের
১ তারিখে ভূস্বামী আশ্বিন

বৎসরের মাঝখানে নী- মাসের শেষপর্ষান্ত চলিত সনের
নাথের দরখাস্তের কথা। খাজানার হিসাবে যে বাকী
টাকা পাওনা থাকে, তাহার

বর্ণনাপত্র সহিত ঐরূপ দরখাস্ত করিতে পারিবেন, এবং
বাকীদারদের তালুক বিক্রয় হইবার কথা উক্তরূপে
প্রচার করা হইতে পারিবেন। যত টাকা বাকী থাকিবার
ইস্তাহার দেওয়া যায়, যদি অগ্রচারণ মাসের ১ তারি-
খের পূর্বে তৎসম্বন্ধ দেওয়া না যায়, অথবা কার্তিক
মাসের তলবসময়ে ঐ টাকার মধ্যে এত দেওয়া না হয়,
যাহাতে উক্ত বৎসরের প্রারম্ভাবধি কার্তিক মাসের শেষ
দিন পর্য্যন্ত কিস্তিবন্দী অনুসারে ভূস্বামীর মোট তলবের
চারি আনার কম বাকী থাকে, তবে উক্ত তারিখে নীলাম
হইবে।

১৯৮ ধারা। (১) কোন তালুকদারের নিকট বাকী

খাজানা পাওনা আছে বলিয়া
তালুকদার ও লবসম্বন্ধে
আপত্তি করিলে কাৰ্য্য-
প্রণালীর কথা।

কথিত হইলে, তৎসম্বন্ধে পূর্ব
কএক ধারামতে নোটিস দেওয়া
গেলে, উক্ত তালুক নীলামের
নিমিত্ত এই নোটিসে যে তারিখ ধার্য্য থাকে, সেই তারি-
খের পূর্বে কোন সময়ে তালুকদার তলবের সমস্ত বা
কোন অংশ সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া কালেক্টরের নিকট
দরখাস্ত দিতে পারিবেন।

(২) কালেক্টর (১) প্রকরণমতে দরখাস্ত পাইলে,
ভূস্বামীর নিকট সমন দিবে, তাহাতে সমনের
নির্দিষ্ট সময়ে ও তারিখে উপস্থিত হইতে এবং নীলাম
কেন হুগিত রাখা যাইবে না, অথবা স্থল বিশেষে কেন
তলবের টাকা কমান যাইবে না, ইহার কারণ দেখাইতে
ভূস্বামীর প্রতি আদেশ থাকিবে; এবং কালেক্টর সাধা
হইলে উভয় পক্ষের কথা কিন্ত তদ্ব্যবস্থা যাহারা উপস্থিত
থাকেন, তাঁহাদের কথা শুনিবেন, ও তাঁহাদের মধ্যে যে
বিষয়ের বিবাদ থাকে, নীলামের নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে
তাঁহার সমাধান করিবেন।

(৩) নীলামের নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে যদি
কালেক্টর ঐরূপ নিষ্পত্তি করেন যে, যত বাকীর দাওয়া
হয়, তাহার কোন অংশই পাওনা নাই, তবে তিনি
ভূস্বামীর দরখাস্ত নামঞ্জুর করিবেন।

(৪) যদি উক্ত সময়ের পূর্বে তিনি নিষ্পত্তি করেন
যে, যত বাকীর দাওয়া হয়, তাহার অংশ বিশেষ পাওনা
নাই, তবে তিনি তদনুসারে তলব কমাইয়া দিবে; এবং

তাঁহার নিষ্পত্তি এই অধারমতে কাৰ্য্যানুষ্ঠান পক্ষে
চূড়ান্ত হইবে।

(৫) যে সকল স্থলের বিধান (৩) ও (৪) প্রকরণে
নাই, সেই সকল স্থলে তালুকদারের দরখাস্ত নামঞ্জুর
করা যাইবে; কিন্তু নীলাম অসিদ্ধ করণার্থ বোঝদান
উপস্থিত করিতে তাঁহার যে স্বত্ব থাকে, ঐরূপ নামঞ্জুর
করাতে সেই স্বত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না।

১৯৯ ধারা। পূর্ব ধারার বিধানের স্থল না হইলে, যে

বাকী টাকা আদায়ত তালুক সম্বন্ধে পূর্ব কএক ধারা-
করা না গেলে তালুক মতে নোটিস দেওয়া গিয়াছে,
নীলাম হইবার কথা। সেই তালুক নোটিসের নির্দিষ্ট
তারিখে নীলাম করা যাইবে;

কিন্তু পূর্ব দিনের সূর্যাস্ত হইবার পূর্বে তলবের টাকা
অথবা পূর্ব ধারামতে ঐ টাকা কমান গেলে, সেই
কমান টাকা ভূম্যবিকারীকে দিবার নিমিত্ত বাকীদার
বা অন্য কোন ব্যক্তি কালেক্টরী কাছারাতে আদায়ত
করিলে, নীলাম হইবে না।

২০০ ধারা। (১) পূর্বে কাছারীতে যে নোটিস
নীলাম হইলে, যে লাগাইয়া দেওয়া যায়, নীলামের
নিয়ম মানিতে হইবে, সময়ে তাহা নামাংগে কেলিতে
হইবে, এবং লাটগুলি নোটিসে
যে ক্রমে লেখা থাকে, সেই
ক্রমানুসারে পরে ডাকা যাইবে।

(২) যে প্রত্যেক লাট সম্বন্ধে ইস্তাহার দেওয়া যায়
তাঁহার বাকীর হিসাবে নীলামের তারিখ পর্য্যন্ত যে
টাকা দেওয়া হইয়াছে, তাহার বিশেষ বর্ণনাপত্রের
সহিত ও মফঃসলে যে নোটিস প্রচার করিবার আদেশ
দেওয়া যায়, তাহার রসীদ বা সটিকিকেট সহিত
ভূস্বামীর পক্ষীয় এক ব্যক্তি নীলামে উপস্থিত থাকিবেন।

(৩) যে বর্ণনাপত্র দাখিল করা যায়, যাবৎ তাহা
দোখায়ালওয়া না হয় ও তাহা হইতে উক্ত বৎসরের
বাকী থাকা নির্ণয় করা না হয় এবং যাবৎ নোটিস
দিবার রসীদ পাঠ করা না হয়, তাবৎ কোন লাট
নীলামে চড়ান যাইবে না। যে প্রত্যেক লাটের নীলাম
হয়, তৎসম্বন্ধে স্বতন্ত্র রুবকারী করিয়া সেই রুবকারীতে
এই সকল নিয়ম পালিত হইবার কথা লিখিত হইবে।

(৪) কার্তিক মাসের প্রথম দিনে যে দরখাস্ত দেওয়া
যায়, সেই দরখাস্তমতে নীলাম হইলে, নীলামের তারিখ
পর্য্যন্ত তলবের চারি আনার অধিক বাকী আছে, ইহা
দেখিতে পাইবার নিমিত্ত বাকীদারের কিস্তিবন্দীও
দাখিল করিতে হইবে; এবং ইহা নির্ণয় করা না গেলে,
নীলাম হইবে না।

(৫) ঐরূপে যে সকল কাগপত্র দেখাইতে হইবে,
তাঁহার শুদ্ধতা ও অনন্যতা সম্বন্ধে কেবল ভূস্বামী দায়ী
থাকিবেন; এবং যে কাৰ্য্যকারক নীলাম করেন, তিনি
নীলাম নামা ও প্রকাশ্যরূপে হওয়া ছাড়া এবং তাঁহার
উপদেশার্থে এই অধারে যে বিধি নির্দেশ করা গেল
তাঁহা পালিত হওয়া ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে দায়ী
থাকিবেন না।

২০১ ধারা। (১) এই
নীলামের কার্য্য যে-
রূপে চালাইতে হইবে
তাঁহার কথা। অধারমতে তালুকের সমস্ত
নীলাম সরকারী কাছারীতে
হইবে।

(২) যে ব্যক্তির সর্কাপেক্ষা উক্ত ডাক হয়, তিনি তাঁহার নিকট বিক্রয় করা যাইবে, এবং বাণীদার হাঁড়ী প্রত্যেক ব্যক্তি অবশ্যে ডাকিতে পারিবেন।

(৩) লাইটের ডাক মঞ্জুর হইবারাত্র ক্রয়ের টাকার শতকরা ১৫ টাকা দিতে হইবে।

(৪) যে কার্যাকারক নীলামের কার্য চালান, তাঁহার জ্ঞোষমতে যাবৎ প্রত্যয় না অগ্রে যে, যত টাকা আদানত করিতে হইবে তাহা তদন্থে হাতে আচে কিম্বা দুই ঘণ্টার মধ্যে দাখিল করা যাইবে, তাবৎ তিনি কোন ডাক গ্রাহ্য করিতে কিম্বা যিনি ডাকেন এরূপ কোন ব্যক্তির নামে কোন লাইট ফেলিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

(৫) নীলাম হইবার পর দুই ঘণ্টার মধ্যে শতকরা পনের টাকা মগদ দেওয়া না গেলে কিম্বা ততুলা মূল্যের গবর্ণমেন্টে সিকুরিটী দাখিল করা না গেলে, উক্ত লাইট ঐ দিনেই পুনরীকর নীলাম করা যাইবে।

(৬) ক্রয়ের টাকার অবশিষ্টাংশ অষ্টম দিবসের দুই প্রহরের মধ্যে দেওয়া না গেলে, জিলার সদর মৌনামের বাজারে চৌদ্দরা নিয়া নীলাম ঘোষণা করিয়া পর দ্বিতীয় অর্থাৎ প্রথম নীলাম অবশিষ্ট নবম দিবসে পুনরীকর নীলাম হইবার নোটিস দেওয়া যাইবে।

(৭) তাহা হইলে উক্ত লাইট প্রথম খরিদারের হুকিতে নিষ্কিষ্ট সময়ে পুনরীকর নীলাম করা যাইবে। প্রথম খরিদার না হইয়া পনের টাকা হিসাবে অগ্রিম যে টাকা দিয়াছিলেন তাহা দণ্ড হইবে এবং দ্বিতীয় বার নীলাম করিয়া যে টাকা উৎসন্ন হয় তাহা পূর্ব নীলামের টাকা অপেক্ষা যত টাকা কম হয় তত টাকার জন্মোত্ত মারী থাকিবেন। দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী প্রদত্ত করিবার যে প্রণালী আছে, সেই প্রণালীমতে ঐ কম টা টাকা আদায় করা যাইবে।

(৮) আদানত করা যে টাকা দণ্ড হয়, তাহা হইলে নীলামের খরচ দেওয়া যাইবে; এবং তাহা উদ্ভূত থাকে তাহা গবর্ণমেন্টে অর্পণ দেওয়া যাইবে।

২০২ খার। (১) এই অধ্যায়মতে কোন ডালুক খরিদারের স্বত্বের কথা। খরিদার ক্রয়ের সমস্ত টাকা দিলে, কালেক্টর তাঁহাকে ঐ টাকা দিবার সর্টিফিকেট দিবেন।

(২) তাহা হইলে ডালুকদার কিম্বা তাঁহার আর্থগত পুরীক্ষাকারীদের মধ্যে কেহ কিম্বা তাঁহার বা তাঁহাদের অধীন কোন দাওয়াদার ঐ ডালুকের উপর য মকল দার, দাওয়ী, পেটোও প্রজাস্বত্ব, স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব এবং অন্যান্য স্বত্ব বা স্বার্থ সন্ধি করিয়াছেন, তাহা অসিদ্ধ করণার্থ ১৮৩ খারায় যে প্রণালী নিষ্কিষ্ট হইয়াছে, সেই প্রণালীমতে অসিদ্ধ করিবার সমস্তা সন্ধি খরিদার উক্ত ডালুক প্রাপ্ত হইবেন। নিম্নলিখিত কএকটি অঙ্গসম্বন্ধে এই বিধি থাকিবে না,—

(ক) মকলী স্বত্ব;

(খ) যে সময়ে স্বত্ব দেওয়া যায়, সেট সময়ে তাহা ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত থাকিবে, সেই প্রণালী দিয়া ভোগ করিবার যে স্বত্ব মকলীস্বত্বনিশিট কোন রায়তকে দেওয়া যায়, সেই স্বত্ব; কিম্বা

(গ) যে লিখিত নিদর্শনপত্রমতে ডালুকের স্বত্ব হয়, তাহাতে স্পষ্ট বাক্যে যে কতটা প্রদত্ত হয়, সেই কতটাকমে স্বত্ব কোন স্বত্ব বা স্বার্থ।

২০৩ খার। এই অধ্যায়মতে কোন ডালুক খরিদার খরিদারকে মকলদিবার তৎসম্বন্ধে পূর্ব খারামত সর্টিফিকেট পাঠিলে, এবং এর অধ্যায়মতে তাঁহার প্রতি ডালুক

হজ্জার হইবার কথা রেজিস্ট্রী করা গেলে, তাঁহাকে ডালুক মকল দিবার নিমিত্ত তিনি কালেক্টরের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন। তাহা হইলে কালেক্টর তাঁহাকে ডালুকের মকল দেওয়াইবেন; এবং ডিক্রী-জারীক্রমে নীলাম হইলে যে দেওয়ানী আদালত খরিদারকে মকল দেন, সেই আদালতের প্রতি দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে যে কতটা অর্পিত হইয়াছে, কালেক্টর সেই সেই কততামুসারে কার্য করিবেন।

২০৪ খার। এই অধ্যায়মতে কোন ডালুক নীলাম হইবার ইচ্ছা করিয়া দেওয়া গেলে নীলাম বন্ধ করিতে যদি কোন ব্যক্তির ঐ ডালুকে দেওয়ানীর স্বার্থ থাকে এবং সেই ব্যক্তি আদানত করা টাকা আদায় করিবার কথা। হইলে অসিদ্ধ হইতে পারে এবং তিনি নীলাম নিবারণার্থ

১৯২ খারামতে আদালত টাকা কালেক্টরী কাছারীতে আদানত করেন, তবে ১৮৮ খারার বিধান শক্তির; এবং যদি ঐ ব্যক্তি ডালুকদারের মকল প্রজা হন, তবে ১৫ অধ্যায়মতে যে মোকদ্দমার নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, উক্ত ডালুক সেই মোকদ্দমার এবং নীলাম নিবারণার্থে উক্ত টাকা আদালতে দেওয়া গেলে, ১৮৯ খারার বিধান যেক্রমে দ্রষ্টব্য, সেইরূপে বস্তুিবে।

২০৫ খার। (১) এই অধ্যায়ের বিধানের আশ্রয়ে কোন ডালুক নীলাম করা গেলে নীলাম অসিদ্ধ করি- কিম্বা উক্ত নীলাম ঐ মকল দার মোকদ্দমার কথা। বিধানক্রমে সিদ্ধ না হইলে, তাহাতে যে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হন, তিনি নীলাম অসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত ও তাহাতে তাঁহার যে হানি হয় তাহার ক্ষতিপূরণ পাঠিবার নিমিত্ত, যে ভূবানীর আর্থগত স্বত্ব নীলাম হয় তাহার বিজ্ঞপ্তি মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) ডালুকের খরিদারকে মোকদ্দমার এক পক্ষ করিতে হইবে; এবং নীলাম অসিদ্ধ হইলে তাঁহার যে কোন হানি হয়, তদন্থে তিনি উক্ত মোকদ্দমায় ভূবানীর স্থানে ক্ষতিপূরণ পাঠিবার অধিকারী হইবেন।

২০৬ খার। এই অধ্যায়মতে কোন ডালুক বিক্রয় করা গেলে, ঐ ডালুকে যে কোন ব্যক্তির একটা স্বার্থ থাকে তাহা খরিদার ২০২ খারামতে অসিদ্ধ করিতে পারেন, তিনি নীলাম দারী তাঁহার যে হানি হয় তাহার ক্ষতিপূরণ পাঠিবার নিমিত্ত নীলামের তারিখ অবধি দুই মাসের মধ্যে বাকী দারের নিকটে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

কিন্তু বাকীদারের অধস্তন কোন প্রকার স্থানে নীলামের সময়ে কোন বাকী খাজানা পাওয়া থাকিলে, এই প্রকার এইরূপ কোন মোকদ্দমা চালাইতে পারিবেন না।

২০৭ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে নীলামের নীলামের উৎপন্ন টাকা উৎপন্ন টাকা লইয়া নিম্নলিখিত বাহা ২ করিতে লিখিতমতে কাঁচা করিতে হইবে, তাহার কথা। হইবে, যথা,—

(ক) এই অধ্যায়ের বিধান কলমে করণার্থ যে কোন অতিরিক্ত মেরুমত রাখা আবশ্যক হয়, তাহার খরচ কুলাইবার নিমিত্ত লভকরা এক টাকা করিয়া বিক্রয়োৎপন্ন টাকা হইতে প্রথমতঃ কাটিয়া লইয়া গবর্ণমেন্টের হিসাবে জমা দেওয়া যাইবে।

(খ) যে বাকী খাজানার নিমিত্ত নীলাম হইয়াছে তাহা (সুদসম্বন্ধ ও তালুক নীলাম করাইতে যে সকল খরচ পড়িয়াছে তাহা সম্বন্ধ) ইহার পর ভূম্যধিকারীকে দেওয়া যাইবে।

(গ) (ক) ও (খ) প্রকরণের নির্দিষ্ট টাকা দেওয়া গেলে পর উক্ত পাকিলে, যে কার্যাকরক নীলাম কাঁচা চালান, তিনি তাহা অবিলম্বে কালেক্টর সাহেবের খাজানাখানায় পাঠাইবেন। ২০৬ ধারামতে যাহারা ক্ষতিপূরণের ডিক্রী পান, তাহাদের দাওয়া শোধ করিবার নিমিত্ত এই উক্ত টাকা নীলামের তারিখ অবধি দুই মাস গত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত খাজানাখানায় আমানত করিয়া রাখিতে হইবে, এবং উক্ত কালের মধ্যে এই ধারামতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যাবৎ এই সকল মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হয়, তাবৎ উক্ত টাকা আমানত রাখিতে হইবে।

(ঘ) যে উক্ত টাকা (গ) প্রকরণমতে রাখা যায়, তাহা হইতে প্রথমতঃ ২০৬ ধারামতে বাকীদারের বিক্ষেপে ডিক্রী হওয়া থাকিলে, এই ডিক্রীর টাকা দিতে হইবে। উক্ত টাকা হইতে ডিক্রীর টাকা সম্পূর্ণরূপে দিতে না কুলাইলে, তাহার যত টাকার ডিক্রী থাকে, তদনুসারে ডিক্রীদারদের মধ্যে এই টাকা হার-হারীমতে বন্টন করিয়া দেওয়া যাইবে।

(ঙ) উক্ত উক্ত টাকা কিছু অবশিষ্ট থাকিলে, তাহা বাকীদারকে দেওয়া যাইবে।

(২) যে টাকা (গ) প্রকরণমতে আমানত রাখা যায়, যে কোন ব্যক্তির তাহাতে স্বার্থ থাকে, তিনি আমানতী টাকার পরিপ্তি যাহার সুদ চলে, এরূপ গবর্ণমেন্টে সিকুরিটী রাখিয়া উক্ত টাকা সমস্ত কিছা জমাচার কোন অংশ ফিরাইয়া লইতে পারিবেন। শেষ যে গবর্ণমেন্ট গেজেট পাওয়া যায়, তাহাতে যে ডিপোজিটের বা প্রিন্সিপলের হার দেখা যায়, সেই হারে উক্ত সিকুরিটী লওয়া যাইবে।

২০৮ ধারা। এই অধ্যায়ের নির্দিষ্ট কোন দিন রবিবার বা বঙ্গের দিন হইলে, ববিবার ও বঙ্গের দিন এইরূপে ববিবারের কথা। এই দিনে এই অধ্যায়মতে কাঁচা কিছু করিবার আদেশ বা অনুমতি থাকে, তাহা তাহার পরদিন রবিবার বা বঙ্গের দিন না হইলে করা যাইতে পারিবে।

অন্যান্য তালুক নীলামের কথা।

২০৯ ধারা। এই অধ্যায়ের পূর্ব কএক ধারামতে যে সকল তালুক নীলাম করা যাইতে পারে, তন্মিত্ত কোন করা তালুক সম্বন্ধে এই অধ্যায় পরিবর্তিত হইয়া থাকিবার কথা। আইনে করা গেলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বিধিক্রমে সময়ে ২ বৎসর পরিবর্তন নির্দেশ করেন, সেইরূপ পরিবর্তন সহকারে এই সকল ধারা উক্তরূপে রেজিস্ট্রী করা তালুক সম্বন্ধে থাকিবে।

১৭ শ অধ্যায়।

চুক্তি ও দেশাচার বিষয়ক বিধি।

২১০ ধারা। প্রকরণান্তরের চুক্তি থাকিলেও নিম্নলিখিত বিধিতে বৈধ লিখিত বিবরণ সম্বন্ধে এই আইন-বিধান কলমে হইবে, নের বিধান কলমে হইবে, তাহার কথা। যথা,—

(ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের স্বত্ব লাভ (২৪, ২৫ ও ২৬ ধারা)।

(খ) ৩১ ধারার নির্দিষ্ট দখলীস্বত্বের সম্মুখ।

(গ) ৫১ ধারামতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা কমাইবার দাওয়া করিবার স্বত্ব।

(ঘ) ৫৩ ধারামতে কলনী খাজানা পরিবর্তনের দাওয়া করিতে ভূম্যধিকারীর বা প্রজার স্বত্ব।

(ঙ) নির্দিষ্ট হেতু বিনা দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ও কোর্পা রায়তকে উচ্ছেদ করণ বিষয়ে আইনমতে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ৬০, ও ৬৩ ধারা)।

(চ) যোড়ের ভূমি করিয়া যাওয়াতে প্রজার খাজানা কমাইবার স্বত্ব (৬৬ ধারা)।

(ছ) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার ও উচ্চনা ক্ষতিপূরণের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০, ও ৯১ ধারা)।

(জ) ডিক্রীজারীকমে লাভ হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রজাকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

২১১ ধারা। যে স্থানের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, সেই স্থানে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে যে কোন মিলন হয়, সেই মিলনানুসারে কারেন্দী মকররী পাতি দিতে ভূম্যধিকারীর বাধ্য হইবে, এই আইনের কোন কথাক্রমে এরূপ আদান করিতে হইবে না।

২১২ ধারা। এই আইনের কোন কথাক্রমে পতিত ভূমি কৃষিকার্যোপযোগী কর-
ণবিধিকার্যোপযোগীকর-
নের চুক্তির কথা। নার্ব কোন চুক্তির ব্যাঘাত
হইবে না।

২১৩ ধারা। (১) এই আইনের প্রকারান্তরের কথা
থাকিলেও, যে প্রকারের জমী
চর ও দেয়াড়া জমীর চর বা দেয়াড়া নামে খ্যাত,
কথা। অর্থাৎ সামান্যতঃ বন্যা দ্বারা
যে ভূমির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ

সাধন হইতে পারে, যেসব স্থানে সেই ভূমি ভোগ করে,
সেই স্থান ও তাহার ক্রমাগত দার বৎসর ভোগ না করিলে
ঐ ভূমিতে দখলী স্বত্ব লাভ করিবে না, এবং যাবৎ ঐ
দখলীস্বত্ব লাভ না করে, তাহা তাহার ও ভূম্যধিকারীর
মধ্যে যে খাজানা দিবার নিয়ম হয়, তাহার যোতের নিমিত্ত
সেই খাজানা দিতে দায়ী থাকিবে।

(২) কিন্তু ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে
আদালত নির্দেশ করিতে পারিবে যে কোন জমী এই
ধারার অর্থমত চর বা দেয়াড়া জমী বলিয়া আর গণ্য
হইবে না। তাহা হইলে, এই আইনের সমুদয় বিধান উক্ত
জমী সম্বন্ধে থাকিবে।

২১৪ ধারা। “উঠবন্দী” প্রণালী ও “চাল কানিলী”
প্রণালী নামে খ্যাত প্রণালী-
উঠবন্দী ও চালকানিলী মতে কোন ভূমি ভোগ করা
প্রণালীর কথা। গেলে, দেশাচারানুগত বা
প্রকারান্তরের যে সকল নিয়মে
ঐ ভূমি ভোগ হয়, এই আইনের কোন কথাক্রমে
সেই সকল নিয়মের কোন ব্যাঘাত হইবে না।

২১৫ ধারা। এই আইনের কোন কথায় কোন হাট-
চাকরাণ ভাস্কর সম্বন্ধে
না থাকিবার কথা। ওয়ালী বা অন্য চাকরাণ ভানু
কে কোন অনুমতির ব্যাঘাত
হইবে না, বিশেষতঃ এই আইন
বিধিত হইবার পূর্বে যে চাকরাণ ভাস্কর হস্তান্তর
করিতে বা উইলক্রমে দান করিতে পাঠা যাইতেন, তাহা
হস্তান্তর করিবার বা উইলক্রমে দান করিবার স্বত্ব এখনও
হইবে না।

২১৬ ধারা। কোন রাজত্ব রাজতন্ত্ররূপে আপন যোতের
অংশ না হইয়া বাস্তব ভূমি
এক ভূমির কথা। ভোগ করিলে, ঐ বাস্তব ভূমির
অজায়বদের অনুবাদ দেশাচার
ধারা নিয়মিত হইবে।

২১৭ ধারা। কোন দেশাচার বা দেশাচারানুগত
দেশাচার সংস্কারের
কথা। স্বত্ব এই আইনের বিধানের
সহিত অঙ্গভূত না হইলে অথবা
এই আইনের বিধানক্রমে
স্পষ্টতঃ বা অবশ্যক অনুমানানুসারে পরিষ্টিত বা
বিস্তৃত না হইলে, এই আইনের কোন কথায় তাহার কোন
ব্যতিক্রম হইবে না।

উদাহরণ।

কোন রাজত্ব কোন অনুবাদ দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হয় এই দেশা-
চার এই আইনের বিধানের সহিত অঙ্গভূত নহে, এবং এই আই-
নের বিধান দ্বারা স্পষ্টতঃ বা অবশ্যক অনুমানানুসারে পরি-
বিস্তৃত বা বিস্তৃত করা যায় নাই; সুতরাং উক্ত দেশাচার কোন
স্থানে থাকিলে, এই আইন দ্বারা তাহার কোন ব্যতিক্রম
হইবে না।

১৮শ অধ্যায়।

মিরাদ বা ভাষাদি বিষয়ক বিধি।

২১৮ ধারা। (১) এই আইনের ৪র্থ তফসীলের
৪ তফসীলমত মোক-
দ্দমা, আপীল এবং
প্রার্থনা বা দরখাস্তের
মিহাদের কথা। নিষিদ্ধ মোকদ্দমা, আপীল এবং
প্রার্থনা বা দরখাস্ত তত্ত্ব জনা
ঐ তফসীলের নিষিদ্ধ সময়ের
মধ্যে উপস্থিত করিতেও করিতে
হইবে; এবং ঐরূপ মিহাদ

কালের পর উক্তরূপ যে প্রত্যেক মোকদ্দমা বা আপীল
উপস্থিত করা যায়, এবং প্রার্থনা বা দরখাস্ত করা
যায়, তাহা মিহাদ উত্তীর্ণ হইবার কথা না তোলা
গেলেও অগ্রাহ্য হইবে।

(২) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের অব্যবহিত
পূর্বে যে মোকদ্দমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা বা দর-
খাস্ত উপস্থিত করিলে মিহাদ উত্তীর্ণ হওয়া প্রযুক্ত
বারিহ হইত, এই ধারার কোন কথাক্রমে সেই মোক-
দ্দমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা বা দরখাস্ত করিবার
স্বত্ব পুনর্জীভিত হইবে না।

২১৯ ধারা। ভারতবর্ষীয়
মিহাদ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের
আইনের ৭, ৮ ও ৯ ধারা;
২১৮ ধারার লিখিত মোকদ্দমা
বা প্রার্থনা সম্বন্ধে থাকিবে না।
ভারতবর্ষীয় মিহাদ
বিষয়ক আইনের কিয়-
দংশ ই মোকদ্দমা প্র-
তিষ্ঠা না থাকিবার কথা।

১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

দণ্ডের কথা।

২২০ ধারা। (১) এই আইন অনুসারে কিম্বা অন্য
কসমে বে-আইনীমতে যে কোন আইনমতে লেবৎ
হস্তক্ষেপ করিলে দণ্ডের
কথা। ন্য হইয়া, যদি কোন ব্যক্তি

(ক) কোন প্রজার যোতের কসল ক্রোক করে
কিম্বা ক্রোক করিবার উদ্যোগ করে, কিম্বা

(খ) এই আইনমতে নিষিদ্ধরূপে যে ক্রোক করা
যায়, তাহার বাধা দেয়, কিম্বা এই আইনমতে নিষিদ্ধ-
রূপে যে কোন সম্পত্তি ক্রোক করা যায়, তাহা বল-
পূরক বা গোপনে স্থানান্তর করে, কিম্বা

(গ) প্রজার অনুমতি বা সম্মতি ব্যতিরেকে কোন
যোতের কসল কাটিতে, সংগ্রহ করিতে, সঞ্চিত করিতে,
স্থানান্তর করিতে, কিম্বা প্রকারান্তরে তাহা লইয়া কার্য
করিতে বাধা দেয়, বা দিবার উদ্যোগ করে,

তবে তিনি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অর্থমতে অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(২) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অর্থমতে যে কোন ব্যক্তি (১) প্রকরণের লিখিত কোন কাণ্ড করিতে সহায়তা করেন, তিনি উক্ত আইনের অর্থমতে অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ কর্তব্যে সহায়তা করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

ভূম্যধিকারীদের কর্মকারক ও প্রতিনিধিদের কথা।

২২১ ধারা। (১) কোন আদালতে বা অন্য কর্তৃপক্ষের নিকটে এই আইনমতে

ভূম্যধিকারীর কর্মকারক কোন ভূম্যধিকারীর উপস্থিত দ্বারা কাণ্ড করিবার কথা। হইবার, প্রার্থনা করিবার বা কোন কাণ্ড করিবার আদেশ বা অনুমতি থাকিলে, উক্ত আদালত বা কর্তৃপক্ষ একা রাষ্ট্রের আজ্ঞা না করিলে, ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত ক্ষমতাপত্রক্রমে এতদর্থ ক্ষমতা প্রাপ্ত ভূম্যধিকারীর কর্মকারকও এই সকল কর্ম করিতে পারিবেন।

(২) এই আইনে যে প্রত্যেক নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী কারবার বা তাঁহাকে দিবার আদেশ আছে, তাহার জারী স্বীকার করিতে বা তাহা লইতে পূরণোক্তমতে ক্ষমতা প্রাপ্ত ভূম্যধিকারীর কর্মকারকের উপর জারী করা গেলে, কিম্বা তাঁহাকে দেওয়া গেলে, যদি নিজ ভূম্যধিকারীর উপর তাহা জারী করা যাইত কিম্বা তাঁহাকে দেওয়া যাইত, তাহা হইলে যেকোন ক্ষম হইত, এই আইনের কাণ্ডগত্রে সেইরূপ ক্ষম হইবে।

(৩) কর্মকারক নিয়োগ করিবার কিম্বা তাহাকে ক্ষমতা দিবার নিদর্শনপত্র ছাড়া যে প্রত্যেক দলীল এই আইনের আদেশমতে ভূম্যধিকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত বা সঠিককৈটুক্ত হওয়া আবশ্যিক, তাহা এতদর্থ ক্ষমতা প্রাপ্ত ভূম্যধিকারী কোন কর্মকারকের দ্বারা স্বাক্ষরিত বা সঠিককৈটুক্ত হইতে পারিবেন।

২২২ ধারা। দুই বা তদধিক ব্যক্তি একজন ভূম্যধিকারী হইলে, যাহা কিছু

একজন ভূম্যধিকারী-দের একত্রে বা সাধারণ কর্মকারকের দ্বারা বাহ্য করিবার কথা।

অনুমতি আছে, তাহা তাঁহারা উভয়ে বা সকলে একত্র হইয়া করিবেন কিম্বা তাঁহাদের উভয়ে বা সকলের পক্ষে কর্ম করিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কর্মকারক করিবেন।

রাজস্ব কর্মচারীদের ক্ষমতার কথা।

২২৩ ধারা। রাজস্ব কর্মচারীদের উপর এই আইনের

কর্মচারীদের কার্য-প্রণালী ও ক্ষমতা সংক্রান্ত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।

কোন কর্মের ভার অর্পিত হয়, সেই কর্ম সম্পাদনায় তাঁহাদের সে কাণ্ড প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার বিধান করণার্থ স্থানীয় গবর্ণমেন্ট মন্যে রাজস্বীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আইনসম্মত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং এই বিধি দ্বারা এরূপ কোন কর্মচারী প্রতি

(ক) মোকদ্দমার বিচারকালে কোন দেওয়ানী আদালত যে কোন ক্ষমতামুসারে কাণ্ড করিতে পারেন এরূপ কোন ক্ষমতা, ও

(খ) কোন ভূমিতে প্রবেশ করিবার এবং তাহা জরীপ ও চিহ্নিত করিবার ও তাহার মানচিত্র করিবার ক্ষমতা, ও

(গ) জমীর শক্তি বুঝিয়া দেখিবার নিমিত্ত কোন ভূমির ক্ষমল কাটিবার ও বাড়িবার ও উৎপন্ন শস্যাদি ওজন করিবার ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

বিধির কথা।

২২৪ ধারা। (১) এই আইনের কোন ধারামতে

বিধি প্রণয়ন, প্রকাশ ও দৃঢ় করিবার কাণ্ড প্রণালীর কথা।

বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা-প্রাপ্ত প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ উক্ত বিধি করিবার পূর্বে প্রস্তাবিত বিধির পাণ্ডুলেখা, যে ব্যক্তির দ্বারা স্পষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তাঁহাদের অবগতি নিমিত্ত প্রকাশ করিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেন্টের বা হাই কোর্টের এণীত বিধি হইলে, উক্ত গবর্ণমেন্টের বা কোর্টের বিবেচনায় সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সম্মান দিবার পক্ষে যাহা উপযুক্ত বোধ হয়, সেই প্রকারে এই বিধি প্রকাশ করা যাইবে; অন্য কোন কর্তৃপক্ষের এণীত বিধি হইলে, তাহা নির্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে। কিন্তু এরূপ প্রত্যেক পাণ্ডুলেখা রাজস্বীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

(৩) উক্ত পাণ্ডুলেখার সহিত একত্রে নোটিস প্রকাশ করা যাইবে। প্রকাশ করণের তারিখের পর এক মাস অতীত হইবার পূর্বে না হয়, উক্ত পাণ্ডুলেখা একমুখ্যে তাহা প্রকাশ করা যাইবে।

(৪) এই নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে উক্ত পাণ্ডুলেখা সমক্ষে কোন ব্যক্তি যে কোন আপত্তি বা প্রস্তাব করেন, উক্ত কর্তৃপক্ষ তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিবেন।

(৫) এই আইনমতে এণীত হইয়াছে বলিয়া কোন বিধি রাজস্বীয় গেজেটে প্রকাশ করা গেলে, এই প্রকাশ পরগই উক্ত বিধি যথাবিহীন এণীত হইবার লিঙ্কাত প্রমাণ হইবে।

সেই জিলার কিয়ৎকালীন বন্দোবস্ত থাকে তৎসম্বন্ধীয় বিধানের কথা।

২২৫ ধারা। যে মহালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এখন

যে জিলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় নাই, সেই জিলার যে ভূমি ভোগ হয়, তৎসম্বন্ধে না খাটিবার কথা।

হইবে না। কিন্তু কোন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ গবর্ণমেন্টের

ছােনে চূড়ান্ত বন্দোবস্ত করিবার, বা বন্দোবস্ত দৃঢ় করিবার ক্ষমতা পাইয়া বন্দোবস্তী কার্যাবস্থায় যথো বন্দোবস্তের বিধান অতীত হইবার পর অবশ্যিক হইবে খাজানা দিয়া ভোগ করিবার অঙ্গ স্পষ্টে বাক্যে বর্ণিত করিয়া থাকিলে, অতঃপূর্ব কথা।

২২৬ ধারা। যাহা চিরন্তন বন্দোবস্তী কৃষির অন্তর্গত হবে, এরূপ কোন কৃষি বিনা খাজানার কিম্বা অবশ্যিক খাজানায় ভোগ করিবার অঙ্গ এই কৃষির বন্দোবস্ত দেওয়া গেল নথি দ্বারা অনুধিকারী পাঠ্য মিলে কিম্বা অন্য কোন চুক্তি করিলে, এবং পাঠ্য বা চুক্তি বলবৎ থাকিলে

(ক) কৃষির রাজস্ব উক্ত কৃষির অঙ্গ প্রথম দেয় হইলে, কিম্বা

(খ) উৎসাহকে কৃষির রাজস্ব পূর্ণ দেয় হইয়া থাকিলে ও কৃষির রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত করা গেল,

উক্তর পক্ষে যথো চুক্তিতে একারান্তরের কথা সত্ত্বেও, কোন রাজস্ব কর্মচারী কৃষি পরিচরিত বা প্রজার প্রাধান্য নত আক্রমণে এই আইন নর বিধান অনুসারে উক্ত কৃষির উৎসাহ ও ন্যায় খাজানা ধারা করিতে পারিবেন।

যাকর প্রকৃতি ধর্মের কথা।

২২৭ ধারা। বাকী খাজানা আদায় করণার্থে যেকোন এক আইনের যে সকল বিধান থাকে, কোন যাকর, যাকর, জমাদার প্রভৃতি দ্বারা সম্বন্ধে বাহ্যিক কিছু দিতে বা অর্পণ করিতে হয়, তাহা আদায় করিবার মোকদ্দমায় বত দূর সম্ভব সেই সকল বিধান থাকিবে।

বিশেষ আইন সংরক্ষণের কথা।

২২৮ ধারা। এই আইনের কোন অধীন—

(ক) এই আইনের দ্বারা স্পষ্টে করিতা যে কোন আইন রক্ষিত করা হয় নাই, সেই আইনের নিম্নলিখিত বন্দোবস্ত কার্যকরের ক্ষমতার ও কর্মের,

(খ) গবর্ণমেন্টের মহালের কিম্বা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের বা রাজস্ব কর্তৃপক্ষের অধিকারী মহালের খাজানা আদায়ের কাছ প্রণালীর বিধান করা যাকোন আইনের,

(গ) গবর্ণমেন্টের বাকী রাজস্বের নিম্নলিখিত দ্বারা প্রদত্ত অসিদ্ধকরণ সংক্রান্ত কোন আইনের,

(ঘ) পাল্লুজারী মহালের বাটীয়াতী সংক্রান্ত কোন আইনের, কিম্বা

(ঙ) এই আইনের দ্বারা স্পষ্টে বা পরিষ্কার অনু-বানীভূত যে কোন আইনের অন্য আইন রক্ষিত করা না যায়, তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

প্রথম তফসীল।

(২ ধারা দেখ।)

যে আইন বলিও হইল।

বঙ্গদেশে প্রচলিত আইন।

সাল ও নং।	যে বিষয়ে আইন।	যতদূর উক্ত করা গেল।
১৭২০ সালের ৮ আইন।	মুবেজার বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যার সমস্ত জমীদার ও হুদুদীভুক্তদার প্রভৃতি জমী- দারদিগের সহিত সরকার- ের মালিকানাধীন অর্থে দশ- সনো বন্দোবস্তের বিষয়ে যে সকল আইন ইংরেজী ১৭৮২ সালের ১৮ নভেম্বর ও ২৪ নভেম্বর এবং ইংরেজী ১৭৯০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি প্রচার পূর্ব যে তাবিখে নির্দিষ্ট হই- য়াছে তাহার পরিবর্তে পরি- কর ও চরিত্ত করিবার আইন।	১৭৭০-৭৩. ১৭৭৩-৭৬. ১৭৭৬-৭৯.
১৮০৫ সালের ১২ আইন।	এই আইনে বেসিন্দারদিগের পটীশপূর্ব, কামাদিগের ও বাকী পটীশপূর্ব কামাদিগের বন্দোবস্ত ও সরকারী রাজস্ব আদায় করণার্থ আইন।	৭ ধারা।
১৮১২ সালের ৫ আইন।	কৃষির মালিকানাধীন ওহরীতের বিষয়ে যে সকল আইন এই আইনে চলন আছে তাহার কোন দাঁড়া শুদ্ধি বাব ও পরিবার নিমিত্ত আইন।	১, ২, ৩, ৪ ও ২৭ ধারা।
১৮১২ সালের ১৮ আইন।	ইংরেজী ১৮১২ সালের ৫ আই- নের ২ ধারার মধ্য স্পষ্ট ও বিবরণ কিম্বা লিখিত ও ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ৫ ও ৮ ধারা ও ১৭৯৪ সালের ৫০ আইনের ৩ ও ৪ ধারার দ্বারা রক্ষিত কৃষি- বান ও এই সকল ধারার নিমিত্ত দাঁড়া বাকী পরিবর্তন দাঁড়া নির্দিষ্ট করিবার নিমিত্ত আইন।	হুদুদার এবং ১ ও ৩ ধারা।
১৮১৯ সালের ৮ আইন।	কোন অধিকার সিদ্ধ হইল ও উৎসাহকীয় করার দ্বারা সমস্ত চরিত্তের কথা স্পষ্টে কিম্বা লিখিত ও জমীদারদিগের ও পটীশপূর্ব জমীদার ও গাঙ্গুলি পটীশপূর্ব দ্বারা বিবরণ ও জমাদারের বাকী নিমিত্ত নৈসর্গিক বাকী নিমিত্ত কর ও তাহার প্রকার ও নিয়ম বিবরণ ও বাঙ্গলা দেশ জমীদারদিগের ও জমীদারদিগের ওহরীতের দাঁড়ার মধ্যে পূর্ণের নিমি- তি কোন দাঁড়া শুদ্ধি বাব স্পষ্টে বাকী ও তাহার কোন দাঁড়া শুদ্ধি বাব নিমিত্ত আইন।	স্পষ্ট আইন।

১ম তফসীল—(চলিতেছে।)

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর রহিত করা গেল।
১৮৮০ সালের ১ আইন।	যদি জমীদারের বাকী ভাড়া তা- লুকদারের শিরে পড়ে ও সে নিমিত্তে জমীদার তালুক নীলাম করাইবার ক্ষমতা পায়, তবে সেই নীলাম ই জো ১৮১১ সালের ৮ আইনের নীলামের মত হইবার নিমিত্তে আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৮৫ সালের ১১ আইন।	চরের কি কোন নদী কি ন- দুজ শ্রীনতাগ করণ প্রযুক্ত যে ভূমি পাওয়া যায় সেই ভূমির দাওয়ার নিশ্চয়িত্তে যে হুকু- মেতে দুষ্টি রাখা করিতে হইবেক সেই হুকুম প্রকাশ করিবার নিমিত্তে আইন।	৪ ধারার ১ প্র- করণে "এবং ইহা হইবে অধি বহু কোন প্রধার মখীলকারের পেটীর কোন মখীলকারের দখলের কু- মিতে সংশয় হব" এই কথা মুছে প্র- করণের শেষ পর্বান্ত।

বঙ্গদেশের স্বতন্ত্রতার প্রণীত আইন।

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর রহিত করা গেল।
১৮৮২ সালের ৬ আইন।	১৮৮১ সালের ১০ আইন অনুসারে কোর্ট ইলিয়ম রাজধানীর অ- ধীন বঙ্গদেশের মধ্যে রাজানা আদায় করণের আইন সংশো- ধন করিবার আইন) সংশো- ধন করণের আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৮৭ সালের ৮ আইন।	আগমপত্রের কিয়ৎ প্রচলিত দেশাধীনে বসে যে পেটাত তালুক বিক্রয়দার কি প্র- কাগজের সম্বন্ধীকৃত হইতে পারে তৎসম্পর্কীয় বাকী রাজানা আদায় করণপত্রকে তাহা বিক্রয় করিবার ব্যতীত সংশোধনার্থ আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৮৭ সালের ৪ আইন।	স্বতন্ত্রতা বিজিত বঙ্গদেশের জীবিত সেক্টরেন্ট গবর্নর সাহে বের প্রচলিত ১৮৮২ সালের ৬ আইনের বাধ্যতা ও সং- শোধন করিবার এবং কোন বিচার সিদ্ধ করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৮৯ সালের ৮ আইন।	ভূমি অধিকারী ও প্রজার মধ্যে যে মোকদ্দমা হয় তাহার তাহা- প্রণালী সংশোধন করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৭১ সালের ৮ আইন।	বঙ্গোত্তরাধিকারকারকদের ক- মতা নিশ্চয়িত্ত ও নীতিবহু করিবার নিমিত্ত আইন।	সম্পূর্ণ আইন।

স্বতন্ত্রতা বিজিত জীবিত গবর্নর জেনারেল সাহেবের
প্রণীত আইন।

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর রহিত করা গেল।
১৮৮০ সালের ২৪ আইন।	১৮১১ সালের ৮ আইন ও ১৮৪৬ সালের ৪ আইন অনুসারে যে ভূমির নীলাম সম্পূর্ণ না হয় তাহাতে বাসনার টাকা লগকায়ে জরুর আইন।	যে পর্য্যন্ত র- হিত হইয়াই সেই পর্য্যন্ত।
১৮৮০ সালের ৪০ আইন।	বালুয়ামেদে পত্তনী তালুকের নীলামের নিমিত্তে যে দাঁ- ড়ার আদায়ক আছে তাহা লগকায়ে আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৮০ সালের ৬ আইন।	মালিকানাধীন বাকীস বিষয়ের সরাসরী মোকদ্দমা এবং প- ত্তনী তালুক ও বিক্রয়যোগ্য অন্যান্য অধিকারের নীলাম এবং রাজানার বিষয়ের সরাস- রী ডিক্রীজারী করণার্থে ভূমির নীলামের বিধি আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৮১ সালের ১০ আইন।	কোর্ট ইলিয়ম রাজধানীর অ- ধীন বালুয়ামেদে রাজানা আদায় করিবার আইন সং- শোধন করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।

দ্বিতীয় তফসীল।

[৩ (১৬) ধারা দেখ।]

১৮১১ সালের ৮ আইনের হেতুবাদ হইতে উদ্ধৃত।

"দশমালা বঙ্গোত্তরাধিকার তালুকদারেরা আপনাদিগের
ইচ্ছাঃ ইচ্ছাঃ দিতে উদ্ভাবনা করণী আছে
মেথিরা নূতন করণদানের স্বত্তি করিয়াছে ও প্রথমতঃ
তাহা দ্বিগানের রাজার জমীদারীতে প্রকাশ হইয়াছে
একদে অন্য স্থানেও হইতেছে ও এ অধিকারের প্রকাশ
এই যে জমীদার কোন ব্যক্তিকে উত্তরাধিকারী জনিতে
তালুক দেয় ও তাহার মূল্য যে ব্যক্তি তাহা লয়
তাহার ও তাহার উত্তরাধিকারিগণের পাওনা সর্বকা-
লের নিমিত্তে করিয়া দেয় ও তালুকদারের স্থানে মাল
আদায় ও ফেলার আদায় পওয়া ও তা লওয়ার ক্ষমতা
আপনি রাখে কেন না যদি তালুকদারকে আদায় দেওন
হইতে বাক করে তবে তাহার পরে ঐ তালুক বিক্রয়-
দির হার; যে ব্যক্তির হাতে যায় সে এড়াতে পারে না
বরং তাহার স্থানে লগতে পারে ও ইহা এইজন্যকার
রেঞ্জার অর্থাৎ চলনমতে আদায় গেল।

"তাহার দস্তাবেজেতে নিয়মের মধ্যে ইচ্ছা দেখ
থাকে যে বাকী পড়িলে সে নিমিত্তে জমীদার তাহা
বিক্রয় করিতে পারিবেক ও যদি বিক্রয়ের পণ বাকীর
সংখ্যা মত তত না হয় তবে বাহা বাকী থাকে তাহা
তালুকদারের শিরে থাকিবেক যে সে নিমিত্তে তাহার
মাল আদায় বিক্রয় হইতে পারে।

"এ সকল এমত অর্থাৎ অধিকারকে পত্তন তালুক
বলে ও তাহা লগিয়া অনেক লোক এ সকল নিয়ম ও
নির্দেশে তাহা অন্য লোককে দেয় ও তাহার দর
পত্তনীদার কলার ও দরপত্তনীদার অন্যের দেয় ও
ক্রমে এইমত। ও ইচ্ছারিগণের এতকের দস্তাবেজ এক
মতদুমে হয়।"

କବିହେନ ମାଠି ।

- [illegible]

—
বঙ্গদেশের জাতিস্বয়ং বিয়াক ১৮৮৪ সালের আইনের ১৯ ধারায় নিম্নলিখিত বিধান আছে।—

“ ৩৯ খার্ড । (১) কোন প্রজাণ থাকামার হিসাবে কোন টাকার মিলে, যে বৎসরে কিয়ৎ যে বৎসরের যে কিস্তিতে ঠাঁই জনা মিতে চাহেন, তাহা নির্দেশ করিতে ইচ্ছা করিলে জনা মিতে হইবে তাহার কথা ।
পারিবেল এবং ওসমুসারে এই টাকার জনা মিতে হইবে । ”

“(২) এজন্য একশ কোষ নিঃসর্জন করা করিলে, দুম্বাধিকারী যে বংশধরকে যে কিস্তি উচিত বোধ করেন, সেই বংশধরের সেই কিস্তির হিসাবে ঐ টাকা জমা দিতে পারিবেন।”

(তৃতীয় তফসীল ১—কবজ ও হিসাবের পাঠ ।)

হিসাবের পাঠ ।

১। সাল	হাল	টাকা।
২। প্রজার নাম		
৩। যোক্তের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি)	বিষয়	হাল
		টাকা।
	মগদী	
	গবর্ণমেন্টের কর	
		টাকা।
	ভাওলী	
	জলকর	...
	বনকর	...
	ফলকর	...
		মণ
		টাকা।
৪। বৎসরের তলব	...	
৫। পূর্বে বৎসরের বাকী (বকেয়া)	...	
		টাকা।
৬। মোট তলব (হাল ও বকেয়া)	...	
		টাকা।
৭। প্রত্যেকের হিসাবে দেওয়া গেল	{ হাল তলব	...
	বকেয়া তলব	...
		মণ
৮। শস্য দেওয়া গেল	...	
		টাকা।
৯। বৎসরের শেষে বাকী		
১০। কৃষিমীর স্বাক্ষর		

হিসাবের পাঠ ।

১। সাল	হাল	টাকা।
২। প্রজার নাম		
৩। যোক্তের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি)	বিষয়	হাল
		টাকা।
	মগদী	
	গবর্ণমেন্টের কর	
		টাকা।
	ভাওলী	
	জলকর	...
	বনকর	...
	ফলকর	...
		মণ
		টাকা।
৪। বৎসরের তলব	...	
৫। পূর্বে বৎসরের বাকী (বকেয়া)	...	
		টাকা।
৬। মোট তলব (হাল ও বকেয়া)	...	
		টাকা।
৭। প্রত্যেকের হিসাবে দেওয়া গেল	{ হাল তলব	...
	বকেয়া তলব	...
		মণ
৮। শস্য দেওয়া গেল	...	
		টাকা।
৯। বৎসরের শেষে বাকী		
১০। কৃষিমীর স্বাক্ষর		

চতুর্থ তফসীল।

মিরাদ।

(২১৮ ধারা দেখ।)

১ খণ্ড।—মোকদ্দমা।

মোকদ্দমার বর্ণনা।	মিরাদ।	যে অবধি মিরাদ চলে।
১। যে নিয়ম লম্বন্ধে এঙ্গল এক বৎসর নিয়মভঙ্গের তারিখ অবধি।		
২। বাকী থাজানা আদায়ের মোকদ্দমা— (ক) ৭৩ ধারায়তে ঐ খণ্ডের থাজানা নিমিত্ত আমানত করিবার পূর্বে বাকী পড়িয়া থাকিলে।	ছয় মাস।	আমানতের তারিখ অবধি।
(খ) মালতরে	তিন বৎসর	বাজালা লন বেং স্থানে চলিত আছে সেই স্থানে বাজালা লনের শেষ যে দিনে বাকী পড়ে সেই দিন অবধি এবং আমদী ও কসদী লন যে স্থানে চলিত আছে সেই স্থানে ঐজ্ঞা মাসের শেষ যে দিনে বাকী পড়ে সেই দিন অবধি।
৩। বাকী মখলীসবিধিষ্ট রায়ভঙ্গরূপে জুমির দাওয়া করিলে, উক্ত জুমির মখল কিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা।	দুই বৎসর	বে-মখল হইবার তারিখ অবধি।

২ খণ্ড।—আপীল।

আপীলের বর্ণনা।	মিরাদ।	যে অবধি মিরাদ চলে।
৪। এই আইনমত কোন ডিক্রী বা আজার উপর জিলার জজ বা বিশেষ জজ সাহেবের আদালতে আপীল হইলে।	ত্রিশ দিন	যে ডিক্রী কি আজার উপর আপীল হয় তার তারিখ অবধি।
৫। এই আইনমত কালেক্টরের কোন আজার উপর কমিশ্যনার সাহেবের নিকট আপীল হইলে।	ত্রিশ দিন	যে আজার উপর আপীল হয় তার তারিখ অবধি।

৩ খণ্ড।—প্রার্থনাপত্র।

প্রার্থনাপত্রের বর্ণনা।	মিরাদ।	যে অবধি মিরাদ চলে।
৬। যে ক্ষেত্রে ডিক্রীমত থাজা চলে বা বসে ডিক্রী জারী হইতে দেন নাই সেই ক্ষেত্রে এই আইনমত কিয়া এই আইন দ্বারা রহিত করা কোন আইনমত ডিক্রী বা আজা জারী করিবার প্রার্থনাপত্র; যদি ডিক্রীর টাকার উপর ডিক্রীর পর যে সুদ জমে তাহা বাদে কিছ ই ডিক্রী জারী করিবার খরচা সমেত ৫০০২ শতের অধিক টাকার নিমিত্ত ডিক্রী না হয়।	তিন বৎসর	(১) ডিক্রীর বা আজার তারিখ অবধি; কিয়া (২) আপীল করা গেলে, আপীল আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রীর বা আজার তারিখ অবধি কিয়া (৩) বিচার সমালোচনা করা গেলে, সমালোচনাক্রমে নিষ্পত্তি হইবার তারিখ অবধি।

ভিন্ন ভিন্ন মত।

বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধীয় সিলেট কমিটির অধিকাংশ সভ্যের রিপোর্ট হইতে আমার মত ভিন্ন।

১৮৮৩ সালের ১১ নবেম্বর অবধি কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং ১৮৮৪ সালের ১৩ মার্চ উহার কার্য শেষ হয়। প্রথমতঃ সপ্তাহে দুইবার বাত্র কমিটির অধিবেশন হইত। কোন বিষয়ে সংশোধনের প্রস্তাব করিতে হইলে সভ্যদের ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে সংবাদ দিতে হইত। ২৬ জানুয়ারি তারিখে স্থির হয় যে সপ্তাহে তিন দিন ২ টা অবধি ৫½ পর্য্যন্ত কমিটির অধিবেশন হইবে, সংশোধন প্রস্তাবের সংবাদ অধিবেশনের পূর্ক দিন সেক্রেটারীর নিকটে প্রেরণ করিতে হইবে। অধিবেশনের দিন প্রাতে সংশোধনের প্রস্তাব মেম্বরগণের নিকটে প্রেরিত হইত। এইরূপ নূতন বন্দোবস্ত প্রস্তাব করার কারণ এই যে, তখনও কমিটির হাতে অনেক কার্য থাকিছিল ও লিমলা গমনের সময়ও উপস্থিত প্রায় হইয়াছিল। এই বন্দোবস্তে মেম্বরদিগের নিজেদের যে অনুরোধ হইয়াছিল তাহা অগ্রাহ্য করিলেও এবং তাঁহারা এই কার্যে সমস্ত সময়ক্ষেপ করিয়াছেন স্বীকার করিলেও সংশোধনের জন্য প্রস্তুত হইতে তাঁহাদের ১০ ঘণ্টা এবং উহার বিশেষ আলোচনার্থ ৬ ঘণ্টা সময়ও প্রায় থাকিত না, আমি একথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এরূপ বন্দোবস্তে মেম্বরদিগের প্রত্যেকের প্রতিই অমায়্য করা হইয়াছিল। আমার মত অবস্থার লোকের প্রতি আরও অবিচার হইয়াছিল, কারণ আমি তাঁহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করি বলিয়া লোকের বিশ্বাস, আমি তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিবার সময় পাইতাম না। ইহাতে যে কেবল মেম্বরদিগের প্রতিই অবিচার হইয়াছিল এমন নহে, যে সকল গুরুতর বিষয় লইয়া বাদানুবাদ তাহার প্রতিও অবিচার হইয়াছিল। আমি কর্তব্য বিবেচনায় এবিষয়ে প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার প্রতিবাদ ফলোপধায়ক হয় নাই। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে কমিটির নিকটে যে সকল বিষয় উপস্থিত করা হইয়াছিল এরূপ অবস্থায় যত দূর সম্ভব তাঁহারা সকল বিষয়েই বিশেষ মনোযোগ দিয়া কার্য করিয়াছেন, এবং আমার প্রতি যত দূর সম্ভব শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু শেষোক্তগণ গুরুতর প্রশ্ন সমূহের মীমাংসায় অত্যন্ত ত্বরান্বিত হইয়াছিল। এরূপ ত্বরান্বিত অপরিহার্য হইলেও ইহা একান্ত দুঃখের বিষয় মনে হয় না।

মন্ত্রিসভার বিধি অনুসারে কমিটির এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধীয় কাজের কথা বিষয়ে সাংগীর এজাহার প্রণেত্র ক্ষমতা থাকিলে ভাল হইত। কমিটি যে এই ক্ষমতার আবশ্যকতা বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পদ্ধতিসিদ্ধ না হইলেও, মানবের জীবিত লেটেস্টেনেট পদবীর সাহেবের পরামর্শমতে পেটাও বিলি সম্বন্ধে কমিটিতে কয়েকজন বহুদর্শী জমীদারের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছিল।

কমিটির হস্তে পড়িয়া পাণ্ডুলিপির অনেক গুরুতর পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু উহার মূল সূত্র অপরিবর্তিত রহিয়াছে। কোমর বিষয়ে মূল পাণ্ডুলিপিতে যে রূপ ছিল তদপেক্ষা জমীদারদিগের অবস্থা অধিকতর মন্দ করা হইয়াছে। কয়েকটি ক্ষুদ্র বিষয়ে জমীদার ও রাঁয়ত উভয়ের প্রতিই অপকপাতে সুবিচার করা হইয়াছে। বর্তমান আইনে যে রূপ আছে তাহা অপেক্ষা মধ্যবর্তী ভূম্যধিকারীগণের বিলক্ষণ ইলাত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে ভূমিকরক, যাহার জন্য কমিটি এত চিন্তিত তাই প্রকাশ করিয়াছেন, আমার ভয় হয় যে কলে তাহার অবস্থা বর্তমান অপেক্ষা মন্দ দাঁড়াইবে। আমি এখন সমস্ত পাণ্ডুলিপির বিচার করিতে ইচ্ছা করি না এবং উজ্জ্বল এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত কথায় প্রবেশ করিব না।

এই পাণ্ডুলিপির বিক্ষেপে আমার আপত্তির প্রধান কারণ এই :-

১ম।—ইহা বর্তমান ও প্রাচীন ভূমিসংক্রান্ত আইনের বিরোধী। ইহা একদিকে কতকগুলি স্বত্ব অপহরণ করিতেছে ও অপরদিকে উক্ত আইনের ব্যক্তিগত কতকগুলি স্বত্ব প্রদান করিতেছে। ২য়।—ইহাতে রেগুলেশন আইন সমূহের যে রূপ ব্যাখ্যা সম্পন্ন করা হইয়াছে, তাহা আদালতের মীমাংসার বিরোধী, এবং প্রমাণরহিত ঘটনা ও বিবরণ সমূহকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। ৩য়।—খাজানা আদায় ও খাজানার বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় কার্যপ্রণালীর সরলতাপাদনরূপ যে মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা এতদ্বারা সূক্ষ্ম হইবে না। ৪র্থ।—ইহাতে ভূম্যধিকারী ও প্রজাপুঞ্জের মধ্যে বিবাদ ও বিসম্বাদ উৎপাদিত হইবার ও মোকদ্দমার মোকদ্দমার দেশ প্রাতিষ্ঠ করিবার সম্ভাবনা। তাহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের শান্তি ও মঙ্গলের হানি হইবে। ৫ম।—ইহাতে বহুসংখ্যক কৃষক প্রজাকে কৃষাণ (কৃষিশ্রমজীবী) করিয়া তুলিবে। ৬ষ্ঠ।—জমীদার ও প্রজার চুক্তি সম্বন্ধে স্বাধীনতা উঠাইয়া দেওয়ার ও জমীদারী কার্যনির্বাহ ও রাঁয়তদের কার্য সম্বন্ধে আদালত ও রাজস্বসংক্রান্ত কার্যকারকে মধ্যস্থ ও জিজ্ঞাসার স্থল করায়, ইহাতে কৃষকসম্প্রদায়ের উন্নতির সিদানতৃত আত্মনির্ভর শক্তিকে অকর্মণ্য করা হইবে, ও উহার মেকদও বিচ্ছিন্ন করা হইবে, কর্তৃনীতি সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর অবাধ কার্যের বাঁধা দিত করা হইবে, গবর্ণমেন্টের পিতৃস্থানীয় ভাব বদ্ধমূল করা হইবে ও প্রায় প্রতিপদে মোকদ্দমারূপ গুরুতর অনিষ্টের উৎপাদন করা হইবে। গত বৎসর যখন এই পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হয় তখন আমি এই সকল আপত্তি উপস্থাপন করিয়াছিলাম এবং এক্ষণে দুঃখসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে সিলেট কমিটি যে সকল পরিবর্তন করিয়াছেন তাহাতে ইহার একটীও খণ্ডন হয় নাই।

এই পাণ্ডুলিপিতে আমার যে সকল আপত্তি আছে তাহাদের উল্লেখ করিতেছি বলিয়া আমি ইহার অধ্যায়ে অব্যাহতি বিচার করিব অথবা ইহার সমস্ত অংশ বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিব এরূপ প্রস্তাব করিতেছি না। আমি কেবল পাণ্ডুলিপির মূল সূত্র ও কএকটি প্রধান বিশেষ স্থলের আলোচনা করিতে চাই।

তালুকদার ।

ইহারা একদে তালুকদার বলিয়া গণ্য তদতিরিক্ত দুই হুওম শ্রেণীর তালুকদার সন্নিবেশিত করা হইয়াছে যথা, (১ম) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যেসকল রায়ত তাহাদের যোতের অর্ধেকের অধিক অংশ কোর্স বিলি করে (৩৭ ধারা), এবং (২য়) যে সকল রায়তের যোতের পরিমাণ ১০০ বিঘার অধিক এবং যাহাদের যোতের সমস্ত বা কিয়দংশ কোর্স বিলি করা আছে। এরূপ স্থলে বিপরীত প্রমাণ না পাইলে প্রজাকে তালুকদার বলিয়া গণ্য করিয়া লইতে হইবে (৫ ধারা ৫ প্রকরণ)। প্রথমোক্ত ব্যক্তির নাম রূপান্তরিত তালুকদার হইবে। খাজানার দায়িত্ব তিন তালুকদার পদের সমস্ত আর্থব্যয়িক স্বত্ব তাহাতে বর্জিত। শেষোক্ত শ্রেণীর প্রজা তালুকদারদিগের সমস্ত স্বত্ব ও অধিকার প্রাপ্ত হইবে। প্রথম শ্রেণী সম্বন্ধে কোন্ বিচারে যে দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে এই পাণ্ডুলিপি অনুসারে অগ্র্যে ক্রয় করিবার স্বত্ব ও ক্রোকের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল, এবং দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত ইচ্ছা করিয়া অর্ধেকের অধিক ভূমি কোর্স বিলি করিয়াছেন বলিয়া প্রজা সম্বন্ধে জমীনারের ক্ষমতা হ্রাস করা হইল, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ১০০ বিঘার অতিরিক্ত পরিমাণ যোতের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে তালুকদার রূপে পরিণত করা আমার মতে আরো অন্যায় হইয়াছে। তালুকদারের পদবীর কতকগুলি বিশেষ অধিকার আছে, উহা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজার নাই। এই সকল অধিকারের জন্য সাধারণতঃ জমীনারকে বিলক্ষণ দুপয়সা দেওয়া হয়। প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, তালুক চুক্তির শর্ত অনুসারে উত্তরাধিকারযোগ্য ও হস্তান্তরযোগ্য চিরস্থায়ী যোত, এবং উপস্থিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে উহার খাজানার হার স্থলভ হইবে, ও উহা অগ্র্যে ক্রয় স্বত্ব ও ক্রোকের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে। ব্যবহা-পক সভার হুকুম অনুসারে ১০০ বিঘার যোতদারকে তালুকদাররূপে গণ্য করা এদেশের প্রাচীন ও বর্তমান ভূমি-সংক্রান্ত আইনের অনুযায়ী বলিয়া নিশ্চয়ই কেহ তর্ক করিতে পারেন না। এই বিষয়ে ভূস্বামী শ্রেণীর স্বত্বের উপর সাক্ষাৎসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে।

তালুকদারদিগের খাজানার দ্বিগুণ, ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৮ ধারায় যে হারে নীলাম্বরদিগের আদায় করিবে, তৎসম্বন্ধে এই নিয়ম আছে। “মকঃসলী কোন তালুকদারের ভূমির খাজানার হার তাহারই মত অন্য ভূমির খাজানার হারেতে ধরা গেলে সে তাঁহকের জমার বন্দোবস্ত এই হিসাবে হইবেক এতাবত ভূমির উৎপাদের মুখে শতকরা ১০ দশ টাকা করিয়া তালুকদারের মানকর ও তালুক বুঝিয়া তহসীলের খরচা বৃত্ত উচিত হয় তাহা মিনাঃ হইয়া যাচা বাকী থাকে তাহা ঐ মকঃসলী তালুকের জমা ঠাহরিবেক”। ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে এই ধারা রহিত করা হইয়াছে, কিন্তু উহাতে তালুকদার ও পেটাও তালুকদারদিগের খাজানার দ্বিগুণ সীমা ও কারণ সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখ নাই। কিন্তু আদালতের সীমাংশ অনুসারে নিকট-বর্ত্তি তৎসদৃশ তালুকের অধিকারী কর্তৃক প্রদেয় চলিত হারের সীমা পর্য্যন্ত অথবা যে স্থলে চলিত হার সহজে নির্ণয় করিতে পারা যায় না সেস্থলে আদায়ের খরচা বাদ দিয়া মোট আদায়ের শতকরা দশ টাকা অতিক্রম করিয়া না যাও এরূপ সীমা পর্য্যন্ত রক্ষিত করা যাইতে পারে (ফীল্ড সাহেবের ডাটাজেট দেখ)। আদালতের এই সীমাংশ এই পাণ্ডুলিপিতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, কিন্তু পরিবর্ত্তনও অনেক করা হইয়াছে, যথা, “চলিত হারের” পার-বর্ত্তে “দেশাচারানুগত হার” লেখা হইয়াছে, কিন্তু শেষোক্ত হার নির্ণয় করা প্রথমোক্তটী নির্ণয় করা অপেক্ষা অধিক কঠিন। আদালতের সীমাংশায় তালুকদারের লাভ আদায়ের শতকরা দশ টাকার অতিরিক্ত না হয়; কিন্তু পাণ্ডুলিপি অনুসারে তাহার লভ্য শতকরা ১০২ টাকার ন্যূন হইবে না। ঐ শতকরা দশ টাকা আবার আদায়ের নহে। আদায় বলিতে গেলে আমার মতে প্রকৃত প্রস্তাবে আদায়ের টাকা ন্যূন। সে আদায়ের শতকরা দশ টাকা তালুকদারের লভ্য নহে, মোট জমা হইতে কেবল খরচা নহে আবার তাহার উপর আদায়ের স্বর্দ্ধিও বাদ দিলে যাহা অব-শিষ্ট থাকে তাহার শতকরা দশ টাকা অপেক্ষা তালুকদারের লাভ ন্যূন হইবে না। এস্থলে আমার বক্তব্য এই যে, কোন দেশের রাজস্ব সংক্রান্ত আইনে যে আদায়ের স্বর্দ্ধির জন্য বাদ পড়ে একথা আজিও আমার কর্ণগোচর হয় নাই। পবলিক ওয়র্ক সেস ও রোড সেসের হিসাবে প্রজাদের নিকট হইতে অনান্যায়ী টাকার জন্য জমীনার শতকরা কিছুমাত্র বাদ পান না। অথচ সে টাকা দেওয়ার দায়ী তাহারা নহেন। তাহারা বিনা বেতনে গবর্নমেন্টের জন্য টাকা আদায় করেন মাত্র। এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে বর্ত্তমান আইনমতে তালুকদারের যে অবস্থা আছে, তাহার সহিত তুলনা করিলে উহাদের অবস্থা এই পাণ্ডুলিপিতে কত ভাল করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু এখনও সব হয় নাই। বর্ত্তমান আইন অনুসারে তালুকদারের খাজানা মুক্তিসম্ভবরূপে রক্ষিত করা যাইতে পারে, কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে উহাদের খাজানা পূর্ববর্ত্তী খাজানা অপেক্ষা দ্বিগুণের অধিক বর্দ্ধিত করা যাইতে পারিবে না। বর্ত্তমান আইন অনুসারে যাহা রক্ষিত হইবে তাহা একেবারেই দিতে হইবে; কিন্তু পাণ্ডুলিপি অনুসারে আদালত আদেশ দিতে পারেন যে অল্পে অল্পে বর্দ্ধিত হইবে এবং সমস্ত বর্দ্ধি পাঁচ বৎসরে দিতে হইবে; বর্ত্তমান আইন অনুসারে খাজানা রক্ষিত কালের সীমা নির্দিষ্ট নাই, কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে দশ বৎসর সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে। শেষোক্ত তিনটী বিধান উল্লেখের কারণ এই যে, উহাঘারা দৃষ্ট হইবে যে, যে জমীদার ভূমির স্বামী এবং দাক্ষিণ্যস্ব্যস্ত আদানমতে গবর্নমেন্টের রাজস্বের জন্য দায়ী, তাহার বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা করা হয় নাই; কিন্তু যে তালুকদারকে লোকে কোন কাজের মর বলিয়া জানে তাহার প্রতি কত মমতা প্রদর্শন করা হইয়াছে। পেটাও বিলি হওয়ার করার এ উপায় কখনই প্রাপ্ত নহে।

অবধারিত হারের রায়ত ।

১৮৫৯ সালের ১০ আইনে সর্ব প্রথমে এই মর্ম্মের একটি আইনসম্মত অনুমান সন্নিবেশিত হয় যে, কোন মোকদ্দমা আরম্ভ হইবার বিংশতি বৎসর পূর্ব অবধি যদি কোন প্রজার খাজানা অপরিবর্ত্তিত থাকে, তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অবধি সেই হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে বলিয়া অনুমান করিতে

হইবে। ১৮৭৯ সালের ১০ আইন পাস করার সময় একদা অনুমানের যতই প্রয়োজন হইয়া থাকুক না কেন, এখন যেসে প্রয়োজন নাই একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। রায়তদিগের বুদ্ধি ও স্বাধীন কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং দেশের অনেক অংশে ছাপান দাখিল দিবার প্রথা প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। এখন ১৮৭৯ সালে তাহাদিগকে খাজানা বৃদ্ধির দায় হইতে রক্ষা করা যে পরিমাণে আবশ্যক বিবেচনা করা হইয়াছিল, এক্ষণে সে পরিমাণে আবশ্যক নাই। আর একদিকে দেখিতে গেলে এই বিধান দ্বারা জমিদারের সর্বনাশ হইয়াছে। মান্যের ঐযুত রেনল্ড্‌স সাহেব খাজানা কমিশ্যনের পাণ্ডুলিপিসম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে এবিষয়ের বিশেষ উল্লেখ ছিল। তিনি অনেক লোকের মত সংগ্রহ করিয়াছিলেন; তাঁহার সকলেই বলিয়াছেন যে “ইহা দ্বারা জমিদারের উপর অসঙ্গত প্রমাণের ভার অর্পিত হইয়াছে” এবং “নীলাম খরিদারের পক্ষে ইহাতে অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে, কারণ অনেক স্থানে সে পূর্ববর্তী জমিদারের জমিদারী কাগজপত্রের দখল পায় না।” ঐযুত রেনল্ড্‌স সাহেব বলিয়াছেন যে পূর্ণিবার কালেক্টর বিশেষ দক্ষতা সহকারে এইমত সমর্থন করিয়াছেন, কারণ উক্ত কালেক্টরের বিশ্বাস এই যে “সমস্ত বঙ্গদেশে এমন মহান অতি অসঙ্গত আছে, এই অনুমান দ্বারা যাহার কুসাম্য-স্বত্বের ক্ষতি করা হয় নাই” এই অনুমান প্রথা একবারে রহিত না করিয়া ঐযুত রেনল্ড্‌স সাহেব অনুরোধ করিয়াছিলেন যে আইনে এই অনুমান প্রথা প্রবর্তিত হইবার পূর্বে বর্তী বিংশতি বৎসর সমান হারে খাজানা প্রদানের প্রমাণ দেওয়া হইবে এই অনুমানের কায্যসীমাবদ্ধ হওয়া উচিত। তিনি নীলাম খরিদারদের সঙ্গক্ষে আরও এই সুবিধা করিয়া দিতে চাহিয়া ছিলেন যে এই অনুমান তাহাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হইতে পারিবে না। এইরূপ অনুরোধ করার সময় ঐযুত রেনল্ড্‌স সাহেব বলিয়াছিলেন যে “ব্যবস্থাপক সভা কি নিয়ম অনুসারে কার্য করিবেন তাহা নির্ণয় করিবার সময় ১৮৭৯ সালে যে অনুমান প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহাতে তাহার কি কল দাঁড়াইয়াছে প্রদানতঃ তদ্বিষয়েরই বিবেচনা করা উচিত।” এ অনুমান দ্বারা কি জমিদারের পক্ষ হইতে কোন অসঙ্গত দাবী সাধারণতঃ নিরস্ত করা হইয়াছে; না নানান্যুসারে প্রকারে এরূপ অবস্থায় থাকিবার স্বত্ত্ব ছিল না তাহাকে সেই স্বত্ত্ব প্রদান করা হইয়াছে? অনেকেরই বিশ্বাস যে এই প্রশ্নের কেবল একমাত্র উত্তর হইতে পারে। যে সকল স্থলে আদালতে এই অনুমানের কথা উত্থাপিত হইয়া সকল হইয়াছে, তাহার অধিকাংশস্থলেই যে প্রকারে যৌত প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯০০ সালের পরে আরম্ভ হইয়াছে তাহাকে, তাহার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তারিখ হইতে ভূমিভোগ করিয়া আনিতেছে, কেবল মাত্র তাহাদেরই জন্য অতিপ্রেত অধিকার সকল প্রদান করা হইয়াছে। যদি যথার্থই এইরূপ দাঁড়াইয়া থাকে, যেখানে এই নিয়ম পবিত্রীভূত করিবার প্রস্তাব এক্ষণে ছিল, তাহা করা অবিচার বোধ হয় না।

ঐযুত রেনল্ড্‌স সাহেব তাঁহারমত পরিবর্তন করিয়াছেন, ইহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি কিন্তু তথাপি তাঁহার মত পূর্ণেও গেমত ন্যায় ও বিচার সঙ্গত ছিল এখনও তেমনিই আছে। যে মতের উপর নির্ভর করিয়া ঐযুত রেনল্ড্‌স সাহেব পূর্ণে যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, আঁখ তদনুযায়ী আইন সংশোধনের কথা উত্থাপন করি। কিন্তু কামতীর অধিকাংশমতঃ আমার প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন নাই, ইহা অপেক্ষা আরও পরিবর্তিত করিয়া এক প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়, উহাতে উপস্থিত পাণ্ডুলিপি পাশ হওয়ার তারিখের পূর্বে হইতে এই বিংশতি বৎসর গণনা করিবার কথা হয়, কিন্তু অধিকাংশ সভা তাহাও অগ্রাহ্য করিয়াছেন। পাণ্ডুলিপিতে নির্দিষ্ট হারে ভূমি ভোগের আনুমানিক নিম্নলিখিত যতনমূহের উল্লেখ আছে।

১০ ধারা।— অবধারিত খাজানায় না অবধারিত খাজানার হারে যে রায়ত ভূমি ভোগ কবে,

(ক) কোন ভালুকদারের যে যে বিধানের নিয়মাবলী থাকিতে হয়, তাহারও আপন ঘোড়ের হাওয়ার ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সেই সেই বিধানের নিয়মাবলী থাকিতে হইবে, এবং

(খ) তাহার সঙ্গত তদীয় ভূমিাদিকারী যে চুক্তি থাকে, সেই চুক্তির শর্তমতে এই আইন সঙ্গত যে নিয়ম তৎকালে তাহাকে উল্লেখ করা হইতে পারে, সে সেই নিয়ম তৎকালিণ্যে, এই হেতু ভিন্ন অন্য কারণে তদীয় ভূমিাদিকারী তাহাকে উল্লেখ করিতে পারিবেন না।

এই বিধানের সঙ্গিত পূর্বোক্ত বিংশতি বৎসর সম্বন্ধীয় অনুমান একত্র করিলে, আমার মনে মতঃ এই ধারণা হয় যে, ইহা দ্বারা অনুমানের ফল পাইতে অধিকারী হউক আর নাই হউক প্রকারে আপনাদিগকে অবধারিত হারদারী রাগত বসিয়া প্রকাশ করিতে প্ররোচিত হইবে, এবং এইরূপ জমিদারিকে তাঁহার মর্গস্বত্ত্ব হইতে বঞ্চিত করিবে। জমিদার সক্ষম হইলেও মোক্ষমায় খরচাত্ত ও জ্বালাতন না হইয়া আপন স্বত্বরক্ষা করিতে পারিবেন না।

অনুমানের এই ব্যাপ্ত প্রবর্তিত করার ব্যবস্থাপক সভার অতিপ্রায় এই ছিল যে, ইহা দ্বারা যে সকল জমিদারের কিছুতেই সঙ্কে চলাই নাহারা খেন আপন ইচ্ছামতে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ভূমিভোগকারী রাগতদিগের খাজানা না বাড়িয়া লইতে পারে। কিন্তু আজও যদি এই বিধান বলবৎ রাখা যায়, তাহা হইলে এক ব্যাপটে সমস্ত দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাগতকে মোক্ষরীদার বা চিরস্থায়ী ভালুকদাররূপে পরিণত করিবে। ভাল ও মন্দ জমিদারের প্রাতঃ এই বিধানের ফল আশ্চর্যরূপে প্রকাশ হইবে। যে স্থলে জমিদার মোক্ষমায় করিতে অনিচ্ছা, সহিষ্ণুতা অথবা দয়াপ্রবৃত্তি বৎসর দরিয়া খাজানা বৃদ্ধি করেন নাই, তাঁহার যে রায়তেরা যত্নপূর্বক দাখিল গুলি রক্ষা করিয়াছে তাহারা অনায়াসেই আপনাদের দাবী প্রমাণ করিয়া দিবে। অপরক যে জমিদার কখনও একদা আত্ম ও সদয়ভাবে প্রদর্শন করেন নাই এবং সময়ে খাজানা বৃদ্ধি করিয়া প্রজাকে জ্বালাতন করিতে ও উৎকলিত করিতে সক্ষম হইতেন না, তাহার নিশ্চয়ই বিলক্ষণ সুবিধা হইবে। ফল এই হইবে যে ভাল জমিদারের ক্ষতি হইবে ও মন্দ জমিদারের লাভ হইবে।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত ।

সকলেই জানে যে ১৮৫৯ সালের ১০ আইন হইতেই বর্তমান কালের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের উৎপত্তি । কিন্তু আমি এবিষয়ের বাদানুবাদ পুনরুজ্জীবিত করিতে ইচ্ছা করি না । দ্বাদশ বৎসরের নিয়ম ২৫ বৎসরের উপর চলিয়া আসিতেছে এবং এক্ষণে তাহা লইয়া মাড়া চাড়া করা নাগা বা বিচার মত নহে । এবিষয়ে এক্ষণে যে আইন আছে তাহার এক মাত্র দোষ এই যে জমীদার ইচ্ছা করিলে রায়তকে এক ক্ষেত্র হইতে অন্য ক্ষেত্রে উঠাইয়া দিয়া তাহার দখলীস্বত্ব উৎপাদনের বাধা দিতে পারেন । সকলেই স্বীকার করেন যে এরূপ প্রথা বাজালায় প্রচলিত নাই । কিন্তু জিগুও স্টেট সেক্রেটারী সাহেব, ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর অধিকারের সপক্ষে আপন মত দৃঢ়তা সহকারে ব্যক্ত করিয়া মিল্লিখিত পরিবর্তন করার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন । তাঁহার অভিপ্রায় যে এইরূপ বিধান হয় “কোন বাসেন্দা রায়ত যে ভূমি অধিকার করে অথবা যাহার জন্য খাজনা দেয় তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব অধিবে, যে নিজ অথবা যাহার পূর্ব পুরুষ কোন গ্রাম বা মহালে ১০ বৎসর কোন ভূমি অধিকার করিয়াছে সেই বাসেন্দা রায়ত হইবে ” । আমি এই বিধান যে সুবিচারসম্মত তাহা কখনই স্বীকার করিতে পারি না । একজন লোক যে দিন স্বত্বভূমি অধিকার করে, সে কোন মহালের কোন অংশে বার বৎসর ধরিয়া ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে বলিয়াই যে সেই কারণে বশতঃই সমস্ত মহাল মধ্যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট অথবা বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত রায়ত হইয়া ভূমি ভোগে স্বত্বান্বিত হইবে, এনিয়ম যে নির্দোষ এবং বিচারসম্মত এরূপ আমি কখনই বিবেচনা করিতে পারি না । যদি দেশের কোন অংশে জমিদার রায়তকে এক খণ্ড ভূমি হইতে অন্য খণ্ডে সরাইয়া দিয়া দখলীস্বত্ব উৎপন্ন হওয়া রহিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি আইন সম্মতরূপেই কার্য্য করিয়াছেন, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না । কোন ব্যবসাদার যদি তামাদি আইনমতে যে সময় অতীত হইয়া গেলে তাহার দাবীতে তামাদি ঘটনা হইবে তাহার পূর্বেই দেনাদারের নামে নালিশ করে, সে অন্যায় করিয়াছে মনে করিও যেরূপ যুক্তিবিকল্প এরূপ জমিদার অন্যায় করিয়াছেন বলাও ঠিক সেইরূপ । যদি এক খণ্ড ভূমি হইতে অন্য খণ্ডে প্রেরণ নিবারণ করা একান্তই আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে গুরুতর দণ্ড বিধান দ্বারা এরূপ কার্য্যের শাস্তি বিধান করিলে আমার মতে ভাল হইত । কিন্তু কমিটি স্থির করিলেন যে যখন মহামহিমবর জিগুও স্টেট সেক্রেটারী সাহেব এবিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন, তখন একথা পুনরাবলম্বন করিতে তাহার সমর্থ নহেন । কিন্তু এখানে আমি একথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে কমিটি জিগুও স্টেট সেক্রেটারীর সীমাংসায় যাহা করেন তাহা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে । প্রথম পাণ্ডুলিখিতে বাসেন্দা রায়তের অবস্থা সম্বন্ধে মিল্লিখিত বিধান ছিল ।—

৪৫ ধারা ।—এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত রায়তী জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়া থাকে, তবে বিপরীত ভাবের চুক্তি থাকিলেও এবং একাল মধ্যে ভিন্ন সময়ের সেট ব্যক্তি যে ভূমি এক্ষণে ভোগ করে তাহা ভিন্ন হইলেও ইচ্ছাকৃত উক্ত কাল অতীত হইলে পর ঐ গ্রামের ও মহালের বাসেন্দা রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

আবার

৪৭ ধারা ।—কোন গ্রামের বা মহালের কোন বাসেন্দা রায়ত ১৮৮১ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পর উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন রায়তী জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে, বিপরীত ভাবের চুক্তি সত্ত্বেও যৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হয় বা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

বাজালা গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব অনুসারে কমিটি বাসেন্দা রায়ত সম্বন্ধীয় মত বিলক্ষণরূপে বিস্তার করিয়াছেন এবং উহার সপক্ষে এক নূতন আইনসম্মত অনুমোদনের সৃষ্টি করিয়াছেন । যথা:—

১৫ ধারা ।—(১) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত উক্ত গ্রামে বা মহালে রায়তস্বরূপ যে সকল ভূমি ভোগ করে, সেই সকল ভূমিতে সে দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইবে ।

(২) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত ১৮৮১ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখ অবধি এই আইন প্রচলিত হইবার সময় পর্য্যন্ত উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন ভূমি রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে, তৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

২৬ ধারা ।—(১) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত জমী রায়তরূপে পাট্টাক্রমে বা প্রকারান্তরে ভোগ করিয়া থাকে, তবে ঐ ব্যক্তি উক্ত কাল অতীত হইলে পর ঐ গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

(২) যদি এই আইনমত কোন কার্য্যসূতানে ইচ্ছা প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমি ভোগ করে, তবে যাবৎ বিপরীত কথা প্রমাণ বা স্বীকার করা না হয়, তবে ঐ ধারার কার্য্যক্ষেত্র ঐ ব্যক্তির ও সে যে ভূমিধিকারীর অধীনে ভূমি ভোগ করে সেই ভূমিধিকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে ঐ ভূমি বা উহার কোন অংশ রায়তস্বরূপ বার বৎসরকাল ভোগ করিয়াছে ।

(৩) কোন ব্যক্তি যে বিশেষ ভূমি ভোগ করে তাহা ভিন্ন সময় ভিন্ন হইলেও, এই ধারার কার্য্যক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি ক্রমাগত কোন গ্রামে বা মহালে ভূমি ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে ।

(৪) কোন ব্যক্তি যে ব্যক্তির উত্তরাধিকারী, সেই ব্যক্তি রায়তস্বরূপ যে জমী ভোগ করিয়া থাকে, প্রথমোক্ত ব্যক্তি এই ধারার কার্য্যক্ষেত্রে সেই জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

(৫) কোন জমী দুই বা তদধিক অংশীদার রায়তী যোক্তস্বরূপ ভোগ করিলে, এই ধারার কার্যপক্ষে ঐ জমী ঐরূপ প্রত্যেক অংশীদার রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৬) কোন ব্যক্তি কোন গ্রামে বা মহালে মতকান রায়তস্বরূপ জমী ভোগ করে, ততকাল ও তাহার পর এক বৎসর উক্ত গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত থাকিবে।

(৭) যদি কোন রায়ত ১৬ ধারামতে পুনরায় ভূমির দখল পায়, তবে সে এক বৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও বাসেন্দা রায়ত রহিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

আমার মনেদমন এই যে, এই সমস্ত বিধান জীবুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেবের মীমাংসার অতিরিক্ত। ২৫ ধারার (১) প্রকরণে যেসকল বিধি হওয়াছে কোন স্থলেই সেসকল দখলের সময় বা বৎসর হইতে কমান জীবুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেবের অভিপ্রায় নহে; এবং কোন স্থলেই বিকল্প প্রমাণ না দিতে পারিলে প্রত্যেক রায়তকেই দখলীস্বত্ববিশিষ্ট বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে তিনি এরূপ আইনসম্মত অনুমানের সপক্ষে মত প্রদান করেন নাই। দৃষ্ট হইবে যে জীবুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেবের অভিপ্রায় এই যে “বাসেন্দা রায়ত” দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু পূর্ব উক্ত ১৬ বিধান সকলে “বাস” কে দখলীস্বত্ব উৎপত্তির কারণ বলিয়া গণ্য করা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ জীবুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেব, দুই বা তদধিক অংশীদারের দখলকে তাহাদের প্রত্যেকের দখলীস্বত্ব উৎপত্তির প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। তৃতীয়তঃ তিনি কোন স্থলেই বলেন নাই যে যদি বাসেন্দা রায়ত তাহার মোত চাড়িষা দেয় ও খাজানা না দেয় তথাপি তাহাকে তৎপরবর্তী এক বৎসরের জন্য বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, বরঞ্চ তিনি খাজানা দেওয়াকেই উক্ত স্বত্বের অপরিহার্য কারণ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। শেষতঃ জীবুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেব কোন স্থলেই এরূপ কথা বলেন নাই যে যদি কোন রায়ত একবার ভূমি পরিভাগ করে এবং পরে ক্ষতিপূরণ দিয়া আবার সেই ভূমির অধিকার পুনঃ গ্রহণ করে, তাহা হইলে যদিও সে এক বৎসরের অধিক কাল অধিকারচ্যুত ছিল তথাপি সে বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য হইতে থাকিবে। আমি পুনরায় বলিতেছি যে, এই সমস্ত প্রস্তাব জীবুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেবের মীমাংসার অতিরিক্ত এবং বাস্তবিক জমীদারের ভূস্বামীস্বত্বের উপর হস্তক্ষেপ।

দৃষ্ট হইবে যে রায়তরূপে ভূমিভোগকারী কোন ব্যক্তি সেই ভূমিতে যদি ভূস্বামী বা তালুকদাররূপে একযোগে কোন স্বার্থ থাকে, তাহা হইলে তাহার দখলীস্বত্বের উৎপত্তির কোন বাধা হইবে না এবং ইজারাদার হইলেও পরে সে যে জমীর ইজারা লইয়াছে তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব লোপ পাইবে না। কিন্তু ভূমিাধিকারী যদি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাহাতে দখলীস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে (২৮ ধারা)। তালুকদারকে ও ইজারাদারকে যে স্বত্ব প্রদান করা হইল, কোন নিয়মে তাহা ভূমিাধিকারীকে দেওয়া হইল না, তাহা আমি পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। তালুকদারও চিরস্থায়ী স্বত্বদান হইতে পারেন। কেবল মাত্র জমীদার জমীদার হইয়াছেন এই অপরাধে খরিদারের যে সাধারণ স্বত্ব থাকে তাহা পাইবেন না, ইহা আশ্চর্য ও বুঝির অগম্য বলিয়া বোধ হয়।

এই বিষয়ে আমি সাংসদপূর্বক রেবেমিউ বোর্ডে প্রদান যেষ্টর জীবুত এচ, এল, ডাম্পিয়ার সাহেবের নিম্নলিখিত মন্তব্য পাঠ করিতে অনুরোধ করিতে পারি। বাঙ্গালার ডাম্পিয়ার সাহেবকে সকলেই রাজস্ববিষয়ে উচ্চদরের প্রামাণিক ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন এবং উক্ত সাহেব এরূপ সম্মানের সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত। তিনি বলেন “কোন নির্দিষ্ট ভূমিতে দখলীস্বত্বদান খাজ কতকগুলি স্বত্ব পৃথিবীর যে কেহ এয় বা অন্যোপায়ে অর্জন করিতে ও ভোগ করিয়া আগিতে পারে, কেবল এক ব্যক্তি পারে না। দূরবর্তী কৃষি-কর্মবর্জিত যেকোন মহাজন, যে মহালের ভূমি তাহার পার্শ্ববর্তী মহালের জমীদার, যদি জমী তালুক ভুক্ত হয় তাহা হইলে মহালের জমীদার বাসেন্দাই হউক বা অনুপস্থিতই হউক, সেই মহালেই হউক অথবা অন্য যে কোন মহালেই হউক বাসেন্দা তালুকদার, ঐ জমী সর্বনিম্নবর্তী যে পেটাও তালুকের অন্তর্ভুক্ত তদুপস্থিত যেকোন তালুকের অধিকাৰী এরূপ স্বত্ব অর্জন করিতে ও ভোগ করিতে পারিবেন। কেবল একজন মাত্র ব্যক্তি সর্বশেষে যাহার উপর উক্ত স্বত্ব বর্তিয়াছে তাহার নিকট ক্রয় করিলেও তাহা ভোগ করিতে পারিবেন না। তিনি ভূমিাধিকারী অর্থাৎ লক্ষণ অনুসারে “যে এক বা এক ব্যক্তির আবাবহিত অধীনে কোন প্রজা ভূমিভোগ করে,” অথবা ১৪ দফার শেষের দিকে জীবুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব যে প্রস্তাব করিয়াছেন তদনুসারে বা “যে ভূস্বামীর চিরস্থায়ী তালুকদারের আবাবহিত অধীনে রায়ত ভূমিভোগ করে”। এই মন্তব্যের যথার্থতা এত বিশদ যে আমার আর ইহার তীক্ষ্ণ টিপ্পনী করা আবশ্যিক বোধ হয় না।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তর ও অগ্রক্রয় স্বত্ব।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তরযোগ্যতা বিষয় এম তর করিয়া বিচার করা হইয়াছে। অতএব আমি ইহার বিক্ষেপে ওকাবলীর পুনরাবৃত্তি করিতে চাহি না, কারণ সকলেই তাহা জানে। এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ইহাতে জমীদার ও রায়ত উভয়েরই অনিষ্ট হইবে। জমীদারের একটী মূল্যবান স্বত্ব অন্যায়রূপে কাড়িয়া লওয়া হইবে এবং তাহাদের মহালে শত্রুশক্তির গোপন প্রবেশ দ্বার যুক্ত হইবে। রায়তের যেসকল অবস্থা তাহাতে যে যোতের উপর তাহাদের আশঙ্কানন্দ নির্ভর করে তাহা লক্ষ্য দিবসের মধ্যেই বিক্রয় করিয়া তাহারা মজুরের অবস্থায় উপনীত হইবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনেই বল আর ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেই বল দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত কখনই হস্তান্তরযোগ্য ছিল না। বঙ্গদেশের গবর্নেন্ট যখন প্রথমে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত হস্তান্তরযোগ্য করিবার প্রস্তাব করেন, তখন ভারতবর্ষীয় গবর্নেন্ট তাহা অনুমোদন করেন নাই। এই বিষয়ে মত

প্রদানার্থ ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আসোনিয়েশনকে আহ্বান করা হয় এবং উক্ত আসোনিয়েশন খাজানার ডিক্রী টাকার শোধ করণার্থ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় আইনসম্মত করার প্রস্তাবে সম্মত হন এবং উপদেশ যে জমীদার এই উপায় অবলম্বন করিলে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত একবার বিক্রয় হইল তাহা হস্তান্তরযোগ্য তালু হইল বলিয়া প্রকাশ থাকিবে। তৎকালীন লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব কার্যতঃ এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন কারণ সেক্রেটারী রেনল্ডস সাহেব ১৮৭৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখের এক পত্রে লিখিয়াছেন।

“ঐযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব কিঞ্চিৎপরিমাণে অনিচ্ছাপূর্বকই আপোষ বিক্রয় বা অমায়িক দখলীস্বত্ব সাধারণতঃ হস্তান্তরযোগ্য করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। রেভিনিউ বোর্ডের পত্রের প্রাতি দৃষ্টি নিবন্ধন করিলেই দৃষ্ট হইবে যে বহুগুণ্যক লোকের মত এই প্রস্তাবের অনুকূল এবং ঐযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব বুঝিতে পারিয়াছেন যে সময়ে সময়ে যেরূপ আশঙ্কা হয় হস্তান্তর দ্বারা সেরূপ ক্ষয় ফল উৎপন্ন হইত না, এবং যাহাদের ভূমিতে স্বত্বাধিকার উৎপন্ন হওয়া অভিপ্রেত নয় এরূপ লোকের হস্তেও ভূমি হস্তান্তরিত হইয়া আসিত না। তাঁহার বিশ্বাস এই যে এরূপ হস্তান্তরপত্র দ্বারা জমীদার ও রায়ত উভয়েরই বিশেষ উপকার হইত। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে জমীদার শ্রেণী সাধারণতঃ হস্তান্তর ক্ষমতা প্রদানের অত্যন্ত বিরোধী এবং মস্ত্রিসত্বাধিষ্ঠিত ঐযুত গবর্নর জেনরল সাহেব পাণ্ডুলিপিতে এরূপ বিধানের ব্যবস্থা করার উচিত্য বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এই জন্য পাণ্ডুলিপিতে জমীদারের অনুমতিক্রমে আদালতের ডিক্রীজারী মতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় সিদ্ধ করিবার প্রস্তাব আছে। ঐযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের বিশ্বাস এই যে এবিষয়ে কোন আপত্তি হইবে না।”

তাঁহার পর বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের মত পরিবর্তন হইয়াছে এবং জমীদারেরা ১৮৭৮ সালে যে স্বত্ব ছাড়িয়া দিতেছিলেন তাহা বুঝা হইল। উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তরযোগ্যতা অগ্রক্রমস্থ বিষয়ক একটী নিয়মের অধীনে ব্যাপক ও একান্তসিদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ পাণ্ডুলিপিতে এমন কিছু নাই যাঁহাতে সর্বগুণ্যী ভূমিাবসায়ী বা দাঁওঅধ্বনী লোকের জমীদারের ক্ষতি করিয়া ভূমি ক্রয়বিক্রয় বা করিতে পারে। জমীদারকে যে পূর্বক্রয়ের স্বত্ব প্রদান করা হইয়াছে আবার তরহ যে কার্যকালে তাহ সারবস্ত্র না হয় তাহা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। প্রথমতঃ জমীদার যে জমীর ভূস্বামী ও যাহা আইন অনুযায়ী কখনই হস্তান্তরযোগ্য ছিল না তাহার জন্য তাঁহার মূল্য দিতে হইবে। তাহার পর পন্থা খারদারের সঙ্গে ডাকাডাকি করিতে হইবে এবং যদি মূল্য সম্মত রায়তের সঙ্গে তাঁহার না বলিয়া উঠে তাহা হইলে তাঁহাকে খরচান্ত করিয়া শালিনীর জন্য আদালতকে আনাইতে হইবে এবং আদালত বিচারে যেরূপ নিষ্পত্তি করিয়া দেও তাঁহাকে সেই মূল্য দিতে হইবে। যদি কোন জমীদারের অনেকগুণ্যক রায়ত বিদ্রোহী হয় ও তাঁহাদের যোত বিক্রয় করিতে বলিয়া তর দেখায়, তাহা হইলে জমীদারের যদি সমস্ত যোত কিনিবার মত তাঁহারেরা টাকার থাকে, তাহা হইলে ঐ সমস্ত যোত দুষমন লোকের হস্তেও হওয়া কোন ক্রমেই রহিত হইতে পারে না; অতএব রায়তদের অভিপ্রায় বন্দ হইলে দখলীস্বত্বের হস্তান্তরযোগ্যতা স্বীকার হওয়াতে তাঁহারা অগত্য জমীদারের সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়া দিতে পারে। অন্যলে আর একটী নিয়ম বিশেষরূপে দেখিতে হইবে। জমীদারের খরচপত্র করিয়া আদালতের সমস্ত নিয়মপালন করিয়া মূল্যসম্মত আদালতের নিষ্পত্তি গ্রহণ করিতে হইবে কিন্তু রায়ত সে মীমাংসায় বাধা নহে, কারণ ৪২ ধারার ৪ প্রকরণে বলে যে যখন জমীদার রায়তকে মূল্য প্রদান করিতে বলেন “রায়ত হয় ঐ ভূমি বিক্রয় করিতে বিরত হইবেন, নয় ঐ মূল্য উক্ত ভূমিধিকারীর নিকট ঐ স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।” অতএব জমীদারকে সম্পূর্ণরূপে রায়তের নয়র উপর নির্ভর করিতে হইবে।

পূর্বক্রয়ের স্বত্ব যদিও কাগ্যতঃ সম্পূর্ণরূপে অসার, সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে আবার কোমল করিয়া সমস্ত সম্পন্ন রায়তকে এই বিধানের অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছে। আরও পাণ্ডুলিপি অনুসারে পূর্বক্রয়স্বত্বের নিয়ম ভালুকদারের প্রতি বর্ষিতবে না ও যে সকল দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত যোতের অঙ্গেকেন অধিক কোমল বিলি করে অথবা ১০০ বিঘার অধিক পরিমাণ জমী যোত রাখিয়া তাহার কিয়দংশ কোমল বিলি করে, তাহাকে ভালুকদাররূপে পরিণত হইয়াছে।

খাজানা রক্ষা।

ভালুকদারদিগের খাজানা রক্ষার কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। জমীদারের ক্ষতি করিয়া তাহা-দিগের অনেক সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এমনকি তাহাদের যে সুখের অবস্থা হইয়াছে তাহা চিত্তাকর্ষক বন্দোবস্তের আইন অথবা ১৮১৯ সালের ১০ আইনমতে কখনই হয় না। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের খাজানারক্ষা সম্বন্ধে আমি বলিতে চাহি যে একদে জাজানা রক্ষা করা একপ্রকার স্বাগত হইয়া গিয়াছে এবং এই সম্বন্ধে জমীদারদিগের সুবিধা করিয়া দেওয়াই নতুন ব্যবস্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য তাহাও সকলে স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার বোধ হইতেছে যে কামটা যে সকল পরিবর্তন করিয়াছেন তাহাতে জমীদারদিগের প্রতি সুবিচার না হইয়া এখন যে অস্থি আছে সেই অবস্থা বহুদূর হ্রাসের অধিকতর সম্ভাবনা। প্রথমতঃ বর্তমান আইন অনুসারে জমীদার ও রায়তের, আদালতের বাহিরে খাজানা রক্ষা সম্বন্ধে চুক্তি করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে সে স্বাধীনতা একবারে লোপ করা হইয়াছে। ইহাতে বিধান আছে যে, যেখানে ইচ্ছামত বন্দোবস্ত হইবে সে স্থলে চারি আনার অধিক রক্ষা হইতে পারিবে না অর্থাৎ টাকার দুই আনার অধিক রক্ষা হইলে অন্ততঃ মাত্র ১৫০০০ সময়ের জন্য এবং টাকার দুই আনার অধিক ও চারি আনার অনধিক রক্ষা হইলে অন্ততঃ পনের বৎসর সময়ের জন্য বন্ধ হইবে। আদালতের বাহিরে

খাজানা নির্ণয় বিষয়ে এইরূপে জনসাধারণের উপর বিধন অক্ষমতা আরোপ করা হইল। যে স্থলে যাকদরী দ্বারা খাজানা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা হয়, সে স্থলে যে সকল কারণে খাজানা বৃদ্ধির জন্য দরখাস্ত হইতে পারে তাহা এইরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

(ক) নথীসত্ত্ববিশিষ্ট রায়ভেদা নিকটই সেই প্রকারের ও তরুণা সুবিধাবিশিষ্ট ভূমি নির্দিষ্ট যে এটাই হবে খাজানা দিয়া থাকে উক্ত রায়ত ওদণেফা কর ধারে খাজানা দেয়।

(খ) সেই স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান প্রধান খাদ্য সামগ্রীর বাজার দ্রুতি হইত।

(গ) জমাদিকারীর দ্বারা বা তাঁহার পরচে যে উৎকর্ষসাধন কর তাহাতে ব্রাহ্মণের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

(ঘ) রাস্তার ভোগকৃত ভবিষ্যৎ উৎপাদিকাশক্তি ন্যায্য দ্বারা বর্ধিত হইয়াছে।

আমি বেশ বলিতে পারি যে, সংশোধিত কাগজাবলীতে খাজানার দ্বিগুণের বিশেষ সাহায্য হইবে না। প্রথম কারণ “এচলিতহার” পত্রিকার বুঝা যায় না এবং এখন এবিষয়ে যে সকল সন্দেহ ও গোলযোগ আছে তাহার কিছুই দূর হয় নাই। এই বিষয় বিশদ করার জন্যে চেষ্টা করা হয় কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট তাহার বিরোধী হন। আমার ভয় এই যে দ্বিতীয় আদল অসীম বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। কারণ গবর্ণমেন্ট কলিকাতার যে স্থানের ডালিকা প্রস্তুত করিয়া দেন তাহার উপর কিছু নাই বিশ্বাস করা যায় না, ইহা আনিয়া শুনিয়া গড় মূল্য নিরূপণার্থ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যে নিতান্ত সুকঠিন, বিশেষ “সেই স্থানে বা চলিত নাম্বারে”, কনিষ্ঠ ভাণ্ডার অসীম করিতে পারেন না। চলিত বাজার কে নির্ণয় করিয়া দিবে? পরে যে সকল লক্ষ্য উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে প্রতীক কারণ কাগজ: অক্লিষ্ট হইবে যদি প্রতিপন্ন হইবে। চতুর্থ কারণ অনুসারে যদি পুনরুদ্ধারও কাগজ হয়, তাহা হইলে কলিকাতা এখন প্রায়োগে আসিবে।

যেসকল নিয়মে রাজ্যের কায্যকারক কৰ্ত্ত্বক খাজানার দ্বিধি সম্বন্ধে তদারক হইবার বিধান আছে, তাহাতে কায্যঃ সমস্ত বাণ্যরই রাজস্ব কায্যকারকের বিবেচনায়ই সম্পন্ন হইবে। উদাহরণ, এচলিও হার নির্ণয়নায় রাজস্বকায্যকারকের উপর তত্ত্বৎসঙ্গে তদারকের উপদেশ আছে : কিছাত পুত্র ধরিতা এচলিও হার নির্ণয় করিলে তাহার কিছুই বলিয়া দেওয়া হয় নাই। কল এই হেতু যে ভিন্ন ভিন্ন কায্যকারক ভিন্ন ভিন্ন দ্বিধিতে কায্য করিবেন। যথা দ্বিধিহেতুক খাজানার দ্বিধি কারবার এই বিধান আছে।—

(ক) স্থানীয় গণসংকেতের আওতাকমে নিয়মিত সময়পূরে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করা যায় আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। এবং যোজনামা উপভুক্ত করণী অব্যাহতি পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরের গড় মূল্য জমা যে পাঁচ বৎসর ভুলনার নিষেধ লগুয়া মাথা প্রত্যেকের বাব হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত মিলাইয়া দেখিবেন।

(খ) আদালত এখানে খাজানা রক্ষি করিলে বা যে বদ্ধিত খাজানা যাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকার চারি-আনার বেশি হয়।

(গ) ভুলনার নিমিত্ত পুষ্কের যে পীচ বৎসর জওয়া হয়, সেই পীচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত শেষ পীচ-বৎসরের গড় মূল্যের সম অন্তর্যাত থাকে, পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে ৪৮-বারের নিয়মানুসারে যাবৎকি খাজানার সহিত একত্র খাজানার সেই জমপাতি থাকিবে।

এই সকল বিষয় অল্পসংখ্যে কাগজের বিবরণে মূল্যের তালিকার উপর অনেকটা নির্ভর করিতে হইবে, কিন্তু আর্থিক শুল্কের বলিষ্ঠ গণনাও কল্পক কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত তালিকার উপর কিছুমান বিষয় করিতে পারা যায় না। গোলাসে উদ্ভাবন সংগ্রহ করে এবং গোলাসে যে এবিষয়ে বড় সতর্ক হইবে তাহার আশা করা যায় না। আর সমুদায় থেকেও সুজ্ঞা বিকরের দর বিস্তৃত থাকায় উল্লিখিত ন্যায়গণ গড় হিসাব করা যায় না সে কথাটা পরিণেও কোন দায়িত্ববাহিনী সেরেস্তার তদার পতীক্ষা করিয়া লওয়া হয় না। যদি বিশেষ সত্বসূচক তালিকা প্রস্তুত করা না হয়, (একথা শুদ্ধ ভবিষ্যৎ তালিকার প্রতিই বর্ত্তিবে) — এই সকল তালিকা নির্ধারণের প্রকৃত ও সিন্ধু অঙ্গণ বলিয়া থাকে হইতে পারে না এবং হওয়াও উচিত নহে। আবার এ প্রশ্ন আসিতেছে—পূর্বে মূল্যের তালিকা কিরূপে প্রস্তুত হইবে?

আমি দর্শিত হইবে যে সমস্ত শস্যের দূসা বা জালার টাইদের এং বেগারের চুটী, এবং গমের মূল্যে পরি-
ণত করিতে হইবে। প্রধান খাদ্য শস্যের ন্যায়োন্মেষ করার ভার স্থানীয় বর্ণসমিতির হস্তে সমর্পিত হইল। উক্ত
সমিতি চিবেচনাগত সমস্ত শস্যের নাম উল্লেখ করিতে পারেন। জামাক, শুকু, ভুঁড়, আনু, পাট প্রভৃতি
সমস্ত উৎপন্ন জীবোদ্ভাব্যের কোন বিশেষ বর্ণোৎপন্ন করা হয় নাই। স্মৃতিই দেখা যাইতেছে যে হংগের
টাইবস কমুটেশন আকৃষ্ট যে মূল সূত্রে অধিক এ নিয়মও সেরা সূচী যুগায়। কিন্তু জামাক সাইন করিয়া নিবেদন
করিতে পারি যে বিলাতের টাইদের সহিত বাঙ্গালার খাঁজানার কোন ন্যায়াদৃশ্য নাই; কারণ অধুনোক্তী কস-
লের নিদ্রিত্ত অস্বাভাব্য অংশ, আর শস্যোৎপাদী উৎপাদের অংশ মূলক হইলেও এক্ষণে পুরাতন নিদ্রিত্ত হইতে
অনেক দূরে অগ্রগতি লাভিছে। হংগের টাইদের নাম হুজি করা না, কিন্তু আইনই বাঙ্গালার টাকার দেশ

খাজানা রুজিগোগ্য বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। এখানে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, যে মূল মূল টাইমকে মুদ্রায় পরিণত করার সময় সুবিচার সম্বন্ধে বলিয়া গৃহীত হয়, টাকার হের খাজানা রুজি বিষয়ে সেই মূল মূল কি প্রকৃষ্ট ও সুবিচার সম্বন্ধে হইবে? আর যতদূর বুঝিতে পারি, বর্তমান আইনমতে এই মূল মূল খরিদা কার্য করা বৈধ কঠিন পাবেও তাহা অপেক্ষা কোনমতেই সম্ভব হইবে না। ভূমিধিকারী কর্তৃক উৎকর্ষসাধনহেতুক খাজানা রুজিসম্বন্ধেও বিশেষ বিশেষ দ্বারা কার্যক্ষেত্র এক সঙ্কীর্ণ করা হইয়াছে যে আমার ভর হয় উহার সহিত দেশের আর্থিক অবস্থার সামঞ্জস্য রক্ষা হইবে না। এই কারণসম্বন্ধে রুজির আদায় দিবার সময় আদায়ের সে সকল অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে তাহার উল্লেখ করিবার পর ৪৬ পারার বলে যে আদায় দেথিবেন এই ভূমি উক্তের দ্বারা খাজানা দিতে সক্ষম হইবে কি না? যখন সকল বিষয়ই অনিশ্চিত, তখন কোন্ বুদ্ধিমান জমিদার উৎকর্ষসাধন করিতে আগ্রহ করিবে? টাকা দিয়া তাহাতে লাভ হইবে কি না ঠিক বুঝিতে না পারিলে কেহই টাকা বাহির করিবে না। এই সম্বন্ধে আরও দুইটা কথা আছে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সহিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পত্র দেখালেখিবারা পূর্বে স্থির হইয়াছিল যে কোন চানাই বর্তমান খাজানা দিওনের অধিক রুজি হইতে পারিবে না এবং একবার রুজি হইলে তাহা দশ বৎসর বলবৎ থাকিবে। প্রথমকার পাণ্ডুলিপিতে এই সকল নিয়ম অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্গদেশের বর্তমান গবর্ণমেন্টের পরামর্শমতে উক্ত নিয়মটি পরিবর্তিত হইয়াছে। এক্ষণে এইরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে যে যেখানে প্রচলিত হার অপেক্ষা স্থানীয় বশতঃ রুজির চেটা হয় সেখানে খাজানা টাকার আটকানোর অথবা শত করা পঞ্চাশ টাকার অধিক রুজি হইবে না, এবং যে স্থানে মূল্য রুজি বশতঃ খাজানা রুজির চেটা হয় সে স্থানে বদ্ধিত খাজানা পূর্বতন খাজানা হইতে টাকার চারিখানা অথবা শত করা পঁচিশ টাকা অপেক্ষা অধিক হইবে না, আর খাজানা রুজি হইলে তাহা পনের বৎসর চলিবে। এতদ্বারা দৃষ্ট হইবে, যে গবর্ণমেন্টের নীতিই এখনই চূড়ান্ত হয় না। জমিদারেরা বড়ই অধিক ছাড়িয়া দিতেছেন ততই তাঁহাদের নিকট অধিক দাবী করা হইতেছে।

সহজেই বুঝা যায় যে, যে স্থানে প্রচলিত হার অপেক্ষা বর্তমান খাজানা স্থানীয় বশতঃ রুজি করিবার চেটা হয় সে স্থানে উক্ত খাজানা প্রচলিত হারের নীমা পড়াও বদ্ধিত হওয়াই উচিত। কেন যে এরূপ স্থলেও শত-করা পঞ্চাশ টাকা উদ্ধৃতন নীমা নির্দিষ্ট হইবে তাহা বুঝা যাইতেছে না। আবার যে স্থানে মূল্য রুজি বশতঃ খাজানা রুজির জন্য চেটা করা হয় এবং অনুপাত খরিদা রুজি দিতে হইবে, সেখানে শতকরা পঁচিশ টাকা উদ্ধৃতন নীমা নির্দেশ করা সুবিচারসম্বন্ধে নহে।

শস্যে মেয় খাজানা টাকার পরিবর্তন।

পাণ্ডুলিপির এই অংশ খাজানা অপেক্ষা বেচারেই অধিক খাটে; এবং আমার মান্যবর সহযোগী সচিবাবৃত্ত দ্বারাভ্যাস নয়াজা মিস্টার এই বিষয়ের সমালোচনা করিবেন, অতএব আমার এবিষয়ে অধিক না বলিলেও চলে। বাহাই হউক আমার কথা এই, যে মূল মূল খরিদা পরিবর্তনকার্য সম্পাদনের উপদেশ হইয়াছে তদ্বারা বর্তমান খাজানা কম হইয়াই সম্ভাবনা। এই দুইটা মূল এই—

(ক) দখলী মূল বিশিষ্ট ভাণ্ডারের নিকটই সেই প্রকারের ও তদ্রূপ দখলী বিশিষ্ট ভূমির অনিষ্ট গড়ে যে মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া থাকে,

(খ) পূর্ব দশ বৎসরে ভূমিধিকারী প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা পাঠিয়া থাকেন তাহার গড় মূল্য।

এখানে আমার বলা উচিত যে যখন পাণ্ডুলিপি উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তখন বর্তমান খাজানা কমান হইবে না, এইরূপ স্পষ্ট আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল।

দখলীমূল্য শূন্য রাখিত।

ব্রিটিশ বন্দোবস্তের আইন ১৮১৯ সালের ১০ আইন এ উক্ত নতুন দখলীমূল্য শূন্য রাখিতের সচিব কারবারে জমিদারের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছিল। দখলীমূল্য শূন্য রাখা ইচ্ছাশীল প্রজাতির আর কিছুই নহে। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপিতে ভূমিধিকারী ও দখলীমূল্য শূন্য রাখার সম্বন্ধে বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হইতেছে। যদি দখলীমূল্য শূন্য রাখা কোনমতে একথাও ভূমির উপর এক মুঠা বীজ ছড়াইবার বোঝা দিতে পারিবে, তাহা হইলে কিছুতেই তাহার দখলীমূল্য শূন্য রাখিতে পারিবে না এবং পূর্বে যে রূপ বলিয়াছি বাসেন্দা রায়ত সম্বন্ধে যে আইনসম্মত অনুমান আছে সে তাহার সম্পূর্ণ ফল লাভ করিবে। সে যখন প্রথম আসিবে তখন জমিদারের সহিত তাহার বৈধ খাজানা দিবার কথা থাকিবে সে তাহাই দিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু রেজিস্ট্রী করা নিয়মপত্র ব্যতীত খাজানা রুজি হইতে পারিবে না। বরং যখন জমিদার রাজত্বকে এরূপ নিয়মণ দিতে যাইবেন সে উহা অস্বীকার করিতে পারে। তাহা হইলে জমিদারকে প্রজা দূর করিবার জন্য নৌকাদমা কয় করিতে বাধ্য হইতে হইবে। আদায় তখনও যে যেভাবে কি খাজানা প্রকৃষ্ট ও সুবিচারসম্বন্ধে তাহা স্থির করিয়া দিবেন এবং আদায়ের হুগুনত জমিদার প্রজাকে পঁচবৎসরের জন্য পাঠা দিতে বাধ্য হইবেন; এবং যদি এই পাঠার মিয়াদ অতীত হইবার পূর্বেই রায়তের দখলীমূল্য অথবা তাহা হইলে সে দখলীমূল্য বিশিষ্ট প্রজার সমস্ত স্বত্বও অধিকার পাঠকে অস্থায়ী হইবে। এইরূপে দখলীমূল্য শূন্য রাখা নাম যাইতে পথ্যবসিত হইবে। এই প্রণেয় রায়তের সহিত আপনাতঃ ইচ্ছানুসারে কারবার করিবার জমিদারের এক্ষণে যে স্বত্ব ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে কাড়িয়া লওয়া হইল। চুক্তিসম্বন্ধে স্বাধীনতা অবৈধ করা হইল। জমিদারকে আদায়ের আদায়ক্রমে পঁচবৎসরের জন্য পাঠা দিতে বাধ্য করা হইল। এখানে আমার বলা উচিত যে বিচারশীল পাঠা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত করণ হেতুকই প্রজার উচ্ছেদের অভিপূর্ণ সম্বন্ধীয়

প্রশাসনিক বিধান সকল ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সকল বিধানে এমনশে অজ্ঞাত কতগুলি নূতন তাঁতের মত অনবিস্মৃতি ছিল। এপাতুলিগিতে সেগুলি থাকিলে নূতন বিনামের মূল হইত। কিন্তু তাহার পরিবর্তে বিচারাদীন পাঁচ বৎসরের পাট্টা প্রবর্তিত করার অধীনারের প্রতিবিষয়ে অবিচার করা হইয়াছে। যে বিষয়ে অধীনারেরা চিরকাল সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, সেই বিষয়েই আদালত তাঁতাদেশে হস্ত পাশ বন্ধন করিয়া দিলেন। আর যে রায়তের সুবিধার জন্য বিচারাদীন পাট্টার ক্ষুদ্র দেওয়া হইল, সে অত্যন্ত দুর্বৃত্ত ও গোলযোগকারী হইতে পারে। সে বন্দ পদার্থ দিয়া চতুষ্পার্শ্ববর্তী অজ্ঞান পালকে কেপাইয়া দিতে পারে এবং অত্যন্ত ক্ষতিকারক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। তরত জমিদার অন্য প্রকার সহিত ভূমির বন্দোবস্ত করিলে উহা অপেক্ষা বেশী খাজনা পাইতে পারিতেন এবং তরত খাজনা আদায়ের ভাল আশিঙ্কিতা পাঠতে পারিতেন। কিন্তু বিচারাদীন পাট্টার তাহার সুবিধা বা স্বাধীনতা রহিল না। দখলীস্বত্বের রায়ত সম্বন্ধীর বিধান সকলে অধীনারের ভূস্বামী স্বত্বের প্রতি আরো এক বিধে আক্রমণ করা হইয়াছে একথা আমি না ভাবিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যে শ্রমীর রায়তের সুবিধার জন্য এরূপ আক্রমণ হইতেছে জমির উপর তাহার কিছু বার মারা নাই সুতরাং অধীনারের অগ্রহই পাইতে ডাকাদেশে কিছু মাত্র ধর্ম্মত: মারি নাই।

কোর্কা বিল ও কোর্কা রায়ত।

যে পাটুলিগি প্রথম উপস্থিত করা হয় তাহার এক প্রধান শোণ এই যে, যদিও তাঁত জমিদারের অগ্র ও অধিকার বিশেষরূপে ধর্ম্ম করা হইল, তথাপি সে প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমিকরক, তাহার পরিভ্রমণে দেশে ধনাগম ও সাধারণের প্রতিবিষয়রূপ গণনামেট ও ভূস্বামী ও পেটো ভূস্বামীর দল আচার প্রাপ্ত হন, তাহার কার্য্যত: অল্পই উপকার করা হয়। সম্ভাব্যতী শোকার অবস্থা বিশেষরূপে উন্নত করা হইল। কিন্তু কোর্কা রায়ত, যে প্রায়ই প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমিকরক করে, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে সম্ভাব্যতী শোকার দ্বারা উপর কেনিয়া দেওয়া হইল। এই বিষয়ে যেহেতু উত্তরবিশেষ করা হয় কর্ম্মী তাহা সম্পূর্ণরূপে বক্রিরাঙ্কিতেন। এবং তাহার কোর্কা রায়তের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য নানানিধি উপায়ে প্রস্তাব করিয়াছেন। তদনুসারে এই পাটুলিগিতে কোর্কা বিল নিয়মিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। কিন্তু আমার সন্দেহ এই যে, একজন বিধান কার্য্যে পরিণত হইবে না। প্রথমত: যদি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তাহার বোতের অন্ধ্রের অধিক কোর্কা বিল করে, সে, উহা রেজিষ্টারী হইয়া, তালুকদাররূপে পরিণত হইবে। তালুকদারের অবস্থা বিশেষরূপে সুবিধাজনক। অতএব ইহাতে কোর্কা বিল বদ্ধ হওয়া দূর থাকুক এবং উহার প্রকাশ দেওয়া হইবে। দ্বিতীয়ত: যদি কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কোর্কা বিল করে, তাহা হইলে কোর্কা পাট্টা মাত্র বৎসরের অধিক কালের জন্য গিল্প হইবে না, এবং তাঁত কালেক্টর করবে হইবে। যে কোর্কা পাট্টা দিয়াছে তাহার অবস্থা ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। কারণ পাট্টার বিধান যত অল্প হইবে তাহার মাত্র তত অধিক হইবে। তৃতীয়ত: কোর্কা রায়তের ভূমিকারীরা সীমিত করা পাট্টা দিলে নিজে যাঁচা দিয়া থাকেন তাহার উপর শতকরা ৫০ টাকার অধিক খাজনা আদায় করিতে পারিবেন না এবং অন্য স্থলে শতকরা ২৫ টাকার অধিক পাইবেন না। আরি বুঝিতে পারিতেছি না যে স্থলে পর২ সঙ্কলনক সম্ভাব্যতী শোক আছে, (বাকসংগ্রহে পর২ ১৩ শ্রমীর সম্ভাব্যতী শোক আছে) সে স্থলে কিরূপে এই বিধানে কাঁচা চলবে। প্রত্যেক সম্ভাব্যতী ইতি কোর্কা রায়তের নিমিত্ত হইতে তিনি আগম ভূমিকারীকে যাঁচা দিয়া থাকিব তাহা অপেক্ষা শতকরা ৫০ টাকা অধিক দাবী করিতে অগ্রহান হইবে? তাহা হইলে এই মঙ্গের সর্ব্ব শেষ ব্যক্তি, যে ব্যক্তি অগ্রহে চান করে তাহার, বেশী কি হইবে? চতুর্থত: ভূমিকারী কোর্কা রায়তকে ভূমি সম্বৎসরের শেষে তির ও ২ বৎসর শেষে হইবার ছয়মাস পূর্বে উঠিয়া যাঁচা দিয়া লিখিত শোচিল মান ভিন্ন উঠিয়া দিতে পারিবেন না। আমার ধারণা এই যে উচ্চতম রায়ত অন্ধ্রের অধিক ভূমিকোর্কা বিল করিয়াছে কিনা তাহাট লইয়া উচ্চতম রায়তের সহিত কোর্কা রায়তের সর্ব্বনা বিবাদ হইবে, ফল এই হইবে যে হয় কোর্কা রায়ত নিজে অন্ধ্রের সর্ব্ব কারণে যাঁচা দিবে, না হয় সর্ব্বনা মোকদ্দমা মানলা হইবে। তাহার আমি যত দূর বিচার করিতে পারি তাহাতে সে সকলস্থলে উচ্চতম রায়ত তাহার বোতের অন্ধ্রের অধিক ভূমিকোর্কা বিল করিয়া কেবল সেইসকল স্থলেই ৬২ খাণ্ডন ও খাজনার মীমাংসার কাছাকাছি হইবে। এই জন্য সেই রায়ত আইনের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার অভিপ্রেতি আপনাকে সাবধানে এই সীমার মধ্যে রাখবে। আরও উচ্চতম রায়ত যদি আইন লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে তাহাকে আদালতে আনায় কাহারও স্বার্থ নাই, কারণ আইন লঙ্ঘন করিলে কোনরূপ শাস্তিই বিধান নাই। উচ্চতম রায়ত সে রায়ত তাঁতার নিজের শর্ত্তন ও জমী লইতে স্বীকার না করিবে, সেইরূপ রায়তকে ভূমি না দেওয়া ই স্থির করিয়া রাখিবে, এবং বৎসর কোন কোর্কা রায়ত এই শর্ত্ত স্বীকার করে সে অগ্র আইনপ্রসঙ্গ উপকারের প্রকাশী হইবে না। তৃতীয় বালি জার একজন রায়ত আইনের নিমিত্ত শর্ত্ত জমী লইতে ইচ্ছা করিতে পারে, কিন্তু যদি উচ্চতম রায়ত তাহাকে গ্রহণই না করিল তবে সে দাঁড়ায় কিসের জোরে। অতএব কোর্কা বিলানিয়মনার্ণ বিধান সম্বন্ধে অজ্ঞান হইবে, না হয় অগেয-প্রকার মোকদ্দমা মানলা উপপাদন করিবে।

উৎকর্ষসাধন।

উৎকর্ষসাধন অর্থাৎ ভূমিকারী ও প্রজা এ উভয়ের সম্বন্ধ বিষয়ে যে পরিবর্তন প্রবর্তিত করা হইয়াছে তাহা না বর্ত্তমান আইনের অনুযায়ী না দেশাচারের অনুযায়ী। বর্ত্তমান সময়ে ভূমিকারীরাই জার ভূমির উৎকর্ষসাধন করিয়া থাকেন। প্রজারা ভূমির উৎকর্ষসাধন করিতে গেলে তাহার ভূমিকারীর সম্মতি ও অনুমোদন লইয়া করিয়া থাকে। কিন্তু এই অধ্যায়ে বলিতেছে যে (১) যে রায়ত অবধারিত খাজনার ভরিতোপ

করে সে আপন যাত লম্বন্ধে শৌনরূপ উৎকর্ষসাধন করিতে চাহিলে ভূমিকারী তাহাকে বাধ্য দিতে পারিবেন না। (২) সে স্থলে রায়তের নথলীস্বত্ব আছে সে স্থলে সেই ভূমিকারীর অধীনে অন্য এক বা তদধিক যোত সম্বন্ধে কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে উক্ত রায়তের উৎকর্ষসাধন করিতে অগ্র সৃত থাকিবে। (৩) যে স্থলে নথলীস্বত্বশূন্য রায়ত আপন যোতে শৌনরূপ উৎকর্ষসাধন করিতে উচ্ছা করে সে উপযুক্ত সময়ের মধ্যে তাহা করিয়া দিবার জন্য ভূমিকারীর উপর এক মোর্টস দিবে। যদি ভূমিকারী তাহার অমুরোধ রক্ষা করিতে না পারেন অথবা অমুরোধযোগ করেন তাহা হইলে রায়ত নিজেই উৎকর্ষসাধন করিবার লইবে। এই বিধান সমুহের মর্ম এই যে উচ্ছা করে ভূমিকারীর ভূমারী স্বত্ব অস্বীকার করিয়া ভূমিতে উৎকর্ষসাধন দিবার স্বত্ব কাহার এবিষয়ের যীমানসীমতার কালেক্টরের চক্ষে অর্পণ করা হইয়াছে। যদি রায়তকে কৃষির উৎকর্ষসাধন বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া রাজনীতিগত হয়, তাহা হইলে প্রথম কক্ষে ভূমিকারীকেই উক্ত উৎকর্ষসাধনের ভার দেওয়া উচিত। অর্থ নীতি-মতে দেখিতে গেলে ভূমিকারীর আনন্ড বৃদ্ধি না থাকায় তিনিই উৎকর্ষসাধনে অধিকতর সমর্থ। কিন্তু এ বিষয়ে দোতার কিছুমান সুবিধা করিয়া দেওয়া হইল না। তিনি উৎকর্ষসাধনের জন্য যে টাকা খরচ করিবেন, খাজানা রক্ষি করিয়া তাহার মুনাকা ভুলিয়া লইবেন এ আশীসও তাহাকে দেওয়া হয় নাই, কারণ খাজানারূপে দেওয়া বা দেওয়া আদানতের বিবেচনার উপর নির্ভর করিবে, এবং আদানত যদি দেখেন যে এ ভূমি খাজানা রক্ষি দিতে সমর্থ তবেই রক্ষির আদান করিবেন। আবার আশঙ্কা হয় এই সকল নিয়মের অপরিহার্য ফল এই হইবে যে উৎকর্ষসাধন করা একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। তাহাদের উৎকর্ষসাধন করিবার সামর্থ্য নাই তাহাদের নিকট উৎকর্ষসাধনের আশা করা, এ তাহাদের সামর্থ্য আছে তাহাদের প্রতিবন্ধক দেওয়া যে রূপে পাকা রাজনীতি তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য। আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে কৃষিবিষয়ক পরীক্ষা, আদানতের প্রভৃতির জন্য ভূমি গ্রহণ বিষয়ে ভূমিকারীর সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু আমার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় নাই। আবার ভূমি গ্রহণ বিষয়ক আইনের সংশোধন চেষ্টা দেখিতে বলা হয়।

অবিত্তক সম্পত্তির তত্ত্বাবধান।

পাণ্ডুলিপিগে জিলার অজকে সমস্ত দেওয়া হইয়াছে যে কালেক্টর অথবা সার্ভিসন যে কোন ব্যক্তি ভূমিতে তাহার স্বত্ব না থাকিলেও, আবেদন করিলে যদি তাহার বোধ হয় যে (ক) সাধারণের অনুরোধ বা (খ) ব্যক্তি বিশেষের স্বত্বের হানি হইতেছে বা হইবার সম্ভাবনা, কোন মহাল বা জালকের সহায়িকারীদিগকে তাহার তত্ত্বাবধানের স্বত্ব হস্তে বঞ্চিত করিতে পারিবেন। আমি শেষ বিষয়ের কথাই প্রথমে বলিব। সহায়িকারীগণের মধ্যে বিবাদ থাকিলে অথবা সাধারণ কাষাধ্যক্ষ না থাকিলে রায়তদিগের কষ্ট ও বিরক্তিতে হইতে পারে এ কথা আমি স্বীকার করি, কিন্তু কামতী খাজানা আদানতের নিয়ম করিয়া এ অন্তবিধার প্রতিবিধান করিয়াছেন। ৭৩ খ্রীর (গ) প্রকরণে বলে যে যে স্থলে অনেকগুলি অংশীদারকে একযোগে খাজানা দিতে হয় এবং তাহা-দিগের পক্ষ হইতে খাজানা গ্রহণের ক্ষমতা বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি নিযুক্ত না থাকায় একটা টাকার জন্য উক্ত সহায়িকারীদিগের একযোগে এসীদ পাইতে না পারে সে স্থলে উক্ত মহাল খাজানা আদানত করিয়া দিতে পারিবে। আরও যদি সহায়িকারীরা একযোগে অথবা সাধারণ কাষাধ্যক্ষের দ্বারা দরখাস্ত বা মোকদ্দমা করিয়া করে তাহা হইলে সহায়িকারীরা ক্রোড়ের দরখাস্ত অথবা বন্ধিত খাজানার জন্য মোকদ্দমা করিতে পারিবেন। এতদ্বারা দৃষ্ট হইতেছে এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা অবিত্তক মহালের রায়তদিগের সমস্ত সুস্থিভূক্ত কষ্টের কারণ সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত হইয়াছে। অবিত্তক ভাবে কোন মহালের তত্ত্বাবধান হইলে সাধারণের যে কি ক্ষতি হইতে পারে তাহা আমি পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিতেছি না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতেছি, যদি সহায়িকারীরা রাজস্ব দিতে ক্রটি করে, তাহাদের মহাল নীলাম হইতে পারিবে। যদি তাহারা আটম অধিকার করে অথবা সরকারী আদেশমত কার্য করিতে অপরগ হয়, তাহা হইলে তাহাদের দায়িত্বের কথা বঙ্গদেশের রেজিষ্টারী বিষয়ক আইনের কথা দৃষ্টান্ত অনুমান করা হইতে পারে এবং তাহাদের শাস্তিও হইতে পারে। এজন্য কালেক্টর অথবা জমীদার সাধারণের তত্ত্বাবধান হইতেছে মনে করিলেই সহায়িকারীরা আপন সম্পত্তির তত্ত্বাবধান হইতে কেনই বঞ্চিত হইবেন, পরিষ্কার বুঝা যায় না। আমার নিবেদন এই যে যেসকল কারণের কখনই অন্তি নাই, তাহাইই ত্যাগ করিয়া ভূমারী ও শ্রমীদিগের সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার জনের প্রতি অর্পণ করিয়া, উহাদিগের পরিজন ও উৎকর্ষসাধনের উৎসাহক কারণ অপ্রদান করা, অকৃত রাজনীতির একান্ত বিরোধী।

স্বত্বের লিপি, খাজানার বন্দোবস্ত, হারের ডালিকা, ও ভূখামীর নিজ জমী
লিপিৰদ্ধ করণ।

ভারবহের যে সকল ভাগে নিদিষ্ট সংখ্যক অংশের স্বত্বের বন্দোবস্ত হয় তাহার অধুনা যে ভাবে কৃষির যোগ্য হইয়া থাকে, উপরি উক্ত বিষয় সম্পর্কে অসমাপ্তমণি সেই ভাবে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু রাজস্বের ভিত্তি সম্প্রদায়ের স্বত্ব ও স্বাধীনতা উৎসাহক নিষ্কিষ্ট আছে, এবং এই অন্যত্র সমস্তের বিষয় সম্বন্ধে যে বঙ্গদেশে প্রচলিত ভূমিকারী-বিবাদ হইবার সম্ভাবনা, সেই সেই স্থলে সম্প্রদায়ের সম্প্রদায়ের নিজ নিজ ক্ষমতার উপর আদানতের কথা বিচার করিতে দেওয়াই সংজ্ঞাযুক্ত। কিন্তু এত সকল অপ্রাচ্যর সময় এও যে, একদিকে ভূমিকারী ও প্রজা উভয়কেই তাহাদের জন্য নিজের উপায় অবলম্বন করিতে প্রাথমিক দেওয়া হইয়াছে, অপনাকে কামতী গদগদকে জনের তত্ত্বাবধান সেই উপায় অবলম্বন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এও কল অপ্রাচ্যর যে সকল কারণে যা হইতে পারে তাহা দিবে আরও হইবে, আমার ভয় হয় যে দেশ মোকদ্দমা শাসনের ভিত্তি নাষ্ট হবে, ভূমিকারী ও প্রজার সুপ্রতি সমস্ত উৎসাহ হইবে, যিহা সাক্ষ্য ও জ্ঞান করণের দ্বারা প্রকৃতরূপে উদ্ভাষিত হইবে, অসীমতা কারবার অপ্রাচ্যর প্রভাও জন্ম হইবে, হইবে।

এবং কৃষিকর্মীরা কতি, ব্যয় ও বিপদের সাগরে পতিত হইবে। রাজস্ববিষয়ক জরীপে এই শিক্ষাই প্রদান করিয়াছিল। যখন কোর্টের নিজেই এই সকল বিধান বলবৎ করার জন্য আবেদন করিলে, তখন ইহা দেখিল লওর ডাফিনেরই কাজ, কিন্তু লোর্ডের কোনরূপ আবেদন ব্যতিতই কেবল যে গবর্ণমেন্ট হাইদ্রা নেশের লোর্ডের উপরি উক্ত অনিষ্ট সংঘটন করিবেন আশি ভাণ্ডার যুক্তিযুক্ত ও সিদ্ধ কার দেখিতে পাইতেছি না। আপামী দুই তিন পুরুষ মধ্যে উদ্ভিষ্ট কার্য সমাধা হইবে না এবং এই সমস্ত সময় ধরিয় পূর্বোক্ত লিখিত ক্ষতি বর্জিত হইবে থাকিবে। যে স্থলে রাণ্য সংক্রান্ত বা সত্যসত্যী বিক্রমে নীলাধ খরিন্দার নিজের অবগতির জন্য অব্যবহারী কার্য পাই না, স্বত্বের নিষিদ্ধ যদি সেই স্থলের জন্য প্রায় ৫ হর; যেস্থলে রায়েরো ধর্মঘট করিয়া খাণনা দিতে অস্বীকার করে এবং যে স্থলে রাণ্যদের কর্তৃক অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা, যদি কেবল সেই সকল স্থলের জন্য খাজনার বন্দোবস্ত হয়; যেস্থলে জমিদারেরা নিজে আবেদন করে যদি কেবল সেই স্থানের জন্যই জমিদারের নিজ জমীর রেজিষ্টারী করা হয়; সেই সকল স্থানে পক্ষগণের দরখাস্তসহ উহা মান্য ও যুক্তিযুক্ত হইবে। কিন্তু গবর্ণমেন্টের হস্তে জমীদার বিবেচনার ভার পিয়া এই সকল অত্যাচারের লক্ষ্য বিষয় বেরূপ বিস্তৃত করা হইয়াছে, তাহার প্রেক্ষণ কোন আবিধ্যকতাই নাই এবং ইচ্ছা দ্বারা এত অনিষ্ট সংঘটিত হইবে যে উহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের শান্তি, সুখ, ও প্রকৃত স্বার্থের বিলক্ষণ ক্ষতি হইবে। হারের তালিকা সম্বন্ধে এই বলা যাতে পারে যে, এ বিষয়ে যে অনুসন্ধান করা গিয়াছে তাহাতে স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে যে দেশের অধিকাংশ স্থানেই উহা নির্ণয় করা অসাধ্য। ঐতিহাসিক, ব্যক্তিগত, অর্থশাস্ত্রমত ও সাংখ্যিক কারণ বশতঃ একই গ্রামের মধ্যে এত বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকার হার প্রচলিত আছে, কোন কোন গ্রামে শত শত প্রকার হার আছে, যেমনমাত্র হার বা এক সমান হার বা পূর্বে যাহাকে পণ্য হার বলিত কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের জন্য তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য। প্রজা ও ভূমিকারী কার্যই একাধা দ্বারা কিছুমাত্র উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিশেষ ভূখণ্ডের জন্য হারের তালিকা প্রস্তুত করার ও ভূমিকারী এবং প্রজার উপর দিয়া তাহার পরচ উঠাইয়া লইবার ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে ভূমিকারী ও প্রজা কোনরূপ আবেদন না করিলেও স্বত্বের নিষিদ্ধ ও খাজনার বন্দোবস্ত সম্পূর্ণরূপে বিধান সকল বলবৎ করিবার পরচ ভূমিকারী ও প্রজার বাড় চাপান হইবে। যে কার্য প্রণালী অবলম্বন করিলে ভূমি বিশিষ্ট প্রজার উপর অপরূপ অণকার হইবার অধিক সম্ভাবনা, এইরূপে তাহার জন্য ভূমির উপর হুতন কর বসান হইবে।

খামার নামে অভিহিত ভূমিকারীর নিজ জমী নিষিদ্ধ কখন সম্বন্ধে খামার বলিয়া এই যে উহার যে লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় নির্দিষ্ট লক্ষণের সম্পূর্ণ বিরোধী, এবং উহা দ্বারা সমস্ত পতিত ভূমি লক্ষণবহিত করা হইয়াছে। - ৩৮ ধারায় বলে,

১৩৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্মচারী নিম্নলিখিত জমী ভূমীর নিজ জমী বলিয়া নিষিদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজঘাত বা কামাত বলিয়া ভূমামী নিজে আপন সরঞ্জাম দ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুর দ্বারা এই আইন নিষিদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্বে ক্রমাগত বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয়, সেই জমী; এবং

(খ) যে আবাদী জমী প্রমাণচারক্রে ভূমামী খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজঘাত বা কামাত জমী বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূমামীর নিজ জমী বলিয়া নিষিদ্ধ করা উচিত কিনা, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পূর্বে ভূমামীর নিজ জমী বলিয়া নিষেধ করিয়া এই জমী জমী দেওয়া হইয়াছিল কিনা, এই কথাই প্রতিদৃষ্টি রাখিবেন কিন্তু যখন বিপরীত দর্শন না যায়, তখন উক্ত জমী ভূমামীর নিজ জমী নহে, এই রূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূমামীর নিজ জমী কিনা, এ বিষয়ে দেওয়ানী আদালতে কোন প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, রাজস্ব কর্মচারীদের কার্য শক্তিতে প্রদর্শনার্থ এই ধারায় যে বিধি নির্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তাহা প্রতিদৃষ্টি রাখিবেন।

১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৩৭ ধারা। খামার ভূমির নিম্নলিখিত বিবরণ আছে।—

১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৩৭ ধারা। জানিবেন যে সুবে বেহারের মধ্যে মালিকানা জমী এবং সুবে বাখাল ও মেদিনীপুরের জমিদার ও তালুকদার ও অন্য ভূমিকারীদের নিজের নানকায় ও খামার ও নিজ ঘাত ও রায় ভূমি উপরের লিখিত [সাধারণ রায় হইতে লাগেজ ভূমির বহিষ্করণ] দাড়া সকলের বাহির আছে, ইত্যাদি।

আইনের ভাষার সহিত পাণ্ডুলিপির ভাষা তুলনা করিয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে পুরাতন আইনানুসারে জমীদারের খামার জমীতে ক্রমাগত বার বৎসর ধরিয় চাষ করার শর্ত নির্দিষ্ট ছিল না। পতিত ভূমামীর একথা সকলেই জানে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রকল্পে খাজনা ধায়া করার জমীদারের যে অপরিহার্য ক্ষতি হইয়াছিল তাহারই পূরণার্থ উহা জমীদারকে প্রদত্ত হইয়াছিল।

ক্রোক।

খাজনা আদায়ের সহজ ক্রোকের আওতায় সাধারণ প্রজার ও কার্যকর বলিয়া সাধারণতঃ লোর্ডের বিধান। আশি ভাণ্ডার জমী বেহারে ইহা সমগ্রতা অধিকারিণী হইয়াছে। বর্তমান কোন আইনের সার এই যে ইচ্ছা দ্বারা শীঘ্র ও অপরূপ জমী হইবে, কিন্তু ভূমিকারীর শিরে সমস্ত মারিষ্ট অর্পিত থাকে। ক্ষমতার অপব্যবহার করিলে তাহাকে বিলক্ষণ শাস্ত দেওয়া হয়। পাণ্ডুলিপি আদালতের কোন আদালত

দ্বারা করিতে হইবে। উহার প্রতিশ্রুতি নানা পক্ষের নিষেধাত্মক নিয়ম আছে, আদালতের হুকুম জারী হইবার সময় হয় ৩ বা ৪ হইতে শস্য অনাবৃত্ত হইয়া গিয়াছে। উহার কার্য প্রণালী এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে উহা দ্বারা আর শীঘ্র প্রতিষ্ঠার পাওয়া অসম্ভব। সুতরাং প্রতিষ্ঠারই ক্রোড় আইনের মর্ম্ম লওয়া উচিত। আবার ক্রোক করিলে গেলে ভূমিকারীরা এক বায় করিতে ও এত বিস্তৃত হইতে হইবে যে তিনি অগত্যা এই উপায় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। আবার এইরূপ বোধ হইতেছে যে এই গাণ্ডুলিপিতে যেজন ক্রোকী আধনের বিধান হইয়াছে, তাকে সম্পূর্ণরূপে অকার্য্যকর হইয়া থাকিবে; এবং তাহাতে এক্ষণে শীঘ্র খাজানা আদায় করিবার বিষয়ে জমীদারের যে একমাত্র সুবিধা আছে, তাহা তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে।

আদালতের কার্য্যপ্রণালী।

গবর্ণমেন্টে যে খাজানা আদায়ের প্রণালীর সরলতা আদান করিবেন বলিয়া পূর্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আমান বারং বলিয়ার প্রযোজন নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় অধি আশি পয্যন্ত এবিষয়ে আপনাদের কষ্টের গণনা মনে রাখিবার করিয়া আনিয়াছেন। আর উপস্থিত গাণ্ডুলিপি পঞ্চম সূচনা হইতে খাজানা আদায় প্রণালীর সরলতা আদান উহার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। এবিষয়ে বাদামুবাংদের সময় কমিটীও ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে এই সকল বাদামুবাংদের কল কান্ডঃ অসামান্যকৈ নিরাশ করেছে। আমি এবিষয়ে ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম

(১) পত্তনী কার্য্যপ্রণালী (২) গবর্ণমেন্ট ও রাজাপালিত মহালে এক্ষণে যে কার্য্যপ্রণালী চল ত্যাগ ও

(৩) বর্ত্তমান কার্য্যপ্রণালীর পরিবর্ত্তন। আমি নিম্নে তৃতীয় উপায়ের বিস্তারিত বিবরণ দিতেছি।—

বাকী খাজনার জন্য মোকদ্দমা কল্প করিতে হইলে জমীদার বা খাজানাগ্রহীতা অগ্রাধিকারী বাকীর কাগজ, দাখিলার মুড়ি প্রভৃতি আবশ্যক কাগজ দাখিল করিয়া এবং আবশ্যকমত প্রমাণ দিয়া আপত্তিঃ মোকদ্দমা খাড়া করিবেন।

তাঁহার পর আদালত সমন বাহির করিবেন। সমন জারী হইলে জারী হয় নাই বলিয়া সদরাত্ত যে আপত্তি হইয়া থাকে, তাহা দূর করিবার জন্য আমি নিম্নলিখিত মন্যের একটি বিধান করিতে পরামর্শ দিই—

“সামান্যতঃ সমনে ব্যক্তিব নামে হয় নিজ তাঁহাকে দিয়া অথবা রেজিষ্টারী চিঠি দ্বারা পাঠাইয়া জারী করা হইবে। যদি কোনকারণ বশতঃ নিজ প্রতিবাদীর উপর সমন জারী হইতে না পারে, তাহা হইলে যে গ্রামে ঐ ভূমি অবস্থিত সেই গ্রামে উক্ত ব্যক্তির মরতঃ বাসস্থানে অথবা তাহার পাঁচ মাইলের মধ্যে উহা লটকাইয়া দিতে হইবে। ঐ ভূমির মালকান্দারীতে, অথবা যে ভূমির জন্য বাকী খাজানা পাওনা, তথায় অথবা তৎপরিবৃত্ত অন্য কোন সদর অগ্রগায় অথবা গ্রামের নৌটে বা চৌপালে, অথবা যে গ্রামে ঐ জমা অবস্থিত তাহার অন্য কোন সূত্রপ্রণয়ন লটকাইয়া দিয়া নোটিস জারী করা যাইতে পারে। যেখানে সমন হয় গ্রামের চৌকিদারঃ গ্রামের মওল, না হয় গ্রামের দুইজন সম্ভ্রান্ত অধিবাসী, না হয় গ্রাম্য সব-রেজিষ্টারের নিম্ন হইতে জারী হইবার সাক্ষ্য লইতে হইবে।”

অপব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য প্রত্যেক স্থলেই উপরি উক্ত কার্য্যপ্রণালীর অমৃতঃ দুইটি আলম্বন করিতে হইবে। এরূপ সতর্কতার সহিত কার্য্য করিলে সমন জারী হয় নাই, এ আপত্তি যে মোকদ্দমার এক তরফা বিচার হইয়া গিয়াছে, তাহার পুনর্বিচার বা পুনরাবেদনের যুক্তিযুক্ত কারণ বলিয়া আদালতে গ্রাহ্য হইবে না।

সমনে এরূপ এক নোটিস থাকিবে যে যদি জারীর তারিখ হইতে এক সপ্তাহ মধ্যে প্রতিবাদী হাজির না হয়, তাহা হইলে দাবীর টাকার জন্য আদালত ডিক্রী দিবেন এবং তৎকণাৎ জারীর হুকুম দিবেন। আদালত প্রতিবাদী যে তারিখে হাজির হয়, তাহার আট দিনের মধ্যে উহার এজাহার লইবেন এবং বাকীকে নির্দিষ্ট দিনের নোটিস দিবেন। প্রতিবাদীকে তাহার উত্তর সমর্থনের জন্য যে দিবসে তাহার এজাহার হইবে সেই দিবসে তাহার সমস্ত দলীলপত্রাদি দাখিল করিতে এবং সাক্ষী আনিতে বলিয়া দেওয়া হইবে। যদি মোকদ্দমার অবস্থা এমন হয় যে উহা তৎকণাৎ নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে, আদালত তাহাই করিবেন; অথবা যদি মোকদ্দমার প্রতিবাদ হয়, তাহা হইলে উত্তর পক্ষের সমক্ষে সেই দিনই ইস্যু ধাফা করিবেন; এবং মোকদ্দমার শুনানি ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য আর এক দিন ধাফা করিয়া দিবেন। ঐ দিন প্রতিবাদীর এজাহারের দিন হইতে এক পক্ষের অতিরিক্ত না হয়।

জারীর সম্বন্ধে কথা এই যে যদি বাকীদার, ডালুকদার বা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত হয়, তাহা হইলে ডিক্রী জারীক্রেমে তাহার ডালুক বা মোত বিক্রয় হইবে। যদি সে দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে বোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে।

ডিক্রীর টাকা আমানত করিয়া না দিলে আপীল গ্রাহ্য হইবে না। খাজানাগ্রহীতা/রীতিমত প্রতিবাদা দিলে আমানতের টাকা বাহির করিয়া লইবার অসুবিধা প্রাপ্ত হইবেন।

কমিটীতে আমার অনেক সহানুভূতি সচিবগণের আবার পরামর্শমূলক উপায়ে সভাস্থলটি আরও বলিষ্ঠ বোধ হইল, কিন্তু আমার এমন দুর্ভাগ্য, যে অধিকাংশ সভা আমার মত প্রণয়ন করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলেন—

আমাদিগকে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে খাজানাসংক্রান্ত মোকদ্দমার কার্যপদ্ধতি স্বল্পতর ও সরলতর পরিবার অভিপ্রায়ে যে নানাপ্রকার প্রস্তাব করা গিয়াছে তাহা বিশেষ চিন্তাশীলতা সচকারে বিবেচনা করিয়া আমরা উক্ত উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে যাহাতে সুবিচারের বাধা ও ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না এমন কোন উৎকৃষ্ট উপায়ই উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ আদালত সমন জারীকরণকাৰ্য ও এই কার্যের প্রণয়ন সচলতর করিতে উৎসাহ হইলেও সমনজারী হইয়াছে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইলে অনুপস্থিত প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে আইনযুক্তিও কোন অনুমান করিতে দিতে অক্ষম।

যাহাই হউক, কমিটী নিম্নলিখিত নূতন বিধান প্রবর্তিত করিয়াছেন।—

পরন্তু খাজানাসংক্রান্ত মোকদ্দমায় ভূমিদিকারীর স্বত্বঘটিত কোন কথা উপস্থাপিত হইয়া যে জটিলতা ও বিলম্ব ঘটে তাহা যতদূর সাধা পরিহার করণার্থে আমরা ১৬৪ ধারায় একটি গুরুতর পরিবর্তন করিয়াছি। এই ধারার আদেশ এই যে যদি প্রজ্ঞা স্বীকার করে যে খাজানার নির্দিষ্ট তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে কিন্তু এই উত্তর দেয় যে এই খাজানা বাদীর নিকট নহে, অন্য কোন ব্যক্তির নিকট দিতে হইবে, তাহা হইলে সে এই খাজানা আদালতে নিবে। স্বত্বঘটিত যে কথা লইয়া বিবাদ তাহা খাজানার মোকদ্দমা হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথকভাবে উপস্থাপন করিতে বাধ্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব আমরা এই বিধান করিয়াছি যে উক্ত টাকা দেওয়া গেলে আদালত এই টাকা দিবার নোটিস এই তৃতীয় ব্যক্তির উপর জারী করাইবেন; এই তৃতীয় ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে বাদীর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র মোকদ্দমা উপস্থাপিত করিয়া এই টাকা প্রদান নিষেধ করণার্থে আদালত পাঠিলে বাদীর প্রার্থনামতে এই টাকা তাঁহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

এ ক্ষুদ্র জনের মধ্যে যে রায়ত আপন ভূমিদিকারীর স্বত্ব অধীকার করে আদালতে তাহার কথা অগ্রদান হইলে, সে রায়তের স্বত্ব বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে, একটি প্রকাশ করিলে প্রতিকারের পথ আরও অধিক পরিমাণে পরিষ্কার হইবে, আমি সচা কমিটীকে দেখাইয়া দিয়াছিলাম। কমিটী যে পরিবর্তন প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে চক্রের মধ্যে চক্র, বাকী খাজানার মোকদ্দমার মধ্যে স্বতন্ত্র মোকদ্দমা, বর্জিত হইবে আর; খাজানা আদায় সহজ হওয়া দূরে থাকুক উহার বিনাক্ষণ দিনব্যাপি পরিষ্কার হইবে।

বিচারের সাধারণতঃ সে কার্যপ্রণালী নির্দিষ্ট আছে, খাজানার মোকদ্দমায় ব্যবহার করিবার সময়, আবশ্যক হইলে সে প্রণালীর পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা কমিটী হাই কোর্টকে দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আমার বোধ হয় এরূপ করাও যাহা, এ বিষয়ের সীমাসংর ভাৱ পরিহার করাও তাহাই। যে ব্যবস্থাপক সভা কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন বিধান করিয়াছেন, নিশ্চয়ই সেই ব্যবস্থাপক সভা খাজানার মোকদ্দমার বিচারের শীঘ্র সম্পাদনের জন্য উপর পরিবর্তন করিতে। সমর্থ।

আমার ভ্রমসা আছে যখন আগামি নবেম্বরে কমিটী অধিবেশন হইবে, তখন সভার খাজানা আদায়ের বর্তমান কার্যপ্রণালীকে সরল ও অধিক পারমাণে কার্যকর করিবার কোন না কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইবেন। ইহা না থাকাই ভূমিদিকারীদিগের বিশেষ কষ্টের কারণ এবং ইহা না থাকিতেই রাজস্ব ও সেস সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের দায়িত্ব টাকা দিতে অনেক সময়ে তাঁহারা বিলম্ব করিতেছেন। যদি খাজানার আইন সম্বন্ধে কোনবিষয়ে সকলের মত এক হয়, তবে সে এই বিষয়, এবং যখন সমস্ত আইন উলট পালট হইয়া যাইতেছে তখনও যদি ভূমিদিকারীদিগকে তাঁহাদের যথার্থ পাওনা আদায়ের বিশেষ সাহায্য না করা হয়, তাহা হইলে বিলম্ব নিন্দা হইবে।

চুক্তির স্বাধীনতা।

পাণ্ডুলিপি অনুসারে ভূমিদিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা কার্যতঃ বহিত করা হইয়াছে। যেসকল বিষয় চুক্তির বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কমিটী তাহা এইরূপে নির্দেশ করিয়াছেন।—

(ক) বাসেন্দা ধারতের ও দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রায়তের স্বত্ব লাভ (২৪, ২৫ ও ২৬ ধারা)

(খ) ৩১ ধারার নির্দিষ্ট দখলী স্বত্বের অনুবন্ধ।

(গ) ৫১ ধারামতে দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রায়তের খাজানা কমাটবার দায়িত্ব করিবার স্বত্ব।

(ঘ) ৫৩ ধারামতে কসলী খাজানা পরিবর্তনের দায়িত্ব করিতে ভূমিদিকারীর বা প্রজার স্বত্ব।

(ঙ) নির্দিষ্ট হেতু তিন দখলী স্বত্বশূন্য রায়তকে ও কোর্শী রায়তকে উচ্ছেদ করণ বিষয়ে আইনমতে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ৬০ ও ৬৩ ধারা)

(চ) গোতের ভূমি কমিয়া যাওয়ার প্রজার খাজানা কমাটবার স্বত্ব (৬৬ ধারা)।

(ছ) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার ও তজ্জন্য ক্ষতি পূরণের দায়িত্ব করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০ ও ৯১ ধারা)।

(জ) ডিক্রিভারী ক্রমে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রজাকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

পাণ্ডুলিপি উপস্থাপনের সময় আমি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহাতে আমি এই অবনতির প্রস্তাবের বিলম্ব প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন সমূহে যে কেবল চুক্তির স্বাধীনতা স্বীকার করা হইয়াছে এরূপ নহে, প্রকাশ্যভাবে উহার উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেও ঠিক তাহাই করা হইয়াছে। আমি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না যে, যে রায়ত আপনাবাদী, ঘর, ফেঁস,

খোদা বিক্রয় বা বন্ধন দিবার সময়, তাঁহাকে কোর্টা উপর বিক্রয় করিবার সময়, বন্ধন নিঃশাণ করিবার সময় এবং জীবনের প্রতিদিন প্রয়োজনীয় সস্ত্র অথবা কাঁচা করিবার সময় স্বাধীন বলিয়া গণ্য হয়, কেবল আপন ভ্রমাদিকারী সন্ততি চুক্তি করিবার সময় তাহা হইলে কোন অনস্বর্থ বলিয়া মনে করিতে হইবে। আমি বিশেষ করিয়া এই বিষয় পুনর্বার বিবেচনা করিতে বলি।

মেওয়ানী আদালত ও রাজস্ব কর্মচারী।

এই পাণ্ডুলিপি অনুসারে মেওয়ানী আদালত ও রাজস্ব কর্মচারী এই উভয়ের মধ্যে বিচারার্থিতা বিভাগ হইয়াছে। বঙ্গদেশের গার্মেন্টে অরুণোদে, রাজস্ব কর্মচারীর উপর যে বিস্তৃত ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার অতি প্রায় স্পষ্ট এই যে তাঁর তবর্ষের উত্তরাংশে যেহেতু সব একসময় করিবার প্রণালী চলিতেছে, এবং বাণিজ্যীরা এই অঞ্চল মূলধনের কার্য প্রায় বন্ধ হইয়াছে এবং পরিশ্রমের প্রদান শুকাইয়া আনিয়াছে, বাজার ও ভূমিদানোন্তের সেই প্রণালী প্রবর্তিত করা হইয়া, আশাবত এই বোঝা। কিন্তু আমি ভ্রমণ করি যে আমার বোধ প্রযুক্ত বলিয়া প্রমাণ হইবে। শস্যের খাজানা মুদ্রাক্ষেপে পরিবর্তন হইতে, স্বত্বের লিপি অথবা খাজানার বন্দোবস্ত হইতে, হারের তালিকা প্রস্তুত বিষয়েই হইতে, ভূমিাদিকারী ও প্রজা সাধারণ চুক্তির তত্ত্বাবধান হইতে, সক্রিয়ত সাপেক্ষে কাটি নিঃশেষ করণেই হইতে, মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করণেই হইতে, অথবা অন্য কোন বিষয়েই হইতে, আমি যে বিষয় দেখিতে যাই দেখি সে রাজস্ব কর্মচারীকেই স্থির বিন্দু করা হইয়াছে, পাণ্ডুলিপিগণ অট্টালিকার ভিত্তি হইয়া সেই স্থিতিস্থাপন উপর নির্ভর করিতেছে। যদি রাজস্ব কর্মচারীকে কার্যনির্বাহক অথবা শাসন কার্য সাহায্যকারী করা হইত, তাহা হইলে আমার আশঙ্কিত ছিল না, কিন্তু তাহাকে বিচারের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, এ বিষয়ে বিলম্ব আপত্তি আছে। যে প্রণালীতে বিচারসম্বন্ধী কার্যকারকে শাসনকার্যনির্বাহক গণ্যমেন্টের ইচ্ছিতমতে চলিতে হয়, সে প্রণালীতে সুবিচারের যত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, এত আর কিছুই নয়। এই বিষয়ে ১৭৯৩ খৃঃ অব্দের দ্বিতীয় আইনের হেতুবাংলার লর্ড ক্রাওলিন্স যে উদার ও সমীচীনমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

“যে ভূমির রাজস্বের ও তাহার উত্তরের বিষয় সম্বন্ধে সন্ততি ভূমিদিকারিদিগের মেওয়ানী বন্দ এবং বাণিজ্যী জুয়াধিকারী ও তাগাদিগের প্রজাবর্ণের সঙ্গে যে সকল দীওয়ান ও বন্দোবস্ত মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত হইতেছে ও তাহার বিচারের ভার যাহা কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি আছে তদনুসারে তাঁহারা অনেক মতে মাল আদালতে বসিয়া যে সকল মোকদ্দমার বিচার করেন ও তাঁহাদের কৃত নিষ্পত্তি সমস্ত যে কছবার আদালত বোর্ডের বসিউতে ও তথা হইতে জিযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হুকুম মালের কোম্পেন্সে হই এই দুই ভার অর্থাৎ আদালত ও তহসীল কালেক্টর সাহেবদিগের জিয়া থাকিবে মাল আদালতের বন্দোবস্ত দীক্ষিত-মান এই সকল কারণ দৃষ্টে এই ক্ষেত্রে ভূমিদিকারিদিগের সম্পর্কে সরকারের দত্ত যে সকল হুকুম অর্থাৎ যে সকল বস্তুর স্বত্ত্ব আছে তাহা স্থিরতার বিষয় নিঃসন্দেহ মনস্তির তা খবর না করণ এই যে মাল আদালতে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমা কখন বিকল্পমতে ও কখন যথার্থ ক্রমে ও কখন উভয়ের অধ্যক্ষের প্রত্যক্ষাভিমান থাকিবে নিষ্পত্তি হইতে এবং কালেক্টর সাহেবদিগের তহসীলের কার্যের নিরবকাশেও মাল আদালতের উপস্থিত অনেক মোকদ্দমাই সম্বন্ধ থাকিত। আর ইহাও সুন্দর জানা আছে যে কখন কালেক্টর সাহেবের নিগ হইতে ভূমির রাজস্ব কার্য ও তহসীলের মোকদ্দমার আইনের অন্যথার হুকুম হইলে অমায়গন্তের আণা ভ্রমসার স্থান ছিল না যে বিপাক হইতে যে পীড় পাঠিয়া থাকে ও কালেক্টর সাহেব মাল আদালতে বসিয়া যে হুকুম দেন তাহাতে যে অমায়গন্ত হইয়া থাকে তাহার সংশোধন সেই কালেক্টর সাহেবের কৃত বিচারে মেওয়ানী আদালত হইতে হয়। আর তদনুসারে কালেক্টর সাহেবদিগ হইতে তহসীলের কার্যের বাহুল্য তদা ভূমিদিকারীদিগের সহিত তাহাদিগের তাবের প্রজা বর্ণের বিবাদের স্বার্থ বিচার হইতে পারিত না অন্তর্য চাসের আধিক্যজন্য উক্ত সে উপরে লিখিত সমস্ত উদ্যোগ ছাড়া ভূমির অধিকারিত ও তৎসম্পর্কিত সকল স্বত্ত্ব টেঙ্গার কারণ উদ্যোগান্তর করা যায়। মেওয়ানী পতিকর্তব্য এই যে ভূমিদিকারীদিগের সম্বন্ধে যে সকল স্বত্ত্ব ও উপায় রাখিয়াছেন তাহা অসাধ্য করণে শক্তি ভাগ করেন এবং আদালতের সমস্ত কার্যের কর্তৃত্বের কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি দা থাকে এবং যে কালেক্টর সরকার পাওনা মালগ্রহকারীর অপত্তি উপস্থিত হইলে তাহা সে সকল আদালতের অঙ্গ সাহেবদিগের যে একরে আদালতের শক্তি সমর্পণ হয় সে সকল আদালতে জিযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কোম্পেন্সের হুকুমের আইনের মতে উপস্থিত করিবার যোগ্য হইলে করা যায় যে তাহাতে কোনক্রমে অঙ্গ সাহেবদিগের স্বচ্ছাননের বিষয় না থাকে বরং সরকারের সন্ততি ভূমিদিকারীদিগের ও ভূমিদিকারী প্রভৃতির সঙ্গে তাহাদিগের তাবের প্রজাবর্ণাদির বিরোধের বিচার ও নিষ্পত্তি স্বার্থক্রমে ও বিলা পক্ষপাতে করিতে বন্দোবস্ত রাখেন এবং ইহাও কর্তব্য যে কালেক্টর সাহেবের আদালতের অর্পিত কার্য কর্মের বিচার ও নিষ্পত্তির বিষয়ে যে শক্তি রাখেন তাহা না করিতে পারেন ও করিলে তাহার অঙ্গ ব আদালতে দেন এবং সরকারের প্রকৃত প্রজাবর্ণ ছাড়া কাহার স্থানে কিছু অতিরিক্ত চাহিলে কিম্বা এই হুকুমের আইন অতিক্রম করিয়া তাহা লইতে লাগিলে আদালত হায়ে উপস্থিত হইবার যোগ্য হন। এমত হইলে যে শক্তিক্রমে ভূমিদিকারিদিগের স্বত্ত্বের অন্যথা কিম্বা ভূমির মধ্যদায় স্থান হইতে পারে তাহা না হইতে পারিবে অন্য সমস্ত বস্ত হইতে ভূমির অধিকারিত ও কৃত হইবেক এবং যে চাসের অধিকার সকলের কল্যাণ ও দেশের সৌন্দর্য্য অতিশয় হয় তদ্বিত্ত সকল গোয়েই প্রস ও চেষ্টা ব্যাখ্যাত করিবেন।”

১৭৯৩ সালে গবর্ণমেন্টে যে সকল উদ্ভার তাঁর প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ১৮৮৪ সালে দশগুন অধিক বাড়ে।
পত্নী তানুক।

জমিদারেরা এই পাণ্ডুলিপিতে পত্নী আইনের সন্নিবেশ সম্বন্ধে আপত্তি করেন। এরূপ করিবার যে কারণ নাই
কথা নাই। তাঁহাদের মত এই যে গত পঁয়ষাট বৎসর ধরিয়া এই আইনের প্রচলিত কথা কতৃপক্ষকর্তৃক এক প্রকার
অপভ্রান্ত কাব্যরূপে ও সেই অর্থেই চলিয়া আসিতেছে; জমিদার, পত্নীদার, আদালত ও আমলা সকলেই উহা
বেশ বুঝে; উহার ভাষার আধুনিকত্ব সম্পাদন করিতে গেলে সাইট বৎসরের অতিরিক্ত কালের শ্রুতি ও
পরামর্শগত কথা লোপ কইবে, অতএব হাত না দিলে ভাল, এষ্ট বটনাম্বারে পত্নী আইনের দোকা ও ব্যাখ্যা
সেভাবে আছে সেইভাবে থাকিতে দেওয়াই সর্বতোভাবে উচিত। আরও এই মতের অনুমোদন করি
এবং আশার বন্দ্য যে পত্নী অধ্যায় এই পাণ্ডুলিপির বাহির করিয়া দেওয়া হয়।

যে সকল পুত্র ধারয় এই পাণ্ডুলিপি প্রদানঃ লিখিত ভাষায় উপর আবার প্রদান প্রদান আপত্তিকাল
জামিতাতাত্ত্বিক লিখিয়া ফেলিব। ব্যবহারব্যবসয় সম্বন্ধে আপত্তি করিবার সম্ভব আশার নাই। আগামী
নবেশ্বরে যখন কমিটির অধিবেশন হইবে, তখন জামি এই সকল আপত্তি উত্থাপিত করিব বাসনা রহিল।

১৮৮০ সাল ১৪ নং।

কৃষ্ণদাস গাল।

প্রত্যাহিত প্রজাস্বত্ববিষয়ক পাণ্ডুলিপির কতকগুলি বিধানের উপর সিলেট কমিটীর অধিকাংশ

সভ্যের সিদ্ধান্ত হইতে তিন মতের সম্মতালিপি।

১। সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৪র্থ অধ্যায়ে বিধান আছে যে, যে রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে সে,

(ক) কোন ভূস্বামীর যে যে বিধানের নিয়মাবলী থাকেন, যোতের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার ইত্যাদি সম্বন্ধে সেই সেই বিধানের নিয়মাবলী থাকিবে, এবং

(খ) তাহার সন্তিত তদীয় ভূস্বামিকারীর লিখিত যে চুক্তি থাকে সেই চুক্তির শর্তক্রমে এত যে নিয়ম তল করিলে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে সেই নিয়ম তল করিলেই উচ্ছেদের দারী হইবে।

যে মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করিতেছে বলিয়া দাবী করে তাহাকে তাহার যোত সম্বন্ধে সাধারণ মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত অপেক্ষা অনেক সুবিধাজনক অবস্থায় স্থাপিত করা হইয়াছে, যেহেতু

(ক) উক্ত রায়ত যদি তৃতীয় ব্যক্তিকে নিজ যোত হস্তান্তর করে, তাহা হইলে ভূস্বামিকারী অত্রৈ ক্রয় করিতে অসমর্থ হইবেন ;

(খ) যদি সে নিজ অথবা এরূপে ব্যবহার করে যে উল্ল প্রজাস্বত্বের কার্যের সম্পূর্ণরূপ অমুণ্যযোগী হয় তাহা হইলেও মখল হইতে উচ্ছেদের দারী হইবে না।

কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের মত এই যে, যে মখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের খাজানা অবধারিত, তাহার অমুণ্য সাধারণ মখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের অমুণ্য হইতে স্বতন্ত্র হইবে। এবিষয়ে আমার মত অন্যরূপ।

যদি একস্থলে ভূস্বামিকারীকে অত্রৈ ক্রয় স্বত্ব দেওয়া হয়, তাহা হইলে অপর স্থলেও তাহাকেই স্বত্ব দেওয়া উচিত; যদি একস্থলে ভূমিকে প্রজার কার্যের অমুণ্যযুক্ত করার রায়তের উচ্ছেদের ব্যবস্থা হয় অপরস্থলেও সে উচ্ছেদের দারী হইবে।

একস্থলে এরূপ হইবার অমুকূলে মত তর্ক উত্থাপিত করা যায়, অন্য স্থলেও তাহা সমানরূপে খাটে।

আমার বোধ হইতেছে অত্রৈ ক্রয় স্বত্ব মতামতীয় আইনের শাখা। বেহারের হিমরা পূর্ব ক্রয়ের স্বত্বের দাবী করিলে, উক্ত ব্যবস্থা দেশাচারমত হইয়া পাকে।

আমার বোধ হয় যে কোন ব্যক্তি ভূস্বামিকারীর অনিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে মখলীস্বত্ব খরিসকরিতে পারে, তাহার মত হইতে ভূস্বামিকারীকে আশ্রয়কার উপায় করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে এই সর্বপ্রথম ইংরাজী আইন অনুসারে পূর্বক্রয়ের স্বত্ব এই পাণ্ডুলিপির বিধানে সন্নিবিষ্ট হইল।

একস্থলে সক্রপকারী ক্রোতা ভূস্বামিকারীকে যেরূপ ভরানক অনুবিধার কেলিতে পারে, অপর স্থলেও সেইরূপ; কেত্র মত করা সম্বন্ধেও সেইরূপ। একস্থলে তাহার পক্ষে এইস্বত্ব বেরূপ অনর্থক হইবে অপর স্থলেও সেইরূপ অনর্থক হইবে।

এই সকল বিধান ৮ অধ্যায়ের সহিত যোগ করিলে কল এই হইবে, ভূস্বামিকারী উৎসাহ বাইবে।

যখনই ভূস্বামিকারী পূর্বক্রয়ের স্বত্ব অনুসারে কাঁধা করিতে ইচ্ছা করিবেন, তখনই অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব খাড়া করা হইবে।

যখনই কোন রায়ত অবধারিত হারের যোত বলিয়া আপন যোত হস্তান্তর করিতে বাইবে অথবা যদিও ভূস্বামিকারী পূর্বৈ ক্রয় করিতে ইচ্ছা না করেন, হস্তান্তরপ্রার্থীতা পূর্বৈই পূর্বৈ ক্রয় স্বত্বের তর করিয়া যখনই আটমের চক্ষে খুলি দিবার চেষ্টা করে, তখনই ভূস্বামিকারীকে বাধা হইয়া হস্তান্তরে আপত্তি করিতে হইবে। কারণ ভর আছে যে যদি তিনি তৎক্ষণাৎ আপত্তি না করেন, তাহা হইলে সেই না করাই হস্তান্তরপ্রার্থীতার অবধারিতহারে চিরদিনের জন্য ভূমি ভোগের স্বত্ব স্বীকার বলিয়া গৃহীত হইবে।

যদি কমিটী আমার সংশোধন গ্রহণ করিবার উপায় দেখিতে পাঠিতেন এবং এই অধ্যায়ের কার্য মোকরতী পাট্টাঘীন যোতে অথবা যে সকল রায়তের স্বত্ব আদালতের ডিক্রীদ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে তাহাদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে যদিও ভূস্বামিকারীদের স্বত্ব সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগকে প্রতাপন করা হইত না, তথাপি অতুমান খাড়া করিয়া আইনের চক্ষে খুলি প্রদান করিবার চেষ্টার লোককে উৎসাহ দেওয়ার যে হালিকর কল উৎপন্ন হইবে তাহার পরিহার করা যাইতে পারিত।

২। ৪ম অধ্যায়—কোকাঁ বিলির নিয়ম।

কোকাঁবিল সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা হইলে ভাল হয়, সে বিষয়ে কমিটী অধিকাংশ সভ্যের মত হইতে সকল ব্যবস্থায় আমার মত বিভিন্ন।

কোকাঁবিল বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া হইবে না কেবল এই উদ্দেশ্যে কোকাঁবিল সম্বন্ধে বাধ্যজনক নিয়ম বিধানের কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমার বোধ হয় না।

আমার বিশ্বাস এই যে, যে মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কোকাঁবিল করে তাহাকে ভাঙ্গুণ্যরূপে পরিণত করিলে ভূস্বামিকারীদের বিশিষ্ট আর্থের হানি হইবে।

আমার বিশ্বাস এই যে, কতকটা মধ্যলীম্ববিশিষ্ট ব্রাহ্মকে রক্ষা করিবার জন্য, বিশেষতঃ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অতি দরিদ্র শ্রেণী অর্থাৎ ব্রাহ্মের ব্রাহ্মদিগকে রক্ষা করিবার জন্য, এই শ্রেণীকে তত্ত্বাবধানকারীনে আনিবার আবশ্যকতা আছে।

কোর্কা বিলির ক্ষমতা ব্রাহ্মের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। বোধ হয় হস্তান্তরের ক্ষমতা অপেক্ষা ইহা তাহার পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয়।

মধ্যলীম্ববিশিষ্ট ব্রাহ্ম হঠাৎ দেবার অড়াইরা পড়িলে ঠোঁটদ্বারা সে সেই দাঁত হইতে উদ্ধার পাইতে পারে।

যে সকল মজুর পরিবারের প্রতিপালনের সাহায্যার্থে অন্য কোন উপায়ে ভূমি সংগ্রহ করিতে পারে না, এই নিয়ম দ্বারা তাহারা ভূমি অর্জন করিতে পারে।

উহা আশ্চর্যজনক। এতদিন কোর্কা বিলি সম্বন্ধে কোন প্রকার বাধ্যজনক নিয়ম ছিল না। আর বতাই কেন বাধ্যজনক নিয়ম হউক না, কখনই কোর্কা বিলি পরিচালিত হইবে না।

যতদিন পর্যন্ত, যে সকল লোকের ভূমি আছে তাহাদের অপেক্ষা দরিদ্র আর এক শ্রেণীর লোক ভূমি পাঠিবার জন্য হুঁ করিয়া থাকিবে, যতদিন যাহারা একপে ভূমি ভোগ করিতেছে তাহাদের অপেক্ষা ভালরূপ ব্যবহার করিতে পারে এমন এক শ্রেণীর লোক থাকিবে, যতদিন ফলভোগবদ্ধ হইতে কোর্কা পাঠির বিভিন্নতা স্পষ্টরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া না দেওয়া হইবে, তত দিন কোর্কা বিলি চলিতে থাকিবে।

কোকাপাঠিধারীদেরকে রক্ষা করিতে হইবে, এবং এখনও যখন সময় আছে এশ্বলীকে কোন না কোন রূপ তত্ত্বাবধানে আনিতে হইবে।

এবির লীম্বই এমনতরো গবর্নমেন্টের গোচরে আনিয়া উপস্থিত হইতে পারে যে ইহার সীমানা পরিহার করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

১। ৫ম অধ্যায়—খাজানা রুজি।

মিলেটে কমিটির নিকট প্রিপোজ্টের জন্য যে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার বিধান অনুসারে বর্জিত খাজানা ভূমি চতুষ্টে বোট উৎপন্ন প্রধান শস্যের মূল্যের এক পঞ্চমাংশের অধিক না হইলে পূর্বভারের উপর টাকার তরফালা পর্যন্ত বর্জিত খাজানা গ্রহণের জন্য ভূমিধারী প্রজার সহিত যত্রাৎ বন্দোবস্ত করিয়া লওতে পারিতেন।

অধির জন্য যে হার প্রদত্ত হয় তাহা নিকটস্থ স্থানের প্রচলিত হার অপেক্ষা কম এই কারণে, প্রজার দ্বারা না হইয়া ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বর্জিত হইয়াছে এই কারণে, চিরস্থায়ীরূপে মূল্যের রুজি হইয়াছে এই কারণে বোঝানো করিয়া ভূমিধারী খাজানা বাড়িয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার এই নিয়ম মানিতে হইত যে বর্জিত খাজানা উৎপন্ন প্রধান শস্যের মূল্যের এক পঞ্চমাংশের অতিরিক্ত না হয় এবং কোন স্থলেই পূর্বতন খাজানার দ্বিগুণের অধিক না হয়।

উচ্চাধিকার খাজানা রুজি ও বোঝানো করিয়া খাজানা রুজি উত্তর স্থলেই বর্জিত খাজানা কম বৎসরের বড় ঠিক থাকিবার কথা ছিল। মিলেটে কমিটির সংশোধিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে চুক্তিবদ্ধ খাজানা-রুজি কোন স্থলেই টাকার চারি আনার অধিক হইবে না।

হু আনার কম বা হু আনা পর্যন্ত হইলে উহা সাত বৎসর পর্যন্ত ঠিক থাকিবে, হু আনার অধিক হইলে পনের বৎসর পর্যন্ত।

কোন বোড়ের খাজানা নিকটস্থ স্থানের প্রচলিত হার অপেক্ষা কম এই কারণবশতঃ আদালতের সাহায্যে খাজানা রুজি হইলে উহা পূর্বতন হারের উপর শতকরা পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত হ্রাস হইতে পারে, এবং মূল্যের চিরস্থায়ী রুজিবশতঃ হইলে শতকরা পঁচিশ টাকা পর্যন্ত হ্রাস হইতে পারে।

যে স্থলে কোন বোঝানোর দোষগুণ দেখিয়া বিচার হয়, তাহাতে রুজি হউক আর না হউক, হার পনের বৎসর পর্যন্ত ঠিক থাকিবে।

উত্তর স্থলে পঞ্চমাংশরূপ সীমা পরিচালিত হইয়াছে।

আনিস্বীকার করি আইনমত খাজানা রুজি করা বর্তমান আইনের অপেক্ষা অনেক সজ্ঞা ব্যাপার হইয়াছে। কিন্তু আমার দ্বিতীয়তঃ বিবেচন এই যে, সীমা নির্দেশ করা অসম্ভব সকলেই এই কথা স্বীকার করায় খাজানারুজির সীমা পরিচালনা করা হইয়াছে, বলিয়া সীমা সঙ্কট ও সময় রুজি করিয়া কমিটির অধিকাংশ সভা খাজানারুজির উপর যে বাধ্য জনক নিয়ম স্থাপন করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত কারণ নাই।

ইহা অবশ্যই ধরিয়া লইতে হইবে যে, যে প্রদেশগকে বোত ভোগ করিবার স্বত্ব দ্বারীরূপে দেওয়া হইয়াছে তাহারা যখন জানে যে, ভূমিধারী আদালতে গেলেই অনেক উচ্চহারে ডিক্রী পাইতে পারেন, তখন তাহার আদালতের বাহিরে অন্যরাসেই খাজানা রুজি দিতে সীকৃত হইবে।

ভূমিধারী ও প্রজা নিজে নিজে যে সকল বিষয়ে অনেকাংশে উৎকৃষ্টরূপে ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারে, যে রাজনীতিতে সেই সকল বিষয়ের জন্য তাহাদিগকে আদালতে পাঠানোর দেরি আনিবে রাজন্যত অনু-বোধন করি না।

ইচ্ছাপূর্বক খাজানা রুদ্ধকরণে কেবল এই কথা বলার আবশ্যক ছিল যে চুক্তির খাজানা রুদ্ধ রেজিষ্টারী করা করারণত্ব দ্বারা কবিত্তে হইবে এবং উক্ত রেজিষ্টারে হইবে যে প্রজা ভাঙাতে বীকৃত হইতে গিয়া স্বাধীনভাবে পণ্য করিয়াছে।

টাকার একটা নীমা নির্দিষ্ট করিবার আবশ্যকতা ছিল। সময়ের বিষয় চুক্তির উপর নির্ভর করিলেই হইত।

উত্তর ১৯৫৫ পঞ্চদশ বৎসর সীমা নির্দিষ্ট করার ভূমিধিকারী তাঁহার যত পাওনা হয় তাহার এক কড়ও আদায় করিয়া লইতে চাহিতেন না। আদায় করা করিবার কোন শব্দ রাখি নাই।

এতলে করদার প্রতি সুবিচারের জন্য একটা বলা আবশ্যক যে নিম্নতম স্থানে প্রচলিত খাজানা অপেক্ষা অল্পতরে যোক্ত ভোগ করণ চেষ্টা খাজানা রুদ্ধির যে বক্ষ্যত সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা উঠাইয়া লম্বা কেবল মাত্র আশ্রয় আশ্রয় ছিল। কিন্তু আমি এখনও বিবেচনা করি যে এবিষয় খাজানা বৈবেচনার উপর ফেলিয়া রাখা হইত।

ক্রমে ক্রমে পাঁচ বৎসর ধরিয়া খাজানা রুদ্ধি করির পদার কনজা আদালতকে দেওয়া হইয়াছে। এ উত্তর বিষয়ের আদালতের হস্ত পদ বন্ধন না করা উচিত ছিল।

৪। ৮ম অধ্যায়ঃ—মধ্যমী স্বত্বাধিকারি রায়তদিগের অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করিবার অধিকার কথা।

৬৪ ধারা (১) } চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে যে রায়তের খাজানা পরিবর্তিত হয়
এ " (২) } নাই, চিরকালের জন্য সেই খাজানার সেই রায়ত ভূমি ভোগ করিতে
এ " (৩) } পারিবে অশেষীয় এক বাক্য।

দ্বিতীয়টির মর্ম এই যে, নিম্নতম প্রমাণ না পাওয়া গেলে যে রায়ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ববর্তী বিশ বৎসর ধরিয়া এক খাজানার ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে, সে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ঐ খাজানার ভোগ করিয়া আসিতেছে এই অনুমান হইবে।

তৃতীয়টি ধারা এ নিম্নতম মুদ্রারূপে পারণত খাজানাতেও থাকিবে।

এই পাণ্ডুলিপি উপর অন্যান্য কাগজের সহিত আমি যে বস্তব্য দাখিল করিয়াছিলাম, তাহাতে আমি এই সকল ধারার বিধান পাণ্ডুলিপিতে তৎকালে যেরূপ ছিল তাহা হইতে আমার ভিন্নমত লিখিয়া রাখিয়া ছিলাম এক্ষণে যেসকল পরিবর্তন হইয়াছে তাহা পাঠের পরিবর্তনমাত্র, সাধিতঃ কিছুই নহে।

কামতীতে এই বিষয় বাঁদখুবাদের সময় ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে এই সকল কথা কেন গৃহীত হইয়াছিল তৎসম্বন্ধার্থ একই ৩ যুক্তি বা চেষ্টা করা হয় নাই; উহা দ্বারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তের অতিক্রম করা হইয়াছে, এ উক্তিও অত্যন্ত দেওয়া হয় নাই। এবং এমন কোন কথাই বলা হয় নাই যেহেতু আমি আমার মন্তব্যে যে মত প্রকাশ করিয়াছি তাহা পরিবর্তন করিতে প্রস্তুত হই।

উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে উহা রাখিবার ওজর এই যে উহা বর্তমান আইন, বর্তমান আইন পরিবর্তনার্থ কনিষ্টকে প্ররুত করিতে পারে এমন কোন যুক্তিপূর্ণতার প্রদর্শিত হয় নাই এবং কখন কোন করিয়া ও কি কি শর্তে রায়তকে ভূমির মতল দেওয়া হইয়াছিল একথা প্রমাণ করা ভূমি দারী পক্ষে যত কঠিন রায়তের পক্ষে অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রাপ্ত করা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে কঠিন।

আমরা দেখাইয়াছিলাম যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও তাহার আনুযায়িক আইনাবলীর কখনই এমন অতিক্রম ছিল না যে মোকদ্দমাদার ও ইত্তমরাদার ভিন্ন অন্য কোন রায়ত অবধারিত ও অপরিবর্তনীয় হারে চির দিনের জন্য ভূমি ভোগ করে।

মধ্যমীস্বত্বাধিকারি রায়তদিগের মধ্যে কোন প্রকারে যে বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত হয়, ঐ সকল আইনের কখনই একটা আশ্রয় ছিল না।

১৮৫৯ সালের ১০ আইন মধ্যমীস্বত্বাধিকারি রায়তদিগের মধ্যে বিশেষ অধিকার বিশিষ্ট একটি প্রকারে স্থাপিত করিয়া জমিদারদিগের ভূস্বামীস্বত্বের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছে এবং রায়তগণকে চিরদিনের জন্য অবধারিত খাজানার ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রদান করিয়া ভূস্বামীদিগকে আপন আপন মহালে বাৎসরিক রক্তিমোগী করিয়া তুলিয়াছে।

কোন নির্দিষ্ট তারিখের পরিবর্তে মোকদ্দমা কজু হইবার পূর্ববর্তী ২০ বৎসর হইতে অনুমান চলিবে এইরূপ প্রকাশ করার ইচ্ছা দ্বারা ক্রমাগতই নূতন নূতন অধ্যায়ে দিতেছে।

এ অধিকার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ভবিষ্যতে এ অধিকার অর্জন করা রায়তের স্বার্থ, এবং ইহার অর্জনে বাধা দেওয়া জমিদারের স্বার্থ, অতএব ইহা বর্তমান আইনে পাণ্ডুলিপিতে সন্নিবেশিত করার, উভয়ের স্বার্থেরই বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। ইহাতে ক্রমাগতই বিবাদ বাধিতছে।

আমি ১৮৫৯ সালের ১০ আইন পরিবর্তন করা সুবিচারসম্মত হয় নাই স্বীকার করিলেও বর্তমান আইনের কাণ্ড চলন দ্বারা যে সকল স্বত্ব জন্মিয়াছে তাহা উচ্ছেদ করাও অসম্ভব ও কঠিন হইবে স্বীকার করি।

যে সকল রায়ত এইরূপে স্বত্ব অর্জন করিয়া তেলিয়াছে তাহাদের উপর কোনরূপ অবিচার না হয়, সেই জন্য আমি বলিয়াছিলাম যে উক্ত আইন অবর্ত্তিত হইবার পূর্ববর্তী ২০ বৎসর হইতে এই অনুমানের কাণ্ড চলিবে, একপাকার মাত্র মোকদ্দমা রুদ্ধ করিবার ২০ বৎসর পূর্ব হইতে নহে। আমার বিনীত ভাবে সিবদন এই যে, যদি কামতী আমার পরামর্শ গ্রহণ করতেন, যে সকল রায়ত অবধারিত হারে ভূমি

ভোগের স্বত্ব অর্জন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদেরও স্বত্ব স্থির থাকিত এবং জমিদারদিগের প্রতিও প্রথম কিস্তি সুবিচার প্রদত্ত হইত। ভবিষ্যতে ভূম্যধিকারী ও প্রজার স্বত্ব নির্দেশ করিয়া দিবার জন্য যে পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইতেছে স্বীকার করা যায়; অতীত কালের আইন দ্বারা রায়ভের যে সকল স্বত্ব লোপ করা হইয়াছে বলিয়া স্মৃতিত হইয়াছে অথবা নিজের অসাধারণতা ও নিজের কার্য দ্বারা যে সকল স্বত্ব বাজেয়াপ্ত হইয়াছে সেই সকল স্বত্ব পুনঃ প্রদানের জন্য যে পাণ্ডুলিপি পাঠ করা হইতেছে, সেই পাণ্ডুলিপিতে অতীতকালে শিথিল ভাবে আইন করার দোষে ভূম্যধিকারী যে সকল স্বত্ব বঞ্চিত হইয়াছেন তাহাও তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা সুবিচারসঙ্গত।

অতীতকালে তিনি যাঁহাতে বঞ্চিত হইয়াছেন তাহা প্রত্যর্পণ করা যদি একান্ত অসম্ভব হয়, ভবিষ্যতে যাঁহাতে তাঁহার রক্ষা হয় তাহাও অসম্ভব: করা উচিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তমতে কেবল মাত্র মোকররী-খার ও ইস্তমরারদার অবধারিত হারে ভূমি ভোগের অনুমতি পায়, দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তাহা পায় না।

১৮৫৯ সালের ১০ আইনের পূর্বে অবধারিত হারে বা খাজানায় ভূমি ভোগ করিবার স্বত্বের দাবী করিলে দশ-সালী বন্দোবস্তের বার বৎসর পূর্বে পর্য্যন্ত তাঁহাদের স্বত্ব সাংগত করিতে বাধ্য হইতে হইত। অন্যথা তাঁহাদের স্বত্ব সম্পূর্ণ হইত না। অর্থাৎ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লাগি কিছু আছে তাঁহাদের উপর উহার স্বত্ব নির্ভর করিত না, কিন্তু উক্ত বন্দোবস্তের পূর্বে জমিদারের কার্যের উপর নির্ভর করিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে ভূমিকর্য্যকরতা তিন প্রকারে বিভক্ত ছিল। মোকররী-খার বা তাহা দ্বারা বাসেন্দার রায়ত, ইহাদের দীর্ঘকাল দখলজন্য স্বত্ব অর্জন্যছিল, আর পাটকল রায়ত বা ইচ্ছাধীন প্রজা। ১৬ বৎসরের মধ্যে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেই সর্ব প্রথম পাইকস্বত্ব রায়তকে দখলীস্বত্ব দিবার চেষ্টা করা হয়। অন্ততঃ তাহাদের বেলা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তে এমন কোন কথা পাওয়া যায় না যাঁহাদের উপর তাহাদের অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব স্থাপিত হইতে পারে। সুতরাং ভূম্যধিকারীকে অনুমান খণ্ডনের আজ্ঞা করা উচিত নহে। স্বত্ব প্রমাণের ভার রায়তের উপর নিক্ষেপ করা কর্তব্য।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এবং ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের পূর্বে খাজানা দেওয়া সম্বন্ধে যত রায়ভের দখলীস্বত্ব ছিল সকলের উপরই এক প্রকার ব্যবহার করা হইত অর্থাৎ সকলেই প্রচলিত হার দিবে আশী করা হইত।

১৮৫৯ সালের ১০ আইন পাঠ্যের সম্বন্ধে যত কাগজপত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে দৃষ্টি করিয়া কিসের জন্য এই আইনে এই সকল বিধান নিদ্ধ হইয়াছিল তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

১৮৫৭ সালে যে খসড়া পাণ্ডুলিপি প্রণীত হইয়াছিল তাহাতে “যে সকল বংশাশ্রুতিক রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে তাঁহারা এই হারে পাট পাইতে স্বত্ববান হইবে” লেখা আছে। কিন্তু পরে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে য ১০ বৎসরের অনুমানের কথা বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাঁহাদের কোন উল্লেখই নাই।

যদি ১৮৫৭ সালের পাণ্ডুলিপি সংশোধিত না হইত, তাহা হইলে অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রমাণের ভার আজও দায়িকারি রায়ভের উপরই অর্পিত থাকিত।

উক্ত খসড়া আইনের যত সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে জীবন্ত স্কোজ সাহেবই রায়ভের অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব বিষয়ে পূর্ণাঙ্গাচার বাগ্মন্যবাদ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে উক্ত স্বত্ব এই উচ্চতর ও সুগমতর যুক্তির উপর স্থাপিত যে “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারের পক্ষেই চিরস্থায়ী প্রজার পক্ষে অস্থায়ী, এরূপ একতরফা বন্দোবস্ত নহে” কিন্তু ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫১ ও ৬০ ধারার বিধান হইতেই এইরূপ অনুমান করার তাঁহাদের জন্ম হইয়াছিল। এই সকল দ্বারা খুলিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে প্রথমতঃ তালুক সম্বন্ধীয় ও দ্বিতীয়তঃ কার্য চলন হইতে বেহার মুক্ত হইয়াছিল।

আবার নিবেদন এই যে, যদি কেবল মাত্র বর্তমান আইন বলিয়াই আমরা ভূম্যধিকারীর বিক্ষেপে বর্তমান আইন রক্ষা করি, তাহা হইলে রায়ভের উপকারার্থ আমরা অনেক স্থলে যে রূপ গিয়াহি সেরূপ বর্তমান আইন হাড়াইয়া যাওয়া কোনমতেই উচিত হয় নাই।

অনেক সময়ে যে বলি হয় যে অনুমান খণ্ডন করা ভূম্যধিকারীর পক্ষে যত সহজ, রায়ভের পক্ষে অসম্ভবায়ত্ত করা তত সহজমতে, ইহার সম্বন্ধে আমি এই মাত্র বলিতে চাই যে যে সকল লোক এই কথা বলে ভূম্যধিকারীর পক্ষে এরূপ করা যে কত শক্ত তাঁহাদের কোন জ্ঞানোই নাই। কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক রায়ভের পক্ষে ভূম্যধিকারীর হস্তাক্ষর প্রমাণকরা অতি সহজ, কিন্তু ভূম্যধিকারীর পক্ষে যে সকল লোকলিপিতে জায়ে না তাহাদের দেওয়া দলীল প্রমাণকরা বড় সহজ বাগ্মন্য নহে। যত পুরান আইন আছে সকলেই ভূম্যধিকারীর পক্ষে রায়ভের অসুফুলে দলীল লিখিয়া দেওয়া অবশ্য কর্তব্য বলিয়া দিয়াছে। কিন্তু কোন নাইনেই ভূম্যধিকারীর অসুফুলে দলীল লিখিয়া দেওয়া রায়ভের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য করিয়া দেয় নাই।

বর্তমান আইনে যেখানে রায়ভের টাকার খাজানা দেওয়া হইতেছে সেই সকল স্থানের জম ই বিধান আছে, কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে আর এক পদ অধিক অগ্রসর হওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে, এই নিয়ম মুজারপে পরিণত খাজানার ও খাটোঁদার অভিপ্রায় হইয়াছে।

যদিও, ক্রমশঃ আমি এই একাকী এই বিষয়ে ভিন্নমত হইয়াছিলাম এবং আমার এই অবস্থা তত বাঞ্ছনীয় হয় নাই, তথাপিও এই প্রকরণ বিধিবদ্ধ হওয়ার বিক্ষেপে প্রতিবাদ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করি।

আমাদের বড় দূর দূর দূর করা উচিত আমরা এবিধের তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক দূর দূর দূর পড়িয়াছি ।
এককরণ বিধিবিধি করাও যাঁরা আর যেসকল রায়ত শস্যে খাজানা দিত ও একবে টাকার খাজানা
দেয়, তাঁহাদিগকে ভবিষ্যতে অবধারিত ও অপরিবর্তনীয় হারে খাজানা দিয়া ভূমিতোগের স্বত্ব দেওয়াও
ঠিক তাহাই ।

বর্তমান আইনই যে এই সকল বিধান ভূমাদিকারীর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিগাড়ে, ভবিষ্যতে তাহা
আর দশগুণ অধিক কষ্টকর হইয়া উঠিবে ।

যখন পাট্টা কবুলিয়ত পাস্পুর দেওয়া আর আবশ্যক রহিল না, তখন রায়ত বা করে ভবিষ্যতে তাহাই হইবে ।

স্বত্বের লিপি প্রস্তুতকরণ ন শাসনের সময় করণের অধার অমূল্যের স্থানীয় গবর্ণমেন্টের উপর
যে সকল ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে তাহা ভবিষ্যতে অত্যন্ত কার্যকর হইবে সত্য, কিন্তু এই সকল
বিধান অপরিবর্তিত থাকিলে আদালত সকল মোকদ্দমায় মোকদ্দমায় প্রাতিত হইয়া যাইবে ও জনসা-
ধারণের উৎসর্গ হইবে ।

ভবিষ্যতে যে সকল খাজানা মুদ্রারূপে পরিণত হইবে তাহাতেই এই সকল বিধান লোপাবদ্ধ করিয়া এবং যে
তারিখ হইতে অনুমানের শাল গণনা করিতে হইবে সেই তারিখ নির্দেশ করিয়া দিলেই ইহাদের
কুলের অল্পতা সাধন করা যাইতে পারে ।

হস্তান্তর ও অগ্রসর সংক্রান্ত প্রঃরণের উপর এই সকল বিধানের কার্যের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে ।

৫। ৯ম অধ্যায়।—যোতের অধস্তর বিভাগ ।

পাণ্ডুলিপিতে বলে যে দখলীস্বত্ববিধিষ্ট যোত ভবিষ্যতে হস্তান্তরযোগ্য হইবে এবং পূর্ণ যোতক হস্তান্তর
যোগ্য হইবে বলিয়া প্রকাশ করিয়া বাধ্য কাছাই করা হইয়াছে ।

কোন যোতের কিরদংশের হস্তান্তর ভূমাদিকারী বিক্রেতা অসিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে ।

এত দিন পর্যন্ত হস্তান্তর করণের ক্ষমতা দখলীস্বত্ববিধিষ্ট যোতের অনুসঙ্গের মধ্যে ছিল না । অতঃপর যখন আদা-
লত ভূমিতোগের স্বত্ব হইল ও ভূমাদিকারী ইচ্ছার বিক্রেতা হস্তান্তরযোগ্যতাকে তাহা প্রদান
করিতে অস্বীকার করিয়াছেন । হস্তান্তরযোগ্যতার স্বত্বের আনন্দভরতা সত্ত্বেও আমরা দেখিতে পাই, যে
একদংশের প্রতি জিলাতেই দখলীস্বত্ব ইচ্ছামত বিক্রয় হইতেছে ও আদালতের ডকুমেন্ট বিক্রয়
হইতেছে ।

কোন জিলায় ইহা এরূপ অবধারিত হইয়াছে, আইন বন্ধ হইলেনও তাহা । এত বহুল পরিমাণে চলিতেছে,
যে দেশাচার এক্ষণে আইনকে আতঙ্কিত করিয়াছে ।

আইনবিধি হইলে ও দেশাচাররূপে প্রচলিত হইতেছে দেখিয়া গবর্ণমেন্ট ইহাকে নিষিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিতে
বাধ্য হইতেছেন ।

একদংশ পূর্ণ যোতের হস্তান্তর আইনসম্মত করার প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু যোতের কিরদংশের হস্তান্তর
ভূমাদিকারীর বিক্রেতা হইল আদালতকে বলিয়া প্রকাশ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে ।

যোতের কিরদংশ হস্তান্তর আইন সম্মত করার ফল মন্দ হইবে । ভূমাদিকারীর পক্ষেও মন্দ হইবেই, রায়তের
পক্ষে আরও মন্দ হইবে । কিন্তু রায়তের দ্বারা ভূমাদিকারীর বিক্রেতা অসিদ্ধ এবং তাহার নিজের
বিক্রেতা অসিদ্ধ প্রকাশ করিলে ক্রয় এমন একটী অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইবে যে একদংশ গবর্ণমেন্ট যে
কার্যপ্রণালীর সিদ্ধা করিতেছেন পরিণামে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে ও তাহা আইনসম্মত বলিয়া
প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবেন ।

ভূমাদিকারীর বিক্রেতা অসিদ্ধ ও রায়তের বিক্রেতা অসিদ্ধ হইতে দেওয়ার রায়তের হস্তান্তর করিতে কোন বাধ্য
হইবে না, কেবলমাত্র যোতের বাজার দর প্রভৃতি কথিয়া যাইবে ।

রায়তের সমস্ত টানাটানি হইবে ভূমাদিকারীর বিক্রেতা ইহা অসিদ্ধ এই কারণ বলতঃ হয়ত সে অর্ধেক মূল্যে
তাহার যোতের একাংশ বিক্রয় করিতে থাকিবে ।

রায়তের প্রণয়ঃ যোত বিক্রয় বন্ধ করার তিন উপায় আছে, যথা,—

যোতের কিরদংশের হস্তান্তর ভূমাদিকারী ও রায়ত উভয়েরই বিক্রেতা অসিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করা ।

ভূমাদিকারীকে এরূপ হস্তান্তর উক্ত অংশের ইচ্ছা বলিয়া গণ্য করিতে অসম্মতি দেওয়া ।

ভূমাদিকারী ও রায়তের মধ্যে যে করার আছে তাহার শর্ত অনুসারে বেরূপ শর্ত ভঙ্গ করিলে তাহাকে
সেই যোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে । এরূপ শর্ত ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া গণ্য করা ।

শেষোক্ত অস্ত্র কাছাকাছ লিখিয়া আমি উহারই অনুকূলে যুক্তিবিন্যাস করিয়াছিলাম ।

৬। ১০ম অধ্যায় ।

এই অধ্যায় অনুসারে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ভূমাদিকারীর অনুমোদনে, বহুসংখ্যক রায়তের অনুমোদনে, অথবা
বিবাদ নিবারণের জন্য সমস্ত মহালের খাজানার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার আজ্ঞা দিতে পারেন ।

এই অধ্যায় বেরূপ আছে তদনুসারে মহালের অধিকারী হইয়া বা নিষ্কর করার পর তাহা পনের বৎসর সময়ের
জন্য ঠিক থাকিবে । কিন্তু কিছুতেই ভূমাদিকারীর খাজানা বন্ধি করিবার দরখাস্ত বন্ধ করিবে না ।

১। যেস্থলে ভূমাদিকারী খাজানা বন্ধির জন্য দরখাস্ত করেন ও বন্ধির অনুমতি হয়, তখন ইহা থাকিবে ।

২। যেস্থলে আবেদন অগ্রাহ হয়, তখন ইহা থাকিবে ।

৩। যেহলে ভূমালিকারীর আবেদনের স্বত্ব আছে অথচ আবেদন করেন নাই, তদ্বার ইহা খাটিবে।

৪। যেহলে কিয়ৎসংখ্যক রায়তের অনুরোধে বন্দোবস্ত হইল, তদ্বার ইহা খাটিবে।

৫। ইহাতে যেসকল রায়ত দখলীস্বত্বের পক্ষ নহে একপক্ষ সকল রায়তের খাজানার বৃদ্ধি করিতে হয় : জমীদার বাধ্য হইবেন, না? তদ্বার পক্ষের বৎসর বৃদ্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া থাকিবেন।

৬। ইহা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট ও দখলীস্বত্বহীন উভয়প্রকার রায়তের পক্ষেই খাটিবে। অতএব ইহার এই ফল হইবে যে সমস্ত দখলীস্বত্বহীন রায়ত দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে।

৭। ইহাতে রায়তদের যেসকল স্বত্ব নষ্ট তাহা অর্জন করিতে পারিবে বলিয়া বন্দোবস্তের দাবী করিতে তাহাদিগকে প্ররুতি দিবে। ইহার এমিক ওমিক হইতে দিবে না।

পাণ্ডুলিপিতে যেসকল সমস্ত ছিল তাহাই থাকা উচিত অর্থাৎ দখলীস্বত্ব ইহা উচিত।

যে সকল স্থলে ভূমালিকারী খাজানা বৃদ্ধি করিয়া প্রার্থনা করেন অথবা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের খাজানা সম্বন্ধে কোন বিবাদ থাকে, এই অধার সেই সকল স্থলেই খাটা উচিত।

ইহার দ্বারা দখলীস্বত্বহীন রায়তের দখলীস্বত্ব অর্জনের উপায় করিয়া দেওয়া উচিত নয়। নিম্নে একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অধার অত্যাচারের স্বত্ব হইয়া দাঁড়াইবে।

৭। ১ম অধার—দায়।

অতএবে যেবিষয়ে আমি কমিটির সিদ্ধান্ত হইতে আমার মত তির বলিয়া লিপিবদ্ধ করিতে অনুমতি প্রার্থনা করি, তাহা ব্যবস্থাদানের পক্ষে এবং রায়তের পক্ষেও বিশেষ প্রয়োজনীয়।

পাণ্ডুলিপিতে প্রকাশ যে যখন বাকী খাজানার জন্য আদালতের ডিক্রী অনুসারে কোন তালুক বিক্রয় হয়, তখন প্রথমতঃ উহা রেজিষ্টরী করা দায় সম্বলিত বিক্রীত হইবে। কিন্তু ইহাতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত দায়বদ্ধ করিয়া বিক্রীত হইতে দিতেছে।

একথা অনস্বীকার্য যে যে ব্যক্তি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতে কোন রূপ দাবী থাকিবার দাওয়া করে, পাণ্ডুলিপিতে তাহাকে পাওনা বাকী শাজান প্রদান করিয়া এবং তদ্বারা প্রথম বন্ধক স্বত্ব লাভ করিয়া আপন স্বত্ব রক্ষা করিবার অনুমতি আছে। কিন্তু ইহাতে সেই স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে রক্ষা হইবে না।

তালুকদার ও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতদারের মধ্যে কোন প্রভেদ রাখা উচিত কমিটির এইরূপ বিবেচনা। আমি এবিষয়ে তাহাদের সহিত একমত নহি।

অবধারিত হারে ভূমিতোগী রায়তেরা তালুকদারদিগের সহিত একপ্রকার বিধানের অধীনে হওয়ার, যোকদার উৎসাহ দেওয়া হইবে।

বিক্রয়ের পর অবধারিত হারে ভূমি তোগের অনুমান খাড়া করিয়া দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় দায়বদ্ধ করিবার চেষ্টা হইবে।

যে যোত বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়াছে তাহা সাধারণ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বা অবধারিত হারের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত এবিষয়ে তদারক করা আদালতের, ডিক্রীদারের, মেসাদারের, বা ফেতার কাহার কর্তব্য হইবে, অথবা যদি কোন ক্ষতি হয়, কে ক্ষতির জন্য দায়ী হইবে, পরিষ্কার বুঝা যায় না।

যে দায় রক্ষা করিতে হইবে তাহা সমস্ত যোতে বর্ত্তিবে, কেবল মাত্র একঅংশে বর্ত্তিবে না, ইহাই প্রকাশ করা আবশ্যিক ছিল, কিন্তু ইহার অধিক কিছুই আবশ্যিক ছিল না।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজাকে এবিষয়ে রক্ষা না করার, তাহার বাণীর সমস্ত দায় ক্ষতি করা হইয়াছে। যে স্থলে সে অল্প মূল্যে টাকা ধার করিতে পারিত, সে স্থলে তাহাকে অধিক মূল্য দিতে হইবে।

—টি, এম, গিবস।

**একাদিত একাধিকবিধক পাণ্ডুলিপির কতকগুলি বিধানের উপর সিলেক্ট কমিটির অধিকাংশ
সভার সিদ্ধান্তবহিতে ভিন্নমতের সমুচালনা।**

পাণ্ডুলিপির বিধানসমূহ একদে বৈধ সংশোধিত হইয়াছে, সিলেক্ট কমিটির অধিকাংশ সভার দ্বারা
আমিঃ সাধারণতঃ তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ; কিন্তু আমার একথা বলা আবশ্যিক যে আমার বিবেচনার
কোনকি নিমিত্তে এতদূর দূর উপস্থাপন করিতে হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। পাণ্ডুলিপিতে খাজনার
বন্ধে সুবিধা করিয়া দিয়াছে, বিশেষতঃ পূর্বে যে নিয়ম উপর প্রচলিত হইয়াছিল তাহার
আমের পরিবর্তে কেবলমাত্র চরিত্র প্রমাণ করিয়া আরও সুবিধা হইয়াছে। ভূমিকার
অনেক সুবিধা করিয়া দিলেও মূল পাণ্ডুলিপির ৭৫ (৫) ধারার শাসননী তুলিয়া লওয়া হইয়াছে।
রাজতের দের খাজনার হার প্রচলিত হার অপেক্ষা মূল এই কথা খাজনার
একটি ছেতু বাল্য রাখা হইয়াছে ; এবং বাসেন্দা রাজত তিন অর্থাৎ
চারতক বৎসর প্রথম ভূমি মূল দেওয়া হয়, তখন ভূমিকার
কত খাজনার দাবী করিবেন পাণ্ডুলিপিতে তাহার কোন ধারা নির্দেশ করা হয় না, বাসেন্দা
রাজতের সম্বন্ধে ভূমিকার পূর্বতন খাজনার শতকরা পঁচিশ টাকা
রাজত দাবী করিতে পারেন। প্রজাতি ন চাড়া বড় পক্ষ খাজনা
রাজত দিতে পারে তাহার চরম সীমা পয়স খাজনা
বাড়াইয়া লইতে পারে এমন বিষয় লিখিত
এই সকল ধারার ভূমিকার হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে।
কারণ, ভূমিকার নিয়মই কোন না কোন সময়ে ভূমিকার
হাতে পড়িবে এবং যখন তখন এই সকল লিখিত করিয়া
লওয়া যাইবে, এবং এই ধারার দ্বারা যে কোন
মূল বলায় দায়িত্ব দিগেরই খাজনা নিয়মিত
হইবে একদা নচেৎ, সাধারণ প্রজাতি
সম্প্রদায় যাদেরই খাজনা নিয়মিত হইবে।
এই কারণে বলাতঃ প্রজাতি হার খাজনা
রাজত কারণ দিলেই রংখায়
ভিন্নমত বিলকন বিলকন হইবার
সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমার
বোধ হয় এবং উহা পাণ্ডুলিপি
হস্তে উঠিয়া লওয়া হয়
দেখিলে আমি অত্যন্ত
আনন্দিত হইব।

এইরূপ আমার বিবেচনা যেমতে ভূমিকার
খাজনা উপর খাজনা
সংগ্রহণ খাজনার
পরিণত করিয়া
আবেদন করিলে
সমস্ত প্রজাতি
সংশোধিত পাণ্ডুলিপির
৭৩ ধারায় উপস্থাপন
করিত হইয়াছে।
এই ধারায় এইরূপ
নিয়ম লিখিত যে, প্রথমতঃ
কোন স্থানেই
মূল খাজনা ভূমিকার
পক্ষের বিচারে
এ যোক্তার
খাজনার
উল্লেখ আছে তাহা
অপেক্ষা অধিক
হইবে না।
দ্বিতীয়তঃ, ভূমিকার
মূলবৎসর
ধর্ম্মীয়
খাজনা লইয়া
আমিতেছেন
তাহার
মূল ধর্ম্মীয়
যদি মূল
খাজনা
হইয়া
হয়, তাহা
হইল
উল্লেখ্য
মূল
যদি প্রজাতি
গ্রহণ করে
এবিধে
তাহা
হইতে
বিলকন
বিলকন
দেওয়া
কিচিত।
খাজনার
কমিশন
যে
পাণ্ডুলিপি
প্রস্তুত
করেন
ও
বঙ্গদেশের
গবর্ণমেন্ট
যে
পাণ্ডুলিপি
অর্পণ
করেন,
তাহাতে
এরূপ
বাদ
দিবার
বিধান
করা
হইয়াছিল।

আমার দোষ হয়
পরিচয়
করণ
বিষয়
পাণ্ডুলিপির
৯৬ ধারায়
যে
প্রজাতি
কথা
বোঝনা
করা
হইয়াছে,
তাহাতে
আমার
বোধ
হয়
অপব্যবহারের
দ্বারা
বিলকন
উল্লেখিত
হইবার
সম্ভাবনা।
যখন
রাজত
পরিচয়
করিয়াছে
এই
প্রজাতি
কথা
বোঝনা
করা
হইতে
বিলকন
করা
হয়,
তখন
তাহাকে
মূল
পুলঃ
প্রজাতি
অন্য
মোকদ্দমা
কল্প
বিচার
কমতা
দেওয়ার
কল
অতি
অসঙ্গত
হইবে।
যদি
এই
ধারার
কোন
প্রজাতি
খাজনা
হইতে,
তবে
উহার
কমিশন
মূল
মূল
রাজতের
মূল
যোক্তার
সীমা
বদ্ধ
রাখা
কর্তব্য।
মূল
মূল
বিচার
করা
করা
অতি
অসঙ্গত
কারণ
নাট, কারণ
এই
মূল
মূল
বাকী
খাজনার
নিমিত্ত
যোক্তার
বিচার
কমতা
দ্বারা
ভূমিকার
খাজনা
সম্পূর্ণরূপে
রক্ষিত
হইয়াছে।

১৮৮৪ সাল ১৭ মার্চ।

এচ. জে. রেনল্ডস।

* এই প্রজাতি গ্রহণ করে যে, "রাজতের কলমের সময় যে মূল বিচার করে সেই মূল ধর্ম্মীয়
খাজনা অন্যভাবে
করা
হইতে
বিলকন
করা
হয়, তাহা
হইল
উল্লেখ্য
মূল
যদি প্রজাতি
গ্রহণ করে
এবিধে
তাহা
হইতে
বিলকন
বিলকন
দেওয়া
কিচিত।
খাজনার
কমিশন
যে
পাণ্ডুলিপি
প্রস্তুত
করেন
ও
বঙ্গদেশের
গবর্ণমেন্ট
যে
পাণ্ডুলিপি
অর্পণ
করেন,
তাহাতে
এরূপ
বাদ
দিবার
বিধান
করা
হইয়াছিল।"

প্রস্তাবিত বঙ্গদেশীয় প্রত্যাশত্ববিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে সিলেট কমিটীর অধিকাংশ
ব্যক্তি যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন, তাহা হইতে ভিন্নমতাকলিপি ।

পাণ্ডুলিপির মূলমন্ত্র ।

এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে আমার ভিন্নমত এই প্রাপ্ত হেতুগুণে স্থাপন করিতে চাই যে, বঙ্গদেশের ভূমিসংক্রান্ত
আইন এক্ষণে যেরূপ ভিত্তির উপর সংস্থাপিত আছে, এই পাণ্ডুলিপি পর দ্বার
১৮৮২ সালের ১৭ আগস্টের বিজ্ঞা- তদপেক্ষা দৃঢ়তর, ন্যায্যতর, কিম্বা অধিকতর সম্ভাবজনক ভিত্তির উপর
নীর ২১ প্রকরণ । স্থাপিত হইতেছে না এবং ইহাতে দ্রবংগর সজ্জ করিতে সক্ষম এক্ষণ সজ্জা-
পন্ন কৃষকদের কণ্ঠে ভূমির চাষকাণ্ড রক্ষিত হইবে না, অথবা ধনসঞ্চয়, বিশুদ্ধ-
ভার সুন্দররূপ রক্ষি ও কোন কৃষিকার্য্য সংক্রান্ত উৎকর্ষসাধনের উন্নতি বিষয়ে সহায়তা হইবে না । আর যে
অভিপ্রায়েই লন্ডন হাটিংটন সাহেবের মতে এইরূপ পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করণের ন্যায্যতঃ প্রতিপাদন করা যায়,
এই পাণ্ডুলিপিতে কেবল যে সেই অভিপ্রায় সাধন হইতেছে না এক্ষণ নহে, ইহাতে বঙ্গদেশের প্রাচীন দেশাচার
ও বর্তমান আইন হইতেও অধিক দূরে ও সম্পূর্ণরূপে নূতন পথে যাইতে হই-
১৮৮২ সালের ১৭ আগস্টের বিজ্ঞা- তেছে । উক্ত বর্ত্তমান প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞতার সংস্কার বশতঃ এক্ষণ
পনীর ২১ প্রকরণ । প্রণালী অবলম্বন করা পরামর্শনিবন্ধনহে বনিয়া নিন্দা করিয়াছেন ।

ভূমিস্বিকারী ও প্রত্যাশত্ব সংক্রান্ত বর্ত্তমান আইন কিং মূলমন্ত্রে অবলম্বন করিয়া গবর্ণমেন্টে পরিবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব
করেন, ইহা বুঝা আমি কঠিন দেখিতেছি । অভিপ্রায় ও হেতুরূপে বর্ণনাপত্র প্রত্যেক পাণ্ডুলিপির সঙ্গে যন্ত্রিসভার
সভাদের নিকট পাঠাইবারীতি আছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, ১৮৪২ সালের ১০ আইন যদিও উপকার করিয়াছে
স্বীকার করা যায়, তথাপি কোনও গুরুতর বিষয়ে উহা এতদূর নিষ্ফল হইয়াছে যে বেচারে প্রতিযোগিতার
অভ্যুদয় হইয়া রাষ্ট্রতন্ত্রের স্থানে খাজানার গুণ্য হইয়াছে ও অমীনারের কর্তৃত্ব অত্যাচার ঘটাইয়াছে, এবং পূর্ব বাঙ্গালার
অমীনারেরা আইনমতে যে খাজানা রক্ষি করিবার অধিকারী, সেই খাজানা রক্ষি পাইতে পারেন না, এবং আপন
বৈধ খাজানা আদায় করাও তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে । ইহা হইতে আমরা এই কথা সংগ্রহ
করিতে পারি, একপক্ষে রাষ্ট্রতন্ত্রের রক্ষা করা ও অপর পক্ষে অমীনারদের বৈধ খাজানা আদায় করিবার ও তাহা
আইনমতে রক্ষি করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া পাণ্ডুলিপির প্রদান উদ্দেশ্য ।

ঈশ্বর উলবার্ট সাহেব যেরূপ বলেন, ১৮৪২ সালের ১০ আইনের ফল প্রকৃত প্রস্তাবে সেইরূপ হইয়াছে
উহা যদি দেখান যাইতে পারে । (কিন্ত আমি বেচার সম্বন্ধে নির্ভরসহকারে একথা অস্বীকার করি, এবং আমি
এতদূর বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতেছি যে, ইহা কোন প্রাণ দেওয়া হয় নাই ।) তাহা হলে প্রস্তাবিত পাণ্ডু-
লিপির নামে যে উদ্দেশ্য আছে বনিয়া দেখা যায়, আমি পূর্বের বলিয়াছি, সেই উদ্দেশ্য সাধনার্থ
যে ন্যায্য উপায় অবলম্বিত হইত, কোম ভূমিস্বিকারী প্রায় ৩৭২৫০০ জনে কোন আশঙ্কিত করিতে পারিতেন না,
এবং অমীনারদের নানা আদৌলপত্রের কোনখানীতেই এই সকল বিষয়ে যে কিছুমাত্র আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে
তাহা আমি দেখিতেছি না ।

পাণ্ডুলিপিতে যদি এই সকল উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি থাকিত, তাহা হইলে সর্বপ্রকারে ভাল হইত, কিন্তু
এই সকল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া গিয়া উক্ত পাণ্ডুলিপির মধ্যে অত্যন্ত বিপ্লবজনকভাবে প্রকরণপরিমিত
সম্মিলিত হইয়াছে, তাহাতে দৃঢ়রূপে সংযুক্ত স্বত্বের প্রতি আক্রমণ হইয়াছে, ও ভূমিস্বিকারীদের
মনে বহু পরিমাণে অশান্তি ও অবিশ্বাস জন্মিয়াছে । সত্য বটে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টে এমন কথা কখন বলেন নাই
যে, তাঁহারা ভূমিস্বিকারীদেরকে তাঁহাদের নিষ্কারিত স্বত্ব বঞ্চিত করিতে চাহেন । প্রত্যুত তাঁহারা নিরন্তর
নির্দেশ করিয়াছেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে ভূমিস্বিকারীদেরকে যে নির্দ্ধারিত স্বত্ব প্রতিজ্ঞাপূরক
দেওয়া যায়, তাঁহারা কোনরূপে সেই স্বত্বের প্রতি আক্রমণ করিতে চাহেন না । কিন্তু এই পাণ্ডুলিপি দ্বিধাবদ্ধ
হইলে, কার্য্যতঃ এই নির্দেশ বাস্তব কর্তব্য হইবে ।

কতিপয় ন্যায় এক প্রণীকে তদীয় নির্দ্ধারিত স্বত্ব বঞ্চিত করিয়া অন্য প্রণীকে সেই স্বত্ব দেওয়া
যাহার উদ্দেশ্য এক্ষণ ব্যবস্থা আদায় বিবেচনায় অদ্যাপি ভারতবর্ষে বিবিধ হয় নাই, এবং আমি বিবেচনা করি
যে এক্ষণ ব্যবস্থা কখনও বিবিধ হইবার সম্ভাবনা নাই । এক্ষণ মত ইংলণ্ডে কোনও উন্নত চিন্তাশীল ব্যক্তি
সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষে এই পাণ্ডুলিপি প্রকাশ হইবার পূর্বে এক্ষণ কোন মতের কথা শুনা যায়
নাই এবং ইংলণ্ডেও অসুস্থ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে এবিষয়ে বিলক্ষণ মতভেদ আছে ।

আমি পূর্বের বলিয়াছি, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট যদিও একথা কখনও সরকারী কাগজপত্রে বলেন নাই যে,
তাঁহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রহিত করিতে চাহেন ; এবং যদিও স্টেট সেক্রেটারী সাহেব তাঁহার পত্রে বিশেষরূপে
স্পষ্ট করিয়া বনিয়াছেন যে, যাহাতে সম্রাজের কোন প্রণীর নির্দ্ধারিত স্বত্ব উপর আক্রমণ হইবার সম্ভাবনা
ভিত্তিক্রমে ব্যবস্থাপনের বিরোধী, তথাপি খাজানা সংক্রান্ত প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি হইতে যত অসম্ভাব ও
অবিশ্বাস জন্মিয়াছে, লোকের স্বত্বসম্পর্কীয় কোন পাণ্ডুলিপি হইতে ভারতবর্ষে পূর্বের কখনও তদ্রূপ জন্ম
মনে এইরূপ ভাব জন্মিবার কারণ এই যে যদিও গবর্ণমেন্ট মুখে এইরূপ কথা বলিতেছেন, তথাপি প্রস্তাবিত পাণ্ডু-
লিপির অধিকাংশ প্রকরণই বিপ্লব জনক এবং আদৌ যে স্বত্বসম্প্রদায়ের ব্যবস্থাপনকাণ্ড করি বনিয়া অসুস্থান কর,
সাক্ষাৎসম্বন্ধে সেই স্বত্বের বিলক্ষণ । আমি যে ভাবের উল্লেখ করিতেছি, ১৮৮৪ সালের ৫ জানুয়ারি তারিখে
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট এক স্মারকলিপি প্রকাশ করায়, সেই ভাব সম্প্রতি অত্যন্ত বর্দ্ধিত ও দলবৎ হইয়াছে ।

আমি এই স্মারকলিপি হইতে একটি অংশ নিরে উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে যে মূলমন্ত্রে প্রদীপ্ত আছে, তাহাতে আমার বোধ হয় পাণ্ডুলিপিতে যে কোন ব্যক্তির স্বার্থ থাকে তাহার মনে ইসহায়ে অবিশ্বাস ও অসন্তোষ জন্মিতে পারে। উক্ত অংশটি এইরূপ।—

“ এই নিমিত্ত শ্রীযুত সেক্রেটারী গবর্ণর সাহেব বিবেচনা করেন যে, যদিও * * * আপনার পক্ষে ইতিহাস থাকা ভাল, তথাপি এই প্রস্তাবের নিষ্পত্তি ঐতিহাসিক গবেষণা অপেক্ষা * * * বর্তমানের প্রয়োজনের কথা উপর লক্ষ্য দিতর করে। এখন্য তিনি এই পাণ্ডুলিপিতে যে সকল প্রস্তাব আছে তাহার ঐতিহাসিক গবেষণা অপেক্ষা কার্যকর ভাবে এর প্রতি অধিক-তর মনোযোগ দিয়াছেন। ”

জমিদারস্বরূপ আমাদের স্বত্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় স্পষ্ট করিয়া নির্দিষ্ট ও ব্যবস্থাপনক্রমে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ইহার প্রতি বোধ হয় যেন দৃষ্টি না করিয়া শ্রীযুত সেক্রেটারী গবর্ণর সাহেব এখানে ভাবতঃ ধরিয়া লইয়াছেন যে আমাদের স্বত্ব, ও আমি অনুমান করি রায়তদের স্বত্বও, ঐতিহাসিক গবেষণার কৃষ্ণাভিকার। সম্প্রতি দৃষ্ট হয়, সুতরাং এই সকল স্বত্ব সম্পর্কে যে সকল বর্তমান অভাব কথিত হয়, তজ্জন্য এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত বাহা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের অতীত প্রতিকারসূত্রে প্রণীত নহে, কোন বর্তমান স্থানীয় গবর্ণমেন্টের মতানুসারে প্রণীত। এই হেতুতে বোধ হয় তিনি কেহ যাহা বর্তমান প্রয়োজন জ্ঞান করেন তদনুসারে গঠিত নতের পক্ষপাতী হইয়াছেন, এবং জমিদারদের নির্জ্ঞারিত স্বত্ব অবহেলা করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে, আমরা জমিদারেরা বলি যে এই পাণ্ডুলিপিতে যাহাদের অত্যন্ত অধিক স্বার্থ আছে, আমরা উক্ত এক প্রকার; এবং স্বতাবতঃ আমাদের স্বত্বাবিরুদ্ধে কেবল যে সম্পূর্ণরূপে অনুসন্ধান লওয়া উচিত এরূপ নহে, এই স্বত্বরক্ষা করাও উচিত।

কেহ বিবেচনা করিতে পারেন, যদিও আমি ইহা এক বৃহত্তর জনাও স্বীকার করি না, যে ভূম্যধিকারীর স্বত্ব জনসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধ। যদি তাহাই হয়, সাহসপূর্বক এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত, এবং ভূম্যধিকারীদিগকে “ উপদ্রব জন্য ক্ষতি পূরণ ” দিয়া তাঁহাদিগকে স্বত্ব ভাগ করিবার আজ্ঞা করা উচিত। কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের গত সেপ্টেম্বর মাসের যে পত্রে ভূম্যধিকারীদের স্বত্ব সম্বন্ধীয় প্রস্তাব ভাল করিয়া বিচার করা হয় নাই এখন নোবি হইতেছে, এবং যাহাতে সিলেট কমিটির বিবেচনা কাগজে বিশেষরূপে স্থাপিত হইয়াছিল, সেই পত্র যে অপক্ষপাত অনুসন্ধানের কল বলিয়া উক্ত কমিটির সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছিল, এবং চীফ জুডিস মাহেন যে সুন্দর মন্তব্যলিপিতে এ বিষয়ের সমুদয় আইন সম্পর্কীয় তাদের সম্পূর্ণরূপ বিচার করিয়াছেন, তাহা যে অন্যান্য সরকারী কাগজপত্রের সহিত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা জমিদারদের সম্মুখে কোন ক্রমে লোপাৎ বলা যায় না।

এই পাণ্ডুলিপি খাজানার কমিশ্যনের হস্ত হইতে যখন বহিষ্ঠ হইয়াছে তদবধি বরাবর জমিদারেরা মনবন্ধ ভাবে ইহার সম্মুখে আপত্তি করিয়াছেন। বেঙ্গল ও বঙ্গদেশের প্রায় প্রত্যেক জিলায় সভা হইয়াছিল। এই সকল সভায় পাণ্ডুলিপির বিপরীতমুখক প্রস্তাব ও উপর দোষারোপ করা হইয়াছিল, এবং সাধারণতঃ এইরূপ কল্পিত হইয়াছিল, যে পাণ্ডুলিপিতে বর্তমান দেশাচার ও দেশের ভূমি সংক্রান্ত পুরাতন আইনের উপর অনর্থক হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। গত সাত মাসে যখন রাজা শিবপ্রসাদ মন্নিরভার বলেন যে “ এইরূপ পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইলে লোকের বিশ্বাস ও প্রত্যয় বিচলিত হইবে ” তখন তিনি ভূম্যধিকারীদের বনের ভাব পরিলক্ষ্যরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

এই দফার মধ্যে আমি কেবল আর এই কয়েকটি কথা বলিতে চাই যে, দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের সহিত যে দিন কোন নূতন জমীদার বন্দোবস্ত হয় সেই দিনই তাঁহাদিগকে দখলীস্বত্ব দিবার প্রস্তাব, জমিদারদিগকে ভূলা সুবিধা করিয়া না দিয়া অসীম চুক্তির স্বত্ব সম্বন্ধ রায়তদের অন্তর্গত প্রথম এইবার নিষেধাত্মক মনন স্থাপনের প্রস্তাব, এবং ভূম্যধিকারীকে খাজানার দ্বিগুণ আদায় সুবিধা করিয়া দেওয়া যে পাণ্ডুলিপির একটি মুখ্য উদ্দেশ্য সেই পাণ্ডুলিপিতে প্রথম প্রস্তাবের শতকরা পঁচিশ টাকা খাজানার দ্বিগুণ করিবার প্রস্তাব, এই পাণ্ডুলিপির এই সকল সাধারণ স্বত্ব কেবল যে দেশের স্বীকৃত আইন ও দেশাচার হইতে অনর্থক ভিন্ন পথে সাধিত হইতেছে এরূপ নহে, জমিদারদের নির্জ্ঞারিত স্বত্বও অঙ্গ করা হইতেছে, জমিদারদের নিশ্চয়ই এইরূপ জ্ঞান করিবেন। একটি প্রণীত বলিয়া দেখিতে গেলে বঙ্গদেশের ও বেঙ্গলের জমীদাররা জীর্নবীজী মহারাজার ভারতবর্ষীয় প্রজাদের মধ্যে অত্যন্ত রাজতন্ত্র এবং ইংল্যান্ড গবর্ণমেন্টের কথা ঠিক এই প্রসিদ্ধির উপর প্রভাব ফাপন করিয়া তাঁহারা সর্বদা বিশ্বাস করিয়াছেন যে কোন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট তাঁহাদিগকে তাঁহাদের নির্জ্ঞারিত স্বত্ব বঞ্চিত করিতে চিন্তা তাঁহাদের নথায় বহিষ্ঠ হইতে চাচ্ছিলেন না অথবা ইহা মনেও করিবেন না।

এরূপ অবস্থার সাধা হইতে আমি কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছি বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট এরূপ এক সরকারি স্মারকলিপি প্রকাশ করার জমিদারদের স্বত্বাবিরুদ্ধে আশঙ্কা হইয়াছে। ইহাতে তাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস হইতেছে যে, বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট গত সেপ্টেম্বর মাসের পত্রে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মত অনুসরণ করিবার পক্ষে জমিদারদের স্বত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপ অনুসন্ধান লওয়া উচিত বোধ করেন নাই।

আমি অজ্ঞানতা করিতে চাই, জমিদারেরা এমন কি কাজ করিয়াছেন যাহাতে তাঁহারা এইরূপ ব্যবহারের গোপ্য হইয়াছেন। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট তাঁহাদিগকে যে রূপ অর্থগুণ ও বিবেক শূন্য জ্ঞান করেন তাঁহারা কি বাস্তবিক সেইরূপ অর্থগুণ ও বিবেক শূন্য? যদি তাহাই হয়, তবে ইহার প্রমাণ দেখাইবার রাস্তা কোথায়? জমিদারের দিকট কি এমন কোন স্থিতিবিশিষ্ট বিষয়ক বিবরণ আছে যাহাতে দেখান যায় যে প্রতি দ্বাদশবৎসরে

প্রজাদের ভূমি পরিবর্তন করা বঙ্গদেশের জমিদারদের সাধারণ রীতি ও এরূপ কোন স্থিতিরীতি ঘটতি বিবরণ আছে কি বাহাতে দেখান যায় যে দখলীস্বত্বশূন্য রাইতদের প্রতি এতই অত্যাচার হইয়া থাকে, যে উজ্জনা আমাদেব ব্যবস্থাপক সভার উপস্থাপিত জমীদারদিগকে ক্ষতিপূরণ দিবার মত গ্রহণ করা নাযায়গত হয়, যদিও এইমত এদেশের লোকের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে নূতন ও প্রাচীন আইন প্রণেতারা ইহার কথা স্বপ্নেও ভাবেন নাই? বস্তুগত ইহার কি কোন প্রমাণ আছে যে, বেহারে প্রতিযোগিতার অভাৱজ্বারে খাজানা গ্রহণ ও অত্যাচার এত সাধারণ, যে উজ্জনা ভূস্বামীদের স্বত্ব নষ্ট করা আবশ্যক?

অনেক রাজকর্মচারীর মত প্রকাশ করা হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের উল্লিখিতপত্রে যে রূপ বর্ণনা আছে, জমিদারেরা বাস্তবিক সেইরূপ অত্যাচারী ইহা দেখাইবার স্থিতিরীতি ঘটতি বিবরণ প্রায় বা একেবারে প্রকাশিত হয় নাই। আর আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, এমন কোন পুরাতন আইন কি আছে তাহাতে দেখা যায় যে, প্রাচীন দেশাচারমতে গ্রাহ্যের সমুদয় জমীদারদের দখলীস্বত্ব থাকিত এবং জমিদারেরা নিজে যে ভূমি চাষ করিতেন তাঁহাদের ভূমির কোন ভূমিতে তাঁহাদের ভূস্বামীর স্বত্ব ছিল না।

সিলেট কমিটির হস্ত হইতে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি যে আকারে বাহির হইয়াছে, তৎসম্বন্ধীয় যেই বিষয়ে আমার মতভেদ ঘটিয়াছে, এক্ষণে ভিন্নতঃ দক্ষিণে অধিকতর বিস্তারিত করিয়া সেইই বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে চাই।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

খাজানা সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপি বা দানাবাদে আদ্যন্ত সরকারী কাগজপত্রে একথা নিয়ত প্রকাশ পাউছে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে জমিদারদিগকে বা রাইতদিগকে যে স্বত্ব প্রতিজ্ঞাপূর্বক নিশ্চয় করিয়া দেওয়া হয় তাহার কোন স্বত্ব ভঙ্গ করা গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং এবিষয়ে জমিদার ও রাইত ও গবর্ণমেন্ট সকলেই একমত। এক্ষণে এই প্রস্তাবের নিষ্পত্তি করিতে হইবে এই সকল স্বত্ব কি? কিন্তু এবিষয়ে অনেক মতভেদ আছে, যদিও আমি বুঝিতে পারি না যে, এইরূপ সুনির্দিষ্ট বিষয়ে কেমন করিয়া কোন মতভেদ ঘটিতে পারে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সংক্রান্ত আইনের তাৎপরিষ্কার, এবং তাহাতে স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে যে জমিদারেরা প্রকৃতপক্ষে “ভূমির মালিক” এবং কেহ কেহ যে রূপ কাম্পনা করেন বোধ হয় পেরূপ খাজানা-সংগ্রাহক মাত্র নহেন।

আরো কেহ কেহ আছেন ইহারা ইহাও ছাড়াইয়া গান ও বলেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ের পূর্বে জমিদার জেনী ছিল না, এই সময়ের পূর্বে তাঁহারা কেবল গবর্ণমেন্টের খাজানা আদায় করিতেন। এই সকল কথাই উত্তরস্বরূপ আমি ইহার পক্ষে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ছুই খানিও সন্দেহের অনুবাদ দিলাম। মুসলমান সম্রাটেরা বেহারের দুইটি অতি প্রাচীন রাজবংশকে এই সন্দেহ দিয়াছিলেন। এই দুইখানির মধ্যে এক খান ভোজপুরের বা ভোমরাইর রাজবংশকে ও অন্যখান ষারভার রাজবংশকে দেন; ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, অন্ততঃ বেহারের কোনই জমিদার বংশ কেবল যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে ছিল এরূপ নহে, ভারতবর্ষের কোন স্থানে ইংরাজ গবর্ণমেন্ট স্থাপনের পূর্বেও ছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকালে জমিদারদের প্রতি যেই স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে এই বিষয়ের আইন হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উপায় দেখিতে পাইতেছি না। এই অংশটি এই রূপ।—

“মন্ত্রিসভাধিকৃত জীভুত গবর্ণর জেনারেল সাহেব জমিদারদিগকে হস্তীতালুকদারদিগকে ও ভূমির অন্যান্য প্রকৃত মালিকদিগকে এই সংবাদ দিচ্ছেন যে তাঁহারা যে অঙ্গ দিতে করায় করিয়াছেন তাহাতে কোন পরিবর্তন করা হইবে না, কিন্তু তাঁহারা ও তাঁহাদের ওয়ারিশান ও আইনমত উপাধিকারিরা আপন৷ মতল এই অঙ্গ দিয়া চিরকাল ভোগদখল করিতে পারিবেন। জীভুত গবর্ণর জেনারেল সাহেব তাঁহা করেন যে ভূমির মালিকেরা সরকারী জমা ভিকালের নিমিত্ত অবশ্যিক হওয়ার তাঁহাদের বে উপকার হইল তাহা সুবিধা এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞানে আপনাদের ভূমি চাষ করিতে যত্ন করিবেন যে নিজের উৎকৃষ্ট কাষাধ্যাক্তার ও পরিশ্রমেই ফল কেবল নিজেই ভোগ করিবেন। বিলব বা ওলর না করিয়া নিজেই সময়ে রাজস্ব দেওয়া ও আপনাদের সারিলী তালুকদার ও রাইতদের প্রতি সন্তোষ ও মতল সহকারে ব্যবহার করা ভূস্বামীর। সকল সময়ে নিজের কৃত্য কলম এবং একজন যে সকল জমীদার গোব. ভাণ্ডা হইতে তাঁহারা যে উপকার লাভ করিবেন উজ্জনা এই সকল কলম ঠিক পালন করা তাঁহাদের পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয় হইয়াছে।”

সার জন শোর সাহেব আপনাদের মন্তব্যলিপিতে এইরূপ লিখিয়াছেন।—

“আমি জমিদারদিগকে ভূমির মালিক বা স্বামী জ্ঞান করি। তাঁহারা আপন৷ মতল ব্যবস্থানুসারে উত্তরাধিকার স্বত্ব এই ভূমির স্বত্ব প্রাপ্ত হন, এবং আইনমত উত্তরাধিকারী থাকিলে, রাজানুসারে তাঁহাদিগকে উত্তরাধিকারে বঞ্চিত করিতে পারেন না কিম্বা উত্তরাধিকার পরিবর্তন করিতে পারেন না। বিক্রয় বা বন্ধকরূপে ভূমি লইয়া কার্য্য করিবার অধিকার এই বুল সহ হইতে উদ্ধৃত এবং আশা দেওয়া দীর্ঘ হইবার পূর্বে এই অধিকারমতে জমিদারেরা কার্য্য করিবেন।”

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রকৃত প্রণেতা লর্ড কর্ণওয়ালিস ও সার জন শোরের এইরূপ মত, এবং তাঁহারা উভয়েই দৃঢ়তা সহকারে জমিদারদিগকে “ভূমির মালিক” বলেন। আবার যে সেলোক নর, পিট সাহেবও এই সকলমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। গোর্ড অব কন্ট্রোলার সভাপতি জীভুত ডগ্লাস সাহেব লর্ড কর্ণওয়ালিসকে পত্র লিখিয়া বলেন।—

“আমি ইহা নিভাও আশা করিবেচনা করিলাম যে, বোর্ড অব কন্ট্রোল হইতে এই ব্যবস্থা উদ্ধৃত হওয়া উচিত, আর এরূপ একজন ও বিবাদীরা ব্যবহার চূড়ান্ত বিবেচনা কালে পিট সাহেবকে আমার অংশী করিতে যত্ন করা উচিত। এই নিমিত্ত তিনি যত্ন আমার সহিত উন্মূলভনে দশ দিন বন্ধ থাকিয়া কেবল এই কার্য্যের প্রতি যথোযোগ দিতে সম্মত হইলেন। এই সময়ের মধ্যে

কাংকাল চার্জদারী সাহেব আদারদের সঙ্গে ছিলেন। সমুদয় বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যথোযোগপূর্বক বিবেচনা করিয়া পিট সাহেব সম্পূর্ণরূপে আদারদিগের সহিত একমত হইলেন, দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম। এই নিমিত্ত আদারদের যেরূপ ধারণা হইয়াছিল, তদনুসারে আপনাই স্থির করিয়া কোর্ট অব ডিরেক্টরদের দিকট পাঠাইলাম।”

রায়তদের স্বত্বসম্বন্ধে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, এক্ষণে তাঁহাদিগকে যে স্বত্ব দিবার প্রস্তাব হইতেছে, তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে তাঁহারা যে স্বত্বভোগ করিত, সেটো স্বত্ব হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন, বস্তুতঃ যথার্থ কথা বলিতে গেলে, ভূমিতে তাঁহাদের কোন মালিকীস্বত্ব ছিল না। তাঁহারা আপনস্বয়ং যোত হস্তান্তর করিতে পারিত না, এবং আইনে এমন কিছু নাই, যাহাতে দেখায় যে, জমিদারদের সম্বন্ধে বিনা অবধারিত হারে রায়তের ভূমি ভোগ করিবার স্বত্ব ছিল। এতদ্ব্যতীত এমন কিছু পাওয়া যায় না, যাহাতে দেখা যায় যে, বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী যে চাউল, গম ও অন্য সমস্ত খাদ্য শস্যকে কেবলমাত্র “প্রধান শস্য” বলিয়া সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন, তাঁহার মূল্য দ্বারা খাদ্যাদির হার নির্দিষ্ট হইত।

আমি এতলে এই বিষয়ে সার জন শোরের লেখা চাইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করিব।—

“কিন্তু ইহা সাধারণতঃ জানা আছে যে, রায়তেরা বহুকাল দখল করিলে ভূমিতে দখলীস্বত্বশ্রী হয় ও তাঁহাদিগকে উঠাইয়া দেওয়া বাইতে পারে না। কিন্তু এই স্বত্বক্রমে তাঁহারা ভূমি বিক্রয় করিবার, কিম্বা বন্ধক দিবার অমতাপ্রাপ্ত হয় না, সুতরাং এই পরিমাণে উক্ত স্বত্ব মালিকীস্বত্ব হইতে স্বতন্ত্র। যথেষ্টচাচার রাজার অধীন অন্যান্য দেশেও ন্যায় এই স্বত্বও অনিচ্ছিত। জমিদারদের স্থানে জোর করিয়া হস্ত লওয়া গেলে রায়তদের স্থানে ঐ রকম চাচিয়ার স্বত্বক্রমে তাঁহারা কার্য করিয়াছেন। ভূমি মালিককে কেবল জমিদারদের প্রতিদান্য আছে, ইহা যদি আমরা স্বীকার করি, তাহা হইলে রায়তেরা ঐ স্বত্ব ভূমিয়ার স্থানে প্রাপ্ত না হইলে, রায়তদের অনুকূলে আমরা এইরূপ কোন স্বত্ব স্বীকার করিতে পারি না।

“বঙ্গদেশের যে কোন জিল য বিধি লঙ্ঘন করিয়া অনার্য খাদ্যাদি গ্রহণ করা না হয়, তথায় ভূমির খাজানা আদায় হইয়াছে, এবং কোনই জিলায় প্রত্যেক আয়ের স্বত্ব হার আছে। বিধি প্রতি ভূমির উৎপন্ন ধরিয়া এই সকল হার স্থির হয়। কোনই ভূমিতে বৎসরে দুই কলস, কোনই ভূমিতে তিন কলস জম্ম। তুতগাছ, পাঁচ, ভাষাক ও আঁধ প্রভৃতি অধিকতর লাভজনক জন্ম হইলে, সেই পরিমাণে ভূমির মূল্য বৃদ্ধি হয়। এই সকল হার ভূমি মাপ করিয়া অবশ্য স্থির করা হইয়া থাকিবে। এবং চৌড়ল বলের বন্দোবস্ত এই সকল হারের মূল হইতে পাবে। কালক্রমে ঐ আসলের উপর আবহাওয়ার বোণ করা হয়, পরে মূল্য নির্ধারণের মধ্যে পরিণত লওয়া হয়। পরে যেরূপ মাপ হইয়াছে, তদনুসারে হার তেজ হইয়াছে। জমী মাপ করিলে সাধারণতঃ কিংবা ভূমির সহিত চলিত মাপ দৃঢ় করা হয়।”

এই স্থলে প্রধান শস্য বলিতে কেবল চাউল, গম ও অন্য সমস্ত খাদ্য শস্য বুঝিতে হইবে, প্রধান শস্য শব্দের এইরূপ অর্থ করা হয় না। পক্ষান্তরে এইরূপ দেখা যাইতেছে যে তৎকালে তাঁহারা, ভূত প্রতীতি অধিকতর মূল্যবান উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বিবেচনাধীনে লওয়া হইত।

এই বিষয় সমাপ্ত করিবার পূর্বে আমি আর একজন উচ্চ কর্তৃপক্ষের লেখা চাইতে একটি স্থল উদ্ধৃত করিলাম। তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অব্যবহিত পরেই জীবিত ছিলেন। আসি লড মেটাকাল্ফের উল্লেখ করিতেছি, ইহা নির্দিষ্ট যে তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশংসাকারী ছিলেন না। আমি নিম্নে যে স্থল উদ্ধৃত করিলাম, তাহা তৎকালে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু উক্তার মত এই যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তদ্বারা জমিদারদিগকে ভূমিতে মালিকীস্বত্ব দেওয়া হয়।—

“আমরা আইনশ্রদ্ধা যে সকল ভূমিয়ার সৃষ্টি করিয়াছি, আমি তাঁহাদের লক্ষ্য নহি, ইহা বলিবার প্রয়োজন নাই। আমি বিবেচনা করি, তাঁহাদিগকে সৃষ্টি করা একটি বিষয়ান্ত্রি হইয়াছে ও তাঁহাতে কোন উপকার হয় নাই। কিন্তু তাঁহাদিগকে সৃষ্টি বিবেচনা তাঁহাদিগকে ভূমিয়ার বলিয়া নির্দেশ করিয়া আমি বিবেচনা করি আইনগত গবর্ণমেন্টের রাজস্ব রক্ষাকরণনিমিত্ত যে সকল মালিকী স্বত্ব দিবার ক্ষমতা আমাদেব ছিল, তাহা, যে সকল স্বত্ব পক্ষে কাহারও ছিল না, সেই সকল আমাদেব তাঁহাদিগকে দিয়াছি। পরে স্বত্বও অনার্য যে আমিই ছিল, আমাদেব পুত্রস্বত্ব স্বত্ব ভূমিয়ার পক্ষে দিবার নিমিত্ত সেই স্বত্ব নষ্ট করিবার স্বত্ব আমাদেব ছিল না। স্বত্ব পক্ষে অন্যের ছিল এক্ষণে এক্ষণে সেক্ষণে তাঁহাদিগকে আইনগত স্বত্ব না থাকিলে নিতে আমাদেব ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু তাঁহাদের জমিদারীর অগ্রগত পুত্রস্বত্ব পক্ষে গবর্ণমেন্ট যে স্বত্ব ছিল, তাঁহাদিগকে সেই স্বত্ব দিতে পারিতাম ও নিষাধিলে না। পরে স্বত্বী বন্দোবস্তক্রমে যাহা আমাদেব স্বত্ব বা দখল ছিল না, সেই সকল ভূমিতে ও আমরা সম্পূর্ণ স্বত্ব স্বত্ব প্রদান করিয়াছিলাম। এইরূপ করিতে পূর্বাভাস চাখীমালীক ও স্বত্বীকাদের যে সকল স্বত্ব ছিল, যদিও আমরা সেই সকল স্বত্ব বন্ধ করিতে স্বত্বান ও স্বত্ব ও স্বত্ব উচ্চ বন্ধ না করিতে আমাদেব আপনাই আপনাই সজ্জিত হইয়া উঠিত, তথাপি আমাদেব ঐ ভূমিয়ার নিজস্ব মালিকী বলিয়া ভূমি নির্দেশ করা পিরাছে, সেই ভূমিতে তিনি যে চাখী বসাইয়াছেন, সেখ চাখী ও ভূমিয়ার পরস্পর যে নিষেধ করিয়াছেন, সেই নিষেধ করিয়া আমাদেব যথেষ্ট অন্য নিষেধ নির্দেশ করিয়া নিষিদ্ধ তাঁহাদের সম্মত হইতে আমাদেব কোন স্বত্ব নাই। * * * * * আমি আইনগত ভূমিয়ারকে তাঁহার সমুদয় বাধ্যস্বত্ব দিতে চাই। আমিরা যখন ভূমিয়ার দিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, তখন তাঁহারা যে কেবল রাজস্বের শুল্ককে কিয়ৎকাল পাঠিবার অধিকারী থাকিবেন, কখন এক্ষণে অধিকার থাকিবে না। এক্ষণে অধিকার ছিল যে তাঁহারা প্রকৃত ভূমিয়ার স্বত্ব হইবে এবং যে স্থলে আমাদেব পুত্রস্বত্ব বিস্তারিত, সেই স্থলে তাঁহারা ভূমিয়ার হইবেন ও তাঁহাদের ভূমিয়ার থাকিবে। কিন্তু যখন আমাদেব স্বত্বেরণ করিবার ক্ষমতা, অধিকার আইনগত ক্ষমতা আমাদেব ছিল না, তখন ঐ সকল স্বত্ব বিস্তারিত আমরা ভূমিয়ার দিগকে দিই নাই; এবং আমাদেব স্তম্ভ ভূমিয়ারদের নিকটে পূর্বাভাস ভূমিয়ার দিগকে ও স্বত্বীস্বত্বভোগাধিকারীদিগকে রক্ষা করিতে বাধ্য।”

আইনগত ঐ রূপ বিধানের প্রশ্ন সম্বন্ধে তাই কোর্টের অঙ্গদের, আডবোকেট জেনারেল সাহেবের ও গবর্ণমেন্টের অন্য আইন সংক্রান্ত কাগজাদিগের এবং দেশের প্রধান আইন ব্যবসায়ীদের মত জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হইত। কিন্তু যে সকল সরকারী কাগজাদি প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহাতে যেরূপ স্থিতিবৃত্তি বিবরণ, উক্ত প্রকৃত এই বিষয়েও বিশেষরূপ সন্দেহজনক দেখিতে পাঠ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের একটা প্রধান দাঁড়াইবার স্থল, এবং এই বিষয়েও আইন সংক্রান্ত যে সর্বোৎকৃষ্ট মত পাওয়া যাইতে পারে, সিলেই কমিটির তাহা পাওয়া নিতান্ত আবশ্যক ছিল। কিন্তু এরূপ কোনও জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

পাণ্ডুলিপি ওর অধ্যায়।—ভাস্কর্য্যের সম্বন্ধীয় বিবি।

ভাস্কর্য্যের রাশি আর্থ হইতে স্বতন্ত্র ভূমিগত মালিকী আর্থের কাংশদ্বারা নির্বহ। প্রকৃত ভাস্কর্য্যের জন্য এক্ষণে ব্যবস্থা করিবার আনি কোন বিশেষ প্রয়োজন দেখি না। তাঁহাদের স্বত্ব যথোচিত পরিমাণে নিশ্চিত; এবং একটি জমীদারপত্তীর্ণ অস্তিত্ব আপনাদের আর্থের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। ভাস্কর্য্য ও পেট্রীও ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে ১৮১৯ সালের বজী৮ আইনের বিধান ব্রীতিমত পুর্নপ্রণয়ন করণ আমি বুঝিতে পারিলাম; কিন্তু এই বিষয়ে মূল ব্যবহার পরিবর্তনের উপযুক্ত কারণ বা কারণ তা বুঝিতে পারিতেছি না। আমার মতে সমস্ত তৃতীয় অধ্যায়টি নুতন করিয়া লেখা উচিত, ১৮১৯ সালের ৮ আইনের বিধান অধ্যাকারে রাখা উচিত এবং বজ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি শুধু তুলিয়া লওয়া উচিত। দ্বন্দ্বীভূতবিশিষ্ট কোন কোন রাশিতে (অর্থাৎ যাহারা কোর্সী বিলিতে ও বাহাদুরের মতল একত্রে বিচার আর্থিক অর্থ বাজে ভাগ্যদগকে) ভাস্কর্য্যের পক্ষে, সাক্ষ্য বা পরস্পরাভাব উন্নীত করার, আমার মান্যবর সম্বোধনীয় বিস্তারিত পাঠ্য। ল ব্যবস্থা বহিঃপারবর মর সাহায্য অত্যন্ত বুদ্ধি হইয়াছে।

পাণ্ডুলিপি ওর অধ্যায়।—যে রাশিতে অধ্যায়িত হাবে ভূমি ভোগ করে ভাস্কর্য্যের সম্বন্ধীয় বিবি।

ভূমি উপর গবর্ণমেন্টের নুতন কর নির্ধারণ অবধি বাণীখানানা আদায়ের সুবিধা করা ভূমিকারীরা বহু কেন আবশ্যক বিবেচনা করিয়া থাকেন না, এবং লিঙ্গবজ্রদেশে খামার দুই সম্বন্ধে অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া জমীদারদের ভূমিকারীরা বহু কেন অত্যাবশ্যক জান করেন না, আনি এলিতে পারি বজ্রদেশের ও ভোগের জমীদারেরা এবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে একমত যে, প্রকৃত বিত ব্যবস্থা প্রণয়ন করা অপেক্ষা তাঁহারা বরং বর্তমান সম্বন্ধে ও কষ্ট ভোগ করিতেও সম্মত। কিন্তু যদি আগের পরিবর্তন করিতে হয় তবে উক্ত খামার ও বিচার সিদ্ধি যে ১৮১৯ সালের ১০ আইনের নুতন যে যেসিগানে উক্তকর কর্তৃপক্ষেরা খামার তদ্বিষয়ে জমীদারদের অনাগর কতি হইয়াছে, সেই সেই বিধান পরিবর্তিত বা বহিঃ করা উচিত। খামারের প্রণয়ন দ্বারা বিশ বৎসর ভোগ করিলে প্রকার অতুল্য যে খামার তর তাহার ইচ্ছা এক্ষণে সিদ্ধ হইয়াছে বা না তাহা নির্ণয় করা যে কোন প্রকার উহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে, সে গত পঁচিশ বৎসর মালিকী করণ চাহিয়া লইতে ও তাহার রক্ষাকরণীয় বহু করিতে সুযোগ পাউয়াছে। অন্য কোন কথা না থাকিলেও প্রণয়ন হইয়াছে বহু কাল একতরপা খামার পিলে

১৮৬৯ সালের ১০ আইনের ৩৩ ধারা দেখ।
একরপ সম্মান হইবে সেই কাল বুদ্ধি করিয়া দেওয়া উচিত হইত। কিন্তু এইরূপ পরিবর্তন এই কারণে অন্যতর আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে যে জমীদার আর্কায়ে এই অনুমান বহুত: জমীদারদের নিশ্চিত ও অশুচিত ক্ষতি হইয়াছে।
খামারের ভিত্তি রেনলডন সার্ভে ১৮৬১ সালের ১৮ মে তারিখের আপন মত পরিবর্তিত যে মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, খামারের ঐ বাহাদুর তাঁহা নিশ্চিত ভিত্তিতে পূর্নপ্রণয়ন করিয়া মণোযোগ আদায় করিয়াছেন। যেমনিতে বোর্ডের পক্ষভোক্তা মেম্বর ও খামারী সাক্ষ্য কমিশনের সভাপতি জিহুড ডাব্লিউ সার্ভে ১৮৬১

১৮৬১ সালের ১৮ মে তারিখের মন্তব্যে অস্ত্রণ মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং যদিও খামারের ভিত্তি রেনলডন সার্ভে আপন মত পরিবর্তিত করা উচিত বোধ করিয়াছেন, তথাপি তিনি ও ডাব্লিউ সার্ভে যে সকল মুক্তি উদ্বাপন করেন, তাহা খণ্ডন করা যায়। এই পূর্ণ আইনমত অনুসরণের প্রকৃত মত রক্ষণার্থে মত দাঁড়, স্বজ্ঞাত হইয়াছে, অর্থাৎ যে “সকল মত আছে কিন্তু বাহার প্রতিপোষণীয় সম্পূর্ণরূপে অসম পাওয়া নাহতে পারে না, কেবল তাহাই সাব্যস্ত না করিয়া

আর্থিক মতল নুতন স্বত্ব সৃষ্টি হইতে” বা “যে লুপ্ত সার্ভে এটি যে হেতু উদ্বাপন করেন কেবল যে তাহা পরিবর্তিত হইত ডাব্লিউ সার্ভে অসুমান মত দাঁড়ি রক্ষণের

বজ্রদেশের ভূমিকারী ও প্রজা সম্ভ্রান্ত ব্যবহার প্রত্যাহিত মণোযোগ সম্বন্ধে বজ্রদেশের গবর্ণমেন্টের সিপোর্টের ১ বালায়ের ১৮১ ও ১৮২ পৃষ্ঠা।
কোন দ্বিগাহেন এমন মতে, তিনি সাধারণ রাজনীতি বহিঃ এই হেতু পরিবর্তিত হইত, “পূর্নপ্রণয়ন দ্বারা জমীদারী বিক্রয়ের মিকট হইতে কোন পরিমাণ কোন বর্গাল পাইলে অধিকাংশ মতলই পরিবর্তিত জমীদারী কাগজপত্র পাঠ্যেপাঠ্যে না বলিয়া উক্ত অনুমান দ্বারা অর্থাৎ: ইহা

নির্দেশ করা হয় যে, কোন প্রজা খামারী পরিবর্তিত মালিক বিশ বৎসর ভূমি প্রণয়ন করিলে অধ্যায়িত হাবে চিরস্থায়ী সম্বন্ধীয় প্রাপ্ত হইবে।” জিহুড ডাব্লিউ সার্ভে সাধারণ রাজনীতি বহিঃ হেতু পরিবর্তিত হইত, “চূপ করিয়া থাকিলে আপনাদের স্বত্ব পাঠ্যে চাহিয়া প্রাপ্ত হইত উক্ত বিধানহেতুক ভূমিকারীদের বিশ বৎসর অন্তর খামারী বুদ্ধি করিবার মৌকদ্য উপস্থিত করিতে হয়।

পাণ্ডুলিপি ওর অধ্যায়।—দ্বন্দ্বীভূতবিশিষ্ট রাশিদের সম্বন্ধীয় বিবি।

এইবিষয়ের সিদ্ধান্ত করিতে প্রকৃত হইলে, প্রকৃত চাহী ও মধ্যবর্তী প্রজা এই উভয়ের মধ্যে যে অন্যতর প্রাপ্ত হইত, ইহা তাঁহাদের মত রাখা আবশ্যক। যাহাতে কৃষকের সমৃদ্ধি হইত, তাহাতে জাতীয় সমৃদ্ধির ও সহায়তা হয়। কিন্তু চাহীকে সম্প্রীত করিয়া মধ্যবর্তী প্রজা যাহা আশায় করিতে পারেন, তাহারই উপর তাঁহার সমৃদ্ধি নির্ভর করে। সুতরাং মধ্যবর্তী প্রজা সমাজের অন্যতর আবশ্যক অঙ্গরূপ এবং তিনি থাকিতে কেবল অবস্থাগত অসুবিধা হইত। প্রাচীন মণোচার কিবা পূর্ন কালের মরণ্যারী কাগজপত্রে যে কিছু মত দেখান হয়, তাহা কেবল ভূমির মালিকের প্রতি দেখান হইয়া থাকে, কিন্তু তাহারা কৃষিকারীর নিশ্চিত ভূমি মতল করিয়া উক্ত ভূমারী হইয়া করেন, ও আপনাদের মীম্বন্ধ কাগজপত্রে জমীদারী প্রণালীর বহু কিছু দোষ ও

অপব্যবহার সম্ভব, তৎসমুদয়ের দায়িত্ব গ্রহণ দেখাইয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রতি এরূপ দয়া দেখান হয় না। যদি আইনের শৌলিক পরিবর্তন করিতে হয়, তবে আমাদের কৃষিগণালী হইতে এই শ্রমীর লোকদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত; কারণ “দুর্ভিক্ষের সহ্য করিতে সক্ষম, এরূপ যে সঙ্গতিপূর্ণ কৃষকদল” সৃষ্টি পরিবার ইচ্ছা আছে, তাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই শ্রমীর লোকেরাই রূহস্তর প্রতিবন্ধক। কোনও বিশেষ স্থানে কোর্কা বিলি নিদ্ধহইতে দিবার আবশ্যকতা স্বীকার করিতে আমি বিনয়কর সম্মত আছি, কিন্তু সেই সীমার বাহিরে আমি যাইতে চাহি না। যে সকল স্থানে কৃষিকার্যার্থ ভূমির দখল দেওয়া যায়, সেই সকল স্থানে এলা নিজে বা বেতনভোগী মজুরের দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমির চাষ করিবেন, দখলীশত্ব এইরূপ নিয়মাবলী থাকে, আমি এইরূপ ব্যবস্থা করিতে চাই এবং বাসেন্দা রায়ত ছাড়া অন্য কাহাকেও এইরূপে কল্যাণের করিয়া দিবার অনুমতি দিতে চাহি না। আমি কবিত্বিতে বেং সংশোধনের প্রস্তাব করি, তদ্ব্যতীত এই বিষয় সম্বন্ধীয় ছিল। জীলোকও মাবালম প্রভৃতির বেলা সমুদয় যোত কোর্কা বিলি করিবার অনুমতি দান হুচক সংশোধনটী বিহিত হইয়াছে, কিন্তু কোন প্রকৃত বাসেন্দা কৃষককে এইরূপ হস্তান্তর করিয়া দিতে হইবে, এই বর্ধের অন্য সংশোধনটী গ্রহণ হয় নাই।

এই কথার উত্তর প্রদান আছে যে, কোর্কা বিলি করার কৃষকের সর্বস্বত্ব হইয়াছে, এবং কৃষিসংক্রান্ত অবস্থা

The Zemindari Settlement of Bengal নামক আইনগে জমীদারদের বিরুদ্ধে সংকলিত পুস্তকের ১ বাঁশাখের ৩০৫-৬০, ও ৮৩ ১ পৃষ্ঠায় ইহার একটি স্থান উপস্থাপন দৃষ্ট হইবে, তাহাতে অনেক সরকারী ও বেসরকারী লেখা উদ্ধৃত হইয়াছে।

যদিও গোলযোগ সম্বন্ধে মধ্যস্থতার প্রস্তাব করা সর্বাপেক্ষা দায়ী এবং যে রায়ত জমীদারের অব্যবহিত অধীনে আছে, তাহার অবস্থা কোর্কা বা কল্যাণের রায়তের অপেক্ষা অনেক ভাল। এইরূপ অবস্থার দখলীশত্ববিশিষ্ট রায়তের দলকেই তালুকদার ও খানানাগ্রহীতার পক্ষে উন্নীত করিলে, এবং কৃষক ছাড়া অন্য লোকদিগকে দখলক্রমে বা প্রকারান্তরে দখলীশত্ব লাভ করিবার সুবিধা করিয়া দিলে, বর্তমান অনুবিধা অনর্থক রুদ্ধ করা হইবে মাত্র। রায়ত কোন একখণ্ড ভূমিতে দখলীশত্ব লাভ করিতে না পারে, এই নিষিদ্ধ যে জমীদার তাহাকে ইচ্ছাপূর্বক একজনী হইতে অন্য জমীতে চালায়

করে (আমি বলি এরূপ সীমিত থাকার প্রয়োজন নাই), সেইরূপ জমীদারের খেজাচীর হইতে রায়তকে রক্ষা করা আবশ্যক, ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া গিলেট কমিটী রায়তের অনুমূল এই অনুমান সৃষ্টি করিতে চাহেন যে যেহেতু এক্ষণে তাহার ভূমি ভোগ করিতেছে, তাহার অবশ্যই ১২ বৎসর প্রকৃতি ভোগ করিয়া থাকিবে। এইরূপ অনুমান কৃষিসংক্রান্ত লোকদের প্রকৃত অবস্থার বিরুদ্ধ; কারণ যাহার উপর জমীদারদের কোন ক্ষমতা নাই, এরূপ দাবী হেতুবশতঃ ভূমির দখল দিনে পরিবর্তন হইতেছে। এই প্রদেশে রূহস্ত নদীতীরস্থিত ভূমিখণ্ড আছে, যেখানে নির্যাত শিকড়ী ও পরশুী বহিতেছে; এই প্রদেশের সীমান্ত স্থানে সর্বত্র অসামান্য জল কাটিয়া ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করণের প্রক্রিয়া চলিতেছে; মধ্যস্থিত জিলা সমূহে ভূমির উপর লোক সংখ্যার চাপবশতঃ পতিত ও বাসকর জমীর উপর চাষের আক্রমণ হইয়াছে ও প্রবাহ হইতেছে; এরূপ বহুসংখ্যক পাইকভুক্ত কৃষক আছে বলিয়া প্রসিদ্ধ যাহারা কোন বিশেষ স্থানে বাসাইয়া নী থাকিয়া সকল দিকে আপনাদের ভাগ্য পরীক্ষা করে। অনেকস্থলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি কম হওয়াতে ও অন্য উপযুক্ত হেতুতে পুরাতন রায়তের ইচ্ছাপূর্বক আপনাদের যোত ইচ্ছা করে; এই সকল কথাই প্রতি উক্ত অনুমানের উপেক্ষা করা হইয়াছে। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া ইহা কি বলা যাইতে পারে যে, একজন অপক্ষপাতী ও যুক্তিযুক্ত বিচারক, মৌলদার সম্ভাবিত অবস্থা সম্বন্ধে অন্য কোন প্রমাণ না পাওয়া, এলা অন্য কোন ভূমি ভোগ করিতেছে, কেবল ইহা হইতে (এইরূপ অনুমান করিতে আপনাকে বাধ্য বিবেচনা করা মূরে থাকুক,) এইরূপ অনুমান করিতে পারিতেন যে উক্ত এলা উক্ত সমস্ত ভূমিখণ্ড কিম্বা অন্ততঃ তাহার ত্রিমাংশ গত ষোল বৎসর দখল করিয়াছে?

সকল রায়তের দখলীশত্ব আছে, এই প্রস্তাবিত অনুমান সম্বন্ধে, আমি এখানে একটি স্থলের উল্লেখ করিব, যে স্থলে রায়তের দখলীশত্ব না থাকিলেও জমীদারের বা ঠিকাদারের পক্ষে এরূপ অনুমান থগন করা আমি প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করি :—

১ম।—গবর্ণমেন্টের রাজস্বের নিষিদ্ধ বলপূর্বক নীলাম করা গেলে, সম্পত্তি ক্রয় করিয়া বেং স্থলে ভূমি-কারী দখল পান, সেই সেই স্থলে যে বাকীদার জমীদারের সম্পত্তি এইরূপে ক্রয় করা যায় সেই জমীদার প্রায়ই স্বভাবতঃ ক্রেতার শত্রু হইয়া দাঁড়ায় ও পূর্বসূরীদের কাগজপত্র দিতে অস্বীকার করে। এরূপ স্থলে জমীদার কিরূপে উক্ত অনুমান থগন করিবেন?

২য়।—যে স্থলে এক মহাল দুই কিম্বা তদধিক পত্তনীদার বা ঠিকাদারকে বিলি করিয়া দেওয়া যায় সেই স্থলে ঐ মহালের অন্য পত্তনী বা ঠিকা অধিতে রায়ত যে ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে না, এই অনুমান একজন পত্তনীদার কিরূপে থগন করিবেন?

কোন দখলীশত্ববিশিষ্ট রায়তের যোতের পরিমাণ এক গজ মাত্র হইলেও, সে ক্ষুদ্র জমি লইলে, যে দিন তাহার সন্ততি ঐ জমির বন্দোবস্ত হয়, সেই দিনই তাহাতে দখলীশত্বপ্রাপ্ত হইবে, এই প্রস্তাবের প্রতিবাদে এক্ষণে আমার প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে। একজন রায়ত ক্ষুদ্র এক খণ্ড ভূমি চাষ করিতে পারে বলিয়াই সে রূহস্ত ভূমিখণ্ড চাষ করিতে পারিবে, ইহা বুঝিই নহে। সে কেবল কোর্কা বিলি বা বিক্রয় করিবার নিষিদ্ধ ভূমি লইতে পারে।

আবার “মহাল” শব্দ অত্যন্ত অনির্দিষ্ট। মহাল শব্দে একটি ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড বুঝাইতে পারে, অথবা দেশের রূহস্ত খণ্ড বুঝাইতে পারে। “গ্রাম” শব্দ অধিকতর সুবিধাজনক। এদের নির্দিষ্ট সীমা আছে ও তাহাতে বিশেষ ক্রম বুঝায়।

মখলীস্বত্ব হস্তান্তর করিবার ও তাহা অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্বের কথা।

ইহা অতি স্পষ্টরূপে জানা বাইতেছে যে, এ দেশের ভূমি সংক্রান্ত প্রাচীন ব্যবহৃতক্রে, কোন রায়ত বাসেন।

“ইহা নাশারনতঃ জানা আছে যে, রায়তেরা বহু কাল মখন করিলে ভূমিতে মখলীস্বত্বপ্রাপ্ত হয় ও তাহাদিগকে উঠাইরা দেওয়া বাইতে পারে না, কিন্তু এই অবস্থানে তাহার ভূমি বিক্রয় করিবার বা বন্ধক দিবার কনভেন্সিও হয় না।” পোর সাহেবের ১৭৮৯ সালের ২৮ জুনের বক্তব্যাদিপি; হারিংটন সাহেবের Analysis বাবক পুস্তকের ৩য় বাসানের ৪০০ পৃষ্ঠা।

হউক বা না হউক, তাহার রায়তি স্বার্থ বিক্রয় করিবার বা বন্ধক দিবার কনভেন্সিও ছিল না। * দেশাচারক্রমে না হইলে ভূস্বাধিকারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মখলীস্বত্ব হস্তান্তর করা বাইতে পারে না এই কথা বলিয়া ব্যবস্থাপকেরা ও বিচারপতিরা এই নিয়ম মান্য করিয়াছেন। গবর্ণমেন্টের পক্ষের কথা এই বলিয়া বোধ হয় যে, দেশাচার

সর্বত্র চলিয়াছে, কিন্তু যে দ্বিতীয়াভিগত বিবরণের দোহাই দেওয়া হয়, তাহা বাস্তবিক প্রামাণিক নহে, কারণ তাহাতে দেখার না কত মনে হস্তান্তর হইবার পূর্বে বা পরে অসীমার সম্মতি দিয়াছেন।

এপ্রকারের কোন দেশাচার এরূপ প্রসিদ্ধ হইবে যে, সকল জমীদার ও স্বার্থের সম্বোধন জমাইরা ইহা বিচারালয়ে প্রমাণ করিতে কিছুকাল কষ্ট হওয়া উচিত নহে। আর (১ম) হস্তান্তরযোগ্যতা সর্বত্র স্বীকৃত হয়, ইহার বিশেষ ও উপযুক্ত প্রমাণ না থাকার, এবং (২য়) যে দেশাচার প্রকৃত প্রস্তাবে প্রচলিত ও প্রবল আছে, তাহার প্রমাণ দিতে খরিদারদের অক্ষমতা হেতু দেশদানী আদালতে অবিচার ঘটিবার বিশেষ কোন দৃষ্টান্ত না থাকার, সর্বত্র হস্তান্তরযোগ্যতার বিধান করা অনাবশ্যক বলিয়া আমি বিবেচনা করি। এক্ষণে বেরূপ কল্পনা হইতেছে, তদনুসারে সর্বত্র মখলীস্বত্ব বিস্তার করা গেলে, ভূস্বামী ও গ্রাম্য সমাজ উভয়েরই অপকার হইবে; কারণ, যে সকল শীঘ্র ও দৈন্যতাবাপন্ন রায়তদিগকে রাখা জুম্বারীর স্বার্থ, আপন ভূমিতে তাহাদিগকে রাখিবার কনভেন্সিও ইহাতে আর উত্তর থাকিতেছে না, এবং যে মহাজনেরা বা বিরোধী জমীদারেরা রায়তদের স্বত্ব ক্রয় করিতে পারে ও তাহাদের জমীতে ভিন্ন জমীদার লোক বসাইয়া গ্রাম্য বিবাদ, মোকদ্দমা ও সর্বনাশ উপস্থিত করিতে পারে, সেই মহাজন বা জমীদারদের দ্বারা রায়তদের উচ্ছেদ হইবার দার উদ্ঘাটিত হইতেছে।

আমি বলিতে চাহি যে, এদেশের যে প্রাচীন দেশাচারক্রমে প্রকৃত হস্তান্তর করিতে পারা বাইত না তাহাতে গ্রাম্য সমাজের নিষ্কিন্তুতা ও মজল হইবার বিশেষরূপ সম্ভাবনা ছিল, কারণ, এই সমাজে যাহাদের স্বার্থ ছিল না, তাহাদের তথ্য বলপূর্বক প্রবেশ করা এবং সাধারণতঃ এই সমাজের ও ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে স্বার্থ স্থাপন করিয়া গ্রামের শান্তি ও সমৃদ্ধি নষ্ট করা এই দেশাচারবলে বহুপরিমাণে নিবারণিত হইত।

দক্ষিণাপথের রায়তদের মধ্যে হস্তান্তরকরণস্বত্ব স্বীকৃত হওয়াতে যে অনিষ্টজনক ফল চলিয়াছে; এবং যে মহাজনদের হাতে সাঁওতালদের পড়ে, প্রধানতঃ তাঁদের অভিচারহেতুক সাঁওতালদের মধ্যে যে শান্তিভঙ্গ ঘটে আশার মতের প্রতিপোষনার্থ আমি তাহার উল্লেখ করিতে চাই; এবং এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে, আমার নিজ ও অন্যের জমীদারীর রায়তদিগকে মণাজন ও অন্য ভূস্বাবাসারীদের কখনার উপর কেনা যে ইহার আভাবিক ফল হইবে, তদ্বিকল্পে আমি আপত্তি করিতে চাই।

সত্য বটে, সূতন হস্তান্তরস্বত্বদানের কতিপূরনস্বরূপ ভূস্বামীকে অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব দিবার প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, যাহা ভূস্বামীর নিজের আছে, তিনি কেন তাহা ক্রয় করিতে বাধ্য হইবেন? অগ্রে ক্রয় করিবার প্রস্তাবিত সীমাবদ্ধ স্বত্বে ভূস্বামীর অংশই উপকার হইবে, এবং আমি প্রস্তাব করি যে, এই স্বত্ব যদি দেওয়াই হয়, তবে উত্তরাধিকার রূপে না হইয়া রাষ্ট্রীয় স্বত্বের যে প্রত্যেক হস্তান্তর হয়, তাহা ভেই এই স্বত্ব বর্তীয়াই ইহা অধিকতর কার্যক্ষম করা উচিত; এবং “ভালুক” সম্বন্ধেও উক্ত স্বত্ব বর্তীয়াইতে পারিলে মহাবর্তীপ্রজাদের স্বার্থলোপ করিয়া একটি স্বত্ব কার্যক্ষম হস্তের বিধান করা হইবে, ইহাতে সকল পক্ষের বিশেষ মঙ্গল। অগ্রে ক্রয় করিবার অধিক স্বত্বাধীনে যাহার তাহার নিকট বিক্রয় করিবার স্বত্ব অপেক্ষা প্রকৃত-বাসেন্দা কৃষকদের নিকট যাহার তাহা বিক্রয় বরং আমার নিকট উৎকৃষ্টতর বোধ হয়। কেহই অস্বাভাবিক করেন যে, মখলীস্বত্ব হস্তান্তরযোগ্য হইলে বেটারের মীলকরদের উপকার হইবে; কিন্তু আমি তাহাদের মধ্যে এমন অনেক লোককে জানি, যাহারা এই প্রস্তাবের বিরোধী, এবং বঙ্গদেশের মীলকরণ সম্পূর্ণরূপে ইহার বিরোধী।

খাজানা মুক্তারূপে পরিবর্তন করণ।

এই বিষয় বিবেচনা করার সময় আমি এই কথা প্রথম বলিতে ইচ্ছা করি যে আমার মহালে ভাওলী বা শস্যরূপ খাজানা দেওয়া রীতি নহে; এবং আমার এমন বিবেচনাও হয় না যে উহা মুক্তারূপে খাজানা দেওয়ার দ্বারা এই সকল অঞ্চলে জমীদার বা কৃষকের উপযোগী হইবে। কিন্তু বেহারে এমন অনেক স্থান আছে যথার ভাওলীই চলিত ও টাকার খাজানা কদাচ কখন দেওয়া যায়। এই সকল স্থানের অবস্থা ভিন্নপ্রকার, এবং এই বিষয়ে বেরূপ কল্পনা হইতেছে তদ্রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তন যদি সহসা প্রবর্তিত করা যায়, তাহা হইলে সকল প্রবীণই বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এরূপ বিষয়ে সময়ের উপর নির্ভর করাই উচিত, অতীত কালের অভিজ্ঞতার দৃষ্ট হইতেছে যে, সত্যতা ও সমৃদ্ধির ক্রমশঃ উন্নতির সঙ্গেই শস্যরূপে দেয় খাজানা মুক্তারূপে প্রায়ই পরিবর্তিত হইয়া থাকে। অতএব হঠাৎ বলপূর্বক এরূপ পরিবর্তন প্রবর্তিত করা আমি দোষের বিষয় বলি।

এবিষয়ে আমার নিজের বড় একটা কতিরুদ্ধি নাই। কিন্তু আমার ইচ্ছা যে বেটারের জমীদারদিগের প্রতিদ্বন্দ্বি স্বরূপ আমি তাহাদের মত প্রকাশ করি। আমার বিবেচনার এই সকল মত বিশেষ বিবেচনাবোধগম্য।

সুতরাং খাজানা দেওয়ার রীতিই নিম্নোক্ত খাজানা দিবার আদম উপায়; এবং বেহারের অনেকস্থানে ওরা যে আজিও রক্ষিত হইয়াছে তাহার কারণ এই যে লোকের বর্তমান অবস্থার উদ্ধারে শাখা প্রণয়ন হইয়াছে এবং সকলেই জানে এদেশের লোক পুরাতন রীতি অনুসারে কার্য্য করিতেই অধিক ভাল বাসে। আকবরের প্রধান হিন্দু রাজস্ব সচিব রাজা ডোডরমল রায়তের খাজানা যেটা উৎপাদের একতৃতীয়াংশ বলিয়া নির্দেশ করেন। আরও বৃদ্ধি করিয়া অর্ধেক করিয়া তুলেন। জমিদারেরা বিচাণির মূল্য নির্ধারণ অত্যন্ত হুঙ্কর বিবেচনা করিয়া শস্যরূপ উৎপাদের ১৬ বোলভাগের নয়ভাগ খাজানা অবদারিত করেন এবং বিচাণির সমস্ত মূল্য রায়তকে প্রদান করেন।

যেখানে দুর্ভিক্ষাদি উপস্থিত হইলে কৃষক সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ান্তর অবলম্বনের কোন উপায় নাই, সেখানে অজমীর সময় উৎপন্ন হইতে কম হইত না কেন উহার এক অংশ রক্ষা করাই কৃষকের পক্ষে স্পষ্টই সুবিধা। আর একদিক দেখিলে মনে যে প্রজা এক সমান মুজাররুপ খাজানা দিতে বাধ্য, সময়ে সময়ে তাহার সমস্ত উৎপাদের মূল্য ভূম্যধিকারীর অবদারিত টাকার দাবীর সমান হয় না। এইরূপ বিবেচনা করিলে দুটো চাইবে যে, যে কৃষক খাজানা শস্যে দেয় সে, যে মুজাররুপ খাজানা দেয়, তাহার অপেক্ষা দুর্ভিক্ষ সময়ে অধিক সমর্থ।

মুজাররুপ এখন বৎসর লগ বাহাতে শস্য একেবারেই ক্ষয়ে পাই। তাওলীয়ার আপন ভূম্যধিকারীকে সে বৎসর কিছুই দিতে না, যেহেতু তাহার সহিত ভাগ হয় এমন শস্যই নাই। কিন্তু শস্য উৎপন্ন হইত আর নাই হইত। মুজাররুপ খাজানাদাতা সম্পূর্ণ বৎসরের খাজানা দিতে বাধ্য, তাহাতে হয় যে সময়ে তাহার খাজানাসম্বল অত্যন্ত কম সেই সময়ে জমা মূদে টাকা ধার করিতে বাধ্য হইতে হইবে, না হয়, ভূম্যধিকারী বোকাগল কজুরিলে তাহার খরচা ও মূদ দিতে চাইবে। অতএব শস্যরূপে দেয় খাজানা পরিবর্তনের বিধান বাস্তবায়ন নহে, কারণ উহাতে অজমী ও দুর্ভিক্ষের সময় কৃষক সম্প্রদায়কে অত্যন্ত কষ্টে ফেলিবার সম্ভাবনা।

খাজানার দাবীর সময় সাধারণতঃ কসনের সময়ের মধ্যে এক ওয়ার সচরাচর দুটি হয়, যে সকল কৃষক মুজাররুপে খাজানা দেয়, অনেক স্থানে, যদিও এরূপ ভুল অভ্যাসের, তাহানিগতে অতি অস্পষ্টমুদা শস্য ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতে হয়। এরূপ সময়ে তাওলী প্রজাকে কোন প্রকার কতি স্বীকারই করিতে হয় না।

আবার অনেক স্থলে বড় বড় চর আছে, তাহার প্রতি কসনেই দুইর উৎপাদিকা শক্তি, বিসফল হ্রাস হইতে হয়। এরূপ স্থলে জমিদার ও রায়ত উভয়ের পক্ষেই তাওলী প্রজার খাজানার বন্দোবস্ত করার সুবিধা ও সুবিচার হয়।

আরও তাওলী প্রজামুসারে বন্দোবস্ত জমিদার রায়তের সহিত ভাগ করার প্রতিবৎসরই দুইর উৎপাদিকা শক্তি, পরিমাণ, ও উৎপাদের মূল্য হ্রাসের ফল গোচর্য্য থাকেন। যদি হ্রাস হয় তবে উভয়ের সে কতি ভাগ করিয়া লইতে হয়। অতএব কোন পক্ষেই বিশেষ অসন্তোষের বিশেষ কারণ থাকে না এবং জমিদারেরও খাজানা হ্রাস বোকাগল কজুরিবার বিশেষ আশঙ্কতাও থাকে না।

এই পর্য্যন্ত মুজাররুপে পরিবর্তন সম্বন্ধে গেল। এই পরিবর্তন কার্য্যে পরিণত করা সম্বন্ধে রাজস্ব কর্মচারীই মুজাররুপে যে খাজানা অবদারিত করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং পাতৃনিগিতে বিধান আছে যে এরূপ বন্দোবস্তের সময় তিনি লিকটহু নামে প্রচলিত মুজাররুপ খাজানা দেখিয়া ও গন্ত শস্য বৎসরে জমিদার প্রকৃতপক্ষে যে খাজানা পাইয়াছেন তাহার গড় মূল্য ধরিয়া কার্য্য করিবেন। এই সকল নিয়ম অত্যন্ত আলগা, এবং আমরা সকলেই জানি যে প্রকৃত প্রস্তাবে কিংবা কর্মচারীর যত অত্যন্ত ভিন্ন। আবার বিবেচনার এরূপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে রাজস্ব কর্মচারীকে তাহার নিজ বতলসমস্ত বীমাংসার উপর নির্ভর করিতে দেওয়া উচিত নহে এবং এসকল বিষয় ভূম্যধিকারী ও প্রজার ব্যক্তিগত চুক্তি ও পরাম্পরের সম্মতি অনুসারে হইলেই ভাল হয়। জমিদারের পক্ষ হইতে একথাও বলা হইয়া থাকে যে শস্যরূপে খাজানা লগরাই জমিদারের পক্ষে লাভ, কারণ রায়তের ন্যায় তাঁহাকে কসনের সময়েই বিক্রয় করিতে হয় না। তিনি শস্য কিছু দিন ধরিয়া রাখিয়া কসনের সময় বাজারে না পাঠাইয়া বৎসরের যে সময়ে শস্যের মূল্য অধিক হয় এরূপ সময়েই অনেক সুবিধা করিয়া শস্য বিক্রয় করিতে পারেন। সুতরাং এইরূপ খাজানার পরিবর্তনে কাণ্ডাতঃ জমিদারের আর কলম হইবে, আবার বোঝ হয় না যে এরূপ করা গবর্ণমেন্টের যথার্থ অভিপ্রায়।

আবার ভরসা আছে যে আমি শীঘ্রই এবিষয় সম্বন্ধে কতকগুলি স্থিতিরীতি ঘটতি সংবাদ দিতে পারিব। এই ভূমি এখনও আমি সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারি নাই। এই সম্বন্ধে আর এক কথা আছে। রায়তের বার্ষিক জমা তাহা প্রকাশ করা উচিত, সে কথাটি এই।—যে স্থলে তাওলী প্রজা প্রচলিত আছে সে স্থলে জলসেচন কার্য্যের জন্য আবশ্যক পুর বীধ সকল জমিদারকে নিজের খরচে রক্ষা করিতে হয়, যদিও সাফাৎসম্বন্ধে গ্রামত ইহার উপকার লাভ করে, তথাপি তাহাকে এসম্বন্ধে গোলরূপ খরচার দায়ী হইতে হয় না। কিন্তু যেখানে টাকার খাজানা দিতে হয়, সেখানে জমিদার যদি জলসেচনকার্য্য দ্বারা ভূমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করেন, রায়তকে খাজানা হ্রাস দিতে হয় এবং তাওলী প্রজা অনুসারে আশা। সুতরাং সে বর্তমান পুর বীধ প্রকৃতি বেরাশতে রাখার প্রচল জমিদারিক ও তাহাকে অনেক অনুসারে দিতে হইবে।

খাজানা রুজি।

এই বিষয়ে ও খাজানা আদার বিষয়ে জমিদারদিগের আরও সুবিধা করিয়া দেওয়া পরামর্শসিদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে। বর্তমান আইনে কেবল তিনটি কারণ দশতঃ আদালতের দ্বারা খাজানা রুজি করার অধিকার আছে। তাহার মধ্যে প্রধান কারণ এই যে, রায়তের বার বা পরিজ্ঞান ব্যতীত উৎপাদনের মূল্য অথবা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি রুজি হইয়াছে। সত্বে স্বীকার করিবেন যে এই শ্রম ধরিয়া রুজি দেওয়া ন্যায্য, কিন্তু কার্যকালে দৃষ্ট হইয়াছে যে এরূপ “রুজি” আদালতে প্রমাণ করা অত্যন্ত দুষ্কর, অতএব আদালত দ্বারা রুজি এক প্রকার বন্ধই হইয়াছে। এই জন্য জমিদার যথাও চুক্তি দ্বারা খাজানা রুজি করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও অস্পর্শসাধ্য বিবেচনা করেন, কিন্তু এরূপ করাও কোনক্রমেই সহজ বলিয়া বোধ হয় না। কারণ জমিদার দেওয়ানী আদালত দ্বারা যে রুজি পাঠিতে পারেন না, তাহা দিতে রায়তেরা নিতান্ত অনিচ্ছুক।

বাণাহডেক, যে অবধি গবর্ণমেন্ট গেজেটে প্রত্যেক জিলার খাদ্য শস্যের সাপ্তাহিকমূল্যের তালিকা প্রকাশ করিতেছেন তদবধি মূল্য রুজি আদার উত্তম উপায় হইয়া রহিয়াছে। এইজন্য আমি এই সকল মূল্যের তালিকাকে মূল্যরুজির চূড়ান্ত প্রমাণ করার প্রস্তাবকে অতি উত্তম প্রস্তাব বলিয়া মনে করি। এবং এইরূপ করিলে জমিদার অনেকটা উপকার প্রাপ্ত হইবেন। বর্তমান আইনের শঙ্করচন্দ্র সাধারণতঃ রুজি হয় এবং এক্ষণে খাজানা রুজির কারণ যেরূপ নিয়মবদ্ধ করার প্রস্তাব হইয়াছে তাহা না হয় আমি এই মর্মে প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করি।

এই পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ কল্পনা করা হইয়াছে অনেকস্থলে তত্ত্বিগুণ অন্য কারণেও ভূমির উৎপাদনসাধন হইতে পারে। এরূপ স্থলে অতি বিরল ও হ্রস্ব প্রমাণ করা দুষ্কর, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন বিধান না করার কোন কারণ নাই।

এই রুজি সম্বন্ধে প্রধান শস্যের লক্ষণ, কেবলমাত্র সুলভ খাদ্য শস্যে সীমাবদ্ধ থাকা আমার মতে উচিত নহে।

দেশের কৌশল শস্যের পরিবর্তন হইলে জমিদারেরা তাঁহার উপকার লাভ করিবে, একথা সমস্ত পুরাণ আইন এক বাক্যে প্রকাশ করিয়াছে। সার জন শৌর সাহেব বলিয়াছেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বেও এইরূপ দেশাচার প্রচলিত ছিল। বর্তমান সময়েও যে সকল অঞ্চলে শস্যরূপ খাজানা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহার যে কেবল খাদ্য শস্যের উৎপন্ন নির্ণয় করা হয় এরূপ নহে, ইক্ষু, তামাক, পাশ এবং অন্যান্য প্রকার শস্যও বাচাই করা হয়। অন্যান্য জিলাতেও যে সকল জমীতে খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয় ও যে সকল জমীতে অধিক মূল্যবান শস্য উৎপন্ন হয় তাহাদের খাজনার হার সম্বন্ধে বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

অতএব এই বিধানে আবার “নূতন করিয়া পুরাতন আইন ও দেশের সর্ববাসিন্দার দশাচার পরিভাষা করিয়া যাওয়া হইল।”

বিধানীর স্থলে পুরাতন আইনে আদালতের উপর খাজনার ন্যায্য ও উপযুক্ত হার নির্ধারণের যে ভার ছিল তাহার উপর আর এরূপ কিছু বেশী করিবার আবশ্যকতা দেখিতেছি না এবং খাজনারুজির ভার সীমাবদ্ধ করিবার কোন আবশ্যকতা দেখিতে পাট না। প্রত্যেক স্থলে দেওয়ানী আদালতকে যেরূপ অধুসন্ধান লভিতে হইত, তাহাতে কোন হার ন্যায্য ও উপযুক্ত হইবে আদালতে তাহা জানিবার বিলক্ষণ সুবিধা হইত। এই জন্য ইহার কক্ষতা ত্রাস করার উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না, এবং উক্ত হার দেওয়া উচিত আদালতের ক্ষমতাসমত এই বিধান জমিলেও টাকায় চারিআনার উক্ত হার দেওয়া বদ্ধ করিবার উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

যথাও খাজনারুজি সম্বন্ধে আমার ভ্রম এই যে, এরূপ স্থলে কোমু বিচারে স্বাধীনভাবে চুক্তি পরিহার করা হইল, তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম। যথাও বন্দোবস্ত দ্বারা খাজানা রুজি পাওয়া জমিদারের পক্ষে সহজ ব্যাপার নহে। এরূপ স্থলে তদবিষয়ে বিনামের জন্য কোনরূপ ক্ষতি থাকিবে এবং রায়ত যে চুক্তি পূর্বেই স্বাক্ষর করিয়াছে কবুলিয়ৎ রেজিস্ট্রী করার সময় তদনুযায়ী দায়িত্ব সম্বন্ধে গোলযোগ উৎপাদনের সুযোগ পাইবে, এরূপ করা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।

পাণ্ডুলিপির ২য় অধ্যায়।—এজমালী সম্পত্তির উদ্ভাবন।

মন্ত্রিসভার উত্থাপিত আইন পাণ্ডুলিপির অতিরিক্ত ও হেতুর বর্ণনার ২৭ দফা হইতে এবং তাহাতে উল্লিখিত উক্ত অংশ সকল হইতে আমি জানিতে পারিয়াছি যে লোকের সংস্কার জন্মিয়াছে যে এজমালী মালিকদের কাৰ্য্যধক্ষ নিয়োগের বিশেষ করা বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং ১৮২৭ সালের ৫ আইনের ক্রিয়মাণ ১৮৭৪ সালে রহিত করার বর্তমান আইন অর্থাৎ ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৩ ধারা অমুসারে কাৰ্য্য করা চূড়ান্ত হইয়াছে বলিয়া এবিষয়ে আশ্রয় প্রদান করা আবশ্যক হইয়াছে। পুরাণ আইনে যে স্থলে এজমালী ভূস্বামী আছে ও যেখানে এরূপ এজমালী ভূস্বামির ব্যবহারে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা আছে, সেখানে এই সম্পত্তির অন্য কাৰ্য্যধক্ষ নিয়োগের ক্ষমতা গবর্ণমেন্টকে দেওয়া আছে। এই সকল আইন কোজদারী মোকদ্দমার কাৰ্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হইবার অনেক পূর্বে পাস হইয়াছিল। উক্ত কাৰ্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে শান্তিভঙ্গ গুরুতর কোজদারী অপরাধ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। অতএব শান্তিভঙ্গ এককালে কোজদারী ও দেওয়ানী অপরাধ সাব্যস্ত করা আর আবশ্যক বলিয়া বোধ হয় নাই। এই জন্য প্রচলিত আইন বলিয়া ১৮৭৪ সালে এই সকল আইন রহিত করা হয়। অতএব এই সকল কাৰ্য্যপ্রণালী পুনরুজ্জীবিত করার পূর্বে, সরকারী কাৰ্য্যকারকেরা ও অতিথোজ্ঞাগণ প্রকৃতপক্ষে কতদূর ১৮১২ ও ১৮২৭ সালের আইনের সহায়তা গ্রহণ করিতেন এবং তাহার কি বা কল হইয়াছে এবিষয় অধুসন্ধান করার বিশেষ কারণ আছে। আমি এবিষয়ে কমিটিতে একটা সিদ্ধি প্রাপ্ত করিয়াছিলাম; কিন্তু আমি এই মাত্র উক্ত পাইরাছিলাম যে এবিষয়ে সংবাদ অধুসন্ধান করা বাইবে এবং

জন্মানধি এবিষয়ে আর আমি কিছুই শুনি নাই। আমার সামান্য বুদ্ধিতে এই বোধ হয় যে যখন একটা আইন প্রচলিত বলিয়া যথাবিধিত্ব একাধারে রহিত করা হইল, তখন উহা পুনরুজ্জীবিত করণের প্রস্তাব করার পূর্বে ইহার স্থিতিরীতি বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশ করা আবশ্যিক। আইন বিধিবদ্ধ করার প্রস্তাবের পূর্বে কেবল মাত্র অনুমান বা সাধারণ সংস্কারের উপর নির্ভর করা উচিত নহে। উত্তমরূপে প্রমাণ করা ও প্রণীত করা ঘটনাবলিই কেবল আইন প্রণয়ন মাধ্যম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে।

আমি এই কথা না বলিয়া এবিষয় ত্যাগ করিয়া যাঁহাতে পারিতেছি না যে, দিয়ার ও সামান্যদের বহুল প্রচারের সহিত রায়ভাদিশের উপকারার্থ গবর্ণমেন্টের পিতৃহানীভার বক্ষা করার কোন অবশ্যকতা নাই। অতএব যদি এই সকল বিধান পুনঃপ্রবর্তিত করা হয়, তাহা হইলে মহাল ও ভানুকের ভূস্বামিগণ এমন কি পাণ্ডুলিপির সঙ্গে নতুন ভানুকমারোও তাপনাদের সমস্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানের তাঁর আশীশশ্রম্য ভাবে জিলার জজের হস্তে সমর্পণ করিবার প্রস্তাবে নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হইবেন। এরূপ স্থলে জজ সাহেবের ভুল সিদ্ধান্ত করার সম্ভাবনা কি এত অল্প যে তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে? অথবা অতস্বরূপ তাঁহার অন্যান্য যে নানা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে হয় এবং যাহাতে আইনে তাঁহার দিচার চূড়ান্ত বলিয়া স্বীকার না করিয়া হাই কোর্টে আপীলের দিধান করা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার আজ্ঞা দ্বারা যেরূপ অনিষ্ট হইতে পারে, এস্থলে কি তদপেক্ষা কম অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে?

যখন এই বিষয়েই বিশেষতঃ তখন আমি বোধ হয় একথা বলিতে পারি যে তত্ত্বাবধানের ব্যয় ও তত্ত্বাবধান-রকের ক্ষমতা সম্বন্ধে আমি কতকগুলি নিয়ম প্রস্তাব করিয়াছিলাম। আমি আরও প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে কোন স্থলেই তত্ত্বাবধানের খরচ মালেকের মোট আয়ের শতকরা ১০ টাকার অধিক হইবে না। আমার এরূপ প্রস্তাব করিবার কারণ এই যে কোন কোন স্থলে গবর্ণমেন্টের মদীন কোর্টজব ওয়ার্ডশের তত্ত্বাবধানের ব্যয় মোট আয়ের শতকরা ২০ টাকার অধিক হইয়াছে।

“দেশখণ্ডে দেশখণ্ডে ভানু ভির ডিা, রাধশাকী ও কুণ্ডবিশার শতকরা ১৫ টাকী হইতে (এই সকল স্থলে তত্ত্বাবধানপ্রণালীর পুনঃ গঠনের জন্য বিশেষরূপে বলা হইয়াছে এবং সেইরূপ কাগজ আরম্ভ হইয়াছে) উভয়ায় শতকরা ৫.১ টাকী বিজ্ঞদেশের বার্ষিক বিজ্ঞাপন, ১৮৭৯-৮০ সাল, ৪৪ ও ৪৫ পৃষ্ঠা।”

একদিন আমি এই মর্মে আর এক প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে সকল বা অল্পতঃ একজন ভূস্বামী আবেদন না করিলে শান্তিভঙ্গকর কার্যাদি নিষ্কৃত করা হইবে না। আমার এরূপ প্রস্তাব করার কারণ এই যে আমি বিবেচনা করিয়াছিলাম যে এরূপ নিয়ম স্থাপিত না করিলে আমাদের নিশ্চয়ই দেখা উচিত যে সমস্ত প্রজানী মহালে ও যেখানে বাসত্য জমিদারকে বিবদ্ধ করিবার জন্য শান্তিভঙ্গ অপরাধে ফৌজদারী মোকদ্দমা কল্প করিয়া হারিয়া গিয়াছে সেই সকল স্থলে প্রজানী প্রজানী কার্যাদি প্রাপ্তির জন্য আবেদন করে। এরূপ বিষয়ে দেওয়ানী আদালত অপেক্ষা ফৌজদারী আদালত সুীকরূপে কার্য্য করিতে পারে, কারণ শান্তিভঙ্গ নিবারণার্থ ফৌজদারী আদালতের উপর যেরূপ ক্ষমতা দেওয়া আছে তাহা দেওয়ানী আদালতের উপর এক্ষণে যেরূপ ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব হইতেছে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে কার্য্যকর।

সিলেক্ট কমিটিতে আমার তৃতীয় প্রস্তাব এই ছিল যে কার্য্যাদি সমস্ত প্রজানী ভূস্বামীদিগের সম্মতি ব্যতিরেকে কোনমতে বাতানী কম করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে না। আমার মত এই যে, যাহা কার্য্যাদিগের স্বার্থ কিয়ৎকালের নিমিত্ত নষ্ট, যে সমস্ত কার্য্যাদিগের তাঁহার তত্ত্বাবধান করিবেন তাঁহার কার্য্য এত অধিক যে এবিষয়ের তত্ত্বাবধানের মনোযোগ দিবার তাঁহার যখনই সময় থাকিবে না। সুতরাং প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে রায়ভের থাওয়ান কমান্ডিয়া দিয়া জমিদারকে বাৎসরিক আয় কটাত বধিত করিবার ও উক্ত রায়ভাদিশের মিকট কমিশন স্বরূপ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া নিজ উদর পূর্ণ করিবার পক্ষে কার্য্যাদিগের চমৎকার সুবিধা হইবে। কেবল আমার মত যে এরূপ ভাড়া নহে, তাঁহারই কিঞ্চিৎ যত্ন করিয়া এবিষয় আন্দোলন করিয়াছেন, ভূমিসম্পত্তির তত্ত্বাবধানের যাহাদের কিছুমাত্র অতিজ্ঞতা আছে এবং যাহারা এবিষয়ে তাঁজপুত্র-দিগের মত গ্রহণ করিতে বাধ্য হন নাই, তাঁহারও আমার সহিত একমত হইবেন। এরূপস্থলে গবর্ণমেন্ট কিরূপ লোকের মধ্য হইতে কার্য্যাদিগের সংগ্রহ করিতে পারেন? এরূপ চাকীর যেরূপ বেতন তাহাতে গবর্ণমেন্ট যে প্রণী হইতে আমীন ও পুলিশ ইনস্পেক্টর নিযুক্ত করেন সেই প্রণী হইতেই কার্য্যাদিগের নিযুক্ত করিবেন। আর কে না জানে যে আমীন ও পুলিশ ইনস্পেক্টরই এদেশের একটা প্রধান বালিষ্ট। একটা চাকরিতে যেরূপ অল্প বেতন হইবার সম্ভাবনা, তাহাতে গবর্ণমেন্টে কার্য্যাদিগের কনিষ্ঠ ভ্রাতা উক্ত প্রণীর দেশীয় প্রলোক পাইবেন এরূপ ভরসা একেবারেই নাই। সাধারণতঃ প্রজানী ভূস্বামীদের আয় অতি অল্প; আর আজি কালি শান্তিভঙ্গ অপরাধের ফৌজদারী দণ্ড এত অধিক যে গবর্ণমেন্ট যে বহুসংখ্যক মহাল লর জন্য এক জন কার্য্যাদিগের নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে উপযুক্তরূপে অধিক পরিমাণে বেতন দিবেন এবং সর্বদা দরখাস্ত লোক নিযুক্ত হয় এরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন, তাহা সম্ভব নহে।

কার্য্যাদিগের ক্ষমতা ও তাঁহার সেৱস্তার খরচ সম্বন্ধে নিয়ম প্রণয়ন বিষয়ে আমি যে সকল জমিদারের সহিত পরামর্শ করিয়াছি, তাঁহাদের সকলেরই মত যে এরূপ নিয়ম অত্যন্ত আবশ্যিক। কিন্তু এবিষয়ে আমি মত প্রস্তাবই করিয়াছি, সিলেক্ট কমিটিতে তাহার এই মাত্র উত্তর পাওয়া গিয়াছে যে হাই কোর্টে এ সম্বন্ধে নিয়ম প্রণয়ন-মার্থ অনুমোদন করা হইবে। কিন্তু আমি জমিদার, আধরা বলি যে কার্য্যাদিগের ক্ষমতা সনির্গত থাকা উচিত নহে এবং ব্যবস্থাপকসভার স্পষ্টরূপে তাহা নির্ণয় করিয়া দেওয়া উচিত। যদি সভা গতাই এরূপ বিবেচনা দ্বারা

হইয়া থাকে যে হাট কোর্ট বাবস্তাৎক সভা হইতে এ বিষয়ে অধিক অভিজ্ঞ, তাহা হইলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রতিষ্ঠা পূর্বক নিশ্চয়রূপে জমিদারদিগকে প্রদত্ত আইনসম্বন্ধে সত্ব সত্বকীয় ইহা অপেক্ষা গুরুতর বিষয় সকলে হাই কোর্টের সঙ্গে মতুণী করা হয় নাই কেন?

পাণ্ডুলিপি ১২ অধ্যায়।—স্বত্বের লিপি।

বলা হইয়াছে যে কোন কোন মহালে জমিদারেরা উপযুক্ত কাগজপত্র রাখে না। যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে এক্ষণে জমিদারীতে জরীপ ও স্বত্বের ভালরূপ লিপি আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া যে সকল মহালে কাগজপত্র নির্দোষ এবং যোগ্যে সম্পর্ক বিশিষ্ট সকল লোকেই তাহাদের যেরূপ কাগজপত্র আছে তাহাতে সন্তুষ্ট, সেখানেও কেন যে জমিদার ও প্রজাকে জরীপের হাঙ্গামে সহ্য করিতে হইবে তাহার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না।

মাপের প্রাচীন প্রণালীতে সকল জমিদারই নিয়মিত সময়ান্তরে তাঁহাদের মহালের মাপ করেন এবং তাঁহাদের এক প্রকার না এক প্রকারের মোটা মোটি মাপের কাগজ আছে; অনেকে আবার ইহা অপেক্ষাও অধিক করেন, ইহারা যে আপন মহালের কেবল মাপ করেন তাহা নহে, গবর্ণমেন্ট মহালের যেরূপ নকশা প্রস্তুত হয় প্রায় সেইরূপেই নকশা প্রস্তুত করিয়া রাখেন। তাঁহাদের কাগজপত্রে রায়তের যোতের সূক্ষ্ম পরিমাণ ও ঠিক আয়গা ও জমীর গুণ ও দেশ খাজানার হার দেখাইয়া দেয়।

অতি অস্পষ্টব্যক্ত জমিদার আবার ইহা অপেক্ষাও অধিক করেন। তাঁহারা প্রত্যেক রায়তকে তাঁহার ক্ষেত্রে বিশেষ বিবরণ ইত্যাদি বুঝাইয়া দিয়া থাকে। তাহা হইতে তাহাদিগকে স্বাক্ষর করাইয়া লন। জমিদারের পক্ষে ইহা বড় সহজ ব্যাপার নহে। খাস মহালে গবর্ণমেন্ট বন্দোবস্ত কার্যকারকের যেরূপ তত্ত্ব করণের কল্যাণ আছে, তাহার সে ক্ষমতা নাই; সুতরাং তাঁহাকে বিস্তর ব্যয় করিতে হয় ও সুতরাং তাঁহার ক্ষেত্রে ইয়ত্তা থাকে না।

এরূপ অবস্থায় কি বলা যাইতে পারে যে, সমস্ত দেশটা জরীপ করার আবশ্যকতা আছে? অন্ততঃ যে সকল জমিদারের নির্দোষ কাগজপত্র আছে তাহাদিগকে আমার বিবেচনায় অব্যাহতি দেওয়া উচিত।

আমার প্রস্তাব এই যে যদি জরীপ করিতে হয় যে সকল গ্রামে জমিদার ও রায়ত উভয়েই জরীপ করিয়া ইচ্ছা করে এমন সব গ্রামেই উচ্চাতে ছাত দেওয়া উচিত; কি দিটারে যে যাহারা ইচ্ছা করেন। তাহাদের গিরেও জরীপের খরচা চাপান হয় আমি তাহা বুঝিতে পারি না। জরীপে তাহাদের উপকার না হইয়া এমনই মামলা মোকদ্দমার উৎপত্তি হইবে।

১৮৭৬ সালে জমিদারদিগকে সত্ব রেজিস্ট্রী করিতে বাধ্য করার জন্য আইন পাস হয়। উচ্চাতে যে কি পদ-মাণে মোকদ্দমার উৎপত্তি হয় তাহা আমরা সকলেই জানি। যে সকল লোকের কিছুমাত্র স্বত্ব ছিল না তাহারা ও কোন না কোন রূপে স্বত্ব সাব্যস্ত করাইবার জন্য অগ্রসর হইল, তাহার ফল এই হইয়াছে যে যদিও এই আইন পাস হওয়ার পর আট বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, তথাপি অনেক মোকদ্দমার এখনও নিষ্পত্তি হয় নাই। এমন অনেক জমিদার আছেন তাঁহাদের সম্পত্তিতে গতদূর সমুদ্র উৎকৃষ্ট স্বত্ব থাকিলেও এক্ষণে মোকদ্দমার তুষ্টিরিহাং চিন্তার উপর অনর্থক অনেক খরচপত্র করিতে হইয়াছে।

জমিদারেরা সমস্ত অধিবাসীর শত্রুতা এক জন ও নহে, তাহাদের স্বত্ব রেজিস্ট্রী করিতে গিয়াই এই হইল।

যদি এত অস্পষ্টব্যক্ত লোকের স্বত্ব রেজিস্ট্রী করিতে আট বৎসর কালও অস্পষ্ট সময় বলিয়া গণ্য হইল, তাহা হইলে প্রজার স্বত্ব রেজিস্ট্রী করিতে কি তাহার দশগুণ অধিক সময় লাগিবে না? বাজালা ও বেহারের প্রায় সমস্ত অধিবাসীও এজা। এবিষয়ে যেরূপ অনুসন্ধানের প্রয়োজন তাহাতে যে দীর্ঘসময় লাগিবে এই সমস্ত সময় ধরিয়া মোকদ্দমা, বায়, হয়রাণ ও ছন্ডিয়ার কি সকল প্রণীত লোকেরই ক্ষতি হইবে না?

এই সকল কারণে আমার বোধ হয়, যে সকল গ্রামে সম্পর্কবিশিষ্টলোকে গবর্ণমেন্টের নিকট জরীপের প্রার্থনা করে তত্ত্বের অর্থ গ্রামে জরীপ প্রবর্তিত করা আবশ্যিক।

জমিদারের রেজিস্ট্রী।—খামার বা নিজজমী।

আমার সুযোগ্য সহযোগী রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর তাঁহার মতভেদ প্রকাশকালে এক্ষণে দক্ষতা সহকারে এই বিষয়ে লিপিয়াছেন যে তাহাতে আমার আর অধিক কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই। আমি কেবলমাত্র বলিব যে এবিষয়ে তাঁহার সহিত আমার মত সম্পূর্ণরূপে এক।

পাণ্ডুলিপি ১৩ অধ্যায়।—ক্রোক ও খাজানা আদায়।

চারিদিক হইতে সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে খাজানা জমিদারের পক্ষে এখন জমিদারদিগের যে উপায় আছে তাহা অপেক্ষা শীঘ্রকর ও অর্থ উৎপাদন হওয়া আবশ্যক এবং যে স্থলে প্রজারা পক্ষপাত করিয়া খাজানা দেওয়া বন্ধ করে সে স্থলে বর্তমান আইন সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর। ম্যর জেমস কেরাউর লায় প্রদান প্রামাণিক ব্যক্তিও যে সকল মহালে “খাজানা দিব না,” বলিয়া চীৎকার একবার উঠে, তথায় জমিদারের বিক্রাটের কথা স্বীকার করিয়াছেন, এমন কি বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের গত জামুয়ারী মাসের মন্তব্যলিপিতেও এক্ষণে প্রজাদের কথা স্বীকার করা হইয়াছে।

এই জন্য আমরা (জমিদারবর্গ) স্বভাবতঃই ভরসা করিয়াছিলাম যে এই উদ্দেশ্যে আমাদিগকে খাজানা আদায়ের পক্ষে অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু আমরা এবিষয়ে অভ্যস্ত নিঃশব্দ হইয়াছি, এবং যদি এই পাণ্ডুলিপি এখনও ভাবে আছে এই ভাবেই পাস হয়, তাহা হইলে এখনকার অপেক্ষা আমাদের অবস্থা

ধারণা হইয়া পড়িবে। কারণ আমাদের আইনসম্মত খাজানা আদায়ের সরাসরি ও বাহ্যিক উপায় বিধান না করিয়া ইহা দ্বারা কাঁচাঃ যে ক্রোক একমাত্র নিশ্চিত, সুবিচারসম্মত ও বাহ্যিক কার্যপ্রণালী আমাদের এখনও আছে, তাহা রহিত করা হইতেছে।

বর্তমান আইনে বিধান আছে যে রায়তের খাজানা বাকী পড়িলে জমিদার নিজের লোকের দ্বারা তাহাদের বাকী খাজানার বিবরণ লিখিয়া নোটিস জারী করিয়া শস্য ক্রোক করিতে পারেন। দেশের প্রান্তবর্তী যে সকল স্থানের জমিদারগণের মধ্যে অনেকেই ইংরাজ রাজত্বের অধীন নহে এবং এজন্য সহজেই ইংরাজদের দেওয়ানী আদালতের বিচারপ্রাপ্ততা অতিক্রম করিতে পারে এবং পুর্ণিয়া জিলার অন্তর্গত কুশী দিয়াড়ার বহু বিস্তীর্ণ যে সকল বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের প্রজারা অল্প যাদাবর অবস্থার থাকে এবং এক ফসলের অধিক কাল এক জারিয়ার বাস করে না, তাহার এই এক মাত্র প্রণালী সম্ভবপর।

এরূপস্থলে এক দিনের বিলম্বে গিল্পের হানি হয়। যদি রায়তের খাজানা দিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে শস্য পাকিবামাত্র ক্রোক করিতে হইবে এবং খাজানা না দিয়া শস্য কাটিবার উপযুক্ত সময় তাহাদিগকে দেওয়া উচিত নহে, যেহেতু ফসল কাটিয়া ফেলিয়া মাত্র তাহার প্রিদিনেরমত আয় ত্যাগ করিয়া যায়।

যাহা হউক, এই পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তাব হইয়াছে তবিশেষে ভূম্যাদিকারীগণের প্রত্যেক স্থলে দেওয়ানী আদালতে আবেদন করা আবশ্যিক এবং শস্য আদালতের সহায়তা ভিন্ন ক্রোক হইবে না। ইহাতে আদালতের কন্সটারী ক্রোক করণার্থ সেইস্থানে পঁহুঁছবার পূর্বে রায়তকে ফসল কাটিয়া লইয়া পলায়ন করিবার যথেষ্ট সময় দেওয়া হইবে। এরূপ কার্যপ্রণালীতে যে জমিদারের উপর কেবল কোটফা ও অন্যান্য যে সকল আদালতের লোক নিয়োগ করিতেই হইবে, তাহার জন্য সূতন ও অতিরিক্ত খরচার তার চাপান হইবে এরূপ নহে, ইহাতে আরও কল এই হইবে যে এই যে সকল জমিদারগণের প্রজাশস্য কর্তন হইবা মাত্র আয় ত্যাগ করিয়া যায়, তাহাদের নিকট খাজানা আদায় করিবার জমিদারের কোন ক্ষমতা থাকিবে না। দেওয়ানী মোকদ্দমা কজুকবাই তাহার একমাত্র অতিকারের উপায় থাকিবে, কিন্তু যে রায়তের বিক্ষেপে মোকদ্দমা করিতে হইবে তিনি হয়ত সে কোথায় থাকে তাহাও জানেন না এবং যদি তাহার নামে ডিক্রী পাইতে সমর্থ হন সে ডিক্রী জারী করা প্রায় অসম্ভব হইবে।

আমার বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ করিবার কথা এই যে, অভ্যন্তর আদালত, বলিয়া স্বীকৃত হওয়াতে জমিদারের খাজানা আদায়ের অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়াই যে পাণ্ডুলিপির একটি প্রকাশ্য উদ্দেশ্য, সিলেক্ট কমিটীর হাত দিয়া সেই পাণ্ডুলিপি এমন আকারে বাহির হইল যে এরূপ করা হইবে থাকুক এখনও যে কন্সট আইনে তাহা বর্জিত করা হইয়াছে এবং এখন সে একটি উপায় আছে তাহাও লোপ করা হইতেছে ইহা আমার অন্তান্ত আশ্চর্য্য বোধ হয়।

জমিদারেরাই তাহাদের অংশের গবর্ণমেন্টের রাজস্ব প্রদানের জন্য দায়ী। তাহারা রায়তের নিকট ঐ রাজস্ব আদায় করিয়া থাকে। তাহারা যে মজুর গবর্ণমেন্টের রাজস্ব আদায় করে এরূপ নহে। সংশ্লিষ্ট তাহাদিগকে রায়তদের নিকট হইতে রায়তের দেয় কোন কোন গবর্ণমেন্টের কয় আদায় করিতে হইতেছে, এবং যদি গবর্ণমেন্টের রাজস্ব দিবার জন্য অবধারিত দিবসের পূর্বাগন্তের পূর্বে তাহারা গবর্ণমেন্টের পাওনা না দিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা সরাসরি নীলামের দায়ী হইবে এবং তাহাদের সম্পত্তি হইতে বিচুরিত হইবে। অথচ গবর্ণমেন্টকে দিতে এক দিনের অমাত্য হইলে তাহার জন্য এত গুরুতর শাস্তি অবশ্য ভোগ করিতে হইবে রায়তদের নিকট হইতে তাহা নিশ্চয়রূপে পাইবার কোন উপায় করিয়া দেওয়া হইবে না।

এক্ষণে আইনের যে অবস্থা তাহার কার্য প্রকৃত প্রস্তাবে এইরূপ হইতেছে; বর্তমান আইনে দোষ আছে বলিয়া ভূস্বামী তাহার রায়তের নিকট হইতে আইনমত খাজানা আদায় করিতে অসমর্থ হওয়াতে তাহার নিজের কিছুমাত্র দোষ না থাকিলেও তাহার পিতৃপুরুষগণও সম্পত্তি বিক্রয় ও সে উহা হইতে বহিষ্কৃত হইতেপারে। অথচ আমি পূর্বে দেখাইয়া দিয়াছি যে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি আইনের সেই দোষ বর্জিত করিয়া দিতেছে।

যে আইনে গবর্ণমেন্টের রাজস্বের অতি অল্প অংশমাত্র বাকী পড়ায় বড় বড় মহাল ডিক্রী ৫ হওয়ার বিধান করিতেছে সে আইনের আবশ্যিকতা ও সুবিচার দ্বারা আমার এক মুহূর্তের জন্যও প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা নাই। আমি কেবল এইমাত্র দেখাইয়া দিতে ইচ্ছা করি যে গবর্ণমেন্ট যখন নিজের হস্তে সরাসরি বিক্রয়ের ক্ষমতা রাখিয়া দিয়াছেন, তখন জমিদারকে রায়তের নিকট খাজানা আদায়ের জন্য সরাসরি ক্ষমতা দিতে অস্বীকার করার জমিদারের গবর্ণমেন্টের সুবিচারের অর্থাৎ হইয়াছে বলিয়া মনে করে।

নিজের মহাল অর্থাৎ খাসমহালের জন্য নিজের সমস্ত বিশেষ আইন রাখার, গবর্ণমেন্ট নিজেই খাজানা আদায় সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের অকার্যকরতা স্বীকার করেন; আর যদি গবর্ণমেন্টের পক্ষে এইরূপ নিয়মই প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেইরূপ নিয়ম আমাদের পক্ষেও প্রয়োজন। আমার একান্ত ভরসা যে এবিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবার পূর্বে বিশেষ মনোযোগের সহিত এবিষয়ের পরিবেক্ষণ করা কর্তব্য, কারণ ইহাতে বেহারস্থ জমিদারগণের অধিকাংশেরই ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

১৭শ অধ্যায়।—চুক্তির স্বাধীনতা।

জমিদার ও রায়তের মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা উঠাইয়া দিবার ও অধুনা বর্তমান সমস্ত চুক্তি খণ্ডন করিয়া দিবার চেষ্টার আমি সম্পূর্ণ বিরোধী, একথা আমি বিশেষ করিয়া বলিতে ইচ্ছা করি। বর্তমান চুক্তি যখন করা হয়, তখন গবর্ণমেন্টের কথার ঠিক আছে বলিয়া চুক্তিকারীদের বিশ্বাস ছিল এবং গবর্ণমেন্টও বিশেষরূপে এই সকল চুক্তি আইনসম্মত করিয়া এবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন।

আমি বিশেষ করিয়া বলিতে চাহি যে এই সকল চুক্তি হইতে যে অনিশ্চয় উৎপন্ন হইতেছে বলা যায়, তাহার কিছুটা প্রশমন দেখান হয় নাই; অথবা জমীদারেরা যে এইরূপ চুক্তির অসঙ্গতা ব্যবহারদ্বারা অসম্মান কৃষক-কলের ক্ষতি করিয়াছেন তাহারও কোন প্রমাণ নাই। অতএব যতক্ষণ এরূপ অনিশ্চয় সে অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, এবিষয়ে চূড়ান্ত প্রমাণ না দেওয়া হয়, ততক্ষণ গবর্ণমেন্টের সম্মতি ক্রমে ও গবর্ণমেন্টের অনুমোদন অনুসারে বর্তমান যে সন্দেহবস্তুর ন্যায্যরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, যেন তাহার এরূপ ভয়ানক তাগীচুরী করা না হয়।

জমীদার ও রাইতের মধ্যে যত চুক্তি হইয়াছে তাহার সমস্তই রাইতের ক্ষতি হইতেছে। এই সিদ্ধান্তটী ধরিয়া লইয়াই প্রস্তাবিত ব্যবস্থাপনাকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে অসঙ্গত কারণ অনেক স্থান চুক্তি দ্বারা স্পষ্টরূপেই রাইতের সুবিধা হয়। রাইত জমীদারের কথামত কাজ করার অনেক উপকার প্রাপ্ত হয়। এরূপ চুক্তিতে সম্ভবমত কোন আপত্তি থাকিতে পারে না, কিন্তু তথাপি এগুলিও বন্ধ করা হইবে।

উপসংহার কালে এই সিদ্ধান্তে বসিবার মীমাংসায় আমার যে বিশেষ আপত্তি আছে, তাহা আমি লিপিবদ্ধ করিতে উদ্ভূত করি; কারণ আমার বিশ্লেষণের এরূপ গুরুতর বিষয়ে যাচাখাচা ন্যায্য সিদ্ধান্ত করিয়া উঠা যায়, আমারও এরূপ উপযুক্ত উপকরণ পাই নাই।

দেওসকল কারণের কথা বলা হইল, যাহার জন্য কেবল যে গবর্ণমেন্টের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও ভূমিসম্বন্ধের স্থানি করণরূপ উৎকট উপায় অবলম্বন করাই আবশ্যক তাহা নহে, যাহার জন্য এমন এক অসম্পূর্ণ আইনের অবতারণা করা হইল যে গবর্ণমেন্টের আওতায় সমস্ত উচ্চ উদ্ভাবিত করার সময় নিজেই স্বীকার করিলেন যে ইহাতে যে বর্তমান কৃষক জমীদার উপকারার্থ বিশেষ করিয়া এই আইন পাস করা হইবে তাহাদের লোণ হইবার এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে কোন আইন দ্বারা রক্ষিত নহে এরূপ এক কুতল কৃষক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইবার ও আবার তৎকালীন ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা উৎপাদিত অনিষ্ট সমূহের প্রতিরোধার্থ আর এক বার সমস্ত দেশটাকে আন্দোলন ও কয়েক নিমজ্জিত করিতে হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল কারণের তত্ত্বি সঙ্ক্ষেপে আগামী-সের নিকট পরিষ্কার প্রদান দেওয়া উচিত ছিল।

আমি নির্বোধ সত্ত্বায় বলিতে চাহি যে যদি ভূমিসম্বন্ধী ও প্রজাসম্বন্ধ নির্ণয় ও তৎবিষয়ের সুব্যবস্থা করণার্থ পাণ্ডুলিপি আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে এই পাণ্ডুলিপি এরূপ ভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে ও একপে প্রস্তুত করিতে হইবে যে ভবিষ্যতে গোলযোগ উৎপন্ন না করিয়া চিরকালের মত এবিষয় মীমাংসা করিয়া দেয়।

আরও আমার মত এই যে অধিকাংশ বিষয়ে এমন গ্রহণ ব্যক্তিরকে সিলেটে কমিটীতে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে তীক্ষ্ণবৃত্তি বিচার করা অসম্ভব হইয়াছিল। প্রমাণ না দেওয়ার এবং ইতিহাসিক বিষয়ক বর্ষার্থ সংবাদ আমাদের নিকট না দেওয়ার, ও এই সকল সংবাদের পরীক্ষা না হওয়ার, আমাদের বানানুবাদ সন্তোষজনক হয় নাই এবং যে মীমাংসায় উপনীত হওয়া গিয়াছে তাহা উপযুক্ত আমাদের উপর স্থাপিত নহে।

১৮৮৪ সাল ১ আশ্বিন।

দ্বারভঙ্গা।

সন্দেহের আবুদান।



শ্রী বেলারের বস্তুমান ও কবিস্বাক্ষর সমস্ত আশ্রিত, অসম্মানিত, ক্রোড়ী কার্য্যকারক ও নিয়ামগণ বিদিত হউন। সমস্ত লোক মীমাংসা তীক্ষ্ণকারী সেই বানানুবাদে আজ ক্রমে উক্ত বেহার স্থানীয় অধিবাস্তব নৃপতির সরকারের ধরমপুর পরগনা ও ত্রিহাট পরগণার দেহাত পরগনা আনুমানিক ইয়াস রত্নব প্রভৃতি স্বাক্ষর সহিত রাষ্ট্র-স্বত্ব নিঃস্বত্রে দৃঢ়তর করিয়া দেওয়া গেল। (রাষ্ট্রাধিপতি মিংয়ের জমীদারী উত্তরাধিকারস্বত্রে তিনি প্রাপ্ত হওয়ায়, তঁহা এরূপ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা গেল।) মীমাংসার কারণপরমাজ ও কার্য্যকারকগণ এই রাজ্যকে তাহার রাজত্ব যতদিন থাকে চিরস্থায়ী জমীদার স্বীকার করে, তাহাকে জমীদারী স্বত্বে বজার রাখে তাহার সমস্ত তলবে টাকা আদায় করিয়া দেওয়া এবং যদি তিনি রাজত্ব ও রাইতের হিটেবী হন তবে ইহার পরামর্শ লইয়া কাহা করে, ইহা আবশ্যক। আরও এই দহামাস্য সন্দেহের অনুগামী হইয়া তাহার ইহার আনুমানিক ঠিক ঠিক কার্য্য করিবে এবং বৎসরান্তর নবীকৃত মনদ দাখিল করার জন্য আশ্রয় করিবে না।

অভিষেকের ৪০ বৎসরের ২৯ শাওরাল।

ডি. সিটজাটিক,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L.,
Bengali Translator.



গবর্ণমেন্ট গেজেট



TUESDAY, MAY 13, 1884.

বঙ্গাব্দ, ১৮৮৪ সাল ১৩ মে।

CONTENTS.

	PAGE.	বিবরণ।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India	Nil	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নিষ্ক্রিয়, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন	৭৩।
PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut.-Governor of Bengal	451—469	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নিষ্ক্রিয়, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন	নাই।
PART III.—Acts of the Legislative Council of India	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	৪৫১—৪৬৯
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের প্রতিলিপি	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council	3—4	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	৩—৪
PART VI.—Bills of the Bengal Council	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের প্রতিলিপি	নাই।
PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সার্বজনীন আদেশপত্র	নাই।
PART VIII.—Advertisements	459—477	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহার প্রভৃতি	৪৫২—৪৭৭
SUPPLEMENT	Nil.	পরিবর্তিত গবর্ণমেন্ট গেজেট	নাই।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নিষ্ক্রিয়, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 1989 A.

GENERAL.—*The 17th April 1884.*—Mr. W. O'Reilly, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Monghyr, is appointed to perform the functions of a Collector under section 4 of Act VII (B.C.) of 1880 in that district.

Baboo Bhubotosh Banerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Balasore, is appointed to perform the functions of a Collector under section 4 of Act VII (B.C.) of 1880 in that district, *vice* Baboo Shital Nath Bose.

Baboo Gobind Mohun Ghose, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Bhagulpore, is appointed to perform the functions of a Collector under section 4 of Act VII (B.C.) of 1880 in that district, *vice* Mr. H. A. D. Phillips.

The 19th April 1884.—Mr. R. M. Waller, Officiating Magistrate and Collector of Mymensingh, is allowed furlough for eight months, under section 50, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he availed himself of it.

The 21st April 1884.—Mr. F. E. Pillard, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sonthal Pergunnahs, is transferred to Rajmehal in that district, with effect from the date on which he joined his appointment.

The 22nd April 1884.—Baboo Nulkanto Sarkar, M.A., Lecturer in the Kishnaghur College, is appointed to act, until further orders, as a Deputy Magistrate and Deputy Collector, and is posted to the sudder station of the Furreedpore district.

The 24th April 1884.—Baboo Radhica Lal Shome, Temporary Sub-Deputy Collector, Backergunge, is allowed leave for thirty-five days, under sections 127-7 and 134, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

The 25th April 1884.—Baboo Gopal Chunder Mookerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Monghyr, is transferred to Rajshahye, and is posted to the sudder station of that district.

Baboo Pran Kumar Dass, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Gya, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may be relieved.

Baboo Monmotho Coomar Bose, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Patna, is transferred to Gya, and is posted to the sudder station of that district, during the absence, on leave, of Baboo Pran Kumar Dass, or until further orders.

The 28th April 1884.—Mr. F. W. R. Cowley reported his departure from India, on furlough, on the 28th March 1884.

POLICE.—*The 21st March 1884.*—Mr. J. Lambert, C.I.E., Deputy Commissioner of Police, Calcutta, is allowed privilege leave for three months, with effect from the date on which he may avail himself of it.

The 24th April 1884.—Mr. C. S. Murray, Officiating Assistant Superintendent of Police, Rungpore, was on leave from the 29th July to the 5th August 1883, under section 134, chapter X of the Civil Leave Code.

The 28th April 1884.—Mr. C. Jennins reported his departure from India, on furlough on the 6th instant.

The 1st May 1884.—Mr. O. S. Stack, District Superintendent of Police, Midnapore, is appointed to act as Deputy Inspector-General of Police, during the absence, on leave, of Mr. E. B. Baker, or until further orders.

[Government Gazette, 13th May 1884.]

বঙ্গদেশের জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ।

১৮৮২ A মস্বর।

সাধারণ।—১৮৮২ সাল ১৭ আশ্বিন।—মুন্সেবের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত ডবলিউ, ও'রাইলী সাহেব উক্ত জিলায় ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৪ ধারামতে কালেক্টরের ক্ষমতাক্রমে কৰ্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জীয়ুত বাবু শীলনাথ বসুর পরিবর্ষে বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বাবু ভবকোষ বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত জিলায় ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৪ ধারামতে কালেক্টরের ক্ষমতাক্রমে কৰ্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জীয়ুত এচ. এ. ডি, ফিলিপ্স সাহেবের পরিবর্ষে ভাগলপুরের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বাবু গোবিন্দমোহন ঘোষ উক্ত জিলায় ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৪ ধারামতে কালেক্টরের ক্ষমতাক্রমে কৰ্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৯ আশ্বিন।—ময়মনসিংহের একটিং মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীয়ুত আর, এম, ওয়ালর সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কাযাকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৫০ ধারামতে আট মাসের নিয়মিত ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২১ আশ্বিন।—মৌণ্ডাল পরগনার একটিং ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত এফ, ই, পিফাউ সাহেব উক্ত জিলার অন্তর্গত রাজমহালে দায় কৰ্ম গ্রহণের তারিখ অবধি তথায় প্রেরিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২২ আশ্বিন।—কুষ্মনগর কালেক্টর উপাধেশক জীয়ুত বাবু মীলকান্দ লরকার, এম, এ, যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কৰ্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া করীমপুর জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৪ আশ্বিন।—বাথরগঞ্জের কিংকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বাবু রাধিকা-লাল সোম, যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কাযাকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৭-৭ ও ১৩৪ ধারামতে পর্য্যাপ্ত দিনের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৫ আশ্বিন।—মুন্সেবের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বাবু গোপাল-চন্দ্র মুখোপাধ্যায় রাজশাহীতে প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

গব্বার ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বাবু প্রাণকুমার দাস অনোর প্রতি কৰ্মের ভারার্পণ করিবার তারিখ অবধি সিভিল কাযাকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

জীয়ুত বাবু প্রাণকুমার দাসের ছুটী প্রযুক্ত অসুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পাইনবার একটিং ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বাবু মহম্মদকুমার বসু, গব্বার প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ আশ্বিন।—জীয়ুত এফ, ডবলিউ, আর, কোলী সাহেব নিয়মিত ছুটী লইয়া ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চে ভারতবর্ষহইতে শ্রী গমনের রিপোর্ট করেন।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২১ মাঘ।—কলিকাতার পোলীসের ডেপুটী কমিশনার জীয়ুত জে, লান্ঘট সাহেব, সি, আই, ই, যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি তিন মাসের অসুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৪ আশ্বিন।—রঙ্গপুরের পোলীসের একটিং আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জীয়ুত সি, এম, মের সাহেব সিভিল কাযাকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৪ ধারামতে ১৮৮৩ সালের ২৯ জুলাই অবধি ৫ আগষ্ট পর্য্যন্ত ছুটী লইয়া ছিলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ আশ্বিন।—জীয়ুত সি, জেনিন্স সাহেব নিয়মিত ছুটী লইয়া এই মাসের ৬ তারিখে ভারতবর্ষহইতে শ্রী গমনের রিপোর্ট করেন।

১৮৮৪ সাল ১ মে।—জীয়ুত ই. বি, সেকার সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অসুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মেনিনীপুরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জীয়ুত ও, এম, ফোক সাহেব, পোলীসের ডেপুটী ইনস্পেক্টর জেনরলের কৰ্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৩ মে।]

ECCLIASTICAL.—*The 26th April 1884.*—Mr. Arthur Jenson, a Missionary of the Baptist Mission at Comillah, in the district of Tipperah, is authorized, under clause 5, section 5, Act XV of 1872 to grant certificates of marriage between persons who are Native Christians.

REGISTRATION.—*The 25th April 1884.*—Baboo Mohesh Chunder Bose, Special Sub-Registrar of Burrisal, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

Baboo Banamali Roy, Rural Sub-Registrar of Nalchiti, in the district of Backergunge, is appointed to act as Special Sub-Registrar of Burrisal, during the absence, on leave, of Baboo Mohesh Chunder Bose, or until further orders.

The 26th April 1884.—Moulvie Mobaruck Ali, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Saran, is appointed to be *ex-officio* Special Sub-Registrar of Chuprah, in that district, during the absence, on leave, of Pundit Debi Prosad, or until further orders.

The 28th April 1884.—Baboo Pran Kissen Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Pooree, is appointed to be also Sudder Sub-Registrar of Pooree, with effect from the 22nd October 1883.

Chowdhury Syed Uddin Ahmed is appointed to be Rural Sub-Registrar of Teghra (Phulwari), in the district of Monghyr, *vice* Moulvie Abdul Wahab, resigned.

EDUCATION.—*The 23rd April 1884.*—Mr. C. B. Clarke, Officiating Inspector of Schools, Presidency Circle, is confirmed in that appointment.

MEDICAL.—*The 22nd April 1884.*—Assistant Surgeon Bepin Behary Gupta, in charge of the charitable dispensary at Doonraon, is allowed leave for ten days, under section 128 chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 20th February last.

The 21th April 1884.—Assistant Surgeon Rajmohun Banerjee, Second Demonstrator of Anatomy, Calcutta Medical College, is appointed to be Senior Demonstrator of Anatomy in that institution, *vice* Assistant Surgeon Gobind Chunder Chatterjee.

Assistant Surgeon Debendro Nath De is appointed to be Second Demonstrator of Anatomy in the Calcutta Medical College, *vice* Assistant Surgeon Rajmohun Banerjee.

The 26th April 1884.—Assistant Surgeon Debendro Nath Roy, Officiating Teacher of Medicine, Campbell Medical School, Sealdah, is appointed to be Teacher of Chemistry and Medical Jurisprudence in that institution, *vice* Rai Kanye Lall Dey, Banadoor, retired.

The 27th April 1884.—Baboo Umbica Churn Dutta, Second Munsif of Nelphamarce, is appointed to be a member of the Committee for the management of the Nelphamarce Dispensary, in the district of Rungpore.

The 2nd May 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Committee for the management of the charitable dispensary at Julpigoree :—

Baboo Nirmal Chunder Shingha, M.A., B.L. | Baboo Mohesh Chunder Chukerbutty.

ZOOLOGICAL GARDENS.—*The 28th April 1884.*—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mr. F. Schiller of his appointment as member of the Committee for the management of the Zoological Gardens, Alipore.

MUNICIPAL.—*The 20th April 1884.*—Baboo Ram Chunder Mukerji, Government Pleader, is re-appointed to be a Commissioner of the Krishnaghur Municipality.

The 24th April 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Krishnaghur Municipality of Baboo Prosunna Coomar Bose, M.A., B.L., to be their Vice-Chairman.

Mr. T. Kenoy is appointed to be *ad-interim* Vice-Chairman of the Darjeeling Municipality.

Mr. F. Prestage is appointed to be a Commissioner of the Darjeeling Municipality.

[*Government Gazette, 13th May 1884.*]

ধর্মকার্যসম্পর্কীয়।—১৮৮৪ সাল ২৬ আশ্বিন।—ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত কমিল্লাই বাণ্টিক্ট মিশনের মিশনারী জীযুত আর্থার জেনসন সাহেব খ্রীষ্টসম্মেলন এমশীয় ব্যক্তিদের দিবাহের সর্টিফিকেট দিতে ১৮৭০ সালের ১৫ আইনের ৫ ধারার ৫ প্রকরণমতে ক্ষমতা পাইলেন।

রেজিস্ট্রীকরণ বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৫ আশ্বিন।—দিশালের বিশেষ সদ-রেজিষ্ট্রার জীযুত বাবু মহেশচন্দ্র বসু যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কাযাকারদের দুটির বিদ্যবৎ ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

জীযুত বাবু মহেশচন্দ্র বসু দুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আফ্রা নী হয়, শংকরণ জিলার অন্তর্গত নলছিটির গ্রামা নব-রেজিষ্ট্রার জীযুত বাবু বনমালী রায় বরিশালের বিশেষ সদ-রেজিষ্ট্রারের কক্ষ করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ আশ্বিন।—জীযুত পণ্ডিত দেবীপ্রসাদের দুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আফ্রা নী হয়, সারগের একটিং ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত মৌলবী মদারক আলি স্যার পদোপলক্ষে উক্ত জিলার অন্তর্গত চাপবাহ বিশেষ সদ-রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ আশ্বিন।—পুরী ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু প্রাণকুমার রায় ১৮৮৪ সালের ২২ অক্টোবর অগ্নি পুরীর সদর সদ-রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জাঃ মৌলবী আবদুল ওরহেব কক্ষ ত্যাগ করিতে জীযুত মৌলবী টেনসদ উকীন আব্বাস মুন্সের জিলার অন্তর্গত ডেবরার (ফুলবাড়ী) গ্রামা সদ-রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষা বিষয়ক।—১৮৮৭ সাল ২৩ আশ্বিন।—প্রথম চক্রের স্কুল সমূহের একটিং ইনস্পেক্টর জীযুত সি. বি. ক্রাক সাহেব সেই পদে স্থায়িক্রমে নিযুক্ত হইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২২ আশ্বিন।—জয়রামচন্দ্র দাতার ঔষধালয়ের কায্যে অক্ষমতা ভাবপ্রাপ্ত আর্সিষ্টাট সর্জন জীযুত বিপিনবেরা তদন্ত সিভিল কাযাকারদের দুটির বিদ্যবৎ ২০ অধ্যায়ের ১২৮ ধারামতে গও চক্রের ১১ মাসের ২০ তারিখ অগ্নি ২০ দশ দিনের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৪ আশ্বিন।—আর্সিষ্টাট সর্জন জীযুত চৌধুরী চন্দ্র চটে পদোপলক্ষে পদে কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজে ব্যবচ্ছেদ বিদ্যার ছুটি। শ্রীচন্দ্র আর্সিষ্টাট সর্জন জীযুত রাজমোহন বন্দোপাধ্যায় উক্ত কালে জীবনোদ বিদ্যার পদোপলক্ষে চিকিৎসার পদে নিযুক্ত হইলেন।

আর্সিষ্টাট সর্জন জীযুত রাজমোহন বন্দোপাধ্যায়ের পদবধি আর্সিষ্টাট সর্জন জীযুত দেবেন্দ্রনাথ দে, কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজে ব্যবচ্ছেদ বিদ্যার দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ আশ্বিন।—জীযুত রায় কানীন্দ্রনাথ দে, বাজিপুর কক্ষ হইতে অনঙ্গর যত্ন করিতে শিয়ালদহ কক্ষে যে ডাক্তার কুল বসদ জিলার একটি শিক্ষক আর্সিষ্টাট সর্জন জীযুত দেবেন্দ্রনাথ রায় উক্ত স্থলে ক্রমীয় বিদ্যার চিকিৎসা সম্বন্ধীয় বাধ্যবাধকতার পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৭ আশ্বিন।—নেলফামারীর দ্বিতীয় মুদ্রাসফ জীযুত বাবু অম্বিকচন্দ্র দত্ত বঙ্গপুর জিলার অন্তর্গত নেলফামারীর ঔষধালয়ের কায্য নিরাক্ষর কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা অগ্নিপ্রতিষ্ঠিত দাতার ঔষধালয়ের কায্য নিরাক্ষর কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

জীযুত বাবু নিখিলচন্দ্র সিংহ, এম, এ, । জীযুত বাবু মহেশচন্দ্র চক্র ভৌ।
ও সি, এম।

পশুপক্ষাদি প্রদর্শনার্থ উদ্যান বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৮ আশ্বিন।—জীযুত এফ, শিল, সাহেব আলিপুর পশুপক্ষাদি প্রদর্শনার্থ উদ্যানের কায্য নিরাক্ষর কমিটির মেম্বরেরূপে স্যার পদ ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

মুন্সিপাল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২০ আশ্বিন।—গবর্ণমেন্টের উকীন জীযুত বাবু রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কুমারগর মুন্সিপালিটির কমিশনারের পদে পুনরায় নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৪ আশ্বিন।—কুমারগর মুন্সিপালিটির কমিশনারের জীযুত বাবু প্রমথকুমার বসু, এম, এ, ও বি, এলকে আপনাদের প্রতিবন্ধি সভাপতির পদে পুনরায় মনোনীত করায় জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

জীযুত টি. কেনন সাহেব কিয়ংকালের নিমিত্ত দার্জিলিং মুন্সিপালিটির এডিনিমি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত এফ, প্রেন্সেজ সাহেব দার্জিলিং মুন্সিপালিটির কমিশনারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৩ মে।]

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Bhubooah Municipality, in the district of Shahabad :—

Baboo Kani Ram. | Baboo Purmanund.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Moheshpore Municipality, in the district of Jessore, of Moulvie Afsar Uddin Khan Chowdhry to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Gonesh Chunder Roy Chowdhry. | Baboo Chundra Bhusan Mukerjee.
„ Modhusudan Roy Chowdhry. „ Kali Kishore Roy Chowdhry.

The Sub-Inspector of Police, in charge of the Moheshpore Police Station (*ex-officio*.)

The 25th April 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Kotrung Municipality, in the district of Hooghly, of Baboo Womesh Chandra Mittra to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Deoghur Municipality of Baboo Jagat Durlabh Bysack, Deputy Magistrate and Deputy Collector, to be their Vice-Chairman.

The 26th April 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the municipality of Comillah :—

Baboo Rajkrishna Mukerjee, Special Sub-Registrar. | Baboo Girish Chandra Sen
Munshi Ali Ahmed.

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Comillah Municipality of Mr. H. M. Weathrail to be their Vice-Chairman.

The 28th April 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Shahebgunge Municipality, in the district of the Sonthal Pergunnahs, of Baboo Hem Chandra Mookerjee to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Nattore Municipality, in the district of Rajshahye, of Moulvi Fuzlur Rahman Khan Chowdhury to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the Nattore Municipality :—

Moulvi Russid Khan Chowdhury, Khan Bahadoor. | Baboo Beharee Lal Sanyal.
„ Kedar Nath Chowdhury.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Kandi Municipality, in the district of Moorshedabad :—

Baboo Mohendra Gopal Roy. | Baboo Khettra Mohun Mittra.

Baboo Basanta Lal Bajpayee is re-appointed to be a Commissioner of the above municipality.

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Sherepore Municipality, in the district of Bogra, of Baboo Bhoirub Chunder Moitra to be their Vice-Chairman.

[*Government Gazette, 13th May 1884.*]

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত ভুয়া মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

ঐযুত কাণাইরাম বাবু ।

| ঐযুত পরমানন্দ বাবু ।

মহেশ্বর জিলার অন্তর্গত মহেশপুর মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরের ঐযুত মোলদী আকসর উদ্দীন খাঁ চৌধুরীকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করার ঐযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।—

ঐযুত বাবু গণেশচন্দ্র রায় চৌধুরী ।

| ঐযুত বাবু চন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় ।

„ „ মধুসূদন রায় চৌধুরী ।

„ „ কালোকিশোর রায় চৌধুরী ।

মহেশপুর পোলীস থানার কার্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত পোলীসের সন-ইন্স্পেক্টর (স্বীয় পদোপলক্ষে ।)

১৮৮৩ সাল ১৫ আশ্বিন ।—কুগলী জিলার অন্তর্গত কোতরজ মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরের ঐযুত বাবু উঃশচন্দ্র মিত্রকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করার ঐযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

দেওয়র মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ঐযুত বাবু অগদুর্নভ বসাককে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করার ঐযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ২৬ আশ্বিন ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা কমিল্লা মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

বিশেষ সব-রেজিষ্টার ঐযুত বাবু রাজ-
কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ।

| ঐযুত বাবু শ্রীশচন্দ্র সেন ।
„ মুন্সী আলি আহমদ ।

কমিল্লা মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরের ঐযুত এচ. এম. ওয়েদারথল সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করার ঐযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৫ সাল ২৮ আশ্বিন ।—সাঁওতাল পরগনা জিলার অন্তর্গত সাহেবগঞ্জ মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরের ঐযুত বাবু চেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করার ঐযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

রাজশাহী জিলার অন্তর্গত নাটোর মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরের ঐযুত মোলদী ফজলুর রহমান খাঁ চৌধুরীকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করার ঐযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা নাটোর মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন ।—

ঐযুত মোলদী রসীদ খাঁ চৌধুরী, খাঁ
বাহাদুর ।

| ঐযুত বাবু বিহারীলাল সান্নাথ ।
„ „ কেশরনাথ চৌধুরী ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত কাঁদি মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

ঐযুত বাবু মহেন্দ্রগোপাল রায় ।

| ঐযুত বাবু ক্ষেত্রমোহন মিত্র ।

ঐযুত বাবু বলসুপাল বাজপোড়ী উক্ত মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন ।

বগুড়া জিলার অন্তর্গত শেরপুর মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরের ঐযুত বাবু টেকরবচন্দ্র টেকরকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করার ঐযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

[গবর্নমেন্ট সেক্রেট । ১৮৮৪ । ১৩ মে ।]

Baboo Ambica Churn Mukerjee is appointed to be a Commissioner of the Rajpore Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Jagadishar Bhattacharjee. | Baboo Saroda Prosad Mukerjee.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the above municipality of Baboo Nohin Chand Ghose to be their Vice-Chairman.

The 29th April 1884.—The following officers are appointed to be *ex-officio* members of the Committee for carrying out the provisions of Act IV (B.C.) of 1871, as amended by Act II (B.C.) of 1879, in the town of Gurbetta, in the district of Midnapore :—

The Sub-Inspector of Police in charge of the Police Station.

The Civil Hospital Assistant in charge of the Gurbetta Dispensary.

The 30th April 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the municipality of Chattra, in the district of Hazareebagh :—

Munshi Goodial Sing.		Baboo Jai Narain Sarkar.
„ Mukbul Hossein.		„ Agbore Nath Chatterjee.
Baboo Poresh Chunder Datta.		„ Randial Ram Marwari.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Bhuddessur Municipality, in the district of Hooghly, of Baboo Rajkissen Banerjee to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Durbhanga Municipality :—

Baboo Brij Behary Prosad.		Baboo Mohamaya Pershad.
Mr. Harry Stuart, Examiner of		Munshi Behari Lal
Tirhoot State Railway Accounts.		

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Burdwan Municipality of Baboo Jagatbundhoo Mitra to be their Vice-Chairman.

ROAD CESS.—*The 24th April 1884.*—Mr. F. Prestage is appointed to be a member of the District Road Committee, Darjeeling.

The 2nd May 1884.—Baboo Saroda Prosad Sarkar, Deputy Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be a Commissioner of the Jessore Municipality, *vice* Baboo Shyama Kumad Mukerjia.

The following notifications are re-published from the *Assam Gazette* :

No. 5.—*The 24th April 1884.*—Mr. J. D. Anderson, Assistant Commissioner, made over charge of the South Sylhet sub-division to Baboo Ishan Chandra Patranavis, Extra Assistant Commissioner, and availed himself of privilege leave in the afternoon of the 3rd April 1884.

No. 7.—Mr. A. J. Primrose, Assistant Commissioner, reported his departure from India, on furlough, on the 6th April 1884.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

শ্রীযুত বাবু অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত রাজপুর মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু জগদীশ্বর ভট্টাচার্য্য। | শ্রীযুত বাবু শারদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

উক্ত মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের শ্রীযুত বাবু নরীন্দ্র চাঁদ ঘোষকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেফ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ২২ আশ্বিন।—নিম্নলিখিত কাঁচকারকেরা স্বয়ং পদোপলক্ষে মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত গড়োতানগরে ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ২ আইন দ্বারা সংশোধিত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের বিধান কার্যে পরিণত করণার্থ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

পোলীস থানার কাঁচার অধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত পোলীসের সব-ইন্স্পেক্টর।

গড়বেড়া ডায়ালয়ের কাঁচার অধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত গিলি ইন্স্পেক্টর অ্যাসিস্ট্যান্ট।

১৮৮৪ সাল ৩০ আশ্বিন।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা কাজারীবাগ জিলার অন্তর্গত চাঁতরা মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত মুনশী ওন্দরাম সিংহ।

শ্রীযুত বাবু জয়নারায়ণ সরকার।

” ” মকবল ভট্টসেন।

” ” অম্বোনাথ চট্টোপাধ্যায়।

” বাবু পরেশচন্দ্র দত্ত।

” ” রাম যোগরাম বাড়ুয়াড়ী।

ভূপলী জিলার অন্তর্গত ভদ্রেশ্বর মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের শ্রীযুত বাবু রাজকুমার বন্দোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেফ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা দ্বারভঙ্গা মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু ব্রজবিহারী প্রসাদ।

শ্রীযুত বাবু মহামায়া প্রসাদ।

ক্রিডা ক্রেট রোপণের হিসাব পরীক্ষক

” মুনশী বিহারী লাল।

শ্রীযুত হারি কুমাট সাহেব।

বর্দ্ধমান মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের শ্রীযুত বাবু জগদ্রু মিত্রকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেফ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

পঞ্চম বিবরণ।—১৮৮৪ সাল ২৪ আশ্বিন।—শ্রীযুত এফ. প্রেটেক্স সাহেব দাঙ্গিলজ জিলার পঞ্চ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২ মে।—শ্রীযুত বাবু শ্যামাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুত বাবু শারদা প্রসাদ সরকার যশোর মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত নিয়োগের আদেশ গেজেট দ্বারা প্রস্তুত করা গেল।—

৫ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ২৪ আশ্বিন।—আসিষ্ট্যান্ট কমিশ্যনর শ্রীযুত জে. ডি. আণ্ডারসন সাহেব অভ্যন্তরীণ আসিষ্ট্যান্ট কমিশ্যনর শ্রীযুত বাবু কেশবচন্দ্র পত্রসবিশের প্রতি দক্ষিণ আইটেমহুকুমার কাঁচার ভারপ্রাপ্ত করিয়া ১৮৮৪ সালের ৩ আশ্বিনের অপরাহ্নে অফিসের ছুটি অংশ করলেন।

৭ নম্বর।—আসিষ্ট্যান্ট কমিশ্যনর শ্রীযুত এ. জে. শিমরোস সাহেব নিয়মিত ছুটি লইয়া ১৮৮২ সালের ৬ আশ্বিনে ভারতবর্ষে স্থায়ী গমনের রিপোর্ট করেন।

এফ. বি. পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৩ মে।]

ERRATUM.

The 24th April 1884.—In the third line of the bye-law published at page 250, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 30th January 1884, for “houses” read “hours.”

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 24th April 1884.—It is hereby notified for general information that the following gentlemen have been elected to be Commissioners of the Burdwan Municipality for the wards noted against their names :—

Baboo Gunga Narain Mittra, Medical Practitioner	...	For Ward A.
„ Annoda Prosad Mookerjee, Medical Practitioner	...	For Ward B.
„ Ram Lall Mookerjee, Pleader	...	} For Ward C.
Munshi Abdool Gafoor	...	
Baboo Bani Madhub Ghose	...	For Ward D.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 27th April 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 234 of Act V (B.C.) of 1876, and on the recommendation of the Commissioners of the Bali Municipality made at a meeting, the Lieutenant-Governor extends the provisions of sections 235 to 245, 247 to 256, 261 to 277, 283 to 288, and 294 of Part VII, Chapter II of the said Act to that municipality. The operation of section 256 will be limited to 50 feet on either side of the Grand Trunk road, wherever there is a bazar or a collection of houses, and to other parts of the municipality where there is a bazar.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 30th April 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 1 of Act III (B.C.) of 1881 (The Bengal Municipal Act), the Lieutenant-Governor is pleased to direct that the said Act, III (B.C.) of 1881, shall come into force on the 1st August 1884.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 2nd May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred upon him by section 78 of the Bengal Municipal Act, V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor intends to sanction the levy by the Commissioners of the Bishenpore Municipality, in the district of Bankoora, under sections 78 and 134 of the Act, of a fee not exceeding Rs. 4 per annum on the registration, under section 133, of all carts kept or habitually used within the municipality, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification within the said municipality.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 2nd May 1884.—The declaration published at page 1293, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 19th December last, authorizing the acquisition of a plot of land by the Dinagepore Municipality for burying night-soil, is hereby cancelled.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 20th April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Chittagong Municipality for a public purpose, viz. for the construction of a municipal road in the villages of Thamakumandi, Madarbari, and Shujakatgar, in the town of Chittagong, it is hereby declared that for the above purpose four pieces of land, measuring in all, more or less, 2 bigahs 13 cottahs 11½ dhooors of standard measurement, are required

The four plots of land are bounded as follows:—

Plot (a).—On the north and south by the paddy-fields of mouzah Thamakumandi; on the east by the Henderson's Folly road; and on the west by the Thamakumandi road.

Plot (b).—On the north by the Strand road; on the south by the Karnafuh river; on the east by the godown belonging to Mr. Determes; and on the west by the garden belonging to Nityananda Rai.

Plot (c).—On the north by the municipal land and noabad; on the south by the lands of Dag No. 493; on the east by the river Karnafuh; and on the west by the municipal road and lands of dag No. 494.

Plot (d).—On the north by the Strand road; on the south by the river Karnafuh; on the east by Mr. Determes' godown; and on the west by the godown of Shariatulla.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal

DECLARATION

The 30th April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Patna Municipality for a public purpose, viz. for the construction of a pucca drain along the new Chowk road in the city of Patna, pargannah Azimabad, in the district of Patna, it is hereby declared that for the above purpose six plots of land, measuring, more or less, 2 cottahs of local measurement, are required.

The boundaries of the plots are as follows:—

Plot No. 1.

On the North.—A lane;

On the South.—Plot No. 2;

On the East.—The house of Mallicjee Moharaj, and

On the West.—The new Chowk road.

Plot No. 2.

On the North.—Plot No. 1;

On the South.—A lane;

On the East.—The house of Mokoond Lal and Gocool Chand; and

On the West.—The new Chowk road.

Plot No. 3.

On the North.—A lane;

On the South.—Plot No. 4;

On the East.—The waste land of Gocool Chand; and

On the West.—The new Chowk road.

[*Government Gazette 13th May 1884.*]

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ২ মে ।—নিষ্ঠা পুতিয়ার জমো দিনাজপুর মুনিসিপালিটি কর্তৃক এক খণ্ড ভূমি গ্রহণের আদেশসূচক যে বিজ্ঞাপন গত ১৫ ডিসেম্বরের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১২০৩ পৃষ্ঠার প্রকাশ করা যায় তাহা এতদ্বারা রহিত করা গেল ।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ২০ অপ্রিল ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ চট্টগ্রাম নগরের অন্তর্গত থমকুমণ্ডি খানারবাড়ী ও শুকাটগড় গ্রামে মুনিসিপাল পথ করিবার জন্য চট্টগ্রাম মুনিসিপালিটির অর্থবাহে গবর্নমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আদেশাক, বঙ্গদেশের জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল । পূর্বেক্ত কার্যের নিমিত্তে কতিমতে ন্যূনাধিক ২।।৩ কাঠা ১১।। ধুর পরিমিত চারি খণ্ড ভূমির প্রয়োজন ।

উক্ত চারি খণ্ড ভূমির সীমা এইরূপ,—

A খণ্ড ।—উত্তর ও দক্ষিণ সীমা থমকুমণ্ডি মৌজার ধানোর ক্ষেত, পূর্ব সীমা হেওরসনের কলি পথ এবং পশ্চিম সীমা থমকুমণ্ডি পথ ।

B খণ্ড ।—উত্তর সীমা নদীর ধারের পথ, দক্ষিণ সীমা কর্ণফুলিনদী, পূর্ব সীমা ডিটরমেন সাহেবের গুদাম, এবং পশ্চিম সীমা নিত্যানন্দ রায়ের বাগান ।

C খণ্ড ।—উত্তর সীমা মুনিসিপাল জমি ও নরায়ান, দক্ষিণ সীমা ৪২২৩ নং দাগের জমি, পূর্ব সীমা কর্ণফুলিনদী, ও পশ্চিম সীমা মুনিসিপাল পথ ও ৪২২৪ নং দাগের জমি ।

D খণ্ড ।—উত্তর সীমা নদীর ধারের পথ, দক্ষিণ সীমা কর্ণফুলিনদী, পূর্ব সীমা ডিটরমেন সাহেবের গুদাম ও পশ্চিম সীমা নরায়ান রায়ের গুদাম ।

উক্ত চারি খণ্ডের সম্পর্ক থাকে ত্রাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ অক্টোবর ৬ তারিখের বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল ।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ৩০ অপ্রিল ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ পাটনা জিলার অন্তর্গত আজিয়া-বাদ পরগনার পাটনা শহরে নূতন চকের পথের ধারে পাকী মন্দির করিবার জন্য পাটনা মুনিসিপালিটির অর্থবাহে গবর্নমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আদেশাক, বঙ্গদেশের জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল । পূর্বেক্ত কার্যের নিমিত্তে ন্যূনীর দাগের ন্যূনাধিক ১/২ কাঠা পরিমিত ছয় খণ্ড ভূমির প্রয়োজন ।

উক্ত কএক খণ্ডের সীমা এইরূপ,—

১ নং খণ্ড ।

উত্তর সীমা ।—এক গলিপথ ।

দক্ষিণ সীমা ।—১ নং খণ্ড ।

পূর্ব সীমা ।—মালাউজী মহারাজের বাড়ী, এবং

পশ্চিম সীমা ।—নূতন চকের পথ ।

২ নং খণ্ড ।

উত্তর সীমা ।—১ নং খণ্ড ।

দক্ষিণ সীমা ।—এক গলি পথ ।

পূর্ব সীমা ।—মুকুন্দলালের ও গোবিন্দচাঁদের বাড়ী; এবং

পশ্চিম সীমা ।—নূতন চকের পথ ।

৩ নং খণ্ড ।

উত্তর সীমা ।—এক গলি পথ ।

দক্ষিণ সীমা ।—৪ নং খণ্ড ।

পূর্ব সীমা ।—গোবিন্দচাঁদের পতিত জমি । এবং

পশ্চিম সীমা ।—নূতন চকের পথ ।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ১৩ মে ।]

Plot No. 4.

On the North.—Plot No. 3 ;
 On the South.—Plot No. 5 ;
 On the East.—The houses of Luchoo Baboo, Bulakee Lal Must, Jankey,
 Nathnee, and Rampersad ; and
 On the West.—The new Chowk road.

Plot No. 5.

On the North.—Plot No. 4 ;
 On the South.—A bye-lane ;
 On the East.—The waste land of Munnee ; and
 On the West.—The new Chowk road.

Plot No. 6.

On the North.—A bye-lane ;
 On the South.—Ditto ;
 On the East.—The house of Rahmtoolah ; and
 On the West.—The new Chowk road.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

A plan of the land required is filed in the office of the Commissioners for public inspection.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

Dated the 3rd May 1884.

From—Bombay.	}	To—Calcutta.
From—General Secretary.		To—Secretary.

RESIDENT, Aden, telegraphs. Telegram begins :—A telegram to the following effect has been received from the British Consul-General, Cairo, on account of plague near Baghdad :—Quarantine of observation in Egypt for 24 hours on all arrivals from Bussorah, with prohibition to embark in Egypt personal effects, manufactures, rugs, and carpets. Disinfection obligatory for all susceptible merchandise. Telegram ends. Resident further telegraphs :—B quarantine rules will be enforced against Persian Gulf, pending sanction.

A. P. MACDONNELL,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

Dated 7th May 1884.

To—Calcutta.	}	From—Bombay.
To—Bengal.		From—General Secretary.

My telegram, 3rd May. Government of India have sanctioned enforcement of B quarantine rules at Aden against vessels from Persian Gulf. Letter follows.

A. P. MACDONNELL,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

Dated 7th May 1884.

To—Calcutta.	}	From—Bombay.
To—Bengal.		From—General Secretary.

RESIDENT, Aden, telegraphs. Message begins :—A telegram to the following effect has been received from British Consul-General at Cairo. Telegram begins :—Singapore, Point of
 [*Government Gazette*, 13th May 1884.]

৪ নং খণ্ড ।

উত্তর সীমা — ৩ নং খণ্ড ।

দক্ষিণ সীমা । — ৫ নং খণ্ড ।

পূর্ব সীমা । — মচু বাবু, বলাকিলাল মল্ল, জালকী, নাথনী ও রামপ্রসাদের বাড়ী । এবং

পশ্চিম সীমা । — নূতন চকের পথ ।

৫ নং খণ্ড ।

উত্তর সীমা । — ৪ নং খণ্ড ।

দক্ষিণ সীমা । — এক উপগালি পথ ।

পূর্ব সীমা । — মনির পতিত জমি । এবং

পশ্চিম সীমা । — নূতন চকের পথ ।

৬ নং খণ্ড ।

উত্তর সীমা । — এক উপগালি পথ ।

দক্ষিণ সীমা । — এই এই

পূর্ব সীমা । — রহমতুল্লাহর বাড়ী । এবং

পশ্চিম সীমা । — নূতন চকের পথ ।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ দ্বারা বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল ।

অয়োজনীয় ভূমির নকশা সাধারণের দেখিবার জন্য কমিশ্যনরদের আফিসে রাখা গয়াছে ।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

বঙ্গদেশে,
কলিকাতায় ।

বোম্বাইয়,
সাধারণ সেক্রেটারী সাহেবেব টেলিগ্রাম ।

১৮৮৪ সাল ৩ মে ।

এদনের রেসিডেন্ট সাহেব তারযোগে এইরূপ খবর দিয়াছেন । — “বোম্বাইয়ের নিকট প্লেগ হওয়ার, কাইরোয় ত্রিটিস কম্পন জেনরল সাহেবের স্থানে নিম্নলিখিত মন্তব্য টেলিগ্রাম পাওয়া গিয়াছে । — বোম্বাইতে যে সকল জাহাজ আইসে, মিসরে সেই সকল জাহাজের উপর ২৪ ঘন্টার নজরবন্দী কারান্টাইন স্থাপিত হয় যাহা, এবং মিসরে যাহার জিনিষ, শিশু প্রভৃতি, রগ ও গালিচা প্রভৃতি উঠাইতে নিষেধ করা হয় যাহা । বোম্বাইয়ের সকল বাণিজ্য দ্রব্যের বোম্বাইয়ের নিকট নিবারণ করিতে হয়বে ।” রেসিডেন্ট সাহেব আরো টেলিগ্রাম করিয়াছেন যে অমুমতির অপেক্ষার পারস্য উপসাগর হইতে আগত জাহাজের বিরুদ্ধে B চিহ্নিত কারান্টাইন বিধি প্রবল করা যাইবে ।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

বঙ্গদেশে,
কলিকাতায় ।

বোম্বাইয়,
সাধারণ সেক্রেটারী সাহেবেব টেলিগ্রাম ।

১৮৮৪ সাল ৭ মে ।

আমার ৩ মে তারিখের টেলিগ্রাম দেখ । পারস্য উপসাগর হইতে যে সকল জাহাজ আইসে তাহাদের গবর্নমেন্ট এদনে সেই সকল জাহাজের বিরুদ্ধে B চিহ্নিত কারান্টাইন বিধি প্রবল করার অমুমতি দিয়াছেন ।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

বঙ্গদেশে,
কলিকাতায় ।

বোম্বাইয়,
সাধারণ সেক্রেটারী সাহেবেব টেলিগ্রাম ।

১৮৮৪ সাল ৭ মে ।

এদনের রেসিডেন্ট সাহেব তারযোগে এই খবর দিয়াছেন । — “কাইরোয় ত্রিটিস কম্পন, জেনরল সাহেবের স্থানে পশ্চাত্তিখিত মন্তব্য টেলিগ্রাম পাওয়া গিয়াছে । “এদনে যেরূপ ব্যবস্থা করা [গবর্নমেন্ট সেক্রেট । ১৮৮৪ । ১৩ মে ।]

Galle, Colombo, and Persia in quarantine here till they take measures as at Aden. Saigon declared in quarantine as infected. Telegram ends. B rules will be enforced against the ports named. Message ends.

A. P. MacDONNELL,

Offy. Secretary to the Govt. of Bengal.

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1990 A.

The 22nd April 1884.—Baboo Nilkanto Sarkar Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Furreedpore, is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

The 25th April 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Moulvie Naziruddin Mohamed of his appointment of Honorary Magistrate of the Hooghly Municipal Bench.

The 30th April 1884.—Moulvie Syed Mahomed Israil, Deputy Magistrate, Kooshtea, is vested with the power to try summarily the offences mentioned in section 260 of the Code of Criminal Procedure.

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS —*The 2nd May 1884.*—Baboo Suresh Chundra Ghose, Munsif of Meherpore, in the district of Nuddea, is allowed leave for one month, under section 73, rule 1, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

The 3rd May 1884.—Baboo Srigopal Chatterjee, Munsif of Jhenidah, in the district of Jessore, is allowed leave for two months, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

F. B. PEACOCK,

Secretary to the Govt. of Bengal.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 6th May 1884.

No. 193.—Mr. R. S. J. Routh, Assistant Engineer, first grade, Tirhoot State Railway, passed the Lower Standard Examination in Hindustani on the 3rd March 1884.

No. 194.—Mr. J. C. Wyatt, Assistant Engineer, first grade, Dacca and Mymensingh State Railway, reported his return, on the forenoon of the 23rd ultimo, from the privilege leave granted him in notification No. 152 of the 31st March 1884.

No. 195.—*Promotion.*—The Lieutenant-Governor has been pleased to make the following promotions in the Engineer Establishment of the Public Works Department—

Name.	From	To	Date.	Nature of promotion.
Mr. M. J. J. P. Norman.	Executive Engineer, fourth grade.	Executive Engineer, third grade.	24th April 1884.	<i>Sub. pro tem.</i>
Mr. A. E. Behrmann...	Assistant Engineer, first grade.	Executive Engineer, fourth grade.	24th ditto ...	Temporary.

[*Government Gazette, 13th May 1884.*]

হইয়াছে, যাবৎ সিদ্ধাপুরে, পাইন্ট ডি গলে, কলম্বোতে ও পারস্য দেশে তদ্রূপ ব্যবস্থা করা না হয় তাবৎ এই সকল স্থানের নিকটে এখানে কারা-টাইন স্থাপিত হইল। রোগাক্রান্ত নন্দ্রী দেশান্তর সম্বন্ধে কারা-টাইন নির্দেশ করা গেল যে বন্দরের উল্লেখ হইল, তাহাদের নিকটে B চক্রিত এফি প্রেরণ করা যাইবে।”

এ, সি, মাকডোনেল
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্ট।

১৯১০ A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ১০ আশ্বিন।—করীমপুরের একটি ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কাস্টের জীবিত বাবু মীলকান্ত সরকার জুডিয়াল মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৫ আশ্বিন।—জীবিত মোলবী মাজিদুল মকসুদ জগলীও মুন্সিপাল বেঞ্চের অটো-মটিক মাজিস্ট্রেটরূপে স্থায়ী পদ লাভ করণার্থে যে পত্র পাঠান জীবিত লেফটেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা প্রেরণ করিলেন।

১৮৮৪ সাল ৩০ আশ্বিন।—কুষ্টিয়ার ডেপুটী মাজিস্ট্রেট জীবিত মোলবী টৈয়দ মকসুদ ইস্রাইল কোজদারী মোকদ্দার কাগজখানার বিষয়ক আইনের ২৬০ ধারার লিখিত অপরাধের সরাসরী বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

মুন্সেফদের ছুটি।—১৮৮৪ সাল ১ মে।—নদীয়া জিলার অন্তর্গত মেহেরপুরের মুন্সেফ জীবিত বাবু মুরেশচন্দ্র ঘোষ অনেকের প্রতি কর্মের ভারাপন করিবার তারিখ অবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৫ সাল ৩ মে।—দশোক্তর জিলার অন্তর্গত মিনিদেহের মুন্সেফ জীবিত বাবু জিগোপাল চট্টোপাধ্যায়, অনেকের প্রতি কর্মের ভারাপন করিবার তারিখ অবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে দুই মাসের ছুটি পাইলেন।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮৪ সাল ৬ মে।

১৯০ নম্বর।—ত্রিভুজ স্টেট রেলওয়ের প্রথম শ্রেনীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার জীবিত আর, এস, জে, রুথ, সাহেব ১৮৮৪ সালের ৩ মার্চের নিম্নতর কর্তনিত হিন্দুস্থানী ভাষার পরীক্ষাভীর্ণ হইয়াছেন।

১৯৪ নম্বর।—ঢাকা ও সরমসিংহ স্টেট রেলওয়ের প্রথম শ্রেনীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার জীবিত জে, সি, ওয়ার্ডহেট সাহেব ১৮৮৪ সালের ৩১ মার্চের ১৫২ম বিজ্ঞাপনমতে যে অফিসের ছুটি পান তাহা হইতে গত মাসের ২৩ তারিখের পূর্বাঙ্কে স্থায়ী প্রত্যাগমনের রিপোর্ট করেন।

১৯৫ নম্বর।—পদবুদ্ধির কথা।—জীবিত লেফটেনেন্ট গবর্ণর সাহেব পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনিয়ার গিরিশ্চাঁদ নিম্নলিখিত পদবুদ্ধি করিলেন।

নাম।	যে পদ হইতে।	যে পদে।	তারিখ।	পদ বুদ্ধির তার।
জীবিত এম, জে, জে, পি, নরমান সাহেব	চতুর্থ শ্রেনীর একসেকি-টিব ইঞ্জিনিয়ারের	তৃতীয় শ্রেনীর একসেকি-টিব ইঞ্জিনিয়ারের	১৮৮৪ সাল ২৪ আশ্বিন	কিরংকালীন স্থায়ী।
জীবিত এ, ই, বেঘম সাহেব	প্রথম শ্রেনীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ারের	চতুর্থ শ্রেনীর একসেকি-টিব ইঞ্জিনিয়ারের	১৮৮৪ সাল ২৪ আশ্বিন	কিরংকালীন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৩ মে।]

No. 196.—Leave.—Mr. H. O. Walling, Assistant Engineer, second grade, Chittagong Division, is granted three months' leave to study the native language, under chapter II, para. 27 of the Public Works Code, with effect from the 15th instant, or from such subsequent date as he may avail himself of the same.

No. 197.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that extra land is required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the head cut, section II of the Sarun Canal scheme, in the villages of Tewari Matihania and Sapia, pergunnah Kuari, district Sarun, it is hereby declared that for the above purpose additional strips of land, varying from 45 to 105 feet in width, and situated between the fifth and sixth miles of the said cut, and measuring, more or less, 43 bigahs 6 cottah and 13 dhoores of the standard measurement, are required within the aforesaid villages.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 198.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that extra land is required to be taken up by Government at the public expense, viz. for construction of embankments for the newly constructed Dhanai sluice, at the village of Dewapur, pergunnah Dhuingsi, district Sarun, it is hereby declared that for the above purpose two strips of land measuring, more or less, 1 bigah 13 cottahs and 5 dhoores of the standard measurement, are required within the aforesaid village.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

CIVIL BUILDINGS.

The 6th May 1884.

No. 199.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the site of the Small Cause Court building at Munshigunge, in the village of Munshigunge, thana Munshigunge, zillah Dacca, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 2 bigahs 18 cottahs 8 chittacks of standard measurement, bounded on the north by the site of the double Munsif's Court and a tank, on the east and south by the khal, and on the west by the Keedu Sing's garden, is required within the aforesaid village of Munshigunge.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 202.—Posting.—With reference to Government of India, Public Works Department, notification No. 104 of the 2nd instant, Mr. F. K. Cunliffe, Storekeeper, class III of the Superior Revenue Establishment of State Railways, is posted to the Tirhoot State Railway.

G. F. E. S. NEILL, Major, M.S.C.,

Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. D.

১৯৬ নম্বর।—ছুটী।—চট্টগ্রাম খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর আনিস্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার জীযুত এচ, ও, ওয়ালিং সাহেব এদেশীয় ভাষাভাষি করণার্থে এই মাসের ১৫ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি পাবলিক ওর্কস বিলিপুস্তকের ২ অধ্যায়ের ২৭ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

১৯৭ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ সারন জিলার অন্তর্গত কুয়ারি পরগনার ডেওয়ানী মাটিকানিয়া ও মণারা গ্রামে সারণ খাল প্রণালীর দ্বিতীয় ভাগের প্রধান নালার জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে এই গ্রামে উক্ত নালার পঞ্চম ও ষষ্ঠ মাইলের মধ্যস্থিত ৪৫ অর্থাৎ ১০৫ ফুট পর্যন্ত প্রান্ত অর্থাৎ কতিমতে ন্যূনাদিক ৪০।১ কাঠা ১৩ ধুর পরিমিত আর কএক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

১৯৮ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্ত অর্থাৎ সারন জিলার অন্তর্গত ধঙ্গসি পরগনার দেবপুর গ্রামে নূতন প্রস্তুত বনাই জল কপাটের বাধ প্রস্তুত করণার্থে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে উক্ত গ্রামে কতিমতে ন্যূনাদিক ১১।০ কাঠা ৫ ধুর পরিমিত দুইখণ্ড ভূমি প্রয়োজন।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

সিভিল অট্টালিকা বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ৬ মে ।

১৯৯ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ঢাকা জিলার অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জ থানার মুন্সীগঞ্জ গ্রামে মুন্সীগঞ্জের ছোট আদালতের বাড়ী করণার্থে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল, পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে উক্ত মুন্সীগঞ্জ গ্রামে কতিমতে ন্যূনাদিক ২৮৩।১ টাকার পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা দুই মুনসেফের আদালত দর ও পুষ্করিণী, পূর্ব ও দক্ষিণ সীমা খাল, এবং পশ্চিম সীমা কাছ নিংহের বাগান।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

২০০ নম্বর।—অবস্থিতির কথা।—ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টের এই মাসের ২ তারিখের ১০৪ নম্বর বিজ্ঞাপন উল্লিখিত স্টেট রেলওয়ে সন্মুখের সুপিরিয়র রেভিনিউ স্টাফলিশ-মেন্টের দ্বিতীয় শ্রেণীর টোপর কীপার জীযুত এক, কে, কনলিফ সাহেব ব্রিহত্তর স্টেট রেলওয়েতে অবস্থাপিত হইলেন।

জি, এক, ই, এস, লীল, মেজর, এস, এস, সি।

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।



গবর্ণমেন্ট গেজেট

মঙ্গলবার ১৮৮৪ সাল ১৩ মে ।

পঞ্চম খণ্ড ।

বঙ্গীয় বা-স্থাপন সভার প্রণীত আইন ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট ।

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগ ।

মহাসভাসিদ্ধি বঙ্গদেশের ত্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন উক্ত সামান্য সাহেব ১৮৮৪ সালের ১৭ মার্চ তারিখে অনুমোদন করায়, তাহা ১৮৮৪ সালের ১১ অপ্রিল তারিখে মহোদয় ত্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদিত হইয়া সাধারণের অবগতি নিমিত্ত এতদ্বারা প্রচারিত হইল ।

১৮৮৪ সালের ২ আইন ।

কলিকাতার ট্রামওয়ে বিধক ১৮৮০ সালের আইন সংশোধনার্থ আইন ।

১৮৭৬ সালের কলিকাতার মুনিসিপাল আইনসংগ্রহ নামক আইনের নিদ্রিষ্ট নগ-
চেতুবাঙ্গ ।

৩২২ সালের কলিকাতার মুনিসিপাল আইনসংগ্রহ নামক আইনের নিদ্রিষ্ট নগরের স্থানসীমার মধ্যে কলিকাতার যে অংশ নাই, তৎসঙ্গে ট্রামওয়ে প্রস্তুত করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া ও তাঁহার কার্য চালাইবার ব্যবস্থা করা এবং তাঁহার সাধারণ কার্যাব্যয়, তদ্রূপ-
বধান ও কর্তৃত্বের উপযুক্ত বিধান করা বাঞ্ছনীয়; এবং
পূর্বেক্ত এই কার্যের নিমিত্ত কলিকাতার ট্রামওয়ে

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ১৩ মে ।]

Act No. II of 1884.

১৮৮০ সালের আইন সংশোধন করা আবশ্যক ।
অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা গেল ।—

১ ধারা । এই আইন “কলিকাতার ট্রামওয়ে বিধক
আইনের অঙ্গকণ ও ১৮৮০ সালের আইনের” মর্মে
আবস্থার কথা । পঠিত ও তাঁহার অংশ বলিয়া
গৃহীত হইবে ।

আর এই আইন যে তারিখে ত্রীযুত গবর্ণর জেনরল
সাহেবের অনুমোদন সহিত কলিকাতা গেজেটে প্রকা-
শিত হয়, সেই তারিখ অবধি প্রবল হইবে ।

২ ধারা । “কলিকাতা” শব্দে বঙ্গদেশের ফোর্ট উই-
“কলিকাতা” শব্দের লিয়ম রাজধানী ফোর্ট উই-
অর্থ । নিয়মিত প্রথমস্থানী দেওয়ানী
বিদ্যোৎপাদনোত্তর স্থানীয় সীমা-

স্বর্গত সমুদয় স্থান বুঝাইবে ; কিন্তু কোর্ট উলিয়ম চার্জের
মধ্যে যে স্থান দূর গিয়াছে তাহা বুঝাইবে না ।

৩ ধারা । কলিকাতার মধ্যে যে সকল ট্রামওয়ে
প্রস্তুত করা গিয়াছে, কিন্তু যাহা
নগরের স্থানসীমার
বাহিরে ট্রামওয়ে প্রস্তুত
করা গেলে, তৎসহ স্থানীয়
গবর্ণমেন্টের অধীন হই-
বাব কথা ।

কলিকাতা, বাহা ও কর্তৃত্বের অধীন থাকিবে ; এবং
১৮৭৬ সালের কলিকাতার মুনিসিপাল আইনসংগ্রহ নামক
আইনের নিদ্রিষ্ট নগরের স্থানসীমার মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে
উক্ত ট্রামওয়ে প্রস্তুত করা গেলে, কলিকাতার ট্রামওয়ে
বিধক ১৮৮০ সালের আইনের বিধানমতে সমবায়িত

সমাজ যে সকল স্বত্ব, ক্ষমতা, কর্তব্য ও শক্তিক্রমে কার্য্য করিতেন, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে এতদৰ্থে সেই সকল স্বত্ব, ক্ষমতা, কর্তব্য ও শক্তিক্রমে কার্য্য করিবেন।

৪ ধারা। ১৮৭৬ সালের কলিকাতার মুনিসিপাল আইনসংগ্রহ নামক আইনের নিম্নলিখিত নগরের সীমার বাহিরে যে কোন ট্রামওয়ে বা ট্রামওয়ের যে কোন অংশ প্রস্তুত করা যায়, তৎসম্বন্ধে সমবায়িত সমাজকে কোনরূপ কর্তৃত্ব, ক্ষমতা বা শক্তি দেওয়া যাহাতে হয়, এরূপ ভাবে এই আইনের কোন কথার অর্থ করিতে হইবে না।

৫ ধারা। উক্ত কলিকাতার ট্রামওয়ে বিধায়ক ১৮৮০ সালের আইনের ৪ ধারামতে যে সকল ট্রামওয়ে প্রস্তুত করা গিয়াছে তৎসম্বন্ধে আইনের যুগ্মতালপক্ষে কল হইবার কথা। যে কোন মোটর প্রকাশ কর আবশ্যক তাহা প্রকাশ করিবে কোনক্রটি বা অনিয়ম হইলেও, এই আইন প্রবল হইবার পূর্বে যে কোন ট্রামওয়ে প্রস্তুত করা গিয়া থাকে, সেই ট্রামওয়ে সম্বন্ধে এই আইনের ও কলিকাতার ট্রামওয়ে বিধায়ক ১৮৮০ সালের আইনের বিধান থাকিবে।

সি, এচ, রাইলী,
ব্যবস্থাপন কার্য্য বিভাগে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অফিসটো সেক্রেটারী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L.,

Bengali Translator.



গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 13, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১৩ মে।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অফিস বণ্ড।

ইন্ডিয়া প্রভৃতি।

বঙ্গদেশের এই ২ জিলাতে ১৮৮৪ সালের আশ্বিন মাসের ৩০ তারিখের পূর্ব দুই সপ্তাহ

৮০ ডোলাব সেরের হিসাবে

[illegible]

বঙ্গদেশ । পাশ্চাত্যনিকম্ব জিঃ৭।

	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১ বক্সাইট ...	৮	৯	৬২	৬২	১৪	৩০	১৪	১৫	৭	১৪
২ কীটুড়া ...	১৭	৬।	১৮	১৮	১০।	১৬	১০।	১০	১১।
৩ বীরজুয় ...	১৬।	৬।	১০।	১৪।	৮	১৬	৬।	১২
৪ বেদিমৌপুর	১২	১২	১৬	১৫	১৬	১৪	১৪	১৬	৮	১৭
৫ ভগলী	১৭	১৬	...	১৫	...	৮	৮	১০	৮	১৪	৮
৬ মালভা	১৪।	১৪।	১২	১২।	১৫	১৪	১৪।	১৬.

ବନ୍ଧୁଶୂଳର ଛିଳା ।

[illegible]

ক : স্বাক্ষর লিপ্যন্তর খুঁজার পর টাকার এই—কালনার ১৪ সের, কাঁটওয়ার ১৩ সের এবং রাণীগঞ্জে ১৩ সের।

খ। যক্ষ্মাসলেপনের খুজ্ঞী দর টাকায় ১২ রে অবধি ১৬ মের পর্যন্ত।

গ। মকঃ মালে লবণের খজুর, দর টাকায় ১০ সের অবধি। ৩/ সের পর্যন্ত।

ম। বহুমোদন সংগের খুসরী দর টাকার এইর।—খাটালে ৪।। দেব এং কঁতিও ১০।। দেব।

—গ্রীষ্মপুরে ৩ সের, জাহানাবাদে ৩১ সের।

—এশীরাটে ১৩ সের, কল্যাণাছীতে ১২ সের ও দারাকপারে ১২৫ সের।

—কুষ্টিয়ায় . ও চুয়াডাঙ্গায় ৩ সেব, যেহেতুপুরে ১১। সেব, এবং রাণাঘাটে
১২৫৭ সেব।

অবধি তণ্ডুলাদি খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানি কাঠ ও লবণ খুজরা বিক্রয়ের বাজার দর।

টাকায় বত পাওয়া যায়।

৪০ সেরের ঘণের
থোকে বিক্রয়ের দর।

রাণীগঞ্জ মাড়ওয়া ও চৌমা।			অথেরা।		ছোলা।		দুলাবি কাঠ।		লবণ		লবণ।		জিলা
এই সপ্তাহের হিটন	ইফার পূর্ক সপ্তাহের হিটন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিটন	এই সপ্তাহের হিটন	ইফার পূর্ক সপ্তাহের হিটন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিটন	এই সপ্তাহের হিটন	ইফার পূর্ক সপ্তাহের হিটন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিটন	এই সপ্তাহের হিটন	ইফার পূর্ক সপ্তাহের হিটন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিটন	এই সপ্তাহের হিটন	ইফার পূর্ক সপ্তাহের হিটন

বঙ্গদেশ।												পশ্চিমদিকস্থ জিলা।			জিলা
সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	
...	১২	১১	১২	৩৭	৩৭	৩৭	১০১	১০১	১২	বঙ্গবাস
...	১৮	১৮	১৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৩০০	৩০০	৩০৬	বাঁকুড়া।
...	১৬	৬	১১১	৪	৪	৪	১২	২	১২	বীরভূম।
...	৬	১৭	১৭	৩৫১	৩৫১	৩৫১	১২৬	১২৬	১০	মেদিনীপুর
...	৮	৮	৮	৮	১০	৩৭	১০১	১০১	১০১	ভুল্লাহ।
...	১০	১৭৬	১৮	২	২	২	১৩	১৩	১৩	হাবড়া।

মধ্যপ্রদেশের জিলা।												পশ্চিমদিকস্থ জিলা।			জিলা
সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	
...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	কলিকতা
...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	২৪-পারগ
...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	বদায়ী।
...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	খুলনা।
...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	বরগাড়া।
...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	কুষ্টিয়া।
...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	দুর্গাশিলা
...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	দিবাঙ্গ
...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	রাঙ্গামাটি
...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	রঙ্গপুর
...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	বগুড়া
...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	পারশুরাম
১২	১২	১২	১২	১২	১২	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	দাজিগি
...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	জলপাই

- অ। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই২।—গাভরীয়া ও বাগীরহাটে ১২ সের।
 ক। এই এই —গিণিদিহ, মাগুরা ও নড়াইলে ১২ সের এবং বনগাঁয়ে ১০ সের
 গ। এই এই —লালবাগে ১২ সের, জদিপুরে ১০ সের ও কান্দিতে ১২ সের।
 ট। রাণীগঞ্জে লবণের খুজরা দর টাকায় ১০ সের ও নীতপুরে ১০ সের।
 ঠ। নাটোর ও নৌগাঁ মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের।
 ড। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই২।—নিলকামারিতে ১২ সের, কুড়িগ্রামে ১০ সের ও গাইবান্ধা ১৪ সের
 ঢ। শেরাজগঞ্জে লবণের খুজরা দর টাকায় ১০ সের।
 ণ। কলিঙ্গজে লবণের খুজরা দর টাকায় ১৮ সের এবং শিলীও ডিতে ১০ সের।

৮০ ডোনার সেরের হিসাবে

সংখ্যক	জিলা।	গহ।		ঘহ।		ডাল চাউল।		নাখাষ চাউল		ককু ও বাজরা।		চোলম ও জোরার।	
		এই সজাংয়ের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সজাংয়ের রিটর্ন	গভ বৎসরের এই সজাংয়ের রিটর্ন	এই সজাংয়ের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সজাংয়ের রিটর্ন	গভ বৎসরের এই সজাংয়ের রিটর্ন	এই সজাংয়ের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সজাংয়ের রিটর্ন	গভ বৎসরের এই সজাংয়ের রিটর্ন	এই সজাংয়ের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সজাংয়ের রিটর্ন	গভ বৎসরের এই সজাংয়ের রিটর্ন

বেহার।

		সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা
৩৫	পুরদিয়া ..	১৬	১৮	১৮	১৩	১৩	১৬	১৪	১৭
৩৬	মালদহ ..	১০	১২	১৮	১১	১১	১৪	১৪	১৭
৩৭	সীতাল পর- গমা।	১৬	১৬	১৪	১৩	১২	১৬	১৬	১২

উড়িষ্যা।

৬৮	কটক	১২/১০	১২/১০	১৫	১৩	১৩	১৫	১২/১০	১২/১০	১৩/১০
৬৯	পুরী ...	১৩	১৪	১৩	১৫	১৫	১৬	১২/১০	১৩/১০	১২/১০
৭০	বালেশ্বর ...	৮	৮	১৪	১১	১১	...	১৬	১৮	১৬	১১	১১	১২

• ছোট নাগপুর।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এজেন্ট।

৪১	হাজারীগ...	১৪	১৪	১৮	১৫	১৬	১০	১০	১০	১০	১৪	১৪	১৭
৪২	লোহারডগা ...	১৬	১৬	১৭	১০	১০	১৪	১৪	১০	১৮	১৮	১৪	১৪
৪৩	সিংহভূম ...	১৮	১৮	১৪	১৪	১৪	১২	১০	১০	১২	১৪	১৪	১৬
৪৪	মহাভূম ...	১৪	১৪	১৫	১৪	১৬	১৮	১৬	১৬	১৮	১০	১১	১১	১৭

* মফঃসেলে সামান্য চাউলের খুজরা দর টাকায় ১১ সের অবধি ১১/১০ সের পর্যন্ত।

৪৫। কৃষ্ণগঞ্জ মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের, ও অরুণিমা মহকুমায় অন্তর্গত রাণীগঞ্জে ১২ সের।

৪৬। রাজমহল ও গোবিন্দপুরে লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের।

কলিকাতা।

১৮৮৪ সাল, ৬ মে।

টাকায় যত পাওয়া যায়।

৪০ সেরের যণের
থোকে বিক্রয়ের দর।

রাগী বা মাকওয়া ও চীমা।		অখের।		হোলা।		ভালিখিকাত।		সবণ।		সবণ।	
এই সস্তা-হের রিটন	ইহার পূর্ক সস্তা-হের রিটন		এই সস্তা-হের রিটন	ইহার পূর্ক সস্তা-হের রিটন		এই সস্তা-হের রিটন	ইহার পূর্ক সস্তা-হের রিটন		এই সস্তা-হের রিটন	ইহার পূর্ক সস্তা-হের রিটন	
	গত বৎসরের এই সস্তা-হের রিটন			গত বৎসরের এই সস্তা-হের রিটন			গত বৎসরের এই সস্তা-হের রিটন			গত বৎসরের এই সস্তা-হের রিটন	
	গত বৎসরের এই সস্তা-হের রিটন			গত বৎসরের এই সস্তা-হের রিটন			গত বৎসরের এই সস্তা-হের রিটন			গত বৎসরের এই সস্তা-হের রিটন	

জিনা।

বেহার।

সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	
...	৮	৯	১০	৮	৮	৮	১০	১০	১০	১০	১০	৩১০	৩১০	৩১০	পুরনিয়া।
...	১৪	১২	১২	৮	৮	১০	১১	১১	১১	১১	১১	৩১০	৩১০	৩১০	মালদহ।
...	১২	১২	১০	৮	১১	১০	৮	৮	৮	১০	১২	১১	১১	১১	৩১০	৩১০	৩১০	সাঁওতাল পাহায়া।

উড়িয়া।

১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	২	২	২	১৪	১৪	১৪	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	কটক।
...	১১	১১	১১	২১০	২১০	২১০	১৬	১৬	১৬	২১০	২১০	২১০	২১০	পুরী।
...	১০	১৪	১৪	৩	৩	৩	১০	১০	১০	৩১০	৩১০	৩১০	৩১০	বালেশ্বর।

ছোট মাগপুর।

দক্ষিণ-পশ্চিমাকালের এজেন্টী।

১১০	১১০	১১০	১৬	১৬	১১০	১৬	১৬	১৬	৮	৮	৮	১০	১০	১০	৩৫৬	৩১১	৩১০	৩১০	হাজারীবাগ।
১১৮	১১৮	১১৮	১৮	১৮	১১৬	১৬	১৬	১৬	৩	৩	৩	১০১	১০১	১০১	৩১০	৩১০	৩১০	৩১০	সোনারডাঙ্গা।
...	১৫	১৫	১৫	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	সিংহভূম।
...	১৮	১৮	১৮	৩	৩	৩	১০১	১০১	১০১	৩১০	৩১০	৩১০	৩১০	বাঁকড়া।

য৭। ভূঞা লবণের খুজরা দর টাকায় ৮ সের।

য৮। হুজুর লবণের খুজরা দর টাকায় ১১ সের ও খরকদিয়ায় ১১ সের।

য৯। রুমুখপুরে লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের ও বড়বাজারে ও গোবিন্দপুরে ১২ সের।

সাধারণের অবগত্যর্থ প্রকাশ করা গেল।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের মণমেন্টের একটি সেক্রেটারী

বঙ্গদেশের নিম্নলিখিত সকল গঞ্জে ১৮৮৪ সালের আশ্বিন মাসের ৩০ তারিখের পূর্ব

ক্রমিক নং	এলাকা	গঘ			বঘ			ভাল চাউল			সাধারণ চাউল			কম ও মাঝারি		
		এই সপ্তাহের হিটন			এই সপ্তাহের হিটন			এই সপ্তাহের হিটন			এই সপ্তাহের হিটন			এই সপ্তাহের হিটন		
		ইহার পূর্বে সপ্তাহের হিটন			ইহার পূর্বে সপ্তাহের হিটন			ইহার পূর্বে সপ্তাহের হিটন			ইহার পূর্বে সপ্তাহের হিটন			ইহার পূর্বে সপ্তাহের হিটন		
		টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১	কলিকাতা ...	২৮	৩১০	২৮০	২৮	২৮০	২৮০	৮১০	৮৮	৩৮	৮৮	৮৮	২৮	২৮০	২৮০	২৮
২	শেরাজগঞ্জ ...	২৮	৩১০	২৮০	৮১০	৮৮	৩৮	২৮	২৮৮	২৮৮
৩	ঢাকা ...	২৮	২৮০	২৮০	২৮০	২৮	২৮০	৩৮০	৮৮	২৮০	২৮০	২৮০	২৮
৪	মারায়নগঞ্জ	২৮০	২৮০	২৮	২৮০	২৮০	২৮
৫	চট্টগ্রাম ...	৩০	৩৮০	৩৮	৩৮০	৩৮	২৮০	২৮০	২৮০	২৮
৬	পাটনা ...	২৮০	২৮০	২৮০	২৮০	২৮০	২৮০	২৮	২৮	২৮০	২৮০	২৮০	২৮
৭	বালেশ্বর ...	২৮	২৮	২৮০	৩৮	৩৮০	...	২৮	২৮	২৮০	২৮	২৮০	২৮	২৮০	২৮০	২৮
৮	গুরী	২৮০	২৮০	২৮০	২৮
৯	কটক ...	২৮০	২৮০	২৮০	৩৮	৩৮	২৮	২৮০	২৮০	২৮০

কলিকাতা,
১৮৮৪ খ্রিঃ ৬ মে।

দুই সপ্তাহ অবধি তুলাদি খাদ্যদ্রব্য ও জালানি কাঠ ও লবণ খোকে বিক্রয়ের বাজার দর ।

বঙ্গের দর ।

চৌসখ ও জোরার ।			রাগী বা দাঁড়ওয়া ও চীষা ।			জমেরা ।			ছোলা ।			জালানি কাঠ ।			লবণ ।			বঙ্গের ।
এই সপ্তাহের রিটর্ন			ইহার পূর্ক সপ্তাহের রিটর্ন			সপ্ত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন			এই সপ্তাহের রিটর্ন			ইহার পূর্ক সপ্তাহের রিটর্ন			সপ্ত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন			
টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	কসিকাতা ।
২	২	১৫০	২	১১০	২০	২০	২০	১০	১০	১০	২৫০	২৫০	২৫০	শেরাজমজ ।
...	২০	২৫০	২০	৩৫৬	৩৫৬	৩৫	চাঁকা ।
...	২১০	২১০	২৫০	১০	১০	১০	৩৫	৩৫	৩৫	বারানগজ ।
...	৩০	৩৫	২১০	৪৫	৪৫	৪৫	চট্টগ্রাম ।
...	১০০	১০০	১০০	১১১	১১০	১১০	১০	১০	১০	২৫০	২৫০	৩৫	নাটবা ।
...	২৫০	২৫০	২৫০	১০	১০	১০	৩১০	৩১০	৩১০	বাসেশ্বর ।
...	২১০	২১০	২১০	পুরী ।
...	...	৩১০	৩১০	৩৫	৩৫	১১১	১১১	১১০	১১০	১১০	১১০	২৫০	২৫০	২৫০	কাঁক ।

সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গেল ।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

कुनिविषयक ईच्छाशाय।

[illegible]

কৃষ্ণবাক্যায় সব-ডি'ব'নেনর এলাকাধীন।

(846)

বাকী খাজানার জাগনপত্রের পাঠ।

ইহর বাকী লম্বান দেওয়া যাইতে গে ১৮৭৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে ১৮৬৮ সালের ৭ অক্টোবরের বিধানমতে হেলা ময়মনসিংহের মধ্যস্থী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৭ সালের ১০ জানুয়ারি তারিখে প্রাপ্য বাকী মালিকজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাউতে পারে তাকা লামায় নিমিত্ত ১৮৮৭ সাল ২১ মেই মোং ১৩২১ সালের ৯ জ্যৈষ্ঠ বুবার তারিখ এই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও একাধা নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৮০। ৭ এপ্রিল।

নং ভৌজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	লম্বান জমা।	বাকী।	টেকিয়ং।
১৬ নং	৭৭ নশিরুজ্জোহাল জমিদারি হিসাব। ১০ আনা ময় বেজাবোতা তালুক ১৮৫২ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে একমালি।	গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী গিরি- জামোহন চৌধুরী গর- রহ।	৭১২৭	৮২২৭৯	একমালি মহাল নিলাম হইবেক।
	এ এ ১৮৭১। ৭ আইনের ৭০ ধারামতে কিং চান্দীনা কান্দা ১৩৮৮ কান্দা হিসাব।	আনন্দচন্দ্র চক্রবর্তী গর- রহ।	১৬০	০	০
	এ এ এ কি চান্দীনা কান্দা হিসাব ১৩০৮৫ ডিল। তপে বগতাওহাল।	জয়চন্দ্র চক্রবর্তী গররহ ...	৬০	০	০
১১৩ নং	৩৭ নেওয়াজ আলী হিসাব ১০ আনা। ১৮৫২ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে একমালি হিসাব।	দীননাথ চক্রবর্তী মহিমচন্দ্র রায় চৌধুরী গররহ।	১২৭১৬০	৪২৬৮	এক মালি মহাল নিলাম হইবেক।
	এ ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে কনামগুণ গররহ ৩০ মোজার ১০ আনা হিসাব।	বেংগোচন্দ্র চক্রবর্তী ...	৩৪১৬৮০	০	০
	এ এ এ ...	প্রমথনাথ চক্রবর্তী ...	৩৪১৬৮০	০	০
	এ এ এ ...	দ্বারকানাথ চক্রবর্তী ...	৩৪১৬৮০	০	০
	এ এ এ ...	কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্তী ...	৩৪১৬৮০	০	০
	তপে হাজরাদি।				
১২৪ নং	পারম্পরিক হিসাব ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে খারিজ বাদে একমালি।	মহিমচন্দ্র গাং চৌধুরী. দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গররহ।	১০০৩৬০	১২৮৮	একমালি অংশ নিলাম হই- বেক।
	এ এ ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে চাকলে পাটুয়াভাঙ্গা ১০ আনা নগর হাজরাদি ১৩৮ গণ্ডা।	জগতকিশোর আচার্য্য চৌ- ধুরী নবাবগ।	২২৫৮৬০	০	০
	এ এ চাকলে পাটুয়াভাঙ্গা ১০ গণ্ডা ও নগর হাজরাদির ১১ গণ্ডা ও বীর মস্তুরার ৬০ আনা। তপে সীংধা দরজিবার মোতালক ১৫১ নং জমিদারি। তপে হাজরাদী।	চক্রকিশোর রায় চৌধুরী ...	১৬৩৭০	০	০
		হৈয়দ আবদুল্লা অধ্যাপক জামিনা আকর খাতুন।	২১৭৩৬০	১২৮০	মস্তুরা ময়াল নিলাম হই- বেক।
১২২ নং	৩৭ কুমার দত্ত গররহ ১৮৫২ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে একমালি।	দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গররহ।	৩৩২৬৮	০	০
	এ ১৮৫২ সালের ১১ আইনমতে খারিজ হিসাব ১০ আনা।	বিশ্বেশ্বরী দাসগা ...	২৪০৬০	৪৩৮০	খারিজ হিসাব নিলাম।
	এ ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১০। ১১ ধারামতে খারিজ।	রামকিশোর গঙ্গোপাধ্যায় গররহ।	১০১৪৮৭	০	০

নং ভৌজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাঁকী।	টেকিয়াং।
-------------	-----------	------------	----------	--------	-----------

দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাল।

৫০৭১ নং	ভগ্নে রণভাওয়াল। চর চারিপাড়া। সুবর্ণপুর ওরফে কাঁথাবিয়া।	গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী গয়- রহ।	৭৪৭৫১০ পাঁহ	১১১।০	সম্পূর্ণ মহাল মিলায় হই- বেক।
৫০৮৫ নং	পং মনমসিংহ বীল ছলঙ্গী ...	রাজা হবিশচন্দ্র চৌধুরী গয়রহ।	৫৮০৭	২০।০	৫
৫১৭৪ নং	পং হুশেনশাহী চর তেলুয়াবারি...	দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গয়রহ।	৮৭৪৭	২২৭৭	৫
৫২৪০ নং	পরগনে পুখরিয়া চর গাঁবগরা ...	রায়সখী দেব্যা চৌধুরানী পতির নাম দুর্গাশ্যাম শর্মা ও মহারানী পরভসুমারী দেবী গয়রহ।	৫২১৮৫০ মালিকানা ৬৫৮৭	১৪২৫।০ মালিকানা ১০৭৭	৫

G. E. MANISTY,
Offg. Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারা জানাইতেছি যে ১৮৮৮ সালের ৭ আইন, ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৪৯ সালের ১১ আইন ৬ ধারার মর্মানুসারে নিম্নলিখিত ডালুকা ১৮০৪ ইং ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পর্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোড ও পাবলিক ওয়ার্ক সেস আদায়ের নিমিত্তে ১৮৪২ইং ১৬ জুন মোতাবেক ১২৯১ বাজালা ও আবাদ রোজ সোমবার জেলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য দিলাবে যা যাইবেক ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ ৩ মে।

মহল নওয়াবাদ।

নং মার্কেল	নং ডালুক।	নাম ডালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা।		বাঁকী।			মতব্য।
				রাজস্ব।	সেস।	রাজস্ব	সেস	মোট	
৭৭৩	৬৩১- ২০৫৭৮	খানেন মজীতছরি। মোজে কাঞ্চননগর ডালুক রু দেব্যা।	মিঃ অখিল চন্দ্র রায় গং।	১৯০৫০৮	১৪৮১১৬	৩৩৪৭	৪৯১।০	৩৮৩১।০	সম্পূর্ণ ডালুকা দিলাম হ- ইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 3th May 1884.

[Government Gazette, 13th May 1884.]

C. A. SAMUELS,

Offg. Collector.

জিলা খুলনা।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাইতেছে যে এই খুলনায় জেলায় নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৩। ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ কিস্তির সরকারী বাকী রাজস্ব আদায় জন্য আগামি ১৩ জুন যোতাবেক ১৯৯১ সালের ১০ অষাঢ় তারিখ সোমবার এই কালেক্টরির কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪।

ডোঁজ নম্বর।	মহাল ও পর- গনার নাম।	মালিকের নাম।	ঘোট সদর জমা।	যে অংশ বিক্রী হইবে।	বাকী পড়া অংশের সদর জমা।	১৮৮৩। ৮৪ সালের যাজ কিস্তির বাকী।
৬	পরগনে আগর- পাড়া কিলমত আগরপাড়া।	গোবিন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী দিগর।	১৩৬২।৬	১৮৫৯ সালের ১১ আই- নের ১০ ধারা অনুসারে মতস্তত্র হিন্দাবের ১ হি- স্যা নুরেজুনাথ রায় চৌধুরী দিগর রকম ৬/ আনা।	১৩৫৬।২	৩।০
২৮	পং হিলকি কিং কেড়াগাছি।	রাজমোহন রায় চৌধুরী দিগর।	৫৮০।৪	সম্পূর্ণ মহাল ...	৫৮০।৪	১৭০১।০৮
২৯	পং খানিসখানি কিং খানিসখানি	কৈলাসকামিনী দেব্যা দিগর।	৮৯৭।১১	২ ...	৮৯৭।১১	১৩০।৮১
৩৪	পং হিলকি কিং মজুরপুর।	মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	১২৩।৮	৫ হিস্যা আনন্দমোহন মোহনবকম ১২ গণ্ডা।	১২৬।০	৩৩।১১
৬৭	পং তালিবপুর কিং তালিবপুর।	গোবিন্দমোহন বকু দি- গর।	৫৩২।৬	১ হিস্যা ...	৪৭৪।১	১১০।৪
৭২	পং দাতিয়া কিং কিং দাতিয়া।	চন্দ্রকুমার রায় দিগর ...	৪৭৩২।৬	সম্পূর্ণ মহাল ...	৪৭৩২।৬	১৯০।৮১
১০৮	পং বুড়ুন কিং বাবুলিয়া।	দুর্গাচরণ লাহা দিগর ...	৫১১।৬	৩ হিস্যা মুনশী আশা- বদীন আহাম্মদ বকম ১২ গণ্ডা।	৫১১।০	৩০।৫
১১১	পং বাজিতপুর কিং বাজিতপুর।	লোকনাথ ভট্ট চৌধুরী দিগর।	২১২।১১।১১	২ হিস্যা লোকনাথ ভট্ট চৌধুরী বকম ৮৮৫ দস্তি।	৫৮২।৮	১।৩
১২৫	পং বুড়ুন কিং বৈকুণ্ঠ।	খাকমণি চৌধুরী দিগর ...	৭২২।৬।১৮	সম্পূর্ণ মহাল ...	৭২২।৬।১৮	৩২।৭৮
১১৭	পং ভালুকা কিং ভালুকা।	রাজকুমার ঘোষ দিগর...	১৪৯৫৩।৮	১ হিস্যা মেহেন্দ্রনাথ চৌধুরী দিগর রকম ১৮৮/১১।১৫	৮৫০।৮	২৫৮।৭৮
১৩২	পং বুড়ুন কিং ভালুকা।	দুর্গাচরণ লাহা দিগর ...	২০০২।৩	২ হিস্যা ২৭।০ আনা...	১০১৩১।৯	৮৫৮
১৩২	পং মলই কি মলই।	পার্বতীনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	২২৯৭২।১১।১	২ হিস্যা মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	২২৯৭।৩	৮৭৬।৮৪
১৫১	পং সর্পরাজপুর কিং রামডাঙ্গা।	ভুবনমোহন মজুমদার দিগর।	৫৪২৮।৮	১ হিস্যা ভুবনমোহন মজুমদার ৫৭।০ আনা।	১৩৭।৮	৩১।০।১
১৬৬	পং সুরমুন কিং ১৬৫ নং লাট আম্বুরি রমজান নগর।	অহিরচি সরদার দিগর	১৮৮৮।৯	সম্পূর্ণ মহাল ...	১৮৮৮।৯	১৪০০।৩
১৯১	পং মলই কিং হা- জরাকাঠি।	পার্বতীনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	৮৯০।১০	৪ হিস্যা রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর লাং লাডখিরা।	৮৯।৫	৩২।০।১

KHOOONA COLLECTOR'S OFFICE,

The 6th May 1884.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ১৩ মে ।]

F. H. BARROW,

offg. Collector.

কালেক্টরী জেলা রংপুর ।

বাঁকীর কর্দ সন ১২৯০ সাল বাঁকায়ার লাগাএন কিস্তী ফালগুন মৌতাবেক ১৮৮৪ সাল লাগাএন কিস্তী ফেব্রুয়ারি তলবের ২৮ মাস্ক স্বর্ধ্যান্ত পর্য্যন্ত এবং তদপরে তিন্ন তিন্ন জেলার কালেক্টরীর হুতী দ্বারা আদার হুতরা যাঁহা বাঁকী আছে তাহা ১৮৮৫ । ২১ জুন মৌতাবেক বাঁকায়ী ১২৯১ সাল ৮ আঁবাট শনিবার অত্র কাঁহাবিতে প্রকাশ্যরূপে মিলাম হইবেক, ইতি ।

ভৌজির নম্বর ।	মহালের নাম ও পরগনা ।	মালিক ।	সদর জমা ।	বাঁকীর পরি- মাণ ।	মন্তব্য ।
৫৭	বড়াবাঁকী ও গররহমোজা চাঁকলে কাজির হাট ।	শ্যামসুন্দার দাস, বাঁমাসুন্দারী দাস্যা কুজুমোহন চাকি, ভাওয়াল দাস্যা চন্দ্র মোবিন্দ দাস,	৫১৫১১০	১১০	বাঁমাসুন্দারী দাস্যার ১১৮৫০৯ পাই সদর জমার অংশ ভাষার পৃথক হিসাব আছে তাহা ব্যতিত অপরাপর অংশ বাঁকী ।
১৩৭	রাবনপুর মৌজা চাঁকলে কাজির হাট	মৌদানিচৌ দাস্যা	১০৪১৫১১	৪২৮১০৪	
২২১	খোদা মুরাদপুর ও গররহ মৌজা পং পএরাবন্দ	জমকোবরত সেন, আছরা বেগম, রাহতমেছা চাবেয়া খাতুন, ও ছবিয়ল আলম আবুল হে.সেন চৌধুরী ওরফে ভোয়া মিকো ও টুলা মিকো ।	২৫৩২৫০৫১১	৫০০১১০৮	
২২০	খামাব কুরলা ও গররহ পং পএরাবন্দ ।	খাজে এনাটুল্লা চৌধুরী জহিরমেছা চৌধুরানী মহম্মদ নেজামুদ্দিন খাঁ চৌধুরী ।	২৫০৫৫০১১	১৮২ ১২	খাজে এনাটুল্লা চৌধু- রীর বিশেষ ১ নম্বরে হিসাব পৃথক বাঁহার সদর জমা ১০২৩১/৬ পাই এই অংশ ব্যতিত অপরাপর অংশ বাঁকী ।
২৪২	চক হুগাঁপু ও গররহ মৌজা পং সরহাট্টা ।	খএরমেছা বিবি চৌধুরানী এনাটুল্লা মিকো বাড়রানী বিবি চৌধুরানী, জিনা- তুল্লা চৌধুরী খুলিরমেছা বিবি জতন বিবি চৌধু- রানী, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বৈল ক্যানাথ লাহিড়ী ম্যানেজার মেহালউদ্দিন, মহম্মদ নেজামউদ্দিন মহা- ম্মদ চৌধুরী, আমিরমেছা বিবি সরৎ ও অলিউছি পক্ষে আবদুললতিফ চৌধুরী নাবালগ ।	১৮২২৫০৮	১৪১০৮	গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাধীনের অংশ বাঁহার সদর জমা ৪৩১/৬ পাই ও বাঁহার পৃথক হিসাব খোলা হইরাছে তদ- বাদে অপরাপর অংশ বাঁকী ।
৩২৭	আনিগাঁও পং	চন্দ্রশিখর রায়, গোপাল- চন্দ্র রায়, রাজলক্ষী চৌধুরানী, জশানচন্দ্র চৌ- ধুরী, ইচ্ছামতী চৌধুরানী বৈলোক্যনাথ লাহিড়ী ম্যানেজার পক্ষে কোঁওর চন্দ্রকিশোর রায় আবা- লগ, কয়ামরী চৌধুরানী কুড়ামু সরকার ।	৫২৮১৫০১১১	২০৫০৪	কুড়ামু সরকারের নিজাংশ ১০ তিন আনা এই অংশ বাঁকী

RUNGPORE COLLECTORATE,

The 30th April 1884.

[Government Gazette, 13th May 1884.]

H. J. NEWBERRY,

offg. Collector.

বাকী থাকিবার জাপসপত্রের পাঠ।

জিলা দিবাঙ্গপুত্রের কালেক্টরি।

ইহার দ্বারা সন্ধান দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইন্সের ৬ ধারামুতাবে জিলা দিবাঙ্গপুত্রের বধ্যভূমি বিদ্রলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৮শে মার্চ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালিকজারী এবং অমায়্য দাওয়া চলিত আইন এবং আর্টেলের অনুসারে বাকী রাজস্বের দ্বার আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় বিধিত ১৮৮৪ সালের ১৬ই জুন তারিখে ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিধা ওজরে ৩ প্রকাশ্য খীলামে ধরা যাইবে।

প্রথম জেনীর ইন্ডিয়ানি অমায়্য্য হওয়া মহাল।

নম্বর ভৌজির।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকীর জন্য খীলাম হইবেক।	মন্তব্য।
১৩০ নং	ঘোঁজে চারখণ্ডা গরুরহ পরগমে গীলাহবাড়ী।	কাড্যায়মী দেব্যা, জয়কিশোর চৌধু- রীপ্রভৃতি।	১৬২১৮৬৮	২২২৮১	পুরা মহাল খীলাম হইবেক।
২৩৭ নং	ঘোঁজে দৌতপুর গরুরহ পরগমে রাজমগর।	ভারকমাথ চৌধুরী, জরেশ্বরী চৌধু- রানী উছি পক্ষে সোহমলাল চৌধু- রীপ্রভৃতি।	৪৬৬০১১	৪৮৩১৮	এই মহালের মধ্যে লালমোহম চৌধুরীর ৮০ আমা অংশ দ্বারা ৪৮২১/১০ আমা সদর জমা হয় তাহার হিসাব ১৮৫৯ সালের ১১ আইন্সের ১০ ধারা- মুতাবে পৃথক আছে তাহা বাদে বাকী ৮৮০ আমা অংশ দ্বারা ৪০৭৭৮৮১ পাই সদর জমা হয় ঐ একমালী অংশ বাকী পড়ার তাহা ই খীলাম হইবেক।
২৩৩ নং	ঘোঁজে গোবিন্দ- পুর গরুরহ পর- গমে বোড়াখাট।	দীমমাথ মজুমদার ও গোলাকমাথ মজুমদার প্রভৃতি।	৬৭২৮১৮০	২৫১৭	ঘোঁজে তেন্দুল ও গোবিন্দপুর বাদে এই মহালের গোলাকমাথ মজুমদারের ৮০-ক্রান্তি অংশ ১৮৭৬ সালের ৭ আইন্সের ৭০ ধারামত হিসাব পৃথক হইয়া ৫১৩৮৫ পাই সদর জমা দ্বারা আছে ঐ অংশ বাকী পড়ার খীলাম হইবেক।
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২৫১৮	ঐ মত দীমমাথ মজুমদারের হিসাব পৃথক থাকার ৮০-ক্রান্তি অংশের ৫১৩৮৫ পাই জমা দ্বারা আছে ঐ অংশ বাকী পড়ার খীলাম হইবেক।
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২৫১৯	ঐ মত কালীমুল্লী দেবার ৮০- ক্রান্তি অংশ পৃথক হিসাব হই- য়া ৫১৩৮৫ পাই জমা দ্বারা আছে ঐ অংশ বাকী পড়ার খীলাম হইবেক।
৩৭৬ নং	ঘোঁজে দাউদপুর গরুরহ পরগমে গীলাহবাড়ী।	চন্দ্রকান্ত সরকার রুজকান্ত সরকার প্রভৃতি।	৬৪৮৮১১	১৫৭৭	পুরা মহাল খীলাম হইবেক।
৮৬১ নং	ঘোঁজে মাজিরপুর গরুরহ পরগমে সম্ভার।	ভগিরথী চৌধুরানী	৬৬১৮১	৪৬৪৭	পুরা মহাল খীলাম হইবেক।

DINAGEPORE COLLECTORATE,

The 6th May 1884.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৩ মে।]

A. C. TUTE,

offg. Collector.

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 16, ans. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*, at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 10, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 *oz.* tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

গবর্ণমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা ।

উক্ত কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেন্ট কর্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪১০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮১০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬১০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫১০ টাকা, ৮ আউন্স টীন ১০১০ টাকা; ১ পাউণ্ড টীন ২০১০ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায় উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ১০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৬০ বার আনা, ডাকামূল দিতে হইবে।

জ্বরনাশক দানাবাক্সা সিন্‌কোনা ।

মাল সিন্‌কোনা ছাল ইত্যে গবর্ণমেন্টের কারখানায় প্রস্তুত হইবে ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহার দানাবাক্সা, এরূপ সামান্য জ্বরনাশক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেন্টের কর্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে মিয়া ২৪১ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২১ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাঠিতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ৬০ বার আনা ডাক মামূল লাগিবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 24; packing and postage Re. 1-12.

*. The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country.—Extract from Preface.

OFFICE OF SUPDT. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurrumtollah Street, Calcutta.

[Government Gazette, 13th May 1884.]

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আর্ট-লী ও অট্টমতীর বঙ্গদেশের সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত বর্তমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন্স জজ ও রেণ্ট-কমিশ্যনের মেম্বর, ইন্নার টেম্পলের অ্যাবুত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি, লাইফেবের এণ্ড বঙ্গদেশের অ্যাবুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন এদেশের সুম্মারিকারী ও প্রজাবিবয়ক আইন সংহিতা।

একখানি পুস্তকের মূল্য ৫ পঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌন্ট্যান্টের নিকট একখানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১০ পঁচ আনা পাঠাইবেন।

দ্রষ্টব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

		For the Mofussil.	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
	Postage	...	2	8	0	"
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal						
	4	0	0	"
	Postage	...	1	0	0	"
For a single copy—						
Entire Gazette	0	4	0	
	Postage	...	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
	Postage	...	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offy. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

[সবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৩ মে।]

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাংলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মকঃমলে ।

			টাকা
সম্পূর্ণ গেজেট	...	৬৭সর	১০৭
ডাকমাশুল	...	"	২১।০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাচাতে ডাক-ভরবের ও বঙ্গ-দেশের ব্যক্তিগত সতায় আদল ও আদলের পাণ্ডুলিপি থাকে)	...	"	৪৭
ডাকমাশুল	...	"	১৭
সম্পূর্ণ এক খানি গেজেটের মূল্য	...		১০
ডাকমাশুল	...		১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার নূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	...		১০
			৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর এক২ আনা ।
ডাকমাশুল	...		১০

কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ও মকঃমলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না ।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,

Under-Secretary to the Govt. of Bengal,

The 12th December 1882

NOTE—Rates for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half "	10
Casual advertisements.—1 annas per line.	

[Government Gazette, 13th May 1884.]

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটে কিস্বা বাঙ্গালী গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মন্তব্যের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্যালয় কিস্বা গবর্ণমেন্টের কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গালী সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিস্বা উক্ত ছাপাখানার কোন কর্ম করাইতে চাহিলে তদ্বিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গালী সেক্রেটারিয়েটের আর্কোটাণ্টের নিকট অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিস্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাফের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কন্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ, বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

বৃত্ত্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এইঃ—

টাকা।

প্রথম এক পৃষ্ঠা এক বার প্রকাশ করণের	২.০০
অন্য পৃষ্ঠা " " "	১.০০
কখনই ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে এক পৃষ্ঠা	১.০০

বিজ্ঞাপন।

রাজকাষ্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্রিংফোর্ড ওয়েস্ট টৌনহালের তাত্ত্বিক বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্টারের নামে শর্তনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রেসে, থাকার স্মিত কোম্পানির বাগীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৩ মে।]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল বন্দীরাণ্যে গবর্ণমেন্টের জন্যে জীযুত এডউইন মরিস লুইস সাহেব কর্তৃক মুক্তি ও প্রকাশিত হইল।



অতিরিক্ত গবর্ণমেন্ট গেজেট ।

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল, ১৩ মে ।

চতুর্থ খণ্ড ।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট ।

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগ ।

[তৃতীয়বার প্রকাশিত ।]

সিলেক্ট কমিটী কর্তৃক স্থিরাঙ্কিত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে উক্ত কমিটীর নিম্নলিখিত রিপোর্ট আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের ঐচ্ছিক গবর্ণর জেনারেল সাহেবের মন্ত্রিসভার ১৮৮৪ সালের ১৪ মার্চ তারিখে উপস্থিত করা হয় ।—

সিলেক্ট কমিটীর নিম্নলিখিত ব্যক্তি আদ্যাদিগের নিকট বঙ্গদেশের প্রজাবৃত্ত বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি বিবেচনার্থে অপিত হইয়াছিল । আমরা এই পাণ্ডুলিপি ও এতৎসংযুক্ত তফসীলের উল্লিখিত তাগজপত্রাদি বিবেচনা করিয়া প্রথমস্থলীয় রিপোর্ট প্রেরণ করিতেছি ।

২। আমরা পাণ্ডুলিপিখানি সূচন করিয়া গঠন করত এই সংশোধিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে আদ্যাদিগের অধিকাংশ ব্যক্তির খণ্ডে যে সকল পরিবর্তন উপযুক্ত বোধ হইয়াছে তাহা সন্নিবেশ করিয়াছি । কিন্তু এমন অনেকগুলি বিষয় আছে যাহার সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান থাকা আবশ্যক বলিয়া আমাদের পোষ হয় । আগামী নবেম্বর মাসে আমরা এই পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত কার্যে পুনরায় প্রয়াস হইব । আমরা পাণ্ডুলিপি খানিকে যেরূপ পরিবর্তিত করিয়াছি তাহা এই সময়ের মধ্যে অধিকতর সমালোচনের নিমিত্তে পুনঃ প্রকাশিত হয়, ইহাই আদ্যাদিগের পরামর্শ ।

৩। এই রিপোর্টখানি প্রথমস্থলীয় বলিয়া কমিটীর কর্তৃকখন সভা যত দিন এই পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত শেষ রিপোর্ট বহিস্কারে অর্পিত না হয় ততদিন কোনও বিষয় সম্বন্ধে আপনঃ যত প্রকাশ করিবেন না এই কথা লিপিবদ্ধ থাকে এইরূপ ইচ্ছা করেন । কমিটীর নিষ্পত্তি বলিয়া উল্লেখ করিলে সাধারণতঃ কমিটীর অধিকাংশ ব্যক্তির যত প্রকাশ করিতেছি এইরূপ বুঝিতে হইবে ।

২য় অধ্যায় ।

প্রজাদের শ্রেণী বিষয়ক বিধি ।

৪। এই পাণ্ডুলিপি খানিতে যে ভিন্ন শ্রেণীর প্রজার কথা আছে তাহাদিগের বর্ণনা করিবার নিমিত্তেই এই অধ্যায়টি সন্নিবেশিত হইয়াছে । ইহাতে দৃষ্ট হইবে যে মূল পাণ্ডুলিপিতে অবধারিত খাজানার ভূমিভোগকারি রায়তদিগকে যেরূপ ভাণ্ডারকার শ্রেণীর অন্তর্গত অন্যতর শ্রেণী বলিয়া গণ্য করা গিয়াছিল তাহা না করিয়া এক্ষণে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র শ্রেণীরূপে বিবেচনা করা গিয়াছে । ইহাও দেখা যাইবে যে “সামান্য রায়ত” এই কথার পরিবর্তে “দখলীস্বত্বপূর্ণ রায়ত” এই কথা প্রয়োগ করা গিয়াছে । প্রথমোক্ত কথাটি ভ্রমাত্মক নাম বলিয়া ইহার প্রতি সার্ব্য আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে । পরিশেষে

Bengal Tenancy Bill.

ইহাও দুইটা যে সংশোধিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে মধ্যমীয়াবিশিষ্ট খোঁড়ের অন্তর্গত নহে এরূপ বাস্তবিকের রায়তদের উল্লেখনাই নাই। অধিকতর বিবেচনার পর পাণ্ডুলিপির মধ্যে এই শ্রেণীর প্রজাদিগের সম্বন্ধে কোন বিধান সন্নিবেশ করা বাধ্যনীর বোধ হইলেনও হইতে পারে; কিন্তু এই সকল প্রস্তাবের মীমাংসা করিতে হইলে যত দূর সম্ভাব্য জ্ঞান আবশ্যক আপাততঃ আমাদিগের তত দূর জ্ঞান নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে একদেশের ভিন্ন অংশে এই শ্রেণীর প্রজাদিগের বোঁও সম্বন্ধে নিয়মের এত দূর বিভ্রান্ততা আছে, যে মূল পাণ্ডুলিপির ৭ম অধ্যায় রক্ষা করিতে হইলে তৎসংগত কএকটি বিষয়ের সংশোধন করা আবশ্যক হইত। কিন্তু অধিকতর সম্ভাব্য না জামা পর্যন্ত আশঙ্কা কি আকারে এই সংশোধন করিতে হইবে ইহা বলিতে সমর্থ নহি। আমাদিগের ভরসা যে স্থানীর গবর্ণমেন্টে আবশ্যক সম্ভাব্য জামাইবেন।

৫। ভালুকদার ও রায়তদিগের মধ্যে প্রভেদবিষয়ক ধারাটিকে আগরা এই প্রত্যেক শ্রেণীর লক্ষণ নির্দেশ না করিয়া বরং তাহাদিগের বর্ণনা করিতে যত্ন পাইয়াছি। যে সকল স্থান উক্ত উভয় শ্রেণীর মধ্যে প্রভেদসূচক লীখাংসার নিকটে অবস্থিত, সেইসকল স্থানে আদালতসমূহের পক্ষ প্রদর্শনার্থে বিধি প্রণয়ন করা গিতিত ইহা সীকার করিলেও, আমাদিগের মত এই যে ইহার কোন শ্রেণীর দৃঢ় রূপে লক্ষণ নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিলে অসুবিধা দূর না হইয়া বরং তাহার সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা।

৩য় অধ্যায়।

ভালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৬। অবস্থান্তরিত হাঁর জমী ভোগ করিবার স্বত্ব বিষয়ক ১ম পাণ্ডুলিপির (১৪—১৭) ধারাগুলিকে স্থানান্তরিত করিয়া সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৮ম অধ্যায়ের মধ্যে সন্নিবেশ করা গিয়াছে; এই অধ্যায়ের রক্ষা বলিবার সময়ে তাহাদিগের বিশেষ উল্লেখ করা যাইবে। যে সকল জিলার তিয়ৎকালাই বন্দোবস্ত প্রচলিত আছে তৎসংগত স্থান সম্বন্ধে বিশেষ বিধান বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ২০ ধারাটিকে অতিরিক্ত বিধিবিষয়ক অধ্যায়ে স্থাপন করা গিয়াছে।

৭। চুক্তি কি দেশাচারক্রমে যে স্থানে ভালুকের খাজানা বৃদ্ধির বিধান করা হয় নাই, আদালত সেইস্থানে যে বিধি অনুসারে খাজানা বৃদ্ধি করিবেন ৭ ধারার অন্তর্গত ৩ উপধারায় তাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে। আশ্রয় এক উপধারার বক্তব্য পরিমাণে পরিবর্তন করিয়াছি। এক্ষণে কেবল এই বিধান করা গেল, আদালত ভালুকদারকে লোকের পতকরা দলভাগের কম দিবে না এবং খাজানা নির্ণয় করিবার সময় যে অবস্থায় ভালুকের সন্নিবেশ, তাহাদের অধিকারী যে উল্লেখসাধন করিয়াছেন ও আদায় করিবার সময় খরচ ও সুকি কর ভাণ্ডার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। বর্দ্ধিত খাজানা পূর্বদেয় খাজানার দ্বিগুণের অধিক হইবে না এবং দলভাগের অধিকারিত্ব থাকিবে, এই বিধানটি আমরা স্পষ্ট করি নাই।

৮। ৩৬ ধারায় পক্ষী ভালুকের লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে উপজন্মবিকা অধ্যায়ের মধ্যে এবং নবাসদী নীলমি সাক্ষ্য ৪০ ধারাটি যে অধ্যায়ে এই বিষয়ের কথা আছে তাহার মধ্যে স্থানান্তরিত করা গিয়াছে। এই দুইটি ধারাভিন্ন পক্ষী ভালুক বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির সমস্ত বিশেষ বিধানই এই অধ্যায়ের অন্তর্গত করা গেল।

৯। এই অধ্যায়ের অন্তর্গত তিনটিকে ৩য় অধ্যায় ও উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রীকরণ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে আমরা যে সকল পরিবর্তন করিয়াছি তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কএকটি বিষয়ে কিছু বর্ণা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

(১) ১৫ ধারার (১) উপধারার একটি বর্দ্ধিত বিধি যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই বিধিক্রমে ভূম্যধিকারী খাজানা বাকী থাকিলে ভালুকের হস্তান্তর রেজিস্ট্রী করিতে অসমর্থ হইতে পারিবেন।

(২) মূল পাণ্ডুলিপি ২৭ (১) ধারার (খ) প্রকরণক্রমে রেজিস্ট্রী করিবার প্রাধান্য করিতে বলিত হইলে দণ্ডস্বরূপ যে অতিরিক্ত কী দেয় হইত তাহা রহিত করা গিয়াছে এবং যে স্থানে ভালুকদারকর্তৃক কোন খাজানা দেয় না হয় [১৫ (২) ধারা], তথায় ২৭ টাকার কী দিতে হইবে ইহা নির্দেশ করিয়া একটি প্রকরণ সন্নিবেশ করা হইয়াছে।

(৩) ১৬ ধারায় একটি উপধারা যোগ করা হইয়াছে। ইহার বিধান এই যে কোন ব্যক্তি হস্তান্তরিত উত্তরাধিকারক্রমে কোন ভালুকের হস্তান্তর হইলে যাবৎ এই হস্তান্তরিত উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করা না হয় কিম্বা ভূম্যধিকারীর প্রতি তাহার নোটিস জারী করা না হয়, তাহাৎ প্রযোজ্য ব্যক্তি মোকদ্দমা, জৌক বা অন্য কাহাখুজান হারা খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।

(৪) ১৭ রেজিস্ট্রী বাকীর লেখার সকল প্রদান বিষয়ক ধারাটী (একদম ২১ ধারা) ২৫ প্রণয়ন করা গিয়াছে। স্থানীয়গবর্ণমেন্ট এক আদায় অনুমতি বা এক টাকার জনস্বিক যে কী প্রদান করেন প্রত্যেক খণ্ড নকশা দিবার জন্য সেই কী দিতে হইবে।

৪র্থ অধ্যায়।

অবধারিত হারে যে রায়ভেরা ভূমি ভোগ করে তাহারের সম্বন্ধীয় বিধি।

১০। হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আমরা তালুকদারদের প্রতি যে নির্মম বক্তৃতা অবধারিত হারে ভূমিভোগকারী বাসেন্দা রায়ভের প্রতিও বর্তিবে ইহা বিধান করিয়া এই নির্মম গুলির সম্বন্ধ বিধান করিয়াছি। এই শ্রেণীর রায়ভদিগকে (ক) রেজিষ্টারী করা পাঠ্যক্রমে কি আদালত কর্তৃক স্থিরীকৃত অধিকার বলে ভূমি ভোগকারী রায়ভ এবং (খ) আইনবিহিত অনুমানক্রমে ভূমি ভোগকারী রায়ভ এই দুই উপশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রথমোক্ত শ্রেণীর রায়ভদিগকে তালুকদারদের সহিত ও শেষোক্ত শ্রেণীর রায়ভদিগকে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ভদের সহিত সমান করিয়া দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কিন্তু আদালতের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

৫ম অধ্যায়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ভদের সম্বন্ধীয় বিধি।

১১। রায়ভের স্বত্ব ও দখলীস্বত্ব লাভসম্বন্ধে এই অধ্যায়ের মূল নির্মম গুলির কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। কিন্তু বিবরণের পরিবর্তনের মধ্যে আদালতের কোন যে গুলির কথা বলা আবশ্যিক তাহাটী বলা যাউক।

বঙ্গদেশের মজারীরা প্রভৃতি ব্যক্তিদিগের যে রূপে স্বত্ব লাভ করে, সেইরূপ একটি মজারীর সম্বন্ধে অবশেষে বাসেন্দা রায়ভের স্বত্ব প্রচলিত করিলে যে অন্তর্নিহিত সত্যটি পাঠ্যে, তাৎ প্রতি আদালতের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। এইরূপ সকল বিশেষ স্থলে মজারীর আদালতের পরিবর্তে রাজস্ব সংক্রান্ত কি শাসন কার্যসম্বন্ধীয় কোনরূপ সুবিধিত লেশমণ্ড পরিণত হইতে পারে বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট এমনকি বিবেচনা করেন কি না জানিতে বাধ্য করি।

১২। এই অধ্যায়ের শেষ উদ্দেশ্য লাভ পক্ষে মহান শতের অর্থ সম্বন্ধে “১৮১৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসাবধি” কোন সময়ের মধ্যে বাটওয়ারী হইলে বাটওয়ারী সত্ত্বেও মূল মহাল একটি মজারী দিয়া গণ্য হইবে। ২৭ ধারার (খ) প্রকরণের এই বিধানের প্রতি সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে উদ্ভূত করা। উল্লিখিত তারিখ প্রচলিত করিবার কারণ এই যে, আর এই সময়াবধি বাটওয়ারী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কাগজপত্রাদি গাইবার ব্যক্তিগণের আশা আছে, এইরূপ বুঝা গিয়াছিল। কিন্তু ঠিক পূর্বে কোনসময়ে এই তারিখ স্থির করা যাউক তাহা নিয়ে অসিকতর বিবেচনা আবশ্যিক, সুতরাং যে একটি কথাতে এই সময় স্থগিত হয় তাহার নিম্নে একটি রেখা টানিয়া দিতে হইবে আমরা এই আদেশ করিলাম।

১৩। বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের অনুরোধক্রমে আমরা বাসেন্দা রায়ভের সকল নির্দেশিত ২৬ ধারার (২) সংখ্যক একটি উপধারা সংযোগ করিয়াছি। এই উপধারার বিধান এই নীতি ইহা প্রমাণিত বা স্বীকৃত কর যে কোন ব্যক্তি রায়ভরূপ ভূমিভোগ করে, তবে যখন বিপরীত প্রমাণ না হয়, তাৎ এই ধারার কাগজপত্রের ব্যক্তিগণ ও সে যে ভূমিভোগকারীর কথানে ভূমিভোগ করে সেই ভূমিভোগকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে এই ভূমি বা উহার কোন অংশ রায়ভরূপে বা রায়ভের কাল ভোগ করিয়াছে। বঙ্গপ্রভৃতি দেশের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় এইরূপ অনুমান করা স্বাভাবিক বোধ হয়। ইহাতে বোঝানার কার্যের সরলতা বিশাল বহিবে, অথচ কোন স্থলে ইহা ঠিক না থাকিলে ভূমিভোগকারী আদালতের ইহার প্রণয়ন করতে পারিবেন।

১৪। কোন ব্যক্তি একবৎসরের অনধিক কালের জন্য কোন প্রমাণ কি মজারীর অন্তর্গত কোন যোজ্য হইতে বৈদখল থাকিলে যে বাসেন্দারায়ভের স্বত্ব হারাইবে না আমরা মূল পাণ্ডুলিপির এই বিধানের [২৬ (১) ধারা] নূন্য অধ্যাহৃত রাখিয়াছি এবং ইচ্ছা করে একটি [(৭) উপধারা] প্রকরণ যোগ করিয়াছি। উপধারাটির মর্ম এই ২৬ ধারার কথা পরে ১৬ ধারার দেখ। যদি সেই ব্যক্তি কোন জমীতে পুনর্বার দখল প্রাপ্ত হয়, তবে একবৎসরের অধিক কাল বৈদখল থাকিলেও বাসেন্দারায়ভরূপ গণ্য হইতে থাকিবে।

১৫। যে কারণে স্বত্বনিমজ্ঞন বিষয়ক অধ্যায়টি পাণ্ডুলিপি হইতে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা পরে বিবৃত হইবে। উক্ত অধ্যায়টি উঠাইয়া দেওয়াতে যাহাতে ব্যক্তিগণ ভুল না হয়, এই নিমিত্ত আমরা এই অধ্যায়ের মধ্যে একটি ধারা (২৮ ধারা) সরিবেশ করা বাধ্যকীয় বোধ করিলাম। এই ধারার বিধান এই যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রায়ভের ভূমিভোগকারী ক্রয় করিয়া বা প্রকারান্তরে উক্ত রায়ভের স্বত্বপ্রাপ্ত হইলে দখলীস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে, কিন্তু এই বিধানের কোন কথায় অপর কোন ব্যক্তির স্বত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না।

১৬। মূল পাণ্ডুলিপির ৪৮ ধারায় দানক্রমে দখলীস্বত্বলাভের বিধান ছিল, আমরা এই ধারাটি উঠাইয়া দিরাছি এবং এই পাণ্ডুলিপির ৪৯ ধারার ব্যাখ্যাত খামার শেষের অর্থমধ্যে যে শ্রেণীর জমী

গণ্য তাহাতে দখলীস্বত্ব লাভ বিবরণ এই ধারাটির পরিবর্তে আর একটি ধারা (৩০ ধারা) দিরাহি।
শেষোক্ত ধারায় সামান্যতঃ এই বিধান করা গিয়াছে যে উক্ত সকল জমীর জন্য মিরানী পাট্টাক্রমে কিম্বা
লন বসন পাট্টাক্রমে ভোগ করা গেলে এই অধ্যায়ের কোন কথাক্রমে তাহাতে দখলীস্বত্ব ভবিষ্যে ন।

১৭। তাহাতে ভূমি আদালত সংক্রান্ত কার্যের অনুপযোগী না হয় রায়ত এক্ষণে ভূমি ব্যবহার
করিতে পারিবেন, আমরা ইহা নির্দিষ্ট করিয়া বলিরাহি [৩০ ধারা, (ক) প্রকরণ] যে তিনি মেলগা-
রের বিক্রেতা এই ভূমিহিত ব্লক কাটিতে পারিবেন না।

১৮। ভূম্যধিকারীর অগ্র্যে ক্রয় করিবার স্বত্বসম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদটি এক্ষণে “ হস্তান্তর বিষয়ে নিয়-
মের কথা ” এই শীর্ষকের নিম্নে স্থাপিত হইল। আমরা এই পরিচ্ছেদে [৩২ (৪) ধারা] বিধান
করিরাহি যে ভূম্যধিকারী দখলীস্বত্ব ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলে মূল্যায়ন হইবার তি আদালত কর্তৃক
ধার্য হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে রায়তকে এই মূল্য দিবার প্রস্তাব করিবেন। আমরা আশা
এই ধারার একটি কথা যোগ করিয়াছি, তৎকালে ভূম্যধিকারী ক্রয় করিবার দায়িত্ব করিলে রায়ত
ইচ্ছা করিলে এই ভূমি নিজে রাখিতে পারিবেন।

১৯। আরো আমরা এই ধারায় (৫) সংখ্যক একটি উপধারা যোগ করিয়া বিধান করিয়াছি যে
কোন রায়ত এই ধারার বিধান উলঙ্ঘন করিয়া বিক্রয় করিতে চেষ্টা পাইলে ভূম্যধিকারীর বিক্রেতা
বিক্রয় বাধ্য হইবে।

২০। দখলীস্বত্ব উলঙ্ঘনে দান করা গেলে মূল পাণ্ডুলিপির ৫৫ ধারাক্রমে ভূম্যধিকারীর প্রতি
তাহা অগ্র্যে ক্রয় করিবার স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছিল। আমরা এই ধারাটি উঠাইরা দিয়াছি।

২১। দখলীস্বত্ব দান সম্বন্ধে আমাদিগের বিধান এই যে অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ দান উলঙ্ঘনে
করা হইবে অথবা প্রকৃত বিক্রয় দান বালয়। কাম্পনা করা হইবে। আমাদিগের বিবেচনায় কেবল
শেষোক্ত শ্রেণীর দান সম্বন্ধেই ভূম্যধিকারিদিগের হিতার্থে কোন না কোন সংরক্ষণোপায়ের
প্রয়োজন। রেজিষ্টারী করা দলীলক্রমে দান করিতে হইবে এবং এই দলীলের এক খণ্ড প্রতিলিপি অবি-
লম্বে ভূম্যধিকারীকে দিতে হইবে। তাহা হইলে দান প্রকৃত নহে বলিয়া তাহার বিবাদ করিবার কোন
হেতু থাকিলে তিনি এই দানের প্রতিবাদ করিবার সুযোগ পাইবেন। আমাদিগের বিবেচনায় পূর্বোক্ত-
রূপ বিধান করিলে ভূম্যধিকারীর যথেষ্ট সংরক্ষণোপায় হইবে। পরন্তু আমরা বিবাহ বিষয়ে নিমিত্ত
সম্পর্কের কোন ব্যক্তির প্রতি মুসলমান কর্তৃক দান স্থলে এই দান পূর্বোক্ত বিধান হইতে মুক্ত করিয়াছি,
কারণ তৎরূপ দান মচরাচর উলঙ্ঘনে দানে পরিবর্তে করা হইয়া থাকে (৩৫ ধারা)।

২২। পরিণেবে বক্তব্য এই যে অগ্র্যে ক্রয় করিবার স্বত্ব আমরা কেবল ভূম্যধিকারী, চিরস্থায়ী
তালুকদার ও তাঁহারা অন্য যে তালুকদারদিগকে এই স্বত্বানুযায়ী কার্য করিতে অনুমতি দেন
তাঁহাদিগের প্রতিই প্রদান করিয়া একটি ধারা (৩৬) যোগ করিয়াছি। কারণ আমাদিগের
বিবেচনায় ভূমিতে চিরস্থায়ী স্বত্বানুযায়ী উপরিহৃত ভূম্যধিকারীর বিনা অনুমতিতে কিরংকালীন
কোন তালুকদার পূর্বোক্ত স্বত্বানুযায়ী কোন কাণ্ড করিলে অনেক অসুবিধা ও গোলযোগ ঘটিতে পারে।
এই অসুবিধা ও গোলযোগ পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।

২৩। মূল পাণ্ডুলিপির ৫৬ ধারার প্রতি বিশেষ আপত্তি করা হইয়াছে। ইহার বিধান এই যে,
ভূম্যধিকারী কোন ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিলে পরে যদি কোন রায়ত এই ভূমি লয় তবে তাহাতে তাহার
দখলীস্বত্ব আগাবে। আমরা এই ধারাটি উঠাইরা দিয়াছি।

২৪। আমরা ৫৭ ধারাটিও উঠাইরা দিয়াছি। ইহাতে এই বিধান ছিল যে, কোন ব্যক্তি উক্তরাধি-
কারীক্রমে ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিলে সে বাসেন্দা রায়তের স্বত্ব লাভ করিবে। আমাদিগের বিবে-
চনায় ২৬ (৪) ধারাক্রমে এই ধারার উদ্দেশ্য যথেষ্টরূপ সাধিত হইবে।

২৫। এই অধ্যায়ের পর পরিচ্ছেদের নাম “ কোর্টারিল সম্বন্ধে নিয়মের কথা ”। এই পরি-
চ্ছেদটি নূতন। কৃষক নহে এরূপ ব্যক্তির তাহাতে লাভাংশের দখলীস্বত্ব ক্রয় না করে এই উদ্দেশ্যে এবং
রায়তের কোর্টা রায়তকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের কৃত একটি প্রস্তাব অবলম্বন
করিয়া ইহা প্রণীত হইয়াছে। আমাদিগের বক্তব্য এই যে এই স্থলে যে সকল বিধান সন্নিবেশিত
হইল শেষোক্ত উদ্দেশ্যটি তদ্বারা কেবল অংশতঃ সাধিত হইতে পারে। কোর্টা রায়তদের সম্বন্ধীয়
এই অধ্যায়ে এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ অন্যান্য বিধান দৃষ্ট হইবে। এই বিষয়ের কথা শীঘ্রই বলি যাইবে।

২৬। ৫৮ অধ্যায়ের এই পরিচ্ছেদের মধ্যে নিম্নলিখিত বিধানগুলিই প্রধান।

১ম।—কোন দখলীস্বত্বনির্দিষ্ট রায়ত আগনার ঘোড়ের যে অংশ কোর্টা দিবি করে, তাহা
৩মীর ঘোড়ের অর্ধেকের অধিক হইলে, তালুকদারদের রেজিষ্টারী করিবার নিমিত্ত
স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার যে আইন উপস্থিত করিবার প্রস্তাব
করেন, সেই আইনমতে এই রায়ত তালুকদার বলিয়া সরকারী রেজিষ্টারে আপনাকে
রেজিষ্টারী করাইলে তালুকদার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। ইহার কল এই
হইবে যে এই রায়তের কোর্টা রায়তেরও বর্তমান কিম্বা ভাবী দখলীস্বত্বের
অধিকারী রায়ত বলিয়া গণ্য হইবে। (৩৭ ধারা)

২৪।—কোন রায়ত আপনায়োক্ত কি যোক্ত কোন অংশ কোর্সি নিশি পিলে ঐরূপ নিশি করিয়া সরপাটী সাত ২৫ সেরের অধিক নালের নিমিত্ত প্রদান থাকিবে না। (৩৮ ধারা) এই বিধানগুলি চলক একটি বিধানের দ্বারা সংকোচিত হইয়াছে। শেষোক্ত বিধানের মত নিম্নলিখিত একটি প্রদান।

১৫।—কোন রায়ত বয়স হেতুক বা জীলোক নিকিয়া বা পীড়াবশতঃ বা দুর্ভিক্ষাক্রমে নিশিষ্ট একটি কারণে কিংবাকালের নিশি গৃহে উত্তীর্ণ না থাকায় পিস করিতে অক্ষম হইয়া আপন যোক্ত কোর্সি নিশি করিতে বাধ্য হইলে, তাহার এ কার্যের প্রতি উক্ত সকল বিধান বর্ত্তিবে না, ও

২৫।—যদি কোন রায়ত পূর্বেদ্বারা তালুকদারের পরিবর্তিত হয়, তবে ঐ ব্যক্তি দখলীস্বত্ব-বিশিষ্ট রায়ত থাকিলে, যে শর্তে ও যে নিয়মাদ্বারা তাহার খাজানা হুকুম হইতে পারিত এক্ষণে ও সেই শর্তে ও নিয়মাদ্বারা তাহার খাজানা হুকুম হইতে পারিবে। সুতরাং এই বিষয় সম্বন্ধে তাহার ভূমিধিকারীর স্বত্ব অক্ষুণ্ণই থাকিবে।

২৬। এই বিধানগুলি লইয়া বিলম্বন মতভেদ হইতালি। এক পক্ষে ভূমিধিকারীর সহিত ও অপর পক্ষে তাহার নিজের কোর্সি প্রকার সমিত রায়তের যে সকল আইনবিহিত সম্পদ আছে তাহার নিজের কৃত অধিকৃত্তে এই সম্পদের কোন পরিবর্তন ঘটাইতে পারে যে অসম্ভব হইবে আমরা তাহা অবগত আছি। এই পরিবর্তন আবার যে নিয়ম অনুসরণ করিয়া সূচিত হওয়া আবশ্যিক, তাহা সুনিশ্চিত নহে এবং তাহা অবধারণ করা কঠিন। আবার কৃষকদিগের অবস্থা বিবেচনায় অনেক স্থলেই এই নিয়ম খাটিবার বিধান আছে, সুতরাং বিষয়টি বিলম্বন কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল আপত্তি সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই কোর্সি নিশি বিষয়ক প্রথাটি সীমাবদ্ধ করণোপলক্ষে নিম্নলিখিত উপায়োপেক্ষা কোন উৎকৃষ্টতর উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। সন্দেহই স্বীকার করেন যে এই প্রথাটি এক কালে নিষেধ করা অসম্ভব। কোন রায়ত আপন যোক্ত কোর্সি নিশি করিলে যদি তাহার খাজানা বাকী পড়ে, তবে ঐ যোক্ত তালুকদারের সারসংগতি নীলামতনে বিক্রয় হইতে পারিবে এবং কোর্সি প্রজাতি দখলীস্বত্ব লাভ করিতে পারিবে এইরূপ বিধান করা গেল। কোর্সি নিশি প্রথা একবার প্রচলিত হইলে তাহা কলোপধারীরূপে নিধারণ করা যে অসম্ভব, এই সকল বিধান হইতে তাহার সম্পত্তি উপলব্ধি হইবে। ইহা দৃষ্ট হইবে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তালুকদারের পক্ষে পরিবর্তিত হইলেও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট নিশি তাহার খাজানা হুকুম হইতে পারিবে, কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়ে তালুকদার বলিয়া গণ্য হওয়াতে তালুকদারদের যোক্ত যেরূপ সারসংগতি নীলাম হইতে পারে ও তাহাদের যেরূপ অন্য দায় ও স্বত্ব থাকে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদেরও তাহাই থাকিবে। ভূমিধিকারী অগ্রেকের বর্ত্তিতে পারিবেন এই বিধান হইতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরাও তালুকদারদিগের ন্যায় হুকুম থাকিবেন। কিন্তু যাহা ঐ রায়তের নাম রেজিস্ট্রারী করান যায় এই সকল বিধানের মধ্যে কোনটিই বলবৎ হইবে না। আমাদের বিবেচনায় দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তালুকদারের পক্ষে পরিবর্তিত হইলে যে সকল ভটিস সম্পর্ক সৃষ্ট হয় সামান্য খাজানার বোকাধারীর আদালতের ও তাহােই সকল অবধারণ করিবার ভার অর্পণ করিলে অত্যধিক কষ্টকর হইবে। কেবল দ্বিতীয় গবর্ণমেন্টই এই সকল সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করিয়া রেজিস্ট্রারী করিলে এই অসম্ভবতা দূর হইতে পারে। স্থানীয় গবর্ণমেন্টও ইহা করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

২৭। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের খাজানা হুকুম বিষয়ক বিধানগুলির আদায় আকারগত ও বস্তগত বহুল পরিবর্তন করিয়াছি।

আমরা হারের তালিকা অনুসারে খাজানা হুকুম বিষয়ক বিধানগুলি স্থানান্তরিত করিয়া স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি। স্বতন্ত্র লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত বিষয়ক অধ্যায়ের পরে ঐ অধ্যায় স্থাপন করা গেল। চুক্তিরূপে বা আদালতে যৌকদ্দমী করিয়া সাধারণতঃ যেরূপে খাজানা হুকুম করা যায় এই স্থলে কেবল তাহাই বলা বাইতেছে।

২৮। উপস্থিত সংশোধিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা চুক্তিরূপে ও ঐ চুক্তি রেজিস্ট্রারী করান হইলে হুকুম করিতে পারা যায় না। ৪১ ধারাক্রমে নিম্নলিখিত বিধিগুলি তৎক্ষণ চুক্তির প্রতি বর্ত্তিবে।—

- (১)—খাজানা এক্ষণে হুকুম করিতে হইবে না যে তাহার রায়তের পূর্বে দেয় খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অর্থাৎ শতকরা ২৫ টাকার অধিক হয়।
- (২)—চুক্তিপত্রে অনুমান সাত বছরের কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য করিয়া দিতে হইবে।
- (৩)—বর্জিত খাজানা পূর্বের বা সাধক খাজানা অপেক্ষা টাকায় দুই আনার অর্থাৎ শতকরা ২৫ টাকার অধিক হইলে, চুক্তিপত্রে অনুমান পনের বছরের কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য করিয়া দিতে হইবে।

(৩)—রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ এই ধারায়ত চুক্তিপত্র রেজিস্ট্রী করিবার পূর্বে চুক্তি এই কান্টনের বিধানসম্মত ও রায়ত আদালতের তাহা করিতেছে এইরূপ কথা জানিয়া লইবেন। ইহা দৃষ্ট হইবে যে খাজানা ২২শোমন করায় এক্ষণে এই দাঁড়াইয়াছে যে রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষকে চুক্তি অনুমোদন করিবার ও তাহা উচিত ও ন্যায্য ইহা বুঝিয়া লইবার পরিণতি এক্ষণে কেবল ইহাই বুঝিয়া লইতে হইবে যে চুক্তি এই আইনের বিধানসম্মত।

৩০। ৪০ ধারায় এই বিধান বর্ণা গিয়াছে যে জমী মৃত্তারূপ খাজানা দিয়া কোন প্রজা পূর্বে ভোগ করিতেন, তাহা যে প্রাচীন বা মধ্য লর অন্তর্গত তথাকার কোন বাসেন্দা রায়তকে বিলি করা গেলে, খাজানা রক্ষি করিয়া দিবার রেজিস্ট্রী করা চুক্তিপত্রক্রমে না হইলে, পূর্বে প্রজা যে খাজানা দিতেন উক্ত রায়ত ও জমীর জন্য তদপেক্ষা উচ্চতর খাজানা দিতে বাধ্য হইবেন না এবং তদ্রূপ প্রত্যেক চুক্তির প্রতি পূর্বোক্ত বিধি বহিষ্কৃত।

৩১। যৌক্তিকভাবে খাজানা রক্ষি দিয়া যে আদালতের উদ্দেশ্য এই ভূমিকারী ও প্রজা উভয়ের প্রতি বস্তুতঃই ন্যায্য হয় এইরূপ কতকগুলি বিধি প্রণয়ন করিয়া একটি কাঁচাপত্র নিৰ্দেশ করিতে হইবে যাহাতে দিগাঘা বিষয় সম্বন্ধে বহুশিক্ষিত ও সুকঠিন গম্ভীর জ্ঞানিবার প্রয়োজন হইবে না। এই প্রয়োজন থাকে তাই খাজানারক্ষিসংক্রান্ত বর্তমান আইনটি ভূমিকারীদিগের হস্তে অকর্ষণীয় স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

এই অভিপ্রায়ে সের হেতুতে খাজানারক্ষিসংক্রান্ত যৌক্তিক উপস্থিত করা হইতে পারিবে, তাহা নিম্নে উল্লেখ করিলাম (৪০ ধারা)।—

(ক)—দখলীস্বত্বনিষ্কটীকৃত নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধা বিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে উক্ত রায়ত তদপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ)—সেই স্থানে বা চলিত খাজার প্রমাণ খাদ্য শস্যের গড় মূল্য রক্ষি হইয়াছে।

(গ)—ভূমিকারীর দ্বারা বা তাঁহার খরচে যে উৎকর্ষসাধন হয় তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি রক্ষি হইয়াছে।

(ঘ)—রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বন্যা দ্বারা বর্জিত হইয়াছে।

৩২। অনুসন্ধানক্রমে অবগত হওয়া গিয়াছিল যে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট কেবল বিশেষ বিশেষ স্থানের নিমিত্তই হারের প্রামাণিক তালিকা প্রস্তুত করিতে পারেন। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি সম্বন্ধে যে সংবাদ অবগত হইতে পারিলেই শক্তির রক্ষি হইয়াছে বলিয়া আদালত খাজানারক্ষিসংক্রান্ত বিধি খাটাইতে পারেন, আদালতের নিকট সেই সংবাদ উপস্থিত করণার্থ আমাদিগের নিকট অন্য কোন সাধারণ উপায়ের উল্লেখ করা হয় নাই। খাজানারক্ষির আইনসম্মত এই হেতুটি এককালে ব্যাগ কং প্রতি জমাদারেরা আপত্তি করেন, এবং ইহা পূর্বে প্রচলিত আইনের অন্যতম বিধান ছিল বলিয়া বক্তৃত হইল। এত হেতুতে খাজানা রক্ষি করিতে হইলে যে স্থলে ভূমিকারীকৃত উৎকর্ষসাধন বস্তুতঃ উৎপাদিকা শক্তির রক্ষি হয়, যে অনুসন্ধান ও রেজিস্ট্রী করণকার্যের বিধান পরে করা গিয়াছে তদ্বারা এই খাজানা রক্ষি করণ পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা হইবে। কিন্তু বন্যা দ্বারা উৎপাদিকা শক্তির রক্ষি হইয়াছে এই হেতুতে খাজানা রক্ষি করিতে হইলে, আমাদিগের আশঙ্কা এই এতাবৎকাল যে অনুবিধা বস্তুতঃ অর্থাৎ ভূমির উৎপাদিকা শক্তি পূর্বে কিরূপ ছিল তাহার প্রমাণ-ভাবে খাজানারক্ষির এই হেতুটি কাব্যাকর হইত না, এইক্ষণেও সেই অনুবিধা বিদ্যমান থাকিবে।

৩৩। পক্ষান্তরে মূল্যরক্ষির হেতুতে খাজানা রক্ষি করিতে হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট মূল্যের প্রামাণিক তালিকা প্রস্তুত করিলে, এই কার্যের বিশেষ সহায়তা হইবে। এতলে ইহা বলা উচিত প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের মূল্যের তালিকায় যে ভূমির খাজানা লইয়া বিধান তাহাতে যে বিশেষ কোন ফল জন্মিয়াছে তাহা লক্ষ্য না করিয়া মূল্যের সাধারণতঃ রক্ষি কি হ্রাস সূচিত হইতেছে ইহাই দেখিতে চাহবে। জটিল প্রস্তুত ফিল্ড সাইটের কৃত আইন সংগ্রহ পুস্তকের ২০০ ও তৎপরবর্তী পৃষ্ঠায় যে রূপ বিবৃত হইয়াছে অর্থাৎ ইংলণ্ডে গড় মূল্যের যে নিয়ম ধরিতা উৎপন্ন শস্যের দলসংলগ্নের পরিবর্তে মুদ্রাযোগে দেয় করা হয় তাহা আর এখানেও মূল্যের তালিকা লইয়া সেই নিয়মে কার্য করিতে হইবে ইহাই আমাদিগের অভিপ্রায়।

৩৪। কেহ কেহ এই কথা বলিয়াছেন যে শস্যের মূল্যরক্ষিস্থলে অনুপাতের বিধি অনুসারে কার্য করিতে হইলে, মূল্যরক্ষিজন্য আবাদ করিবার খরচ রক্ষি হইয়াছে বলিয়া কতক টাকা ডাড়াই দেওয়া উচিত। আশাভেদে আমরা এই বিষয়ে রায়তকে রক্ষা করিবার ভার খাজানারক্ষিসংক্রান্ত অন্য যে সকল নিয়ম প্রদত্ত হইয়াছে তাহার প্রতি, বিশেষতঃ ৪৮ ধারার প্রতি, অর্পণ করিলাম। এই ধারার বিধান এই—যাহা যৌক্তিকভাবে অবস্থা বিবেচনায় অনুপায় বা অন্যায় গোধ হয় আদালত কোন যৌক্তিকমত রূপে খাজানা রক্ষির ডিক্রী দিবে না। কিন্তু এই অধ্যায়ে যে সকল পরিবর্তন করা গিয়াছে তাহা জনসাধারণ কর্তৃক লক্ষ্যোচিত হইলে এই বিষয়টি অধিকতররূপে বিবেচিত হইবে।

৩৫। ভূমির উৎপাদিকা শক্তির রূদ্ধি হইবার হেতুতে খাজানা রূদ্ধি করণ পক্ষে যে অমুবিধা অনুভূত হয়, বর্জিত খাজানা গড় বাৎসরিক নোট উৎপন্নের এক পঞ্চাংশের অধিক হইবে না এই প্রস্তাবেও সেই অমুবিধা সনতাবে অনুভূত হয়। কবিতীর অধিকাংশ ব্যক্তিরই মত এই যে প্রত্যেক মূলেই গড় বাৎসরিক নোট উৎপন্ন অর্থাৎ প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের পরিমাণ অবধারণ করা একরূপ অসম্ভব। এই প্রস্তাবটির মূল নিয়মের প্রতিও ঐকমত্যের আগতি উত্থাপিত হইয়াছে। আমরা এই কারণে মূল পাণ্ডুলিপির ৭২ (খ) ধারার পূর্বোক্ত ভাবের বিধানটি উঠাইয়া দিয়াছি ও তৎপরিবর্তে মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত আর একটি নিয়মের দৃঢ়তা রূদ্ধি করিয়াছি। পূর্বোক্ত প্রথম হেতুতে খাজানা রূদ্ধি করিলে টানা প্রতি আট আনার অর্থাৎ শতকরা ৫০ টাকার অধিক রূদ্ধি করা যাইতে পারে যাইবে না; ২য় কথা ৪র্থ হেতুতে খাজানারূদ্ধি করিলে টানা প্রতিচারি আনার অর্থাৎ শতকরা ২৫ টাকার অধিক রূদ্ধি করা যাইতে পারিবে না; এবং (৪৮ ধারা) আদালত কোন মূলেই অমুপযুক্ত বা অন্যায় বোধ হইলে, খাজানারূদ্ধির ডিক্রী দিবেন না, আমরা এই সকল বিধান করিলাম।

৩৬। একই শ্রমীর দখলীস্বত্ববিধি রায়তেরা প্রচলিত যে হারে খাজানা দেয় সেই হারের সীমা পর্যন্তই খাজানা রূদ্ধি করা যাইতে পারিবে, এই সম্বন্ধে আমরা উত্তর পশ্চিম প্রদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ১০ ধারা অবলম্বন করিয়া ৫৪ ধারায় একটি প্রকরণ (গ) সংযোগ করিয়াছি। এই প্রকরণে, যে স্থলে দেশাচারমতে রায়তের আভির বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যিক, সেই স্থলের বিধান করা হইয়াছে।

৩৭। ভূম্যধিকারীকৃত উৎকর্ষসাধন হেতুতে খাজানা রূদ্ধি সম্বন্ধে আমরা দৃঢ় ও অলঙ্ঘ্য কোন বিধি প্রণয়ন না করিয়া কেবল এই মাত্র বিধান করিলাম যে [৪৬ (খ) ধারা] কতদূর পর্যন্ত খাজানা রূদ্ধি করিতে দেওয়া যাইবে ইহা নিরূপণ করণার্থে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে, অর্থাৎ—

- (১) উক্ত উৎকর্ষসাধন দ্বারা ভূমির উৎপন্নের মূল্য যতদূর রূদ্ধি হইয়াছে;
- (২) উৎকর্ষসাধন করিতে কত খরচ পড়িয়াছে;
- (৩) উৎকর্ষসাধন কাঁচো লাগাইতে হইলে চাষ করিতে কত খরচ পড়ে;
- (৪) উক্ত ভূমির বর্তমান খাজানা কত ও উচ্চতর খাজানা দিবার কিরূপ শক্তি আছে।

বহুকাল পূর্বের কথা লইয়া কষ্টকর অনুসন্ধান পরিহারার্থে আমরা [৪৬ (ক) ধারা] বিধান করিয়াছি যে উৎকর্ষসাধন রেজিস্ট্রী করা না গেলে অর্থাৎ ৯ম অধ্যায়ের নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে রেজিস্ট্রী করা না গেলে, আদালত খাজানারূদ্ধি দিবেন না। উক্ত বিধি সকল এরূপ ভাবে প্রণীত হইয়াছে দৃষ্ট হইবে যে তৎক্রমে আবশ্যিক সকল সংবাদই উপযুক্তরূপে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৩৮। বন্দ্যাবারা ভূমির উৎপাদিকা শক্তির রূদ্ধি হেতুতে খাজানারূদ্ধি সম্বন্ধে খাজানা সংক্রান্ত কমিশ্যন যে মূলবিধির প্রস্তাব করেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া আবাদিগের গৃহীত বিধিটি প্রণীত হইয়াছে। এই বিধির মর্ম এই যে [৪৭ (গ) ধারা] ভূম্যধিকারী ভূমির উৎপন্নের নিট রূদ্ধির মূল্যের অর্ধেকের অধিক পাইবেন না।

৩৯। ক্রমাগত খাজানারূদ্ধির মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব সীমাবদ্ধ করণ বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ৭৮ ধারাটি (৫০ ধারা) এক্ষণে প্রচলিত হার অপেক্ষা কমহারে খাজানা দেওয়া হইতেছে কিম্বা মূল্যরূদ্ধি হইয়াছে এতদ্বারা যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তাহার প্রতিই বস্তিবে; পরন্তু এই নিয়মটি এক্ষণে খাজানারূদ্ধির যে মোকদ্দমা দোষগুণ বিচারের পর ডিসমিস হইয়াছে ও যে মোকদ্দমায় খাজানা রূদ্ধির ডিক্রী দেওয়া হইয়াছে এই উভয়ের প্রতি বস্তিবে, ও একবার খাজানারূদ্ধি করা গেলে পনের বৎসর গত না হইলে আবার খাজানারূদ্ধি করা যাইতে পারিবে না। পূর্বের দশ বৎসর গত হইলেই খাজানারূদ্ধি করা যাইতে পারিত।

৪০। যে ২ হেতুতে খাজানা কমান্বার নিমিত্তে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে (৫১ ধারা) তাহা নিম্নলিখিতরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে।—অর্থাৎ

(ক)—যোতের জমী রায়তের দোষ ব্যতিরেকে বালি জমা হইয়া বা এই রূপ অন্য কোন চূর্ণটনা ঘটিয়া স্থাপিতরূপে অপকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং

(খ)—এ স্থানে প্রধান ২ খাদ্য শস্যের গড় মূল্য কমিয়া গিয়াছে।

ইহার প্রত্যেক মূলেই আদালত যত দূর উপযুক্ত ও ন্যায্য বোধ করেন, তত দূর খাজানা কমান্বার আদেশ করিতে পারিবেন।

৪১। মূল্যের আনান্দিক তালিকা প্রস্তুত করণ সম্বন্ধীয় সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৪২ ধারাজী মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত উক্ত বিষয় সংক্রান্ত ধারা হইতে কতক বিধয়ে বিভিন্ন। এতলে কেবল একটি পরি-বর্তনের কথা বলা আবশ্যিক, অর্থাৎ এই নূতন ধারাক্রমে স্থানীয় গণগণের পূর্ব ও বর্তমান উভয় কালের নিমিত্তই মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট গত বার বৎসর নিরনিতরূপে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া উক্ত মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই তালিকা গুলি সংশোধন করিয়া কোন স্থানের লম্যানির মূল্য সম্বন্ধে উদ্ভাদিগকে বিশ্বাসযোগ্য লিখিত প্রমাণস্বরূপ করিয়া তুলিতে পারিলে, মূল্যরূদ্ধির হেতুতে খাজানা রূদ্ধি করণ সময়ে আদালতের কাঁচোর বিশিষ্টরূপ সরলতা সাধিত হইবে।

৪২। পশুচারণ ভূমির খাজানা হুক্তি বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ৮০ খাতি টি উঠাইয়া দেওয়া গেল, কারণ পশুচারণের নিষিদ্ধে প্রত্যাবিশেষকে ভূমি খাজানা করিয়া দেওয়া অতীব বিবুল, সুতরাং এই বিষয়ে বিধির প্রয়োজন নাই।

৪৩। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজা শসারূপে বা কসল অনুসারে বে খাজানা দিবেন তাহার সীমা নির্দেশকারী মূল পাণ্ডুলিপির ৮১ খাতি টি উঠাইয়া দেওয়া গেল; কারণ, এ বিষয়ে স্থানীয় রীতি অতিশয় ভেদে ভেদে দৃষ্ট হইল। কসল বিভাগ করিবার পূর্বে নানা উপলক্ষ করিয়া উহা হইতে সচরাচর অনেক অংশ খান দেওয়া হইয়া থাকে। এরূপ হলে কোন দৃঢ় ও অন্তর্য্যাবহি নিদেশ নরিলে আদালতের আন্তি ঘটিয়া অনিষ্ট হইবারই সম্ভাবনা।

৪৪। শসারূপে দেয় খাজানা রূপান্তরিত করণ বিষয়ক (৫৩) খাতি টি যথা প্রদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৩ সালের আইনের ১৮ খাতি অবস্থানে পুনর্গঠিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহা বেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ভূম্যধিকারী কিম্বা প্রজার মধ্যে যে কোন সিদ্ধিতে কএক জন কর্তৃপক্ষের নিকট খাজানা রূপান্তরিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন এবং উক্ত যে কর্তৃপক্ষের নিকটে এই প্রার্থনা করা যায় তিনি তাহার প্রতিবাদ করা গেলে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। আরও যুক্তাবোগে কত খাজানা দিতে হইবে ইহা নির্ণয় করণার্থে পুরাতন খাতি অপেক্ষা নূতন খাতি বিবেচনামত কার্য্য করিবার অধিকতর অবসর প্রদান করা হইয়াছে। ইহাতে কেবল এই বিধান করা গিয়াছে যে এই খাজানা নির্ণয় করণ-কালীন পূর্বোক্ত কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, অর্থাৎ,

(ক) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের নিকটই সেই প্রকারের ও তরুণ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিষিত গড়ে যে মুদ্রাসংখ্যা খাজানা দিয়া থাকে, তাহার প্রতিও

(খ) পূর্ব দশ বৎসরে ভূম্যধিকারী প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা পাইয়া থাকেন তাহার গড় মূল্যের প্রতি।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

দখলীস্বত্বমূল্য রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৪৫। মূল পাণ্ডুলিপির ৮১ খাতি এই বিধান ছিল, এই পাণ্ডুলিপির অতিথিত "সামান্য রায়ত" অর্থাৎ দখলীস্বত্বমূল্য রায়ত তদীয় ভূম্যধিকারীর সহিত কৃত নিয়মামুসারে সময়ে যে খাজানা ধার্য্য হয় ১১৯ খাতার বিধান অর্থাৎ তাহার দেয় অভ্যুচ্চ খাজানা মোট উৎপন্নের গড় বার্ষিক মূল্যের পাঁচ আনার অধিক হইবে না এই বিধান প্রবল মানিয়া সেই খাজানা দিবে। আদিত্য যে কারণে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের খাজানা হুক্তি হলে এই প্রকার অভ্যুচ্চ খাজানা ধার্য্য করিবার প্রস্তাব ত্যাগ করিয়াছি, এই হলেও সেই কারণে তরুণ প্রস্তাব ত্যাগ করিবার মানস করি। দখলীস্বত্বমূল্য রায়তের খাজানা ধার্য্য করিবার চুক্তি সম্বন্ধে অন্য কোন নিয়ম করা কর্তব্য কি না এক্ষণে ইহাই কথা হইতেছে। আদ্যদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এইরূপ কোন নিয়ম নির্দেশ করিতে অনিচ্ছুক। অতএব সংশোধিত পাণ্ডুলিপিক্রমে ভূম্যধিকারী ও রায়ত উভয়েই এই বিষয়ে স্বাধীন রহিলেন। কেবলমাত্র (৫৭ খাতার) এই বিধান করা গেল কোন দখলীস্বত্বমূল্য রায়তকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে রেজিস্ট্রী করা নিয়মপত্র তির্য্য কিম্বা এই অধ্যায়ের বেক একটি খাতার কথা শীঘ্রই বলা বাইবে তদুপস্থিত প্রকারে না হইলে এই রায়তের খাজানা হুক্তি করা যাইবে না।

৪৬। যেহেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বমূল্য রায়তকে উচ্ছেদ করা বাইতে পারে তদ্বিষয়ক ৫৮ খাতার আদিত্য একটি প্রকরণ সংযোগ করিয়াছি। এই প্রকরণামুসারে উক্ত রায়তকে প্রথমবার রেজিস্ট্রী করা পাটাক্রমে ভূমির দখল দেওয়া গেলে পাটাক্রমের নিষাদ অতীত হইয়াছে এইহেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করা বাইতে পারিবে। কিন্তু আদিত্য পরবর্তী (৫৯) খাতায় বিধান করিয়াছি যে নিষাদ অতীত হইবার অন্তরায় হয় মাস থাকিতে রায়তের উপর উঠিয়া বাইবার মোটাস আদী কথা না গেলে পাটাক্রমের নিষাদ অতীত হইয়াছে এইহেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার শৌকস্মণ্য উপস্থিত করা বাইবে না, এবং নিষাদ অতীত হইবার হয় মাসের পর উপস্থিত করা বাইবে না।

৪৭। আদিত্য দখলীস্বত্বমূল্য রায়তকে উচ্ছেদের নিষিত অতিপূরণ দিবার বিধান সম্বন্ধীয় এক-রূপটি উঠাইয়া দিতে স্থির করিয়াছি এবং তৎপরিবর্তে (৬০ খাতার) এই বিধান করিয়াছি যে বর্জিত খাজানা দিতে অসম্মত এইহেতু ধরিয়া দখলীস্বত্বমূল্য কোন রায়তের নামে উচ্ছেদ করণার্থ যৌকস্মণ্য উপস্থিত করা গেলে আদালত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করিবেন। এই রায়তের পাঁচবৎসর কাল উক্ত খাজানায় ভূমি ভোগ করিবার তদিকার থাকিবে এবং তাহার পর প্রথম পাটাক্রমের নিষাদ অতীত হইলে যেহেতু নিষাদ অতীত হইতে পারে তাহা হইতে পারিত ইতিমধ্যে তাহার দখলীস্বত্ব না অধিলে সেই নিয়মে তাহাকে উচ্ছেদ করা বাইতে পারিবে।

৭ম অধ্যায়।

কোকাঁ রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৬৮। কোন মধ্যলীক্ষিতবিশিষ্ট রায়ত আপন বোতের অর্জেক কোকাঁ বিলি করাতে তালুকদাররূপে পরিণত হইলে, তাহার কোকাঁ প্রজারা রায়তদের স্বত্ব ও সুবিধা ভোগ করিবার অধিকারী হইবে। আমরা পূর্বেই (২৬ ও ২৭ ধারার) পাণ্ডুলিপি অন্তর্গত এই নুতন বিধানের উল্লেখ করিয়াছি। যে কোকাঁ রায়তেরা এই বিধানের উপকারের অধিকারী নহে, উপস্থিত অধ্যায়ক্রমে তাহাদের ক্রিয়পরিমাণে রক্ষণোপায় সাধিত হইবে।

৬৯ ধারার বিধান এই যে মুজাররুপ খাজানা দিয়া যে কোন কোকাঁ রায়ত ভূমি ভোগ করে, তাহার ভূমিকারী নিজে যে খাজানা দেন, তাহার উপর নিম্নলিখিত শতকরার অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না, অর্থাৎ,

(ক) রেজিষ্ট্রারী করা পাট্টা বা নিরূপকরূপে কোকাঁ রায়তদের খাজানা দেওয়া গেলে, শতকরা ১ পঞ্চাশ টাকার, ও

(খ) অন্য কোন স্থলে, শতকরা পঁচিশ টাকার।

আর ৬৯ ধারার এই বিধান করা গিয়াছে কোন কৃষি বৎসরের শেষে না হইলে এবং উক্ত বৎসর গত হইবার অন্তর ছয় মাস থাকিতে নির্দিষ্ট একারে কোন কোকাঁ রায়তের উপর উক্ত বাইবার নোটিশ জারী করা না গেলে পরতমীর ভূমিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিবরণ সাধারণ বিধান।

৭০। এই অধ্যায়ের প্রথমেই তালুকদার ও রায়তদের অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করণবিষয়ক স্বত্ব সম্বন্ধে বিধান আছে। এই বিধানগুলি তালুকদার সম্বন্ধীয় মূল অধ্যায়ের প্রথম ভাগ হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে যে সকল পরিবর্তন করা গিয়াছে তাহার একটির কথা এস্থলে বলা আবশ্যক। ৬৯ ধারার অন্তর্গত (২) উপধারার একটি প্রকরণ সংযোগ করা গিয়াছে। ইহার বিধান এই যদি ক্রিয়াকারী তালুকদার অবধারিত হারে ভোগকৃত প্রজাস্বত্ব রেজিষ্ট্রারী করিতে হইবে বলিয়া পরে কোন আইন প্রণীত হয়, তবে যে সকল প্রজাস্বত্ব নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রেজিষ্ট্রারী করা না হয়, তাহার প্রতি বিশ বৎসর ভোগ ব্যতিত সুবিদিত অনুমানটি বর্ত্তিবে না। আমরা অবগত হইয়াছি স্থানীয় গবর্ণমেন্টের বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপকসভার পূর্বোক্ত ভাবের রেজিষ্ট্রারী করণ অথবা প্রচলিত করণার্থে সীজেই আইনের এক খানি পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার আভিচার আছে। যদি ঐ পাণ্ডুলিপি আইনে পরিণত হয়, তাহা হইলে ব্যবস্থা প্রস্তুত পূর্বোক্ত অনুমানের কথাটি অপরিবর্তিত থাকিতে ভূমিকারীদের যে কষ্ট হয় বলিয়া তাহারা আক্ষেপ করিয়া থাকেন ঐ আইন ও পূর্বোক্ত প্রকরণক্রমে অন্ততঃ অবধারিত হারে ভোগকৃত প্রজাস্বত্বসম্বন্ধে সেই কষ্টের উত্তরপ্রাপ্তি আভিচার হইবে। স্বত্বের লিপি প্রস্তুত হইবার পরেও ঐ অনুমান আর খাটিবে না (পরবর্তী ৭৭ দফা দেখ)।

৭১। কোন তালুকের অন্তর্গত ভূমির সহিত ভূমি বোজিত হওয়াতে ঐ তালুকের খাজানার টাকাঁ বোঝ করিবার সময়ে লভ্য, ঝুঁকি ও আদায়ের খরচা বলিয়া শত করা ত্রিশ টাকা ধরিত হইবে মূলপাণ্ডুলিপির ৯৬ ধারার উল্লিখিত দৃঢ় ও অলভ্য এই বিধিটি তুল্যভাবে ৬৯ (২) ধারা হইতে উঠাইয়া দিয়া আমরা কেবল এই মাত্র বিধান করিলাম যে, তালুকদার আপনার তালুকের খাজানা সম্বন্ধে যত লভ্য পাইতে স্বত্বাবান আদায়তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

৭২। আমরা খাজানার কিস্তি বিবরণ (৬৭) ধারা হইতে মূল পাণ্ডুলিপির ৯৮ ধারা সংযুক্ত ক্রিয়পরিমাণে জটিল উপবিধিটি অনাবশ্যক বলিয়া উঠাইয়া দিয়াছি।

৭৩। আমরা ৬৮ ধারার একটি প্রকরণ সংযোগ করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রতি ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি যে তাহারা পরীক্ষার্থে প্রজাকে পোষ্টাল বনিঅডরক্রমে খাজানা দিবার ক্ষমতা দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। আদানিগের বিবেচনার টাকা দিবার এই প্রণালীটি কোন কোন স্থলে সুবিধা জনক বোধ হইতে পারে।

৭৪। আমরা ৭০ ও ৭১ ধারার প্রজাকে বের খাজানার কবজ ও হিসাবে যে সকল বিষয় লিখিতে হইবে তাহা দৃঢ় রূপে নির্দেশ না করিয়া তখনোই এই দলীলের পাঠ দিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রতি সুবিধা বোধ হইলে তাহা পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলাম।

৭৫। আমরা ৭০ (৪) ধারার মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত তুল্য ভাবে [১০০ (৪) ধারার] বিধানের দৃঢ়তা লিখিল করিয়া দিয়াছি। এক্ষণে এই বিধান করা গেল, যে প্রত্যেক কবজ সারতঃ আদেশপ্রসূত সমস্ত বিশেষ কথা না থাকে তাহা যে তারিখে দেওয়া যায় সেই তারিখ পর্যন্ত খাজানার সমুদয় দাওয়ার সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত বলিয়া গণ্য না হইয়া “বিপরীত দর্শন না গেলে” এইরূপ অনুমান হইবে।

৫৫। খাজানা আদায় করা গেলে তাঁহা কিয়তীয়া মইবার আর্থসাপেক্ষে বাহ্যতে কোর্ট কী না লাগে তাঁহার বিধান করিবার নিমিত্তে কেহ আদালতগকে পরামর্শ দিয়াছেন। এইরূপ হওয়া আমরা বাঞ্ছনীয় বোধ করি; কিন্তু শাসনকার্যসংক্রান্ত কর্তৃপক্ষগণের এই বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া আদালতগের হস্তেই ইহার ভার রাখা হইল।

৫৬। যে যোক্ত হস্তান্তর করা বাইতে না পারে, বা কী খাজানার নিবন্ধ সেই যোক্ত হইতে উদ্ধেহ করিবার বিধান বিষয়ক (৭৮) ধারার একটি উপধারা সংযোগ করিয়া আমরা, বিশেষ কারণ থাকিলে আদালত খাজানা দিবার নির্দিষ্টকাল বাড়াইয়া দিতে পারিবে, আদালতের প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করিলাম।

৫৭। ডাঙলী যোক্তের উৎপন্ন কল বিতরণ বা বাচাই করণার্থে কালেক্টর সাহেব কোন কর্তৃপক্ষী প্রেরণ করিতে পারিবে, তাঁহার প্রতি আমরা এই ক্ষমতা প্রদান করিলাম। আর্থবিশিষ্ট অন্যতর পক্ষের প্রার্থনাবশতঃ এবং অন্য যে কোন স্থলে জিলার বা মহকুমার মাজিস্ট্রেট সাহেবের বশে এরূপ কাৰ্য্য করিলে শান্তিভঙ্গ নিবারণ হইবার সম্ভাবনা সেই স্থলে কালেক্টর সাহেব তাঁহা করিতে পারিবে। [৮১ (২) ধারা]

৫৮। যে কর্তৃপক্ষীকে প্রেরণ করা যার তাঁহার প্রদত্ত রিপোর্টের উপর কালেক্টর সাহেব সকল স্থলেই যে আজ্ঞা ন্যায্য বোধ করেন সেই আজ্ঞা করিতে পারিবে, তাঁহার প্রতি আমরা এই ক্ষমতা প্রদান করিয়া এই বিধান করিলাম যে পক্ষদের মধ্যে যে কোন বিষয়ে বিবাদ থাকে তাঁহা মেওরানী আদালতের নিষ্পত্তির নিমিত্ত অর্পণ করা উপযুক্ত বিবেচনা না করিলে তাঁহার আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবে ও ডিক্রীর ন্যায় প্রবল করা বাইতে পারিবে। [৮২ (৪) ও (৫) ধারা] মূল পাণ্ডুলিপিক্রমে পক্ষদ্বয়কে প্রথম স্থলেই উপকার লাভার্থে মেওরানী আদালতে গাইতে হইত, এক্ষণে যে কাৰ্য্যপদ্ধতি নির্দিষ্ট হইল তাঁহা আদালতগের বিবেচনার অধিকতর সরল ও সুবিধাজনক।

৫৯। মূল পাণ্ডুলিপির ১১৭ ধারার পরিবর্তে আমরা পাঁচলিখিত ধারাটি সন্নিবেশ করিয়াছি

৮০ ধারা। (১) উৎপন্ন কল বাচাই করিয়া খাজানা লওয়া গেলে, সমস্ত কল সম্মুখে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

ন্যায়ের নথি সহজে যত্ন দায়ের করা।

বাধিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

(২) উৎপন্ন কল বিতরণ করিয়া খাজানা লওয়া গেলে যাবৎ উহা বিভাগ করা না হয়, তাবৎ সমস্ত কল সম্মুখে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

(৩) উক্ত স্থলেই তৃম্যধিকারীর পক্ষে কোন হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে প্রজা কৃষি কার্যের নিরন্তরতায় কল কাটিয়া লওয়া করিতে পারিবে, কিন্তু বাহ্যতে যথাকালে উপযুক্ত বাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয় এরূপ সময়ের বা এরূপ প্রকারে কলদের কোন অংশ আদায় করিতে পারিবে না।

(৪) যদি প্রজা কলদের কোন অংশ এরূপ সময়ের বা এরূপ প্রকারে আদায় করেন, বাহ্যতে যথাকালে তাঁহার বাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয়, তবে অন্য সংগ্রহের সময়ের নিকটস্থ সেই প্রকারের ক্ষমিতে সেই প্রকারের সময় সম্মাপেক্ষা পূর্ণ পরিমাণে যত বাচাই হয়, কল তত হইয়াছিল বলিয়া জ্ঞান করা বাইবে।

যেস্থলে উৎপন্ন বাচাই বা বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া যায়, সেস্থলে কলদের সম্মুখে সহজে তৃম্যধিকারী ও প্রজার স্বত্ব ও দায়ের বিষয়ে এই ধারার সংক্ষেপে প্রকৃষ্টরূপে বিধান করা গিয়াছে

মূল পাণ্ডুলিপির ১১৭ ধারার দণ্ড বিষয়ক বিধানটি এই স্থলে গৃহীত হইল না, কারণ ১৯ নং অধ্যায়ের (২০০ ধারা) মধ্যে দণ্ড বিষয়ক সাধারণ যে প্রকরণ সন্নিবেশ করা গিয়াছে তাহাতেই উক্ত বিষয়ের সম্বন্ধে বিধান দৃষ্ট হইবে।

৯ম অধ্যায়।

তৃম্যধিকারী ও প্রজা বিষয়ক বিবিধ বিধান।

৬০। আমরা একটি নূতন ধারা (৮৮) সন্নিবেশ করিয়া বিধান করিলাম যে, রাষ্ট্র অবধারিত খাজানায় তৃম্য অবধারিত খাজানার হারে তৃম্য ভোগ করিলে, তৃতীয় তৃম্যধিকারী তাহাকে কোন উৎকর্ষসাধন করিতে বাধ্য হইতে পারিবে না।

৬১। আমরা ৮৯ (৩) ধারার সংশ্লিষ্ট বাক্য-দুইটির ও তৃতীয় তৃম্যধিকারীর মধ্যে

(ক) রাষ্ট্রের উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্ব সম্বন্ধে ও

(খ) কোন বিশেষ কার্য্য উৎকর্ষসাধন কি না এতৎ সম্বন্ধে,

কোন বিধান উদ্ভূত হইলে কালেক্টর সাহেবের প্রতি তাঁহা চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলাম।

৬২। উৎকর্ষসাধন দ্বিভূত বিধানের সহজে নিশ্চিতি হইতে পারিবার নিমিত্ত আদরা ন্যাশনালের প্রজ্ঞাপন বিয়ত ১৮৮৩ সালের আইনের ৮০ ধারা অবলম্বন করিয়া একটি ধারা (১২) প্রণয়ন করি যাহি। এই ধারার বিধান এই যে কোন ভূস্বামিকারী কি প্রজ্ঞা যে উৎকর্ষসাধন করা যায় তাহার প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিলে কোন রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারীর নিকটে প্রার্থনা করিতে পারিবে, এবং কোন বিষয় প্রমাণ লিপিবদ্ধ করা গেলে পক্ষদের মধ্যে পরে যে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য হয় তাহাতে ঐ লিপিবদ্ধ কথা প্রমাণ মধ্যে আঁটা হইতে পারিবে। ৩৭ দফার লিপিত বহু ভূস্বামিকারী কৃত উৎকর্ষসাধন রেজিস্ট্রী করিবার বিধান করিয়াও আদরা একটি ধারা (১১) প্রণয়ন করিলা।

৬৩। স্থল পাণ্ডুলিপির ১২২ (৪) ধারার বিধান এই ছিল, যদি ইহা দেখান না যায়, যে ভূস্বামিকারী রায়তকে উৎকর্ষসাধন করিতে নিবেদন করিয়াছিলেন, এবং আপন তাহা করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তবে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে রায়ত যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। এই ধারার পরিবর্তে আদরা একটি উপধারা [১৩ (৪) ধারা] সরিবেশ করিয়া বিধান করিলা যে ১৮৮৩ সালের দ্বিতীয় মাসের ২ তারিখ অর্থাৎ উক্ত পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার তারিখ ও এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের মধ্যে রায়ত যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। ঐ পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার তারিখের পূর্বে কোন উৎকর্ষসাধন করা গেলে এই ধারা তাহার প্রতি ভূতকাল সম্পর্কে বর্জিবার পক্ষে ইহাতে বাধা হইবে।

৬৪। উৎকর্ষসাধনের নিমিত্তে কতিপূরণস্বরূপ যে টাকা দেয় হয় তাহা মিত্রপনকালে আদালত কর্তৃক যে বিয়ত বিবেচিত হইবে, আদরা ১৪ ধারার কিয়ৎপরিমাণে তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছি। সুতরাং যে কথামূলি সংযোগ করা গিয়াছে তাহার মধ্যে এইগুলি গুরুতর অর্থাৎ উৎকর্ষসাধনের কল যত কাল স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা তাহিবেচনার ঐ উৎকর্ষসাধনের অবস্থার প্রতি এবং “ভূমি কৃষি কার্যোপযোগী করা গেলে, নিম্না অসেচিত ভূমি সেচিত ভূমিতে পরিণত করা গেলে, রায়ত যত কাল অনর্জিত খাজানার উৎকর্ষসাধনের লাভ ভোগ করিয়াছেন” সেই কালের প্রতি আদালতের দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৬৫। ন্যাশনালের প্রজ্ঞাপনবিয়ত ১৮৮৩ সালের আইনের ৩০ ধারা অবলম্বন করিয়া আদরা প্রজ্ঞা কর্তৃক ইচ্ছা করণ বিয়ত (১৫) ধারাটি সূচন করিয়া প্রণয়ন করিয়াছি এবং কোন নোডের এই বিয়ত একটি আনু সংস্থার আঁতে বলিয়া তাহার ভূতীকরণার্থে একটি উপধারা (৫) যোগ করিয়া স্পষ্টরূপে বিধান করিয়াছি যে কোন রায়ত আপন যোত ইচ্ছা করিলে, ভূস্বামিকারী ঐ যোতে প্রবেশ করিয়া তাহা কোন প্রকারে অধা করিয়া দিতে কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ লইতে পারিবে।

৬৬। আদালত: দেখিলে যোৎ হয় যে রায়ত আপন যোত পরিভাগ করিয়াছে কিন্তু ঐ যোত যে ১৬ ধারা। (১) কোন রায়ত আপন ভূস্বামিকারীকে নোটিস না দিয়া ও খাজানা যেমন দেখা পরিভাগের কথা। হয়, তাহা দিবার বন্দোবস্ত না করিয়া যদি আপন বাগি ভাগ করে, ও নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা আপন যোত আর চাষ না করে, তবে রায়ত যে ভূমি বৎসরে ঐরূপ ভাগ করিয়া যায়, ও চাষ করিতে বিবস্ত হয়, সেই ভূমি বৎসর অজীত হইবার পরে কোন সময়ে ভূস্বামিকারী ঐ যোতে প্রবেশ করিয়া তাহা অন্য কোন প্রকারে অধা করিয়া দিতে পারিবে, কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ লইতে পারিবে। (২) কোন ভূস্বামিকারী এই ধারাদিতে কোন যোতে প্রবেশ করিলে, স্থানীয় গবর্নমেন্ট বিধিক্রমে যে প্রকারে আদেশ করেন, সেই প্রকারে নির্দিষ্ট পাঠে নোটিস প্রচার করাইবেন। তাহাতে এই কথা লেখা থাকিবে যে, তিনি উক্ত যোত পরিভাগ জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন। (৩) কোন ভূস্বামিকারী এই ধারাদিতে কোন যোতে প্রবেশ করিলে, ঐ নোটিস প্রচার করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসর কিম্বা দশমী পর্যন্ত রায়ত হইলে, ভূস্বাস অজীত না হওয়া পর্যন্ত ঐ রায়ত যে কোন সময়ে উক্ত ভূমির দখল করিয়া পাইবার নিমিত্ত যোতদমা উপস্থিত করিতে পারিবে। তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি কতিপূরণ হয় তাহাদেব কতি পূরণ সহজে আদালত বেক্স (যদি কোন) লভ্য ন্যায় বোধ করেন, সেই লভ্য দখল কিম্বা পাইবার আদা করিতে পারিবে।

অনুবিধা অনুসৃত হয় আদরা পার্শ্বলিখিত ধারা প্রণয়ন করিয়া তাহা নিরাকৃত করিবার চেষ্টা পাইয়াছি।

৬৭। কোন ভূস্বামিকারী পূজার সময় কিম্বা কালেক্টর সাহেবের অনুমতি বিনা দশ বৎসরে একবারের অধিক ভূমি বাণ করিতে পারিবে না এই বিয়ত ১৯ ধারার আদরা নিম্নলিখিত স্থল বর্জিত স্থল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি, অর্থাৎ—

(ক) যে স্থলে যোতের পরিমাণ, নিকটী কি টৈপান্তীহেতুক বৎসর পরিবর্তন হইতে পারে ও দেয় খাজানা ঐ পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(খ) যে স্থলে চাষের ভূমির পরিমাণ বৎসর পরিবর্তন হইতে পারে এবং দেয় খাজানা চাষের ভূমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(গ) যে স্থলে ভূমানিকারী উচ্চাপূর্বক হস্তাক্ষরকমে না হইয়া অন্যপ্রকারে খরিদার হন এবং খরিদক্রমে দখল করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসরের অধিক কাল গত হয় নাই।

৬৮। মাপের কতি বিষয়ক ১০১ ধারার আয়তন একটি উপধারা সন্নিবেশ করিয়া স্থানীয় গণপন মেটের প্রতি স্থানীয় তদন্ত লইবার পর কোন স্থানে যে বা যে২ মানদণ্ড ব্যবহৃত হয় তাহা নির্দেশ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি এবং এরূপে যে নির্দেশ করা যায় তাহা বিপরীত দর্শান না গেলে শুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে এই বিধান করিয়াছি। আয়তনগণের বিবেচনার ইহাতে মূল পাণ্ডুলিপির ১০৮ ধারার আর প্রয়োজন থাকিতেছে না। অতএব এই ধারাটি আমরা উঠাইয়া দিলাম। ভূমি মাপ করণ বিষয়ক অন্যান্য বিধান স্বত্বের লিপিসম্বন্ধীয় ১০ ম অধ্যায়ের মধ্যে দৃষ্ট হইবে।

৬৯। কোন মহাল কিম্বা তালুকের সত্বাধিকারিদের পক্ষে কায্য করণার্থে কাযাধ্যক্ষ নিয়োগ বিষয়ক এই অধ্যায়ের অন্তর্গত পরিচ্ছেদে আমরা একটি ধারা (১০২) সংযোগ করিয়া হাই কোর্টের প্রতি কাযাধ্যক্ষদের ক্ষমতা ও কর্তব্য কর্ম নির্দেশ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি।

৭০। স্বত্বনিমজ্জন বিষয়ক ধারাটি আমরা ভাগ করিয়াছি। এই ধারাটি থাকিলে দখলীস্বত্ব ভূমিধিকারীর হস্তে রক্ষিত হওয়াতে তদীয় প্রাধান্যকে কোণা রায়ের অবস্থায় পতিত হইতে হয়, সুতরাং উপস্থিত পাণ্ডুলিপি প্রণেতৃগণের স্বার্থ বিশেষ লক্ষ্য স্থল তদ্বিবেচনায় এই ধারাটি আয়তনগণের নচে বিশেষ আপত্তিবোধ। আবার এই ধারাটি রক্ষিত হইলে উপযুক্ত কারণ না থাকিলেও যে কোন ব্যক্তির এই ধারা ক্রমে সম্প্রদিসংক্রান্ত আইনের অটিলতা ঘটাইবার প্রচুর ও যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে। এই অটিলতার প্রভাবনার সহায়তা হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং সাধারণ উদ্দেশ্য বিবেচনা করিলে ও এই ধারাটির প্রতি গুরুতর আপত্তি উপস্থাপিত হইতে পারে।

আয়তনগণের বিবেচনার এই পাণ্ডুলিপির উপস্থিত প্রয়োজন দখলীস্বত্বসম্বন্ধীয় অধ্যায়ের মধ্যে সন্নিবেশিত (২৮) ধারার বিধানক্রমেই যথেষ্টরূপে সাধিত হইবে। এই ধারার কথা শুধুই (১২ দফায়) আমরা বলিয়াছি। মান্যবর জিসি জীবৃত ফিল্ড সাহেব এই বিষয়ে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উত্তমরূপ বিবেচনা করিয়া এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আয়তনগণের এই লক্ষ্য হইয়াছে যে স্বত্বনিমজ্জনযুক্ত প্রস্তাবটি কিরূপ পরিমাণে উপস্থিত আইনের ন্যায্য অধিকারের বিধিত।

১০ম অধ্যায়।

স্বত্বের লিপি ও থাকানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।

৭১। উপরি উক্ত দুইটি বিষয় লইয়া মূল পাণ্ডুলিপিতে যে দুইটি অধ্যায় ছিল তাহা এক অধ্যায়ের মধ্যে সংগ্রহ করা এবং সহজতর বিষয়টির অর্থাৎ স্বত্বের লিপি বিষয়ক কথা প্রথমে বলা আমরা সুবিধা বোধ করিলাম।

৭২। স্বত্বের লিপি না থাকায় জন সাধারণের কথনর, বিশেষতঃ কোন মহাল কি ভাস্কর নীলাধিক্রমে বলপূর্বক বিক্রয় করা গেলে যে ব্যক্তি তাহা ক্রয় করেন তিনি যে অসুবিধা অনুভব করেন, আয়তনগণের বোধ হয় যে ১১২ সংখ্যক নূতন ধারাক্রমে তাহা দূরীকৃত হইবে। এই ধারাক্রমে বিশেষ কএকটি নিয়মাবলীতে ভূস্বামী কি ভাস্করদ্বারের প্রার্থনারূপে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

৭৩। ইহা দৃষ্ট হইবে যে স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিবার প্রণালী সম্বন্ধে গুরুতর একটি পরিবর্তন করা গিয়াছে। মূল পাণ্ডুলিপির ১২ম অধ্যায়সমূহ সকল স্থলেই, অর্থাৎ, লিপির মধ্যে যে কথা খরিদে হইবে তাহা লইয়া বিবাদ থাকুক বা না থাকুক, সরাসরী কাযাধিখান নির্দিষ্ট হইয়াছিল, সুতরাং সকল স্থলেই একই কল হইত অর্থাৎ লিপির মধ্যে কোন কথা ধরা গেলই তাহা দৃষ্টিমাত্রই শুদ্ধ বলিয়া অনুমান করা যাইত, কিন্তু দেওয়ানী আদালতে তাহার গুরুতর প্রতিবাদ করা যাইতে পারিত। পক্ষান্তরে সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে স্বত্বের লিপি প্রথমেই প্রকাশিত হইবার বিধান করিয়া আপত্তি উপস্থাপন করিবার অধিকস্তর সুবিধা করিয়া দেওয়া গিয়াছে। লিপির মধ্যে কোন কথা ধরা গিয়া থাকিলে কি পরিবার প্রস্তাব করা গেলে যদি তাহার প্রতিবাদ করা হয়, তবে রাজস্বসংক্রান্ত কর্মচারীকে দেওয়ানী আদালতের নিরনিত কাযপদ্ধতি অনুসারে এই বিবাদ সম্বন্ধে তদন্ত লইতে হইবে এবং তাহার কৃত নিষ্পত্তি ডিক্রীর মাধ্যমে প্রকাশিত হইবে। বিশেষতঃ অল্প ভরূপ সকল আপীল সনদিবর নিষ্পত্তি নিষ্পত্তি হন এই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে প্রথমতঃ তাহারই নিরনিত আপীল হইতে পারিবে ও পরে দ্বিতীয় আপীল সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়মাবলীতে হাই কোর্টে আপীল হইতে পারিবে। সুতরাং লিপির বর্ণিত কোন কথা লইয়া বিবাদ হইলে, সকল স্থলেই বিবাদের বিষয়টি যে সকল কথার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে তাহার লায় গণ্য হইবে। লিপি প্রথমে প্রকাশ করনের পর আপত্তি উপস্থাপিত করনের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে স্থলে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যায়, লিপির বর্ণিত কথা সেই স্থলে অবিসংবাদিত বলিয়া চিহ্নিত করা যাইবে এবং মূল পাণ্ডুলিপির প্রস্তাবিত মতে ব্যবৎ বিপরীত দর্শান না যায় তাবৎ শুদ্ধ বলিয়া অনুমিত হইবে। উক্ত সকল কায্য বহু বিভাগে সংঘটিত হইবে বিবেচনা এবং স্বত্বের লিপি যদুপেই প্রকাশিত হইক না বেন স্বার্থযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই যে তাহার সম্বন্ধে এই লিপির মধ্যে

যে কথা দ্বারা তার তাহার বখার্ব তাব ক্ষয়ক্ষয় করিতে পারিবেন ইহা নিঃসন্দেহরূপে জানিতে পারিবাব সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমরা লিপির অন্তর্গত অবিসংবাদিত কথাগুলি যত দূর আনুগত্য হইবে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি তদনুসারে অধিকতর আনুগত্য বলিয়া নির্দেশ করিতে সাহসী হইলাম না।

৭৭। যে কার্যকে “খাজানার বন্দোবস্ত” বলা হইয়াছে তাহাতে যত্নের লিপি প্রস্তুত করণ এবং মখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজা ও ভূমিকদারেরা অবধারিত খাজানায় না হইবা অন্যপ্রকারে ভূমি ভোগ করিলে ভূমিকদারী না হইবা উক্তের সকল খাজানার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার আদেশ করেন সেই সকল খাজানার বন্দোবস্ত বুঝাইবে।

কোন যোতের খাজানার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে কি না এবং কত যাইতে পারিলে কত টাকার তাহা নিরূপণ করিতে হইবে এইগুলি বড় জটিল ভাবের প্রশ্ন এবং দুইটি বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তির উপর স্থাপিত। প্রথমতঃ প্রজা সম্বন্ধের অন্তর্ভুক্ত, ভূমির পরিমাণ প্রজাঃ স্বতঃ ও যে নিয়মে তিনি ভূমি ভোগ করেন এইরূপ অনেক বিষয়সমূহ প্রস্তাবের উপর পূর্বোক্ত প্রশ্নগুলির নিষ্পত্তি নির্ভর করে। এই প্রশ্নের মধ্যে আইনসমূহটি এমন নানা কথা থাকিবার সম্ভাবনা যাহা সর্বোত্তমরূপে তাহা নিষ্পত্তি করিতে হইলে পরিশেষে উচ্চতম বিচারালয়ে আপীল হইবার ব্যবস্থা পাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ এই প্রশ্নগুলির অর্থনীতি-সম্বন্ধিত অনেক বিষয়ের সহিত অর্থনীতি-সম্বন্ধিত প্রচলিত নীতি ও এবং উৎপাদনশক্তির মূল প্রভৃতি অনেক বিষয়ের সহিত যুক্তি সঙ্গত আছে। সকলেই স্বীকার করেন যে প্রথম স্থলেই উক্ত আর আপীল ক্রমেই উক্ত স্থানীয় তদন্ত না হইলে এবং বিচার্য বিষয়ের বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন এই সকল বিষয় লইয়া যথাযথ কার্য করা যাইতে পারে না। পূর্বোক্ত দুইটি বিষয় স্বতন্ত্র করিয়া যাহাতে প্রত্যেকটি বিশেষ ব্যক্তি কতক চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি হইবার প্রকৃষ্ট বিধান করা যাইতে পারে তাহাই আমাদিগের বিবেচনা স্থল হইয়াছিল। এই প্রশ্নের যে মীমাংসা মূল পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তাবিত হইয়াছিল, তাহা এই পাণ্ডুলিপির ১৬০ পারার দুইটি হইবে। স্বতন্ত্র লিপি সংক্রান্ত কার্যপদ্ধতির মধ্যে যে পরিবর্তনের পূর্বের উল্লেখ করা গিয়াছে তাহাতে এই অনেক বিশেষতঃ বিচারপট ও স্থানীয় কৃষিকার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ কর্মচারী বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন নিযুক্ত হইবেন পাণ্ডুলিপির উল্লিখিত এই বিধানক্রমে পূর্বোক্ত প্রশ্নের অধিকতর সম্ভাবনাক্রমে উক্ত পাণ্ডুলিপির পক্ষে সহায়তা হইবে বোধ হয়। আমরা এক্ষণে এই প্রস্তাব করি যে, যে খাজানার বন্দোবস্ত করা যায় কি বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করা যায় তৎসম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হইলে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী যত্নের লিপির অন্তর্গত কোন কথা-সম্বন্ধিত বিবাদের ন্যায় উক্ত বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন, ও পরে এই সমগ্র বিষয়ের আপীল বিশেষ জজের নিকট হইতে পারিবেন এবং যত্নের লিপির অন্তর্গত যে কথা বিবেচনায় খাজানার বন্দোবস্ত করা গিয়াছে তাহা কোর্ট দ্বিতীয় আপীলে সেই কথা উপলক্ষে বিশেষ জজের নিষ্পত্তি অন্যথা না করিলে এই নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে। এইস্থলে তাহা কোর্ট নুতন করিয়া খাজানা নিরূপণ করিয়া দিতে পারিবেন, কিন্তু জারজীর লিখিত অন্যান্য খাজানাদুটে তালী করিতে হইবে। অর্থাৎ খাজানা অত্যধিক কি অত্যল্প করিয়া দাওয়া করা হইয়াছে কেবল এই হেতুতেই তাহা কোর্টে দ্বিতীয় আপীল হইতে পারিবেন না কিন্তু আইনসমূহটি বিষয়ের সুবিধার মূল হইয়াছে বলিয়া, যথা বিশেষ জজ কোন যোতের মধ্যে প্রকৃষ্টই বড় জমী আছে তদনুসারে অধিক কি অল্প জমী আছে পরিমিত এই প্রকার হেতুতে দ্বিতীয় আপীল করা যায় বলিয়া দ্বিতীয় আপীল নর গেলে ও আপীলকারী কৃষকাদি হইলে, তাহা কোর্ট খাজানার হার পরিবর্তন না করিয়া সুসবিশেষে খাজানা কমাইয়া কি বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

৭৮। আমরা ১০০ ধারার বিধান করিয়াছি যে পূর্ব ক্রমক্রমে কোন যোতের খাজানার টাকা দাওয়া করিবার নিমিত্ত কোন ভূমিকদারীর আবেদন করিবার তত্ত্ব থাকিলে যোতের যে খাজানা তাহার প্রার্থনামতে সংগ্রহ হইয়া গিয়াছে, তদনুসারে উৎকর্ষসাধন দিয়া যোতের পরিমাণ রক্ষিত হইবে না হইলে, পনের বৎসর কালব্যয় তাহা রক্ষিত করা যাইবে না।

৭৯। প্রকৃত দিতে হইবার বিশেষ বিষয়ক ১১ ধারাটি এক্ষণে যত্নের লিপি প্রস্তুত করণ ও খাজানার বন্দোবস্ত করণ এই উভয় বিষয়ের প্রতিই বর্ত্তান গেল।

৭৭। এই অধ্যায়ের আর একটি বিধানের অর্থ ১১০ সংখ্যক নুতন ধারার বিধানের বিষয় কিছু বলা আবশ্যিক। বিধানটি এই। কোন প্রকার যত্ন সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই অধ্যায়ের লিপিবদ্ধ করা গেলে অবধারিত খাজানার বিশেষতঃ যত্ন ভূমি ভোগ করিলে যে অনুমান করা গিয়া থাকে বলিয়া সকলেই অবগত আছেন তাহা আর খাটিবে না।

১১শ অধ্যায়।

হারের তালিকা বিষয়ক বিধি।

৭৮। এই অধ্যায়ের লিখিত বিধান বিবেচনা করিবার সময়ে আমরা বঙ্গদেশের স্বতন্ত্রাধিকারের অধি-প্রাধিকারের কার্য করিয়াছি। যে সকল তদন্তলওয়া হইয়াছে তদ্ব্যতীত বোধ হয় যে খাজানার হারের মধ্যে বিলক্ষণ বিভিন্নতা আছে বলিয়া অনেক স্থানেই কোন বৃহৎ দেশখণ্ডে খাটিতে পারে হারের এমন সাধারণ তালিকা প্রস্তুত করা অসম্ভব। কিন্তু রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী কতক খাজানার সাধারণ

বন্দোবস্ত করণের প্রস্তাব অপেক্ষা উৎকর্ষক বিশেষত্ব আমাদের নিমিত্ত হাঁড়ের উত্তরণগুলিকা প্রস্তুত করিলে ভাল হয়, বন্দোবস্তের গবর্ণমেন্ট এইরূপ বিবেচনা করেন। প্রথমোক্ত স্থলে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী অংশে যে ভূমি লইয়া বিবাদ তথায় বাইরা বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন। কিন্তু শেষোক্ত স্থলে তিনি কেবল যে সকল সাধারণ রূতান্ত অনুসরণ করিয়া আদালতের কার্য্য করিতে হইবে সেই গুলিই নিরূপণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন। আদালতের সম্মুখে যে বিবাদের স্থল উপস্থিত করা যায় আদালত রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারীদের নিরূপিত সাধারণ রূতান্ত গুলি সেই স্থলে খাটাইবেন। অতএব চুই একটি সামান্য পরিবর্তন করিয়া আমরা এই কার্য্যপদ্ধতি অব্যাহত রাখিয়াছি। কিন্তু মূল পাণ্ডুলিপিতে ইহার বেরূপ গুরুত্ব ছিল এক্ষণে তাহা আর থাকিবে না।

১২শ অধ্যায়।

ভূস্বামীর নিজ জমীর কথা লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

৭৯। খামার বা জেরাতভূমি সংক্রান্ত কঠিন প্রশ্নটির সীমানা করিতে গিয়া আমরা চুইটি বিভিন্ন কার্য্যপদ্ধতির বিধান করিয়াছি।—অর্থাৎ—

(ক) ভূস্বামীর গবর্ণমেন্টের আদেশ ক্রমে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী কর্তৃক উক্ত ভূমির ভরণী ও রেজিস্ট্রী করণ ;

(খ) স্বার্থযুক্ত প্রাধিকারি অথবা প্রজার প্রার্থনামতে তদন্ত লওন।

বহুবিভূত দেশ সমূহে এই বিষয়টির বিশেষ গুরুত্ব আছে বলিয়া তথায় প্রথমোক্ত কার্য্যপদ্ধতি অনুসারে কার্য্য হইবে। শেষোক্ত পদ্ধতি কেবল বিশেষ কোন ভূমি খণ্ড লইয়া বিবাদ থাকিলে এই বিবাদস্থলে খাটাবে। বন্দোবস্তের গবর্ণমেন্টের অনুরোধক্রমে চুই কার্য্যপদ্ধতিই সমভাবে দেশের যে কোন অংশে খাটাইতে পারা যাইবে এইরূপ বিধান করা গিয়াছে। এই জমীর ভূমির বর্ণনায় আমরা বন্দোবস্ত ও বেহারদেশের মধ্যে কোন প্রভেদ করি নাই। কিন্তু আমরা আদেশ করিয়াছি যে প্রত্যেক স্থলেই দেশাচারের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কোনও স্থানীয় ভূমির রাজস্বসংক্রান্ত কর্মচারী প্রাধিকারী নিজ জমী বলিয়া প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবেন ইহা বিধান করিলেও যে স্থল স্পষ্টতঃই পূর্বোক্ত জমীর অন্তর্গত নহে সেই স্থলে কার্য্য কণার্থে কয়কটি বিধি প্রণয়ন করিয়া তাঁহার সাহায্য করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। যে খারায় এই সকল বিধি আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ভূস্বামীর নিজ জমী নির্ণয় করিবার বিধি।

১০৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্মচারী নিম্নলিখিত জমী

ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খামার, জেরাত, সেত, নিজ, নিজযোত বা কানাত বলিয়া ভূস্বামী নিজে আপন সরঞ্জামদ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুরদ্বারা এই আইন বিধিবদ্ধ হটবার অব্যবহিত পূর্বে ক্রমাগত বা বৎসর চার করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয় সেই জমী এবং

(খ) যে আবাদী জমী প্রমাণাত্মকভাবে ভূস্বামীর খামার, জেরাত, সেত, নিজ, নিজযোত বা কানাত জমী বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করা উচিত কি না, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পূর্বে ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া বিশেষ করিয়া ই জমী জমী দেওয়া হইয়াছিল কি না এই কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু বাৎসরিক দর্শন না যার, তাবৎ উক্ত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী নহে, এইরূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূস্বামীর নিজ জমী কি না, এবিষয়ে দেওয়ানী আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, রাজস্ব কর্মচারীদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শনার্থ এই ধারায় যে বিধি নির্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

১৩শ অধ্যায়।

ক্রোক করিবার বিধি।

৮০। এই অধ্যায়গত যে ২ পরিবর্তনের প্রতি আদালতের নতে মনোযোগ আকর্ষণ করা আবশ্যক তাহা এই ২।—

(ক) বাকী থাকানা আদালতের নিমিত্ত মোকদ্দমা করিতে হইলে যে কোর্ট কী দিতে হয় ক্রোকের দর-খাস্তেও তাহাই দিতে হইবে, মূল পাণ্ডুলিপি ১৬৭ (২) সংখ্যক এই ধারাটি উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(খ) উৎপন্নশস্য গোলাকাত করা গেলে তাহা ক্রোক করা যাইবে না।

(৭) যাবৎ ক্রোক করণের আদেশ প্রচার কি জারী করা না যায় উৎপন্ন শস্য স্থানান্তর করা যাইবে না, কোনও স্থলে আদালতের প্রতি এইরূপ আস্থা করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল। [১৪: (৩) ও (৪) ধারা]

- (ব) যে কসল গোলাজাত করা বাইরে পাঠে, তাহা কেবল খাতিতে বিক্রয় করা বাইবে না, ১৪৭ ধারার ইহার স্পষ্ট বিধান করা গিয়াছে ।
- (গ) কোন ব্যক্তির সপক্ষে মূল পাণ্ডুলিপির ১৮২ ধারায় অপরোধ করা গেলে, বিশেষ ২ নম্বরে এই ব্যক্তির অর্থদণ্ড হইতে পারিবে, এই বিষয়ের বিধান সংক্রান্ত ঐ পাণ্ডুলিপির ১৮৬ ধারাটি ত্যাগ করা গিয়াছে ।
- (ড) পক্ষান্তরে, উক্ত অপরোধের সহায়তাকারীদের দণ্ড বিধানের নিমিত্ত ১৯ নং অধ্যায়ের প্রথম ধারার স্পষ্ট বিধান করা গিয়াছে, এবং ১৮৮ ধারার ইহা স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে যে এই অধ্যায়ের বলে কোন ব্যক্তির সম্পত্তি জব্দ করা গেলে এবং এতলে এই অধ্যায়ের বিধান ন্যায়রূপে না বসিলে তিনি যে ব্যক্তির তাহার বিরুদ্ধে আদালতকে চালিত করিয়াছেন তাহানিদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিয়া উক্ত অনিষ্টের অতিকার করিতে পারিবেন ।
- (হ) মূল পাণ্ডুলিপির ১৮৭ ধারারূপে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এই অধ্যায়ের কার্য হৃদিত রাখিতে পারিবে; এই ধারাটি ত্যাগ করা গিয়াছে ।

১৪শ অধ্যায় ।

বিচার সম্পর্কীয় কার্যক্রমাদেশী বিষয়ক বিধি ।

১১। মূল পাণ্ডুলিপির ১৯১ অবধি ১৯৭ পর্যন্ত ধারার নির্দিষ্ট বিশেষ কার্যপদ্ধতির অধিকার হইতে আনয়ন ও বিধানের নিমিত্ত ও ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা মুক্ত করিয়াছি ।

১২। রাজধানী নগরের ছোট আদালত সংক্রান্ত আইনের একটি ধারা অবলম্বন করিয়া আনয়ন এই অধ্যায়ের প্রথমেই ১৪৯ সংখ্যক একটি ধারা সন্নিবেশ করিয়াছি । এই ধারারূপে হাই কোর্ট দ্বারীয় গবর্ণমেন্টের সম্মতি লইয়া ভূমিধিকারী ও প্রকার মধ্যে মোকদ্দমার দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের কোন অংশ বসিবে না কি বিশেষ কোন নিয়মাদেশে বসিবে ইহা প্রকাশ করণার্থে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, হাই কোর্টের প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করা গিয়াছে । নূতন আইন অনুসারে আদালত সমূহে নিম্নলিখিত কার্য চলে এই বিষয়ে ভ্রমোদর্শন লাভ হইলে, হাই কোর্টের প্রতি প্রদত্ত উক্ত ক্ষমতানুসারে এরূপ ভাবে কার্য করা যাইতে পারিবে, যাহাযে কার্যপদ্ধতির অধিকার সরলতা সাধিত হইবে, ইহাই আনয়নগের বিধান ।

১৩। আনয়নগের ইহা অংশই স্বীকার করিতে হইবে যে খাজানা সংক্রান্ত মোকদ্দমার কার্যপদ্ধতি সম্পত্তির ও সরলতার পরিবার অভিপ্রায়ে যে নানাপ্রকার প্রস্তাব করা গিয়াছে, তাহা বিশেষ চিন্তাশীলতা সহকারে বিবেচনা করিয়া, আনয়ন মুক্ত উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে যাহাতে সুবিচারের বাধা ঘটবার সম্ভাবনা থাকিবে না এমন কোন উৎকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না । বিশেষতঃ আনয়ন সমন আদায়ের কার্য ও এই প্রকারে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে উৎসাহ হইলেও সমনকারী হইয়াছে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইলে অগুণহিত প্রতিবাদির বিরুদ্ধে আইনঘটিত কোন অনুমান করিতে দিতে অসম্মত ।

১৪। পরন্তু খাজানা সংক্রান্ত মোকদ্দমার ভূমিধিকারীর যত্নসিদ্ধি কোন কথা উল্লেখিত হইয়া যে জটিলতা ও বিলম্ব ঘটে, তাহা যতদূর সম্ভব পরিহার করণার্থে আনয়ন ১৬৪ ধারার একটি শব্দ পরিস্ফুট করিয়াছি । এই ধারার আদেশ এই যে যদি প্রমাণ স্বীকার করে যে খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে কিন্তু এই উত্তর দেয় যে এই খাজানা বাদীর নিকট নহে, অন্য কোন ব্যক্তির নিকট দিতে হইবে, তাহা হইলে সে এই খাজানা আদালতে দিবে । যত্নসিদ্ধি যে কথা লইয়া বিবাদ তাহা খাজানার মোকদ্দমা হইতে যত্ন ও পৃথক ভাবে উল্লেখ করিতে বাধ্য করাই আনয়নের উদ্দেশ্য । অতএব আনয়ন এইরূপ করিয়াছি যে এরূপে টাকা দেওয়া গেলে আদালত এই টাকা দিবার নোটিশ এই ব্যক্তির উপর আরী করাইবেন ; এই ব্যক্তির ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে বাদীর বিরুদ্ধে যত্ন মোকদ্দমা উপস্থিত না করিয়া এই টাকা প্রদান নিষেধ করণার্থে আজ্ঞা না পাইলে বাদীর প্রার্থনামতে এই টাকা তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে ।

১৫। আনয়ন আরও ১৬৫ সংখ্যক একটি ধারা সংযোগ করিয়া বিধান করিয়াছি যে যদি কোন খাজানার মোকদ্দমার প্রতিবাদী স্বীকার করে যে তাহার স্থানে বাদীর টাকা পাওনা আছে কিন্তু যত্ন টাকা পাওনা তাহার সম্মুখে আপত্তি উত্থাপন করে, তবে আদালত সাধারণতঃ যত্ন টাকা পাওনা বলিয়া স্বীকৃত হয় তত টাকা আদালতে দিতে আদেশ করিবেন ।

১৬। আনয়ন ১৭৩ ধারার বিধান করিয়াছি যে বাদী কোন অসম্মতির প্রবেশকারীকে উদ্ভূত করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে বিকল্পে এইরূপ অতিকারের দায়িত্ব করিতে পারিবেন যে, প্রতিবাদীর দখলে যে ভূমি থাকে সেই ভূমির নিমিত্ত সে আদালতের নির্ণয় উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা দিতে দায়ী বলিয়া প্রকাশ করা যায় ।

১৭। মূল পাণ্ডুলিপির ২০৭ ধারার বিধানরূপে ভূমিধিকারী কিম্বা প্রজা ইহাদের মধ্যে অন্যতর ব্যক্তি প্রজাস্বত্বের ভাব ও অনুভূতি নিরূপণার্থে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন । ইহার পরিবর্তে আনয়ন ১৭৪ ধারার, পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যে কেহ প্রার্থনাগত উপস্থিত করিতে পারিবেন, এই

অধিকতর সরল ও সুসজ্জ কাঠখোলা নির্দেশ করিয়াছি। এবং যে আদালতের নিকট এই প্রার্থনা করা যায় সেই আদালতের প্রতি ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি যে উচিত বোধ করিলে এই আদালত রাজস্ব কমচারীর প্রতি কোন বিষয়ের স্থানীয় উদন্ত লইবার নিষিদ্ধ আদেশ করিতে পারিবেন।

১৬শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্তে সরাসরী নীলামের বিধি।

১৮। আমরা ভূমি অধিকারিণির যেরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়াছি তদনুসারে পতনী ভালুকের নীলাম সংক্রান্ত আইনের বিধানগুলির কোন বস্তুগত পরিবর্তন করি নাই, কেবল আকার লইয়া ও ক্ষুদ্র বিষয়ে কিছু পরিবর্তন করিয়াছি। সংশোধিত বিধানগুলি এখনে তফসীল হইতে স্থানান্তরিত করিয়া পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত করা গেল। এই বিধানগুলি নইয়াই এই অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ হইয়াছে।

১৯। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে একটি মাত্র ধারা আছে। এই ধারার বিধান এই যে, পতনী ভালুক ভিন্ন কোন ভালুক সরকারী রেজিস্টারে রেজিস্টারী করিবার বিধান আটনে করা গেলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বিদিক্রমে যেরূপ পরিবর্তন নির্দেশ করেন সেইরূপ পরিবর্তন সহকারে এই অধ্যায়ের সকল বিধান উক্ত সকল ভালুক সম্বন্ধে খাটিবে।

১৭শ অধ্যায়।

চুক্তি ও দেশাচার বিষয়ক বিধি।

২০। ভূমি অধিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা কতদূর পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ করা উচিত কএকটি বিষয় সম্পর্কে এই ওকতর প্রশ্নটির মীমাংসা পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত এই বিষয় সম্বন্ধীয় ধারায় দৃষ্ট হইবে (খাজানা ধার্য্য করণার্থ চুক্তির বিষয়ে পূর্ববর্তী ২৯, ৩০, ও ৪৮ দফা দেখ)। কিন্তু চুক্তিক্রমে আইনের বিধান হইতে মুক্তিলাভ করিবার ক্ষমতা সংশোধিত করণার্থে যে নিয়ম করা আসাদিগের মধ্যে অধিকাংশ বালির সত্তে আবশ্যক, আমরা তাহার অনেকগুলি এই অধ্যায়ের প্রথমে একটি ধারায় সংগ্রহ করা সুবিধাজনক বোধ করিলাম।

যেহ বিষয় চুক্তির সীমার বহির্ভূত করা গেল তাহা নিম্নে দৃষ্ট হইবে।—

(ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের স্বত্বলাভ (২৪, ২৫, ও ২৬ ধারা)।

(খ) ৩১ ধারার নির্দিষ্ট দখলীস্বত্বের অনুবঙ্গ।

(গ) ৫১ ধারামতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট স্বত্বতের খাজানা কমাটবার দাওয়া করিবার স্বত্ব।

(ঘ) ৫৩ ধারামতে দখলী খাজানা পরিবর্তনের দাওয়া করিতে ভূমি অধিকারীর বা প্রজার স্বত্ব।

(ঙ) নির্দিষ্ট তেতু ব্যতিরেকে দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ও গোবর্গী রায়তকে উচ্ছেদ করণ-বিষয়ে এত পাণ্ডুলিপিতে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৪৮, ৪৯, ১০, ও ৬৩ ধারা)।

(চ) দেশতের ভূমি করিয়া যাওয়ার প্রজার খাজানা কমাটবার স্বত্ব (৬৬ ধারা)।

(ছ) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার ও উৎকর্ষ কতিপয় প্রকারের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০, ও ৯৩ ধারা)।

(জ) ত্রিক্রীড়ারীক্রমে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রকারে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

২১। স্থানীয় বেকদরী পাট্টা দিবার প্রথা সম্বন্ধে উৎসাহ দিবার অভিপ্রায়ে আমরা এই অধ্যায়ে ১১১ সংখ্যক একটি নতুন ধারা প্রবেশ করিয়া এই বিধান করিয়াছি যে মহালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইলে সেই মহালে ভূমি অধিকারী ও প্রজার মধ্যে যে কোন নিয়ম হয়, সেই নিয়মাদুসারে কায়েমী বেকদরী পাট্টা দিতে ভূমি অধিকারীর বাধ্য হইবে, এই আইনের কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

২২। আসাদিগের বাসায়দারের মধ্যে সর্দিফলই স্বীকার করা গিয়াছে যে ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করিবার নিমিত্ত যে পাট্টা দেওয়া যায় সেই পাট্টাক্রমে ভোগবৃত্তভূমি, চর ও দেশাড়া ভূমি ও উদ্বন্দী ও জাম দানিলী প্রথা কমে গুলীত ভূমি সম্বন্ধে বিশেষ বিধান আদায়ের। উক্ত সকল প্রকারের ভূমি সম্বন্ধে যেরূপ বিশেষ বিধান করা আসাদিগের নিকট আবশ্যক বলিয়া বোধ হইল তাহা এই অধ্যায়ের পঞ্চাৎলিখিত তিনটি ধারায় দৃষ্ট হইবে।

২৩। ২১২ ধারার বিধান এই যে, এই আইনের কোন কথাক্রমে পতিত ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করণার্থ কোন চুক্তির বাধ্যতা হইবে না।

২৪। ২১৩ ধারার এই বিধান করা গিয়াছে যে, যে রায়ত চর বা দেশাড়া ভূমি ভোগ করে সে তাহার ক্রমাগত বারবৎসর ভোগ না করিলে এই ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিবে না এবং যাবৎ এই দখলীস্বত্ব লাভ না করে, তাবৎ ওয়ার ও ভূমি অধিকারীর মধ্যে যে খাজানা দিবার নিয়ম হয় সে সেই খাজানা দিতে দায়ী থাকিবে। কিন্তু আদালত আসাতর পক্ষে প্রার্থনাসম্মত নির্দেশ করিতে পারিলে যে কোন ভূমী এই ধারার অর্থমত চর বা দেশাড়া জমী বলিয়া আঁর গণ্য হইবে না। তাহা হইলে এই আইনের সমুদয় বিধান উক্ত ভূমী সম্বন্ধে খাটিবে।

২৫। পরিচ্ছেদে ২১৪ ধারার এই বিধান করা গিয়াছে যে “উদ্বন্দী” প্রণালী ও “জাম দানিলী” প্রণালী নামে খ্যাত প্রণালীমতে কোন ভূমি ভোগ করা গেলে, দেশাচারানুগত বা প্রকারান্তরের যে সকল নিয়মে এই ভূমি ভোগ হয়, এই আইনের কোন কথাক্রমে সেই সকল নিয়মের কোন ব্যাঘাত হইবে না।

৯৬। প্রদর্শন পূর্বেই বলা হয়েছিল যে স্থান কোন রাজত্ব রাষ্ট্রতন্ত্রণ আশ্রয় যোগ্যের অংশ না হইয়া স্বাধীন ভোগ করে সেই স্থানের বিধান বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপি র গম অধ্যায়টি আমরা ভাগ করিয়াছি। কিন্তু পাণ্ডুলিপির মধ্যে তন্ত্রণ আশ্রয়দের উল্লেখ না থাকিলে নোংরা বুঝিবার ভুল হইতে পারে বলিয়া আমরা ১১৬ সংখ্যক একটি ধারা সংশোধন করিয়া এইরূপ স্পষ্ট বিধান করা তাঁহা বোধ করিলাম যে পূর্বোক্তরূপ আশ্রয়ের অনুযায় দেণাচার দ্বারা নিয়মিত হইবে।

১৮শ অধ্যায়।

নিয়মিত বা অনিয়মিত বিষয়ক বিধি।

৯৭। মখলীসত্ব বিশিষ্ট রাজত্ব যে জমী তাহার আশ্রয় যোগ্যের অন্তর্গত সেই জমীর পুনর্বার মখল পাটবার নিয়মিত মোকদ্দমা করিলে ঐ মোকদ্দমা সম্বন্ধে নিয়মিত কাল যুক্তিসঙ্গতমত অঙ্গ করিয়া ধাওয়া করা উচিত, আরো এরূপ বিবেচনা করি। মধ্য প্রদেশের প্রজাপত্রবিষয়ক ১৮১ সালের আইনের ৮১ ধারার প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমরা যে ভাবে তন্ত্রণ প্রজাকে উল্লেখ করা যাবে তাহা বিবেচনা করিয়া মধ্য প্রদেশের আইন প্রণয়ন করিয়াছি। যে মোকদ্দমা পূর্বেই ভাগাদি হইয়া গিয়াছে, যাহাতে তাহার ছেঁচু পুনরুৎপাদিত হয় এই জন্য একটি উপবিধি সংযোগ করিয়াছি।

১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

৯৮। আমরা ভূমিকার প্রাতি আশ্রয় কক্ষাকার দ্বারা কাঁচা করিবার ক্ষমতা প্রদান বিষয়ক ২২১ ধারার বিধান নিয়ম পরিবর্তন প্রসারিত করিয়াছি এবং পাণ্ডুলিপির নক্সাট “ভূমিকার” শব্দের লক্ষণ সংক্রমে কোন ২ বাতির এই বিধি প্রাতি থাকিতে তাহা অগত্যা করণার্থে আমরা ২২২ সংখ্যক একটি ধারা সংযোগ করিয়া স্পষ্ট বিধান করিয়াছি যে এই ধারা তদন্তক বাস্তবিক অজানা ভূমিকার হইলে, তাহার উত্তরে বা সফল একই ইচ্ছা পাঁচ করণের ক্ষমতা, তাহার সফল একই ইচ্ছা যে কক্ষাকারকে নিযুক্ত করেন তাহার দ্বারা করা হইবে।

৯৯। আমাদিগের পানচুবাদ কালে এমন অনেক কথা উদ্ভূত হইয়াছিল যাহার সম্বন্ধে আমাদিগের প্রতিবেদন হইল যে আমাদিগের নিকট প্রাপ্ত কাগজাদিতে যে সংবাদ পাওয়া যায় তদনুযায়ী অধিকার সংবাদ না থাকিলে আমরা ঐ কথাগুলির যথোপযুক্ত সন্ধান করিতে সমর্থ হইব না। ইহার মধ্যে কতকগুলি কথা সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ও হাই কোর্টের পরামর্শ প্রাপ্ত হইলে আমরা বিশেষ সন্তোষ লাভ করি।

অন্যান্য পাণ্ডুলিপি এই—

- (১) ভূমিকার উৎকর্ষসাধন উপলক্ষে জল সেচনের নিমিত্ত নানা কাটাঁইবার, জল বিতরণ করিবার ও ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা করণার্থে রাজস্ব কমিশনার প্রাতি ক্ষমতা প্রদান করা বাস্তবিক কিনা, ও বাস্তবিক হইলে তন্ত্রণ বিধান করিতে হইবে।
- (২) প্রাচীন প্রজাপত্র মোকদ্দমার বিচার যাহাতে শাস্ত্রীয় এই অতিপায়ে বিধি প্রণয়ন করিয়া প্রাক্তন রাজস্ব বেওয়ানী কাগজবিধি আইনের কোন পরিবর্তন করা, বাস্তবিক কিনা, বিশেষতঃ যে স্থলে তন্ত্রণ সংখ্যক রায়ত কেহ বাহার অধীন না হইয়া ভূমিভোগ করে সেই স্থলে ভূমিকার প্রাতি একই আবেদনপত্রক্রমে তাহার বিবরণ বাকী খাজনার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ক্ষমতা প্রদান করা বাস্তবিক কিনা।
- (৩) একই ডিক্রী দেওয়া গেলে, পুনর্বার বিচার করার দাওয়া করিবার যে স্বত্ব আছে, তাহার সংশোধন করণার্থে একটি উৎপাদন না করিয়া কোন বিধান করা যাইতে পারেন কিনা। প্রতিবাদী নিকট যখন পূর্বেই নাই তথা কোন বিশিষ্ট ছেঁচুসমূহ প্রাতিবাদী উপস্থিত হইতে পারে নাই কোন বিচারপতি স্বাধীনভাবে ইচ্ছাযুক্তভাবে না পারিলে তিনি পুনর্বার বিচার হইবার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে বাধ্য নহেন আমরা ইচ্ছা অনুমত আছি; কিন্তু আমাদিগের নিকট ইচ্ছা কথিত হইয়াছে যে উপযুক্তমতে সমন্বয়ী অধীকার করাষ্ট এক্ষণে গন্ধিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং আদালতও প্রতিবাদীকে পূর্বোক্ত আপত্তি সহজেই গ্রাহ্য করেন। বিলম্ব সংঘটন ও আপন প্রাণ্য আদায় করিতে গিয়া ভূমিকার প্রাতি অনর্থক ব্যয়গ্রস্ত করায় যে কাবোরে উদ্দেশ্য, ইচ্ছাতে সেই কাবোরেই প্রাণ বেওয়া হয়।

প্রতিবাদী ডিক্রীর টাকা আমানত না করিলে একই মোকদ্দমার পুনর্বার বিচার হইবে না আমাদিগের নিকট এই প্রস্তাব করা হইয়াছিল, কিন্তু আমাদিগের যে সংবাদ জানা গেল তদনুযায়ী এই প্রস্তাব গ্রাহ্য করিতে অনিচ্ছুক হইয়া আমরা এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলাম যে হাই কোর্টের মানাবর জজ সাহেবদের বিবেচনা প্রাপ্তি অপেক্ষা হউক।

- (৪) আমাদিগের নিকট প্রায় এরূপ ভাবে আর একটি প্রস্তাব করা হইয়াছে, প্রস্তাবটি এই— বাকীখাজনার মোকদ্দমার প্রতিবাদীর বিবরণ ডিক্রী হইলে, তিনি ডিক্রীর টাকা আমানত না করিলে ঐ ডিক্রীর বিবরণে আপত্তি করিতে পারিবেন না। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে জজ সাহেবদের মত জানিতে পারিলে আমরা সন্তুষ্ট হইব।

- (৫) যে সকল স্বাধীন ডালুকের রাজস্ব গবর্ণমেন্টের সহিত সাক্ষাৎসম্মুখে বন্দোবস্ত হইলেও ঐ ডালুকের অধিকারীরা জমীদারের দ্বারা ঐ রাজস্ব দেন, সেই সকল ডালুক সম্বন্ধে সরাসরী লীলার সংক্রান্ত কার্য্যপ্রণালী খাটিতে পারে কি না এই বিষয়ে আমরা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের মত জানিতে বাঞ্ছা করি। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে ঐ সকল ডালুকের কথা সরকারী রেজিস্টারে নাই। পতনীয় সম্বন্ধীয় সংশোধিত কার্য্যপ্রণালী উক্ত সকল ডালুকের প্রতি বর্ত্তান হউক এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছিল।
- (৬) খাজানা মুক্ত ডালুকের অধিকারীদের নিকট পঞ্চকর ও পাবলিক ওর্কসকরের টাকা বাকী পড়িলে ঐ টাকা আদায় করণসম্বন্ধে পূর্বেই প্রণীত কার্য্যপ্রণালী বন্ধ হইবার নিমিত্ত এরূপ ভাবের একটি প্রস্তাব করা হইয়াছিল। এই বিষয়টিও আমরা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের পরামর্শের নিমিত্ত অর্পণ করিব স্থির করিয়াছি।
- (৭) যে নিষমণীনে বাস্তবস্থি ভোগ করা যায় তৎসম্বন্ধে অধিকতর সংবাদ লইবার আবশ্য-কতার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। (পৃষ্ঠা ৪ দফা দেখ)
- (৮) আমরা উঠবন্দী ও হালহাসিলী জমা সম্বন্ধে দেশাচারানুগত নিয়মাদি রক্ষণ করিয়া তাহা বিশেষরূপে বর্ত্তাইয়াছি। অন্য নামে খ্যাত ভূস্বামী সম্বন্ধেও উক্ত সকল নিয়মাদি রক্ষণ করা উচিত কি না এবং চট্টগ্রাম খণ্ডে যে বিশেষ নিয়মে ভূমি ভোগ করা যায় তৎসম্বন্ধে বিশেষরূপে কোন দেশাচারাদি রক্ষণ করা আবশ্যক কি না ইহা জানিতে ইচ্ছা করি।
- (৯) আর জজাওয়া ও গোরা বোতের হস্তান্তরযোগ্য মধ্যস্বত্বের দ্বারা অন্য কোন স্বত্ব অগ্রহে ক্রয় করিবার স্বত্ব সম্বন্ধীয় ধারার বিধান হইতে মুক্ত করণার্থে বিশেষ করিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায় কি না ইহা জানিতে ইচ্ছা করি।
- (১০) পরিশেষে গত বারংবার কালের মধ্যে যে সকল মুল্যের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে সেই মূল্যের শুদ্ধতা সম্পর্কে উৎকর্ষসাধন করা বাইতে পারে কি না এবং প্রণয়নতঃ ঐ সকল মুল্যের উপর নির্ভর করিয়া খাজানা রক্ষির নিয়ম করিলে কি কল সত্তাবনা এই বিষয়ে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের পরামর্শ জানিতে ইচ্ছা করি।

১০০। মূল পাণ্ডুলিপির প্রকাশ করণ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাপক সভার আত্মা নিম্নলিখিতরূপে পালিত হইয়াছে।—

ইংরেজী ভাষায়।

গেজেট।				তারিখ।
ইণ্ডিয়া গেজেট	১৮৮৩ সালের ৩, ১০, ও ১৭ মার্চ।
কলিকাতা গেজেট	১৮৮৩ সালের ৭, ১৪, ও ২১ মার্চ।

দেশীয় ভাষায়।

প্রদেশ।				তারিখ।
বঙ্গদেশ	১৮৮৩ সাল ২৪ আশ্বিন।
	হিম্মী ... ১৮৮৩ সাল ৪ মে।
	উড়িয়া ... ১৮৮৩ সাল ১৭ মে।

১০১। পূর্বেই বলিয়াছি একজনকার সংশোধিত আকারে পাণ্ডুলিপির পুনর্বার প্রকাশ করা উচিত ইহাই জামাদিগের মত।

এম, সি, বেলী।	টি, ডবলিউ, গিব্বন।*
টিবিস টমসন।	আবীর আলী।
সি, পি, ইলবার্ট।	ডবলিউ ডব্লিউ, হট্টর।
জি, এচ, পি, ইবান্স।	এচ, রেনলডস।*
জে ডবলিউ, কুইন্টন।	

কমিটির মন্তব্যের কল এট রিপোর্টে বর্ণনামূলকরূপে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমি ইচ্ছাতে স্বাক্ষর করিলাম, কিন্তু পাণ্ডুলিপির মূল বিষয়ের ও তৎসম্বন্ধে অনেক কথাই প্রতি আমার আপত্তি আছে, সুতরাং ভিন্নমতসূচক একটি স্বতন্ত্র মন্তব্য লিখিলাম।

কৃষ্ণদাস পাল।

পাণ্ডুলিপির মূল নিয়ম সমূহের প্রতি আমার সম্পূর্ণ আপত্তি আছে। মান্যবর ঐন আলী কৃষ্ণদাস পাল যে নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন সেই নিয়মাদীনে ও ঐ নিয়মসমূহের এই রিপোর্টে আমি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য ইহাই আমার বিশ্বাস বলিয়া এই রিপোর্টে স্বাক্ষর করিলাম।

ভারতচন্দ্র।

১৮৮৪ সাল ১৪ই মার্চ।

ভকসীল ।

- রাজাব ও কৃষি সংক্রান্ত কার্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটিং ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১ নং ডাবিথের ৪৮৪—১১৬ R. নং আকিসের আরকলিপি ও তৎসহিতপত্র [১ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১০ই জুলাই তারিখের ১৮২৭—৪৪৮ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১৮ই জুলাই ডাবিথের ১৮৭৬—৪৬৯ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ২৪শে জুলাই তারিখের ১২২৮—৬৯৪ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৪ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১৩ই আগস্ট তারিখের ২১৭৯—৭৮৭ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৫ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ২৪শে আগস্ট তারিখের ৪৮৩ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৬ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখের ৬৮৬ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৭ নং কাগজপত্র] ।
- মানাবর জীহুত টি, এম, গিবন সাহেবের মন্তব্যাবলি [৮ নং কাগজপত্র] ।
- পূর্ব বাঙ্গালার জুমাখিকারীদেব ১৮৮০ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের আবেদন ও তৎসহিত মন্তব্যাবলি [৯ নং কাগজপত্র] ।
- দীর্ঘপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ বাহাদুরের ১৮৮০ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখের ২১ নং পত্র [১০ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের ৮২২ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১১ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখের ২৭২ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১২ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১লা অক্টোবর তারিখের ১০২১ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৩ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখের ১০৮৩ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৪ নং কাগজপত্র] ।
- রাজাব ও কৃষি সংক্রান্ত কার্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটিং ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখের ২৬৪ R. নং আকিসের আরকলিপি ও তৎসহিতপত্র [১৫ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখের ১১১৭ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৬ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখের ১১৬০ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৭ নং কাগজপত্র] ।
- কলিকাতার জীহুত বাবু কিশোরীলাল সরকারের ১৮৮০ সালের ১৮ই অক্টোবর তারিখের পত্র [১৮ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ২৭শে অক্টোবর তারিখের ১২৯২ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৯ নং কাগজপত্র] ।
- কলিকাতার জীহুত বাবু কিশোরীলাল সরকারের ১৮৮০ সালের ৩রা নবেম্বর তারিখের পত্র [২০ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১০ই নবেম্বর তারিখের ২০২১—৪৩৭ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২১ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১৬ই নবেম্বর তারিখের ২৩৮১—৮৬১ পত্র ও তৎসহিতপত্র [২২ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখের ২৩৯৫—৮৬৩ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২৩ নং কাগজপত্র] ।

- উরিষার জনসাধারণ সভার কমিটির ১৮৮৩ সালের ১লা নবেম্বর তারিখের আবেদনপত্র [২৪ নং কাগজপত্র] ।
- উত্তরপাড়ার ক্রীষুত বাবু রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়ের ১৮৮৩ সালের ১০ই নবেম্বর তারিখের পত্র ও তৎসহিতপত্র [২৫ নং কাগজপত্র] ।
- ত্রিছতের ভূস্বাধিকারীদের সভার আইনতনিক সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই নবেম্বর তারিখের ১১ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২৬ নং কাগজপত্র] ।
- ক্রীষুত বাবু কিশোরী লাল সরকারের ১৮৮৩ সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখের পত্র [২৭ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গ ও বেঙ্গালদেশের ভূস্বাধিকারীদের সদর কমিটির ১৮৮৩ সালের ২৭শে নবেম্বর তারিখের ১১৮ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২৮ নং কাগজপত্র] ।
- রাজস্ব ও কৃষিসংক্রান্ত কার্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটি ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর তারিখের ১০৩৪ নং পৃষ্ঠলিপি ও তৎসহিতপত্র [২৯ নং কাগজপত্র] ।
- ময়মনসিংহ জিলার অস্থায়ী সেরপুতের কওকজন জমিদার, ডালুকদার, ও মধ্যবর্তী ভূস্বাধিকারীদের ১৮৮০ সালের ১৬ই নবেম্বর তারিখের আবেদনপত্র [৩০ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১২ ডিসেম্বর তারিখের ২৬৭০—২৫৪ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩১ নং কাগজপত্র] ।
- ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখের ১২০ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩২ নং কাগজপত্র] ।
- রাজশাহীর ভূস্বাধিকারীদের কমিটির সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর তারিখের পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৩ নং কাগজপত্র] ।
- ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অসিষ্টান্ট সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ৫ই জানুয়ারি তারিখের ২ নং পৃষ্ঠলিপি ও তৎসহিতপত্র [৩৪ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ১৯শে ডিসেম্বর তারিখের ২৭৮৯—১০০১ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৫ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ১৬ জানুয়ারি তারিখের ১৮২—৪৭ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৬ নং কাগজপত্র] ।
- ভালাঙ্গা শাখা ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের ১৮৮৪ সালের ১৬ জানুয়ারি তারিখের সভার নির্ধারণাবলি [৩৭ নং কাগজপত্র] ।
- ভাগলপুরের ভূস্বাধিকারী সভার সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ২ জানুয়ারি তারিখের ১০৬ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৮ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ২১ জানুয়ারি তারিখের ২২৭—৩৮ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৯ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৫৪০—২৩১ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৪০ নং কাগজপত্র] ।
- ত্রিছতের ভূস্বাধিকারীদের সভার আইনতনিক সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৫ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৪১ নং কাগজপত্র] ।

২ নম্বর।

বঙ্গদেশের প্রজাপত্র বিষয়ক ১৮৮৪ সালের
আইনের গাণ্ডুলিপি।

সূচীপত্র।

১ম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

ধারা।

- ১। সংক্ষেপ নাম।
আরম্ভ।
ভালীর ব্যাপ্তি।
- ২। বর্জিত হইবার কথা।
- ৩। অর্থকরণের কথা।

২য় অধ্যায়।

প্রজাদের প্রাণী বিষয়ক বিধি।

- ৪। প্রজাদের প্রাণী বিষয়ক কথা।
- ৫। তালুকদার ও রায়ত শব্দের অর্থ।

৩য় অধ্যায়।

তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।
খাজানা বৃদ্ধির কথা।

- ৬। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্যাবধি যে তালুক
ভোগ হইয়া আসিতেছে, কোনরূপে
ভাঙার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবার
কথা।
- ৭। তালুকের খাজানা বৃদ্ধির শীকার কথা।
- ৮। বর্জিত খাজানা সাংকে খাজানার বিস্তারের
অধিক না হইবার কথা।
- ৯। খাজানা কমলঃ বৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা করিতে
পারিবার কথা।
- ১০। খাজানা একবার বর্জিত হইলে দশ বৎসর পরি-
বর্তিত হইতে না পারিবার কথা।
তালুকের অন্যান্য অনুবাদের কথা।
- ১১। চিরস্থায়ী তালুকের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার-
ার কথা।
- ১২। চিরস্থায়ী তালুকদারকে উচ্ছেদ করিতে না
পারিবার কথা।
পত্তনী তালুকের কথা।
- ১৩। পত্তনীদারের পেটাও বিলি করিবার ক্ষম-
তার কথা।
- ১৪। পত্তনী তালুকের ভূম্যধিকারির হস্তান্তরক্রমে
প্রাণীতার স্থানে আসিল চাহিবার স্বত্বের
কথা।
রেজিষ্টারী করিবার কথা।
- ১৫। ইচ্ছাপূর্বক হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টারী
করিতে হইবার কথা।
- ১৬। খাজানার ডিক্রী ছাড়া অন্য ডিক্রীজারী-
ক্রমে নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে রেজি-
ষ্টারী করিবার কথা।

ধারা।

- ১৭। খাজানার ডিক্রী জারীক্ৰমে নীলাম দ্বারা
কিন্মা সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে
রেজিষ্টারী করিবার কথা।
- ১৮। রেজিষ্টারী না করিবার কালের কথা।
- ১৯। ভূম্যধিকারীকে রেজিষ্টারী করিতে বাধ্য করি-
বার নিমিত্ত আদালতে প্রার্থনা করিবার
কথা।
- ২০। রেজিষ্টারী করিতে বাধ্য করণার্থ ভূম্যধিকারীর
প্রার্থনার কথা।
- ২১। ভূম্যধিকারীর রেজিষ্টারী বহীর লেখার নকল
দিবার কথা।
- ২২। রেজিষ্টারী করণ সম্বন্ধে বিধিপ্রণয়ন করিতে
পারিবার কথা।

৪র্থ অধ্যায়।

অবধারিত হারে যে রায়তেরা ভূমিভোগ করে
তাঁহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

- ২৩। অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করিবার অধ-
যজের কথা।

৫ম অধ্যায়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।
সাধারণ।

- ২৪। বর্তমান দখলীস্বত্ব চলিত থাকিবার কথা।
- ২৫। বাসেন্দা রায়তদের দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবার
কথা।
- ২৬। বাসেন্দা রায়ত শব্দের অর্থ।
- ২৭। প্রাণ ও মহাল শব্দের অর্থকরণের কথা।
- ২৮। ভূম্যধিকারী দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইলে ভাঙার
কালের কথা।
- ২৯। একসাদী মালিক ও ইজারাদারদের সম্বন্ধে বিশেষ
বিধানের কথা।
- ৩০। খামার জমী সংরক্ষণের কথা।
- ৩১। দখলীস্বত্বের অনুবাদের কথা।
হস্তান্তর বিষয়ে নিয়মের কথা।
- ৩২। দখলীস্বত্ব ইচ্ছাপূর্বক বিক্রয় করিলে ভূম্যধি-
কারির অগ্রাধিকার করিবার স্বত্বের কথা।
- ৩৩। ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম হইলে ভূম্যধিকারীর
অগ্রাধিকার করিবার স্বত্বের কথা।
- ৩৪। উদ্ধার করিবার স্বত্ব বর্জিত করা গেলে ভূম্য-
ধিকারীর বন্ধকগ্রহীতার স্থান লইবার
স্বত্বের কথা।
- ৩৫। দখলীস্বত্বদান বিষয়ে নিয়মের কথা।
- ৩৬। পূর্ব কএক ধারার কার্যপক্ষে ভূম্যধিকারী
শব্দের অর্থের কথা।
কোর্কী বিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা।
- ৩৭। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যে রায়তেরা কোর্কী বিলি
করে, তাঁহাদের তালুকদারের পরিবর্তিত
হইবার কথা।
- ৩৮। মরণাট্টার কালের নিয়মের কথা।

খার।

খাজানা রক্ষিত কথা।

- ৩৯। উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা বিষয়ক অনুমানের কথা।
- ৪০। মুদ্র রূপ খাজানা রক্ষিত বিষয়ে নিয়মের কথা।
- ৪১। রেজিষ্টারী করা চুক্তিরূপে খাজানা রক্ষিত করিবার কথা।
- ৪২। পুনঃনির্ধারণ করিবার বেলা খাজানা রক্ষিত কথা।
- ৪৩। মোকদ্দমার দ্বারা খাজানা রক্ষিত করিবার কথা।
- ৪৪। প্রচলিত হার ধরিয়া খাজানা রক্ষিত সম্বন্ধীয় বিধি।
- ৪৫। মূল্য রক্ষিত হেতু ধরিয়া খাজানা রক্ষিত সম্বন্ধীয় বিধি।
- ৪৬। ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতু ধরিয়া খাজানা রক্ষিত বিষয়ক বিধি।
- ৪৭। বনোদ্ধারিত উৎপাদিকাশক্তিরূপে হেতু ধরিয়া খাজানা রক্ষিত সম্বন্ধীয় বিধি।
- ৪৮। খাজানা রক্ষিত উপযুক্ত ও ন্যায্যরূপ হইবার কথা।
- ৪৯। ক্রমে খাজানা রক্ষিত করিবার আঙ্গা করিতে পারিবার কথা।
- ৫০। ক্রমাগত খাজানা রক্ষিত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব সীমাবদ্ধ করিবার কথা।
- খাজানা কমাইবার কথা।
- ৫১। খাজানা কমাইবার কথা।
- মূল্যের অর্থাৎ দরের তালিকার কথা।
- ৫২। প্রচলিত শস্যের মূল্যের তালিকার কথা।
- খাজানা রূপান্তরিত করিবার কথা।
- ৫৩। শস্যরূপে দেয় খাজানা রূপান্তরিত করিবার কথা।
- বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।
- ৫৪। বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

৩৪ অধ্যায়।

দখলীস্বত্বশূন্য রাইতদের সম্বন্ধীয় বিধি।

- ৫৫। এই অধ্যায় খাটিবার কথা।
- ৫৬। দখলীস্বত্বশূন্য রাইতের প্রথমস্থলীর খাজানার কথা।
- ৫৭। খাজানা রক্ষিত নিয়মের কথা।
- ৫৮। যে যে হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রাইতকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।
- ৫৯। পাট্টার নিয়াদ অতীত হইবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।
- ৬০। খাজানা বৃদ্ধি দিতে অস্বীকার করিবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।
- ৬১। “দখল দেওয়া” শব্দের অর্থ।

৭ম অধ্যায়।

কোর্কী রাইতদের সম্বন্ধীয় বিধি।

- ৬২। কোর্কী রাইতের স্থানে যে খাজানা আদায় করিতে পারা যাইবে, তাহার সীমার কথা।
- ৬৩। কোর্কী রাইতদিগকে উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।

খার।

৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে বিধি ও অনুমান।

- ৬৪। খাজানা অবদারিত থাকিবার সম্বন্ধে বিধি ও অনুমানের কথা।
- ৬৫। খাজানার পরিমাণ ও ভোগের নিয়ম সম্বন্ধে অনুমানের কথা।
- পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজানার পরিবর্তনের কথা।
- ৬৬। পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজানার পরিবর্তনের কথা।
- খাজানা দিবার কথা।
- ৬৭। খাজানার কিস্তির কথা।
- ৬৮। খাজানা দিবার সময় ও স্থানের কথা।
- ৬৯। টাকা যেরূপে জমা দিতে হইবে, তাহার কথা।
- কবজ ও হিসাবের কথা।
- ৭০। ভূম্যধিকারীকে টাকা দিলে প্রচার কবজ পাইবার স্বত্বের কথা।
- ৭১। বৎসরের শেষে প্রচার সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি বা হিসাবের বিবরণপত্র পাইবার অধিকারের কথা।
- ৭২। কবজ ও হিসাবের বিবরণপত্র না দিলে এবং অনুলিপি না রাখিলে দণ্ডের কথা।
- খাজানা আদায়ক করিবার কথা।
- ৭৩। রাজকীয় কার্যালয়ে খাজানা আদায় করিবার দরখাস্তের কথা।
- ৭৪। যে খাজানা আদায় করা যায় রাজকীয় কর্মচারী তাহার রসীদ দিলে ঐ রসীদ নিষ্কৃতিপত্র হইবার কথা।
- ৭৫। আদায় পাইবার নোটিসের কথা।
- ৭৬। আদায়ী টাকা দিবার বা ফিরাইয়া দিবার কথা।
- বাকী খাজানার কথা।
- ৭৭। খাজানা হস্তান্তরযোগ্য যোতের প্রথম দার হইবার কথা।
- ৭৮। যে যোত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে সেই যোত হইতে উচ্ছেদ করিবার কথা।
- ৭৯। বাকী খাজানার ক্ষমতার কথা।
- ৮০। বৃত্তিসিদ্ধ কারণ বিলা খাজানা না দেওয়া গেলে কিম্বা অন্যরূপে প্রতিবাদিত নামে খাজানার মোকদ্দমা করা গেলে হানিপুরণের আঙ্গা করিবার ক্ষমতার কথা।
- কলনী বা ভাউনী খাজানার কথা।
- ৮১। কলন বাচাই বা বিভাগ করিবার নিমিত্ত আঙ্গার কথা।
- ৮২। কর্মচারী নিযুক্ত করা গেলে কার্যপ্রণালীর কথা।
- ৮৩। শস্যের দখল সম্বন্ধে স্বত্ব ও দায়ের কথা।

ধারা।

ভূম্যধিকারীর পরিবর্তন হইলে খাজানার
দায়ের কথা।

- ৮৪। হস্তান্তরের নোটিস না পাঠিয়া পূর্ক ভূম্যধিকা-
রীকে যে খাজানা দেওয়া যায় তৎক্ষণা
ভূম্যধিকারির অর্ধগ্রহীতার নিকটে প্রচার
দায়ী না হইবার কথা।
আইনবিরুদ্ধ কর প্রত্যাখ্যান করা।
- ৮৫। আবওয়াব প্রত্যাখ্যান আইনবিরুদ্ধ হইবার
কথা।
- ৮৬। দেয় খাজানার অতিরিক্ত টাকা প্রচার স্থানে
ভূম্যধিকারী অন্যান্য করিয়া লইলে দণ্ডের
কথা।

৯ম অধ্যায়।

ভূম্যধিকারী ও প্রজা বিষয়ক বিবিধ বিধান।
উৎকর্ষ সাধনের কথা।

- ৮৭। “উৎকর্ষসাধন” শব্দের অর্থ।
- ৮৮। অবধারিত কারে ভূমি ভোগ করা গেলে উৎ-
কর্ষ সাধন করিবার স্বত্বের কথা।
- ৮৯। দখলীস্বত্বশিষ্ট যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন
করিবার স্বত্বের কথা।
- ৯০। দখলীস্বত্বশূন্য যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন
করিবার স্বত্বের কথা।
- ৯১। ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন রেজিস্ট্রী করি-
বার কথা।
- ৯২। উৎকর্ষসাধন সম্বন্ধে প্রমাণ লিপিবদ্ধ করি-
বার প্রার্থনার কথা।
- ৯৩। রায়তকে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ
দিতে হইবার কথা।
- ৯৪। যে বিধিক্রমে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ণয়
করিতে হইবে, তাহার কথা।
ইন্তকা ও পরিভাগ করিবার কথা।
- ৯৫। ইন্তকা করিবার কথা।
- ৯৬। পরিভাগের কথা।
যোতের অংশ করিবার কথা।
- ৯৭। যোতের অংশ হস্তান্তরযোগ্য না হইবার
কথা।
উচ্ছেদের কথা।
- ৯৮। ডিক্রীজারীক্রমে না হইলে উচ্ছেদ না
হইবার কথা।
ভূমি মাপ করিবার কথা।
- ৯৯। ভূম্যধিকারির ভূমি মাপিবার স্বত্বের কথা।
- ১০০। প্রজা উপস্থিত হইয়া নীমা দেখাইয়া দিবে,
আদালতের এক্রপ আজ্ঞা করিতে পারি-
বার কথা।
- ১০১। মাপের কড়ির কথা।
কার্য্যাধ্যক্ষদের কথা।
- ১০২। কেন সম্ব্যধিকারিগণ এক জন সাধারণ কার্য্যা-
ধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন না ইহার কারণ দর্শা-
ইবার নিমিত্ত তাহাদের উপর আদেশ
করিতে পারিবার কথা।
- ১০৩। কারণ দর্শান না গেলে একজন কার্য্যাধ্যক্ষ
নিযুক্ত করণার্থ তাহাদিগকে আজ্ঞা দিতে
পারিবার কথা।
- ১০৪। আজ্ঞা পালিত না হইলে কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত
করিবার ক্ষমতার কথা।

ধারা।

- ১০৫। পূর্ক গারার (খ) প্রকরণমত সকল স্থলে
কার্য্য করণার্থ কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত
করিবার ক্ষমতার কথা।
- ১০৬। কোর্ট অব ওয়ার্ডস বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন
কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্য্যাধ্যক্ষতা সম্বন্ধে
খাটিবার কথা।
- ১০৭। কার্য্যাধ্যক্ষের প্রতি যে ২ বিধান বর্ত্তিবে
তাহার কথা।
- ১০৮। সম্ব্যধিকারীগণকে কার্য্যাধ্যক্ষতা তাঁর প্রত্যাখ্যান
করিবার ক্ষমতার কথা।
- ১০৯। বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

১০ম অধ্যায়।

স্বত্বের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।
স্বত্বের লিপির কথা।

- ১১০। স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দিতে
পারিবার কথা।
- ১১১। যে ২ বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে
তাহার কথা।
- ১১২। ভূম্যমির বা তালুকদারের প্রার্থনামতে রাজস্ব
কর্মচারীর বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে
পারিবার কথা।
- ১১৩। লিপি প্রকাশ করিবার কথা।
- ১১৪। লিপির লেখাসম্বন্ধে বিবাদ হইলে কার্য্যা-
প্রণালীর কথা।
- ১১৫। রাজস্ব কর্মচারীদের নিষ্পত্তির উপর আপী-
লের কথা।
- ১১৬। এই লিপির যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ না থাকে
তাঁহা অনুমানমত প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য
হইবার কথা।
খাজানা ধার্য্য হইবার বিধি।
- ১১৭। খাজানা ধার্য্য করণার্থ রাজস্ব কর্মচারীদের প্রতি
আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।
- ১১৮। খাজানা ধার্য্য করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।
- ১১৯। যে সময়ে খাজানার পরিবর্তন কলবৎ হইবে
তাহার কথা।
- ১২০। ধার্য্যকরা খাজানা যত কাল অপরিবর্তিত থাকি-
বে তাহার কথা।
অতিরিক্ত বিধানের কথা।
- ১২১। এই অধ্যায়মত কার্য্যাধুতানে যে খরচ পড়ে
তাহার কথা।
- ১২২। লিপি প্রস্তুত হইয়া থাকিলে অবধারিত
খাজানাসম্বন্ধী অনুমান না খাটিবার কথা।

১১ম অধ্যায়।

তারের তালিকা বিষয়ক বিধি।

- ১২৩। তালিকা প্রস্তুত করিবার আদেশ দিতে পারি-
বার কথা।
- ১২৪। তালিকায় যাহা লেখা থাকিবে তাহার কথা।
- ১২৫। যে বিধি অনুসারে খাজানার হার ধার্য্য করিতে
হইবে তাহার কথা।
- ১২৬। তালিকার স্থানীয় প্রকাশ করণের কথা।
- ১২৭। রাজস্ব কর্মচারীর আপত্তি নিষ্পত্তি করিতে
পারিবার কথা।

খার।

- ১২৮। তালিকা উদ্ধৃতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষদের নিকট পাঠাইবার কথা।
 ১২৯। তাহা হইলে রেভিনিউ বোর্ডের কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১৩০। চূড়ান্ত অনুমোদনের পর তালিকা প্রকাশ করিবার কথা।
 ১৩১। তালিকা যত কাল অবলম্বিত হইবে তাহার কথা।
 ১৩২। তালিকা সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হইবার কথা।
 ১৩৩। তালিকা প্রস্তুত করিতে যে খরচ পড়ে তাহা যেভাবে দিতে হইবে তাহার কথা।
 ১৩৪। যেখানে তালিকা অবলম্বিত সেখানে খাজানার দ্বিগুণ শৌকদ্দমার কথা।

১২শ অধ্যায়

ভূস্বামীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

- ১৩৫। ভূস্বামীর নিজ জমী অরীপ ও লিপিবদ্ধ করিবার আজ্ঞা দিতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের ক্ষমতার কথা।
 ১৩৬। ভূস্বামীর বা এজার প্রার্থনামতে নিজ জমীর কথা লিপিবদ্ধ করিতে রাজস্ব কর্মচারীর ক্ষমতার কথা।
 ১৩৭। নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১৩৮। ভূস্বামীর নিজ জমী লিখ্য করিবার বিধি।

১৩শ অধ্যায়

ক্রোক করিবার বিধি।

- ১৩৯। যে স্থলে ক্রোকের দরখাস্ত করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।
 ১৪০। যে পাঠে দরখাস্ত লিখিতে হইবে তাহার কথা।
 ১৪১। দরখাস্ত পাঠিলে কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১৪২। ক্রোক করিবার আজ্ঞা জারী হইবার কথা।
 ১৪৩। দাবীপত্র ও হিসাব জারী করিবার কথা।
 ১৪৪। শস্যাদি কর্তন প্রভৃতি করিবার স্বত্বের কথা।
 ১৪৫। দাবী শোধ করা না গেলে নীলামের ঘোষণা-পত্র প্রচার করিবার কথা।
 ১৪৬। নীলাম হইবার স্থানের কথা।
 ১৪৭। ক্ষেত্রস্থল্যাদি বিক্রয় করিতে পারিবার কথা।
 ১৪৮। যে প্রকারে বিক্রয় করিতে হইবে তাহার কথা।
 ১৪৯। বিক্রয় স্থগিত রাখিবার কথা।
 ১৫০। ক্রয়ের টাকা দিবার কথা।
 ১৫১। ক্রেতাকে যে সার্টিফিকেট দেওয়া যাইবে তাহার কথা।
 ১৫২। নীলামের উৎপত্তিকাল যেভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার কথা।
 ১৫৩। কোনও কর্মচারীদের ক্রয় করিতে না পারিবার কথা।
 ১৫৪। নীলামের পূর্বে দাবীর টাকা দেওয়া গেলে কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১৫৫। পেটাও প্রজা আপন পাটানাতার জন্য যে টাকা দেন, তাহা খাজানা হইতে কাটরা দিতে পারিবার কথা।

খার।

- ১৫৬। উদ্ধৃতন ও অধিকৃত ভূস্বামিকারীর স্বত্বের মধ্যে বিরোধের কথা।
 ১৫৭। যে সম্পত্তি আটক আছে তাহা ক্রোক করিবার কথা।
 ১৫৮। অন্যায় ক্রোকের নিষিদ্ধ কতিপয়রূপের নোংরা-বার কথা।

১৪শ অধ্যায়

বিচার সম্পর্কীয় কার্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

- ১৫৯। ভূস্বামিকারী ও এজার শৌকদ্দমার বর্ডাইতে হইলে দেওয়ানী শৌকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন পরিবর্তিত করিবার ক্ষমতার কথা।
 ১৬০। আইনমত আনুষ্ঠানিক কার্যে বিচারার্থিতার কথা।
 ১৬১। দায়ের বা গোমস্তার স্বীকৃত মোক্তার হইবার কথা।
 ১৬২। শৌকদ্দমার বিশেষ রেজিস্ট্রারের কথা।
 ১৬৩। খাজানার শৌকদ্দমার কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১৬৪। তৃতীয় ব্যক্তির নিকট যে টাকা দেনা আছে স্বীকার করা যায়, তাহা আদালতে দিবার কথা।
 ১৬৫। ভূস্বামিকারীর পাওনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা আদালতে দিবার কথা।
 ১৬৬। কিস্তিক্রমে টাকা দিবার বিধানের কথা।
 ১৬৭। আদালতের রসীদ দিবার কথা।
 ১৬৮। খাজানার শৌকদ্দমার আদালতের কথা।
 ১৬৯। খাজানার দ্বিগুণ ভিত্তি যে তারিখ অবধি চল-বৎ হইবে তাহার কথা।
 ১৭০। সম্পত্তিদণ্ড হইবার প্রতিকারের কথা।
 ১৭১। যে রায়তদিগকে উচ্ছেদ করা যায়, লম্বা ও বৃহৎ প্রস্তর ভূমি সম্বন্ধে তাহাদের স্বত্বের কথা।
 ১৭২। উচ্ছেদ করিবার আনুষ্ঠানিক কার্যে পরাম্পরের দায়ের সম্পত্তি হইবার কথা।
 ১৭৩। উচ্ছেদের বিকল্পে আদালতের ন্যায় খাজানা দাখিল করিতে পারিবার কথা।
 ১৭৪। প্রজাস্বত্বের অনুচ্ছেদ নিরূপণ করিবার প্রাধিকার কথা।

১৫শ অধ্যায়

দাবী খাজানার নিমিত্তে দ্বিতীয় বিক্রয়ের বিধি।

- ১৭৫। দায় অসিদ্ধ করণ সম্বন্ধে ক্রেতার সাধারণ ক্ষমতার কথা।
 ১৭৬। সংরক্ষিত স্বার্থের কথা।
 ১৭৭। “দায়” ও “রেজিস্ট্রারী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়” শব্দের অর্থ।
 ১৭৮। ঘোড়ার নীলাম হইবার প্রাধিকারের কথা।
 ১৭৯। নীলাম হইবার বিজ্ঞাপনসূচক ঘোষণাপত্রের কথা।
 ১৮০। রেজিস্ট্রারী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বন্ধিত ভাণ্ডার বিক্রয়ের ও তাহার কালের কথা।
 ১৮১। সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাহীন ভাণ্ডার বিক্রয় করিবার ও তাহার কালের কথা।

ধারা।

- ১৮২। অবধারিত হারের বোতের প্রতি পূর্ব কএক ধারার বিধান বজ্জিবার কথা।
- ১৮৩। সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় করিবার ও তাহার কলং কথা।
- ১৮৪। পূর্ব কএক ধারামতে দায় অসিদ্ধ করিবার কার্য-প্রণালীর কথা।
- ১৮৫। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত পূর্ব কএক ধারামতে তালুক বন্টিয়া গিয়া হর এরূপ লাভ্য দিবার ক্ষমতার কথা।
- ১৮৬। বিক্রয়োৎপন্ন টাকা লইয়া যাচা করিতে হইবে জরিফদার নিয়ম কথা।
- ১৮৭। খরচা সমেত ডিক্রীর টাকা আদালতে দেওয়া গেলেই কিম্বা ডিক্রীদার শোধ হইয়াছে স্বীকার করিলেই যোত জোক হইতে মুক্ত হইবার কথা।
- ১৮৮। নীলাম দিবারদ্বারা আদালতে টাকা দেওয়া গেলে, তাহা কোনরূপে উক্ত বোতের বজ্জী খণ হইবার কথা।
- ১৮৯। অধিকৃত প্রজা আদালতে টাকা দিলে তাহা খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।
- ১৯০। নীলামে ডিক্রীদারের ডাকিতে পারিবার ও ডিক্রীদত খাতকের ন্যে পারিবার কথা।
- ১৯১। দেওয়ানী মোকদ্দমার কাছা প্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১৩ ও ৩২৬ ধারার কার্য না হইবার কথা।
- ১৯২। দায়স্থতিকারী কোনরূপে মিনমর্শনপত্র রেজি-স্ট্রী করিবার কথা।
- ১৯৩। জুয়াধিকারীকে দায়ের নোটিস দিবার কথা।

১৬শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার মিস্তি সরাসরী নীলামের বিধি।

পত্তনী তালুক নীলামের কথা।

- ১৯৪। জুয়াধীর সরাসরী নীলাম দ্বারা পত্তনীদারের হায়েন বাকী খাজানা আদায়ের কথা।
- ১৯৫। বৎসরের প্রারম্ভে নীলামের দরখাস্ত করিবার কথা।
- ১৯৬। নোটিস জারী করিবার কথা।
- ১৯৭। বৎসরের মাঝখানে নীলামের দরখাস্তের কথা।
- ১৯৮। তালুকদার তলবসম্বন্ধে আপত্তি করিলে কার্য প্রণালীর কথা।
- ১৯৯। বাকী টাকা আদায় করা না গেলে তালুক নীলাম হইবার কথা।
- ২০০। নীলাম হইলে যেহে নিয়ম মানিতে হইবে তাহার কথা।
- ২০১। নীলামের কার্য যেখানে চালাইতে হইবে, তাহার কথা।
- ২০২। প্রতিদায়ের স্বত্বের কথা।
- ২০৩। প্রতিদায়কে দখল দিবার কথা।
- ২০৪। নীলাম বন্ধ করিতে যে ব্যক্তির স্বার্থ থাকে সেই ব্যক্তির আদায় করা টাকা আদায় করিবার কথা।
- ২০৫। নীলাম অসিদ্ধ করিবার মোকদ্দমার কথা।
- ২০৬। নীলাম হওয়ার্তে যে ব্যক্তির স্বার্থ অসিদ্ধ হইতে পারে তাহার ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমার কথা।

ধারা।

- ২০৭। নীলামের উৎপন্ন টাকা লইয়া যাচা করিতে হইবে তাহার কথা।
- ২০৮। রবিবার ও একত্র দিন নিষেধক বিধানের কথা।
- ২০৯। অমান্য তালুক নীলামের কথা।
- ২১০। অমান্য রেজিস্ট্রীকরী তালুক সম্বন্ধে এই অধ্যায় পরিবর্তিত হইয়া থাকিবার কথা।

১৭শ অধ্যায়।

চুক্তি ও দেশাচার বিষয়ক বিধি।

- ২১০। চুক্তির বিচ্ছেদ যেহে বিধান কলং হইবে তাহার কথা।
- ২১১। কারেনী মকররী পাঠের কথা।
- ২১২। কৃষিকাথোপগোষ্ঠী কলংের চুক্তির কথা।
- ২১৩। চর ও দেশাচার জমীর কথা।
- ২১৪। উঠবন্দী ও চালহাঙ্গিনী প্রণালীর কথা।
- ২১৫। চাকরান তালুক সম্বন্ধে না থাকিবার কথা।
- ২১৬। বাস্তব চুক্তির কথা।
- ২১৭। দেশাচার সংরক্ষণের কথা।

১৮শ অধ্যায়।

মিস্তি ও তাহার বিষয়ক বিধি।

- ২১৮। ৪ তফসীলমত মোকদ্দমা, আপীল এবং প্রার্থনা বা দরখাস্তের মিস্তির বিধানের কথা।
- ২১৯। তারতবর্ষীয় মিস্তি বিষয়ক আইনের কিং-মেন এ মোকদ্দমা প্রকৃতিতে না থাকিবার কথা।

১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

দেওয়ানী কথা।

- ২২০। কলং বে-আইনীমতে হস্তক্ষেপ করিলে দণ্ডের কথা।
- জুয়াধিকারীদের কর্মকারক ও অভিনিধিদের কথা।
- ২২১। জুয়াধিকারীর কর্মকারকদ্বারা কার্য করিবার কথা।
- ২২২। এজমা-জুয়াধিকারীদের একত্রে বা সাধারণ কর্মকারকের দ্বারা কার্য করিবার কথা।
- ২২৩। কর্মকারীদের কাছা প্রণালী ও ক্ষমতা সম্বন্ধীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।
- ২২৪। বিধি প্রণয়ন, প্রকাশ ও দৃঢ় করিবার কার্য প্রণালীর কথা।
- ২২৫। জেলার কিংসকালীন বন্দোবস্ত থাকে তৎসম্বন্ধীয় বিধানের কথা।
- ২২৬। জেলার কিংসকালীন বন্দোবস্ত হয় নাই, সেই জিলায় যে ছুটি জোগ হয় তৎসম্বন্ধে না থাকিবার কথা।
- ২২৭। রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত হইলে খাজানা পরিবর্তন করিতে পারিবার কথা।
- ২২৮। হালকর প্রকৃতি নতুন কথা।
- ২২৯। হালকর ও বসকর প্রকৃতি নতুন কথা।
- ২৩০। বিশেষ আইন সংরক্ষণের কথা।

তফসীল।

প্রথম।—যেহে আইন রহিত হইল।

দ্বিতীয়।—১৮১৯ সালের ৮ আইনের হেতুবাদ হইতে উদ্ধৃত।

তৃতীয়।—কলং ও হিলাবের পাঠ।

চতুর্থ।—মিস্তি।

বঙ্গদেশের জীবিত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক কএকটি আইন সংশোধন ও সংগৃহ করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি ।

বঙ্গদেশের জীবিত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক কএকটি আইন সংশোধন ও সংগৃহ করা বিধিত; অতএব নিম্নলিখিত বিষয়ন করা যাইতেছে ।—

১ম অধ্যায়।

উপক্রমিকা ।

১ ধারা । (১) এত আইন “ বঙ্গদেশের প্রজাসংক্রান্ত বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইন ” নামে খ্যাত হইতে পারিবে ;

(২) স্থানীয় গবর্নমেন্টে মন্ত্রিসভাসিদ্ধি জীবিত গবর্নর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্বক স্থানীয়

গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এতদর্থ যে তারিখ নিরূপণ করেন, সেই তারিখ অবধি এই আইন প্রবল হইবে । অতঃপর সেই তারিখ এই আইন প্রচলিত হইবার সময় বলিয়া খ্যাত হইবে ।

(৩) কলিকাতা নগর ও উড়িষ্যা খণ্ড ছাড়া এবং স্থানীয় ব্যাপ্তি ।

তৎকালে লেখা প্রদেশ বিষয়ক ১৮৭৪ সালের আইনের প্রথম তফসীলের তৃতীয় খণ্ডের নির্দিষ্ট তফসীলে লেখা প্রদেশ ছাড়া বঙ্গদেশের জীবিত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীনে থাকিলে যে যে দেশ থাকে, সেই সেই দেশে এই আইন আপন বলে বর্জিত; এবং স্থানীয় গবর্নমেন্টে মন্ত্রিসভাসিদ্ধি জীবিত গবর্নর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্বক স্থানীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আইনের সমুদয় বা কোন অংশ উড়িষ্যা খণ্ডে বর্জিত হইতে পারিবে ।

২ ধারা । (১) যে যে দেশে এই আইন তাপন বলে বর্জিত, সেই সেই দেশে রহিত হইবার কথা । ইহার প্রথম তফসীলের নির্দিষ্ট আইনগুলি রহিত হইল ।

(২) যৎকালে এই আইন উড়িষ্যা খণ্ডে বলান যায়, তৎকালে এ সকল আইনের মধ্যে যে যে আইন উক্ত খণ্ডে প্রবল থাকে, অথবা এই আইনের কিয়দংশ মাত্র বলান গেলে, তৎকালে যে যে আইন এই অংশের সহিত অসঙ্গত হয়, সেগুলি উক্ত খণ্ডে রহিত হইবে ।

(৩) এই আইন দ্বারা যে কোন আইন রহিত করা যায়, কোন আইনে বা দলীলে সেই আইনের উল্লেখ থাকিলে, উহা এই আইনের বা তদ্বিষয়ক এই আইনের অংশবিশেষের উল্লেখ জান করিয়া অর্থ করিতে হইবে ।

(৪) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে কোন স্বত্ব, অধিকার, বিষয় বা বস্তু প্রবল বা বিদ্যমান না থাকে, এই আইন দ্বারা কোন আইন রহিত হইল বলিয়া সেই স্বত্ব প্রভৃতি পুনর্জীবিত হইবে না ।

অর্থবরণের কথা ।

৩ ধারা । বিষয় বিবেচনার বা পুর্কোপক কথার ভাবান্তর বোধ না হইলে এই আইনে,

(১) প্রচলিত আইনক্রমে কোন জিলার কালেক্টর মালিকানাধীন ভূমি ও লাংথোজ ভূমির যে যে সাধারণ জমির প্রস্তুত করিয়া রাখেন, সেই সেই জমির কালেক্টরের একই অফার মধ্যে যে ভূমি লেখা যায়, “ বহাল ” শব্দে সেই ভূমি বুঝাইবে ।

কিন্তু ভূমি জমিদারী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনের ৩ ধারার (১) প্রকরণের (গ) দফায় যে কোন মালিক জমিদারী করণ গেলে, তাহা এই লক্ষণের সম্মানার্থে মালিক বলিয়া গণ্য হইবে না ।

(২) “ ভূম্যধিকারী ” শব্দে কোন মহালের মালিকস্বরূপ এক বা বহু ব্যক্তিকে বুঝাইবে ।

(৩) যে কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির অধীনে ভূমি ভোগ করে ও তাহার নিকট ঐ ভূমির নিমিত্ত খাজানা দিতে দারী দিয়া বিশেষ চুক্তি না থাকিলে দারী থাকিত, “ প্রজা ” শব্দে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে ।

(৪) যে এক বা বহু ব্যক্তির অধীনে কোন প্রজা ভূমি ভোগ করেন, “ ভূম্যধিকারী ” শব্দে সেই এক বা বহু ব্যক্তিকে বুঝাইবে ।

(৫) প্রজা যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার ব্যবহার বা দখল নিমিত্ত আপন ভূম্যধিকারীকে মুদ্রা বা শস্য যোগে প্রজার বাহা কিছু দিতে বা অর্পণ করিতে হয়, “ খাজানা ” শব্দে তাহা বুঝাইবে ।

(৬) খাজানা সম্বন্ধে “ দেওয়া ” “ দিতে ” ও “ দেওন ” ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইলে, “ অর্পণ করা ” “ অর্পণ করিতে ” ও “ অর্পণ করণ ” ইত্যাদি বুঝাইবে ।

(৭) এক পাটিক্রমে বা এক প্রজাসময়ের অধীনে কোন ভূম্যধিকারীর কোন প্রজা যে বা যেহ ভূমিখণ্ড ভোগ করেন, “ গোত্র ” শব্দে তাহা বুঝাইবে ।

(৮) “ ভূমি বৎসর ” বলিতে সেখানে বাজালা সন চলিত আছে, সেখানে বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয়, সেই বৎসর বুঝাইবে; যেখানে ফলগী বা আশ্বিন সন চলিত আছে, সেখানে আশ্বিন মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসর বুঝাইবে; এবং সেখানে ক্রাবতগণ্যাব্দ অন্য কোন সন চলিত থাকে, সেখানে সেই সন বুঝাইবে ।

(৯) ১৭৯৩ সালে বাজালা বেহার ও উড়িষ্যায় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, “ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ” বলিতে তাহা বুঝাইবে ।

(১০) “ ক্রাস্তর ” শব্দে ইচ্ছাপূর্বক কিম্বা ভিক্রীক্রমে বিক্রয় ও বন্ধক ও দানও বুঝাইবে ।

(১১) “ উত্তরাধিকার ” শব্দে অকৃতচরমপত্র ও চরমপত্রদ্বারা অর্থাৎ উইল বিনা ও উইলমত উত্তর প্রকার উত্তরাধিকারই বুঝাইবে ।

(১২) কোন ব্যক্তি আপনাদি নাম লিখিতে না পারিতে চেরামহীকরিলে, “ স্বাক্ষরিত ” শব্দে “ চেরামহী করা ” বুঝাইবে । এই শব্দে পুর্কোপক ব্যক্তির নামের “ মোহরাসিদ্ধি ” ও বুঝাইবে ।

(১৩) “ নির্দিষ্ট ” শব্দে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া স্থানীয় গবর্নমেন্ট কর্তৃক নির্দিষ্ট বুঝাইবে ।

(১৪) “ কালেক্টর ” শব্দে কোন জিলার কালেক্টর সাহেব কিম্বা এত আইনমত কালেক্টরের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্নমেন্টের নিযুক্ত অন্য কোন কাৰ্য্যকারক বুঝাইবে ।

(১১) এট আইনের কোন বিধান “রাজস্ব কর্মচারী” শব্দ থাকিলে, স্থানীয় নবনির্দিষ্ট উক্ত বিধানমত রাজস্ব কর্মচারীর ক্ষমতাসীমারে কার্য করিবার নিষিদ্ধ বৈকর্মচারীকে নিষুক্ত করেন উক্ত শব্দে সেই কর্মচারী বুঝাইবে।

(১২) “পত্নী তালুক” শব্দে এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের বর্ণিত প্রকারের তালুক বুঝায়, এবং সেত তফসীলের উল্লিখিত দরপত্নী ও অন্যান্য তফসীল তালুকও অন্তর্গত।

২য় অধ্যায়।

প্রজাদের জৈনী বিষয়ক বিধি।

প্রজাদের জৈনী বিষ- ৪ ধারা। এট আইনের
য়ক কথা। কার্যপক্ষে নিম্নলিখিত কএক
জৈনীর প্রজা থাকিলে, যথা,—

(১) তালুকদার, পেটাও তালুকদারেরা ইহার
অন্তর্গত;

(২) রায়ত; এবং

(৩) কোফ রায়ত, অর্থাৎ, যে প্রজারা সাক্ষাৎ বা
পরোক্ষা সম্বন্ধে রায়তের অধীনে জমি ভোগ করে;
আর নিম্নলিখিত কএক জৈনীর রায়ত, যথা,—

(ক) যে রায়তেরা অবধারিত হারে জমি ভোগ
করে,—যাহারা অবধারিত খাজনার কথা অবধারিত
খাজনার হারে জমি ভোগ করে, এই কথার তাৎপর্য্যকে
বুঝাইবে;

(খ) দখলীস্বত্বনিষ্ঠ রায়ত, অর্থাৎ, যে রায়ত-
দের ভোগকৃত ভূমিতে দখলীস্বত্ব আছে; এবং

(গ) দখলীস্বত্বসূচী রায়ত, অর্থাৎ যে রায়তদের
এরূপ দখলী স্বত্ব নাই।

৫ ধারা। (১) যে ব্যক্তি খাজানা আদায় করিবার
তালুকদার ও রায়ত কোন তালুকদারের হাশে
শব্দে অর্থ। প্রাপ্ত হইয়াছেন, “তালুক-
দার” বলিতে মুখ্যতঃ সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে; এবং
যাহারা এরূপ স্বত্ব পাঠিয়াছেন, তাঁহাদের স্বার্থগত
উত্তরাধিকারীদিগকে ও যাহারা ৩৭ ধারামতে তালুকদার
বলিয়া গণ্য হইবেন সেই ব্যক্তিদিগকেও বুঝাইবে।

(২) যে ব্যক্তি আপনি, বা আপনার পরিবারস্থ
ব্যক্তিগণের, বা যেতনভোগী চাকরদারাদিগের অংশী-
দের সাক্ষাৎ ভূমির চাব করিবার নিষিদ্ধ জমি গ্রহণ করি-
য়াছেন, “রায়ত” শব্দে মুখ্যতঃ সেই ব্যক্তিকে বুঝা-
ইবে; এবং যে ব্যক্তির ঐরূপে জমি গ্রহণ করেন
তাঁহাদের স্বার্থগত উত্তরাধিকারীরাও ৩৭ ধারার নিয়ম-
বিনে ঐ শব্দে বাচ্য হইবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি কোন জমিদার বা তালুকদারের
অব্যবহিত অধীনে জমি ভোগ না করিলে, তাহাকে রায়ত
বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

(৪) কোন প্রজা তালুকদার কি রায়ত, ইহা নির্ণয়
করিতে হইলে, আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি
রাখিবেন,

(ক) দেশাচারের প্রতি;

(খ) যে রায়তেরা আপনাদের বোতের অর্ধেকের
অধিক কোর্কী বিলি করে, তাহাদের সম্বন্ধীয় ৩৭ ধারার
বিধানের প্রতি; এবং

(গ) প্রথম প্রাপ্তির সময়ে প্রজাস্বত্বের তাঁদের
প্রতি, অর্থাৎ, ঐ স্বত্ব প্রাপ্তি আদায় করিবার বা জমি
চাব করিবার স্বত্ব ছিল, ইহার প্রতি।

(৫) কোন মোদের পরিমাণ ৩০টিমত ১০০ বিঘার
অধিক হইলে, এবং উহার সমস্ত ২৭ নিয়মসম্মত পেটাও
বিলি করা গেলে, সর্বত্র বিপণীত দর্শন না যাই, তাহাও
প্রজা তালুকদার বলিয়া জ্ঞেয়মান হইবে।

৩য় অধ্যায়।

তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।

খাজানা রক্ষণ কথা।

৬ ধারা। (১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের
সময়াবধি যে তালুক
ভোগ হইয়া আসিতেছে,
কোন বন্দোবস্তে তাহার
খাজানা বৃদ্ধি হইতে
পারিবার কথা।

১ ধারা। (১) চিরস্থায়ী
বন্দোবস্তের সময়াবধি যে
তালুক ভোগ করিয়া আসিতেছে,
নিম্নলিখিতরূপে প্রমাণ ব্যা-
তঃ তালুকদার খাজানা রক্ষণ করা
যাহতে পারিবে না, অর্থাৎ,

(ক) যে ভূস্বামিকারীর অধীনে ঐ তালুক ভোগ
করা যায়, তিনি দেশাচারক্রমে, শিন্দা যে যে নিয়ম
অধীনে ঐ তালুক ভোগ কর তদনুসারে, তাহার খাজানা
রক্ষণ করিতে অস্বাভাব, অথবা

(খ) ঐ তালুকদার আপনাদের খাজানা কমাইয়া লইয়া
দাবীকৃত নজি খাজানা দিতে দারী হইয়াছেন, এবং
জমি হইতে ঐ খাজানা তোলা গাইতে পারেন।

(২) শিকস্তী চওখাও কিম্বা রাজকীয় কার্গোর
নিষিদ্ধ বা দেশানিনের নিষিদ্ধ জমি গ্রহণ বিষয়ক যে
আইন যৎকালে বলবৎ থাকে, সেই আইনের বিধান-
মতে জমি গহীত হইয়াছে কোন তালুকদারের খাজানা
কমাইয়া দেওয়া গেলে, ঐ কমায় এই ধারার সম্বন্ধীয়কারী
কমান বলিয়া গণ্য হইবে না।

৭ ধারা। (১) যে স্থলে কোন তালুকদারের
তালুক খাজানা রক্ষণ করা যাইতে
পারে, সেই স্থলে উভয় পক্ষের
সীমাব কথা।

যদি কোন চুক্তি থাকিলে
তাঁহা মানিয়া ঐ খাজানা নিষিদ্ধ তফসীল তালুকদার
ভোগ করেন, তাঁহারা দেশাচারানুসারে যে হারে খাজানা
দেন সেত হার পণ্য রক্ষণ করা যাইতে পারিবে।

(২) যেস্থলে তফসীল দেশাচারানুসারে হার নাই, সেই
স্থলে উক্তরূপ চুক্তি মামরা আদালত বা তা উপযুক্ত ও
স্বাভাব্য জ্ঞান করেন, সেই সীমা পর্যন্ত খাজানা রক্ষণ করা
যাইতে পারিবে।

(৩) যখন উপযুক্ত ও স্বাভাব্য হয়, ইহা নির্ণয় করি-
বার সময়ে আদালত তালুকদারের মোট যত খাজানা
পাওনা হয়, তাহা হইতে খাজানা আদায় করিবার খরচ
বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাঁহাকে তাহার শতকরা
দশ ভাগের কম লভ্য দিবেন না, এবং নিম্নলিখিত
বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,—

(ক) যে অবস্থায় তালুকদারের স্বত্ব হয়, যথা, তালুকদার
অন্তর্গত জমি কিম্বা তাহার অধিকাংশ তালুকদারের
কিম্বা তদীয় স্বার্থগত পূর্বাধিকারীদের দ্বারায় বা খরচে
প্রথম চাব করা হইয়াছিল কি না;

(খ) তালুকদার বা তদীয় স্বার্থগত পূর্বাধিকারীরা
কোনরূপ উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন কি না;

(গ) আদায় করিবার খরচ ও সুকি।

(৪) উক্ত তালুকদার আপন তালুকের অন্তর্গত ভূমির কোন অংশ আপন মতল করিলে, অথবা এই ভূমির কোন অংশ খাজানায়ুক্ত করিয়া বা উপকারার্থ সামান্য খাজানার দিলে, ৪ অংশের নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা হিসাব করিয়া পূর্বোক্ত মোট খাজানার মতো ধরিবে।

৮ ধারা। যে স্থলে কোন তালুকদারের খাজানা বর্দ্ধিত খাজানা সাবেক খাজানার হিচুণের অধিক না হইবার কথা।
বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে, সেই স্থলেপূর্ব খাজানাকে যে বর্দ্ধিত খাজানা ধরিয়া করা যায়, তাহা পূর্বদেয় খাজানার হিচুণের অধিক হইবে না।

৯ ধারা। আদালত যদি বিবেচনা করেন যে একবারে খাজানা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।
খাজানা বর্দ্ধিত করিলে কষ্ট হইবে, তবে আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে, খাজানা বর্দ্ধিত ক্রমে ২ করা যাইবে, অর্থাৎ যাবৎ খাজানা বর্দ্ধিত উক্ত সীমায় উপস্থিত হওয়া না যায়, পাঁচ বৎসরের অনধিক কএক বৎসর ব্যাপিয়া ক্রমে ২ বৎসর খাজানা বর্দ্ধিত হইবে।

১০ ধারা। কোন তালুকদারের খাজানা আদালত দ্বারা কিম্বা চুক্তিক্রমে বর্দ্ধিত করা গেলে, যে তারিখে বর্দ্ধিত করা যায়, আদালত সেই তারিখের পর মত বৎসর মধ্যে এই খাজানা আর বর্দ্ধিত করিবেন না।
খাজানা একবার বর্দ্ধিত হইলে মত বৎসর পরিবর্তিত হইতে না পারিবার কথা।

তালুকের অন্যান্য অনুবঙ্গের কথা।

১১ ধারা। প্রত্যেক চিরস্থায়ী তালুক, রেজিষ্টারী করণ সম্বন্ধে এই আইনের বিধানের নিয়মাদিনে, অন্য স্থাবর সম্পত্তি যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হস্তান্তর করা ও উইল করা যাইতে পারে, সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে হস্তান্তর করা ও উইল করা যাইতে পারিবে।
চিরস্থায়ী তালুকের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকারাদির কথা।

১২ ধারা। কোন চিরস্থায়ী তালুকদার ও তদীয় ভূমিধিকারী এই উত্তরের মধ্যে যে চুক্তি থাকে তাহার শর্তক্রমে এই আইনের বিধানসম্মত যে নিয়ম ভঙ্গ করিলে উক্ত তালুকদারকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, তিনি সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন, এইরূপ হেতু বিনা উক্ত তালুকদারকে তদীয় ভূমিধিকারী উচ্ছেদ করিবেন না।
পতনী তালুকের কথা।

১৩ ধারা। পতনী তালুকদার এই আইনের বিধান পতনীদারের পেট ও বিনি করিবার ক্ষমতার কথা।
৪ ধারা। (১) ইচ্ছাপূর্বক কিম্বা ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা পতনী তালুক হস্তান্তরিত হইলে, ভূমিধিকারী খাজানা দিবার ও তালুকের অন্যান্য নিয়ম পালন করিবার সম্বন্ধে উক্ত তালুকের অর্ধ বৎসর

সরের খাজানা পরিমিত মাত্রার জামিন হস্তান্তরক্রমে প্রদত্ত নিকট চাষিতে পারিবেন।

(২) ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে, যদি ভূমিধিকারী এই ধারামতে ক্রেতার স্থানে জামিন চাহেন, এবং চাষিবার তারিখ অবধি এক বাস মধ্যে এই জামিন না দেওয়া হয়, তবে যত দিন জামিন দেওয়া না হয়, তত দিন ভূমিধিকারী হস্তান্তরক্রমে প্রদত্ত নিকট বাদ রাখিয়া উক্ত তালুক ক্রোক করিয়া মতল করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারামত ক্রোক থাকিবার কালে ভূমিধিকারী পেট ও তালুকদার কিম্বা ব্যয়ভদের স্থানে খাজানা আদায় করিতে পারিবেন, এবং তাহা হইতে ক্রোক করিবার খরচ, আদায়ের খরচ, ও আপনার পাওনা খাজানা কাটিয়া লওয়া অবশিষ্ট টাকা ক্রেতার পক্ষে ন্যায্য স্বরূপ রাখিবেন।

(৪) এরূপে যে খাজানা আদায় হয়, তাহাতে ক্রোকের খরচ, আদায়ের খরচ এবং ভূমিধিকারীর প্রাপ্য খাজানা দিতে না কুলাইলে, যত টাকা বাকি হয় উক্ত ক্রেতা দায়ী থাকিবেন, এবং ভূমিধিকারী তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত তাঁহার বিকল্পে কার্ধ্যাযুক্তান করিতে পারিবেন।

(৫) এই ধারামতে কোন হস্তান্তরক্রমে প্রদত্ত যে জামিন দিবার প্রস্তাব করেন ভূমিধিকারী তাহা অগ্রাহ্য করিলে, হস্তান্তরক্রমে গৃহীত অগ্রাহ্য করিবার তারিখ অবধি তিন বাসের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে উক্ত জামিন গ্রহণার্থ ভূমিধিকারীর প্রতি আদেশস্বত্বক আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন এবং আদালত প্রদত্ত জামিন উপযুক্ত বলিয়া বুঝিলে এরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন, কিম্বা তাহা না বুঝিলে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারামত কোন আদায় উপর আপীল চলিবে না।

রেজিষ্টারী করিবার কথা।

১৫ ধারা। (১) ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া কোন চিরস্থায়ী তালুকের হস্তান্তর বা উক্ত তালুকের উত্তরাধিকার ঘটিলে, হস্তান্তরক্রমে ও হস্তান্তরক্রমে প্রদত্ত একত্র কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তি ভূমিধিকারীর নিকটে যদি প্রার্থনা করেন, এবং প্রার্থন পক্ষান্তরে ফী দেন, তবে ভূমিধিকারী পতনী তালুক হইলে পূর্ব ধারার বিধান মানিয়া উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টারী করিবেন।
কিম্বা ইচ্ছাপূর্বক হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টারী করিতে হইবার কথা।

কিন্তু কোন তালুকের খাজানা বাকী থাকিলে, ভূমিধিকারী যদি উচিত বোধ করেন, তবে তাহার হস্তান্তর রেজিষ্টারী করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন।

(২) এই ধারামত প্রার্থনাগত্রে যে কী দিতে হইবে তাহা নিম্নলিখিতরূপ হইবে, যথা,—

(ক) উক্ত তালুক সম্বন্ধে খাজানা দিতে হইলে, উক্ত তালুকের বার্ষিক খাজানার উপর শতকরা দুই টাকা কী দিতে হইবে। কিন্তু এরূপ কোন কী এক টাকার কম কিম্বা এক শত টাকার অধিক হইবে না।

(খ) উক্ত তালুক সম্বন্ধে খাজানা দিতে না হইলে, দুই টাকা কী দিতে হইবে।

(৩) এই ধারামতে যে প্রার্থনা করা যায়, ভূম্যধিকারী তদনুসারে কায্য করিতে অসম্মত হইলে, তাঁহার অসম্মতিব কারণের বর্ণনাপত্র লিখিয়া প্রার্থককে দিবে; এবং তিনি তাঁহা না করিলে, দণ্ডস্বরূপ এক শতাঁকার অসম্মতিবস্ত টাকা আদালত উচিত বোধ কলে, তত টাকা তাঁহার স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত প্রার্থক মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

১৬ ধারা। (১) কোন চিরস্থায়ী ভাস্কর উহার নিজ বাকী খাজানার ডিক্রীক্রমে অন্য ডিক্রীক্রমে নীলাম করা গেলে, আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমার কায্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৩১০ ধারামতে নীলাম দৃঢ় করিবার পূর্বকৃত্তার প্রতি

খাজানার ডিক্রীক্রমে অন্য ডিক্রীক্রমে নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে রেজিস্ট্রী করিবার কথা।

এই আদেশ করিতে পারিবেন যে, তিনি পূর্ব সাধারণ নির্দিষ্ট রেজিস্ট্রী করণের কী এবং ভূম্যধিকারীর উপর নীলামের নোটিস জারী করণার্থ ১১ ধারামত বিধিক্রমে আর যে কী নির্দিষ্ট হয় তাহা আদালতে দাখল করেন।

(২) নীলাম দৃঢ় করা গেলে, আদালত অবিলম্বে নীলামের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করণ করেন।

নোটিসে তাঁহার প্রতি উক্ত নীলাম প্রেক্ষিত করিবার আদেশ থাকিবে ও তাঁহাকে জানান হইবে যে রেজিস্ট্রী করণের কী পাওয়া গিয়াছে, এবং রেজিস্ট্রী করা হইলে চাহিদামাত্র তাঁহাকে দেওয়া হইবে; এবং উপযুক্ত কারণ না থাকিলে ভূম্যধিকারী অবিলম্বে উক্ত আদেশানুসারে কায্য করিবেন।

১৭ ধারা। কোন চিরস্থায়ী ভাস্কর উহার নিজ বাকী

খাজানার ডিক্রীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে রেজিস্ট্রী করিবার কথা।

খাজানার ডিক্রীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তরিত হইলে, ভূম্যধিকারী এতদপে তাঁহার নিকট কোন প্রার্থনা বা তাঁহার প্রতি কোন

আদেশ করা না গেলেও, ও কোন কী দেওয়া না গেলেও, উক্ত হস্তান্তর রেজিস্ট্রী করিবেন।

১৮ ধারা। (১) বাকী খাজানার ডিক্রীক্রমে

রেজিস্ট্রী বা করিবার কলের কথা।

নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া, কোন চির-

স্থায়ী ভাস্করের হস্তান্তর ঘটিলে, যাবৎ এই অধ্যায়মতে হস্তান্তর রেজিস্ট্রী করা না যায়, তাবৎ ভূম্যধিকারী হস্তান্তরক্রমে ও হস্তান্তরক্রমে এইভাবে হস্তান্তর করিবার পর যে খাজানা বাকী পড়ে, তজ্জন্য একত্র ও স্বতন্ত্র দায়ী করিতে পারিবেন।

(২) যাবৎ হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার এই অধ্যায়মতে রেজিস্ট্রী করা না হয়, কিম্বা ২২ ধারামত বিধির আদেশমতে ভূম্যধিকারীর উপর তাহার নোটিস জারী করা না হয়, তাবৎ যে ব্যক্তি হস্তান্তর বা উত্তরাধিকারক্রমে কোন চিরস্থায়ী ভাস্করের স্বত্ববান হন, তিনি ভাস্করদ্বারা প্রদত্ত তাহার যে খাজানা পাওনা হয়, মোকদ্দমা, ক্রোক বা অন্য কার্যসূচক দ্বারা সেই খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।

১৯ ধারা। (১) পূর্বক এক ধারামতে ভূম্যধিকারী ভূম্যধিকারীকে রেজিস্ট্রী করিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত আদালতে প্রার্থনা করিবার কথা।

যে হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিতে বাধ্য, তিনি এক মাস কাল তাঁহা রেজিস্ট্রী করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে, হস্তান্তরক্রমে বা হস্তান্তরক্রমে প্রাপ্ত কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে দেওয়ানী আদালতের নিকট বলপূর্বক রেজিস্ট্রী করাষ্টবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে আদালত ভূম্যধিকারীকে এবং হস্তান্তরের এক পক্ষ প্রার্থনা করিলে হস্তান্তরের অন্য বা অন্যায় পক্ষকে নোটিস দিতে পারিবেন। ই নোটিসে তাঁহার বা তাঁহাদের প্রতি এই আদেশ থাকিবে যে উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার কোন রেজিস্ট্রী করা যাইবে না, নোটিসের নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে তাহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত ভূম্যধিকারীর প্রতি উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার আদেশস্বরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার দায় কল হইবে।

(৪) পূর্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে, আদালত কোন আজ্ঞা করিতে অস্বীকার করিতে, কিম্বা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় দেরূপ আজ্ঞা উচিত নোহইবে মনে করিলে সেইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

২০ ধারা। (১) ডিক্রীক্রমে নীলাম দ্বারা

রেজিস্ট্রী করিতে বাধ্য করণের ভূম্যধিকারীর প্রার্থনার কথা।

কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া পূর্বক এক ধারামতে যাকি রেজিস্ট্রী হইবার যোগ্য এরূপ

হস্তান্তর কিম্বা উত্তরাধিকার ঘটিলে, তাহা ঘটবার পর ত্রয় মাসের মধ্যে যদি রেজিস্ট্রী করিবার প্রার্থনা না করা যায়, তবে ভূম্যধিকারী হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার আজ্ঞা হইবার নিমিত্ত ও হস্তান্তরের পক্ষদিগকে কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে ১৫ ধারার লিখিত কী দিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে সেই আদালত উক্ত হস্তান্তরের পক্ষদিগকে কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে নোটিস দিয়া এই আদেশ করিতে পারিবেন, যে কেন রেজিস্ট্রী করা হইবে না ও তাঁহারা বা তিনি কী দিবেন না নোটিসের নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে ইহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত আজ্ঞা করিয়া হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার ক্ষমতা ভূম্যধিকারীকে দিতে এবং হস্তান্তরক্রমে প্রাপ্ত কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তির প্রতি উক্ত কী দিবার আদেশ করিতে পারিবেন। ঐরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার দায় কল হইবে, এবং ঐরূপে যে আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে কী আদায় করিবার আদেশ যত দূর থাকে, তত দূর তাহা মোকদ্দমার ডিক্রীর ভূল্য বলবৎ হইবে।

(২) পূর্বোক্তরূপ উল্লিখিত কারণ দেখান গেলে, আদালত কোন আশ্রয় করিতে অস্বীকার করিতে, কিম্বা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনার যেরূপ আশ্রয় উচিত বোধ করেন সেইরূপ আশ্রয় করিতে পারিবেন।

২১ ধারা। পূর্ব কএক ধারামতে কোন ভাণ্ডারের হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করা গেলে, যে ব্যক্তির প্রতি বা যাহার দ্বারা উক্ত ভাণ্ডার বা ভাণ্ডার কোন অংশ হস্তান্তর করা যায়, তিনি কিম্বা স্থল বিশেষে উক্ত ভাণ্ডারের উত্তরাধিকারী প্রত্যেক ব্যক্তি রেজিস্ট্রী বহীতে উক্ত ভাণ্ডার সংক্রান্ত যে কথা লেখা থাকে, তাহার সত্য খান নকল সময়ে ২ চাহেন, ভূমি অধিকারীর স্থানে বখার্ব নকল বলিয়া ভূমি অধিকারীর আফিসে তৎখান নকল পাইতে পারিবেন; কিন্তু সময়ে ২ এতদপথে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এক আশ্রয় অনুমতি বা এক টাকার অনাধিক যে কী খাণ্ডা করেন, এরূপ প্রত্যেক খণ্ড নকলের জন্য তিনি ভূমি অধিকারীকে সেই কী দিবেন।

২২ ধারা। (১) পূর্ব কএক ধারামতে যে সকল রেজিস্ট্রী বহী রাখিতে হইবে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট রাজকীয় গেজেটে প্রকাশিত ও এই আইন-সমূহ বিধিক্রমে সময়ে ২ সেই সকল রেজিস্ট্রী বহীর পাঠ নির্দেশ করিতে পারিবেন, এবং সাধারণতঃ রেজিস্ট্রী করবার সম্বন্ধে যে কাগজ-প্রণালী অবলম্বিত হইবে তাহা নিরূপণ করিতে পারিবেন।

(২) (১) প্রকরণমতে কোন বিধি প্রণয়ন কালে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এই বিধান করিতে পারিবেন, যে উক্ত বিধি লঙ্ঘন হইলে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৪র্থ অধ্যায়।

অবধারিত হারে যে রায়তেরা ভূমি ভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

২৩ ধারা। অবধারিত খাজানার বা অবধারিত খাজানার হারে যে রায়ত ভূমি ভোগ করে, (ক) কোন ভাণ্ডারের যে ২ বিন্যাসের নিয়মাদীন থাকিতে হয়, তাহারও আপন যোক্তের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সেই ২ বিধানের নিয়মাদীন থাকিতে হইবে, এবং

(খ) তাহার সহিত তদীয় ভূমি অধিকারীর যে চুক্তি থাকে, সেই চুক্তির শর্তক্রমে এই আইনসমূহ যে নিয়ম তৎ করিলে তাহা উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, সে সেই নিয়ম তৎ করিয়াছে, এই হেতু তির অন্য কারণে তদীয় ভূমি অধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিবেন না।

৫ম অধ্যায়।

মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

সাধারণ।

২৪ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার সময়েই অব্যাহিত পূর্বে আইনের বশে বর্জমান মখলীস্বত্ব কিম্বা দেশাগরক্রমে কিম্বা চলিত থাকিবার কথা। প্রকারান্তরে কোন ভূমিতে যে রায়তের মখলীস্বত্ব থাকে, এই আইন প্রচলিত হইলে সেই রায়তের উক্ত ভূমিতে মখলীস্বত্ব থাকিবে।

২৫ ধারা। (১) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত উক্ত গ্রামের বা মহালে রায়তস্বরূপ যে সকল ভূমি ভোগ করে, সেই সকল ভূমিতে সে মখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে।

(২) কোন গ্রামের বা মহালের কোন বাসেন্দা রায়ত ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ১ তারিখ অবধি এই আইন প্রচলিত হইবার সমর পর্যন্ত উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন ভূমি রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে, তৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে মখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

২৬ ধারা। (১) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে বা পরে যদি কোন বাসেন্দা রায়ত নব্বয় ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল অর্থ। কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত জমী রায়তস্বরূপ পাটক্রমে বা প্রকারান্তরে ভোগ করিয়া থাকে, তবে ঐ ব্যক্তি উক্ত কাল অভ্যন্তর হইলে পর ঐ গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) যদি এই আইনমতে কোন কাঁধা গুঠানে ইহা প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে, কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমি ভোগ করে, তবে যাবৎ নিপত্তি কথা প্রমাণ বা স্বীকার করা না হয়, তাবৎ এই ধারার কাগ্যপক্ষে ঐ ব্যক্তির ও সে সে ভূমি অধিকারীর অধীনে ভূমি ভোগ করে সেই ভূমি অধিকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে ঐ ভূমি বা উহার কোন অংশ রায়তস্বরূপ বার বৎসর কাল ভোগ করিয়াছে।

(৩) কোন ব্যক্তি যে বিশেষ ভূমি ভোগ করে, তাহা তির ২ সময়ে তির ২ হইলেও, এই ধারার কাগ্যপক্ষে ঐ ব্যক্তি ক্রমাগত কোন গ্রামের বা মহালে ভূমি ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৪) কোন ব্যক্তি যে ব্যক্তির উত্তরাধিকারী সেই ব্যক্তি রায়তস্বরূপ যে জমী ভোগ করিয়া থাকে, প্রথমোক্ত ব্যক্তি এই ধারার কাগ্যপক্ষে সেই জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) কোন জমী দুই বা তদধিক অংশীদার রায়তী যোতস্বরূপ ভোগ করিলে, এই ধারার কাগ্যপক্ষে ঐ জমী এরূপ প্রত্যেক অংশীদার রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৬) কোন ব্যক্তি কোন গ্রামের বা মহালের যতকাল রায়তস্বরূপ জমী ভোগ করে, তত কাল ও তাহার পর এক বৎসর উক্ত গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত থাকিবে।

(৭) যদি কোন ব্যক্তি ১৬ ধারামতে পূর্ণায়ু ভূমির মতল পায়, তবে সে এক বৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও বাসেন্দ্য রায়ত রহিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

এবং ও মহাল শব্দের ২৭ ধারা। এই অধ্যায়ের অর্থকরণের কথা।

(ক) গ্রাম শব্দে রাজস্বসংক্রান্ত ভরীপের গ্রামের মানচিত্রে একই বহিঃসীমার মধ্যে যে স্থান ধরা যায় সেই স্থান বুঝাইবে এবং যদি মানচিত্র চাইতে দেখা যায় যে বাহিরের কোন স্থানও গ্রামের অন্তর্গত, তবে তাহাও বুঝাইবে; ও ঐরূপ মানচিত্র প্রস্তুত না হইয়া থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে আর্থিকবিদগণ সকল ব্যক্তিকে সংবাদ দিবার নিমিত্ত যাহা উপযুক্ত বিবেচনা করেন, ঐরূপ নোটিস দিয়া স্থানীয় তদন্ত লইলে পর এতদনুযায়ী স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত কোন কার্যকারক যে স্থান নিরূপণ করেন, সেই স্থান বুঝাইবে।

(খ) যে স্থলে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে বা পরে ১৮৭৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিনসাবদি এক বা অধিক বাটওয়ারা হওয়াতে দুই বা তদধিক মহাল সন্নিবিষ্ট হয়, সেই স্থলে ঐরূপ বাটওয়ারা না হইলেও সকল যে মহালের অংশস্বরূপ হওত, সেই মূল মহালের অন্তর্গত স্থান একই মহাল বলিয়া গণ্য হইবে।

২৮ ধারা। মধ্যমীয়া ভূমিবিদগণ কোন রায়তের ভূমি-
ভূমি-স্বত্বাধিকারী মধ্যমীয়া ভূমি-স্বত্বাধিকারী
বহু-ভাগ হইলে তাহার কলের কথা।
কিন্তু এই ধারার কোন কথায়
অপর কোন ব্যক্তির অংশের কোন বিষয় হইবে না।

২৯ ধারা। (১) কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমি
ভোগ করিলে, ঐ ভূমিতে
একজনালী মালিক ও ভূমি-স্বত্বাধিকারী
ইজারাদারদের সহিত
বিশেষ বিধানের কথা।
ভাষার একজনালী অর্থ আদায়
বলিয়া কেবল এই কারণে তাহার
উক্ত ভূমিতে মধ্যমীয়া ভাগ হইবার বাধা হইবে না।

(২) কোন ব্যক্তি রাজস্বের ইজারাদারস্বরূপ কোন
ভূমি ভোগ করিলে ঐ ভোগস্থলকে তৎসম্বন্ধে এই
ধারামতে মধ্যমীয়া ভাগ হইবে না। কিন্তু কোন ব্যক্তি
ভূমিতে মধ্যমীয়া ভাগ হইলে পর সেই ভূমি ইজারাদার
নইয়া ভোগ করিলে, ঐ মধ্যমীয়া ভাগ হারা হইবে না।

৩০ ধারা। ভূমি-স্বত্বাধিকারী নিজ জমী বলিয়া বঙ্গদেশে
ধারার অধীন সংরক্ষণের
কথা।
খামার, নিজ বা নিজস্বোক্ত
নামে এবং বেহারে জেরাভ.
মিজ, সেত বা কামাত নামে
যে ভূমি খ্যাত, কএক সনের মিয়াদী পাট্টাক্রমে কিম্বা
সম বৎসর পাট্টাক্রমে সেই ভূমি ভোগ করা গেলে, এই
অধ্যায়ের কোন কথাক্রমে তাহাতে মধ্যমীয়া ভাগ
করা হইবে না।

৩১ ধারা। কোন ভূমি
মধ্যমীয়া ভাগের অনুসন্ধানের
কথা।
সম্বন্ধে কোন রায়তের মধ্যমীয়া
ভাগ থাকিলে, নিম্নলিখিত
বিধানগুলি বহিঃস্থ, অর্থাৎ,

(ক) বাহাতে ভূমি রাজস্বসংক্রান্ত কার্যের

অনুপযোগী না হয় এরূপে তিনি ভূমি ব্যবহার করিতে
পারিবেন, কিন্তু দেশাচারের বিরুদ্ধে রূপ কাটিতে পারি-
বেন না।

(খ) তিনি এই আইনের বিধানমতে ভূমির উৎকর্ষ-
সাধন করিতে পারিবেন।

(গ) তিনি উপযুক্ত ও ন্যায্য হারে খাজানাদিবেন।

(ঘ) (১) বাহাতে ভূমি রাজস্বসংক্রান্ত কার্যের
অনুপযোগী হয় এরূপে তিনি ভূমি ব্যবহার করিয়াছেন,
অর্থাৎ

(১) তিনি এই আইনের বিধানমতে এরূপ এক
নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন যাহা ভঙ্গ হইলে, তদীয় ভূমি-
স্বত্বাধিকারী সচিব ডাক্তার যে চুক্তি থাকে সেই চুক্তির
শর্তানুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে;

এই ক্ষেত্রে ধারার উচ্ছেদ কবিরূপে ডিক্রী হয়,
সেই ডিক্রীজারীক্রমে না হইলে উক্ত ভূমি চাইতে
তাঁহার ভূমি-স্বত্বাধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারি-
বেন না।

(৬) তিনি এই আইন অনুসারে আপন যোক্ত
ইচ্ছা করিতে পারিবেন।

(৮) এই আইনক্রমে ভূমি-স্বত্বাধিকারীর যে সকল স্বত্ব
রক্ষিত হইল, তাহা মানিয়া মধ্যমীয়া ভূমিবিদগণ রায়তের
ভূমিগত স্বত্ব, অন্য স্থানের সম্পত্তি যে প্রকারে ও যে
পরিমাণে হস্তান্তর করা যাইতে পারে তাহা দান করা যাইতে
পারে, সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে হস্তান্তর করা ও
উইলক্রমে দান করা যাইতে পারিবে।

(৯) তিনি এই আইনের বিধান মানিয়া উক্ত
ভূমি বা তাহার কোন অংশ কোর্স বিলি করিতে
পারিবেন।

(১০) তাঁহার ভূমিগত স্বত্বসম্বন্ধে তিনি উইল না
করিয়া মরিলে অন্য কোন স্থানের সম্পত্তির ন্যায় তাহার
উত্তরাধিকার যটিবে; কিন্তু তিনি যে দায়ভাগ ব্যবহার
অধীন সেই ব্যবস্থামতেও কোন স্থলে তাহার অন্য
সম্পত্তি রাজার প্রাতি বর্জিত, সেই স্থলে তাহার মধ্যমীয়া
ভাগ বিলুপ্ত হইবে।

চলন্তাবস্থার বিষয়ে নিয়মের কথা।

৩২ ধারা। (১) রায়তের
মধ্যমীয়া ভাগ ইজারাদার
বিক্রয় করিলে ভূমি-স্বত্বাধিকারী
কারির অংশে ক্রয় করি-
বার স্বত্বের কথা।
মধ্যমীয়া ভাগ বিক্রয় করিবার স্বত্ব
তদীয় ভূমি-স্বত্বাধিকারীর অংশে
ক্রয় করিবার স্বত্বের নিয়ম-
বিশিষ্ট থাকিবে।

(২) অগ্রে ক্রয় করিবার যে স্বত্ব ভূমি-স্বত্বাধিকারীর
আছে, তদনুসারে ক্রয় করিতে তাঁহাকে সর্ব্ব করিবার
নিষিদ্ধ। রায়ত ভূমি-স্বত্বাধিকারী তির অন্য কোন ব্যক্তির
নিকট খরিদ মধ্যমীয়া ভাগ বিক্রয় করিবার কল্যাণ করিলে
স্থানীয় গবর্ণমেন্টে এতদনুযায়ী যে আদায়ভোগ বা কার্যকার-
ককে নিযুক্ত করেন, সেই আদায়ভোগের বা কার্যকার-
কের আদায় ভূমি-স্বত্বাধিকারীর উপর জারী করণার্থ আপন
অভিপ্রায়ের লিখিত নোটিস দাখিল করিবেন। যে
ব্যক্তির নিকট যে শর্তে তিনি উক্ত স্বত্ব বিক্রয় করিতে
চাহেন এবং উক্ত স্বত্ব কি (যদি কোন) দায়বদ্ধ থাকে
ঐ নোটিসে তাহা লিখিবেন, এবং যে তারিখে নোটিস
দাখিল করেন সেই তারিখ অবধি হয় সত্তাৎ গত না
হওয়া পর্যন্ত বিক্রয় করা বদ্ধ রাখিবেন।

(৩) যে আদালতের বা কার্যকারকের আফিসে নোটিস দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্যকারক, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে বিক্রিতে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারেই নোটিস অবিলম্বে ভূমালিকার উপর জারী করাইবেন।

(৪) নোটিস দাখিল করিবার তারিখ অবধি তর সপ্তাহের মধ্যে ভূমালিকারী রায়তের স্থানে দখলীস্বত্ব জয় করিবার দাওয়া করিতে পারিবেন। ভূমালিকারী ও রায়ত একমত হইয়া যে মূল্য স্থির করেন সেই মূল্যেই স্বত্ব জয় করা যাবে, অথবা উহার মূল্য বিষয়ে একমত হইতে না পারিলে উক্ত তর সপ্তাহের মধ্যে ভূমালিকারী ও রায়তের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে যে প্রার্থনা করেন সেই প্রার্থনামতে উক্ত আদালত যে মূল্য স্থাপন করেন সেই মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে। ভূমালিকারী উক্তরূপ দাওয়া করিলে এবং মূল্য স্থির হইবার বা আদালত কর্তৃক স্থাপ্য হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে রায়তকে এই মূল্য দিতে চাহিলে, রায়ত তর এই ভূমালিকারীকে বিক্রয় করিতে হইবে, নয় এই মূল্যে উক্ত ভূমালিকারীর নিকটেই স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।

(৫) কোন রায়ত এই ধারার আদেশমত নোটিস দাখিল না করিয়া কিম্বা নোটিস দাখিল করিবার তারিখ অবধি তর সপ্তাহ কালের মধ্যে ভূমালিকারী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির নিকটে স্বীয় দখলীস্বত্ব বিক্রয় করিলে, ভূমালিকারীর বিরুদ্ধে এই বিক্রয় বাতিল হইবে।

(৬) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে রাজস্বের গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া বিক্রয় প্রণয়ন করিতে পারিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেন্টে স্বত্ব জয় আসনের উপস্থিত বেঞ্চ করেন, এই ধারামত দখলীস্বত্বের মূল্য স্থাপন করিবার নিমিত্ত তর জন আসনের সঙ্গে লগ্নিতে দেওয়ানী আদালতের প্রতি এই বিধিতে আদেশ করিতে পারিবেন এবং এই আসনের মের যোগ্যতা ও নিষ্পত্তি প্রণয়নী নিরূপণ করিতে পারিবেন।

৩৩ ধারা। যদি ডিক্রীজারীক্রমে দখলী স্বত্ব লোভন ডিক্রীজারীক্রমে নিলাম হয় এবং দুই বা তদধিক ব্যক্তি হইলে ভূমালিকারী কোন ডাকে একই টাকা ডাকেন অথবা কয় কয় বিক্রয় হইবে ও তদনুসারে এক জন ভূমালিকারী হইবে, তবে এই ডাক ভূমালিকারীর ডাক বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৪ ধারা। (১) যদি রায়ত দখলীস্বত্ব বন্ধক দিয়া থাকে এবং সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের ৮৭ ধারামতে তৎসম্বন্ধে উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা হয়, তবে আদালত উক্ত আজ্ঞা করিবার প্রস্তাব করিলে উক্ত প্রার্থনার নোটিস ভূমালিকারীর উপর জারী করাইবেন এবং নোটিস জারী করণাবধি এক মাস কাল উক্ত আজ্ঞা করা বন্ধ রাখিবেন।

(২) বন্ধক উদ্ধার করিতে যে টাকা আবশ্যক হয় ভূমালিকারী উক্ত এক মাস কালের মধ্যে আদালতে সেই টাকা দিলে, আদালত সেই টাকা মোকদ্দমার বাদিকে দিবে, ভূমালিকারীকে বাদির স্থানে দণ্ডায়মান হইবার

অধিকারী বলিয়া প্রকাশ করিবেন এবং ভূমালিকারীর অমূল্যে উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত আজ্ঞা করিবেন।

(৩) (২) প্রকরণমতে যে চূড়ান্ত আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে ভূমালিকারী বন্ধকগ্রহীতা ও মোকদ্দমার বাদী থাকিলে, যেরূপ কল হইত সেইরূপ কল হইবে।

৩৫ ধারা। (১) রেজিস্ট্রারী করা নিদর্শনপত্রক্রমে দখলী স্বত্বদানবিষয়ে দান করা না গেলে, ভূমালিকারীর বিরুদ্ধে দখলীস্বত্বদান ভূমালিকারীর বিরুদ্ধে সিদ্ধ হইবে না।

(২) রেজিস্ট্রারী করণের নোটিস ভূমালিকারীর উপর জারী করিবার নিমিত্ত নির্দিষ্ট জি দেওয়ানী না গেলে, রেজিস্ট্রারী করণের কর্তৃপক্ষ এরূপ কোন নিদর্শনপত্র রেজিস্ট্রারী করিবেন না।

(৩) এরূপ কোন দান রেজিস্ট্রারী করা গেলে, রেজিস্ট্রারী করণের কর্তৃপক্ষ রেজিস্ট্রারী করণের নোটিস ভূমালিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করিবেন।

(৪) মুসলমান কর্তৃক দান করা গেলে, এই ধারার কোন কথা বিবাকবিষয়ে নিষিদ্ধ, সপক্ষে যথোচিত কোন ব্যক্তিকে দান করিবার সম্বন্ধে খা টেনে না।

৩৬ ধারা। পূর্ণ চারি ধারার কার্যক্ষেত্রে ভূমালিকারী

পূর্ণ এক ধারার শব্দে কেবল কার্যক্ষেত্রে ভূমালিকারী (ক) যে ভূমালিকারী অবাবহিত পক্ষের অধিকার কথা। অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই ভূমালিকারীকে, কিম্বা

(খ) যে চিরস্থায়ী ভালুকদারের অবাবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই চিরস্থায়ী ভালুকদারকে বুঝাইবে, অথবা

(গ) অন্য যে কোন ভালুকদারের অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই ভালুকদারকে বুঝাইবে; কিন্তু এরূপসময়ে আবশ্যক হইলে উক্ত ভালুকদার ভূমালিকারী বা কোন চিরস্থায়ী ভালুকদারের অবাবহিত অধীনে ভূমি ভোগ করেন, এবং উক্ত ভূমালিকারী কিম্বা স্থল বিশেষে চিরস্থায়ী ভালুকদারের স্থান এই ধারার কার্যক্ষেত্রে ভূমালিকারীর স্বত্বক্রমে কয় করিবার অমূল্যতন্ত্র প্রাপ্ত হন।

কোর্কা বিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা।

৩৭ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপনায় দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যে যোতের যে অংশ কোর্কা বিলি রায়তের কোর্কা বিলি করে, তাঁহা তর যোতের অধিকার অধিক হইলে, ভালুকদারের পরিবর্তিত হইবার দ্বারা রেজিস্ট্রারী করিবার নিমিত্ত যে কোন আদেশ বিধি-বদ্ধ হয়, সেই আইনমতে এই রায়ত ভালুকদার বলিয়া সরকারী রেজিস্ট্রারে আপনাকে রেজিস্ট্রারী করাইলে, এই আইনের মর্ম্মানুযায়ী ভালুকদার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

বন্ধ হয়, সেই আইনমতে এই রায়ত ভালুকদার বলিয়া সরকারী রেজিস্ট্রারে আপনাকে রেজিস্ট্রারী করাইলে, এই আইনের মর্ম্মানুযায়ী ভালুকদার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

নিম্ন (ক) বরস হেতুক, ক্রীড়াক বরস, পীড়াবশতঃ, চরিত্রক্রমে, কিম্বা টেনসিক বা গাহবা চাকরীতে বা তীর্থ-যাত্রায় বাওয়াতে তির্যকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকার, যে কোন ব্যক্তি চাব করিতে অক্ষম হইয়া আপনায় অক্ষমতাকালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপন-

নার যোত বা তাহার কোন অংশ কোর্সি বিলি করে, তাহার সম্বন্ধে এই ধারার কোন কথা খাটিবে না।

(খ) যদি কোন ব্যক্তি এই ধারার বলে তালুকদারে পরিবর্তিত হয়, তবে ঐ ব্যক্তি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত থাকিলে, যে শর্তে ও যে নিয়মাবলীতে তাহার খাজানা রিজি করিতে পারিত, সেই শর্তে ও সেই নিয়মাবলীতে তাহার খাজানা রিজি করিতে পারিবে।

১০ ধারা।—এই ধারার বলে যে কোন ব্যক্তি তালুকদারে পরিবর্তিত হয়, তাহার যোতের কোর্সি বিলি করা অংশ ঐ যোতের অধিকারের অধিক আর না থাকিলে, সেই ব্যক্তি আবার রায়তে পরিবর্তিত হয় না।

১১ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপ-
নার যোত বা তাহার কোন
দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের নি-
অংশ কোর্সি বিলি করিলে,
রায়তের কথা।
এরূপ বিলি করিবার দরপাটী
সাত বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত প্রবল থাকিবে না।

কিন্তু (ক) কোন রায়ত বরসভেতুক, স্রীলোক বলিয়া, পীড়াবশতঃ, দুর্ঘটনাক্রমে, কিম্বা দৈনিক বা গাওঁস্থ্য তাকরীতে কিম্বা ভৌখ্যাত্রাধ বাওরীতে কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায়, চাষ করিতে অক্ষম হইলে, আপনাদেব অক্ষমতা কালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপন যোত বা তাহার কোন অংশ কোর্সি বিলি করিতে এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার কোন বাধা হইবে না, কিম্বা বাধা হইল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

(খ) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে দরপাটী দেওয়া গেল, এই ধারার কাৰ্য্যক্ষেত্র এই আইন প্রচ-
লিত হইবার সময়াদি সাতবৎসরকাল গণনা করা যাইবে।

খাজানা রিজির কথা।

১২ ধারা। যাবৎ বিপরীত প্রমাণ না হয়, দখলীস্বত্ব
বিশিষ্ট কোন রায়তের সময়কালে
উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজা-
না বিবরক অনুমানের
কথা।
উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া অনু-
মান হইবে।

১৩ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত মুদ্রারূপ
(নগদী) খাজানা দিলে, তাহার
মুদ্রারূপ খাজানা রিজি
বিবরণে নিবন্ধনের কথা।
খাজানা এই আইনের বিধান-
মতে না হইলে, সরকারপক্ষে
রিজি করা যাইবে না।

১৪ ধারা। (১) কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের
যে মুদ্রারূপ খাজানা দিতে
হয়, তাহা রেজিস্ট্রী করা
করমে খাজানা রিজি
করিবার কথা।
চুক্তিক্রমে নিম্নলিখিত নিয়ম-
াবলীতে রাজি করা যাইতে
পারিবে।—

(ক) খাজানা একরূপে রিজি করিতে হইবে না যে, তাহার রায়তের পূর্বেদেব খাজানা অপেক্ষা টাকার চারি আনার অধিক হইবে।

(খ) চুক্তিপত্র অনুসারে সাত বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা বাধ্য করিয়া দিতে হইবে।

(গ) বর্জিত খাজানা পূর্ব বা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকার দুই আনার অধিক হইলে, চুক্তিপত্র অনুসারে সাত বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা বাধ্য করিয়া দিতে হইবে।

(২) চুক্তি খট আইনের বিধানসম্মত ও রায়ত তাহা করিতে সক্ষম ও সগত ও তাহার মনঃপুষ্ট, রেজিস্ট্রী করণের পূর্বে এই ধারামতে চুক্তিপত্র রেজিস্ট্রী করিবার পূর্বে এইরূপ কথা জামিয়া লইবেন।

১৫ ধারা। (১) যে জন্য মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া পুনরায় বিলি করি-
বার বেলা খাজানা
রিজির কথা।
কোন প্রমাণ পূর্বে ভোগ করিতেন, তাহা যে আনের বা মনঃপুষ্ট অন্তর্গত তথাকার কোন বাসেন্দারায়তকে বিলি করা গেলে, খাজানা রিজি করিয়া দিবার রেজিস্ট্রী করা চুক্তিপত্রক্রমে না হইলে, পূর্ব প্রমাণ যে খাজানা দিতেন, উক্ত রায়ত ঐ জন্য জন্ম তদপেক্ষা উক্ত খাজানা দিতে বাধ্য হইবে না।

(২) এইরূপ প্রত্যেক চুক্তির প্রতি পূর্বধারার বিধান বহিবে।

১৬ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত মুদ্রা
মোকদ্দমা দ্বারা খা-
জানারিজি করিবার কথা।
যোগে খাজানা দিয়া যে যোত ভোগ করে, সেই যোতের ভূস্বত্বকারী এই আইনের বিমা-
নের নিয়মাবলীতে নিম্ন লিখিত এক বা অধিক হেতু দ্বারা খাজানা রিজি করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, যথা,—

(ক) দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ লেচ প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত চারে খাজানা দিয়া থাকে, উক্ত রায়ত তদ-
পেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ) সেইখানে বা চলিত বাজারে প্রচলিত খাম্বা শালের গড় মূল্য রিজি হইয়াছে।

(গ) ভূস্বত্বকারির দ্বারা বা তাহার খরচে যে উৎকর্ষসাধন হয়, তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

(ঘ) রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বনাদ্বারা বর্জিত হইয়াছে।

১৭ ধারা। প্রচলিত হারের সম্বন্ধে খাজানা দেওয়া
প্রচলিত হার বিবরণী খা-
জানারিজি করিবার কথা।
হয়, এই হেতু দিয়া খাজানা রিজির দাওয়া করা গেল।

(ক) বর্জিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকার আট আনার অধিক হইবে না।

(খ) যদি আদালতের বিবেচনায় স্থানীয় ভদ্র ব্যক্তি-
গণকে খাজানার প্রচলিত হার সন্তোষজনকরূপে জানা
যাইতে না পারে, তবে তদার্থে বিধি করিয়া স্থানীয়
গণপক্ষে যে রাজস্ব কর্মচারীকে ক্ষমতা মেল, তাহা
দেওয়ানী মোকদ্দমার কাধ্য প্রমাণী বিবরক আইনের
অধ্যায়মতে স্থানীয় ভদ্র লওয়া হয় আদালত এইরূপ
আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(গ) কোন রায়তের যেখানে খাজানা দিতে হইবে, এই ধারামতে তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, যদি উহা প্রমাণ না হয়, হার নির্ণয় করিবার সময়ে দেশাচারক্রমে জাতি বিচার করা হয়, তবে তাহার জাতি-বিষয়ে বিবেচনা করিতে হইবে না; এবং যদি দেখা যায় যে, দেশাচারক্রমে কোন প্রকারের রায়তেরা অত্যন্ত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে, তবে দেশাচার অনুসারে খাজানার হার নির্ণয় করা যাইবে।

(ঘ) খাজানার প্রচলিত হার নির্ণয় করিতে হইলে, ভূমিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতু যত টাকা খাজানা রুদ্ধি করিবার অনুমতি দেওয়া যায়, তাহা বিবেচনা করিতে হইতে হইবে না।

৪৫ ধারা। মূল্য রুদ্ধি হেতু পরিশী খাজানা রুদ্ধির দাওয়া করা গেলে,—

মূল্য রুদ্ধি হেতু পরিশী খাজানা রুদ্ধিসংক্রান্ত বিধি। (ক) স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাক্রমে নিয়মিত সমরী হারে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করা যায়, আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, এবং মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অব্যাহিত পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরের গড় মূল্য, অন্য যে পাঁচ বৎসর তুলনার নিমিত্ত লওয়া ন্যায্য ও কার্যকর বোধ হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত নিম্নলিখিত দেখিবেন।

(খ) আদালত এক্ষণে খাজানা রুদ্ধি করিবেন না যে, বর্জিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা ঢাকার চারি আনার অধিক হয়।

(গ) তুলনার নিমিত্ত পূর্বের যে পাঁচ বৎসর লওয়া হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত শেষ পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের যে আদ্যাত থাকে, পূর্বোক্ত নিয়মাবলীতে ও ৪৮ ধারার নিয়মাবলীতে সাবেক খাজানার সহিত বর্জিত খাজানার সেই অনুপাত থাকিবে।

৪৬ ধারা। ভূমিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতু পরিশী খাজানা রুদ্ধির দাওয়া করা গেলে,—

(ক) এত আইন অনুসারে উৎকর্ষসাধন রেজিস্ট্রী করা না গেলে, আদালত খাজানা রুদ্ধি দিবেন না।

(খ) যে পরিমাণে খাজানা রুদ্ধি করা যাইবে, তাহা নির্ণয় করিবার সময়ে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,—

(১) উক্ত উৎকর্ষসাধনদ্বারা যতদূর ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা;

(২) উৎকর্ষসাধন করিতে কত খরচ পাড়িয়াছে;

(৩) এ উৎকর্ষসাধন কাঁচা লাগিয়াছে হইলে, তাহা করিতে কত খরচ পাড়ে, এবং

(৪) উক্ত ভূমির বর্তমান খাজানা কত ও উক্তের খাজানা দিবার বিরূপ শক্তি আছে।

(গ) আদালত নিয়মাবলীতে ডিক্রী করিতে পারিবেন, এবং সিন্ডিকেট সময়ের মধ্যে উৎকর্ষসাধন হইতে আনুমানিক কল কী করিলে, ডিক্রী পুনঃপ্রত্যাহার ও পুনঃবিবেচনা সাপেক্ষ রূপিতে পারিবেন।

৪৭ ধারা। বনাজমিত উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হেতু পরিশী খাজানা রুদ্ধিসংক্রান্ত বিধি।

(ক) যে রুদ্ধি কিংকালীম বা টেনমিতিক মার, আদালত তাহা বিবেচনা করিবেন না।

(খ) বর্জিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা ঢাকার চারি আনার অধিক হইবে না।

(গ) আদালত যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য বিবেচনা করেন, সেই পরিমাণে খাজানা রুদ্ধি করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা এক্ষণে রুদ্ধি করিবেন না, যাহাতে ভূমির উৎপাদনের নিট রুদ্ধির মূল্যের অধিকের অধিক ভূমি-কারীকে দেওয়া হয়।

৪৮ ধারা। যাহা মোকদ্দমার খাজানারূপ উপযুক্ত অবস্থা বিবেচনার অনুপযুক্ত বা অন্যরূপ বোধ হয়, আদালত

কোন মোকদ্দমায় এক্ষণে খাজানারূপ ডিক্রী দিবেন না।

৪৯ ধারা। যে আদালত খাজানারূপ ডিক্রী করেন, সেই আদালত যদি বিবেচনা করেন যে পূর্ণ পরিমাণে অবিকারিত অবস্থা করিতে লম্বা ডিক্রী প্রদান করিলে পারিবার কথা।

রায়তের কষ্ট হইবে, তবে আদালত জানতে পারিবেন যে এই রুদ্ধি ক্রমে করা যাইবে, অর্থাৎ, যত দূর খাজানা রুদ্ধি করিবার ডিক্রী হয়, বৎসরক্রমে খাজানা রুদ্ধি করিয়া পাঁচ বৎসরের অনধিক কএক বৎসরে ততদূর রুদ্ধি করা যাইবে।

৫০ ধারা। (১) প্রচলিত হার অপেক্ষা কম হারে খাজানা দেওয়া হইতেছে, এই-

ক্রমাগত খাজানারূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পক্ষে নীমাত্র করিবার কথা।

হেতু পরিশী, কিংবা মূল্য রুদ্ধি হেতু পরিশী কোন মোকদ্দমার খাজানারূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যদি মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ববর্তী পানর বৎসরের মধ্যে ১৮৩ সালের মাঘ মাসের ২ তারিখের পর চুক্তিক্রমে এই মোকদ্দমার খাজানা রুদ্ধি করা গিয়া থাকে, কিংবা যদি উক্ত পনের বৎসরের মধ্যে ৫০ সালেতে খাজানারূপ পরিবর্তন করা গিয়া থাকে, অথবা এই আইনমতে কিংবা এই আইন দ্বারা বর্জিত করা কোন আইনমতে পূর্বোক্ত কোন হেতু বা তত্বলা কোন হেতু পরিশী খাজানা রুদ্ধি করিবার কিংবা মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া মোকদ্দমা ডিসমিস করিবার ডিক্রী হইয়া থাকে, তবে এই মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইবে না।

(২) এই ধারার কোন নথাক্রমে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্গাঞ্জালী বিষয়ক আইনের ৩৭৩ ধারা বিধানের কোন বিষয় হইবে না।

খাজানা কমাইবার কথা।

৫১ ধারা। (১) মুজারিফ খাজানা দিয়া ভোগকারী কোন দখলী অধিকারী রায়ত খাজানা কমাইবার নিম্নলিখিত হেতু সাংগা আপ-কথা।

নং খাজানা কমাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, এবং মোকদ্দমার ভবিষ্যৎ কম হইয়া গেলে, পরে যে বিধান করা গিয়াছে, সেই বিধানের তল ছাড়া প্রকারান্তরে পারিবেন না, অর্থাৎ;

(ক) যোঁতের ভনী বায়তের দোঁগ বাতিরেকে বালি ভনী হইয়া বা ঐরূপ অন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটয়া স্থান-রূপে অপব্যুত হইয়া গিয়াছে, কিম্বা।

(খ) ঐ স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান ২ খাদ্য শস্যের গড় মূল্য কমিয়া গিয়াছে।

(২) এই ধারামতে কোন যৌকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, আশীলভ যত দূর উপযুক্ত বা মায়া বোধ করেন, তত দূর খাজানা কমানোর আশ্রয় করিতে পারিবেন।

মূল্যের অর্থাৎ দরের তালিকার কথা।

৫২ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ের যে যে স্থান নির্দেশ করেন, সেই প্রধান মূল্যের মূল্যের স্থানে যে প্রধান খাদ্য শস্য অম্বা, প্রত্যেক জিলার কালেক্টর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতদন্তে বৎসরের যে বা যে সময় ধায়া করেন, সেই বা সেই সময়ের সেই শস্যের কমানোর সময়ের বাজার দরের তালিকা প্রস্তুত করিবেন, এবং অনুমোদন বা সংশোধন নির্দিষ্ট তাহা রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

(২) কালেক্টর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশ পাইলে, ঐ গবর্ণমেন্ট অতীত যে কাল উপযুক্ত বোধ করেন, সেই কাল পূর্বে কোন স্থানের ঐরূপ মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপে যে তালিকা প্রস্তুত করেন, তাহা অনুমোদন বা সংশোধন নির্দিষ্ট রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

(৩) উক্ত মূল্যের তালিকা রেবিনিউ বোর্ড কর্তৃক অম্বা নিত বা সংশোধিত হইলে রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

(৪) ঐরূপ কোন মূল্যের তালিকা উপরূপে প্রকাশ করা গেলে, উহা যে সময় সম্বন্ধীয় হয়, সে সময় উক্ত স্থানে প্রচলিত মূল্যের সম্বন্ধে এই অধ্যায়নত কোন আনুষ্ঠানিক কার্যো দিচ্ছাত্ত প্রমাণ হইবে।

(৫) কালেক্টর সাহেব এই ধারামতে কোন মূল্যের তালিকা রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবার ১৫ দিন পূর্বে উহা যে স্থান সম্বন্ধীয় হয়, সেই স্থানের মধ্যে মচরাটর মোটিল যেক্রমে প্রকাশ করা যায়, সেইক্রমে ঐ তালিকা প্রকাশ করিবেন, এবং ঐ স্থানের অন্তর্গত কাম ভূমির ভূম্যধিকারী বা প্রজা উক্ত ১৫ দিনের মধ্যে ঐ তালিকার দিকে কালেক্টর সাহেবের নিকট লামায়া কোন আপত্তি নিলে, তিনি তাহা ঐ তালিকার সহিত রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

খাজানা রূপান্তরিত করিবার কথা।

৫৩ ধারা। (১) কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত মাল্যরূপে দেয়খাজানা কোন যোঁতের নির্দিষ্ট শস্য-রূপে কিম্বা শস্যের কিয়দংশের আনুষ্ঠানিক মূল্য পরিমাপ কিম্বা শস্যভেদে তিস্র ২ হারে অম্বা কিম্বা পরিমাপে এইরূপ এক প্রণালীতে ও কিম্বা পরিমাপে অন্য প্রণালীতে খাজানা দিলে, রাইয়ত বা তদীয় ভূম্যধিকারী ঐ খাজানা মুদ্রারূপে খাজানার পরিমাণ হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) এই প্রার্থনা কালেক্টর সাহেবের বা মহকুমার কর্তৃপক্ষের নিকট, কিম্বা ১০ অধ্যায়নতে যে কোন কর্মচারী খাজানার বন্দোবস্ত করেন, তাহার নিকট, কিম্বা এতদন্তে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতা-প্রাপ্ত অন্য কোন কর্মচারীর নিকট, করা যাইতে পারিবে।

(৩) ঐ প্রার্থনাপত্র পাঠিলে যত টাকা মুদ্রারূপে খাজানা দিতে হইবে, উক্ত কর্মচারী উহা নির্ণয় করিতে পারিবেন এবং ঐ আত্মা করিবেন। যে, রাইয়ত শস্যরূপে বা পূর্ণোদ্রূপে অন্য প্রকারে আপনায় খাজানা না দিয়া ঐরূপ নির্ণীত টাকা দিবেন।

(৪) উহা নির্ণয় করিবার সময়ে উক্ত কর্মচারী এবং বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,

(ক) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তের নিকটই সেই প্রকারের ও তক্রপ সুবিশিষ্ট ভূমির নির্মিত গড়ে যে মুদ্রারূপে খাজানা দিয়া থাকে, তাহার প্রতি ও
(খ) পূর্বে দখলীস্বত্বের ভূম্যধিকারী প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা পাঠিয়া থাকেন, তাহার গড় মূল্যের প্রতি।

(৫) ঐ আত্মা লিখিয়া করিতে হইবে, এবং উহা যেহেতু পরিণয় করা যায়, ও যে সমরাদেশ উহা ফলবৎ হইবে, উহাতে তাহা লেখা থাকিবে; এবং রাইয়ত কর্মচারীরা অন্য যেহেতু আত্মা করেন, তাহার উপর যে প্রকারে আপাল হইতে পারে, ঐ আত্মার উপরও সেই প্রকারে আপাল হইতে পারে।

(৬) কেহ প্রার্থনাপত্রের বিরোধী হইলে, উক্ত কর্মচারী হেতু নির্ণয়ক কারয়া প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা, কথা।

৫৪ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ের মন্ত্রিগতাবস্থিতি জ্ঞাত গবর্ণর জেনরল সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, অর্থাৎ,

(ক) যেকর্মচারীরা ৫২ ধারামত মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত থাকেন, তাহাদের কাব্যপদ্ধতি প্রদর্শন করিবার বিধি;

(খ) কোন স্থানে এই অধ্যায়ের কাব্যপক্ষে কোন-কোনু খাদ্য শস্য প্রধান শস্য বালিয়া গণ্য হইবে, ইহা স্থির করিবার বিধি; এবং

(গ) ৪১ ও ৪২ ধারামতে যে কার্যকারকেরা চুক্তি রেজিস্ট্রী করেন, তাহাদের কাব্যপদ্ধতি প্রদর্শন করিবার বিধি।

৬৪ অধ্যায়।

দখলীস্বত্ব শূন্য রাইয়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৫৫ ধারা। যে রাইয়তদের দখলীস্বত্ব না থাকে, ও এই অধ্যায় পাঠিবার এই আইনে বাহাদের উল্লেখ আছে, এই অধ্যায় তাহাদের সম্বন্ধে পাঠিবে।

৫৬ ধারা। কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে, তাঁহাকে দখল দিবার সময়ে তাহার সহিত ভূম্যধিকারীর যে খাজানার নিয়ম হয়, তাহার সেই খাজানা দিতে হইবে।

৫৭ ধারা। রেজিষ্টারী করা নিয়মপত্র কিম্বা ৬০ ধারা-খাজানা রুজি নিয়-মত নিয়মপত্রক্রমে না হইলে, কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের খাজানা রুজি করা যাইবে না।

৫৮ ধারা। কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে নিম্ন-লিখিত এক বা অধিক হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করা যাইতে পারবে, প্রকারান্তরে নহে।—
(ক) সে বাকী খাজানা দেয় না, এই হেতু ধরিয়া।

(খ) উক্ত রায়ত ভূমি এইরূপে ব্যবহার করিতেছে, যাহাতে উহা প্রজাস্বত্বসম্বন্ধীয় কার্যের সমুপযোগী হয়, অথবা যে এই আইনসম্মত এরূপ কোন নিয়মভঙ্গ করিয়াছে, যাহা ভঙ্গ করিলে তাহার ও উদীয় ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে চুক্তি থাকে তাহার শর্ত অনুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, এই হেতু ধরিয়া।

(গ) রেজিষ্টারী করা পাটাক্রমে তাহাকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে, পাটায় মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া।

(ঘ) ৬০ ধারামতে ন্যায্য ও উপযুক্ত বলিয়া যে খাজানা ধার্য হইয়াছে, উক্ত রায়ত সেই খাজানা দিবার নিয়ম করিতে অস্বীকার করিয়াছে; কিম্বা ঐ খাজানা দিয়া যে মিয়াদ পর্যন্ত সে ভূমি ভোগ করিতে অভ্যস্ত, সেই মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া।

৫৯ ধারা। মিয়াদ অতীত হইবার অন্তরে হয় মাস থাকিতে, রায়তের উপর উঠিয়া বাহ্যার নোটিস জারী করা না গেলে, পাটায় মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া

কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ কারবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না, এবং মিয়াদ অতীত হইবার হয় মাসের পর উপস্থিত করা যাইবে না।

৬০ ধারা। (১) ভূম্যধিকারী বর্জিত খাজানা দিবার নিয়মপত্র রায়তের নিকট অর্পণ না করিলে, এবং রায়ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্বে তিন মাসের মধ্যে ঐ নিয়মপত্র সম্পাদন করিতে

অস্বীকার না করিলে, খাজানা রুজি দিতে অস্বীকার করিবার হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না।

(২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন রায়তের নিকট কোন নিয়মপত্র অর্পণ করিতে চাহিলে, উক্ত রায়তের উপর জারী করিবার নিমিত্ত এতদর্থে

স্থানীয় গবর্ণমেন্টে যে আদালত বা কার্যকারকে নিযুক্ত করেন, সেই আদালতের বা কার্যকারকের আফিসে ঐ নিয়মপত্র দাখিল করিতে পারিবেন। উক্ত আদালত বা কার্যকারক অবিলম্বে নির্দিষ্ট প্রকারে ঐ রায়তের উপর তাহা জারী করাইবেন; এবং তাহা ঐ রূপে জারী করা গেলে, এই ধারার কার্যপক্ষে তাহা অর্পণ করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৩) যে রায়তের উপর (২) প্রকরণমতে কোন নিয়মপত্র জারী করা যায়, সেই রায়ত যদি তাহা সম্পাদন করে, এবং যে আফিস হইতে উহা দেওয়া হইয়াছিল, জারী করিবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে সেই আফিসে দাখিল করে, তবে পরবর্তী কৃষিবৎসরের প্রারম্ভাবধি ঐ নিয়মপত্র ফলবৎ হইবে।

(৪) কোন রায়ত (৩) প্রকরণমতে কোন নিয়মপত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল করিলে, যে আদালতের বা কার্যকারকের আফিসে উহা ঐ রূপে দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্যকারক উহা উক্ত রূপে সম্পাদিত হইয়া দাখিল হইবার নোটিস নির্দিষ্ট প্রকারে ভূম্যধিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করাইবেন।

(৫) রায়ত (৩) প্রকরণমতে নিয়মপত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল না করিলে, সে এই ধারার কার্যপক্ষে উহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৬) এই ধারামতে কোন রায়তের নিকট যে নিয়মপত্র অর্পণ করা যায়, সে যদি তাহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করে, এবং তজ্জন্য ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, তবে ঐ যোক্তের যে খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য হয়, আদালত তাহা নির্ণয় করিবেন।

(৭) ঐ রূপে যে খাজানা নির্ণীত হয়, রায়ত তাহা দিতে সম্মত হইলে, সম্মতির তারিখ অবধি পাঁচ মাসের কাল ঐ খাজানা দিয়া আপন যোত দখল করিয়া থাকিবে; স্বত্বানু থাকিবে; কিন্তু উক্তকাল গত হইলে, যদি সে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত না হইয়া থাকে, তবে পূর্বসঙ্গার লিখিত নিয়মানুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে।

(৮) ঐরূপে যে খাজানা নির্ণীত হয়, রায়ত তাহা দিতে সম্মত না হইলে, আদালত উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী দিতে পারিবেন।

(৯) যে খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিকটই সেই প্রকারের ও ভঙ্গপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত রায়তেরা 'পড়ে' যে খাজানা দেয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু মাসেক খাজানার উপর টাকার আট আনার অধিক রুজি দিবেন না।

(১০) এই ধারামতে উচ্ছেদের ডিক্রী করা গেলে, যে কৃষি বৎসরে ঐ ডিক্রী হয়, সেই বৎসরের শেষ অবধি উহা ফলবৎ হইবে।

৬১ ধারা। কোন রায়তের দখলে ভূমি থাকিলে, ঐ "দখল দেওয়া" লব্ধের দখল চলিবার নিমিত্ত পাটায় লিখিয়া দেওয়া গেলে, যদিও তাহাকে দখল দেওয়া গেল, পাটায় এই মর্মে কথ্য লেখা থাকে, তথাপি এই

অধারের কার্যপত্রক এই পাটাক্রমে তাহাকে দেখল
যে ওয়া গেল বলিয়া জান করা যাইবে না।

৭ম অধ্যায়।

কোর্কী রায়তনের সম্বন্ধীয় বিধি।

৬২ ধারা। মুজাররুণ খাজানা দিয়া যে কোন কোর্কী

কোর্কী রায়তের নামে রায়ত ভূমি ভোগ করে, তাহার
যে খাজানা আদায় করিতে পারা যাইবে, সে
খাজানা দিয়া যে খাজানা আদায় করিতে পারিবে না, তাহার নামের কথা।

(ক) রেজিষ্টারী করা পাটী বা নিয়মপত্রক্রে কোর্কী
রায়তের দেয় খাজানা দেওয়া গেলে, শতকরা পঞ্চাশ
টাকার, ও

(খ) অন্য কোন স্থলে, শতকরা পঁচিশ টাকার অধিক
খাজানা আদায় করিতে পারিবে না,।

৬৩ ধারা। কোন কৃষি বৎসরের শেষে না হইলে

কোর্কী রায়তবিশেষে এবং উক্ত বৎসর গত হইবার
উদ্দেশ্যে করিবার নিয়মের কথা।

কোর্কী রায়তবিশেষে অতীত হইবার থাকিতে নির্দিষ্ট
একাত্তর কোর্কী রায়তের
উপর উঠিয়া যাইবার নিষিদ্ধ
নোটিশ জারী করা না গেলে পর, তদীয় ভূমিকারী
তাহাকে উদ্দেশ্য করিতে পারিবে না।

৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিবরণ সাধারণ বিধান।

খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে বিধি ও অনুমান।

৬৪ ধারা। (১) কোন তালুকদার বা রায়ত ও

খাজানা অবধারিত তাঁহার স্বাধীন পূর্বাধিকারীরা
খাজানার সম্বন্ধে বিধি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্যাবধি
ও অনুমানের কথা।

খাজানার পরিমাণ হইবে তাহার পরিবর্তন হয় নাই এরূপ
ভূমি ভোগ করিয়া থাকিলে, যোক্তের পরিমাণ পরিবর্তন
হইয়াছে এই হেতু বিনা এই খাজানা বা খাজানার হার
হুজি হইতে পারিবে না।

(২) কোন তালুকদার বা রায়ত ও তাঁহার স্বাধীন
পূর্বাধিকারীরা বাহা মোকদ্দমা বা আনুষ্ঠানিক কার্য
উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্ববর্তী বিশ্ববৎসর মধ্যে
পরিবর্তিত হয় নাই এরূপ খাজানার বা খাজানার হারে
ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন, এই আইনমত কোন
মোকদ্দমার বা আনুষ্ঠানিক কার্যে ইহার প্রমাণ হইলে,
যাবৎ বিপরীত প্রমাণ না যায়, এইরূপ অনুমান হইবে
যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্যাবধি এই খাজানার বা খাজা-
নার হারে তাঁহারা উক্ত ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু যদি কোন আইনে বা তৎক্রমে এইরূপ আদেশ
থাকে যে, স্থানবিশেষে অবধারিত খাজানার বা অব-
ধারিত খাজানার হারে প্রজ্ঞাপন বা কোন প্রকার
প্রজ্ঞাপন থাকিলে, তাহা উক্ত আইনের দ্বারা বা
তৎক্রমে নির্দিষ্ট তারিখে বা তৎপূর্বে রেজিষ্টারী
করিতে হইবে, তবে এই স্থানে যে কোন প্রজ্ঞাপন বা স্থল
বিশেষে উক্ত প্রকার যে কোন প্রজ্ঞাপন রেজিষ্টারী করা
হয় নাই, তৎসম্বন্ধে এই তারিখের পর পূর্বোক্ত অনুমান
থাকিবে না।

(৩) কোন রায়ত ভূমির উৎপত্তির অবধারিত
অংশ বা অবধারিত অংশের মূল্য খাজানাস্বরূপ দিয়া
থাকিলে, যে টাকা দেওয়া যায় তাহা বৎসর বৎসর
বিভিন্ন হইয়াছে বলিয়া কিম্বা রায়ত ও ভূমিকারী
উভয়ের সম্মতিক্রমে উক্ত খাজানার পরিবর্তে অবধা-
রিত টাকা খাজানাস্বরূপ ধার্য করা গিয়াছে বলিয়া
কেবল এই কারণে এই খাজানা বা খাজানার হার
পরিবর্তিত হইয়াছে বলিয়া জান হইবে না।

(৪) কোন ভূমি অন্য যে ভূমির সহিত একযোগে
কোন যোক্তের অংশ ছিল, সেই ভূমি হইতে পৃথক করা
গেলে, অথবা অন্য ভূমির সহিত মিশাইয়া এক যোক্ত
করা গেলে, রায়তের ভোগকৃত ভূমিসম্বন্ধে এই ধারার
কার্য হইবার কোন বিঘ্ন হইবে না।

(৫) কএক বৎসর মিয়াদে ভূমি ভোগ হইলে কিম্বা
ভূমিকারীর ইচ্ছাবশত্রে প্রজ্ঞাপন শেষ হইতে পারিলে,
এই ধারার কোন কথা তৎপ্রতি বর্তিবে না।

৬৫ ধারা। কোন প্রকার খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে

কিম্বা কোন কৃষি বৎসরে
খাজানার পরিমাণ ও সে যে নিয়মে ভূমিভোগ
ভোগের নিয়ম সম্বন্ধে করে, তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ
অনুমানের কথা।

উক্তি হইলে, অব্যবহিত পূর্ব-
বর্তী কৃষি বৎসরে যে খাজানা দিয়া যে নিয়মে সে ভূমি
ভোগ করিয়াছে, বিপরীত প্রমাণ না গেলে, সেই
খাজানা দিয়া সেই নিয়মে সে ভূমি ভোগ করে
এইরূপ অনুমান হইবে।

পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজানার পরিবর্তনের কথা।

৬৬ ধারা। (১) প্রত্যেক প্রকার

পরিমাণ পরিবর্তন (ক) পূর্বে যৎপরিমাণ
হইলে খাজানার পরি- ভূমির অন্য খাজানা দিয়াছেন,
বর্তনের কথা।

নাগ করিয়া তদধিক বত ভূমি
থাকা প্রমাণ হয়, তত ভূমির অন্য তাঁহার অতিরিক্ত
খাজানা দিতে হইবে, এবং

(খ) শিকড়ীক্রমে বা প্রকারান্তরে যোক্তের পরিমাণ
কম হইলে, উক্ত প্রকার খাজানা কমাইতে স্বত্বান
হইবেন; কিন্তু যদি প্রমাণ হয়, যে নত ভূমি উপবর্তীক্রমে
বা প্রকারান্তরে তাঁহার যোক্তে যোজিত হইয়াছিল, এবং
এরূপ যোগ হওয়াতে খাজানা হুজি করা যায় নাই,
তবে এই বিধি থাকিবে না।

(২) খাজানার যে টাকা যোগ করিতে হইবে, তাহা
নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিকট সেই প্রকারের
ও তৎরূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত সেই প্রকারের
প্রকারের যে হারে খাজানা দিতে হয়, তাহার প্রতি এবং
তালুকদারের বেলা তিনি আপনাতর ভাষ্যক্রমে খাজানা
সম্বন্ধে যত লভ্য পাইতে স্বত্বান তৎপ্রতি দৃষ্টি
রাখিবে না।

(৩) যোক্তের মোট বার্ষিক মূল্যের যত ভাগ শটে,
তাহা পূর্বকার মোট বার্ষিক মূল্যের যে অংশ হয়,
খাজানার বত টাকা কমাইতে হইবে, তাহা পূর্বকালের
খাজানার সেই অংশ হইবে, কিম্বা নত ভূমির বার্ষিক
মূল্যের সমস্তোৎপন্নক প্রমাণ পাওয়া না গেলে, যে পরি-
মাণ ভাগ হয়, তাহা যোক্তের পূর্ব পরিমাণের যে অংশ
খাজানার যত টাকা কম করিতে হইবে, তাহা পূর্বকালের
খাজানার সেই অংশ হইবে।

খাজানা দিবার কথা।

৬৭ ধারা। (১) ভালুকদার ও তদীয় ভূম্যধিকারির মধ্যে যে রূপ নিয়ম থাকে, খাজানার কিস্তির কথা। উক্ত রূপ কিস্তিরূপে তদ্রূপ তারিখে ভালুকদারের দেয় মুদ্রারূপ খাজানা দেওয়া যাইবে; নিয়ম না থাকিলে, দেশাচারমত কিস্তিরূপে ও তারিখে দেওয়া যাইবে; এবং নিয়ম কিম্বা দেশাচার না থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতদ্বারা কোন স্থানের নিমিত্ত যে কিস্তি ও তারিখ নির্দিষ্ট করেন, সেই কিস্তিরূপে সেই তারিখে দেওয়া যাইবে।

(২) কোন রায়তের বা কোর্পোরেশনের যে মুদ্রারূপ খাজানা দিতে হয়, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে বার্ষিক খাজানার অংশস্বরূপ যে কিস্তি ও বৎসরে চারির অনধিক যে তারিখ নির্দেশ করেন, সেই কিস্তিরূপে ও সেই তারিখে সেই খাজানা নিয়মক্রমে কিম্বা নিয়ম না থাকিলে দেশাচারক্রমে যে বিধি নির্দিষ্ট হয়, সেই বিধির বিধানানুসারে দেওয়া যাইবে।

(৩) এই ধারামতে বিধি প্রণয়ন করিতে হইলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রচলিত দেশাচার, কলনের সময় এবং ভূমির রাজস্ব দিতে হইবার সময় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

(৪) এই ধারামতে যে কোন বিধি প্রণয়ন করিতে হইবে, তাহা যে কৃষি বৎসরে কলবৎ হইবে সেই কৃষি বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্বে অন্তত তিন মাস থাকিতে নির্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে।

৬৮ ধারা। (১) প্রত্যেক কিস্তি যে তারিখে দেয় খাজানা দিবাস সময় হইবার পূর্বে প্রজা এই কিস্তির টাকা দিবেন।

(২) এই আইনমতে যে স্থলে প্রজা আপন খাজানা আদায় করিতে পারে, সেই স্থল হাড়া ভূম্যধিকারীর আদায় কাছারীতে কিম্বা তদ্বারা ভূম্যধিকারী অন্য যে সুবিধামত স্থান নিরূপণ করেন, সেই স্থানে খাজানা দেওয়া যাইবে।

কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রজাকে পোস্টাল মনিঅর্ডারক্রমে খাজানা দিবার ক্ষমতা দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(৩) খাজানার কোন কিস্তি বা কিস্তির অংশ যে সময়ে দেয় হয়, সেই সময়ে বা ৩০ পূর্বে যথাবিধি দেওয়া না গেলে, তাহা বাকী খাজানা বলিয়া গণ্য হইবে।

৬৯ ধারা। (১) কোন প্রজা খাজানার হিসাবে কোন টাকা দিলে, যে বৎসরে টাকা যেভাবে জমা দিতে হইবে, তাহার উহা জমা দিতে চাচ্ছেন, তাহা নির্দেশ করিতে পারিবেন, এবং তদনুসারে এই টাকা জমা দিতে হইবে।

(২) প্রজা প্রকৃত কোন নির্দেশ না করিলে, ভূম্যধিকারী যে বৎসরের যে কিস্তি উচিত বোধ করেন, সেই বৎসরের সেই কিস্তির হিসাবে টাকা জমা দিতে পারিবেন।

কবজ ও হিসাবের কথা।

৭০ ধারা। (১) কোন প্রজা আপন ভূম্যধিকারীকে খাজানার হিসাবে টাকা দিলে যত টাকা দেন, উক্ত ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত তত বাব যতের কথা। টাকার লিখিত কবজ উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে তৎক্ষণাত্ পাঠিতে তাহার স্বত্ব আছে। (২) ভূম্যধিকারী উক্ত কবজের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন।

(৩) এই আইনের ৩৪ তফসীলে কবজের যে পাঠ দেওয়া গেল, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানের কিম্বা বিশেষ কোন প্রজার মোকদ্দমার নিমিত্ত অন্য যে পাঠ নির্দেশ করেন, সেই পাঠে যে বিশেষ কথা লিখিত থাকে, কবজ ও অনুলিপিতে সেই বিশেষ কথা লেখা থাকিবে।

(৪) যে প্রত্যেক কবজে সারতঃ এই ধারার আদেশমত সমস্ত বিশেষ কথা না থাকে, বিপরীত দর্শন না গেলে, তাহা যে তারিখে দেওয়া যায়, সেই তারিখ পর্যন্ত খাজানার সমুদয় দাওয়ার সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত বলিয়া অনুমান হইবে।

৭১ ধারা। (১) কৃষি বৎসরের শেষ পর্যন্ত প্রজার যত খাজানা দিতে হইবে, তৎসমস্ত দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ভূম্যধিকারী স্বাক্ষর করিলে, এই বৎসর অবসান হইবার তিন মাসের মধ্যে এই প্রজা বিনা খরচে আপন ভূম্যধিকারীর স্থানে উক্ত ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত পূর্ণনিষ্কৃতিপ্রাপ্ত কবজ পাঠিবার অধিকারী হইবেন।

(২) ভূম্যধিকারী এই কথা স্বীকার না করিলে, প্রজা চারিখানা কী দিলে এই বৎসর শেষ হইবার পর তিন মাস মধ্যে এই আইনের ততীয় তফসীলের পাঠে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানের কিম্বা বিশেষ কোন প্রজার মোকদ্দমার নিমিত্ত অন্য যে পাঠ নির্দেশ করেন, সেই পাঠে যে বিশেষ কথা লিখিত থাকে, তৎসমস্ত লিখিত হিসাবের বিবরণপত্র পাঠিবার অধিকারী হইবেন।

(৩) ভূম্যধিকারী উক্ত বিবরণপত্রের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন, তাহাতেও প্রকৃত বিশেষ কথা লেখা থাকিবে।

৭২ ধারা। (১) প্রজা কোন খাজানা দিলে, যদি ভূম্যধিকারী তাহাকে ৭০ ধারার নিম্নলিখিত বিশেষ কথা সম্বলিত কবজ দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে প্রজা খাজানা দিবার তারিখ অবধি

হয় মাসের মধ্যে খাজানার পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অধিক আদায়ত বা তা উচিত বোধ করেন সেইরূপ মণের টাক উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত মোকদ্দম উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) যদি ভূম্যধিকারী প্রজার দাওয়াতে ৭১ ধারার নিষিদ্ধ কোন বৎসরের সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্ররূপ কবজ বা হিসাবের বিবরণপত্র দিতে অস্বীকার বা উল্লেখ্য করেন, তবে যে বৎসরের কবজ বা হিসাব দেওয়া উচিত ছিল, সেই বৎসর প্রজা ভূম্যধিকারীকে যে সমস্ত খাজানা দিয়া থাকেন, তাহার মোট পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অনধিক আদালত গুণ টাকা উচিত বোধ করেন, তত দেওয়ার টাকা উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত উক্ত প্রজা পরবর্তী কৃষি বৎসরের মধ্যে নৌক-দ্বারা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(৩) কোন ভূম্যধিকারী উক্ত কোন ধারার আদেশ-বশত কবজের বা বিবরণপত্রের অনুলিপি বা প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া না রাখিলে, তাহার পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

খাজানা আদায় করিবার কথা।

৭৩ ধারা। (১) নিম্নলিখিত কোন স্থলে, অর্থাৎ,

রাজকীয় কার্যালয়ে
খাজানা আদায় করি-
বার দরখাস্তের কথা।

(ক) যে স্থলে প্রজা খাজানার
নিমিত্ত টাকা দিবার প্রস্তাব
কবেন এবং ভূম্যধিকারী তাহা
লইতে বা তজ্জনা কবজ দিতে

অস্বীকার করেন;

(খ) যে স্থলে খাজানার টাকা দিতে বাধ্য প্রজা
এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে তাঁহার খাজানা
যে ব্যক্তিকে দেয়, তিনি বিবাদ বা বিদ্বেষ বশতঃ তাহা
লইতে বা ত্রিমিত্ত কবজ দিতে ইচ্ছুক হইবেন না;

(গ) যে স্থলে ঐ টাকা সচাংশীদারদিগকে সংস্কৃ-
তাবে দিতে হয়, এবং প্রজা ত্রিমিত্ত সচাংশীদারদের
সংস্কৃত কবজ পাইতে না পারেন, এবং কোন ব্যক্তি
তাঁহাদের পক্ষে খাজানা লইবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া
থাকেন; কিম্বা

(ঘ) যে স্থলে কোন ব্যক্তি ঐ খাজানা পাইবার
স্বত্বাধিকারী এবিষয়ে প্রজার প্রকৃত সন্দেহ থাকে;
সেই স্থলে

যেত যে স্থানের মধ্যে থাকে, সেই স্থানের নিমিত্ত
এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে যে কর্মচারীকে
নিযুক্ত করেন, প্রজা তৎকালীন পাওনা সমুদয় টাকা
তাঁহার আকিসে আদায় করিবার অনুমতি পাইবার
নিমিত্ত লিখিত দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন।

(২) যে যে হেতুতে দরখাস্ত করা যায়, ঐ দরখাস্তে
তাঁহার বর্ণনা থাকিবে এবং (ঘ) স্থলে যে ব্যক্তিকে শেষ-
বার খাজানা দেওয়া হয়, তাঁহার নাম, ও একগুণে যে বা
যে ব্যক্তি দাওয়া করিতেছেন, তাঁহার বা তাঁহাদের
নাম দিতে হইবে। তাহাতে প্রজা স্বাক্ষর করিবেন,
অথবা নোকদমার রূতান্ত তিনি অগ্রহ না জানিলে, যিনি
জানেন এরূপ কোন ব্যক্তি তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, এবং
স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়েই বিধিক্রমে আট আনার
অনধিক যে কী দিবার আজ্ঞা করেন, সেই কী তৎসঙ্গে
পাঠাইতে হইবে।

৭৪ ধারা। (১) যে কর্মচারীর নিকট পূর্বধারা-

যে খাজানা আদায়
করা যায় রাজকীয় কর্ম-
চারী তাহার রসীদ দিলে
ঐ রসীদ নিষ্কৃতিপত্র
হইবার কথা।

রসীদ দিবেন।

বত দরখাস্ত করা যায় যদি
তাঁহার বোধ হয় যে দরখাস্ত-
কারী উক্ত ধারাবতে খাজানা
আদায় করিবার অধিকারী,
তবে খাজানা লইয়া ত্রিমিত্ত
আপন সরকারী মোহরযুক্ত

(২) উক্ত কর্মচারী উচিত বোধ করিলে, খাজানা
লইবার পূর্বে, পূর্বধারার আদেশবশত বর্ণনায় যে ব্যক্তি
স্বাক্ষর করিয়াছে, তাহার পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারাবতে যে রসীদ দেওয়া যায় তাহা
প্রজার দেয় যে খাজানা পূর্বোক্তরূপে আদায় করা
যায় তৎসম্বন্ধে নিষ্কৃতিপত্ররূপ কার্যকর হইবে। উক্ত
খাজানা

পূর্ব ধারার (ক) প্রকরণের স্থল হইলে যে ব্যক্তির
নিকট খাজানা দিবার প্রস্তাব করা যায় সেই ব্যক্তি,

উক্ত ধারার (খ) প্রকরণের স্থল হইলে যাঁকে
খাজানা দিতে হইবে বলিয়া দরখাস্তে নাম লেখা থাকে
সেই ব্যক্তি,

উক্ত ধারার (গ) প্রকরণের স্থল হইলে সংস্কৃভাবে
সচাংশীদারেরা, এবং

উক্ত ধারার (ঘ) প্রকরণের স্থল হইলে খাজানা
পাইবার স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি,

গ্রহণ করিলে যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হইত, সেই
প্রকারে ও সেই পরিমাণে উক্ত রসীদ কার্যকর হইবে।

৭৫ ধারা। (১) যে কর্মচারী আদায় লন তিনি
তাঁহা প্রাপ্ত হইবার নোটিস
আদায় পাইবার
আপন আকিসের কোন মুদ্রা-
নোটিসের কথা।
কাশ স্থানে অবিলম্বে লাগাইয়া
দিবেন। ঐ নোটিসে সমুদয় প্রয়োজনীয় রূতান্তের বর্ণনা
থাকিবে।

(২) পূর্বোক্তরূপে যে তারিখে নোটিস লাগাইয়া
দেওয়া যায় সেই তারিখের পর পনের দিনের মধ্যে
পরবর্তী ধারাবতে আদায়ের টাকা কাহাকেও দেওয়া
না গেলে, যে প্রত্যেক ব্যক্তির ঐ টাকা পাইবার
দাওয়া বা অধিকার আছে বলিয়া উক্ত কর্মচারী বিশ্বাস
করিবার কারণ দেখেন, সেই প্রত্যেক ব্যক্তির উপর বিনা
ধরচায় আদায় পাইবার নোটিস লাগী করাইবেন।

৭৬ ধারা। (১) যে কোন ব্যক্তি উক্ত কর্মচারীর
বিবেচনায় আদায়ের টাকা
আদায় টাকা দিবার
পাইবার অধিকারী বলিয়া
বা কিরাইয়া দিবার কথা।
বোধ হয়, তিনি তাহাকে ঐ
টাকা দিতে পারিবেন, অথবা উচিত যেরূপ করিলে যে
ব্যক্তির প্রকৃত অধিকার থাকে তৎসম্বন্ধে দেওয়ানী
আদালতের নিষ্পত্তির অপেক্ষায় ঐ টাকা রাখিতে
পারিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট আদেশ করিলে, পোষ্টাল
মনিঅর্ডর করিয়া ঐ টাকা দেওয়া যাইতে পারিবে।

(৩) যে তারিখে কোন আদায় করা যায় সেই
তারিখ অবধি তিন বৎসর অতীত হইবার পূর্বে এই
ধারাবতে কোন টাকা দেওয়া না গেলে, যদি আদায়-
কারী প্রার্থনা করেন ও যে কর্মচারীর নিকট খাজানা
আদায় করা যায় তাঁহার দত্ত রসীদ কিরাইয়া দেন, তবে
দেওয়ানী আদালতের বিপরীত ভাবে আজ্ঞা না থা-
কিলে আদায় টাকা আদায়কারীকে কিরাইয়া
দেওয়া যাইতে পারিবে।

(৪) পূর্ব এক ধারাবতে আদায় গ্রহণকারী
কোন কর্মচারী যাহা কিছু করেন, তৎসম্বন্ধে ভারতবর্ষের
পক্ষে বলিসত্যাবিধিত প্রযুক্ত ডেট সেক্রেটারী সাহেবের

বিকল্পে কিম্বা গবর্ণমেন্টের কোন কর্মচারির বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা বা অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য উপস্থিত করা যাইবে না ; কিন্তু এই ধারামতে ঐরূপ কোন আদালতের টাকা যে কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যায় ঐ টাকা পাইবার অধিকারী কোন ব্যক্তির তাঁহার স্থানে ঐ টাকা আদায় করিবার কোন বাধা এই ধারার কোন কথাক্রমে হইবে না।

বাকী খাজানার কথা।

খাজানা হস্তান্তরযোগ্য বোতের প্রথম দায় হইবার কথা। ৭৭ ধারা। (১) কোন হস্তান্তরযোগ্য বোতের খাজানা উদ্ধার প্রথম দায়ের মধ্যে গণ্য হইবে।

(২) ভূম্যধিকারী তিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি টাকার ডিক্রী পাইয়া ঐ ডিক্রী জারীকমে প্রজার স্বত্ব, অধিকার ও স্বার্থ নীলাম করিলে, উক্ত প্রজার স্থানে ভূম্যধিকারির যে খাজানা পাওনা থাকে, উক্ত নীলামের উৎপন্ন টাকা হইতে ভূম্যধিকারী প্রথমে তাহা পাইবার অধিকারী হইবেন। কিন্তু (১) প্রকরণমতে ভূম্যধিকারীর যে দাবী থাকে, এই স্বত্বক্রমে তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না।

৭৮ ধারা। (১) যে কোন যোত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে তৎসম্বন্ধে যে-খানে বাজানার সমচলিত থাকে সেখানে ঐ সনের শেষে, কিম্বা যেখানে কসলী বা আমলী সমচলিত থাকে সেখানে জ্যেষ্ঠ

মাসের শেষে বাকী খাজানা পাওনা থাকিলে, ভূম্যধিকারী উক্ত বাকী খাজানা আদায় করিবার ডিক্রী পাইয়া থাকুন বা না থাকুন এবং কোন হুক্তির শর্তক্রমে উক্ত প্রজাকে বাকী খাজানা নিষিত উচ্ছেদ করিতে স্বত্বান হউন বা না হউন, তাহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) ঐরূপ কোন মোকদ্দমার বাদির পক্ষে ডিক্রী দেওয়া গেলে তাহাতে বাকী খাজানার টাকা ও ভূত্বপরি সুদ পাওনা হইলে ঐ সুদ নির্দিষ্ট থাকিবে, এবং ডিক্রীর তারিখ অবধি পনের দিনের মধ্যে, কিম্বা পঞ্চদশ দিনে আদালত বন্ধ থাকিলে আদালত যে দিনে পুনরুন্মোচন হইবে সেই দিনে উক্ত টাকা ও মোকদ্দমার খরচা আদালতে দেওয়া গেলে, ডিক্রী জারী করা যাইবে না।

(৩) বিশেষ কারণ থাকিলে, আদালত এই ধারার লিখিত পনের দিন কাল বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

৭৯ ধারা। বাকী খাজানার সুদের হার ধাৰ্য্য করিবার বাকী খাজানার সুদের সময়ে আদালত প্রচলিত প্রণালী ও পদ্ধতির মধ্যে কোন

নিয়ম হইয়া থাকিলে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন ; কিন্তু যে কৃষি বৎসরে বাকী পড়ে, সেই বৎসরের অবসানাবধি মোকদ্দমা উপস্থিত করণ পর্য্যন্ত সাধারণতঃ বৎসর শতকরা বার টাকা হারে সুদের ডিক্রী দিবেন।

৮০ ধারা। (১) বাকী খাজানা আদায়ের নিষিত আদালত কোন মোকদ্দমার বাদি আদালতের বোধ হয় যে প্রতিবাদী যুক্তিসিদ্ধ বা সম্ভাবিত কারণ বিনা তাহার দেয় খাজানা দিতে উপেক্ষা বা অস্বীকার করিয়াছে, তবে খাজানা ও খরচা বনিয়া যত টাকা ডিক্রী হয় তদতিরিক্ত আদালত

যত টাকা খাজানার ডিক্রী হয় তাহার শতকরা ২৫ টাকার অনধিক যত হানিপুরণ উপযুক্ত বোধ করেন বাদির উক্ত হানিপুরণের টাকা পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু এই ধারামতে হানিপুরণের আজ্ঞা হইলে, সুদের ডিক্রী হইবে না।

(২) বাকী খাজানা আদায়ের নিষিত আদালত কোন মোকদ্দমার যদি আদালতের বোধ হয় যে বাদী যুক্তিসিদ্ধ বা সম্ভাবিত কারণ বিনা মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে, তবে বাদী যে মোট টাকার দাওয়া করে তাহার শতকরা পঁচিশ টাকার অনধিক যত টাকা আদালত উপযুক্ত বোধ করেন তত টাকা হানিপুরণ-স্বরূপ প্রতিবাদীর পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কসলী বা ভাণ্ডারী খাজানার কথা।

৮১ ধারা। যে স্থলে উৎপন্ন যাচাই বা বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া যায়, কসল যাচাই বা বিভাগ করিবার নিষিত (ক) সেই স্থলে যাচাই বা বিভাগ করিবার উপযুক্ত সময়ে যদি ভূম্যধিকারী বা প্রজা স্বয়ং বা কর্মকারক দ্বারা উপস্থিত হইতে উপেক্ষা করেন, কিম্বা

(খ) উৎপন্ন কসলের পরিমাণ বা মূল্য বা বিভাগ বিষয়ে বিবাদ হয়,

তবে কালেক্টর কোন পক্ষের প্রার্থনামতে এবং কালেক্টর খরচ বলিয়া যত টাকা দিবার আজ্ঞা করেন উক্ত পক্ষ সেই টাকা আদায় করিলে, ঐ কসল যাচাই বা বিভাগ করিবার নিষিত যে কর্মচারিকে উপযুক্ত বিবেচনা করেন তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) যে কোন স্থলে জিলার বা মহকুমার মাজিস্ট্রেট সাহেবের মতে ঐরূপ আজ্ঞা করিলে শাস্তিভঙ্গ নিবারণিত হইবার সম্ভাবনা, সেই স্থলে কালেক্টর সাহেব ঐরূপ প্রার্থনা না হইলেও উক্তরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(৩) কোন কালেক্টর এই ধারামতে কোন আজ্ঞা করিলে, যাবৎ যাচাই বা বিভাগ না হয়, তাবৎ আজ্ঞাদ্বারা কসল হস্তান্তর করা নিষেধ করিতে পারিবেন।

৮২ ধারা। (১) কালেক্টর পূর্ব ধারামতে কোন কর্মচারী নিযুক্ত করা আপন বিবেচনামতে উক্ত কর্মচারীর প্রতি এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে তিনি অন্য কোন

ব্যক্তিরিগকে আদেশস্বরূপ আপনায় সহিত লন এবং আদেশস্বরূপ লওয়া গেলে উক্ত আদেশস্বরের সংখ্যা, যোগ্যতা ও নির্ধারিত প্রণালী সম্বন্ধে এবং যাচাই বা বিভাগ করণ কালে যে কার্যপ্রণালী অবলম্বন

করিতে চাইবে তৎসমুদয়ে তাঁহাকে আদেশ দিতে পারিবেন; এবং উক্ত কর্মচারীসেই আদেশ অনুসারে কার্য করিবেন।

(১) উক্ত কর্মচারী যাচাই বা বিভাগ করিবান পূর্বে যে সময়ে ও স্থানে যাচাই বা বিভাগ করা যাইবে তাঁহার নোটি ভূমিকারীকে ও প্রজাকে দিবেন, কিন্তু ভূমিকারী বা প্রজা নিকটে না কর্মকারকদ্বারা উপস্থিত না হইলে, তখন এক তরফা কামাখুষ্ঠান করিতে পারিবেন।

(২) উক্ত কর্মচারী যাচাই বা বিভাগ করিলে, আপন কামাখুষ্ঠানের রিপোর্ট কালেক্টরের নিকট পাঠাইবেন।

(৩) কালেক্টর উক্ত রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং উভয় পক্ষকে তাহাদের কথা শুনিবার সুযোগ দিয়া কোন তদন্ত আবশ্যক বোধ করিলে সে তদন্তের পর উক্ত রিপোর্টে উপরমে আজ্ঞা ন্যায় বোধ করেন সেই আজ্ঞা করিবেন।

(৪) কালেক্টর উচিত বোধ করিলে, পক্ষদের মধ্যে যে কোন বিষয়ে বিবাদ থাকে, তাহা দেওয়ানী আদালতের নিকট নিমিত্ত অর্পণ করিতে পারিবেন; কিন্তু উক্তরূপ নিয়ম সাপেক্ষ থাকিয়া, তাঁহার আজ্ঞা চূড়ান্ত হইলে ও ডিক্রী ন্যায় প্রবল করা যাইতে পারিবে।

(৫) উক্ত কর্মচারী যাচাই কর্তব্যে দানাবন্দী করিলে, দানাবন্দী বা যাচাইর কাগজপত্র জিলার কালেক্টর সাংগের কাছারীতে রক্ষিত হইবে।

৮৩ ধারা। (১) উৎপন্ন ফসল যাচাই করিয়া খাজানা পূরণের সময় সময়ে লওয়া গেলে, সমস্ত ফসল যত্নে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

(২) উৎপন্ন ফসল বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া গেলে, যাবৎ উক্ত বিভাগ করা না হয়, তাবৎ সমস্ত ফসল লব্ধে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

(৩) উভয় স্থলেই ভূমিকারীর পক্ষে কোন হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে প্রজা ভূমিকারীর নিয়মিত কালে ফসল কাটিয়া সংগ্রহ করিতে পারিবেন, কিন্তু যাহাতে যথাকালে উপযুক্ত যাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয় এরূপ সময়ে বা এরূপ এক্ষেত্রে ফসলের কোন অংশ ছানাস্তর করিতে পারিবেন না।

(৪) যদি প্রজা ফসলের কোন অংশ এরূপ সময়ে বা এরূপ এক্ষেত্রে ছানাস্তর করেন, যাহাতে যথাকালে তাহার যাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয়, তবে শাসন-সংগ্রহের সময়ে নিকটস্থ সেই প্রকারের ভূমিতে সেই প্রকারের শাস্য সর্ভাপেক্ষা পূর্ণ পরিমাণে যত্ন যাচাই হয়, ফসল তত হইয়াছিল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

ভূমিকারীর পরিবর্তন হইলে খাজানার দায়ের কথা।

৮৪ ধারা। (১) কোন প্রজার ভূমিকারীর স্বার্থ

হস্তান্তর করা গেলে, হস্তান্তর হইবার পর যে খাজানা পাওনা হয়, তাহা যে ভূমিকারীর স্বার্থ হস্তান্তরিত হয়, সেই ভূমিকারীকে দেওয়া গেলে, যাহা হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা প্রজাকে হস্তান্তর হইবার নোটিস না দিয়া থাকেন, তবে ঐ প্রজা

উক্ত খাজানার নিমিত্ত হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার নিকট দায়ী হইবে না।

(২) যে ভূমিকারীর স্বার্থ হস্তান্তরিত হয়, তাঁহাকে একাধিক প্রজা খাজানা দিলে, যদি হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা নিম্নলিখিত প্রকারে প্রজাদের নিকট এক সাধারণ নোটিস প্রচার করেন, তাহা এই ধারার কার্যপক্ষে উপযুক্ত নোটিস হইবে।

আইনবিরুদ্ধকর প্রভৃতির কথা।

৮৫ ধারা। প্রকৃত খাজানার অতিরিক্ত অবগরণ।

যদিও কিস্তি তরুণ অন্য ন্যায় দিয়া প্রজাদের উপর যে কোন কর বাধা করা যায়, তাহা আইনবিরুদ্ধ হইবে, এবং এরূপ কর দিবার সমুদয় শর্ত ও নিয়ম অসিদ্ধ হইবে।

৮৬ ধারা। প্রচলিত কোন বিশেষ আইনক্রমে না

হইলে, আইনমতে যে খাজানা দেয়, তদতিরিক্ত প্রজার দানে কোন টাকা বা তাহার ভূমির উৎপাদনের কোন অংশ ভূমিকারী ন্যায় করিয়া গ্রহণ

করিলে, উক্ত প্রজা এরূপ যত্ন

করিবার তারিখ অবধি উক্ত মাসের মধ্যে ঐরূপ গৃহীত টাকার বা উৎপাদনের মূল্যের অতিরিক্ত পাঁচ শত টাকার অনধিক আদালত ন্যায়রূপে যত টাকা উদ্ভিত হইবে, তত টাকা, কিস্তি বা অন্যরূপে অনায়াস করিয়া লওয়া যায়, তাহার পরিমাণের বা মূল্যের যিকোনু পাঁচ শত টাকার অধিক হইলে, সেই পরিমাণের বা মূল্যের যিকোনু অতিরিক্ত টাকা ভূমিকারীর নিকট পাওনার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

৯ম অধ্যায়।

ভূমিকারী ও প্রজা বিষয়ক বিবিধ বিধান।

উৎকর্ষ সাধনের কথা।

৮৭ ধারা। (১) এই আইনের কার্যপক্ষে কোন "উৎকর্ষ সাধন" শব্দের "উৎকর্ষ সাধন" শব্দ ব্যবহৃত হইলে

যে কোন কার্য দ্বারা যোতের জমাই হুলা হইয়া যায়, বা তাহা উক্ত যোতের উপযোগী এবং উহা যে উদ্দেশ্যে জমার মেরু বা বার, সে উদ্দেশ্যে সমস্ত, এবং যাহা যোতের উপর করা না গেলেও সাধারণভাবে উহার উপকারার্থ করা যায়, কিম্বা করিবার পর সাধারণসমুদয়ে ঐ যোতের উপকারজনক করা যায়, সেই কার্য বুঝাইবে।

(২) বিপরীত দর্শন না গেল, সম্মিলিত কার্য-
গুলি এই ধারার সম্মানসূচকী উৎকর্ষ সাধন বলিয়া অনু-
মান হইবে,—

(ক) কৃষিকার্যের নিমিত্ত কৃষি কৃষিকার্যে নিযুক্ত
সমুদায় ও গবাদির ব্যবহার নিমিত্ত জলসঞ্চয়, যোগান
বা বিতরণ করণার্থ কূপ ও পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন;

(খ) জলসেচনার্থে ভূমি প্রস্তুত করণ;

(গ) যে ভূমি কৃষিকার্যার্থে ব্যবহৃত হয়, কিম্বা যে
পতিত ভূমি আবাদ করা বাইতে পারে, তাহার জল-
নিঃসরণ কিম্বা নদী বা অন্য জল হইতে উদ্ধার করণ,
কিম্বা জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করণ, কিম্বা জলজানিত
ক্ষয় বা অন্য হানি নিবারণ;

(ঘ) কৃষিকার্যার্থে ভূমির আবাদ বা পরিকার করণ
কিম্বা তাহার ঘেরা বা তাহার স্থায়ী উৎকর্ষসাধন;

(ঙ) পুষ্করিণী কোন পান্য নুতন করিয়া বা পান-
্যার্থে করা, অথবা তাহার পরিবর্তন বা পরিবর্জন
করা; ও

(চ) আবশ্যক নাহিহলে যত্ন সমেত রাস্তা ও তদীয়
পরিবারের উপযোগী বাসগৃহ নিৰ্মাণ।

(৩) কিন্তু যাহা কোন যোতে সে কার্য করেন,
তদ্বারা স্বীয় ভূমিদিকারীর মতামত বা তাহার মূল্য
বিশেষরূপে কম হইয়া পড়িলে, ঐ ক্ষেত্র এই আইনের
অধীনস্থ উৎকর্ষসাধন বলিয়া গণ্য হইবে না।

১৮ ধারা। রায়ত অবধারিত খাজানার কিম্বা অব-
অবধারিত হারে ভূমি- শাসিত শাসনাত্মক হারে
ভোগ করা গেলে উৎকর্ষ- ভূমিভোগ করিলে, তদীয় ভূমি-
সাধন করিবার যত্নের দিকারী তাহার যোতের সম্বন্ধে
কথা।
কোন উৎকর্ষসাধন করিতে
তাঁহাকে ভূমাদিকারীস্বরূপ বাধা দিতে পারিবেন না।

১৯ ধারা। (১) কোন রায়তের যোতে তাহার
দখলীস্বত্ব থাকিলে, রায়ত বা
দখলীস্বত্ববিধিযুক্ত ভোগ ভূমাদিকারী নিজ উৎকর্ষ-
সাধন করিতে সম্মত আছেন,
করিবার যত্নের কথা।
এই ক্ষেত্রে বিনা রায়ত বা ভূমি-
দিকারীস্বরূপ উক্ত যোত
সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন করিতে অপর পক্ষকে বাধা দিতে
পারিবেন না।

(২) যদি রায়ত ও ভূমাদিকারী উভয়েই একই
উৎকর্ষসাধন করিতে চাহেন, তবে উক্ত ভূমাদিকারীর
অধীন অন্য এক বা অধিক যোত তদ্বারা স্পষ্ট না
হইলে, রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার অগ্রস্বত্ব
থাকিবে।

(৩) রায়ত ও তাহার ভূমাদিকারীর মধ্যে

(ক) উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্বসম্বন্ধে, কিম্বা

(খ) কোন বিশেষকার্য উৎকর্ষসাধন কিম্বা, এতৎ-
সম্বন্ধে বিবাদ উদ্ভিষ্ট হইলে,

কোর্টের সাহেব কোন পক্ষের প্রার্থনামতে সেই
বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন, এবং তাহার
নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

২০ ধারা। (১) দখলীস্বত্বশূন্য কোন রায়ত
আপনার ও স্বীয় পরিবারের
দখলীস্বত্বশূন্য যোত
সম্বন্ধে উৎকর্ষ সাধন নিমিত্ত আবশ্যক বাচিরের
করিবার যত্নের কথা।
যত্ন সমেত উপযুক্ত বাসগৃহ
প্রস্তুত করিতে পারিবেন, কিন্তু
উক্ত যোতে কিম্বা পশ্চাৎলিখিত বিধানমতে বা হইলে
আপনার যোতসম্বন্ধে স্বীয় ভূমাদিকারীর অগ্রস্বত্ব না
হইয়া অন্য কোন উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবেন না।

(২) স্বীয় ভূমাদিকারীর অনুমতির প্রয়োজন না
থাকিলে, যে দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত আপন যোত
সম্বন্ধে যে উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবেন তিনি উক্ত
উৎকর্ষসাধন করিতে চাহিলে, যুক্তিসিদ্ধ সময়ে যথো-
চিত উৎকর্ষসাধন করিবার নিমিত্ত ভূমাদিকারীর প্রতি
আদেশ করিয়া তাঁহাকে অনুমতিপত্রাদিতে বা বেতন-
হতে পারিবেন, এবং ভূমাদিকারী ঐ অনুমতি পান
করিতে অক্ষম হইলে, বা অশেপক্ষ করিলে, আপন ঐ
উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবেন।

২১ ধারা। (১) কোন ভূমাদিকারী আদেশমতে
ভূমাদিকারীর উৎকর্ষ- যে উৎকর্ষসাধন করেন, কিম্বা
সাধন রেজিষ্ট্রী করি- বাণী আইনমতে তাহার খরচে
বার কথা।
করা যায়, কিম্বা যাহা কারণে
তিনি প্রত্যেকে সাক্ষ্য করি-
য়াছেন, তিনি সেই উৎকর্ষসাধন স্থানীয় গণপরিষদের
নিযুক্ত রাজস্ব কর্মচারীর নিকট প্রার্থনা করিয়া রেজি-
ষ্ট্রী করাইতে পারিবেন।

(২) স্থানীয় গণপরিষদে বিধিক্রমে যেকোন আদেশ
করেন, প্রার্থনাপত্র সেরূপ পাঠে লিখিতে হইবে, ও
তাঁহাতে সেরূপ সন্ধান থাকিবে, ও সেই প্রকারে
স্থানীয় তদন্তের দ্বারা বা অন্যোপায়ে তাহার সত্যতা
নির্ণয় করা যাইবে।

(৩) যে কর্মচারী প্রার্থনাপত্র প্রাপ্ত হন, তিনি,
(ক) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে উৎকর্ষ
সাধন হইলে, এই আদেশ প্রচলিত হইবার সম্ভাব্য,
(খ) এই আইন প্রচলিত হইবার পর উৎকর্ষ-
সাধন হইলে, উক্ত কার্য সম্পন্ন হইবার তারিখ অবধি,
১২ মাসের মধ্যে প্রার্থনা করা না গেলে, তাহা
অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

২২ ধারা। (১) কোন যোতের ভূমাদিকারী বা প্রজা
উৎকর্ষ সাধন সম্বন্ধে তৎসম্বন্ধে যে উৎকর্ষসাধন
এম লিপিবদ্ধ করিবার করা যায় তাহার প্রমাণ লিপি-
প্রার্থনার কথা।
বদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিলে,
কোন রাজস্ব কর্মচারীর নিকট
প্রার্থনা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে যদি তিনি
এরূপ বিবেচনা না করেন যে, ঐ প্রার্থনা করিবার
যুক্তিসিদ্ধ কারণ নাই, অথবা এরূপ দেখা না যায় যে,
ঐ বিষয় কোন দেওয়ানী আদালতে তদন্তাধীনে বহি-
রাছে, তবে উক্ত কর্মচারী উক্ত পক্ষের সমক্ষে প্রমাণ
লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) এই ধারামতে কোন বিষয় লিপিবদ্ধ করা
গেলে, ভূমাদিকারী ও প্রজার মধ্যে কিম্বা তাঁহাদের
অধীন দাওয়াদার ব্যক্তিদের মধ্যে পরে যে কোন
আনুষ্ঠানিক কার্য হয়, তাহাতে ঐ লিপিবদ্ধ কথা প্রমাণ
মধ্যে গ্রহণ হইতে পারিবে।

১৩ ধারা। (১) যে কোন রাষ্ট্রকে তদীয় যোত
হইতে উচ্ছেদ করা যায়, সেই
রাষ্ট্রকে উৎকর্ষসাধন-
ের নিমিত্ত কতিপূরণ
দিতে হইবার কথা।

রাষ্ট্রকে উৎকর্ষসাধন করি-
বার ক্ষমতা রাষ্ট্রের অধিকারী
হইবেন।

(২) কোন রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করি-
বার ক্ষমতা রাষ্ট্রের অধিকারী
হইবে, যদি এই রাষ্ট্রকে উৎকর্ষসাধনের
নিমিত্ত কতিপূরণ দেয় হয়,
তবে এই কতিপূরণের টাকা
নিরূপণ করিবেন, এবং
রাষ্ট্রের এই টাকা পাঠবার
নিয়মাদীনে উচ্ছেদ করিবার
ক্ষমতা রাষ্ট্রের অধিকারী
হইবেন।

(৩) যেখানে কোন বিশেষ সুবিধা
পাঠবেন বলিয়া
রাষ্ট্র কতিপূরণের উৎকর্ষসাধন
করিয়া থাকিবে, তাহা
রাষ্ট্রের অধিকারী
হইবেন, এবং
উক্ত সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছেন,
সেই স্থলে এই ধারা-
তে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত
কতিপূরণ পাঠবার
নিয়মাদীনে উচ্ছেদ করিবার
ক্ষমতা রাষ্ট্রের অধিকারী
হইবেন।

(৪) ১৮৮৩ সালের মার্চ
মাসের ১ তারিখ ও এই
আইন প্রচলিত হইবার
সময় পর্যন্ত রাষ্ট্র
যে উৎকর্ষসাধন
করেন, তাহা এই আইন
অনুসারে করা হইয়াছে
বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৫) কোন উৎকর্ষসাধনের
নিমিত্ত এই ধারায় যে
কতিপূরণের আদায়
করিতে হইবে, সেই কতিপূরণের
পরিমাণ নির্ণয় স্থানীয়
গবর্ণমেন্ট কর্তৃক
করা যাইবে, এবং
উক্ত গবর্ণমেন্ট
আপন সমস্ত
লব্ধির নিমিত্ত
আদায়ের প্রতি
আদায় করিয়া এবং
আদায়ের যোগ্যতা
ও নির্ণয় প্রণালী
স্থানীয় গবর্ণমেন্ট
সমস্ত রাজকীয়
গেজেটে বিজ্ঞাপন
দিয়া বিধি প্রণয়ন
করিতে পারিবেন।

১৪ ধারা। (১) উৎকর্ষসাধনের
নিমিত্ত পূর্ব ধারা-
মতে যে কতিপূরণ
দিবার
আদায় করিতে
হইবে, তাহার
পরিমাণ নির্ণয়
করিতে হইবে,
এই নিয়মের
প্রতি দৃষ্টি
রাখিতে হইবে,—

(ক) যোতের জমি মূল্য বা উৎপন্ন বা উৎপন্ন
মূল্য উৎকর্ষসাধন দ্বারা
যে পরিমাণে বর্ধিত
হইয়াছে, সেই
পরিমাণের প্রতি ;

(খ) উৎকর্ষসাধনের
অন্য প্রকার
প্রতি ও তাহার
ফল যত কাল
স্থায়ী হইবে,
তত কাল তাহার
প্রতি ;

(গ) উক্ত উৎকর্ষসাধন
করিতে যে
পরিমাণ ও মূল-
ধন লাগে তাহার
প্রতি ;

(ঘ) এই উৎকর্ষসাধন
উপলক্ষে
কৃষিকারী
কোনরূপে
খাজানা
দান বা
করা করিলে
বা রাষ্ট্রকে
অন্য কোন
সুবিধা
দিলে, তাহার
প্রতি ; এবং

(ঙ) কৃষি কৃষিকার্যোগ্য
করা গেলে,
কিন্তু
অসচ্চিত্ত
কৃষি
সোচত
ভূমিতে
পরিণত
করা গেলে,
রাষ্ট্র
যতকাল
অবধিত
খাজানার
উৎকর্ষসাধনের
লাভ
ভোগ
করিয়াছেন,
সেই
কালের
প্রতি।

(২) কতিপূরণের
পরিমাণ
নির্ধারিত
হইলে,
কৃষি-
কারী ও
রাষ্ট্র উচিত
বোধ
করিলে,
এইরূপ
সম্মতি
দিতে
পারিবেন
যে
সম্পূর্ণরূপে
সুস্বাভাৱে
এমনকি
না
হইবে,
উহা
সম্পূর্ণরূপে
বা
অংশতঃ
অন্য
কোনরূপে
এমনকি
হইবে।

ইচ্ছা ও
পরিচালনা
করিবার
কথা।

১৫ ধারা। (১) কোন
রাষ্ট্র
পাঠা
বা
অন্য
ইচ্ছা
করিবার
কথা।
নিয়ম
অনুসারে
অবধারিত
কালে
নিমিত্ত
বাধ্য
না
থাকিলে,
কোন
কৃষি
বৎসরের
শেষে
আপন
যোতের
স্বত্ব
ও
অর্থ
ইচ্ছা
করিতে
পারিবেন।

(২) কিন্তু
ইচ্ছা
করিলেও
যদি
সে
ইচ্ছা
করিবার
অন্য
কোন
মাস
থাকিলে
ইচ্ছা
করিবার
আপন
অভিপ্রায়ের
লিখিত
নোটিস
আপন
কৃষিকারীকে
না
দিয়া
থাকে,
তবে
ইচ্ছা
করিবার
তারিখের
পরবর্তী
কৃষি
বৎসরের
নিমিত্ত
এই
রাষ্ট্র
উক্ত
যোতের
খাজানা
দিতে
দায়ী
থাকিবেন।

(৩) নিম্নলিখিত
স্থলে
যদি
বিপরীত
দর্শন
না
হয়,
উক্ত
নোটিস
এরূপে
দেওয়া
হইয়াছিল,
এই
ধারা
কর্তৃক
আদায়
এই
অনুমান
করিবেন,
অর্থাৎ,

(ক) যদি
রাষ্ট্র
ইচ্ছা
করিবার
পরবর্তী
কৃষি
বৎসরে
সেই
কৃষিকারীর
স্থানে
সেই
আদায়
হুতম
যোত
লয় ;

(খ) যে
কৃষি
বৎসরের
শেষে
ইচ্ছা
করা
হয়,
সেই
বৎসর
শেষ
হইবার
অন্য
কোন
মাস
থাকিলে
যদি
রাষ্ট্র
ইচ্ছা
করা
যোত
যে
আদায়
থাকে,
সেই
আদায়
কর
বা
না
করে ;

(গ) যদি
ইচ্ছা
করিবার
পরবর্তী
কৃষি
বৎসরের
কোন
সময়ে
কৃষিকারী
নিজে
অন্য
কোন
প্রকারে
এই
যোত
বা
উক্ত
কোন
অংশ
জমা
করিয়া
দেন
কিন্তু
চাষ
করেন।

(৪) রাষ্ট্র
উচিত
বোধ
করিলে,
উক্ত
যোত
বা
তাহার
কোন
অংশ
যে
আদায়
বিচারালয়
স্থানে
থাকে,
সেই
আদায়ের
দ্বারা
নোটিস
আদায়
করা
হইতে
পারিবেন।

(৫) কোন
রাষ্ট্র
আপন
যোত
ইচ্ছা
করিলে
কৃষিকারী
এই
যোত
প্রবেশ
করিয়া
উক্ত
অন্য
কোন
প্রকারে
জমা
করিয়া
দিতে
কিন্তু
নিজে
চাষ
করণার্থ
লইতে
পারিবেন।

১৬ ধারা। (১) কোন
রাষ্ট্র
আপন
কৃষিকারীকে
পরিচালনা
করা।
নোটিস
না
দিয়া
ও
খাজানা
বেশন
দেওয়া
হয়,
তাহা
দিবার
বান্ধাবস্ত
না
করিয়া
যদি
আপন
বাঁটা
ভাগ
করে,
ও
নিজে
বা
অন্য
কোন
ব্যক্তি
দ্বারা
আপন
যোত
আর
চাষ
না
করে,
তবে
রাষ্ট্র
যে
কৃষি
বৎসরে
এরূপ
ভাগ
করিয়া
যায়
ও
চাষ
করিতে
বিরত
হয়,
সেই
কৃষি
বৎসর
অতীত
হইবার
পর
যে
কোন
সময়ে
কৃষিকারী
এই
যোত
প্রবেশ
করিয়া
তাহা
অন্য
কোন
প্রকারে
জমা
করিয়া
দিতে
পারিবেন,
কিন্তু
নিজে
চাষ
করণার্থ
লইতে
পারিবেন।

(২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন মোতে প্রবেশ করিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বিদিক্রমে যে প্রকারে আদেশ করেন, সেই প্রকারে নির্দিষ্ট পাঠে নোটিস প্রচার করাইবেন। তাহাতে এই কথা লেখা থাকিবে যে, তিনি উক্ত যোত পণ্ডিত জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন।

(৩) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন মোতে প্রবেশ করিলে, এই নোটিস প্রচার করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসর কিম্বা, দখলী দস্তখ্বনা রায়ত হইলে, ছয় মাস অতীত না হওয়া পর্যন্ত এই রায়ত যে কোন সময়ে উক্ত ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে। তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি অভিযুক্ত হয়, তাহাদের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে আদালত যেরূপ (যদি কোন) শর্তে ন্যায্য বোধ করেন, সেই শর্তে দখল ফিরিয়া পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যোতের অংশ কবিবার কথা।

৯৭ ধারা। যে প্রজার যোত হস্তান্তরযোগ্য। এই যোতের অংশ হস্তান্তর-যোগ্য না হইবার কথা।
আইনের কোন কথাক্রমে সেই প্রজা ভূম্যধিকারীর সম্মতি বিনা আপনাতঃ যোতের অন্তর্ভুক্ত ভূমির ক্রয়দংশমাত্র একরূপ হস্তান্তর বা উইল করিতে পারিবেন না, যাহাতে হস্তান্তর বা উইলক্রমে অধীতা এই অংশ পূর্বক যোতস্বরূপ উক্ত ভূম্যধিকারীর নিকট ভোগ করিতে পারেন।

উচ্ছেদের কথা।

৯৮ ধারা। ডিক্রী জারীক্ৰমে না হইলে কোন ডিক্রী জারীক্ৰমে না প্রজাকে উদীয় যোত হইতে উচ্ছেদ না হইবার উচ্ছেদ করা যাইবে না।

ভূমি মাপ করিবার কথা।

৯৯ ধারা। (১) ভূম্যধিকারী এই ধারার ও, কোন ভূম্যধিকারীর ভূমি চুক্তি থাকিলে, তাহার বিধান মানিয়া অরণ্য কিম্বা এতদর্থে উহার স্থানে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি দ্বারা আপন মহালের বা তালুকের অন্তর্গত সমুদয় ভূমিতে প্রবেশ করিবে। তাহা মাপ করিতে পারিবেন।

(২) কোন ভূম্যধিকারী প্রজার সম্মতি বিনা, কিম্বা কালেক্টর সাহেবের লিখিত অনুমতি বিনা দশ বৎসরে একবারের অধিক ভূমি মাপকারিতে পারিবেন না। কেবল নিম্নলিখিত স্থলে এত নিয়ম খাটিবে না, যথা—

(ক) যে স্থলে যোতের পরিমাণ, শিকস্ত্রী টেবল্টী চেতুক বৎসর পর্যন্ত নির্ধারিত হইতে পারে ও দেয় খাজানা এই পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(খ) যে স্থলে বৎসর চারের ভূমির পরিমাণ পরিবর্তিত হইতে পারে, এবং দেয় খাজানা চারের ভূমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(গ) যে স্থলে ভূম্যধিকারী ইচ্ছাপূর্বক হস্তান্তরক্রমে না হইয়া অন্য প্রকারে পরিদায়ক হন, এবং যদি দখল করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসরের অধিক কাল গত হয় নাই।

(৩) উক্ত দশ বৎসর শেষ মাপের তারিখ অবধি গণনা করা যাইবে, এই মাপ এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বেই হইয়া থাকুক বা পরেই হইয়া থাকুক।

১০০ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী পূর্বধারামতে যে ভূমি মাপ করিতে পারেন তাহা মাপ করিতে চাহিলে, ভূম্যধিকারীর প্রার্থনামতে মেও-রানী আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে প্রজা উপস্থিত থাকিয়া উক্ত ভূমির মাপ দেখাইয়া দিবে।

(২) যদি প্রজা উক্ত আজ্ঞামতে কাঁচা করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে যে সময়ে উপস্থিত থাকিবার জন্য প্রজার প্রতি আজ্ঞা হয়, সেই সময়ে ভূম্যধিকারীর আদেশমতে ভূমির মাপ ও মাপের যে মানচিত্র বা অন্য কাগজপত্র প্রস্তুত করা যায়, তাহা বিপরীত দর্শন না গেলে, পরিপূর্ণ বলিয়া অনুমান হইবে।

১০১ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন মোকদ্দমায় বা আত্ম-নাশের কষ্টের কথা।
উনিশ কাগজে কোন মেওরানী আদালতের বা রাজস্ব কর্ম-কারীর আজ্ঞাক্রমে ভূমির যে মাপ হয়, তাহা যে মাপে কক্ষিমত এক দিঘাতে ১৪,৮০০ বর্গ ফুট হয়, সেই গবর্ণ-মেন্টের মাপ অনুসারে হইবে।

(২) উভয় পক্ষের স্বাভাবিক ভিন্নরূপ কোন স্থানীয় মাপ অনুসারে নিয়মিত হইলে, গবর্ণমেন্টের মাপ উক্ত মোকদ্দমার কাগজপত্রে স্থানীয় মাপে পরিণত করা যাইবে।

(৩) কোন স্থানে যে বাগে মাপদণ্ড ব্যবহৃত হয়, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট স্থানীয় তদন্ত লেখার পর তাহা নির্দেশ করিয়া বিধিপ্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং এইরূপে যে নির্দেশ করা যায় তাহা বিপরীত দর্শন না গেলে, শুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

কার্য্যাদায়ক কথা।

১০২ ধারা। কোন মহালের বা তালুকের সহায়িক-কেন সহায়িকারিগণ কারিগণ যদি তাহার কার্য্য-এক জন সাধারণ কার্য্য-ব্যক্তি সম্প্রদায়ের মধ্যে নিযুক্ত করবেন না এবং সেহ কারণে ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত তাহাদের উপর আদেশ করিতে পারি-
(ক) সাধারণের অসুবিধা
(খ) ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থের

হানি হয় বা হইবার সম্ভাবনা হয়,

তবে জিলার জজ সাহেব (ক) চিহ্নিত স্থলে কালেক্টরের এবং (খ) চিহ্নিত স্থলে এ মহালে বা তালুকে যাহার কোন স্বার্থ থাকে, একজন কোন ব্যক্তির প্রার্থনামতে কেন উক্ত সহায়িকারিগণ এক জন সাধারণ কার্য্যাদায়ক নিযুক্ত করিবেন না, ইহার কারণ দর্শাইবার আদেশস্বত্ব নোটিস তাঁহাদের সকলের উপর আরো করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু কোন মহালের বা তালুকের সহায়িকারী যে স্বার্থের দাওয়া করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই স্বার্থ তাঁহার দখলে না থাকিলে, এবং তিনি কোন মহালের সহায়িকারী হইলে তাহার নাম ও স্বার্থের পরিমাণ ভূমি রেজিস্ট্রারী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনমতে রেজিস্ট্রারী করা না হইয়া থাকিলে, তিনি এই ধারামতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন না।

১০৩ ধারা। যদি পূর্বে ধারামত নোটিস জারী হইবার কারণ দর্শান না গেলে একজন কার্যাদক্ষ নিযুক্ত করণার্থ তাঁহাদিগকে আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

পরে এক মাসের মধ্যে উক্ত সকল-ধিকারিগণ পূর্বোক্ত করণ দেয়াইতে না পারিলে, তবে জিলার জজ সাহেব তাঁহাদিগকে একজন সাধারণ কার্যাদক্ষ নিযুক্ত করিবার আদেশ দিতে পারিবেন; এবং ঐ আজ্ঞা দিবার পূর্বে যে কোন সচিবকারী উপস্থিত হন না, ঐ আজ্ঞার নকল তাঁহার উপস্থিতিতে জারী করা হইবে।

১০৪ ধারা। পূর্বে ধারামত আজ্ঞা হইবার পর এক আজ্ঞা পালিত না হইলে কার্যাদক্ষ নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

উক্ত আজ্ঞা জারী হইবার পর, উক্ত আজ্ঞা জারী হইবার পর প্রথম সময়ে মঙ্গলবারের দিন হইয়া একজন সাধারণ কার্যাদক্ষ নিযুক্ত না করেন, এবং জিলা জজ সাহেবের অধিনি নিমিত্ত ঐ নিয়মের অঙ্গীকার না দেন, তবে মুকসিম মদার মতো সমসাময়িক পদে বস্ত হইবার সীমিত আছে, জিলা জজ সাহেবকে ইহা বুঝা যায়।

(ক) যে স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস উক্ত মহালের বা তালুকের কার্যাদক্ষতা ভার লইতে সম্মত হন সেই স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস দ্বারা ঐ মহালের বা তালুকের কার্যাদক্ষতা করিবার আদেশ দিতে পারিবেন; কিংবা

(খ) যে কোন স্থলে একজন কার্যাদক্ষ নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

১০৫ ধারা। কোন স্থানের অমর্ত্য যে সকল মহালের ও তালুকের নিমিত্ত পূর্বে ধারার (খ) প্রকরণমতে একজন কার্যাদক্ষ নিযুক্ত করা আদেশ করা হয়, সেই সকল মহালের ও তালুকের কার্যাদক্ষতা করণার্থ উক্ত স্থানের নিমিত্ত

একদেশের জিলা লেফটেনেন্ট গভর্নর বা এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন; এবং কোন ব্যক্তিকে প্রকরণে নিযুক্ত করা গেলে, জিলা জজ সাহেব উক্ত প্রকরণমতে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন না। কিন্তু কোন মহাল বা মহলে যদি জজ সাহেব সহধিকারিগণের এক জনকে কার্যাদক্ষরূপে নিযুক্ত করা উচিত বোধ করেন, তবে এই বিধি খাটিবে না।

১০৬ ধারা। যে কোন স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস কোর্ট অব ওয়ার্ডস বিধির ১৮৭২ সালের আইন কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্যাদক্ষতায় লক্ষ্য রাখিবার কথা।

১০৮ ধারা। যে কোন স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস বিধির ১৮৭২ সালের আইনের যে সমস্ত বিধান স্থাবর সম্পত্তির কার্যাদক্ষতা সম্পর্কিত হয়, সেই সমস্ত বিধান উক্ত কার্যাদক্ষতা লক্ষ্যে খাটিবে।

১০৭ ধারা। (১) জিলার জজ সাহেব সময়ে যেরূপ আদেশ করেন, ১০৪ ধারার (খ) প্রকরণমতে নিযুক্ত কার্যাদক্ষ পারিষদিকরূপে সেইরূপ অবস্থারিত বেতন

কিন্তু কার্যাদক্ষরূপে তিনি যে টাকা আদায় করেন, সেই টাকার সেইরূপ শতকরা প্রাপ্ত হইবেন।

(২) জিলার জজ সাহেব যেরূপ জামিন দিবার আদেশ করেন, উক্ত কার্যাদক্ষ ব্যাবিদি আপনার কর্তব্য সম্পাদন করিবার সেইরূপ জামিন দিবেন।

(৩) তিনি নিযুক্ত না হইলে, সহধিকারীরা সংসদ-ভাবে যে সকল ক্ষমতায়ুগারে কার্য করিতে পারিতেন, তিনি জিলা জজ সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে কার্যাদক্ষতা নিমিত্ত সেই সকল ক্ষমতায়ুগারে কার্য করিতে পারিবেন, এবং সহধিকারীরা প্রকরণ কোন ক্ষমতায়ুগারে কার্য করিবেন না।

(৪) তিনি জিলা জজ সাহেবের আজ্ঞানুসারে লভ্য লক্ষ্য কার্য করিবেন ও তাহা বচন করিয়া দিবেন।

(৫) তিনি রীতিমত হিসাব রাখিবেন, এবং সহধিকারীদিগকে বা তাঁহাদের কোন জনকে উক্ত হিসাব দেখিতে ও তথ্য নাল লভ্যে দিবেন।

(৬) উক্ত জিলার জজ সাহেব যে সময়ের ও যে পাঠ্য আজ্ঞা করেন, তিনি সেই সময়ে ও সেই পাঠ্যে আপনার হিসাব গাস করিবেন।

(৭) ভূস্বামীরা ১১২ ধারামতে যে কোন প্রার্থনা করিতে পারিবেন, তিনি সেই প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(৮) জিলার জজ সাহেবের আজ্ঞাক্রমে তাঁহাকে পদচ্যুত করা যাইতে পারিবে, প্রকারান্তরে নহে।

১০৮ ধারা। কোন মহাল বা তালুক কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্যাদক্ষতায় লক্ষ্য রাখিবার কথা।

১০৯ ধারা। হাই কোর্ট সময়ে পূর্বে ধারামত কার্যাদক্ষদের ক্ষমতা ও কর্তব্য কল্প নির্দেশ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

১০৯ ধারা। হাই কোর্ট সময়ে পূর্বে ধারামত কার্যাদক্ষদের ক্ষমতা ও কর্তব্য কল্প নির্দেশ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

১০ম অধ্যায়।

স্বত্বের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।

স্বত্বের লিপির কথা।

১১০ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে কোন স্থলে

স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

এরূপ অনুমতি গ্রহণ না করিয়া এইরূপ আজ্ঞা করিলে পারিবে, যে সময়ে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত রাজস্ব কর্মচারী কর্তৃক কোন স্থানের সমুদয় প্রজাদের বা কোন প্রকার প্রজাদের স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করা যাইবে।

(২) নিম্নলিখিত স্থলে মন্বিসংবিধিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি পূর্বে গ্রহণ না করিয়া এই ধারামতে আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে, অর্থাৎ—

(ক) যে স্থলে ভূম্যধিকারী কিম্বা ভূম্যধিকারীদের বা প্রজাদের অনেকাংশ লোকে উক্ত আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা করেন, এবং খরচ দিবার নিষিদ্ধ স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশমত টাকা আদায় করেন, সেই স্থলে ;

(খ) যে স্থলে এরূপ লিপি প্রস্তুত করিলে, সাধারণতঃ প্রজা ও ভূম্যধিকারীদের মধ্যে যে গুরুতর বিবাদ আছে, বা হইবার সম্ভাবনা, তাহার নিষ্পত্তি বা নিবারণ হইতে পারে, সেই স্থলে ; এবং

(গ) যে স্থলে গবর্ণমেন্ট বা কোর্ট অব ওয়ার্ডস তাহার মালিক বা কার্ধ্যাধিকার, এরূপ কোন মহালের বা ভাণ্ডারের মধ্যে উক্ত স্থান অন্তর্ভুক্ত থাকে, সেই স্থলে।

(৩) এই ধারামতে কোন আজ্ঞার বিজ্ঞাপন রাজকীয় গেজেটে দেওয়া গেলে, তাহাই উক্ত আজ্ঞা স্বাধীকৃত হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

১১১ ধারা। পূর্বে ধারামতে কোন আজ্ঞা করা গেলে

যে যে বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, উক্ত আজ্ঞার তাহার কথা।

নিম্নলিখিত সমুদয় বা কতকগুলি ভাষায় থাকিতে পারিবে, অর্থাৎ,—

(ক) প্রত্যেক প্রজার নাম ;

(খ) তিনি যে প্রকার প্রজা, অর্থাৎ, তিনি ভাণ্ডার দার কি অধিকারিত হায়ে ভূমি ভোগকারি রায়ত কি দখলীস্বত্বনিশিষ্ট রায়ত কি দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত কি কোর্কা রায়ত ;

(গ) তিনি যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার অবস্থান, পরিমাণ ও গীমা ;

(ঘ) উদীয় ভূম্যধিকারির নাম ;

(ঙ) দেয় খাজানা ;

(চ) চুক্তিরূপে কি আদালতের আক্রমণে কি প্রকারান্তরে হউক যে প্রকারে উক্ত খাজানা ধাৰ্য্য হইয়া থাকে তাহা।

(ছ) খাজানা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া থাকিলে, যে সময়ে ও/বে ক্রমে হ্রাস হয় তাহা।

(জ) কোন বিশেষ নিয়মে প্রজা ভূমি ভোগ করিলে তাহা।

১১২ ধারা। ভূম্যধী বা ভাণ্ডার প্রার্থনা করিলে

ও যত টাকা খরচ দিবার আদেশ হয় তাহা আদায় করিলে, এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে বিধি প্রণয়ন করেন সেই বিধি মানিয়া ও তাহা সারা করিয়া

বা ভাণ্ডার বা ভাণ্ডার কোন অংশ সম্বন্ধে পূর্বে ধারার নিষিদ্ধ বিশেষ কথা নিরূপণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে পারিবে।

১১৩ ধারা। (১) রাজস্ব কর্মচারী এই লিপি সম্পূর্ণ

লিপি প্রকাশ করিবার ক্রমে যে প্রকারে ও যত কাল প্রকাশ করিবার আদেশ দেন,

সেই প্রকারে ও ততকাল এই লিপির পাণ্ডুলেখা এই স্থানে প্রকাশ করা হইবে, এবং উক্ত কাল মধ্যে এই লিপির কোন লেখা সম্বন্ধে যে কোন আপত্তি করা যায়, তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবে।

(২) উক্ত কাল অতীত হইলে, রাজস্ব কর্মচারী উক্ত লিপি চূড়ান্তরূপে গ্রহণ করিয়া ফেলিবে ও স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে যে প্রকারে প্রকাশ করিবার আদেশ করেন, সেই প্রকারে উহা এই স্থানে প্রকাশ করা হইবে ; এবং উক্ত লিপি যে এই অধ্যায়মতে যথাবিধি প্রস্তুত করা গিয়াছে এরূপ প্রকাশ করণই তাহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

১১৪ ধারা। পূর্বে ধারামতে উক্ত লিপি চূড়ান্তরূপে

লিপি লেখা সম্বন্ধে প্রকাশ করিবার পূর্বে কোন বিবাদ হইলে কাহা সময়ে রাজস্ব কর্মচারী প্রণালীর কথা।

তাহাতে কোন কথা লিখিবার প্রস্তাব করিলে বা লিখিলে যদি তাহার শুদ্ধতাসম্বন্ধে বিবাদ উদ্ভূত হয়, তবে রাজস্ব কর্মচারী এই বিবাদ গ্রহণ করিয়া নিষ্পত্তি করিবে, এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালীবিষয়ক আইনে মোকদ্দমার বিচার করিবার যে কার্য প্রণালী নিষিদ্ধ আছে, এই আইনমতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রণীত বিধি মানিয়া উক্ত কার্যপক্ষে সেই কার্যপ্রণালী অবলম্বন করিবে, এবং তাহার নিষ্পত্তি ডিক্রার ভূমি বলবৎ হইবে।

১১৫ ধারা। (১) পূর্বে ধারামতে রাজস্ব কর্মচারী-

দের নিষ্পত্তির উপর আপীল শুনিবার নিষিদ্ধ স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এক বা একাধিক ব্যক্তিক বিশেষ অজবালির নিয়ুক্ত করিবে।

বিশেষ অজবালির নিয়ুক্ত করিবে।

(২) পূর্বে ধারামতে রাজস্ব কর্মচারীর নিষ্পত্তির উপর বিশেষ অজবালি নিকট আপীল হইতে পারিবে ; এবং আপীলসম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে যে সকল বিধান আছে, তাহা উক্ত আপীলসম্বন্ধে যতদূর পাটিতে পারে থাকিবে।

(৩) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪২ অধ্যায়ের প্রথম ধারার অর্থমতে বিশেষ অজবালি কোর্টের অধীন আদালত হইলে যে রূপ হইত, উক্ত অধ্যায়ের বিধানের নিয়মাবলি তাহার নিষ্পত্তির উপর হইতে সেইরূপ আপীল হইতে পারিবে।

১১৬ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে যে লিপি প্রস্তুত করা যায় তাহাতে যে যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ আছে ও যে যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ নাই, ইহা পৃথক করিয়া নির্দেশ করিতে হইবে।

(২) উক্ত লিপির যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ নাই তাহা বিপরীত দর্শান না গেলে শুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

খাজানা ধাৰ্য্য হইবার বিধি।

১১৭ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্টে উচিত বোধ করিলে, পঞ্চাল্লিখিত কোন স্থলে এইরূপ আদেশস্বত্ব আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে কোন স্থানের অন্তর্গত সমুদয় প্রজার বা কোন প্রজার প্রজার খাজানা, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে এতদৰ্থে সময়ে২ যে রাজস্ব কর্মচারীদিগকে নিযুক্ত করেন, তাহাদের দ্বারা ধাৰ্য্য হইবে।

কিন্তু এইরূপ আজ্ঞা করা বাস্তবিক, স্থানীয় তদন্ত লইয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের এইরূপ হুঁচুও নী জন্মিলে, উক্ত গবর্ণমেন্টে এইরূপ আজ্ঞা করিবেন না।

কিন্তু এইরূপ আজ্ঞা করা বাস্তবিক, স্থানীয় তদন্ত লইয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের এইরূপ হুঁচুও নী জন্মিলে, উক্ত গবর্ণমেন্টে এইরূপ আজ্ঞা করিবেন না।

(২) নিম্নলিখিত স্থলে এই ধারামতে আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে, অর্থাৎ,

(ক) যে কোন স্থলে স্বতন্ত্র লিপি প্রস্তুত করিতে এই অধ্যায়মতে কোন রাজস্ব কর্মচারীর প্রতি আদেশ করা যায়, এবং

(খ) যে স্থলে কোন স্থান সম্বন্ধে রাজস্ব ধাৰ্য্য হইতেছে।

(৩) এই ধারামতে রাজস্বীয় গেজেটে কোন আজ্ঞার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, উক্ত বিজ্ঞাপনই উক্ত আজ্ঞা যথার্থি হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে, এবং কোন আজ্ঞা এইরূপে বিজ্ঞাপিত হইলে, তাহা যতকাল এইরূপে বিজ্ঞাপিত আজ্ঞাক্রমে রহিত না হয়, ততকাল প্রবল থাকিবে।

(৪) কোন প্রজাদের সম্বন্ধে এই ধারামতে আজ্ঞা প্রবল থাকিতে, কোন দেওয়ানী আদালত এই আইন-মতে উক্ত প্রজাদের কাহারও খাজানা রূদ্ধি বা কম করিবার মোকদ্দমা গ্রহণ করিবেন না।

১১৮ ধারা। (১) কোন রাজস্ব কর্মচারী এই অধ্যায়-মতে খাজানা ধাৰ্য্য করিবার কার্যপ্রণালীর কথা।

(২) (১) প্রকরণমতে লিপিতে উক্ত কর্মচারী কোন কথা লিখিয়া থাকিলে বা লিখিবার প্রস্তাব করিলে, তাহার শুদ্ধতা সম্বন্ধে, পঞ্চাল্লিখিত বিধানমতে জমাবন্দী চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার পূর্বে কোন সময়ে বিবাদ উত্থিত হইলে, ১১৪ ও ১১৫ ধারার বিধান থাকিবে।

(৩) যে ভাস্করের খাজানা পরিবর্তিত হইতে পারে সেই ভাস্কর হইলে, কিম্বা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাষ্ট্রের বোত হইলে, ভূমিধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে উক্ত কর্মচারী তৎসম্বন্ধে উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধাৰ্য্য করিবেন।

(৪) যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায় এই কার্যের নিষিদ্ধ তিনি বর্তমান খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া অনুমান করিবেন, এবং খাজানা ধাৰ্য্য করিবার নিষিদ্ধ দেওয়ানী আদালতের উপদেশার্থ এই আইনে যে সকল বিধি নির্দিষ্ট হইল, তৎপ্রতি সৃষ্টি রাখিবেন।

(৫) (৩) ও (৪) প্রকরণমতে সমুদয় আনুষ্ঠানিক কার্যে উক্ত কর্মচারী, এই আইনমতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রণীত বিধি মানিয়া, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের নির্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিবেন এবং এইরূপ প্রত্যেক আনুষ্ঠানিক কার্যে তাঁহার নিষ্পত্তি ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে।

(৬) এইরূপ প্রত্যেক নিষ্পত্তির উপর ১১৫ ধারামতে নিযুক্ত বিশেষ জজের নিকট আপীল হইতে পারিবে। তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে, কিন্তু তাহা এই নিয়মের অধীন থাকিবে যে, এই ধারার (২) প্রকরণমতে দ্বিতীয় আপীলে যদি হাই কোর্ট, যে সকল বিশেষ কথা বহিরা কোন যোতের খাজানা ধাৰ্য্য হইয়াছে, তদ্বশে কোন কথা সম্বন্ধে বিশেষ জজের নিষ্পত্তি পরিবর্তন করেন, তবে উক্ত কোর্ট এই যোতের নিমিত্ত নূতন খাজানা ধাৰ্য্য করতে পারিবেন, কিন্তু তাহা ধাৰ্য্য করিবার পেনা একই জমাবন্দীর মধ্যে সেই প্রজার অন্যান্য যোতের যেরূপ খাজানা এই ধারামতে নির্ণীত বা ধাৰ্য্য হইয়া থাকে, তাহা দেখিয়া চলিবেন।

(৭) রাজস্ব কর্মচারী যে সকল বিশেষ কথা লিখিতে ও যে খাজানা ধাৰ্য্য করিতে আদেশ প্রাপ্ত হন, সেই সকল বিশেষ কথা ও খাজানা লিখিলে ও ধাৰ্য্য করিলে, তিনি এক বা একাধিক জমাবন্দীর পাণ্ডুলেখা প্রস্তুত করিবেন। তিনি যে যে বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করেন ও খাজানা ধাৰ্য্য করিলে যত তাহা খাজানা ধাৰ্য্য করেন তাহা উক্ত জমাবন্দীতে দেখাইতে হইবে।

(৮) জমাবন্দী ১১৩ ধারার মর্মানুযায়ী লিপি হইলে, ১১৩ ধারা তৎসম্বন্ধে যেরূপ খাতিত, এই ধারামতে প্রত্যেক জমাবন্দী সম্বন্ধেও সেইরূপ খাতিত এবং এই ধারা (১) প্রকরণমতে এইরূপ কোন জমাবন্দীতে যে সকল কথা লেখা যায় তৎসম্বন্ধে ১১৬ ধারা খাতিবে।

১১৯ ধারা। পুষ্ক ধারামতে কোন খাজানা পরিবর্তন করা গেলে, জমাবন্দী যে সময়ে খাজানার চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার পরবর্তী কৃষিবৎসরের প্রারম্ভাবধি এই পরিবর্তন কলবৎ হইবে।

১২০ ধারা। ১১৮ ধারার (৩) প্রকরণমতে কোন যোতের খাজানার টাক ধাৰ্য্য করাইবার নিষিদ্ধ কোন ভূমিধিকারীর প্রার্থনা করিবার ক্ষমতা থাকিলে, ভূমিধিকারীর উৎকর্ষসাধন কিম্বা যোতের পরিমাণ পরিবর্তন হেতুক

না হইলে এই অধ্যায়মতে বোঝের যে খাজানা নির্ণীত বা শাস্য হয়, তাহা অখাজানা চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার তারিখ অবধি পনের বৎসর কাল মধ্যে রুদ্ধি করা যাইবে না।

অতিরিক্ত বিধানের কথা।

১১১ ধারা। একজন ভূম্যধিকারীর, কিম্বা অনেক ভূম্যধিকারীর ও প্রজার প্রাধিকার্যমতে, কিম্বা প্রজা ও ভূম্যধিকারীদের মধ্যে ঙ্গকতর বিধান নিষ্পত্তি বা নিবারণ করিবার

এই অধ্যায়মত কার্য্য-
নুষ্ঠানে যে খরচ পড়ে
তাহার কথা।

উদ্দেশ্যে, এই অধ্যায়মতে কোন আজ্ঞা করা গেলে, কেবল এই অধ্যায়ের বিধান মফল করিতে নিযুক্ত সমুদয় কর্মচারীদের বেতন এবং যে সকল কর্মচারীরা আশান্বিত কর্তৃকী কক্ষাভিহিত উক্ত বিধান সকল কার্যে নিযুক্ত থাকেন তাঁহাদের বেতনের যে অংশ স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সম্বন্ধে প্রাপ্য করেন, সেই অংশ সম্বন্ধে উক্ত বিধান কোন স্থানে মফল করিতে গবর্ণমেন্টের যে সমুদয় খরচ পড়ে, তাহা এই স্থানের যে ভূম্যধিকারী ও প্রজাদের খাজানা এই অধ্যায়মতে প্রাপ্য বা নির্ণীত হয়, তাঁহারা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রত্যেক স্থলে সমুদয় ভাবগতিক বিবেচনায় প্রকৃত কার্য্যক্রমমতে স্থির করিয়া দেন, সেইরূপ কার্য্যক্রমমতে দিগেন, এবং কোন ব্যক্তির ঐরূপ খরচের যে হারহাতিমত অংশ দিতে হয়, তাহা তাঁহার দেনা বা কী রাজস্বের ন্যায় তাঁহার স্থানে আদায় করা যাইতে পারিবে।

১১২ ধারা। কোন প্রজাসত্ত্ব সম্বন্ধে ১১১ ধারার

লিপি প্রস্তুত হইয়া
বাগিলে, অবশ্যি ও খা-
জানা মধ্যস্থিত অনুমান
না খাটিবার কথা।

১১শ অধ্যায়।

হারের তালিকাভিষয়ক বিধি।

১২০ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট রাজকীয় গেজেটে

তালিকা প্রস্তুত করি-
বার আদেশ দিতে পারি-
বার কথা।

স্থানের জন্য এইরূপ একটা তালিকা প্রস্তুত করিবার উপায় অবলম্বন করিতে আদেশ দিতে পারিবন, যাহাতে উক্ত স্থানের অন্তর্গত প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যায্যমতে দখলীসত্ত্বাবিশিষ্ট রায়তের দেয় খাজানার হার দেখান যাইবে।

তালিকার বাণী লেখা
থাকবে তাহার কথা।

১২৪ ধারা। উক্ত তালিকার
এই এই কথা লেখা থাকিবে,
যথা।

(ক) ভূমির প্রকৃতি, অবস্থান, জলসেচনের উপায় ও তদুপায় অসামান্য বিষয় বিবেচনায় যে কএক শ্রেণীর ভূমির জন্য ভিন্ন ভিন্ন খাজানার হার প্রাপ্য করা আশঙ্ক্য হয় তাহা; এবং

(খ) ঐরূপ প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমি যে দখলীসত্ত্বাবিশিষ্ট রায়তেরা ভোগ করে, উপযুক্ত ও ন্যায্যমতে তাহাদের দেয় খাজানার হার।

১২৫ ধারা। ১২৪ ধারা-
যে বিধি অনুসারে
খাজানার হার প্রাপ্য
করিতে হইবে তাহার
কথা।

গত কোন শ্রেণীর ভূমির খাজানা-
নার হার প্রাপ্য
নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি
রাখিতে হইবে,।—

(ক) তালিকা প্রস্তুত করিবার সময়ে উক্ত শ্রেণীর ভূমির জন্য দখলীসত্ত্বাবিশিষ্ট রায়তেরা শাখানাঃ যে হারে খাজানা দিয়া থাকে, তৎপ্রতি;

(খ) যে সময়ে হার প্রাপ্য হয় সেই সময়ে ঐ স্থানে প্রচলিত বাজারে প্রদান্য খাদ্য শস্যের গড় মূল্য ছিল, অথবা উক্ত সময় কিম্বা সেই সময়ের গড় মূল্য মজুত জমা যাইতে না পারিলে, অন্য যে সময় ভূমি-
নার নিমিত্ত লওয়া ন্যায্য ও কার্য্যকর বোধ হয়, সেই সময়ে
যে গড় মূল্য ছিল, তাহার প্রতি;

(গ) যে সময়ে তালিকা প্রস্তুত করা যায় সেই সময়ে ঐ স্থানে বা চর্চিত বাজারে প্রদান্য খাদ্য শস্যের গড় মূল্য থাকে তাহার প্রতি; এবং

(ঘ) নিম্নলিখিত বিধির প্রতি, অর্থাৎ, যদি প্রদান্য খাদ্য শস্যের গড় মূল্য বৃদ্ধিহেতুক কোন শ্রেণীর ভূমির খাজানার হার বৃদ্ধি করা যায়, তবে পূর্ব গড় মূল্যের বৃদ্ধি বৃদ্ধি গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, পুরাতন হারের সহিত নূতন হারের তদনুপাত উক্তের অনুপাত থাকিবে না, এই বিধির প্রতি।

কিম্বা কোন শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত প্রাপ্য করা হার বর্তমান হার অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অধিক হইবে না।

১২৬ ধারা। উক্ত রাজস্ব কর্মচারী এই তালিকা প্রস্তুত
তালিকার স্থানীয়
প্রকাশ করণের কথা।

১২৭ ধারা। তালিকার কোন লেখাসম্বন্ধে কোন ব্যক্তির
আপত্তি থাকিলে তিনি ঐরূপ
রাজস্ব কর্মচারীর আপত্তি
নিষ্পত্তি করিতে পারি-
বার কথা।

১২৮ ধারা। উক্ত এক বাস কালের মধ্যে আপত্তি
তালিকা উক্তন রাজস্ব
কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠা-
ইবার কথা।

খণ্ডের কমিশনার সাহেবের
দ্বারা রেজিস্ট্রি গোটে উক্ত তালিকা
নিমিত্ত পাঠাইবেন, এবং তৎসঙ্গে আপনার কার্য্যবিবরণ,
প্রত্যেক বিষয়ে তিনি যে নিষ্পত্তি করেন তাহার ছেতু
লিখিত রিপোর্ট ও যের আপত্তির দরখাস্ত পাওয়া
গিয়া থাকে তাহাও পাঠাইবেন।

১২৯ ধারা। রেবিনিউ বোর্ড যে প্রকারে উচিত

ভাষা হইলে রেবিনিউ বোর্ডের কার্যপ্রণালীর কথা।

বোর্ডের কার্যপ্রণালীর কথা।
বোর্ডের কার্যপ্রণালীর কথা।
বোর্ডের কার্যপ্রণালীর কথা।

১৩০ ধারা। বোর্ড হাওর তালিকা অনুমোদন

কৃত হইলে, উক্ত তালিকা গণনাগণ্যে প্রেরিত হইবে। উক্ত গণনাগণ্যে

কৃত হইলে, উক্ত তালিকা গণনাগণ্যে প্রেরিত হইবে। উক্ত গণনাগণ্যে
কৃত হইলে, উক্ত তালিকা গণনাগণ্যে প্রেরিত হইবে। উক্ত গণনাগণ্যে

১৩১ ধারা। কোন স্থান সংক্রান্ত তালিকা পূর্ন

তালিকা যত কাল প্রকাশ করা যায় সেই তালিকা

তালিকা যত কাল প্রকাশ করা যায় সেই তালিকা
তালিকা যত কাল প্রকাশ করা যায় সেই তালিকা

১৩২ ধারা। ১৩০ ধারামতে তালিকা প্রকাশ করা

তালিকা প্রকাশ করা যায় সেই তালিকা

হইবে, অর্থাৎ,—

(১) তালিকা প্রস্তুত করিবার কাগজ এই আইন অনু-

(২) এই আইনে প্রকৃষ্টতার বিধান না থাকিলে,
প্রকৃষ্টতার বিধান না থাকিলে, প্রকৃষ্টতার বিধান না থাকিলে,

১৩৩ ধারা। কোন স্থানের নিমিত্ত হাওর তালিকা-

তালিকা প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত
তালিকা প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত

অংশ স্থানীয় গণনাগণ্যে সমরো নিরূপণ করেন, সেইরূপ
অংশ স্থানীয় গণনাগণ্যে সমরো নিরূপণ করেন, সেইরূপ

হাওর তালিকা প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত
হাওর তালিকা প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত

১৩৪ ধারা। পূর্ন কএক ধারামতে কোন স্থানে কোন

বোর্ডের কার্যপ্রণালীর কথা।
বোর্ডের কার্যপ্রণালীর কথা।

বোর্ডের কার্যপ্রণালীর কথা।
বোর্ডের কার্যপ্রণালীর কথা।

১৩৫ ধারা। কিম্বা তাঁহার স্বার্থগত পূর্ন

কিম্বা তাঁহার স্বার্থগত পূর্ন
কিম্বা তাঁহার স্বার্থগত পূর্ন

(ক) যদি কেবল হাওরের বা তদীয় স্বার্থগত
হাওরের বা তদীয় স্বার্থগত

(খ) যদি অংশগত ভূমিকার কিম্বা তদীয়
অংশগত ভূমিকার কিম্বা তদীয়

(গ) ভূমিকার বা হাওরের কিম্বা তাঁহাদের
ভূমিকার বা হাওরের কিম্বা তাঁহাদের

১৩৬ ধারা। এই ধারামতে যে কার্য থাকে, তদ্বি-
এই ধারামতে যে কার্য থাকে, তদ্বি-

১৩৭ ধারা। এই ধারামতে যে কার্য থাকে, তদ্বি-
এই ধারামতে যে কার্য থাকে, তদ্বি-

উদাহরণ।

(ক) কোন প্রকারের ভূমির ভাষা তালিকার এইরূপ
কোন প্রকারের ভূমির ভাষা তালিকার এইরূপ

কোন প্রকারের ভূমির ভাষা তালিকার এইরূপ
কোন প্রকারের ভূমির ভাষা তালিকার এইরূপ

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট বাবত জমিদার, বসরাব, চক্রে ও দীঘ বাধের বোত, প্রকারের ভূমি। এই বোতের অন্তর্গত কুণ হইতে ভাণ্ডাতে চললেন চর।

আমাদের বোতের কুণ পুরাতন, প্রকাশবসন্তের পূর্বে হইতে আছে। বসরাবের বোতের কুণ প্রকাশবসন্ত হইবারপর ভূমিধিকারী প্রস্তুত করাইয়াছেন। চক্রে বোতের কুণ আরও প্রস্তুত করাইয়াছেন। দীঘবাধের বোতের কুণ ভূমিধিকারী ও বাবত প্রত্যেক পরিজন ও মানবশ্রমের কিয়দংশ দিয়া প্রস্তুত করাইয়াছেন। আমদ ও বসরাবের বোতের খাজানা একর প্রতি ৭২ টাকা হারে, চক্রে বোতের খাজানা একর প্রতি ২৮ টাকা হারে, এবং দীঘবাধের বোতের খাজানা ২৮ টাকা ও ৪৮ টাকা এই উভয়ের সম্যবর্তী যে যার কাঁচ লত উপযুক্ত ও ব্যাখ্য বিবেচনা করেন, সেই হারে বাধ্য করিতে হইবে।

(খ) কোম এক প্রকারের ভূমির নিশ্চিত ভাদিকায় যে হার নিশ্চিত আছে, তাহা নিম্নলিখিতরূপ :-

কোম মদীর পাখা হইতে উক্ত ভূমিতে

জল সেচন করা গেলে ... একর প্রতি ৪৮ টাকা

এরূপে জল সেচন করা না গেলে ... একর প্রতি ২৮ টাকা

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট বাবত জমিদার ও বানবের বোতের ভূমি উক্ত প্রকারের, এবং ভাণ্ডাতে চলিল বৎসর পূর্বে এইরূপ জল সেচন করা হইত না, কিন্তু এই সময়ে মিকটস্ একটা মদীর মতি পরিবর্তন হওয়াতে এই বোতের পার্শ্বে মৃত্যব একটা মদীল পা হইল। জমিদার ও বসরাবের আপসার বোত দখল করিতেছেন, বানব জিল বৎসর বাবত, জমিদার বোতের খাজানা ২৮ টাকা হারে এবং বানবের বোতের খাজানা ৪৮ টাকা হারে বাধ্য করিতে হইবে।

১২শ অধ্যায়।

ভূমিধিকারী নিম্নলিখিত করিবার বিধি।

১৩৫ ধারা। জমিদার গবর্ণমেন্ট সময়েও এইরূপ আদেশ-

স্বত্ব আদায় করিতে পারিবেন

ভূমিধিকারী নিম্নলিখিত করিবার আদায় নিম্নলিখিত ভূমিধিকারী গবর্ণমেন্টের কর্তৃত্ব কথ।

যে, কোম নিশ্চিত হইলে ১০ ধারার মধ্যস্থিত ভূমিধিকারী নিম্নলিখিত বালিয়া যে সকল জমী থাকে, কোন রাজস্ব কর্মচারী তাহা ভরণ করিয়া নিম্নলিখিত করেন।

১৩৬ ধারা। ভূমিধিকারী নিম্নলিখিত বালিয়া কোন জমী

কথিত হইলে, উক্ত জমীর ভূমিধিকারী বা কোন প্রকার প্রার্থনা-বতে ও খরচের বত টাকা প্রদান-শ্যক হয়, তিনি সেই টাকা আদায় করিলে, কোন রাজস্ব কর্মচারী একদর্শে জমীদার গবর্ণ-

ভূমিধিকারী বা প্রকার প্রার্থনাকে নিম্নলিখিত করিবার কথ। নিম্নলিখিত করিতে রাজস্ব কর্মচারীর অবতার কথ।

বেন্ট যে বিধি প্রণয়ন করেন, সেই বিধি মানিয়া ও ভদ্রমুসারে উক্ত জমী ভূমিধিকারী নিম্নলিখিত জমী কি না, ইহা নিশ্চয় করিয়া নিম্নলিখিত করিতে পারিবেন।

১৩৭ ধারা। কোন রাজস্ব কর্মচারী পূর্বে দুই ধারার

কোন ধারামতে কার্যাদ্যুষ্ঠান করিলে, ১১৩, ১১৪, ১১৫ ও ১১৬ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

নিম্নলিখিত নিম্নলিখিত করিবার কার্যপ্রণালীর কথ।

১৩৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্ম-

ভূমিধিকারী নিম্নলিখিত করিবার বিধি।

চারী নিম্নলিখিত জমী ভূমিধিকারী নিম্নলিখিত বালিয়া নিম্ন-

বদ্ধ করিবেন।—

(১) যে জমী খাঁদার, জেরাত, সের, নিজ, নিজ বোত বা খাঁদার বালিয়া ভূমিধিকারী নিজে আপন সরঞ্জাম দ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুর দ্বারা এই আইন বিধিবদ্ধ করিবার অব্যবহিত পূর্বে ক্রমাগত বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বালিয়া প্রদান হয়, সেই জমী, এবং

(২) যে আবাদী জমী প্রাচ্যচারক্রে ভূমিধিকারী খাঁদার, জেরাত, সের, নিজ, নিজ বোত বা কাষাত জমী বালিয়া দীর্ঘ হয়, সেই জমী।

(৩) অন্য কোন জমী ভূমিধিকারী নিম্নলিখিত বালিয়া নিম্নলিখিত করা উচিত কিনা, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ১ তারিখের পূর্বে ভূমিধিকারী নিম্নলিখিত বালিয়া বিশেষ করিয়া এই জমী জমা দেওয়া হইয়াছিল কিনা এই কথা প্রতি স্মৃতি রাখিবেন; কিন্তু যাবৎ বিপরীত নশান না যায়, তাহা উক্ত জমী ভূমিধিকারী নিম্নলিখিত জমী নহে, এইরূপ অনুমান করিবেন।

(৪) জমী ভূমিধিকারী নিম্নলিখিত জমী কিনা, এবিষয়ে দেওয়ানী আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, রাজস্ব কর্মচারীর কাগজপত্রের প্রদর্শন এই ধারার যে বিধি নিশ্চিত হইল, উক্ত আদালত তাৎক্ষণিক স্মৃতি রাখিবেন।

১৩শ অধ্যায়।

কোক করিবার বিধি।

১৩৯ ধারা। কোম বাবতের বা কোম বাবতের

ভূমিধিকারী বা দীঘ বাধের ২২ বৎসর কোমের পাওনা হইলে, ও এক বৎসরে দখল করা বাবতে অধিক কাল পাওনা হইয়া না পারিবে তাহার কথা।

যদিহলে, এবং তৎক্ষণাৎ ভূমিধিকারী কোন জমী দখল বা দখলি, উক্ত ভূমিধিকারী আইনমতে অন্য যে প্রতিকার পাওতে পারেন, তদতিরিক্ত দেওয়ানী আদালতে দখলত লাগিল করিয়া এই প্রার্থনা করিতে পারিবেন, যে উক্ত আদালত এই কৃষকের দখলে রাখা আছে,

(ক) এরূপ যে কোন লস বা ভূমির অন্য উৎপন্ন এই যোতে কাটা বা ভোলা না হইয়া থাকে, ও

(খ) এরূপ যে কোন লস বা ভূমির অন্য উৎপন্ন উক্ত যোতে অধিযাচ্ছে, এবং কাটা বা ভোলা গিয়া এই যোতে বা লস বা ভূমির দখল, কিবা (কেন্দ্রেই হউক বা বাহ্যতেই হউক) লস বা ভূমি প্রকৃতি করিবার দখল রাখা হইয়াছে,

তাহা কোক করিয়া উক্ত বালী খাজানা আদায় করেন।

কিন্তু

(১) জমি রেজিস্ট্রী করণ বিধির ১৮৭৬ সালের আইনমত অর্থকরণাযুক্তী ভূমিধিকারী বা কার্যাদ্যকর কিবা ভূমির বদ্ধকপ্রদীতার নাম ও যে

ভূমি সম্বন্ধে বাকী খাজানা পাওনা হয় সেই ভূমিতে তাঁহার আর্থের পরিমাণ যদি উক্ত আইনের বিধানমতে রেজিস্ট্রী করা না হইয়া থাকে, তবে উৎকর্ষ, কিম্বা

(২) পূর্ক ভূমি বৎসরে যোড়ের নিমিত্ত দেয় খাজানার অতিরিক্ত যে কোন টাকা লিখিত চুক্তিতে কিম্বা এই আইনমত বা এতদ্বারা রহিত করা কোন আইনমত কার্যাবলীক্রমে দিতে না হয়, সেই টাকা আদায়ের নিমিত্ত; কিম্বা

(৩) যোড়ের যে কোন অংশ অথবা ভূমিস্বিকারীর লিখিত সম্মতি লভ্য পোতাও বিলি করিয়াছে, সেই অংশের উৎপন্ন সম্বন্ধে,

এই ধারামতে দরখাস্ত করা যাইবে না।

১৪০ ধারা। (১) পূর্ক ভূমি বৎসরে যোড়ের নিমিত্ত দেয় খাজানার অতিরিক্ত যে কোন টাকা লিখিত চুক্তিতে কিম্বা এই আইনমত বা এতদ্বারা রহিত করা কোন আইনমত কার্যাবলীক্রমে দিতে না হয়, সেই টাকা আদায়ের নিমিত্ত; কিম্বা

(ক) যে যোড় সম্বন্ধে বাকী খাজানার পাওনা হয়, তাহা এবং তাহার সীমা অথবা তাঁহা বাহাতে চেনা, বাহা এরূপ অন্যান্য রূপান্ত;

(খ) প্রকার নাম;

(গ) যে কালের বাকী খাজানার পাওনা হয়, তাহা;

(ঘ) যত টাকা বাকী খাজানা এবং তাহার উপর জুদের পাওনা থাকিলে, সেই সুদ, এবং পূর্ক ভূমি বৎসরে প্রকার দেয় খাজানা অপেক্ষা অধিক তাঁহার পাওনা করা গেলে, যে চুক্তি বা স্থল বিশেষে, আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমে এই টাকা দেয় হয়, তাহা;

(ঙ) যে উৎপন্ন জোক করিতে হইবে, তাহার তাৎপর্য আনুমানিক মূল্য;

(চ) যে ভালে উহা পাওনা যাইবে, তাহা কিম্বা উহা চিনিবার নিমিত্ত অন্য যেহে রূপান্ত্র প্রচুর হয়, তাহা; এবং

(ছ) উহা অমীতে থাকিলে বা সংগ্রহ করা না গিয়া থাকিলে, যে সময়ে উহা কাটা বা সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা, সেই সময়।

(২) দেওয়ানী মোকদ্দমার কাগজপত্রাদি বিষয়ক আইনে আবেদনপত্রে যেসকল আক্ষর করিতে ও সভাপাঠ লিখিতে হয়, পূর্কোক্তরূপ প্রত্যেক দরখাস্তে সেইরূপে আক্ষর করিতে ও সভাপাঠ লিখিতে হইবে; এবং এরূপ সভাপাঠরূপ দরখাস্তে যদি এরূপ কোন কথা থাকে, বাহা সভাপাঠকারী ব্যক্তি বিধা বশিত জানেন বা বিশ্বাস করেন, কিম্বা তাহা সত্য বলিয়া জানেন বা বিশ্বাস করেন না, তবে বিধা সাফা দিবার বা প্রত্যুত্তর করিবার দণ্ডবিষয়ক বৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে, সেই আইনের বিধানানুসারে এই ব্যক্তির দণ্ড হইতে পারিবে।

১৪১ ধারা। (১) দরখাস্তকারী পূর্ক এক দরখাস্তে দরখাস্ত দাখিল করিবার সময়ে দরখাস্তের কার্য পক্ষে সাফাশ্রুত কোন মল্লীল আবেদন বিবেচনা করিলে, তাহা উক্ত আদালতে দাখিল করিতে পারিবে।

(২) আদালত উচিত বোধ করিলে দরখাস্তকারীকে পরীক্ষা করিতে পারিবে, ও যত দূর সম্ভব এই বিশেষ করিয়া দরখাস্ত প্রাপ্ত বা অগ্রাহ্য করিবে, কিম্বা তাঁহার প্রতিপোষণার্থে অধিবাসক সাফা দিবার নিমিত্ত দরখাস্তকারীর প্রতি অসম্মতি দিতে পারিবে।

(৩) আদালত (২) প্রকরণমতে দরখাস্ত দাখিল করিয়া প্রাপ্ত বা অগ্রাহ্য করিতে না পারিলে, যদি উচিত বোধ করেন, দরখাস্তের আদালত শাস্য জোঁক করিবার ক্ষমতা জারী হইবার কিম্বা দরখাস্ত অগ্রাহ্য করার অপেক্ষার এই শাস্য স্থানান্তর করিতে নিষেধ করিয়া আজ্ঞা করিতে পারিবে।

(৪) যে সময়ে উৎপন্ন শস্য কাটা বা সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা, তাঁহার অনেক দূর পূর্বে এই শস্য জোক করিবার আদালতেরা গেলে, আদালত যত কাল উচিত বোধ করেন তত কাল এই আদালত জারী করণ দৃষ্টি রাখিতে পারিবে, এবং উচিত বোধ করিলে জোকের আদালত জারী হইবার অপেক্ষার এই শস্য স্থানান্তর করা নিষেধ করিয়া আর এক আদালত করিতে পারিবে।

১৪২ ধারা। পূর্ক ধারামতে দরখাস্ত প্রাপ্ত করা গেলে, আদালত প্রাপ্ত উৎপন্ন জোক করিবার আদালতেরা পূর্কোক্তরূপে দরখাস্তকারীকে পরীক্ষা করিবার ক্ষমতা জারী করিতে পারিবে, এবং উৎপন্ন জোক করিবার আদালতেরা পূর্কোক্তরূপে দরখাস্তকারীকে পরীক্ষা করিবার ক্ষমতা জারী করিতে পারিবে।

সেই অংশ জোক করিবার নিমিত্ত একজন কক্ষচারী প্রেরণ করিবে; এবং এই উৎপন্ন শস্যাদি যেখানে থাকে, উক্ত কক্ষচারী সেইখানে গিয়া আদালতের আদেশানুসারে দরখাস্তকারীকে পরীক্ষা করিবার ক্ষমতা জারী করিতে পারিবে, এবং উৎপন্ন জোক করিবার আদালতেরা পূর্কোক্তরূপে দরখাস্তকারীকে পরীক্ষা করিবার ক্ষমতা জারী করিতে পারিবে।

কিন্তু যে উৎপন্ন শস্যাদির তাব বিবেচনার তাহা সাধিত করিয়া রাখা যায় না, সেই শস্যাদি কাটার বা সংগ্রহ করিবার গোঁয়া হইবার পূর্বে বিশ দিনের ন্যূন কোন সময়ে এই ধারামতে তাহা জোক করা যাইবে না।

১৪৩ ধারা। (১) জোকচারী কক্ষচারী জোক করিবার সময়ে পাওনা শাস্য দাখিল ও হিসাব সাফা দিবার ক্ষমতা জারী করিবে, এবং উৎপন্ন জোক করিবার আদালতের উপর জারী করিবে, এবং যেহেতুতে জোক করা যায়, তাহা দশাইয়া এই ক্ষমতা এক হিচাব দিবে।

(২) যে স্থলে জোকচারী কক্ষচারী এরূপ বিশাল করিবার কারণ দেখেন, যে বাকীদার ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি জোককৃত সম্পত্তির মালিক, সেই স্থলে তিনি উক্ত ব্যক্তির উপর ও দাবীপত্রের ও হিসাবের নকল জারী করিবে।

(৩) দাবীপত্র ও হিসাব সাধা হইলে যে ব্যক্তির উপর জারী করিতে হইবে, নিজ তাঁহাকেই দেওয়া যাইবে; কিন্তু যে ব্যক্তির উপর জারী করিতে হইবে সেই ব্যক্তি পলাইলে বা গোপনে থাকিলে, কিম্বা অন্য কারণে তাঁহাকে পাওনা যাইতে না পারিলে, তিনি সচরাচর যে বাটীতে বাস করেন সেই বাটীর বহির্দ্বারে উক্ত কক্ষচারী উক্ত দাবীপত্রের ও হিসাবের নকল লাগাইয়া দিবে।

১৪৪ ধারা। (১) এই ধারায় যে ক্রোক করিতে
তাঁহাতে কাম শস্যাদি কাটিতে
লম্বাদি কর্তন প্রভৃতি বা তুলিতে বা গোলাজাত
করিবার ব্যবস্থা। করিতে কিংবা তাঁহা উপযুক্ত-
রূপে রক্ষা করণার্থ অন্য যে কোন কাঁচা করা মাথানাক
হয়, তাঁহা করিতে কোন ব্যক্তি বাহ্য হইবে না।

(২) যে ব্যক্তির পুঁজুক কামা করিবার অত
ধাক্ক যথাকালে সেই ব্যক্তির ক্রটি হইলে, ক্রোককারী
কম্পচারী ক্রোক কর্তৃক ক্ষেত্রস্থ কাম বা অংশগতী
লম্বাদি গাটিলে কাটিয়াবেন বা সংগ্রহ করাইবেন,
এবং গোলা প্রভৃতি যে স্থান উপর্যে সতরা
বাহ্য কর্তৃক, তৎপরে কিম্বা নিকটস্থ কামা গোল স্থানস্থিত
স্থানে এই কাম প্রভৃতি সংগ্রহ করি। রাখিবেন, তৎপ
তাঁহা উপযুক্তরূপে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অন্য যাহা
কছু আবশ্যিকতার তাহা করিবেন।

(৩) উক্ত স্থলেই ক্রোক কর্তৃক সম্পত্তি ক্রোককারী
কম্পচারীর জিম্মায় কিম্বা তিনি অন্তর্গত অন্য যে কোন
ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন, এই ব্যক্তির জিম্মায় থাকিবে।

১৪৫ ধারা। (১) ক্রোক করিবার সমুদয় খরচা
দাবী শোধ কামনা
গেলে নীলামের ঘোষণা-
পর প্রচার করিবার
কথা। সমস্ত দাবীর টাকা অবিলম্বে
শোধ করা না গেলে, সম্পত্তি
ক্রোককারী কম্পচারী ঘোষণা-
পত্র প্রচার করিবেন। তাহাতে
ক্রোক কর্তৃক সম্পত্তির বিশেষ
রক্ষা এবং যে দাবীর জন্য উক্ত ক্রোক করা যায়,
তাঁহা লেখা বাইবে, এবং এত সম্ভাব্য দেওয়া যাইবে।
যে তিনি ক্রোক করিবার পর নি দিনের কম না হয়
কিম্বা সাত দিনের অধিক না হয়, এরূপ কোন নির্দিষ্ট
দিনে কোন স্থানে ক্রোক কর্তৃক সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলাম
ধারা বিক্রয় করিবেন।

কিন্তু ক্রোক কর্তৃক শস্যের বা অন্যের তাব বিবেচনার
তাঁহা সন্ধিত করিয়া রাখা সাফল্যে পারিলে 'কছু সন্ধিত
না হইয়া থাকিলে, নীলামের দিন এরূপ খাফা করিতে
হইবে যাহাতে এই দিনের পূর্বে এই শস্যাদি সন্ধিত
করণার্থ প্রস্তুত করিয়া রাখা যায়।

(২) যে ভূমির দাকী খাজনার দাওয়া হয়, সেই
ভূমি যে গ্রামে থাকে, সেই গ্রামের কোন মুজদাও
স্থানে এই ঘোষণার লাগু হইবে।

১৪৬ ধারা। ক্রোক কর্তৃক যখন যাকে সেই
নীলাম হইবার স্থানের
কথা। স্থানে নীলাম করা যাইবে,
কিম্বা যদি ক্রোককারী কম্প-
চারীর এরূপ হয়, যে নিক-
টস্থ সাধারণের সম্মানগমনের স্থানে নীলাম হইলে,
অধিকতর মূল্য পাইবার সম্ভাবনা, তবে সেই স্থানে
নীলাম হইবে।

১৪৭ ধারা। (১) যে সকল কসলের বা উৎপন্ন
ক্ষেত্র লম্বাদি বিক্রয়
করিবার ব্যবস্থা। প্রযোজ্য তাব বিবেচনার তাহা
সন্ধিত করিয়া রাখা বাইতে
পারে, তাঁহা কাটিয়া বা
তুলিয়া সন্ধিত করণার্থ প্রস্তুত করিবার পূর্বে বিক্রয়
করা যাইবে না।

(২) যে সকল কসলের বা উৎপন্ন জবোর তাব
বিবেচনার তাহা সন্ধিত করিয়া রাখিতে পারা যায় না,
সেই সকল কসল প্রভৃতি কাটিবার বা তুলিবার পূর্বে
বিক্রয় করা যাইতে পারিবে; এবং ক্রেতা নিজে কিম্বা
এতদন্তে তাঁহার নিযুক্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা উক্ত
ভূমিতে প্রবেশ করিয়া এই কসল প্রভৃতির রক্ষা করিতে
ও তাহা কাটিতে বা তুলিতে গেলে, যাহা কিছু আব-
শ্যক হয়, তাহা করিতে আবদ্বান হইবে।

১৪৮ ধারা। নীলামকারক কম্পচারী বাহা পরা-
বর্ষাসিদ্ধ জ্ঞান করেন, তৎপ
যে একরে বিক্রয় এক বা অধিক লাটে উক্ত
করিতে হইবে তাহার সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয়
করা যাইবে; এবং ক্রোক ও
নীলাম করিবার খরচা সমস্ত দাবীর টাকা উক্ত সম্প-
ত্তির কসলস্থ বিক্রয় দ্বারা শোধ করা গেলে, তৎকালে
অবশিষ্টাংশ সম্বন্ধে ক্রোক উঠাইয়া দেওয়া যাইবে।

১৪৯ ধারা। উক্ত সম্পত্তি নীলামে চড়ান গেলে, যদি
বিক্রয় সন্ধিত রাখি- নীলামকারক কম্পচারীর বিবে-
চনার তাহার ন্যায্য মূল্য
ডাক না হয়, এবং এই সম্প-
ত্তির মালিক অথবা তাঁহার পক্ষে কাঁচা করিতে
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি পর্য্যন্ত পয়স্তু কিম্বা
নীলামের স্থানে কাঁচা হওয়া থাকিলে, পরবর্তী ছাটের
দিন পয়স্তু নীলাম সন্ধিত রাখিবার আর্থনা করেন,
তবে উক্ত দিন পয়স্তু নীলাম বন্ধ থাকিবে, এবং সেই
দিন উক্ত সম্পত্তির নিমিত্ত যে কোন মূল্য ডাক
উঠে না কেন বিক্রয় কাঁচা সম্পূর্ণ করা যাইবে।

১৫০ ধারা। প্রত্যেক লাটের মূল্য নীলামের সময়ে,
ক্রয়ের টাকা দেবার কিম্বা নীলামকারক কম্পচারী
কথা। তৎপরে যত শীঘ্র দিবার
আদেশ করেন, দেওয়া যাইবে;
এবং এরূপে টাকা দেওয়া না গেলে, উক্ত সম্পত্তি
পুনর্বার নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

১৫১ ধারা। সমস্ত ক্রয়ের টাকা দেওয়া গেলে,
ক্রেতাকে সর্টিফিকেট নীলামকারক কম্পচারী
দেওয়া যাইবে তাহার ক্রেতাকে এক সর্টিফিকেট
কথা। দিবে। ক্রেতা যে সম্পত্তি
ক্রয় করিলেন, এবং যে মূল্য
দিলেন, এই সর্টিফিকেটে তাহা লেখা থাকিবে।

১৫২ ধারা। (১) এই অধ্যায়নতে ক্রোক করা
নীলামের উৎপন্ন টাকা সম্পত্তির প্রত্যেক নীলামে যে
যেভাবে প্রয়োগ করিতে টাকা উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে
হইবে তাহার কথা। নীলামকারক কম্পচারী ক্রোকের
ও নীলামের খরচ দিবে।
এতদন্তে স্থানীয় গবর্নমেন্ট যে বিধি প্রণয়ন করিবেন,
সেই বিধির নির্দিষ্ট খরচের দ্বারা স্থানে উক্ত খরচ
ধরা যাইবে।

(২) যে দাকী খাজনার জন্যে ক্রোক হয়, নীলাম-
ের দিন পয়স্তু তাহার স্তম সমস্ত সেই দাকী খাজনা
শোধ করিতে অবশিষ্ট টাকা প্রয়োগ করা যাইবে; এবং
কিছু উত্তর থাকিলে যে ব্যক্তির সম্পত্তি নীলাম হয়
সেই ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবে।

১৫০ খান্না। এই আইনবলে সম্পত্তি মীলাবকারক
কর্মচারীগণকে এবং ঊর্ধ্বোক্ত
কর্মচারীগণের
কর করিতে বা পাতিবার
করা।

সীমানা করা কোন সম্ভাব্য নিজে বা অন্যের দ্বারা করা
করিতেছেন না।

১৫৪ শতাব্দী (১) এই অধ্যায়মত ক্রোক করিবার
পরে এবং ক্রোক করা সম্পা-
ত্তির মৌল্য হইবার পূর্বে
কোন সময়ে যদি বাঁকীদার
কোন একজন বা দুইজন

মানিক বাকীদার না হইলে তিনি, যে আশালত কোকের
আজ্ঞা দেন, সেই আশালতে কিবা ক্রোককারী কর্ম-
চারীর হস্তে ১৪৩ ধারাবতে জারী করা দাবীপত্রের
নির্দিষ্ট টাকা ও উক্ত দাবীপত্র জারী করা গেলে পর যে
সকল পরচা পড়িয়া থাকে, তাহা আদানও করেন, তবে
উক্ত আশালত কিবা স্থল বিশেষে উক্ত কর্মচারী তাহার
বসনীদ দিবেন, এবং ঐ ক্রোক তৎক্ষণাত্ উঠাইয়া লওয়া
যাইবে।

(২) ক্রোককারী কর্মচারী প্রকল্প আয়ানত পাঠালে,
তহা তৎকর্তা উক্ত আয়ানতে দিবেন।

(৩) যিনি থাকানার নতুন ক্রোক করা সম্পত্তির
একটি মাসিকক এই থাকারত বসীম দেওয়া গেলে, যে
থাকী থাকানার নিমিত্ত ক্রোক করা যায়, সেই থাকী
থাকানার জন্য পত্রবর্তী কোন দায়িত্ব হইতে তিনি
সম্পত্তির নিকৃতি পাইবেন।

(৪) ক্রোঁক করা সম্পত্তির মালিক ক্রোঁকের বৈধতার প্রতিবাদ করার ক্ষমতা হানি পূরণ পাইবার সাধারণ ক্রিয়া মরখাস্তকারীর বিচ্ছেদ মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া না থাকিলে, এই ধারায়তে আদালত কর্তৃক তার তারিখ আদি এক মাস গত হইলে পব আদালত ক্রোঁকের মরখাস্তকারীকে আদালতী টাকা হইতে তাঁহার পাওনা টাকা দিবে।

(৫) কোন অর্থদণ্ড প্রাপ্ত এই ধারাবাদে টাক
আদায়ও করিলে, ভূমিাধিকারী তাহা লভ্যভোগে বলিয়
কেবল এই কারণে তিনি তাঁহার প্রকার যোগ্য তাহা
কোন অংশ পেটোও বিলি করিতে সম্মতি দিগাহে
বলিয়া জ্ঞান করা হইবে না।

১৫৫ হারি। (১)

পেট্রো এন্ডা আশন
পাটোয়াভার জন্য যে
টাকা দেব, তাহা বাজানো
বসেতে বাঁচিয়া নইতে
পারিবার কথা।

উত্তম প্রকার ক্রী হেতুক
কোন অর্থজন প্রকার সম্পত্তি
এই অধ্যায়বতে বৈধভাবে
কোক করা যায়, তিনি পূর্ব
হারাবতে কোন টাকা দিলে
উহার নিজ ভূম্যধিকারী

খাজানা হইতে উক্ত টাকা কাটিয়া নইতে পারিবেন এবং সেই কুশাধিকারী বাকীদার না হইলে, তিনি তাঁহার নিজ কুশাধিকারীকে মের খাজানা হইতে প্রকৃপে উক্ত টাকা কাটিয়া নইতে পারিবেন; এবং যাব বাকীদার পর্য্যন্ত না পঁহুছে তাবৎ এইরূপ চলিবে।

(২) কোন অধস্তন প্রজা পূর্ব ধারায়তে কোন টীকা দিলে, এই ধারায়তে উক্ত টীকার যে কোন অংশ কাটরা লন বাই, বাকীদ্বয়ের স্থানে তাহা আনার করণার্থ তাঁহার যে মোকদ্দম। ত্রিবার শব্দ আছে, এই ধারার কোন কথাফলে সেই শব্দের বিলুপ্ত হইবে না।

১৪৬ ধারা। দুই পেটাত বিলি করা গেলে, যদি
উক্তন ও অধস্তন একই সম্পত্তিক্রোককারী উক্ত-
ন ও অধস্তন ভূস্বামিকারীর
স্বত্বের মধ্যে এই অধারনতে
বিবোধ উপস্থিত হয়, তবে
উক্তন ভূস্বামিকারীর স্বত্ব প্রবল হইবে।

১৫৭ খরি। এই অধ্যায়মতে নতু জোকের আনা
বে সম্পত্তি আটক এবং জোকের বিবরীকৃত
আহেভালা জোক করি সম্পত্তি আটক বা বিক্রয় কর-
বার কথা। গার্খ কোন দেওয়ানী আদা-

লক্ষ্যবস্তুর আঁটা এই উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে, ক্রোমের আঁটা প্রবল হইবে; কিন্তু উক্ত আঁটাক্রমে এই সম্পত্তি নীলায় করা গেলে, নীলামের উৎপন্ন উত্তম টোকা যে আঁটানত আঁটান বিক্রয় করিবার আঁটানেন, সেই আঁটানতের অনুমতিবিনা ১৯২ খ্রীস্টাব্দে উক্ত সম্পত্তির মালিককে দেওয়া যাইবে না।

১৪৮ ধারা। এই অধ্যায়মতে: কান বেওয়ারী আদালত
অব্যারকোডের বিভিন্ন
কর্তৃপুত্রের মোকদ্দমা
করা।
যে কোন আদেশ করেন, তাহার
উপর আপীল চলিবে না; কিন্তু
যেহেতু ১৪৯ ধারামতে মরণান্ত
করিবার অতীতি নাই সেই
হেতু ১৪৯ ধারামতে মরণান্ত হওয়াতে যাত্রার সম্পত্তি
কোক করা গিয়াছে, সেই ব্যক্তি মরণান্তকারীর বিরুদ্ধে
কর্তৃপুত্র পাহারার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারি-
বে।

१४७७ अथर्व ।

विचार मन्त्रकोर कार्यधनाजो विवरक विधि ।

১৫৯। (১) ভাই কোর্ট সম্বন্ধে স্থানীয় পর্ব-
 ত্বাধিকারী ও প্রচার
 বোর্ডের অনুমোদনরূপে এট-
 ক্রপ আবেদনসূচক বিধি প্রণয়ন
 করিতে পারিবেন যে, সেওয়ানী
 মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বি-
 রক আইনের বিশেষ কোন অংশ
 ত্বাধিকারী ও প্রচার বোর্ড
 ত্বাধিকারী ও প্রচার বোর্ড

কোন যোকদ্দবার প্রতি কিছা ইরশ বিশেষ কোন জেনীর
যোকদ্দবার প্রতি বস্ত্রিবে না, কিছা বিধির নিছিত
পরিবর্তন সহকারে বস্ত্রিবে।

(২) এরূপে প্রণীত বিধির নিরসারীনে এবং এই আইনের অমান্য বিধানের নিরসারীনে, মেওয়ারী হোকদহার কার্খা প্রণালী বিষয়ক আইন এরূপ সকল হোকদহার প্রতি বর্জিত।

১০০ হারা। (১) যে ভূমি সম্পর্কে পক্ষান্তরের মধ্যে
আইনমত আনুষ্ঠানিক
কার্যে বিচারবিপত্তোর
কথা।
হুযাযিকারী ও প্রজা সমস্ত
বাক্যে, তাহার মতল পাঠবার
মোকদ্দমা প্রদান করিতে যে
মেওয়ারী আদালতের ক্ষমতা
বাক্যে, প্রজা ও হুযাযিকারীর মধ্যে যে সকল মোকদ্দমা

১৬৭ ধারা। উক্ত দুই ধারার কোন ধারামতে কোন আদালতের রসীদ প্রতিনিধী আদালতে টাকা দিলে, আদালত প্রতিনিধীকে রসীদ দিবে; এবং বাকী

বা ফলবিশেষে উক্ত রসীদ দিলে, তাহাতে যে প্রকারে ও যে পরিমাণে উক্ত বাকী খাজনার নিষিদ্ধ নিষিদ্ধ হইত, ঐরূপে যে রসীদ দেওয়া যায়, তাহাতেও সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে নিষিদ্ধ হইবে।

১৬৮ ধারা। কোন স্থলে ডিক্রীতে বা আদালতের বিচারিক কার্যক্রমে পক্ষের মধ্যে ভূমির অধুসংক্রান্ত কিম্বা ভূমিগত কোন দাবী সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের কিম্বা কোন প্রশ্নের খাজনা দিতে বা পরিবর্তন করিবার অধু সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের নিষ্পত্তি না হইলে;

(ক) যে স্থলে জিলার জজ সাহেব কিম্বা আডালতুল জজ কিম্বা সনডিমেত জজ ডিক্রী বা আদালত দেন, এবং মোকদ্দমার দাওয়ার টাকা একশত টাকার অধিক না হয়, কিম্বা

(খ) যে স্থলে এত ধারামতে চূড়ান্ত বিচারবিপাকক্রমে কার্য করিতে স্থানীয় গবর্নমেন্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন বিচার সম্পত্তির কার্যকারক ডিক্রী বা আদালত দেন, এবং মোকদ্দমার দাওয়ার টাকা পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয়,

সেই স্থলে খাজনা পাঠিবার নিষিদ্ধ ভূমি-কারী মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, ঐ মোকদ্দমার প্রথমতঃ বা আপীলে যে ডিক্রী বা আদালত হয়, তাহার উপর আপীল চলিবে না।

কিন্তু যদি দৃষ্ট হয় যে উক্ত বিচারসম্পত্তির কার্যকারকের আদেশমতে যে ক্ষমতা নাই, তিনি সেই ক্ষমতাক্রমে কার্য করিয়াছেন, কিম্বা তাহার যে ক্ষমতা আছে তদনুসারে কার্য করিতে ক্ষতি করিয়াছেন, কিম্বা আপন ক্ষমতাসীমারে কার্য করিতে দিয়া বৈ-আইনীমতে না গুরুতর অনিয়মসহকারে কার্য করিয়াছেন, তবে যে ডিক্রী বা আদালত মথুছে এই ধারা থাকে, কোন মোকদ্দমায় পূর্বেকরণ কোন বিচার-সম্পত্তির কার্যকারক তদ্রূপ ডিক্রী বা আদালত দিলে, জিলার জজ সাহেব এ মোকদ্দমার নথী ফলব করিতে পারিবেন; এবং এরূপ আদালত উচিত বোধ করিলে করিতে পারিবেন।

১৬৯ ধারা। কৃষি বৎসরের প্রথম আটমাস মধ্যে যে খাজনার দিক্রী কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, সে ডিক্রী অবধিকৃত সেই মোকদ্দমার এই আইন-বৎসরে তাহার কথা। তবে খাজনার দিক্রী করিবার ডিক্রী হইলে, সামান্যতঃ পর-বর্তী কৃষি বৎসরের প্রারম্ভাবধি তাহা কলবৎ হইবে এবং কৃষি বৎসরের শেষ চারি মাসে যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহাতে এরূপ ডিক্রী হইলে, সেই ডিক্রী সামান্যতঃ আগামী কৃষি বৎসরের পরবর্তী বৎসরের প্রারম্ভাবধি কলবৎ হইবে। কিন্তু যে তারিখ অবধি ডিক্রী কলবৎ হইবে, বিশেষ কারণে ইহার পরেও সেই তারিখ নির্দিষ্ট করিতে এই ধারার কোন কথাক্রমে আদালতের বাধা হইবে না।

১৭০ ধারা। (১) কোন এজা এরূপে ভূমি ব্যবহার করিয়াছে, যাতে তাহা এজা-সম্পত্তি নহে হইবার সম্ভবতঃ তাহার জমী-অধিকারের কথা।

যেহা হইবে, তাহার প্রতিকার করা যাইতে পারিলে যদি ভূমি-কারী ঐ প্রতিকার করিবার নিষিদ্ধ এজাকে আদেশ দিয়া থাকেন, এবং কোন স্থলে উক্ত দাবী বা দাবীর তদ্ব্যবস্থাপক ব্যক্তিগত দাবীর আদেশ করিয়া থাকেন, এবং উক্ত এজা ব্যক্তিগত দাবীর মধ্যে ঐ আদেশ পালন না করিয়া থাকে, তবে উক্ত মোকদ্দমা হাজিরা হইবে নতুন মতে।

(২) এরূপ কোন মোকদ্দমার ভূমি-কারীর অসু-কূলে যে ডিক্রী দেওয়া যায়, তাহাতে দাবী বা নিয়ন্ত্রণ এজা ব্যক্তিগতভাবে দাবীতে যে হানিপুরণ দেয় হয়, তাহার টাকার পরিমাণ এবং আদালতের বিবেচনার উক্ত দাবী বা নিয়ন্ত্রণ প্রতিকারযোগ্য কি না এই কথা প্রকাশ থাকবে, এবং প্রতিবাদী যে সময়ের মধ্যে ঐ টাকার দাবীতে নিতে পারিবেন, ও উক্ত দাবী বা নিয়ন্ত্রণ প্রতিকারযোগ্য বলিয়া প্রকাশ করা গেলে, যে সময়ের মধ্যে তাহার প্রতিকার করিতে পারিবেন, তদ্রূপ ডিক্রীতে সেই সময় নির্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) (২) প্রকরণমতে আদালত যে সময় নির্দিষ্ট করেন, তাহা বিশেষ কারণে সময়ের হ্রাস করিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারামতে আদালত কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের বা (সম্ভাব্যভাবে) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি প্রতিবাদী ডিক্রীর লিখিত প্রতিলিপির টাকা দেন, এবং দাবী বা নিয়ন্ত্রণ প্রতিকারযোগ্য বলিয়া আদালত প্রকাশ করিয়া থাকিলে, উক্ত আদালতের তদ্ব্যবস্থাপক সেই দাবী বা নিয়ন্ত্রণের প্রতিকার করেন, তবে উক্ত ডিক্রী জারী করা যাইবে না।

১৭১ ধারা। যে এজার কারণে কোন মোকদ্দমা হইতে

উচ্ছেদ করা যায়, তাহার সম্বন্ধে যে রায়দিক্রীতে নিম্নলিখিত বিধি থাকিবে।—
উচ্ছেদ করা যায়, নতুন বৎসর পর্যন্ত ভূমি বৎসর তাহার মধ্যে কথার কথা।

(ক) উক্ত রায়ত এই মোকদ্দমার অন্তর্গত কোন ভূমিতে আপ-নার উচ্ছেদের তারিখের পূর্বে নতুন বৎসর বা বোপন করিয়া থাকিলে, তিনি ভূমি-কারীর ইচ্ছানুসারে, তর উক্ত নতুন রায়ত ও সংগ্রহ করবার ঐ ভূমি দখলে রাখিয়া ব্যবহার করিতে পারিবেন, নতর উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালতের আদেশমতে ঐ নতুন দখল ভূমি-কারীর স্থানে পাইতে পারিবেন।

(খ) রায়ত আপনার উচ্ছেদের তারিখের পূর্বে আপন বোডের অন্তর্গত কোন ভূমি বৎসর পর্যন্ত প্রস্তুত করিয়া থাকিলে, কিন্তু উক্ত ভূমিতে নতুন বৎসর বা বোপন না করিয়া থাকিলে, উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালতের আদেশমতে উক্ত ভূমি প্রস্তুত করিতে

তাহার যে পরিজন ও মূলধন লাগিয়াছে, তাহার মূল্য ও ঐ মূল্যের বৃদ্ধিসিদ্ধ হয় তিনি উক্ত ভূমিধিকারীর নামে পাঠিতে পারিবেন।

(গ) কিন্তু ভূমিধিকারী কোন রাষ্ট্রের উচ্ছেদ নিষিদ্ধ আনুষ্ঠানিক কার্য উপস্থিত করিলে পর উক্ত রাষ্ট্র হানীর রীতির বিরুদ্ধে উক্ত ভূমি আবাদ বা প্রস্তুত করিয়া থাকিলে, এই ধারায় উক্ত ভূমি মঞ্চের রাধিতে কিম্বা তজ্জন্য টাকা পাঠিতে অস্বাভাব্য হইবে না।

(ঘ) কোন ভূমিধিকারী এই ধারায় কোন রাষ্ট্রকে কোন ভূমি মঞ্চের রাধিতে দিলে, যত কাল তিনি মঞ্চের রাধিতে পান, তত কাল উক্ত ভূমি ব্যবহার ও মঞ্চসকলার্থ উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালত বেক্ষণ খাজানা বৃদ্ধিসিদ্ধ জ্ঞান করেন, উক্ত রাষ্ট্র ঐ ভূমিধিকারীকে সেইরূপ খাজানা দিবেন।

১৭২ ধারা। (১) উচ্ছেদ পরিবার সম্বন্ধ মৌক-

দ্যার ও আনুষ্ঠানিক কার্যে উচ্ছেদ পরিবার আনু- এই আইনমতে প্রজা ও ভূমি-
ষ্ঠানিক কার্যে পরিবারের দিকারী বলিয়া প্রজার বিরুদ্ধে
ন্যায়নিষ্পত্তি হইবার ভূমিধিকারীর কিম্বা ভূমিধিকা-
রীর বিরুদ্ধে প্রজার যে সকল

লাগু থাকে, আদালত তাহার অনুসন্ধান লইয়া নিষ্পত্তি করিবেন।

(২) আদালত যদি দেখিতে পান, যে প্রজা বলিয়া প্রজাকে ভূমিধিকারীর যে টাকা দিতে হয়, সেই টাকা ভূমিধিকারী বলিয়া ভূমিধিকারীকে প্রজার যে টাকা দিতে হয়, তদপেক্ষা অধিক, তবে উচ্ছেদের ডিক্রী বা আজ্ঞা হইলে, ও ঐ অতিরিক্ত টাকা দিবার সম্বন্ধে ভূমিধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন বন্দোবস্ত না হইয়া থাকিলে, যে সময়ের মধ্যে উক্ত আদালতে দিতে হইবে, উক্ত ডিক্রীতে বা আজ্ঞায় সেই সময় নির্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) ঐ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া গেল, আদালত প্রজাকে উচ্ছেদ করিবেন; এবং

উক্ত টাকা এরূপে দেওয়া না গেল, আদালত প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে অস্বীকার করিবেন।

১৭৩ ধারা। বাকী কোন অধিকারপ্রবেশকারীকে

উচ্ছেদ পরিবার বোকদ্দা উপস্থিত করিলে, যদি উচিত বোধ করেন তবে বিরুদ্ধে এই-
রূপ প্রতিকারের দাওয়া করিতে পারিবেন যে, অভিযানীর

মঞ্চের যে ভূমি থাকে, সেই ভূমির নিমিত্ত সে আদালতের নিয়ম উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা দিতে দায়ী বলিয়া প্রকাশ করা যায়। তাহা হইলে আদালত এরূপ প্রতিকার দিতে পারিবেন।

১৭৪ ধারা। (১) প্রজার ভোগকৃত ভূমির মূল্য

কিরিয়া পাইবার বোকদ্দা নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা যে আদালতের থাকে, সেই আদালত ভূমিধিকারীর বা প্রজার

প্রার্থনামতে নিম্নলিখিত সকল বা কোন বিষয় নিরূপণ করিতে পারিবেন, যথা,—

(ক) প্রজা যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার অবস্থান, পরিমাণ ও সীমা;

(খ) তিনি যে জমীর প্রজা, অর্থী, তিনি তালুকদার কি অবস্থারিত হারে ভূমি ভোগকারী রাষ্ট্র কি মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাষ্ট্র কি মখলীস্বত্বশূন্য রাষ্ট্র কি কোফী রাষ্ট্র, এবং তালুকদার হইলে, তাহার খাজানা বৃদ্ধি করা যাঠিতে পারে কি না; এবং

(গ) যে সময়ে প্রার্থনা করা হয়, সেই সময়ে তাহার যে খাজানা দেয় হয়।

(২) যদি আদালতের বিবেচনার উদ্ধার মধ্যে কোন বিষয় হানীর তদন্ত বিনা সম্ভাবজনকরূপে নিরূপণ করা যাইতে না পারে, তবে আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, হানীর পর্বনমেন্টে বিধিক্রমে যে রাজস্ব কর্তৃপক্ষকে আদেশ করেন, তিনি মেওয়ারী বোকদ্দা-
দার কাছা প্রণালী বিষয়ক আইনের ২৫ অধ্যায়মতে হানীর তদন্ত পন।

(৩) এই ধারায় কোন প্রার্থনার উপর যে আজ্ঞা করা যায়, তাহা ডিক্রীর দ্বারা কলবৎ হইবে ও তাহার উপর ডিক্রীর ন্যায় আপীল হইতে পারিবে।

১৫ম অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিষ্পত্তি ডিক্রীমতে বিরুদ্ধে বিধি।

১৭৫ ধারা। কোন হস্তান্তরযোগ্য বোত তাহার বাকী

খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে দার অনিচ্ছা করণ বিরুদ্ধ করা গেলে “সংরক্ষিত সম্বন্ধে জেতার নাশায়ন স্বার্থ” বলিয়া এই অধ্যায়ে

কমতার কথা।
যেই স্বার্থ নির্দেশ করা গেল সেইই স্বার্থ মানিয়া এবং “দার” বলিয়া এই অধ্যায়ে যেই স্বার্থ নির্দেশ করা গেল, তাহা অনিচ্ছা করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া, জেতা এ বোত গ্রহণ করিবেন।

কিন্তু (ক) তদর্থে পরে যে স্থলের উল্লেখ করা গেল সেই স্থল না হইলে, এই অধ্যায়ের অর্থমতে রেজিষ্টারী করা ও বিজ্ঞাপিত দার এরূপে অনিচ্ছা করা যাইবে না;

(খ) অনিচ্ছা করিবার ক্ষমতাক্রমে কেবল এই অধ্যা-
য়ের আদেশমতে কাছা করিতে হইবে।

১৭৬ ধারা। নিম্নলিখিত

সংরক্ষিত স্বার্থের কথা। স্বার্থগুলি এই অধ্যায়ের অর্থ-
মতে সংরক্ষিত স্বার্থ বলিয়া গণ্য হইবে।—

(ক) যে কোন পেটাও তালুক চিরস্থায়ী বন্দো-
বস্তের সময় হইতে আছে, তাহা;

(খ) যে কোন পেটাও তালুক কোন চলিত ডিক্রী-
কালীন বন্দোবস্তের বন্দোবস্তী আনুষ্ঠানিক কার্যে উক্ত বন্দোবস্তের বিরুদ্ধ পক্ষীয় অবস্থারিত খাজানা দায়ী তালুক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা;

(গ) যে ভূমির উপর বাসগৃহ, কাঠখানা, কিম্বা অন্যরূপ স্থায়ী ইমারতাদি নির্মিত হইয়াছে, কিম্বা স্থায়ী বাগান, ক্ষেত্র, পুকুরিনী, খাল, তজমালয়, শুল্কাল বা গোরস্থান করা গিয়াছে, সেই ভূমির পাট্টাই স্বত্ব;

(ঘ) মখলী স্বত্ব;

(৬) যে সময়ে স্বত্বদেওয়ান যায়, সেই সময়ে যাহা মাথা ও ব্যক্তিসিদ্ধ খাজানা ছিল, সেই খাজানা দিয়া ভোগ করিবার যে স্বত্ব দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন ভায়তকে দেওয়া যায়, সেই স্বত্ব ; এবং

(৮) যে ভূম্যধিকারীর প্রার্থনামতে যোত বিক্রয় হয় সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা তাঁহার স্বার্থগত পূর্বসূরী যাহা স্বত্তি করিতে প্রজ্ঞাপিত বাণী লিখিয়া অনু-বর্তি দিয়াছেন, এরূপ কোন স্বত্ব না স্বার্থ।

১৭৭ ধারা। এই অধ্যায়ের কাৰ্য্যপক্ষে,

(ক) কোন প্রজ্ঞাপিত সমুদয় দায় "দায়" ও "রেজি-
ষ্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়" শব্দের অর্থ।
প্রজ্ঞা আপন গোতের উপর
কিম্বা আপন স্বার্থ সঙ্কোচ
করিয়া যে কোন দায়, পেটী ও প্রজ্ঞাপিত, স্বাক্ষর-
ভোগস্বত্ব বা অন্য স্বত্ব বা স্বার্থ স্বত্তি করিয়া থাকেন,
ও যাহা পূর্ব ধারার অর্থমত সংরক্ষিত স্বার্থ নহে, তাহা
বুঝাইবে।

(খ) দেওয়ানী খাজানার ডিক্রী জারীক্ৰমে
যে যোত বিক্রয় হইয়াছে বা হইতে পারে, সেই যোত
সম্বন্ধে "রেজিস্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়" এই শব্দ
ব্যবহৃত হইলে, রেজিস্ট্রী করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের
আইনমতে যে কোন নিদর্শনপত্র রেজিস্ট্রী করা
গিয়াছে, এবং যাহার নকল বা কী খাজানা পাওনা
হইবার পূর্বে অতীত তিন মাস থাকিতে প্রচলিত
বিধানমতে ভূম্যধিকারীর উপর জারী করা গিয়াছে, সেই
নিদর্শনপত্রক্রমে যে কোন দায় স্বত্তি করা হইয়া থাকে,
সেই দায় বুঝাইবে।

১৭৮ ধারা। কোন হস্তান্তরযোগ্য যোতের বা কী
খাজানার নিমিত্ত ডিক্রী হইলে, এবং ডিক্রীদার দেওয়ানী
মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক
আইনের ২০৫ ধারামতে ডিক্রী জারীক্ৰমে উক্ত
যোত ক্রোক ও নীলাম হইবার প্রার্থনা করিলে, উক্ত
যোতের বার্ষিক খাজানার বর্ণনাপত্র ও উক্ত যোত চির-
স্থায়ী তালুক হইলে, তৎ অধ্যায়মতে সংগত রেজিস্ট্রীর
যে অংশ এই তালুক সম্বন্ধীয় হয়, সেই অংশের নকল
দাখিল করিবেন।

১৭৯ ধারা। (১) পূর্ব ধারামত কোন প্রার্থনা-
পত্রক্রমে কোন যোতের নীলাম
হইবার আশ্রয় হইলে, দে-
ওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী
বিষয়ক আইনের ২৮৭ ধারা-
মতে যে ঘোষণাপত্র দেওয়া যায়, তাহাতে উক্ত ধারার
উল্লিখিত বিশেষ কথা লিখিবার ও নির্দেশ করিবার
অতিরিক্ত এই কথা বিজ্ঞাপিত হইবে,—

(ক) তালুক হইলে, যে টাকা ডাক হয়, তাহাতে
যদি ডিক্রীর টাকা ও খরচা দিতে কুলায়, তবে উক্ত
তালুক প্রথমে রেজিস্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত
নীলামে চড়ান যাইবে, এবং উক্ত দায়সম্বলিত ডিক্রী
হইবে; নতুনা ডিক্রীদার ইচ্ছা করিলে, পরে কোন
দিন সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত এই তালুক
নীলাম করা যাইবে, এই দিনের নোটিস যথাবিধি দিতে
হইবে; এবং

(খ) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত হইলে, সমুদয় দায়
অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উক্ত যোত ডিক্রী হইবে।

(২) উক্ত আইনের ২৮৯ ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে
এ ঘোষণা করা যাইবে। তদ্বির দ্বানীয় গবর্ণমেন্ট
এতদর্শে সময়ে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই
প্রকারে উক্ত ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা যাইবে।

১৮০ ধারা। (১) কোন তালুক নীলাম হইবার
দেজিস্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত
তালুক বিক্রয়ের ও তাহার কলের কথা।
বিজ্ঞাপন পূর্ব ধারামতে দেওয়া
গেলে, উহা রেজিস্ট্রী করা ও
বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত নীলামে
চড়ান যাইবে, এবং নীলামের
খরচা সমেত ডিক্রী ও খরচার
টাকা দিতে যাহাতে কুলায়, তত টাকা ডাক হইলে, উক্ত
তালুক এরূপ দায়সম্বলিত বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামত নীলামখরিদার উক্ত তালুকের
উপর রেজিস্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় ভিন্ন যে কোন
দায় থাকে, তাহা ১৮২ ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে অসিদ্ধ
করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮১ ধারা। (১) পূর্ব ধারামতে যে কোন তালুক
নীলামে চড়ান যায়, তদ্বিস্তৃত
সমুদয় দায় অসিদ্ধ
করিবার ক্ষমতাসহিত
তালুক বিক্রয় করিবার
ও তাহার কলের কথা।
যত টাকা পরগণ্ত ডাক হয়,
তাছাড়া পূর্বোক্ত ডিক্রীর ও
খরচার টাকা দিতে যদি না
কুলায়, এবং তজ্জন্য যদি
ডিক্রীদার সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত এই
তালুক বিক্রয় করিতে চাচেন, তবে নীলামকারী কর্ম-
চারী নীলাম স্থগিত রাখিয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার
কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৮৯ ধারামতে নূতন
ঘোষণা করিবেন। সেই ঘোষণাপত্রে এই কথা জানান
হইবে, যে নীলাম স্থগিত করিবার অধিকার অবধি পনের
দিনের কম না হয়, ও ত্রিশ দিনের অধিক না হয়, এই
ঘোষণাপত্রের নির্দিষ্ট এরূপ ভবিষ্যৎ কোন দিনে সমু-
দয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত এই তালুক
নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে। সেই দিন সমুদয়
দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উক্ত তালুক নীলামে
চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

১৮২ ধারা। (১) পূর্ব ধারামতে যে কোন তালুক
নীলামে চড়ান যায়, তদ্বিস্তৃত
সমুদয় দায় অসিদ্ধ
করিবার ক্ষমতাসহিত
তালুক বিক্রয় করিবার
ও তাহার কলের কথা।
যত টাকা পরগণ্ত ডাক হয়,
তাছাড়া পূর্বোক্ত ডিক্রীর ও
খরচার টাকা দিতে যদি না
কুলায়, এবং তজ্জন্য যদি
ডিক্রীদার সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত এই
তালুক বিক্রয় করিতে চাচেন, তবে নীলামকারী কর্ম-
চারী নীলাম স্থগিত রাখিয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার
কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৮৯ ধারামতে নূতন
ঘোষণা করিবেন। সেই ঘোষণাপত্রে এই কথা জানান
হইবে, যে নীলাম স্থগিত করিবার অধিকার অবধি পনের
দিনের কম না হয়, ও ত্রিশ দিনের অধিক না হয়, এই
ঘোষণাপত্রের নির্দিষ্ট এরূপ ভবিষ্যৎ কোন দিনে সমু-
দয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত এই তালুক
নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে। সেই দিন সমুদয়
দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উক্ত তালুক নীলামে
চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামত নীলামখরিদার ১৮৪ ধারার
নির্দিষ্ট প্রকারে উক্ত তালুকের কোন দায় অসিদ্ধ করিতে
পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮২ ধারা। (১) পূর্ব ধারামতে যে কোন তালুক
নীলামে চড়ান যায়, তদ্বিস্তৃত
সমুদয় দায় অসিদ্ধ
করিবার ক্ষমতাসহিত
তালুক বিক্রয় করিবার
ও তাহার কলের কথা।
যত টাকা পরগণ্ত ডাক হয়,
তাছাড়া পূর্বোক্ত ডিক্রীর ও
খরচার টাকা দিতে যদি না
কুলায়, এবং তজ্জন্য যদি
ডিক্রীদার সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত এই
তালুক বিক্রয় করিতে চাচেন, তবে নীলামকারী কর্ম-
চারী নীলাম স্থগিত রাখিয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার
কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৮৯ ধারামতে নূতন
ঘোষণা করিবেন। সেই ঘোষণাপত্রে এই কথা জানান
হইবে, যে নীলাম স্থগিত করিবার অধিকার অবধি পনের
দিনের কম না হয়, ও ত্রিশ দিনের অধিক না হয়, এই
ঘোষণাপত্রের নির্দিষ্ট এরূপ ভবিষ্যৎ কোন দিনে সমু-
দয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত এই তালুক
নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে। সেই দিন সমুদয়
দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উক্ত তালুক নীলামে
চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

১৮৩ ধারা। (১) ১৭৯ ধারামতে কোন দখলীস্বত্ব
বিশিষ্ট যোতের নীলাম হই-
বার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে,
সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার
ক্ষমতাসহিত উহা নীলামে
চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামত নীলামখরিদার ১৮৪ ধারার
নির্দিষ্ট প্রকারে উক্ত যোতের কোন দায় অসিদ্ধ করিতে
পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

(৩) এই ধারামত নীলামখরিদার ১৮৪ ধারার
নির্দিষ্ট প্রকারে উক্ত যোতের কোন দায় অসিদ্ধ করিতে
পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮৪ ধারা। (১)

পূর্ব কএক ধারামতে
দায় অসিদ্ধকরিবার কার্য-
প্রণালীর কথা।

ধারামতে কোন দায় অসিদ্ধ
করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া
এ দায় অসিদ্ধ করিতে চাছিলে,

তিনি যে তারিখে প্রথমে উক্ত
দায়ের সংবাদ পান, সেই তারিখ অবধি এক বৎসরের
মধ্যে কালেক্টরের নিকট লিখিত দরখাস্ত দিয়া এই
প্রার্থনা জানাইতে পারিবেন, যে উক্ত কালেক্টর এ
দায় অসিদ্ধ করা হইয়াছে, এই মন্তব্য নোটিশ দায়-
ধারীর উপর আরী করিবেন।

(২) এতদর্থে রেভিনিউ বোর্ড যে কী ধার্য করেন,
উক্ত নোটিশ আরী করিবার নিমিত্ত সেই কী এরূপ
প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হইবে।

(৩) কোন নোটিশ আরী করিবার দরখাস্ত এই
ধারার নিষ্ফিষ্টমতে কোন কালেক্টরের নিকট করা গেলে,
তিনি তদনুসারে নোটিশ আরী করাইবেন, এবং যে
তারিখে এই নোটিশ আরী হয়, সেই তারিখ অবধি উক্ত
দায় অসিদ্ধ করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

১৮৫ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে রাজকীয়

দখলীস্বত্ববিলিষ্ট যোত
পূর্ব কএক ধারামতে
ভালুক বলিয়া গণ্য হয়
এরূপ আজ্ঞা দিবার কথ-
তার কথা।

গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই
আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে
কোন স্থানের অন্তর্গত দখলী-
স্বত্ববিলিষ্ট যোতের কিস্তি
বিশেষ কোন শ্রেণীর দখলী-
স্বত্ববিলিষ্ট যোতের দেনা

খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে তাহা নীলামে চড়ান গেলে,
ন্যূনতম দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত নীলামে
চড়াইবার পূর্বে রেজিস্ট্রারী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়-
সম্বলিত নীলামে চড়ান যাইবে, এবং এরূপ বিজ্ঞাপন
দিয়া উক্তরূপ কোন আজ্ঞা রহিত করিতে পারিবেন।

(২) কোন স্থান সম্বন্ধে এইরূপ কোন আজ্ঞা প্রবল
থাকিলে, এই স্থানের অন্তর্গত সমুদয় দখলীস্বত্ববিলিষ্ট
যোত কিস্তি, ক্রয়বিশেষে, উক্ত বিশেষ শ্রেণীর দখলী-
স্বত্ববিলিষ্ট যোত এই অধ্যায়ে পূর্ব কএক ধারামতে
নীলামের কাছাপক্ষে সর্বস্বত্বভাবে ভালুকের ন্যায়
গণ্য হইবে।

১৮৬ ধারা। (১) এই অধ্যায়ে বিক্রয়োৎপন্ন

বিক্রয়োৎপন্ন টাকা
লইয়া রাখা করিতে হইবে
তদ্বিষয়ক বিধির কথা।

টাকা প্রয়োগ সময়ে দেওয়ানী
মোকদ্দমার কাছা প্রণালীবিশ-
য়ক আইনের ২৯৫ ধারার
নিষ্ফিষ্ট বিধির পরিবর্তে নিম্ন-
লিখিত বিধি পালন করিতে হইবে, অর্থাৎ,

(ক) এ যোত বিক্রয় করাইতে ডিক্রীদারের যে
খাতি হইল, তাঁহাকে প্রথমতঃ সেই খরচের টাকা
দেওয়া যাইবে।

(খ) তাহার পর যে ডিক্রী আরী করাতে নীলাম
হয়, সেই ডিক্রীক্রমে ডিক্রীদারের যত টাকা পাওনা হয়,
তাঁহাকে সেই টাকা দেওয়া যাইবে।

(গ) এই সমস্ত টাকা শোধ হইয়াও উত্তর থাকিলে,
মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি নীলামের
তারিখ পর্যন্ত তিন মাসের অধিক কাল পর্যন্ত উক্ত যোত

সম্বন্ধে যে কোন খাজানা ডিক্রীদারের পাওনা হইয়া
থাকে, এই উত্তর টাকা হইতে তাঁহাকে সেই খাজানা
দেওয়া যাইবে।

(ঘ) (গ) প্রকরণের লিখিত খাজানা দিবার পরও
উত্তর থাকিলে, তাহা নীলাম দৃঢ় করণাবধি দুই মাস
অতীত হইলে, ডিক্রীদার খাতিকের প্রার্থনামতে তাঁহাকে
দেওয়া যাইবে।

(২) ডিক্রীদার খাতিক (গ) প্রকরণমতে খাজানা বলিয়া
ডিক্রীদারের কোন টাকা পাওয়ার স্বত্ব সম্বন্ধে বিবাদ
উত্থাপন করিলে, আদালত এই বিবাদের নিষ্পত্তি করি-
বেন, এবং এই নিষ্পত্তি ডিক্রী তুল্য বলবৎ হইবে।

১৮৭ ধারা। (১) কোন যোতের দেনা বাকী

থাকা সময়ে ডিক্রী
টাকা আদালতে দেওয়া
গেলেন কিবা ডিক্রীদার
শোধ হইয়াছে নীকার
করিলেন, যোত জোক
হইতে মুক্ত হইবার কথা।

খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে এই
যোত জোক করা গেলে, তৎ-
সম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার
কাছা প্রণালী বিষয়ক আইনের
২৭৮ অবধি ২৮৩ পর্যন্ত ধারা
খাটিবেন।

(২) এরূপ কোন ডিক্রীজারীক্রমে কোন যোত
নীলাম হইবার আজ্ঞা করা গেলে, যদি নীলাম প্রদান
রের ডাক গ্রাহ্য হইবার পূর্বে ডিক্রীদার খরচা ও
নীলাম করিবার খরচা সম্বন্ধে ডিক্রী টাকা আদালতে
দেওয়া না যায়, কিস্তি আদালতের বাহিরে ডিক্রী টাকা
শোধ করা হইয়াছে, এই চেষ্টা দেখাইয়া যদি ডিক্রীদার
উক্ত যোত মুক্ত করণার্থ দরখাস্ত না করেন, তবে উক্ত
যোত জোক হইতে মুক্ত হইবে না।

(৩) এই অধ্যায়ে কোন যোত নীলাম করা গেলে,
এ নীলাম অসিদ্ধ করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে
কোন ব্যক্তির যে স্বত্ব থাকে, এই ধারার কোন কথা-
ক্রমে তাহার বিঘ্ন হইবে না।

১৮৮ ধারা। (১) এই অধ্যায়ে যে কোন যোত

নীলাম নিবারণার্থ
আদালতে টাকা দেওয়া
গেলেন, তাহা কোন ক্ষেত্রে
উক্ত যোতের বন্ধকী ঋণ
হইবার কথা।

নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দে-
ওয়া যায়, সেই যোতে যদি
কোন ব্যক্তির এরূপ স্বার্থ থাকে
যাহা এরূপ নীলাম হইলে
অসিদ্ধ হইতে পারে, তবে
তিনি নীলাম বন্ধ করণার্থ

আবশ্যক টাকা আদালতে দিলে,

(ক) এরূপে তিনি যে টাকা দেন, তাহা শতকরা
১২২ টাকা সুদ সহিত ঋণ বলিয়া গণ্য হইবে, এবং
তৎক্ষণাৎ উক্ত যোত তাঁহার নিকট বন্ধক আছে বলিয়া
জ্ঞান হইবে;

(খ) তাঁহার বন্ধক বাকী খাজানার দায় হাকা উক্ত
যোতের উপর আর যে কোন দায় থাকে, তদপেক্ষা
অগ্রগণ্যতা প্রাপ্ত হইবে; এবং

(গ) যাবৎ উক্ত ঋণ পাওনা মুদসমেত শোধ করা
না হয়, তাবৎ তিনি বন্ধকগ্রহীতাবস্থায় উক্ত যোতের
দখল লইতে ও উক্ত দখলে রাখিতে স্বত্ববান হইবেন।

(২) এরূপ কোন ব্যক্তির অন্য যে কোন এডিকার
পাওয়ার স্বত্ব থাকে, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার
বিঘ্ন হইবে না।

১১৯ ধারা। বাকীদার উক্তন প্রচার বিক্ষে ডিকী-
অধস্তন প্রজা আদালতে
টাকা দিলে তাহা খাজানা
হইতে কাটিয়া লইতে
পারিবার কথা।

আরীক্রমে এই অধ্যায়মতে
কোন যোত নীলাম হইবার
বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, এবং
নীলাম হইলে যে অধস্তন
প্রচার স্বার্থ অনিচ্ছ হইতে
পারে, সেই অধস্তন প্রজা নীলাম নিগারণার্থ আদালতে
টাকা দিলে, তাহার নিমিত্ত আইনে অন্য যে প্রতি-
কারের বিধান থাকে, তদতিরিক্ত তাহার নিজ ভূমিকা-
রীকে তাহার যে খাজানা দিতে হয়, তাহা হইতে তিনি
এরূপে প্রস্তুত টাকার সমুদয় বা কোন অংশ কাটিয়া
লইতে পারিবেন; এবং উক্ত ভূমিকার বাকীদার না
হইলে, তিনিও এরূপে তাহার নিজ ভূমিকারীকে দেয়
খাজানা হইতে এরূপ কর্তৃত্ব টাকা কাটিয়া লইতে
পারিবেন; এবং যাবৎ বাকীদার পূর্ণতা না পাইছে
তাবৎ এইরূপ চলিবে।

১২০ ধারা। (১) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য-
নীলাম ডিকীদারের
ডাকিতে পারিবার ও
ডিকীমত থাককের বা
পারিবার কথা।
প্রাণী বিষয়ক আইনের ২৯৪
ধারার প্রকారান্তরের বিধান
থাকিলেও, যে ডিকীআরীক্রমে
এই অধ্যায়মতে কোন যোত
নীলাম হয়, সেই ডিকীদার
আদালতের অস্থানতি বিনা ঐ যোত ডাকিতে বা ক্রয়
করিতে পারিবেন।

(২) এরূপে যে যোত নীলাম হয়, ডিকীমত থাকক
তাহা ডাকিবেন না বা ক্রয় করিবেন না।

১২১ ধারা। দেওয়ানী
মোকদ্দমার কার্যপ্রাণী বিষ-
য়ক আইনের ৩১৩ ও ৩২৬
ধারার কার্য বা হইবার
কথা।
মোকদ্দমার কার্যপ্রাণী বিষ-
য়ক আইনের ৩১৩ ও ৩২৬ ধারা
এই অধ্যায়মতে কোন নীলাম
সম্বন্ধে থাকিবে না।

১২২ ধারা। ভারতবর্ষীয় রেজিস্ট্রী করণ বিষয়ক
১৮৭৭ সালের আইনের চতুর্থ
তাগে প্রকারান্তরের বিধান
থাকিলেও, হস্তান্তরযোগ্য কোন
যোতের উপর বাহাতে দায়
স্বত্তি হয়, এরূপ কোন নিদর্শনপত্র এই আইন প্রণীত
হইবার সময়ের পূর্বে সম্পাদিত হইয়া থাকিলে, এবং
উক্ত রেজিস্ট্রী আইনের ১৭ ধারামতে তাহা রেজিস্ট্রী
করা আবশ্যক না হইলে, যদি তাহা এই আইন প্রণীত
হইবার সময়াবধি এক বৎসরের মধ্যে উপযুক্ত কার্য-
কারকের নিকট রেজিস্ট্রী করণার্থ উপস্থিত করা যায়,
তব তাহা উক্ত আইনমতে রেজিস্ট্রী করিবার নিমিত্ত
গৃহীত হইবে।

১২৩ ধারা। কোন হস্তান্তরযোগ্য যোতের প্রচার
সম্পাদিত যে নিদর্শনপত্রক্রমে
ভূমিকারীকে দায়ের
মোটিস দিবার কথা।
উক্ত যোতের উপর কোন দায়
স্বত্তি হয়, কোন কার্যকারক এই
আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্বে বা পরে সেই নিদর্শনপত্র
রেজিস্ট্রী করিলে, উক্ত প্রচার প্রার্থনামতে কিম্বা যে
প্রতিরক্তকুলে ঐ দায় স্বত্তি হয়, সেই ব্যক্তির প্রার্থনা-
মতে এবং স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতদ্বারা যে ফী ধার্য
করিলে, তাহা তাহার স্থানে পাইলেন, ভারতবর্ষীয় রেজিস্ট্রী

করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের সপ্তম তাগে সময়
আরী করিবার যে প্রাণী নির্দিষ্ট আছে, সেই প্রাণীতে
ভূমিকারীর উপর উক্ত নিদর্শনপত্রের নকল আরী
করাইয়া তাহাকে উক্ত দায়ের নোটিস দিবেন।

১৬শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্ত সরাসরী নীলামের বিধি।

পতনী তালুক নীলামের কথা।

১২৪ ধারা। নিজ ভূমিকার স্থানে প্রাপ্ত পতনী
তালুকের পাওনা খাজানা
দিতে কতি হইলে, ভূমিকারী
আইনমতে অন্য যে প্রতিকার
পাইতে পারেন, তদতিরিক্ত
এই অধ্যায়ের নিম্নলিখিত
কএক ধারার যে বিধি আছে, তদনুসারে উক্ত তালুকের
সরাসরী নীলাম হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে
পারিবেন।

১২৫ ধারা। (১) বৈশাখ মাসের ১ম দিনে,
অর্থাৎ, যে বৎসরের খাজানা
বৎসরের প্রথমে
বাকী হয়, তাহার পরবৎস-
রে প্রারম্ভে, ভূমিকারী কালে-
বার কথা।
উক্তের নিকট দরখাস্ত দিতে
পারিবেন। পূর্বে ধারার যে ২ তালুকের উল্লেখ হইল,
তাহার সমুদয় বা কোন তালুক সম্বন্ধে অতীত বৎসরের
কিসাবে ভূমিকারীর যত বাকী টাকা পাওনা থাকে, ঐ
দরখাস্তে তাহা নির্দেশ করিতে হইবে।

(২) তাহা হইলে ঐ দরখাস্ত কালেক্টরী কাছারীর
কোন সুপ্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে, ও
তৎপক্ষে এই নোটিস থাকিবে যে, যে টাকার দায়
হয়, তাহা বৈশাখ মাসের ১ তারিখের পূর্বে দেওয়া
না গেলে, বাকীদারদের তালুক ঐ টাকা শোধ
করণার্থ উক্ত তারিখে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা
যাইবে।

(৩) ভূমিকারী এরূপ আর এক খান নোটিস আপন
সদর কাছারীতে লাগাইয়া দিবেন, এবং স্থলবিণেয়ে
নোটিসের যে অংশ থাকে, সেই অংশের নকল বা উক্ত
লিপি পাঠাইয়া যে কাছারীতে ঐ তালুকের প্রধান কার্য
চলে, সেই কাছারীতে কিম্বা বাকীদারের তালুকের
অনীতে যে প্রধান নগর বা গ্রাম থাকে, তাহার উক্তরূপে
প্রচার করা হইবে।

(৪) এই ধারামতে যে ২ নিয়ম নির্দিষ্ট হইল,
তাহার পালন নিমিত্ত কেবল ভূমিকারী দায়ী থাকিবেন।

১২৬ ধারা। (১) সকলমতে যে নোটিস পাঠাইবার
আজ্ঞা হইল, তাহা এতদন
নোটিস আরী করিবার
পেরায় যাইয়া আরী করিবে।
এ পেরায় তদ্বিমিত্ত উক্ত
বাকীদারের কিম্বা তাহার কাছাখাফের রসিদ লইয়া
আসিবে; অথবা উহা পাইতে না পারিলে, ঐ নোটিস
ঐ স্থানে আনিয়া প্রচার করা হইয়াছে, ইহার সাক্ষা-
স্বরূপ তদ্বিকটবর্তী স্থানবাসী তিনজন হাজতর
লোকের স্বাক্ষর লইয়া আসিবে।

(২) উক্ত আয়ের লোকে স্বাক্ষররূপ কাগ-
নাদের নাম স্বাক্ষর করিতে আপত্তি বা অস্বীকার
করিলে, উক্ত পেয়াদা নিকটস্থ মুনসেফের আফিসে
কিন্তু মুনসেফ না থাকিলে, নিকটস্থ পৌলীস থানায়
যাইবে, এবং ঐ নোটিস যে যথারিধি প্রচারিত
হইয়াছে, এ বিষয়ে তথায় ইচ্ছাপূর্বক শপথ করিবেন।
এই মর্মে এক সার্টিফিকেটে উক্ত কাগ্যকারকেরা স্বাক্ষর
ও মোহর করিয়া ঐ পেয়াদাকে দিবেন।

(৩) উক্ত রসীদের বা সাক্ষার মর্ম্ম বুঝিয়া যদি
দেখা যায় যে, ঐশাখ মাসের ১৫ তারিখের পূর্বে কোন
সময়ে নোটিস প্রচার করা হইয়াছে, তবে নির্দিষ্ট
তারিখে নীলাম চালাইবার পক্ষে উছাই যথেষ্ট হইবে।

১৯৭ খার। বৎসরের মাঝখানে কার্তিক মাসের
১ তারিখে ভূস্বামী আশ্বিন
বৎসরের মাঝখানে নী- মাসের শেষপয়াস্ত চলিত মনের
নাদের দরখাস্তের কথা খাজানার হিসাবে যে বাকী
টাকা পাওনা থাকে, তাহার
বর্ণনাপত্র সহিত ঐরূপ দরখাস্ত করিতে পারিবেন, এবং
বাকীদারদের তালুক বিক্রয় হইবার কথা উক্তরূপে
প্রচার করা হইতে পারিবেন। যত টাকা বাকী থাকিবার
ইস্তাহার দেওয়া যায়, যদি অগ্রহণ্য মাসের ১ তারি-
খের পূর্বে তৎসময় দেওয়া না যায়, অথবা কার্তিক
মাসের তলবসময়ে ঐ টাকার মধ্যে এত দেওয়া না হয়,
যাহাতে উক্ত বৎসরের প্রারম্ভাবধি কার্তিক মাসের শেষ
দিন পর্য্যন্ত কিস্তিন্দী অনুসারে ভূস্বামীর মোটে তলবের
চারি আনার কম বাকী থাকে, তবে উক্ত তারিখে নীলাম
হইবে।

১৯৮ খার। (১) কোন তালুকদারের নিকট বাকী
খাজানা পাওনা আছে বলিয়া
তালুকদার ও মুনসেফের
আপত্তি করিলে কাগ্য-
প্রণালীর কথা।
কথিত হইলে, তৎসময়ে পূর্ব
কএক দারামতে নোটিস দেওয়া
গেলে, উক্ত তালুক নীলামের
নিমিত্ত ঐ নোটিসে যে তারিখ ধাৰ্য্য থাকে, সেই তারি-
খের পূর্বে কোন সময়ে তালুকদার তলবের সমস্ত বা
কোন অংশ সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া কালেক্টরের নিকট
দরখাস্ত দিতে পারিবেন।

(২) কালেক্টর (১) প্রকৃত-মতে দরখাস্ত পাঠিলে,
ভূস্বামীর নিকট সম্মত দিবেন, তাহাতে সম্মত
নির্দিষ্ট সময়ে ও তারিখে উপস্থিত হইতে এবং নীলাম
কেন হুগিত রাখা যাইবে না, অথবা স্থল বিশেষে কেন
তলবের টাকা কমান যাইবে না, ইহার কারণ দেখাইতে
ভূস্বামীর প্রতি আদেশ থাকিবে; এবং কালেক্টর সাধা
হলে উভয় পক্ষের কথা কিন্তা সম্বোধ্য হাজার উপস্থিত
থাকেন, তাঁহাদের কথা শুনিবেন, ও তাঁহাদের মতো যে
বিষয়ের বিবাদ থাকে, নীলামের নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে
তাঁহার সমীক্ষা করিবেন।

(৩) নীলামের নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে যদি
কালেক্টর ঐরূপ নিষ্পত্তি করেন যে, যত বাকীর দাওয়া
হয়, তাহার কোন অংশই পাওনা নাই, তবে তিনি
ভূস্বামীর দরখাস্ত নামঞ্জুর করিবেন।

(৪) যদি উক্ত সময়ের পূর্বে তিনি নিষ্পত্তি করেন
যে, যত বাকীর দাওয়া হয়, তাহার অংশ বিশেষ পাওনা
নাই, তবে তিনি তদনুসারে তলব কমাইয়া দিবেন; এবং

তাঁহার নিষ্পত্তি এই অধ্যায়মত কাগ্যানুষ্ঠান পক্ষে
চূড়ান্ত হইবে।

(৫) যে সকল স্থলের বিধান (৩) ও (৪) প্রকরণে
নাই, সেই সকল স্থলে তালুকদারের দরখাস্ত নামঞ্জুর
করা যাইবে; কিন্তু নীলাম অসিদ্ধ করণার্থ মোকদ্দমা
উপস্থিত করিতে তাঁহার যে স্বত্ব থাকে, ঐরূপ নামঞ্জুর
করাতে সেই স্বত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না।

১৯৯ খার। পূর্ব খারার বিধানের স্থল না হইলে, যে
বাকী টাকা আশ্বিন তালুক সম্বন্ধে পূর্ব কএক দারাম-
তে নোটিস দেওয়া গিয়াছে, মতে নোটিস দেওয়া গিয়াছে,
নীলাম হইবার কথা। সেই তালুক নোটিসের নির্দিষ্ট
তারিখে নীলাম করা যাইবে;

কিন্তু পূর্ব দিনের সূর্যাস্ত হইবার পূর্বে তলবের টাকা
অথবা পূর্ব খারামতে ঐ টাকা কমান গেলে, সেই
কমান টাকা ভূমালিকারীকে দিবার নিমিত্ত বাকীদার
বা অন্য কোন ব্যক্তি কালেক্টরী কাছারীতে আশ্বানত
করিলে, নীলাম হইবে না।

২০০ খার। (১) পূর্ব কাছারীতে যে নোটিস
নীলাম হইলে, যে লীগাইয়া দেওয়া যায়, নীলামের
নিয়ম মানিতে হইবে, সময়ে তাহা না মানিয়া কেনিতে
হইবে, এবং লীগাইলি নোটিসে
তাঁহার কথা। যে ক্রমে দেখা থাকে, সেই
ক্রমানুসারে পর২ ডাকা যাইবে।

(২) যে প্রত্যেক লাট সম্বন্ধে ইস্তাহার দেওয়া যায়
তাঁহার বাকীর হিসাবে নীলামের তারিখ পর্য্যন্ত যে
টাকা দেওয়া হইয়াছে, তাহার বিশেষ বর্ণনাপত্রের
সহিত ও মফঃসলে যে নোটিস প্রচার করিবার আদেশ
দেওয়া যায়, তাহার রসিদ বা সার্টিফিকেট সহিত
ভূস্বামীর পক্ষীয় এক ব্যক্তি নীলামে উপস্থিত থাকিবেন।

(৩) যে বর্ণনাপত্র দাখিল করা যায়, যাবৎ তাহা
দোখয়া দেওয়া না হয় ও তাহা হইতে উক্ত বৎসরের
বাকী থাকি নিশ্চয় করা না হয় এবং যাবৎ নোটিস
দিবার রসিদ পাঠ করা না হয়, তাবৎ কোন লাট
নীলামে চড়ান যাইবে না। যে প্রত্যেক লাটের নীলাম
হয়, তৎসময়ে স্বতন্ত্র রুবকারী করিয়া সেই রুবকারীতে
এই সকল নিয়ম পালিত হইবার কথা লিখিত হইবে।

(৪) কার্তিক মাসের প্রথম দিনে যে দরখাস্ত দেওয়া
যায়, সেই দরখাস্তমতে নীলাম হইলে, নীলামের তারিখ
পর্যন্ত তলবের চারি আনার অধিক বাকী আছে, ইহা
দেখিতে পাইবার নিমিত্ত বাকীদারের কিস্তিবন্দীও
দাখিল করিতে হইবে; এবং ইহা নির্ণয় করা না গেলে,
নীলাম হইবে না।

(৫) ঐরূপে যে সকল কাগপত্র দেখাইতে হইবে,
তাঁহার শুদ্ধতা ও অমল্যতা সম্বন্ধে কেবল ভূস্বামী দায়ী
থাকিবেন; এবং যে কাগ্যকারক নীলাম করেন, তিনি
নীলাম ন্যায্য ও প্রকাশ্যরূপে হওয়া ছাড়া এবং তাঁহার
উপদেশার্থে এই অধ্যায়ে যে বিধি নির্দেশ করা গেল
তাঁহা পালিত হওয়া ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে দায়ী
থাকিবেন না।

২০১ খার। (১) এই
নীলামের কার্য যে-
রূপে চালাইতে হইবে
তাঁহার কথা। অধ্যায়মতে তালুক সম্বন্ধে
নীলাম সরকারী কাছারীতে
হইবে।

(২) যে ব্যক্তির সর্বাধিক উক্ত ডাক চয়, তিনি তাঁহার বিক্রেতা কর্তৃক বাউন্স, এবং বাউন্সার হাউস প্রত্যেক ব্যক্তি অবশ্যে ডাকিতে পারিবেন।

(৩) লাইটের ডাক মঞ্জুর হইবার পর ক্রেতার টাকার শতকরা ১৫ টাকা দিতে হইবে।

(৪) যে কায়দারক নীলামের কার্য চালান, তাঁহার হস্তাক্ষরে বাবৎ প্রত্যয় না অথবা যে, যত টাকা আদান করিতে হইবে তাহা তদন্থে হাতে আদান কিম্বা চুই হস্তের মধ্যে দাখিল করা হইবে, তাবৎ তিনি কোন ডাক গ্রাহ্য করিতে কিম্বা যিনি ডাকের এরূপ কোন ব্যক্তির নামে কোন লাইট ফেলিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

(৫) নীলাম হইবার পর চুই হস্তের মধ্যে শতকরা পনের টাকা নগদ দেওয়া না গেলে কিম্বা ততুল্য মূল্যের পূর্ণবর্মেন্ট সিক্যারিটী দাখিল করা না গেলে, উক্ত লাইট ঐ দিনেই পুনরায় নীলাম করা হইবে।

(৬) ক্রেতার টাকার অবশিষ্টাংশ অষ্টম দিবসের হুই প্রচারের মধ্যে দেওয়া না গেলে, জিলার সদর মৌজার বাজারে টেডরা শিরা নীলাম ঘোষণা করিয়া পর দিনে অর্থাৎ প্রথম নীলাম আগামী বহম দিবসে পুনরায় নীলাম হইবার নোটিস দেওয়া হইবে।

(৭) তাহা হইলে উক্ত লাইট প্রথম খরিদারের বৃত্তিতে নির্দিষ্ট সময়ে পুনরায় নীলাম করা যাইবে। প্রথম খরিদার না হইলে পনের টাকা হিসাবে অগ্রিম যে টাকা দিয়া লেন তাহা ৭৫ হইবে এবং দ্বিতীয় বার নীলাম করিয়া যে টাকা অগ্রিম হয় তাহা পূন নীলামের টাকা অপেক্ষা বড় টাকা কম হয় তাহা টাকার অর্ধেক দাখিল করিবেন। দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীজারী করিবার যে প্রণালী আছে, সেই প্রণালীতে ঐ কম টা টাকা আদান করা যাইবে।

(৮) আদানত করা যে টাকা দত্ত হয়, তাহা হইবে নীলামের পর ৫ দেওয়া হইবে; এবং যাহা হস্তান্তর থাকে তাহা বহম দিবসে অর্থাৎ দেওয়া যাইবে।

২০২ খার। (১) এই অধ্যায়মতে কোন ডালুকের খরিদারের ক্রেতার সমস্ত টাকা দিলে, কালেক্টর তাঁহাকে ঐ টাকা দিবার সার্টিফিকেট দিবেন।

(২) তাহা হইলে ডালুকের কিম্বা তাঁহার স্বার্থগত পূর্বাধিকারীদের মধ্যে কে কিম্বা তাঁহার বা তাঁহাদের ভদ্রীশ কোন দাওয়ানীর ঐ ডালুকের উপর য সকল দায়, দায়ী, পেটো প্রজাতক, স্বাক্ষরভোগ স্বত্ব এবং অন্যান্য স্বত্ব বা স্বার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা অসিদ্ধ করণার্থ ১৮৪ খারার ৫৫ প্রণালী নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই প্রণালীতে অসিদ্ধ করিবার পন্থা সন্নিবিষ্ট খরিদার উক্ত ডালুকে গ্রাহ্য হইবেন। অন্য-সন্নিবিষ্ট কএকটি স্বত্বসমূহে এই বিধি থাকিবে যথা :-

(ক) মথলী স্বত্ব;

(খ) যে সময়ে স্বত্ব দেওয়া যায়, সেই সময়ে যোগ্য ন্যায় ও বুজিসসকল থাকিবে, সেই বাজার দিয়া ভোগ করিবার যে স্বত্ব মথলী স্বত্ববিশিষ্ট কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যায়, সে স্বত্ব; কিম্বা

(গ) যে লিখিত নির্দেশনামতে ডালুকের সৃষ্টি হয়, তাহাতে স্পষ্ট থাকে যে কনভা প্রদত্ত হয়, সেই কনভাক্রমে সন্নিবিষ্ট কোন স্বত্ব বা স্বার্থ।

২০৩ খার। এই অধ্যায়মতে কোন ডালুকের খরিদার ডালুকের পূর্বাধিকার সর্টিফিকেট পাউলেন, এবং ৩য় কথা।

অধ্যায়মতে তাঁহার প্রতি ডালুক হস্তান্তর হইবার কথা বেসিফটরী করা গেলে, তাঁহাকে ডালুক মথল দিবার লিখিত তিনি কালেক্টরের সন্নিবিষ্ট প্রার্থনা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে কালেক্টর তাঁহাকে ডালুকের মথল দেওয়াইবেন; এবং ডিক্রী-জারীক্রমে নীলাম হইলে যে দেওয়ানী আদালত খরিদারকে মথল দেন, সেই আদালতের প্রতি দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে যের কনভা অর্পিত হইয়াছে, কালেক্টর সেই সেই কনভা অনুসারে কাছা করিবেন।

২০৪ খার। এই অধ্যায়মতে কোন ডালুক নীলাম হইবার ইস্তাহার দেওয়া গেলে নীলাম বন্ধ করিতে যে ব্যক্তির স্বার্থ থাকে সেই ব্যক্তির আদানত কথা টা টাকা আদান করিবার কথা। এবং তিনি নীলাম নিবারণার্থ ১৯২ খারায়তে আবেদন টা টাকা

কালেক্টরী কাছারীতে আদানত করেন। তবে ১৮৮ খারার বিধান পরিবে; এবং যদি ঐ ব্যক্তি ডালুকদারের সমস্ত প্রজা হয়, তবে ১৫ অধ্যায়মতে যে যৌক্ত নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, উক্ত ডালুক সেই যৌক্ত হইল এবং নীলাম নিবারণার্থ উক্ত টাকা আদালতে দেওয়া গেলে, ১৮৯ খারার বিধান গেরূপে নতিত, সেইরূপে বসিবে।

২০৫ খার। (১) এই অধ্যায়ের বিধানের আশ্রয়ে কোন ডালুক নীলাম করা গেলে নীলাম অসিদ্ধ করি- কিছু উক্ত নীলাম ঐ কল বাব মোকদ্দমার কথা। বিধানক্রমে সিদ্ধ না হইলে,

তাহাতে যে কোন ব্যক্তি সন্তোষ প্রাপ্ত হন, তিনি নীলাম অসিদ্ধ করিবার লিখিত ও তাহাতে তাঁহার যে যানি হয় তাহার কতিপয় পাইবার নিমিত্ত, যে চুইবার প্রার্থনা-মতে নীলাম হয় তাঁহার বিক্রেতা মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারবেন।

(২) ডালুকের খরিদারকে মোকদ্দমার এক পক্ষ করিতে হইবে; এবং নীলাম অসিদ্ধ হইলে তাঁহার যে কোন হানি হয়, তখন তিনি উক্ত মোকদ্দমার ভূমালীর হানে কতিপয় পাইবার অধিকারী হইবেন।

২০৬ খার। এই অধ্যায়মতে কোন ডালুক বিক্রয় করা গেলে, ঐ ডালুকে যে কোন ব্যক্তির এরূপ স্বার্থ থাকে যাহা খরিদার ২০২ খারায়তে অসিদ্ধ করিতে পারেন, তিনি নীলাম হারা তাঁহার যে হানি হয় তাহার কতিপয় পাইবার নিমিত্ত নীলামের তারিখ অবধি চুই মাসের মধ্যে বাজার-দারের বিক্রেতা মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

কিন্তু বানীদারের অধস্তন কোন প্রকার কামে নীলামের সময়ে কোন বাকী খাজানা পাওয়া থাকিলে, এই প্রণালী এইরূপ কোন মোকদ্দমা চালাইতে পারিবেন না।

২০৭ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত নীলামের নীলামের উৎপন্ন টাকা উৎপন্ন টাকা লইয়া নিম্নলিখিত বাহা ২ করিতে লিখিতমতে কাঁচা করিতে হইবে, তাহার কথা। হইবে, যথা,—

(ক) এই অধারের বিধান কলবৎ করণার্থ যে কোন অতিরিক্ত সেরেস্তা রাখা আবশ্যক হয়, তাহার খরচ কুলিবার নিমিত্ত শতকরা এক টাকা করিয়া বিক্রয়োৎপন্ন টাকা হইতে প্রথমতঃ কাটিয়া লইয়া গবর্নমেন্টের হিসাবে জমা দেওয়া যাইবে।

(খ) যে বাকী খাজানার নিমিত্ত নীলাম হইয়াছে তাহা (সুদসমেত ও তালুক নীলাম করাইতে যে সকল খরচ পড়িয়াছে তাহা সমেত) ইহার পর কুম্বাধিকারীকে দেওয়া যাইবে।

(গ) (ক) ও (খ) প্রকরণের নির্দিষ্ট টাকা দেওয়া গেলে পর উক্ত থাকিলে, যে কায্যাকারক নীলাম কাঁচা চালান, তিনি তাহা অবিলম্বে কাশেমের সাক্ষেবের খাজানাখানায় পাঠাইবেন। ২০৬ ধারাতে যাহারা ক্ষতিপূরণের ডিক্রী পান, তাহাদের দাওয়া শোধ করিবার নিমিত্ত এই উক্ত টাকা নীলামের তারিখ অবধি দুই মাস গত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত খাজানাখানায় আমানত করিয়া রাখিতে হইবে, এবং উক্ত কালের মধ্যে এই ধারামতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যাবৎ এই সকল মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হয়, তাহা উক্ত টাকা আমানত রাখিতে হইবে।

(ঘ) যে উক্ত টাকা (গ) প্রকরণমতে রাখা যায়, তাহা হইতে প্রথমতঃ ২০৬ ধারামতে বানীদারের বিরুদ্ধে ডিক্রী হওয়া থাকিলে, এই ডিক্রীর টাকা দিতে হইবে। উক্ত টাকা হইতে ডিক্রীর টাকা সম্পূর্ণরূপে দিতে না পারিলে, যাহার যত টাকার ডিক্রী থাকে, তদনুসারে ডিক্রীদারদের মধ্যে এই টাকা হার-হারীমতে বন্টন করিয়া দেওয়া যাইবে।

(ঙ) উক্ত উক্ত টাকার কিছু অবশিষ্ট থাকিলে, তাহা বানীদারকে দেওয়া যাইবে।

(২) যে টাকা (গ) প্রকরণমতে আমানত রাখা যায়, যে কোন ব্যক্তির তাহাতে স্বার্থ থাকে, তিনি আমানতী টাকার পরিবর্তে যাহার সুদ চলে, এরূপ গবর্নমেন্টে সিক্যুরিটী রাখিয়া উক্ত টাকা সমস্ত কিম্বা তাহার কোন অংশ কিরাইয়া লইতে পারিবেন। শেষ যে গবর্নমেন্টে গেজেট পাওয়া যায়, তাহাতে যে ডিক্রীকটের বা প্রিন্সিপলের হার দেখা যায়, সেই হারে উক্ত সিক্যুরিটী লওয়া যাইবে।

২০৮ ধারা। এই অধ্যায়ের নির্দিষ্ট কোন দিন রবিবার বা বঙ্গের দিন হইলে, রবিবার ও বঙ্গের দিন এইরূপে বিধান করা যাইবে। এই অধ্যায়মতে যাহা কিছু করিবার আদেশ বা নিষেধ থাকে, তাহা তাহার পরদিন রবিবার বা বঙ্গের দিন না হইলে করা যাইতে পারিবে।

অধ্যায় তালুক নীলামের কথা।

২০৯ ধারা। এই অধ্যায়ের পূর্ব কএক ধারামতে যে সকল তালুক নীলাম করা যাইতে পারে, তন্মিত্ত কোন তালুক সরকারী রেজিষ্টারে অধ্যায় পরিবর্তিত হইয়া রেজিষ্টারী করিবার বিধান আইনে করা গেলে, স্থানীয় গবর্নমেন্ট বিধিক্রমে সময়ে-সময়ে পরিবর্তন নির্দেশ করেন, সেইরূপ পরিবর্তন সহকারে এই সকল ধারা উক্তরূপে রেজিষ্টারী করা তালুক সম্বন্ধে থাকিবে।

১৭শ অধ্যায়।

চুক্তি ও ঘোষণার বিষয়ক বিধি।

২১০ ধারা। প্রকারান্তরের চুক্তি থাকিলেও নিম্নলিখিত বিধিতে যে লিখিত বিষয় সম্বন্ধে এই আইন-বিধান কলবৎ হইবে, সে-র বিধান কলবৎ হইবে, তাহার কথা। যথা,—

(ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের স্বত্ব লাভ (২৪, ২৫ ও ২৬ ধারা)।

(খ) ৩১ ধারার নির্দিষ্ট দখলীস্বত্বের অন্তর্ভুক্ত।

(গ) ৫১ ধারামতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা ও কমাঁহার দাওয়া করিবার স্বত্ব।

(ঘ) ৫৩ ধারামতে দখলী খাজানা পরিবর্তনের দাওয়া করিতে কুম্বাধিকারীর বা প্রকার স্বত্ব।

(ঙ) নির্দিষ্ট হেতু বিনা দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ও কোর্স রায়তকে উচ্ছেদ করণ বিষয়ে আইনমতে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ৬০, ও ৬৩ ধারা)।

(চ) যোতের ভূমি করিয়া যাওয়াতে প্রকার খাজানা কমাঁহার স্বত্ব (৬৬ ধারা)।

(ছ) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার ও তদনু-ক্ষতিপূরণের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০, ও ৯১ ধারা)।

(জ) ডিক্রীজারীকরণে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রকারকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

২১১ ধারা। যে স্থানের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, সেই স্থানে কুম্বাধিকারী ও প্রকারের বন্দোবস্তী পাট্টার আর মধ্যে যে কোন নিয়ম হয়, সেই নিয়মানুসারে প্রকারের বন্দোবস্তী পাট্টা দিতে কুম্বাধিকারীর বাধ্য হইবে, এই আইনের কোন কথাক্রমে এরূপ আদান করিতে হইবে না।

২১২ ধারা। এই আইনের কোন কথাক্রমে পণ্ডিত
কৃষিকার্যোগণযোগীকরণ- ভূমি কৃষিকার্যোগণযোগীকরণ-
নের চুক্তির কথা। পার্শ্ব কোন চুক্তির ব্যাঘাত
হইবে না।

২১৩ ধারা। (১) এই আইনে প্রকারান্তরর কথা
থাকিলেও, যে প্রকারের জমী
চর ও দেয়াড়া জমীর চর বা দেয়াড়া নামে খ্যাত,
কথা। অর্থাৎ সামান্যতঃ বন্য দ্বারা
যে ভূমির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ
সাধন হইতে পারে, যে রায়ত সেই ভূমি ভোগ করে,
সেই রায়ত তাহা ক্রমাগত বার বৎসর ভোগ না করিলে
ঐ ভূমিতে দখলী স্বত্ব লাভ করিবে না, এবং যাবৎ ঐ
দখলী স্বত্ব লাভ না করে, তাবৎ তাহার ও ভূমিধিকারীর
মধ্যে যে খাজানা দিবার নিয়ম হয়, তাহার যোতের নিমিত্ত
সেই খাজানা দিতে দায়ী থাকিবে।

(২) কিন্তু ভূমিধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে
আদালত নির্দেশ করিতে পারিবেন যে কোন জমী এই
ধারার অর্থমত চর বা দেয়াড়া জমী বলিয়া আর গণ্য
হইবে না। তাহা হইলে, এই আইনের সমুদয় বিধান উক্ত
জমী সম্বন্ধে খাটিবে।

২১৪ ধারা। “উঠদক্ষী” প্রাণী ও “তাল তালিলী”
প্রাণী নামে খ্যাত প্রাণী-
উঠদক্ষী ও তালতালিলী মতে কোন ভূমি ভোগ করা
প্রাণীর কথা। গেলে, দেশাচারানুগত বা
প্রকারান্তরের যে সকল নিয়মে
ভূমি ভোগ হয়, এই আইনের কোন কথাক্রমে
সহী সকল নিয়মের কোন ব্যাঘাত হইবে না।

২১৫ ধারা। এই আইনের কোন কথায় কোন যান্ত্রিক
চাকরান তালুক সম্বন্ধে
না থাকিবার কথা। ওয়ালী বা অন্য চাকরান তালু
কের কোন অনুসঙ্গের ব্যাঘাত
হইবে না। বিশেষতঃ এই আইন
বিধিবদ্ধ হইবার পূর্বে যে চাকরান তালুক হস্তান্তর
করিতে বা উইলক্রমে দান করিতে পারা যাইত না, তালু
হস্তান্তর করিবার বা উইলক্রমে দান করিবার স্বত্ব প্রদত্ত
হইবে না।

২১৬ ধারা। কোন রায়ত রায়তস্বরূপ আপন যোতের
অংশ না হইয়া বাস্তুভূমি
ব'র ভূমির কথা। ভোগ করিলে, ঐ বাস্তুভূমির
প্রজাপতির অনুসঙ্গ দেশাচার
দ্বারা নিয়মিত হইবে।

২১৭ ধারা। কোন দেশাচার বা দেশাচারানুগত
স্বত্ব এই আইনের বিধানের
দেশাচার সংরক্ষণের
কথা। সহিত অনঙ্গত না হইলে অথবা
এই আইনের বিধানক্রমে
শেষতঃ বা আবশ্যক অনুমানানুসারে পরিবর্তিত বা
হিষ্ট না হইলে, এই আইনের কোন কথায় তাহার কোন
ব্যতিক্রম হইবে না।

উদাহরণ।

কোর্কা রায়ত কোনও অবস্থায় দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হয় এই দেশা-
চার এই আইনের বিধানের সহিত অনঙ্গত নহে, এবং এই আই-
নের বিধান দ্বারা শেষতঃ বা আবশ্যক অনুমানানুসারে পরি-
বর্তিত বা হিষ্ট করা যায় নাই; সুতরাং উক্ত দেশাচার কোন
স্থানে থাকিলে, এই আইন দ্বারা তাহার কোন ব্যতিক্রম
হইবে না।

১৮শ অধ্যায়।

মিরাদ বা ভাণ্ডারি বিষয়ক বিধি।

২১৮ ধারা। (১) এই আইনের ৪র্থ ডকমীনের
নির্দিষ্ট মোকদ্দমা, আপীল এবং
৪ ডকমীলমত মোক-
দ্দমা, আপীল এবং
প্রার্থনা বা দরখাস্তের
এই ডকমীলের নির্দিষ্ট সময়ের
মধ্যে উপস্থিত করিতে ও করিতে
হইবে; এবং এরূপ মিরাদ
কালের পর উক্তরূপ যে প্রত্যেক মোকদ্দমা বা আপীল
উপস্থিত করা যায়, এবং প্রার্থনা বা দরখাস্ত করা
যায়, তাহা মিরাদ উত্তীর্ণ হইবার কথা না তোলা
গেলেও অপ্রাচ্য হইবে।

(২) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের অব্যবহিত
পূর্বে যে মোকদ্দমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা বা দর-
খাস্ত উপস্থিত করিলে মিরাদ উত্তীর্ণ হওয়া প্রযুক্ত
বারিহত হইত, এই ধারার কোন কথাক্রমে সেই মোক-
দ্দমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা বা দরখাস্ত করিবার
স্বত্ব পুনরুজ্জীবিত হইবে না।

ভারতবর্ষীয় মিরাদ
বিষয়ক আইনের কিয়-
দংশ এই মোকদ্দমা প্র-
তিষ্ঠা না থাকিবার কথা।

২১৯ ধারা। ভারতবর্ষীয়
মিরাদ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের
আইনের ৭, ৮ ও ৯ ধারা
২১৮ ধারার লিখিত মোকদ্দমা
বা প্রার্থনা সম্বন্ধে খাটিবে না।

১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

দণ্ডের কথা।

২২০ ধারা। (১) এই আইন অনুসারে কিম্বা অন্য
কসমে যে আইনক্রমে যে কোন আইন যৎকালে বলবৎ
হস্তক্ষেপ করিলে দণ্ডের
পাক, সেই আইন অনুসারে
কথা। না হইয়া, যদি কোন ব্যক্তি

(ক) কোন প্রজার যোতের কসল ক্রোক করে
কিম্বা ক্রোক করিবার উদ্যোগ করে, কিম্বা

(খ) এই আইনমতে নিয়মিতরূপে যে ক্রোক করা
যায়, তাহার বাধা দেয়, কিম্বা এই আইনমতে নিয়মিত-
রূপে যে কোন সম্পত্তি ক্রোক করা যায়, তাহা বল-
পূর্বক বা গোপনে স্থানান্তর করে, কিম্বা

(গ) প্রজার অনুমতি বা সম্মতি ব্যতিরেকে কোন
যোতের কসল কাটিতে, সংগ্রহ করতে, সঞ্চিত কা-
তে, স্থানান্তর করিতে, কিম্বা প্রকারান্তরে তাহা লহরা কাটা
করিতে বাধা দেয়, বা দিবার উদ্যোগ করে,

তবে তিনি ভারতবর্ষী-দণ্ডবিধির আইনের অর্থমতে অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা হইবে।

(২) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অর্থমতে যে কোন ব্যক্তি (১) প্রকরণের লিখিত কোন কাহা করিতে সচায়তা করেন, তিনি উক্ত আইনের অর্থমতে অপরাধ-ভাবে অনধিকার প্রবেশ করিবার সহায়তা করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা হইবে।

ভূমিধিকারীদের কর্মকারক ও প্রতিনিবেদন কথা।

২২১ ধারা। (১) কোন আদালতে বা অন্য কর্তৃপক্ষের নিকটে এই আইনমতে

ভূমিধিকারীর কর্মকারক কোন ভূমিধিকারীর উপস্থিত দ্বারা কাহা করিবার কথা। হইবার, প্রার্থনা করিবার বা কোন কাহা করিবার আদেশ বা অনুমতি থাকিলে, উক্ত আদালত বা কর্তৃপক্ষ একা রাস্তারের আশা না করলে, ভূমিধিকারীর স্বাক্ষরিত কর্মতাপত্ররূপে একদমে কর্মতাপ্রাপ্ত ভূমিধিকারীর কর্মকারকও এই সকল কর্ম করিতে পারিবেন।

(২) এই আইনে যে প্রত্যেক নোটিস ভূমিধিকারীর উপর জারী করিবার বা তাঁহাকে দিবার আদেশ আছে, তাহার পরীক্ষার করিতে বা তাহা লইতে পূর্বে প্রাপ্ত কর্মতাপ্রাপ্ত ভূমিধিকারীর কর্মকারকের উপর জারী করা গেলে, তিন্মা তাঁহাকে দেওয়া গেলে, যদি নিম্ন ভূমিধিকারীর উপর তাহা জারী করা যাইত কিম্বা তাঁহাকে দেওয়া যাইত, তাহা হইলে বেদগ ফল হইত, এই আইনের কাহাওকে সেইরূপ ফল হইবে।

(৩) কর্মকারক নিয়োগ করিবার কিম্বা তাহা কর্মতাপ্রাপ্ত দিবার নিদর্শনপত্র তাহা যে প্রত্যেক দলীল এই আইনের আদেশমতে ভূমিধিকারীর কর্তৃক স্বাক্ষরিত বা সর্টিফিকেটযুক্ত হওয়া আবশ্যিক, তাহা একদমে কর্মতাপ্রাপ্ত ও দলীল পোল কর্মকারকের দ্বারা স্বাক্ষরিত বা সর্টিফিকেটযুক্ত হইতে পারিবে।

২২২ ধারা। উই বা ভূমিক ব্যক্তি প্রকরণী ভূমি

একজন ভূমিধিকারী-দেব একদমে বা সাধারণ কর্মকারকের দ্বারা কাহা করিবার কথা।

করিবেন কিম্বা তাহাদের উত্তরের বা সকলের পক্ষে কর্মকরিতে কর্মতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকারক করিবেন।

রাজস্ব কর্মচারীদের কর্মতার কথা।

২২৩ ধারা। রাজস্ব কর্মচারীদের উপর এই আইনের

কর্মচারীদের কাহা-প্রণালী ও কর্মতা সহ-দ্বীপ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।

করণার্থ স্থানীয় গণমন্ডল সময়ে রাজস্বের গেজেটে প্রকাশিত দিয়া এই আইনসম্মত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং তে বিধি দ্বারা প্রকরণ কোন কর্মচারী প্রাপ্ত

(ক) মোকদ্দমার বিচারকালে কোন দেওয়ানী আদালত যে কোন কর্মতারূপে কাহা করিতে পারেন প্রকরণ কোন কর্মতা, ও

(খ) কোন ভূমিতে প্রবেশ করিবার এবং তাহা জরীপ ও চিহ্নিত করিবার ও তাহার মানচিত্র করিবার কর্মতা, ও

(গ) জমীর শক্তি বুঝিয়া দেখিবার নিমিত্ত কোন ভূমির কর্মতা করিবার ও কাহিয়ার ও উপর শাসনাদি ওজন করিবার কর্মতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

বিধির কথা।

২২৪ ধারা। (১) এই আইনের কোন ধারামতে বিধি প্রণয়ন প্রকাশ ও দৃষ্টকরিবার কাহা প্রণালীর কথা।

(২) স্থানীয় গণমন্ডলের বা তাহা কোর্টের প্রণীত বিধি হইবে, উক্ত গণমন্ডলের বা কোর্টের বিবেচনা সম্প্রদায়ক ব্যক্তিগকে সম্মান দিবার পক্ষে বাস্তব উপযুক্ত নোদ হয়, সেই প্রকারে এই বিধি প্রকাশ করা হইবে; অন্য কোন কর্তৃপক্ষের প্রণীত বিধি হইবে, তাহা নির্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ কর যাইবে। কিন্তু প্রকরণ প্রত্যেক পাণ্ডা বা রাজস্বের গেজেটে প্রকাশ করা হইবে।

(৩) উক্ত পাণ্ডালাখার সচিব প্রকরণ নোটিস প্রকাশ করিবে। প্রকাশ করণের তারিখের পর এক মাস অতীত হইবার পূর্বে না হয়, উক্ত পাণ্ডালাখা প্রকরণ যে তারিখে বা যে তারিখের পর বিবেচনা করিয়া দেখা হইবে, এই নোটিসে সেই তারিখ নির্দিষ্ট থাকিবে।

(৪) এই নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে উক্ত পাণ্ডালাখা সহজে কোন ব্যক্তি যে কোন আপত্তি বা প্রস্তাব করেন, উক্ত কর্তৃপক্ষ তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিবেন।

(৫) এই আইনমতে প্রণীত হইয়াছে বলিয়া কোন সিদ্ধি রাজস্বের গেজেটে প্রকাশ করা গেলে, এই প্রকাশ পরগই উক্ত বিধি যথার্থরূপে প্রণীত হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

যে বিধির বিরুদ্ধাচারী প্রকরণ থাকে তাহা হইবে বিধানের কথা।

২২৫ ধারা। যে মহালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কখন

যে জমীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় নাই, সেই জমীর যে ভূমি ভোগ কর, তাহা হইবে না থাকিবার কথা।

হইবে না। কিন্তু কোন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ গণমন্ডলের

তানে চূড়ান্ত বন্দোবস্ত করিবার, বা বন্দোবস্ত পূত করিবার ক্ষমতা পাইয়া বন্দোবস্তী কার্যাবলীতে যথো বন্দোবস্তের নিয়ম অতীত হইবার পর অবধারিত হানে খাজানা দিয়া ভোগ করিবার স্বত্ব স্পষ্ট থাকে। স্বীকার করিয়া থাকিলে, অতঃপর কথা।

২২৬ ধারা। যাহা চিরন্তন বন্দোবস্তী ভূমির অন্তর্গত নহে, এরূপ কোন ভূমি বিনা খাজানার কিম্বা অবধারিত খাজানায় ভোগ করিবার স্বত্ব এই ভূমির মালিককে দেওয়া গেল বলিয়া সূচনা-কারী পাট্টা দিলে কিম্বা অন্য কোন চুক্তি করিলে, এবং পাট্টা বা চুক্তি বলবৎ থাকিতে

(ক) ভূমির রাজস্ব উক্ত ভূমির সম্বন্ধে প্রথম দেয় হইলে, কিম্বা

(খ) তৎসম্বন্ধে ভূমির রাজস্ব পূর্বে দেয় হইয়া থাকিলে ভূমির রাজস্বের মূল্য বন্দোবস্ত করা গেল।

(গ) তৎসম্বন্ধে ভূমির রাজস্ব পূর্বে দেয় হইয়া থাকিলে ভূমির রাজস্বের মূল্য বন্দোবস্ত করা গেল।

উক্ত পক্ষের মধ্যে চুক্তিতে প্রকারান্তরের কথা সত্ত্বেও, কোন রাজস্ব কর্মচারী ভূমিগিরির বা প্রচার প্রাধিকারকে আত্মসাৎ করে এই আইনের বিধান অনুসারে উক্ত ভূমির উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধার্য করিতে পারিবেন।

মালিকের প্রকৃতি বদলের কথা।

২২৭ ধারা। বাকী খাজানা আদায় করণার্থ যেকোন মালিক ও বনকর প্রকৃতি বদল হইলে, কোন মালিক, বনকর, জলস্বত্ব প্রকৃতি বদল সম্বন্ধে বাধ্য কিছু দিতে বা অর্পণ করিতে হয়, তাহা আদায় করিবার মোকদ্দমার বত দূর সম্ভব সেই মকদ্দমার বিধান থাকিবে।

বিশেষ আইন সংরক্ষণের কথা।

২২৮ ধারা। এই আইনের কোন কথা—

(ক) এই আইনের দ্বারা স্পষ্ট করিয়া যে কোন আইন রহিত করা হয় নাই, সেটি আইনের নির্দিষ্ট বন্দোবস্ত কার্যকারকদের ক্ষমতার ও ক্ষেত্রের,

(গ) গবর্ণমেন্টের মহালের কিম্বা কোর্ট অর ওয়ার্ডশিপের বা রাজস্ব কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ মহালের খাজানা আদায়ের কার্য প্রণালীর বিধান করণার্থ কোন আইনের,

(গ) গবর্ণমেন্টের বাকী রাজস্বের নিয়ন্ত্রণ নীতির দ্বারা প্রভাবিত অধিকার সংক্রান্ত কোন আইনের,

(ঘ) মালিকস্বত্ব সচালের বাট ওয়ার্ডা সংক্রান্ত কোন আইনের, কিম্বা

(ঙ) এই আইনের দ্বারা স্পষ্টতঃ বা প্রাসঙ্গিক অনুমানীয়ভাবে যে বিশেষ বা স্থানীয় অন্য আইন রহিত করা না যায়, তাহার কোন প্রতিকূল হইবে না।

প্রথম তফসীল।

(২ ধারা দেখ।)

যে আইন রহিত হইল।

বঙ্গদেশে প্রচলিত আইন।

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর রহিত করা গেল।
১৭২০ সালের ৮ আইন।	সুবেজান বাজলা ও বেহার ও উড়িষ্যা সমস্ত জমীদার ও জমীদারস্বত্ব প্রকৃতি ভূমি- স্বত্বাধিকারের সচিৎ সরকার- ের মালিকস্বত্ব অর্থে দশ- সমী বন্দোবস্তের বিষয়ের যে সকল আইন ইংরেজী ১৭৮২ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ও ২৫ নবেম্বর এবং ইংরেজী ১৭৯০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি ও ডাকার পর যে তদ্বিষয়ে নির্দিষ্ট হই- য়াছে তাহার পরিবর্তে পরি- কর ও প্রবর্ত করিবার আইন।	৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭ ধারা।
১৮০৫ সালের ১২ আইন।	এই আইন যেদিনোপস্থিত মূল ভূমি পট্টাশপুত্র, কমান্ডারের ও বাকী পদগন্য ভূমি কটক জিলায় বন্দোবস্ত ও সরকারী বাজস্ব আদায় করণার্থ আইন	৭ ধারা।
১৮১২ সালের ৫ আইন।	ভূমির মালিকস্বত্বী ভূমীস্বত্ব বিষয়ের যে সকল দাঁড়া এই আইনে চলন আছে তাহার কোন ২ দাঁড়া শুদ্ধিবার ও পরিবার নিমিত্তে আইন	৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ২৭ ধারা।
১৮১২ সালের ১৮ আইন।	ইংরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইন- নের ২ ধারার মধ্য স্পষ্ট ও বিবরণ করিয়া লিখিত ও ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ৩ ও ৪ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ৫০ আইনের ৩ ও ৪ ধারা রদ ও রহিত করি- বার ও এই সকল ধারার লিখিত দাঁড়া সত্বেও পরিবর্তে মূল দাঁড়া নির্দিষ্ট করিবার নিমিত্তে আইন।	যেহুদাম এবং ২ ও ৩ ধারা।
১৮১৯ সালের ৮ আইন।	কোন অধিকার দিহ হওন ও তৎসম্পর্কীয় কার্যাবলী সমস্ত হওনের কথা স্পষ্ট করিয়া লিখিত ও জমীদারস্বত্বের ও পত্তনী ভূমিস্বত্ব ও গবর্ণমেন্টের পক্ষের স্বত্বের বিবরণের ও জমীদারের বাকীর নিমিত্তে বীসদ হওনের নকশা নির্দিষ্ট করণের ও তাহার প্রকার ও নিয়মের বিবরণের ও বাজলা দেশের জমীদারস্বত্বের ও ভূমিস্বত্বস্বত্বের ও ভূমীস্বত্বের দাঁড়ার মধ্যে পূর্ণের নিমিত্তে কোন ২ দাঁড়া শুদ্ধিবার স্পষ্ট করণের ও তাহার কোন ২ দাঁড়া শুদ্ধিবার নিমিত্তে আইন	সম্পূর্ণ আইন।

ভক্তির ভকতীস — কবজ ও হিঙ্গাবের পাঠ ।

(৭০ ও ৭১ ধারা দেখ ।)

কবজের পাঠ ।

- ১। নম্বর _____
- ২। সাল _____
- ৩। গ্রাহকের নাম _____ থানা _____
- ৪। গ্রাহকের নাম _____
- ৫। তাহার বোতলের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি) _____

নগরী বিধা _____ টাকা _____

ভাওয়ালী বিধা _____ মন _____ বা টাকা _____

সারের { বসকর _____ টাকা ।
জলকর _____ টাকা ।
কলকর _____ টাকা ।

গবর্ণমেণ্টের কর ... { পথকর
পূর্তকার্যের কর

- ৬। বাহার মারলতে দেওয়া গেল _____
- ৭। দিয়ার তারিখ _____
- ৮। বক্ত টাকা দেওয়া গেল (পূর্তে বিবরণ) _____ টাকা
- ৯। দুয়ানীর বা অন্যতর গ্রাহক কর্তৃক করকের আদায় _____

বকসেশের গ্রাহকের বিবরণ ১৮৮৪ সালের আইনের ১৯ ধারার নিম্নলিখিত বিধান আছে।—

“ ৩৯ ধারা । (১) কোন গ্রাহক খাজানার হিসাবে কোন টাকা দিলে, যে বৎসরে কিংবা যে বৎসরের যে কিছিতে উহা অঙ্গ দিতে চাহেন, তাহা নির্দেশ করিতে উহা বেরপে জমা দিতে হইবে জাহার করণ । পারিবেল এবং অন্ততসারে এই টাকা জমা দিতে হইবে । ”

“ (২) গ্রাহক কোন নির্দেশনা করিলে, দুয়ানিকারী যে বৎসরে যে কিছিতে উচিত বোধ করেন, সেই বৎসরের সেই কিছির হিসাবে এই টাকা জমা দিতে পারিবেল । ”

কবজের পাঠ ।

- ১। নম্বর _____
- ২। সাল _____
- ৩। গ্রাহকের নাম _____ থানা _____
- ৪। গ্রাহকের নাম _____
- ৫। তাহার বোতলের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি) _____

নগরী বিধা _____ টাকা _____

ভাওয়ালী বিধা _____ মন _____ বা টাকা _____

সারের { বসকর _____ টাকা ।
জলকর _____ টাকা ।
কলকর _____ টাকা ।

গবর্ণমেণ্টের কর ... { পথকর
পূর্তকার্যের কর

- ৬। বাহার মারলতে দেওয়া গেল _____
- ৭। দিয়ার তারিখ _____
- ৮। বক্ত টাকা দেওয়া গেল (পূর্তে বিবরণ) _____ টাকা
- ৯। দুয়ানীর বা অন্যতর গ্রাহক কর্তৃক করকের আদায় _____

[illegible][illegible]

(তৃতীয় তফসীল :—কবজ ও হিসাবের পাঠ ।)

হিসাবের পাঠ ।

১। সাল	হার	টাকা।
২। প্রচার দাস		
৩। যোক্তের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি)	বিষয়	
	হার	টাকা।
নগদী		
গবর্ণমেণ্টের কর	বিষয়	টাকা।
ভাণ্ডারী		
জলকর	...	
বনকর	...	
কলকর	...	
৪। বৎসরের তালব	...	
৫। পূর্বে বৎসরের বাকী (বকেয়া)	...	
৬। মোট তালব (হাল ও বকেয়া)	...	টাকা।
৭। প্রত্যেকের হিসাবে দেওয়া গেল	হাল তালব	...
	বকেয়া তালব	...
৮। শস্যো দেওয়া গেল	...	দণ
৯। বৎসরের শেষে বাকী		
১০। জুদ্দারীর স্বাকর		

হিসাবের পাঠ ।

১। সাল	হার	টাকা।
২। প্রচার দাস		
৩। যোক্তের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি)	বিষয়	
	হার	টাকা।
নগদী		
গবর্ণমেণ্টের কর	বিষয়	টাকা।
ভাণ্ডারী		
জলকর	...	
বনকর	...	
কলকর	...	
৪। বৎসরের তালব	...	
৫। পূর্বে বৎসরের বাকী (বকেয়া)	...	
৬। মোট তালব (হাল ও বকেয়া)	...	টাকা।
৭। প্রত্যেকের হিসাবে দেওয়া গেল	হাল তালব	...
	বকেয়া তালব	...
৮। শস্যো দেওয়া গেল	...	দণ
৯। বৎসরের শেষে বাকী		
১০। জুদ্দারীর স্বাকর		

চতুর্থ ভূকসীল।

মিরাদ।

(২১৮ খণ্ড দেখ।)

১ খণ্ড।—মোকদ্দমা।

মোকদ্দমার বর্ণনা।	মিরাদ।	যে অবধি মিরাদ চলে।
১। যে নিয়ম সংক্রান্ত এক বৎসর ল্পষ্ট বিধানাঙ্ক চুক্তি আছে যে ঐ নিয়মভঙ্গের দণ্ডস্বরূপ উচ্ছেদ করা যাইবে, সেই নিয়মভঙ্গ হেতু তালুকদার বা রায়-ওকে উচ্ছেদ করিবার যেকন্দ্মা।	এক বৎসর	নিয়মভঙ্গের তারিখ অবধি।
২। বাকী খাজানা আদায়ের মোকদ্দমা— (ক) ৩৩ ধারামতে ঐ খো- তের খাজানার নিমিত্ত আমানত করিবার পক্ষে বাকী পড়িয়া থাকিলে।	ছয় মাস	আমানতের তারিখ অবধি।
(খ) কলান্তরে	তিন বৎসর	বাকী লাগুন যেখানে চলিত আছে সেই স্থানে বাকী লাগুন শেষ যে দিনে বাকী পড়ে সেই দিন অ- বধি এবং আমলী ও কসলী লগ্ন যে স্থানে চলিত আছে সেই স্থানে জ্যেষ্ঠ মাসের শেষ যে দিনে বাকী পড়ে সেই দিন অবধি।
৩। বাদী দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তস্বরূপ ভূমি দাওয়া করিলে, উক্ত ভূমির দখল কিংবা পাইবার মোকদ্দমা।	তুই বৎসর	বে-দখল হইবার তারিখ অবধি।

২ খণ্ড।—আপীল।

আপীলের বর্ণনা।	মিরাদ।	যে অবধি মিরাদ চলে।
৪। এই আইনমত কোন ডিক্রী বা আজার উপর জিলায় জজ বা বিশেষ জজ সাহেবের আদা- লতে আপীল হইলে।	ত্রিশ দিন	যে ডিক্রী কি আজার উপর আপীল হয় তাহার তারিখ অবধি।
৫। এই আইনমত কালে- ষ্ট্রের কোন আজার উপর কমিশ্যনের সাহে- বের নিকট আপীল হইলে।	ত্রিশ দিন	যে আজার উপর আ- পীল হয় তাহার তারিখ অবধি

৩ খণ্ড।—প্রার্থনাপত্র।

প্রার্থনাপত্রের বর্ণনা।	মিরাদ।	যে অবধি মিরাদ চলে।
৬। যে স্থলে ডিক্রীমত খা- তক ছলে বা বলে ডিক্রী জারী হইতে দেন নাই সেই স্থলভিত্তি এই আইন- মত কিংবা এই আইন- দ্বারা রহিত করা কোন আইনমত ডিক্রী বা আজার করিবার প্রা- র্থনাপত্র ; যদি ডিক্রীর টাকার উপর ডিক্রীর পর যে সুদ জমে তাহা বাদে কিন্তু ঐ ডিক্রী জারী করিবার খরচা সমেত ৫০০২ শতের অধিক টাকার নিমিত্ত ডিক্রী না হয়।	তিন বৎসর	(১) ডিক্রীর বা আ- জার তারিখ অ- বধি ; কিংবা (২) আপীল করা গেলো, আপীল আদালতের হুঁকুম ডিক্রীর বা আজার তারিখ অবধি কিংবা (৩) বিচারনমালো- চনা করা গেলো, নমালোচনাক্রমে নিষ্পত্তি হইবার তারিখ অবধি।

ভিন্ন ভিন্ন মত ।

বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধীয় সিলেট কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের রিপোর্ট হইতে আমার মত ভিন্ন ।

১৮৮৩ সালের ১১ নবেম্বর অবধি কমিটীর অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং ১৮৮৪ সালের ১১ মার্চ উহার কার্য শেষ হয় । প্রথমতঃ সপ্তাহে দুইবার মাত্র কমিটীর অধিবেশন হইত । কোন বিষয়ে সংশোধনের প্রস্তাব করিতে হইলে সভ্যদের ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে সংবাদ দিতে হইত । ২৬ জানুয়ারি তারিখে স্থির হয় যে সপ্তাহে তিন দিন ২ টা অবধি ৫ ½ পর্য্যন্ত কমিটীর অধিবেশন হইবে, সংশোধন প্রস্তাবের সংবাদ অধিবেশনের পূর্বে দিন সেক্রেটারীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে । অধিবেশনের দিন প্রাতে সংশোধনের প্রস্তাব মেম্বরগণের নিকট প্রেরিত হইত । এইরূপ নূতন বন্দোবস্ত প্রস্তাব করার কারণ এই যে, তখনও কমিটীর হাতে অনেক কার্য বাকী ছিল ও সময়টা গমনের সময়ও উপস্থিত প্রায় হইয়াছিল । এই বন্দোবস্তে মেম্বরদিগের নিজেরা যে অনুবিধা হইয়াছিল তাহা অগ্রাহ করিলেও এবং তাঁহারা এত কার্যে সমস্ত সময়ক্ষেপ করিয়াছেন স্বীকার করিলেও সংশোধনের জন্য প্রস্তুত হইতে তাঁহাদের ১০ ঘণ্টা এবং উহার বিশেষ আলোচনার্থ ৬ ঘণ্টা সময়ও প্রায় থাকিত না, আমি একথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না । এরূপ বন্দোবস্তে মেম্বরদিগের অভিযোগের প্রতিই অবগাহ করা হইয়াছিল । আমার মত অবস্থার লোকের প্রতি আরও অবিচার হইয়াছিল, কারণ আমি তাঁহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করি বলিয়া লোকের বিশ্বাস, আমি তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিবার সময় পাইতাম না । ইহাতে যে কেবল মেম্বরদিগের প্রতিই অবিচার হইয়াছিল এমন নহে, যে সকল গুরুতর বিষয় লইয়া বাদানুবাদ তাহার প্রতিও অবিচার হইয়াছিল । আমি কর্তব্য বিবেচনায় এবিষয়ে প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার প্রতিবাদ কলোপনায়ক হয় নাই । ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে কমিটীর নিকট যে সকল বিষয় উপস্থিত করা হইয়াছিল এরূপ অবস্থায় বহু দূর সম্ভব তাঁহারা সকল বিষয়েই বিশেষ মনোযোগ দিয়া কার্য করিয়াছেন, এবং আমার প্রতি যত দূর সম্ভব শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু শেষোক্ত গুরুতর প্রশ্ন সমূহের মীমাংসার অত্যন্ত ত্বর করা হইয়াছিল । এরূপ ত্বর অপরিহার্য হইলেও ইহা একান্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই ।

মন্ত্রিসভার বিধি অনুসারে কমিটীর এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধীয় কাজের কথা বিষয়ে সাক্ষীর এজাহার প্রণেয় ক্ষমতা থাকিলে ভাল হইত । কমিটি যে এই ক্ষমতার আবশ্যিকতা বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । পদ্ধতিসিদ্ধ না হইলেও, মানাবর জীবিত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের পরামর্শমতে পেটাও বিলি সম্বন্ধে কমিটিতে কয়েকজন বহুদশী জমীদারের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছিল ।

কমিটীর হস্তে পড়িয়া পাণ্ডুলিপির অনেক গুরুতর পরিবর্তন হইয়াছে । কিন্তু উহার মূল মূল অপরিবর্তিত রহিয়াছে । কোমর বিষয়ে মূল পাণ্ডুলিপিতে খেয়াল ছিল তদপেক্ষা জমীদারদিগের অবস্থা অবিকতর মন্দ করা হইয়াছে । কয়েকটি ক্ষুদ্র বিষয়ে জমীদার ও রায়ত উভয়ের প্রতিই অপকপাতে সুবিচার করা হইয়াছে । বর্তমান আইনে যেসকল আদে তাহা অপেক্ষা মধ্যবর্তী ভূমাধিকারীগণের বিলক্ষণই লাভ হইয়াছে । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে ভূমিকর্ষক, যাহার জন্য কমিটি এত চিন্তিত তাঁর প্রকাশ করিয়াছেন, আমার তর হয় যে কলে তাহার অবস্থা বর্তমান অপেক্ষা মন্দ দাঁড়াইবে । আমি এখন সমস্ত পাণ্ডুলিপির বিচার করিতে ইচ্ছা করি না এবং ভজ্জনা এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত কথায় প্রবেশ করিব না ।

এই পাণ্ডুলিপির বিক্ষেপে আমার আপত্তির প্রধান কারণ এই :-

১ম।—ইহা বর্তমান ও প্রাচীন ভূমিসংক্রান্ত আইনের বিরোধী । ইহা একটিকে কতগুলি স্বত্ব অপহরণ করিতেছে ও অপরাধকে উক্ত আইনের ব্যতিকারী কতগুলি স্বত্ব প্রদান করিতেছে । ২য়।—ইহাতে রেগুলেশন আইন সমূহের যেরূপ ব্যাখ্যা কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা আদালতের মীমাংসার বিরোধী, এবং প্রমাণরহিত ঘটনা ও বিবরণ সমূহকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে । ৩য়।—খাজানা আদার ও খাজানার বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় কার্যপ্রণালীর সরলতাপাদনরূপ যে মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা এতদ্বারা সুসিদ্ধ হইবে না । ৪র্থ।—ইহাতে ভূমাধিকারী ও প্রজাপুঞ্জের মধ্যে বিবাদ ও বিলম্বাদ উৎপাদিত হইবার ও মোকদ্দমার মোকদ্দমার দেশ প্রারিত করিবার সম্ভাবনা । তাহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের শান্তি ও মঙ্গলের হানি হইবে । ৫ম।—ইহাতে বহুসংখ্যক কৃষক প্রজাকে কৃষান (কৃষিঅমলীবি) করিয়া তুলবে । ৬ষ্ঠ।—জমীদার ও প্রজার চুক্তি সম্বন্ধে স্বাধীনতা উঠাইয়া দেওয়ার ও জমীদারী কার্যনির্বাহ ও রায়তদের কার্য সম্বন্ধে আদালত ও রাজস্বসংক্রান্ত কার্যকারককে মধ্যস্থ ও জিজ্ঞাসার স্থল করার, ইহাতে কৃষকসম্প্রদায়ের উন্নতির নিদানভূত আত্মনির্ভর শক্তিকে অকর্মণ্য করা হইবে, ও উহার মেরুদণ্ড বিচ্ছিন্ন করা হইবে, অর্থনীতি সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর অবাধ কার্যের বাধাত করা হইবে, গবর্নমেন্টের পিতৃহানীর জাব বন্ধমূল করা হইবে ও প্রায় প্রতিপদে মোকদ্দমারূপ গুরুতর অনিষ্টের উৎপাদন করা হইবে । গত বৎসর যখন এই পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হয় তখন আমি এই সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলাম এবং এক্ষণে দুঃখসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে সিলেট কমিটি যে সকল পরিবর্তন করিয়াছেন তাহাতে ইহার একটীরাও খণ্ডন হয় নাই ।

এই পাণ্ডুলিপিতে আমার যে সকল আপত্তি আছে তাহাদের উল্লেখ করিতেছি বলিয়া আমি ইহার অধ্যায়ে অধ্যায়ে বিচার করিব অথবা ইহার সমস্ত অংশ বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিব এরূপ প্রস্তাব করিতেছি না । আমি কেবল পাণ্ডুলিপির মূল মূল ও কএকটি প্রধান বিশেষ স্থলের আলোচনা করিতে চাহি ।

তালুকদার ।

যাহারা এক্ষণে তালুকদার বলিয়া গণ্য তদতিরিক্ত দুই হুঃন জেণীর তালুকদার সন্নিবেশিত করা হইয়াছে যথা, (১ম) দখলীস্বত্ববিধিষ্ট যে সকল রায়ত তাহাদের যোতের অর্দ্ধেকের অধিক অংশ কোর্সা বিলি করে (৩৭ ধারা), এবং (২য়) যে সকল রায়তের যোতের পরিমাণ ১০০ বিঘার অধিক এবং যাহাদের যোতের সমস্ত বা কিয়দংশ কোর্সা বিলি করা আছে । এরূপ স্থলে বিপরীত প্রমাণ না পাইলে প্রজ্ঞাকে তালুকদার বলিয়া গণ্য করিয়া লইতে হইবে (৫ ধারা ৫ প্রকরণ) । প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণ নাম রূপান্তরিত তালুকদার হইবে । খাজানার দায়িত্ব তিন তালুকদার পদের সমস্ত আনুষঙ্গিক স্বত্ব তাহাতে বর্জিত । শেষোক্ত জেণীর প্রজ্ঞা তালুকদারদিগের সমস্ত স্বত্ব ও অধিকার প্রাপ্ত হইবে । প্রথম জেণী সম্বন্ধে কোর্সা বিচারে যে দখলী-স্বত্ববিধিষ্ট রায়তকে এই পাণ্ডুলিপি অনুসারে অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব ও ক্রোকের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল, এবং দখলীস্বত্ববিধিষ্ট রায়ত ইচ্ছা করিয়া অর্দ্ধেকের অধিক ভূমি কোর্সা বিলি করিয়াছেন বলিয়া প্রজ্ঞা সম্বন্ধে জমীদারের ক্ষমতা হ্রাস করা হইল, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না । ১০০ বিঘার অতিরিক্ত পরিমাণ যোতের দখলীস্বত্ববিধিষ্ট রায়তকে তালুকদার রূপে পরিণত করা আমার মতে আরো অন্যায্য হইয়াছে । তালুকদারের পদবীর কতকগুলি বিশেষ অধিকার আছে, উহা দখলীস্বত্ববিধিষ্ট প্রজ্ঞার নাই । ঐ সকল অধিকারের জন্য সাধারণতঃ জমীদারকে বিলক্ষণ দুপয়সা দেওয়া হয় । প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, তালুক চুক্তির শর্ত অনুসারে উত্তরাধিকারযোগ্য ও হস্তান্তরযোগ্য চিরস্থায়ী যোত, এবং উপস্থিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে উহার খাজানার হার স্থলভ হইবে, ও উহা প্রত্যেক স্বত্ব ও ক্রোকের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে । বাবদ-পক সভার হুকুম অনুসারে ১০০ বিঘার যোতদারকে তালুকদাররূপে গণ্য করা এদেশের প্রাচীন ও বর্তমান হিম্মি-সংক্রান্ত আইনের অনুযায়ী বলিগা নিশ্চয়ই কেহ তর্ক করিতে পারেন না । এই বিষয়ে ভূস্বামী জেণীর স্বত্বের উপর সাক্ষাৎসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে ।

তালুকদারদিগের খাজানার দায়িত্ব সম্বন্ধে, ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৮ ধারায় যে হারে নীলাম্বরদিগের আদায় করিবে, তৎসম্বন্ধে এই নিয়ম আছে । “ যক্ষসলী কোন তালুকদারের ভূমির খাজানার হার তাহারই মত অন্য ভূমির খাজানার হারেতে ধরা গেল সে তালুকদারের জমার বন্দোবস্ত এই হিসাবে হইবেক এতাবতী ভূমির উপায়ের মুখে শতকরা ১০ দশ টাকা করিয়া তালুকদারের মালিক ও তালুক বুঝিয়া তহমীলের খরচা মত উচিত হয় তাহা মিনাহ হইয়া যাহা বাকী থাকে তাহা ঐ যক্ষসলী তালুকদারের জমা ঠাহরিনেক ” । ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে এই ধারা রহিত করা হইয়াছে, কিন্তু উহাতে তালুকদার ও পেটাও তালুকদারদিগের খাজানার দায়িত্ব সীমা ও কারণ সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখ নাই । কিন্তু আদালতের মীমাংসা অনুসারে নিকট-বর্ত্তি তৎসদৃশ তালুকদার অধিকারী কতক প্রদেশ চলিত হারের সীমা পর্য্যন্ত অথবা যে স্থলে চলিত হার সহজে নির্ণয় করিতে পারা যায় না সেস্থলে আদায়ের খরচা বাদ দিয়া মোট আদায়ের শতকরা দশ টাকা অতিক্রম করিয়া না যায় এরূপ সীমা পর্য্যন্ত রক্ষা করা যাইতে পারে (ফীল্ড সাহেবের ডাফ্‌জেন্টে দেখ) । আদালতের এই মীমাংসা এই পাণ্ডুলিপিতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, কিন্তু পরিবর্তন ও অনেক করা হইয়াছে, যথা, “ চলিত হারের ” পরিবর্ত্তে “ দেশাচারগত হার ” লেখা হইয়াছে, কিন্তু শেষোক্ত হার নির্ণয় করা প্রথমোক্ত নিয়ম করা অপেক্ষা অধিক কঠিন । আদালতের মীমাংসায় তালুকদারের লাভ আদায়ের শতকরা দশ টাকার অতিরিক্ত না হয়; কিন্তু পাণ্ডুলিপি অনুসারে তাহার লাভ শতকরা ১০৮ টাকার ন্যূন হইবে না । ঐ শতকরা দশ টাকা আবার আদায়ের নহে । আদায় বলিতে গেলে আমার মতে প্রকৃত প্রস্তাবে আদায়ের টাকানুযায় । সে আদায়ের শতকরা দশ টাকা তালুকদারের লাভ নহে, মোট জমাইতে কেবল খরচা নহে আবার তাহার উপর আদায়ের বুকিও বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহার শতকরা দশ টাকা অপেক্ষা তালুকদারের লাভ ন্যূন হইবে না । এস্থলে আমার বক্তব্য এই যে, কোন দেশের রাজস্ব সংক্রান্ত আইনে যে আদায়ের বুকির জন্য বাদ পড়ে একথা আজিও আমার কর্ণগোচর হয় নাই । পাবলিক ওয়ার্ক সেগ ও রোড সেসের হিসাবে প্রজ্ঞাদের নিকট হইতে অনান্যরী টাকার জন্য জমীদার শতকরা কিছুমাত্র বাদ পান না । অথচ সে টাকা দেওয়ার দায়ী তাহার নহেন । তাহার বিনা বেতনে গবর্ণমেণ্টের জন্য টাকা আদায় করেন মাত্র । এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে বর্ত্তমান আইনমতে তালুকদারের যে অবস্থা আছে, তাহার সহিত তুলনা করিলে উহাদের অবস্থা এই পাণ্ডুলিপিতে কত ভাল করিয়া দেওয়া হইল । কিন্তু এখনও সব হয় নাই । বর্ত্তমান আইন অনুসারে তালুকদারের খাজানা যুক্তিসঙ্গতরূপে রক্ষা করা যাইতে পারে, কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে উহাদের খাজানা পূর্ববর্ত্তী খাজানা অপেক্ষা দ্বিগুণের অধিক বর্জিত করা যাইতে পারিবে না । বর্ত্তমান আইন অনুসারে যাহা রক্ষা হইবে তাহা একবারেই দিতে হইবে ; কিন্তু পাণ্ডুলিপি অনুসারে আদালত আদেশ দিতে পারেন যে ক্রমে ক্রমে রক্ষা হইবে এবং সমস্ত রক্ষা পাঁচ বৎসরে দিতে হইবে ; বর্ত্তমান আইন অনুসারে খাজানা রক্ষার কালের সীমা নির্দিষ্ট নাই, কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে দশ বৎসর সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে । শেষোক্ত তিনটি বিধান উল্লেখের কারণ এই যে, উহাচারী দৃষ্ট হইবে যে, যে জমীদার ভূমির স্বামী এবং দাক্ষিণ্যরূপে আইনমতে গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের জন্য দায়ী, তাহার বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা করা হয় নাই ; কিন্তু যে তালুকদারকে লোকে কোন কাজের মর বলিয়া জানে তাহার প্রতি কত মমতা প্রদর্শন করা হইয়াছে । পেটাও বিল হত্যার করার এ উপায় কখনই প্রাপ্ত নহে ।

অবস্থারিত হারের রায়ত ।

১৮৫৯ সালের ১০ আইনে সর্ব্ব প্রথমে এই মর্মেণের একটি আইনসম্মত অনুমান সন্নিবেশিত হয় যে, কোন যৌকদ্দস্য আরম্ভ হইবার বিংশত বৎসর পূর্বে অবধি যদি কোন প্রজ্ঞার খাজানা অপরিবর্ত্তিত থাকে, তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অবধি সেই হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে বলিয়া অনুমান করিতে

(৫) কোন জমী দুই বা তদধিক অংশীদার রায়তী গোত্বরূপে ভোগ করিলে, এই ধারার কার্যপক্ষে ঐ জমী ঐরূপ প্রত্যেক অংশীদার রায়ত্বরূপে ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৬) কোন ব্যক্তি কোন গ্রামে বা মহালে যতকাল রায়ত্বরূপে জমী ভোগ করে, ততকাল ও তাহার পর এক বৎসর উক্ত গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত থাকিবে।

(৭) যদি কোন রায়ত ২৬ ধারামতে পুনরায় ভূমির দখল পায়, তবে সে এক বৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও বাসেন্দা রায়ত রহিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

আমার নিবেদন এই যে, এই সমস্ত বিধান জীবুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেবের সীমাংসার অতিরিক্ত। ২৫ ধারার (২) প্রকরণে যে রূপে বিহিত হইয়াছে কোন স্থলেই সেরূপ দখলের সময় বার বৎসর হইতে কমান জীবুত স্টেট-সেক্রেটারী সাহেবের অভিপ্রায় নহে; এবং কোন স্থলেই বিকল্প প্রমাণ না দিতে পারিলে প্রত্যেক রায়তকেই দখলীস্বত্ববিশিষ্ট বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে তিনি এরূপ আইনসম্মত অনুমানের সপক্ষে মত প্রদান করেন নাই। দৃষ্ট হইবে যে জীবুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেবের অভিপ্রায় এই যে “বাসেন্দা রায়ত” দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু পূর্বে উক্ত ২৬ বিধান সকলে “বাস” কে দখলীস্বত্ব উৎপত্তির কারণ বলিয়া গণ্য করা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ জীবুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেব, দুই বা তদধিক অংশীদারের দখলকে তাহাদের প্রত্যেকের দখলীস্বত্ব উৎপত্তির প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। তৃতীয়তঃ তিনি কোন স্থলেই বলেন নাই যে যদি বাসেন্দা রায়ত তাহার ঘোত ছাড়িয়া দেয় ও খাজানা না দেয় তথাপি তাহাকে তৎপরবর্তী এক বৎসরের জন্য বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, বরঞ্চ তিনি খাজানা দেওয়াই উক্ত স্বত্বের অপরিহার্য কারণ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। শেষতঃ জীবুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেব কোন স্থলেই এরূপ কথা বলেন নাই যে যদি কোন রায়ত একবার ভূমি পরিভাগ করে এবং পরে ক্ষতিপূরণ দিয়া আবার সেই ভূমির অধিকার পুনঃ গ্রহণ করে, তাহা হইলে যদিও সে এক বৎসরের অধিক কাল অধিকারচ্যুত ছিল তথাপি সে বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য হইতে থাকিবে। আমি পুনরায় বলিতেছি যে, এই সমস্ত প্রস্তাব জীবুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেবের সীমাংসার অতিরিক্ত এবং ন্যতিক্রম জমীদারের ভূস্বামীস্বত্বের উপর হস্তক্ষেপ।

দৃষ্ট হইবে যে রায়তরূপে ভূমিভোগকারী কোন ব্যক্তির সেই ভূমিতে যদি ভূস্বামী বা তালুকদাররূপে একযোগে কোন স্বার্থ থাকে, তাহা হইলে তাহার দখলীস্বত্বের উৎপত্তির কোন বাধা হইবে না এবং ইজারাদার হইলেও পরে সে যে জমীর ইজারা লইয়াছে তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব লোপ পাইবে না। কিন্তু ভূমিভোগকারী যদি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট ঘোত প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাহাতে দখলীস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে (২৮ ধারা)। তালুকদারকে ও ইজারাদারকে যে স্বত্ব প্রদান করা হইল, কোন্ নিয়মে তাহা ভূমিভোগকারীকে দেওয়া হইল না, তাহা আমি পারিষ্কার করিয়া রাখিতে পারিলাম না। তালুকদারও চিরস্থায়ী স্বত্বদান হইতে পারেন। কেবল মাত্র জমীদার জমীদার হইয়াছেন এই অপরাধে খরিদারের যে সাধারণ স্বত্ব থাকে তাহা পাইবেন না, ইহা আশ্চর্য্য ও বুদ্ধির অগম্য বলিয়া বোধ হয়।

এই বিষয়ে আমি সাহসসপূর্ণক রেবেনিউ বোর্ডের প্রধান মেম্বর জীবুত এচ, এল, ডাল্মিয়ার সাহেবের নিম্নলিখিত মন্তব্য পাঠ করিতে অসুযোগ করিতে পারি। বাঙ্গালার ডাল্মিয়ার সাহেবকে সকলেই রাজস্ববিষয়ে উচ্চতরের প্রাথমিক ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন এবং উক্ত সাহেব এরূপ সম্মানের সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত। তিনি বলেন “কোন নির্দিষ্ট ভূমিতে দখলীস্বত্বদান খাত কতগুলি স্বত্ব পৃথিবীর যে কেহ এর বা অন্যোপায়ে অর্জন করিতে ও ভোগ করিয়া আনিতে পারে, কেবল এক ব্যক্তি পারে না। দূরবর্তী কৃষিকর্মবর্জিত যে কোন মহাজন, যে মহালের ভূমি তাহার পার্শ্ববর্তী মহালের জমীদার, যদি জমী তালুক তুলু কর তাহা হইলে মহালের জমীদার বাসেন্দাই হইবে, কতগুলিই হউক, সেই মহালেই হউক অথবা অন্য যে কোন মহালেই হউক অন্য বাসেন্দা তালুকদার, ঐ জমী সর্বনিম্নবর্তী যে পেটোও তালুকের অন্তর্ভুক্ত তত্পরিমিত যে কোন তালুকের অধিকারী এরূপ স্বত্ব অর্জন করিতে ও ভোগ করিতে পারিবেন। কেবল একজন মাত্র ব্যক্তি সর্বশেষে তাহার উপর উক্ত স্বত্ব বর্জিয়াছে তাহার নিকট ফয় করিলেও তাহা ভোগ করিতে পারিবেন না। তিনি ভূমিভোগকারী অর্থাৎ লক্ষণ অনুসারে “যে এক বা বহু ব্যক্তির অব্যবহিত অধীনে কোন প্রজা ভূমিভোগ করে,” অথবা ১৪ দফার শেষের দিকে জীবুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব যে প্রস্তাব করিয়াছেন তদনুসারে বা “যে ভূস্বামীর চিরস্থায়ী তালুকদারের অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমিভোগ করে”। এই মন্তব্যের যথার্থতা এত বিশদ যে আমার আর ইহার টীকা টিপ্পনী করা আবশ্যিক বোধ হয় না।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট ঘোতের হস্তান্তর ও অগ্রক্রম স্বত্ব।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট ঘোতের হস্তান্তরযোগ্যতা বিষয় এর তত্ত্ব করিয়া বিচার করা হইয়াছে। অতএব আমি ইহার বিকল্পে উর্কাবলীর পুনরাবৃত্তি করিতে চাহি না, কারণ সকলেই তাহা জানে। এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ইহাতে জমীদার ও রায়ত উভয়েরই অনিষ্ট হইবে। জমীদারের একটি মূল্যবান স্বত্ব অনায়ত্তরূপে ছাড়িয়া লওয়া হইবে এবং তাহাদের মহালে শত্রুশক্তির লোকের প্রবেশ দ্বার মুক্ত হইবে। রায়তের যে রূপে অবস্থা তাহাতে যে ঘোতের উপর তাহাদের প্রাধান্যনির্ভর করে তাহা অল্প দিবসের মধ্যেই বিক্রয় করিয়া তাহার মজুরের অবস্থার উপনীত হইবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনেই বল আর ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেই বল দখলীস্বত্ববিশিষ্ট ঘোত কখনই হস্তান্তরযোগ্য ছিল না। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট যখন প্রথমে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট ঘোত হস্তান্তরযোগ্য করিবার প্রস্তাব করেন, তখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট তাহা অনুমোদন করেন নাই। এই বিষয়ে মত

এদানার্থ ত্রিটি ইঞ্জিয়ান আসোনিয়রণকে আহ্বান করা হয় এবং উক্ত আসোনিয়রণ খাজানার ডিক্রীর টাকা শোধ করণার্থ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় আইনসম্মত করার প্রস্তাবে সম্মত হন এবং উপদেশ দেন জমীদার এই উপায় অবলম্বন করিলে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত একবার বিক্রয় হইল তাহা হস্তান্তরযোগ্য তালুক হইল বলিয়া প্রকাশ থাকিবে। তৎকালীন লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব কার্যতঃ এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কারণ সেক্রেটারী রেনল্ডস সাহেব ১৮৭৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখের এক পত্রে লিখিয়াছেন।

“ঐযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব কিঞ্চিৎপরিমাণে অনিচ্ছাপূর্বকই আপোষ বিক্রয় বা অন্য নিয়মক্রমে দখলীস্বত্ব সাধারণতঃ হস্তান্তরযোগ্য করিবার প্রস্তাব উঠাইয়া লইতেছেন। রেবিনিউ বোর্ডের পত্রের প্রতি দৃষ্টি মিলেপ করিলেই দৃষ্ট হইবে যে বহুসংখ্যক লোকের মতঃ এই প্রস্তাবের অনুকূল এবং ঐযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব বুঝিতে পারিয়াছেন যে সময়ে সময়ে যেরূপ আশঙ্কা হয় হস্তান্তর দ্বারা সেরূপ মন্দ কল উৎপন্ন হইত না, এবং বাহাদুর ভূমিতে স্বত্বাধিকার উৎপন্ন হওয়া অভিযেত নয় এরূপ লোকের হস্তেও জমি হস্তান্তরিত হইয়া আসিত না। তাহার বিখ্যাস এই যে এরূপ হস্তান্তরস্বত্ব দ্বারা জমীদার ও রায়ত উভয়েরই বিশেষ উপকার হইত। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে জমীদার শ্রেণী সাধারণতঃ হস্তান্তর ক্ষমতা এদানের অত্যন্ত বিরোধী; এবং নতুন সত্বাধিষ্ঠিত ঐযুত গবর্নর জেনরল সাহেব পাণ্ডুলিপিতে এরূপ বিধানের ব্যবস্থা করার উচিত্য বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এই অন্য পাণ্ডুলিপিতে জমীদারের অনুমতিক্রমে আদালতের ডিক্রীজারীমতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় সিদ্ধ করিবার প্রস্তাব আছে। ঐযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের বিখ্যাস এই যে এবিষয়ে কোন আপত্তি হইবে না।”

তাহার পর বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের মত পরিবর্তন ঘটয়াছে এবং জমীদারেরা ১৮৭৮ সালে যে স্বত্ব হাতিয়া দিতেছিলেন তাহা রূখা হইল। উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তরযোগ্যতা অগ্রসরস্বত্ব বিষয়ক একটা নিয়মের অধীনে ব্যাপক ও একান্তসিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ পাণ্ডুলিপিতে এমন কিছুই নাই যাঁহাতে সর্বগুণী ভূমিাবসারী বা দাঁওঅস্থায়ী লোকের জমীদারের ক্ষতি করিয়া ভূমি ক্রয়বিক্রয় বন্ধ করিতে পারে। জমীদারকে যে পূর্বক্রয়ের স্বত্ব প্রদান করা হইয়াছে আবার তরহর যে কার্যকালে তাহা সারবস্ত না হইয়া ছায়া বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। প্রথমতঃ জমীদার যে জমীর চুম্বানী ও বাহা আইন অনুসারে কখনই হস্তান্তরযোগ্য ছিল না তাহার অন্য তাঁহার মূল্য দিতে হইবে। তাহার পর অন্যান্য খরিদারের সঙ্গে ডাকাডাকি করিতে হইবে এবং যদি মূল্য সম্মুখে রায়তের সঙ্গে তাঁহার না বলিয়া উঠে তাহা হইলে তাঁহাকে খরচাস্ত করিয়া শালিগীর অন্য আদালতকে আনিাইতে হইবে এবং আদালত বিচারে যেরূপ নিষ্পত্তি করিয়া দেন তাঁহাকে সেই মূল্য দিতে হইবে। যদি কোন জমীদারের অনেকসংখ্যক রায়ত বিক্রোহী হয় ও তাহাদের যোত বিক্রয় করিবে বলিয়া তর দেখায়, তাহা হইলে জমীদারের যদি সমস্ত যোত কিনিবার মত তাঁহারতরা টাকা না থাকে, তাহা হইলে ঐ সমস্ত যোত দুবন্দ লোকের হস্তে হওয়া কোনক্রমেই রহিত হইতে পারে না; অতএব রায়তদের অভিপ্রায় মন্দ হইলে দখলীস্বত্বের হস্তান্তরযোগ্যতা স্বীকার হওয়াতে তাহার কাঁধতঃ জমীদারকে সম্পূর্ণরূপে উৎসন্ন করিয়া দিতে পারে। এস্থলে আর একটা বিষয় বিশেষরূপে দেখিতে হইবে। জমীদারকে খরচাপত্র করিয়া আদালতের সমস্ত নিয়ম পালন করিয়া মূল্যসম্মুখে আদালতের নিষ্পত্তি গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু রায়ত সে জমীদার সাহায্য নহে, কারণ ৩২ ধারার ৪ প্রকরণে বলে যে যখন জমীদার রায়তকে মূল্য গ্রহণ করিতে বলেন ‘রায়ত হয় ঐ জমি বিক্রয় করিতে নিরত হইবেন, নয় ঐ মূল্যে উক্ত চুম্বাধিকারীর নিকট ঐ স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।’ অতএব জমীদারকে সম্পূর্ণরূপে রায়তের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইবে।

পূর্বক্রয়ের স্বত্ব যদিও কার্যতঃ সম্পূর্ণরূপে অসার, সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে আবার কোশল করিয়া সমস্ত সম্পন্ন রায়তকে এই বিধানের অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছে। কারণ পাণ্ডুলিপি অনুসারে পূর্বক্রয়স্বত্বের নিয়ম তালুকদারের প্রতি বর্জিত নহে ও যে সকল দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত যোতের অধিকারের অধিক কোর্কা বিলি করে অথবা ১০০ বিঘার অধিক পরিমাণ জমী যোত রাখিয়া তাহার ক্রিয়দংশ কোর্কা বিলি করে, তাহার তালুকদাররূপে পরিণত হইয়াছে।

খাজানা বৃদ্ধি।

তালুকদারদিগের খাজানা বৃদ্ধির কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। জমীদারের ক্ষতি করিয়া তাহা-দিগের অনেক সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে তাহাদের যে সুখের অবস্থা হইয়াছে তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন অথবা ১৮৫৯ সালের ১০ আইনমতে কখনই হয় না। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের খাজানাবৃদ্ধি সম্বন্ধে আমি বলিতে চাহি যে এক্ষণে খাজানা বৃদ্ধি করা একপ্রকার হীনত হইয়া গিয়াছে, এবং এই সম্বন্ধে জমীদারদিগের সুবিধা করিয়া দেওয়াই নূতন ব্যবস্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য তাহাও সকলে স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার বোধ হইতেছে যে নমিটী যে সকল পরিবর্তন করিয়াছেন তাহাতে জমীদারদিগের প্রতি সুবিচার নাই হইয়া এখন যে অবস্থা আছে সেই অবস্থা বহুমূল হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। প্রথমতঃ বর্তমান আইন অনুসারে জমীদার ও রায়তের, আদালতের বাহিরে খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে চুক্তি করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে সে স্বাধীনতা একেবারে লোপ করা হইয়াছে। ইহাতে বিধান আছে যে, যেখানে ইচ্ছামত বন্দোবস্ত হইবে সে স্থলে চারি আনার অধিক বৃদ্ধি হইতে পারিবে না অর্থাৎ টাকায় দুই আনার অধিক বৃদ্ধি হইলে অন্ততঃ সাত বৎসর সময়ের জন্য এবং টাকায় দুই আনার অধিক ও চারি আনার অধিক বৃদ্ধি হইলে অন্ততঃ পনের বৎসর সময়ের জন্য বৃদ্ধি হইবে। আদালতের বাহিরে

হইবে। ১৮৫৯ সালের ১০ আইন পাস করার সময় এরূপ অনুমানের যতই প্রয়োজন হইয়া থাকুক না কেন, এখন যে সে প্রয়োজন নাই একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। রায়তদিগের বুদ্ধি ও স্বাধীন কর্মক্ষমতা রক্ষি হইয়াছে এবং দেশের অনেক অংশে ছাপান দাখিলা দিবার প্রথা প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য ১৮৫৯ সালে তাহাদিগকে খাজানা রক্ষির দায় হইতে রক্ষা করা যে পরিমাণে আবশ্যক বিবেচনা করা হইয়াছিল, এক্ষণে সে পরিমাণে আবশ্যক নাই। আর একদিকে দেখিতে গেলে এই বিধান দ্বারা জমিদারের সর্বস্বাধীন হইয়াছে। মান্যবর জীযুত রেনল্ডস সাহেব খাজানা কমিশ্যনের পাণ্ডুলিপিসমূহকে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে এবিষয়ের বিশেষ উল্লেখ ছিল। তিনি অনেক লোকের মত সংগ্রহ করিয়াছিলেন; তাঁহারা সকলেই বলিয়াছেন যে “ইছাদারা জমিদারের উপর অসঙ্গত প্রমাণের ভার অর্পিত হইয়াছে” এবং “নীলাম খরিদারের পক্ষে ইছাদার অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে, কারণ অনেক স্থলে সে পূর্ববর্তী জমিদারের জমিদারী কাগজপত্রের দখল পায় না।” জীযুত রেনল্ডস সাহেব বলিয়াছেন যে পূর্ণিয়ার কালেক্টর বিশেষ দক্ষতা সহকারে এইমত সমর্থন করিয়াছেন, কারণ উক্ত কালেক্টরের বিশ্বাস এই যে “সমস্ত বঙ্গদেশে এমন মহাল অতি অল্পই আছে, এই অনুমান দ্বারা যাহার ভুলোপা-স্বত্বের ক্ষতি করা হয় নাই।” এই অনুমান প্রথা একবারে রহিত না করিয়া জীযুত রেনল্ডস সাহেব অনুরোধ করিয়াছিলেন যে আইনে এই অনুমান প্রথা প্রবর্তিত হইবার পূর্ব-বর্তী বিংশতি বৎসর সমান হারে খাজানা প্রদানের প্রমাণ দেওয়া হইলেই এই অনুমানের কার্যসীমাবদ্ধ হওয়ার উচিত। তিনি নীলাম খরিদারদের সপক্ষে আরও এই সুবিধা করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন যে এই অনুমান তাঁহাদের সিককে উৎখাপিত হইতে পারিবে না। এইরূপ অনুরোধ করার সময় জীযুত রেনল্ডস সাহেব বলিয়াছিলেন যে “ব্যবস্থাপক সভা কি নিয়ম অনুসারে কার্য করিবেন তাহা নির্ণয় করিবার সময় ১৮৫৯ সালে যে অনুমান প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল দ্বারা তাহার কি কল দাঁড়াইয়াছে প্রধানতঃ তদ্বিষয়েরই বিবেচনা করা উচিত।” এ অনুমান দ্বারা কি জমিদারের পক্ষ হইতে কোন অসঙ্গত দাবী সাধারণতঃ নিরস্ত করা হইয়াছে; না ন্যায়ানুসারে প্রকারে যেরূপ অবস্থায় থাকিবার স্বত্ব ছিল না তাহাকে সেই স্বত্ব প্রদান করা হইয়াছে? অনেকেরই বিশ্বাস যে এই প্রশ্নের কেবল একমাত্র উত্তর হইতে পারে। যে সকল স্থলে আদালতে এই অনুমানের কথা উত্থাপিত হইয়া সকল হইয়াছে, তাহার অধিকাংশস্থলেই যে প্রকার যোত প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯৩০ সালের পরে আরম্ভ হইয়াছে তাহাকে, যাহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তারিখ হইতে ভূমিভোগ করিয়া আসিতেছে, কেবলমাত্র তাহাদেরই অন্য অভিপ্রেত অধিকার সকল প্রদান করা হইয়াছে। যদি যথার্থই এইরূপ দাঁড়াইয়া থাকে, যেখানে এই নিয়ম পরিবর্তিত করিবার প্রস্তাব এক্ষণে হইল, তাহা করা অবিচার বোধ হয় না।

জীযুত রেনল্ডস সাহেব তাঁহারমত পরিবর্তন করিয়াছেন, ইচ্ছাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। কিন্তু তথাপি তাঁহার মত পূর্বেও যেমত ন্যায় ও বিচার সঙ্গত ছিল এখনও ভেদনাই আছে। এই মতের উপর নির্ভর করিয়া জীযুত রেনল্ডস সাহেব পূর্বে যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, আমি উদযুগ্মী আইন সংশোধনের কথা উত্থাপন করি। কিন্তু কামটীর অধিকাংশমত্যা আমার প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন নাই, ইচ্ছা অপেক্ষা আরও পরিবর্তিত করিয়া এক প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়, উচ্ছাতে উপস্থিত পাণ্ডুলিপি পাগড়ওয়ার তারিখের পূর্বে হইতে এই বিংশতি বৎসর গণনা করিবার কথা হয়, কিন্তু অধিকাংশ সভা তাহাও গ্রাহ্য করিয়াছেন। পাণ্ডুলিপিতে নির্দিষ্ট হারে ভূমি ভোগের আনুমানিক নিম্নলিখিত স্বত্বসমূহের উল্লেখ আছে।

১১ ধারা।— অবধারিত খাজানায় বা অবধারিত খাজানার দ্বারে যে রায়ত ভূমি ভোগ করে,

(ক) কোন ভালুকদারের যে যে বিধানের নিয়মাধীন থাকিতে হয়, তাহারও আপন যোতের হস্তের ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সেই সেই বিধানের নিয়মাধীন থাকিতে হইবে, এবং

(খ) তাহার সহিত তদীয় ভূমিধিকারীর যে চুক্তি থাকে, সেই চুক্তির শর্তমতে এই আইন সঙ্গত যে নিয়ম তৎক্ষণে তাহাকে উল্লেখ করা যাইতে পারে, সেই সেই নিয়ম তৎক্ষণে ক্রিয়ায়, এই হেতু ভিন্ন অন্য কারণে তদীয় ভূমিধিকারী তাহাকে উল্লেখ করিতে পারিবেন না।

এই বিধানের সহিত পূর্বোক্ত বিংশতি বৎসর সম্বন্ধীয় অনুমান একত্র করিলে, আবার মনে সভ্য এই ধারণা হয় যে, ইছাদারা অনুমানের ফল পাইতে অধিকারী হউক আর নাই হউক প্রকারে আপনাদিগকে অবধারিত হারবারী রায়ত বলিয়া প্রকাশ করিতে প্ররোচিত হইবে, এবং এইরূপ জমিদারকে তাহার স্বার্থস্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিবে। জমিদার সক্ষম হইলেও মোকদ্দমার খরচা ও জালান না হইয়া আপন স্বত্বরক্ষা করিতে পারিবেন না।

অনুমানের এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত করার ব্যবস্থাপক সভার অতিপ্রায় এই ছিল যে, ইছাদারা যে সকল জমিদারের কিছুতেই সঙ্কোচনাট তাহারা যেম আপন ইচ্ছামতে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ভূমিভোগকারী রায়তদিগের খাজানা না বাড়াইয়া লইতে পারে। কিন্তু আজও যদি এই বিধান বলবৎ রাখা যায়, তাহা হইলে এক যাপটে সমস্ত দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে মোকদ্দমাদার বা চিরস্থায়ী ভালুকদাররূপে পরিণত করিবে। ভাল ও মন্দ জমিদারের প্রতি এই বিধানের ফল আশ্চর্যরূপে পৃথক হইবে। যে স্থলে জমিদার মোকদ্দমা করিতে অনিচ্ছা, সহিষ্ণুতা এবং দয়াপ্রসূক্ত বিনয়বৎসর পরিয়া খাজানা রক্ষি করেন নাই, তাহার যে রায়তেরা যতপূর্বক দাখিলা গুলি রক্ষা করিয়াছে তাহারা অনায়াসেই আপনাদের দাবী প্রমাণ করিয়া দিবে। অপরদিকে যে জমিদার কখনও এরূপ আত্ম ও সদয়তাব প্রদর্শন করেন নাই এবং সময়েই খাজানা রক্ষি করিয়া প্রজাকে জ্বালাতন করিতে ও উত্কলিত করিতে সঙ্কুচিত হন নাট, তাহার নিশ্চয়ই বিলক্ষণ সুবিধা হইবে। ফল এই হইবে যে ভাল জমিদারের ক্ষতি হইবে ও মন্দ জমিদারের লাভ হইবে।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত ।

সকলেই জানেন যে ১৮৫৯ সালের ১০ আইন হইতেই বর্তমান কালের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের উৎপত্তি । কিন্তু আমি এ বিষয়ের বানানুবাদ পুনরুজ্জীবিত করিতে ইচ্ছা করি না । দ্বাদশ বৎসরের নিয়ম ২৫ বৎসরের উপর চলিয়া আসিতেছে এবং এক্ষণে তাহা লইয়া নাড়া চাড়া করা নাগা বা বিচার অতঃপর নহে । এ বিষয়ে এক্ষণে যে আইন আছে তাহার এক মাত্র দোষ এই যে জমিদার ইচ্ছা করিলে রায়তকে এক ক্ষেত্র হইতে অন্য ক্ষেত্রে উঠাইয়া দিয়া তাহার দখলীস্বত্ব উৎপাদনের বাধা দিতে পারেন । সকলেই স্বীকার করেন যে এরূপ প্রথা বাজালায় প্রচলিত নাই । কিন্তু জীযুৎ স্টেট সেক্রেটারী সাহেব, ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর অধিকারের সপক্ষে আপন মত দৃঢ়তা সহকারে ব্যক্ত করিয়া নিম্নলিখিত পরিবর্তন করার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন । তাঁহার অভিপ্রায় যে এইরূপ বিধান হয় “কোন বাসেন্দা রায়ত যে ভূমি অধিকার করে অথবা যাহার জন্য খাজানা দেয় তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব অধিবে, যে নিজে অথবা যাহার পূর্ব পুরুষ কোন গ্রাম বা মহালে ১০ বৎসর কোন ভূমি অধিকার করিয়াছে সেই বাসেন্দা রায়ত হইবে ” । আমি এই বিধান যে স্ববিচারসম্মত তাহা কখনই স্বীকার করিতে পারি না । একজন লোক যে দিন স্বত্ব ভূমি অধিকার করে, সে কোন মহালের কোন অংশে বার বৎসর ধরিয়া ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে বলিয়াই যে সেই কারণে বশতঃই সমস্ত মহাল মধ্যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট অথবা বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত রায়ত হইয়া ভূমি ভোগে স্বত্বান্বিত হইবে, এনিয়ম যে নির্দোষ এবং বিচারসম্মত এরূপ আমি কখনই বিবেচনা করিতে পারি না । যদি দেশের কোন অংশে জমিদার রায়তকে এক খণ্ড ভূমি হইতে অন্য খণ্ডে সরাইয়া দিয়া দখলীস্বত্ব উৎপন্ন হওয়া রহিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি আইন সম্মতরূপেই কার্য্য করিয়াছেন, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না । কোন বানসাদার যদি তাহার আইনমতে যে সময় অতীত হইয়া গেলে তাহার দাবীতে তাহারি ঘটনা হইবে তাহার পূর্বেই দেনাদারের নামে নালিশ করে, সে অন্যায় করিয়াছে মনে করণ যেরূপ স্বত্ববিক্রম এরূপ জমিদার জমায় করিয়াছেন বলাও যত সেইরূপ । যদি এক খণ্ড ভূমি হইতে অন্য খণ্ডে প্রেরণ নিবারণ করা একান্তই আবশ্যক বলিয়া বোধ হয় তাহা হইলে গুরুতর দণ্ড বিধান দ্বারা এরূপ কাণ্ডের শাস্তি বিধান করিলে আমার মতে ভাল হইত । কিন্তু কমিটি স্থির করিলেন যে যখন মহাসম্মিলনের জীযুৎ স্টেট সেক্রেটারী সাহেব এ বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছেন, তখন একথা পুনরুত্থাপন করিতে তাঁহারা সমর্থ নহেন । কিন্তু এতাল আমি একথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে কমিটি জীযুৎ স্টেট সেক্রেটারীর বীমাংসায় যাচা বসেন তাহা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে । প্রথম পাণ্ডুলিখিতে বাসেন্দা রায়তের অবস্থা সম্প্রদে নিম্নলিখিত বিধান ছিল ।—

৪৫ ধারা ।—এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত রায়তী জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়া থাকে, তবে বিপরীত ভাবের চুক্তি থাকিলেও এবং এককাল মধ্যে ভিন্ন সময়ে সেট ব্যক্তি যে ভূমি এরূপে ভোগ করে তাহা ভিন্ন হইলেও ঐ ব্যক্তি উক্ত কাল অতীত হইলে পর ঐ গ্রামের ও মহালের বাসেন্দা রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

আবার

৪৭ ধারা ।—কোন গ্রামের বা মহালের কোন বাসেন্দা রায়ত ১৮৮০ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পর উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন রায়তী জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে, বিপরীত ভাবের চুক্তি সত্ত্বেও যৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হয় বা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

বাজালা গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব অনুসারে কমিটি বাসেন্দা রায়ত সম্বন্ধীয় মত বিলক্ষণরূপে বিস্তার করিয়াছেন এবং উহার সপক্ষে এক নূতন আইনসম্মত অনুমানের সৃষ্টি করিয়াছেন । যথা:—

১৫ ধারা ।—(১) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত উক্ত গ্রামে বা মহালে রায়তস্বরূপ যে সকল ভূমি ভোগ করে, সেই সকল ভূমিতে সে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে ।

(২) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত ১৮৮০ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখ অবদি এই আইন প্রচলিত হইবার সময় পর্য্যন্ত উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন ভূমি রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে, তৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

২৬ ধারা ।—(১) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত জমী রায়তরূপে পাত্রাক্রমে বা একারান্তরে ভোগ করিয়া থাকে, তবে ঐ ব্যক্তি উক্ত কাল অতীত হইলে পর ঐ গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

(২) যদি এই আইনমত কোন কার্য্যানুষ্ঠানে ইচ্ছা প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমি ভোগ করে, তবে যাবৎ বিপরীত কথা প্রমাণ বা স্বীকার করা না হয়, তাবৎ এই ধারার কার্য্যক্ষেত্র ঐ ব্যক্তির ও সে যে ভূমি অধিকারীর অধীনে ভূমি ভোগ করে সেই ভূমি অধিকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে ঐ ভূমি বা উহার কোন অংশ রায়তস্বরূপ বার বৎসরকাল ভোগ করিয়াছে ।

(৩) কোন ব্যক্তি যে বিশেষ ভূমি ভোগ করে তাহা ভিন্ন সময়ে ভিন্ন হইলেও, এই ধারার কার্য্যক্ষেত্র ঐ ব্যক্তি ক্রমাগত কোন গ্রামের বা মহালে ভূমি ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে ।

(৪) কোন ব্যক্তি যে ব্যক্তির উত্তরাধিকারী সেই ব্যক্তি রায়তস্বরূপ যে জমী ভোগ করিয়া থাকে, প্রত্যেক ব্যক্তি এই ধারার কার্য্যক্ষেত্র সেই জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

খাজানা নির্ণয় বিষয়ে এইরূপে অনীদারের উপর বিষয় অক্ষমতা আরোপ করা হইল। যে স্থলে যৌকদমী তাঁরা খাজানা রুজি করিবার চেষ্টা হয়, সে স্থলে যে সকল কারণে খাজানা রুজির জন্য দরখাস্ত হইতে পারে তাহা এইরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

(ক) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়েতেরা নিকট সেই প্রকারের ও তদ্রূপ শ্রমিকবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে উক্ত হারত উদগেলা করিবারে খাজানা দেয়।

(খ) সেই স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের গড়মূল্য রুজি হইয়াছে।

(গ) জমাখারীর দ্বারা বা তাহার খরচে যে উৎকর্ষসাধন হয় তাহাতে রায়েতের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি রুজি হইয়াছে।

(ঘ) রায়েতের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকাশক্তি অন্য দ্বারা বর্ধিত হইয়াছে।

আমি বেশ বলিতে পারি যে, সংশোধিত কারণাবলীতে খাজানা রুজি সমস্যাপূরণের বিশেষ সাহায্য হইবে না। প্রথম কারণ “প্রচলিতহার” পরিষ্কার বুঝা যায় না এবং এখন এ বিষয়ে যে সকল সম্বন্ধ ও গোলযোগ আছে তাহার কিছুই সূত্র হয় নাই। এত বিষয় বিশদ করার অনাবশ্যকতা করা হয় কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট তাহার বিরোধী হন। আমার ভর এই যে দ্বিতীয় কাণ্ডে অসীম বিনিয়োগ প্রতিপন্ন হইবে। কারণ গবর্ণমেন্ট কর্মকারকেরা যে মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেন তাহার উপর কিছু সাজ বিসাজ করা যায় না, ইংল্যান্ড নিয়ন্ত্রিত গড় মূল্য নিরূপণার্থ বিস্ময়যোগ্য প্রমাণ পাওয়া যে নিত্যমুদ্রকৃষ্ণ, বিশেষ “সেই স্থানে বা চলিত বাজারে”, কমিটী তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না। চলিত বাজার কে নির্ণয় করিয়া দিবে? পরে যে সকল শর্ত উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে তৃতীয় কারণ কাথ্যতঃ অকিঞ্চিৎকর বিনিয়োগ প্রতিপন্ন হইবে। চতুর্থ কারণ অনুসারে যদি সুন্দররূপেও কাথ্য হয়, তথাপি উহা কদাচ তখন প্রয়োগে আসিবে।

যে সকল নিয়মে রাজস্ব কাথ্যকারক কর্তৃক খাজানা রুজি সম্বন্ধে তদারক হইবার বিধান আছে, তাহাতে কাথ্যতঃ সমস্ত বাণ্যারই রাজস্ব কাথ্যকারকের বিবেচনায়ত্ত সম্পন্ন হইবে। উদাহরণ, প্রচলিত হার নির্ণয়নায় রাজস্বকাথ্যকারকের উপর তৎকালে তদারকের উদগেলা আছে; কিন্তু এক স্ত্রী পরিয়া প্রচলিত হার নির্ণয় করিবেন তাহার কিছুই বলিয়া দেওয়া হয় নাই। ফল এই হইবে যে ভিন্ন ভিন্ন কাথ্যকারক ভিন্ন ভিন্ন ব্রীতিতে কাথ্য করিবেন। মূল্য রুজিহেতুক খাজানা রুজি করিবার এটা বিধান আছে।—

(ক) দানীর গবর্ণমেন্টের আত্মক্রেমে নিয়মিত সময়ান্তরে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করা যায় আদালত উৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, এবং যৌকদমী উপস্থিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরের গড় মূল্য অন্য যে পাঁচ বৎসর তুলনার নিমিত্ত লওয়া নায্য ও কাথ্যকারক বোঝা হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত মিলাইয়া দেখিবেন।

(খ) আদালত এরূপে খাজানা রুজি করিবেন না যে বর্ধিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকার চারি-আনার অধিক হয়।

(গ) তুলনার নিমিত্ত পূর্বের যে পাঁচ বৎসর লওয়া হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত শেষ পাঁচ-বৎসরের গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, পূর্বোক্ত নিয়মাবলীতে ও ৪৮ খারীর নিয়মাবলীতে সাবেক খাজানার সহিত বর্ধিত খাজানার সেই অনুপাত থাকিবে।

এই সকল বিধান অনুসারে কাথ্যকরণ বিষয়ে মূল্যের তালিকার উপর অনেকটা নির্ভর করিতে হইবে, কিন্তু আমি পূর্বোক্ত বলিয়াছি গবর্ণমেন্ট কর্তৃক কমিকাতা গেজেটে প্রকাশিত তালিকার উপর কিছুমাত্র বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। গোলাসে উক্তবিবরণ সংগ্রহ করে এবং গোলাসে যে আবরণে বড় সতর্ক হইবে তাহার আশা করা যায় না। প্রায় সর্বদাই থেকে ও খুলনা বিক্রয়ের দর মিশ্রিত থাকার উহা হইতে ন্যায্যরূপে গড় হিসাব করা যায় না সে কথা না খরিলেও কোল দায়িত্ববিশিষ্ট নেতৃত্বের তাহার পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয় না। যদি বিশেষ বড়পূর্বক তালিকা প্রস্তুত করা না হয়, (একথা শুদ্ধ ভবিষ্যৎ তালিকার প্রতিই বক্তব্য) — এই সকল তালিকা বিচারালয়ে এক্ষুণ্ড ও সিদ্ধ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ হইতে পারে না এবং হওয়াও উচিত নহে। আমার এই প্রশ্ন আসিতেছে—পূর্ণ মূল্যের তালিকা কিরূপে প্রস্তুত হইবে?

আমি দেখিতে হইবে যে সমস্ত শস্যের মূল্য বাজারচাউলের এ ২ বোথারে ভুট্টা, যব ও গমের মূল্য পরিণত করিতে হইবে। প্রধান খাদ্য শস্যের নামোল্লেখ করার ভর দানীর গবর্ণমেন্টের হস্তে সমর্পিত হইল। উক্ত গবর্ণমেন্ট বিবেচনায়ত্ত সময়ে তিন্ন শস্যের মান উল্লেখ করিতে পারেন। ডামাক, ইক্ষু, ভুট্টা, আদু, পাট প্রভৃতি মূল্যবান উৎপন্ন প্রবৃত্তি বিষয়ে কোন বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয় নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ইংলণ্ডের টাইমল কমিউশন আক্ট যে মূল সূত্রে প্রতিষ্ঠিত ও নিয়মিত সেই সূত্রানুযায়ী। কিন্তু আমি সাহস করিয়া নিবেদন করিতে পারি যে বিলাতের টাইমের সহিত বাজারের খাজানার কোন মৌসামান্য নাই; কারণ প্রথমোক্ত কন-লেক্স নির্দিষ্ট অর্থাৎ মাস জংশ, আর শেষোক্ত উৎপন্নের অংশ মূলক হইলেও এক্ষণে পুরাতন নিরিখ হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। ইংরেজী টাইমের কখন রুজি হয় না; কিন্তু আইনেই বাজারের টাকার দের

খাজানা রুজিগোণ্য বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। এখানে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, যে মূল নুত্র টাইদকে মুদ্রায় পরিণত করার সময় সুবিচার সঙ্গত বলিয়া গৃহীত হয়, টাকার দের খাজানা রুজি বিষয়ে সেই মূল নুত্র কি প্রকৃষ্ট ও সুবিচার সঙ্গত হইবে? আদি বতবুর রুজিতে পারি, বর্তমান আইনমতে এই নুত্র ধরিয়া কার্য করা যেরূপ কঠিন পরেও তাহা অপেক্ষা কোনমতেই সহজ হইবে না। ভূম্যধিকারী কর্তৃক উৎকর্ষসাধনহেতুক খাজানারুজিসম্বন্ধেও বিশেষ বিধি দ্বারা কার্যক্ষেত্র এক সঙ্কীর্ণ করা চইয়াছে যে আমার ভয় হয় উহার সহিত দেশের আর্থিক অবস্থার সামঞ্জস্য রক্ষা হইবে না। এই কারণবশতঃ রুজির আত্মা দিব্যর সময় আদালতের সে সকল অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে তাহার উল্লেখ করিবার পর ১৮৮৩ সালের বলে যে আদালত দেখিবেন ঐ ভূমি উচ্চতর হারে খাজানা দিতে সক্ষম হইবে কি না? যখন সকল বিষয়ই অনিশ্চিত, তখন কোন্‌ রুজিমান্‌ জমীদার উৎকর্ষসাধন করিতে আগ্রহ করিবে? টাকা দিয়া তাহাতে লাভ হইবে কি না চিক বুঝিতে না পারিলে কেহই টাকা বাহির করিবে না। এই সম্বন্ধে আরও দুইটি কথা আছে। বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সহিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পত্র লেখালেখি দ্বারা পূর্বে স্থির হইয়াছিল যে কোন স্থানেই বর্তমান খাজানা দিবার অধিক রুজি হইতে পারিবে না এবং একবার রুজি হইলে তাহা দশ বৎসর বলবৎ থাকিবে। প্রথমকার পাণ্ডুলিপিতে এই সকল নিয়ম অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্গদেশের বর্তমান গবর্নমেন্টের পরামর্শমতে উভয় নিয়মটি পরিবর্তিত হইয়াছে। এক্ষণে এইরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে যে যেখানে প্রচলিত হার অপেক্ষা স্থানভা বশতঃ রুজির চেষ্ঠা হয় সেস্থলে খাজানা টাকার স্ফাটন্যতার অথবা শত করা পঞ্চাশ টাকার অধিক রুজি হইবে না, এবং যে স্থলে মূল্য রুজি বশতঃ খাজানা রুজির চেষ্ঠা হয় সে স্থলে বর্জিত খাজানা পূর্বতন খাজানা হইতে টাকার চারিআনা অথবা শত করা পঁচিশ টাকা অপেক্ষা অধিক হইবে না, আর খাজানা রুজি হইলে তাহা পনের বৎসর চলিবে। এতদ্বারা দৃষ্ট হইবে, যে গবর্নমেন্টের নীতিগো কখনই চূড়ান্ত হয় না। জমীদারেরা বসন্ত অধিক ছাড়িয়া দিতেছেন ততই তাঁহাদের নিকট অধিক দাবী করা হইতেছে।

সহজেই বুঝা যায় যে, যে স্থলে প্রচলিত হার অপেক্ষা বর্তমান খাজানার স্থানভা বশতঃ রুজি করিবার চেষ্ঠা হয় সে স্থলে উক্ত খাজানা প্রচলিত হারের নীমা পর্যন্ত বর্জিত হওয়াই উচিত। কেন যে এরূপ স্থলেও শত করা পঞ্চাশ টাকা উচ্ছ্রতন নীমা নির্দিষ্ট হইবে তাহা বুঝা যাইতেছে না। আবার যে স্থলে মূল্য রুজি বশতঃ খাজানা রুজির জন্য চেষ্ঠা করা হয় এবং অসুপাত ধরিয়া রুজি দিতে হইবে, সেস্থলে শত করা পঁচিশ টাকা উচ্ছ্রতন নীমা নির্দেশ করা সুবিচারসঙ্গত নহে।

শস্যে দেয় খাজানা টাকার পরিবর্তন।

পাণ্ডুলিপির এই অংশ বাদালা অপেক্ষা বেগারের অধিক খাটে; এবং আদার বানাবর সহযোগী মহিমান্বিত হারভঙ্গার মধ্যস্থতা নিশ্চয়ঃ এই বিষয়ের সমালোচনা করিবেন, অতএব আমার এবিষয়ে অধিক না বলিলেও চলে। যাহাই হউক আমার কথা এই, যে মূল নুত্র ধরিয়া পরিবর্তনকার্য সম্পাদনের উপদেশ হইয়াছে তদ্বারা বর্তমান খাজানা কম হইবারই সম্ভাবনা। ঐ দুইটি নুত্র এই—

(ক) দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রায়েত্তেরা নিকটই সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধা বিশিষ্ট ভূমির অন্তর্গত গড়ে যে সুপ্রাক্ষণ খাজানা দিয়া থাকে,

(খ) পূর্ব দশ বৎসরে ভূম্যধিকারী প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা পাট্টা থাকেন তাহার গড় মূল্য।

এখানে আমার বলা উচিত যে যখন পাণ্ডুলিপি উৎপাদিত হইয়াছিল, তখন বর্তমান খাজানা কমান হইবে না, এইরূপ স্পষ্ট আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল।

দখলী স্বত্বশূন্য রায়েত্ত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন ১৮৫৯ সালের ১০ আর্টিকল এ উভয় মতেই দখলী স্বত্বশূন্য রায়েত্তের সহিত কারবারে জমীদারের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছিল। দখলী স্বত্বশূন্য প্রজা ইচ্ছানীন প্রজা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপিতে ভূম্যধিকারী ও দখলী স্বত্বশূন্য প্রজার সম্বন্ধ বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হইতেছে। যদি দখলী স্বত্বশূন্য প্রজা কোনমতে একখণ্ড ভূমির উপর এক মুঠা বীজ হড়াইবার যোগাড় করিতে পারে, তাহা হইলে কিছুতেই তাহার দখলী স্বত্বলাভ বন্ধ করিতে পারিবে না এবং পূর্বে যেরূপ বলিয়াছি বাসেফা রায়েত্ত সম্বন্ধে যে আইনসম্মত অনুমান আছে সে তাহার সম্পূর্ণ কল লাভ করিবে। সে যখন প্রথম আদিবে তখন জমিদারের সহিত তাহার বেরূপ খাজানা দিব্যর কথা থাকিবে সে তাহাই দিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু রেজিস্ট্রারী করা নিয়মগত ব্যতীত খাজানা রুজি হইতে পারিবে না। বরং যখন জমিদার রায়েত্তকে এরূপ নিয়মগত দিতে গাইবেন সে উহা অস্বীকার করিতে পারে। তাহা হইলে জমিদারকে প্রজা দূর করিবার জন্য যৌকদমা কছু করিতে বাধ্য হইতে চইবে। আদালত তখন ঐ যেতের কি খাজানা প্রকৃষ্ট ও সুবিচারসঙ্গত তাহা স্থির করিয়া দিবেন, এবং আদালতের হুকুমত জমিদার প্রজাকে পাঁচবৎসরের জন্য পাট্টা দিতে বাধ্য হইবেন; এবং যদি এই পাট্টার বিরাম অতীত হইবার পূর্বেই রায়েত্তের দখলী স্বত্ব অথবা তাহা হইলে সে দখলী স্বত্ববিশিষ্ট প্রজার সমস্ত স্বত্বও অধিকার পাইতে স্বত্বাধীন হইবে। এইরূপে দখলী স্বত্বশূন্য প্রজা নাম যাহেই পর্যাবসিত হইবে। এই প্রকার রায়েত্তের সহিত আপনাত ইচ্ছানব কারবার করিবার জমিদারের এক্ষণে যে স্বত্ব ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে কাড়িয়া লওয়া হইল। চুক্তিসম্বন্ধে স্বাধীনতা অবৈধ করা হইল। জমিদারকে আদালতের আজ্ঞাক্রমে পাঁচ বৎসরের জন্য পাট্টা দিতে বাধ্য করা হইল। এখানে আমার বলা উচিত যে বিচারাধীন পাট্টা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত করণ হেতুকই প্রজার উদ্দেশের অভিপূরণ সম্বন্ধীয়

[illegible]

উৎকর্ষসাধন জম্বায়ে ভূমাবিকারী ও প্রজা এ উভয়ের সম্বন্ধ বিবরে যে, পরিবর্তন আবর্তিত করা হইয়াছে তাহা না বর্তমান আইনের অনুযায়ী না দেশাচারের অনুযায়ী। বর্তমান সময়ে ভূমাবিকারীরাই প্রায় ভূমির উৎকর্ষসাধন করিয়া থাকেন। প্রজারা ভূমির উৎকর্ষসাধন করিতে গেলে তাহার ভূমাবিকারীর সম্মতি ও অনুমোদন লইয়া করিয়া থাকে। কিন্তু এই জম্বায়ে বর্ণিতছে যে (১) যে রায়ত অব্যাহারিত খাজানার ভবিষ্যৎ

করে সে আপন বোত সম্বন্ধে কোনরূপ উৎকর্ষসাধন করিতে চাকিলে ভূমিকারী তাহাকে বাণ্য দিতে পারিবেন না। (২) যে স্থলে রায়ভের দখলীস্বত্ব আছে সে স্থলে সেই ভূমিকারীর অধীনে অন্য এক বা তদধিক বোত সম্বন্ধে কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে উক্ত রায়ভের উৎকর্ষসাধন করিতে অগ্র স্বত্ব থাকিবে। (৩) যে স্থলে দখলীস্বত্বশূন্য রায়ভ আপন যোঁতে কোনরূপ উৎকর্ষসাধন করিতে উচ্চ করে সে উপযুক্ত সময়ের মধ্যে তাহা করিয়া দিবার জন্য ভূমিকারীর উপর এক নোটিস দিবে। যদি ভূমিকারী তাহার অমুরোধ রক্ষা করিতে না পারেন অথবা অমনোযোগ করেন তাহা হইলে রায়ভ নিজেই উৎকর্ষসাধন করিয়া লইবে। এই বিধান সমুহের মর্ম এই যে উচ্চাভে ভূমিকারীর ভূমায় স্বত্ব অস্বীকার করিয়া ভূমিতে উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্ব কাহার এবিষয়ের মীমাংসাকার কালেক্টরের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। যদি রায়ভকে কসির উৎকর্ষসাধন বিষয়ে উচ্চাভ দেওয়া রাজনীতিবিদগণ হর, তাহা হইলে প্রথম কক্ষে ভূমিকারীকেই উক্ত উৎকর্ষসাধনের ভার দেওয়া উচিত। অর্থ নীতি-মতে দেখিতে গেলে ভূমিকারীর আনন্দ মূলধন থাকায় তিনিই উৎকর্ষসাধনে অধিকতর সমর্থ। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র সুবিধা করিয়া দেওয়া হইল না। তিনি উৎকর্ষসাধনের জন্য যে টাকা খরচ করিবেন, খাজানা রক্ষা করিয়া তাহার মুনাকা ভুলিয়া সহ্য করেন ও আশ্রয় তাহাকে দেওয়া হয় নাই, কারণ খাজানার দ্বিগুণ দেওয়া না দেওয়া আদালতের বিবেচনার উপর নির্ভর করিবে, এবং আদালত যদি দেখেন যে ঐ ভূমি খাজানা রক্ষা দিতে সমর্থ তবেই রক্ষার আদেশ করিবেন। আবার আশঙ্কা হয় এই সকল নিয়মের অপরিহার্য্য ফল এই হইবে যে উৎকর্ষসাধন করা একেবারে বন্ধ হইয়া পড়িবে। রাঁচপুরের উৎকর্ষসাধন করিবার সাংখ্যা নাই তাহাদের মিকট উৎকর্ষসাধনের আশা করা, এ সকলের সাংখ্যা আছে তাহাদের প্রতিবন্ধক দেওয়া যে ক্রমপাণ্ডা রাজনীতি তাহা আবার বৃদ্ধি অগম্য। আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে কৃষিবিষয়ক পরীক্ষা, আশ্রয়কৃত প্রভৃতির জন্য ভূমি গ্রহণ বিষয়ে ভূমিকারীর সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু আমার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় নাই। আমাকে ভূমি গ্রহণ বিষয়ক আইনের সংশোধন চেষ্টা দেখিতে হইল।

অবিত্ত সম্পত্তির হস্তাবধারণ।

পাণ্ডুলিপিতে জিলার অজকে দায়তা দেওয়া হইয়াছে যে কালেক্টর অথবা সার্বভারম যে কোন ব্যক্তি, ভূমিতে তাহার স্বত্ব না থাকিলেও, আবেদন করিলে যদি তাহার যৌন হয় যে (ক) সাধারণের অনুরোধ বা (খ) ব্যক্তি বিশেষের স্বত্বের লাগি হইতেছে না হইবার সম্ভাবনা, কোন মতাল বা জালকের সহায়িকারীমিগকে তাহার উদ্ভাবধারণের স্বত্বকর্ত্তে বঞ্চিত করিতে পারিবেন। আমি শেষ বিষয়ের কথাই প্রথমে বলিব। সহায়িকারীগণের মধ্যে বিবাদ থাকিলে অথবা সাধারণ কার্য্যসাধক না থাকিলে রায়ভদিগের কষ্ট ও বিরক্তি হইতে পারে এ কথা আমি স্বীকার করি, কিন্তু কর্ত্তী খাজানা আদালতের বিশদ করিয়া এ কস্যবিধার প্রতিবিধান করিয়াছেন। ৭৩ ধারার (গ) প্রকরণে বলে যে যে স্থলে অনেকগুলি অংশীদারকে একযোগে খাজানা দিতে হয় এবং তাহা-দিগের পক্ষ হইতে খাজানা গ্রহণের অসম্মতি বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি নিযুক্ত না থাকায় প্রজা তাঁহার অন্য উক্ত সহায়িকারীদিগের একযোগে সম্মতি পাইতে না পারে সে স্থলে উক্ত প্রজা খাজানা আদালত করিয়া দিতে পারিবে। আরও যদি সহায়িকারীরা একযোগে অথবা সাধারণ পাণ্ডুলিপির দ্বারা মরখান্ত বা মোকদ্দমা করু না করে তাহা হইলে সহায়িকারীরা কোর্টের মরখান্ত অথবা বাক্তিও খাজানার জন্য মোকদ্দমা করতে পারিবেন। এছাড়া দৃষ্ট হইতে যে এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা অবিত্তক মতালের রায়ভদিগের সমস্ত যুক্তিযুক্ত কষ্টের কারণ সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত হইয়াছে। অবিত্তক তাহা কোন মতালের উদ্ভাবধারণ হইলে সাধারণের যে কি ক্ষতি হইতে পারে তাহা আমি পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিতেছি না। দৃষ্টান্তরূপ বলিতেছি, যদি সহায়িকারীরা রাজস্ব দিতে ক্রটি করে, তাহাদের মহাল নীলাম হইতে পারিবে। যদি তাহারা আইস অফিসের করে অথবা সরকারী আদেশমত কার্য্য করিতে অপারগ হয়, তাহা হইলে তাহাদের দায়িত্বের কথা বঙ্গদেশের রেজিষ্টারী বিষয়ক আইনের কার্য্য দৃষ্টে অনুমান করা যাইতে পারে এবং তাহাদের শাস্তিও হইতে পারে। এজন্য কালেক্টর অথবা জম সাধারণের কস্যবিধা হইতেছে মনে করিলেই সহায়িকারীরা আপন সম্পত্তির উদ্ভাবধারণ হইতে কেমই বঞ্চিত হইবেন, পরিষ্কার বুঝা যায় না। আমার নিবেদন এই যে যেসকল কারণের কথমই অস্তিত্ব নাই, তাহাই ত্যাগ করিয়া ভূমায়ী ও দখলীদিগের সম্পত্তির উদ্ভাবধারণের ভার আদালত প্রতি অর্পণ করিয়া, উচ্চাভদিগের পরিজন ও উৎকর্ষসাধনের উত্তেজক কারণ অপনোদন করা প্রকৃষ্ট রাজনীতির একান্ত বিরোধী।

স্বত্ব লিপি, খাজানার বন্দোবস্ত, হারের তালিকা, ও ভূমায়ীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করণ।

হার ও বর্ডের যে সকল ভাগে নির্দিষ্ট সংখ্যক বৎসরান্তে ভূমির বন্দোবস্ত হয় তাহার অধুনা যে তাহা ভূমির ব্যবস্থা হইয়া থাকে, উপরি উক্ত বিষয় সম্পর্কীয় অশায়গুলিও সেই ভাবে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বত্ব ও স্বার্থ প্রায়ঃ উত্তররূপে নির্দিষ্ট আছে, এবং এই অর্থায় সাধনের বিষয় সম্বন্ধে যে যে স্থানে প্রজা ও ভূমিকারীতে বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা, সেই সেই স্থলে সম্পর্কবিশিষ্ট সম্প্রদায়ের নিজ নিজ স্বার্থের উপর আইনের কার্য্য নির্ভর করিতে দেওয়াই সংজ্ঞানসম্মত। কিন্তু এই সকল অর্থায়ের মর্ম এই যে, একদিকে ভূমিকারী ও প্রজা উভয়কেই তাহাদের ভাষা নির্ভিত উপায় অবলম্বন করিতে সায়ীমত দেওয়া হইয়াছে, অপরদিকে স্থানীয় গণবৈষম্যকে নিজের হস্তানত সেই উপায় অবলম্বন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এবং সকল অর্থায়ের যে সকল বিধান আছে তাহাদের কার্য্য চলিতে আরম্ভ হইলে, আবার তখন হয় যে বেশ মোকদ্দমা সাগরে ডুবিয়া যাইবে, ভূমিকারী ও প্রজার কুপ্ররতি সমূহ উত্তেজিত হইবে, বিবাদ সাংখ্য ও জাল করণের দ্বার একাগ্ররূপে উদ্ঘাটিত হইবে, অধীনস্থ আয়লারা অশেষরূপে অত্যন্ত অসম্মত হইয়া যাইবে,

এবং কৃষিজীবির ক্ষতি, ব্যয় ও বিপদের সাগরে পতিত হইবে। রাজস্ববিষয়ক জরীপে এই লিখাটী প্রদান করিয়াছিল। যখন লোকের নিজেই এই সকল বিধান বলবৎ করার জন্য আবেদন করিবে, তখন ইহা দেখিয়া লওয়া তাহাদেরই কাজ, কিন্তু লোকের কোনরূপ আবেদন ব্যতিরেকে কেন যে গবর্ণমেন্টে যাইয়া দেশের লোকের উপরি উক্ত অনিষ্ট সাধন করিবেন আমি তাহার যুক্তিযুক্ত ও সিদ্ধ কার দেখিতে পাউতেছি না। আগামী দুই তিন পুরুষ মধ্যে উদ্দিষ্ট কার্য্য সমাধা হইবে না এবং এই সমস্ত সময় খরসা পূর্বোক্তাধিত ক্ষত বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। যে স্থলে রাজস্ব সংক্রান্ত বা সরাসরী বিতরণে নীলাম খরিসদার নিজের অবগতির জন্য জমাবন্দীর কাগজ পাঠান, স্বত্বের লিপি শুদ্ধ যদি সেই স্থলের জন্য প্রস্তুত হয়; যেস্থলে রায়তেরা ধর্ম্মঘট করিয়া খাজানা দিতে অস্বীকার করে এবং যে স্থলে রায়তদের কর্তৃক অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা, যদি কেবল সেই সকল স্থলের জন্য খাজানার বন্দোবস্ত হয়; যেস্থলে জমিদারেরা নিজে আবেদন করে যদি কেবল সেই স্থলের জন্যই জমিদারের নিজ জমীর রেজিস্ট্রী করা হয়; সেই সকল স্থলে পক্ষগণের দরখাস্তমত উহা লম্বা ও যুক্তিযুক্ত হইবে। কিন্তু গবর্ণমেন্টের হস্তে জমীদার বিবেচনার ভার দিয়া এই সকল অধ্যায়ের লক্ষ্য বিষয় বেরূপ বিস্তৃত করা হইয়াছে, তাহার দেরশ কোন আবশ্যকতাই নাই এবং ইহা দ্বারা এত অনিষ্ট সংঘটিত হইবে যে উহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের শান্তি, সুখ, ও প্রকৃত স্বার্থের বিলক্ষণ ক্ষতি হইবে। হারের তালিকা সম্বন্ধে এই বলা যাতে পারে যে, এবিষয়ে যে অনুসন্ধান করা গিয়াছে তাহাতে স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে যে দেশের অধিকাংশ স্থলেই উহা নির্ণয় করা অসম্ভব। ঐতিহাসিক, ব্যক্তিগত, অর্থশাস্ত্রমত ও সামাজিক কারণ বশতঃ একই গ্রামের মধ্যে এত বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকার হার প্রচলিত আছে, কোন কোন গ্রামে শত শত প্রকার হার আছে, যে নমুনার হার বা এক সমান হার বা পূর্বে বাহ্যিক পরগণা হার বলিত কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের জন্যে তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। প্রজা ও ভূমালিকারী কাহারই একাধা দ্বারা কিছুমাত্র উপকার প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিশেষ ভূখণ্ডের জন্য হারের তালিকা প্রস্তুত করার ও ভূমালিকারী এবং প্রজার উপর দিয়া তাহার পরচ উঠাইয়া লইবার ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে ভূমালিকারী ও প্রজা কোনরূপ আবেদন না করিলেও স্বত্বের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় বিধান সকল বলবৎ করিবার খরচ ভূমালিকারী ও প্রজার ঘাড়ে চাপান হইবে। যে কাৰ্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিলে ভূমিবিষয়ক শ্রেণীর উপকার অপেক্ষা অপকার হইবার অধিক সম্ভাবনা, এইরূপে তাহার জন্য ভূমির উপর নতুন কর বসান হইবে।

খামার নামে অভিহিত ভূমালিকারীর নিজ জমীলিপি বন্ধ করণ সম্বন্ধে খামার বক্তব্য এই যে উহার যে লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনে নির্দিষ্ট লক্ষণের সম্পূর্ণ বিরোধী, এবং উহা দ্বারা সমস্ত পতিত ভূমি লক্ষণবহির্ভূত করা হইয়াছে। ১৩৮ খারার বলে,

১৩৮ খারা। (১) রাজস্ব কর্ম্মচারী নিম্নলিখিত জমী ভূমালিকার নিজ জমী বলিয়া লিপি বন্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজঘোত বা কানাত বলিয়া ভূমালী নিজে আপন সরঞ্জাম দ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুর দ্বারা এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্বে ক্রমাগত বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয়, সেই জমী; এবং

(খ) যে আবাদী জমী প্রাচ্যাত্মকরূপে ভূমালীর খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজঘোত বা কানাত জমী বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূমালীর নিজ জমী বলিয়া লিপি বন্ধ করা উচিত কিনা, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্ম্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পূর্বে ভূমালীর নিজ জমী বলিয়া বিশেষ করিয়া ঐ জমী জমা দেওয়া হইয়াছিল কিনা, এই কথায় প্রতিদৃষ্টি রাখিবেন কিন্তু যাবৎ বিপরীত দর্শন না যায়, তাবৎ উক্ত জমী ভূমালীর নিজ জমী নহে, এই রূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূমালীর নিজ জমী কিনা, এবিষয়ে দেওয়ানী আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, রাজস্ব কর্ম্মচারীদের কার্য্য পদ্ধতি প্রদর্শনার্থ এই ধারায় যে বিধি নির্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

১৭২০ সালের ৮ আইনের ৩৭ ধারায় খামার ভূমির নিম্নলিখিত বিবরণ আছে।—

১৭২০ সালের ৮ আইনের ৩৭ ধারা। আনিবেক যে সুবে বেহারের মধ্যে বালিকানা জমী এবং সুবে বাঙ্গালা ও যোদনাপুরের জমিদার ও তালুকদার ও অন্য ভূমালিকারীদের নিজের নামবার ও খামার ও নিজ ঘোত ও গররহ ভূমি উপরের লিখিত [সাধারণ রাজস্ব হইতে লাভেরাজ ভূমির বহিকরণ] দাড়া সকলের বাহির আছে, ইত্যাদি।

আইনের ভাবার সহিত পাণ্ডুলিপি তাহা তুলনা করিয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে পুরাতন আইনানুসারে জমীদারের খামার জমীতে ক্রমাগত বার বৎসর খরসা চাষ করার শর্ত্ত নির্দিষ্ট ছিল না। পতিত ভূমিসম্বন্ধে একথা সকলেই জানে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রকল্পে খাজানা দাখ্য করার জমীদারের যে অপরিহায্য ক্ষতি হইয়াছিল তাহারই পূরণার্থ উহা জমীদারকে প্রদত্ত হইয়াছিল।

কোঁক।

খাজানা আদায়ের সম্বন্ধে কোঁকর আইনের সহায়তা অপ্রাপ্ত প্রয়োজনীয় ও কার্য্যকর বলিয়া সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস। আমি জানি যেহাতে ইহার সাধারণতঃ অধিক পরিমাণে গৃহীত হয়। বর্ত্তমান কোঁক আইনের সার এই যে ইহা দ্বারা শীঘ্র ও অব্যর্থপ্রণালী হয়, কিন্তু ভূমালিকারীর শিরে সমস্ত দায়িত্ব লিপ্ত থাকে; ক্ষমতার অপব্যবহার করিলে তাহাকে বিলক্ষণ দণ্ড ভোগ করিতে হয়। পাণ্ডুলিপি অনুসারে কোঁক আদালতের

চারা করিতে হইবে, তাঁহার প্রতিপদে শাস্তি প্রদানের নিষেধাত্মক নিয়ম আছে, আদালতের হুকুম জারী হইবার সময় হইতে বাট হইতে শস্য অন্যত্র নীত হইয়া গিয়াছে। ইহার কার্য প্রণালী এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে উহা চারা আর শস্য প্রভৃতির পাওনা অসম্ভব। সত্বর প্রভীকারই ক্রোচ আইনের বর্ষ চওয়া উচিত। আবার ক্রোচ করিতে গেলে জুয়াধিকারীর এম বার করিতে ও এত বিরুদ্ধ হইতে হইবে যে তিনি অগত্যা এই উপায় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। আমার এইরূপ বোধ হইতেছে যে এই পাণ্ডুলিপিতে যেদণ ক্রোচী আইনের বিধান হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর হইয়া থাকিবে; এবং তাহাতে এক্ষণে শস্য খাজানা আদায় করিবার বিষয়ে জমীদারের যে একমাত্র সুবিধা আছে, তাহা তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে।

আদালতের কার্য প্রণালী।

গবর্ণমেন্টে যে খাজানা আদায়ের প্রণালীর সরলতাগাদন করিবেন বলিয়া পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আমার বারং বলিবার প্রয়োজন নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় অবধি আজি পর্যন্ত এবিষয়ে আপনাদের কর্তব্য গবর্ণমেন্টে স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। আর উপস্থিত পাণ্ডুলিপির প্রথম নুতন হইতে খাজানা আদায় প্রণালীর সরলতাগাদন ইহার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। এবিষয়ে বাদামুবাণের সময় কমিটিও ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে এই সকল বাদামুবাণের কল কার্যতঃ আমানিগকে নিরাশ করিয়াছে। আমি এবিষয়ে ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম।

(১) পত্তনী কার্য প্রণালী (২) গবর্ণমেন্টে ও রাশারুপাদিত মহালে এক্ষণে যে কার্য প্রণালী চলে তাল ও

(৩) বর্তমান কার্য প্রণালীর পরিবর্তন। আমি নিম্নে তৃতীয় উপায়ের বিস্তারিত বিবরণ দিতেছি।—

বাকী খাজানার জন্য মোকদ্দমা কছু করিতে হইলে জমীদার বা খাজানাগ্রহীতা অংশীদারী বাকীর কাগজ, দাখিলার মুড়ি প্রভৃতি আবশ্যিক কাগজ দাখিল করিয়া এবং আবশ্যকরত প্রমাণ দিয়া আপাততঃ মোকদ্দমা খাড়া করিবেন।

তাঁহার পর আদালত সমন বাহির করিবেন। সমন জারী হইলে জারী হয় নাই বলিয়া সদরাতর যে আপত্তি হইয়া থাকে, তাহা দূর করিবার জন্য আমি নিম্নলিখিত বর্ণের একটি বিধান ক তে পরামর্শ দিই—

“সাধারণতঃ সমন যে ব্যক্তির নামে হয় নিজ তাঁহাকে দিয়া অথবা রেজিষ্টারী চিঠি দ্বারা পাঠাইয়া জারী করা হইবে। যদি কোন কারণ বশতঃ নিম্ন প্রতিবাদীর উপর সমন জারী হইতে না পারে, তাহা হইলে যে গ্রামে ঐ ভূমি অবস্থিত সেই গ্রামে উক্ত ব্যক্তির নবতঃ বাসস্থানে অথবা তাহার পাঁচ মাইলের মধ্যে উহা লটকাইয়া দিতে হইবে। ঐ ভূমির মালকাজীতে, অথবা যে ভূমির জন্য বাকী খাজানা পাওনা, তথায় অথবা তহুগরিহিত জন্য কোন সদর জরিগার অথবা গ্রামের চৌকি বা চৌপালে, অথবা যে গ্রামে ঐ ভূমি অবস্থিত তাহার অন্য কোন সুকাজপ্রস্থান লটকাইয়া দিয়া নোটিস জারী করা যাইতে পারে। যেখানে এমন হয় গ্রামের চৌকিদার, গ্রামের মওল, বা হয় গ্রামের দুইজন সম্ভ্রান্ত অধিবাসী, বা হয় গ্রাম সব-রেজিষ্ট্রারের নিকট হইতে জারী হবার সাক্ষ্য লইতে হইবে।”

অপব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য প্রত্যেক স্থলেই উপরি উক্ত কার্য প্রণালীর অন্ততঃ দুইটি অবলম্বন করিতে হইবে। এক্ষণে সতর্কতার সহিত কার্য করিলে সমন জারী হয় নাই, এ আপত্তি যে মোকদ্দমার এক তরফা বিচার হইয়া গিয়াছে, তাহার পুনর্বিচার বা পুনরাবদোলনের বৃত্তিযুক্ত কারণ বলিয়া আদালতে গ্রাহ্য হইবে না।

সমনে, এক্ষণে এক নোটিস থাকিবে যে যদি জারীর তারিখ হইতে এক সপ্তাহ মধ্যে প্রতিবাদী হাজির না হয়, তাহা হইলে দাবীর টাকার জন্য আদালত ডিক্রী দিবেন এবং তৎক্ষণাৎ জারীর তহুম দিবেন। আদালত প্রতিবাদী যে তারিখে হাজির হয়, তাহার আট দিনের মধ্যে উহার এজাহার লইবেন এবং বাদীকে নিক্কিট দিনের নোটিস দিবেন। প্রতিবাদীকে তাহার উত্তর সমর্থনের জন্য যে দিবসে তাহার এজাহার হইবে সেই দিবসে তাহার সমস্ত দলীলপত্রাদি দাখিল করিতে এবং সাক্ষী আনিতে বলিয়া দেওয়া হইবে। যদি মোকদ্দমার অবস্থা এমন হয় যে উহা তৎক্ষণাৎ নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে, আদালত তাহাই করিবেন; অথবা যদি মোকদ্দমার প্রতিবাদ হয়, তাহা হইলে উত্তর পক্ষের সমক্ষে সেই দিনই ইস্যু ধার্য করিবেন; এবং মোকদ্দমার শুণনি ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য আর এক দিন ধার্য করিয়া দিবেন। ঐ দিন প্রতিবাদীর এজাহারের দিন হইতে এক পক্ষের অতিরিক্ত না হয়।

জারীর সম্বন্ধে কথা এই যে যদি বাকীদার, ডালুকদার বা দখলীযত্ববিধি রাইত হয়, তাহা হইলে ডিক্রী জারীক্রেমে তাহার ডালুক বা যোত বিক্রয় হইবে। যদি সে দখলত্ব না রাইত হয়, তাহা হইলে তাহাকে যোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে।

ডিক্রীর টাকা আমানত করিয়া না দিলে আপীল গ্রাহ্য হইবে না। খাজানাগ্রহীতা রীতিমত প্রতিজ্ঞা বা বিদ্যমানতার টাকা বাহির করিয়া লইবার অসুবিধা প্রাপ্ত হইবেন।

কমিটিতে আমার অনেক মহানারী সত্বোধীর আমার পরামর্শমত উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করে বসিবার বোধ হইল, কিন্তু আমার এমন দুর্ভাগ্য, যে অধিকাংশ সভা আমার বত প্রেরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলেন—

আমাদিগকে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে খাজানাসংক্রান্ত মোকদ্দমার কার্যপদ্ধতি অস্পষ্ট ও সরলতর নীতিমালা অভিজ্ঞতায় যে নানাপ্রকার প্রস্তাব করা গিয়াছে তাহা বিশেষ চিন্তাশীলতা সহকারে বিবেচনা করিয়া আমরা উক্ত উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে যাহাতে সুবিচারের বাধা না থাকে তাহা স্থাপন করিব না এমন কোন উৎকৃষ্ট উপায়ই উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ আমার সমন জারীকরণকার্য ও এই কার্যের প্রমাণ সহজতর করিতে উৎসুক হইলেও সমনজারী হইয়াছে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইলে অনুপস্থিত প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে আইনযুক্তি কোন অনুমান করিতে দিতে অনিচ্ছুক।

বাহাই হউক, কমিটি নিম্নলিখিত নূতন বিধান প্রবর্তিত করিয়াছেন।—

পরন্তু খাজানাসংক্রান্ত মোকদ্দমার ভূম্যধিকারীর স্বত্বযুক্তি কোন কথায় উপস্থাপিত হইয়া যে জটিলতা ও বিলম্ব ঘটে তাহা মতদূর সাধা পরিহার করণার্থে আমরা ১৯৪ ধারায় একটি গুরুতর পরিবর্তন করিয়াছি। এই ধারার আদেশ এই যে যদি প্রজা স্বীকার করে যে খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে কিন্তু এই উত্তর দেয় যে এই খাজানা বাদীর নিকট নহে, অন্য কোন ব্যক্তির নিকট দিতে হইবে, তাহা হইলে সে এই খাজানা আদালতে দিবে। স্বত্বযুক্তি যে কথায় লইয়া দিবে তাহা খাজানার মোকদ্দমা হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথকভাবে উপস্থাপন করিতে বাধ্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব আমরা এই বিধান করিয়াছি যে প্রকৃষ্টে টাকা দেওয়া গেলে আদালত এই টাকা দিবার নোটিস এই তৃতীয় ব্যক্তির উপর জারী করাইবেন; এই তৃতীয় ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে বাদীর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র মোকদ্দমা উপস্থাপিত করিয়া এই টাকা প্রদান নিষেধ করণার্থে আদালত পাইলে বাদীর প্রার্থনামতে এই টাকা তাঁহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

এ ক্ষেত্রে অনেক মতে যে রায়ত আপন ভূম্যধিকারীর স্বত্ব অস্বীকার করে আদালতে তাহার কথা প্রমাণ হইলে, সে রায়তের স্বত্ব বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে, এইটি প্রকাশ করিলে প্রতিকারের পথ আরও অধিক পরিমাণে পরিহার হইল, আমি ইহা কমিটিকে দেখাইয়া দিয়াছিলাম। কমিটি যে পরিবর্তন প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে চক্রের মধ্যে চক্রে, বাকী খাজানার মোকদ্দমার বা স্বত্বের মোকদ্দমা, বর্জিত হইবে না; খাজানা আদার সহজ হওয়া দূরে থাকুক উহার বিশৃঙ্খল বিলম্ব পড়িয়া যাইবে।

বিচারের সাধারণতঃ যে কার্যপ্রণালী নির্দিষ্ট আছে, খাজানার মোকদ্দমায় ব্যবহার করিবার সময়, আবশ্যক হইলে সে প্রণালীর পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা কমিটি হাই কোর্টকে দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আমার ধারণা হয় এরূপ করাও যাহা, এবিষয়ের মীমাংসার ভার পরিহার করাও তাহাই। যে ব্যবস্থাপক সভা কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন বিধিভঙ্গ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই সেই ব্যবস্থাপক সভা খাজানার মোকদ্দমার বিচারের শীঘ্র সম্পাদনের জন্য উহার পরিবর্তন করিতে সক্ষম।

আমার ভরসা আছে যখন আগামী নবেম্বরে কমিটির অধিবেশন হইবে, তখন সভ্যরা খাজানা আদায়ের বর্তমান কার্যপ্রণালীকে সরল ও অধিক পরিমাণে কার্যকর করিবার কোন না কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইবেন। ইহা এই থাকাই ভূম্যধিকারীদিগের বিশেষ কষ্টের কারণ এবং ইহা না থাকিতেই রাজস্ব ও সেস সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের দাবির টাকা দিতে অনেক সময়ে তাঁহারা বিলম্ব ক্ষতিগ্রস্ত হন। যদি খাজানার আইন সম্বন্ধে কোনবিধয়ে সকলের মত এক হয়, তবে সে এই বিষয়, এবং যখন সমস্ত আইন উলট পালট হইয়া যাইতেছে তখনও যদি ভূম্যধিকারীদিগকে তাঁহাদের মতার্থ পাওনা আদায়ের বিশেষ সাহায্য না করা হয়, তাহা হইলে বিলম্ব নিশ্চয় হইবে।

চুক্তির স্বাধীনতা।

পাণ্ডুলিপি অনুসারে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা কাগজে রহিত করা হইয়াছে। যে সকল বিষয় চুক্তির বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কমিটি তাহা এইরূপে নির্দেশ করিয়াছেন।—

- (ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রায়তের স্বত্ব লাভ (২৪, ২৫ ও ২৬ ধারা)
- (খ) ৩১ ধারার নির্দিষ্ট দখলী স্বত্বের অনুসরণ।
- (গ) ৫১ ধারায় দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রায়তের খাজানা কমাইবার দাওয়া করিবার স্বত্ব।
- (ঘ) ৫৩ ধারায় দখলী খাজানা পরিবর্তনের দাওয়া করিতে ভূম্যধিকারীর বা প্রজার স্বত্ব।
- (ঙ) নির্দিষ্ট হেতু তির দখলী স্বত্বশূন্য রায়তকে ও কোর্টার রায়তকে উদ্ভেদ করণ বিষয়ে আইনমতে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ৬০ ও ৬৩ ধারা)
- (চ) গোতের ভূমি কমিটি যাহাতে প্রজার খাজানা কমাইবার স্বত্ব (৬৬ ধারা)।
- (ছ) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার ও তজ্জন্য ক্ষতি পূরণের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০ ও ৯১ ধারা)।
- (জ) ভিক্রীকারী ক্রমে না হইলে, উদ্ভেদ বিষয়ে সমুদয় প্রজাকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

পাণ্ডুলিপি উপস্থাপনের সময় আমি যে সমস্ত প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহাতে আমি এই অবনতির প্রস্তাবের বিলম্ব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম, চিরস্থায়ি বন্দোবস্তের আইন সমূহে যে কেবল চুক্তির স্বাধীনতা স্বীকার করা হইয়াছে এরূপ নহে, প্রকাশ্যভাবে উহার উল্লেখ দেওয়া হইয়াছে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেও ঠিক তাহা করা হইয়াছে। আমি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না যে, যে রায়ত আপনার বাড়ী, ঘর, ক্ষেত্র

খোদা বিক্রয় বা বন্ধন দিবার সময়, তাহার ক্ষেত্র উপর বিক্রয় করিবার সময়, মজুর নিয়োগ করিবার সময় এবং জীবনের প্রতিদিন প্রয়োজনীয় সহস্র অন্য কার্য্য করিবার সময় স্বাধীন বলিয়া গণ্য হয়, কেবল আপন ভূম্যধিকারীর সহিত চুক্তি করিবার সময় তাকাকে কোন অসমর্থ বলিয়া মনে করিতে হইবে। আমি বিশেষ করিয়া এই বিষয় পুনর্বার বিবেচনা করিতে বলি।

দেওয়ানী আদালত ও রাজস্ব কর্মচারী।

এই পাণ্ডুলিপি অনুসারে দেওয়ানী আদালত ও রাজস্ব কর্মচারী এই উভয়ের মধ্যে বিচারাধিপত্য বিভাগ হইয়াছে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অনুগোচর, রাজস্ব কর্মচারীর উপর যে বিস্তৃত ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় স্পষ্টই এই যে তারতবর্ষের উত্তরাংশে যেকোন সব একসময় করিবার প্রণালী চলিতেছে, এবং বাহাদুরী প্রকল্পে মূলধার কার্য্য আর বন্ধ হইয়াছে এবং পরিশ্রমের প্রদর্শন শুকাইয়া আসিয়াছে, বাজার ও ভূমিসম্পদের সেই প্রণালী প্রবর্তিত করা হইল, আমারই এই বোধ। কিন্তু আমি ভ্রমণ করি যে আমার বোধ ভ্রান্ত্যক বলিয়া প্রমাণ হইবে। শসো দেয় খাজানা মুদ্রারূপে পরিবর্তনই হউক, স্বত্বের লিপি অথবা খাজানার বন্দোবস্তই হউক, হারের তালিকা প্রস্তুত বিষয়েই হউক, ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির তত্ত্বাবধানেই হউক, কৃষ্টিমত মাণের কাটি নির্দেশ করণেই হউক, মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করণেই হউক, অথবা অন্য কোন বিষয়েই হউক, আমি যে বিষয়ই দেখিতে যাই দেখি যে রাজস্ব কর্মচারীকেই স্থিরবিন্দু করা হইয়াছে, পাণ্ডুলিপিগণ অট্টালিকার অধিকাংশ সেই স্থিরবিন্দু উপর নির্ভর করিতেছে। যদি রাজস্ব কর্মচারীকে কার্য্য-নির্বাহক অথবা শাসনকার্য্য সম্বন্ধীয় কার্য্যকারক করা হইত, তাহা হইলে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু তাহাকে বিচারের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, এ বিষয়ে নিশ্চয় আপত্তি আছে। যে প্রণালীতে বিচারসম্বন্ধীয় কার্য্যকারককে শাসনকার্য্যনির্বাহক গবর্ণমেন্টের ইচ্ছামতে চলিতে হয়, সে প্রণালীতে সুবিচারের বড় ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, এত আর কিছুতেই নয়। এই বিষয়ে ১৭৯৩ খৃঃ অব্দের দ্বিতীয় আইনের হেতুবাদে লর্ড কর্ণওয়ালিস যে উদার ও সমীচীনমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

“যে ভূমিরাজস্বের ও তাহার উত্তরের বিষয় সরকারের সহিত ভূম্যধিকারিদ্বিগের যেবাণীমুদ্রা এবং বাণ্ডীভূম্যধিকারী ও তাহাদিগের প্রজাবর্গের সঙ্গে যে সকল দাওয়াও বিরোধের মোকদ্দমা আদালতের মাল আদালতে উপস্থিত হইত তাহা ও তাহার বিচারের তার যাহা কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি আছে তদনুসারে তাহারাজস্বের সঙ্গে মাল আদালতে বসিয়া যে সকল মোকদ্দমার বিচার করেন ও তাহাদিগের কৃত নিষ্পত্তি সমস্ত মোকদ্দমার আপীল বোর্ড রেবিনিউতে ও তথা হইতে জিযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হজুরে মালের কোম্পেন্সে হয় এই দুই ভার অর্থাৎ আদালত ও তহসীল কালেক্টর সাহেবদিগের জিমা থাকিলে মাল আদালতের পেরেস্তার দীপ্তি-বাহন এই সকল কারণ দৃষ্টে এই ক্ষণে ভূম্যধিকারিদ্বিগের সম্পর্কে সরকারের দত্ত যে সকল হুকুম অর্থাৎ যে সকল বস্তুতে স্বত্ব আছে তাহা স্থিরতার বিষয়ে নিতান্তই যত্নের রাখিবেন না করণ এই যে মাল আদালতে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমা কখন বিকল্পমতে ও কখন যথার্থ ক্রমে ও কখন উদ্ভয়ের অত্রক্ষেপে এতদভাবে বাণ্ডীভূত নিষ্পত্তি হইত এবং কালেক্টর সাহেবদিগের তহসীলের কার্য্যের নিরবকাশেও মাল আদালতের উপস্থিত অনেক মোকদ্দমাই যথার্থ থাকিত। আর ইহাও সুন্দর জানা আছে যে কখন কালেক্টর সাহেবের দিগ হইতে ভূমির রাজস্ব দাওয়া ও তহসীলের মোকদ্দমার আইনের অন্যথায় ভুল হইলে অন্যায় প্রস্তাবের আশা ভরসা স্থান ছিল না যে বিপক্ষ হইতে যে পীড়া পাইয়া থাকে ও কালেক্টর সাহেব মাল আদালতে বসিয়া যে ছুফ মেন তাহাতে যে অন্যায় প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহার সংশোধন সেই কালেক্টর সাহেবের কৃত বিচারে দেওয়ানী আদালত হইতে হয়। আর তদনুসারে কালেক্টর সাহেবের দিগ হইতে তহসীলের কার্য্যের বাহুল্য অন্য ভূম্যধিকারীদিগের সহিত তাহাদিগের তাবের প্রজা বর্গের বিবাদেও যথার্থ বিচার হইতে পারিত না অতএব চাঁসের আধিকার্য্য উচিত যে উপরের লিখিত সমস্ত উদ্যোগ ছাড়া ভূমির অধিকারী ও তহসীলদার সকল স্বত্বের টেহগা কারণ উদ্যোগান্তর করা যায়। দেশাধিপতির কর্তব্য এই যে ভূম্যধিকারীদিগের সম্বন্ধে যে সকল স্বত্ব ও উপায় রাখিয়াছেন তাহা অন্যথা করণের শক্তি ভাগ করেন এবং মালতের সমস্ত কার্য্যের কর্তৃত্বের কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি না থাকে এবং যে কালে সরকারের পাওনা মালদারীর আপত্তি উপস্থিত হয় তাহা যে সকল আদালতের অঙ্গ সাহেবদিগের যে একত্রে আদালতের শাসন সমর্পণ হয় সে সকল আদালতে জিযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর কোম্পেন্সের হজুরের আইনের সঙ্গে উপস্থিত করিবার বোধ্য হইলে কাহার যে তাহাতে কোনক্রমে অঙ্গ সাহেবদিগের স্বত্বাবহের বিষয় না থাকে বরং সরকারের সহিত ভূম্যধিকারীদিগের ও ভূম্যধিকারী প্রভৃতির সঙ্গে তাহাদিগের তাবের প্রজাবর্গাদির বিরোধের বিচার ও নিষ্পত্তি যথার্থক্রমে ও বিমল শক্তিতে করিতে সলোনিবেশ রাখেন এবং ইহাও কর্তব্য যে কালেক্টর সাহেবের আপীলদিগের অর্পিত যাবৎ কর্মের বিচার ও নিষ্পত্তির বিষয়ে যে শক্তি রাখেন তাহা না করিতে পারেন ও করিলে তাহার অপর আদালতে দেন এবং সরকারের প্রকৃত প্রাপ্তব্য ছাড়া তাহার স্থানে কিছু অতিরিক্ত চাহিলে কিম্বা এই হজুরের আইন অতিক্রম করিয়া তাহা লইতে লাগিলে আদালত দ্বারা উপস্থিত হইবার যোগ্য হন। এমত হইলে যে শক্তিক্রমে ভূম্যধিকারীদিগের স্বত্বের অন্যথা কিম্বা ভূমির মর্যাদার হানি হইতে পারে তাহা না হইতে পারি। অন্য সমস্ত বস্তু হইতে ভূমির অধিকারী ও কৃষকের হস্তবাক এবং যে চাঁসের অধিকারী সকলের কল্যাণ ও দেশের সৌন্দর্য্য অতিশয় হয় তদ্বিষয়ে সকল সাবধানী অব ও চেষ্টা ব্যাখ্যাত করিবেন।”

১৭৯৩ সালে গবর্ণমেন্ট যে সকল উদ্যোগের প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ১৮৮৭ সালে যখনও অধিক পাঠে পড়ানো হইল।

তদনুসারে এই পাঠ্যপুস্তকে পড়ানো আইনের সন্নিবেশ সম্বন্ধে আপত্তি করেন। এক্ষণে করিবার যে কারণ নাই তাহা নহে। উদ্দেশ্যের মত এই যে গভর্ণমেন্ট বঙ্গের ধর্ম্মের এই আইনের প্রত্যেক কথা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এক প্রকার অর্থ লাভ করিয়াছে ও সেই অর্থই চলিয়া আসিতেছে; অমদার, পঞ্চমদার, আদালত ও আমলা সকলেই উচ্চ বৈশিষ্ট্য; উদ্যোগ ভাষায় আধুনিকত্ব সম্পাদন করিতে গেলে বাইট বঙ্গের অতিরিক্ত কালের স্মৃতি ও পরম্পরাগত কথা লোপ হইবে, অতএব তাহা না দিলে ভাল, এই নীতিমালায় পড়ানো আইনের ব্যাখ্যা ও ব্যাখ্যা সেভাবে আছে সেইভাবে থাকিতে দেওয়াই সর্বতোভাবে উচিত। আরও এই বক্তব্য অনুমোদন করি এবং আশা করি যে পড়ানো অধ্যায় এই পাঠ্যপুস্তকের বাইরে পরিচালিত হইয়া দেওয়া হয়।

যে সকল পুস্তক ধারিয়া এই পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে উপর আশা প্রকাশ প্রকাশ আপত্তিকূলক জামিনা ডাডা ডাডা লিখিয়া ফেলিয়া। বিশেষবিদ্যের সম্বন্ধে আপত্তি করিবার সময় আসিয়া নাই। আগামী সময়ে যখন কতিপয় অধিবৈদ্যক হবে, তখন আরও এই সকল আপত্তি উত্থাপিত করিব বাসনা রহিল।

১৮৮৬ সাল ১৪ মার্চ।

কৃষ্ণচন্দ্র গাল।

প্রত্যাহিত প্রজাপ্রভৃতির পাণ্ডুলিপির কতকগুলি বিধানের উপর সিলেট কমিটির অধিকাংশ সভ্যের সিদ্ধান্ত হইতে ভিন্ন মতের মন্তব্যাদি।

১। সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৪র্থ অধ্যায়ে বিধান আছে যে, যে রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে সে,

(ক) কোন ভাঙ্গুদার যে সে বিধানের নিয়মাদীন থাকেন, যোতের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার ইত্যাদি সম্বন্ধে সেই সেই বিধানের নিয়মাদীন থাকবে, এবং

(খ) তাহার সন্তান তদীয় ভূস্বামিকারীর লিখিত যে চুক্তি থাকে সেই চুক্তির শর্তক্রমে এত যে নিয়ম লক্ষ করিলে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে সেই নিয়ম লক্ষ করিলেই উচ্ছেদের দাবী হইবে।

যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করিতেছে বলিয়া দাবী করে তাহাকে তাহার যোত সম্বন্ধে সাধারণ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত অপেক্ষা অনেক সুবিধাজনক অবস্থায় স্থাপিত করা হইয়াছে, যেহেতু

(ক) উক্ত রায়ত যদি তদীয় ব্যক্তিকে নিজ যোত হস্তান্তর করে, তাহা হইলে ভূস্বামিকারী অগ্রেকের করিতে অসমর্থ হইবেন ;

(খ) যদি সে নিজ জমী এরূপে ব্যবহার করে যে উণ্ড প্রজাপ্রভৃতির কাঁধের সম্পূর্ণরূপে অশুপযোগী হয় তাহা হইলেও দখল হইতে উচ্ছেদের দাবী হইবে না।

কমিটির অধিকাংশ সভ্যের মত এই যে, যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের খাজানা অবধারিত, তাহার অনুযায়ী সাধারণ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের অনুযায়ী হইতে অন্তর্ভুক্ত হইবে। এবিসয়ে আমার মত অনুরূপ।

যদি একস্থলে ভূস্বামিকারীকে অগ্রেকের স্বত্ব দেওয়া হয়, তাহা হইলে অপর স্থলেও তাহার স্বত্ব দেওয়া উচিত; যদি একস্থলে ভূমিকে প্রকার কাঁধের অশুপযোগী করার রায়তের উচ্ছেদের ব্যবস্থা হয় অপরস্থলেও সে উচ্ছেদের দাবী হইবে।

একস্থলে এরূপ হইবার অনুকূলে যত তর্ক উপস্থাপিত করা যায়, অন্য স্থলেও তাহা সমানরূপে খাটবে।

আমার বোধ হইতেছে অগ্রেকের স্বত্ব সহস্রাব্দীয় আইনের লিখা। বেহারের চিহ্নরা পূর্বে ক্রয়র স্বত্বের দাবী করিলে, উক্তার ব্যবস্থা দেশান্তরিত হইয়া থাকে।

আমার নোংরা যে কোন ব্যক্তি ভূস্বামিকারীর অনিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে দখলীস্বত্ব খরিদ করিতে পারে, তাহার মত হইতে ভূস্বামিকারীকে আশ্রয়কার উপায় করা দিবার অভিপ্রায়ে এই সর্বপ্রথম উৎসাহী আইন অনুসারে পূর্বে ক্রয়ের স্বত্ব এই পাণ্ডুলিপির বিধানের সংশোধিত হইল।

একস্থলে লক্ষণকীর ক্রোড়া ভূস্বামিকারীকে যেমন ভরসিক অসুবিধায় কেলিতে পারে, অপর স্থলেও সেইরূপ; কেত্র লক্ষ করা সম্বন্ধেও সেইরূপ। একস্থলে তাহার পক্ষে এই স্বত্ব বৈধ অর্থক হইবে অপর স্থলেও সেইরূপ অনর্থক হইবে।

এই সকল বিধান ৮ অধ্যায়ের সহিত যোগ হইলে কল এই হইবে, ভূস্বামিকারী উৎসাহ বাটবে।

যখনই ভূস্বামিকারী পূর্বে ক্রয়ের স্বত্ব অনুসারে কাঁধ্য করিতে ইচ্ছা করিবেন, তখনই অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব খাড়া করা হইবে।

যখনই কোন রায়ত অবধারিত হারের যোত বলিয়া আপন যোত হস্তান্তর করিতে থাকেন অথবা যদিও ভূস্বামিকারী পূর্বে ক্রয় করিতে ইচ্ছা না করেন, হস্তান্তরপ্রার্থী পূর্বেই পূর্বে ক্রয় করিয়া যখনই আটমের চক্ষে খুলি দিবার চেষ্টা করে, তখনই ভূস্বামিকারীকে বাসা হইয়া হস্তান্তরে আপত্তি করিতে হইবে। কারণ ভর আছে যেহেতু তিনি তৎক্ষণাত্ আপত্তি না করেন, তাহা হইলে সেহ লক্ষ্যই হস্তান্তরপ্রার্থীর অবধারিত হারে চিরদিনের জন্য ভূমি ভোগের স্বত্ব স্বীকার বলিয়া গৃহীত হইবে।

যদি কমিটি আমার সংশোধন গ্রহণ করিবার উপায় দেখিতে পাঠতেন এবং এই অধ্যায়ের কাঁধ্য বোঝরা পাঠাদীন যোতে অথবা যে সকল রায়তের স্বত্ব আদালতের ডিক্রীদ্বারা লিখিত হইয়াছে তাহাদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে যদিও ভূস্বামিকারীদের স্বত্ব সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগকে প্রদত্ত করা হইত না, তথাপি অসুখান খাড়া করিয়া আইনের চক্ষে খুলি প্রদান করিবার চেষ্টার লোককে উৎসাহ দেওয়ার যে হাঙ্গিনের কল উপায় হইবে তাহার পরিহার করা যাইতে পারিবে।

২। ৫ম অধ্যায়—কোকা বিলির নিয়ম।

কোকাবিল সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা হইলে ভাল হয়, সে বিষয়ে কমিটি অধিকাংশ সভ্যের মত হইতে সকল বিষয়ে আমার মত বিভিন্ন।

কোকাবিল বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া হইবে না কেবল এই উদ্দেশ্যে কোকাবিল সম্বন্ধে বাধ্যজনক নিয়ম বিধানের কোন আবশ্যিকতা আছে বলিয়া আমার বোধ হয় না।

আমার বিশ্বাস এই যে, যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কোকাবিল করে তাহাকে ভাঙ্গুদাররূপে পরিণত করিলে ভূস্বামিকারীদের বিশিষ্ট স্বত্বের হানি হইবে।

আমার বিশ্বাস এই যে, কতকটা মধ্যমীয়াধর্মবিশিষ্ট ব্যবসায়ের ক্ষয় করিবার জন্য বিশেষতঃ রায়তদিগের মধ্যে অতি দরিদ্র প্রণী অর্থাৎ বাবুদের রায়তদিগকে রক্ষা করিবার জন্য, এই প্রণালীকে উদ্বোধনকারীরাই আনিবার আবশ্যকতা আছে।

কোর্টা বিলির ক্ষমতা রায়তের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। বোধ হয় হস্তান্তরের ক্ষমতা অপেক্ষা ইহা তাহার পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয়।

মধ্যমীয়াধর্মবিশিষ্ট রায়ত হঠাৎ মেরার জড়াইরা গড়িলে ঠাট্টা বারী সে সেই দাবী হইতে উদ্ধার পাইতে পারে। যে সকল মজুর পরিবারের প্রতিপালনের সাহায্যার্থে অন্য কোন উপায়ে ভূমি সংগ্রহ করিতে পারে না, এই নিয়ম দ্বারা তাহারা ছুঁত অস্ত্রের কার্যে পারে।

উক্ত আটমঞ্চ ১। এতদিন কোর্টা বিলি সম্বন্ধে কোন প্রকার বাধ্যজনক নিয়ম ছিল না। আর যতই কেন বাধ্যজনক নিয়ম হউক না, কখনই কোর্টা বিলি পরিষৃত্ত হইবে না।

যতদিন পর্যন্ত, যে সকল লোকের ভূমি আছে তাহাদের অপেক্ষা দরিদ্র আর এক শ্রেণীর লোক ভূমি পাঠিবার জন্য তাঁঁ করিয়া থাকিবে, ততদিন যাহারা একপে ভূমি ভোগ করিতেছে তাহাদের অপেক্ষা তালরণ ব্যবহার কবোত লাগে এবং এক শ্রেণীর লোক থাকিবে, যতদিন ফলভোগ বন্ধ হইতে কোর্টা পাঠিবার বিস্তারিত স্পষ্টরূপে নিশ্চিত করি না সেওয়া হইবে, ততদিন কোর্টা বিলি চলিতে থাকিবে।

কোর্টা পাঠিবার দিগকে রক্ষা করিতে হইবে, এবং এখনও যখন সময় আছে এপ্রণ লীকে কোন না কোন রূপে তত্ত্বাবধানে আনিতে হইবে।

এবং যতদূর সম্ভব তাহা গবর্নমেন্টের গোচরে আনিয়া উপস্থিত হইতে পারে যে ইহার বীমাংনা পরিহার করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

৩। যে অধ্যায়—খাজানা রুজি।

সিলেটে কমিটির নিকট বিশেষভাবে জানাইয়া পাণ্ডুলিপি প্রদান হইয়াছিল, তাহার শিখান অমুসারে বর্জিত খাজানা ভূমি চত্রে মোট উৎসর প্রধান পদের মূল্যের এক পঞ্চমাংশের অধিক না হইলে পূর্বকালের উপর টাকার চরজানা পর্যন্ত বর্জিত খাজানা প্রদানের জন্য ভূমিকারী প্রকার সহিত যত ও ন্যেয়ান্ত করিয়া লগতে পারবেন।

আমি জানা যে হর প্রদত্ত হরজানা নিশ্চিত স্থানের প্রচলিত হার অপেক্ষা কম এই কারণে, প্রকার দ্বারা না হইয়া ভূমির উৎসাদিনী শক্তি বর্জিত হইয়াছে এই কারণে, চিরস্থায়ীভাবে মূল্যের রুজি করিতে এই কারণে মোকদ্দমা করিয়া ভূমিকারী খাজানা বাড়িয়া লগতে পারিতেন। কিন্তু তাহার এই নিয়ম মানিতে হইবে যে বর্জিত খাজানা উৎসর প্রধান পদের মূল্যের এক পঞ্চমাংশের অতিরিক্ত না হয় এবং কোন স্থানে পূর্বকাল খাজানার বিস্তারিত অধিক না হয়।

উক্ত পূর্বকাল খাজানা রুজি ও মোকদ্দমা করিয়া খাজানা রুজি উৎসর স্থানেই বর্জিত খাজানা মূল বৎসরের মত ঠিক থাকিবার কথা ছিল। সিলেটে কমিটির সংশোধিত পাণ্ডুলিপি অমুসারে চুক্তিবদ্ধ খাজানা-রুজি কোন স্থানেই টাকার চারি আনার অধিক হইবে না।

হু আনার কম বা দু আনা পর্যন্ত হইলে উহা সাত বৎসর পর্যন্ত ঠিক থাকিবে, দু আনার অধিক হইলে পনের বৎসর পর্যন্ত।

কোন বোতের খাজানা নিকটস্থ স্থানের প্রচলিত হার অপেক্ষা কম এই কারণবশতঃ আদালতের সাহায্যে খাজানা রুজি হইলে উহা পূর্বকাল হারের উপর লভকরা পক্ষণ টাকা পর্যন্ত রুজি হইতে পারে, এবং মূল্যের চিরস্থায়ী রুজিপত্র হইলে লভকরা পঁচিশ টাকা পর্যন্ত হইতে পারে।

যে স্থলে কোন মোকদ্দমার মোকদ্দম দেখিয়া বিচার হয়, তাহাতে রুজি হউক আর নাই হউক, হার পনের বৎসর পর্যন্ত ঠিক থাকিবে।

উক্ত স্থান পঞ্চমাংশরূপ সীমা পরিষৃত্ত হইয়াছে।

আমি স্বীকার করি আইনমত খাজানা রুজি করা বর্তমান আইনের অপেক্ষা অনেক সহজ ব্যাপার হইয়াছে, কিন্তু আমার নিমিত্তভাবে নিবেদন এই যে, সীমা নির্দেশ করা অসম্ভব সকলেই এত কথা স্বীকার করিয়া খাজানা রুজির সীমা পরিষৃত্ত করা হইয়াছে, বলিয়া সীমা সঙ্কট ও সময় রুজি করিয়া কামতীরা খাজানাংগ সত্য খাজানা রুজির উপর যে বাঁধ জনকানন স্থাপন করা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছেন, তাহার উপযুক্ত কারণ নাই।

ইহা অবশ্যই ধর্ম্মীয় লগতে হইবে যে, যে প্রকারদিগকে বোত ভোগ করিবার স্বত্ব স্বায়ীভাবে দেওয়া হইয়াছে তাহারা যখন জানে যে, ভূমিকারী আদালতে গেলেই অনেক উচ্চহারে ডিক্রী পাইতে পারেন, তখন তাহারা আদালতের বাহিরে অন্যায়সেই খাজানা রুজি দিতে স্বীকৃত হইবে।

ভূমিকারী ও প্রজা নিজে নিজে যে সকল বিষয়ে অনেকাংশে উৎসাহিত বা বাধ্য করিয়া লইতে পারে, যে প্রণালীতে সেই সকল বিষয়ের অন্য তাহাদিগকে আদালতে পাঠিয়া দেয় নানি সে রাজনীতি অনু-মোদন করি না।

ইচ্ছাপূর্বক খাজানা রুজিৎনে কেবল এই কথা বলার আবশ্যক ছিল যে চুক্তিঃ খাজানা রুজিৎ রেজিষ্টরী করা করার পরে দ্বারা কবিত্তে হইবে এবং ইচ্ছা দেখিতে হইবে যে প্রমাণ ভাঙাতে যীকৃত হইতে গিয়া স্বাধীনভাবে কাণ্ড করিয়াছে।

টাকার একটা নীমা নির্দিষ্ট করিবার আবশ্যকতা ছিল। সময়ের বিষয় চুক্তির উপর নির্ভর করিলেই হইত।

উত্তর ফলেট পঞ্চদশ বৎসর সীমানা নির্দেশ করার কুমারিকারী উপহার যত পাওয়া হয় তাহার এক কড়াক্ট অমার কবিত্ত লইতে চাড়াইবেন না। আমরা রুকা করিবার কোন পথ রাখি নাই।

এখানে কবিত্তের প্রতি সুবিচারের জন্য একথা বলা আবশ্যক যে মিঃ টক্ট হানে প্রচলিত খাজানা অপেক্ষা অল্প হারে ঘোঁত ভোগ করণ হেতু খাজানা রুজিৎ যে প্রচুর নীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা উঠাইয়া লওয়া কেবল মাত্র আমা বক্ত আভ্যায় ছিল। কিন্তু আমি এখনও বিবেচনা করি যে এবিষয় আদালতের বিবেচনার উপর কেলিয়া রাখিলেই ভাল হইত।

ক্রমে ক্রমে পাঁচ বৎসর ধরিয়া খাজানা রুজিৎ করিয়া দিবার কবিত্তা আদালতকে দেওয়া হইয়াছে। এ উত্তর বিষয়ের আদালতের হস্ত পদ বহুল না করাট উচিত ছিল।

৪। ৮-ম অধ্যায়ঃ—মখলী স্বত্বনিশ্চিৎ রায়তদিগের অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করিবার অধিকার কথা।

৬৪ ধার। (১) } চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে যে রায়তের খাজানা পরিবর্তিত হয়
 ৬৫ " (২) } নাই, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে যে খাজানা পরিবর্তিত হয়
 ৬৬ " (৩) } পারিবে এখনকার এক ময়।

দ্বিতীয়টির মর্ম এই যে, যিকোনো ময়না পাঠের গেলে যে রায়ত যাকদমা উপস্থিত করিবার পূর্ববর্তী বিশ বৎসর ধরিয়া এক খাজানার ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে, সে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে এই খাজানার ভোগ করিয়া আসিতেছে এই অনুমান হইবে।

তৃতীয়টি দ্বারা এ নিয়ম সুস্পষ্টরূপে পরিণত খাজানাভোগ খাটবে।

এই পাঠুলিগির উপর অন্যান্য কাগজের সহিত আমি যে মতব্য দাখিল করিয়াছিলাম, তাহাতে আমি এই সকল ধারার বিধান পাঠুলিগিরে তৎকালে যেরূপ ছিল তাহা বড়ই আমার ভিন্নমত লিখিয়া রাখিয়া ছিলাম এক্ষণে যেসকল পরিবর্তন হইয়াছে তাহা পাঠের পরিবর্তনমাত্র, সারতঃ কিছুই নহে।

কমিটিতে এই বিষয় বারানতবারের সময় ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে এষ্ট সকল কথা কোন গুণীত হইয়াছিল তৎসমর্থনার্থ একটুও ব্যক্তি বা চেষ্ঠা করা হয় নাই; উহা দ্বারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তের অভিক্রম করা হইয়াছে, এ উক্তির প্রত্যুত্তর দেওয়া হয় নাই। এবং এমন কোন কথাও বলা হয় নাই তাহাতে আমি আমার মন্তব্য যে যত প্রকাশ করিয়াছি তাহা পরিবর্তন করিতে প্রস্তুত হই।

উপস্থিত পাঠুলিগিরে উহা রাখিবার ওজর এই যে উহা বর্তমান আইন, বর্তমান আইন পরিবর্তনার্থ কমিটিকে প্রস্তুত করিতে পারে এমন কোন যুক্তিপূর্ণ পত্র প্রদর্শিত হয় নাই এবং কখন কখন করিয়া ও কি কি শর্তে রায়তকে ভূমির মতল দেওয়া হইয়াছিল একথা প্রমাণ করা ভূমিকার পক্ষে যত কঠিন রায়তের পক্ষে অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রমাণ করা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে কঠিন।

আমরা মেনাথারালিলাম যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও তাহার আনুযায়িক আইনাবলীর কখনই এমন অভিপ্রায় ছিল না যে মোকদমীদার ও ইন্সপেক্টরদের ভিন্ন অন্য কোন রায়ত অবধারিত ও অপরিবর্তনীয় হারে চির দিনের জন্য ভূমি ভোগ করে।

মখলীস্বত্বনিশ্চিৎ রায়তদিগের মধ্যে কোন জেনী যে বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত হয়, এই সকল আইনের কখনই এরূপ আভ্যায় ছিল না।

১৮৫৯ সালের ১০ আইন মখলীস্বত্বনিশ্চিৎ রায়তদিগের মধ্যে বিশেষ অধিকার বিশিষ্ট একটা জেনীর স্থিতি করিয়া জমিদারদিগের ভূস্বামীস্বত্বের উপর হস্তক্ষেপ করিতে এবং রায়তগণকে চিরদিনের জন্য অবধারিত খাজানার ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রমাণ করিয়া ভূস্বামীদিগকে আপন আপন মহালে বাৎসরিক রুজিৎভোগী করিয়া তুলিয়াছে।

কোন নির্দিষ্ট তারিখের পরিবর্তে মোকদমা কজু হইবার পূর্ববর্তী ১০ বৎসর হইতে অনুমান চলিবে এইরূপ প্রকাশ করার ইচ্ছা দ্বারা ক্রমাগতই মৃতদন স্বত্ব অস্বাধীন দিতেছে।

এ অধিকার অত্যন্ত অস্বাভাবিক, তাহাতে এ অধিকার অর্জন করা রায়তের স্বার্থ, এবং ইহার অর্জনে বাধা দেওয়া জমিদারের স্বার্থ, অতএব ইহা বর্তমান আইনে পাঠুলিগিরে পরিবেশিত করার, উত্তরের স্বার্থেরই বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। তাহাতে ক্রমাগতই বিবাদ বাধিতেছে।

আমি ১৮৫৯ সালের ১০ আইন (বিশেষ করা) সুবিচারসম্বন্ধে হয় নাও স্বীকার করিলেও বর্তমান আইনের কাণ্ড চলন দ্বারা যে সকল স্বত্ব ক্ষয়গাঁছে তাহা উদ্বেদ করাও অসম্ভব ও কষ্টজনক হইবে স্বীকার করি।

যে সকল রায়ত এইরূপে স্বত্ব অর্জন করিয়া তেলিয়াছে তাহাদের উপর কোনরূপ অবিচার না হয়, সেই জন্য আমি বলিয়াছিলাম যে উক্ত আইন প্রবর্তিত হইবার পূর্ববর্তী ২০ বৎসর হইতে এই অনুমানের কাণ্ড চলিবে, এক্ষণকার ন্যায় মোকদমা কজু করিবার ২০ বৎসর পূর্বে হইতে নহে। আমার বিনীত ভাবে নিবেদন এই যে, যদি কমিটি আমার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, যে সকল রায়ত অবধারিত হারে ভূমি

ভোগের স্বত্ব অর্জনকরিতা ফেলিয়াছে, তাহাদেরও স্বত্ব স্থির থাকিত এবং "ভূমিদারদিগের প্রতিও প্রথম কিস্তি সুবিচার প্রদত্ত হইত। ভবিষ্যতে ভূম্যধিকারী ও প্রজার স্বত্ব নির্দেশ করিয়া দিবার জন্য যে পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইতেছে স্বীকার করা যায় ; অতীত কালের আইন দ্বারা রায়ভের যে সকল স্বত্ব লোপ করা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে অথবা নিজের অসামর্থ্যমতঃ ও নিজের কার্য দ্বারা যে সকল স্বত্ব বাজেয়াপ্ত হইয়াছে সেই সকল স্বত্ব পুনঃ প্রদানের জন্য যে পাণ্ডুলিপি পাঠ করা হইতেছে, সেই পাণ্ডুলিপিতে অতীতকালে শিথিল ভাবে আইন করার দোষে ভূম্যধিকারী যে সকল স্বত্বে বঞ্চিত হইয়াছেন তাহাও তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা সুবিচারসঙ্গত।

অতীত কালে তিনি যাহাতে বঞ্চিত হইয়াছেন তাহা প্রত্যর্পণ করা যদি একান্ত অসম্ভব হয়, ভবিষ্যতে যাহাতে তাঁহার রক্ষা হয় তাহাও অস্বতঃ করা উচিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তমতে কেবল মাত্র মোকররীদার ও ইত্তমরারদার অবধারিত হারে ভূমি ভোগের অনুমতি পায়, দখলীস্বত্ববিধিই রায়ত তাহা পায় নাই।

১৮৫৯ সালের ১০ আইনের পূর্বে অবধারিত হারে বা খাজানায় ভূমি ভোগ করিবার স্বত্বের দাবী করিলে দশ-সাল বন্দোবস্তের বার বৎসর পূর্বে পর্য্যন্ত তাহার স্বত্ব সাবাস্ত করিতে বাধ্য হইতে হইত। অন্যথা তাহার স্বত্ব সম্পূর্ণ হইত না। অর্থাৎ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে যাহা কিছু আছে তাহার উপর উহার স্বত্ব নির্ভর করিত না, কিন্তু উক্ত বন্দোবস্তের পূর্বে অসামর্থ্যের কার্যের উপর নির্ভর করিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে ভূমিকর্ষকেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। মোকররীদার বা ভান্দুদার বাসেন্দা রায়ত, ইহাদের দীর্ঘকাল দখলজন্ম স্বত্ব অধিরা ছিল, আর পাইকন্ত রায়ত বা ইচ্ছাদীন প্রজা। ১৬ বৎসরের মধ্যে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেই সর্ব প্রথম পাইকন্ত রায়তকে দখলীস্বত্ব দিবার চেষ্টা করা হয় : অন্ততঃ তাহাদের বেলা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তে এমন কোন কথা পাওয়া যায় না যাহার উপর তাহাদের অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব স্থাপিত হইতে পারে। সুতরাং ভূম্যধিকারীকে অনুমান থওনের আজ্ঞা করা উচিত নহে। স্বত্ব প্রদানের তার রায়ভের উপর নিক্ষেপ করা কৰ্ত্তব্য।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এবং ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের পূর্বে খাজানা দেওয়া সম্বন্ধে যত রায়ভের দখলীস্বত্ব ছিল সকলের উপরই একপ্রকার ব্যবহার করা হইত অর্থাৎ সকলেই প্রচলিত হার দিবে আশা করা হইত।

১৮৫৯ সালের ১০ আইন পাঠের সম্বন্ধে যত কাগজপত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে দৃষ্টি করিয়া কিসের জন্য এই আইনে এই সকল বিধান নিদ্ধ হইয়াছিল তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

১৮৫৭ সালে যে খসড়া পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হয় তাহাতে "যে সকল বংশীয়ক্রমিক রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে তাহারাই হারে পাট্টা পাইতে স্বত্ববান হইবে" লেখা আছে। কিন্তু পরে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে যে ২০ বৎসরের অনুমানের কথা বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহার কোন উল্লেখই নাই।

যদি ১৮৫৭ সালের পাণ্ডুলিপি সংশোধিত না হইত, তাহা হইলে অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রদানের তার আজও দাবিকারি রায়ভের উপরই অর্পিত থাকিত।

উক্ত খসড়া আইনের যত সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে জীবুত স্তোজ সাহেবই রায়ভের অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় বাদানুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার মতে উক্ত স্বত্ব এই উচ্চতর ও সুগমতর যুক্তির উপর স্থাপিত যে "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জরিদারের পক্ষেই চিরস্থায়ী প্রজার পক্ষে অস্থায়ী, এরূপ একতরফা বন্দোবস্ত নহে" কিন্তু ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫১ ও ৬০ ধারার বিধান হইতেই এইরূপ অনুমান করার তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। এই সকল দ্বারা খুলিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে প্রথমতঃ ভান্দুক সম্বন্ধীয় ও দ্বিতীয়তঃ কার্য চলন হইতে বেহার মুক্ত হইয়াছিল।

আমার নিবেদন এই যে, যদি কেবল মাত্র বর্তমান আইন বলিয়াই আমরা ভূম্যধিকারীর বিক্ষেপে বর্তমান আইন রক্ষা করি, তাহা হইলে রায়ভের উপকারার্থ আমরা অনেক স্থলে বেরূপ গিরাহি দেকণ বর্তমান আইন ছাড়াইয়া যাওয়া কোলমতেই উচিত হয় নাই।

অনেক সময়ে যে বলি হয় যে অনুমান থওন করা ভূম্যধিকারীর পক্ষে যত সহজ, রায়ভের পক্ষে অসম্ভবান্ত করা তত সহজ নহে, ইহার সম্বন্ধে আমি এই মাত্র বলিতে চাই যে যে সকল লোক এই কথা বলে ভূম্যধিকারীর পক্ষে এরূপ করা যে কত শক্ত তাহার কোন ছন্দোদ্বৈ নাহ। কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক রায়ভের পক্ষে ভূম্যধিকারীর হস্তাকর প্রদান করা অতি সহজ, কিন্তু ভূম্যধিকারীর পক্ষে যে সকল নোংরা লিখিতে জানে না তাহাদের দেওয়া দলীল প্রদান করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। বড় পুরান আইন আছে সকলেই ভূম্যধিকারীর পক্ষে রায়ভের অন্তকুলে দলীল লিখিয়া দেওয়া অবশ্য কৰ্ত্তব্য বলিয়া দিয়াছে। কিন্তু কোন আইনেই ভূম্যধিকারীর অন্তকুলে দলীল লিখিয়া দেওয়া রায়ভের পক্ষে অবশ্য কৰ্ত্তব্য করিয়া দেয় নাই।

বর্তমান আইনে যেখানে বরাবর টাকার খাজানা দেওয়া হইতেছে সেই সকল স্থানের জন্যই বিধান আছে, কিন্তু উপাধিও পাণ্ডুলিপিতে আর এক পদ অধিক অগ্রসর হওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে, এই নিয়ম সুসঙ্গত পালনত খাজানায়ও বাটাইবার অভিপ্রায় হইয়াছে।

যদিও কমিটীতে আমিই একাকী এই বিষয়ে ভিন্নমত হইয়াছিলাম এবং আমার এই অবস্থা তত বাস্তবীয় হয় নাই, তথাপিও এই প্রকরণ বিধিবদ্ধ হওয়ার বিক্ষেপে প্রত্যবাদ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করি।

আমাদের বত দূর বিধিবদ্ধ করা উচিত আমরা এবিষয়ে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক দূর গিয়া পড়িয়াছি ।
এককরণ বিধিবদ্ধ করাও বাহা আর বেসকল রায়ত নলো খাজানা দিত ও এককণে টাকার খাজানা
দেয়, তাহাদিগকে তবিষাতে অবধারিত ও অপরিবর্তনীয় হারে খাজানা দিয়া ভূমিতোগের স্বত্ব দেওয়াও
ঠিক তাহাই ।

বর্তমান আইনেই ত এই সকল বিধান ভূম্যধিকারীর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে, তবিষাতে উহা
আর মঙ্গল অধিক কষ্টকর হইয়া উঠিবে ।

মখন পাট্টা কবুলিয়ত পরস্পর দেওয়া আর আবশ্যক রহিল না, তখন রায়ত থাকে তবিষাতে তাহাই হইবে ।
স্বত্বের লিপি প্রস্তুতকরণ ও হারের বন্দোবস্ত করণের অধার অমুসারে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের উপর
যে সকল কমতা অপিত হইয়াছে তাহা তবিষাতে অত্যন্ত কাঙ্ক্ষক হইবে সত্য, কিন্তু এই সকল
বিধান অপরিবর্তিত থাকিলে আদালত সকল যোকদ্দার যোকদ্দার প্রাপিত হইয়া বাইবে ও জমী
দারেরা উৎসন্ন বাইবে ।

তবিষাতে যে সকল খাজানা মুদ্রারূপে পরিণত হইবে তাহাতেই এই সকল বিধান সীমাবদ্ধ করিয়া এবং যে
তারিখ হইতে অমুখানের কাল গননা করিতে হইবে সেই তারিখ নির্দেশ করিয়া দিলেই ইহাদের
কুকলের অপ্পতা সাধন করা বাইতে পারে ।

হস্তান্তর ও অগ্রসর সংক্রান্ত এককরণের উপর এই সকল বিধানের কার্যের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে ।

৫। ৯ম অধ্যায়।—যোতের হস্তান্তর বিভাগ ।

পাণ্ডুলিপিতে বলে যে মখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত তবিষাতে হস্তান্তরযোগ্য হইবে এবং পূর্ণ যোতই হস্তান্তর
যোগ্য হইবে বলিয়া প্রকাশ করিয়া বাধ্য কার্য্যই করা হইয়াছে ।

কোন যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে অসিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে ।

এত দিন পর্য্যন্ত হস্তান্তর করণের স্বত্ব মখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের অমুসারে মধ্যে ছিল না । অসংখ্য স্থলে আদা-
লত ভূমিতোগের স্বত্ব ক্রীত হইলেও ভূম্যধিকারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে হস্তান্তরগ্রহীতাকে তাহা প্রদান
করিতে অস্বীকার করিয়াছেন । হস্তান্তরগ্রহীতার স্বত্বের অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও আমরা লেখিতে পাই, যে
এপ্রদেশের প্রতি জিলাতেই মখলীস্বত্ব ইচ্ছামত বিক্রয় হইতেছে ও আদালতের ডিক্রীমত বিক্রয়
হইতেছে ।

কোন জিলায় ইহা এরূপ অবধারিত হইয়াছে, লাইসেন্স হইলেও ইহা এত বহুল পরিমাণে চলিতেছে,
যে দেশাচার এককণে আইনকে অতিক্রম করিয়াছে ।

আইনবিরুদ্ধ হইলে ও দেশাচাররূপে প্রচলিত হইতেছে দেখিয়া গবর্ণমেন্টে ইহাকে নিষিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিতে
বাধ্য হইতেছেন ।

এককণে পূর্ণ যোতের হস্তান্তর আইনসম্মত করার প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর
ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে হইলে আইনাবিরুদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে ।

যোতের কিয়দংশ হস্তান্তর আইনসম্মত করার ফল মন্দ হইবে । ভূম্যধিকারীর পক্ষেও মন্দ হইবেই, রায়তের
পক্ষে আরও মন্দ হইবে । কিন্তু রায়তের ন্যায্য ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে অসিদ্ধ এবং তাহার নিজের
বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ প্রকাশ করিলে ক্রমে এমন একটা অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইবে যে এককণে গবর্ণমেন্টে যে
কাঙ্ক্ষাগুলোর মিন্দা করিতেছেন পরিণামে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে ও তাহা আইনসম্মত বলিয়া
প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবেন ।

ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে অসিদ্ধ ও রায়তের বিরুদ্ধে সিদ্ধ হইতে দেওয়ার রায়তের হস্তান্তর করিতে কোন বাধা
হইবে না, কেবলমাত্র যোতের বাজার দর অত্যন্ত কমিয়া বাইবে ।

রায়তের যেমন টানটানি হইবে ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে ইহা অসিদ্ধ এই কারণ বশতঃ হস্তান্তর অর্থেই নলো
তাহার যোতের একই খণ্ড বিক্রয় করিতে থাকিবে ।

রায়তের খণ্ডঃ যোত বিক্রয় বন্ধ করার তিন উপায় আছে, যথা,—

যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর ভূম্যধিকারী ও রায়ত উভয়েরই বিরুদ্ধে অসিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করা ।

ভূম্যধিকারীকে এইরূপ হস্তান্তর উক্ত অংশের ইচ্ছা বলিয়া গণ্য করিতে অমুদ্বিত দেওয়া ।

ভূম্যধিকারী ও রায়তের মধ্যে যে করার আছে তাহার শর্ত অমুসারে বেরূপ শর্ত তদ করিলে তাহাকে
সেই যোত হইতে উচ্ছেদ করা বাইতে পারে এরূপ শর্ত তদ করিয়াছে বলিয়া গণ্য করা ।

শ্বেদোক্ত অত্যন্ত কাঙ্ক্ষক বলিয়া আনি উহারই অমুকূলে যুক্তিবিন্যাস করিয়াছিলাম ।

৬। ১০ম অধ্যায় ।

এই অধ্যায় অমুসারে স্থানীয় গবর্ণমেন্টে ভূম্যধিকারীর অমুরোধে, বহুসংখ্যক রায়তের অমুরোধে, অথবা
বিবাদ নিষারণের জন্য নতুন মহালের খাজানার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার আজ্ঞা দিতে পারেন ।

এই অধ্যায় বেরূপ আছে ওদমুসারে মহালের অযাবদী হির বা নিষ্কর করার পর তাহা পনের বৎসর সময়ের
জন্য ঠিক থাকিবে । কিন্তু কিছুতেই ভূম্যধিকারীর খাজানা হ্রাস করিবার দরখাস্ত বন্ধ করিবে না ।

১। যেস্থলে ভূম্যধিকারী খাজানা হ্রাসের জন্য দরখাস্ত করেন ও হ্রাস অমুদ্বিত হয়, তখন ইহা থাকিবে ।

২। যেস্থলে আবেদন অগ্রাহ হয়, তখন ইহা থাকিবে ।

৩। যেহলে ভূস্বামিকারীর আবেদনের স্বত্ব আছে অথচ আবেদন করেন নাই, তথায় ইহা খাটিবে।

৪। যেহলে কিস্তিগতক রায়তের অনুমোদন বন্দোবস্ত হইল, তথায় ইহা খাটিবে।

৫। ইহাতে যেসকল রায়ত দরখাস্তের পক্ষ নহে এক্ষণে সকল রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করিতে হয় জমী-দার বাধা হইবে, না হয়, পনের বৎসর বৃদ্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া থাকিবেন।

৬। ইহা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট ও দখলীস্বত্বশূন্য উভয়প্রকার রায়তের পক্ষেই খাটিবে। অতএব ইহার এই কল হইবে যে সমস্ত দখলীস্বত্বহীন রায়ত দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে।

৭। ইহাতে রায়তদের যেসকল স্বত্ব নাই তাহা অর্জন করিতে পারিবে বলিয়া বন্দোবস্তের দাবী করিতে তাহাদিগকে প্ররুতি দিবে। ইহার এমিক ওমিক হইতে দিবে না।

পাঁতুলিপিতে যেসকল সময় ছিল তাহাই থাকা উচিত অর্থাৎ দশ বৎসর হওয়া উচিত।

যে সকল স্থলে ভূস্বামিকারী খাজানা বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেন অথবা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের খাজানা সম্বন্ধে কোন বিবাদ থাকে, এই অধ্যায় সেই সকল স্থলেই খাটি উচিত।

ইহার দ্বারা দখলীস্বত্বহীন রায়তের দখলীস্বত্ব অর্জনের উপায় করিয়া দেওয়া উচিত নয়। দিলে একটা অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনীয় অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে।

৭। ১৭শ অধ্যায়—দায়।

অবশেষে যে বিষয়ে আমি কবিতীর সিদ্ধান্ত হইতে আমার মত ভিন্ন বলিয়া লিপিবদ্ধ করিতে অনুমতি প্রার্থনা করি, তাহা ব্যবসাদারের পক্ষে এবং রায়তের পক্ষেও বিশেষ প্রয়োজনীয়।

পাঁতুলিপিতে প্রকাশ যে যখন বাকী খাজানার জন্য আদালতের ডিক্রী অনুসারে কোন তাসুক বিক্রয় হয়, তখন প্রথমতঃ উহা রেজিস্ট্রী করা দায় সম্বলিত বিক্রীত হইবে। কিন্তু ইহাতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত দায়মুক্ত করিয়া বিক্রীত হইতে নিতেছে।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, যে ব্যক্তি দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোতে কোন রূপ দাবী থাকিবার দায়িত্ব করে, পাঁতুলিপিতে তাহাকে পাওনা বাকী খাজানা প্রদান করিয়া এবং তদ্বারা প্রথম বন্ধক স্বত্ব লাভ করিয়া আপন দায় রক্ষা করিবার অনুমতি আছে। কিন্তু ইহাতে সেই দায় সম্পূর্ণভাবে রক্ষা হইবে না।

তাসুকদার ও দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোতদারের মধ্যে কোন প্রভেদ রাখা উচিত কবিতীর এইরূপ বিবেচনা। আমি এবিষয়ে তাঁহাদের সহিত একমত নহি।

অবধারিত হারে ভূমিতোঙ্গী রায়তেরা তাসুকদারদিগের সহিত একপ্রকার বিধানের অধীন হওয়ার, যোকদ-দার উৎসাহ দেওয়া হইবে।

বিক্রয়ের পর অবধারিত হারে ভূমি তোপের অনুমান খাড়া করিয়া দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় লানজুর করিবার চেষ্টা হইবে।

যে যোত বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়াছে তাহা সাধারণ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বা অবধারিত হারের দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট যোত এবিষয়ে তদারক করা আদালতের, ডিক্রীদারের, দেবাদারের, বা কেতার কাহার কর্তব্য হইবে, অথবা যদি কোন ক্ষতি হয়, কে ক্ষতির জন্য দায়ী হইবে, পরিষ্কার বুঝা যায় না।

যে দায় রক্ষা করিতে হইবে তাহা সমস্ত যোতে বর্ত্তিবে, কেবল মাত্র একদংশে বর্ত্তিবে না, ইহাই প্রকাশ করা আবশ্যক ছিল, কিন্তু ইহার অধিক কিছুই আবশ্যক ছিল না।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজাকে এবিষয়ে রক্ষা না করার, তাহার বাজার মন্ত্রের ক্ষতি করা হইয়াছে। যে স্থলে সে অল্প মূল্যে টাকা ধার করিতে পারিত, সে স্থলে তাহাকে অধিক মূল্য দিতে হইবে।

টি, এম, গিবস।

প্রস্তাবিত প্রজ্ঞাপত্রবিষয়ক পাণ্ডুলিপির কতকগুলি বিধানের উপর সিলেক্ট কমিটির পরিকল্পনা
সভার সিদ্ধান্তহইতে ভিন্নমতের মন্তব্যালিপি।

পাণ্ডুলিপির বিধানসকল একত্রে যেরূপ সংশোধিত হইয়াছে, সিলেক্ট কমিটির অধিকাংশ সভ্যের ন্যায় আমিও সাধারণতঃ তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ; কিন্তু আমার একথা বলা আবশ্যক যে আমার বিবেচনার কয়েকটি বিষয়ে প্রস্তাব স্বার্থ উপযুক্তরূপে রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। পাণ্ডুলিপিতে খাজানার ক্ষির যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দিয়াছে, বিশেষতঃ পূর্বে যে নিয়মে উৎপন্ন প্রবোর মূল্যরক্ষির প্রমাণের আদ্যশর্তা ছিল, তাহার পরিবর্তে কেবলমাত্র দররক্ষি প্রযুক্ত রাঙ্ক প্রস্তাব করার আরও সুবিধা হইয়াছে। ভূম্যধিকারীর এই বিষয়ে অনেক সুবিধা করিয়া দিলেও মূল পাণ্ডুলিপির ৭৫ (ঘ) * ধারার শাসননীতি তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। রাখতের দেয় খাজানার হার প্রচলিত হার অপেক্ষা ন্যূন এই কথা খাজানারক্ষির একটি ছেতু বলিয়া রাখা হইয়াছে ; এবং বাসেন্দা রাখত ভিন্ন অন্য রাখতকে যখন প্রথম ভূমির দখল দেওয়া হয়, তখন ভূম্যধিকারী কত খাজানার দাবী করিবেন পাণ্ডুলিপিতে তাহার কোন সীমা নির্দেশ করা হয় নাই, বাসেন্দা রাখতের সম্বন্ধেও ভূম্যধিকারী পূর্বতন খাজানার শতকরা পঁচিশ টাকা রক্ষি দাবী করিতে পারেন। প্রজ্ঞা জমীনা ছাড়িয়া যতদূর পর্য্যন্ত খাজানা রক্ষি দিতে পারে তাহার চার সীমা পর্য্যন্ত খাজানা বাড়াইয়া লইতে পারেন এমন বিষয় শক্তি এই সকল ধারার ভূম্যধিকারীর হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। কারণ, কৃষিয়েত নিশ্চয়ই কোন না শোন সময়ে ভূম্যধিকারীর হাতে পড়িবে এবং যখন তিনি এই সকল মোত দিলে করিবার সময় অবশ্যে মত ইচ্ছা খাজানা লইতে পারেন, তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে প্রচলিত হার ক্রমেই বাড়িয়া যাউবে, এবং এই হার দ্বারা যে কেবল হুতন বনাম গ্রাস-দিগেরই খাজানা নিয়মিত হইবে এরূপ নহে, সাধারণ প্রজ্ঞা সম্প্রদায় মাঠেরই খাজানা নিয়মিত হইবে। এই কারণ বশতঃ প্রচলিত হার খাজানা রক্ষির কারণ বলিয়া রাখায় ভবিষ্যতে বিলক্ষণ বিপদ হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমার বোধ হয় এবং উক্ত পাণ্ডুলিপি হইতে উঠাইয়া লওয়া হয় মেনিলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইব।

এইরূপ আনার বিবেচনার যন্ত্রণে ভূম্যধিকারী শস্যরূপে দেয় খাজানা স্বতন্ত্র খাজানায় পরিণত করিবার আবেদন কারন সেখানে প্রস্তাব স্বার্থ সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৫৩ ধারায় উপযুক্তরূপে রক্ষিত হয় নাই। এই ধারায় এইরূপ বিধান থাকি উচিত যে, প্রথমতঃ কোন স্থলেই মুদ্রারূপ খাজানা ভূম্যধিকারীর পথকর বিটনে জে মোতের যে খাজানার উল্লেখ আছে তাহা অপেক্ষা অধিক হইবে না। বিতীয়তঃ, ভূম্যধিকারী দশদশের ধরিনা দে খাজানা লইয়া আসিতেছেন তাহার মত মূল্য ধরিতা যদি মুদ্রারূপ খাজানা দিব হয়, তাহা হইলে চাষকায়োয় সমস্ত ঝুঁকি প্রজ্ঞা গ্রহণ করে এবিবেচনায় তাহা চততে বিলক্ষণ বাস দেওয়া উচিত। প্রজ্ঞা মার কমিশ্যন যে খসড়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন ও বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট যে পাণ্ডুলিপি অর্পণ করেন, তাহাতে এসপ বাক দিবার বিধান করা হইয়াছিল।

আমার পোষ হয় পরিভাগ করণ বিষয়ক পাণ্ডুলিপির ৯৬ ধারায় যেরূপ কথা প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহাতে আমার পোষ হয় অপাবহারের দ্বার বিলক্ষণরূপে উল্লেখিত হইবার সম্ভাবনা। যখন রাখত পরিভাগ করিয়াছে এই ক্ষত্রে তাহাকে তাহার বোত হইতে বহিত করা হয়, তখন তাহাকে দখল পুনঃ প্রতিষ্ঠা জন্য মোকদ্দমা কর্ত্তু করিবার ক্ষমতা দেওয়ার ফল জতি অংশই হইবে। যদি এই ধারার কোন প্রয়োজন থাকে, তবে উহার কাগালেম দখলীস্বত্বশূন্য রাখতের দখলন্ত মোতে সীমাবদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য। দখলীস্বত্বনিশ্চিষ্ট মোতে উক্ত বিস্তার করার জতি অংশমাত্রও কারণ নাই, কারণ এত সকল স্থলে বাকী খাজানার নির্দিষ্ট মোত বিক্রয়ের ক্ষমতা দ্বারা ভূম্যধিকারী খাজানা সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইয়াছে।

১৮৮৩ সাল ১৭ মার্চ।

এচ. জে. রেনল্ড্‌স।

* এই প্রস্তাবে প্রকাশ করে যে, "রাখতের ক্ষমতাব সম্বন্ধে যে মূল্য বিক্রয় করে সেই মূল্য ধরিতা প্রধান শস্যবোনে ভূমির যে টেন্ডেন্সের অনুমানিক মত বার্ষিক মূল্য মত হয়, বাকী খাজানা কোন স্থলে তাহার পঞ্চমাংশের অধিক হইবে না।"

প্রস্তাবিত বঙ্গদেশীয় প্রজাসংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে সিলেট কমিটির অধিকাংশ
ব্যক্তি যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন, তাহা হইতে ভিন্নতাকালিপি ।

পাণ্ডুলিপির মূলমন্ত্র ।

এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে আমার ভিন্নমত এই প্রণয়িত হেতুযুগে স্থাপন করিতে চাই যে, বঙ্গদেশের ভূমিসংক্রান্ত
আইন এক্ষণে যেরূপ ভিত্তির উপর সংস্থাপিত আছে, এই পাণ্ডুলিপি পর দ্বার
১৮৮২ সালের ১৭ আগস্টের বিজ্ঞাপ-
নীর ২১ প্রকরণ ।
তদপেক্ষা দৃঢ়তর, ন্যায্যতর, কিম্বা অধিকতর সন্তোষজনক ভিত্তির উপর
স্থাপিত হইতেছে না এবং ইহাতে দুর্বংশের গচ্ছ করিতে সক্ষম এরূপ সঙ্কতি-
তার সুন্দররূপ রক্ষিও কোন কৃষিকার্য্য সংক্রান্ত উৎকর্ষসাধনের উন্নতি বিষয়ে সত্যতা হইবে না । আর যে
অভিপ্রায়েই লড হার্ডিংটন সাহেবের মতে এইরূপ পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করণের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা যায়,
এই পাণ্ডুলিপিতে কেবল যে সেই অভিপ্রায় সাধন হইতেছে না এরূপ নহে, ইহাতে বঙ্গদেশের প্রাচীন দেশাচার
ও বর্তমান আইন হইতেও অধিক দূরে ও সম্পূর্ণরূপ নূতন পথে যাইতে হই-
১৮৮২ সালের ১৭ আগস্টের বিজ্ঞাপ-
নীর ২১ প্রকরণ ।
তেছে। উক্ত কর্তৃপক্ষ প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞতার সংস্কার বশতঃ এরূপ
প্রণালী অবলম্বন করা পরামর্শনিষ্ঠ নহে বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন ।

ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত বর্তমান আইন কিং মূলমন্ত্র অবলম্বন করিয়া গবর্ণমেন্টে পরিবর্তন করিবার প্রস্তাব
করেন, ইহা বুঝা যায় কঠিন দেখিতেছি । অভিপ্রায় ও হেতুর যে বর্ণনা পত্র প্রত্যেক পাণ্ডুলিপির সঙ্গে যন্ত্রণতার
সভার লিখিত পাঠ্যবস্তু রীতি আছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, ১৮৪৯ সালের ১০ আইন যদিও উপকার করিয়াছে
অধিকার করা যায়, তথাপি কোনও গুরুতর বিষয়ে উহা এতদূর নিম্নলিখিত হইয়াছে যে বেতারে প্রতিযোগিতার
অভাবহারে রাইতদের স্থানে খাজানা লওয়া হইয়াছে ও জমিদারের কর্তৃক অত্যাচার ঘটাইয়াছে, এবং পূর্বে খাজানার
জমিদারেরা আইনমতে যে খাজানা রক্ষি করিবার অধিকারী, সেই খাজানা বন্ধি পাইতে পারেন নাই, এবং আপন
বৈধ খাজানা আদায় করাও তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ইহা হইতে আমরা এই কথা সংগ্রহ
করিতে পারি, একপক্ষে রাইতদের রক্ষা করা ও অপর পক্ষে জমিদারদের বৈধ খাজানা আদায় করিবার ও তাহা
আইনমতে রক্ষি করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া পাণ্ডুলিপির প্রধান উদ্দেশ্য ।

জীবিত ইলবার্ট সাহেব যেরূপ বলেন, ১৮৪৯ সালের ১০ আইনের ফল প্রকৃত প্রস্তাবে সেইরূপ হইয়াছে
ইহা যদি দেখান যাইতে পারে (কিন্তু আমি বেতার সম্বন্ধে নির্বন্ধসহকারে একথা অস্বীকার করি, এবং আমি
এতলে দেশের করিয়া উল্লেখ করিতেছি যে, ইহার কোন প্রমাণ দেওয়া হয় নাই) তাহা হইলে প্রস্তাবিত পাণ্ডু-
লিপির নামে যে উদ্দেশ্য আছে বলিয়া দেখা যায়, আমি পূর্বে বলিয়াছি, সেই উদ্দেশ্য সাধনার্থ
যে ন্যায্য উপায় অবলম্বিত হইত, কোন ভূম্যধিকারী বা রাইত ভৎসন্যে কোন আপত্তি করিতে পারিতেন না;
এবং জমিদারদের নানা আবেদনপত্রের কোনখানীতেই এই সকল বিষয়ে যে কিছুমাত্র আশঙ্কিত উপস্থাপিত হইয়াছে
ইহা আমি দেখিতেছি না ।

পাণ্ডুলিপিতে যদি এই সকল উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি থাকিত, তাহা হইলে সর্বপ্রকারে ভাল হইত, কিন্তু
এই সকল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া গিয়া উক্ত পাণ্ডুলিপির মধ্যে অত্যন্ত বিপ্লবজনক ভাবের প্রকরণপরস্পরা
সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে দৃঢ়রূপে সংরক্ষিত স্বত্বের প্রতি আক্রমণ হইয়াছে, ও ভূম্যধিকারীদের
মনে বহু পরিমাণে অশান্তি ও অস্থিরতা জন্মিয়াছে । সভ্য বটে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টে এমন কথা কখন বলেন নাই
যে, তাঁহারা ভূম্যধিকারীদেরকে তাঁহাদের নিষ্কারিত স্বত্ব বর্ধিত করিতে চাহেন । প্রকৃত তাঁহারা নিরত
নির্দেশ করিয়াছেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে ভূম্যধিকারীদেরকে যে নিষ্কারিত স্বত্ব প্রতিজ্ঞাপূরক
দেওয়া যায়, তাঁহারা কোনরূপে সেই স্বত্বের প্রতি আক্রমণ করিতে চাহেন না । কিন্তু এই পাণ্ডুলিপি বিবরণ
হইলে, তাহ্যতঃ এই নির্দেশ বাক্য ব্যর্থ করা হইবে ।

কতিপূরণ না দিয়া এক প্রণীতে তদীয় নিষ্কারিত স্বত্ব বর্ধিত করিয়া অন্য প্রণীতে সেই স্বত্ব দেওয়া
যাহার উদ্দেশ্য এরূপ ব্যবস্থা আমার বিবেচনায় অদ্যাপি ভারতবর্ষে বিবিধ হয় নাই, এবং আমি বিবেচনা করি
যে এরূপ ব্যবস্থা কখনও বিধিবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই । এরূপ মত ইংলণ্ডে কোনও উন্নত চিন্তাশীল ব্যক্তি
সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষে এই পাণ্ডুলিপি প্রকাশ হইবার পূর্বে এরূপ কোন মতের কথা শুনা যায়
নাই এবং ইংলণ্ডেও অত্যন্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এবিষয়ে দিলক্ষণ মতভেদ আছে ।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টে যদিও একথা কখনও সরকারী কাগজপত্র বলেন নাই যে,
তাঁহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রক্ষিত করিতে চাহেন ; এবং যদিও সেক্রেটারী সাহেব তাঁহার পক্ষে বিশেষরূপে
স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, যাহাতে সমাজের কোন প্রণীর নিষ্কারিত স্বত্বের উপর আক্রমণ হইবার সম্ভাবনা
তিনি তদ্রূপ ব্যবস্থাপনের বিরোধী, তথাপি খাজানা সংক্রান্ত প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি হইতে যত অসম্ভাব ও
অস্থিরতা জন্মিয়াছে, লোকের স্বত্বসম্পর্কীয় কোন পাণ্ডুলিপি হইতে ভারতবর্ষে পূর্বে কখনও তত জন্মে নাই ।
মনে এইরূপ ভাব জন্মিবার কারণ এই যে যদিও গবর্ণমেন্ট মুখে এইরূপ কথা বলিতেছেন, তথাপি প্রস্তাবিত পাণ্ডু-
লিপির অধিকাংশ প্রকরণই বিপ্লবজনক এবং আমরা যে সুতাপুসারে ব্যবস্থাপনকার্য্য করি বলিয়া অনুমান হয়,
সাক্ষাৎসম্বন্ধে সেই স্বত্বের বিচ্ছিন্ন । আমি যে ভাবে উল্লেখ করিতেছি, ১৮৮৪ সালের ৫ জানুয়ারি তারিখে
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টে এক স্মারকলিপি প্রকাশ করায়, সেই ভাব সম্প্রতি অত্যন্ত বর্ধিত ও বলবৎ হইয়াছে ।

আমি এই স্মারকলিপি হইতে একটি অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে যে মূলমন্ত্র অঙ্কিত আছে, তাহাতে আমার বোধ হয় পাণ্ডুলিপিতে যে কোন ব্যক্তির স্বার্থ থাকে তাহার সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট অধিশাসিত ও অন্তর্ভুক্ত অধিতে পাবে। উক্ত অংশটি এইরূপ।—

“ এই নিমিত্ত শ্রীযুত সেক্রেটারী গবর্নর সাহেব বিবেচনা করেন যে, যদিও * * * আপনার পক্ষে ইতিহাস থাকা ভাল তথাপি এই প্রস্তাবের নিষ্পত্তি ইতিহাসিক গবেষণা অপেক্ষা * * * বর্তমানের প্রয়োজনের কথা উপর অধিক নির্ভর করে। এজন্য তিনি এই পাণ্ডুলিপিতে যে সকল প্রস্তাব আছে তাহার ইতিহাসিক সমর্থন অপেক্ষা কার্যকর ভাবে প্রতি অধিক-
তর মনোযোগ দিয়াছেন। ”

জমিদারস্বরূপ আমাদের স্বত্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় স্পষ্ট করিয়া নির্দিষ্ট ও ব্যবস্থাপনক্রমে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ইহার প্রতি বোধ হয় যেন দৃষ্টি না করিয়া শ্রীযুত সেক্রেটারী গবর্নর সাহেব এমুলে ভাবতঃ ধরিয়া লইয়াছেন যে আমাদের স্বত্ব, ও আমি অনুমান করি রায়ভদ্রের স্বত্বও, ইতিহাসিক গবেষণার কুজ্ঞাটিকার অস্পষ্ট দৃষ্ট হয়, সুতরাং এই সকল স্বত্ব সম্পর্কে যে সকল বর্তমান অভাব কথিত হয়, তজ্জন্য এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত যাঁহা ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের অতীত ঐতিহ্যনুসারে প্রণীত নহে, কোন বর্তমান স্থানীয় গবর্নমেন্টের মতানুসারে প্রণীত। এই হেতুতে বোধ হয় তিনি কেহ না গাছা বর্তমান প্রয়োজন জ্ঞান করেন তদনুসারে গঠিত মতের পক্ষপাতী হইয়াছেন, এবং জমিদারদের নির্জারিত স্বত্বে অবহেলা করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে, আমরা জমিদারেরা বলি যে এই পাণ্ডুলিপিতে যাহাদের অত্যন্ত অধিক স্বার্থ আছে, আমরা তজ্জন্য এক প্রার্থী; এবং স্বভাবতঃ আমাদের স্বত্ববিষয়ে কেবল যে সম্পূর্ণরূপে অনুসন্ধান লওয়া উচিত এরূপ নহে, এই স্বত্বরক্ষা করাও উচিত।

কেহ বিবেচনা করিতে পারেন, যদিও আমি ইহা এক যুক্তিরজন্যও স্বীকার করি না, যে ভূম্যধিকারীর স্বত্ব অসমাপ্ততার স্বার্থের বিরুদ্ধ। যদি তাহাই হয়, সাহসপূর্বক এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত, এবং ভূম্যধিকারীদিগকে “ উপদ্রব অন্য ক্ষতি পূরণ ” দিয়া তাঁহাদিগকে স্বত্ব ভাগ করিবার আশা করা উচিত। কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের গত সেপ্টেম্বর মাসের যে পরে ভূম্যধিকারীদের স্বত্ব সম্বন্ধীয় প্রস্তাব ভাল করিয়া বিচার করা হয় নাই এখন বোধ হইতেছে, এবং যাহাতে সিলেটে কমিশ্যার বিবেচনা কালে বিশেষ গুরুত্ব দ্বারা পিত হইয়াছিল, সেট পত্র যে অপক্ষপাত অনুসন্ধানের ফল বলিয়া উক্ত কমিশ্যার সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছিল, এবং চীফ জুডিস মাস্টার যে সুন্দর মন্তব্যলিপিতে এবিষয়ের সমুদয় আইন সম্পর্কীয় ভাবের সম্পূর্ণরূপ বিচার করিয়াছেন, তাহা যে অন্যান্য সরকারী কাগজপত্রের সহিত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা জমিদারদের সম্বন্ধে কোন ক্রমে ন্যায্য বলা যায় না।

এই পাণ্ডুলিপি খাজানার কমিশ্যারের হস্ত হইতে যখন বঞ্চিত হইয়াছে তখনদি বরাবর জমিদারেরা দলবদ্ধ ভাবে ইহার সম্বন্ধে আপত্তি করিয়াছেন। বেচার ও বঙ্গদেশের, প্রায় প্রত্যেক জিলায় সভা হইয়াছিল। এই সকল সভার পাণ্ডুলিপি বিপ্লবজনক প্রকরণগুলির উপর মোহারোপ করা হইয়াছিল, এবং সাধারণতঃ এইরূপ হইয়াছিল, যে পাণ্ডুলিপিতে বর্তমান দেশাচার ও দেশের ভূমি সংক্রান্ত পণ্ডিত আইনের উপর অনর্থক হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। গত মার্চ মাসে যখন রাজা শিবপ্রসাদ মস্তিসভায় বলেন যে “ এরূপ পাণ্ডুলিপি বিমিশ্রিত হইলে লোকের বিশ্বাস ও প্রত্যয় বিচলিত হইবে ” তখন তিনি ভূম্যধিকারীদের মনের ভাব পরিস্ফুটনরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

এই দফার মধ্যে আমি কেবল আর এই কয়েকটি কথা বলিতে চাই যে, দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ভদ্রের সহিত যে দিন কোন নূন জমীদার বন্দোবস্ত হয় সেই দিনই তাঁহাদিগকে দখলীস্বত্ব দিবার প্রস্তাব, জমিদারদিগকে ভুলে সুবিধা করিয়া না দিয়া স্বাধীন চুক্তির স্বত্ব সম্বন্ধে রায়ভদ্রের অস্বত্ব প্রথম এইবার নিয়মাত্মক নিয়ম স্থাপনের প্রস্তাব, এবং ভূম্যধিকারীকে খাজানার দ্বিগুণ আরো সুবিধা করিয়া দেওয়া যে পাণ্ডুলিপির একটি মুখ্য উদ্দেশ্য সেই পাণ্ডুলিপিতে প্রথম এইবার শক্তরূপে পঁচিশ টাকা খাজানার দ্বিগুণ করিবার প্রস্তাব, এই পাণ্ডুলিপির এই সকল সাধারণ সূত্র কেবল যে দেশের স্বীকৃত আইন ও দেশাচার হইতে অনর্থক তিরপথে বাওয়া হইতেছে এরূপ নহে, জমিদারদের নির্জারিত স্বত্বও অঙ্গ করা হইতেছে, জমিদারদের বিশেষ এইরূপ জ্ঞান করুন। একটি প্রণীত বসিয়া দেখিতে গেলে বঙ্গদেশের ও বেচারের জমিদারেরা শ্রীমতী মহারানীর ভারতবর্ষীয় প্রজাদের মধ্যে অত্যন্ত রাজভক্ত এবং ইংরাজ গবর্নমেন্টের কথা ঠিক এই প্রসিদ্ধির উপর প্রত্যয় স্থাপন করিয়া তাঁহারা সর্বদা বিশ্বাস করিয়াছেন যে কোন ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট তাঁহাদিগকে তাঁহাদের নির্জারিত স্বত্বে বঞ্চিত করিতে চিন্তা তাঁহাদের বখার বদির হইতে চাহিবেন না অথবা ইচ্ছা মনেও করিবেন না।

এরূপ অবস্থায় যাহা হইতে আমি কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছি বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট এরূপ এক সরকারি স্মারকলিপি প্রকাশ করায় জমিদারদের স্বভাবতঃ আশঙ্কা হইয়াছে। ইহাতে তাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস হইতেছে যে, বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট গত সেপ্টেম্বর মাসের পরে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মত অঙ্গলম্বল করিবার পূর্বে জমিদারদের স্বত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অনুসন্ধান লওয়া উচিত বোধ করেন নাই।

আমি অজ্ঞানতা করিতে চাই, জমিদারেরা এখন কি কাজ করিয়াছেন যাহাতে তাঁহারা এইরূপ ব্যবহারের সোপান হইয়াছেন। বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট তাঁহাদিগকে যেরূপ অর্থগত, ও বিবেক শূন্য জ্ঞান করেন তাঁহারা কি বাস্তবিক সেটরূপ অর্থগত ও বিবেক শূন্য? যদি তাহাই হয়, তবে ইহার প্রায়শঃ দেখাইবার প্রস্তাব কোথায়? জমিদারের নিকট কি এমন কোন দ্বিভিত্তিক বিষয়ক বিবরণ আছে যাহাতে দেখান যায় যে প্রতি দ্বাদশবৎসরে

প্রজাদের ভূমি পরিবর্তন করা বঙ্গদেশের জমিদারদের সাধারণ রীতি ও এরূপ কোন স্থিতিরীতি ঘটত বিবরণ আছে কি যাতে দেখান যায় যে দখলীস্বত্বশূন্য রায়তদের প্রতি এতই অত্যাচার হইয়া থাকে, যে উক্ত জমিদারের ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত জমিদারগণ কতিপয় দিনের মত গ্রহণ করা নায়ায়ুগত হয়, যদিও এইমত এদেশের লোকের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে নূতন ও প্রাচীন আইন প্রণেতার ইচ্ছার কথা যথেষ্ট ভাবেন নাই? বঙ্গগত ইচ্ছার কি কোন প্রমাণ আছে যে, বেহারে প্রতিযোগিতার অভ্যুত্থানে থাকানা গ্রহণ ও অত্যাচার এত সাধারণ, যে উক্ত জমিদারদের স্বত্ব নষ্ট করা আবশ্যিক?

অনেক রাজকর্মচারীর মত প্রকাশ করা হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের উল্লিখিতপত্রের যেরূপ বর্ণনা আছে, জমিদারেরা বাস্তবিক সেরূপ অত্যাচারী ইচ্ছা দেখাযায় স্থিতিরীতি ঘটত বিবরণ প্রাচীন বা একেবারে প্রকাশিত হয় নাই। আর আমিরজিদ্দাসা করিতে চাই, এমন কোন পুরাতন আইন কি আছে যাতে দেখা যায় যে, প্রাচীন দেশাচারমতে প্রাচীর সমুদয় জমীতে রায়তদের দখলীস্বত্ব থাকিত এবং জমিদারেরা নিজে যে ভূমি চাষ করিতেন তাহির কোন ভূমিতে তাঁহাদের ভূস্বামীর স্বত্ব ছিল না।

সিপেই কমিটীর হস্ত হইতে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি যে আকারে বাহির হইয়াছে, তৎসম্বন্ধীয় যে বিবরণে আবার মতভেদ ঘটিয়াছে, এক্ষণে ভিন্ন দৃষ্টান্তে অধিকতর বিস্তারিত করিয়া সেই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

খাজানা সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপির বাদনুবাদে আশুপ্ত সরকারী কাগজপত্রে একথা নিম্নত প্রকাশ আছে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে জমিদারদিগকে বা রায়তদিগকে যে স্বত্ব প্রতিজ্ঞাপূর্বক নিশ্চয় করিয়া দেওয়া হয় তাহার কোন স্বত্ব ভঙ্গ করা গবর্নমেন্টের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং এবিষয়ে জমিদার ও রায়ত ও গবর্নমেন্ট সকলেই একমত। এক্ষণে এই প্রস্তাবের নিষ্পত্তি করিতে হইবে এই সকল সত্য কি? কিন্তু এবিষয়ে অনেক মতভেদ আছে, যদিও আমি বুঝিতে পারি না যে, এইরূপ সুনির্দিষ্ট বিষয়ে কেনন করিয়া কোন মতভেদ ঘটিতে পারে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সংক্রান্ত আইনের ভাষা অতি পরিষ্কার, এবং তাহাতে স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে যে জমিদারেরা প্রকৃতপক্ষে “ভূমির মালিক” এবং কেহ কেহ যেরূপ কল্পনা করেন বোধ হয় গেরূপ খাজানা-সংগ্রাহক মাত্র নহেন।

আরো কেহ কেহ আছেন যাহারা ইচ্ছা ও ছাড়াইয়া যান ও বলেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ের পূর্বে জমিদার শ্রেণী ছিল না, এই সময়ের পূর্বে তাহারা কেবল গবর্নমেন্টের খাজানা আদায় করিতেন। এই সকল কথাই উত্তরস্বরূপ আমি ইচ্ছা করি প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ছুই খানিও সময়ের অনুবাদ দিলাম। মুসলমান সম্রাটেরা বেহারের দুইটি অতি প্রাচীন রাজবংশকে এই সময় দিরাছিলেন। এই দুইখানির মধ্যে এক খান ভোজপুরের বা ভোমরাওর রাজবংশকে ও অন্যখান হারিতবার রাজবংশকে বেন; ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, অন্ততঃ বেহারের কোন জমিদার বংশ কেবল যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে ছিল এরূপ নহে, চারতর্কের কোন স্থানে ইংরাজ গবর্নমেন্ট স্থাপনের পূর্বেও ছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কমে জমিদারদের প্রতি যে স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে এই বিবরণে আইন হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করা অপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপে উপায় দেখিতে পারিতেছি না। এই অংশটি এই রূপ।—

“দখলীস্বত্বাধিকারী জমিদার গবর্নমেন্টের জমিদারদিগকে জমীদারদিগকে ও ভূমির অন্যথা প্রকৃত মালিকদিগকে এই সংবাদ দিতেছে যে তাঁহারা যে জমি দিতে করাব করিয়াছেন, তাহাতে কোন পরিবর্তন করা যাইবে না, কিন্তু তাঁহারা ও তাঁহাদের ওয়ারিশগণ আইনমত উৎসাহিতাবিরা আপন নতুন প্রজাতি নিয়া চিরকাল ভোগদখল করিতে পারিবেন। এইরূপ গবর্নমেন্টের জমিদারগণের আশা করেন যে ভূমির মালিকেরা সরকারী জমি চিরকালের নিমিত্ত অবধারিত হওয়ায় তাঁহাদের যে উপকার হইল তাহা বুঝিয়া এইরূপ নিশ্চয় প্রদানে আপনাদের ভূমি চাষ করিতে যত্ন করিবেন যে নিজের উৎকৃষ্ট কাষাধিকার ও পরিশ্রমেয় ফল কেবল নিজেই ভোগ করিবেন। বিলব বা ওজর না করিয়া নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব দেওয়া ও আপনাদের মাননীয় জমিদার ও বাসভবনের প্রতি সততা ও মনোভা সহকারে ব্যবহার করা জরুরী। সকল সময়ে নিত্য কৃতিত্ব এবং এক্ষণে যে সকল আঁকা করা গেল, তাহা হইতে তাঁহারা যে উপকার প্রাপ্ত হইবেন উক্ত এই সকল কষ্ট ব্যতিক্রম পালন করা তাঁহাদের পক্ষে কঠিনতর প্রয়োজনীয় হইয়াছে।”

সার জন শোর সাহেব আশুপ্ত সরকারী মন্তব্যলিপিতে এইরূপ লিখিয়াছেন।—

“অধি জমিদারদিগকে ভূমির মালিক বা স্বামী জ্ঞান করি। তাঁহারা আপন স্বার্থের ব্যবস্থানুসারে উত্তরাধিকার স্বত্ব এই ভূমির যাবিদ প্রাপ্ত হন, এবং আইনমত উত্তরাধিকারী থাকিলে, রাজা নায্যরূপে তাঁহাদিগকে উত্তরাধিকারে বঞ্চিত করিতে পারেন না কিম্বা উত্তরাধিকার পরিবর্তন করিতে পারেন না। বিক্রয় বা বন্ধকরূপে ভূমি লইয়া কার্য্য করিবার অধিকার এই সকল হইতে উদ্ধৃত, এবং আশুপ্ত দেওয়ানী প্রাপ্ত হইবার পূর্বে এই অধিকারমতে জমিদারেরা কাষ্য করিতেন।”

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রকৃত প্রণেতা লর্ড কর্ণওয়ালিস ও সার জন শোরের এইরূপ মত, এবং তাহারা উভয়েই দৃঢ়তা সহকারে জমিদারদিগকে “ভূমির মালিক” বলেন। আবার যে সেলোক নর, পিট সাহেবও এই সকলমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। পোর্ট অব কম্বোলের সভাপতি জীযুত উগাস সাহেব লর্ড কর্ণওয়ালিসকে পত্র লিখিয়া বলেন।—

“অধি ইহা নিত্য আবশ্যক বিবেচনা করিলাম যে, বোর্ড অব কম্বোল হইতে এই ব্যবস্থা উদ্ধৃত হওয়া উচিত, আর এরূপ গুরুত্ব ও বিবাদীয় ব্যবস্থার দৃঢ়তা বিবেচনা কালে পিট সাহেবকে আশ্রয় অংশী করিতে যত্ন করা উচিত। এই নির্দিষ্ট তিনি যত্ন আশ্রয় সহিত উল্লেখ্য দশ দিন বন্ধ থাকিয়া কেবল এই কার্যের প্রতি যথোযোগ দিতে সক্ষম হইলেন। এই সময়ের অনেক

কাপেকাল চার্লস ষাট সাহেব আশাদের সঙ্গে ছিলেন। সমুদর বিষয় পুঁজীপুঁজুরূপে যোগাযোগপূর্বক বিবেচনা করিয়া পি সাহেব সম্পূর্ণরূপে আশাদিগের সহিত একমত হইলেন, দেখিয়া আশি সন্তুষ্ট হইল। এই নিমিত্ত আশাদের বেরণ খরচা হইয়াছিল, তদনুসারে বিজ্ঞাপনী দ্বিধা করিয়া কোট অব ডিবেন্টবন্ডের দিকট পাঠাইলাম।"

রায়ভদ্রের স্বত্বসম্বন্ধে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, এক্ষণে তাহাদিগকে যে স্বত্ব দিবার প্রস্তাব হইতেছে, তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে তাহারা যে স্বত্বভোগ করিত, সেট স্বত্ব হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন, বস্তুতঃ বখার্ব কথা বলিতে গেলে, ভূমিতে তাহাদের কোন মালিকীস্বত্ব ছিল না। তাহারা আপন স্বত্ব হস্তান্তর করিতে পারিত না, এবং আইনে এমন কিছু নাই, যাহাতে দেখায় যে, জমিদারের সম্মতি বিনা অবধারিত হারে রায়ভদ্রের ভূমি ভোগ করিবার স্বত্ব ছিল। এতদ্ব্যতীত এমন কিছু পাওয়া যায় না, যাহাতে দেখা যায় যে, বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের লেক্টেটরী যে চাউল, গম বা অন্য সস্তা খাদ্য শস্যকে কেবল মাত্র "প্রধান শস্য" বলিয়া সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার মূল্য দ্বারা খাদ্যাদির হার নির্ণয়িত হইত।

আমি এখন এই বিষয়ে সার জন শোরের লেখা চাইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করিব।—

"কিন্তু ইহা সাধারণতঃ জানা আছে যে, রায়ভদ্রের বহুলাংশ দখল করিলে, ভূমিতে দখলীস্বত্বশ্রুতি হইত তাহাদিগকে উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারেনা। কিন্তু এই স্বত্বক্রমে তাহারা ভূমি বিক্রয় করিবার, কিম্বা বন্ধক দিবার অধিকারশ্রুতি হয় না, সুতরাং এই পরিমানে উক্ত স্বত্ব মালিকীস্বত্ব হইতে স্বতন্ত্র। যথেষ্টাচার্যী রাজার অধীন অন্যান্য স্বত্বের ন্যায় এই স্বত্বও অনিশ্চিত। জমিদারদের স্বাধীনতার করিয়া বৃদ্ধি লওয়া গেল রায়ভদ্রের স্বাধীনতা বৃদ্ধি চাহিবার স্বত্বক্রমে তাহারা কার্য করিয়াছেন। ভূমি মালিককে কেবল জমিদারদের প্রতি ন্যস্ত আছে, ইহা যদি আশা স্বীকার করি, তাহা হইলে ষাটেরা এই স্বত্ব ভূমিীর স্বাধীনতা নষ্ট হইলে, রায়ভদ্রের অনুকূলে আশা এইরূপ কোন স্বত্ব স্বীকার করিতে পারি না।

"বঙ্গদেশের যে কোন জিলায় বিধি লঙ্ঘন করিয়া জনার খাদ্যাদি গ্রহণ করা হয়, তদ্বার ভূমির খাদ্যাদি জানা হইয়াবুসারে নিয়মিত হইয়াছে, এবং কোনও জিলায় প্রত্যেক আয়ের স্বত্ব হার আছে। বিধি প্রতি ভূমির উৎপন্ন হইয়া এই সকল হার দ্বিধা হয়। কোনও ভূমিতে বৎসরে দুই কসল, কোনও ভূমিতে তিন কসল আছে। তুতগাছ, পাঁচ, ভাবাক ও আঁধ প্রভৃতি অধিকতর লাভজনক জন্ম হইলে, সেই পৰিমাণে ভূমির মূল্য বৃদ্ধি হয়। এই সকল হার ভূমি বাপ করিয়া অবশ্য স্থির করা হইয়া থাকিবে। এবং চৌড়ল মলের বন্দোবস্ত এই সকল হারের মূল হইতে পারে। কালক্রমে এই আসলের উপর আবণ্টর্যাব বোণ করা হয়, পরে মূল্য নির্ধারণের মধ্যে ধরিয়া লওয়া হয়। পরে বেরণ মাণ হইয়াছে, তদনুসারে হার তৈরী হইয়াছে। অন্য বাপ করা গেল সাধারণতঃ কিংবা বৃদ্ধির লব্ধি চলিত হার দৃঢ় করা হয়।"

এই স্থলে প্রধান শস্য বলিতে কেবল চাউল, গম ও অন্য সস্তা খাদ্য শস্য বুঝিতে হইবে, প্রধান শস্য শব্দের এইরূপ অর্থ করা হয় না। পক্ষান্তরে এইরূপ দেখা যাইতেছে যে তৎকালে তাঁহারা, ভূত প্রভৃতি অধিকতর মূল্যবান উৎপন্ন প্রবোর মূল্য বিবেচনাধীনে লওয়া হইত।

এই বিষয় সমাপ্ত করিবার পূর্বে আমি আর একজন উচ্চ বক্তৃপক্ষের লেখা চাইতে একটি স্থল উদ্ধৃত করিলাম। তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অব্যবহিত পরেই জীবিত ছিলেন। আমি লর্ড মেটকালসের উল্লেখ করিতেছি। ইহা সুবিদিত যে তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশংসাকারী ছিলেন না। আমি নিম্নে যে স্থল উদ্ধৃত করিলাম, তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। কিন্তু তাহার মত এই যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তদ্বারা জমিদারদিগকে ভূমিতে মালিকীস্বত্ব দেওয়া হয়।—

"আমরা আইনের দ্বারা যে সকল ভূমিীর সৃষ্টি করিয়াছি, আশি তাহাদের সপক্ষ নহি, ইহা বলিবার প্রয়োজন নাই। আমি বিবেচনা করি, তাহাদিগকে সৃষ্টি করা একটি বিষয়ভ্রান্তি হইয়াছে ও তাহাতে কোন উপকার হয় নাই। কিন্তু তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া ও তাহাদিগকে ভূমিী বলিয়া নির্দেশ করিয়া আশি বিবেচনা করি আশা গবর্ণমেন্টের রাজস্ব রক্ষাকরণমন্ত্র যে সকল মালিকী স্বত্ব দিবার ক্ষমতা আশাদের ছিল, অর্থাৎ, যে সকল স্বত্ব পূর্বে তাহাদের ছিল না, সেই সকল আশা তাহাদিগকে দিয়াছি। পূর্বে হইতে অনোর যে স্বাধীন ছিল, আশাদের নুতন সৃষ্ট ভূমিীদিগকে দিবার নিমিত্ত সেই স্বাধীন নষ্ট করিবার স্বত্ব আশাদের ছিল না। বাহ্য পূর্বে অনোর ছিল এরূপ একটি ক্ষেত্র ও তাহাদিগকে আইনমতে বা বাধ্যতাপ্রাপ্ত দিতে আশাদের ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু তাহাদের জমিদারী বস্তুগত প্রত্যেক ক্ষেত্রে গবর্ণমেন্টের যে স্বত্ব ছিল, তাহাদিগকে সেই স্বত্ব দিতে আশাদের ক্ষমতা ছিল না। এবং স্বাধীন বন্দোবস্তক্রমে তাহাতে অনোর স্বাধীনতা বা দখল ছিল না, সেই সকল ভূমিতে ও আশা সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রদান করিয়াছিলাম। এই রূপ করিতে পুরাতন চাষীমালিক ও দখলকারদের যে সকল স্বত্ব ছিল, যদিও আশা সেই সকল স্বত্ব রক্ষা করিতে স্বত্বাবান ও বাধ্য ও যদিও উহা রক্ষা না করিতে আশাদের আপনা, আপনি লজ্জিত হওয়া উচিত, তথাপি আশাদের এই ভূমিীর নিজ সম্পত্তি বলিয়া যে ভূমি নির্দেশ করা গিয়াছে, সেই ভূমিতে তিনি যে চাষী বসাইয়াছেন, সেই চাষী ও ভূমিী পরস্পর যে নিয়ম করিয়াছেন, সেই নিয়মভঙ্গ করিয়া আশাদো মনোবৃত্ত অন্য নিয়ম নির্দেশ করিবার নিমিত্ত তাহাদের স্বাধীনতা হইতে আশাদের কোন স্বত্ব নাই। * * * * * আমি আইনমত ভূমিীকে তাহার সমুদয় ব্যাখ্যা সহিত চাই। আশা স্বত্ব ভূমিীদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, তখন তাহারা যে কেবল রাজস্বের শতকরা কিয়দংশ পাইবার অধিকারী থাকিবেন, তখন এরূপ অতিশয় থাকা সম্ভবে না। এরূপ অতিশয় ছিল যে, তাহারা প্রকৃত ভূমিী হইবেন এবং যে স্থলে অনোর পূর্বস্বত্বের বিরুদ্ধাচরণ হয়, সেই স্থলে তাহারা ভূমিী আছেন ও তাহাদের ভূমিী থাকি উচিত। কিন্তু যখন অনোর স্বত্বহরণ করিবার ক্ষমতা, অর্থাৎ আইনমত ক্ষমতা আশাদের ছিল না, তখন এই সকল স্বত্বের কিছুই আশা ভূমিীদিগকে দিই নাই; এবং আশাদের সৃষ্ট ভূমিীদের বিরুদ্ধে পুরাতন ভূমিীদিগকে ও স্বাধীনতাভোগীদিগকে রক্ষা করিতে বাধ্য।"

আইনমত এই রূপ বিবাদীর প্রশ্ন সম্বন্ধে চাই কোর্টের অঙ্গদের, আডবোকেট জেনারল সাহেবের ও গবর্ণমেন্টের অন্য আইন সংক্রান্ত কর্মচারীদের এবং দেশের প্রধান আইন ব্যবসায়ীদের মত জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হইত। কিন্তু যে সকল সরকারী কাগজপত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে যেরূপ দ্বিভিত্তি বিবরণ, উক্ত এই বিষয়েও বিশেষরূপ সম্বাদভাব দেখিতে পাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের একটি প্রধান দাঁড়াইবার স্থল, এবং এই বিষয়েও আইন সংক্রান্ত যে সর্বোৎকৃষ্ট মত পাওয়া যাইতে পারে, নিম্নেই কবিতার তাহা পাওয়া নিতান্ত আবশ্যিক ছিল। কিন্তু এরূপ কোনও জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

পাণ্ডুলিপির ৩য় অধ্যায় ।—তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিবি ।

তালুকদারেরা রায়তি স্বার্থ হইতে স্বতন্ত্র ভূমিগণ্য নালিকী স্বার্থের একাংশমাত্র নিবন্ধ । প্রকৃত তালুকদারদের জন্য এক্ষণে ব্যবস্থা করিবার আশিষ্টোদয় বিশেষ প্রয়োজন দেখি না । তাহাদের স্বত্ব যথোচিত পরিমাণে নিশ্চিত ; এবং একটি জমীদারপত্তীর্ণ অস্থিত : আপনাদের স্বার্থের প্রতিদুষ্টি রাখিতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ । তালুক ও পেটীও তালুক সম্বন্ধে ১৮৩৯ সালের বঙ্গীয় আইনের দ্বিতীয় প্রকরণে পূর্ণাঙ্গ করণ আশিষ্টোদয় পাঠ্য ; কিন্তু এই বিষয়ে মূল ব্যবস্থার পরিবর্তনের উপযুক্ত কারণ বর্তমান তা বুঝিতে পারিওঁছি না । আমার মতে সমস্ত তৃতীয় অধ্যায়টি নুতন করিয়া লেখা উচিত, ১৮৩৯ সালের ৮ আইনের বিধান অথবা কাদের রাখা উচিত এবং বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি শুধু তুলিয়া লওয়া উচিত ।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন কোন রায়তকে (অর্থাৎ যাহার কোনও মিলিকরে ও বাহাদুরের দখলে একগত বিহার অধিক জমা থাকে তাহাদিগকে) তালুকদারের পদে, সাফাৎ বা পরম্পরাভাবে উন্নীত করার, আমার মান্যবর মহোদয়গণের বিস্তারিত ব্যাখ্যামতে মূল ব্যবস্থা যদিও পরিবর্তনের অনায়াসতা অত্যন্ত হ্রাস হইয়াছে ।

পাণ্ডুলিপির ৪র্থ অধ্যায় ।—যে রায়তেরা অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিবি ।

ভূমির উপর গবর্ণমেন্টের নুতন কর নির্ধারণ অবধি বাকী থাকিলা আদারের সুবিধা করা ভূম্যধিকারীরা যত কেন আবশ্যক বিবেচনা করিয়া থাকুন না, এবং মিলনক্ষেত্রে খাজনা হ্রাস সম্বন্ধে অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া প্রণীতিবিশেষের ভূম্যধিকারীরা যত কেন অভিযাচর্য্য প্রদর্শন করিয়া, আমি বলিতে পারি বঙ্গদেশের ও বেঙ্গালের জমীদারেরা এবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে একমত যে, প্রস্তাবিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা অপেক্ষা তাহারা বরং বর্তমান অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করিতেও সম্মত । কিন্তু যদি আইন পরিবর্তন করিতে হয় তবে ইহা না হয় ও বিচার দিচ্ছি যে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের নুতন যে যেবিধানে উচ্চতম করপত্রের বাকী করিয়াছেন জমীদারদের অন্যত্র কতি হইয়াছে, সেই সেই বিধান পরিবর্তিত বা রহিত করা উচিত । খাজনার একরূপ হারে দিয়া বৎসর ভোগ করিলে প্রচার উহার প্রাপ্ত দৃষ্টি থাকে, সেগত পঁচিশ বৎসর পরিত্যক্ত করিয়া লইতে ও তাহার রক্ষাকরণার্থ যত্ন করিতে সুযোগ পাওয়াছে । অন্য কোন কথা না থাকিলেও এরূপ হওয়াতে যত কাল একরূপ খাজনা দিলে

১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৩৩ ধারা দেখ ।
এরূপ অনুমান হইবে সেই কাল হ্রাস করিয়া দেওয়া উচিত হইত । কিন্তু এইরূপ পরিবর্তন এই কারণে অসম্ভব আশঙ্ক হইয়া উঠিয়াছে যে বর্তমান আকারে এই অনুমান বলতঃ জমীদারদের নিশ্চিত ও অনুচিত কতি হইতেছে।
মান্যবর জীবন্ত রেনল্ডস সাহেব ১৮৮১ সালের ১৮ মে তারিখের আপন মন্তব্যলিপিতে যেমত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, মান্যবর রায় বাহাদুর তাহার লিখিত ভিন্নমতে পূর্বেকৃত তৎপতি যোগে আকর্ষণ করিয়াছেন । রেভিনিউ বোর্ডের পদজ্যেষ্ঠ মেম্বর ও খাজনা

বঙ্গদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজা সংক্রান্ত ব্যবস্থার প্রস্তাবিত সংশোধন সম্বন্ধে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের বিশেষ্টার ১ বালাঘের ১৮১৩ ও ১৮২ পৃষ্ঠা ।

সংক্রান্ত কমিশ্যনের সভাপতি জীবন্ত ডাম্পির সাহেবও তাহার ১৮৮১ সালের ১৯ মে তারিখের মন্তব্যে তদ্রূপ মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; এবং যদিও মান্যবর জীবন্ত রেনল্ডস সাহেব আপন মত পরিবর্তন করা উচিত বোধ করিয়াছেন, তথাপি তিনি ও ডাম্পির সাহেব যে সকল যুক্তি উপস্থাপন করেন, তাহার খণ্ডন হয় না । এই রূপ আইনমত অনুমানের

একুত্ত কাল রক্ষণীয় হয় না, অজ্ঞপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ যে “ সকল স্বত্ব আছে কিন্তু বাহার প্রতিপোষণার্থ সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে না, কেবল তাহাই সাব্যস্ত না করিয়া অধিগ্রহণ হলে নুতন স্বত্ব সৃষ্টি হইয়াছে ” মান্যবর জীবন্ত রেনল্ডস সাহেব এত যে হেতু উপস্থাপন করেন তেমন যে তাহারিয়ার জীবন্ত ডাম্পির সাহেব অনুমান ঘটত শর্তাতি রূপের

দোষ দিয়াছেন এমন নহে, তিনি সাধারণ রাজনীতি ব্যতীত এই চেতুপ্রিয় ছিল যে, “ বলপূর্ব্বক নীলাম দ্বারা বিক্রয়ী বিক্রয়ীর মিকট হইতে কোন খরিদার কোন মকাল পাইলে অধিগ্রহণ হলেই খরিদার জমীদারী কাগজপত্র পাঠতেপারে না বলিয়া উক্ত অনুমান বার কার্য্যতঃ উচ্চ নিষেধ করা হয় যে, কোন প্রজা খাজনা পরিবর্তন দ্বারা বিন বৎসর ভূমি ভোগ করিলে অবধারিত হারে চিরস্থায়ী দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে । ” জীবন্ত ডাম্পির সাহেব সাধারণ রাজনীতি ব্যতীত হেতু খরিদা এইরূপ আর একটা যুক্তি দিয়াছেন যে, “ চুপ করিয়া থাকিলে আপনাদের স্বত্ব পাচ্ছে চন্দ্রিয়া হয় ” এই ভয়ে উক্ত বিধানহেতুক ভূম্যধিকারীদের বিগ বৎসর অন্তর খাজনা হ্রাস করিবার যৌক্তিকতা উপস্থিত করিতে হয় ।

পাণ্ডুলিপির ৫ম অধ্যায় ।—দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের সম্বন্ধীয় বিবি ।

এইবিষয়ের বিচার করিতে প্ররক্ত হইলে, প্রকৃত চাষী ও মন্যবর্তী প্রজা এই উভয়ের মধ্যে যে অসম্মত প্রভেদ আছে, ইহা তাহাদের মনে রাখা আবশ্যক । তাহাতে কৃষকের গম্বুজি হ্রাস হয়, তাহাতে জাতীয় সমৃদ্ধির ও সমাধা হয় । কিন্তু চাষীকে মিল্পীভন করিয়া মন্যবর্তী প্রজা যাহা আদায় করতে পারেন, তাহারই উপর তাহার গম্বুজি নির্ভর করে । সুতরাং মন্যবর্তী প্রজা সবারের অনাংশ্যক অতঃরূপ এবং তিনি থাকিতে কেবল অবস্থাপন অসুবিধা হ্রাস হয় । প্রাচীন দেশাচার কিম্বা পূর্ব্ব কালের সরকারী কাগজপত্রে যে কিছু দয়া দেখান হয়, তাহা কেবল ভূমির চাষীদের প্রতি দেখান হইয়া থাকে, কিন্তু যাহারা কৃষিকার্যের নিষিদ্ধ ভূমি দখল করিয়া ক্ষুদ্র কুস্মাণী হইয়া বসেন, ও আপনাদের সীমাবদ্ধ কাঠ্যক্ষেত্রে জমীদারীপ্রণালীর যত কিছু দোষ ও

অপব্যবহার সম্ভব, অসমুদয়ত শাসনং যাহ দেখাষ্টয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রতি ইরূপ দয়া দেখান হয় না। যদি আইনের লৌকিক পারবর্জন ক্রিতে হয়, তবে আমাদের কৃষিপ্রাণী হইতে এই অধীনার লোকদিগকে চাড়াই দেওয়া উচিত; কারণ “তুর্বৎসব সহ্য করিও সকল, এরূপ যে সন্দেহিত কৃষকসল” স্মৃতি পরিবর্তন ইচ্ছা আছে, তাহাদের উৎসাহিত সম্বন্ধে এই অধীনার লোকেরাও বৃহত্তম প্রভাবক। কোন বিশেষ ফল কোর্সী লি। সম্বন্ধেইতে দিবার আশ্রয়তা স্বীকার করিতে আমি বিশেষ সম্মত নাহি, কিন্তু সেই সীমার বাহিরে আমি যাইতে চাচ্ছি না। যে সকল স্থলে কৃষিকার্যার্থ ভূমির দখল দেওয়া যায়, সেই সকল স্থলে প্রজা নিষ বা বেতমভোগী যজ্ঞর দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমির চাষ করিবেন, দখলীস্বত্ব এইরূপ নিয়মাবলী থাকে, আমি এইরূপ ব্যবস্থা করিতে চাই এবং বাসেন্দা রায়ত ছাড়া অন্য কাহাকেও এইরূপে দখলীস্বত্ব করিয়া দিবার অনুমতি দিতে চাচ্ছি না। আমি কর্মীতে যে সংশোধনের প্রস্তাব করি, তদ্বাথে দুইটী এই বিষয় সম্বন্ধীয় ছিল। প্রথমিক ও দ্বিতীয় প্রভৃতির ধর্ম সমুদয় যোত কোর্সী বিলি করিবার অনুমতি দান স্বতন্ত্র সংশোধননী বিহিত হইয়াছে, কিন্তু কোন প্রকৃত বাসেন্দা কৃষকে এইরূপ হস্তান্তর করিয়া দিতে হইবে, এই সম্বন্ধে অন্য সংশোধননী গ্রাহ্য হয় না।

এই কথার উত্তর প্রমাণ আছে যে কোর্সী বিলি করায় কৃষকে সর্বনাশ হইয়াছে, এবং কৃষিসংক্রান্ত অন্যান্য

The Zemindari Settlement of Bengal নামক স্পষ্টরূপে জমীদারদের বিরুদ্ধে সংকলিত পুস্তকের ১ বালায়ের ৩৫৭-৬০, ৬৮ ও ১ পৃষ্ঠার ইহার একটা সন্দর্ভ উদাহরণ দৃষ্ট হইবে, তাহাতে অনেক সরকারী ও বেসরকারী লেখা উদ্ধৃত হইয়াছে।

যদিও গোলগোঙ্গ সম্বন্ধে মধ্যপ্রাচ্যের প্রজারা সর্বাপেক্ষা দায়ী এবং যে রায়ত জমীদারের অব্যবহিত অধীনে আছেন, তাহার অবস্থা কোর্সী বা কলারত রায়তের অপেক্ষা অনেক ভাল। এইরূপ অবস্থায় দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের দলকেও তালুকদার ও খাজানায়ত্তীভাব পক্ষে উত্তীর্ণ করিলে, এবং কৃষক ছাড়া অন্য লোকদিগকে দখলক্রমে বা প্রকারান্তরে দখলীস্বত্ব লাভ করিবার সুবিধা করিয়া দিলে, বর্তমান অসুবিধা অনর্থক বৃদ্ধি করা হইবে মাত্র। রায়ত কোন একখণ্ড ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিতে না পারে, এই নিমিত্ত যে জমীদার তাহাকে ইচ্ছাপূর্বক একতমী হইতে অন্য জমীতে চালান করে (আমি বলি এরূপ রীতি থাকার প্রমাণ নাই), সেইরূপ জমীদারের স্বেচ্ছাচার হইতে রায়তকে রক্ষা করা

আবশ্যক, ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া মিলেই কর্মী রায়তের অনুকূলে এই অনুমান সৃষ্টি করিতে চাওঁন যে যেহেতু এক্ষণে তাহার ভূমি ভোগ করিতেছে, তাহার অবশ্যই ১২ বৎসর প্রভৃতি ভোগ করিয়া থাকিবে। এইরূপ অনুমান কৃষিসংক্রান্ত লোকদের প্রকৃত অবস্থার বিকল্প; কারণ যাহার উপর জমীদারদের কোন ক্ষমতা নাই, এরূপ নানা হেতুবশতঃ ভূমির দখল দিনে পরিবর্তন হইতেছে। এই প্রদেশে বৃহৎ নদীতীরস্থিত ভূমিখণ্ড আছে, যেখানে নিয়ত শিকড়ী ও পরশী বটিতেছে; এই প্রদেশের সীমান্ত স্থানে সর্বত্র অনায়াসে জল কাটিয়া ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করণের প্রক্রিয়া চলিতেছে; মধ্যস্থিত জিন্দা সমূহে ভূমির উপর লৌক সংখ্যার চাপবশতঃ পতিত ও বাসকর জমীর উপর চাষের আক্রমণ হইয়াছে ও প্রচলিত হইতেছে; এরূপ বহুসংখ্যক পাঠকন্ত কৃষক আছে বলিয়া প্রসিদ্ধ যাহারা কোন বিশেষ স্থানে বাধাবোধী না থাকিয়া সকল দিকে আপনাদের ভাগ্য পরীক্ষা করে। অনেকস্থলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি কম হওয়াতে ও অন্য উপায় হেতুতে পুরাতন রায়তের ইচ্ছাপূর্বক আপনাদের যোত হস্তান্তর করে; এই সকল কথার প্রতি উক্ত অনুমানে উপেক্ষা করা হইয়াছে। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া ইহা কি বলা যাইতে পারে যে, একজন অপক্ষপাতী ও যুক্তিযুক্ত বিচারক, মোকদ্দমার সম্ভাবিত অবস্থা সম্বন্ধে অন্য কোন প্রমাণ না পাওয়া, প্রজা অন্য কোন ভূমি ভোগ করিতেছে, কেবল ইহা হইতে (এইরূপ অনুমান করিতে আপনাকে বাধ্য বিবেচনা করা দূরে থাকুক,) এইরূপ অনুমান করিতে পারিতেন যে উক্ত প্রজা উক্ত সমস্ত ভূমিখণ্ড কিম্বা অন্ততঃ তাহার ত্রিগুণের গুণ ১২ বৎসর দখল করিয়াছে?

সকল রায়তের দখলীস্বত্ব আছে, এই প্রস্তাবিত অনুমান সম্বন্ধে, আমি এখানে একটি স্থলের উল্লেখ করিব, যে স্থলে রায়তের দখলীস্বত্ব না থাকিলেও জমীদারের বা ঠিকাদারের পক্ষে এরূপ অনুমান খণ্ডন করা আমি প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করি।—

১ম।—গবর্ণমেন্টের রাজস্বের নিমিত্ত বলপূর্বক নীলাম করা গেলে, সম্পত্তি ক্রয় করিয়া যে স্থলে ভূমিহীনা দখল পান, সেই সেই স্থলে যে দখলীদার জমীদারের সম্পত্তি এইরূপে ক্রয় করা যায় সেই জমীদার আরই স্বত্বাধীনঃ ক্রেতার শত্রু হইয়া দাঁড়ায় ও পূর্বে সনের কাগজপত্র দিতে অস্বীকার করে। এরূপ স্থলে জমীদার করূপে উক্ত অনুমান খণ্ডন করিলেন?

২য়।—যে স্থলে এক মাল দুই কিম্বা তদধিক পত্তনীদার বা ঠিকাদারকে বিলি করিয়া দেওয়া যায় সেই স্থলে এই মালদার অন্য পত্তনী বা ঠিকা জমিতে রায়ত যে ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে না, এই অনুমান একজন পত্তনীদার বিরূপে খণ্ডন করিবে?

কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের মোতা পরিমাণ এক গজ মাত্র হইলেও, সে মৃত্যু জমি লইলে, যে দিন তাহার মৃত্যু হয় তাহার বন্দীস্বত্ব হয়, সেই দিন তাহার দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে, এই পত্তনীর প্রতিবাদে এক গজ মাল রায়ত হইতে হইতেছে। একজন রায়ত মৃত্যু এক খণ্ড ভূমি চাষ করিতে পারে বলিয়াই সে বৃহৎ ভূখণ্ড চাষ করিতে পারিবে ইহা বুঝিই নাই। সে কেবল কোর্সী বিলি বা বক্রয় করিবার নিমিত্ত ভূমি লইতে পারে।

জমীদার “অবল” শব্দ প্রত্যয় অনির্দিষ্ট। বহুসংখ্যক একটি ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড বুঝাইতে পারে, অথবা দেশের বৃহৎখণ্ড বুঝাইতে পারে। “আব” শব্দ অধিকতর স্বেচ্ছাধীন। আনন্দ বা নির্দিষ্ট সীমা আছে ও তাহাতে বিশেষ দান বুঝায়।

দখলীস্বত্ব হস্তান্তর করিবার ও তাঁহা অগ্রে ক্রয় করিবার অধিকার কথা।

ইহা অতি স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে যে, এ দেশের সুমি সংক্রান্ত চীনের ব্যবস্থাক্রমে, কোন রাষ্ট্র বা দেশের

৩০ "ইহা সাধারণতঃ জানা আছে যে, রাষ্ট্রেরা বহুকাল ধরল কঠিন চেষ্টাতে দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত হয় ও তাহাদিগকে উঠাইয়া দেওয়া বাইতে পারে না, কিন্তু এই স্বত্বক্রমে তাহারা কৃষি বিক্রয় করিবার বা বহুক মিমার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় না।" শোর সাহেবের ১৭৮০ সালের ২৮ নম্বর মন্তবাদিপি; হারিণ্টন সাহেবের Analysis নামক পুস্তকের ৩৭ বাল্যের ৪০৪ পৃষ্ঠা।

উক্ত বা মী উক্ত, তাঁহা পায় ত স্বার্থ বিক্রয় করিবার বা বহুক মিমার ক্ষমতা ছিল না। * দেশাচারক্রমে না উঠিলে ভূস্বামীরা চাক্ষুর বিক্রয়ে দখলীস্বত্ব হস্তান্তর করা বাইতে পারে না এই কথা বলিয়া ব্যবস্থাপকরা ও নিবাহপতিরা এই নিয়ম মান্য করিয়াছেন। গবর্ণমেন্টের পক্ষের কথা এই বলিয়া বোধ হয় যে দেশাচার

সকল চলিতেছে, কিন্তু যে স্বাক্ষরীণ ও বিবরণে দেখাই দেওয়া হয়, তাহা বাস্তবিক প্রাসঙ্গিক নহে, কারণ তাহাতে দেখান না কত দলে হস্তান্তর হইয়া পূর্বে বা পরে অমীদা সম্মতি দিয়াছেন।

এপ্রকারে কোন দেশাচারে এরূপ প্রসঙ্গ হইবে যে, সকল প্রেমীর ও স্বার্থের সম্বন্ধে অস্বাভাবিক বিচারানয়ে প্রমাণ করিতে কিছুমাত্র কষ্ট হওয়া উচিত নহে। আর (১ম) হস্তান্তরযোগ্যতা সর্বত্র স্বীকৃত হয়, ইহার বিশেষ ও উপযুক্ত স্থান না থাকায়, এবং (২য়) দেশাচার প্রকৃত প্রস্তাবে প্রচলিত ও প্রবল আছে, তাহার প্রমাণ দিতে খরচাদিদের অক্ষমতা হেতু দেখানো আদালতে অবিচার ঘটবার বিশেষ কোন দৃষ্টান্ত না থাকায়, সর্বত্র হস্তান্তরযোগ্যতার বিধান করা অনাবশ্যক বলিয়া আমি বিবেচনা করি। এক্ষণে যেসকল কম্পনা হইতেছে, তদনুসারে সর্বত্র দখলীস্বত্ব বিস্তার করা গেলে, ভূস্বামী ও প্রায় সমস্ত উত্তররাই অপকার হইবে; কারণ, যে সকল শাস্ত্র ও মৈত্র্যবাপন রায়তদিগকে রাখা ভূস্বামীর স্বার্থ, আপন চেষ্টাতে তাহাদিগকে রাখিবার ক্ষমতা ইহাতে আর তাঁহা থাকিতেছে না, এবং যে মতাজনেরা বা মৈত্র্যবাপী ভূমীমাল্যেরা রায়তদের স্বত্ব ক্রয় করিতে পারে ও তাহাদের অমীতে ভিন্ন প্রেমীর লোক বসাইয়া প্রাণে বিবাহ, মোক্ষদা ও সর্বনাশ উপস্থিত করিতে পারে, সেই মতাজন বা অমীদারদের দ্বারা রায়তদের উচ্ছেদ হইবার দার উন্মোচিত হইতেছে।

আমি বলিতে চাচ্ছি যে, এদেশের যে প্রাচীন দেশাচারক্রমে এরূপ যৌক্তিক হস্তান্তর করিতে পারা যায় তাহা তাহাতে প্রাচীন সমাজের নির্দিষ্টতা ও মঙ্গল তথ্যের বিশেষরূপ সম্ভাবনা ছিল, কারণ, এই সমাজে গাভীর স্বার্থ ছিল না, তাহাদের তথ্য বলপূর্বক প্রবেশ করা এবং সাধারণতঃ এই সমাজের ও ভূস্বামীদের বিরুদ্ধ স্বার্থ স্থাপন করিয়া প্রাচীর শান্তি ও সমৃদ্ধি নষ্ট করা এই দেশাচারবলে বহুপরিমাণে নিবারণিত হইত।

মজিনাপনের ায়তদের মধ্যে হস্তান্তরকরণস্বত্ব স্বীকৃত হওয়াযে যে অনিষ্টজনক ফল করিয়াছে; এবং সেমহা- ভবনের হাণ্ডে সাঁওতালদের পড়ে, প্রমাণতঃ াণ্ডাদের অত্যাচারহেতুক সাঁওতালদের মধ্যে যে শান্তিভঙ্গ ঘটে আমার মতের প্রতিপোষনার্থ আমি তাহার উল্লেখ করিতে চাই; এবং এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে, আমার নিজ ও অন্যের ভবিষ্যতের রায়তদিগকে বঞ্জন ও অন্য ভূমিাবাসীদের কণার উপর সেনা যে ইহার আভাবিক ফল হইবে, তাহাকে আমি াপত্তি করিতে চাই।

সত্য বটে, হৃদয় হস্তান্তরস্বত্বদানের ক্ষতিপূরণস্বরূপ ভূস্বামীকে অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব দিবার প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, যাহা ভূস্বামীর নিজের আছে, তিনি কেন তাহা ক্রয় করিতে বাধ্য হইবেন? অগ্রে ক্রয় করিবার প্রস্তাবিত সীমাবদ্ধ স্বত্বে ভূস্বামীর অস্পষ্ট উপকার হইবে, এবং আমি প্রস্তাব করি যে, এইস্বত্ব যদি দেওয়াই হয়, তবে উত্তরাধিকারক্রমে না হইয়া রাষ্ট্রীয় স্বত্বে যে প্রত্যেক হস্তান্তর হয়, তাহা তেই এই স্বত্ব বর্তীষ্টয়া ইহা অধিকতর কার্যকর করা উচিত; এবং "তালুক" সম্বন্ধেও উক্ত স্বত্ব বর্তীহইতে পারিলে স্বাধীনতা প্রজাদের স্বার্থলোপ করিয়া একটি স্বত্ব কার্যকর যন্ত্রের বিধান করা হইবে, ইচ্ছািত সকল পক্ষের বিশেষ মঙ্গল। অগ্রে ক্রয় করিবার অসীম স্বত্বাধীনে, গাভীর তাহার নিকট বিক্রয় করিবার স্বত্ব অপেক্ষা প্রকৃত- বাসেন্দী কৃষকদের নিকট স্বাধীন ভাবে বিক্রয় বরং আমার নিকট উৎকৃষ্টতর বোধ হয়। কেহও অস্বাভাবিক করেন যে, দখলীস্বত্ব হস্তান্তরযোগ্য হইলে বেচারের নীলকরনের উপকার হইবে; কিন্তু আমি তাঁহাদের মধ্যে এমন অনেক লোককে জানি, বাঁহারা এই প্রস্তাবের বিরোধী, এবং বঙ্গদেশের নীলকরণ সম্পূর্ণরূপে ইহার বিরোধী।

খাজানা মুদ্রারূপে পরিবর্তন করণ।

এই বিষয় বিবেচনা করার সময় আমি এই কথা অধম বলিতে ইচ্ছা করি যে আমার মতালে তাঁহা বা সমাজগণ খাজানা দেওয়ার রীতি নহে; এবং আমার এমন বিবেচনাও হয় না যে উহা মুদ্রারূপে খাজানা দেওয়ার নামে এইসকল অঞ্চলে ভূমীদার বা কৃষকের উপযোগী হইবে। কিন্তু বেচারে এমন অনেক স্থান আছে যথায় তাহা চলিত ও টাকার খাজানা কদাচ কখন দেওয়া যায়। এই সকল স্থানের অবস্থা ভিন্নপ্রকার এবং এই বিষয়ে যেসকল কম্পনা হইতেছে তদ্রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তন যদি সহসা প্রবর্তিত করা যায়, তাহা হইলে সকল প্রেমীরই বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এরূপ বিষয়ে সময়ের উপর নির্ভর করাই উচিত, অতীত কালের অভিজ্ঞতার দৃষ্ট হইতেছে যে, সত্যতা ও সমৃদ্ধির কারণে উন্নতির সঙ্গে সমাজে শাস্যরূপে দেয় খাজানা প্রকারে প্রায়ই পরিবর্তিত হইয়া থাকে। অতএব ইচ্ছািত সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন প্রবর্তিত কথা আমি মোক্ষের বিষয় বলি।

এবিষয়ে আমার নিজের বড় একটা ক্ষতিবুদ্ধি পাঠ। কিন্তু আমার ইচ্ছা যে বেচারের ভূমীদারদিগের প্রতিদিশি স্বরূপ আমি তাঁহাদের বড় একাল করি। আমার বিবেচনায় এই সকল বড় বিশেষ বিবেচনায়োগ্য।

শস্যরূপে খাজানা দেওয়ার রীতিই নিঃশেষে খাজানা দিবার আদম উপায় ; এবং বেহারের অনেক অংশে উহা যে আজিও বলিষ্ঠ হইয়াছে তাহার কারণ এই যে লোকের দর্শনীয় অবস্থার উহাতে নানা প্রকারে সুবিধা হয় এবং সকলেই জানে এদেশের লোক পুরান রীতি অনুসারে কার্য্য করিতেও অধিক ভাল বাসে । আকবরের প্রধান হিন্দু রাজস্ব সচিব রাজা জোড়রাম রায়ের খাজানা ঘোটে উৎপন্নের একতৃতীয়াংশ বলিয়া নির্দেশ করেন । আত্মীয় বৃদ্ধি করিয়া অর্ধেক করিয়া তুলেন । জমিদারেরা বিচালির মূল্য নির্ধারণ অত্যন্ত হ্রস্ব বিবেচনা করিয়া শস্যরূপ উৎপন্নের ১৫ বোলভাগের মাত্র ভাগ খাজানা অবধারিত করেন এবং বিচালির সমস্ত মূল্য রায়তকে প্রদান করেন ।

বেখানে দুর্ভিক্ষাদি উপস্থিত হইলে কৃষক সম্প্রদায়ের প্রাথমিক অবলম্বনের কোন উপায় নাই, সেখানে অজ্ঞতার সময় উৎপন্ন যতই কম হউক না কেন উহার এক অংশ রক্ষা করাই কৃষকের পক্ষে স্পষ্টই সুবিধা । আর একদিক দেখিতে গেলে যে প্রজা এক সমান মুদ্রারূপ খাজানা দিতে বাধ্য, সময়ে সময়ে তাহার সমস্ত উৎপন্নের মূল্য ভূম্যধিকারীর অবধারিত টাকার দাবীর সমান হয় না । এইরূপ বিবেচনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, যে কৃষক খাজানা শস্যে দেয় সে, যে মুদ্রারূপ খাজানা দেয়, তাহার অপেক্ষা ভাৰ্ত্তিক সহ্য করিতে অধিক সমর্থ ।

দুষ্ঠান্তবরণ এখন বৎসর লও বাহাতে শস্য একেবারেই জমে নাই । ভাওলীয়ার আপন ভূম্যধিকারীকে সে বৎসর কিছুই দিবে না, যেহেতু তাহার সহিত ভাগ হয় এমন শস্যই নাই । কিন্তু শস্য উৎপন্ন হউক আর না হউক । মুদ্রারূপ খাজানাদাতা সম্পূর্ণ বৎসরের খাজানা দিতে বাধ্য, তাহাকে হয় যে সময়ে তাহার বাধ্যতাসম্মত অত্যন্ত কম সেই সময়ে জমা সুদে টাকা ধার করিতে বাধ্য হইতে হইবে, না হয়, ভূম্যধিকারী যৌকন্দন কজুকরিলে তাহার খরচা ও সুদ দিতে হইবে । অতএব শস্যরূপে দেয় খাজানা পরিবর্তনের বিধান বাস্তবীর নহে, কারণ উহাতে অজ্ঞতা ও দুর্ভিক্ষের সময় কৃষক সম্প্রদায়কে অত্যন্ত কষ্টে ফেলিবার সম্ভাবনা ।

খাজানার দাবীর সময় সাধারণতঃ কসলের সময়ের সঙ্গে এক তওয়ার মতরাত্রেও দৃষ্ট হয়, যে সকল কৃষক মুদ্রারূপে খাজানা দেয়, অনেকস্থলে, যদিও এরূপ স্থল অতি বিরল, তাহাঙ্গিকে অতি অস্পৃশ্য শস্য ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতে হয় । এরূপ সময়ে ভাওলী প্রজাকে কোন প্রকার ক্ষতি স্বীকারই করিতে হয় না ।

আবার অনেক স্থলে বড় বড় চর আছে, তাহার প্রতি কসলেই ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বিলম্বন হ্রাস বৃদ্ধি হয় । এরূপ স্থলে জমিদার ও রায়ত উভয়ের পক্ষেই ভাওলী প্রজার খাজানার বন্দোবস্ত করার সুবিধা ও সুবিচার হয় ।

আরও ভাওলী প্রজা অনুসারে বন্দোবস্ত জমিদার রায়তের সহিত ভাগ করার প্রত্যবসরই ভূমির উৎপাদিকা শক্তি, পরিমাণ, ও উৎপন্নের মূল্য বৃদ্ধির কল পাঠিয়া থাকেন । যদি হ্রাস হয় তবে চতুরের সে ক্ষতি ভাগ করিয়া লইতে হয় । এজন্য কোন পক্ষেরই বিশেষ অনুরোধের বিশেষ কারণ থাকে না এবং জমিদারেরও খাজানা বৃদ্ধির যৌকন্দন কজু করিবার বিশেষ আশংকতাও থাকে না ।

এই পর্য্যন্ত মুদ্রারূপে পরিবর্তন সম্বন্ধে গেল । এই পরিবর্তন কার্য্যে পরিণত করা সম্বন্ধে রাজস্ব কর্তৃপক্ষীই মুদ্রারূপে দেয় খাজানা অবধারিত করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং পাণ্ডুলিপিতে বিধান আছে যে এরূপ বন্দোবস্তের সময় তিনি নিকটস্থ স্থানে প্রচলিত মুদ্রারূপ খাজানা দেখিয়া ও গত দশ বৎসরে জমিদার প্রকৃতপক্ষে যে খাজানা পাইয়াছেন তাহার গড় মূল্য ধরিয়া কার্য্য করিবেন । এই সকল নিয়ম অত্যন্ত জালপা, এবং আমরা সকলেই জানি যে প্রকৃত প্রস্তাবে দিয়া কষচারীর মত অত্যন্ত ভিন্ন । আবার বিবেচনায় এরূপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে রাজস্ব কর্ম্মচারীকে তাহার নিজ মতলবমত মীমাংসার উপর নির্ভর করিতে দেওয়া উচিত নহে এবং এসকল বিষয় ভূম্যধিকারী ও প্রজার ব্যক্তিগত চুক্তি ও পরস্পরের সম্মতি অনুসারে হইলেই ভাল হয় । জমিদারের পক্ষ হইতেও একথাও বলা হইয়া থাকে যে শস্যরূপে খাজানা লওয়াই জমিদারের পক্ষে লাভ, কারণ রায়তের ন্যায় তাহাকে কসলের সময়েই বিক্রয় করিতে হয় না । তিনি শস্য কিছু দিন ধরিয়া রাখিয়া কসলের সময় বাজারে না পাঠাইয়া বৎসরের যে সময়ে শস্যের মূল্য অধিক হয় এরূপ সময়েই অনেক সুবিধা করিয়া শস্য বিক্রয় করিতে পারেন । সুতরাং এইরূপ খাজানার পরিবর্তনে কাঙ্ক্ষিত জমিদারের আর কদান হইবে, আবার বোধ হয় না যে এরূপ করা গবর্নমেন্টের স্বার্থ অতি প্রায় ।

আবার তরসা আছে যে আমি শীঘ্রই এবিষয় সম্বন্ধে কতকগুলি স্থিতিরীতি সঠিক সাংবাদ দিতে পারিব । এই গুলি এখনও আমি সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারি নাই । এই সম্বন্ধে আর এক কথা আছে । রায়তের সার্থের জন্য তাহা প্রকাশ করা উচিত, সে কথা এই ।—যে স্থলে ভাওলী প্রজা প্রচলিত আছে সে স্থলে জলসেচন কার্য্যের জন্য আবশ্যক পুর বীধ সকল জমিদারকে নিজের খরচে রক্ষা করিতে হয়, যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গ্রামত ইহার উপকার লাভ করে, তথাপি তাহাকে এসম্বন্ধে গোসরূপ খরচার দায়ী হইতে হয় না । কিন্তু যেস্থলে টাকার খাজানা দিতে হয়, সেস্থলে জমিদার যদি জলসেচন কার্য্য দ্বারা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করেন, রায়তকে খাজানা বৃদ্ধি দিতে হয় এবং স্থানীয় প্রজা অনুসারে আশা করা যায় যে বর্তমান পুর বীধ প্রকৃতি ঘোরান্ডে রাখার খরচ জমিদারকে ও তাহাকে অংশ অনুসারে দিতে হইবে ।

খাজানা হুকি।

এই বিষয়ে ও খাজানা আদার বিষয়ে জমিদারদিগের আরও সুবিধা করিয়া দেওয়া পরামর্শদিগ্ধ বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে। বর্তমান আইনে কেবল তিনটি কারণ দশতঃ আদালতের দ্বারা খাজানা হুকি করার অধুনা আছে। তাহার মধ্যে প্রধান কারণ এই যে, রায়তের দায় বা পরিচয় বাজীত উৎপন্নের মূল্য অথবা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি হুকি হইয়াছে। সকলে স্বীকার করিবেন যে এই দ্বয় ধরিয়া হুকি দেওয়া নাযা, কিন্তু কার্যকালে দৃষ্ট হইয়াছে যে এরূপ “হুকি” আদালতে প্রমাণ করা অত্যন্ত দুষ্কর, অতএব আদালত দ্বারা হুকি এক প্রকার বন্ধই হইয়াছে। এই জন্য জমিদার দ্বারাও চুক্তি দ্বারা খাজানা হুকি করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও অপব্যয়সাধ্য বিবেচনা করেন, কিন্তু এরূপ করাও কোনক্রমেই সহজ বলিয়া বোধ হয় না। কারণ জমিদার দেওয়ানী আদালত দ্বারা যে হুকি পাইতে পারেন না, তাহা নিতে রায়তেরা নিত্যন্ত অসম্মত।

বাণাহুক, যে অবস্থি গবর্ণমেন্ট গেজেটে প্রত্যেক জিলার খাদ্য শস্যের সাপ্তাহিকমূল্যের তালিকা প্রকাশ করিতেছেন তদনুযায়ী হুকি আদার উত্তম উপায় হইয়া রহিয়াছে। এইজন্য আমি এই সকল মূল্যের তালিকাকে মূল্যহ্রাসের চূড়ান্ত প্রমাণ করার প্রস্তাবকে অতি উত্তম প্রস্তাব বলিয়া মনে করি। এবং এইরূপ করিলে জমিদার অনেকটা উপকার প্রাপ্ত হইবেন। বর্তমান আইনের শব্দরচনা সাধারণতঃ রক্ষিত হয় এবং এক্ষণে খাজানা হুকির কারণ যেরূপ নিম্নবন্ধ করার প্রস্তাব হইয়াছে তাহা না হয় আমি এই মর্মে প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করি।

এই পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ সম্পন্ন করা হইয়াছে অবশ্যকতবে তদ্বিষয় অন্য কারণেও ভূমির উৎকর্ষসাধন হইতে পারে। এরূপ স্থল অতি বিরল ও হ্রস্ত প্রমাণ করা দুষ্কর, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন বিধান না করার কোন কারণ নাই।

এই হুকি সম্বন্ধে প্রধান শস্যের লক্ষণ, কেবলমাত্র মূল্য খাদ্য শস্যে সীমাবদ্ধ থাকা আদার যথেষ্ট উচিত নহে।

দেশের কোনরূপ শস্যের পরিবর্তন হইলে জমিদারেরা তাঁহার উপকার লাভ করিবে, একথা সমস্ত পুরাণ আইন এক বাক্যে প্রকাশ করিয়াছে। সার জন শেয়ার সাংকেত বলিয়াছেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বেও এইরূপ দেশাচার প্রচলিত ছিল। বর্তমান সময়েও যে সকল অঞ্চলে শস্যরূপ খাজানা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহার যে কেবল খাদ্য শস্যের উৎপন্ন নির্ণয় করা হয় এরূপ নহে, ইক্ষু, তামাক, পান এবং অন্যান্য প্রকার শস্যও বাচাই করা হয়। অন্যান্য জিলাতেও যে সকল জমীতে খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয় ও যে সকল জমীতে অধিক মূল্যবান শস্য উৎপন্ন হয় তাহাদের খাজানার হার সম্বন্ধে বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

অতএব এই বিধানে আবার “নূতন করিয়া পুরাতন আইন ও দেশের সর্ববাদিসম্মত দেশাচার পরিভাষা করিয়া যাওয়া হইল।”

বিধানীর স্থলে পুরাতন আইনে আদালতের উপর খাজানার লগা ও উপযুক্ত হার দিবার যে ভার ছিল তাহার উপর আর এরূপ কিছু বেশী করিবার আবশ্যকতা দেখিতে পাওয়া না। এবং খাজানার হার সীম বদ্ধ করিবার কোন আবশ্যকতা দেখিতে পাওয়া না। প্রত্যেক স্থলে দেওয়ানী আদালতকে যেরূপ অধুসঙ্গীত লগতে হইত, তাহাতে কোন হার লগা ও উপযুক্ত হইবে আদালতে তাহা জামিনার বিলক্ষণ সুবিধা হইত। এই জন্য ইহার ক্ষমতা হ্রাস করার উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না, এবং উচ্চতর হার দেওয়া উচিত আদালতের ক্ষমতাধীন এই বিধান অধিনেও টাকায় চারিআনার উচ্চতর হার দেওয়া বদ্ধ করিবার উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

যদিও খাজানা হুকি সম্বন্ধে আদার বক্তব্য এই যে, এরূপ স্থলে কোমু বিচারে স্বাধীনভাবে চুক্তি পরিহার করা হইল, তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম। যতদূর বন্দোবস্ত দ্বারা খাজানা হুকি পাওয়া জমিদারের পক্ষে সহজ ব্যাপার নহে। এরূপ স্থলে তদ্বিষয়ে বিবাদের অন্য কোনরূপ দ্বিধা থাকিবে এবং রায়ত যে চুক্তি পূর্বেই স্বাক্ষর করিয়াছে কবুলিয়াৎ রেজিস্টারী করার সময় তদনুযায়ী দায়িত্ব সম্বন্ধে গোলযোগ উত্থাপনের সুযোগ পাইবে, এরূপ করা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।

পাণ্ডুলিপির ২য় অধ্যায়।—এজমালী সম্পত্তির তত্ত্বাবধান।

মন্ত্রিসভার উত্থাপিত আদার পাণ্ডুলিপির অতিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনার ২৭ দফা হইতে এবং তাহাতে উল্লিখিত উদ্ধৃত অংশ সকল হইতে আমি আনিতে পারিয়াছি যে লোকের সংস্কার জন্মিয়াছে যে এজমালী মালিকদের কার্যাব্যাহক নিয়োগের বিধান করা বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং ১৮২৭ সালের ৫ আইনের ক্রিয়মাণ ১৮৭৪ সালে রহিত করার বর্তমান আইন অর্থাৎ ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারা অফুসারে কার্য করা হুকি হইয়াছে বলিয়া এবিষয়ে আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক হইয়াছে। পুরাণ আইনে যে স্থলে এজমালী ভূস্বামী আছে ও যেখানে এরূপ এজমালী ভূস্বামির ব্যবহারে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা আছে, সেখানে ঐ সম্পত্তির অন্য কার্যাব্যাহক নিয়োগের ক্ষমতা গবর্ণমেন্টকে দেওয়া আছে। এই সকল আইন কৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হইবার অনেক পূর্বে পাস হইয়াছিল। উক্ত কার্যপ্রণালীবিষয়ক আইনে শান্তিভঙ্গ গুরুতর কৌজদারী অপরাধ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। অতএব শান্তিভঙ্গ এককালে কৌজদারী ও দেওয়ানী অপরাধ সাব্যস্ত করা আর আবশ্যক বলিয়া বোধ হয় নাই। এই জন্য অপ্রচলিত আইন বলিয়া ১৮৭৪ সালে এই সকল আইন রহিত করা হয়। অতএব এই সকল কার্যপ্রণালী পুনরুজ্জীবিত করার পূর্বে, সরকারী কার্যকারকেরা ও অভিযোজ্যগণ প্রকৃতপক্ষে গতদূর ১৮১২ ও ১৮২৭ সালের আইনের সহায়তা গ্রহণ করিতেন এবং তাহার কি বা কল হইয়াছে এবিষয় অধুসঙ্গীত করার বিশেষ কারণ আছে। আমি এবিষয়ে কনিষ্ঠতঃ একটা নির্দিষ্ট প্রণয় করিয়াছিলাম; কিন্তু আমি এই মাত্র উত্তর পাইয়াছিলাম যে এবিষয়ে সংবাদ অধুসঙ্গীত করা যাইবে এবং

অসামর্থি এবিষয়ে আর আমি কিছুই শুনি না। আমার সামান্য বুদ্ধিতে এই বোধ হয় যে যখন একটা আইন প্রচলিত বলিয়া যথাবিহিত একান্তে রহিত করা হইল, তখন উহা পুনরুজ্জীবিত করণের প্রস্তাব করার পূর্বে ইহার স্থিতিরীতি বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশ করা আবশ্যক। আইন বিধিবদ্ধ করার প্রস্তাবের পূর্বে কেবল মাত্র অসুখান বা সাধারণ সংস্কারের উপর নির্ভর করা উচিত নহে। উত্তমরূপে প্রমাণ করা ও জেণীভুক্ত করা ঘটনাবলিই কেবল আইন প্রণয়ন সাধ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে।

আমি এই কথা না বলিয়া এবিষয় ত্যাগ করিয়া যাঁতে পারিতেছি না যে, দিয়ার ও সামান্যদের বহুল প্রচারের সহিত রায়ভদ্রদের উপকারার্থ গবর্নমেন্টের পিতৃহানীর ভাব রক্ষা করার কোন অবশ্যকতা নাই। অতএব যদি এই সকল বিধান পুনঃপ্রবর্তিত করা হয়, তাহা হইলে মহাল ও তালুকদের ভূস্বামিগণ এমন কি পাণ্ডুলিপির সঙ্গে নতুন তালুকদারেরাও ভাগদারদের সমস্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানের ভার আপীলখানা ভাবে জিলায় জজের হস্তে সমর্পণ করিবার প্রস্তাবে নিশ্চয়ই অসম্মত হইবেন। এরূপ হলে অত সাহেবের তুল দিক্ষান্ত করার সম্ভাবনা কি এত অল্প যে তাঁহার দিক্ষান্তই চূড়ান্ত হইবে? অথবা অতস্বরূপ তাঁহার অন্যান্য যে নানা মৌকদমার নিষ্পত্তি করিতে হয় এবং যাগাতে আইনে তাঁহার বিচার চূড়ান্ত বলিয়া স্বীকার না করিয়া হাই কোর্টে আপীলের দিমান করা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার আত্মা যারা যেরূপ অনিষ্ট হইতে পারে, এখানে কি তদপেক্ষা কম অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে?

যখন এই বিষয়েই বলিতেছি তখন আমি বোধ হয় একথা বলিতে পারি যে তত্ত্বাবধানের ব্যয় ও তত্ত্বাবধারকের ক্ষমতা সম্বন্ধে আমি কতকগুলি নিয়ম প্রস্তাব করিয়াছিলাম। আমি আরও প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে কোন স্থানেই তত্ত্বাবধানের খরচ মহালের মোট আয়ের শতকরা ১২ টাকার অধিক হইবে না। আমার এরূপ প্রস্তাব করিবার কারণ এই যে কোন কোন স্থানে গবর্নমেন্টের অধীন কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানের ব্যয় মোট আয়ের শতকরা ২০ টাকার অধিক হইয়াছে।

“দেশখণ্ডে দেশখণ্ডে হার ভিন্ন ভিন্ন, রাজশাহী ও কুচবিহারে শতকরা ১৫ টাকা হইতে (এই সকল স্থানে তত্ত্বাবধান প্রণীতির পুনঃ গঠনের জন্য বিশেষরূপে বলা হইয়াছে এবং সেইরূপ কার্যও আরম্ভ হইয়াছে) উড়িষ্যা শতকরা ৫.১ টাকা। বঙ্গদেশের বার্ষিক বিজ্ঞাপনী, ১৮৭৯-৮০ সাল, ৪৪ ও ৪৫ পৃষ্ঠা।”

এতদ্বারা আমি এই মর্মে আর এক প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে সকল বা অসুখঃ একজন ভূস্বামী আবেদন না করিলে শাস্তিভঙ্গ হইতে কাগ্যাদ্যক্ষ নিযুক্ত করা হইবে না। আমার এরূপ প্রস্তাব করার কারণ এই যে আমি বিবেচনা করিয়াছিলাম যে এরূপ নিয়ম স্থাপিত না করিলে আমাদের নিশ্চয়ই দেখা উচিত যে সমস্ত একজমালী মহালে ও যেখানে বাঁহতেরা জমিদারকে দিবস্ত করিবার জন্য শাস্তিভঙ্গ অপরাধে ফৌজদারী মৌকদমা কর্তৃক করিয়া হারিয়া গিয়াছে সেই সকল স্থানে প্রজামা এজমালী কার্যাদ্যক্ষ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করে। এরূপ বিষয়ে দেওয়ানী আদালত অপেক্ষা ফৌজদারী আদালত অধিকরূপে কার্য্য করিতে পারে, কারণ শাস্তিভঙ্গ নিবারণার্থ ফৌজদারী আদালতের উপর যেরূপ ক্ষমতা দেওয়া আছে তাহা দেওয়ানী আদালতের উপর এক্ষণে যেরূপ ক্ষমতা দিয়া : প্রস্তাব হইতেছে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে কাব্যাকর।

সিলেটে কনিষ্ঠে আমার তৃতীয় প্রস্তাব এই ছিল যে কার্যাদ্যক্ষ সমস্ত একজমালী ভূস্বামীদিগের সম্মতি ব্যতিরেকে কোনমতে খাজানা কম করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন না। আমার মত এই যে, গ্রামে কার্যাদ্যক্ষের স্বার্থ কিয়ৎকালের মিত্রিত যাত্র, যে গবর্নমেন্ট কার্যাদ্যক্ষ তাঁহার তত্ত্বাবধান করিবেন তাঁহার কার্য্য এক অধিক যে এবিষয়ের তত্ত্বাবধানে মনোযোগ দিবার তাঁহার যথেষ্ট সময় থাকিবেন। সুতরাং প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে রায়ভদ্র খাজানা কমাইয়া দিয়া জমিদারকে বাৎসরিক আয় হইতে বঞ্চিত করিবার ও উক্ত রায়ভদ্রদের মিত্রিত কমিশ্বন স্বরূপ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া নিজ উদর পূর্ণ করিবার পক্ষে কার্যাদ্যক্ষের চমৎকার সুবিধা হইবে। কেবল আমার মত যে এরূপ তাহা নহে, যাঁহারা কিঞ্চিৎ মত করিয়া এবিষয় আলোচনা করিয়াছেন, ভূমি সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে যাঁহাদের কিছুমাত্র অতিজ্ঞতা আছে এবং যাঁহারা এবিষয়ে রাজপুরুষদিগের মত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল না, তাঁহারাও আমার সহিত একমত হইবেন। এরূপস্থলে গবর্নমেন্ট কিরূপ লোকের মধ্য হইতে কার্যাদ্যক্ষ সংগ্রহ করিতে পারেন? এরূপ চাকরীর যেরূপ বেতন তাহাতে গবর্নমেন্ট যে জেনী হইতে আমীন ও পুলিশ ইনস্পেক্টর নিযুক্ত করেন সেই জেনীহইতেই কার্যাদ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন। আর কে না জানে যে আমীন ও পুলিশ ইনস্পেক্টরই এদেশের একটা প্রধান বালি? এরূপ চাকরিতে যেরূপ অল্প বেতন হইবার সম্ভাবনা, তাহাতে গবর্নমেন্ট কার্যাদ্যক্ষ করিবার জন্য উক্ত জেনীর দেশীয় ভ্রমলোক পাইবেন এরূপ ভরসা একেবারেই নাই। সাধারণতঃ একজমালী ভূস্বামীদের আর অতি অল্প; আর আমি কালি শাস্তিভঙ্গ অপরাধের ফৌজদারী দণ্ড এত অধিক যে গবর্নমেন্ট যে বহুসংখ্যক মহালের জন্য এক জন কার্যাদ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে উপযুক্তরূপে অধিক পরিমাণে বেতন দিবেন এবং সর্বদা বিধানী লোক নিযুক্ত হয় এরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন, তাহা সম্ভব নহে।

কার্যাদ্যক্ষের ক্ষমতা ও তাঁহার সেরেস্তার খরচ সম্বন্ধে নিয়ম প্রণয়ন বিষয়ে আমি যে সকল জমিদারের সহিত পরামর্শ করিয়াছি, তাঁহাদের সকলেরই মত যে এরূপ নিয়ম প্রস্তাব আবশ্যক। কিন্তু এ বিষয়ে আমি যত প্রস্তাবই করিয়াছি, সিলেটে কনিষ্ঠে তাহার এই মাত্র উত্তর পাইয়াছি যে হাই কোর্টকে এ সম্বন্ধে নিয়ম প্রণয়নার্থ অসুরোধ করা হইবে। কিন্তু আমরা জমিদার, আমরা বলি যে কার্যাদ্যক্ষের ক্ষমতা অনির্দিষ্ট থাকি উচিত নহে এবং বাবদ্যাপকসম্ভার স্পষ্টরূপে তাহা নির্ণয় করিয়া দেওয়া উচিত। যদি সভ্য সভ্যই এরূপ বিবেচনা বরা

হইরা থাকে যেহাি কোর্ট ব্যবস্থাপক সভা হইতে এবিষয়ে অধিক অভিজ্ঞ, তাহা হইলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রতিজ্ঞা পূর্বক নিশ্চয়রূপে জমিদারদিগকে প্রদত্ত আইনসম্বন্ধে স্বত্ব সম্বন্ধীয় ইহা অপেক্ষা গুরুতর বিষয় সকলে হাই কোর্টের সঙ্গে মত্বা করা হয় নাই কেন ?

পাণ্ডুলিপি ১২ অধ্যায় ।—স্বত্বের লিপি ।

বলা হইয়াছে যে কোন কোন মহালে জমিদারেরা উপযুক্ত কাগজপত্র রাখে না । যদি এই রূপ হয়, তাহা হইলে এরূপ জমিদারীতে জরীপ ও স্বত্বের ভালরূপ লিপি আবশ্যক হইতে পারে । কিন্তু তাই বলিয়া যে সকল মহালে কাগজপত্র নির্দোষ এবং যেখানে সম্পর্ক বিশিষ্ট সকল লোকেই তাহাদের যেরূপ কাগজপত্র আছে তাহাতে সন্তুষ্ট, সেখানেও কেন যে জমিদার ও প্রজাকে জরীপের হাদান সহ্য করিতে হইবে তাহার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না ।

সিপের প্রাচীন প্রণালীমতে সকল জমিদারই নিরবিচ্ছিন্ন সময়ান্তরে তাহাদের মহালের সীপকরেন এবং তাহাদের এক প্রকার না এক প্রকারের মোটী মোটী সিপের কাগজ আছে ; অনেক আবার ইহা অপেক্ষাও অধিক করেন, ইহারা যে আপন মহালের কেবল সীপ করেন তাহা নহে, গবর্ণমেন্ট মহালের যেরূপ নকশা প্রস্তুত হয় প্রায় সেইরূপেই নকশা প্রস্তুত করিয়া রাখেন । তাহাদের কাগজপত্রে রাসতের যোতের সুক্ষ পরিমাণ ও ঠিক আরগা ও জমীর গুণ ও দের খাজানার হার দেখাইয়া দেয় ।

অতি অস্পষ্ট থাকে জমিদার আবার ইহা অপেক্ষাও অধিক করেন । তাহারা প্রত্যেক রাসতকে তাহার ক্ষেত্রের বিশেষ বিবরণ ইতানি বুঝাতির নিবা খাত বসিতে তাহা দিগকে স্বাক্ষর করাইবাল । জমিদারের পক্ষে ইহা বড় সহজ ব্যাপার নহে । খান মনানে গবর্ণমেন্ট বন্দোবস্ত কাগজ করকের যেরূপ হাজির করণের কমতা আছে, তাহার সে কমতা নাই ; সুতরাং তাহাকে বিস্তর দায় করিতে হয় ও সুতরাং তাহার কষ্টের ইয়ত্তা থাকে না ।

এরূপ অবস্থায় কি বলা যাইতে পারে যে, সমস্ত মোটী জরীপ করার আবশ্যকতা আছে ? অন্ততঃ যে সকল জমিদারির নির্দোষ কাগজপত্র আছে তাহা দিগকে আগার বিবেচনায় অব্যাহতি দেওয়া উচিত ।

আমার প্রস্তাব এই যে যদি জরীপ করিতে হয় যেসকল গ্রামে জমিদার ও রাসত উভয়েই জরীপ হওয়া ইচ্ছা করে এমন সব গ্রামেই উহাতে হাত দেওয়া উচিত ; কি দিচারে যে তাহারা চুচ্ছা কর না তাহাদের শিরেও জরীপের খরচা চাপান তর আমি তাহা বুঝিতে পারি না । জরীপে তাহাদের উপকার নাই ইহা অনন্ত মামলা মোকদ্দমার উৎপত্তি হইবে ।

১৮৭৬ সালে জমিদারদিগকে স্বত্ব রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য করার জন্য আইন পাস হয় । ইহাতে যে কি পরিমাণে মোকদ্দমার উৎপত্তি হয় তাহা জামরা সকলেই জানি । যেসকল লোকের কিছুমাত্র স্বত্ব ছিল না তাহারা ও কোন না কোন রূপে স্বত্ব সাব্যস্ত করাইবার জন্য অগ্রসর হইল, তাহার ফল এই হইয়াছে যে যদিও এই আইন পাস হওয়ার পর আট বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, তথাপি অনেক মোকদ্দমার এখনও নিষ্পত্তি হয় নাই । এমন অনেক জমিদার আছেন তাহাদের সম্পত্তিতে যতদূর সম্ভব উৎকৃষ্ট স্বত্ব থাকিলেও এরূপ মোকদ্দমায় দুস্পরিহার্য চিন্তার উপর অনর্থক অনেক খরচপত্র করিতে হইয়াছে ।

জমিদারেরা সমস্ত অধিবাসীর শতকরা এক জন ও নহে, তাহাদের স্বত্ব রেজিষ্টরী করিতে গিয়াই এই হইল ।

যদি এত অস্পষ্ট থাকে লোকের স্বত্ব রেজিষ্টরী করিতে আট বৎসর কালও অস্পষ্ট সময় বলিয়া গণ্য হইল, তাহা হইলে প্রকার স্বত্ব রেজিষ্টরী করিতে কি তাহার দশগুন অধিক সময় লাগিবে না ? বাজালা ও বেহারের প্রায় সমস্ত অধিবাসীত প্রজা । এবিষয়ে যেরূপ অনুসন্ধানের প্রয়োজন তাহাতে যে দীর্ঘ সময় লাগিবে এই সমস্ত সময় ধরিয়া মোকদ্দমা, ব্যয়, হরষণ ও চুক্তিস্থায় কি সকল শ্রেণীর লোকেরই ক্ষতি হইবে না ?

এই সকল কারণে আমার বোধ হয়, যে সকল গ্রামে সম্পর্কবিশিষ্টলোকে গবর্ণমেন্টের নিকট জরীপের প্রার্থনা করে তত্ত্বিন্ন অন্য গ্রামে জরীপ প্রবর্তিত করা আবশ্যক ।

জমিদারের রেজিষ্টরী ।—খামার বা নিজজমী ।

আমার সুযোগ্য সহযোগী রাস কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর তাহার মতভেদপ্রকাশকালে এরূপ দক্ষতা সহকারে এই বিষয়ে লিখিয়াছেন যে তাহাতে আমার আর অধিক কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই । আমি কেবলমাত্র বলিব যে এবিষয়ে তাহার সহিত আমার মত সম্পূর্ণরূপে এক ।

পাণ্ডুলিপি ১৩ অধ্যায় ।—ক্রোক ও খাজানা আদায় ।

চারিদিক হইতে সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে খাজানা আদায়ের পক্ষে এখন অধিবাসদিগের যে উপায় আছে তাহা অপেক্ষা শীঘ্রকর ও অব্যর্থ উপায় হওয়া আবশ্যক এবং যে স্থলে প্রজারা ধর্ম্মঘট করিয়া খাজানা দেওয়া বন্ধ করে সে স্থলে বর্তমান আইন সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর । সার ক্রমস কেরাউর লায় প্রধান প্রাথমিক ব্যক্তিও যে সকল মহালে “খাজানা দিব না” বলিয়া চীৎকার একবার উঠে, তথায় জমিদারের বিজ্ঞাটের কথা স্বীকার করিয়াছেন, এমন কি বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের গত জামুয়ারী মাসের মন্তব্যলিপিতেও এরূপ এবিজ্ঞাটের কথা স্বীকার করা হইয়াছে ।

এই জন্য আমরা (জমিদারবর্গ) অভিযতঃ ই ভরসা করিয়াছিলাম যে এই উদ্দেশ্যে আদা দিগকে খাজানা আদায়ের পক্ষে অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে । কিন্তু আমরা এবিষয়ে অত্যন্ত নিদ্রাশ হইয়াছি, এবং যদি এই পাণ্ডুলিপি এখন যে ভাবে আছে এই ভাবেই পাস হয়, তাহা হইলে এখনকার অপেক্ষা আদায়ের অবস্থা

খারাপ হইয়া পড়িবে। কারণ আমাদের আইনসমূহ খাজানা আদায়ের সরাসরি ও ব্যবশ্য উপায় বিধান না করিয়া ইহা দ্বারা কার্যতঃ যে কোন একমাত্র নিশ্চিত, সুবিচারসমূহ ও ব্যবশ্য কার্যপ্রণালী আমাদের এখনও আছে, তাহা রহিত করা হইতেছে।

বর্তমান আইনে বিধান আছে যে রায়তের খাজানা বাকী পড়িলে জমিদার নিজের লোকের দ্বারা তাহা দিয়া বাকী খাজানার বিবরণ লিখিয়া নোটিস জারী করিয়া শস্য ফ্রোক করিতে পারেন। দেশের প্রান্তবর্তী যে সকল স্থানের প্রজাবর্গের মধ্যে অনেকেই ইংরাজ রাজত্বের অধীন নহে এবং এমন্য সহজেই ইংরাজদের দেওয়ানী আদালতের বিচারবিপত্ত্য অতিক্রম করিতে পারে এবং পুর্ণিয়া জিলার অন্তর্গত কুশী দিয়ার নত বিত্তীয় যে সকল বিত্তীয় ভূখণ্ডের প্রজারা অর্জ যাবাবর অবস্থার থাকে এবং এক কলনের অধিক কান এক জারগার বাস করে না, তদ্বার এই এক মাত্র প্রণালী সম্ভবপর।

এরূপস্থলে এক দিনের বিলম্বে বিস্তার হানি হয়। যদি রায়তের খাজানা দিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে শস্য পাতিবামাত্র ফ্রোক করিতে হইবে এবং খাজানা না দিয়া শস্য কাটিবার উপযুক্ত সময় তাহাদিগকে দেওয়া উচিত নহে, যেহেতু কল কাটিয়া ফেলিয়া মাত্র তাহার ঐরদিনেরমত আদ ত্যাগ করিয়া যায়।

যাহা হউক, এই পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তাব হইয়াছে তবিশেষে ভূমিধিকারীগণের প্রত্যেক স্থলে দেওয়ানী আদালতে আবেদন করা আবশ্যক এবং শস্য আদালতের সহায়তা ভিন্ন ফ্রোক হইবে না। ইহাতে আদালতের কন্ডারীর ফ্রোক করণার্থ সেইস্থানে পৌঁছিবীর পূর্বে রায়তকে কল কাটিয়া লইয়া পলারন করিবার যথেষ্ট সময় দেওয়া হইবে। এরূপ কার্যপ্রণালীতে যে জমিদারের উপর কেবল কোটকী ও অন্যান্য যে সকল আদালতের লোক নিয়োগ করিতেই হইবে, তাহার অন্য সুতন ও অতিরিক্ত খরচার ভার চাপান হইবে এরূপ নহে, ইহাতে আরও কল এই হইবে যে এই যে সকল অর্জ যাবাবর প্রকাশ্য কর্তন হইবা মাত্র আদ ত্যাগ করিয়া যায়, তাহাদের নিকট খাজানা আদায় করিবার জমিদারের কোন ক্ষমতা থাকিবে না। দেওয়ানী মোকদ্দমা কল কাটাই তাহার একমাত্র প্রতিকারের উপায় থাকিবে, কিন্তু যে রায়তের বিক্ষেপে মোকদ্দমা করিতে হইবে তিনি হয়ত সে কোথায় থাকে তাহাও জানেন না এবং যদি তাহার নামে ডিক্রী পাইতে সমর্থ হন সে ডিক্রী জারী করা প্রায় অসম্ভব হইবে।

আমার বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ করিবার কথা এই যে, অত্যন্ত আবশ্যক, বলিয়া স্বীকৃত হওয়াতে জমিদারের খাজানা আদায়ের অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়াই যে পাণ্ডুলিপির একটি প্রকাশ্য উদ্দেশ্য, সিলেট কমিটির হাত দিয়া সেই পাণ্ডুলিপি এমন আকারে বাহির হইল যে এরূপ করা হইবে থাকুক এখনও যে কষ্ট আছে তাহা বর্জিত করা হইয়াছে এবং এখন যে একটু উপায় আছে তাহাও লোপ করা হইতেছে হই। আমার অত্যন্ত আশ্চর্য বোধ হয়।

জমিদারেরাই তাহাদের অংশের গবর্ণমেন্টের রাজস্ব প্রদানের জন্য দায়ী। তাহারা রায়তের নিকট ঐ রাজস্ব আদায় করিয়া থাকে। তাহারা যে শুদ্ধ গবর্ণমেন্টের রাজস্ব আদায় করে এরূপ নহে। সংগ্রহিত তাহাদিগকে রায়তদের নিকট হইতে রায়তের দেয় কোন কোন গবর্ণমেন্টের কর আদায় করিতে হইতেছে, এবং যদি গবর্ণমেন্টের রাজস্ব দিবার জন্য অবধারিত দিবসের সুবিধাগুলির পূর্বে তাহারা গবর্ণমেন্টের পাওনা না দিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা সরাসরি নীলামের দায়ী হইবে এবং তাহাদের সম্পত্তি হইতে বিদূরিত হইবে। অথচ গবর্ণমেন্টকে দিতে এক দিনের অন্যথা হইলে তাহার জন্য এত গুরুতর শাস্তি অবশ্য ভোগ করিতে হইবে রায়তদের নিকট হইতে তাহা নিশ্চয়রূপে পাইবার কোন উপায় করিয়া দেওয়া হইবে না।

একদমে আইনের যে অবস্থা তাহার কার্য প্রকৃত প্রস্তাবে এইরূপ হইতেছে; বর্তমান আইনে দোষ আছে বলিয়া ভূস্বামী তাহার রায়তের নিকট হইতে আইনসমূহ খাজানা আদায় করিতে অসমর্থ হওয়াতে তাহার নিজের কিছুমাত্র দোষ না থাকিলেও তাহার পিতৃপুরুষগণের সম্পত্তি বিক্রীত ও সে উহা হইতে বহিস্কৃত হইতে পারে। অথচ আমি পূর্বে দেখাইয়া দিয়াছি যে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি আইনের সেই দোষ বর্জিত করিয়া দিতেছে।

যে আইনে গবর্ণমেন্টের রাজস্বের অতি অল্প অংশমাত্র বাকী পড়ায় বড় বড় মহাল বিক্রীত হওয়ার বিধান করিতেছে সে আইনের আবশ্যকতা ও সুবিচার বিষয়ে আমার এক মুহূর্তের জন্যও প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা নাই, আমি কেবল এইমাত্র দেখাইয়া দিতে ইচ্ছা করি যে গবর্ণমেন্ট যখন নিজের হস্তে সরাসরি বিক্রয়ের ক্ষমতা রাখিয়া দিয়াছেন, তখন জমিদারকে রায়তের নিকট খাজানা আদায়ের জন্য সরাসরি ক্ষমতা দিতে অস্বীকার করার জমিদারেরাই গবর্ণমেন্টের সুবিচারের অর্থাৎ হইয়াছে বলিয়া মনে করে।

নিজের মহাল অর্থাৎ খাসমহালের জন্য নিজেদের মত বিশেষ আইন রাখায়, গবর্ণমেন্ট নিজেই খাজানা আদায় সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের অকার্যকরতা স্বীকার করেন; আর যদি গবর্ণমেন্টের পক্ষে এইরূপ নিয়মই প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেইরূপ নিয়ম আমাদের পক্ষেও প্রয়োজন। আমার একান্ত ভরসা যে এবিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবার পূর্বে বিশেষ যত্নোযোগের সহিত এবিষয়ের পর্যবেক্ষণ করা কর্তব্য, কারণ ইহাতে বেহারস্থ জমিদারবর্গের অধিকাংশেরই ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

১৭শ অধ্যায়।—চুক্তির স্বাধীনতা।

জমিদার ও রায়তের মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা উঠাইয়া দিবার ও অধুনা বর্তমান সমস্ত চুক্তি খণ্ডন করিয়া দিবার চেষ্টার আদি সম্পূর্ণ বিরোধী, একথা আমি বিশেষ করিয়া বলিতে ইচ্ছা করি। বর্তমান চুক্তি বন্ধন করা হয়, তখন গবর্ণমেন্টের কথার ঠিক আছে বলিয়া চুক্তিকারীদের বিশ্বাস ছিল এবং গবর্ণমেন্টও বিশেষরূপে এই সকল চুক্তি আইনসমূহ করিয়া এবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন।

আমি বিশেষ করিয়া বলিতে চাহি যে এই সকল চুক্তি হইতে যে অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে বলা হয়, তাহার কিছুটা প্রশমন (মোক্ষ) হয় নাই; অথবা জমীদারেরা যে এইরূপ চুক্তির অবধা ব্যবহারদ্বারা অসম্মান কৃষক-কুলের ক্ষতি করিয়াছেন তাহারও কোন প্রশমন নাই। অতএব যতদূর এরূপ অনিষ্ট যে অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, এবিষয়ে চূড়ান্ত প্রশমন না দেওয়া হয়, ততদূর পরম্পরের সম্মতি ক্রমে ও গবর্ণমেন্টের অনুমোদন অনুসারে বর্তমান যে মোক্ষোত্তম ন্যায্যরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, যেন তাহার এরূপ ভয়ানক তাজাচুরা করা না হয়।

জমীদার ও রায়তের মধ্যে যত চুক্তি হইয়াছে তাহার সমস্তই রায়তের ক্ষতি হইতেছে এই সিদ্ধান্তটা যদিও সঠিক হইত তথাপি ব্যবস্থাপনাকারী আরও হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে অসম্মত কারণ অনেক স্থলে চুক্তি দ্বারা সম্পূর্ণরূপেই রায়তের সুবিধা হয়। রায়ত জমীদারের কথামত কাজ করার অনেক উপকার প্রাপ্ত হয়। এরূপ চুক্তিতে সম্ভবতঃ কোন আপত্তি থাকিতে পারে না, কিন্তু তথাপি এগুলিও বন্ধ করা হইবে।

উপসংহার কালে এই সিলেক্ট কমিটীর নীমাংসার আমার যে বিশেষ আপত্তি আছে, তাহা আমি নিম্নবন্ধ করিতে ইচ্ছা করি; কারণ আশা বিবেচনার এরূপ গুরুতর বিষয়ে বাহা দ্বারা ন্যায্য সিদ্ধান্ত করিয়া উঠা যায়, আমার এ রূপ উপযুক্ত উপকরণ পাই নাই।

যে সকল কারণের কথা বলা হইল, যাহার জন্য কেবল যে গবর্ণমেন্টের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও ভূমিবিষয়ের ছানি করণরূপ উৎকট উপায় অবলম্বন করাই আবশ্যিক তাহা নহে, যাহার জন্য এমন এক অসম্পূর্ণ আইনের অবতারণা করা হইল যে গবর্ণমেন্টের আইনের সভাসদ উহা উত্থাপিত করার সময় নিজেই স্বীকার করিলেন যে ইহাতে যে বর্তমান কৃষক শ্রেণীর উপকারার্থ বিশেষ করিয়া এই আইন পাস করা হইবে তাহাদের লোপ হইবার এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে কোন আইন দ্বারা বৃদ্ধি নহে এরূপ এক নূতন কৃষক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইবার ও আবার তৎকালীন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা উৎপাদিত অনিষ্ট সমূহের প্রতিকারার্থ আর এক বার সমস্ত মেনটরকে আন্দোলন ও কয়েক নিমজ্জিত করিতে হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল কারণের অন্তিম সম্বন্ধে আমি - দেব নিকট পারিভাষ্য প্রশংসা দেওয়া উচিত ছিল।

আমি নির্বন্ধ সহকারে বলিতে চাহি যে যদি ভূমি অধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধ নির্ণয় ও তৎবিষয়ের পূর্বাবস্থা করণার্থ পাণ্ডুলিপি আবশ্যিক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে এই পাণ্ডুলিপি এরূপ ভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে ও এরূপে প্রস্তুত করিতে হইবে যে ভবিষ্যতে কোনমতে উৎপন্ন না করিয়া চিরকালের বড় এবিষয় নীমাংসা করিয়া দেয়।

আরও আমার বড় এই যে অধিকাংশ বিষয়ে প্রশ্নে এমন ব্যতিক্রমে সিলেক্ট কমিটিতে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে সীমিত বিচার করা অসম্ভব হইয়াছিল। প্রশ্নে না দেওয়ার এবং ছিটিকিত বিষয়ক যথার্থ সংবাদ আশা দের নিকট না দেওয়ার, ও এই সকল সংবাদের পরীক্ষা না হওয়ার, আশা দের বানানুবাদ সন্তোষজনক হয় নাই এবং যে নীমাংসার উপনীত হওয়া, গিয়াছে তাহা উপযুক্ত প্রশ্নের উপর স্থাপিত নহে।

১৮৮৪ সাল ১ জানুয়ারি।

স্বাক্ষর।

সনদের অনুবাদ।



স্বাক্ষর বেঙ্গলের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত আমিল, আরগীরদার, ফৌজী কার্যকারক ও নিয়ন্ত্রণ বিদিত হউন। সমস্ত লোক যাহার আত্মকারী সেই বাদশাহের আজ্ঞাক্রমে উক্ত বেঙ্গল পুর্বা অস্তিত্ব যুদ্ধের সত্কারের ধরনপূর পরগনা ও ত্রিভুজ সরকারের দেহাত পরগনা আনুযায়িক ইমান রক্ষণ প্রতিশ্রুতির সহিত রাজা যথু সিংহকে দৃঢ়তর করিয়া দেওয়া গেল। (রাজা যথু সিংহের জমীদারী উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি প্রাপ্ত হওয়ার, উহা এরূপ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা গেল) নিয়ন্ত্রণের কারণদ্বারা ও কার্যকারকগণ এই রাজাকে তাঁহার রাজত্ব যতদিন থাকে চিরস্থায়ী জমীদার স্বীকার করে, তাঁহাকে জমীদারী যুদ্ধে বজার রাখে তাঁহার সমস্ত ভলবে টাকা আদায় করিয়া দেওয়া এবং যদি তিনি রাজত্ব ও রায়তের হিতৈষী হন তবে ইহার পরামর্শ লইয়া কার্য করে, ইহা আবশ্যিক। আরও এই মহারাজা সনদের অনুগামী হইয়া তাহার ইহার আজ্ঞানুসারে ঠিক ঠিক কার্য করিবে এবং বৎসরান্তর নবীকৃত সনদ দাখিল করার জন্য আজ্ঞা করিবে না।

অভিষেকের ৪০ বৎসরের ২৯ শাওরান।

ডি. ফিটজপাট্রিক,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L.,
Bengali Translator.



গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 20, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২০ মে।

CONTENTS.

	PAGE.	নিবন্ধ।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India...	Nil.	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্দেশ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	বাই।
PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut.-Governor of Bengal ...	471—491	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দেশ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	৪৭১—৪৯১
PART III.—Acts of the Legislative Council of India ...	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	বাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India ...	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	বাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council ...	5—6	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	৫—৬
PART VI.—Bills of the Bengal Council ...	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	বাই।
PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue ...	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র ...	বাই।
PART VIII.—Advertisements ...	479—488	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহার প্রভৃতি ...	৪৭৯—৪৮৮
SUPPLEMENT ...	Nil.	পরিশিষ্ট গবর্ণমেন্ট গেজেট ...	বাই।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দেশ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 1997 A.

GENERAL.—*The 3rd April 1884.*—Mr. J. C. Veasey, Officiating Magistrate and Collector, Moorshedabad, is appointed to act, until further orders, in the second grade of Magistrates and Collectors, with effect from the 23rd ultimo.

The 30th April 1884.—Mr. C. A. W. Fordyce, Officiating Sub-Deputy Collector, Khoorda, Pooree, is appointed to be a Special Deputy Collector under the Board of Revenue for acquiring land for the Kairbad-Roopnarainpore Railway.

Mr. Fordyce is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in the Burdwan district.

Moulvie Abdool Jubber, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Patna, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 10th May, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Baboo Bunkoo Behari Buxee, Sub-Deputy Collector, Pakour, Sonthal Pergunnahs, is allowed leave for 21 days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 22nd March 1884.

The 1st May 1884.—Mr. L. J. R. Brace, Curator of the Herbarium of the Royal Botanical Gardens, Calcutta, is appointed to have charge of the Royal Botanical Gardens, in addition to his own duties, during the absence, on leave, of Dr. G. King, or until further orders.

Mr. J. Gamuie, Head Gardener of the Government Cinchona Cultivation, Darjeeling, is appointed to have charge of the Cinchona Plantation, in addition to his own duties, during the absence, on leave, of Dr. G. King, or until further orders.

Mr. B. Dé, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Hooghly, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district.

Baboo Bonomali Paramanick, Temporary Sub-Deputy Collector, Satkhira, Khoolna, is allowed leave for 2 months and 11 days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may be relieved.

Baboo Rajoni Kanto Mookerjee is appointed to act as Sub-Deputy Collector of Satkhira in the district of Khoolna, during the absence, on leave, of Baboo Bonomali Paramanick, or until further orders.

Baboo Dwarka Nath Mookerjee, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Mozufferpore, on leave; is posted to the sudder station of the district of Shahabad.

Baboo Rakhal Das Haldar, Manager of the Chota Nagpore Estate, is allowed leave for two months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code.

The 5th May 1884.—The undermentioned officers reported their departure from India, on furlough, on the 20th April 1884:—

Mr. R. M. Waller.

[Mr. H. A. D. Phillips.

Baboo Shital Nath Bose, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Balasore, is allowed leave for four days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 5th February last.

Baboo Shital Nath Bose, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Balasore, on leave, is transferred to Jessore, and is posted to the sudder station of that district.

Mr. G. M. Goodricke, Deputy Collector of Calcutta and Superintendent of Excise Revenue, is allowed leave, on private affairs, for six months, under section 130, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 1st instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

[*Government Gazette, 20th May 1884.*]

বঙ্গদেশের জিযুক্ত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ।

১৯৯৭ A সন্থর।

সাধারণ।—১৮৮৪ সাল ৩ আশ্বিন।—মুর্শিদাবাদের একটি মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জিযুক্ত জে, সি, বীণে সাহেব গত মাসের ২৩ তারিখ অবধি বাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরদের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩০ আশ্বিন।—পুরীর অন্তর্গত খুর্দার একটি সব-ডেপুটী কালেক্টর জিযুক্ত সি, এ, ডবলিউ কর্ডাইস সাহেব করাবাদ-রপনারায়ণপুর রেলওয়ের নিমিত্ত জুমি গ্রহণার্থে রেভিনিউ বোর্ডের আজ্ঞানীমে বিশেষ ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জিযুক্ত কর্ডাইস সাহেব বর্তমান জিসায় ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

পাটনার ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিযুক্ত মোল্লী আবদুল জব্বার ১০ মে অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারায় মতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত পাকুড়ের সব-ডেপুটী কালেক্টর জিযুক্ত বাবু বক্রিচাঁদী বকশী ১৮৮৪ সালের ১০ মার্চের আজ্ঞামতে যে ছুটি পান তদতিরিক্ত সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারায় মতে একুশ দিনের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১ মে।—ডাক্তর জিযুক্ত জি, কিং সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা বাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, কলিকাতার রয়ল বটানিকাল উদ্যানের হর্বেবরিয়ারের কিউরেণ্টের জিযুক্ত এল, ডে, অর্, ব্রেগ সাহেব আপন কর্ম্যতিরিক্ত রয়ল বটানিকাল উদ্যানের কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

ডাক্তর জিযুক্ত জি, কিং সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা বাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মাজিলিঙ্গ গবর্নমেন্টের সিনকোনা চাষের প্রাণ গার্ডনের জিযুক্ত জে, গ্যাংমাই সাহেব আপন কর্ম্যতিরিক্ত সিনকোনা আবাদের কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

জুগলীর একটি জাইন্টে-মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিযুক্ত বি, ডে সাহেব উক্ত জিলার ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

খুলনার অন্তর্গত সাতক্ষীরার কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর জিযুক্ত বাবু বনমালী পরামানিক অন্যের প্রতি কন্ঠের ভাড়াপর্ণ করিবার তারিখ অবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭ ধারায় মতে দুই মাস এগার দিনের ছুটি পাইলেন।

জিযুক্ত বাবু বনমালী পরামানিকের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা বাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, জিযুক্ত বাবু রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায় খুলনা জিলার অন্তর্গত সাতক্ষীরার সব-ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ছুটি প্রাপ্ত মাকরপুরের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিযুক্ত বাবু হারকানাথ মুখোপাধ্যায় শাহাবাদ জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

ছোটনাগপুর ডিস্ট্রিক্টের কাঁচাধাক জিযুক্ত বাবু রাধানন্দ হালদার সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারায় মতে দুই মাসের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৫ মে।—নিম্নলিখিত কার্যকারকদের নিমিত্ত ছুটি লইয়া ১৮৮৪ সালের ২০ আশ্বিনে ভারতবর্ষ চইতে গমন করিয়াছেন রিপোর্ট করেন।—

জিযুক্ত অর্, এম, ওয়াশর সাহেব। | জিযুক্ত এচ, এ, ডি, কিলিঙ্গ সাহেব।

বলেশ্বর ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিযুক্ত বাবু শীতলনাথ বসু গত ফেব্রুয়ারি মাসের ৫ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটি পান তদতিরিক্ত সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারায় মতে চারি দিনের ছুটি পাইলেন।

ছুটিপ্রাপ্ত বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিযুক্ত বাবু শীতলনাথ বসু বালেশ্বর জিলার প্রেরিত হুজুরা মেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

কলিকাতার ডেপুটী কালেক্টর ও আদালতী রাজেশ্বর সুপারিন্টেন্ডেন্ট জিযুক্ত জি, এম, ওড্রিক সাহেব এই মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩০ ধারায় মতে নিজ কার্যের নিমিত্ত ছয় মাসের ছুটি পাইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে।]

Mr. R. C. Sterndale, Vice-Chairman of the Suburban Municipality, Calcutta, is appointed to act as a Deputy Collector in Calcutta, and as Superintendent of Excise Revenue, under section 32 of Act VII (B.C.) of 1878, in the following places, that is to say :—

- (1) In the district of Calcutta ;
- (2) In so much of the district of the 24-Pergunnahs as is within the jurisdiction of the Commissioner of Police, Calcutta ; and
- (3) In so much of the district of Hooghly as is comprised within the limits of the Municipality of Howrah.

Mr. Sterndale is also appointed to act as a Collector of Stamp Revenue, Calcutta, under section 3 of Act I of 1879, and as a Collector under section 3 of the Bengal License Tax Act, II of 1880, in Calcutta.

Mr. Sterndale will act in the said appointments during the absence, on leave, of Mr. G. M. Goodricke, or until further orders.

The 7th May 1884.—Mr. J. Scobell Armstrong, Collector of Customs, Calcutta, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 21st instant.

Mr. F. R. S. Collier, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Serampore, Hooghly, is appointed to act as collector of Customs, Calcutta, during the absence, on leave, of Mr. J. Scobell Armstrong, or until further orders.

Mr. F. A. Slack, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Contai, Midnapore, is appointed to have charge of the Serampore sub-division of the Hooghly district, during the absence, on deputation, of Mr. F. R. S. Collier, or until further orders.

Moulvie Abdul Kadir, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Narail, Jessore, on leave, is appointed to have charge of the Contai sub-division of the Midnapore district, during the absence, on deputation, of Mr. F. A. Slack, or until further orders.

The 12th May 1884 — Baboo Upendra Chandra Mookerjee, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, is posted to the sudder station of the district of Burdwan.

This cancels the order of the 29th ultimo, posting Baboo Upendra Chandra Mookerjee to the sudder station of the district of Purneah.

POLICE.—*The 24th April 1884.*—Mr. C. Raban, Officiating District Superintendent of Police, Khoolna, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 3rd May next, or from such subsequent date as he may avail himself of it.

The 28th April 1884.—Colonel H. E. Waller, District Superintendent of Police, Durbhunga, is promoted to the first grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th ultimo, *vice* Colonel C. T. Hitchins, deceased.

Mr. W. W. Daly, Commandant of Frontier Police, Assam, on leave, is promoted to the second grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th ultimo, *vice* Colonel H. E. Waller.

Mr. D. W. Ritchie, District Superintendent of Police, Furreedpore, is promoted to the third grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th ultimo, *vice* Mr. W. W. Daly.

Mr. C. P. Crouch, Commandant of Frontier Police, Assam, is promoted to the fourth grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th ultimo, *vice* Mr. D. W. Ritchie.

Mr. W. F. Smith, Officiating District Superintendent of Police, Chittagong, is appointed to be a District Superintendent of Police of the fifth grade, with effect from the 27th ultimo, *vice* Mr. C. P. Crouch.

[*Government Gazette, 20th May 1884.*]

কলিকাতা শাশানগর মুনিমালিগির প্রতিনিধি সভাপতি জীযুত আর, সি, স্টার্ডেল সাহেব কলিকাতার ডেপুটি কালেক্টরের ও নিম্নলিখিত সকল স্থানে ১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৩২ ধারামতে আবকারী রাজস্বের সুপারিটেণ্ডেণ্টের কন্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

(১) কলিকাতা জিলায়;

(২) ১৪ পরগণা জিলায় যে অংশ কলিকাতার পোলীস কমিশনারের বিচারাপ্রদেশের মধ্যে আছে সেই অংশে;

(৩) হুগলী জিলায় যে অংশ হাওড়া মুনিমালিগির সীমার মধ্যে আছে সেই অংশে।

জীযুত স্টার্ডেল সাহেব ১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৩২ ধারামতে কলিকাতার ইন্সপেক্টর রাজস্বের কালেক্টর ও এন এন্ড সিস্টেমের লাইসেন্স জারি বিষয়ক ১৮৮০ সালের ২ আইনের ৩২ ধারামতে কলিকাতার কালেক্টরের কন্ম করিতেও নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত জি, এম ডব্লিউ সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় জীযুত স্টার্ডেল সাহেব ৩২ ধারার কন্ম করিবেন।

১৮৮৪ সাল ৭ মে।—কলিকাতার কলেক্টরের কালেক্টর জীযুত জে, স্কোভল অ্যান্ড্রুইং সাহেব নিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই সালের ২১ তারিখ অবধি তিন সালের ছুটি পাইলেন।

জীযুত জে, স্কোভল অ্যান্ড্রুইং সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, হুগলীর অন্তর্গত শ্রীরামপুরে একটি আইটে মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীযুত এফ, আর, এম, কলিয়ার সাহেব কলিকাতার কলেক্টরের কন্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকাপোপালকে জীযুত এফ, আর, এম, কলিয়ার সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মেদনোপুরের অন্তর্গত কাঁচা একটি আইটে মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীযুত এফ, এ, স্কোভল সাহেব হুগলী জিলায় অন্তর্গত শ্রীরামপুর মহকুমার কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকাপোপালকে জীযুত এফ, এ, স্কোভল সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মনোহরের অন্তর্গত নড়াইলের ছুটি প্রাপ্ত ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীযুত যৌনবী আবদুল কাদের মেনলিপুর জিলায় অন্তর্গত কাঁচা মহকুমার কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—একটি ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীযুত বাবু উপেন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায়কে পূর্ণিয়া জিলায় সদর মোকামে অবস্থাপিত করণ বিষয়ক গত মাসের ২৯ তারিখের আজ্ঞা রচিত করা গেল।

জীযুত বাবু উপেন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায়কে পূর্ণিয়া জিলায় সদর মোকামে অবস্থাপিত করণ বিষয়ক গত মাসের ২৯ তারিখের আজ্ঞা রচিত করা গেল।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৪ এপ্রিল।—খুলনার পোলীসের একটি ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিটেণ্ডেণ্ট জীযুত সি, স্কোভল সাহেব আগামী মে মাসের ৩ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি নিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন সালের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ এপ্রিল।—কর্নেল সি, টি, হিচিন্স সাহেবের মৃত্যু হওয়ার পরে হাওড়ার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিটেণ্ডেণ্ট কর্নেল জীযুত এচ, ডি, ওয়ালার সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিটেণ্ডেণ্টদের প্রথম শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন।

কর্নেল জীযুত এচ, ডি, ওয়ালার সাহেবের পরিবর্তে ছুটি প্রাপ্ত আসামের সীমান্ত স্থানের পোলীসের কমান্ডার জীযুত ডব্লিউ, ডব্লিউ, ডব্লিউ সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিটেণ্ডেণ্টদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত ডব্লিউ, ডব্লিউ, ডব্লিউ সাহেবের পরিবর্তে আসামের সীমান্ত স্থানের পোলীসের কমান্ডার জীযুত সি, সি, সি সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিটেণ্ডেণ্টদের তৃতীয় শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত ডব্লিউ, ডি, সি সাহেবের পরিবর্তে আসামের সীমান্ত স্থানের পোলীসের কমান্ডার জীযুত সি, সি, সি সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিটেণ্ডেণ্টদের চতুর্থ শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত সি, সি, সি সাহেবের পরিবর্তে চট্টগ্রামের পোলীসের একটি ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিটেণ্ডেণ্ট জীযুত ডব্লিউ, এ, সি, সি সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি পোলীসের পঞ্চম শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিটেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে।]

Mr. H. S. Schurr, Temporary Assistant Superintendent of Police, of the first grade, is confirmed in that grade, with effect from the 27th ultimo, *vice* Mr. W. F. Smith.

Mr. J. T. Rivett-Carnac, Assistant Superintendent of Police, Assam, is promoted temporarily to the first grade of Assistant Superintendents of Police, with effect from the 27th ultimo, *vice* Mr. H. S. Schurr.

Mr. J. C. Stack, Temporary Assistant Superintendent of Police of the second grade, is confirmed in that grade, with effect from the 27th ultimo, *vice* Mr. H. S. Schurr.

Mr. H. C. Clogston, Assistant Superintendent of Police, Mymensingh, is promoted temporarily to the second grade of Assistant Superintendents of Police, with effect from the 27th ultimo, *vice* Mr. J. C. Stack.

REGISTRATION.—*The 1st May 1884.*—Moulvie Syed Abdur Raub, Special Sub-Registrar of Jessore, on probation, is confirmed in that appointment.

EDUCATION.—*The 30th April 1884.*—Baboo Akhoy Kumar Mookerjee, Head Master of the Rungpore Zillah School, is appointed a member of, and Secretary to, the District School Committee of Rungpore, *vice* Baboo Khetter Mohun Mitra, who has left the district.

The 5th May 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the District School Committee of Howrah :—

Surgeon-Major J. G. Pilcher, Civil Surgeon, Howrah, *vice* Baboo Becharam Chatterjee, resigned.

Mr. S. F. Downing, Principal, Engineering College, Howrah, *vice* Mr. J. H. Reilly.

The Revd. A. L. Mitchell, Chaplain, Howrah, *vice* Kumar Bejoy Kissen Roy, deceased.

Pundit Mohesh Chunder Nyayaratna, c.i.e., Principal, Sanskrit College, Calcutta, *vice* Baboo Obhoy Churn Ghose, deceased.

Baboo Bunkim Chunder Chatterjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Howrah, *vice* Baboo Raj Kissen Mookerjee, deceased.

OPIMUM.—*The 30th April 1884.*—Mr. N. T. Ryves, Sub-Deputy Opium Agent, Hajee-pore, Mozufferpore, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 1st April 1884.

Mr. W. T. Ryves, Assistant Sub-Deputy Opium Agent, Chupra, is appointed to act as Sub-Deputy Opium Agent, Hajee-pore, Mozufferpore, during the absence, on leave, of Mr. N. T. Ryves, or until further orders.

The 1st May 1884.—Mr. W. L. L. Leed, Assistant Sub-Deputy Opium Agent, Tehta, is allowed leave for 2 months and 27 days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 19th instant.

MEDICAL.—*The 2nd May 1884.*—Surgeon J. Moorhead, Civil Surgeon of Mymensingh, reported his departure from India, on furlough, on the afternoon of the 18th ultimo.

The 5th May 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Committee for the management of the Bundipore Dispensary, in the district of Hooghly :—

Baboo Gris Chandra Chakrabutty.	Baboo Mohesh Chundra Ghatak.
„ Bani Madhub Ghattack.	„ Brojonoth Mittra.
„ Gris Chundra Roy.	„ Khetranoth Ghose.

[*Government Gazette, 20th May 1884.*]

শ্রীযুত ডবলউ, এক, শ্রীযুত সাহেবের পরিবর্তে পোলীসের প্রথম শ্রেণীর ক্রিমিকালীন আসিফাট সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রীযুত এচ, এস, শর, সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি সেই পদে স্থায়িক্রমে নিযুক্ত হইলেন ।

শ্রীযুত এচ, এস, শর, সাহেবের পরিবর্তে আসামের পোলীসের আসিফাট সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রীযুত জে, টি, রিচার্ড-কার্ণার সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি ক্রিমিকালীন নিমিত্তে পোলীসের আসিফাট সুপারিন্টেন্ডেন্টদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

শ্রীযুত এচ, এস, শর, সাহেবের পরিবর্তে পোলীসের দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্রিমিকালীন আসিফাট সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রীযুত জে, সি, ফ্রীক সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি সেই শ্রেণীতে স্থায়িক্রমে নিযুক্ত হইলেন ।

শ্রীযুত জে, সি, ফ্রীক সাহেবের পরিবর্তে ময়মনসিংহের পোলীসের আসিফাট সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রীযুত এচ সি, ক্লগসন সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি ক্রিমিকালীন নিমিত্তে পোলীসের আসিফাট সুপারিন্টেন্ডেন্টদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

রেজিস্ট্রী করণ বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ১ মে ।—পত্রীকার্য যশোহরের বিশেষ সব-রেজিস্ট্রীর শ্রীযুত মৌলবী সৈয়দ আবদুল রহমান সেই পদে স্থায়িক্রমে নিযুক্ত হইলেন ।

শিক্ষা বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ৩০ তাশ্রিল ।—শ্রীযুত বাবু ফেরমোচন বিদ্য রত্নপুর জিলাহইতে গমন করায় রত্নপুর জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়, রত্নপুর জিলা স্কুল কমিটির মেম্বর ও সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ৫ মে ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা হাবড়া জিলার স্কুল কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।—

শ্রীযুত বাবু বোটারাম চট্টোপাধ্যায় কর্তৃত্বাধীন হাবড়ার সিবিল চিকিৎসক সর্জন মেজর শ্রীযুত জে, জি, গিলের সাহেব ।

„ জে, এচ রাইলী সাহেবের পরিবর্তে হাবড়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুত এস, এক, ভোমিং সাহেব ।

কুমার বিজয়কৃষ্ণ রায়ের মৃত্যু হওয়াতে হাবড়ার ধর্মোপদেশক পাদরী শ্রীযুত এ, এল, মিচেল সাহেব ।

বাবু অভয়চরণ ঘোষের মৃত্যু হওয়াতে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল, পণ্ডিত শ্রীযুত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, সি, আই, ই, ।

বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হওয়াতে হাবড়ার ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ক্রিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

আফীন বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ৩০ তাশ্রিল ।—মজকরপুরের অন্তর্গত হাজিপুরের আফীনের সব-ডেপুটি এজেন্ট শ্রীযুত এন, টি, রাইবস সাহেব সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিবির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ১ তাশ্রিল অর্থাৎ এক মাসের ছুটি পাইলেন ।

শ্রীযুত এন, টি, রাইবস সাহেবের ছুটি প্রায় অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, হাপারার আফীনের আসিফাট সব-ডেপুটি এজেন্ট শ্রীযুত ডবলউ, টি, রাইবস সাহেব মজকরপুরের অন্তর্গত হাজিপুরের আফীনের সব-ডেপুটি এজেন্টের কাম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১ মে ।—তেহতীর আফীনের আসিফাট সব-ডেপুটি এজেন্ট শ্রীযুত ডবলউ, এল, এল, রীড সাহেব সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিবির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই মাসের ১৯ তারিখ অবধি দুই মাস সাভাইল মিলের ছুটি পাইলেন ।

চিকিৎসা বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ১ মে ।—ময়মনসিংহের সিবিল চিকিৎসক সর্জন শ্রীযুত জে, মুরহেড সাহেব নিয়মিত ছুটি লইয়া গত মাসের ১৮ তারিখের অন্তরালে ভারতবর্ষহইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন ।

১৮৮৪ সাল ৫ মে ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ভূগলী জিলার অন্তর্গত বদীপুরের স্তম্ভধারের কার্খানিকারক কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।—

শ্রীযুত বাবু গিরীশচন্দ্র চক্রবর্তী ।

„ „ বেনীমাধব ঘটক ।

„ „ গিরীশচন্দ্র রায় ।

শ্রীযুত বাবু মহেশচন্দ্র ঘটক ।

„ „ ব্রজনাথ মিত্র ।

„ „ ফেরদাউজ ঘোষ ।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২০ মে ।]

The 13th May 1884.—Dr. K. D. Ghose, Civil Medical Officer, Khoorna, is appointed to act as Superintendent of Vaccination, Metropolitan Circle, during the absence, on leave, of Surgeon-Major K. P. Gupta, or until further orders.

SANITATION.—*The 28th April 1884.*—Assistant Surgeon Kally Prosunno Ghosal is appointed to act as Deputy Superintendent of Vaccination, Metropolitan Circle, during the absence, on leave, of Assistant Surgeon Neem Chand Gupta, or until further orders, with effect from the date on which he joined his appointment.

Assistant Surgeon Kally Prosunno Ghosal, Officiating Deputy Superintendent of Vaccination, Metropolitan Circle, is appointed to be Superintendent of Vaccination, Southal Pergunnahs Circle.

This cancels the order of the 15th February last, appointing Assistant Surgeon Anand Chunder Mookerjee to be Superintendent of Vaccination, Southal Pergunnahs.

Assistant Surgeon Mohendro Nath Das, a Supernumerary at the Presidency, is appointed to act as Deputy Superintendent of Vaccination, Metropolitan Circle, during the absence, on leave, of Assistant Surgeon Neem Chand Gupta, or until further orders.

ZOOLOGICAL GARDENS.—*The 2nd May 1884.*—Lieutenant-Colonel G. F. Graham is appointed to be a member of the Committee for the management of the Zoological Gardens, Alipore.

The 13th May 1884.—Mr. C. H. Moore is appointed to be a member of the Committee for the management of the Zoological Gardens, Alipore.

MUNICIPAL.—*The 4th May 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Rungpore Municipality of Dr. E. S. Brander, Civil Surgeon of the district, to be their Vice-Chairman.

The 5th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Mozufferpore Municipality of Baboo Iswary Churn Mukerjee to be their Vice-Chairman.

Baboo Okhoy Coomar Sen, Personal Assistant to the Commissioner of Dacca, is appointed to be a Commissioner of the Dacca Municipality, *vice* Moulvie Obaidullah, resigned.

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Chattra Municipality, in the district of Hazareebagh, of Baboo Mohendra Lal Ghose, Munsif, to be their Vice-Chairman.

The 9th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the North Dum-Dum Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs, of Baboo Preonath Banerjee to be their Vice-Chairman.

ROAD CESS.—*The 5th May 1884.*—Mr. J. C. Williamson is appointed to be a member and Vice-Chairman of the Pooree District Road Committee.

Mr. Patrick Duff, Sub-Manager of Narediger, is appointed to be a member of the Soopole Branch Road Committee, in the district of Bhagulpore, *vice* Baboo Mohadeo Dutt, transferred.

The following gentlemen are appointed to be members of the Rajshahye District Road Committee :—

Baboo Jadoo Nundau Sen. | Mr E. A. Lang.

Munshi Tazimuddin, Rural Sub-Registrar, is appointed to be a member of the Julpore District Road Committee.

Moulvie Ersad Ali Khan Chowdry is appointed to be Vice-Chairman of the Nattore Branch Road Committee.

The 5th May 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Balasore District Road Committee :—

Baboo Heramba Narayan Roy Mohasay. | Baboo Sreekant Kur.

Baboo Damodar Chowdhury.

The following gentlemen are re-appointed to be members of the above Committee :—

Lala Jadunath Roy.

Baboo Radharaman Das.

Rajah Shyamanand De.

„ Bhugwan Chunder Das.

[Government Gazette, 20th May 1884.]

১৮৪৪ সাল ১৩ মে।—গর্জন মেজর জীৱন কে, সি, গুপের ছুটি প্রমুক্ত অনুপস্থিতি কালে তখনই
যাং অন্য আশ্রয় না হয়, খুলনার সিভিল ডিস্ট্রিক্ট ডাক্তার জয়ন্ত কে, ডি ঘোষ, রাওধানীচক্রের
টিকাদান কার্যের সুপারিণ্টেন্ডেন্টের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

স্বাধীনতা বিপ্লবকাল—১৮৮৪ সাল ১৮ আগস্ট।—আমিষ্টাট সন্ত্রাস ত্রিযুত নিমিত্তে গুপ্তের কুটী
প্রযুক্ত অসুখাবস্থিকাল অথবা যাবৎ অন্য আশ্রয় না হয় আমিষ্টাট সন্ত্রাস জাত আশ্রয়ন বোধাপ
রাগরানী চক্রের টিকাদান কার্যের ডেপুটী সুপারিণ্টেন্ডেন্টের কক্ষ প্রবেশের তাৎক্ষণিক অবস্থি সেচ কক্ষ
করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ব্রাহ্মণীচক্রে টিকাদান কার্যের একটি ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট আফিসে সর্জন প্রীত কালী-
এসময় ঘোষণা সীওল পাণ্ডা চক্রে টিকাদান কার্যের সুপারিন্টেন্ডেন্টের পদে নিযুক্ত হইলেন।

আই আই সার্জন জীবিত আশঙ্কাজনক হুখে পানারিকের সীমান্ত গবর্নমেন্ট ডিকারান পানোর
সুপারিন্টেন্ডেন্টের পদে নিযুক্ত করণবিষয়ক গত ফেব্রুয়ারি মাসের ৫ তারিখের আদেশে এতদ্বারা
বহিষ্কৃত করা গেল।

ଆମିଷ୍ଟୋଟେ ଗର୍ଜନ ଶୁଣିତ ନିଗହାଣ ଶୁଣେଇ ଛୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହାତୁପାମି କାଳେ କାହାଣୀ ଗାଥା ଶୁଣା ଶୁଣା ନା ହବ, ରାଜ୍ୟାଣୀତେ ଅତିରିକ୍ତ ଶାମିଷ୍ଟୋଟେ ଗର୍ଜନ ଶୁଣିତ ଯେଉଁଜଣାମାନେ ନାମ ଗ୍ରାଜ୍ୟାଣୀ ଚାହୁଁ ଠିକାକାମି କାହାଣୀ ଡେଖି ଶୁଣାଦିତେ ଡେହେରା କର୍ମ କାରିତେ ନିୟତ ହୁଅନ୍ତି ।

পশুপক্ষাদি প্রসঙ্গার্থ উদ্ভাটন বিষয়ক।—১৮৮৩ খ্রিঃ ১০ মে।—জ্যেষ্ঠোক্ত কৰ্ণেল জে. ডব্লিউ. স্মিথ, এক, প্রাচীন সাদেশ আলিপুরস্থ পশুপক্ষাদি প্রসঙ্গার্থ উদ্ভাটনঃ কাশী নিবাসীর বমিষ্টার মেম্বরের পদে নিযুক্ত হ'লেন।

১৮৪৪ সাল ১৩ মে।—জীবন্ত সি. এচ. মুর সাহেব আলিপুরস্থ পশুপাকারি প্রাথমিক উদ্যোগের কার্যনির্বাহক কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

মুনিগিপল বিষয়ক।—১৮৮০ সাল ৪ মে।—রাজপুর মুনিগিপালিচৌর কমিশনারেরা এই জিলায় বিবিধ চিকিৎসক ডাক্তার জৈমুখি, এস, ব্রাণ্ড সাহেবের আশপাশের প্রতিিনিবি সভাপতির পদে মনোনীত করায় জৈমুখি লেফটেনেন্ট গার্ড সাহেব তাহা অমুদোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ৫ মে।—মজকরপুর মুনিশিপালিটির কমিশ্যনরেরা প্রযুক্ত দায়ী সেরারীতেও মুখোঁপাধারকে
কাঁশঝাড়ের প্রতিবিম্ব সভাপতিত্ব পদে মনোনীত করায় প্রযুক্ত নেটেনেটে গবর্নর সাহেবজাদা
অনুমোদন করিলেন।

শ্রীযুক্ত মৌলবী মোহনলাল কর্তৃক গান করাতে ডাক্তার কমিশ্যনের মা. কলের প্রকৌশল আশিষ্টাট শ্রীযুক্ত
বাবু অক্ষয়কুমার গেন. ড. কায়মিয়াপালিগী। কমিশ্যনরের পক্ষে নিযুক্ত হইলেন।

হাজারীবাগ জিলার অন্তর্গত চাঁতরা : নিমিগা-নিগীর কমিশনারেরা সুন্দরকী শিশু বাবু মহোদয়-
লাল ঘোষকে আগবাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করান। শ্রী ৩ পেপেটমে উত্তরণের মাঝে
তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৯৮২ সাল ১ মে—২৪ পরব্রজা দিনার অর্গার্ড উদয় সম্বন্ধে মুক্তিপাশ্চিমের কমিউনিস্টেরা
ঐক্য বাবু প্রিয়নাথ বন্দোপাধ্যায়কে জাশন দেব প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনরায় মনোনীত করে
ঐক্য লেড টেনেটে গার্ল সাইকেল ভাড়া অর্জনের করিলেন।

পাঠকর দিবস ।—১৮৮৪ সাল ৫ মে ।—শ্রীযুত জে, মি, উলিয়ামসন : কংগ্রেস প্রার্থী জিনার পুথ
কমিটির মেম্বর ও প্রতিনিমি সভাপতির অদনয়িক ভট্টোম ।

শ্রীযুক্ত বাবু নবদেব নং স্ত্রীশ্রীমতী গৌরী চন্দ্রায় নবদেব নং অধীন খারাবাও শ্রীযুক্ত গাট্টিং ডক
সাহেব কালিগুরি জিলায় অধ্যাপক সুপারিশ লাগাপথ মিটিয়ে যোগ্যতার দানে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা রাজশাসী জমিদার পথ কমিটির মেম্বারঃ পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুগ্ত বাবু যদুনন্দন সেন ।

| ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ, ଏ, ଲାଞ୍ଜି ମାହେବ ।

গ্রাম্য সব-রেজিষ্ট্রার জী। এ. নন্দী তবিকুদৌল জলপাইগুড়ি জিলার পথ কর্মচার-মেন্দরের নামে
নিঃস্বার্থ।

স্বয়ং বোলসই এসাঁদি জামি খাঁ চৌধুরী নাটোরের শাখা শব্দ কমিটির প্রতিনিধি সভাপতির দায়িত্ব
নিযুক্ত হইবেন।

১৮৮৪ সাল ৮ মে ।—প্রিন্সিপাল মহাশয়ের। বালেশ্বর জিলার পঞ্চ-কমিটির মেম্বর । পদে নিযুক্ত হইলেন ।—

শ্রীযু ৩ বাবু হেরাম নাথায়ণ রায় মহাশয় ।। শ্রীযু ৩ বাবু ঈকান্ত কর ।

ঐযুত বাবু দামোদর চৌধুরী ।

নিম্নলিখিত বাহাশয়েরা উক্ত কমিটির চেম্বরের পক্ষে পুনর্বার নিযুক্ত হইবেন।—

ଅଧିକ ମାତ୍ରା ଯଦି ଥିବୁ ତେବେ ।

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯାଦୁ ବାମନବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ।

११. राजा श्यामानन्द दे ।

” ॥ ତପସାମଚ୍ୟ ନାମ ।

[ৱা. গুণেন্দ্র শেখর । ১৮৮৪ । ২০ মে ।]

The following notification is re-published from the *Assam Gazette*:—

No. 127.—*The 30th April 1884.*—Mr. J. J. S. Driberg, Officiating Deputy Commissioner, fourth grade, and Mr. B. G. Geidt, Officiating Assistant Commissioner, second grade, held the substantive appointments of first and second grade Assistant Commissioners, respectively, from the 1st August to the 6th November 1883, and reverted to the second and third grades of Assistant Commissioners on the 7th November 1883.

Mr. B. G. Geidt officiated in the first grade of Assistant Commissioners from the 1st August to the 6th November 1883, and reverted to Officiating Assistant Commissioner, second grade, on the 7th November 1883.

F. B. PRACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 29th April 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, in the exercise of the powers vested in him by section 180 of Act IX (B.C.) of 1880, to confirm the following bye-laws, which have been framed by the District Road Committee of Mymensingh at a meeting, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the publication of this notification.

Bye-laws.

I. Any one making or causing any obstruction, by means of buildings, huts, fences or otherwise, on any roadway or side-drain, or by tethering cattle upon, or so that they can stray upon any roadway or side-drain, or by leaving carts or cattle standing without a driver, so as to cause inconvenience or danger to the public or to any person, or by stacking straw or jute, or by exposing goods for sale, or by depositing rubbish or the like, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a further fine not exceeding Rs. 2 for every day on which the offence is continued.

II. Any one making or causing any obstruction in or to any waterway or drain or channel running alongside of any roadway, or in the immediate vicinity of any bridge or culvert, constructed or being constructed on any road or cess road, so as to injure, or tend to injure, such structure or roadway, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a further fine not exceeding Rs. 2 for every day on which the offence is continued.

III. Any one cutting or damaging trees planted by, or under charge of, the Road Committee, or damaging fences on any roadway or its slope, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

IV. Any one committing a nuisance on any roadway, or in its immediate vicinity or in any side excavations or under any bridge, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 2.

V. Any one excavating a hole, pit, tank, or well without the permission of the District Engineer, within 15 feet from the bottom of any road slope, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a further fine not exceeding Rs. 2 for every day on which such hole, pit, &c. shall not be filled up after due notice given.

VI. Any one driving any vehicle, cattle, or elephant along any road during its construction, or until such time as it is declared open by the District Engineer by a public notice given in such manner as the Committee may prescribe, and any one taking an elephant over any wooden bridge, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

VII. During the course of repairing any district road or bridge it shall be lawful for the person in charge of such repairs to stop traffic from passing over such roadway as is undergoing repair, provided he leaves some portion of the roadway over which traffic can pass. Whoever wilfully disobeys any such order shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

VIII. Any one stepping jute in any roadside drain, the property of the Road Committee, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a further fine not exceeding Rs. 2 for every day on which the offence is continued.

IX. Whoever being in possession of, or having control over, any trees, bamboos or hedges overhanging or obstructing any road or side-drain or slopes, and being required to cut

[*Government Gazette, 20th May 1884.*]

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসাম গেজেট হইতে উদ্ধৃত করা গেল।—

১২৭ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ৩০ আগ্রিল।—চতুর্থ শ্রেণীর একটি ডেপুটী কমিশনার জীযুত জে. জে. এস. ডি. বের্ন সাহেব ও দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি আসিস্ট্যান্ট কমিশনার জীযুত বি. জি. গেইট সাহেব ১৮৮৩ সালের ১ আগস্ট অর্থাৎ ৬ নবেম্বর পর্যন্ত ক্রমশঃ আসিস্ট্যান্ট কমিশনারদের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর স্থানিগত পরিদর্শন ১৮৮৩ সালের ৭ নবেম্বরে আসিস্ট্যান্ট কমিশনারদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর পক্ষে প্রত্যাগমন করিলেন।

জীযুত বি. জি. গেইট সাহেব ১৮৮৩ সালের ১ আগস্ট অবধি ৬ নবেম্বর পর্যন্ত আসিস্ট্যান্ট কমিশনারদের প্রথম শ্রেণীতে কর্ম করিয়া ১৮৮৩ সালের ৭ নবেম্বরে দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি আসিস্ট্যান্ট কমিশনারের পক্ষে প্রত্যাগমন করিলেন।

এক, বি, পীক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৯ আগ্রিল।—সাঁধারনের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তানিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসূচক বিশাৎ কারন দর্শান না গেল, জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের ১৮০ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কার্য করিয়া তিনি, গরমনসিংহ জিলার সত্তাগত পঞ্চ কমিটির প্রণীত নিম্ন লিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিয়াছেন।—

উপবিধি।

১। কোন ব্যক্তি কোন পথের বা তৎপার্শ্বস্থ নর্দমার উপর কোটা কি ঢালা করিয়া কি বেড়া দিয়া কি প্রকারান্তরে কিম্বা গবাদি কোন পথে কি পার্শ্বস্থ নর্দমার বাধিয়া দিয়া অথবা যথা হইতে তথ্যর সাহায্যে পারে এমন স্থানে বাধিয়া দিয়া কিম্বা যাহাতে সাঁধারনের বা কোন ব্যক্তির সম্মুখি বা বিশদ হইতে পারে এমনভাবে গাউওয়ান বিনা গরুরগাভী বা গবাদি পথে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া কিম্বা খড় কি পাট ঢালা করিয়া কিম্বা অন্য নিকৃষ্টার্থ রাখিয়া কিম্বা অজ্ঞানাদি জমা করিয়া পথে বাধা করিলে বা জমাইলে তাহার ১০৯ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে ও যত দিন সেই অপরাধ হইতে থাকে তাহার দিন প্রতি ২৯ দুই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

২। কোন ব্যক্তি কোন পথের পার্শ্বস্থ গাভি কোন জল পথের কি নর্দমার কি খালের বাধা কিম্বা পথ করের কোন পথে যে সেতু কি সাঁকো প্রস্তুত হইয়াছে কি হইতেছে সেই সাঁকোর কি পথের বাধা করিয়া বা বাধাতে তাহার বাধা হইতে পারে এমনভাবে তাহার অতি নিকটবর্তী স্থানের বাধা করিলে বা জমাইলে তাহার ১০৯ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে ও যত দিন সেই অপরাধ করিতে থাকে তাহার দিন প্রতি ২৯ দুই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৩। কোন ব্যক্তি পথ কমিটির রোপিত বা তৎপ্রাচীর গাছ কাটিলে বা তাহার ক্ষতি করিলে কিম্বা কোন পথের ধারের বা ঢালু স্থানের বেড়ার ক্ষতি করিলে তাহার ১০৯ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৪। কোন ব্যক্তি কোন পথে বা তাহার অতি নিকট স্থানে কিম্বা তৎপার্শ্বস্থ কোন বাতে কিম্বা কোন সাঁকোর নীচে মলমূত্র ত্যাগ করিলে তাহার ২৯ দুই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৫। কোন পথ প্রস্তুত করণ সময়ে কিম্বা কমিটির নির্দিষ্ট প্রণালীক্রমে ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক পথ খোলা গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দেওয়া না গেল, কোন ব্যক্তি সেই পথ দিয়া কোন যান কি গবাদি কি হস্তী চালাইলে তাহার, এবং কোন ব্যক্তি কার্তময় সাঁকোর উপর দিয়া হস্তী লইয়া গেল তাহার ১০৯ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৬। জিলাব কোন বা সাঁকো মেরামত করিবার সময়ে, মেরামতকরণ কার্যের অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত ব্যক্তি পথের গতদূর মেরামত করণ সাহায্যে তাহার উপর দিয়া বাগিচা জবা লইয়া যাওয়া বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন, কিন্তু বাগিচা জবা লইয়া যাইবার জন্য ঐ পথের কিয়দংশ রাখিয়া দিবেন। কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক উক্ত আজ্ঞা অমান্য করিলে তাহার ১০৯ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৭। কোন ব্যক্তি পথের পার্শ্বস্থ পথ কমিটির কোন নর্দমার পাট ভিজাইয়া রাখিলে তাহার ১০৯ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে, ও যত দিন সেই অপরাধ হইতে থাকে দিন প্রতি তাহার ২৯ দুই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৮। কোন পথের বা তৎপার্শ্বস্থ নর্দমার বা ঢালু স্থানের উপর বুলিয়া পড়া বা অবরোধকারি কোন গাছের কি বাঁশের কি বেড়ার দখলকারের কিম্বা তাহার উপর যাহার কর্তৃত্ব থাকে

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে।]

down or trim such trees, &c., or otherwise remove the obstruction, shall comply with such requisition within seventy-two hours. In default, it shall be lawful for the Road Committee to have the obstruction removed at the cost of the owner up to a maximum of Rs. 10 leviable as a fine.

X. Every driver of a carriage or cart, or every person in charge of cattle or elephants, must keep to his left while passing another vehicle or cattle or elephant moving in the opposite direction along any district road. The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 2.

XI. Every carriage plying between dusk and dawn shall carry two conspicuous lights, and every cart, palki or other vehicle and every elephant shall carry one conspicuous light. The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 2.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 7th May 1884.—It is hereby notified for general information that, under clause 2, section 3, Regulation VI of 1819, the Lieutenant-Governor is pleased to declare the ferry working between Bahar on one side of the river Padma and Nobipura on the other, which was hitherto known by the name of Kuppunij ferry, in the district of Dacca, to be a public ferry.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 2nd May 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Pooree Municipality for a public purpose, viz. for widening a road known as the Dolemandap road, in Dolemandapsahi, within the limits of the Pooree Municipality, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 1 gunta 5 biswas and 5 gundas of standard measurement is required. The land is bounded on the north by the garden known as belonging to Gangadhar Mahapatra, bearing measurement No. 17; on the east by the Bhursung tree and the mud wall enclosing the garden known as belonging to the said Gangadhar Mahapatra, which bears measurement No. 18; on the south by the public road, and on the west by land bearing measurement No. 19, and known as belonging to Gopeenath Parihari, on which the house of Ram Swamee stands.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 5th May 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Naraingunge Municipality for a public purpose, viz. for a Mahomedan burial ground in the village of Paekpara, pergunnah Nasorat Shai, in the town of Naraingunge, Dacca, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 4 bigahs 9 cottahs 6 dhooors of standard measurement is required. The land is bounded on the north by the Paekpara road; on the south by the houses of Amir, Khodabux, Nazim and Kazim Bhuiya; on the west by a ditch east of Arot Sordar's house; and on the east by the low land west of Nadar's house.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

তাঁহাদের প্রতি ঐ গাঁতানি কাটিয়া কেলিবার কি স্থিতি নিবারণ কি প্রকারান্তরে ঐ অবরোধক জব্দা স্থানান্তর করিবার আদেশ হইলে তিনি বাচাত্তর ঘণ্টার মধ্যে ঐ আদেশমতে কার্য্য করিবেন, না করিলে পঞ্চমিটী অত্যধিক ১০০ দশ টকা পর্য্যন্ত আত্মীয় ধরতে ঐ অবরোধক জব্দা স্থানান্তর করিয়া অর্ধঘণ্টার ম্যায় সেই টাকা আদায় করিতে পারিবেন।

১০। ঘোড়ার বা গরুরগাড়ীর প্রত্যেক গাড়িওয়ান কিম্বা গবাদি বা হস্তী বা ঘোড়ার অস্থায়্য থাকে এমন প্রত্যেক ব্যক্তি জিলার পথ দিয়া বাইবার সময়ে অন্য যান বা গবাদি বা হস্তী সম্মুখে আসিতেছে দেখিলে আপন বাস দিক দিয়া বাইবে। এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ দুই টাকার অনধিক দণ্ড।

১১। সূর্য্যাস্ত অবধি সূর্য্যোদয়ের মধ্য কোম সময়ে যে প্রত্যেক ঘোড়ার গাড়ী গমনাগমন করে তাহাতে দুই উজ্জ্বল আলো জালিয়া যাইবে, এবং প্রত্যেক গরুরগাড়ী কি পালকী কি অন্য যান ও প্রত্যেক হস্তী একটি উজ্জ্বল আলো জালিয়া যাইবে। এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ দুই টাকার অনধিক দণ্ড।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৭ মে।—সাধারণের অবগত্যার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাউতেছে যে, জি.যু.ভ. লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ঢাকা জিলার অন্তর্গত পদ্মা নদীর এক পারে বাহার ও অন্য পারে নবিপুরার মধ্যে রূপগঞ্জের খেরাঘাট নামক যে খেরাঘাটে অদ্যাপি খেরা চলিতেছে সেই ঘাট ১৮১৯ সালের ৬ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণমতে সরকারী খেরাঘাট বলিয়া প্রকাশ করিলেন।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২ মে।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ পুরী মুনিসিপালিটীর সীমার অন্তর্গত দোল-মণ্ডলশাহিতে দোলমণ্ডল নামে খ্যাত পথ পরিষ্কার করণার্থে পুরী মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জি.যু.ভ. লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকৃত কার্য্যের নিমিত্তে কতিমতে স্থানান্তরিত ১৩৩ ৫ বিঘা ৫ গণ্ডা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা গঙ্গাধর মহাপাত্রের বাগান নামক মাণের ১৭৯২ বাগান, পূর্ব সীমা ভুরবঙ্গ গাছ, এবং উক্ত গঙ্গাধর মহাপাত্রের বাগান নামক বাগানের কাঁচা এটীর, তাহার মাণের নম্বর ১৮, দক্ষিণ সীমা সরকারী পথ এবং পশ্চিম সীমা গোপী-নাথ পাছাড়ির বলিয়া খ্যাত মাণের ১৯৯২ জমি, এই জমিতে রান শামির বাড়ী আছে।

ইহাতে বাহাদুরের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৫ মে।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ঢাকার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জ নগরস্থ নসরৎ-শাহী পরগণার পাইকপাড়া গ্রামে মুসলমানদের কবর স্থানের জন্যে নারায়ণগঞ্জ মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জি.যু.ভ. লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকৃত কার্য্যের নিমিত্তে কতিমতে স্থানান্তরিত ৪৮৪ কাঠা ৬ ধুর পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা পাইকপাড়ার পথ, দক্ষিণ সীমা আমির, খোদাবক্স, নাজিম ও কাজিম ভুট্টায়ের বাড়ী, পশ্চিম সীমা আরত সর্দারের বাড়ীর পূর্ব-দিকের গর্ত এবং পূর্ব সীমা নাদারের বাড়ীর পশ্চিমদিকের নিম্ন জমি।

ইহাতে বাহাদুরের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

DECLARATION.

The 5th May 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Municipality for the Suburbs of Calcutta for a public purpose, viz. for the improvement of the Chukrobaria road, in Bhowanipur, Dihee Panchanogram, in the district of the 24-Pergunnahs, it is hereby notified that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 5½ cottahs of the standard measurement is required. The land is bounded on the north by holding No. 236G.; on the west by holding No. 236, sub-division J., division VI, Panchanogram; and on the south and east by the Chukrobaria road (north).

2. This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 7th May 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Naraingunge Municipality for a public purpose, viz. for a Mahomedan burial ground in the village of Khanpur pergunnah Khijirpur, in the district of Dacca, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 2 bigahs 9 cottahs 3 dhoores of standard measurement is required. The land is bounded on the north by the cultivated land of Misri Tanti; on the south by the Dacca road; on the west by the ditch east of Lal Mohon Bannia's homestead; and on the east by the beel and the ditch west of Heramon Kamar's homestead.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

Dated the 10th May 1884.

From—Bombay.
From—General Secretary.

To—Calcutta.
To—Bengal.

My telegram, 7th. Government of India have sanctioned enforcement of B quarantine rules at Aden against ports named.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

Dated the 10th May 1884.

From—Bombay.
From—General Secretary.

To—Calcutta.
To—Bengal.

RESIDENT, Aden, telegraphs:—A telegram to the following effect has been received from Alexandria. Telegram begins:—Warn Perim to impose quarantine against India and Saigon, otherwise vessels from Perim are put in quarantine. Telegram ends. I have telegraphed as follows:—Perim was warned on 3rd, the first opportunity that offered. Telegram ends. Please make known that quarantine restrictions imposed at Aden are also enforced at Perim.

Dated 3rd May 1884.

To—Darjeeling.
To—Bengal.

From—Simla.
From—Home.

FOLLOWING telegram received from Secretary of State. Message begins:—Arrivals at the ports in Spain quarantined. Message ends.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 7th May 1884.—In the notification, dated the 9th August 1883, published at page 724, Part I of the *Calcutta Gazette* dated the 29th idem, the boundary between the districts of Sylhet and Hill Tipperah was by an oversight described as terminating at the Chatterchoora or Kaylalyan Hill Station. To rectify this mistake, the Lieutenant-Governor

[*Government Gazette*, 20th May 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৫ মে।—রাজকীর কার্ধ্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত ডিহি পঞ্চায়ত গ্রামের ভবানীপুরে চক্রবেড়িয়ার পথের উৎকর্ষ সাধনার্থে কলিকাতার শাখানগর মুন্সিফালিয়ার অর্ধবারে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের জিহুত লেন্ডেনেন্টে গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্ধ্যের নিমিত্তে কতিপয়ে ভূমিাদিক ১০৥ পরিমিত এক খণ্ড ভূমি প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা ২৩১৫ নং যোত, পশ্চিম উত্তর সীমা পঞ্চায়ত গ্রামের ৬ খণ্ডের J উপখণ্ডের ২৩৬নং যোত, এবং দক্ষিণ ও পূর্ব সীমা চক্রবেড়িয়ার পথ (উত্তর)।

২। ইহাতে ঐহাদেশের সম্পর্ক থাকে তাহানিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৭ মে।—রাজকীর কার্ধ্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ঢাকা জিলার অন্তর্গত খিজিরপুর পরগনার ঐশ্বর গ্রামে মুসলমানদের কবর স্থানের জন্যে মাগারনগঞ্জ মুন্সিফালিয়ার অর্ধবারে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের জিহুত লেন্ডেনেন্টে গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্ধ্যের নিমিত্তে কতিপয়ে ভূমিাদিক ২৪ কাঠা ৩ ধুর পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা মির্জা তাঁতির কর্তৃত্বজনি, দক্ষিণ সীমা ঢাকার পথ, পশ্চিম সীমা লালমোহন বেনিয়ার বাগুর পূর্বদিকের গর্ত, এবং পূর্ব সীমা বিল ও হিরেমন কামারের বাগুর পশ্চিম দিকের গর্ত।

ইহাতে ঐহাদেশের সম্পর্ক থাকে তাহানিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশে,
কলিকাতায়।

বোম্বাইর
সাধারণ সেক্রেটারী সাহেবের টেলিগ্রাম।

১৮৮৪ সাল ১০ মে।

আবার ৭ তারিখের টেলিগ্রাম দেখ। যেহেতু বঙ্গদেশের নাম উল্লেখ করা গিয়াছে তাহিহুতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট এমদে B চিহ্নে ৫ নম্বর টাইম বিধি অবলম্বন করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশে,
কলিকাতায়।

বোম্বাইর
সাধারণ সেক্রেটারী সাহেবের টেলিগ্রাম।

১৮৮৪ সাল ১০ মে।

এমদে রেজিডেন্ট সাহেব তাঁর যোগে এইরূপ খবর দিয়াছেন।—আলেকজান্ড্রা হইতে নিম্নলিখিত সর্ম্মের এক টেলিগ্রাম পাওয়া গিয়াছে।—“ভারতবর্ষ ও সেগনের বিরুদ্ধে কারান্টাইন ধাৰ্য্য করিতে হইবে বলিয়া পেরিমকে সাবধান করিয়া দাও; নতুবা পেরিম হইতে যে সকল জাহাজ আইসে, তাহা-নিগনে কারান্টাইনের নিয়মাধীন করা যাইবে”।—আমি নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম করিয়াছি।—“পেরিমকে ওহা তারিখে প্রথম সূচনায় সাবধান করা গিয়াছে”।—ইহা জ্ঞাত করিবেন যে, এমদে কারান্টাইনের যে সকল নিয়ম ধাৰ্য্য করা গিয়াছে, পেরিমে তাহাই অবলম্বন করা যার।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশে,
দার্জিলিং

সিমলা হইতে
হোমিওপ্যাথিমেন্টের টেলিগ্রাম।

১৮৮৪ সাল ৩ মে।

জিহুত ডেট সেক্রেটারী সাহেবের স্থানে নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম পাওয়া গিয়াছে। স্পেনের বঙ্গের জাহাজ পহুছিলে কারান্টাইনের নিয়মাধীন থাকিতে হইবে।

এ, পি, মাকডনেল

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৭ মে।—১৮৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৪ তারিখের বাঙ্গালী গবর্ণমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৭২৯ পৃষ্ঠার প্রকাশিত ১৮৮৩ সালের ৯ আগস্টের বিজ্ঞাপনে জিহুত ও পূর্বতীর জিহুত জিলার মধ্যগত সীমা ভ্রমক্রমে হুজুড়া বা করনালির পাহাড় তেমনে শেষ হয় বলিয়া লিখিত হইয়া

[গবর্ণমেন্ট গেজেট ১৮৮৪। ২০ মে।]

now declares that the following is the correct boundary between the districts of Sylhet and Hill Tipperah :—

The common boundary between Sylhet and Hill Tipperah commences westward at the Khueajuri nuddee, and from that river to Iktiarpur masonry pillar is as laid down on the Revenue Survey Maps of seasons 1860-61. Thence it extends eastward to a point on the Lungai river due west of the Chatterchoora or Kaylalyan Hill Station, as defined on the maps of seasons 1860-65, and marked on the ground by *pucca* pillars ordered by Government letter No. 1265, dated the 31st March 1865, from the Secretary to the Government of Bengal, to the Surveyor-General of India. Thence the Sylhet boundary beyond this river extends eastward to the Chatterchoora or Kaylalyan Hill Station, as defined on the Revenue Survey Maps of seasons 1860-65.

A. P. MACDONNELL, *Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

NOTIFICATION.

The 8th May 1884.—In supersession of the notification of the 19th April 1884, published in the Gazette of the 23rd idem, Part I, page 542, the Lieutenant-Governor is pleased, under section 35, Regulation VII of 1822, to vest canal officers of the Sone Circle of the rank of Executive Engineers and Assistant Engineers in charge of divisions or subdivisions with the powers of a Collector for the purposes specified in section 22, Regulation XII of 1817, i.e., of enabling them to require the attendance, &c., of putwaries and production of village papers in connection with canal assessments or canal rate collections.

A. P. MACDONNELL, *Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

NOTIFICATION.

The 9th May 1884.—Mr. F. B. Manson, Deputy Conservator of Forests, whose services were, in the notification dated the 17th September 1883, placed at the disposal of the Conservator of Forests for special duty, assumed charge of the Hazaribagh Forest Division from Mr. R. L. Heinig, Officiating Assistant Conservator of Forests, on the afternoon of the 29th December 1883.

The following postings of officers are sanctioned from the 1st April 1884, with effect from which date the forest charges hitherto known as the Palamow, Hazaribagh, and Singbhoom Forest Divisions are grouped together, and will form the Chota Nagpore Forest Division :—

Mr. F. B. Manson, Deputy Conservator of Forests, to the charge of the Chota Nagpore Forest Division, retaining charge of the Hazaribagh Forest Sub-Division of that Division.

Mr. C. A. G. Lillingston, Assistant Conservator of Forests, to the Palamow Sub-Division.

Mr. R. L. Heinig, Officiating Assistant Conservator of Forests, to the Singbhoom Sub-Division.

A. P. MACDONNELL, *Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

NOTIFICATION.

The 12th May 1884.—Mr. F. B. Manson, Deputy Conservator of Forests of the fourth grade, in Bengal, is appointed to act in the third grade of Deputy Conservators, during the absence, on furlough, of Mr. A. J. Mein, Deputy Conservator of Forests of the third grade, in Assam, with effect from the date on which this officer availed himself of the one year's furlough granted to him by the Chief Commissioner of Assam.

A. P. MACDONNELL, *Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

NOTIFICATION.

The 2nd May 1884.—In continuation of the Notification dated the 28th March 1882, published in the *Calcutta Gazette* of the 29th idem (Part I, page 314), and in exercise of the powers vested in him by section 46 of Act XII of 1875, the Lieutenant-Governor is pleased to exempt all vessels entering the Port of Calcutta from the levy of port dues with effect from the 1st April 1884.

A. P. MACDONNELL, *Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

[*Government Gazette*, 20th May 1884.]

ছিল। জীবুত সেন্টেমেণ্টে গবর্নর সাহেব এই ভ্রম সংশোধনার্থে জিহট্ট ও পর্বতীয় ত্রিপুরা জিলার মধ্যগত নিম্নলিখিত শুভ সীমা এইরূপে প্রকাশ করিলেন।—

জিহট্ট ও পর্বতীয় ত্রিপুরার মধ্যগত সাধারণ সীমা খেজুরী নদীতে পশ্চিম মুখে আরম্ভ হইয়া ১৮৬০ ও ৬১ সালের রাজস্বের জরীপী কার্যের ৬২ সালের মানচিত্রে লিখিত ঐ নদী হইতে এক্টিয়ারপুরের পাকী স্তম্ভ পর্য্যন্ত যায়। তথাহইতে ঐ সীমা ১৮৬০—৬৫ সালের মানচিত্রের মির্জিঙে ও তারতবর্ষের সরবেরর জেলরল সাহেবের নিকট বঙ্গদেশের গবর্নমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের ১৮৬৫ সালের ৩১ মার্চের ১২৬৫ নং গবর্নমেণ্টের পরামর্শসারে আদিষ্ট পাকী স্তম্ভ দ্বারা জমিতে চিহ্নিত হইয়া ছত্রচুড়া বা করলা-নিরন পাহাড় স্টেশনের খাড়া পশ্চিম লম্বাই নদীর তটের বিশেষ স্থান পর্য্যন্ত পূর্বমুখে যায়। তথা-হইতে ঐ নদীর ওদিকে জিহট্টের সীমা ১৮৬০—৬৫ সালের রাজস্বের জরীপী মানচিত্রের মির্জিঙে ছত্র-চুড়া বা করলানিরন পাহাড় স্টেশন পর্য্যন্ত পূর্বমুখে যায়।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৮ মে।—খণ্ডের বা উপখণ্ডের কার্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত একসেকিটর ও আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়ার প্রণীর সোনচক্রের খালেরকর্তৃপক্ষেরা ১৮৭৭ সালের ১২ আইনের ২২ ধারার মির্জিঙে কার্য-পক্ষে অর্থাৎপাটওয়ারীনের উপস্থিত প্রভৃতি হইবার ও খালের রেট ধাড়া বা খালের রেট আদায়করণ সংক্রান্ত আইনের কাগজপত্র দাখিল করিবার আদেশ করিতে পারেন এই নিমিত্তে জীবুত সেন্টেমেণ্টে গবর্নর সাহেব ১৮৮৪ সালের ২৯ আগ্রিলের বাঙ্গলা গবর্নমেণ্ট গেজেটের ষষ্ঠীয় খণ্ডের ৪২৩ পৃষ্ঠার প্রকাশিত ঐ মাসের ১৯ তারিখের বিজ্ঞাপন রহিত করিয়া ১৮৭২ সালের ৭ আইনের ৩২ ধারামতে তাঁহাদিগকে কালেক্টরের ক্ষমতা দিলেন।

এ, পি, মাকডনেল

বঙ্গদেশের গবর্নমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৯ মে।—১৮৮৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর তারিখের বিজ্ঞাপন ক্রমে বিশেষ কার্যার্থে বন-রক্ষকের আজাদীনে সংস্থাপিত ডেপুটী বনরক্ষক জীবুত এক, বি, মাক্সন সাহেব, একটিং আসিষ্টান্ট একরক্ষক জীবুত আর, এল, হেনিগ সাহেবের স্থানে ১৮৮৩ সালের ২৯ ডিসেম্বরের অপরাহ্নে হাজারী-বাগ বনখণ্ডের কর্মের ভার গ্রহণ করিলেন।

কার্য্যকারকদের নিম্নলিখিত অবস্থাপন ১৮৮৪ সালের ১ আগ্রিল অবধি অনুমোদিত হইল, উক্ত তারিখ অবধি পালান্দো হাজারীবাগ ও সিংহচূম নামে এতাবৎ খ্যাত বনখণ্ড একত্র করিয়া হোট নাগ-পুর বনখণ্ড করা যাইবে।

ডেপুটী বনরক্ষক জীবুত এক, বি, মাক্সন সাহেব হোটিঙ্গাপুরের বন খণ্ডে অবস্থাপিত হইবেন উক্ত বন খণ্ডের অন্তর্গত হাজারীবাগ বন উপখণ্ডের কার্য্যভারও প্রাপ্ত থাকিবেন।

আসিষ্টান্ট বন রক্ষক জীবুত সি, এ, জি, লিলিংহাম সাহেব পালান্দো উপ খণ্ডের কার্য্যের ভার পাইবেন।

একটিং আসিষ্টান্ট বন রক্ষক জীবুত আর, এল, হেনিগ সাহেব সিংহচূম উপ খণ্ডের কার্য্যভার প্রাপ্ত হইবেন।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—আসামের তৃতীয় প্রণীর ডেপুটী বনরক্ষক জীবুত এ, জে, যেন সাহেবের নিয়মিত ছুটিপ্রযুক্ত অমুপস্থিতিকালে অর্থাৎ আসামের প্রধান কমিশ্যনর সাহেবের মত একবৎসরের নিয়মিত ছুটি এই কার্য্যকারক যেতারিখে গ্রহণ করেন তদবধি বঙ্গদেশে চতুর্থ জৈদীর ডেপুটী বনরক্ষক জীবুত এক, বি, মাক্সন সাহেব ডেপুটী বন রক্ষকদের তৃতীয় প্রণীমতে কণ্ঠ করিতে নিযুক্ত হইলেন।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২ মে।—১৮৮২ সালের আগ্রিল মাসের ৪ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেণ্ট গেজেটের ষষ্ঠীয় খণ্ডের ৩৮৩ পৃষ্ঠার প্রকাশিত ১৮৮২ সালের ২৮ মার্চের বিজ্ঞাপনসিতিরিক্ত এবং জীবুত সেন্টেমেণ্টে গবর্নর সাহেবের ক্রতি ১৮৭৭ সালের ১২ আইনের ৪৬ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য্যকরিত্বা তিনি ১৮৮৪ সালের ১ আগ্রিল অবধি কলিকাতা বঙ্গের প্রবেশকারি সকল আঁহাজ বন্দরীর দাসুল দেওন হইতে মুক্ত করিলেন।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

[গবর্নমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে।]

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1998 A.

The 29th April 1884.—Baboo Bungshi Dhur Rai, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Moorshedabad, is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

Baboo Chandī Das Ghose, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Mymensingh, is vested with the powers of a Magistrate of the second class.

The 30th April 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Baboo Govindo Chunder Mookerjee of his appointment of Honorary Magistrate of the Serampore General Bench.

Baboo Kali Kumar Bose, Temporary Munsif of the first grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Shoshi Bhusnu Banerjee, deceased.

Baboo Hari Prosad Das, Temporary Munsif of the second grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Kali Kumar Bose.

Baboo Mohendro Lal Gossami, Temporary Munsif of the third grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Hari Prosad Das.

Baboo Okhoy Coenar Mitra, Temporary Munsif of the fourth grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Mohendro Lal Gossami.

Baboo Uma Kant Chatterjee, Munsif of Moulvie Bazar, in the district of Sylhet, is promoted temporarily to the first grade of Munsifs, during the absence, on deputation, of Moulvie Hafiz Abdul Kureem.

Baboo Sri Gopal Chatterjee, Munsif of Jhenidah, in the district of Jessore, is promoted temporarily to the second grade of Munsifs, *vice* Baboo Uma Kant Chatterjee.

Baboo Kali Pada Mookerjee, Second Munsif of Habiganje, in the district of Sylhet, is promoted temporarily to the third grade of Munsifs, *vice* Baboo Sri Gopal Chatterjee.

Baboo Khester Nath Dutt, Officiating Munsif of Jehanabad, Hooghly, is appointed temporarily to be a Munsif of the fourth grade, *vice* Baboo Kali Pada Mookerjee.

The 1st May 1884.—Baboo Ram Anugrah Narayan Singh, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Shahabad, is vested with the powers of a Magistrate of the first class.

The Lieutenant-Governor appoints Baboo Surja Kant Bhattacharjee to be an Honorary Magistrate for the Kharakpore Bench, in the district of Monghyr, and vests him with the powers of a Magistrate of the third class.

Baboo Dwarka Nath Mookerjee, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Shahabad, is vested with the powers of a Magistrate of the second class.

The 2nd May 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Baboo Bonowary Lal Banerjee of his appointment of Honorary Magistrate of the Jehanabad General Bench, in the Hooghly district.

Under the authority vested in him by the final clause of section 357 of the Code of Criminal Procedure, Act X of 1882, the Lieutenant-Governor empowers Baboo Prasanna Kumar Dutta, Temporary Deputy Magistrate, Chittagong, to take down evidence in criminal cases in the English language.

The Lieutenant-Governor appoints Baboo Kalidas Das Gupta to be an Honorary Magistrate for the Bench at Chendoubari, Boda, in the Julpigoree district, and vests him with the powers of a Magistrate of the third class.

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.—*The 12th May 1884.*—Baboo Koylash Chandra Mozoomdar, Munsif of Bagrhat and Khoolna, in the district of Jessore, is allowed leave for 21 days, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted him on the 3rd April 1884.

F. B. PRACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

[Government Gazette, 20th May 1884.]

জুজিয়াল ডিপার্টমেন্ট।

১৯৯৮ A মস্বর।

১৮৮৪ সাল ২৯ আশ্বিন।—মুন্সিফদারদের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিযুত বাবু বংশীধর রায় তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ময়মনসিংহের একটি ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিযুত বাবু চতীনদাস ঘোষ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩০ আশ্বিন।—জিযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জিরাগপুর জেনরল বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিস্ট্রেটের পদভাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

বাবু শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হওয়াতে প্রথম শ্রেণীর কিয়ৎকালীন মুন্সেফ জিযুত বাবু কালীকৃষ্ণ বসু সেই শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

জিযুত বাবু কালীকৃষ্ণ বসুর পরিবর্তে দ্বিতীয় শ্রেণীর কিয়ৎকালীন মুন্সেফ জিযুত বাবু হরিপ্রসাদ দাস সেই শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

জিযুত বাবু হরিপ্রসাদ দাসের পরিবর্তে তৃতীয় শ্রেণীর কিয়ৎকালীন মুন্সেফ জিযুত বাবু মহেন্দ্র-লাল গোস্বামী সেই শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

জিযুত বাবু মহেন্দ্রলাল গোস্বামীর পরিবর্তে চতুর্থ শ্রেণীর কিয়ৎকালীন মুন্সেফ জিযুত বাবু অক্ষয়কুমার মিত্র সেই শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্যোপলক্ষে জিযুত মৌলবী হাফিজ আদিতুল করিমের অসুপস্থিতি কালে জিহট জিলার অন্তর্গত মৌলবী বাজারের মুন্সেফ জিযুত বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায় কিয়ৎকালের নিমিত্তে মুন্সেফদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

জিযুত বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে মালভূজ জিলার অন্তর্গত মিলিয়ারের মুন্সেফ জিযুত বাবু জিগোপাল চট্টোপাধ্যায় কিয়ৎকালের নিমিত্তে মুন্সেফদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

জিযুত বাবু জিগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে জিহট জিলার অন্তর্গত হরিগঞ্জের দ্বিতীয় মুন্সেফ জিযুত বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায় কিয়ৎকালের নিমিত্তে মুন্সেফদের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

জিযুত বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে জগন্নাথ জিলার অন্তর্গত জাহানাবাদের একটি মুন্সেফ জিযুত বাবু ক্ষেত্রনাথ মণ্ড কিয়ৎকালের নিমিত্তে চতুর্থ শ্রেণীর মুন্সেফের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১ মে।—শাহাবাদের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিযুত বাবু রামানুজচন্দ্রাচরণ সিং প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব জিযুত বাবু সত্যকান্ত ভট্টাচার্যকে মুন্সেফ জিলার অন্তর্গত ধরমপুর বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করিয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দিলেন।

শাহাবাদের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিযুত বাবু দারকানাথ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২ মে।—জিযুত বাবু বনওয়ারী লাল বন্দ্যোপাধ্যায় জগন্নাথ জিলার অন্তর্গত জাহানাবাদ জেনরল বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিস্ট্রেটের পদভাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি ফোজনারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১০ আশ্বিনের ৩৫৭ ধারার শেষ প্রকরণমতে দত্ত ক্ষমতাক্রমে তিনি চট্টগ্রামের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিস্ট্রেট জিযুত বাবু প্রসন্নকুমার দত্তকে ফোজনারী মোকদ্দমায় ইংরেজী ভাষায় সাক্ষ্য লিখিয়া লইবার ক্ষমতা দিলেন।

জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব জিযুত বাবু কালিদাস গুপ্তকে জলপাইগুড়ি জিলার অন্তর্গত বোদার চন্দনাবাড়ী বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করিয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দিলেন।

মুন্সেফদের ছুটি।—১৮৮৪ সাল ১২ মে।—মশোহর জিলার অন্তর্গত বাগেরহাট ও খুলনার মুন্সেফ জিযুত বাবু কৈলাসচন্দ্র মজুমদার ১৮৮৪ সালের ৩ আশ্বিনে যে ছুটি পান ভদতিরিক্ত সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে একুশ দিনের ছুটি পাইলেন।

এক,বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে।]

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 13th May 1884.

No. 204.—Transfer.—Mr. T. H. Clowes, Assistant Engineer, second grade, is transferred in the interests of the public service from the Brahmini-Byturni to the Mahanuddy Division.

No. 205.—Notifications.—Mr. G. Deuchars, Assistant Engineer, second grade, Benares-Cuttack Railway Surveys, passed the colloquial examination in Hindustani on the 5th instant.

No. 206.—The undermentioned Engineers passed the colloquial examination in Hindustani on the 5th instant :—

Name.	Rank.
Mr. R. T. Faulkner	Assistant Engineer, second grade.
„ C. A. White	Ditto ditto.

No. 207.—Promotion.—The Lieutenant-Governor has been pleased to make the following promotions in the Engineer Establishment of the Public Works Department :—

Name.	From	To	Date.	Nature of promotion.
Mr. C. Taylor ...	Assistant Engineer, first grade, on furlough.	Executive Engineer, fourth grade.	1st May 1883* ...	Permanent.
„ G. A. G. Shawe ...	Executive Engineer, fourth grade (temporary).	Ditto ...	Ditto ...	Ditto.
„ M. J. Monckton ...	Assistant Engineer, first grade (on deputation).	Ditto ...	Ditto ...	Ditto.
„ C. J. K. Watson...	Executive Engineer, fourth grade (temporary).	Ditto ...	Ditto ...	Ditto.
„ A. Monies ...	Ditto ...	Ditto ...	Ditto ...	Ditto.
„ A. Hayes ...	Ditto ...	Ditto ...	Ditto ...	Ditto.
„ A. E. Behrmann...	Ditto ...	Ditto ...	29th November 1883.	Ditto.

* In supersession of the date published in Bengal Government Notification No. 111, dated 26th February 1884.

IRRIGATION.

The 13th May 1884.

No. 210.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the construction of an embankment in connection with the reclamation of the Bullee Bheel, it is hereby declared that a piece of land about 1,844 feet long, and varying from 54 to 310 feet wide, measuring, more or less, 15 bigahs 3 cottahs and 11 chittacks, is required in the villages Koijoori and Gaborda on the west bank of the Jaliapara Khal, in the 24-Pergunnahs district, in pergunnahs Buran and Surferajpore respectively. It is bounded on the north by the said Jaliapara Khal; on the west by the village Koijoori, in estate No. 611, Dehi Boikari; on the south by the village Gaborda; and on the east by Boikari Baor.

It is also hereby declared that another strip of land, situated in village Kalilee, in pergunnah Hilki, on the east side of the Jaliapara Khal, in the district of Khoolna, is required for the same purpose. This strip of land is about 138 feet long, and varies in width from 32 to 74 feet, and measures, more or less, 11 cottahs and 8 chittacks in area. This land is bounded on the north, east, and south by the village Kalilee, and on the west by the Jaliapara Khal.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

G. F. E. S. NEILL, Major, M.S.C.,
Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

[Government Gazette, 20th May 1884.]

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।

২০৪ নম্বর।—জানাহুরে প্রেরণ।—দ্বিতীয় শ্রেণীর অসিস্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার ত্রিযুত টি, এচ, ক্রোস সাহেব রাজকাংঘোর স্থানের নিমিত্তে ব্রাহ্মণী-দেবতারিণী খণ্ড হঠাতে মহানদী খণ্ডে প্রেরিত হইলেন।

২০৫ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—বারানগী-কটক রেলওয়ে সড়কের দ্বিতীয় শ্রেণীর অসিস্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার ত্রিযুত জি, ডিউরিস সাহেব এষ্ট মাসের ৫ তারিখে চলিত হিন্দুস্তানী ভাষায় পরীক্ষা দীর্ণ হইলেন।

২০৬ নম্বর।—নিম্নালিখিত ইঞ্জিনিয়ারদের এষ্ট মাসের ৫ তারিখে চলিত হিন্দুস্তানী ভাষায় পরীক্ষা দীর্ণ হইলেন।

নাম।	পদ।
ত্রিযুত ই. টি, ফলকনর সাহেব ...	দ্বিতীয় শ্রেণীর অসিস্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার।
.. সি. এ, ওয়াটস সাহেব ...	এ

২০৭ নম্বর।—পদরক্ষি।—ত্রিযুত সেক্টেণ্টেণ্ট গবর্নর সাহেব পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনিয়ার সিদ্ধিলায় নিম্নলিখিত পদরক্ষি করিলেন।

নাম।	যে পদেইতে।	যে পদে।	তারিখ।	পদবৃদ্ধির কারণ।
ত্রিযুত সি, টেলর সাহেব ...	নিয়মিত ছুটি প্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর অসিস্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার	১৪র্থ শ্রেণীর একম- কিটিব ইঞ্জিনিয়ার।	১৮৮৩ সাল ১ মে।	স্থায়ী।
.. জি. এ, জি. শা সাহেব	কিয়ৎকালীন চতুর্থ শ্রেণীর এক- সেকিটিব ইঞ্জিনিয়ার	এ	এ	এ
.. এন. জে, মক্টন সাহেব	রাজকাংঘোর প্রেরিত প্রথম শ্রেণীর অসিস্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার	এ	এ	এ
.. সি. কে. কে. ওয়াটসন সাহেব ...	কিয়ৎকালীন চতুর্থ শ্রেণীর এক- সেকিটিব ইঞ্জিনিয়ার	এ	এ	এ
.. এ. মনিস সাহেব ...	এ	এ	এ	এ
.. এ. হুস সাহেব ...	এ	এ	এ	এ
.. এ. ই, বেহরম সাহেব	এ	এ	১৮৮৩ সাল ২৮ নবেম্বর।	এ

* বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ১৮৮৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ১১১ নং দিআগলে প্রকাশিত তারিখ বহিত করিয়া।

জলসেচন বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।

২১০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ বাল্লিবিদের সংস্কার করণ সংক্রান্ত ষাঁধ প্রস্তুত করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আদেশাক, বঙ্গদেশের ত্রিযুত লেপ্টেণ্টেণ্ট গবর্নর সাহেবের নিশ্চয় এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্ত ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত ক্রমান্বয়ে বুংগ ও সবকরাজপুর পরগনার জেলে পাড়া খালের পশ্চিম তটস্থ কইজুরি ও গবোন্দী গ্রামে প্রায় ১৮৪৫ ফুট দীর্ঘ ও ৫৪ অবধি ৩১০ ফুট পর্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ ন্যূনাধিক ১৫৩১/২ চতাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা জেলে পাড়া খাল, পশ্চিম সীমা ৬১১ নং বেল্টে ডিবি টেকারির কইজুরি গ্রাম, দক্ষিণ সীমা গবোন্দী গ্রাম এবং পূর্ব সীমা টেকারি বাগের।

এতদ্বারা আরো প্রকাশ করা যাইতেছে যে, উক্ত কার্যের নিমিত্তে খুলনা জিলার অন্তর্গত জেলে-পাড়া খালের পূর্ব তটস্থ ছিলকী পরগনার কাগিলী গ্রামে আর এক ভূমি খণ্ডের প্রয়োজন। উক্ত ভূমি প্রায় ১৩৮ ফুট দীর্ঘ ও ৩২ অবধি ৭৪ ফুট পর্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ ন্যূনাধিক ১১১১ চতাক পরিমিত। এই ভূমির উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ সীমা কাগিলী গ্রাম এবং পশ্চিম সীমা জেলেপাড়া খাল।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

জি, এক, ই, এগ. নীল, মেজর, এম, এল, সি,
পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের হোটি সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে।]



গবর্ণমেন্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২০ মে ।

পঞ্চম খণ্ড ।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট ।

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগ ।

বহুসভাধিকৃতি বঙ্গদেশের জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন উক্ত মানাবর সাহেব ১৮৮৪ সালের ৪ আশ্রিল তারিখে অনুমোদন করায়, তাহা ১৮৮৪ সালের ২২ আশ্রিল তারিখে মাহমুদ-বর জীয়ুত গবর্নর জেনরল সাহেবের অনুমোদিত এইরূপ সাধারণ অবগতি নিমিত্ত এতদ্বারা প্রচারিত হইল ।

১৮৮৪ সালের ৪ আইন ।

৩৭৮৩ মুনিসিপালিটিতে ও কলিকাতার শাখানগর মুনিসিপালিটিতে যে পোলীস নিযুক্ত থাকে, তাহার খরচের একাংশ বিহার নিমিত্ত উক্ত দুই মুনিসিপালিটির মুনিসিপল কমিশ্যনর-দিগকে ক্ষমতা দিবার আইন ।

৩৭৮৩ মুনিসিপালিটির ও কলিকাতার শাখানগর মুনিসিপালিটির সীমার মধ্যে যে পোলীস নিযুক্ত থাকে, তাহার খরচের একাংশ মুনিসিপল কর হইতে দিবার বিধান করা বাঞ্ছনীয় ; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা গেল ।

১ ধারা । এই আইন “ ৩৭৮৩ ও শাখানগরের মুনিসিপল পোলীস বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইন ” বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারিবে ।

এই আইন ৩৭৮৩ মুনিসিপালিটিতে ও কলিকাতার শাখানগর মুনিসিপালিটিতে বাতীবে ।

আর ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় মুনিসিপল আইন যে তারিখে প্রবল হইবে, সেই তারিখ অবধি এই আইন প্রবল হইবে ।

২ ধারা । ৩৭৮৩ মুনিসিপালিটিতে ও কলিকাতার শাখানগর মুনিসিপালিটিতে যে পোলীস নিযুক্ত থাকে, তাহার খরচ দিবার নিমিত্ত উক্ত দুই মুনিসিপালিটির মুনিসিপল কর এই আইনের বিধানের নিয়মাধীনে প্রয়োগ করা যাইতে পারিবে ।

৩ ধারা । উক্ত দুই মুনিসিপালিটিতে নিযুক্ত বা কর্মকারী সমুদয় পোলীস কর্মচারী ১৮৮১ সালের ৫ আইনের বিধানমতে, কিম্বা তদ্রূপ যে আইন যৎকালে বলবৎ থাকে সেই আইনের বিধানমতে, নিযুক্ত হইবেন, এবং বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অধীন পোলীস সেবাস্থার একাংশ বলিয়া গণ্য হইবেন, ও উক্ত কোন আইনের বিধানের নিয়মাধীন থাকিবেন ।

৪ ধারা । স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে পাঠ নির্দেশ করেন সেই পাঠে পূরোক্ত এতোক মুনিসিপালিটির আয়বায়ের অনুমানপত্র তাহা প্রস্তুত করিবার পর বৎসরের অন্য প্রস্তুত করা যাইবে, এবং ঐ অনুমানপত্র যে বৎসরের লক্ষ্য হয় সেই বৎসরারম্ভ হইবার অন্তর তিন মাস পূর্বে তাহা মুনিসিপল কমিশ্যনরদের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে ।

৫ ধারা। হাবড়ার অনুমানপত্র পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট
অনুমোদনপত্রের মাধ্যমে
লিখিত হইবে ও তাহা
কথা।
সুপারিন্টেন্ডেন্টে গায়েব এবং
কলিকাতার শাখানগরের অনু-
মানপত্র কলিকাতা নগরের
পোলীসের কমিশনার সাহেবের
প্রস্তুত করিবেন; এবং উক্ত প্রত্যেক মুনিসিপালিটীতে
যে পোলীস দল রাখিতে হইবে তাহার সংখ্যা, গঠন ও
বেতন এই অনুমানপত্রে লিখিত হইবে।

৬ ধারা। মুনিসিপাল কমিশনারগণ সতীকৃত হইয়া
মাফিষ্ট্রেট সাহেবের
ও প্রত্যেক কমিশনার
সাহেবের নিকট কমিশনা-
রদের অনুমানপত্র বি-
বেচনা করিয়া দেখিয়া
পাঠাইবার কথা।
এই অনুমানপত্র বিবেচনা করিয়া
মেখিলে পর এই সভায় তাঁহারা
যে কোন মন্য বা আপত্তি
লিপিবদ্ধ করেন তৎসম্বন্ধে এই
অনুমোদনপত্র খণ্ডের কমিশনার
সাহেবের নিকট প্রেরণ নিমিত্ত
জিলার মাফিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।
কমিশনার সাহেব এই অনুমানপত্র স্থানীয় গবর্নমেন্টে
পাঠাইবেন।

৭ ধারা। প্রকৃতি যে অনুমানপত্র প্রেরিত হইবে স্থানীয়
অনুমোদনপত্রসম্বন্ধে
নয় গবর্নমেন্টের দ্বারা
করিতে হইবার কথা।
গবর্নমেন্টে তাহা বিবেচনা করিয়া
সেগিবেন, এবং তাহা বা তাহার
কোন অংশ অনুমোদন বা পরি-
বর্তন করিতে পারিবেন। এই
অনুমোদনপত্রে পোলীসের যে প্রচেষ্টার বিষয় থাকে
তাহার কত অংশ অনুমানপত্রের মাধ্যমে মুনিসিপালি-
টিটির দিতে হইবে, স্থানীয় গবর্নমেন্ট ইহাও স্থির
করিবেন।

কিন্তু প্রকৃতি যে প্রচেষ্টা দিতে হইবে তাহা মুনিসিপালি-
টিটির অন্তর্গত মোকদ্দমার মোট মূল্যের অন্তর্ভুক্ত দুই
টাকার অধিক হইবে না, ও স্থানীয় গবর্নমেন্টের অনুমো-

দিত অনুমানপত্রের মোট টাকার চতুর্থাংশের অধিক
হইবে না।

৮ ধারা। পূর্বে প্রকৃতি মুনিসিপালিটিটির দিতে
হইবে নহিয়া স্থানীয় গবর্নমেন্ট
প্রচেষ্টা মুনিসিপালি-
টিসংক্রান্ত অংশ যেকোন
নিমিত্তে ও দিতে হইবে
তাহার কথা।
যত টাকা স্থির করিয়া দেয়
তাহা ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় মুনি-
সিপাল আইনের ৭০ ধারামতে
প্রস্তুত হইবে মুনিসিপাল অনু-
মানপত্রে লিখিত হইবে, এবং স্থানীয় গবর্নমেন্ট যেরূপ
প্রতিবন্ধিত করণ যেরূপে তাহা স্থির করিয়া দিবে, কতি-
কমে মুনিসিপাল ফণ্ড হইতে কমিশনারদের দিতে হইবে।

৯ ধারা। (কলিকাতার শাখানগরে পোলীসের
সুবিধান করিবার) ১৮৮৬ সা-
লার বঙ্গীয় আইন কলি-
কাতার শাখানগরের পোলী-
সাহেবের ক্ষমতা বন্ধ
করিবার কথা।
সেই উপর যেরূপ ক্ষমতা বা
শক্তি কলিকাতা নগরের পো-
লীস কমিশনার সাহেবের প্রতি অর্পিত হইয়াছে, এই
আইনের কোন ধারায় তিনি সেই ক্ষমতা বা শক্তিতে
বঞ্চিত হইবেন না।

আর উক্ত ১৮৮১ সালের ৫ আইনমতে পোলীসের
ইন্সপেক্টর জেনারল সাহেবের প্রতি যে কোন ক্ষমতা
ও শক্তি অর্পিত হইয়া থাকে, তিনি উক্ত শাখানগরের
অনুগত পোলীসের উপর সেই ক্ষমতা ও শক্তি ঢালাইতে
পারিবেন না।

সি, এচ, রাইচী.

সচিবপদে দায়িত্বভার

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L.,
Bengali Translator.



গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 20, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২০ মে।

PART VIII. ADVERTISEMENTS.

অষ্টম খণ্ড।
উপবিভাগ প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENT.

ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

নিম্নোক্ত নোটিস।

এস্তেটরনায়া বাঁচারি কালেক্টরী জেলা ১৪ পরগনা।

সন ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে। জেলা ২৪ পরগনার নীচের লিখিত মহালের সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ বিস্তারিত বাকী দাবত ইংরাজি সন ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন যৌতাবেক বাঁজলা সন ১২৯১ সাল ১২ আশ্বিন শুক্রবার এই জেলার কালেক্টরিতে বিনা ওজর নিলাম ধরা যাইবেক ইংরাজি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৯ এপ্রিল।

প্রথম শ্রেণীর এস্তুরার জমা দায় হওয়া মহাল।

২ নং পরগনে মাগুরা কিং কান্দনবাড়ী ওগরহ লিখিত মালিক

দারকানাথ রায় চৌধুরী ওগরহ সদর জমা ... ২৮৩৩ ১/২ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৯১২ ১ দস্তি ১৩১১- আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালিতে দারকানাথ রায় চৌধুরী ওগরহ নামে ৮/১৪৭ দস্তি ১১৩১৫৮/১৮৮- আনার কতি সদর জমা ২৪৩১২১০ টাকা তারিখ ১৯ ১২৯০ সালের কাং ফাগুন বিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৬/২ টাকা বাকী হওয়া নিলামে ধরা গেল।

১৪৫ নং পরগনে কলিকাতা কিং সদরমা বনভূগলি ওগরহ লিখিত

মালিক কৈবলানাথ বিশ্বাস ওগরহ সদর জমা ... ২১১২৬৮/৪ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৮০৮ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালিতে কৈবলানাথ বিশ্বাস ওগরহ নামে ১২ আনার কতি সদর জমা ২১১২৬৮ টাকার তারিখ ১২৯০ সালের কাং ফাগুন বিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭২৯ ১১/২১ টাকা বাকী হওয়া নিলামে ধরা গেল।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে।]

১৪৭ নং পরগণে কলিকাতা কিং বেওতা ওগররহ লিখিত মালিক

কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগররহ সদর জমা

... ৩৬৭৭ ১১/৯ টাকা মতো

সন ১৮৫৯ সালের ১১ ইনের ১০ খারামতে ১১০ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমা-
লিতে কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগররহ নামে ১১০ আনার কাত সদর জমা ১৮৩৬১০ ১১ টাকা তাহার
সন ১২৯০ সালের লাং ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় না হওয়াতে
৭৫৬।৮৪ টাকা বাকী হওয়া নিলামে ধরা গেল।

৬২৪ নং কিং পরগণে বালিয়া তরফ যজুবাণী ওগররহ লিখিত মালিক

আনন্দচন্দ্র ঘোষ ও গররহ সদর জমা যার পুলিশ খানাদারি ... ৮৭১৫৩ টাকা মতো

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ খারামতে ১/১১ = আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট
এজমালিতে আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগররহ নামে ১১/১১ - আনার কাত সদর জমা যার পুলিশ
খানাদারি ৫৮১।১০ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের
২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় বাদে ১২।১০ টাকা বাকী হওয়া নিলামে ধরা গেল।

৪-৫-৪১.

C. C. STEVENS, Collector.

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ খারার বিধানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলার
ত্রিপুরার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মালসকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব
এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আদায়
অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৩ জুন দিবসে একাংশ
নিলামে নিঃশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৪ এপ্রিল।

তফসীল।

তৌজর নম্বর।	খাস নম্বর।	৩ নম্বর।	নাম মাল।	মালিকের নাম।	সদর জমা।	বাকী কিং আদায় ১৮৮৪।	কৈকিয়ত।
১৯৩৩	৭২	১৮৯	টামটা পুটীয়া জো- হার পাং বরদাখাত হিং ১১/১১ - ক্রান্ত	গোবিন্দচন্দ্র দাস মহেন্দ্র- চন্দ্র দাস নগেন্দ্রচন্দ্র দাস উমাচন্দ্র সেন রজ- নীকান্ত সেন। জমতী উমাতারা জং মৃত অরুণচন্দ্র রায়পিং মৃত গোলোকচন্দ্র দেব। জমতী উমাতারা ওপা জং মৃত অরুণচন্দ্র রায়পিং মৃত কৃষ্ণমো- হন সেন সাং দারডা পাং বরদাখাত খানে খোজা।	১৭০৮	৫৩৪	একাশ থাকে যে এই মালিকের শেষ পুনঃবন্দোবস্তে সরকারি রাজস্ব ২০৯৩ টাকা বায়া হইয়াছে এই জমা খরিদারের ১২৯১ সন হইতে দিতে হইবে।
১৯৩৪	৭০	১৮৯	ভিলচিঠা জোয়ার পাং বরদাখাত হিং ১১/১১ - ক্রান্ত।	দুর্গাচরণ দাস মজুমদার সাং নৈয়াইর পাং জিচাইল, রামকির রায় সাং চান্দরাই একাংশ আমিতাবাদ কাশীচন্দ্র দে সাং তথা জমতী জমতি সাং তথা, মাধবচন্দ্র দাস সাং রায়পুর পাং বিক্রমপুর, অগবজু দাস সাং তথা বজচন্দ্র দাস সাং তথা দারিকানাথ দাস সাং তথা।	৬৬৩৫৩	২০৪/১০	

7-5-84.

J. A. HOPKINS, Collector.

জিলা হুগলি।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার কাছারি কালেক্টরি জিলা হুগলি।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা হুগলির অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সন ১৮৮৪। ২৮ মার্চ তারিখের প্রাপ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত সন ১৮৮৪। ১৯ জুন মোতাবেক বাঙ্গালা ১২৯১ সালের ৬ আর্ষাট্ রহস্যভিবার দিবসে হুগলির কালেক্টরি কাছারিতে একাধা নিলামে বিক্রয় হইবে উক্ত সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ৫ মে।

মহালের নাম।	মহাল ও পরগ- নার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার ডাইন।	বাকীর পরিমাণ।	টেকিয়ং।
৯	প্রথম প্রণী ইন্তুরারি বন্দ- বস্তী মহাল। মৌলভপুর পং পাথুরা।	সৈয়দ ফজলে রহমান ওরফে আলী- রাখা দিগর। বাদ গজাধর কর মোজা মিঠলা তৎ- সামিল পটী বাগান ডাঙ্গা ও গির- পাড়া রকম /১২। আনার সদর জমা বিঃ কুসুমকুমারী দাসী ১৫১০ বিঘা জমির জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে। বাকী সৈয়দ ফজলে রহমান ওরফে আলী রাখা দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	১১০২২ ৪২৫০ ৫১০ ৪৮৫০	১২২১।৫১	এই বাকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবে।
১০	রাধাকান্তবাটী পং পাথুরা।	কহিমদী মিস্ত্রী দিগর ... বাদ কাজি আছালদী মিস্ত্রী ৫০৫১ বিঘা জমির জমা ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে। বাকী কহিমদী মিস্ত্রী দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৬২৪১।৫১১ ২৪৫০ ৫২৯৫।১১	৪৬।০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবে।
১১	দেবসুপুত্র পং ভুরগীট।	সেখ হাকিমদীন আহম্মদ দিগর সদর জমা। এই মহালের মধ্যে মণিকলাল শীল নাওয়ালগের তরফ শরতকুমারী দাসী রকম ১১/০ আনাকে বোল আনা করিয়া তাহার রকম ৫৪ আনার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে।	১১০৮১ ২৪২৪।৬	৪২৯।৬	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
১২	মণ্ডলঘাট পং মণ্ডলঘাট।	জর্জাচরণ ... এই মহালের মধ্যে মণিকলাল শীল নাওয়ালগের তরফ শরতকুমারী দাসী ৫১১/৪ আনার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে।	২২৩৭২৮৫/ ৮১ ৩১৮০২।১	১২২৬৩২	এই বাকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।
১৩	সাঁখশালি পং বাগিচা।	মনোহর মুখোপাধ্যায় দিগর ... এই মহালের মধ্যে কালিদাস দেব মেনজার ইফেটে গিরিজানাথ রায় চৌধুরী দিগর রকম /১২ আনার সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে।	১০১৪৮৮ ১০১৪৫।০	৫০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।

সংক্রান্ত নং	মালিক ও পর- গনার নাম।	বাঁকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার ডাইন।	বাঁকীর পরিমাণ।	টেকিয়াং।
	প্রথম শ্রেণী ইস্লামাবাদ বন্দ- বস্তী মহাল।				
৫৫	চাঁপাহাটি পং পাড়া।	মহুনাথ ধলা দিগর ...	৫৮১১/১০	৩২১/০	
৫৬	ঐ ঐ	মহুনাথ ধলা দিগর ...	৬০৬১/১০	১১০১১/১০	
৫৯	মাথাপাড়া পং পাড়া।	সৈয়দ আবুল মজ্জার দিগর ... বান অংশীদার নন্দী রকম ১২৪৬ আনার সদর জমা এঃ উপস্থানীয় নন্দী দিগর রকম ১১৮১/১০ ১১৮১/১০ ৪৮৮০ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। সৈয়দ আবুল মজ্জার দিগর ... ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৭২২৫/১০ ২১৮/০ ১১৮/১০ ৪৮৮০	২৯৬৫/১০	এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।
৬২	ঐ রামজালাল পং মণ্ডলঘাট।	কানাইলাল শীল দিগর ... এই মহালের মধ্যে মণিকলাল শীল নাথ লকের তরফে শরৎকুমারী দাসী রকম ৯৫ আনার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	১২৩৭৪৫/১০ ২৭২৫/১০	২৩৯/০	এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।
৬৭	ঐ গুড়বাড়ি পং চৌমুড়া।	গিরিশচন্দ্র সিংহ রায় দিগর ... এই মহালের মধ্যে গোপালচন্দ্র মোষ গুড়বাড়ি ও হরিরামপুর ২ মেজায় মোলআনা সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	২৬২৫৫/১০ ৬২০/১০	৪৭২/১০	এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।
৬৯	ঐ মেরপুর পং বাঁলিয়া।	মেথ কানৈরবকম দিগর ... এই মহালের মধ্যে মণিকলাল শীল নাথ লকের তরফে শরৎকুমারী দাসী রকম ১১/ আনা সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	১০৩৯১১/১০ ৫৮৪৫/১০	২০১০১/১০	এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।
১১০	ঐ খালড় পং খালড়।	বাবীলালমণি দিগর ... বাবীলালমণি সিংহ ও নগেন্দ্র- বাবীলালমণি রকম ৫০ আনা সদর জমা উদয়চাঁদ সুখোপাধ্যায় রকম ১০ আনা সদর জমা বাবীলালমণি রায় দাঁতাত্তর রকম ৫০ আনা সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাবীলালমণি রায় ১০ আনা সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	১০৩৯১১/১০ ৭৭২০ ৬৫২/১০ ১২৮৮/১০ ২৭০/১০ ৬৫২/১০	১৭১১/১০	এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।

কৃষিকেন্দ্র- নং	বহাল ও পরগনার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার ভাইন।	বাকীর পরিমাণ।	টেকিহু২১
১১৭	প্রথম শ্রেণী ই- ভূমির বন্দ- বস্তী মহল। রাণিহাট পং খোশালপুর।	জীবনকৃষ্ণ গোস্বামি দিগর ... বাম আনন্দময়ী দেবী একতিনটি টেকি ইষ্টেট হুদানন্দ রায় রকম ১/০ আনা সদর জমা। হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কিসমত মণি পুর ও বৈদ্যবাণী ও অতিরামবাণী তিন মোজার রকম ১/১০ আনা মধ্যে ৮/০ আনা সদর জমা। প্রসাদদাস গোস্বামি রকম ৮/১১ = আনার জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাকী জীবনকৃষ্ণ গোস্বামি দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৭২৬/৩ ২২৬৫০ ৮২৬০ ১৫১১০ ৪৬০১/০ ২৬৫১১/৩		
১৪৩	দ্বিতীয় শ্রেণী পং গৌর।	প্রসাদ দাস গোস্বামি দিগর ... বাম রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামি দিগর রকম ১০ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাকী প্রসাদদাস গোস্বামি দিগর রকম ৫০ আনা জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	২২৬৮/৩ ৭৪২৮ ২২২৬/২	৩১০/০ ১৬৯১/৪	এই বাকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক। এই বাকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।
১৫৯	চাতরাবাদে পং বোর।	রামানন্দ লাহিড়ি দিগর ... বাম বামামুন্দরী দেবী রকম ৮/১০ আনার সদর জমা। নিমচাঁদ লাহিড়ি রকম ১/১১ আনার সদর জমা। দিননাথ চৌধুরী রকম ১/২১/১০ আ- নার সদর জমা। অকালীল মুখোপাধ্যায় রকম ১/৮/১১ আনার সদর জমা। কালীকানন্দ পাল দিগর রকম ১৫/১০ গণ্ডা সদর জমা। লালজী চৌধুরী, বাম চাতরা বাস- দেবপুর, বেবুড় ও মোজার রকম ৮/৮১০ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাকী রামানন্দ লাহিড়ি দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৭৪০১/৫ ১৪৯১/০ ৬৬৮ ৫১৫০ ৮৮১/০ ৩১১০ ১১৭৫০ ৫১৫৮ ২২৫১১/৫		
২০৩৪	মোদামি বন্দ- বস্ত। মুলতানপুর চর পং পাটমহল।	অমৃতলাল মেন দিগর ... বাম পূর্ণচন্দ্র রায় রকম ১/০ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৯৯৯০ ৮০৬৮০৯৯ ৪৬৪১/৬ ৪১৪৮১	৭৫/০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।

সংখ্যা	মহাল ও পর্ব- নার নাম।	বাঁকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার ভাইদ।	বাঁকীর পরিমাণ।	টেকিরং।
২১৫৮	মোদামিবন্দবস্ত অপূর্ণপুর চাক- রানপং সিংহুর	বাঁকী অমৃতলাল সেন দিগন্ত রকম ১১০ আনা সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। মানিকলাল শীল নাগালগের তরফ শরতকুমারী দাসী দিগন্ত। বাদ কানাইলাল শীল রকম ১১/২ আনার জমা এঃ গোবিন্দলাল শীল রকম ৩৪ আনা জমা বিঃ। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৪৩৪১/৬ চৌড ফণ ৪১১৪১। ৬৫৬১/৫ ৩৯৩৫/০ ১৩১/০ ৫০৫০	২১।০	এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।
৩১৩৩	প্রথম জোনী ক- স্তম্ভারি বন্দ বস্তী মহাল। ছুটীপুরের সা- মিল জমাব পূর্বপং ছুটী- পুর।	বাঁকী মানিকলাল শীল নাগালগের তরফ শরতকুমারী দাসী ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। যতুনাথ ঘোষ দিগন্ত ... এই মহালের মধ্যে পূর্ণেশ্বর দেব রায় ১০ আনা কে ঘোষ আনা করিয়া তাঁহার রকম ১/৬১১ = আনার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৭০৬১/৮ ৪৮৫০	৪২১/০ ১১৫০	এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক। এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।
৩৬৩৭	এ জোঃ কুল পঃ ছুটীপুর।	চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দিগন্ত ...	৫১০১/৭	৯২৫/৩	
৩৮৪৯	এ মামদপুর বাটক পং ছুটীপুর।	যতুনাথ দে দিগন্ত ... এই মহালের মধ্যে কবিনাথ চন্দ্র নাগাল রকম ১০ আনা জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৮২০৫/২১১ ১৫৪১/০	৩৯৭/৬	এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।
৩৯৯০	মোদামিবন্দবস্ত হাওড়ার পঃ গের।	বাঁকী লালনমণি দিগন্ত ... বাদ ব্রজনাথ জামানি রকম ১/০ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৭২৬৮/১ ২২৭/০		
৪০৮৬	প্রথম জোনী ক- স্তম্ভারি বন্দ- বস্ত মহাল। গোবিন্দপুর পঃ আনা দ।	বাঁকী বাণী লালনমণি দিগন্ত রকম ১১০ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। মানিকলাল শীল নাগালগের তরফ শরতকুমারী দাসী।	৪৯৯০/১ ১০৪০৭/৭	৬২১/০ ৩৫২৬/৯	এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।
১৭৯১	মোদামিবন্দবস্ত গুণিগাড়াচর পং মণ্ডলঘাট।	কালিদাস দেব মেজেকার কানদে গিরজানাথ রাই চৌধুরী দিগন্ত। এই মহালের মধ্যে রকম ১২৮ আনার মালিক ভগীনাথ রাই সেন সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। রকম ১/১০ আনার মালিক অমৃতনাথ সেন সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৭৬৫৭ ৫০৬৭ ৭৬১০	১৮ মাঠ কি- স্তুর বাঁকা ১০৪১/০ ১০ জামুয়ারি কোঁঠী বাঁকা ৮৯১/৬ ১৯৩৫/৯ ২৮ মাঠ কিষ্ঠী। ২৬/৯ ১০ জামুয়ারি ১০৭/৬ ৮৮১/০	এই অংশ ১৮৮৪ ২৪ মাঠ নিলাম হওয়ায় খরিদার কেবল বায়নার টাকা দিয়া অংশ নিষ্কট টাকা বঃ দেওয়ায় এ বাঁকা নার টাকা অংশ করা গিয়াছে ও অংশ এই প্রথমখরি- দারের দারিজে ও মুকিজে এই অংশ পুনরায় নিলাম হইবেক।

জিলা খুলনা।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাইতেছে যে এই খুলনীয়া জেলায় নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৩। ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ কিস্তির সরকারী বাকী রাজস্ব আদায় জন্য আগামি ১৩ জুন বোতাবেক ১২৯১ সালের ১০ অষাঢ় তারিখ সোমবার এই কালেক্টরির কাছারিতে বিনা ওঠরে একাংশ নিলামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪।

ক্রমিক নং।	মহাল ও পর- গনার নাম।	মালিকের নাম।	ঘোট সদর জমা।	যে অংশ বিক্রী হইবে।	বাকী পড়া অংশের সদর জমা।	১৮৮৩। ৮৪ সালের মার্চ কিস্তির বাকী।
৬	পরগণে আগর- পাড়া কিসমত আগরপাড়া।	গোবিন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী দিগর।	১৩৬২।৬	১৮৫৯ সালের ১১ আই- নের ১০ ধারা অনুসারে অন্তঃ হিসাবের ১ হি- স্যা মুন্সেফনাথ রায় চৌধুরী দিগর রকম ৬/ আনা।	১০৫৬।৬২	৩।৩
২৮	পং হিলকি কিং কেড়াগাছ।	রাজমোহন রায় চৌধুরী দিগর।	৫৮৩।৪	সম্পূর্ণ মহাল ...	৫৮৩।৪	১৭৩১।০৬
২৯	পং খলিশখালি কিং খালিশখালি	বৈলসকাষিনী দেব্যা দিগর।	৮৯৭।১১	২ ...	৮৯৭।১১	১৩০।১১
৩৪	পং হিলকি কিং গজকপুং।	মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	১২৬।১৪	৫ হিস্যা আনন্দমোহন ঘোষ রকম ১২ গণ্ডা।	১২৬।০	৩৩।১১
৬৭	পং তালিপুর কিং তালিপুর।	গোবিন্দমোহন বসু দি- গর।	৫৩২।৬	১ হিস্যা ...	৪৭৪।১	১১৩।৪
৭২	পং দাতিয়া কিং দাতিয়া।	চন্দ্রকুমার রায় দিগর ...	৪৭৩২২।৬।	সম্পূর্ণ মহাল ...	৪৭৩২২।৬।	১২০৭।২।
১০৮	পং বুড়ুন কিং বাবুশিয়া।	দুর্গাচরণ লাহা দিগর ...	৫১১৫।১	৩ হিস্যা মুন্সী আশা- বদীন আহম্মদ রকম ১২২ গণ্ডা।	৫১১।০	৩৬।৫
১১১	পং বাজিতপুর কিং বাজিতপুর।	লোকনাথ ভট্ট চৌধুরী দিগর।	২২২১।১১	২ হিস্যা লোকনাথ ভট্ট চৌধুরী রকম ৮৭৫ দণ্ড।	৫৮২।৮	১।৩
১২৫	পং বুড়ুন কিং বৈকালি।	খাকমনি চৌধুরী দিগর	৭১২।১১১	সম্পূর্ণ মহাল ...	৭১২।১১১	৩৩।৭৭
১২৭	পং তালুকা কিং তালুকা।	রাজকুমার ঘোষ দিগর...	১৪৯৪৩৭।৮	১ হিস্যা মেহেরউল্লা চৌধুরী দিগর রকম ১৮৭।১১।১৫	৮৫৩।৮	২৫৭।৭।
১৫২	পং বুড়ুন কিং ভাউরিয়া।	দুর্গাচরণ লাহা দিগর ...	২০৩২২।৩	২ হিস্যা বং ১০ আনা...	১০১৩১।২	৩৫।৬
১০২	পং মলই কি মলই।	পারভীননাথ রায় চৌধুরী দিগর।	২২২২।১১।	২ হিস্যা মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	২২২।৩	৮৭৬।৪
১৫৯	পং সর্পাভাগ কিং সর্পাভাগ।	ভুবনমোহন মজুমদার দিগর।	৫৪২৬।৮	১ হিস্যা ভুবনমোহন মজুমদার ৭।০ আনা।	১০৭।০৫	৩১।০।
১৬৬	পং সুলতান কিং ১৬৫ নং লাট আমুনি রমজান নগর।	জহিরুদ্দিন সরদার দিগর	১৮৮৪।	সম্পূর্ণ মহাল ...	১৮৮৪।	১৪০০।৩
১৯১	পং মলই কিং জরাবাতি।	পারভীননাথ রায় চৌধুরী দিগর।	৮২০।১০	৪ হিস্যা রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর লাং লাভিয়া।	৮২।৪	৩২।০।

Khoolna Collector's Office,

The 6th May 1884.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২০ মে ।]

F. H. BARROW,

Offg. Collector.

জেলা মুরশিদাবাদ ।

ইজারার দেওয়া গাইতেছে যে সন ১৮১৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারাবতে জেলা মুরশিদাবাদ সংজ্ঞার নিম্নলিখিত মাফাসসন ১২৯০ সালের মাফিকী ফালগুনের বাকী রাজস্ব আদার সন ১৮৮৪ সালের ২৪ জুন মোতাবেক সন ১২৯১ সালের ১১ আষাঢ় মঙ্গলবার জেলা মুরশিদাবাদের কালেকটরী কাছারিতে একাংশ নিলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮৪ সন ১২৯১ খ্রিঃ ১৭ জ্যৈষ্ঠ ।

জেতার নং।	মাফাসের প্রকার।	ভেঁজির নং।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম ভাণ্ডকার।	সময়কাল।	বৈকিরক।
১	প্রথম জেতার মহাল	৪৪	ওরফ কানুহা পাং বার- বক পুর।	কৃষ্ণকান্ত রায় কলিকাতার রাই গোপীকান্ত রায় প্রভা- বতী দাস। মাতা আদি কৃষ্ণপ্রসাদ রায় নাবালগ।	৩২৪৪।০৭	এই মহাল মধ্যে প্রভাবতী দাসী ও কলানীকান্ত রায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনা বাটম কৃষ্ণকান্ত রায় ও গোপীকান্ত রায়ের একমালী অংশ ১০ আনার কাল সময় জন্য ১৬৪৭/৪ টাকা নিলাম হইবেক। বাকী ৭১৬৮/০ টাকা।
২	ঐ	৪৪	ওরফ কানুহা পাং বার বক পুর।	ঐ	৩২৪৪।০৭	এই মহাল মধ্যে প্রভাবতী দাসীর পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনা ও কৃষ্ণকান্ত রায় গোপীকান্ত রায়ের একমালী অংশ ১০ আনা বাটম কলিকাতার রাইয়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনার কাল সময় জন্য ১২৩১।০৭ টাকা নিলাম হইবেক। বাকী ৩৮৮০/৩ টাকা।
৩	ঐ	৩৭	হুজাগোপালপুর পাং পলানী।	রায় দেভাবতী দাসীর বাহাদুর	১১৪২।১০	রাজস্বর বাকী ৪৬০৭।১১ টাকার জন্য মুরশিদাবাদ হইবেক।
৪	ঐ	২২৩	কিম্বত মোজাপাড়া- ডুইশ পরগনে বার- বক সিংহ।	হিরানন্দ চৌধুরী দামদাস চৌধুরী অধিনীত মুস্তকী বটুকনাথ মুস্তকী দামদাস গোস্বামী।	৭৩৩৭।১১	সরকারি বাকী রাজস্ব ৪৫/১০ টাকার জন্য মুরশিদাবাদ হইবেক।

১	২৩৩	ভূরক পাটনিসহ রাধাকীর্ণন সুব্রতী ভার্মনি দাসা লক্ষ্মী দাস ও দামা নীসমুখকী ভদ্রানী দাসী ক্ষেত্রনাথ চন্দ্রগতি সুশ্রুতিক ভূরনামহিনী দাসী।	৬৬৭৮৮১	সরকারি বাকী রাজস্ব ৩৬১১৬৯ টাকা। জন। সমুদ্র মাঠাল নিলাম হইবেক।
২	২৭৩	কিশমত পরগণা দার দাস নিমস জগতানন্দন মনমোহন দেনী মাসর হিরাজাল রামনাগ মাদনচন্দ্র মতিলাল চৌধুরী বাধাধন গো-স্বামী হেটি চাটুর্জি দেবী রামনুসিংহ মুক্তকী রন-মালী কালচাঁদ পারিষদাধন রামনাগপাল চৌধুরী চন্দ্রকল্যাণ দেবী চন্দ্রকল্যাণ গোবিন্দলাল বসু-লাল জিনারান জীপুথ চৌধুরী করিমস তুলসীচাম-চৌধুরী মালিনগের অলিমতা অফিসেখর দেবী রামনাগ মুক্তলাল ছিনামগাল চৌধুরী জনান্দন হরেশ্বর চৌধুরী নানালগের অধিনাতি চন্দ্রমুখা দেবী ও কালজি দেবী মনমোহিনী দেবী ৬৪০-৬৮০ বক্ষোপাধ্যায় ব্রজলাল চৌধুরী গোপী মুক্তকী দেবী গোপীমোহন চৌধুরী এঃ কেশী নামা মুক্তকী দেবী কালিমা চৌধুরী রামচন্দ্র ৬ দাগ বরুনাগ বক্ষোপাধ্যায় করিমলাল চট্টোজ রাজিহা বি ভিয়া-ওর রহমান বাকী বিবি মাজজমদা বিবি গোল-পমুল্লুরী দেবী রাজেন্দ্রলাল চৌধুরী।	২১০৪১৮১	এই মাহাল মধ্যে মৌজাবি ভিন্নাওর রহমান রাজির নিমি বাকী বিবি হিরানীল রামনাগ চৌধুরী ও রাধা-বিনস চৌধুরী ও রামনুসিংহ মুক্তকী ও মংঘবচন্দ্র চৌধুরী পুথক করিয়া লওয়া অংশ ৬/১১/২১। নীপ ৬ তিলের কাত সদরজমা ৪৪৭০ টাকা। তাঁনে রামনাগ-পাল চৌধুরী পিগরের এজন্য নী অংশ ৬১২ গোড়া ৪। নীপ ১৬ তিলের কাত সদরজমা ১৬৮৮১১ টাকা। নিলাম হইবেক।
৩	৪০৭	মৌজা রামনাগ সিং ফতেসিংহ।	৬১৭৮৬	এই মাহাল মধ্যে মৌজাবি ভিন্নাওর রহমান রাজির নিমি বাকী বিবি হিরানীল রামনাগ চৌধুরী ও রাধা-বিনস চৌধুরী ও রামনুসিংহ মুক্তকী ও মংঘবচন্দ্র চৌধুরী পুথক করিয়া লওয়া অংশ ৬/১১/২১। নীপ ৬ তিলের কাত সদরজমা ৪৪৭০ টাকা। তাঁনে রামনাগ-পাল চৌধুরী পিগরের এজন্য নী অংশ ৬১২ গোড়া ৪। নীপ ১৬ তিলের কাত সদরজমা ১৬৮৮১১ টাকা। নিলাম হইবেক।

ক্রমিক নম্বর।	সহায়ের প্রকার।	ডেপুটি নম্বর।	নাম বহাল ও পরগণা।	নাম ভান্ডার।	সদর জমা।	টেকিয়াত।
১	একমাত্র শ্রেণীর নাহাল	৫৩৬	কিসমত পরগণেনাহা- জাঙ্গীপুর পঃ সাহাজাপুর।	বিপিনবিহারি নবিনবিহারি কৃষ্ণকিশোর মুকুললাল রামচন্দ্র ভগদাসচন্দ্র বনওয়ারিলাল দীনরজু বলিত- মোহন বৈদ্যনাথ ওকলাস লছমনদাস গণেশচন্দ্র গঙ্গানারায়ণ কুলশাস্ত্রীসদা গোপেশ্বর সেন মনসমখী দাসা কামদাকিন্তর মুখোপাধ্যায়।	৩৩৬৫/৭	এই মহাল মধ্যে মনসমখী দাসার ও কামদাকিন্তর মুখোপাধ্যায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ দ্বারা গোপেশ্বর সেন সিংহের একমালী অংশ ১১/২২ গোষ্ঠার কতিপয় জমা ২০৯৪/১০ টাকা নিলাম হইবেক রাজস্বের বাকী ৭২৬/১১।
২	ঐ	৫৪১	কিসমত পরগণেনাহা- খালী পরগণেনাহা- খালী।	বীরচন্দ্র নন্দীয়াবিনয় চৌধুরি শ্যামসুন্দরী দাসা মোদামিনী দাসী কৃষ্ণসুন্দরী দাসী গঙ্গাধর চৌধুরী অনন্তময়ী দাসী ব্রজময়ী চৌধুরাণী।	৬৬৭৬/২	এই মহাল মধ্যে গঙ্গাধর বীরচন্দ্র চৌধুরী পৃথক করিয়া লওয়া অংশ দ্বারা শ্যামসুন্দরী দাসা সিংহের এক- মালী অংশ ৬/১১/০ কতিপয় জমা ৫৫৬/১১ টাকা নিলাম হইবেক রাজস্বের বাকী ১১৩ আনা।
৩	ঐ	৫০৮	ডিহি জাতাই পঃ সেরপুর।	চন্দ্রমহিনী দাসা থাকমণী দাসা জলি মাতা বিম্বেশ্বর বোম প্রদত্তাণ বোম কাক্তিকচন্দ্র বোম গোপীমু- ন্দরী দাসা।	৩৫২১/১- ১১ পুলিস ২৬/৮ ৩৪৭২/৭	এই মহাল মধ্যে থাকমণী দাসী সিংহের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনা দ্বারা চন্দ্রমহিনী দাসার এক- মালী অংশ ১১ আনার কতিপয় জমা ১৭২৬/১০ টাকা ও পুলিস ১০/৪ টাকা নিলাম হইবেক। বাকী ... ৫৭৪/০ পুলিস ... ৩১০ ৫৭৭৬/১০
৪	ঐ	৫০৩	কিং পঃ উজিরদাঙ্গ পঃ উজিরদাঙ্গ	বৈতলোকানন রায় কটীকচন্দ্র ও তারকনাথ ভট্টাচার্য নরচন্দ্র ও বিক্রাস পাল চৌধুরী গোলাপমণী দেবী অগস্ত্য পাঠক লক্ষ্মীমণী দেবী গোহুলচন্দ্র ভেওয়ারী দ্বারিকানাথ সেন গণেশলাল কৃষ্ণদাস রায়।	১১৮৩/৬	এই মহাল মধ্যে দ্বারিকানাথ সেনের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১২৬৭ দ্বারিকানাথ সেনের জমা ৪৭৬/১০ টাকা নিলাম হইবেক বাকী ২৮৭ টাকা।

১২	ঐ	৫৭০	মৌজা এং পুস্তক পং কুলবাড়ীয়া।	ভরস্কিনী ওরফে লুটুনিগাসী পক্ষে মামেলের কামিনী সুন্দরীলাসী কৈলাসনাথ সিংহরায় পরেশনাথ সিংহ রায় স্বরূপলাল চৌধুরী চন্দ্রমোহন চৌধুরী যুক্তকেনী চৌধুরাণী রঘুনাথ মুক্তকী পাতালমণী চৌধুরাণী চাকচক্ষ বসু উমেশচন্দ্র মিত্র হারামণী চৌধুরাণী মাতা আলি দাশরথী ও সত্যচরণ রায় চৌধুরী নাবা- নগ পরেশনাথ চৌধুরী ললিতমোহন রায় চৌধুরী কামিনীকুমারী চৌধুরাণী মনমোহন চৌধুরী প্রেম- লাল।	১০৬:১১/১২	এই মামলায় মধ্যে হারামণী চৌধুরাণী অলিমতা দাশ- রথী সত্যচরণ এং চৌধুরী পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১১ গোঁড়া বাগে চাকচক্ষ বসু রিগের এডালী অংশ ৬৮:১২ গোঁড়াকাত সন্নয় জমা ১১৬/৫ টাকা নিলাম হইবেক। বাকী ... ১১০ পাই।	১০৬:১১/১২
১৩	দ্বিতীয় প্রৌর মাহাল	৫৮৮	চরণগাথা পং সমস- খালী	বন্দবস্তদার দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় নাথালগের আলি মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী রামলাল রায় সীতানাথ রায় রাধেশ্বর রায়।	৭৩৭/১	রাজস্বর-বাকী। :৮৬:১০ টাকার জন্য সমুদয় মাহাল নিলাম হই- বেক।	৭৩৭/১
১৪	প্রথম প্রৌর মাহাল	২৭৪০	কিং ভরক হোঁসন- পুর পং আসন নগর	লোকনাথ রায় ষাটিকানাথ রায় ও ষাটিকানাথ ঘোষ...	১১৫৬/২ ৩০ ডক ৬০/৬	১২২০ সালের লং অগ্রহায়ণ তুলসেব রাজস্বর বাকী ১৫২৮ টাকার জন্য সমুদয় মাহাল নিলাম হইবেক।	১১৫৬/২
১৫	ঐ	২৭৭৯	ভরক কাগতি পাড়া পং আসন নগর	রামলাল ঘোষ	১০৪৯১/৫	১২২০ সালের লং মালগুজার রাজস্বর বাকী ৮১২৬/৬ টাকার জন্য সমুদয় মাহাল নিলাম হইবেক।	১০৪৯১/৫

BENGALPORE,
The 13th May 1884

J. C. VASEY,
Offg. Collector.

জিলা ময়মনসিংহ।

বাকী খাজানার জাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৯৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের বিধানমতে জেলা ময়মনসিংহের মধ্যস্থতী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ১০ জানুয়ারি তারিখে প্রাপ্য বাকী মালজুজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আট্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তথা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সাল ২১ মে ১৮৯১ সালের ৯ জ্যৈষ্ঠ বুধবার তারিখ এই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছাড়িতে বিনী ওজরে ও প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯০। ৭ এপ্রিল।

নং ডেজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।	তৈফিয়ৎ।
১৬ নং	৭২ নশিকজীয়াল জমিদারি হিসাব। ১০ আনা নব বেঙ্গাবোতা ডালুক ১৮৯৯ সালে ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি।	গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী গিরি- জামোহন চৌধুরী গয়- রহ।	৭১২৭৯	৮২২৭৯	এজমালি মহাল নিলাম হইবেক।
এ	এ ১৮৭১। ৭ আইনের ৭০ ধারামতে কিং চান্দী নাকান্দা ২৮৮৭ কাগ হিসাব।	জানন্দচন্দ্র চক্রবর্তী গয়- রহ।	১৫৭০	০	•
এ	এ এ কি চান্দী নাকান্দা হিসাব (১০০)২৫। তিল। তপে বনভাঙ্গাল।	জয়চন্দ্র চক্রবর্তী গয়রহ ...	৫০	০	•
১১৬ নং	৩৭ নেওয়াঙ্গালানী হিসাব ৪০ আনা ১৮৯৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি হিসাব।	দীননাথ চক্রবর্তী মহিমচন্দ্র নাথ চৌধুরী গয়রহ।	১২৭১৫০	৪২৫০	এজমালি মহাল নিলাম হইবেক।
এ	এ ১৮৯৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে বনানীমণ্ডল গয়রহ ৩৩ মোজার ১০ আনা হিসাব।	যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী ...	৩৪১৫০/৩	০	•
এ	এ ২ ...	প্রসন্নকমার চক্রবর্তী ...	১৪১৫০/৩	০	•
এ	এ ২ ...	হরকাননাথ চক্রবর্তী ...	৩৫১৫০/৩	০	•
এ	এ ২ ...	বৈকুণ্ঠচন্দ্র চক্রবর্তী ...	৩৫১৫০/৩	০	•
তপে হাকরাদি।					
১২৪ নং	পাএন্দারগ হিসাব ৬/৬। ১৮৯৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে খারিজ বাদে এজমালি।	মহিমচন্দ্র বায় চৌধুরী দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গয়রহ।	১০৩৩৫০	১২০/৮	এজমালি অংশ নিলাম হই বেক।
এ	এ ১৮৯৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে চাকলে পাটী ডাঙ্গা ১০ আনা নগর হাকরাদি ১৮১১ গড়া	জগদ্বিকেশ্বর আসাধ্য চৌ- ধুরী নাবালগ।	২৯৭৫০	০	•
এ	এ চাকলে পাটী ডাঙ্গা ১০ গড়া ও নগর হাকরাদি ১৯৯ গড়া ও বীর হাকরাদি ৬০ আনা। তপে সীংগা দরজিবাঙ্গাল মোতামক ১৪১ নং জমিদারি। তপে হাকরাদি।	উদিকেশ্বর বায় চৌধুরী। চেয়দ আবদুল্লা অগাঙ্গপকে জামিন। জাকব খান।	১৬৬৫০ ২১৭৩৫০	০ ১২০/০	• সম্পূর্ণ হাকরাদ নিলাম হই বেক।
১১০৯ নং	৩৭ নশিকজীয়া দত্ত গয়রহ ১৮৯৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি।	দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গয়রহ।	৩৩৯৫০/৪	০	•
এ	এ ১৮৯৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ হিসাব ৭১০ আনা।	বিশ্বেশ্বরী দাস। ...	২৪০৫০	৪৫০	খারিজ হিসাব নিলাম।
এ	এ ১৮৯৯ সালের ১১ আইনের ১০। ১১ ধারামতে খারিজ।	রামকিশোর গজোপাধ্যায় গয়রহ।	১০০৪১৫০	০	•

নং ভৌজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাঁকী।	টেকিয়াৎ।
-------------	-----------	------------	----------	--------	-----------

দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাল।

৫০৭১ নং	ভগে রণভাওয়াল। চর চারিপাড়া। স্বর্ণপুত্র ওরফে কাহারিয়া।	গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী গয়- রহ।	৭৪৭৫১০ পাই	১১১১০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হই- বেক।
৫০৮৫ নং	পং মন্বনগিৎ বীল ভলঙ্গী ...	শ্রীমতী হরিচন্দ্র চৌধুরী গয়রহ।	৫৮৩৭	২০১১০	ই
৫১৭৭ নং	পং হুশেনশাচী চর ভেলুয়াবাড়ি ...	দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গয়রহ।	৮৭৭৭	২২৭৭	ই
৫২৭৯ নং	পবগনে পুখরিয়া চাণ গাবরা।	বামসমী দেবী চৌধুরী পতির নাম দুগাপসাদখী ও মণিবাণী শরতসুন্দরী দেবী গয়রহ।	৫২১৮৫০ মালিকানা ৬১৮৭	১৪২৫১০ মালিকানা ১০৭৭	ই

G. E. MANISTY,

Offg. Collector.

তিনা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি তিনা চট্টগ্রাম।

উক্ত দ্বািতায় জ্ঞানাইতেছি যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন, ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আং ৬ ধারার মমানুসারে নিম্নলিখিত তালুকা ১৮৮৪ ইং ২৫ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা শু পৰ্য্যন্ত বাঁকী পড়া রাজস্ব ও রোড ও পাবলিক ওয়ার্ক সেস আদায়ের নিমিত্ত ১৮৮৫ ইং ১৬ জুন মো কালেক ১২৯১ বাঁজালা ও আদায় রোজ গোমথার জেলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধনী মালিক হইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ ৩ মে।

মহাল মণ্ডরাবাদ।

নং বাকী ভালুক।	নাম ভালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা।		বাঁকী			মন্তব্য।
			রাজস্ব।	সেম।	রাজস্ব	সেম	মোট	
৭৭৩	১৩১ ২০৫৭৮	পায়েন সীতেশ্বরী। মোজ মণ্ডরাবাদগর নিঃ অখিল ভালুক রণু বেদ্যা।	৮২০৫৮৮	১৪৮১১৬ ৩৩৪	৪২১১০	৩৮৩১০	সম্পূর্ণ ভালুক। নিলাম হই- বেক।	

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 3rd May 1884.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে।]

C. A. SAMUELS,

Offg. Collector.

জিলা চট্টগ্রাম :—ইয়াংবানাম। কাজিরি কালেক্টরি জিনে চট্টগ্রাম।

ইয়াংবানাম সংগঠিত দেওয়ান সাইতেছে যে সন ১৮১৮ সালের ৭ আইন ও ১৮২১ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নের লিখিত তালিকাদি ১৮২৪ সালের ৩৫ ডিসেম্বর যুগান্ত পর্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রেভিনিউ ও পাবলিক ওয়ার্ক ছেহ আদারের নিমিত্তে ১৮৮৪ ইং ৯ জুন মোতাবেক ১২৯০ বাঙ্গালি ২৮ চৈত্রি ১২৯০ মোতাবেক জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাজিরি কালেক্টরি বাকী নিলামে ধরা যাইবেক। ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ।

কাজিরি জায়গার সব ভূমির মালিকের এলাকাধীন।

ক্রমিক নং।	ভূমির নাম।	মালিকের নাম।	সদর তদা।		বাকী।		মোট।	মন্তব্য।
			রাজস্ব।	রেহ।	রাজস্ব।	রেহ।		
২০১	মৌজা ইনলী থানে টেকনাক ভানুক নছরত আলি চৌঃ	খোদা	৮২৭/১০	২০৬৬	৪৩৮/৬	০	৪৩৮/৬	মঙ্গল তালুক নিলাম হইবে।
২০২	মৌজা টেকনাক থানে টেকনাক তাঃ জিন্নাতী খাউ চৌঃ	খোদা	১২১৭৭	৭২/০	৬১৩৭	২৬/৬	৬৩৯/৬	ঐ
২০৩	মৌজা রাজাপুর থানে রাজাপুর ভানুক সেয়দত খাঁ	... দেওয়ান বিবি ও মকবুল আলি গঃ	১১০১/৬	১৪৮/১	৩০৩১/৬	৬৪/৬	৩০৯৬/৬	ঐ
২০৪	মৌজা মিঠাছুরি থানে রাজাপুর ইজারা জিন্নাতী নডিকা মিঃ আশরাফ আলি খাঁ	... মিঃ আশরাফ আলি খাঁ।	১১৮৩/১০	১১০/৬	৪২৩৭	৩৭/৬	৪২৭৬/৬	ঐ
২০৫	মৌজা বারপাকিয়া থানে চকরিয়া তাঃ গিরি ইস্রাক মিঃ দেওয়ান আলি মঙ্গলপুর।	৬৮২/১০	২২৪/১	৪০৩৭	১২৬/১	৬২৬/১০	ঐ
২০৬	মৌজা পেটুয়া থানে চকরিয়া তালুক ফজল আলি	... খোদা	২৫১২৭	১০২/১৬	২০৪২৭	৭০/৬	২১১২৭/১০	ঐ

C. A. SAMUELS, Offg. Collector, Chittagong.

কালেক্টরী জেলা রংপুর।

বাঁকীর ফর্দ সম ১২৯০ সাল বাঁকীলাগ লাগাএন কিস্তী ফালতুন মোতাবেক ১৮৮৪ সাল লাগাএন কিস্তী কেরারি ডলবের ৩৮ মাস্ত স্বর্যাস্ত পযান্ত এবং তদন্তের ভিন্ন ভিন্ন জেলার কালেক্টরীর হস্তী দ্বারা আদায় হইয়া যাঁহা বাঁকী আছে তাহা ১৮৮৪। ২১ জুন মোতাবেক বাঁকীলা ১২৯১ সাল ৮ আশাঢ় শনিবার অত্র কাছারিতে প্রকাশ্যরূপে নিলাম হইবেক, ইতি।

ক্রমিক নং।	মহালের নাম ও পরগনা।	মালিক।	সদর জমা।	বাঁকীর পরি- মাণ।	মন্তব্য।
৫৭	বড়বাঁকী ও গয়রহমৌজা চাকদে কালির হাট।	শ্যামকুমার দাস, বাঁমাকুমারী দাস্যা, কুমারমণি চাকি ভারামণি দাস্যা, চন্দ্র গোবিন্দ দাস,	৫১৫৭/১০	৭/১০	বাঁমাকুমারী দাস্যার ১১৮৫০৯ পাঁচ সদর জমার অংশ ভাড়া পুথক হিসাব আছে ওহ বাড়িও অপরাপর অংশ বাঁকী।
১৩৭	গায়নগর মৌজা চাকদে কাটিয়া হাট	মৌদামিনী দাস্যা	১৩৪১৫/১১	৪২০/১৪	
২২১	খোদা মুরাদপুর ও গয়রহ মৌজা পং পরগনা	জনকীবরত সেন, আছবা বেগম, রাক্তমহোড়া চাকদে খাতিব, ও ছবিয়ল আবদুল হক সেন চৌধুরী ওহু জোমামিকা ও দুলা মিকা।	২৪৩২৫/১১	৫০০/১৮	বাঁমু জোনকীবরত সেন নেবহারিয়া ১০০ আনা অংশ পুথক দেওয়া গেল। ভাড়াও ন- তন্ত্র হিসাব খোলা গিয়াছে।
২২৩	খামাব কুরমা ও গয়রহ পং পরগনা	শ্যামকুমারী চৌধুরী জাকিমহোড়া চৌধুরী মহম্মদ নেবহারিয়া চৌধুরী।	২১০৪৫/১১	১৮২/১৯	খাজে এনাচুরুল চৌধুরী বীর বিলম্ব ১ মাস হিসাব পুথক বাঁকী সদর জমা ১০০০। ৬ পাঁচ মাস অংশ বাঁকী অপরাপর অংশ বাঁকী।
২৪২	চক হুগাঁপুর ও গয়রহ মৌজা পং পরগনা	খোদামহোড়া বিবি চৌধুরানী এনাচুরুল চৌধুরানী বিবি চৌধুরানী, মনো ভূম্মা চৌধুরী মুসিহমোঃ বিবি জতন বিবি চৌধুর- ানী, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ইলেক্ট্রোনিয় লাক্ষী মামেনজার নেবহারিয়া মহম্মদ নেবহারিয়া মদ চৌধুরী, আখিহোড়া বিবি ময়র ও আলিউচ পক্ষে আবদুললতিক চৌধুরী নাবালগ।	১৮ ২৫/৮	১৪ ১/৮	গবর্ণমেণ্টের ভূম্মাধীনের অংশ যাহার সদর জমা ৪৩১/৮ পাঁচ ও যাহার পুথক হিসাব খোলা হইয়াছে তদ- বাস্তব অপরাপর অংশ বাঁকী।
৫৩৭	আদিগাঁও পং	চন্দ্রশিখর রায়, গোপাল- চন্দ্র রায়, রাজলক্ষ্মী চৌধুরানী, ইশানচন্দ্র চৌ- ধুরী, ইচ্ছামহী চৌধুরানী ইলেক্ট্রোনিয় শাহী মামেনজার পক্ষে কোড়র চন্দ্র কিশোর রায় নাবা- লগ, কামারী চৌধুরানী কুড়ানু সরকার।	৫২৮১৫/১১	২০৫/১২	কুড়ানু সরকারের নিলাম ১০ তিন আনা এই অংশ বাঁকী

RUNGPORE COLLECTORATE,

The 30th April 1884.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে।]

H. J. NEWBERRY,

Offg. Collector.

বাকী খাজানার জাপনপত্রের পাঠ।

জেলা দিনাজপুরের কালেক্টরী।

ইহার দ্বারা সন্ধান দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারাবিশিষ্ট জেলা দিনাজপুরের যথাবর্তী বিবৃতিতে মহাল সকল ১৮৮৯ সালের ২৮শে মার্চ তারিখে প্রাপ্য বাকী খাজানারী এবং অবশ্য দায়িত্ব চলিত আইন এবং আর্টিকেল অনুসারে বাকী বাকসের খায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় সম্বন্ধে ১৮৮৯ সালের ১৬ই জুন তারিখে এ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছাড়িতে বিধা ওজরে ও প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে।

প্রথম শ্রেণীর ইস্তিয়ারি জমিদারি হওয়া মহাল।

নম্বর ভৌজির।	নাম মহাল ও পরিগণনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী-জমা নীলাম হইবেক।	মন্তব্য।
১০০ নং	মৌজে চারখণ্ড, গরুর পুরগমে গীল চর।	কাত্যায়নী দেবী জয়কিশোর চৌধুরী প্রতি।	১৬৯১৮৬৮	৯৯৯৮১	পূর্ণ মহাল নীলাম হইবেক।
১০১ নং	মৌজে চৌলপুর গরুর পুরগমে রাজমগর।	ভবকমল চৌধুরী, জয়কিশোর চৌধুরী উচ্চ পক্ষে মোহনলাল চৌধুরী প্রতি।	৪৬৬০১১১	৪৮০১৮	এই মহালের মধ্যে কালেক্টর চৌধুরীর ৯০ আনা অংশ যদি ৪৮২১/০ আনা সদর জমা হয় তাহার হিসাব ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৩ ধারা দ্বারা পৃথক আছে তাহা বাদে বাকী ৮০ আনা অংশ যাহার ৮০৭৭৮/১ পাই সদর জমা হয় এ অংশ বাকী পড়ায় তাৎ ই নীলাম হইবেক।
১০২ নং	মৌজে গাঙ্গিনী পুরগমে চর- গমে বোনাখাতি।	দীননাথ মজুমদার ও গোলাকমল মজুমদার প্রতি।	৬৭৯৬১৮৮	২৪১১৭	মৌজে কেল্লা ও গোবিন্দপুর বাদে এই মহালের গোলাকমল মজুমদারের ৮০ কান্তি অংশ ১৮৭৬ সালের ৭ আইনের ৭০ ধারায় চিহ্নিত পৃথক হইয়া ৮১৩৮৫ পাই সদর জমা দিয়া আছে এ অংশ বাকী পড়ায় নীলাম হইবেক।
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২৪১১১	ঐ মত দীননাথ মজুমদারের হিসাব পৃথক থাকায় ৮০ কান্তি অংশের ৮১৩ ৫ পাই জমা দিয়া আছে এ অংশ বাকী পড়ায় নীলাম হইবেক।
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২৪১১৩	ঐ মত কালীমুন্সী দ্বারা ৮০ কান্তি অংশ পৃথক হিসাব হই- য়া ৮১৩৮৫ পাই জমা দিয়া আছে এ অংশ বাকী পড়ায় নীলাম হইবেক।
১০৬ নং	মৌজে দাউদপুর গরুর পুরগমে গীল চর।	চন্দ্রকান্ত সরকার কলকাতা সরকার প্রতি।	১৪৮৮১১১	১৪৭৭	পূর্ণ মহাল নীলাম হইবেক।
১০৭ নং	মৌজে দাউদপুর গরুর পুরগমে মৌজা	ভবকমল চৌধুরী	৬৬৯১৮১১	৪৬৪৭	পূর্ণ মহাল নীলাম হইবেক।

DINAGEPORE COLLECTORATE,

The 6th May 1884.

[Government Gazette, 20th May 1884.]

A. C. TUTE,

Offg. Collector.

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 16, ans. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*, at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 10, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

গবর্ণমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেন্ট কর্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪।।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮।।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬।।০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫।।০ টাকা; ৮ আউন্স টীন ১০।।০ টাকা; ১ পাউণ্ড টীন ২০।।০ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়; উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ১।।০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ২।।০ আট আনা, ডাকমাফুল দিতে হইবে।

জ্বরনাশক দানাবান্ধা সিন্‌কোনা।

লাল সিন্‌কোনা ছাল হইতে গবর্ণমেন্টের কারখানায় প্রস্তুত হুতন ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। বাহার দান্য বাঞ্ছনা, এরূপ সাগান্য জ্বরনাশক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেন্টের কর্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্য দিয়া ২৪।।০ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২।।০ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাইতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ১।।০ আট আনা ডাক মাফুল লাগিবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 24; packing and postage Rs. 1-12.

*. The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at Present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country.—Extract from Preface.

OFFICE OF SUPDT. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurrumtolah Street, Calcutta.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮। ৪। ২০ মে।]

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ডিসেম্বর।—বাংলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্নলিখিত
 হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মুকঃসমল ।

			টাকা
সম্পূর্ণ গেজেট	১৫৭
ডাকমাশুল	২১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাচাই ও হাউজিং ও বঙ্গ- দেশের ব্যবস্থাপক সভার আর্টন ও আর্টনের পাতুলিপি থাকে)	৫৭
ডাকমাশুল	১৭
সম্পূর্ণ এক খণ্ড গেজেটের মূল্য	১০
ডাকমাশুল	১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠার বা তাহার কোন একখণ্ড পৃষ্ঠার মূল্য)	১০
			৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আঃ একঃ আনা ।
ডাকমাশুল	১০

কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ১৮৮৩ সালে সম্মান মূল্য, কলিকাতার কেম্বল ডাকমাশুল লিখিত নং ।

ই, এম. বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একাডেমি ছোট্ট সেক্রেটারী।

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BARTON.

Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882

NOTE—Rates for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half "	10
Casual advertisements.—1 annas per line.	

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৩ । ২০ মে ।]

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালী গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাভিরিক্ত এই মন্তব্যের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্টের কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গালী সেক্রেটারিয়েটে ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম করাইতে চাহিলে ত্রিমিস্ত্র নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গালী সেক্রেটারিয়েটের আকৌন্ট্যান্টের নিকট অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশ্তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কন্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডব্লিউ, বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশ্তিহার প্রকাশ করিবার হার এইঃ—				টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা এক বার প্রকাশ কবণের	২০২
আধ পৃষ্ঠা " " "	১০৭
কখনই ইশ্তিহার প্রকাশ করিতে হইলে এক বার পৃষ্ঠা	১০

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্রিন্গ ফিল্ড টৌনহালের হাতায়স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া আর্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রেসে, বাকার স্প্রিং কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[Government Gazette, 20th May 1884.]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল স্ক্রালয়ে গবর্ণমেন্টের জন্যে প্রিন্ট এডউইন মরিস লুইস সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।



গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY MAY 27, 1884.

বঙ্গাব্দ, ১৮৮৪ সাল ২৭ মে।

CONTENTS.

	PAGE.	বিবরণ।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India...	61—63	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্দেশ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	১১—১৩
PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut.-Governor of Bengal ...	493—537	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দেশ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	৪৯৩—৫৩৭
PART III.—Acts of the Legislative Council of India ...	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	নাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India ...	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council ...	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	নাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council ...	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	নাই।
PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue ...	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র ...	নাই।
PART VIII.—Advertisements ...	499—530	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহার প্রভৃতি ...	৪৯৯—৫৩০
SUPPLEMENT ...	Nil.	পরিমিষ্ট গবর্ণমেন্ট গেজেট ...	নাই।

PART I.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্দেশ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

HOME DEPARTMENT.

NOTIFICATIONS.—ESTABLISHMENTS.

Simla, the 16th May 1884.

No. 112.—Mr. A. C. Mangles is permitted to resign Her Majesty's Bengal Civil Service, with effect from the 25th May 1884.

JUDICIAL.

The 14th May 1884.

No. 670.—The Honourable W. F. McDonell, C.B., V.C., a Judge of the High Court of Judicature at Fort William in Bengal, has obtained privilege leave for three months, with effect from the 15th June next, or from any subsequent date on which he may avail himself of the same.

The 15th May 1884.

No. 673.—Under the provisions of section 3 of Act XXVI of 1881 (The Negotiable Instruments Act, 1881), the Governor-General-in-Council has been pleased to appoint Moulvie Ali Kassim Khan, Rural Sub-Registrar of Lukhisera in the district of Monghyr, to perform the functions of a Notary Public under that Act.

A. MACKENZIE,
Secy. to the Govt. of India.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT.

NOTIFICATION.

The 12th May 1884.

No. 116.—Mr. H. Bell, Superintending Engineer, Class 'II, Railway Branch, is appointed Engineer-in-Chief and Officiating Manager of the Tirhoot State Railway, with effect from the afternoon of the 2nd of April 1884.

W. S. TRIVOR, Col. R.E.,
Secy. to the Govt. of India.

হোম ডিপার্টমেন্ট।

সিরিশতা বিষয়ক বিজ্ঞাপন।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ১৬ মে।

১১২ নম্বর।—জ্যোত এ, সি, মাকডেনস সাহেব ১৮৮৪ সালের ২৫ মে অবধি জিঞ্জিমডীর বঙ্গদেশের সিলিম সর্কিস ভাগ করিবার অনুমতি পাইরাছেন।

জুডিশিয়াল।

১৮৮৪ সাল ১৪ মে।

৬৭০ নম্বর।—বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উলিয়াম রাজধানীর হাই কোর্টের জজ মানাবর জ্যোত ডবলিউ, এফ, মাকডেনস সাহেব, সি, এস, ও বি, সি, আগামি জুন মাসের ১৫ তারিখ অবধি অথবা তার পর যে তারিখে ছুটি আইন, কেরন তদবধি তিন মাসের অসুস্থতাহের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৪ মে।

৬৭৩ নম্বর।—মন্ত্রিসভাবিধিষ্ঠিত জ্যোত গবর্নর জেনরল সাহেব জেয় প্রিন্সিপাল নির্দেশনাপত্র বিষয়ক ১৮৮১ সালের ১৯ আগস্টের ও দ্বারা নির্ধারনমতে মুজের জিলার অন্তর্গত লক্ষ্মীপুরাইর আমা সব-রেজি-টার জ্যোত মৌলবী আলি কাসিম খাঁকে উক্ত আইনমতে নোটারি পাবলিকের ক্ষমতা ক্রমে কাব্য করিতে নিযুক্ত করিলেন।

এ, মাকোজি,

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের লেক্রেটরী।

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।

১১৬ নম্বর।—রেলওয়ে শাখায় দ্বিতীয় শ্রেণীর সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার জ্যোত এচ, বেল সাহেব ১৮৮৪ সালের ২ অক্টোবরের অপরাহ্ন অবধি ত্রিভুত টেট রেলওয়ের প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের ও একটী কাব্যসাধকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ডবলিউ, এস, ট্রেবর, কর্নেল, আর, ই,

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের লেক্রেটরী।



গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 27, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২৭ মে।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নিক্কারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 2003A.

GENERAL.—*The 50th April 1884.*—Mr. J. A. Hopkins, Officiating Magistrate and Collector, Tipperah, is allowed special leave for six months, under section 61, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 20th June next.

Mr. H. G. Cooke, Officiating Magistrate and Collector, Noakholly, is appointed to act as Magistrate and Collector of Tipperah, during the absence, on deputation, of Mr. F. Jones, or until further orders.

The 5th May 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mr. A. R. Macdonald of his commission as Lieutenant in the Northern Bengal State Railway Volunteer Rifle Corps.

The 6th May 1884.—Mr. L. R. Forbes, Officiating Deputy Commissioner of the Sonthal Pergunnahs, is vested with the powers of a Settlement Officer under Regulation III of 1872.

The 10th May 1884.—Baboo Hursahoy Sing, Deputy Magistrate and Deputy Collector, on special duty, Patna and Gya, is allowed leave, for three weeks, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

The following officers reported their departure from India, on furlough, on the dates mentioned opposite their names.—

Mr. W. M. Clay ... 11th April 1884. | Mr. A. W. B. Power ... 25th April 1884.

Mr. P. H. O'Brien, Assistant Magistrate and Collector, Bogra, is transferred to the district of Nudda, and is posted to the sudder station of that district.

The 13th May 1884.—Mr. E. R. Middleton, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Midnapore, reported his departure from India, on furlough, on the 25th April 1884.

Mr. F. H. Barrow, Temporary Joint-Magistrate and Deputy Collector of the first grade, is confirmed in that grade, with effect from the 29th March last, *vice* Mr. J. Kelleher.

Mr. Barrow will continue to act as Magistrate and Collector of Koolna until further orders.

Mr. C. A. Wilkins, Temporary Joint-Magistrate and Deputy Collector of the second grade, on leave, is confirmed in that grade, with effect from the 29th March last, *vice* Mr. F. H. Barrow.

The order of the 18th March last, published in the *Calcutta Gazette* of the 19th idem, appointing Mr. C. A. S. Bedford to act as Deputy Commissioner of the Chittagong Hill Tracts, is cancelled.

Mr. J. A. Bourdillon, Inspector-General of Registration, has been granted by the Right Hon'ble the Secretary of State for India an extension of furlough for six months.

Baboo Srinath Chatterjee, Sub-Deputy Collector, Buxar, Shahabad, is transferred temporarily to the Blahooah sub-division of that district.

The 17th May 1884.—Baboo Bhogoban Chunder Bose is appointed to act as Sub-Deputy Collector of Mymensingh, during the absence, on leave, of Baboo Petumber Banerjee, or until further orders.

[*Government Gazette, 27th May 1884.*]

বঙ্গদেশের জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ ।

১০০৩ A নম্বর ।

সাঁধারন ।—১৮৮৪ সাল ৩০ আশ্বিন ।—ত্রিপুরার একটিং মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীয়ুত জে, এ. ইপকিন্স সাহেব সিভিল কার্যাকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৬১ ধারামতে আগামি জুন মাসের ২০ তারিখ অবধি ছয় মাসের বিশেষ ছুটি পাইলেন ।

রাজকার্যোপালক্ষে জীয়ুত এফ. জোন্স সাহেবের অন্তঃপত্রিকালৈ অথবা বাবৎ অন্য আত্মা না হয়, নগরখালীর একটিং মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীয়ুত এচ, জি, কুর সাহেব ত্রিপুরার মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ৫ মে ।—জীয়ুত এ, আর, মাজেন্ডাল সাহেব বঙ্গদেশের উত্তর দিকের স্টেট রেল-ওয়ের বাল্টিয়ার রাইকলদলের লেপ্টেনেন্ট সুরঙ্গ স্বীয় কমিশান ভাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ৬ মে ।—সাঁওতাল পরগনার একটিং ডেপুটী কমিশানর জীয়ুত এন, আর, সর্কিস সাহেব ১৮৭২ সালের ৩ আইনমতে বন্দোবস্তের কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১০ মে ।—পাটনা ও গয়ায় বিশেষ কার্যে নিযুক্ত ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বাবু হরমোয় সিংহ যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যাকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন সপ্তাহের ছুটি পাইলেন ।

নিম্নলিখিত কার্যাকারকেরা নিয়মিত ছুটি লইয়া আপনং নামের পাসপোর্ট লিখিত তারিখে তারতবর্ষ হইতে গমন করিয়াছেন রিপোর্ট করেন ।—

জীয়ুত ডবলিউ, এম. ক্রে সাহেব, ১৮৮৪
সালের ১১ আশ্বিন ।

জীয়ুত এ, ডবলিউ. বি. পোয়র সাহেব, ১৮৮৪
সালের ২৫ আশ্বিন ।

বগুড়ার অসিস্টেট মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীয়ুত পি, এচ, ওয়াইন সাহেব নদীয়া জিলার প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সদর মৌকামে অবস্থাপিত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে ।—মেদিনীপুরের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত ডি, আর, মিলটন সাহেব নিয়মিত ছুটি লইয়া ১৮৮৪ সালের ২৫ আশ্বিনে তারতবর্ষ হইতে স্বায় গমনের রিপোর্ট করেন ।

জীয়ুত জে. কলেচর সাহেবের পরিবর্তে প্রথম শ্রেণীর কিয়েকালীন জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীয়ুত এফ, এচ, দারৌ সাহেব গত মাচ্চ মাসের ২৯ তারিখ অবধি সেই পদে স্থায়িত্বে নিযুক্ত হইলেন ।

জীয়ুত দারৌ সাহেব বাবৎ অন্য আত্মা না হয় পুনরায় মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম করিতে থাকিবেন ।

জীয়ুত এফ, এচ, দারৌ সাহেবের পরিবর্তে ছুটিপ্রাপ্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর কিয়েকালীন জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত সি, এ, উইলকিন্স সাহেব গত মাচ্চ মাসের ২৯ তারিখ অবধি সেই শ্রেণীতে স্থায়িত্বে নিযুক্ত হইলেন ।

চট্টগ্রামের পরিত্যগী প্রদেশের ডেপুটি কমিশানরের কর্ম করণার্থে জীয়ুত সি, এ, এস বেডফোর্ড সাহেব কেনিয়াক বরণ বিষয়ক গত মাচ্চ মাসের ৮ তারিখের যে আত্মা এই মাসের ২১ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহা রহিত করা গেল ।

তারতবর্ষের পক্ষে মহিম্বর জীয়ুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেব রেজেক্টরী করণ কার্যের ইনস্পেক্টর জেনরল জীয়ুত জে, এ, ব্রিডিং সাহেবকে আর ছয় মাসের নিয়মিত ছুটি দিয়াছেন ।

সাঁধারন অন্তর্গত বগুড়ার সব-ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বাবু জীনাথ চট্টোপাধ্যায় কিয়েকালৈ নিমিত্তে এই জিলার অন্তর্গত ভূরূপা মহকুমায় প্রেরিত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে ।—জীয়ুত বাবু দীতাম্বর বন্দোপাধ্যায়ের ছুটি প্রযুক্ত কর্তৃপক্ষিকালৈ অথবা বাবৎ অন্য আত্মা না হয় জীয়ুত বাবু ভগবান চন্দ্র বসু নয়নবাগিছের সব-ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২৭ মে ।]

POLICE.—*The 5th May 1884.*—Mr. H. N. Harris, District Superintendent of Police, Lohardugga, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 19th instant.

Mr. T. G. Charles, District Superintendent of Police, Jessore, is transferred to Lohardugga.

Mr. W. H. Cornish, District Superintendent of Police, Noakholly, is transferred to Jessore.

Mr. H. S. Schurr, Assistant Superintendent of Police, 24-Pergunnahs, is appointed to act as District Superintendent of Police, Noakholly, until further orders.

The 6th May 1884.—Mr. E. Muspratt, Officiating Assistant Superintendent of Police, Burdwan, is allowed leave for two days, under rule 2, section 138, chapter X of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 9th January last.

The orders of the 19th March last, appointing Mr. W. D. Pratt, A. E. C. Bolst, and R. F. H. Pughe to act, until further orders, in the second, third and fourth grades of District Superintendents of Police, respectively, will have effect from the 2nd February 1884.

The 9th May 1884.—The services of Mr. V. W. Bertolsen, District Superintendent of Police, Mymensingh, are placed at the disposal of the Government of India, in the Home Department. This cancels the order of the 21st March last, placing the services of Mr. W. Campbell, District Superintendent of Police, Singbhoom, temporarily at the disposal of that department.

Mr. H. M. Reily, District Superintendent of Police, Moorshedabad, is transferred to Mymensingh.

Mr. T. C. Orr, Assistant Superintendent of Police, Serampore, is appointed to act as District Superintendent of Police, Moorshedabad, until further orders.

Mr. G. D. Graham, Assistant Superintendent of Police, on leave, is appointed to act as District Superintendent of Police, 24-Pergunnahs, during the absence, on leave, of Mr. W. D. Pratt, or until further orders.

Baboo Gopal Hari Mullick, Assistant Superintendent of Police, Midnapore, is appointed to act as District Superintendent of Police of that district, during the absence, on deputation, of Mr. O. S. Stack, or until further orders.

Mr. H. E. O. Paget, Assistant Superintendent of Police, Shahabad, is appointed to act as District Superintendent of Police, Khoolna, during the absence, on leave, of Mr. C. Rabau, or until further orders.

Mr. E. Muspratt, Officiating Assistant Superintendent of Police, Burdwan, is transferred to Shahabad.

Mr. A. R. Anley, Officiating Assistant Superintendent of Police, Dinagepore, is transferred to Cuttack.

The 12th May 1884.—Mr. J. Cowie, Officiating Assistant Superintendent of Police, is posted to the Burdwan district, with effect from the date on which he joined that district.

The 19th May 1884.—Lieutenant-Colonel W. W. Hume, District Superintendent of Police, Julpigorce, is appointed to act, until further orders, in the first grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th March last, *vice* Colonel H. E. Waller, promoted.

Mr. R. H. G. Irvine, District Superintendent of Police, Dinagepore, is appointed to act, until further orders, in the second grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th March last, *vice* Lieutenant-Colonel W. W. Hume.

[*Government Gazette, 27th May 1884.*]

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৫ মে।—লোহারডগার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টে জ্যুড এচ, এম, হারিস সাহেব সিবিল কার্গাকারদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই মাসের ১৯ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

বশোহরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টে জ্যুড টি, জি, চার্লস সাহেব লোহারডগার প্রেরিত হইলেন।

নওরাখালীর পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টে জ্যুড ডবলিউ, এচ, কর্ণিস সাহেব বশোহরে প্রেরিত হইলেন।

২৪ পরগনার পোলীসের আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টে জ্যুড এচ, এম, শর সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় নওরাখালীর পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের কন্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১ মে।—বর্জমানের পোলীসের একটিং আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টে জ্যুড ই, মস্কাট সাহেব গত জামুয়ারি মাসের ১৯ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটি পান তদতিরিক্ত সিবিল কার্গাকারদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৮ ধারার ২ প্রকরণমতে দুই দিনের ছুটি পাইলেন।

জ্যুড ডবলিউ, ডি, প্রাট ও এ, ই, সি, বোলকট এবং আর, এম, এচ, পিউ সাহেবকে যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় কুমারপুরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের দেরাদুনীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীমতে কন্ম করণার্থে নিযুক্ত করণবিষয়ক গত মার্চ মাসের ১৯ তারিখের আজ্ঞা ১৮৮৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি অবধি ফলবৎ হইবে।

১৮৮৪ সাল ৯ মে।—ময়মনসিংহের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টে জ্যুড বি, ডবলিউ, বটেলসেন সাহেব হোম ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের আজাদীনে সংস্থাপিত হইলেন।

সিংভূমের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টে জ্যুড ডবলিউ, কাশেম সাহেবকে কিয়ৎকালের নিমিত্তে উক্ত ডিপার্টমেন্টে সংস্থাপন করণ বিষয়ক গত মার্চ মাসের ২১ তারিখের আজ্ঞা এতদ্বারা বাহিত করা গেল।

মুরশিদাবাদের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টে জ্যুড এচ, এম, রাইলী সাহেব ময়মনসিংহে প্রেরিত হইলেন।

আইমপুরের পোলীসের আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টে জ্যুড টি, সি, আর, সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মুরশিদাবাদের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের কন্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জ্যুড ডবলিউ, ডি, প্রাট সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ছুটি প্রাপ্ত পোলীসের আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টে জ্যুড সি, ডি, আইম সাহেব ২৪ পরগনার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের কন্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্যোপলক্ষে জ্যুড ও, এম, ফোক সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মেদিনীপুরের পোলীসের আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টে জ্যুড বাবু গোপালহরি মল্লিক উক্ত জিলার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের কন্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জ্যুড সি, রেবান সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শাহাবাদের পোলীসের আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টে জ্যুড এচ, ই, সি, লাগেট সাহেব খুলনার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের কন্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

বর্জমানের পোলীসের একটিং আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টে জ্যুড ই, মস্কাট সাহেব শাহাবাদে প্রেরিত হইলেন।

দিনাজপুরের পোলীসের একটিং আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টে জ্যুড এ, আর, আনলী সাহেব কটকে প্রেরিত হইলেন।

১৮৮২ সাল ১২ মে।—পোলীসের একটিং আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টে জ্যুড জে, কোইসাহেব বর্জমান জিলার কন্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সেই জিলার অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৯ মে।—কর্ণেল জ্যুড এচ, ই, ওয়ালর সাহেবের পদত্ব হওয়াতে অলপাইত্তির পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট লেণ্টেনেন্ট কর্নেল জ্যুড ডবলিউ, ডবলিউ, হিউম সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, গত মার্চ মাসের ২৭ তারিখ অবধি পুলিশের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টদের প্রথম শ্রেণীমতে কন্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

লেণ্টেনেন্ট কর্নেল জ্যুড ডবলিউ, ডবলিউ, হিউম সাহেবের পরিবর্তে দিনাজপুরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জ্যুড আর, এচ, জি, অগ্নিন সাহেব গত মার্চ মাসের ২৭ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টদের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কন্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

Mr. J. B. Goad, District Superintendent of Police, Hazaribagh, is appointed to act, until further orders, in the third grade of District Superintendents of Police; with effect from the 27th March last, *vice* Mr. R. H. G. Irvine.

Mr. W. R. Green, District Superintendent of Police, Hooghly, is appointed to act, until further orders, in the fourth grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th March last, *vice* Mr. J. B. Goad.

Mr. W. B. Maxwell, District Superintendent of Police, Assam, is appointed to act, until further orders, in the third grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th March last, *vice* Mr. C. Jennins, on leave.

Mr. C. A. Fisher, Commandant of Frontier Police, Assam, is appointed to act, until further orders, in the fourth grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th March last, *vice* Mr. W. B. Maxwell.

Mr. H. W. J. Bamber, District Superintendent of Police, Rajshahye, is appointed to act, until further orders, in the first grade of District Superintendents of Police, with effect from the 6th ultimo, *vice* Lieutenant-Colonel W. L. N. Knyvett, on deputation.

Mr. J. Masters, District Superintendent of Police, Burdwan, is appointed to act, until further orders, in the second grade of District Superintendents of Police, with effect from the 6th ultimo, *vice* Mr. H. W. J. Bamber.

Mr. A. V. Knyvett, Personal Assistant to the Inspector-General of Police, is appointed to act, until further orders, in the third grade of District Superintendents of Police, with effect from the 6th ultimo, *vice* Mr. J. Masters.

Mr. F. A. Dawson, District Superintendent of Police, Bankoora, is appointed to act, until further orders, in the fourth grade of District Superintendents of Police, with effect from the 6th ultimo, *vice* Mr. A. V. Knyvett.

Mr. W. H. Cornish, District Superintendent of Police, Jessore, is appointed to act, until further orders, in the second grade of District Superintendents of Police, with effect from the 25th ultimo, *vice* Colonel W. Gordon, on leave.

Mr. B. Rattray, District Superintendent of Police, Pubna, is appointed to act, until further orders, in the third grade of District Superintendents of Police, with effect from the 25th ultimo, *vice* Mr. W. H. Cornish.

Mr. H. V. H. Roberts, District Superintendent of Police, Tipperah, is appointed to act, until further orders, in the fourth grade of District Superintendents of Police, with effect from the 25th ultimo, *vice* Mr. B. Rattray.

ECCLESIASTICAL.—*The 5th May 1884.*—The Reverend Prem Chand Nath, Native Minister, Wesleyan Methodist Church, Calcutta, is authorized, under clause 5, section 5, Act XV of 1872, to grant certificates of marriage between Native Christians.

REGISTRATION.—*The 8th May 1884.*—Baboo Ashutosh Gupta, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Lohardugga, is appointed to be also Sub-Registrar of the sudder subdivision of that district, with effect from the 14th April 1884, *vice* Baboo Mahendro Nath Mookerjee.

The 12th May 1884.—Baboo Hari Charan Gangooly is appointed to be Rural Sub-Registrar of Baduria, in the district of the 24-Pergunnahs.

EDUCATION.—*The 13th May 1884.*—Mr. H. H. Locke, Principal, School of Arts, Calcutta, has been granted by the Right Hon'ble the Secretary of State for India an extension of furlough for three months.

The 14th May 1884.—The services of Dr. George Watt, Professor of the Presidency College, lately employed on special duty in connection with the late Calcutta International Exhibition, were placed temporarily at the disposal of the Government of India, Revenue and Agricultural Department, with effect from the 5th May 1884.

[*Government Gazette, 27th May 1884.*]

ক্রিয়ুত আর, এচ, জি, অর্কিন সাহেবের পরিবর্তে হাজারিবাগের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ক্রিয়ুত জে, বি, গোল্ড সাহেব গত মার্চ মাসের ২৭ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের তৃতীয় শ্রেণীমতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ক্রিয়ুত জে, বি, গোল্ড সাহেবের পরিবর্তে হুগলীর পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ক্রিয়ুত ডবলিউ, আর, গ্রীন সাহেব গত মার্চ মাসের ২৭ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের চতুর্থ শ্রেণীমতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ক্রিয়ুত সি. জেন্স সাহেব ছুটীলওয়াতে পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ক্রিয়ুত ডবলিউ, বি, মাল্লওয়ার সাহেব গত মার্চ মাসের ২৭ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের তৃতীয় শ্রেণীমতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ক্রিয়ুত ডবলিউ, বি, মাল্লওয়ার সাহেবের পরিবর্তে পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ক্রিয়ুত সি, এ, ফিশার সাহেব গত মার্চ মাসের ২৭ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের চতুর্থ শ্রেণীমতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাউণ্ডহোপলকে স্টেপ্টেম্বরে কর্নেল ক্রিয়ুত ডবলিউ, এল, এন. নিবেট সাহেবের পরিবর্তে রাজ-শাহীর পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ক্রিয়ুত এচ, ডবলিউ, জে, সাহেব গত মাসের ৬ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের প্রথম শ্রেণীমতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ক্রিয়ুত এচ, ডবলিউ, জে, সাহেবের পরিবর্তে বঙ্গমানেব পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ক্রিয়ুত জে, মাক্স সাহেব গত মাসের ৬ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ক্রিয়ুত জে, মাক্স সাহেবের পরিবর্তে পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট-জেনরল সাহেবের স্বকীয় অফিস-ফোর্সে ক্রিয়ুত এ, বি, নিবেট সাহেব গত মাসের ৬ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের তৃতীয় শ্রেণীমতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ক্রিয়ুত এ, বি, নিবেট সাহেবের পরিবর্তে বাঁকুয়ার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ক্রিয়ুত এফ, এ, ডাসন সাহেব গত মাসের ৬ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের চতুর্থ শ্রেণীমতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

কর্ণেল ক্রিয়ুত ডবলিউ, গর্ডন সাহেব ছুটীলওয়াতে যশোরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ক্রিয়ুত ডবলিউ, এচ, কর্নিস সাহেব গত মাসের ২৫ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ক্রিয়ুত ডবলিউ, এচ, কর্নিস সাহেবের পরিবর্তে পাবনার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ক্রিয়ুত বি, রাট্টে সাহেব গত মাসের ২৫ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের তৃতীয় শ্রেণীমতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ক্রিয়ুত বি, রাট্টে সাহেবের পরিবর্তে ত্রিপুরার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ক্রিয়ুত এচ, বি, এচ, রবটস সাহেব গত মাসের ২৫ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের চতুর্থ শ্রেণীমতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ধর্মকাধ্যাসম্পর্কীয়।—১৮৮৪ সাল ৫ মে।—কলিকাতার ওয়েসলিয়ন মেথডিস্ট গির্জার ধর্মোপদেশক পাদরী ক্রিয়ুত প্রেমচাঁদ নাথ, খ্রীষ্টধর্মাবলম্বি এদেশীয় ব্যক্তিদের বিবাহের সার্টিফিকেট দিতে ১৮৭২ সালের ১৫ আইনের ৫ ধারার ৫ প্রকরণমতে বিবাহের সার্টিফিকেট দিবার ক্ষমতা পাইলেন।

রেজিষ্ট্রারী করণ বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৮ মে।—ক্রিয়ুত বাবু মহেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে লোহারডগার ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ক্রিয়ুত বাবু আশুতোষ গুপ্ত ১৮৮৪ সালের ১৪ অপ্রিল অবধি উক্ত জিলায় সদর মহকুমার সব-রেজিষ্ট্রারের পদেও নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—ক্রিয়ুত বাবু হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ২৪ পরগনা জিলায় অন্তর্গত বাহুড়িয়ার গ্রাম্য সব-রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষাবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—ভারতবর্ষের পাবনা মহকুমার ক্রিয়ুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেব কলিকাতার আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল ক্রিয়ুত এচ, এচ, লক সাহেবকে তার তিন মাসের নিয়মিত ছুটি দিয়াছেন।

১৮৮৪ সাল ১৪ মে।—ভূতপূর্ব কলিকাতার অন্তর্জাতিক প্রদর্শনী সংক্রান্ত বিশেষ কার্যে সম্প্রতি নিযুক্ত প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ডাক্তর ক্রিয়ুত অর্জুনাট সাহেব ১৮৮৪ সালের ৫ মে অবধি কয়েককালের জন্য রাজস্ব ও ধর্মকাধ্যাসম্পর্কীয় কার্যবিভাগে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

The 17th May 1884.—Baboo Beni Madhub De, Head Master, Howrah, Zillah School, acted for one month in class II of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 18th February 1884, *vice* Mr. H. Collio, on leave.

Baboo Chunder Mohun Mozoomdar, Head Master, Chittagong College, acted for one month in class III of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 18th February 1884, *vice* Baboo Benimadhub De.

Baboo Bireswar Chatterjee, Additional Lecturer, Sanskrit College, acted for one month in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 18th February 1884, *vice* Baboo Chundra Mohun Mozoomdar.

Baboo Baikantha Nath Roy, Third Master, Dacca Collegiate School, acted for three months in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 11th December 1883, *vice* Baboo Brojendra Kumar Guha, on leave.

Baboo Srinath Dutta, Deputy Inspector of Schools, Manbhoom, is appointed to act in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 10th April 1884, *vice* Baboo Kailas Chunder Sen, on leave.

Baboo Mathura Nath Chatterjee, Assistant Inspector of Schools, Bhagulpore Division, acted for three months in class II of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 18th December 1883, *vice* Baboo Radha Nath Roy, on leave.

Baboo Srikrishna Chatterjee, Head Master, Bhagulpore Zillah School, acted for three months in class III of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 18th December 1883, *vice* Baboo Mathura Nath Chatterjee.

Baboo Madhusudan Rao, while officiating for the Joint-Inspector of Schools, Orissa, acted for three months in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 18th December 1883, *vice* Baboo Srikrishna Chatterjee.

Baboo Hara Mohan Bhattacharjee, Deputy Inspector of Schools, Southal Pergunnahs, is appointed to act in class III of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 1st March 1884, during the absence, on leave, of Baboo Bhaban Mohun Nyogi, or until further orders.

Baboo Umabrosad De, Deputy Inspector of Schools, Bogra, is appointed to act in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 1st March 1884, *vice* Baboo Hara Mohan Bhattacharjee.

Mr. A. S. Phillips, Head Master, Patna Collegiate School, is appointed to act in class I of the Bengal Subordinate Educational Service, during the absence, on leave, of Mr. A. J. C. Behrendt, or until further orders.

Baboo Abinash Chandra Chatterjee, Assistant Professor, Ravenshaw College, Cuttack, is appointed to act in class II of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Mr. A. S. Phillips.

Baboo Rajkrishna Roy Chowdhuri, Deputy Inspector of Schools, Hooghly, is appointed to act in class III of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Baboo Abinash Chandra Chatterjee.

Baboo Soshi Bhusan Dutt, Lecturer, College Classes, Bethune Girls' School, is appointed to act in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Baboo Rajkrishna Roy Chowdhuri.

Baboo Siv Narain Trevedi, Deputy Inspector of Schools, Gya, acted for one month and a half in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 2nd November 1883, *vice* Muushi Abdool Rohim, on leave.

Mr. S. Ager, Principal, Ravenshaw College, Cuttack, is appointed to officiate, until further orders, in class IV of the Bengal Educational Service, with effect from the 1st April 1884.

Baboo Dina Nath Sen, Joint-Inspector of Schools, Dacca Circle, is appointed to act in class I of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Mr. S. Ager.

[*Government Gazette, 27th May 1884.*]

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—শ্রীযুত এচ, কালী সাহেব দুটি লওয়াতে হাবডার জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু বনৌশাধব দে ১৮৮৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীতে এক মাস কর্ম করিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু বনৌশাধব দে পরিবর্তে চট্টগ্রাম কলেজের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু চন্দ্রশেখর মজুমদার ১৮৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৮ তারিখ অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত তৃতীয় শ্রেণীতে এক মাস কর্ম করিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু চন্দ্রশেখর মজুমদারের পরিবর্তে সংক্রান্ত কালেক্টর অতিরিক্ত উপদেশক শ্রীযুত বাবু বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ১৮৮৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের চতুর্থ শ্রেণীতে এক মাস কর্ম করিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু বীরেশ্বর কুমার গুপ্ত দুটি লওয়াতে তৎপরিবর্তে ঢাকা কলেজের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু টেকচাঁদ ১৮৮৩ সালের ১১ ডিসেম্বর অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের চতুর্থ শ্রেণীতে এক মাস কর্ম করিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু টেকচাঁদ চন্দ্র সেন দুটি লওয়াতে তৎপরিবর্তে বানরুঘের স্কুল সমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু জিলাস দত্ত ১৮৮৪ সালের ১০ আগ্রিল অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের চতুর্থ শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু রামনাথ সাহু দুটি লওয়াতে তৎপরিবর্তে ভাগলপুর খণ্ডের স্কুল সমূহের আর্গিষ্টাইট ইনস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায়, ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীতে তিন মাস কর্ম করিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে ভাগলপুর জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু শ্রীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের তৃতীয় শ্রেণীতে তিন মাস কর্ম করিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু শ্রীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ সাহু উড়িষ্যার স্কুল সমূহের এনটিং জাটেন্ট-ইনস্পেক্টরের কর্ম করণার্থে ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের চতুর্থ শ্রেণীতে তিন মাস কর্ম করিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু ভুবন মোহন নিয়োজিত দুটি প্রযুক্ত অল্পপরিমিতকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, সাওতাল পরগণা স্কুল সমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু হরমোহন ভট্টাচার্য ১৮৮৪ সালের ১ মার্চ অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের তৃতীয় শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু হরমোহন ভট্টাচার্যের পরিবর্তে বগুড়ার স্কুল সমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু উমা প্রসাদ দে, ১৮৮৪ সালের ১ মার্চ অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের চতুর্থ শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এ, জে, সি বেংগের সাহেবের দুটি প্রযুক্ত অল্পপরিমিতকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পাটনার কলেজিয়ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত এ, এস, কিনিপস সাহেব বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের প্রথম শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এ, এস কিনিপস সাহেবের পরিবর্তে কটকের রেবানশা কলেজের সহকারি অধ্যাপক শ্রীযুত বাবু অনিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু অনিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে হুগলীর স্কুল সমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের তৃতীয় শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরীর পরিবর্তে বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের কলেজ ক্লাসের উপদেশক শ্রীযুত বাবু শশীভূষণ দত্ত বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের চতুর্থ শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত মুনশী আবদুল রহিম দুটি লওয়াতে তৎপরিবর্তে গয়ার স্কুল সমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু শিবনারায়ণ ত্রিবেদী ১৮৮৩ সালের ২ নবেম্বর অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের চতুর্থ শ্রেণীতে দেড় মাস কর্ম করিয়াছেন।

কটকের রেবানশা কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুত এস, এগর, সাহেব ১৮৮৪ সালের ১ আগ্রিল অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বঙ্গদেশের শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের চতুর্থ শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এস, এগর সাহেবের পরিবর্তে ঢাকা চক্রের স্কুল সমূহের জাইন্ট ইনস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু দীননাথ সেন বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের প্রথম শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২৭ মে ।]

Baboo Mathura Nath Chatterjee, Assistant Inspector of Schools, Bhagulpore Division, is appointed to act in class II of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Baboo Dina Nath Sen.

Baboo Chundra Mohun Mozoomdar, Head Master, Chittagong College, is appointed to act in class III of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Baboo Mathura Nath Chatterjee.

Baboo Bireswar Chatterjee, Lecturer, Sanskrit College, is appointed to act in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Baboo Chandra Mohun Mozoomdar.

Mr. G. Bellett, Inspector of Schools Rajshahye Circle, reported his departure from India, on furlough, on the 24th March 1884.

FORESTS.—*The 13th May 1884.*—Mr. G. W. Strettell, Deputy Conservator of Forests Sunderbuns Division, is granted furlough for three months on medical certificate, with effect from the 8th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Mr. W. M. Green, Officiating Deputy Conservator of Forests, is transferred from the Chittagong to the Sunderbuns Forest Division.

Mr. R. H. M. Ellis, Deputy Conservator of Forests, on furlough, is posted to the charge of the Chittagong Forest Division.

The 17th May 1884.—Mr. R. L. Heinig, Officiating Assistant Conservator of Forests, Singbhoom Forest sub-division, is allowed three months' privilege leave, under section 138, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 15th May 1884, or any subsequent date on which he may avail himself of it.

Mr. F. B. Manson, Deputy Conservator of Forests, Chota Nagpore Forest Division, will hold charge of the Singbhoom Forest sub-division, in addition to his other duties, during the absence of Mr. Heinig, on leave, or until further orders.

MEDICAL.—*The 1st May 1884.*—Assistant Surgeon Grish Chunder Bhora, a Supernumerary at Beerbhoom, is allowed leave for two months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

Assistant Surgeon Gopal Chunder Dey, a Supernumerary at the Presidency, is appointed to act as Medical Officer at the Sandheads, during the absence, on leave, of Mr. F. J. Murphy, or until further orders.

The 7th May 1884.—Assistant Surgeon Purna Chunder Purkait, a Supernumerary at Arrah, is appointed temporarily to have medical charge of the sub-division and dispensary at Diamond Harbour, in the district of the 24-Pergunnahs.

Surgeon W. Beatson, Officiating Resident Surgeon, Medical College Hospital, Calcutta, acted as First Resident Surgeon, Presidency General Hospital, from the 27th February to the 3rd March last, inclusive.

The 9th May 1884.—Surgeon-Major D. O'Connell Raye, Professor of Surgical and Descriptive Anatomy, Medical College, Calcutta, is appointed to act as Professor of Surgery in that institution and as First Surgeon to the College Hospital, during the absence, on leave, of Surgeon-Major K. McLeod, or until further orders.

Surgeon-Major J. O'Brien, Civil Surgeon of Tipperah, is appointed to act as Professor of Surgical and Descriptive Anatomy in the Medical College, Calcutta, and as Second Surgeon to the College Hospital, during the absence, on deputation, of Surgeon-Major D. O'Connell Raye, or until further orders.

Baboo Ghaneshyam Gupta, Munsif of Mudchpore, in the district of Bhagulpore, is appointed to be a member of the Committee for the management of the charitable dispensary at that place.

The 10th May 1884.—Surgeon-Major J. Wilson, Officiating Civil Surgeon of Maldah, is appointed to act as Civil Surgeon of Lohardugga, during the absence, on leave, of Dr. F. R. Swaine, or until further orders.

শ্রীযুত বাবু নীলমণি সেনের পরিবার্ত্তে ভাগলপুর খণ্ডের স্কুল সমূহের আসিস্টাণ্ট ইনস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু মথুরা নাথ চট্টোপাধ্যায় বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

শ্রীযুত বাবু মথুরা নাথ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবার্ত্তে চট্টগ্রাম কালেক্টর প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু চন্দ্রমোহন মজুমদার বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের তৃতীয় শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

শ্রীযুত বাবু চন্দ্রমোহন মজুমদারের পরিবার্ত্তে সংস্কৃত কালেক্টর উপদেষ্টক শ্রীযুত বাবু বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের চতুর্থ শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

রাজশাহী চক্কের স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর শ্রীযুত জি, বেনেট সাহেব নিয়মিত ছুটি লইয়া ১৮৮৪ সালের ২৪ মার্চ ভারতবর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন ।

বনবিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ১৩ মে ।—সুন্দর বনখণ্ডের ডেপুটী বনরক্ষক শ্রীযুত ডি, ডবলিউ, ক্রেন্সন সাহেব ঐতিমাসের ৮ তারিখ অবধি অথবা তারিখ পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি চিকিৎসকের সার্টিফিকেটক্রমে তিন মাসের নিয়মিত ছুটি পাইলেন ।

একটিং ডেপুটী বনরক্ষক শ্রীযুত ডবলিউ, এম, গ্রিন সাহেব চট্টগ্রাম হইতে সুন্দর বন খণ্ডে প্রেরিত হইলেন ।

নিয়মিত ছুটি প্রাপ্ত ডেপুটী বনরক্ষক শ্রীযুত আর, এচ, এম, এলিস সাহেব চট্টগ্রাম বন খণ্ডের কর্মের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে ।—সিংহভূমির উপখণ্ডের একটিং সচকারি বনরক্ষক শ্রীযুত আর, এল, কেলিং সাহেব ১৮৮২ সালের ১৫ মে অথবা তারিখ পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কায্যকারীদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১০৮ ধারামতে তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটি পাইলেন ।

শ্রীযুত কেলিং সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আত্মা না হয়, ছোট নাগপুর বন খণ্ডের ডেপুটী বনরক্ষক শ্রীযুত এফ, বি, মাসন সাহেব আপন অন্যান্য কর্মসম্বন্ধে সিংহভূমির উপখণ্ডের কাগজ ভার গ্রহণ করিবেন ।

চিকিৎসা ।—১৮৮৪ সাল ১ মে ।—দীরভূমির অতিরিক্ত আসিস্টাণ্ট সার্জন শ্রীযুত গদীশচন্দ্র ভদ্র যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কায্যকারীদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাসের ছুটি পাইলেন ।

শ্রীযুত এফ, জে, মর্চি সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আত্মা না হয়, রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিস্টাণ্ট সার্জন শ্রীযুত গোপালচন্দ্র দে, গঙ্গাসাগরের চিকিৎসকের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ৭ মে ।—আগতে অতিরিক্ত আসিস্টাণ্ট সার্জন শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র পরমহিত কিয়ৎ কালের নিমিত্তে ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত কল্যাণী মহকুমায় ও ঔষধালয়ের চিকিৎসা কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন ।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাঁস্পাতালের একটিং রেসিডেন্ট সার্জন, সার্জন শ্রীযুত ডবলিউ বীটন সাহেব গত ফেব্রুয়ারি মাসের ২৭ তারিখ অবধি মার্চ মাসের ৩ তারিখ পর্যন্ত প্রোগিডেন্সি জেনরল হাঁস্পাতালের প্রথম রেসিডেন্ট সার্জনের কর্ম করিয়াছেন ।

১৮৮৪ সাল ৯ মে ।—সার্জন মেজর শ্রীযুত কে, মাকলোড সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আত্মা না হয়, কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজের ব্যবচ্ছেদ ও শারীরতত্ত্ব বিদ্যার অধ্যাপক সার্জন মেজর শ্রীযুত ডি, ও'কনেল সাহেব উক্ত কলেজে অস্ত্রচিকিৎসা বিদ্যার অধ্যাপকের ও কলেজ হাঁস্পাতালের প্রথম সার্জনের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

রাজকোলেজালস্ক সার্জন মেজর শ্রীযুত ডি, ও'কনেল সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আত্মা না হয়, হিপুরার সিভিল চিকিৎসক সার্জন মেজর শ্রীযুত জে, ও'ব্রাউন সাহেব কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ ব্যবচ্ছেদ ও শারীরতত্ত্ব বিদ্যার অধ্যাপকের এবং কলেজ হাঁস্পাতালের দ্বিতীয় সার্জনের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

ভাগলপুর জিলার অন্তর্গত মধোপুরের সুস্মোক শ্রীযুত বাবু ঘনশ্যাম গুপ্ত সেই স্থানের দাওয়া ঔষধালয়ের কার্যাবলীকর কমিসীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১০ মে ।—ডাক্তর শ্রীযুত এফ, আর, খেন সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আত্মা না হয়, মালদহের একটিং সিভিল চিকিৎসক সার্জন মেজর শ্রীযুত জে, উইলসন সাহেব লোহারডগার সিভিল চিকিৎসকের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

গিবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২৭ মে ।]

The 12th May 1884.—Surgeon D. W. D. Comins, Civil Surgeon of Jessore, reported his departure from India, on furlough, on the 25th April 1884.

VACCINATION.—*The 6th May 1884.*—Surgeon W. Owen, Officiating Superintendent of Vaccination, Rauchi Circle, is allowed leave for two months and eighteen days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

The 8th May 1884.—Moulvie Tajamul Hossein, Deputy Superintendent of Vaccination, Darjeeling Circle, is allowed leave for two months and 20 days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

MUNICIPAL.—*The 18th April 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Monghyr Municipality of Mr. G. Thomas to be their Vice-Chairman.

The 20th April 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Santipore Municipality, in the district of Nuddea:—

Baboo Gopi Churn Nundi.		Baboo Krishna Bihary Mookerjee,
„ Shurat Chunder Roy.		Pandit Madongopal Gossami.

The following gentlemen are also re-appointed to be Commissioners of the above municipality:—

Baboo Haridas Roy.		Baboo Kasi Chunder Banerjee.
„ Ssiram Chunder Ganguli.		„ Modhu Shudan Pramanik.
Baboo Paramartha Ganguli.		

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Bankoora Municipality of Baboo Benode Behari Mandul to be their Vice-Chairman.

The 4th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Tumlook Municipality, in the district of Midnapore, of Baboo Rajendra Lal Gupta to be their Vice-Chairman.

The 9th May 1884.—Moulvie Sahajohurul Hossen is appointed to be a Commissioner of the Rampore Beaulah Municipality, in the district of Rajshahye.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Chit-tagong Municipality of Dr. E. Sanders, Civil Surgeon, to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Seraj-gunge Municipality, in the district of Pubna, of Baboo Poorno Chunder Mittra, Deputy Magistrate and Deputy Collector, to be their Vice-Chairman.

Baboo Mohesh Chunder Dutt, Head Assistant to the Serajgunge Jute Company, Limited, is re-appointed to be a Commissioner of the Serajgunge Municipality, in the district of Pubna.

The 11th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Joynagore Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs, of Baboo Ananda Chundra Ghose to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality:—

Baboo Bhupendra Narain Dutta.		Baboo Haridas Dutt.
Baboo Romanath Banerjee.		

[Government Gazette 27th May 1884.]

১৮৮৪ সাল ১২ মে ।—যশোরের সিভিল চিকিৎসক সর্জন শ্রীযুত ডি, ডবলিউ, ডি, কমিংস সাহেব নিম্নলিখিত ছুটি লইয়া ১৮৮৪ সালের ২৫ আশ্বিনে ভারতবর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন ।

টিকাদান বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ৯ মে ।—বাঁকু চক্রের টিকাদান কার্যের একটিকে সুপারিন্টেন্ডেন্ট সর্জন শ্রীযুত ডবলিউ, ওয়েন সাহেব যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারীদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাস আঠার দিনের ছুটি পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ৮ মে ।—মার্জিলিঙ্গ চক্রের টিকাদান কার্যের ডেপুটী সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রীযুত মৌলবী তজমল হুসেন যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারীদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাস বিশ দিনের ছুটি পাইলেন ।

মুন্সিপাল বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ১৮ আশ্বিন ।—মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত জি, ডামস সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনরায় মনোনীত করার শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ২০ আশ্বিন ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মদীরা জিলার অন্তর্গত শান্তিপুর মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।—

শ্রীযুত বাবু গোপীচরণ মল্লী ।	শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণবিহারী মুখোপাধ্যায় ।
„ বাবু শরচ্চন্দ্র রায় ।	„ পণ্ডিত মদনগোপাল গোস্বামী ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনরায় নিযুক্ত হইলেন ।—

শ্রীযুত বাবু হরিদাস রায় ।	শ্রীযুত বাবু কাশীচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।
„ বাবু জীরাবল্লভ গঙ্গোপাধ্যায় ।	„ বাবু মধুসূদন শ্রামণিক ।
শ্রীযুত বাবু পরমার্থ গঙ্গোপাধ্যায় ।	

বাঁকুড়া মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু বিনোদবিহারী মণ্ডলকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করার শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ৪ মে ।—মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত তমলুক মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রলাল গুপ্তকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনরায় মনোনীত করার শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ৯ মে ।—শ্রীযুত মৌলবী সাহাচল্লক হুসেন রাজশাহী জিলার অন্তর্গত রাইপুর বোয়ালিয়া মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

চট্টগ্রাম মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরেরা সিভিল চিকিৎসক ডাক্তর শ্রীযুত ই, গাওন্স সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনরায় মনোনীত করার শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

পাবনা জিলার অন্তর্গত সেরাজগঞ্জ মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরেরা ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র মিত্রকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনরায় মনোনীত করার শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

সীমাবদ্ধ সেরাজগঞ্জ জুট কোম্পানির চেভ আসিস্ট্যান্ট শ্রীযুত বাবু মহেশচন্দ্র দত্ত পাবনা জিলার অন্তর্গত সেরাজগঞ্জ মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনরায় নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১১ মে ।—২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত জয়নগর মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু আনন্দচন্দ্র ঘোষকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনরায় মনোনীত করার শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনরায় নিযুক্ত হইলেন ।—

শ্রীযুত বাবু কুপেন্দ্রনারায়ণ দত্ত ।	শ্রীযুত বাবু হরিদাস দত্ত ।
শ্রীযুত বাবু রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।	

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২৭ মে ।]

The 12th May 1884—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Mozufferpore Municipality :—

Baboo Gourisankur Biswas, Deputy Magistrate and Deputy Collector.

Hazee Syud Mahomed Taki Khan.

Mr. H. Bell, Manager, Tirhoot State Railway.

Baboo Parmanund, Deputy Inspector of Schools.

Hafiz Syud Sadut Ali.

The 13th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the South Dum-Dum Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs, of Baboo Nilmani Mittra to be their Vice-Chairman.

Baboo Nabin Chunder Banerjee is re-appointed to be a Commissioner of the North Dum-Dum Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs.

The 14th May 1884.—Mr. E. G. Macleod, Barrister-at-Law, is appointed to be a Commissioner of the Kotechandpore Municipality, in the district of Jessore.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Modhubani Municipality, in the district of Durbhunga, of Baboo Judunath Sarkar, Sub-Deputy Collector, to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Curwa Municipality, in the district of Burdwan, of Baboo Brojendra Nath Sen to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Gya Municipality of Baboo Bhoop Sen Singh to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Darjeeling Municipality of Mr. E. A. Parsick, c.e., to be their Vice-Chairman.

The 15th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Dacca Municipality of Dr. P. K. Roy, Professor, Dacca College, to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Midnapore Municipality of Baboo Bipin Behary Dutt to be their Vice-Chairman.

ROAD CESS.—*The 11th May 1884*.—Baboo Shama Koomud Mookerjee, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be a member and Vice-Chairman of the Rungpore District Road Committee, *vice* Mr. C. R. Marriott, transferred.

The Hon'ble Kumar Baikunthanath De is re-appointed to be Vice Chairman of the Balasore District Road Committee.

The following notifications are republished from the *Assam Gazette* :—

No. 9.—*The 8th May 1884*.—Mr. H. Luttman-Johnson, Deputy Commissioner, reported his return from furlough, at Bombay, in the afternoon of the 28th April 1884.

No. 10.—Mr. C. J. Lyall made over charge of the office of Judge and Commissioner, Assam Valley Districts, to Mr. H. Luttman-Johnson, and availed himself of subsidiary leave, preparatory to furlough, in the afternoon of the 5th May 1884.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

১৮৮৪ সাল ১২ মে নিম্নলিখিত মহাশয়েরা কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু গৌরীশঙ্কর বিশ্বাস।

জীযুত হাজি সৈয়দ মহম্মদ ওকি খাঁ।

ত্রিহৃত স্টেট রেলওয়ের কার্ধ্যাধ্যক্ষ জীযুত এচ. বেল সাহেব।

স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর জীযুত পরমানন্দ বাবু।

জীযুত হাজি সৈয়দ সাদৎ আলি।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত দক্ষিণ দমনমার মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের জীযুত বাবু নীলমণি মিত্রকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনরার মনোনীত করায় জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

জীযুত বাবু নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত উত্তর দমনমার মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনরার নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৪ মে।—বারিষ্টার-আর্ট-লা জীযুত ই. জি. মাকলোড সাহেব যশোহর জিলার অন্তর্গত কোটচাঁদপুর মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

দ্বারভঙ্গা জিলার অন্তর্গত মধুবনী মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের জীযুত বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ বসু সরকারকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনরার মনোনীত করায় জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

দক্ষিণ জিলার অন্তর্গত কাটওয়া মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের জীযুত বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ সেনকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনরার মনোনীত করায় জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

গয়া মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের জীযুত বাবু ভূপসেন সিংহকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনরার মনোনীত করায় জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

দার্জিলিং মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের জীযুত ই. এ. পার্শ্বক সি. ডি. সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করায় জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ১৫ মে।—ঢাকা মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের ডাচ কালেক্টর অধ্যাপক ডাক্তার জীযুত পি. কে. রায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করায় জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

মেদিনীপুর মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের জীযুত বাবু বিপিনবিহারী দত্তকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনরার মনোনীত করায় জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

পঞ্চকর বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১১ মে।—জীযুত সি. আর. বেরিগট সাহেব স্থানীয়ভাবে প্রেরিত হওয়াতে তৎপরিবর্তে একটী ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু শ্যামাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রঙ্গপুর জিলার পঞ্চকমিটির মেম্বর ও প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রাবণ জীযুত কুমার বৈকুণ্ঠনাথ দে, বালেশ্বর জিলার পঞ্চকমিটির প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনরার নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আশাম গেজেট হইতে উদ্ধৃত করা গেল।—

৯ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ৮ মে।—ডেপুটী কমিশ্যনর জীযুত এচ. লটমান জনসন সাহেব নিয়মিত ছুটী হইতে ১৮৮৪ সালের ২৮ আগ্রিলের অপরাহ্নে বোম্বাইয়ে স্বীয় অত্যাগমনের রিপোর্ট করিলেন।

১০ নম্বর।—জীযুত সি. জে. লায়ল সাহেব আশাম উপত্যকা জিলার জজের ও কমিশ্যনরের ক্ষেত্র তাঁর জীযুত এচ. লটমান জনসন সাহেবের প্রতি অপণ করিয়া নিয়মিত ছুটী গ্রহণার্থ প্রদত্ত হইবে অন্য ১৮৮৪ সালের ৫ বের অপরাহ্নে আনুষ্ঠানিক ছুটী গ্রহণ করিলেন।

এফ. বি. পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

NOTIFICATION.

The 30th March 1884.—It is hereby notified that, in the exercise of the powers conferred on him by section 314 of Act V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor intends to confirm the following bye-laws, which have been framed by the Commissioners of the Naraingunge Municipality at a meeting, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification within the Municipality.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

BYE-LAWS OF THE NARAINOUNGE MUNICIPALITY.

For regulating the conduct of business at Meetings of the Commissioners.

1. An Ordinary General Meeting of the Commissioners shall be held fortnightly.
2. All such meetings shall be convened by the Chairman or Vice-Chairman by notice to be served on each Commissioner, not later than three days preceding the day of the meeting.
3. In the event of the Chairman or Vice-Chairman determining to call an Extraordinary General Meeting, not less than two clear days' notice shall be given to the Commissioners of the day fixed for such Extraordinary General Meeting.
4. The Chairman, or in his absence Vice-Chairman, shall call a special meeting on a requisition signed by not less than three of the Commissioners.
5. Every notice convening a meeting shall be accompanied by a list of the business signed by the Chairman or Vice-Chairman to be brought forward at such meeting.
6. Any Commissioner wishing to bring forward any business shall give notice of such intention in writing to the Chairman a week before the meeting, when the Chairman or Vice-Chairman shall include such business in the list of the business to be laid before such meeting.
7. No business shall be considered or proposition received at any meeting, if it does not appear in the list of business, till after the business list is concluded.
8. At all Ordinary General Meetings the proceedings shall be commenced by the Secretary reading the minutes of the last Ordinary or Extraordinary General Meeting, with a view to ascertain if the resolutions passed at such meeting have been faithfully and accurately recorded in the words used by the mover of such resolution, or, if amendments thereto shall have been passed, in the words used by the mover of such duly passed amendments.
9. In the event of any Commissioner being of opinion that any such resolution has not been accurately recorded, it shall be competent to such Commissioner to state his opinion to that effect, and thereupon the Chairman shall decide, whether or no such resolution has been accurately recorded by reference to the original draft of such resolution written and signed by the mover, and if he finds the Minute to be inaccurate, he shall then and there make the necessary correction in the Minute Book, provided that no discussion as to the propriety or otherwise of such resolution shall be allowed.
10. The order in which the several subjects shall be discussed at a meeting shall be determined by the order in which they are mentioned in the Chairman's list.
11. On the Commissioners proceeding to the consideration of any subject, the Secretary shall first read to the Commissioners the letters and papers connected with such subject, and thereupon any Commissioner may make a proposition regarding such subject, and address the meeting prior to the question being put to the vote by the President, provided that such Commissioner shall confine his remarks to the subject under consideration.
12. Every proposition made shall be written out by the proposer, and signed by him.
13. Every proposition shall be seconded by one Commissioner who shall also sign or initial the draft proposition written by the proposer.
14. The Commissioner who first addresses the meeting shall be entitled to be heard first, and should more than one Commissioner address the meeting, the right of precedence shall be determined by the President.

[Government Gazette, 27th May 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩০ মার্চ।—এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, নারায়ণগঞ্জ মুনিসিপালিটিতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিযুক্ত বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেল, যেহেতু লেন্টেনেন্টে গবর্নর সাহেবের এডি ১৮৭১ সালের বলীয় ৫ আইনের ৩১৪ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতা-যুগারে কার্য্য করিয়া তিনি উক্ত মুনিসিপালিটির সভাগত কমিশ্যনরদের প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

নারায়ণগঞ্জ মুনিসিপালিটির উপবিধি।

কমিশ্যনরদের সভার কার্য্য চালাইবার বিধান।

১। কমিশ্যনরদের নিয়মিত সাধারণ সভার পাক্ষিক অধিবেশন হইবে।

২। সভাধিবেশনের দিনের অন্তরান তিন দিন পূর্বে সভাপতি বা এতিনিধি-সভাপতি প্রত্যেক জন কমিশ্যনরের নামে নোটিস দিয়া সভাস্থান করিবেন।

৩। সভাপতি বা এতিনিধি-সভাপতি স্থলনিশেষে অতিরিক্ত সাধারণ সভাধিবেশন করাইতে চাহিলে, সেই অতিরিক্ত সাধারণ সভাধিবেশনের নিরূপিত দিনের সম্পূর্ণ দুই দিন পূর্বে কমিশ্যনর দিগকে নোটিস দিতে হইবে।

৪। সভাপতি কিম্বা তাঁহার অনুপস্থিতি কালে এতিনিধি-সভাপতি অন্তরান তিন জন কমিশ্যনরের স্বাক্ষরযুক্ত প্রস্তাবপত্র অনুসারে বিশেষ সভার আহ্বান করিবেন।

৫। সভায় যেহে কার্য্য উপস্থিত করা যাইবে সভাপতির বা এতিনিধি সভাপতির স্বাক্ষর যুক্ত তাহার নির্ধেপত্র সভাস্থানের প্রত্যেক নোটিসের সঙ্গে দেওয়া যাইবে।

৬। কোন কমিশ্যনর কোন কার্য্য উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করিলে, সভাপতির নিকট এক সপ্তাহ পূর্বে উক্ত অভিপ্রায় থাকিবার লিখিত নোটিস দিবেন; তাহা হইলে সেই সভায় যেহে কার্য্য উপস্থিত করা যাইবে সভাপতি বা এতিনিধি সভাপতি তাহার নির্ধেপত্রের মধ্যে ঐ কার্য্য ধরিবেন।

৭। নির্ধেপত্রের লিখিত কার্য্য সমাপ্ত না হইলে কার্য্যের নির্ধেপত্রে যে কার্য্য বা প্রস্তাব ধরা যায় নাই কোন সভায় সেই কার্য্য বিবেচনা করা বা সেই প্রস্তাব গ্রহণ করা যাইবে না।

৮। গত নিয়মিত বা অতিরিক্ত সাধারণ সভার নির্ধারণ স্থিরীকৃত হইয়া থাকিলে সেই নির্ধারণ প্রস্তাবকারির বাবদ্যত শপথ কিম্বা তাহা সংশোধন করিয়া স্থির করা গেলে যিনি ঐ বিধিমাতে গৃহীত সংশোধন করিবার প্রস্তাব করেন তাঁহার বাবদ্যত শপথ অবিকল ও শুদ্ধরূপে লিপিবদ্ধ করা গেল কি না ইহা নিশ্চয় আনিবার নিমিত্ত উক্ত সাধারণ সভার কার্য্যবিবরণ পাঠ করিয়া নিয়মিত সকল সাধারণ সভার কার্য্যারম্ভ হইবে।

৯। উক্ত নির্ধারণ শুদ্ধরূপে লিপিবদ্ধ করা হয় নাই কোন কমিশ্যনরের এমনত বোধ হইলে তিনি আপনীর সেই মত প্রকাশ করিতে পারিবেন, তাহা হইলে সভাপতি প্রস্তাবকারির লিখিত ও স্বাক্ষরিত সেই নির্ধারণের আদল পাণ্ডুলিপি দেখিয়া তাহা শুদ্ধরূপে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে কি না ইহার মীমাংসা করিবেন। তাহা অশুদ্ধ দেখিলে তিনি তৎকালে সেই স্থানেই মিনিট বইতে তাহার প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়া দিবেন, কিন্তু সেই নির্ধারণের শুচিত্যানোচিত্য বিষয়ে বাসানুবাদ করিবার অনুমতি হইবে না।

১০। সভায় যে পর্য্যায়ক্রমে মান্য বিষয়ের বাসানুবাদ করিতে হইবে, সভাপতির নির্ধেপত্রের লিখিত পর্য্যায়ক্রমে তাহা স্থির করা যাইবে।

১১। কমিশ্যনরেরা কোন বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে সেক্রেটারী সেই বিষয় সংক্রান্ত পত্রাদি ও কাগজ পত্র প্রথমে পাঠ করিবেন ও সভাপতি মত জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বে কোন কমিশ্যনর সভাকে সম্বোধন করিয়া সেই বিষয় সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব করিতে পারিবেন। কিন্তু যে বিষয় বিবেচনাধীন থাকে উক্ত কমিশ্যনর তদ্বিষয়ে কথ্য না কন।

১২। যে প্রত্যেক প্রস্তাব করা যায়, প্রস্তাবকর্তা তাহা লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

১৩। প্রত্যেক প্রস্তাব বিষয়ে কোন এক জন কমিশ্যনর সম্মতি দিয়া প্রস্তাবকর্তার লিখিত প্রস্তাবের পাণ্ডুলিপিতে স্বাক্ষর করিবেন বা আপন নামের আদ্যাক্ষর লিখিবেন।

১৪। যে কমিশ্যনর সভাকে প্রথমে সম্বোধন করিয়া কহেন তাঁহারই কথা অগ্রাে শুন্য যাইবে। একের অধিক কমিশ্যনরেরা সভাকে সম্বোধন করিয়া কহিলে কাহার কথা অগ্রাে শুন্য যাইবে সভাপতি ইহা নির্ণয় করিবেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

15. Any Commissioner shall be at liberty to call the attention of the President to a point of order, even when a Commissioner is addressing the meeting.

16. Any Commissioner may propose an amendment to a proposition, to the effect that certain words in the proposition originally made be omitted therefrom, that certain words be substituted, or that certain words be added thereto, provided that such amendment be proposed when the subject is being discussed and the original proposition is still before the meeting.

17. On the discussion being concluded, in the event of several amendments having been proposed, the President shall put the last amendment to the vote first; if negatived, he shall put the second amendment, and then the first, and if all the amendments are lost, the original proposition shall be put to the vote.

18. No Commissioner shall be allowed to vote by proxy when he is unable to attend a meeting, or under any circumstances.

19. On a proposition being made and seconded, the President shall put the same to the vote.

20. Votes shall be taken by show of hands.

21. All votes shall be put by the President, first in the affirmative and then in the negative form.

22. Any Commissioner may decline to vote on any subject without assigning his reason for abstaining from voting.

23. Any Commissioner may, with the President's permission, make a proposition that a subject under consideration be postponed, or that the consideration of it be adjourned either to a fixed date or *sine die*.

24. It shall be competent to any Commissioner to move a resolution to the effect that the subject under consideration be referred to a committee, provided that such Commissioner shall also at the same time propose the names of the members of such committee.

25. It shall be competent to the members of any such committee appointed to vote at any general meeting on the subject reported on by such committee.

26. Should any Commissioner object to any part of a report submitted by such committee, such Commissioner shall be competent to make a proposition that the report be adopted, except with regard to the particular part objected to by him, or that such report be again referred to the committee, or that the report be entirely set aside.

27. A subject once finally disposed of by a resolution duly passed at a meeting shall not be re-opened at any subsequent meeting, unless at least three-fourths of the Commissioners present at a meeting, of which due notice has been given, consent that such subject shall be re-opened and re-considered, provided that resolutions adjourning the consideration of a subject may be re-considered at any meeting after the usual notice.

28. The minutes of the proceedings of all meetings shall show the names of the President and of all members attending, the words of every proposition and every amendment, and, in cases where votes are taken, the number of votes *pro* and *con*.

For regulating the mode of collecting taxes.

29. Every collecting officer shall be provided with a certificate of his authority to collect, and every such certificate shall bear the seal of the Municipality and the signature of the Chairman or Vice-Chairman. Every collecting officer at the time of demanding payment shall be bound to show this certificate if required.

30. The collecting officer taking the money in payment of any demand shall give the receipt for it.

For regulating the conduct of persons employed by the Commissioners.

31. All persons employed by the Commissioners, whose services may no longer be required, shall be liable to discharge after receipt of previous notice, or pay in advance for the period of one month, and no such person shall withdraw from the duties of his office without having given previous notice for the period of one month, on pain of forfeiture of one month's salary.

[Government Gazette, 27th May 1884.]

১৫। কোন কমিশনার যৎকালীন সভাতে সংস্থাপন করিয়া করিতেছেন তৎকালেও অন্য কমিশনার নিম্নবর্ণিতক্রমে প্রতি সভাপতির মনোনীতবশত করাইতে পারিবেন।

১৬। কোন কমিশনার মূল প্রস্তাবের কোন কথা ছাড়িতে কিম্বা কোন কথার পরিবর্তে কোন কথা দিতে হইবে কিম্বা কোন কথা সংশোধন করিতে হইবে বলিয়া কোন প্রস্তাব সংশোধনার্থে প্রস্তাব করিতে পারিবেন। কিন্তু কোন বিষয়ের বাদানুবাদ হইবার ও মূল প্রস্তাব সভার সম্মুখে উপস্থিত থাকিবার সময়ে সেই সংশোধনের প্রস্তাব করিতে হইবে।

১৭। নানা সংশোধনের প্রস্তাব হইয়া বাদানুবাদ সমাপ্ত হইলে পর, সভাপতি প্রথমে শেষ সংশোধন বিষয়ে মত জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহাতে কাহারও মত পাওয়া না গেলে দ্বিতীয় ও তাহার পর প্রথম সংশোধন বিষয়ে মত জিজ্ঞাসা করিবেন। সমুদয় সংশোধন অকর্মণ্য হইলে মূল প্রস্তাব বিষয়ে মত জিজ্ঞাসা করিবেন।

১৮। কোন কমিশনার সভায় উপস্থিত হইতে না পারিলে অথবা কোন ঘটনাবধানে এতিনিমি দ্বারা মত জানাইবার অনুমতি পাইবেন না।

১৯। কোন প্রস্তাব করা গেলে ও তাহাতে অন্য কেহ সম্মতি দিলে সভাপতি তদ্বিষয়ে মত জিজ্ঞাসা করিবেন।

২০। চতুস্তোত্রোলমপূর্বক মত জানাইতে হইবে।

২১। সভাপতি সমুদয় মত প্রথমে স্বার্থভাবে ও পরে লক্ষ্যার্থভাবে জিজ্ঞাসা করিবেন।

২২। কোন কমিশনার কোন বিষয়ে মত না দিবার যুক্তি না দিয়াও স্বীয় মত প্রকাশ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

২৩। কোন কমিশনার সভাপতির অনুমতিক্রমে, এই প্রস্তাব করিতে পারিবেন যে বিবেচনাধীন বিষয় স্থগিত থাকে, অথবা বিরূপিত অন্য দিন পর্যন্ত বা কোন দিন স্থির না করিয়া তাহার বিবেচনা করণ বন্ধ হয়।

২৪। কোন কমিশনার বিবেচনাধীন কোন বিষয় কমিটির প্রতি অর্পণ করিবার নির্ধারণের প্রস্তাব করিতে পারিবেন। কিন্তু উক্ত কমিশনার তৎকালে সেই কমিটির মেম্বরের নামের ও প্রস্তাব করিবেন।

২৫। ঐরূপে নিযুক্ত উক্ত কোন কমিটির মেম্বরেরা সেই কমিটির রিপোর্ট করা বিষয়ে কোন সাক্ষাৎ সভায় মত জানাইতে পারিবেন।

২৬। উক্তকমিটি যে রিপোর্ট করেন তাহার কোন অংশ সম্বন্ধে কোন কমিশনার আপত্তি করিলে তিনি বিশেষ যে অংশের সম্বন্ধে আপত্তি করিলেন তদ্বিষয় উক্ত রিপোর্ট গ্রহণ করিবার কিম্বা সেই রিপোর্ট পুনর্দীর সেই কমিটির প্রতি অর্পণ করিবার কিম্বা সেই রিপোর্ট সর্বসত্তাভাবে অগ্রাহ্য করিবার প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

২৭। কোন সভার বিধিতে গৃহীত নির্ধারণক্রমে কোন বিষয় একবার হুঁড়ারূপে স্থগীত হইলে পর কোন সভায় তদ্বিষয়ের আর বিবেচনা করা যাইবে না। কিন্তু উপযুক্তমতে নোটিস দিয়া সভা করিয়া সেই সভায় উপস্থিত চারিভাগের তিন ভাগ কমিশনারেরা সেই বিষয় পুনরুৎপাদন ও পুনর্বিবেচনা করিতে সম্মতি দিলে পুনরুৎপাদন ও পুনর্বিবেচনা করা যাইবে। পরন্তু কোন বিষয়ের বিবেচনা করণ স্থগিত করিবার নির্ধারণ নিয়মিত নোটিস দিবার পর কোন সভায় পুনর্বিবেচনা করা যাইতে পারিবে।

২৮। সকল সভার কার্যবিবরণলিপিতে সভাপতির ও সভায় উপস্থিত মেম্বরের নাম ও প্রত্যেক প্রস্তাবের ও প্রত্যেক সংশোধনের কথা ও ঘেত্ব হলে মত গ্রহণ হয়, লক্ষ্য ও বিলম্ব মতের সংখ্যা লেখা থাকিবে।

টাক্স আদায় করিবার নিয়মের বিধান।

২৯। আদায় করিবার ন্যতাপন্ন প্রত্যেক কর্মকারক টাক্স আদায় করিবার ক্ষমতাসূচক সার্টিফিকেট পাইবেন ও প্রত্যেক সার্টিফিকেটে মুনিসিপালিটির মোহর ও সভাপতির বা এতিনিমি সভাপতির স্বাক্ষর থাকিবে। টাক্স আদায়কারি কার্যকারকের টাকা চাহিবার সময়ে কোন ব্যক্তি তাঁহার এই সার্টিফিকেট দেখাইবার আবেদন করিলে তাহাকে তাহা দেখাইতে হইবে।

৩০। আদায়কারি কর্মচারী কোন দাওয়ার টাকা পাইলে তাহার রসিদ দিবেন।

কমিশনারদের নিযুক্ত ব্যক্তিদের আচরণ বিষয়ক বিধি।

৩১। কমিশনারেরা ইচ্ছাদিগকে কর্ম দেন তাঁহাদের কর্মের আর প্রয়োজন না থাকিলে এক ঘাস থাকিতে নোটিস দিয়া কিম্বা এক ঘাসের বেতন আগাম দিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। কোন কর্মকারক এক ঘাস থাকিতে নোটিস না দিয়া আপন পদের কর্ম ছাড়িয়া যাইতে পারিবেন না; গেলে তাহার এক ঘাসের বেতন কর্তৃত্ব হইবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২৭ মে ।]

32. All persons now holding, or who may hereafter be appointed to any office under the Commissioners, shall, when required to do so, furnish good security to such amount as the Commissioners may from time to time fix, and any person failing to furnish such security within reasonable time, or within such time as the Commissioners may appoint, shall be held to have thereby forfeited his appointment, and may be removed from office.

33. The Commissioners shall have power to inflict, for neglect of duty, a fine not exceeding one month's pay upon any person employed by them.

For the regulation and management of privies.

34. Every owner or occupier of any house, land, or premises from which offensive matter is not removed by the said owner or occupier, shall give free access to the servants of the Municipality to such parts of his house, land, or premises where night-soil or filth is kept for the removal of such night-soil or filth within such hours as may have been fixed on by the Municipal Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

35. Every person shall construct his privy above ground, and shall provide his privy or premises with a suitable moveable receptacle of metal or earthenware.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

36. No owner or occupier of any house, land, or premises, in or on which any privy may be situated, shall allow night-soil, urine, or filth of any kind to flow or be discharged from such privy into any drain, water-course, river, tank, hollow or excavation (or any place containing waste and stagnant water).

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

37. No person shall throw, deposit, or discharge any night-soil, sewage, or the content of any drain, privy, or cesspool into any river, tank, khal, water-course, or receptacle for water, or dispose of the above-mentioned kinds of offensive matter in any other way than as the Municipal Commissioners may from time to time direct.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

38. No person shall carry night-soil through the streets otherwise than in a closely covered receptacle of such description and pattern as shall be required from time to time by the Municipal Commissioners, and between such hours as the Municipal Commissioners at meeting may from time to time direct.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

39. No night-man, sweeper, or other person carrying night-soil through the streets shall loiter or deposit any vessel containing night-soil on or by the side of any public road or street.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

40. No place shall be used for the collection of night-soil, or as a *tolla mehter's* depot, without a license from the Municipal Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

41. In granting a license for a public latrine, the Commissioners may make such conditions as they think necessary for ensuring that it shall be kept in a clean and proper state, and for registering the persons employed in such latrine, &c., and may provide that if these conditions be violated the license may be withdrawn.

For regulating burning ghauts and burying-grounds.

42. No person shall bury or cause to be buried any corpse in any burial-ground, in a grave constructed of masonry in such manner that the top of the coffin, or the body when no coffin is used, shall be at a less depth than five feet from the surface of the ground.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

43. No person shall bury, or cause to be buried, in any burial-ground, any corpse in a grave not constructed of masonry which shall be less than six feet deep.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

44. No person shall build or dig, or cause to be built or dug, any grave in any burial-ground at a less distance than two feet from any other existing grave.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

[Government Gazette, 27th May 1884.]

৩২। ঘাঁহারা একপে কমিশ্যনরদের অধীন কোন পদে আছেন বা পক্ষাৎ নিযুক্ত হন, কমিশ্যনরদের সময়ের বন্ড টাকার জামিন নিৰ্দ্ধাৰ্য্য করেন, আদেশ হইলেই তাঁহাদের তত্ত টাকার উত্তম জামিন দিতে হইবে। যুক্তিযুক্ত সময়ের মধ্যে অথবা কমিশ্যনরদের যে সময় নিৰ্দ্ধাৰ্য্য করেন কোন ব্যক্তি সেই সময়ের মধ্যে জামিন না দিলে তাঁহারা সেই পদে থাকিবার আর অধিকার নাই জানিতে হইবে, ও তাঁহাকে পদচ্যুত করা যাইতে পারিবে।

৩৩। কমিশ্যনরদের নিযুক্ত কোন ব্যক্তি কর্ত্তে লৈখিয়া করিলে, তাঁহারা তাঁহার এক মাসের বেতনের অনধিক দণ্ড করিতে পারিবেন।

পাইখানার বিধান ও কার্য্যাব্যবস্থার কথা।

৩৪। কোন ঘরের কি ভূমির কি বাড়ীর স্বামী কি দখলকার তথা হইতে দুর্গজজনক বিষয় স্থানান্তর করাইয়া না দিলে, উক্ত ঘরের কি ভূমির কি বাড়ীর যে অংশে বিষ্ঠা বা ময়লা থাকে মুনিসিপাল কমিশ্যনরদের নিৰ্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে সেই অংশের সেই বিষ্ঠা বা ময়লা সরাইয়া ফেলিবার জন্য মুনিসিপালিটির চাকরদিগকে তথায় অবোধে যাইতে দিবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

৩৫। প্রত্যেক জন মাটির উপরি ভাগে আপনীর পাইখানা করিবেন ও যাহা সরাইয়া লয়। যাইতে পারে পাইখানার কি বাড়ীর মধ্যে কোন দাতুর কি মাটির এমন আধার রাখিবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৩৬। কোন স্বামির কি দখলকারের ঘরের কি বাড়ীর কি ভূমির মধ্যে পাইখানা থাকিলে তিনি কোন নর্দমায়, জল প্রণালীতে, নদীতে, পুষ্করিণীতে, নর্দে বা খাতে কিম্বা যাহাতে অকর্ম্মণ্য মরা জল দাঁড়ায় এত কোন স্থানে সেই পাইখানার বিষ্ঠা, মূত্র, কি কোন প্রকার ময়লা জব্য যাইতে কি গড়িতে দিবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৩৭। কোন ব্যক্তি স্থিতির কি নর্দমায় ময়লা জব্য কিম্বা কোন নর্দমায় কি পাইখানার কিম্বা কোন গলিজ কুণ্ডের জব্য কোন নদীতে কি পুষ্করিণীতে কি খালে কি জল স্রোতে কি জলাধারে ফেলিবেন কি রাখিবেন কি গড়িতে দিবে। কিম্বা পূর্ব্বোক্ত দুর্গজজনক জব্য লইয়া যাহা করিতে হইবে বলিয়া মুনিসিপাল কমিশ্যনরদের সময়ের আদেশ করেন তদ্বিধি অন্যরূপে কার্য্য করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৩৮। মুনিসিপাল কমিশ্যনরদের সময়ের দৃঢ়মতে বন্ধ যে প্রকারের ও যে চণ্ডের আধারের অনুমতি করেন তদ্বিধি অন্য আধারে এবং সভাগত কমিশ্যনরদের সময়ের যে মন্টার আদেশ করেন তদ্বিধি অন্য মন্টার কোন ব্যক্তি রাস্তা দিয়া বিষ্ঠা লইয়া যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৩৯। কোন মেতর, মাড়ার বা অন্য ব্যক্তি পথ দিয়া বিষ্ঠা লইয়া যাইবার সময় সরকারী কোন রাস্তায় বা পথে বা তৎপাথে বিষ্ঠাশুদ্ধ বিষ্ঠাধারনামাইয়া রাখিবে না বা তাহা লইয়া বিলম্ব করিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪০। মুনিসিপাল কমিশ্যনরদের স্থানে লাইসেন্সপত্র না পাইলে কোন স্থান বিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়া রাখিবার স্থানস্বরূপ কি টোলার মেতরের ডেপোশ্বরূপ ব্যবহার করিতে হইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪১। কমিশ্যনরদের সরকারী পাইখানার লাইসেন্সপত্র দিবার সময়ে সেই পাইখানা পরিষ্কার ও উপযুক্ত অবস্থায় রাখিবার ও এই পাইখানা প্রভৃতিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে রেজিষ্টরী করিবার জন্য যে নিয়ম করা আদেশ্যক বুঝেন তাহা গড়িতে পারিবেন এবং এই নিয়ম গড়িতে পারিবেন যে, এই নিয়ম লঙ্ঘন হইলে লাইসেন্সপত্র ফির ইয়া লওয়া যাইবে।

শবদাহ ঘাটের ও কবরস্থানের বিধানের কথা।

৪২। কোন ব্যক্তি গোরস্থানের পাকা কবরে কোন শব পুঁতিলে বা জের উপরিভাগ কিম্বা বাজু না থাকিলে শবের উপরিভাগ যাহাতে মাটির নীচে পাঁচ ফুটের কম না থাকে এমন কবরে পুঁতিবেন কি পোতাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪৩। কোন ব্যক্তি গোরস্থানের কাঁচা কবরে কোন শব পুঁতিলে কি পোতাইলে কবর ছয় ফুটের কম গভীর হইতে দিবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪৪। কোন ব্যক্তি গোরস্থানে কোন কবর গাঁথিলে কি খুড়িলে কি গাঁথাইলে কি খনন করাইলে অন্য কবর হইতে দুই ফুটের কম দূরে তাহা করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

45. No person shall build or dig, or cause to be built or dug, a grave in any burial-place in any other line than that marked out by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

46. No grave once used shall be opened for the burial of another body without the permission of the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

47. Every person who shall bring or convey, or cause to be brought or conveyed, any corpse, or part thereof, to any burning ground, shall burn or cause the same to be burnt within two hours after its arrival at the said burning-ground.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

48. No person when burning, or causing to be burnt, any corpse, or part of a corpse, in any burning-ground, shall permit the same, or any part thereof, to remain without being completely reduced to ashes, or shall permit the clothes or other articles connected with the burning of such corpse to remain at or near such burning-ground, unless the same be completely reduced to ashes.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

49. No person shall remove or sell any clothes or other articles appertaining to a corpse, which may have been left at any burial-ground or burning ghaut.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

50. No one shall carry a corpse, or part of a corpse, through any highway, unless it be decently covered and totally concealed from view.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

51. No person, while conveying any corpse, or part of a corpse, shall, except for the purpose of ordinary relief, deposit it on or near any public highway.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

52. Every corpse, or part of a corpse, that has been kept or used for the purpose of dissection, must be removed in a closed receptacle.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

General Bye-laws.

53. No person shall put, or cause to be put, on any house or other building any spout or other thing intended for the conveyance and discharge of water, which shall be so placed that the water discharged therefrom injuriously affects, or tends to injuriously affect, any public road or drain.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5 ; the penalty for infringement after notice shall be a fine not exceeding Re. 1 daily.

54. The Commissioners may give notice in writing to the owner of any building to which any spout or spouts may now be attached, from which water is discharged to the injury of any road or drain, to remove or alter the same within seven days in such a manner as they shall direct ; and any person who shall fail to comply with such notice shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a daily fine of Rs. 2 until such requisition be complied with.

55. No person shall construct, or place over, or by the side of any public drain, any bridge, platform, building, or structure of any kind except by and with the written permission of the Commissioners, and in such manner as they shall direct.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10 ; the penalty for continued infringement shall be a fine not exceeding Rs. 3 daily.

56. No person shall make a shop over any public drain, or in any way occupy any culvert, bridge, or platform which may have been placed over any public drain.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

[*Government Gazette, 27th May 1884.*]

৪৫। কমিশনারেরা কবর স্থানে যে রেখার চিহ্ন দিয়া থাকেন কোন ব্যক্তি সেই রেখার টান না মানিয়া কবর গাঁথাইবেন কি খুঁড়িবেন না কি গাঁথাইবেন না কি খনন করাইবেন না।

এই বিধান লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪৬। কবরে একটি শব দেওয়া গেলে পর কমিশনারদের অনুমতি বিনা অন্য শব দিবার জন্যে কবর খুলিতে হইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪৭। কোন ব্যক্তি শবদাহ করিবার স্থানে শব কি শবের কোন অংশ আনিলে কি বহন করিলে কি আনাইলে কি বহন করাইলে, সেই স্থানে আনিবার পর দুই ঘণ্টার মধ্যে তাহা দাহ করিবে কি করাইবে

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪৮। কোন ব্যক্তি শবদাহ করিবার স্থানে শব কি শবের কোন অংশ দাহ করিলে কি করাইলে, যতদূর সম্পূর্ণরূপে ভস্মসাৎ না করা যায় ততদূর তাহা কি তাহার কোন অংশ ভাগ করিতে দিবে না কি সেই শবদাহ করণ সম্পর্কে যে কাগড় কি অন্য ত্রবা ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণরূপে ভস্মসাৎ না করা গেলে ঐ দাহ করিবার স্থানে কি তন্নিকটে পড়িয়া থাকিতে দিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪৯। শব সংক্রান্ত কোন বস্ত্র বা অন্য যে ত্রবা কোন কবরস্থানে বা শবদাহের ঘাটে ভাগ করা যায় কোন ব্যক্তি তাহা স্থানান্তর বা বিক্রয় করিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০৭ পঞ্চাশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৫০। কোন ব্যক্তি কোন শব কি শবের অংশ উপযুক্তমতে না ঢাকিয়া ও সাধারণের দৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত না করিয়া কোন রাজপথ দিয়া লইয়া যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৭ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৫১। কোন ব্যক্তি শব বা শবের কোন অংশ বহন করিবার সময়ে নিয়মিতরূপে বিশ্রাম ভিন্ন অন্য ছেতুতে কোন রাজপথে বা তন্নিকটে নামাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৭ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৫২। যে শব বা শবের যে অংশ বাবদেহ কার্যের নিমিত্ত রাখা গেল বা তৎকারণে ব্যবহৃত হইল তাহা বন্ধ আখারে করিয়া লইয়া যাইতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

সাধারণ উপবিধি।

৫৩। গ্রাম ঘরের কি গাঁথনীর ছাদের জল পড়িয়া যাহাতে রাজপথের বা নদীমার হানি হয় কিম্বা হানি হইবার সম্ভাবনা, কোন ব্যক্তি ঐ ঘরে কি গাঁথনীতে এমন নল কি জল যাঁহীর ও নির্গত হইবার অন্য বিষয় বসাইবেন না কিম্বা অন্যত্র বসাইতে দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৭ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড, নোটিস পাইলে পর লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দশ প্রতি ১৭ টাকার অনধিক দণ্ড।

৫৪। কোন ঘরের ছাদের জল এইরূপে যে বা যে নল দিয়া পড়িয়া কোন পথের বা নদীমার হানি করিতেছে, কমিশনারেরা তৎক্ষণিক সাত দিনের মধ্যে তাহাদের আদেশমত ঐ নল তুলিয়া কেনিবার বা পরিবর্তন করিবার লিখিত নোটিস দিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি ঐ নোটিসের লিখিতমত কর্ম করিতে ত্রুটি করিলে তাহার ১০৭ দশ টাকার অনধিক দণ্ড ও ঐ আদেশমত কার্য যত দিন না করা যায় তাহার দিন প্রতি তাহার ২৭ দুই টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

৫৫। কোন ব্যক্তি কমিশনারদের লিখিত অনুমতি না পাইলে সরকারী কোন নদীমার উপর কি তৎপার্শ্বে সাঁকো কি রোয়াক কি ঘর কিম্বা কোন প্রকারের গাঁথনী নিৰ্মাণ করিবেন না। অনুমতি পাঠলেও তাহার যেকোনো আঙ্গা করেন কেবল সেইরূপে গাঁথিবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৭ দশ টাকার অনধিক দণ্ড। ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দশ প্রতি ৩৭ তিন টাকার অনধিক দণ্ড।

৫৬। কোন ব্যক্তিসরকারী কোন নদীমার উপর দোকান করিবে না কিম্বা সরকারী নদীমার উপর স্থাপিত কোন সাঁকো, পুল বা রোয়াক কোনরূপে দখল করিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ টাকার অনধিক দণ্ড।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

57. If any house, wall, or other erection, or any part thereof, fall upon any public highway, or into any public drain, the owner of such house, wall, or erection shall remove it after notice within the time prescribed by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10 ; the penalty for continued infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5 daily.

58. No person shall prepare any channel, or convey water by any channel, across any public thoroughfare, except in such manner as shall have been approved of by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10 ; for continued infringement after notice, Rs. 2 daily.

59. No person shall steep in any tank, *khal*, or ditch within Municipal limits any jute, hemp, bamboos, or other vegetable matter.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20 ; penalty for continued infringement after notice, Rs. 2 daily.

60. The Commissioners may give notice in writing to the owner of any trees or shrubs overhanging any tank, and liable to foul the water thereof, to cut or trim the same in such a manner as that they should not overhang the tank.

Whoever fails to comply with such requisitions shall be liable to a fine which shall not exceed Rs. 10, and to a daily fine which shall not exceed Rs. 2 until such requisition be complied with.

61. No person shall, without the written permission of the Commissioners, set up any obstruction in any public *nullah* or water-course ; and the Commissioners may order the removal of any such obstruction.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10 ; the penalty for continued infringement after notice shall be a fine not exceeding Rs. 4 daily.

62. No person shall allow any pigs to be at large, or keep them otherwise than in closed styes.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

63. No person shall perform any office of nature in any place outside private premises other than such as may have been appointed by the Commissioners ; provided that such places have been set apart by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

64. No person shall allow any diseased or worn-out animal to stray into any highway or into any place whence such animal can escape into any highway.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

65. No person shall picket any animals, or collect carts, or form any encampment upon any public ground without the permission of the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

66. No person shall tether or picket any animals in any road, or by the side of any drain.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

67. No person shall enlarge or deepen any existing tank or other excavation without the permission of the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

[*Government Gazette*, 27th May 1884.]

৫৭। কোন ব্যক্তি যেওয়াল কি অন্য নীতিতে কি তাহার কোন ভাগ কোন রাজপথের কিম্বা সরকারী কোন নর্দমার পড়িয়া গেলে, মুনিসিপল কমিশ্যনরের নোটিস দিয়া যে সময় নির্দ্ধার্য করেন এই ধরনের কি দেওয়ালের কি নীতিতে স্বামী সেই সময়ের মধ্যে তাহা স্থানান্তর করিয়া লইবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড। ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ৫০ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

৫৮। কোন ব্যক্তি সাধারণের গমনাগমনের কোন পথ কাটিয়া মালা করিতে কি এই মালা দিয়া জন চালাইতে চাহিলে কমিশ্যনরের নোটিস পাঠাইয়া অতীতকাল করিয়া কেবল সেইরূপে তাহা করিতে পারিবেন, অন্য রূপে নয়।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড। নোটিস পাইলে পর ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ২০ টাকার অনধিক দণ্ড।

৫৯। কোন ব্যক্তি মুনিসিপল সীমার অন্তর্গত কোন নদীতে কি খালে কি পুকুরিতে কি গর্তে পাট কি শণ কি বাঁশ কিম্বা উদ্ভিজ্জ অন্য জব্য তিআইয়া রাখিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড। নোটিস পাইলে পর ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ২০ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬০। কোন পুকুরির উপর কোন গাছ বা গুল্ম স্থানিয়া পড়াতে তাহার জল নষ্ট হইতে পারে বলিয়া কমিশ্যনরের নোটিস পাঠাইয়া যাহাতে পুকুরির উপর স্থানিয়া না থাকে এমতে তাহা কাটিবার বা ছাটিবার নিষিদ্ধ এই গাছাদির স্বামিকে লিখিত নোটিস দিতে পারিবেন।

যিনি এই আদেশমত কার্য করিতে ত্রুটি করেন তাহার ১০০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড ও এই আদেশমত কার্য যতদিন না করা যায় দিন প্রতি তাহার ২০ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৬১। কমিশ্যনরের লিখিত অনুমতি না পাইলে কোন ব্যক্তি কোন নালার কি জল পুনালীতে অবরোধক কোন বিষয় রাখিবেন না, রাখিলে কমিশ্যনরের সাধারণের স্বাস্থ্যকর নিমিত্তে সেই অবরোধক বিষয় স্থানান্তর করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড। নোটিস পাইলে পর ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ৫০ চারি টাকার অনধিক দণ্ড।

৬২। কোন ব্যক্তি শূকর আল্লা ছাড়িয়া দিবে না কিম্বা বন্ধ খোঁয়াড় ভিন্ন অন্য স্থানে রাখিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬৩। কমিশ্যনরের যে স্থানের নির্দেশ করিয়াছেন তন্নিবন্ধ ব্যক্তি বিশেষের বাটার বহির্ভূত কোন স্থানে কোন ব্যক্তি মল ত্যাগ করিবেন না। কিন্তু কমিশ্যনরের তদ্রূপ স্থান স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬৪। কোন ব্যক্তি সরকারী কোন পথে না যে স্থান হইতে সরকারী পথে আসিতে পারে এমত স্থানে কোন কয় বা জীর্ণজন্তু ছাড়িয়া দিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬৫। কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরের অনুমতি না পাইলে সরকারী কোন ভূমিতে কোন জন্তু রাখিবেন না, কি গাড়ী সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন না কি তাহা ফেলিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬৬। কোন ব্যক্তি কোন পথে কিম্বা কোন নর্দমার পাশে গবাদি বাছিয়া দিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬৭। কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরের অনুমতি বিনা এইরূপে পুকুরি আছে তাহা কি অন্য খাঁড় রক্ষা বা গভীর করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০০ টাকার অনধিক দণ্ড।

[স্বর্ণসেট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ খণ্ড।]

68. No person shall cut sods or grass, or remove earth or grass from the margin of any public road, or from any public drain.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

69. No person shall remove from, or deposit earth, or any other substance in, or make any alteration whatever in, any public drain without the permission of the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

70. The Commissioners may give notice in writing to the owner or occupier of any land within three days to trim or prune any hedges, and to cut and trim any trees overhanging any public drain, or any drain which is connected with any public drain. Any person who shall fail to comply with such requisition shall be liable to a fine not exceeding Rs. 20, and to a fine of Rs. 2 per day until the requisition be complied with.

71. Any person who shall, in contravention of any order passed under section 256 of the Act, make, renew, or thoroughly repair with grass, leaves, mats, or other inflammable materials the external roofs and walls of any hut or other building shall be liable to a fine not exceeding Rs. 20, and the Commissioners shall have power to order to be demolished any such hut or building, by giving notice in writing to such effect to the owner thereof; and any person who shall fail to comply with such notice within three days, shall be liable to a fine of Rs. 2 for each day during which he shall fail to comply with such requisition.

72. Any person required by the Act or by any Bye-law under it to take out a license shall produce and show his license when required to do so by any Commissioner or any person duly empowered by the Commissioners in writing to make such requisition.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

73. No person shall wash or cleanse, or cause to be washed or cleansed, in any public street, line or thoroughfare, or in, upon, or by the side of any tank, reservoir, aqueduct, well, cistern, conduit or other waterworks belonging to the Commissioners and provided by them for the domestic use of the inhabitants of the town, any vehicle, cart, dog, carriage, horse or any other animal.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

74. No person shall wash or cleanse, or cause to be washed or cleansed, in any public street, line or thoroughfare, or in, upon, or by the side of any tank, reservoir, aqueduct, well, cistern, conduit, standpipe or other waterworks belonging to the Commissioners, and provided by them for the domestic use of the inhabitants of the town any wool, cloth or wearing apparel, or any utensil for cooking or other purposes, or leather or skins of any animal or any foul or offensive thing.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

75. No person suffering from any contagious disease shall bathe in any bathing place belonging to the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

For regulating the disposal of offensive matter, rubbish, and dead bodies of animals.

76. The Commissioners may from time to time order to be closed and appoint places for the deposit of the carcasses of animals, and any person who shall deposit, or cause to be deposited, the carcass of any animal, in any place other than may have been appointed by the Commissioners, or in any place which they may have ordered to be closed, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 50.

[Government Gazette, 27th May 1884.]

৬৮। কোন ব্যক্তি সরকারী কোন পথের ধার হইতে কিম্বা সরকারী কোন নদীমা হইতে ঘাসের চাপড়া বা ঘাস কাটিতে না কিম্বা মাটি ছুলিবে না কি ঘাস ছুলিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬৯। কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরদের অনুমতি বিনা কোন নদীমা হইতে মাটি লইবেন না কিম্বা মাটি বা অন্য দ্রব্য তাহাতে কেলিবেন না, অথবা তাহার অন্য কোনরূপ পরিবর্তন করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৭০। সরকারী কোন নদীমার উপর কিম্বা সরকারী কোন নদীমার সঙ্গে সংযুক্ত কোন নদীমার উপর তুলিয়া পড়া কোন বেড়া ছাটিবার ও কোন গাছ কাটিবার ও ছাটিবার নিষিদ্ধ কমিশ্যনরদের কোন ভূমির স্বামী কি দখলকারকে লিখিত নোটিস দিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি সেই আদেশমত কার্য করিতে ক্ষতি করিলে তাহার ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড ও যত দিন সেই আদেশমত কার্য না করেন তাহার দিন প্রতি দুই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৭১। কোন ব্যক্তি উক্ত আইনের ২৫৬ ধারামতে প্রচারিত কোন আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া কোন চাল, ঘরের বা অন্য ঘরের চাল কি বেড়া খড়, পাতা, সরষা কিম্বা আশুজ্বলনশীল অন্য দ্রব্য দিয়া করে কি পুনরায় সূতন করিয়া করে কি সম্পূর্ণরূপে মেরামৎ করে, তাহার ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে; এবং কমিশ্যনরদের উক্ত চাল বা অন্য ঘরের স্বামিকে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলাইবার লিখিত নোটিস দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি তিন দিনের মধ্যে এই নোটিসের লিখিত-মত কার্য করিতে ক্ষতি করিলে যত দিন উক্ত আদেশমত কার্য না করেন তাহার দিন প্রতি তাহার ২০ টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

৭২। উক্ত আইন কি উক্ত আইনমতে প্রণীত কোন উপবিধিতে কোন ব্যক্তির প্রতি লাইসেন্স লইবার আদেশ হইলে, তিনি কোন কমিশ্যনরের আদেশমতে কিম্বা কমিশ্যনরদের লিখিত উপযুক্তমতে যাহাকে সমস্তা দেন তাহার আদেশমতে লাইসেন্সপত্র আনিয়া দেখাইবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৭ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

৭৩। সরকারী কোন রাস্তায়, গলিপথে কি সাধারণের গমনাগমনের পথে কিম্বা কমিশ্যনরদের যে পুষ্করিণী কি জলাশয় কি মুহুরী কি কূপ কি জলাধার কি জলনালা কি জলের অন্য কার্য নগরবাসিনের গৃহ কার্যের নিমিত্ত করিয়া দেন তাহাতে কি তাহার উপরে কি তাহার ধারে কোন ঘান, গরুর গাড়ী, কুকুর ঘোড়ার গাড়ী, ঘোড়া কি অন্য কোন জন্তুর বা ধুইবেন কি ধোয়াইবেন না, কিম্বা পরিষ্কার করিবেন বা করাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৭ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

৭৪। সরকারী কোন রাস্তায় কি গলিপথে কি সাধারণের গমনাগমনের পথে কিম্বা কমিশ্যনরদের যে পুষ্করিণী কি জলাশয় কি মুহুরী কি কূপ কি জলাধার কি জলনালা কি দাঁড়া কল কি জলের অন্য কার্য নগরবাসিনের গৃহ কার্যের নিমিত্ত করিয়া দেন তাহাতে কি তাহার উপরে কি তাহার ধারে কোন ব্যক্তি পশম কি কাপড় কি পরিধেয় বস্ত্র কিম্বা বস্ত্রের কি অন্য উদ্ভিষ্ট বসন কি চর্ম কি কোন জন্তুর ছাল কিম্বা অন্য অপরিষ্কার কি দুর্গন্ধজনক বিষয় ধুইবেন কি পরিষ্কার করিবেন না কিম্বা ধোয়াইবেন কি পরিষ্কার করাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৭ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

৭৫। সংক্রামক কোন রোগগ্রস্ত কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরদের অধিকৃত কোন স্থানের স্থানে স্থান করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৭ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

দুর্গন্ধদ্রব্য ও অঞ্জাল ও মরা জন্তু স্থানান্তর করিবার বিধান।

৭৬। কমিশ্যনরদের সময়ে ২২৭ জন্তু ফেলিবার স্থান বন্দ ও নিরূপণ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কমিশ্যনরদের মরা জন্তু ফেলিবার নিমিত্ত যে স্থান নিরূপণ করেন তন্মিত্ত অন্য স্থানে কিম্বা যে স্থান বন্দ করেন সেই স্থানে কোন ব্যক্তি কোন মরাজন্তু ফেলিলে বা ফেলাইলে, তাহার ৫০৭ পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

[সর্বশেষ সংশোধন ১৯৮৪। ২৭ মে।]

77. No person shall throw or place, or permit his servants to throw or place, on any road or street any broken glass, broken bottles, or crockery, but such rubbish may be placed directly on the conservancy carts.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

78. No owner or occupier of land shall allow the same to be made filthy by the systematic deposit thereon of any dirt, dung, bones, night-soil, or other offensive matter. Provided that no prosecution under this bye-law shall be instituted against an absentee owner or occupier, until notice giving 14 days to clean the land has been served on him.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

79. Every person within whose premises any animal may die shall, within two hours after its death, or if death occurs at night, within two hours after daylight, either remove at his own expense the carcass to such place as may be set apart by the Commissioners for the reception of such carcasses, or report its death to the Conservancy Overseer of the division within which such premises may be situated, and in such latter case shall pay the said overseer the expense of removing the carcass at such rate as the Commissioners may determine, and in cases where the said person is not the owner of the animal and the owner is known, the owner shall alone be responsible for the payment of such expense, and such expense shall be recoverable as a debt due to the Commissioners. No Overseer, when called upon, shall neglect to remove a carcass.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

80. No person shall deposit, or cause to be deposited, any carcass or part of a carcass in any other than such places as may from time to time be appointed by the Commissioners for the reception of such carcasses.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

For regulating traffic in the streets.

81. No person shall, without the permission of the Commissioners, take an elephant or camel along any public road within the limits of the Municipality, except by such route as shall be fixed for the purpose by the Municipal Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

82. No person shall leave any cart or carriage on any public road.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20; penalty for continued infringement after notice, Rs. 10 daily.

83. No person shall let off any fire-balloons, fire-works, or fire-arms in or near any public road without the permission of the Commissioners, nor otherwise than as the Commissioners shall direct.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

84. No person shall fly kites on any public road.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

85. No person shall deposit for any purpose any article or thing on any road without the permission of the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

86. Every carriage plying between dusk and dawn shall carry two conspicuous lights, and every cart shall carry one conspicuous light.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

87. Any driver of a cart conveying bamboos, timber, rails or other such materials, projecting more than three feet from either end of the cart, such cart not being in charge of one person at least besides the driver, shall be liable on conviction to a fine which shall not exceed Rs. 10.

[Government Gazette, 27th May 1884.]

৭৭। কোন ব্যক্তি কোন রাস্তার বা পথে কাঁচ, বোতল কি ইতি কুড়ি তালি ফেলিবেন কি রাখিবেন না কিবা আপন চাকরাদিগকে ফেলিতে কি রাখিতে দিবেন না। তদ্রূপ আবর্জনা একেবারে ময়লা ফেলা গাড়ীতে দিতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৯ টাকার অনধিক দণ্ড।

৭৮। ভূমির মালিক স্বামী কি দখলকার আপন ভূমিতে কোন আবর্জনা, গোবর, হাড়, বিষ্ঠা কি চূর্ণকৃতক অম্ল দ্রব্য সর্বদা ফেলাটরা তাহা ময়লা করিতে দিবেন না। কিন্তু অনুমতিত স্বামির কি দখলকারের উপর চৌদ্দ দিনের মধ্যে এই ভূমি পরিষ্কার করিবার নোটিস দেওয়া না গেলে এই উপবিধি-মতে তাহার বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৭৯। কোন ব্যক্তির বাড়ীর মধ্যে জন্তু মরিলে, কমিশ্যনরের মরা জন্তু ফেলিবার যে স্থান নিরূপণ করিয়া দেন, এই ব্যক্তি জন্তুর মরণের পর দুই ঘণ্টার মধ্যে, কিম্বা রাত্রে মরিলে প্রত্যেকের পর দুই ঘণ্টার মধ্যে আপনাতর খরচে সেই মরা জন্তু সেই স্থানে পাঠাইবেন, অথবা উক্ত বাড়ী যে পল্লীর মধ্যে আছে সেই পল্লী পরিষ্কার রাখিবার ওবরসিয়রের নিকট এই জন্তুর মরণের রিপোর্ট করিবেন। শেষোক্ত স্থলে কমিশ্যনরের যে হার মরেন এই ব্যক্তি ওবরসিয়রকে সেই হারে এই মরা জন্তু স্থানান্তর করিবার খরচ দিবেন। এই মরা জন্তু এই বাড়ীর স্বামিরই না হইলে ও যাহার জন্তু ছিল ইহা জানা থাকিলে, সেই ব্যক্তিই এই খরচের দায়ী হইবেন, ও কমিশ্যনরের প্রাপ্য খণের মার তাহার স্থানে এই খরচা আদায় করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে। কোন ওবরসিয়রকে মরা জন্তু ফেলাইবার কথা জানাইলে তিনি তাহা ফেলাইয়া দিতে তৈলখিলা করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৮০। কমিশ্যনরের মরা জন্তু ফেলিবার নিমিত্ত সময়ে যে স্থান নিরূপণ করিয়া দেন তন্মিত্র কোন স্থানে কোন ব্যক্তি মরা জন্তু বা জন্তুর কোন অংশ ফেলিবেন বা ফেলাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০ টাকার অনধিক দণ্ড।

রাস্তার গাড়ী প্রভৃতি চালাওনের বিধান।

৮১। কমিশ্যনরের দস্তী কি উট লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে পথ নিরূপণ করেন তন্মিত্র মুনিসিপালি-টার অধিনায় কোন পথ দিয়া কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরের অনুমতি বিনা দস্তী কি উট লইয়া যাইবেন না। এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০ পঞ্চাশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৮২। কোন ব্যক্তি সরকারী কোন পথে গরুর গাড়ী কি ঘোড়ার গাড়ী রাখিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৯ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড, নোটিস পাইলে পর ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ১০৯ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৮৩। কোন ব্যক্তি মুনিসিপাল কমিশ্যনরের অনুমতি না পাইলে কিম্বা কমিশ্যনরের বিরুদ্ধে আদেশ করেন তন্মিত্র অন্যরূপে রাস্তায় কি রাস্তার নিকটে অধির বেলুন কি আতলবাজী কি আগের জন্তু ছুড়িবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৯ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৮৪। কোন ব্যক্তি সরকারী পথে ঘুড়ি উড়াইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৯ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৮৫। কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরের অনুমতি বিনা কোন পথে কোন অতিপ্রায়ে কোন দ্রব্য বা জিনিস রাখিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৯ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৮৬। সূর্যাস্ত অবধি সূর্যোদয়ের মধ্যে কোন সময়ে যে প্রত্যেক ঘোড়াগাড়ী গমনাগমন করে তাহার দুইটি পরিদৃশ্যমান আলো জ্বালিয়া যাইতে, ও প্রত্যেক গরুর গাড়ীর একটা পরিদৃশ্যমান আলো লইয়া যাইতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৯ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৮৭। বাশ, বাঁশতুরী কাঠ, রেল কিম্বা তদ্রূপ অন্য দ্রব্য বাসাই গরুর গাড়ীর কোন গাড়ওয়ান গাড়ীর অগ্র কি পশ্চাৎভাগে ডিন ফুটের অধিক বাহির হইয়া থাকা এই দ্রব্য লইয়া গেলে গাড়ওয়ান ভিন্ন অন্ততঃ আর একজন লোক সেই গাড়ীর সঙ্গে না থাকা প্রমাণ হইলে এই গাড়ওয়ানের ১০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

[পবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

88. Any night-man within that part of the Municipality to which the provisions of section 13, Act VI (B.C.) of 1878 may have been extended by the Commissioners, who shall be found performing any of the duties of a night-man without a license duly obtained from the Commissioners, shall be liable to a fine which shall not exceed Rs. 5 for every day that he may exercise such duties while unlicensed.

Markets.

89. No owner, occupier, or farmer of any market for the sale of butchers' meat, poultry, fish or vegetables, or of any slaughter-house within the limits of the Municipality of Narain-gunge, shall keep or allow the same to be kept in a filthy or unclean state.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20, and a daily fine of Rs. 5 till properly kept.

90. Every owner, occupier or farmer of any market or of any slaughter-house within the said limits, shall remove or cause to be removed, once in every twenty-four hours, any filth, putrefying or obnoxious matter that may have accumulated within such period.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20, and a daily fine of Rs. 5 until the work is done.

91. No resident, owner, occupier or farmer of any market within the said limits, or of any portion thereof, shall in any way obstruct, or allow to be obstructed, any of the lanes, walks, gangways or other thoroughfares within such market or bazar, by exposing for sale or accumulating, or allowing to be exposed for sale or accumulated, in any such lane, walk, gangway or thoroughfare, any package or packages or any other materials whatever.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10 and a daily fine of Rs. 2.

92. Every owner, occupier or farmer of any market shall within fourteen days after he shall have received notice from the Commissioners so to do, provide such urinal or latrine as in the opinion of the Commissioners may be necessary for the cleanliness and health of the said market, and the site and construction of which shall be approved by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20 and a daily fine of Rs. 5.

93. No person resorting to a market and intending to satisfy a call of nature shall have recourse to any other place within the market for that purpose except the urinal or latrine provided under the preceding section.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

94. No owner, occupier or farmer of, or vendor in, any market or shop, shall sell or expose or permit to be exposed for sale, or admit into or permit to remain in any such market or shop, any noxious meat or fish or decomposed vegetable matter, but such owner, occupier or farmer shall, without any delay, cause such meat, fish or vegetable matter to be at once removed to a place to be notified to him by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

95. No owner, occupier or farmer of, or vendor in, any market or shop shall obstruct any person appointed by the Commissioners for that purpose from entering and inspecting any such premises at any time between sunrise and sunset.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

NOTIFICATION.

The 8th May 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, if no valid objections be raised within three weeks from this date, to approve of the following draft notification and rules.

DRAFT NOTIFICATION.

The Lieutenant-Governor is pleased to direct, under section 45 of the Indian Forest Act (VII of 1878), and in continuation of the notification of the 3rd November 1879, that the following shall be the areas, in the districts named, within which all unmarked wood and

[*Government Gazette, 27th May 1884.*]

৮৮। কমিশ্যনরেরা মুনিসিপালিটির যে অংশে ১৮৭৮ সালের বজীয়া আইনের ১৩ ধারার বিধান প্রচলিত করিয়াছেন, সেই অংশের মধ্যে কমিশ্যনরেরদ্বারা কোন উপযুক্তমতে লাইসেন্স না পাইয়া যেত-রের কৰ্ম্ম করিতেছে এমন কোন খেতরকে দেখা গেলে, সে লাইসেন্স না লইয়া যতদিন সেই কৰ্ম্ম করিতে থাকে তাহার দিন এতি তাহার ৫ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

বাজারের বিধি ।

৮৯। নারায়ণগঞ্জ মুনিসিপালিটির সীমার মধ্যে কশাইখানার মাংস কি মুরগী প্রভৃতি কি মাছ কি শাক সবজী বিক্রয় করিবার কোন বাজারের কি কশাইখানার স্বামী কি দখীলকার কি ইজারদার সেই স্থান গলিভ কি অপরিষ্কার অবস্থায় রাখিবেন না কি রাখিতে দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড এবং উপযুক্তমতে যতদিন না রাখা যায় তাহার দিনএতি ৫ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

৯০। উক্ত সীমার অন্তর্গত কোন বাজারে কি কশাইখানার চক্ষিশ ঘন্টার মধ্যে যে গলিভ কি পচা কি দুর্গন্ধজনক জব্বা জমে, এই বাজারের কি কশাইখানার স্বামী কি দখীলকার কি ইজারদার তাহা চক্ষিশ ঘন্টা অন্তর একবার স্থানান্তর করিবেন কি করাইবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড ও যত দিন কার্য্য না করা যায় তাহার দিন এতি ৫ টাকার অনধিক দণ্ড।

৯১। উক্ত সীমার অন্তর্গত কোন বাজারের বা তাহার কোন অংশের বাসেন্দা কি স্বামী কি দখীলকার কি ইজারদার উক্ত বাজারের মধ্যগত কোন গলিপথে কি হাঁটিয়া যাইবার পথে কি গমনীয় পথে কি সাধারণের গমনীয় অন্য পথে বস্তাদি কি অন্য কোন জব্বা বিক্রয়ার্থে রাখিয়া বা জমা করিয়া কিম্বা বিক্রয়ার্থে রাখিতে বা জমা করিতে দিয়া এই পথ বন্ধ করিবেন কি করিতে দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৭ টাকার অনধিক দণ্ড, ও দিনএতি ২৭ দুই টাকার অনধিক দণ্ড।

৯২। বাজার পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যভাবে রাখিবার নিমিত্ত মৃত্তাভাগ করিবার যে স্থান বা পাইখানা কমিশ্যনরের বিবেচনায় আবশ্যিক হয়, কমিশ্যনরেরা কোন বাজারের স্বামিকে কি দখীলকারকে কি ইজারদারকে তাহা প্রস্তুত করিয়া দিবার নোটিস দিলে পর চৌদ্দ দিনের মধ্যে এই স্বামী প্রভৃতির তাহা প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে। তাহা যে স্থানে করা যাইবে ও তাহার যেরূপ গঠন হইবে এই বিষয়ে কমিশ্যনরেরদের অনুমোদনের অপেক্ষা থাকিবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড ও দিন এতি ৫৭ পাঁচ টাকা দণ্ড।

৯৩। বাজারে গিয়া কোন ব্যক্তির মলমূত্র ভাগ করিবার ইচ্ছা হইলে তাহার পূর্বে ধারার বিধানমতে প্রস্তুত পাইখানা কি মূত্র ভাগ করিবার স্থান ভিন্ন বাজারের অন্য কোন স্থানে যাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৯৪। মাংস কি মাছ দুর্গন্ধজনক হইলে কিম্বা শাক সবজী পচিয়া গেলে কোন বাজারের কি দোকানের স্বামী, কি দখীলকার কি ইজারদার কি বিক্রেতা তাহা বিক্রয় করিবেন না কি বিক্রয়ার্থে দেখাইবেন না, কি দেখাইতে দিবেন না, অথবা বাজারে কি দোকানে আমিতে কি থাকিতে দিবেন না; কিন্তু কমিশ্যনরেরা যে স্থানের নোটিস প্রচার করিবেন সেই স্থানে অগোণেই এই মাংস কি মাছ কি শাক সবজী ফেলিয়া দিবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ টাকার অনধিক দণ্ড।

৯৫। কমিশ্যনরেরা কোন বাজারে কি দোকানে গিয়া পরিদর্শন করিবার নিমিত্ত কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলে পূর্ব্বের উন্নয় ও অন্ত হইবার মধ্যে কোন সময়ে বাজারের কি দোকানের স্বামী কি দখীলকার কি ইজারদার কি বিক্রেতা তাহার তথায় গিয়া দেখিবার বাধা দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৭ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৮ মে।—সদারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, কান্তার ভারিখ অবধি িন মণ্ডারের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ আপত্তি উপস্থিত করা না গেলে জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনের ও বিধির পাণ্ডুলিপি অনুমোদন করিবার কপন করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি।

জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ভারতবর্ষীয় বন বিষয়ক ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৪৫ ধারামতে এবং ১৮৭৯ সালের ৩ নবেম্বরের বিজ্ঞাপনানুযায়ী এই আজ্ঞা করিলেন যে, পশ্চাৎ উক্ত জিলায় অন্তর্গত [গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

timber shall be the property of Government unless, and until, any person establishes his right and title thereto under the provisions of the said Act, and the rules made under it.

The following rivers in the districts of the Chittagong Hill Tracts and Chittagong together with their tributaries, so far as they flow through British territory—

1. Fenny.	9. Sungoo.
2. Dhroong.	10. Dol oo.
3. Haldah.	11. Hangar.
4. Kalapania.	12. Tak, or Tonkawati.
5. Sartah.	13. Matamori, or Mamori.
6. Ishamatti.	14. Eadgong.
7. Karnafulli.	15. Bagkhali.
8. Sylock.	16. Rezoo.

provided that, under the last clause of the said section 45, all pieces of timber measuring less than six feet in length, and three feet in girth, shall be exempted from the provisions of the said section.

DRIFT TIMBER RULES OF THE CHITTAGONG DISTRICT AND OF THE CHITTAGONG HILL TRACTS.

1. *Drift timber may be salvaged by any person.*—All pieces of timber measuring over six feet in length and three feet in girth, and all bamboos when floating in rafts or tied together in bundles found adrift, beached, stranded, or sunk within the areas of the districts of Chittagong and the Chittagong Hill Tracts to which the provisions of section 45 of the Indian Forest Act, VII of 1878, have been extended by the Government notification dated

1884, may be salvaged by any person.

2. *Timber to be taken to drift depôt.*—The salvager shall deliver such timber and bamboos to the forest officer in charge of any duly notified drift timber depôt, or of any of the forest revenue stations which have been, or may hereafter be, notified, under the River Rules of the 17th October 1881, which said revenue stations shall be drift depôts under these rules. The drift depôts will be as follows, with effect from the 1st June 1884:—

Name of river.	No.	Name and locality of depôt.
Fenny ...	1	Fenny revenue station at the Amlighat.
Dhroong ... {	2	Dhroong ditto.
	3	Patakcherry ditto.
	4	Haldah ditto.
Kalapania ...	5	Kalapania ditto.
Sartah ...	6	Sartah ditto.
Ishamatti ... {	7	Ishamatti ditto.
	8	Rajashat ditto.
	9	Sialbukka ditto.
Karnafulli ... {	10	Karnafulli ditto at Chandraghona thana.
	11	Ishamatti Mukh drift depôt (at the junction of the Karnafulli and Ishamatti).
	12	Kainchighat drift depôt (on the Kadalpur road).
Sylock ... {	13	Chittagong ditto (at Chittagong timber depôt).
	14	Sylock revenue station.
Sungoo ... {	15	Sungoo ditto.
	16	Dohazari drift depôt (at crossing of the Arakan road).
	17	Doloo Mukh ditto (at junction of Sungoo and Doloo rivers).
Doloo ...	18	Doloo revenue station.
Hangar ...	19	Hangar ditto.
Tak, or Tonkawati ...	20	Tonkawati ditto.
Matamori or Mamori {	21	Matamori ditto (at Manikpur village).
	22	Chakaria drift depôt (at Chakaria thana).
	23	Harbang ditto (at junction of the Matamori and Harbang).
Eadgong ...	24	Eadgong revenue station (at Bhomoriaghona village).
Bagkhali ...	25	Bagkhali ditto (at Ramoo thana).
Rezoo ...	26	Rezoo ditto.

যেহ স্থানের মধ্যে অচিহ্নিত কাঠের ও বাহাদুরী কাঠের উপর কোন ব্যক্তি উক্ত আইনের ও তদনুসারে প্রণীত বিধির বিধানক্রমে আপন স্বত্ব ও অধিকার স্থাপন না করিলে তাঁহা গবর্ণমেন্টের সম্পত্তি হইবে, সেই স্থান নিম্নলিখিত মত হইবে।

চট্টগ্রামের পার্শ্বতীয় প্রদেশ ও চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত নদী ও তৎসংশ্লিষ্ট নদী ব্রিটিশ অধিকারের মধ্যে দিয়া বত দূর পর্যন্ত যায় তত দূর।—

১। ফেনী।	৭। কনফুলী।	১২। ডাক বা ডোকাবতী।
২। গুজ।	৮। মৈলোক।	১৩। মাতামুড়ি বা মামোদি
৩। হলদা।	৯। সঙ্গু।	১৪। ইদগোজ।
৪। কালাপানিয়া।	১০। দলু।	১৫। বাগখালি।
৫। সান্তা।	১১। চৌরি।	১৬। রেজু।
৬। ইচ্ছামতী।		

কিন্তু ছয় ফুটের কম লম্বা ও তিন ফুটের কম বেডের সকল বাহাদুরী কাঠখণ্ড উক্ত আইনের ৪৫ ধারার শেষ প্রকরণমতে উক্ত ধারার বিধান হইতে মুক্ত হইবে।

চট্টগ্রাম জিলার ও চট্টগ্রামের পার্শ্বতীয় প্রদেশের ভাগিরা যাওয়া বাহাদুরী কাঠ বিষয়ক বিধি।

১। ভাগিরা বাহাদুরী কাঠ কোন ব্যক্তির রাধিতে পারিবার কথা।—চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের পার্শ্বতীয় প্রদেশ জিলার যেহ স্থানে তার ১৮৭৮ সালের ১৮৭৮ সালের ৭ অক্টোবরের ৪৫ ধারার বিধান ১৮৮০ সালের ১৮৮০ সালের ৭ অক্টোবরের ৪৫ ধারার বিধানক্রমে প্রচলিত করা গিয়াছে সেই স্থানে লম্বা ছয় ফুটের ও বেড তিন ফুটের অধিক সকল বাহাদুরী কাঠ এবং যাহা কি একই করিয়া বাধা সকল বাধা ভাগিয়া গেলে, বা কুল লাগিলে বা ঠিকিলে বা ডুবিয়া গেলে, কোন ব্যক্তি তাহা রক্ষা করিতে পারবেন।

২। বাহাদুরী কাঠ ভাগিরা কাঠ প্রভৃতি রাধিবার আজ্ঞা লইয়া যাইবার কথা।—উপরোক্ত মতে বিজ্ঞাপিত ভাগিরা কাঠ রাধিবার কো। আজ্ঞার কথা ১৮৮১ সালের ১৭ অক্টোবরের নদী বিষয়ক বিধিতে বনের যে কোন রাজস্ব ফেশন প্রকাশ করা গিয়াছে কি পরে প্রকাশ করা যাইবে তাঁহার কার্যের অধক্ষণে তাঁহার প্রাপ্ত বনের কর্তৃপক্ষের নিকট রক্ষণ এই বাহাদুরী কাঠ ও বাধা দিবেন। এই বিধিতে উক্ত সকল রাজস্ব ফেশন ভাগিরা কাঠ প্রভৃতি রাধিবার আজ্ঞা হইবে। ১৮৮৪ সালের ১ জুন অবধি ভাগিরা কাঠ প্রভৃতি রাধিবার এই আজ্ঞা হইবে,—

নদীর নাম।	নং।	আজ্ঞার নাম ও তাহা যে স্থানে আছেন।
ফেনী	১	আমলিয়াটে ফেনী রাজস্ব ফেশন।—
গুজ	২	গুজ
হলদা	৩	ফটকচেরি
কালাপানিয়া	৪	হলদা
সান্তা	৫	কালাপানিয়া
	৬	সান্তা
ইচ্ছামতী	৭	ইচ্ছামতী
	৮	মামোদি
	৯	মামোদি
কনফুলী	১০	চৌরি
	১১	কনফুলী ও ইচ্ছামতীর সংযোগ স্থানে) ইচ্ছামতী মুখে ভাগিরা কাঠ প্রভৃতি রাধিবার আজ্ঞা।
	১২	(চৌরি নদীর পথে) কনফুলী ভাগিরা কাঠ প্রভৃতি রাধিবার আজ্ঞা।
মৈলোক	১৩	(চট্টগ্রাম বাহাদুরী কাঠের আজ্ঞা) চট্টগ্রামে ভাগিরা কাঠ রাধিবার আজ্ঞা।
	১৪	মৈলোক রাজস্ব ফেশন।
	১৫	সঙ্গু
সঙ্গু	১৬	(ভাগিরা কাঠ পার হইবার স্থানে) দোহাঙ্গা ভাগিরা কাঠ প্রভৃতি রাধিবার আজ্ঞা।
	১৭	(সঙ্গু ও দোহাঙ্গা নদীর সংযোগ স্থানে) দলু মুখ
দলু	১৮	দলু রাজস্ব ফেশন।
হাজার	১৯	হাজার
ডাক বা ডোকাবতী	২০	ডোকাবতী
মাতামুড়ি বা মামোদি	২১	(মামোদির পথে) মাতামুড়ি রাজস্ব ফেশন।
	২২	(চৌরি নদীর পথে) চৌরি ভাগিরা কাঠের আজ্ঞা।
ইদগোজ	২৩	(মাতামুড়ি ও হরদেবের সংযোগ স্থানে) ইদগোজ
বাগখালি	২৪	(ডোহাঙ্গা নদীর পথে) ইদগোজ রাজস্ব ফেশন।
	২৫	(রাধু থানায়) বাগখালি
রেজু	২৬	রেজু রাজস্ব ফেশন।

3. *Salvage fees.*—Any such person who shall have salvaged timber or bamboos as above enumerated under these rules, and taken the same to any drift timber depôt, shall be entitled to receive as salvage fees 50 per cent. of the value of such timber or bamboos calculated according to the table of values fixed for the time being under rule V of the Chittagong River Rules, published in the notification of the 17th October 1881, or such altered or amended notification as may hereafter be similarly published.

4. *Payments required when drift timber is shown to be the property of a claimant.*—No such timber or bamboos shall be delivered to any claimant who (under section 47 of the Forest Act) has been recognized to be the owner until, under section 50 of the said Act, such claimant shall have refunded to the forest officer the sum paid as salvage money, together with such other expenses as may be determined by the district forest officer.

5. *Salvaged timber, which may become vested in Government, to be sold by auction.*—All drift timber or bamboos salvaged under these rules, which may become vested in Government under section 48 of the Indian Forest Act, shall be sold by auction after two months from the expiry of the period fixed for the disposal of claims under section 46 of the said Act.

6. *Property marks.*—All property marks registered under rule VII of the Chittagong River Rules of the 17th October 1881 shall be held to be property marks establishing claim to drift timber salvaged under these rules.

7. *Penalty clause.*—Any person who shall infringe any provision of these rules shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

ERRATUM.

The 13th May 1884.—In the notification, dated the 28th March 1884, published at page 506, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 9th ultimo, confirming the bye-law framed by the District Road Committee of Shahabad under section 180 of the Cess Act, IX (B.C.) of 1880, for the words “trees or hedges obstructing, overhanging or overshadowing any road,” read “trees or hedges obstructing or overhanging any road.”

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

ERRATUM.

The 14th May 1884.—In the notification, dated the 24th ultimo, appointing certain gentlemen to be Commissioners of the Moheshpore Municipality, in the district of Jessore, published at page 585, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 7th instant, for “Baboo Gonesh Chunder Roy Chowdhry,” read “Baboo Gangesh Chundra Roy Chowdhry.”

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 9th May 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, in the exercise of the power conferred on him by section 1, Act IV (B.C.) of 1873, to extend the provisions of the said Act, so far as they relate to the registration of births, to the municipality of Bansheriah, in the district of Hooghly, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

৩। রক্ষার্থ ফীর কথা।—এই বিধিক্রমে যে ব্যক্তি পূর্বোক্তসম্মতে শাহাদুরী কাঠ ও বাঁশ রক্ষা করিয়া ভাসমান বাঁহাদুরী কাঠের আফায়লইয়া গিয়াছেন তিনি ১৮৮১ সালের ১৭ অক্টোবরের দিবা-পর্বে প্রকাশিত চট্টগ্রামের নদী বিষয়ক বিধির ৫ ধারামতে কিম্বা ইহার পর তৎকালে প্রকাশিত পরিবর্তিত ও সংশোধিত বিজ্ঞাপনক্রমে যে সময়ে যে মূল্য অবধারিত হয় তাহার টেবিল অনুসারে বাঁহাদুরী কাঠের ও বাঁশের মূল্য পরিয়া শতকরা ৫০২ টাকার হিসাবে রক্ষার্থ ফী পাইবার স্বত্বান হইবে।

৪। ভাগমান বাঁহাদুরী কাঠ দাওয়াদারের সম্পত্তি দেখান গেলে টাকা দিবার আদেশের কথা।—বনবিষয়ক আইনের ৪১ ধারামতে কোন দাওয়াদারকে স্থানী বনিয়া স্বীকার করা গেলে সেই দাওয়া-দার উক্ত আইনের ৫০ ধারামতে রক্ষার্থ যত টাকা দেওয়া গিয়াছে তাহা স্বল্প ডিষ্ট্রিক্ট বনের কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট অন্যান্য খরচ যাবৎ না দেন তাবৎ তাঁহাকে উক্ত বাঁহাদুরী কাঠ বা বাঁশ দেওয়া যাইবে না।

৫। রক্ষা করা যে বাঁহাদুরী বাঁশ গবর্ণমেন্টের প্রতি বর্ষে তাহা নীলামে বিক্রয় করিবার কথা।—এই বিধিতে ভাগমান যে সকল বাঁহাদুরী কাঠ বা বাঁশ ভারতবর্ষীয় বনবিষয়ক আইনের ৪৮ ধারামুসারে গবর্ণমেন্টের প্রতি বর্ষে, উক্ত আইনের ৪৬ ধারামতে দাওয়ার সম্পত্তি করণার্থে যে সময় নির্দিষ্ট হই-য়াছে তাহা অতীত হইবার সময়াবধি দুই মাসের পর সেই সকল বাঁহাদুরী কাঠ বা বাঁশ নীলামে বিক্রয় করা যাইবে।

৬। সম্পত্তির চিহ্নের কথা।—১৮৮১ সালের ১৭ অক্টোবরের চট্টগ্রামের নদীবিষয়ক বিধির ৭ ধারামতে রেজিষ্টারী করা সম্পত্তির চিহ্ন এই বিধিতে রক্ষা করা ভাসমান বাঁহাদুরী কাঠের উপর দাওয়া স্থাপনের সম্পত্তির চিহ্ন বলিয়া জ্ঞান হইবে।

৭। দণ্ড বিষয়ক প্রকরণ।—কোন ব্যক্তি এই বিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে তাহার হয় মাসের অনধিক কাল কারাদণ্ড কিম্বা পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

এ, পি, মাকডেনল,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটীং সেক্রেটারী।

অনুসন্ধান।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—করবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে শাহাদুরী জিলার পথ কমিটির প্রণীত উপবিধি দৃঢ় করণার্থ ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চের যে বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের ১৫ আগ্রিলের বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৮১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গিয়াছে তাহাতে “কোন পথ অবরোধকারি বা তাহার উপর জুলিয়া পড়া বা তদাচ্ছান্নকারি কোন রক্ষের বা বেড়ার” এইরূপ কথার পরিবর্তে “কোন পথ অবরোধকারি বা তাহার উপর জুলিয়া পড়া রক্ষ বা বেড়ার” এইরূপ পাঠ করিতে হইবে।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটীং সেক্রেটারী।

অনুসন্ধান।

১৮৮৪ সাল ১৪ মে।—যশোর জিলার অন্তর্গত মহেশপুর মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পক্ষে কএক মহাশয়কে নিযুক্ত করণ বিষয়ক গত মাসের ২৪ তারিখের যে বিজ্ঞাপন এই মাসের ১৩ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৫৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা যায় তাহাতে “জীযুত বাবু গণেশ-চন্দ্র রায় চৌধুরী” এই নামের পরিবর্তে “জীযুত বাবু গণেশচন্দ্র রায় চৌধুরী” পাঠ করিতে হইবে।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটীং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৯ মে।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, হুগলী জিলার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া মুনিসিপালিটিতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য করিয়া তিনি জয় রেজিষ্টারী করণের সঙ্গে যে পয়সার সম্পর্ক রাখে সেই পয়সার উক্ত আইনের বিধান উক্ত মুনিসিপালিটিতে প্রচলিত করিবার কামনা করিয়াছেন।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটীং সেক্রেটারী।

NOTIFICATION.

The 11th May 1884.—The following lists of Civil Hospital Assistants, serving in Bengal, who have passed the English qualification and professional examinations held on the 15th April 1884, are published for general information :—

Names of Candidates who have passed the English Qualification Examination.

Names.	Attached to—
Third Class, Kally Prasanno Sen	... Jail and Police Hospitals, Maldah.
Ditto, Jeyan Krishna Dutta	... Central Jail Hospital, Midnapore.
Ditto, Bauka Behary Ghose	... Dispensary, Gurbetta.
Ditto, Jaggobudhoo Gupta	... Police Hospital, Burdwan.
Ditto, Anundo Moy Sen	... Jail Hospital, Dinapore, officiating.
Ditto, Rojoni Canto Ganguly	... Ditto, Ranchi.
Ditto, Kishub Chunder Mohapatro	... Central Irrigation Hospital, Cuttack.
Ditto, Chackrodhur Dass	... Police Hospital, Cuttack.
Ditto, Shib Chunder Sen Gupta	... Orissa Medical School, Cuttack.
Ditto, Dino Nath Banerjee	... Dispensary, Tickerpara.

Names of Candidates who have passed the English Qualification Examination for higher pay.

Names.	Attached to—
<i>Civil Hospital Assistants.</i>	
First class, Raj Coomarr Sen	... Jail Hospital Hooghly.
Second class, Kumode Behary Samanto	... Central Jail Hospital, Bhagulpore.
Ditto, Bhoobun Mohun Dutt	... Supernumerary, on leave.

Names of Candidates who have passed the Professional Examination.

Names	Attached to -	Date of declaration.	Class to which promoted.	Date of rank	Date of passing English qualification for the higher pay, according to G. O. S. No. 94 of 7th October 1868 and No. 993 of 1873.	REMARKS
<i>Civil Hospital Assistants.</i>						
Second class, Muttu Lall Gupta.	Dispensary, Mubungoo.	6th Nov 1868	1st	15th April 1884		
Third class, Rojoni Kanta Guha	Jail Hospital, Ranipore.	6th Sept 1876	2nd	Ditto		
Third class, Kumode Behary Samanto	Central Jail Hospital, Bhagulpore.	22nd July 1875	2nd	Ditto	15th April 1884	Re-tested
Fourth class, Bhoobun Mohun Dutt.	Supernumerary	5th July 1873	2nd	Ditto	Ditto	Ditto.
Third class, Indro Narayan Banerjee	Police Hospital, Calcutta.	30th Jan. 1873	2nd	Ditto		

E. N. BAKER,

Offy. Secretary to the Govt. of Bengal.[*Government Gazette, 27th May 1884*]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ১১ মে।—১৮৮৪ সালের ১৫ আগস্ট ইংরেজি ভাষায় ও চিকিৎসা ব্যবসায় সহকারী হে পরীক্ষা হয় তাহাতে, বঙ্গদেশে কর্মকারি যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স অফিসটোরা উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা-
নের নামের নিম্নলিখিত নির্বচনপত্র সাধারণের অবগত্যর্থ প্রকাশ করা গেল।

ইংরেজী ভাষায় পরীক্ষোত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের নাম।

নাম।	যেখানে নিযুক্ত।
তৃতীয় শ্রেণীর, ত্রিযুত কালীপ্রসন্ন মেন ...	মালদহের জেল ও পোন্টীম ইন্সপাতালে।
এ " জীবনরুম দত্ত ...	মেদিনীপুরের সদর জেল ইন্সপাতালে।
এ " বঙ্কবিহারী ঘোষ ...	গড়বেড়ার স্থলখালয়ে।
এ " অগস্ত্য গুপ্ত ...	বর্ধমানের পোন্টীম ইন্সপাতালে।
এ " আনন্দময় মেন ...	দিমাপুর জেল ইন্সপাতালে। একটী কর্মকারী।
এ " রজনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় ...	রাহি এ।
এ " কেশবচন্দ্র মহাপাত্র ...	কটকের সদর ইরিগেশন ইন্সপাতালে।
এ " চক্রধর দাস ...	কটকের পোন্টীম ইন্সপাতালে।
এ " শিবচন্দ্র মেন গুপ্ত ...	কটকের অন্তর্গত উড়িয়ায় মেডিকাল স্কুলে।
এ " দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	টিংকের পাড়া স্থলখালয়ে।

উচ্চতর বেতনের নিমিত্তে ইংরেজী ভাষায় পরীক্ষোত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের নাম।

নাম।	যেখানে নিযুক্ত।
সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স অফিসটো।	
প্রথম শ্রেণীর, ত্রিযুত কালীপ্রসন্ন মেন ...	তুগলীর জেল ইন্সপাতালে।
দ্বিতীয় শ্রেণীর, ত্রিযুত কুমুদ বিহারী মাস্ত ...	ভাগলপুরের সদর জেল ইন্সপাতালে।
এ এ " ভুবনমোহন দত্ত ...	ছুটীগ্রাণ্ড, অতিরিক্ত।

চিকিৎসা ব্যবসায়ের পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের নাম।

নাম।	যেখানে নিযুক্ত।	প্রত্যক্ষতার তারিখ।	বে শ্রেণী ভুক্ত হই- লেন।	শ্রেণীর তারিখ।	ত্রিযুত গবর্ণর জেমস সার্জে- ন্টের ১৮৬৮ সালের ৭ জুলাই বরের ২৪৫ নং ও ১৮৭৩ সালে ৯২ নং আজ্ঞা- নুসারে অধিকতর বেতনের নিমিত্ত ইংরেজি ভাষায় পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবার তারিখ।	মন্তব্য।
সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স অফিসটো।						
দ্বিতীয় শ্রেণীর ত্রিযুত বালিলাল গুপ্ত	মহিষাড়া স্থলে।	১৮৬৮ সাল ১ নবেম্বর	প্রথম	১৮৮৪ সাল ১৫ আগস্ট।
তৃতীয় শ্রেণীর ত্রিযুত রজন- কান্ত গুহ	কুপুকের জেল ইন্সপাতালে।	১৮৭৬ সাল ৬ সেপ্টেম্বর	দ্বিতীয়	এ
তৃতীয় শ্রেণীর ত্রিযুত মুদ- বিহারী মাস্ত	ভাগলপুরের সদর জেল ইন্সপাতালে।	১৮৭৫ সাল ২২ জুলাই	দ্বিতীয়	এ	১৮৮৪ সাল ১৫ আগস্ট।	পুনঃপরীক্ষিত
তৃতীয় শ্রেণীর ত্রিযুত ভুবন- মোহন দত্ত	অতিরিক্ত	১৮৭৩ সাল ৫ জুলাই	দ্বিতীয়	এ	এ	এ
তৃতীয় শ্রেণীর ত্রিযুত শ্রীনাথবাবু ব- ন্দ্যোপাধ্যায়	কলিকাতার পো- লিস ইন্সপাতালে।	১৮৭৩ সাল ১০ জানুয়ারি	দ্বিতীয়	এ

ই. এন. বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটী সেক্রেটারী।

NOTIFICATION.

The 12th May 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, in the exercise of the powers conferred on him by section 1 of the Bengal Vaccination Act, V (B. C.) of 1880, to extend the provisions of the said Act to the Cuttack Municipality, unless good reasons be shown to the contrary within six weeks from the date of publication of this notice in the *Calcutta Gazette*.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 12th May 1884.—Whereas a notification, dated the 28th February 1884, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of Act VI (B. C.) of 1878 to the Shahagunge mohulla of the Hooghly and Chinsurah Municipality, was published at page 419, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 5th March 1884, and whereas no objection has been raised to the proposed extension of the Act to the said mohulla, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 2 of the said Act, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Hooghly and Chinsurah Municipality, made at a meeting, the Lieutenant-Governor declares that, from the 1st April 1884, the Commissioners of the said municipality will maintain an establishment for the cleansing of all public and private latrines within the limits of the Shahagunge mohulla of that municipality.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 15th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred upon him by section 1 of the Bengal Vaccination Act, V (B. C.) of 1880, the Lieutenant-Governor intends to extend the provisions of the Act to the Bali Municipality, in the district of Howrah, unless good reasons be shown to the contrary within six weeks from the date of the publication of this notification within the said municipality.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 2004 A.

The 1st May 1884.—Baboo Gobiind Chunder Bose is appointed to be a Munsif in the district of Beerbhoom, and to be ordinarily stationed at Sooree, *vice* Baboo Dwarka Nath Bhattacharjee.

The 3rd May 1884.—Mr. L. P. Shirres, Assistant Magistrate and Collector, Backergunge, is vested with powers under section 110 of the Code of Criminal Procedure.

The 6th May 1884.—Baboo Poresh Nath Banerjee, First Subordinate Judge of Bhagulpore and Judge of the Courts of Small Causes of Monghyr and Bhagulpore, is allowed leave for three months, under section 128, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

Baboo Amrita Lal Pal, Second Subordinate Judge of Sarun, is appointed to act as First Subordinate Judge of Bhagulpore and Judge of the Courts of Small Causes of Monghyr and Bhagulpore, during the absence, on leave, of Baboo Poresh Nath Banerjee, or until further orders.

[*Government Gazette, 27th May 1884.*]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—সাঁধ্যাবনের অবগত্যর্থ্য এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, এই বিজ্ঞাপন কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে, জ্যুজ লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতিবন্ধনোপযোগীজে টিকাদান বিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় আইনের ১ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য করিয়া তিনি উক্ত আইনের বিধান কটক মুনিমিপালিটিতে প্রচলিত করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটীং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—ভূগলী ও চুঁচড়া মুনিমিপালিটির অন্তর্গত সাহগঞ্জ মহল্লায় ১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় আইনের বিধান প্রণীত করণার্থে জ্যুজ লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৪ সালের গেজেটের মাগের ২৮ তারিখে এক বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের ৫ মার্চের কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ৪৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেল ও উক্ত মহল্লার উক্ত আদম প্রদর্শিত করণের প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাঁধ্যাবনের অবগত্যর্থ্য এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, জ্যুজ লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্যাদি করিয়া এবং ভূগলী ও চুঁচড়া মুনিমিপালিটির সভাগত কমিশনারদের অনুমতিক্রমে তিনি এই আদেশ করিলেন যে উক্ত মুনিমিপালিটির কমিশনারেরা উক্ত মুনিমিপালিটির অন্তর্গত সাহগঞ্জ মহল্লার মীষার মধ্যে স্থিত সরকারী বা ব্যক্তি বিশেষের পাইখানা পরিষ্কার করণার্থে ১৮৮৪ সালের ১ এপ্রিল অবধি সিরিশতা রাখিবেন।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটীং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৫ মে।—সাঁধ্যাবনের অবগত্যর্থ্য এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, হাবড়া জিলার অন্তর্গত নালি মুনিমিপালিটিতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে, জ্যুজ লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশে গোবীজে টিকাদান বিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় আইনের ১ ধারানুসারে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য করিয়া তিনি উক্ত আইনের বিধান উক্ত মুনিমিপালিটিতে প্রচলিত করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটীং সেক্রেটারী।

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেন্ট।

২০০৩ A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ১ মে।—জ্যুজ বারু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্যের পরিবর্তে জ্যুজ বারু গোবিন্দচন্দ্র বসু বীরভূম জিলার ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্য শ্রুতিভিত্তিক অবস্থাপিত হইবেন।

১৮৮৪ সাল ৩ মে।—বাঁধরগঞ্জের অসিস্টেণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জ্যুজ এল, সি, গিরেস সাহেব কোমদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১১০ ধারামতে ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৬ মে।—ভাগলপুরের প্রথম সবার্ডিনেন্ট জজ এম এম মুন্সের ও ভাগলপুরের ছোট আদালতের জজ জ্যুজ বারু পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্যকারীদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৮ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

জ্যুজ বারু পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কাল অথবা যাহা অন্য আদালত হয়, সারনের দ্বিতীয় সবার্ডিনেন্ট জজ জ্যুজ বারু অমৃত লাল পাল ভাগলপুরের প্রথম সবার্ডিনেন্ট জজের এবং মুন্সের ও ভাগলপুরের ছোট আদালতের জজের কক্ষ করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট ১৮৮৪। ২৭ মে।]

Baboo Ashutosh Gupta, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Lohardugga, is vested with the powers of a Magistrate of the first class.

The 9th May 1884—The gentlemen named below are appointed to be Honorary Magistrates for the Egra Bench, in the district of Midnapore, and are vested with the powers of a Magistrate of the third class:—

Baboo Srinath Chundra Das Mohapatra. | Baboo Bhagabat Chundra Maiti.

Baboo Brojendra Nandan Das Mohapatra.

The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Baboo Ram Chunder Bose of his appointment of Honorary Magistrate of the Bench at Chundunbaree Boda, in the district of Julpigoree.

The 12th May 1884.—Mr. J. R. Hand, Deputy Magistrate, Shahabad, is vested with powers under sections 110 and 133 of the Code of Criminal Procedure.

Munshi Harihar Charan Lall, Munsif of Lohardugga, who exercises the powers of a Deputy Collector under Act I (B.C.) of 1879, is vested, under section 146 of that Act, with the power to receive plaints in suits under the said Act, when the cause of action arises within the local jurisdiction of his munsifi.

Baboo Aditya Charan Chakravarti, B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Nuddea, and to be ordinarily stationed at Mcherpore, during the absence, on leave, of Baboo Suresh Chundra Ghose, or until further orders.

The 17th May 1884.—Baboo Bhugwan Chunder Chuckerbutty, Subordinate Judge of Khoolna, is promoted to the first grade of Subordinate Judges and Small Cause Court Judges, *vice* Mr. W. Wright, retired.

Baboo Kristo Chunder Chatterjee, First Subordinate Judge, 24-Pergunnahs, is promoted to the first grade of Subordinate Judges and Small Cause Court Judges, *vice* Baboo Brojo Mohun Dutt, retired.

Baboo Matadin, First Subordinate Judge, Saren, is promoted to the second grade of Subordinate Judges and Small Cause Court Judges, *vice* Baboo Bhugwan Chunder Chuckerbutty.

Baboo Krishna Mohun Mookerjee, Officiating Subordinate Judge, Hooghly, is promoted to the second grade of Subordinate Judges and Small Cause Court Judges, *vice* Baboo Kristo Chunder Chatterjee.

Baboo Madhub Chunder Chuckerbutty, Temporary Subordinate Judge and Small Cause Court Judge of the third grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Matadin.

Baboo Kanai Lal Mookerjee, Temporary Subordinate Judge and Small Cause Court Judge of the third grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Krishna Mohun Mookerjee.

Baboo Juggobundhoo Gangooly, Officiating Subordinate Judge, Dinagepore, is appointed temporarily to be a Subordinate Judge and Small Cause Court Judge of the third grade, *vice* Baboo Madhub Chunder Chuckerbutty.

Baboo Dwarka Nath Bhattacharjee, Officiating Additional Subordinate Judge, Tipperah, is appointed temporarily to be a Subordinate Judge and Small Cause Court Judge of the third grade, *vice* Baboo Kanai Lal Mookerjee.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 5th May 1884.—Under section 2 of Act II (B.C.) of 1867 (an Act to provide for the punishment of public gambling and the keeping of common gaming-houses), the Lieutenant-Governor authorizes the extension of the provisions of the said Act to the limits of the Rungpore Municipality, in the district of Rungpore, with effect from the 1st June 1884.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

লোহারডগার একটিং ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিযুত বাবু আশুতোষ ঞ্ড প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ৯ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বেমিনীপুর জিলার অন্তর্গত এপ্রা বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইরা তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন ।

জিযুত বাবু ত্রিনাথচন্দ্র দাস মহাপাত্র । | জিযুত বাবু ভাগবতচন্দ্র মাইতি ।

জিযুত বাবু ব্রজেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্র ।

জিযুত বাবু রামচন্দ্র বনু জলপাইগুড়ি জিলার অন্তর্গত চন্দনবাড়ী বোর্ড বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিস্ট্রেটরূপে আর পদ ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান জিযুত লেপ্টেনেন্ট গার্নার সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—শাহাদাদের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট জিযুত জে. আর. হাও সাহেব কোজনারী মৌকদমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১১০ ও ১৩৩ ধারামতে ক্ষমতা পাইলেন ।

১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ১ আইনমতে ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতাক্রমে কর্মকারী লোহারডগার মুন্সেফ জিযুত মুনশী হরিহরচরণ লাল আর মুন্সেফীর বিচারাপত্যের স্থানসীমার মধ্যে মৌকদমার হেতু উৎপিত হইলে উক্ত আইনমত মৌকদমার আরজী গ্রহণ করিতে এই আইনের ১৪৬ ধারামতে ক্ষমতা পাইলেন ।

জিযুত বাবু সুরেশচন্দ্র ঘোষের ছুটি প্রযুক্ত অসুপস্থিতি কালে অথবা বাবু অন্য আজ্ঞা না হয়, জিযুত বাবু অদ্বৈতচরণ চক্রবর্তী, বি, এল, নদীয়া জিলার মুন্সেফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইরা সামান্যতঃ মেহেরপুরে অবস্থাপিত হইবেন ।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—জিযুত ডাবিডি, রাইট সাহেব কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করাতে খুলনার সবর্ডিনেট জজ জিযুত বাবু ভগবানচন্দ্র চক্রবর্তী সবর্ডিনেট জজদের ও ছোট আদালতের জজদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

জিযুত বাবু কৃষ্ণমোহন দত্ত কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করাতে ২৪ পরগনার প্রথম সবর্ডিনেট জজ জিযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সবর্ডিনেট জজদের ও ছোট আদালতের জজদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

জিযুত বাবু ভগবানচন্দ্র চক্রবর্তীর পরিবর্তে সারনের প্রথম সবর্ডিনেট জজ জিযুত মাতাঙ্গিন বাবু সবর্ডিনেট জজদের ও ছোট আদালতের জজদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

জিযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে ভগলীর একটিং সবর্ডিনেট জজ জিযুত বাবু কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায়, সবর্ডিনেট জজদের ও ছোট আদালতে জজদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

জিযুত মাতাঙ্গিন বাবুর পরিবর্তে তৃতীয় শ্রেণীর কিয়ৎকালীন সবর্ডিনেট জজ ও ছোট আদালতের জজ জিযুত বাবু মাধবচন্দ্র চক্রবর্তী সেই শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন ।

জিযুত বাবু কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে তৃতীয় শ্রেণীর কিয়ৎকালীন সবর্ডিনেট জজ ও ছোট আদালতের জজ জিযুত বাবু কাণাইলাস মুখোপাধ্যায় সেই শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন ।

জিযুত মাধবচন্দ্র চক্রবর্তীর পরিবর্তে দিনাজপুরের একটিং সবর্ডিনেট জজ জিযুত বাবু জগদ্বনু গঙ্গোপাধ্যায়, কিয়ৎকালের নিমিত্তে তৃতীয় শ্রেণীর সবর্ডিনেট জজের ও ছোট আদালতের জজের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

জিযুত বাবু কাণাইলাস মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে ত্রিপুরার একটিং আডিশনাল সবর্ডিনেট জজ জিযুত বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য কিয়ৎকালের নিমিত্তে তৃতীয় শ্রেণীর সবর্ডিনেট জজের ও ছোট আদালতের জজের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

এক, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ৫ মে।—জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব সামান্য দ্বাত্তকীড়ার ও সাধারণ দ্বাত্তগ্রহ রাধিবীর দণ্ড বিধায়ক ১৮৬৭ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের ২ ধারামতে উক্ত আইনের বিধান ১৮৮৪ সালের ১ খুল অবধি বঙ্গপুর জিলার অন্তর্গত রঙ্গপুর মুনিসিপালিটির সীমার মধ্যে প্রচলিত করিবার আদেশ করিলেন ।

এক, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

NOTIFICATION.

The 8th May 1884.—It is hereby notified that, under section 10 of Act I (B.C.) of 1869 (an Act for the prevention of cruelty to animals), and under section 3 of Act III (B.C.) of 1869 (an Act to enable police officers to arrest without warrant persons guilty of cruelty to animals), and under section 14 of Act VIII (B.C.) of 1880 (an Act to provide against the spreading of certain contagious and infectious diseases among horses), the Lieutenant-Governor is pleased to extend the provisions of the said three Acts to the limits and boundaries of the Port Commissioners on the Howrah side of the river Hooghly.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 28th April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose, viz. as a site of the Nayazipore outpost building in the village of Kanspattee, appertaining to mouzah Sabiar, pergunnah Bhojepore, district of Shahabad, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 1 bigah 1½ cottahs 7½ dhors, bounded on the east by the field of Pitambar Bharti; on the west by the public road; on the north by the field of Pitambar Bharti; and on the south by the field of Ramghulam Bharti, is required within the aforesaid village of Kanspattee, appertaining to mouzah Sabiar, pergunnah Bhojepore.

This declaration is made under the provisions of section 6 of Act X of 1870.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 28th April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the Motihari Jail, in the village of Motihari, tollah Balawoh, Toppoh Madhwol, pergunnah Majhawoh, zillah Chumpanun, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 3 acres and 7 poles, bounded on the north by Gooisohoy's land; on the west by the jail wall and road; on the south by the road leading to the jail, and on the east by the main road, is required within the aforesaid village of Motihari.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT - BENGAL.

The 20th May 1884.

No. 211.—*Leave.*—In continuation of notification No. 105 of the 25th February last Mr. J. Ramsay, Executive Engineer, first grade, Nagpore Railway Surveys, is granted by the Secretary of State a further extension of three months' leave on medical certificate, in continuation of the furlough granted him in notification No. 231 of the 18th June 1883.

IRRIGATION.

The 20th May 1884

No. 213.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that additional land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the enlargement of the extension of the Arion Distributary, it is hereby declared that for the above purpose two strips of land running parallel to, and situate on, both banks of the said extension, and each measuring about 3,600 feet in length by 12½ feet in width, and aggregating an area of 2 acres and 11 poles of land, more or less, are required in the village of Belhari, pergunnah Bhojepore, in the district of Shahabad.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

[*Government Gazette, 27th May 1884.*]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৮ মে।—এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব জন্মর প্রতি নৃশংস বাবতার নিবারণার্থ ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ১ আইনের ১০ ধারামতে, এবং জন্মর প্রতি নির্দিষ্টাচারের অপরাধিগণকে বিনা পরওয়ানায় দণ্ড করণার্থে পুলীসের কর্মকারকদিগকে ক্ষমতাদানার্থ ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ৩ আইনের ৩ ধারামতে এবং অশ্বদেহ মগো কোনও মর্শসম্বন্ধী ও সংক্রামক রোগের সঞ্চার নিবারণের বিধান করণার্থ ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনের ১৪ ধারামতে উক্ত তিন আইনের বিধান হুগলী নদীর হাবড়া পারের পোর্ট কমিশ্যনরদের সীমা সরহন্দে প্রচলিত করিলেন।

এফ, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৮ অপ্রিল।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত ভোজপুর পরগনার সবিয়া খোজার সামিল কামপতী গ্রামে নয়াজপুর ফাঁড়ির কোটাঘরের জন্যে রাজকীয় অর্থ ব্যয়ে গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে উক্ত ভোজপুর পরগনার সবিয়ার খোজার সামিল কামপতী গ্রামে স্থানাদিক ১১৪ কাঠা ৭১১ ধূর পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির পূর্বসীমা পীগঙ্গার ভারতীর ক্ষেত, পশ্চিমসীমা রাজপথ, উত্তরসীমা পীগঙ্গার ভারতীর ক্ষেত এবং দক্ষিণসীমা বামগোলাম ভারতীর ক্ষেত।

১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

এফ, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৮ অপ্রিল।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ চাম্পারণ জিলার অন্তর্গত মাঝওয়া পরগনার শাখোল তপ্পার বলাও টোলার মতিহারী গ্রামে মতিহারী জেলের জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে উক্ত মতিহারী গ্রামে স্থানাদিক ৩ একর ৭ পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা গুরুসহায়ের জমি, পশ্চিম সীমা জেলের প্রাচীর ও পথ, দক্ষিণ সীমা জেলে যাইবার পথ, এবং পূর্ব সীমা বড় রাস্তা।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

এফ, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশের পাবলিক ওকস ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮৪ সাল ২০ মে।

২১১ নম্বর।—ছুটী।—গত ফেব্রুয়ারি মাসের ২৫ তারিখে ১০২ নং বিজ্ঞাপনের অতিরিক্ত এই বিজ্ঞাপন। নাগপুর রেলওয় গারের প্রথম শ্রেণীর একসেকিটিন ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুত জে. রামসে সাহেব ১৮৮৩ সালের ১৮ জুনের ২৩১ নং বিজ্ঞাপনক্রমে যে নিয়মিত ছুটী পান তদতিরিক্ত শ্রীযুত জে. টেমসকেটরী সাহেব তাহাকে চিকিৎসকের সার্টিফিকেট ক্রমে আর তিন মাসের ছুটী দিয়াছেন।

জলমচন বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ১০ মে।

২১২ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের অর্থাৎ এরিয়ন জল বিতরণার্থ নালায় বর্জিতাংশের রক্ষি করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত ভোজপুর পরগনার বেলহরি গ্রামে দুই খণ্ড ভূমির প্রয়োজন, উক্ত ভূমি উক্ত বর্জিতাংশের উভয় ধারের সমান্তরালগামি ও উভয় ধারে স্থিত ও প্রত্যেক খণ্ড ৩৬০০ ফুট। দীর্ঘ ও ১২১ ফুট প্রস্থ অর্থাৎ মোটে স্থানাদিক ২ একর ১১ পোল পরিমিত।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।

LOCAL COMMUNICATIONS.

The 20th May 1884.

No. 214.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government for a public purpose, viz. for constructing a road from Manshai to Bucktearpur, in the villages Munsee, Kootea, Saidpur, Bulhia, Konakoh, Badla, Dhanna, Basititol, Koopera, Malta, Salkooa, Mobarakpur, Goorga, Ganspora, and Bucktearpur, in the district of Monghyr, it is hereby declared that for the above purpose land on the north of the Ganges, measuring, more or less, 342 local bigahs or 646½ standard bigahs, is required in the above-mentioned villages.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern, and is issued in supersession of that, dated the 17th December 1883, which was published at page 1295 of the *Calcutta Gazette* of the 19th idem.

G. F. E. S. NEILL, *Major, M.S.C.,*
Under-Secretary to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

স্থানীয় বস্ত্রাদি বিবরণ ।

১৮৮৪ সাল ২০ মে ।

২১৪ নম্বর ।—বিজ্ঞাপন ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ যুদ্ধের জিনার অন্তর্গত মুনশী, কুটিয়া, মৈদপুর, বলহিয়া, কোলাকোহ, বাদলা, ধরা, বসিডিভাল, কুপেরা, মালতা, মালকুয়া, মবারকপুর, গুয়গা, গাঁঙ্গোরা ও বস্ত্রয়ারপুর গ্রামে মামশাই অবধি জিয়ারপুর পর্যন্ত পথ করিবার জন্য গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল । পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে গজানদীর উত্তরদিকে উক্ত সকল গ্রামে স্থানীয় মাটির ন্যূনতম ৩৪১/১ বিঘা অর্থাৎ কতিমতে ৬৪৬।১০ বিঘা ভূমির প্রয়োজন ।

ইহাতে ষাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ জুলাইয়ের ৬ পারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল, এবং ১৮৮৩ সালের ২৫ ডিসেম্বরের রাজলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের ১২১৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এই মাসের ১৭ তারিখের বিজ্ঞাপন রহিত করিয়া এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল ।

জি, এফ, ই, এস, মীল, মেজর, এম এস, লি,

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ।



গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 27, 1884.

বঙ্গাব্দ, ১৮৮৪ সাল ২৭ মে।

PART VIII.
ADVERTISEMENTS.

অষ্টম খণ্ড।
ইশতিহার প্রভৃতি।

বঙ্গদেশের এই ২ জিলাতে ১৮৮৪ সালের মে মাসের ১৫ তারিখের পূর্ব দুই সপ্তাহ

কর্ম।	৮০ ডোলার সেরের হিসাবে					
	নং।	বব।	ডাস চিটিন।	সামান্য চিটিন।	বসু ও বাজরা।	গোসব ও জোরার।
কিষ্কা।	এই সস্তা/খের রিটিন					
	ইহার পূর্ক সস্তা/খের রিটিন					
	গত বৎসরের এই সস্তা/খের রিটিন					
	এই সস্তা/খের রিটিন					
	ইহার পূর্ক সস্তা/খের রিটিন					
	গত বৎসরের এই সস্তা/খের রিটিন					
	এই সস্তা/খের রিটিন					
	ইহার পূর্ক সস্তা/খের রিটিন					
	গত বৎসরের এই সস্তা/খের রিটিন					
	এই সস্তা/খের রিটিন					
	ইহার পূর্ক সস্তা/খের রিটিন					
	গত বৎসরের এই সস্তা/খের রিটিন					

বঙ্গদেশ । পশ্চিমবঙ্গ জিলা ।

•	০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০	১০১	১০২	১০৩	১০৪	১০৫	১০৬	১০৭	১০৮	১০৯	১১০	১১১	১১২	১১৩	১১৪	১১৫	১১৬	১১৭	১১৮	১১৯	১২০	১২১	১২২	১২৩	১২৪	১২৫	১২৬	১২৭	১২৮	১২৯	১৩০	১৩১	১৩২	১৩৩	১৩৪	১৩৫	১৩৬	১৩৭	১৩৮	১৩৯	১৪০	১৪১	১৪২	১৪৩	১৪৪	১৪৫	১৪৬	১৪৭	১৪৮	১৪৯	১৫০	১৫১	১৫২	১৫৩	১৫৪	১৫৫	১৫৬	১৫৭	১৫৮	১৫৯	১৬০	১৬১	১৬২	১৬৩	১৬৪	১৬৫	১৬৬	১৬৭	১৬৮	১৬৯	১৭০	১৭১	১৭২	১৭৩	১৭৪	১৭৫	১৭৬	১৭৭	১৭৮	১৭৯	১৮০	১৮১	১৮২	১৮৩	১৮৪	১৮৫	১৮৬	১৮৭	১৮৮	১৮৯	১৯০	১৯১	১৯২	১৯৩	১৯৪	১৯৫	১৯৬	১৯৭	১৯৮	১৯৯	২০০	২০১	২০২	২০৩	২০৪	২০৫	২০৬	২০৭	২০৮	২০৯	২১০	২১১	২১২	২১৩	২১৪	২১৫	২১৬	২১৭	২১৮	২১৯	২২০	২২১	২২২	২২৩	২২৪	২২৫	২২৬	২২৭	২২৮	২২৯	২৩০	২৩১	২৩২	২৩৩	২৩৪	২৩৫	২৩৬	২৩৭	২৩৮	২৩৯	২৪০	২৪১	২৪২	২৪৩	২৪৪	২৪৫	২৪৬	২৪৭	২৪৮	২৪৯	২৫০	২৫১	২৫২	২৫৩	২৫৪	২৫৫	২৫৬	২৫৭	২৫৮	২৫৯	২৬০	২৬১	২৬২	২৬৩	২৬৪	২৬৫	২৬৬	২৬৭	২৬৮	২৬৯	২৭০	২৭১	২৭২	২৭৩	২৭৪	২৭৫	২৭৬	২৭৭	২৭৮	২৭৯	২৮০	২৮১	২৮২	২৮৩	২৮৪	২৮৫	২৮৬	২৮৭	২৮৮	২৮৯	২৯০	২৯১	২৯২	২৯৩	২৯৪	২৯৫	২৯৬	২৯৭	২৯৮	২৯৯	৩০০	৩০১	৩০২	৩০৩	৩০৪	৩০৫	৩০৬	৩০৭	৩০৮	৩০৯	৩১০	৩১১	৩১২	৩১৩	৩১৪	৩১৫	৩১৬	৩১৭	৩১৮	৩১৯	৩২০	৩২১	৩২২	৩২৩	৩২৪	৩২৫	৩২৬	৩২৭	৩২৮	৩২৯	৩৩০	৩৩১	৩৩২	৩৩৩	৩৩৪	৩৩৫	৩৩৬	৩৩৭	৩৩৮	৩৩৯	৩৪০	৩৪১	৩৪২	৩৪৩	৩৪৪	৩৪৫	৩৪৬	৩৪৭	৩৪৮	৩৪৯	৩৫০	৩৫১	৩৫২	৩৫৩	৩৫৪	৩৫৫	৩৫৬	৩৫৭	৩৫৮	৩৫৯	৩৬০	৩৬১	৩৬২	৩৬৩	৩৬৪	৩৬৫	৩৬৬	৩৬৭	৩৬৮	৩৬৯	৩৭০	৩৭১	৩৭২	৩৭৩	৩৭৪	৩৭৫	৩৭৬	৩৭৭	৩৭৮	৩৭৯	৩৮০	৩৮১	৩৮২	৩৮৩	৩৮৪	৩৮৫	৩৮৬	৩৮৭	৩৮৮	৩৮৯	৩৯০	৩৯১	৩৯২	৩৯৩	৩৯৪	৩৯৫	৩৯৬	৩৯৭	৩৯৮	৩৯৯	৪০০	৪০১	৪০২	৪০৩	৪০৪	৪০৫	৪০৬	৪০৭	৪০৮	৪০৯	৪১০	৪১১	৪১২	৪১৩	৪১৪	৪১৫	৪১৬	৪১৭	৪১৮	৪১৯	৪২০	৪২১	৪২২	৪২৩	৪২৪	৪২৫	৪২৬	৪২৭	৪২৮	৪২৯	৪৩০	৪৩১	৪৩২	৪৩৩	৪৩৪	৪৩৫	৪৩৬	৪৩৭	৪৩৮	৪৩৯	৪৪০	৪৪১	৪৪২	৪৪৩	৪৪৪	৪৪৫	৪৪৬	৪৪৭	৪৪৮	৪৪৯	৪৫০	৪৫১	৪৫২	৪৫৩	৪৫৪	৪৫৫	৪৫৬	৪৫৭	৪৫৮	৪৫৯	৪৬০	৪৬১	৪৬২	৪৬৩	৪৬৪	৪৬৫	৪৬৬	৪৬৭	৪৬৮	৪৬৯	৪৭০	৪৭১	৪৭২	৪৭৩	৪৭৪	৪৭৫	৪৭৬	৪৭৭	৪৭৮	৪৭৯	৪৮০	৪৮১	৪৮২	৪৮৩	৪৮৪	৪৮৫	৪৮৬	৪৮৭	৪৮৮	৪৮৯	৪৯০	৪৯১	৪৯২	৪৯৩	৪৯৪	৪৯৫	৪৯৬	৪৯৭	৪৯৮	৪৯৯	৫০০	৫০১	৫০২	৫০৩	৫০৪	৫০৫	৫০৬	৫০৭	৫০৮	৫০৯	৫১০	৫১১	৫১২	৫১৩	৫১৪	৫১৫	৫১৬	৫১৭	৫১৮	৫১৯	৫২০	৫২১	৫২২	৫২৩	৫২৪	৫২৫	৫২৬	৫২৭	৫২৮	৫২৯	৫৩০	৫৩১	৫৩২	৫৩৩	৫৩৪	৫৩৫	৫৩৬	৫৩৭	৫৩৮	৫৩৯	৫৪০	৫৪১	৫৪২	৫৪৩	৫৪৪	৫৪৫	৫৪৬	৫৪৭	৫৪৮	৫৪৯	৫৫০	৫৫১	৫৫২	৫৫৩	৫৫৪	৫৫৫	৫৫৬	৫৫৭	৫৫৮	৫৫৯	৫৬০	৫৬১	৫৬২	৫৬৩	৫৬৪	৫৬৫	৫৬৬	৫৬৭	৫৬৮	৫৬৯	৫৭০	৫৭১	৫৭২	৫৭৩	৫৭৪	৫৭৫	৫৭৬	৫৭৭	৫৭৮	৫৭৯	৫৮০	৫৮১	৫৮২	৫৮৩	৫৮৪	৫৮৫	৫৮৬	৫৮৭	৫৮৮	৫৮৯	৫৯০	৫৯১	৫৯২	৫৯৩	৫৯৪	৫৯৫	৫৯৬	৫৯৭	৫৯৮	৫৯৯	৬০০	৬০১	৬০২	৬০৩	৬০৪	৬০৫	৬০৬	৬০৭	৬০৮	৬০৯	৬১০	৬১১	৬১২	৬১৩	৬১৪	৬১৫	৬১৬	৬১৭	৬১৮	৬১৯	৬২০	৬২১	৬২২	৬২৩	৬২৪	৬২৫	৬২৬	৬২৭	৬২৮	৬২৯	৬৩০	৬৩১	৬৩২	৬৩৩	৬৩৪	৬৩৫	৬৩৬	৬৩৭	৬৩৮	৬৩৯	৬৪০	৬৪১	৬৪২	৬৪৩	৬৪৪	৬৪৫	৬৪৬	৬৪৭	৬৪৮	৬৪৯	৬৫০	৬৫১	৬৫২	৬৫৩	৬৫৪	৬৫৫	৬৫৬	৬৫৭	৬৫৮	৬৫৯	৬৬০	৬৬১	৬৬২	৬৬৩	৬৬৪	৬৬৫	৬৬৬	৬৬৭	৬৬৮	৬৬৯	৬৭০	৬৭১	৬৭২	৬৭৩	৬৭৪	৬৭৫	৬৭৬	৬৭৭	৬৭৮	৬৭৯	৬৮০	৬৮১	৬৮২	৬৮৩	৬৮৪	৬৮৫	৬৮৬	৬৮৭	৬৮৮	৬৮৯	৬৯০	৬৯১	৬৯২	৬৯৩	৬৯৪	৬৯৫	৬৯৬	৬৯৭	৬৯৮	৬৯৯	৭০০	৭০১	৭০২	৭০৩	৭০৪	৭০৫	৭০৬	৭০৭	৭০৮	৭০৯	৭১০	৭১১	৭১২	৭১৩	৭১৪	৭১৫	৭১৬	৭১৭	৭১৮	৭১৯	৭২০	৭২১	৭২২	৭২৩	৭২৪	৭২৫	৭২৬	৭২৭	৭২৮	৭২৯	৭৩০	৭৩১	৭৩২	৭৩৩	৭৩৪	৭৩৫	৭৩৬	৭৩৭	৭৩৮	৭৩৯	৭৪০	৭৪১	৭৪২	৭৪৩	৭৪৪	৭৪৫	৭৪৬	৭৪৭	৭৪৮	৭৪৯	৭৫০	৭৫১	৭৫২	৭৫৩	৭৫৪	৭৫৫	৭৫৬	৭৫৭	৭৫৮	৭৫৯	৭৬০	৭৬১	৭৬২	৭৬৩	৭৬৪	৭৬৫	৭৬৬	৭৬৭	৭৬৮	৭৬৯	৭৭০	৭৭১	৭৭২	৭৭৩	৭৭৪	৭৭৫	৭৭৬	৭৭৭	৭৭৮	৭৭৯	৭৮০	৭৮১	৭৮২	৭৮৩	৭৮৪	৭৮৫	৭৮৬	৭৮৭	৭৮৮	৭৮৯	৭৯০	৭৯১	৭৯২	৭৯৩	৭৯৪	৭৯৫	৭৯৬	৭৯৭	৭৯৮	৭৯৯	৮০০	৮০১	৮০২	৮০৩	৮০৪	৮০৫	৮০৬	৮০৭	৮০৮	৮০৯	৮১০	৮১১	৮১২	৮১৩	৮১৪	৮১৫	৮১৬	৮১৭	৮১৮	৮১৯	৮২০	৮২১	৮২২	৮২৩	৮২৪	৮২৫	৮২৬	৮২৭	৮২৮	৮২৯	৮৩০	৮৩১	৮৩২	৮৩৩	৮৩৪	৮৩৫	৮৩৬	৮৩৭	৮৩৮	৮৩৯	৮৪০	৮৪১	৮৪২	৮৪৩	৮৪৪	৮৪৫	৮৪৬	৮৪৭	৮৪৮	৮৪৯	৮৫০	৮৫১	৮৫২	৮৫৩	৮৫৪	৮৫৫	৮৫৬	৮৫৭	৮৫৮	৮৫৯	৮৬০	৮৬১	৮৬২	৮৬৩	৮৬৪	৮৬৫	৮৬৬	৮৬৭	৮৬৮	৮৬৯	৮৭০	৮৭১	৮৭২	৮৭৩	৮৭৪	৮৭৫	৮৭৬	৮৭৭	৮৭৮	৮৭৯	৮৮০	৮৮১	৮৮২	৮৮৩	৮৮৪	৮৮৫	৮৮৬	৮৮৭	৮৮৮	৮৮৯	৮৯০	৮৯১	৮৯২	৮৯৩	৮৯৪	৮৯৫	৮৯৬	৮৯৭	৮৯৮	৮৯৯	৯০০	৯০১	৯০২	৯০৩	৯০৪	৯০৫	৯০৬	৯০৭	৯০৮	৯০৯	৯১০	৯১১	৯১২	৯১৩	৯১৪	৯১৫	৯১৬	৯১৭	৯১৮	৯১৯	৯২০	৯২১	৯২২	৯২৩	৯২৪	৯২৫	৯২৬	৯২৭	৯২৮	৯২৯	৯৩০	৯৩১	৯৩২	৯৩৩	৯৩৪	৯৩৫	৯৩৬	৯৩৭	৯৩৮	৯৩৯	৯৪০	৯৪১	৯৪২	৯৪৩	৯৪৪	৯৪৫	৯৪৬	৯৪৭	৯৪৮	৯৪৯	৯৫০	৯৫১	৯৫২	৯৫৩	৯৫৪	৯৫৫	৯৫৬	৯৫৭	৯৫৮	৯৫৯	৯৬০	৯৬১	৯৬২	৯৬৩	৯৬৪	৯৬৫	৯৬৬	৯৬৭	৯৬৮	৯৬৯	৯৭০	৯৭১	৯৭২	৯৭৩	৯৭৪	৯৭৫	৯৭৬	৯৭৭	৯৭৮	৯৭৯	৯৮০	৯৮১	৯৮২	৯৮৩	৯৮৪	৯৮৫	৯৮৬	৯৮৭	৯৮৮	৯৮৯	৯৯০	৯৯১	৯৯২	৯৯৩	৯৯৪	৯৯৫	৯৯৬	৯৯৭	৯৯৮	৯৯৯	১০০০
১	বর্ডবাথ	...	৮	৮	৮	১১৭	১২	১১০	১০৭	১০১	১২	১৮	১৮	১১৪																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

नक्षत्रनक्षत्र क्षिति ।

	কলিকাতা ...	১৬ ব	১৩	১৪।১	১৭	১৯	১৭দ	১৮	১৮	১০দ	১০	১০	১৭দ	১৫	১৪	১৮দ	১৭	১৯	...
৬	হুগলুরঘা ..	১৪। ৪	১৪।	১৩।	১৭দ	১১০	১৭	১৮	১৮	১৮	১৬	১৭	১৩।
৭	ঘনোয়া ...	১৬দ চ	১৬দ	১৪।	১১০	১২দ	১২- দ	১২।	১২।	১৪।	১৩।	১৩।	১৭।
৮	পুলখা	১৪	১৪	১৬	১৬	১৬	১৫
৯	বেশোঁয়র ...	১৪ ছ	১৬	১১০	১৩	১৩	১৬	১৬	১৬	১২।
১০	মুরশিদাবাদ ...	১২ জ	১২।	১৭	১১।	১১।	১৬	১৪	১৩।	১২
১১	দিবাংপুর ...	১৬ ঝ	১১০	১২	১৩	১৩।	১১।	১৩	১৪।	১৮	১৬	১৭।	১১
১২	রাজশাহী ...	১২ ঞ	১২	১৭।	১২	১২	১৭।	১১।	১১।	১৬	১৩	১২।	১৭।- ১৬দ
১৩	ভূঞাপুর ...	১৬ ট	১৬	১১।	১০	১০	১৩।	১৩।	১৩।	১৬
১৪	বড়ডা ...	১৬। ঠ	১২	১৩।	১২দ	১২দ	১৩।	১৫	১৫	১১
১৫	পার্বা ...	১৪ ড	১৪।	১৮।	১৮।	১৮।	১৮।	১৫	১৫	১২।
১৬	দার্জিলিং	১৮	১০	১১	১৮	১৪।	১৪	১৫	১০	১০	১০
১৭	জলপাইগুড়ি ..	১০ ড	১০	১০।	১১০	১১০	১১০	১১।	১০	১৬	১৪	১৬	১১০

ক। বহুকুয়ায় লবণের খুজরা দূর টাকায় এইর।—কালনায়া ১৪ সের, কাঁটওয়ার ১৩ সের এবং রানীগঞ্জে ১২৫০ সের।

খ। মকঃসলে লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের অবধি । ৬ সের পর্য্যন্ত ।

প। মফঃসলে লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের অবধি। ৩১/ সের পর্য্যন্ত।

ସ । ସହକୁସୁମ ନବନେତ୍ର ଖୁବୁରା ନନ୍ଦ ଟୋକାର ଏହିଃ ।—ଈଶାସମ୍ପ୍ରତି ୧୩ ମେର, ଜାହାନ୍ନାବାଦେ ୨୩ ମେର ।

—বারাসভ ও বশীরহাটে ৩ সের, ও কলাগাছীতে ১১ সের ।

৬। ৫ ৪ ৩—যেহেরপুরে ১১ সের, চুয়াডাঙ্গায় ১০ সের, এবং রাণাবালিতে ১২½
সের।

অবধি তপুলাদি খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানি কাঠ ও লবণ খুজরা বিক্রয়ের বাজার দর।

টাকার বড় পাওরা বার।										৪০ সেরের মণের থোকে বিক্রয়ের দর।	
রাগী বা বাড়ওয়া ও চৌবা।		অধের।		ছোলা।		জ্বালানি কাঠ।		লবণ		লবণ।	
এই সপ্তাহের দ্রিটন	ইহার পূর্ক সপ্তাহের দ্রিটন	এই সপ্তাহের দ্রিটন	ইহার পূর্ক সপ্তাহের দ্রিটন	এই সপ্তাহের দ্রিটন	ইহার পূর্ক সপ্তাহের দ্রিটন	এই সপ্তাহের দ্রিটন	ইহার পূর্ক সপ্তাহের দ্রিটন	এই সপ্তাহের দ্রিটন	ইহার পূর্ক সপ্তাহের দ্রিটন	এই সপ্তাহের দ্রিটন	ইহার পূর্ক সপ্তাহের দ্রিটন
গড় বৎসরের এই সপ্তাহের দ্রিটন	গড় বৎসরের এই সপ্তাহের দ্রিটন	গড় বৎসরের এই সপ্তাহের দ্রিটন	গড় বৎসরের এই সপ্তাহের দ্রিটন	গড় বৎসরের এই সপ্তাহের দ্রিটন	গড় বৎসরের এই সপ্তাহের দ্রিটন	গড় বৎসরের এই সপ্তাহের দ্রিটন	গড় বৎসরের এই সপ্তাহের দ্রিটন	গড় বৎসরের এই সপ্তাহের দ্রিটন	গড় বৎসরের এই সপ্তাহের দ্রিটন	গড় বৎসরের এই সপ্তাহের দ্রিটন	গড় বৎসরের এই সপ্তাহের দ্রিটন

জিলা।

বঙ্গদেশ। পশ্চিমবঙ্গ জিলা।

সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	
...	১২	১২	১০	৩	৩	৩	১০	৩	১২	২৫৮	২৫৯	৩/০	বর্জমা।
...	১৭৬	১৮	৬৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	১২	১২	১২	৩৫০	৩৫০	৩০/৬	বাঁকুড়া।
...	১২	১৬	১৬	৮	৮	৮	১২	১২	১৫	৩৫৬	৩৫৬	৩০/০	বীরভূম।
...	১৬	১৭	...	৩৫৫	৩৫৫	...	১২	১৩	...	২৫০	২৫০	বেদিয়াপুর।
...	৮	৮	১০	৩	৩	৩	১০	১০	১০	২৫০	২৫০	২৫০	হুগলী।
...	৮	১০	১০	২	২	২	১০	১০	১০	৩৭	৩৭	৩৭	হাবড়া।

মধ্যপ্রদেশ জিলা।

...
...	১৮	১৮	১৮	১৮	২১	২১	২১	১৩	১৩	১৮	২৫০	২৫০	২৫০	কলিকাতা।
...	১১০	১৭	১৭	১৭	২১	২১	২১	১২	১২	১৩	৩৭	৩৭	২৫০	২৫০	২৪-পল্লভা।
...	১১১	১১১	১১০	১৫	১৫	১৫	৩৭	৩৭	৩৭	৩৭	মদীয়া।
...	১৫	১৬	১৫	৮	...	৮	১০	১০	১০	১৫	৩০	৩০	৩০	খুলনা।
...	১৫	১৫	১০	৩	৩	৩	১০	১০	১০	৩০	৩০	৩০	৩০	বশোহর।
...	১১০	১১০	১১৭	৩	৩	৩	১০	১১	১২	৩০	৩০	৩০	৩০	মুরশিদাবাদ।
...	১৫	১০	১০	১০	১০	৮	১৫	১৫	১০	৩০	৩০	৩০	৩০	দিখাজপুর।
...	১১৩	১১৫	১১৫	৬	৬	৬	১২	১২	১১	৩০	৩০	৩০	৩০	রাঙ্গামাটি।
...	১০	১০	১৬	২৫	২৫	২৫	১০	১০	১০	৩০	৩০	৩০	৩০	রঙ্গপুর।
...	১২	১২	১৩	২১	২১	২১	১১	১২	১২	৩০	৩০	৩০	৩০	বগুড়া।
...	১১৮	১১৮	১৮	৫	৫	৫	১২	১২	১১	৩০	৩০	৩০	৩০	পাবনা।
১২	১২	১০	১২	১৫	১৮	১০	১০	১০	৩	৩	৩	১৮	১৮	১৮	৪১০	৪১০	৪১০	৪১০	দার্জিলিং।
...	১২	১৬	১৮	৩৮	৩৮	৩৮	১২	১২	১৫	৩০	৩০	৩০	৩০	জলপাইগুড়ি।

চ। মজুতায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই—মাতকৌরায় ও বাগীরহাটে ১২ সের।

ছ। এই এই ১—খানিক ১২ সের বনগায় ১৩ সের মাগুরা ও নড়াইলে ১২ সের।

জ। এই এই ১—লালবাগে ১২ সের, জদিপুরে ১০। সের ও কাম্বিতে ১২ সের।

ঝ। এই এই ১—নাটোয় ও নৌগাঁ ১২ সের।

ঞ। এই এই ১—নিলকামারিতে ১২ সের, কুড়িয়াথে ১৩ সের ও গাইবান্ধায় ১৪ সের।

ট। শেরাজগঞ্জে লবণের খুজরা দর টাকায় ১২৫ সের।

ঠ। মজুতায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই—কশিয়াজে ৮ সের এবং শিলীগুড়িতে ১২ সের।

ড। ফালিকোটায়, লবণের খুজরা দর টাকায় ১০ সের।

নং।	জিলা।	১০ জোয়ার সেরের হিসাবে									
		নং।	ঘর।	তাল ১টি	নাখা ১টি	কু ৩ খাজরা।	তাল ৩	জোয়ার।			
		এই সজ্জাঘরের রিটন	ইহার পূর্ক সজ্জাঘরের রিটন	গজ বৎসরের এই সজ্জাঘরের রিটন	এই সজ্জাঘরের রিটন	ইহার পূর্ক সজ্জাঘরের রিটন	গজ বৎসরের এই সজ্জাঘরের রিটন	এই সজ্জাঘরের রিটন	ইহার পূর্ক সজ্জাঘরের রিটন	গজ বৎসরের এই সজ্জাঘরের রিটন	

পূর্বদিকস্থ জিলা।

নং।	জিলা।	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১৮	চাঁকা ...	৭	৭	১৪	১৬	১৬	১২	১২	১৫	১৫	১৪	১২	১১	১১
১৯	করীমপুর ...	১০	১১	১৪	৫৫	৫৫	৫৭	১২	১০	১৫	১৪	১২
২০	বাকরগঞ্জ	৫	৫	১২	৮	৮	১০
২১	ময়মনসিংহ	১০	১০	১০	১২	১০	১৬	১৪	১৪	১০
২২	চট্টগ্রাম	১২	১২	১২	১২	১০	১৬	১৬	১২
২৩	ককরাখালী	১৬	১৬	১০	৮	৮	১৬
২৪	ত্রিপুরা	১৪	১৪	১০	১০	১০	১৬	১৬	১৬	১০
২৫	চট্টগ্রামের প- কড়ীর প্রদেশ- ত্রিপুরা পর্যন্ত	১২	১২	১০	১০	১০	১০

বেহার।

নং।	জিলা।	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
২৬	পাটনা ...	১০	১২	১১	১৩	১৪	৫২	১৩	১৩	১৪	১০	১৪	১২
২৭	গয়া ...	১৬	১৭	৮	১১	১১	১৫	১০	১০	১২	১২	১২	১৬
২৮	নাখাখালী ...	৮	১২	১৭	১৩	১২	১৪	৮	৮	১০	১৪	১০	১৭	১৪	১৪	...	১০	১০
২৯	দারভাঙ্গা ...	১৫	১৬	১৬	৫০	৮	৮	১০	১৪	১০	১৬	১৬
৩০	মজলপুর ...	১৭	১৬	১৮	১০	১০	৫০	১০	১০	১২	১০	১২	১৭
৩১	সারণ ...	১৭	১৭	১৭	১২	১২	১৮	৮	৮	১০	১২	১২	৮	১৫	১০
৩২	গোন্দার ...	১৬	১৬	১৮	১২	১৫	১০	৮	৮	১০	১২	১২	৮	৫০
৩৩	মুন্সের ...	১২	১৬	১২	১২	১১	১৭	১০	১০	১২	১২	১২	১৬
৩৪	ভাগলপুর ...	১৭	১৬	১৬	১২	১২	১৭	১২	১২	১২	১২	১২	১৬

ট। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই২।—মাণিকগঞ্জে ১২ সের, নারায়ণগঞ্জে ১৩ সের ও মুন্সীগঞ্জে ১০১০৬ সের।

ন। —গোয়ালন্দ এবং মাদারীপুরে ১২ সের।

ত। —পটুয়াখালিতে ১০১২ সের, পিরোজপুরে ১০ সের ও জোয়ার ১০ সের।

থ। —কিশোরিগঞ্জে ১০১২ সের, আটুয়ায় ১২ সের, মেজকোণায় ১২ সের ও জামালপুরে ১১ সের,

ধ। ককরাখালীতে লবণের খুজরা দর টাকায় ১৯ সের।

ন। মফঃসলে লবণের খুজরা দর টাকায় ১৯ সের অর্থাৎ ১০৬ সের পর্যন্ত।

প। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই২।—ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় ১২ সের, ও চাঁদপুরে ১২১০ সের।

৮০ ডোনারদের সেরের হিসাবে

[illegible]

বেছাঁর ।

		সেৱ য২	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	টাকা	টাকা	টাকা
৩৫	পুৱদিয়া ..	১৬	১৬	১৭	১৩	১৩	১৬	১৪	১৪	১৭
৩৬	যালিফ	১১১	১১০	১৮	১১১	১১১	১৫	১৪	১৪	১৭
৩৭	সাঁওতাল গৰ- খুৱা	১৫.১	১৬	১৬	১২.১	১৩	১৬	১৫	১৬	১১২

উডিয়া।

		†																
७४	अर्धक	1812	2112	191	191	191	1812	1612	2112	1912
७५	गुरु*
७६	वर्तमान ...	16	16	18	15	15	...	16	16	16	115	115	112

ছোট নাগপুর ।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এজেন্ট।

৪১	কালারি বাগ ..	১৪	১৪	১৩	১৫	...	১৯	১০	১০	১৪	১৪	১৭
৪২	লোহা ডগা .	১৫	১৬	১৭	১৮	১০	১১৪	১৪	১৪	১০	১৮	১৮	১১৪
৪৩	সিংহভূম ...	৮	৮	১১	১১	১১৪	৫২	১১০	১১০	৫২	১১৪	১১৪	৫৬
৪৪	বাগভূম .	৩	১০	১১	...	১১৪	৫০	১৪	১৬	১৮	১১২	১১০	১১৭

• রিটার্ন পাওয়া যায় নাও ।

† মকঃমলৈ সামান, চাউলের খজুরা দর টাকায় ১১৩১৭ সের অবধি ৮২৮৭ সের পর্য্যন্ত।

১২। মহাকুশার লবণের খুজরা দর টাঁকার এইহ—কৃষ্ণগঞ্জে ১৯ সের, ও অররিয়া মহাকুশার অন্তর্ভুক্ত রাণীগঞ্জে ১০ সের।
 ১৩। ঐ ঐ ।—বেওয়ারে ১০ সের এবং গদ্যায় ১২ সের

১৩। — যেওঘরে ১৩ সেতু এবং গদার ১২ সেতু

कलिकाता

১৮৮৪ সাল, ১৯ মে।

টাকার বড় পাওয়া যায়।						৪০ সেরের ধানের থোকে বিক্রয়ের দর।										
রাগী বা মাড়ওয়া ও চীষ।			জমের।		ছোলা।		কালাবিজাত।		সবন।		সবন।					
এই সপ্তাহের রিটন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটন		এই সপ্তাহের রিটন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটন		এই সপ্তাহের রিটন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটন		এই সপ্তাহের রিটন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটন		এই সপ্তাহের রিটন				
	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটন			গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটন			গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটন			গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটন						
	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটন			গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটন			গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটন			গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটন						

জিলা।

বেহার।

সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	পূর্ণিয়া।
...
...
...

উড়িষ্যা।

সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
...
...
...

ছোট আগপুর।

দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের এজেন্ট।

সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
...
...
...

য৪। ত্রৈলোক্য মহাকুমাৰ লবণের খুজরা দর টাকায় ৮ সের।

য৫। চাঁচা ও বরক দিহা মহাকুমাৰ লবণের খুজরা দর টাকায় ১১ সের।

য৬। টাকায় লবণের খুজরা দর এইরূপ।—রখুনাথপুরে ১২ সের বরবাজার ও গোবিন্দপুরে ১১ সের।

সাধারণের অবগত্যর্থ প্রকাশ করা গেল।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটীং সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশের নিম্নলিখিত সকল গঞ্জে ১৮৮৪ সালের মে মাসের ১৫ তারিখের পূর্ব

		৪০ সেরের														
ক্রমিক সংখ্য	বন্দর।	গদ			ঘর।			তাল চাইল			গায়ালা চাইল।			কয় ও বাজরা।		
		এই সঞ্জাঘরের রিটন	ইহার পূর্বে সঞ্জাঘরের রিটন	গত বৎসরের এই সঞ্জাঘরের রিটন	এই সঞ্জাঘরের রিটন	ইহার পূর্বে সঞ্জাঘরের রিটন	গত বৎসরের এই সঞ্জাঘরের রিটন	এই সঞ্জাঘরের রিটন	ইহার পূর্বে সঞ্জাঘরের রিটন	গত বৎসরের এই সঞ্জাঘরের রিটন	এই সঞ্জাঘরের রিটন	ইহার পূর্বে সঞ্জাঘরের রিটন	গত বৎসরের এই সঞ্জাঘরের রিটন	এই সঞ্জাঘরের রিটন	ইহার পূর্বে সঞ্জাঘরের রিটন	গত বৎসরের এই সঞ্জাঘরের রিটন
১	বলিকাতা ...	টাকা ২১০০	টাকা ২১০০	টাকা ২১০০	টাকা ২১০০	টাকা ২১০০	টাকা ২১০০	টাকা ৪১০০	টাকা ৪১০০	টাকা ৪১০০	টাকা ২১০০	টাকা ২১০০	টাকা ২১০০	টাকা ২১০০	টাকা ২১০০	টাকা ২১০০
২	শেরাজগঞ্জ ...	১১০	২০০	২১	৪১০০	৪১০০	৪১০০	২১০০	২১০০	২১০০	২১০০
৩	টাকা ...	২১০	২১০	২১০	২১০০	২১০০	২১	৩০০০	৩০০০	২১০০	২১০০	২১০০	২১০০	২১০০
৪	বাগিয়ানগঞ্জ	২১০০	২১০০	২১০০	২১০০	২১০০	২১০০	২১০০
৫	চট্টগ্রাম ...	৩০০০	৩০০০	৩০	৩০০০	৩০০০	২১০০	২১০০	২১০০	২১০০	২১০০
৬	পাটখা ...	১৫০০	১১০০	২১০০	১১০০	১১০০	১১০০	৩১০০	৩১০০	২১০০	২১০০	২১০০	২১০০	২১০০
৭	বালেশ্বর ...	২১০০	২১০০	২১০০	৩০০০	৩০০০	...	২১০০	২১০০	২১০০	২১০০	২১০০	২১০০	২১০০
৮	পুরী
৯	কটক ...	২১০০	১৫০০	২০০০	৩০০০	৩০০০	২১০০	২১০০	২১০০	২১০০	২১০০

সারিটন পাওয়া যায় নাই।

কলিকাতা,
১৮৮৪ সাল ২০ মে।

দুই সপ্তাহ অবধি তুলানি খাদ্যক্রয় ও আলাদি কাঠ ও লবণ খোকে বিক্রয়ের বাজার দর।

যশোর দর।

চৌলস ও জোরার।			রাগী বা বাড়ুর। ও চৌমা।			জবের।			হোল।			আলাদি কাঠ।			লবণ।			বন্দর।	
এই সপ্তাহের রিটর্ন			এই সপ্তাহের রিটর্ন			এই সপ্তাহের রিটর্ন			এই সপ্তাহের রিটর্ন			এই সপ্তাহের রিটর্ন			এই সপ্তাহের রিটর্ন				
ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন		
টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা		
২০	২২	২০	২০	২০	১/৬	১/৬	১০	২০	২০	২০	২০	কলিকাতা।	
...	২০	২০	২০	৩০	৩০	৩০	৩০	শেরাকগঞ্জ।	
...	২০	২০	২০	১০	১০	১০	৩০	৩০	৩০	৩০	চাঁকা।	
...	২০	২০	২১	১০	১০	১০	৩০	৩০	২০	২০	খারায়নগঞ্জ।	
...	৩০	৩০	৩০	১০	৩০	৩০	৩০	৩০	চট্টোয়া।	
...	১১/৬	১১/৬	১০	১০	১১	১০	১০	১০	৩০	২০	৩০	৩০	নাটক।	
...	২০	২০	২০	১০	১০	১০	৩০	৩০	৩০	৩০	বালেশ্বর।	
...	পুরী।	
...	...	২১/০	৩১/০	১১/০	১১/০	১১/০	১১/০	১১	১১	১১	২০	২০	২০	২০	কটক।	

সাধারণের অবগত্যার্থে প্রকাশ করা গেল।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

LAND ADVERTISEMENT.

ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারায় জানাইতেছি যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন, ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৪৯ সালের ১১ আং ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকা ১৮৮৪ ইং ২৫ কেব্রুয়ারি স্বর্ঘ্যাস্ত পর্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোড ও পাবলিক ওয়ার্ক সেস আদায়ের নিমিত্তে ১৮৮৪ ইং ১৬ জুন মোতাবেক ১২৯১ বাঙ্গালা ও আষাঢ় রোজ মোমবার জেলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ ৩ মে।

মহল নওয়াবাদ।

নম্বর সার্কেল	নম্বর তালুক।	নাম তালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				রাজস্ব।	সেস।	রাজস্ব	সেস	মোট	
৭৭৩	৬৩১ ২০৫৭৮	খানেন ফটীকছুরি। মোজে কাঞ্চননগর তালুক রণু দেবী।।	নিং অখিল চন্দ্র রায় গং।	৮৯০৬৮	১৪৮১১৬	৩৩৪	৪২১১০	৩৮৩১০	সম্পূর্ণতালুকা নিলাম হ- ইনে।

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 3rd May 1884.

C. A. SAMUELS,

Offg. Collector.

নিলামের নোটিস।

এস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরী জেলা ২৪ পরগনা।

সন ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে। জেলা ২৪ পরগনার নীচের লিখিত মহালের সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ কিস্তীর বাকী বাবত ইংরাজি সন ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোতাবেক বাঙ্গলা সন ১২৯১ সাল ১৪ আষাঢ় শুক্রবার ঐ জেলার কালেক্টরিতে বিনা ওজর নিলাম ধরা যাইবেক ইংরাজি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৯ এপ্রেল।

প্রথম শ্রেণীর এস্তুমুরারি জমা ধার্য হওয়া মহাল।

২ নং পরগনে মাগুরা কিং কাঞ্চনবাড়িয়া ওগয়রহ লিখিত মালিক

দারকানাথ রায় চৌধুরী ওগয়রহ সদর জমা ... ২৮৩৩ ১/৮ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৬/৫২ ২ দস্তি ৮৪×১= আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালিতে দারকানাথ রায়চৌধুরী ওগয়রহ নামে ৬/১৪৭ দস্তি ১১/১৫৬৮৮৮- আনার কাত সদর জমা ২৪৩১৫.০ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৬/২ টাকা বাকী হওয়ার নিলামে ধরা গেল।

১৪৫ নং পরগনে কলিকাতা কিং মদরসা বনলুগলি ওগয়রহ লিখিত

মালিক কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ সদর জমা ... ২১১৯৬৬/৪ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৬/৮ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালিতে কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ নামে ১/১২ আনার কাত সদর জমা ২১১৯১১/৮ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭২৯ ১১/২১ টাকা বাকী হওয়ার নিলামে ধরা গেল।

[Government Gazette, 27th May 1884.]

১৪৭ নং পরগণে কলিকাতা কিং বেণ্ডা ওগররহ লিখিত মালিক
কৈবল্যনাথ বিখাস ওগররহ সদর জমা

... ৩৬৩৭ ১১/৯ টাকা মধো

সন ১৮৫২ সালের ১১ ইন্ডের ১০ খারামতে ১০ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমা-
লিতে কৈবল্যনাথ বিখাস ওগররহ নামে ১০ আনার কাত সদর জমা ১৮৩৬৫১০ ১১ টাকা তাহার
সন ১২৯০ সালের লাং ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় না হওয়াতে
৭৫১১৮৪ টাকার বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল।

৬২৪ নং কিং পরগণে বালিয়া তরফ মজুবাটী ওগররহ লিখিত মালিক

আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগররহ সদর জমা যার পুলিশ খানাদারি ... ৮৭১৫৬৩ টাকা মধো

সন ১৮৫২ সালের ১১ অক্টোবর ১০ খারামতে ১/১১ = আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট
এজমালিতে আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগররহ নামে ১১/১১ - আনার কাত সদর জমা যার পুলিশ
খানাদারি ৫৮১১ ১০ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের
২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় বাদে ১২ ১৮১০ টাকা বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল।

৪-৫-৪৪.

C. C. STEVENS, Collector.

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫২ সালের ১১ অক্টোবর ৬ খারাম বিধানানুসারে ইণ্ডা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা
ত্রিপুরার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলায় কাপেটের সাহেবের আকিমে বাকী রাজস্ব
এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন
অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৩ জুন দিবসে প্রকাশ্য
নিলামে নিবেশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৪ অপ্রিল।

তফসীল।

ভৌজির নম্বর।	খাস বেজাইয়ের নম্বর।	এ বেজাইর নম্বর।	নাম মহাল।	মালিকের নাম।	সদর জমা।	বাকী কিং আনুয়ারি ১৮৮৪।	কৈফিয়ত।
১৯৩০	৭২	১৮৯	টামটা পুটীয়া জো- য়ার পং বরদাখাত হিং ১১/১৩১—ক্রান্ত	গোবিন্দচন্দ্র দাস মহেশ- চন্দ্র দাস নগেন্দ্রচন্দ্র দাস উমাচন্দ্র সেন রজ- নীকান্ত সেন। জীমতী উমাতারা জং মৃত স্বরূপচন্দ্র রায় পিং মৃত গোলোকচন্দ্র দেব। জীমতী উমাতারা গুণী জং মৃত স্বরূপচন্দ্র রায় পিং মৃত কৃষ্ণমো- হন সেন সাং দারডা পং বরদাখাত খানে থোলা।	১৭০৮	৫৩৪	প্রকাশ থাকে যে এই মহালের শেষ পুনঃবন্দোবস্তে সরকারি রাজস্ব ২০৯৩ টাকা ধায়া হইয়াছে এই জমা খরিদারের ১২৯১ সন হইতে দিতে হইবে।
১৯৩১	৭০	১৮৯	তিলিঠা জোয়ার পং বরদাখাত হিং ১১/১৩১— ক্রান্ত।	গীচরণ দাস মজুমদার সাং নৈয়াইর পং জীচাইল, রামকির রায় সাং চান্দরাই প্রকাশ্য আমিরাবাদ কাশীচন্দ্র দে সাং তথা জীমতী জীমতি সাং তথা, মাধবচন্দ্র দাস সাং রায়পুর পং বিক্রমপুর, জগবজু দাস সাং তথা বজ্রচন্দ্র দাস সাং তথা দ্বারিকানাথ দাস সাং তথা।	৬১৩৫৩	২০৬/১০	

৭-৫-৪৪.

J. A. HOPKINS, Collector.

[গবর্ণমেন্ট সেক্রেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

জিলা হুগলি।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার কাছারি কালেক্টরি জিলা হুগলি।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আক্টোবর ৬ খারার বিধানানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা হুগলির অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সন ১৮৮৪। ২৮ মার্চ তারিখের আদালত বাতী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী বাতী রাজস্বের দ্বারা প্রচলিত আইনানুসারে আদালত হইবার বিধি আছে তাহা আদালত নিমিত্তে সন ১৮৮৪। ১৯ জুন মোতাবেক বাতীনা ১৯২১ সালের ৬ আক্টোবর হুগলিবিহার দিবসে হুগলির কালেক্টরি কাছারিতে একাধা মিলামে বিক্রয় হইবে ইতি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ৫ মে।

সন ১৮৮৪ সালের নং	মহাল ও পরগ- নার নাম।	বাকীদার বালিকের নাম।	সদর জমা ডাইন।	বাকীর পরিমাণ।	টেকিরং।
৯	প্রথম অংশ ইন্ডুরারি বন্দ- বস্তী মহাল। মৌলভপুর পরগ- না।	সৈয়দ ফজলে রহমান ওরফে আল্লা- রাখা দিগর। বাদ গজাবর কর মোজা সিডলা তৎ- সামিল পতী বাগান ডাঙ্গা ও মির- পাড়া রকম ১২১। আদালত সদর জমা এঃ কুসুমকুমারী দাসী ১৫১০ বিঘা জমির জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে। বাকী সৈয়দ ফজলে রহমান ওরফে আল্লা রাখা দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	১১৩২৫২ ৪২৫০ ৫১০ ৪৮৫০		
১০	২য় অংশ রাধাকান্তবাটী পরগনা।	কহিমদী মিস্ত্রী দিগর ... বাদ হাজি আছালদী মিস্ত্রী ৪০৫১ বিঘা জমির জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে। বাকী কহিমদী মিস্ত্রী দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৬২৪১১১১ ২৪৫০ ৫২৯৫/১১	১২২১/১১ ৪৬১/০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নি- লাস হইবে। এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাস হইবে।
১১	৩য় অংশ বসন্তপুর পরগ- না।	সেখ হাকিমদীন আহাম্মদ দিগর সদর জমা। এই মহালের মধ্যে মণিকলাল শীল নাওয়ালগের তরফ শরতকুমারী দাসী রকম ১১/০ আদালত হোল আদালত করিয়া তাহার রকম ৫৪ আদালত সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে।	১১০৮৫৭ ২৪২৪১/৬	৪২২১/৬	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাস হইবেক।
১২	৪র্থ অংশ মণ্ডলবাটী পরগ- না।	দুর্গাচরণ লাহা দিগর ... এই মহালের মধ্যে মণিকলাল শীল নাওয়ালগের তরফ শরতকুমারী দাসী ৫১১৫৪ আদালত সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে।	২২৩৭২৮৫ ৬১ ৩১৮০২/২	১২২৬৩৫২	এই বাকীর জন্য এই অংশ নি- লাস হইবেক।
১৩	৫ম অংশ সাঁখখালি পরগ- না।	মনোহর মুখোপাধ্যায় দিগর ... এই মহালের মধ্যে কালিদাস দেব মেনেকার ইফেট গিরিজামাধ রায় চৌধুরী দিগর রকম ১২ আদালত সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে।	১০১৪৮৮ ১০১৪৫/০	৫০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নি- লাস হইবেক।

সদর নং	মহাল ও পর- গনার নাম ।	বাঁকীদার মালিকের নাম ।	সদর জমার ডাইম ।	বাঁকীর পরিমাণ ।	টেকিরং ।
৫৫	প্রথম শ্রেণী ইন্তমুরারি বন্দ- বস্তী মহাল । চাঁপাহাটি পং পাতুয়া ।	গড়নাথ ধল্যা দিগর ...	৫৮১০/২	৩৫১০	
৫৬	এ এ এ	গড়নাথ ধল্যা দিগর ...	৬০৬১/২	৩১৩১১০	
৫৯	মাখালডিহি পং পাতুয়া	সৈয়দ আবুল মজ্জর দিগর ... বাদ অভয়াচরণ নন্দী রকম ১২৪৮ আনার সদর জমা এঃ উঃপদ্মনায়াগ নন্দী দিগর রকম ... ১২৪৮ আনার জমা বিঃ ৮২৮০০ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে । বাঁকী সৈয়দ আবুল মজ্জর দিগর ... ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই ।	৭২২৫০১ ২১৪/০ ২১৪/০ ৮২৮০০ ২২৫৫/১	৩০৪	এই বাঁকীর জমা এই অংশ নি- লাম হইবেক ।
৬২	এ রায়চাঁদাল পং মণ্ডলবাট ।	কানাইলাল শীল দিগর ... এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল নাব লকের ভরফ শরৎকুমারী দাসী রকম ১৫ আনার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।	১৯৩৭৪৫২। ২৭২৫১১/০	৯৩৯/০	এই বাঁকীর জমা এই অংশ নি- লাম হইবেক ।
৬৭	এ গুহবাড়ি পং চৌমুহা ।	গিরিশচন্দ্র সিংহ রায় দিগর ... এই মহালের মধ্যে গোপালচন্দ্র মোহন গুহবাড়ি ও হরিরামপুর ২ মোজায় ষোলআনা সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।	২৬৯৫৫০ ৬৯২০৯	৪৭২০৯	এই বাঁকীর জমা এই অংশ নি- লাম হইবেক ।
৭৯	এ সেরপুর পং বালিয়া ।	মেধ কান্দেবরকম দিগর ... এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল নাটালকের ভরফ শরৎকুমারী দাসী রকম ১১/ আনা সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।	১০৩৯১১৯৯ ৫৮৪৫০৫।	২০১৩১১/৯	এই বাঁকীর জমা এই অংশ নি- লাম হইবেক ।
১১০	এ খালড় পং খালড় ।	রাণী লালনমণি দিগর ... বাদ ললিতমোহন সিংহ ও নগেন্দ্র- বালা দাসী রকম ৫০ আনা সদর জমা উদয়চাঁদ মুখোপাধ্যায় রকম ১/০ আনা সদর জমা রাজা প্রথমনাথ রায় বাহাদুর রকম ১০ আনা সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে । বাঁকী রাণী লালনমণি রকম ১০ আনা সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই ।	১০৩৯০১১৬ ৭৭৯৩ ৬৪৯১০ ১৩৯৮৫/ ৯৭৪১০ ৬৫৯১৬	১৭১১১৬	এই বাঁকীর জমা এই অংশ নি- লাম হইবেক ।

সহকারী নং	মহাল ও পরগনার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার হাটন।	বাকীর পরিমাণ।	বৈধি২১
১১১	প্রথম শ্রেণী ই- সুমুরারি বন্দ- বস্তী মহল। রাজহাট পং খোশালপুর।	জীবনকৃষ্ণ গোস্বামি দিগর ... বাদ আনন্দময়ী দেবী একত্বিকিউটর ইউকট বন্দাবনজ রায় রকম ১/০ আনা সদর জমা। হরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় কিসমত নশির পুর ও বৈদ্যবাটী ও অভিরামবাটী তিন মৌজার রকম ১/১০ আনার মধ্যে ১/০ আনা সদর জমা। প্রসাদদাস গোস্বামি রকম ১৬১১ = আনার জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাকী জীবনকৃষ্ণ গোস্বামি দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৭২৬৬৩ ২২৬৭০ ৮২৬০ ১৫১১০ ৪৬০১/০ ২৬০১১/১০		
১১২	মল্লিকহাটী পং বোর।	প্রসাদ দাস গোস্বামি দিগর ... বাদ রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামি দিগর রকম ১০ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাকী প্রসাদদাস গোস্বামি দিগর রকম ৭০ আনা জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	২২৬৮২ ৭৪২৭ ২২২১২	৩১০/০ ১৬৯১/৪	এই বাকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক। এই বাকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।
১১৩	চাতরাবাদে পং বোর।	রামানন্দ লাহিড়ি দিগর ... বাদ রামানন্দরী দেবী রকম ১/১০ আনার সদর জমা। নিমচাঁদ লাহিড়ি রকম ১/১০ আনার সদর জমা। দিননথ চৌধুরী রকম ২/১০ আ- নার সদর জমা। আক্ষয়লাল মুখোপাধ্যায় রকম ১/৮১২ আনার সদর জমা। কালীকানন্দ পাল দিগর রকম ১/১০ গণ্ডা সদর জমা। লালজী চৌধুরী, বাদে চাতরা বাসু- দেবপুর, দেবুড় ও মৌজার রকম ১/৮১০ আনার সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাকী রামানন্দ লাহিড়ি দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৭৪০১/৫ ১৪৯১/০ ৬৬৭ ৫১৭০ ৮৮১/০ ৩১৭০ ১১৭৭০ ৫১৫৭ ২২৫১১/৫		
২০৩৪	মোদামি বন্দ- বস্ত। মুলতানপুর চর পং পাটখল।	অমৃতলাল েন দিগর ... বাদ পূর্বচন্দ্র রায় রকম ১/০ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	২২২০ ৪০৬০২৯ ৪১৪৮১		

সফাল ও পর্বগ- নার নাম	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার তাইন।	বাকীর পরিমাণ।	টেক্সিৎ।
মোদামিবন্দবস্ত	বাকী অমৃতলাল সেন দিগর রকম ১১০ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	২৬৪১/৬ রোড ফণ্ড ৪১১৪১।	২১।০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।
২১৪৮ অনুর্কপুত্র চাক- রানপাং সিংহ	মানিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরতকুমারী দাসী দিগর। বাদ কানাইলাল শীল রকম ১১/২ আনার জমা এঃ গোবিন্দলাল শীল রকম ৩৪ আনা জমা বিঃ। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৬৫৬১/৫ ৩২৩৫৩/০ ১৩১১/০ ৫২৫০০	.	
প্রথম প্রেমী ডে- অমুরারি বন্দ- বস্তী মতাল।	বাকী মানিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরতকুমারী দাসী ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	১০/২৫	৪২১০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।
৩১৩৩ কুটীপুত্রের সা- মিল অমর- পুর পংছুটি- পুর।	যতুনাথ ঘোষ দিগর ... এই মহালের মধ্যে পূর্ণেন্দ্র দেব রায় ১০ আনাকে যৌল আনা করিয়া তার রকম ১/৬১১ আনার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৭০৬১৮ ৫৮৫০০	১৬৫০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।
৩৬৩৭ জোঁ-কুল পাং ছুটিপুর।	চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দিগর ...	৫১০১১/৭	২২৫০/৩	
৩৮৪২ সামদপুরবাটকে পাংছুটিপুর।	যতুনাথ দে দিগর ... এই মহালের মধ্যে অবিনাশচন্দ্র গাল রকম ৩০ আনা জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৮২৪৫২/১১ ১৫৪১১০	৩২০/৬	এই বাকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।
৩৯৯০ মোদামিবন্দবস্ত হাওড়ার পাং বোর।	বাণী লালনমণি দিগর ... বাদ ব্রজনাথ জিনানি রকম ১/ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৭২৬১৮। ২২৭/০	.	
প্রথম প্রেমী ই- অমুরারি বন্দ- বস্তী মতাল।	বাকী বাণী লালনমণি দিগর রকম ১০০ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৪২৯০৮।	৬২১০/৯	এই বাকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।
৪০৮৬ গোবিন্দপুর পাং আহানাদ।	মানিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরতকুমারী দাসী।	১০৪০৭।৭	৩৫২৬৫০	
১৭৯১ গুণিগাড়াচর পাং মওলঘাট।	কালিদাস দেব বেনেজার কানট- গিরিজানাথ রায় গোপুত্রী দিগর। এই মহালের মধ্যে রকম ১৮ আনার মালিক ভুগীনারায়ণ সেন সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৭১৫৭ ৩০৬৭	১৮ মাঠ কি- স্তুর নাকা ১০৫১৮৩ ১২ জামুয়ারি কৌণ্ডীর ৮৯১১/৬ ১২৩৫০৯ ২৮ মাঠ কিস্তির ২৬/৯ ১২ জামুয়ারির ২২/৯৩ ৮১১০	এই অংশ ১৮৮৪। ২৮ মাঠ নিলাম তত্ত্বায় খরিদার কেবল বায়নার টাকা দিয়া ৭৭- শিল্ড টাকা না দেওয়ার প্রব- নার টাকা অদ- করা গিয়াছে ও অ- না এ প্রথমখরি- দারের দায়িত্বে ও মুকিতে এই অংশ পুনরায় নিলাম হইবেক।
	রকম ১২ আনার মালিক অমৃতনাথ দেন সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৭৬১১০		

জেলা মুরশিদাবাদ।

ইজারার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৮১ সালের ১১ আইনের ৬ ধারারতে জেলা মুরশিদাবাদ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত মাফাফ সন ১২৯০ সালের লংকিণী কালগুদার বাকী রাজস্ব আদার জন্য সন ১৮৮৪ সালের ২৪ জুন বোডোবেক সন ১২৯১ সালের ১১ আবার নজলবার জেলা মুরশিদাবাদের কালেকটরী কাছাড়িতে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮৪ সন তারিখ ১৭ আশ্বিন।

জেতার নং।	মাফাফের একার।	ভৌমিক নং।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম ভাস্কর।	সদর জমা।	কৈকির ২।
১	প্রথম জেতার মাহাল	৪৪	ভরক কালুয়া গাবার- বক পুর।	কৃষ্ণকিহর রায় কমলাকান্ত রায় গোপীকান্ত রায় প্রভা- বতী দাস। মাতা অনি কৃষ্ণপ্রসাদ রায় দাবালগ।	৩২৪৪।০৭	এই মহাল মধ্যে প্রভাবতী দাস। ও কমলাকান্ত রায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ। ১০ আনা বাবেদ কৃষ্ণকিহর রায় ও গোপীকান্ত রায়ের একমালী অংশ। ১০ আনার কাক সদর জন্য ১৪৪৭/৪ টোকা নিলাম হইবেক। বাকী ৭১৬৬/০ টোকা।
২	ঐ	৪৪	ভরক কালুয়া গাবার বক পুর।	ঐ	৩২৪৪।০৭	এই মহাল মধ্যে প্রভাবতী দাসার পৃথক করিয়া লওয়া অংশ। ১০ আনা ও কৃষ্ণকিহর রায় গোপীকান্ত রায়ের একমালী অংশ। ১০ আনা বাবেদ কমলাকান্ত রায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ। ১০ আনার কাক সদর জন্য ১২৩১।০৭ টোকা নিলাম হইবেক। বাকী ৩৫৮০/৩ টোকা।
৩	ঐ	৬৭	ভদ্রানোপালপুর গাবার পালনী।	রায় দেভাবতী দাসার বাহাদুর	১১৪২।০০	রাজস্বর বাকী ৪৬০৬।১১ টোকায় অন্য সমস্ত মাফাফ নিলাম হইবেক।
৪	ঐ	২২০	কিন্দ্রত বোজপাতি- ডুইল পরগণা বার- বক সিংহ।	হিরাজাল চৌধুরী বাবদগাস চৌধুরী অধিনীতকার মুস্তকী বটুকদাশ মুস্তকী দাদাধন গোয়াসী।	৭-৩৭।১১	সরকারি বাকী রাজস্ব ৪৫/১০ টোকায় অন্য সমস্ত মাফাফ নিলাম হইবেক।

৫	প্রথম জেলার মহাল	২৩৩	ভরক পরাংন রাজপুর।	রাধাশ্রী'ন যুগ্মকী তাঁর গি ১১১১ সন্মতি নীস ও ১১১১ নীস যুগ্মকী অধিদায়ী নীসী কোত্রাথ চল্লগিও মুক্তিকি ভূতন:মাহিনী নাম।	৬১১১১১ সরকারি দাকৌ রাজস্ব ৬৩১১১১ টাকার জন্য সমুদয় মাহাল নিলাম হইবেক।
৬	এ	২৭৩	কিশমত পুত্রগনে ২৮৮ সিন্ধ ৪৯২ ২৮৮ সিন্ধ ৪৯২	রাগ, নিদ জগতামান মনোহরন মনোহরন হিরাজাল বামনদাস নীদচল্ল মতিলা চৌধুরী, রাগদন গো- স্বামী গোটিদাওনি দেবা বামুনিংহ মুক্তকী দন- মালী কালচাঁদ পাংরামান রামচাঁদপান চৌধুরী চল্লাননা। অদী কুককিশোর গোপাললাল 'বহু- লাল আনন্দর যুগ্মকী চৌধুরী হরিদাস তুলসীদাস- চৌধুরী নামাংগের অলিমতা অধিলেশ্বরী দেবা হাঃজল্লল্ল মুক্তলাল ছিনামলাল চৌধুরী অনাদন হরোরাব চৌধুরী নীদলগের তলিমতা চল্লুখা দেবা ও কলিমতা দেবা মনোহরহিনী দেবা মনো- হর বন্দোপাধ্যায় ব্রজলাল চৌধুরী গোপী সুল্লরী দেবী গোপীদেহন চৌধুরী এনোকেমী দাঁদীসুল্লরী দেবা কলিমতা চৌধুরী হাঃজল্ল ৩ দাঁদ বহুনাথ বন্দোপাধ্যায় করিলান চৌধুরী হাঃজল্ল ৩ দাঁদ বহুনাথ ওর বহুনাথ দাঁদী বিবি স্যাজজ বহুনাথ বিবি গোল,- পান্দুরী দেবা হাঃজল্ললাল চৌধুরী।	২৩৩৬১১ এই মাহাল মঠো মৌলবি জিহাওর বহনান রাগিরা বিবি দাকৌ বিবি হিরো-নাম দাননাস চৌধুরী ও রাধা- বিনদ চৌধুরী ও রামুসিংহ মুক্তকী ও মাধবচল্ল চৌধুরীর পুত্রক করিয়া লওয়া অংশ ৬/৭/১২। নীপ হিলে: কাত মদ্রজ: ১: ৬৬৭৭ টাক। বাদে রামগো- পাল চৌধুরী গিগরের এজন্য নী অংশ ৬১০ গোড়া ৪।। নীপ ১৬ হিলের কাত মদ্রজ: ১: ৬৬৭৭ টাক। নীলাম হইবেক। বাকী রাজস্ব ৬৩১১১ টাক।
৭	এ	৪০৭	মৌজ রামনাগী গিঃ মতেসিংহ।	গাঃকতী ঘোষ মজুমার মির ইজ্জ: ন্য মাজ গোষ্ঠি- হারি খুদিরানি হিরাজাল আমানিক মজুমার জগদীশ বরওয়ারি গোবিন্দ বাহাদুর দেবাইত কিশোরী জিউ নেব ঠাকুর মির মহামুদ নয়াজ রাইরদিগী দাঁদী জাহেদা দিদি লীনবজু দাঁদ কুনগন নীস দাঁদভারন দাগ রায় কৈলাসকামিনী দেবা চল্লপ্রসাদ দোয় মৌজপ্রসাদ ঘোষ নাবালগের অলিমতা লক্ষ্মেশ্বরী দাঁদী রাধেশ্বর বন্দোপাধ্যায় স্বরং নান জর পক্ষে বালীদাঁদ হিলেকেশ রামলাল দাঁদাগো বদল বকো, পাধার দেবাই ৩০ গোপাল দেব টাকুঃ।	এই মাহাল মধ্যে সাতকতী ঘোষ মজুমার দি হেরপুত্রক করিয়া ১১১১ অংশবাদের হিরাজাল আমানিক সিগ- রের এজন্যী অংশ ৬/৭/১২ হিলের কাত মদ্রজ: ১: ৬৬৭৭ টাক: নিলাম হইবেক দাঁদী রাজস্ব ১২(৫)পাই।

ক্রমিক নম্বর।	মহালার নাম।	তারিখ নম্বর।	নাম বহাল ও পরিগণ।	নাম ভূমিকদার।	সদর জমা।	টেককিরত।
১	প্রথম মহালার নাম।	৪৩৬	কিনমত পরগণা- জাতিপুর পাঃ সীতাখোলাপুর।	বিপিনবিহারি নরিনবিহারি কৃষ্ণকিশোর মুন্ডুলনাথ রামচন্দ্র ভগদাসচন্দ্র বনওয়ারিলাল দীলচন্দ্র ললিত- নোহন বৈদ্যনাথ ওকরাস লক্ষ্মনদাস গণেশচন্দ্র গঙ্গানারায়ণ কুলদাসপ্রদ গৌপেশ্বর সেন মনমসখী দাসী কামদাকিন্তর মুখোপাধ্যায়।	৩৩৬৫৭	এই মহাল মধো মনমসখী দাসার ও কামদাকিন্তর মুখোপাধ্যায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ দ্বি- গৌপেশ্বর সেন দিগবের একমালী অংশ ১১/১২ গৌড়ার কান্ত সদর জমা ২০৯৪/১০ টাকা নিলাম হইবেক রাজস্বর দ্বারা ৭২৬/১১।
২	২	৪৩৭	কিনমত পরগণা- খালী পরগণা- খালী।	বীরচন্দ্র নন্দীদাসবিহারি চৌধুরি কামদাসমল্লী দাস সোদামল্লী দাসী কৃষ্ণমল্লী দাসী গঙ্গাধর চৌধুরী অনন্তমল্লী দাসী ব্রহ্মমল্লী চৌধুরী।	১৬৭৭০২	এই মহাল মধো গঙ্গাধর বীরচন্দ্র চৌধুরী পৃথক করিয়া লওয়া অংশ দ্বিগৌপেশ্বরী দাসার দিগবের এক- মালী অংশ ৫/১১/১০ কান্ত সদর জমা ৫৫২/১১ টাকা নিলাম হইবেক রাজস্বর দ্বারা ১১৩ আনা।
৩	৩	৪৩৮	ভিহ জাতিই সেতুপুর।	চন্দ্রমহিনী দাসা থাকনো দাস। অলি দাস। বিজয়ধর বোম প্রাথমিক বোম কান্তিকচন্দ্র বোম গোপীমু- ন্দরী দাস।	৩৪২২/১- ১১ পুলিস ২৬০৭ ৩৪২২/১	এই মহাল মধো থাকনো দাসী দিগবের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনা দ্বিগৌপেশ্বরী দাসার এক- মালী অংশ ১১ আনার কান্ত সদর জমা ১৭২৬/১০ টাকা ও পুলিস ১২০৪ টাকা নিলাম হইবেক। বাতি ... ৫৭৪০ পুলিস ... ৩১০ ৫৭৭৭/১০
৪	৪	৪৩৯	কিং পাঃ ইজিরাগদ পাঃ ইজিরাগদ	বৈদ্যনাথ ও বিজয়দাস পাল চৌধুরী গোলাপ দেবী অগজপাল পাল একমালী দেবী গোলাপচন্দ্র তওয়ারী দ্বিগৌপেশ্বর সেন গণেশলাল কৃষ্ণপ্রদ দাস।	১১৭৫/১০	এই মহাল মধো দ্বিগৌপেশ্বর সেনের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০৫০ দ্বিগৌপেশ্বর সদর জমা ৪৭৭/১০ টাকা নিলাম হইবেক দ্বারা ২৮৭ টাকা।

১২	৬	৫৪০	মাজ এম্বিনপুর পং কুলদাউয়া।	১০৬/১১/৮২	এই মাহাল মধ্যে হারান্নী চৌধুরানী অনিহা ৩৭ মাপ- রখী সভাচরণ গ্রাম চৌধুরী পুথক করিয়া লওয়া অংশ ১১ গোঁড়া বাগে চাকচক্স বস্তু নিগরের এডমালী অংশ ৬৮:৯ গোণ্ডারকাঁড় সমস্ত জমা ৯৯:৬৮/৫ টাকা নিলাম হইবেক। বাকী ... ১১০ পাঁহি।	৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০
----	---	-----	--------------------------------	-----------	--	----------------------------

১৩	দ্বিতীয় মাহাল	৫৮৮	চরণগাঞি পং সমস- খালী বন্দবস্তদার দেউড়ানারান হার নাথালগন জামি নাড়া ত্রিপুরান্দরী দেবা হামলায় হায় গীহালথ হার হাঃ মগর রায়।	৭০৭/১	রাজস্বর বাকী ১৮৬/১০ টাকা অংশ সমস্ত মাহাল নিলাম হইবেক।	(৫১৭)
----	----------------	-----	---	-------	--	---------

১৪	প্রথম শ্রেণীর মাহাল	২৭৬০	কিং তরক হোঁচন- পুর পং আসন নগর কোম্পাথ হার দ্বিতিকনাথ হার ও হারিনাথ হোঁস...	৬১৫৬/৯	১২২০ মালদ লোঁ অগ্রহারন তলবেব রাজস্বর বাকী রোঁ ডক ১৫২৮ টাকা অংশ সমস্ত মাহাল নিলাম হইবেক।
১৫	৬	২৭৭৯	তরক কাণাই পাঁড়া পং আসন নগর রামচাঁদ হোঁস	১৩৪৯/৫	১২২০ মালদ লোঁ ফালগুন রাজস্বর বাকী ৮১১৬/৬ টাকার অংশ সমস্ত মাহাল নিলাম হইবেক।

BERHAMPORE,
The 13th May 1884

J. C. VEASEY,
Offg. Collector.

জিলা খুলনা।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাইতেছে যে এই খুলনীয় জেলায় নিম্নলিখিত মতাল সকল ১৮৮৩। ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ কিছির সরকারী বাকী রাজস্ব আদায় জন্য আগামী ১৩ জুন যোতাবেক ১৮৮১ সালের ১০ অক্টোবর তারিখ সোমবার এই কালেক্টরির কাছারিতে বিনা ওচরে প্রকাশ্য বিনামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪।

ক্রমিক নম্বর।	মতাল ও পং- গনার নাম।	মালিকের নাম।	ঘোট সদর জমা।	যে অংশ বিক্রী হইবে।	বাকী পড়া অংশের সদর জমা।	১৮৮৩। ৮৪ সালের মার্চ কিছির বাকী।
৬	পংগনে আগর- পাড়া বিলম্বত আগ-পাড়া।	গোবিন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী দিগর।	১১৬২/৯৩	১৮৫৯ সালের ১১ আই- নের ১০ ধারা অনুসারে সত্ত্বা হিসাবে ১ হি- স্যা মংজেনাথ রায় চৌধুরী দিগর বরম ৬/১০ আনা।	১৩৫৬/৯২	৩/৩
২৮	পং হিলকি বিং বজমোহন বার চৌধুরী কেড়গ ছি।		৫৮৩/৮	সম্পূর্ণ মতাল ...	৫৮৩/৮	১৭৩১১০৬
২৯	পং খলিসখালি বৈলসকাছিনী দেবতা বিং খলিসখালি দিগর।		৮২৭৬/১১	২ ...	৮২৭৬/১১	১৩০৬/১১
৩৪	পং হিলকি কংমংজেনাথ রায় চৌধুরী গঙ্গরপুর।	দিগর।	১২১১/৮	৫ হিস্যা আনন্দমোহন মোহন বরম ১/১০ গড়া।	১২৮/০	৩০/১/১১
৫৭	পং তালবপুর কিং গ বিলমোহন বরু দি- তালবপুর।	গর।	৫৮২/৬	১ হিস্যা ...	৪৭৪/১১	১১৩/৮
৭২	পং দাতিয়া কিং চন্দ্র রায় দিগর ...		১৭৩১/১৬	সম্পূর্ণ মতাল ...	১৭৩২/১৬	১২০৬/১১
১০৮	পং বুড়ুন কিং বুগাচরণ লাহা দিগর ...		৫১১৫/১১	৩ হিস্যা খুলনীয় আগা- বদান আনন্দ বরম ১/১০ গড়া।	৫১১/০	৩/৫
১১১	পং বাজিতপুর লোকনাথ ভক্ত চৌধুরী কিং ব. তি. তি. দিগর।		২১২১/১১	২ হিস্যা লোকনাথ ভক্ত চৌধুরী বরম ৮/১০ দিগর।	৫৮২/৮	১/৩
১২৫	পং বুড়ুন কিং খাকমণি চৌধুরী দিগর দেবতা।		৭১২/১১	সম্পূর্ণ মতাল ...	৭১২/১১	১১/১১
১১৭	পং তালুকা কিং সত্যনারায়ণ দিগর ...		১১৯ ৩৬/৮	১ হিস্যা মেহেন্দ্রনাথ চৌধুরী দিগর বরম ১/১০ গড়া।	৮৫০/৮	২৭৬/৭/১১
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১৮৫৯ সালের ১১ আই- নের ১০ ধারা অনুসারে সত্ত্বা হিসাবে ২১ হিস্যা বরম ৬/১০ গড়া কৈলস চন্দ্র সরকার দিগর।	২০/৭	৭/৮
১৩২	পং বুড়ুন কিং বুগাচরণ লাহা দিগর ...		২০২২/১৩	২ হিস্যা বং ১/১০ আনা।	১০১১/১১	১/৬
১৩২	পং মলই কিং মলই।	পারুলীনাথ বার চৌধুরী দিগর।	২২১৭/১১	২ হিস্যা মংজেনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	২২১৭/১১	৮৭১৬/১১
১৫২	পং সপ্তরংগপুর কিং ব. ম. ম. দিগর।	ভুবনমোহন মজুমদার দিগর।	৫৪২৬/৮	১ হিস্যা ভুবনমোহন মজুমদার ১/১০ আনা।	১০৭/০৫	১১/০/১১
১৬৬	পং সুরমপুর কিং ১১৫ নং লোট অ. সুরমপুর নগর।	জহিরুল্ল্যাহ সরকার দিগর।	১৮৮৮/২	সম্পূর্ণ মতাল ...	১৮৮৮/২	১১০০/৩
১৯১	পং মলই কিং অ. ব. ক. দিগর।	পারুলীনাথ বার চৌধুরী দিগর।	৮২০/১০	৪ হিস্যা বাজেনাথ রায় চৌধুরী দিগর লাং সাতধারা।	৮২/৮	৩/০/১

KHULNA COLLECTOR'S OFFICE, }
The 6th May 1884. }

F. H. BARROW,
Offg. Collector.

বাকী খাজানার জাপনপত্রের পাঠ।

জেলা দিনাজপুরের কালেক্টরী।

ইহার দ্বারা সনাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জেলা দিনাজপুরের মহাবর্তী বিমুনিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৮শে মার্চ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালিককারী এবং অধ্যক্ষ্য দ্বারা চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাষ্ট্রের মার্য আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় বিমিত ১৮৮৪ সালের ১৬ই জুন তারিখে এই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিধা ওক্রে ৩ প্রকাশ্য মীলামে ধরা যাইবে।

প্রথম শ্রেণীর ইস্তফারি অধ্যক্ষ্য দেওয়া মহাল।

নম্বর ভৌজিঃ।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকীর জন্য মীলাম হইবেক।	মন্তব্য।
১৩০ নং	ঘোঁজে চারখড়া গয়রহ পরগম গীলাহবাড়ী।	কাত্যায়নী দেবী। জয়কিশোর চৌধু- রী প্রভৃতি।	১১৯১৫৬৫	১৯৯৫১	পুরা মহাল মীলাম হইবেক।
২৩৭ নং	ঘোঁজে দৌলতপুর গয়রহ পরগমে র জব্দগর।	ভারকমাথ চৌধুরী, জয়ধরী চৌধু- রানী উচ্চি শঙ্ক শেখমল্ল চৌধু- রী প্রভৃতি।	৪৬৬০/১১	৪৮০১৮	এই মফাৎসর মধ্যে লালমোহন চৌধুরীর ৯০ আনা অংশ যাহার ৪৮২১/১০ আনা সদর জমা হয় তাহার হিসাব ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারা- নুসারে পৃথক আছে তাহা বাদে বাকী ৫৭০ আনা অংশ যাহার ৪০৭৭৫/১১ পাই সদর জমা হয় এ একমালী অংশ বাকী পড়ার তাহাই মীলাম হইবেক।
২৩৩ নং	ঘোঁজে গোবিন্দ- পুর গয়রহ পর- গমে বোড়াবাড়ী।	শ্রীমতী মজুমদার ও গোলাকমাথ মজুমদার প্রভৃতি।	৬৭৯৩/১৩	২৫১২৭	ঘোঁজে কেন্দুল ও গোবিন্দপুর বাদে এই মফাৎসর গোলাকমাথ মজুমদারের ১৪=ক্রান্তি অংশ ১৮৭৬ সালের ৭ আইনের ৭০ ধারামত হিসাব পৃথক হইয়া ৫১৩০৫ পাই সদর জমা হইয়া আছে এই অংশ বাকী পড়ার মীলাম হইবেক।
এ	এ	এ	এ	২৫১/১	এ মত দীখমাথ মজুমদারের হিসাব পৃথক থাকার ১৪=ক্রান্তি অংশের ৫১৩০৫ পাই জমা হইয়া আছে এই অংশ বাকী পড়ার মীলাম হইবেক।
এ	এ	এ	এ	২৫১/৩	এ মত কালীতুলসীর দেবার ১৪= ক্রান্তি অংশ পৃথক হিসাব হই- য়া ৫১৩০৫ পাই জমা হইয়া আছে এই অংশ বাকী পড়ার মীলাম হইবেক।
৩৭৬ নং	ঘোঁজে দাউদপুর গয়রহ পরগমে গীলাহবাড়ী।	চন্দ্রকান্ত সরকার রুদ্রকান্ত সরকার প্রভৃতি।	৬৫৮০/১১	১৫৭৭	পুরা মহাল মীলাম হইবেক।
৮৬১ নং	ঘোঁজে বাজিরপুর গয়রহ পরগমে সমুদ্রাধ	ভাগিরথী চৌধুরানী	৬৬৯১/১১	৪৬৪৭	পুরা মহাল মীলাম হইবেক।

DINAGEPORE COLLECTORATE, }
The 6th May 1884.

A. C. TUTE,
Offg. Collector.

জিলা বিবরণ।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার জেলা বিবরণ।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১ ধারার বিধান অনুসারে ইজার দ্বারা সকলকে জানান যাউতেছে যে জিলা বিহরভূমির অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের অধীনে থাকিবে এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ৮ মার্চ নিবেশ দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে কাপায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিষিদ্ধ ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোঃ ১২৯১। ১৫ আশ্বাঢ় শজবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮৪ সাল তারিখ ২২ আগ্রিল।

উল্লিখিত

মহালের নাম।	পরিমাণ ও বিস্তারিত।	পরগনা ও মহালের নাম।	মালিকগণের নাম।	সদর জমা।	বাকীর সংখ্যা।	বর্তমান।
প্রথম খোদা।	১২৯২ ... ১২৯২	পাঃ ইজার-খু- রিয়া মামিল কুয়েডাসহিরা।	সৈয়দা/মহড়া বিবি সাং আলখুলাইসএং মজর হোসেন ও পাঁচু বিবি ও মেথ মাদার- বঙ্গ ও মেথ এলাহউল্লা সাং এই ইতিহাস চক্র হোব ও পঞ্চানন মোব সাং পাঁচঘুলা ও মজর আলহামদ নারালগের কলি আবদুল মাদার ওরফে তহ দিক্রী সাং আনু- খুলা মেথ সরবেশ উল্লা সাং এই মেথ ফকির উল্লা ও আফেছা বিবি সাং এই সাজেনরহমান সাং বেড়গ্রাম ও পুরুষোত্তমচন্দ্র সাং উনদুগা ও রজিনী দাসা আল আজ তরফে নারালগ পুত্র মনোমোহনচন্দ্র সাং এই মজরহুজা বিবি সাং আলগনা ও সাজদর রহমান সাং বেড়গ্রাম গোবিন্দচন্দ্র পাঁচু ও নিতাইচন্দ্র পাঁচু ও জৈবর চন্দ্র সাং উনদুগা রজিনী দাসা আলি আজ তরফে নারালগ পুত্র বিপিনচন্দ্র চন্দ্র সাং এই।	৫৬২৫৫৮ ইজার প্রথম হিসাব ২০ নং গোবিন্দচন্দ্র ও নিতাইচন্দ্র পাঁচু ৩:৩১'৬১ বাঁমে ... ২৫৬৫৮'১১	৩৭/২	একমালি অংশ সদর জমা ২৫৬৪'১১ টাক নিলাম হইবেক।
দ্বিতীয়	৫১৯২ ... ৫১৯২	পাঃ কুতবপুর মামিল কেশবপুর।	মালদাহুন্দারি দেব্যা সাং ডেজরা ও যামনি দেব্যা আলি মামরে শশিচরণ সাকার নারালগ সাং এই ভগবতী দেব্যা ও তারিণী প্রসাদ মুখোপাধ্যায় সাং এই বিধেশ্বরী দেব্যা ও জগদেব্বরী দেব্যা সাং এই ও ইন্দ্রনাথচন্দ্র রায় সাং গাওতা। রাজা রামচন্দ্র চক্রবর্তী বাগদুর সাং হেডমপুর ও মহেশচন্দ্র মোব ও দয়ালচন্দ্র মোব কালচাঁদ মোব সাং চুড়ী গণেশচন্দ্র মোব সাং কতিয়া শশিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও অচ্যুত মুখোপাধ্যায় ও কালিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কলি নিতাইচন্দ্র দেব্যা ও জৈবর রহমান।	৭৫৬ পাঁচ অংশ ভিঃ ২৪ নং রাজা রামচন্দ্র চক্রবর্তী বাগদুর ৫৮১১'৬১০ ১৮৭ নং দয়ালচন্দ্র ও মহেশচন্দ্র মোব ৮৭১১'১২ ২৪৫৮'১৭ ৩০০ ৫০৩৬/৫	৫৭/৩ ৫০৩/৪	সোল আনা মহাল নিলাম হইবেক। একমালি সদর জমা ২০৩৬/৫ টাকা নিলাম হইবে।

জিলা চট্টগ্রাম।—ইস্তাফারনামা কাচারি কালেক্টর জিলে চট্টগ্রাম।

ইস্তাফার সৎগত দেওয়ান হাইয়েজে যে সন ১৮৮৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৮৯ সালের ১১ আইনসমূহ ধারার মর্মানুসারে নিম্নের নিখিত তালুকাদি ১৮৮৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি স্বর্গাত পূর্বাত বার্ষিক পত্রার মধ্য ও বেসেজে ও পরলিক ওয়ার্ক হেই আদালতের নিমিত্তে ১৮৮৮ ইং ৯ জুলাই মোতাবেক ১২৯১ বাঙ্গালী ২৮ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেক মোতাবেক জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টর কাছারিতে বিনা ওজরে একশা নীলামে ধরা যাইবেক। ইতি সন ১৮৮৮ ইং তারিখ।

কাজীজার মর-ডিবিং বের এলাকাধীন।

ডোজির নং।	ডালুকের নাম।	ডালুকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।		মোট।	মন্তব্য।
			মাজম।	হেই।	মাজম।	হেই।		
২২। ২৫।	মৌজ ইননী থানে টেকনাক ডালুক নছরত আলি চৌঃ	খোদ ...	৮২৭।০	২০৬১	৪০৮।৬	০	৪০৮।৬	মল্লপু ডালুক নীলাম হইবে।
৪৯ ১০৬।	মৌঃ টেকনাক থানে টেকনাক ডাঃ জিন্নতী খাত চৌঃ	খোদ ...	১২১৭	৭২/০	৬:৩৭	২৬/৬	৬০৯।৬	এ
১৫৫ ১০৮	মৌঃ রাজারকুল থানে রাষ্ট্র ডালুক সেরমন্ত খাঁ ... দেওয়ান বিবি ও মকবুল আলি গঃ	খোদ ...	১১০১।৬	১৫৮।১	৬০৩।৬	৪৪/৬	৬০৭।৬	এ
২০৪ ৪১২	মৌঃ মিঠাইরি থানে রাষ্ট্র ইজারা জিন্নতী মতিফা ... দেওয়ান আলি ...	খোদ ...	১১৮০।০	১১০/৬	৪২০	৩৭।৬	৪২৭।৬	এ
২২২ ২৮৬	মৌঃ দারপাকিয়া থানে চকরিয়া ডাঃ বিবি ইসমতাক ...	খোদ ...	৬৮৭।৩	২২৫৬/	৪০০	১২৬।	৬২৬।০	এ
৩৩৪ ১৪৬০	মৌঃ পেকুরা থানে চকরিয়া ডালুক ফজল আলি ...	খোদ ...	২৫১২	১০৯।৬	২০৪২	৭২৬/	২১১৪।০	এ

C. A. SAMUEL, Offg. Collector, Chittagong.

কালেক্টরী জেলা রংপুর ।

বাকীর কর্দ সন ১২৯০ সাল বাঙ্গালীর লাগাএদ কিস্তী ফালগুন মৌজাবেক ১৮৮৪ সাল লাগাএদ কিস্তী ফেব্রুয়ারি তলবের ২৮ মাস্ত স্বর্ধ্যান্ত পর্য্যন্ত এবং তদপরে ভিন্ন ভিন্ন জেলার কালেক্টরীর হুকুমী দ্বারা আদার হুকুমী বাহা বাকী আছে তাকা ১৮৮৪ । ২১ জুন মৌজাবেক বাঙ্গালী ১২৯১ সাল ৮ আষাঢ় শনিবার অত্র কাছারিতে প্রকাশ্যরূপে নিলাম হইবেক, ইতি ।

ভৌজির নম্বর ।	মহালের নাম ও পরগনা ।	মালিক ।	সদর জমা ।	বাকীর পরি- মাণ ।	মন্তব্য ।
৫৭	বড়াবাকী ওগয়রহমোজা চকলে কালির হাট ।	শ্যামকুমার দাস, বামাসুন্দরী দাসী কুম্ভমেধন চাকি ভারামণি দাসী চন্দ্র গোবিন্দ দাস,	৫৫১১/১০	১৬/১০	বামাসুন্দরী দাসীর ১২৮৮০৯ পাউ সদর জমার অংশ ভাটার পৃথক হিসাব আছে তাহা ব্যতিত অপরাপর অংশ বাকী ।
১৩৭	রাধনগর যোজা চাকলে কালির হাট	মোদামিমৌ দাসী	১৩৪১৮/১	৪২৮/১৪	
২২১	খোদপুরাদপুর ওগয়রহ মোজা পং পএরাবন্দ	জনকীবল্লভ সেন, আছবা বেদম, বাহুতমেছা চাহেরা খাভুন ও ছরিল আলম তানু চৌসেন চৌধুরী শরৎ ডোমি বিএণ ও দুলা দিঞা ।	২৫৩২৮/৫১১	৫৩০১/৮	বাবু জানকীবল্লভ সেন- নের খরিদা ১০ আনা অংশ বাদ দেওয়া গেল । ভাটার স্ব- তন্ত্র হিসাব খোলা গিয়াছে ।
২২৩	খামার কুরসা ও গয়রহ পং পএরাবন্দ ।	খাজে এনাএতুল্লা চৌধুরী জহিমমেছা চৌধুরী মহম্মদ নেজামুদ্দিন খা চৌধুরী ।	২১০৫৮৮/১১	১৮২/১৩	খাজে এনাএতুল্লা চৌধু- রীর বিশেষ ১ নম্বরে হিসাব পৃথক বাটার সদা জমা ১০২৩ ১/৬ পাই এই অংশ ব্যতিত অপরাপর অংশ বাকী ।
২৪২	চক হুগাঁপু ওগয়রহ মোজা পং সরহাট্টা ।	খএরামেছা বিবি চৌধুরাণী এনাএতুল্লা দিঞা বাউয়ানী বিবি চৌধুরাণী, জিনা তুল্লা চৌধুরী খুসিমেছা বিবি জউন বিবি চৌধু- রাণী, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ইলেক্যানাথ লাহিড়ী ম্যানেজার নেহালউদ্দিন, মহম্মদ নেজামউদ্দিন মহা- ম্মদ চৌধুরী, আমিরমেছা বিবি শরৎ ও অলউচ্ছ পং আবদুল্লাউল চৌধুরী নাবালগ ।	১৮২২৮/৮	১৪১/৮	গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাধীনের অংশ বাটার সদর জমা ৪৩১১/৬ পাউ ও বাটার পৃথক হিসাব খোলা হইয়াছে তদ- বানে অপরাপর অংশ বাকী ।
৬১৭	আলিগাঁও পং	চন্দ্রশিখর রায়, গোপাল- চন্দ্র রায়, রাজলক্ষ্য চৌধুরাণী, ইশানচন্দ্র চৌ- ধুরী, হুজুমতী চৌধুরাণী ইলেক্যানাথ লাহিড়ী ম্যানেজার পক্ষে কোঙর চন্দ্র কেশর রায় নাবা- লগ, আমায়রী চৌধুরাণী কুড়ানু সরকার ।	৫২৮১৮/১১১	২০৮/৪	কুড়ানু সরকারের নিজাংশ ১০ তিন আনা এই অংশ বাকী ।

RANGPORE COLLECTORATE,

The 30th April 1884.

[Government Gazette, 27th May 1884.]

H. J. NEWBERRY,

Offg. Collector.

[illegible]

বিজ্ঞাপন।

জিলা পাবনা।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে জিলা পাবনার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালাতের ১৮৮৩। ৮৪ সালের ২৮ মার্চ তারিখের আণ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি বাকী রাজস্বেরদ্বারা প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধান আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৪ জুন মোং ১২২১ সালের ১১ আষাঢ় মঙ্গলবার দিবসে পাবনার কালেক্টরির কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে নিরূপণে বিক্রয় হইবে ইতি ১৮৮৪। ৮৫ মে।—

ক্র.সং. নং	নাম মহাল ও পর- গনা।	নাম মালিক।	সহর জমা	বাকী।	মন্তব্য।
৬	ডিহি ফতেপুর পং ইশক শাহী	মমমোহিনী দেবী ও কালীশঙ্কর সা- র্যাল প্রভৃতি	২৭২০।/০ পু: ৩৩/০	১৬	এই মহালের ১৮৫৯।১১ আইন- মত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে মমমোহিনী দেবীর ২৫৫।/০ পু: ৩৭/০ আনা সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমতঃ কেবল এই বাকীপড়া অংশ নিলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নিলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
৬	এ ...	এ ...	এ ...	২০০।।০ পু: ২৭	এই মহালের ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে কালীশঙ্কর সার্যাল প্রভৃতির ৩৩১।।০ পু: ৩৬।০ আনা সদর জমার হিসাবে এই বাকীপড়ায় প্রথমতঃ কেবল এই বাকীপড়া অংশ নিলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নিলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
২০১	ডিহি হাটশীরা পং কাটারমহাল	গোলোক বিহারী গুহ প্রভৃতি	১১৬৪৫০ পু: ১১৫০	৩১।।০৬ ০	এই মহালের ১৮৫৯।১১ ও ১৮৭৬।৭ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে গোলোকবিহারীগুহ প্রভৃতির ৩৪৬।/০ পু: ৩৫/০ আনা একমালী সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমতঃ কেবল এ বাকীপড়া অংশ নিলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নিলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
২৪২	কি: ধুবিল পং কাটারমহাল	রহিমদীন মুন্সী প্রভৃতি	৫৭১।/০	২১।।০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবেক।
২৮৫	কিং জাবড় কোল পং শোনা বাড়ু	কালীনারায়ণ চৌ- ধুরী নৃত্যকালী দেবী প্রভৃতি	৭২৫৬ পু: ৮০।।০	৪৬।/০ ০	এই মহালের ১৮৭৬।৭ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে কালীনারায়ণ চৌধুরীর, ২৮।/০ পু: ১।০ আনা জমার হিসাবে এই বাকীপড়ায় প্রথমতঃ কেবল এই বাকীপড়া অংশ নিলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নিলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
২৮৫	এ ...	এ ...	এ ...	১৫৫।/০ পু: ০	এই মহালের ১৮৫৯।১১ ও ১৮৭৬ ।৭ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে নৃত্যকালী দেবী প্রভৃতির ১৫৪৪।/০ আনা পু: ১৫।০ আনা এক মালী সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমতঃ কেবল এ বাকীপড়া অংশ নিলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নিলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাই- বেক ইতি।

C. W. BOLTON,
Offg. Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

বাকী খাজনার আদায়ের পত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সর্বদা মেওরা বাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা চট্টগ্রামের মধ্যবর্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি শেষ তারিখে আপা বাকী বালিশজারি এবং অন্যান্য দায়েরা চলিত আইন এবং আর্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের দায় আদায় করা বাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ৭ জুলাই তারিখ এই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছান্তিতে বিনা ওজরে ও একাশা নিলামে ধরা বাইবে। ইতি মন ১৮৮৪ ইং তারিখ ১০ মে।

প্রথম শ্রেণীর কাএমি মহাল

বাকী রাজস্ব আদায়ের নিমিত্তে নিলাম হইবে।

নম্বর ভৌজ।	নম্বর মহাল।	নাম মহাল।	সদর অংক।	বাকীর পরিমাণ।	মন্তব্য।
২	২	ডরফ অযোধ্যারাম...	৭২৩৬/০	১৮/০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবে।
১৭	৪১	ডরফ আবুল কজল	৬৪৩৮/৭	১৩২/০	এ
২৮	৫৪	ডরফ আমদৌরামকাং	৮৪৯১/৮	১৫৬/১	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ১নং রাসসজ্জ রায় প্রভৃতির অংশের মঃ ১২৭১৮/৫ পাই জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নিলাম হইবে।
১৫৯	৮০৫	ডরফ দুলাভরাম, কডে- রাবাদ।	৮১৯৭	১৯৬/০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবে।
২২৭	১১৪৩	ডরফ মোজা হরিমণি বাং তৎ মজত রায় হাজারি।	৬৯২৭/০	১৮৭৭৪	এ
২৪০ ৩১৭	১২৪২ ১৮৯৪	ডরফ ইমাম বঙ্গ ... ডরফ মামুন বসম- শায়ম।	৬৯৭১/৪ ৫৬০১/০	১৫০১১/৪ ২৭	এ
৫৩৩	২৫১২	ডরফ রাসভজকাং...	৯১৮৬০/৭	১৬৬/৮	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ১০নং পীড়া- স্বর কাং ৪৪৭৯ পাই জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নিলাম হইবে।
৫৩৫	২৫১৫	ডরফ রাসকিশোর কাং।	৮১৯/৭	১৩৭২	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ৮নং অবশিষ্ট মালিকের ৮৩১/৮ জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নিলাম হইবে।
৫৭১	২৯৩৪	ডরফ সাহিরাম কাং	৮২৬৬০/৩	১২১/১০	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে অবশিষ্ট মালিকের ৭৪৫১/১১ পাই জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নিলাম হইবে।
৬০৮	৩১২৫	ডরফ জিমসুয়ার কাং	১৭৩৭৬০	১১/৩	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ১নং আব- দুল্লা খাঁর ৭৮৯৬/৬ পাই সদর জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নিলাম হইবে।
৬৩৫	৩৮৮০	ডরফ ওবেদুল্লা সেখ মাহাং ওছি সেখ মাহাংআলী।	৬৭৮১/০	১০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবে।

C. A. SAMUELS,
Offg. Collector.

জিলা বর্জমান ।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার ।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বর্জমানের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আকীদে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেয় হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় এচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোঃ ১২৯১ । ১৪ আষাঢ় দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে । সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২০ মে ।

তফসীল ।

প্রথম শ্রেণীর ইস্তমুরারি জমা ধার্য হওয়া মহাল ।

১৯ নং ভৌজীভুক্ত মহাল গিগগ্রাম পরগনে আসাডিঃ মজলকোট পূর্বস্থলী আউষ গ্রাম, কাটোয়া, মনুস্বর ও গাজুড় মালিক শ্রী শ্রী অন্নপূর্ণার সেবাভ ভগবতিচরণ বন্দোপাধ্যায় হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় তিনকড়ি দেবি জগজ মহেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় নবচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় নংদালগ মনমোহন হরিমোহন মনিমোহন, মনজমোহন, সুর্যমোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দোপাধ্যায় অলিঅছি মাভা হরমুন্দরী দেব্যা রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় সত্যদয়াল ও সত্যপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, সত্যজীবন ও সত্যমমন বন্দোপাধ্যায় সাঃ তেলিনিগাড়া পদ্মস্বচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সাঃ তেলিনিগাড়া ডিঃ শ্রীরাহপুর ।

সদর জমা ৭৩১১১/৬১০ টাকা

বাকী ১১১১/৬১০ টাকা ।

এই মহালে নিম্নলিখিত করকটী পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ।

নবচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ১২১৮১/৭ টাকা পরস্বচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ১২১৮১/৭ টাকা রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় ১২১৮১/৭ টাকা সত্যদয়াল ও সত্যপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় ১৮২৭৮/৫ টাকা নাবালগ মনমোহন হরিমোহন, মনিমোহন মনজমোহন সুর্যমোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দোপাধ্যায় অলিঅছি মাভা শ্রীমতা হরমুন্দরী দেব্যা ১২১৮১/৭ টাকা ।

৬০ নং ভৌজীভুক্ত মহাল পলশনা দিগর পরগনে খেজা ডিবিজান কাটোয়া মালিক গৌরকিশোরচন্দ্র ও নাবালগ মনিজ্ঞানারায়ণ চন্দ্র অলিঅছি ভ্রাতা ও আত্মপক্ষে স্বয়ং পদ্মীনারায়ণ চন্দ্র, তৈলোকা মাথচন্দ্র সাঃ শ্রীবাটী ডিঃ কাটোয়া হরেকটাদ গোলেচা সাঃ আজিমগঞ্জ ডিঃ আশুপুত্র ভজহরিচন্দ্র ও বিজুর চরণ চন্দ্র, পরমস্বচন্দ্র ও নাবালগ আশুতোষ চন্দ্র জিহরিচন্দ্র চন্দ্রের অলিঅছি মাভা শ্রীমতা ভবতারিণী দাসা সাঃ শ্রীবাটী ডিঃ কাটোয়া হরমোহন চন্দ্র সাঃ ঐ ।

সদর জমা ৭৪০৭১/১১ টাকা

বাকী ৪৮৮/০ টাকা ।

এই মহালে হরমোহন চন্দ্রনামে ৯২৫/৬ টাকা সদর জমায় একটি পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ।

৮৮ নং ভৌজীভুক্ত মহাল মজকুরি পরগনে মজকুরি ডিঃ কাটোয়া ডিঃ বর্জমান, ডিঃ মনুস্বর ও ডিঃ গাজুড় মালিক ডোমনচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বনোয়ারিলাল বন্দোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, নিলমণি মুখোপাধ্যায়, পদ্মকুমারীদেব্যা, উমাপ্রসাদ ও আশুতোষ চৌধুরী অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, পরানচন্দ্র চৌধুরী, মাতঙ্গিনী দেব্যা শারদাপ্রসাদ ও অরদাপ্রসাদ চৌধুরী নিলমণি চৌধুরী উপেন্দ্র ও মহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, মনমোহিনী দেব্যা দুর্গাদাস ও যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, রামদয়াল চৌধুরী, তিনকড়ি চৌধুরী, মতিলাল ও বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় নৃত্যকালী দেব্যা মুক্তাকেশী দেব্যা দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়, ভবতারিণী দেব্যা, প্রসন্নময়ী দেব্যা, ভুবনচন্দ্র চৌধুরী, কালিবিষ্ণুস্বাধারমণ ও লক্ষীভূষণ, মহেন্দ্র ও যোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, অক্ষয়কুমার চৌধুরী শ্রীনাথ চৌধুরী, রামানাথ চৌধুরী সাঃ চাণুদী ডিঃ কাটোয়া ক্ষেত্রপাল চট্টোপাধ্যায় সাঃ দীইহাট ডিঃ কাটোয়া গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য সাঃ সিকিপুর ডিঃ কাটোয়া দিননাথ চৌধুরী সাঃ চাণুদী ডিঃ কাটোয়া ।

সদর জমা ১১২১০৭ টাকা

বাকী ১২৭ আনা ।

এই মহালে নবিনচন্দ্র ভট্টাচার্য নামে ৪৬৮৯ টাকা জমায় একটি পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ।

৫১৭৪ নং ভৌজীভুক্ত মহাল শালকুনী পরগনে বর্জমান ডিঃ সাহেবগঞ্জ মালিক নথ আলিমমুল্লা সাঃ সীকারপুর কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায় সাঃ শালকুনী ডিঃ সাহেবগঞ্জ অধিকেশ বন্দোপাধ্যায় নাবালগের অলিঅছি কল্যাণী দেব্যা সাঃ ঐ শ্রী শ্রী দুর্গা ঠাকুরানীর সেবাইত ঈশ্বরচন্দ্র রায়, গোরাচাঁদ রায়, নিলমণি রায় সাঃ আরমচাঁদহই ডিঃ সাহেবগঞ্জ কাজী মহম্মদ, কাজী নজবুল হক সাঃ ডিবিজান মজলকোট ।

সদর জমা ১৬৯৩১৫ টাকা ।

বাকী ২১৫৮৫ টাকা ।

এই মহালে নিম্নলিখিত একটি পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ঈশ্বরচন্দ্র ও কৈলাসচন্দ্র রায় ৩০৩৮/২১ টাকা ঈশ্বরচন্দ্র ও গোরাচাঁদ রায় ১০৩৮/১১ টাকা ।

T. E. COXHEAD,
Collector.

INSOLVENCY NOTICES.

COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA.

In the matter of WALTER GRAY AND ANOTHER (ROBERT & CHARRIOL), Insolvents.

NOTICE is hereby given that Wednesday, the 4th day of June next, is appointed for the further hearing in this matter for the purpose of declaring a dividend, and that an account in detail of the receipts and disbursements of the Official Assignee, from the 1st day of September 1882 until the 30th day of April 1884, has been filed and may be inspected in the Office of the Chief Clerk. Any creditor or other person interested, who may intend to establish or oppose any claim upon the estate of the said insolvent, will be heard, notice having been given at the Office of the Chief Clerk three clear days before the hearing.

The like Notice.—In the matter of KISSEN CHAND GOLECHA, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 1st January 1882 to 30th April 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of GIORGIE ANTONIO CONTI, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 16th November 1883 to 30th April 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of THOMAS JAMES CANNING, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 20th January 1881 to 30th April 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

OFFICIAL ASSIGNEE'S OFFICE }
Calcutta, 20th May 1884.

A. B. MILLER.
Official Assignee.
(11—1)

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 16, ans. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*, at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 10, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

গবর্ণমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিনকোনা ।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর রাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেন্ট কন্সচারিগন সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি লগন মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টিন ৪।।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টিন ৮।।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টিন ১৬।।০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টিন ৫।।০ টাকা; ৮ আউন্স টিন ১০।।০ টাকা; ১ পাউণ্ড টিন ২০।।০ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়; উপরের লিখিত মূল্য বাতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টিনে ১।।০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টিনে ৮।।০ বার আনা, ডাকমাসুল দিতে হইবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

অন্নশাক দানাবাক্সা সিন্ধুকোনা ।

লাল সিন্ধুকোনা ছাঁল হইতে গবর্ণমেন্টের কারখানায় প্রস্তুত হুণ্ড ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ । বাহ্য দানাবাক্সা, একপ সাযানা অন্নশাক সিন্ধুকোনা অপেক্ষা ইহা কুণ্ডলাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী । কলিকাতার বোটানিকাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেন্টের কর্মচারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কাছের জন্য এবং একশালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্য দিয়া ২৪২ টাকার এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন । সর্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্য এবং প্রথম প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নি টেও ৩২ টাকার এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাঠতে পারিবেন । ইহার অতিরিক্ত ৬০ বার আনা ডাক যাহুল লাগিবে ।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 24; packing and postage Rs. 1-12.

*. The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country.—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDT. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurrumtollah Street, Calcutta.

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বঙ্গাল সেক্রেটারিট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে ।

বারিষ্টার-আট-লী ও ইঞ্জিনিয়ার বঙ্গদেশের সিবিল সার্ভিসে নিযুক্ত বর্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেজি-কমিশানের সেক্রেটারি, ইন্ডিয়ান টেম্পলের ত্রিভুজ সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি, লাইডনের প্রণীত বঙ্গদেশের জিহুত লেণ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের সুব্যবহারী ও প্রজাবিবরক আইন সংহিতা ।

একই খানি পুস্তকের মূল্য ৫. পাঁচ টাকা ।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বঙ্গাল সেক্রেটারিটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একই খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন ।

দ্রষ্টব্য ।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া বাইতে পারে ।

[Government Gazette, 27th May 1884.]

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

<i>For the Mofussil.</i>			Rs. A. P.		
Entire Gazette	10	0	0 per annum.
Postage	2	8	0 „
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal					
...	4	0	0 „
Postage	1	0	0 „
For a single copy—					
Entire Gazette	0	4	0
Postage	0	1	0
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0 for 4 sheets or under
with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.					

Postage ... 0 1 0

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাংলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমানুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে প্রদত্ত হইবে :—

মকসলে ।

			টাকা
সম্পূর্ণ গেজেট	১০৭
ডাকমানুল	২১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (বাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গ-দেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)			
...	৪৭
ডাকমানুল	১৭
সম্পূর্ণ এক খানি গেজেটের মূল্য	১০
ডাকমানুল	১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠার তাহার মূল্য সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)			
...	১০
৪ পৃষ্ঠার উপর বহু অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর এক ২ আনা ।			
ডাকমানুল	১০

কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ও মকসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমানুল লাগিবে না ।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটীং ছোট সেক্রেটারী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২৭ মে ।]

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,

Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882.

NOTE—Rates for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE

	Rs.
Full page, per issue	20
Half „	10
Casual advertisements.—4 annas per line.	

বিজ্ঞাপন ।

কলিকাতা গেজেটের কিস্তি বাতীলা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ গেজেটে দেওয়া থাকিবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মন্তব্যের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্টের কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল লেক্টেচারিয়েট ছাপাখানা হতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানার কোন কর্ম করাইতে চাহিলে ত্রিমাসিক নগদ মূল্য দিতে কইবে, এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবশিষ্ট বাজাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌন্ট্যান্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলেন, উপনোক্ত কার্যালয় তত্ত্ব কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার ক বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা বাউবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্ট্রিক্ট বাস দিব্য জন্মে টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

ਜਿ, ਫੁਲਿਓ, ਬਲੇਨ,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের চোটি মেমোরি

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য ।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার দ্বার এই :—

পুরা এক পৃষ্ঠা একত্ৰ ব্যাখ্যা কৰাৰ	২০৭
অৰ্থ পৃষ্ঠা " "	১০৭
কখনও ইংলিছ ব্যাখ্যা কৰিছে হৈছে একত্ৰ পৃষ্ঠা	১০

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্যোগলম্বে বাংলাদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইলে
 টৌনহালের স্বাভাবিকত্ব বাংলাদেশের গণনামন্ত্রীর ব্যবস্থাপন কাষাবিভাগের আশিমে রেজিষ্টারের
 নামে অন্তরীক্ষা দিয়া প্রার্থনাগত থাকিবে।

চল্লি সৎল আর্ইনের পুস্তক কলিকাতার শবণম্ব-৬ স্ট্রেসে, ষাকার স্পিহ কোম্পানির বাণীকে ক্রয়
করিতে পাওয়া যায়।

[Government Gazette, 27th May 1884.]

কলিকাতা প্রোসিচিউৰ জেল ব্যস্থানয়ে সৰণমেচেন জেনো জীযুও এডভকেন বৰ্লিন লুইস সাহেব
কৰ্তৃক যজিত ও আকাশিত হয়ন।



গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY, JUNE 3, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৩ জুন

CONTENTS

	PAGE.	বিবরণ।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India ...	65—67	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের সিদ্ধান্ত, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	১৫—৬৭
PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut.-Governor of Bengal ...	539—573	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সিদ্ধান্ত, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	৫৩৯—৫৭৩
PART III.—Acts of the Legislative Council of India ...	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	নাহি।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India ...	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	নাহি।
PART V.—Acts of the Bengal Council ...	7—10	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	৭—১০
PART VI.—Bills of the Bengal Council ...	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	নাহি।
PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue ...	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্ট ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র ...	নাহি।
PART VIII.—Advertisements ...	531—560	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিফাৎ প্রভৃতি ...	৫৩১—৫৬০
SUPPLEMENT ...	Nil.	পরিশিষ্ট গবর্ণমেন্ট গেজেট ...	নাহি।

PART I.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের সিদ্ধান্ত, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

INDIAN EMPIRE.

NOTIFICATION.

Simla, the 24th May 1884.

No. 151.E.—Her Majesty the Queen and Empress of India has been pleased to appoint the undermentioned gentlemen, who by their services have merited the Royal favour, to be Companions of the Order of the Indian Empire :—

Alfred Woodley Croft, Esq., M. A., Director of Public Instruction, Bengal, late Member of the Education Commission.

Rai Kanhai Lal De, Bahadur, late Teacher of Chemistry and Medical Jurisprudence, Sealdah Campbell Medical School, Presidency Magistrate, and a Justice of the Peace of the Town of Calcutta.

Babu Durga Charn Laha, Presidency Magistrate, Calcutta, late Additional Member of the Council of His Excellency the Viceroy and Governor-General for making Laws and Regulations.

By order of the Grand Master,

C. GRANT,

Secretary to the Order of the Indian Empire.

FOREIGN DEPARTMENT.

NOTIFICATIONS.—POLITICAL.

Simla, the 24th May 1884.

No. 1860I.—His Excellency the Viceroy and Governor-General is pleased to confer upon Kunwar Girija Nath Rai, adopted son of Maharani Srimati Sham Mohini, of Dinajpur, the title of “Maharaja,” as a personal distinction.

No. 1861I.—His Excellency the Viceroy and Governor-General is pleased to confer upon Kunwar Udit Narain Singh Deo, Chief of Saraikala, the title of “Raja Bahadur” as a personal distinction.

No. 1863I.—His Excellency the Viceroy and Governor-General is pleased to confer upon Babu Kedar Nath Kundu Chaudhari, of Mohiari, in the District of Howrah, the title of “Rai Bahadur,” as a personal distinction.

C. GRANT,

Secy. to the Govt. of India.

ভারত সাম্রাজ্য।

বিজ্ঞাপন।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ২৪ মে।

১৫৮/৮ নম্বর।—নিম্নলিখিত যজ্ঞাণযেরা আপনাদের কর্ণিহাবা রাঁজানুগ্রহ পাইবার সোণা
চওয়ায় ভারতেশ্বরী ত্রীত্ৰীত্ৰী মহারানী তাঁহাদিগকে ভারত সাম্রাজ্য সম্প্রদায়ের কম্পানিয়নের পদে
নিযুক্ত করিলেন।—

দক্ষদেশে সাধারণের শিক্ষা সংক্রান্ত কার্ণেয় ডেপুটী ও শিক্ষানঃক্রান্ত কমিশানের ভূতপূর্ন
মেশ্বর জীযুত আলফ্রেড উডলী ক্রফ্ট সাহেব, এম, এ।

শিৱালদহস্থ কাঞ্চল মেডিকাল স্কুলের কেমীস ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা বিদ্যার ভূত পূর্ন
শিক্ষক এবং প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ও কলিকাতা নগরের শান্তিরক্ষার্থ জড়িত
জীযুত রায় কাণাইলাল দে বাহাদুর।

কলিকাতার প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট এবং আইন ও ব্যবস্থা প্রশাসনার্থ মহিমবর জীযুত
রাজপ্রতিনিধি ও গবর্নর জেনরল সাহেবের মন্ত্রণভার ভূত পূর্ন অতিরিক্ত মেশ্বর জীযুত
বাবু দুর্গাচরণ লাহা।

জীযুত এাও মাস্টার সাহেবের আদেশমতে,
সি, এন্ট,

ভারত সাম্রাজ্য সম্প্রদায়ের সেক্রেটারী।

করিন্ ডিপার্টমেন্টে।

বিজ্ঞাপন।—পোলিটিকাল।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ২৪ মে।

১৮৬০/৮ নম্বর।—মহিমবর জীযুত রাজপ্রতিনিধি ও গবর্নর জেনরল সাহেব দিনাজপুরের মহারানী
জীমতী শ্যামমোহনীর দত্তক পুত্র জীযুত কুমার গিরিজানথ রায়ের স্বকীয় সম্মানার্থে তাঁহাকে
“মহারাজা” উপাধি দান করিলেন।

১৮৬১/৮ নম্বর।—মহিমবর জীযুত রাজপ্রতিনিধি ও গবর্নর জেনরল সাহেব মহাউলার মর্দীর
জীযুত কুমার উদয় মারায়ণসিংহ দেবের স্বকীয় সম্মানার্থে তাঁহাকে “রাজাবাহাদুর” উপাধি দান
করিলেন।

১৮৬৩/৮ নম্বর।—মহিমবর জীযুত রাজপ্রতিনিধি ও গবর্নর জেনরল সাহেব হাবড়া জিলার অন্তর্গত
মহিমাবীর জীযুত বাবু কেশরনাথ কুণ্ডের স্বকীয় সম্মানার্থে তাঁহাকে “রায় বাহাদুর” উপাধি দান
করিলেন।

সি, এন্ট,

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।



গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY, JUNE 3, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৩ জুন।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

১. দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 2014A.

GENERAL.—*The 6th May 1884.*—Mr. C. H. Pillans is appointed to be a Captain in the Northern Bengal Volunteer Rifle Corps, *vice* Mr. F. T. Verner, resigned.

The 13th May 1884.—Baboo Prosunno Coomar Chuckerbutty is appointed to act as Sub-Deputy Collector of Tumlook, in the district of Midnapore, during the absence, on leave, of Moulvi Sujat Ali Ahmed, or until further orders.

The 16th May 1884.—Mr. F. E. Piffard, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Rajmehal, Sonthal Pergunnahs, is allowed leave for three months, under section 128—1, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

Baboo Akhoy Kumar Bose, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Tipperah, is allowed leave for eight months, under section 131, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

The 19th May 1884.—Baboo Shib Chunder Nag, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Backergunge, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district.

The orders of the 1st instant, published in the *Calcutta Gazette* of the 14th idem, granting privilege leave to Baboo Bonomali Poramanick, Temporary Sub-Deputy Collector, Satkhira, Khoolna, and appointing Baboo Rojoui Kanto Mookerjee to act as Sub-Deputy Collector of Satkhira, are cancelled.

The 20th May 1884.—Mr. J. F. Browne, c.s., reported his departure from India, on furlough, on the 1st instant.

Baboo Shoshi Sikar Dutt, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Perozepore, Backergunge is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may be relieved.

Baboo Sreenath Gupta, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Dacca, is appointed to have charge of the Perozepore sub-division of the Backergunge district, during the absence, on leave, of Baboo Shoshi Sikar Dutt, or until further orders.

The 23rd May 1884.—Mr. G. C. Kilby, Deputy Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs, reported his departure from India, on furlough, on the 9th instant.

The 26th May 1884.—Mr. W. Kemble, Officiating Odium Agent, Behar, is confirmed in that appointment, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. A. C. Mangles, resigned.

Mr. F. Wyer, Officiating Magistrate and Collector, Dacca, is appointed to be a Magistrate and Collector of the first grade, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. W. Kemble.

Mr. H. Mosley, Magistrate and Collector, Moorshedabad, on leave, is appointed to be a Magistrate and Collector of the second grade, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. F. Wyer.

Mr. A. P. MacDonnell, Joint-Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be a Magistrate and Collector of the third grade, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. H. Mosley. Mr. MacDonnell will continue to act, until further orders, as Secretary to the Government of Bengal in the Revenue and General Departments.

Mr. C. A. Wilkins, Joint-Magistrate and Deputy Collector, second grade, on leave, is promoted to the first grade of Joint-Magistrates and Deputy Collectors, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. A. P. MacDonnell.

Mr. F. H. B. Skrine, Temporary Joint-Magistrate and Deputy Collector of the second grade, is confirmed in that grade, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. C. A. Wilkins. Mr. Skrine will continue to act as Magistrate and Deputy Collector of Howrah until further orders.

[*Government Gazette, 3rd June 1884.*]

বঙ্গদেশের জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ।

২০১৪ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮৪ সাল ৬ মে।—জীয়ুত এফ, টি, বর্নর সাহেব কর্ম ত্যাগ করাতে জীয়ুত সি, এচ, পিলাজ সাহেব বঙ্গদেশের উত্তর দিকের বল্টিয়ের রাইকল দলের কাণ্ডানের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—জীয়ুত মৌলবী সুজাৎআলি আহম্মদের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, জীয়ুত বাবু প্রমথকুমার চক্রবর্তী মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত ডবলুকের সব-ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৬ মে।—সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত রাজমহলের একটি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত এফ, ই, পিফোর্ড সাহেব যে তারিখে ছুটি গৃহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৮—১ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

ত্রিপুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বাবু অক্ষয়কুমার বসু অনোর প্রতি কর্মের ভারপ্রাপ্ত করিবার তারিখ অবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩১ ধারামতে আট মাসের নিয়মিত ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৯ মে।—বাথরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বাবু শিবচন্দ্র নাগ উক্ত জিলায় ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতাপাইলেন।

খুলনার অন্তর্গত সাঁওতালীর কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বাবু বনমালী পরামানিককে অসুস্থত্বের ছুটি দেওন এবং জীয়ুত বাবু রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়কে সাঁওতালীর সব-ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম করণার্থে নিযুক্ত করণ বিষয়ক এই মাসের ১ তারিখের যে আজ্ঞা ২০ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহা এতদ্বারা রহিত করা গেল।

১৮৮৪ সাল ২০ মে।—জীয়ুত জে, এফ, ব্রোস সাহেব, সি, এস, নিয়মিত ছুটি লইয়া এই মাসের ১ তারিখে ভারতবর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

বাথরগঞ্জের অন্তর্গত পিরোজপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বাবু শশীশেখর দত্ত অনোর প্রতি কর্মের ভারপ্রাপ্ত করিবার তারিখ অবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

জীয়ুত বাবু শশীশেখর দত্তের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় ঢাকার কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বাবু জ্ঞানথ গুপ্ত বাথরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত পিরোজপুর মহকুমার কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৩ মে।—রাজকীর মোকদ্দমার ডেপুটী সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও প্রয়োজক জীয়ুত জি, সি, কিপ্লি সাহেব নিয়মিত ছুটি লইয়া এই মাসের ৯ তারিখে ভারতবর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ মে।—জীয়ুত এ, সি, মাকডেনল সাহেব কর্ম ত্যাগ করাতে মির্জাবের আঁতীনের একটি এজেন্ট জীয়ুত ডবলিউ, কেন্সল সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি মোহ পদে স্থারিক্রমে নিযুক্ত হইলেন।

জীয়ুত ডবলিউ, কেন্সল সাহেবের পরিবর্তে ঢাকার একটি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জীয়ুত এফ, ওয়াইয়র সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জীয়ুত এফ, ওয়াইয়র সাহেবের পরিবর্তে ছুটি প্রাপ্ত মুরশিদাবাদের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জীয়ুত এচ, মোসলী সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জীয়ুত এচ, মোসলী সাহেবের পরিবর্তে জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত এ, সি, মাকডেনল সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন। জীয়ুত মাকডেনল সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় রবিনউ ও জেনরল ডিপার্টমেন্টে বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারীর কর্ম করিতে থাকিবেন।

জীয়ুত এ, সি, মাকডেনল সাহেবের পরিবর্তে ছুটি প্রাপ্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইন্ট-মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত সি, এ, উইলকিন্স সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি জাইন্ট-মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

জীয়ুত সি, এ, উইলকিন্স সাহেবের পরিবর্তে দ্বিতীয় শ্রেণীর কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত এফ, এচ, বি, ক্রাফন সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি মেইশ্রেণীতে স্থারিক্রমে নিযুক্ত হইলেন। জীয়ুত ক্রাফন সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম করিতে থাকিবেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট: ১৮৮৪। ৩ জুন।]

Mr. C. J. O'Donnell, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Chittagong, is appointed temporarily to be a Joint-Magistrate and Deputy Collector of the second grade, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. F. H. B. Skrine.

POLICE.—*The 15th May 1884.*—The services of Mr. W. B. Waller, Temporary Assistant Superintendent of Police, on leave, are placed at the disposal of the Government of India, in the Home Department.

The 16th May 1884.—The following promotions are made to the first and second grades of Inspectors of Police:—

To the First Grade,

Mr. E. Gilbert.

To the Second Grade.

Baboo Peary Mohun Bose, temporary in the second grade, is confirmed in that grade.

Munshi Khadadad Khan.

Baboo Kuldip Narain.

„ Basunta Kumar Mitra.

„ Gobind Chandra Chakrabati to be temporary in the second grade, *vice* Baboo Peary Mohun Bose.

The 20th May 1884.—Mr. R. W. Keown, Temporary Assistant Superintendent of Police, Mozufferpore, is allowed leave for two months, under rule 2, section 138, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 12th June next, or such subsequent date as he may avail himself of it.

REGISTRATION.—*The 14th May 1884.*—Moulvi Shah Mohamad Yaqub, Officiating Rural Sub-Registrar of Kharakpore, in the district of Monghyr, is confirmed in that appointment, *vice* Shah Eradut Hossain, resigned.

The 16th May 1884.—In supersession of the order of the 26th April last, published in the *Calcutta Gazette* of the 7th instant, Baboo Rajendra Nath Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sarun, is appointed to be *ex-officio* Sub-Registrar of that district, with effect from the 21st idem, during the absence, on leave, of Pundit Debi Prosad, or until further orders.

EDUCATION.—*The 19th May 1884.*—Baboo Isser Chunder Mitter, Deputy Magistrate and Deputy Collector, 24-Pergunnahs, is appointed to be Secretary to the District School Committee of that district, *vice* Mr. E. G. Colvin.

OPIMUM.—*The 20th May 1884.*—Mr. F. J. R. Field, Assistant Sub-Deputy Opium Agent of Motihari, in the Behar Opium Agency, is allowed leave for six weeks, under section 128, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 10th April 1884.

The following officers reported their departure from India, on furlough, on the 8th instant:—

Mr. A. Elliot.

| Mr. W. T. Ryves.

In modification of the orders of the 1st instant, published in the *Calcutta Gazette* of the 14th idem, Mr. W. L. L. Reed, Assistant Sub-Deputy Opium Agent, Tehta, is allowed leave for two months and twenty-five days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 1st May 1884.

MEDICAL.—*The 13th May 1884.*—Assistant Surgeon Umesh Chunder Sen, a Supernumerary at Buxar, is appointed to have medical charge of the outpost of Demagiri, in the district of the Chittagong Hill Tracts.

The 17th May 1884.—Assistant Surgeon Mohendro Nath Dass, a Supernumerary at the Presidency, is appointed temporarily to have medical charge of the sub-division of, and the charitable dispensary at, Madaripore, in the district of Furreedpore.

[*Government Gazette, 3rd June 1884.*]

জীযুত এফ, এচ, বি, স্কাইম সাহেবের পরিবারে চট্টগ্রামের একটি আইন্ট-মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত সি, জে, ও, ডোলেন সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি কিয়ৎকালের জন্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর আইন্ট-মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৫ মে।—ছুটী প্রাপ্ত পোলীসের কিয়ৎকালীন আসিষ্টাণ্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জীযুত ডবলিউ, বি, ওয়ালর সাহেব ছোম ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৬ মে।—পোলীসের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ইন্স্পেক্টরদের নিম্নলিখিত পদবৃদ্ধি করা গেল।—

প্রথম শ্রেণীতে
জীযুত ই. মিলবর্ট সাহেব।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে

কিয়ৎকালীন দ্বিতীয় শ্রেণীর জীযুত বাবু পেশারীমোহন বসু দেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত মুনশী খোদাদাদ খাঁ।

„ বাবু কুলদীপ নারায়ণ।

„ „ বসন্তকুমার মিত্র।

„ „ পেশারীমোহন বসুর পরিবারে জীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্তী কিয়ৎকালের জন্যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২০ মে।—মজফরপুরের পোলীসের কিয়ৎকালীন আসিষ্টাণ্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জীযুত আর, ডবলিউ, কেডন সাহেব আগামি জুন মাসের ১৩ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে টী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩ ধারার ২ প্রকরণমতে দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

রেজিস্ট্রারী করণ বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৪ মে।—জীযুত শাহ ইরান্দ হুসেন কর্ম্য ভাগ করিতে মুন্সের জিসার অন্তর্গত খরকপুরের একটি গ্রাম্য সব-রেজিস্ট্রার জীযুত মৌলবী শাহ মহম্মদ ইয়াকুব সেই পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৬ মে।—গত আশ্বিন মাসের ২৬ তারিখের যে আজ্ঞা এই মাসের ১৩ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহা বিহিত করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। জীযুত পণ্ডিত দেবীপ্রসাদের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় সারনের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু রাজেন্দ্রনাথ রায় খ্যায় পদোপলক্ষে ৫ মাসের ২১ তারিখ অবধি উক্ত জিলার সব-রেজিস্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষাবিসয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৯ মে।—জীযুত ই, জি, কলবিন সাহেবের পরিবারে ২৪ পরগনার ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু সৈখরচন্দ্র মিত্র, উক্ত জিলার ডিস্ট্রিক্ট স্কুল কমিটির সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইলেন।

আকৌল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২০ মে।—বিহারের আকৌলের এজেন্টের অন্তর্গত মহিষারীর আকৌলের আসিষ্টাণ্ট সব-ডেপুটী এজেন্ট জীযুত এফ, জে, আর, ফিল্ড সাহেব সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ে ১২ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ১০ আশ্বিন অবধি ছয় সাপ্তাহের ছুটী পাইলেন।

নিম্নলিখিত কার্যকারকেরা নিয়মিত ছুটী লইয়া এই মাসের ৮ তারিখে ভারতবর্ষেইতে স্বং গমনের রিপোর্ট করেন।

জীযুত এ, এলিয়ট সাহেব।

। জীযুত ডবলিউ, টি, রাইবল সাহেব।

এই মাসের ১ তারিখের যে আজ্ঞা ২০ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহা পরিবর্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। ভেহতার আকৌলের আসিষ্টাণ্ট সব-ডেপুটী এজেন্ট জীযুত ডবলিউ, এল, এল, রীড সাহেব সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ১ মে অবধি দুই মাস পঁচিশ দিনের ছুটী পাইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—বঙ্গার অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জন জীযুত উমেশচন্দ্র সেন, চট্টগ্রামের পূর্বতীয় প্রদেশ জিলার অন্তর্গত দেমাগি কাঁড়ির চিকিৎসা কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জন জীযুত মহেন্দ্র নাথ দাস কিয়ৎ কালের জন্যে ফরীদপুর জিলার অন্তর্গত মাদারীপুর মহকুমার ও দাক্ষিণ প্রদেশের চিকিৎসা কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

This cancels the order of the 28th ultimo, appointing Assistant Surgeon Mohendro Nath Dass to act as Deputy Superintendent of Vaccination, Metropolitan Circle.

The 19th May 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Committee for the management of the Eden Sanitarium at Darjeeling :—

Mr. R. Harrison. | Mr. G. R. Clark.

The 20th May 1884.—Assistant Surgeon Nundo Lal Ghose, Teacher of Medicine and Midwifery, Temple Medical School, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it.

VACCINATION.—*The 20th May 1884.*—Assistant Surgeon Narendra Nath Gupta, Deputy Superintendent of Vaccination, Darjeeling Circle, is allowed leave for four days, in extension of leave granted to him under the order of the 3rd September 1883.

MUNICIPAL.—*The 16th May 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Satkhira Municipality, in the district of Khoolua, of Baboo Bidhu Bhusan Banerjee to be their Vice-Chairman.

Baboo Ram Lal Rai is appointed to be a Commissioner of the Noakholly Municipality.

The 17th May 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Ghattal Municipality, in the district of Midnapore :—

Baboo Nilmadhub Mullie. | Baboo Bhupendranath De.

Baboo Preomadhub De.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Kedarnath Mukerjee.		Baboo Motilal Mukerjee.
„ Peary Lal Ghose.		„ Chandrakanta Tewari.
„ Sarala Prosad Ghose.		„ Puresnath Bhunya.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Ramjibunpore Municipality, in the district of Midnapore :—

Baboo Jadoonath Mookerjee.		Baboo Rameswar Gangooly.
„ Nibaran Chandra Bhattacharjee.		„ Ram Das Dutt.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Umacharan Mandul.		Baboo Pertap Chunder Banerjee.
-------------------------	--	--------------------------------

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Nattore Municipality, in the district of Rajshahye :—

Baboo Harichurn Chukerbutty.		Baboo Jagesh Chunder Bagchi.
------------------------------	--	------------------------------

Baboo Jogunnath Bajpai.

The 19th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Ranchee Municipality, in the district of Lohardugga, of Mr. W. H. Mackenzie Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, to be their Vice-Chairman.

The 22nd May 1884.—Moulvie Ikbal Ally is appointed to be a Commissioner of the Durbhunga Municipality.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Lieutenant-Colonel R. C. Money, Manager, Raj Durbhunga.

Hajee Mahomed Wahid Ally Khan.

The 23rd May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Jugdispore Municipality, in the district of Shahabad, of Mr. Lewis Mylne to be their Vice-Chairman.

The 24th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the North Barrackpore Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs, of Baboo Ramanath De to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Nanda Kumar Chatterjee.		Baboo Srinibash Das.
-------------------------------	--	----------------------

[Government Gazette, 3rd June 1884.]

আসিষ্টান্ট সর্জন শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ দাসকে রাজধানীচক্রে টিকাদান কার্যের ডেপুটী সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কর্ম করণার্থে নিযুক্ত করণ বিষয়ক গত মাসের ২৮ তারিখের আজ্ঞা এতদ্বারা রহিত করা গেল।

১৮৮৪ সাল ১৯ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মার্জিলিং ইন্ডেন সানিটোরিয়ামের কার্য নির্বাহক কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত আর, হারিসন সাহেব।

| শ্রীযুত জি, আর, ক্লার্ক সাহেব।

১৮৮৪ সাল ২০ মে।—টেম্পল মেডিকাল স্কুলের ঔষধ ও খাদ্যবিদ্যার শিক্ষক আসিষ্টান্ট সর্জন শ্রীযুত মন্ডলাল ঘোষ যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি নিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

টিকাদান বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২০ মে।—মার্জিলিং চক্রে টিকাদান কার্যের ডেপুটী সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আসিষ্টান্ট সর্জন শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৮৮৩ সালের ৩ সেপ্টেম্বরের আজ্ঞামতে যে ছুটি পান তদতিরিক্ত চারি দিনের ছুটি পাইলেন।

মুন্সিপাল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৬ মে।—খুলনা জিলার অন্তর্গত সাতকীরা মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

শ্রীযুত বাবু রামলাল রায় মওয়াখানী মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত ঘটাল মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু নীলমাধব মল্লিক।

| শ্রীযুত বাবু চুপেন্দ্র নাথ দে।

শ্রীযুত বাবু প্রিয়নাথ দে।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু কেশবনাথ মুখোপাধ্যায়।

| শ্রীযুত বাবু মতিলাল মুখোপাধ্যায়।

„ „ পিরারিলাল ঘোষ।

„ „ চন্দ্রকান্ত ভেওয়ারি।

„ „ শ্যামপ্রসাদ ঘোষ।

„ „ পুরুষনাথ ভূঞা।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত রামজীবনপুর মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু যত্ননাথ মুখোপাধ্যায়।

| শ্রীযুত বাবু রামেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়।

„ „ নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য।

„ „ রামদাস দত্ত।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু উমাচরণ মণ্ডল।

| শ্রীযুত বাবু প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা রাজশাহী জিলার অন্তর্গত নাটোর মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু হরিচরণ চক্রবর্তী।

| শ্রীযুত বাবু যোগেশচন্দ্র বাগচী।

শ্রীযুত বাবু জগন্নাথ বাজপেয়ী।

১৮৮৪ সাল ১৯ মে।—লোহারডগা জিলার অন্তর্গত রাঞ্চি মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরেরা একটি ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত ডব্লিউ. এচ. মাকেঞ্জি সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করার শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ২২ মে।—শ্রীযুত মৌলবী একবল আলি দ্বারতজা মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।—

রাজহারডগার কার্গ্যাধ্যক্ষ লেপ্টেনেন্ট কর্ণেল শ্রীযুত আর, সি, মনি সাহেব।

শ্রীযুত হাজি মহম্মদ ওয়াহিদ আলি খাঁ।

১৮৮৪ সাল ২৩ মে।—শাহাদাদ জিলার অন্তর্গত জগদীশপুর মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত সুহেল মিলনে সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করার শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মে।—২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত উত্তর বারাকপুর মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু রমানাথ দেকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করার শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু মন্দকুমার চট্টোপাধ্যায়।

| শ্রীযুত বাবু জিনিবাস দাস।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

ROAD CESS—*The 16th May 1884.*—Baboo Asutosh Gupta, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be a member of the District Road Committee of Lohardugga, *vice* Baboo Raj Gopal Roy.

The 17th May 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Seetamurhee Branch Road Committee, in the district of Mozufferpore :—

Mr. F. O. Vipani, Manager, Amua Indigo Factory.

„ W. M. Reid, Manager of Dain, Caura Factory, *vice* Mr. J. Tripe.

The 19th May 1884.—Baboo Tara Prosad Chatterjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be a member of the District Road Committee of Burdwan, *vice* Mr. W. C. Muller, transferred.

The 21st May 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Branch Road Committee at Chooadanga, in the district of Nuddea :—

Mr. M. L. Macnaughten. | Baboo Debendra Nath Mullick.
Baboo Kedar Nath Acharjee.

The 23rd May 1884.—Mr. B. Dé, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Hooghly, is appointed to be Vice-Chairman of the Hooghly District Road Committee, *vice* Baboo Bemola Charan Bhattacharjee.

The 24th May 1884.—Mr. J. S. Davidson, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be a member of the Khoorda Branch Road Committee, in the district of Pooree.

The following notifications are re-published from the *Assam Gazette* :—

No. 144.—The 13th May 1884.—The undermentioned officer has been granted by Her Majesty's Secretary of State for India permission to return to duty, as advised in list dated the 10th April 1884 :—

Name.	Service.	Appointment.	Date on which permitted to return.
H. Luttmann-Johnson ...	Covenanted ...	Deputy Commissioner, first grade, Assam.	Within period of leave

No. 146.—Furlough for 18 months, under section 19 of the Civil Leave Code, is granted to Mr. J. K. Wight, c.s., Deputy Commissioner, fourth grade, Cachar, with effect from the 20th July 1884, or subsequent date on which he may avail himself of it.

No. 147.—Mr. B. G. Geidt, c.s., Assistant Commissioner, is posted to the district of Sylhet, and is appointed to be in charge of the South Sylhet sub-division.

No. 13.—The 15th May 1884.—Mr. B. G. Geidt, Assistant Commissioner, on transfer to Sylhet, made over charge of the office of Personal Assistant to the Chief Commissioner of Assam to Mr. E. G. Colvin in the forenoon of the 13th May 1884.

No. 14.—Baboo Uma Kant Chatterjee, Munsif, who has been appointed to the Sylhet district, assumed charge of the office of First Munsif of Maulavi Bazar from Baboo Dina Nath Sircar, who assumed charge of the office of Second Munsif from Baboo Uma Charan Kar in the forenoon of the 6th May 1884.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 12th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 33, Act IV (B.C.) of 1871, as amended by Act II (B.C.) of 1879 and Act I (B.C.) of 1884, the Lieutenant-Governor intends, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of this notification, to

[*Government Gazette, 3rd June 1884.*]

পঞ্চকব বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৬ মে।—শ্রীযুত বাবু রাজগোপাল রায়েব পরিবর্তে একটি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুত বাবু আশুতোষ গুপ্ত লোহারডাঙ্গা জিলার পথ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মজফরপুর জিলার অন্তর্গত সীতামতীর শাখাপথ-কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

আমুয়া নী কুমার কাচারামাফ শ্রীযুত এফ. ও. স্ট্যানলি সাহেব।

শ্রীযুত জে. টাইলর সাহেবের পরিবর্তে দৈনা ছাপরা কুমার কাচারামাফ শ্রীযুত ডবলিউ. এম. রীড সাহেব।

১৮৮৩ সাল ১৯ মে।—শ্রীযুত ডবলিউ. সি. মলর, সাহেব সীতামতীর প্রেরিত রপ্তানিতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুত বাবু শরীফুল হক চট্টোপাধ্যায় বকসান জিলার পথ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২১ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা নদীয়া জিলার অন্তর্গত চুয়াডাঙ্গার শাখাপথ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত এম. এল. মাকিনাটিন সাহেব। | শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক।

শ্রীযুত বাবু হেমচন্দ্রনাথ আচার্য।

১৮৮৪ সাল ২৩ মে।—শ্রীযুত বাবু বনলাচরণ ভট্টাচার্যের পরিবর্তে হুগলীর একটি জাইন্ট-ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুত বি. ডে. সাহেব হুগলী জিলার পথ কমিটির প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মে।—একটি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুত জে. এম. ডেবিডসন সাহেব পুরী জিলার অন্তর্গত খুন্দার শাখাপথ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আদেশ গেজেট হইতে উদ্ধৃত করা গেল।—

১৪৪ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—তার ৩০ নবেম্বর ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ মে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নিম্নলিখিত কার্যসম্পন্ন ১৮৮৪ সালের ১০ আগস্টের নিষ্পত্তির আদেশানুসারে কর্মে প্রত্যাপন করিবেন অসুবিধা দিয়া যেন।

নাম।	পদ।	পদ।	যে প্রত্যাপন করিবেন অসুবিধা দিয়া যেন।
শ্রীযুত এচ. লটমানজানসন সাহেব...	চিফিট	...	আগামের প্রথম প্রেরিত ডেপুটি কমিশনার।
			ছুটির কালের মধ্যে।

১৪৬ নম্বর।—কীর্তীচরণ চতুর্থ প্রেরিত ডেপুটি কমিশনার শ্রীযুত জে. কে. ওয়াটস সাহেব, সি. এস, ১৮৮৪ সালের ২০ জুলাই অবধি অথবা তার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তাবধি দিবাগ কাছাকাছের ছুটির বিধির ৪৯ পারামতে আটটি মাসের সময়মিত ছুটি পাইলেন।

১৪৭ নম্বর।—আগিটটি কমিশনার শ্রীযুত বি. জি. গেট সাহেব, সি. এস, শ্রীহট্ট জিলার অবস্থান হইয়া দক্ষিণ শ্রীহট্ট মহকুমার কাছের তার প্রচণ্ডে নিযুক্ত হইলেন।

১৩ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ১৫ মে।—আগিটটি কমিশনার শ্রীযুত বি. জি. গেট সাহেব শ্রীহট্ট প্রেরিত হইয়া ১৮৮৪ সালের ১৩ মে পূর্বা হুগলী জি. জি. কমিশনার সাহেবের প্রতি আগামের প্রশ্ন কমিশনার সাহেবের স্বাক্ষর আসি টাউন্টের কাছের তার অঙ্গ করিলেন।

১৩ নম্বর।—শ্রীহট্ট জিলার নিযুক্ত, মুনসেফ শ্রীযুত বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুত বাবু দীননাথ সরকারের স্থানে দৌলবী বাজারের প্রথম মুনসেফের কর্মের তার শ্রীযুত বাবু দীননাথ সরকার, শ্রীযুত বাবু উমাকান্ত সরকারের স্থানে ১৮৮৪ সালের ৬ মে পূর্বা হুগলী জি. জি. কমিশনার সাহেবের তার অঙ্গ করিলেন।

এফ. বি. পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে শ্রীযুত সেক্রেটারী গবর্নর সাহেবের প্রতি ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ২ আইন দ্বারা ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় ১ আইন দ্বারা সংশোধিত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩৮ ধারানুসারে প্রত্যাপন হইয়াছে [গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

confirm the following bye-laws, which have been framed for the town of Gurbetta, in the district of Midnapore, with the assent of the Health Officer of the town appointed under the Act for the management of all matters necessary for the due enforcement of the Act within the said town of Gurbetta.

BYE-LAWS UNDER SECTION 37, ACT IV (B.C.) OF 1871 FOR THE TOWN OF GURBETTA, IN THE DISTRICT OF MIDNAPORE.

PART I.

On the appointment and constitution of a Committee to aid in carrying out the provisions of Act IV (B.C.) of 1871 in the town of Gurbetta.

1. The provisions of this Act shall be carried out by a Committee consisting of three official and three non-official members appointed for that purpose by Government.

2. On the 1st of March in each year the Sub-Divisional Officer shall nominate the members to serve on the Committee during the ensuing official year, and shall report the nomination for the sanction of the local Government.

3. In the event of the death, removal, or resignation of any member of the Committee during his year of office an official member shall be succeeded by the successor to his appointment or any other official, and in the case of a non-official member his successor shall be appointed by the remainder of the Committee.

PART II.

Rules for the conduct of business.

4. The Committee shall meet for the transaction of business in the office of the local Sub-Registrar or Honorary Magistrate, who is the Chairman of the Committee, on the 15th of each month, or, if that date fall on a Sunday or holiday, on the next succeeding open day provided that it shall be lawful for the Chairman to call a meeting at any other time during the month, recording his reasons for doing so.

5. Notice of every meeting shall be issued to the members by the Chairman three clear days before hand.

6. No question shall be decided at any meeting unless its substance has been included in the notice prescribed in Rule 5.

7. Every question shall be decided by a majority of votes. In the event of an equal division, the Chairman shall have a casting vote.

8. The proceedings of every meeting shall be recorded in a book to be kept by the Chairman for the purpose.

PART III.

On the receipt and disbursement of moneys under the Act.

9. On the 15th October of each year a budget of the probable receipts and expenditure of the ensuing financial year, together with the opening and closing balances, shall be submitted to the Magistrate for the sanction of Government.

10. It shall be competent for the Committee, subject to the orders of Government, to transfer sums from one item of the budget to another, provided that the total expenditure be not exceeded, and provided that an annual review of the same be submitted to the Commissioner.

11. In forming every annual estimate an amount not exceeding Rs. 25 per cent. shall be reserved for emergent contingencies, such as a sudden outbreak of cholera and sickness, and necessity for employment of extra and special establishment.

12. At the close of every year the Chairman shall submit a report on the working of the Act during the year, showing the works of improvement and conservancy carried out, and a detailed account of the receipts and expenditure during the year, and the balance in hand at its close. The report should be submitted through the District Magistrate and the Commissioner to Government.

PART IV.

13. If any person shall carry night-soil or other offensive matter through the town otherwise than in a closely covered receptacle, he shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5.

[*Government Gazette, 3rd June 1884.*]

তদনুসারে কার্য্য করিয়া তিনি মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত গড়বেতানগরের মধ্যে উক্ত আইন উপযুক্ত-
মতে প্রবল করণার্থ প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের কার্য্য নিকাচার্থে উক্ত আইনমতে নিযুক্ত উক্ত নগরের
স্বাস্থ্যরক্ষকের সম্মতিক্রমে উক্ত নগরের নিমিত্ত প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার
কর্ণনা করিয়াছেন ।

মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত গড় বেতানগরের নিমিত্ত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের
৩৭ ধারামত উপবিধি ।

এবং খণ্ড ।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের উদ্দেশ্য সফল করণকার্য্যে সাহায্যার্থ গড়বেতানগরে কমিটি
নিয়োগ ও সংস্থাপনের কথা ।

১। গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত রাজকীয় পদধারি তিন জন কার্য্যকারকের ও বাঁহারা রাজকীয় কার্য্যকারক
নহেন এমত তিন জনের কমিটি দ্বারা এই আইনের বিধান কার্য্যে পরিণত করা যাইবে ।

২। আগামী রাজকীয় বৎসরে যে বার্ষিক কমিটির অন্তর্গত থাকিবেন মহকুমার কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎস-
রের মাঝে মাঝে ১ তারিখে তাহাদের নাম লিখিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমোদন জন্য প্রেরণ করিবেন ।

৩। কমিটির অন্তর্গত কোন ব্যক্তি পদস্থ থাকিবার সেই বৎসরের মধ্যে যদি কি পদচ্যুত হইলে
কি পদ ত্যাগ করিলে, তিনি রাজকীয় পদস্থ হইলে যে ব্যক্তি তাহার পদ গ্রহণ হন তিনি কিম্বা রাজকীয়
অন্য কার্য্যকারক তৎস্থানে কমিটির মেম্বর হইবেন । তিনি রাজকীয় কার্য্যকারক না হইলে কমিটির
অবশিষ্ট ব্যক্তিরা তাহার পরিবর্তে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন ।

দ্বিতীয় খণ্ড ।

কার্য্য চালাইবার বিধি ।

৪। স্থানীয় সব-রেজিষ্ট্রার বা অট্টবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট যিনি কমিটির সভাপতি হন তাঁহার আফিসে
মাসের ১৫ তারিখে কার্য্য নিষ্পাদন করিবার নিমিত্ত কমিটির অধিবেশন হইবে । সেই ১৫ তারিখ রবিবার
কি বঙ্গের দিন হইলে তৎপশ্চাতে যে দিনে আফিস খোলা হয় সেই দিনে অধিবেশন হইবে । কিন্তু
সভাপতি মাসের মধ্যে অন্য কোন দিনে কমিটির অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিতে চাহিলে
কারণ লিখিয়া অধিবেশন করা হইতে পারিবেন ।

৫। অধিবেশনের যে দিন নিরূপণ হয় অন্ততঃ তাহার সম্পূর্ণ তিন দিন থাকিতে প্রত্যেক জন
মেম্বরকে ঐ অধিবেশনের নোটিস দেওয়া যাইবে ।

৬। ৫ ধারার নিদিষ্ট নোটিসে বিবেচ্য বিষয়ের তাৎ নির্দিষ্ট না থাকিলে তাহার নিষ্পত্তি
করা যাইবে না ।

৭। অধিকাংশ ব্যক্তিদের সভানুসারে প্রত্যেক বিষয়ের নিষ্পত্তি হইবে । সমগ্ৰস্থ্যক ব্যক্তিদের
মতভেদ হইলে সভাপতি দ্বিতীয় মত নিজে পারিবেন ।

৮। সভাপতি একখানা বহি রাখিবেন, তন্মধ্যে প্রত্যেক অধিবেশনকালীন কার্য্যের বিবরণ
লিখিতে হইবে ।

তৃতীয় খণ্ড ।

এই আইনমতে টাকা জমা ও খরচ করিবার বিধি ।

৯। প্রতি বৎসর অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখে বৎসরের প্রথম ও শেষ মাঠা উদ্বৃত্ত থাকে তাহা
স্বল্প আগামি রাজস্ব সম্পর্কীয় বৎসরের সম্ভাবিত জমার ও খরচের অনুমানপত্র গবর্ণমেন্টের অনুমো-
দনার্থে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট অর্পণ করা যাইবে ।

১০। কমিটি গবর্ণমেন্টের অনুমতি লইয়া অনুমানপত্রের লিখিত কোন টাকা এক দফা হইতে
উঠাইয়া অন্য দফায় নিতে পারিবেন ; কিন্তু মোট টাকার অধিক খরচ না হয় ও বৎসর ২ তাহার
সমালোচনপত্র কমিশ্যনর সাহেবের সম্মুখে অর্পণ করা যায় ।

১১। বৎসরের মধ্যে ওলাউঠা কি অন্য রোগের সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা প্রযুক্ত অতিরিক্ত ও
বিশেষ আয়লাগন নিযুক্ত করা আবশ্যক হইতে পারে ইত্যাদি কারণে বৎসরের অনুমানপত্র প্রস্তুত
করিতে গেলে, অভ্যাবনা ও স্থলের নৈমিত্তিক খরচ বলিয়া শতকরা ২৫ টাকা অধিক ধরিতে হইবে ।

১২। নগর সৌষ্ঠব ও পরিষ্কার করণের কিং কার্য্য করা গিয়াছে তাহাও কত টাকা জমা ও খরচ হই-
য়াছে তাহার বিস্তারিত হিসাব ও বৎসরের অবসানে কত টাকা উদ্বৃত্ত রহিল তাহা লিখিয়া সভাপতি
বৎসরের মধ্যে আইনমত কার্য্য কিরূপে চলিয়াছে প্রতিবৎসরের শেষে ইহার রিপোর্ট অর্পণ করিবেন ।
ঐ রিপোর্ট জিলার ম্যাজিস্ট্রেট ও কমিশ্যনর সাহেবের দ্বারা গবর্ণমেন্টের নিকট পাঠান যাইবে ।

চতুর্থ খণ্ড ।

১৩। কোন ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে বদ্ধ আহার ভিন্ন অন্য প্রকারে নগরের মধ্যে দিয়া বিষ্ঠা বা
দুর্গন্ধজনক অন্য দ্রব্য লইয়া গেলে তাহার ৫ টাকা অধিক দণ্ড হইতে পারিবে ।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ৩ জুন ।]

14. The Committee shall open a register of the sweepers engaging for various parts of the town, specifying the name or names of the sweepers engaging for each part and responsible for its cleanliness, and shall supply each sweeper with a metal ticket bearing his number painted on it, and the section of the town to which he is attached, the spots fixed under section 24 of the Act, in which they are bound to deposit dirt, and any other detail that may seem necessary. Any sweeper neglecting to remove night soil from any part of the quarter for which he is responsible once in twenty-four hours shall be liable for each omission to a fine not exceeding Rs. 1.

15. If any person shall bury or allow to be buried, within the limits of the town of Gurbetta night-soil or other offensive matter, or leave it within the premises occupied by him beyond such time as may be fixed by the Magistrate, he shall be liable to fine which may extend to Rs. 20, provided that this penalty shall not extend to manure heaps until notices to remove them have been issued by the Health Officer. The Chairman of the Committee may issue notice ordering any person to remove any offensive matter that may be buried on the premises occupied by him within a specific term. Any person neglecting to comply with such notice shall be liable to a daily fine not exceeding Rs. 2 from the date of the expiry of notice.

16. If any person shall dispose, or cause to be disposed of, within the limits of the town of Gurbetta any corpse, or part of a corpse, otherwise than by burning or burying it at or in some burning or burial ground, specially set apart for that purpose, and fixed by the Chairman of the Committee with the assent of the Health Officer, he shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

17. Any persons allowing land or premises occupied by him within the limits of the town of Gurbetta to be used as a camping place for cattle or carts or any beasts of draught or burden shall be bound to permit such premises to be inspected by the Health Officer or Chairman of the Committee, or any officer they may depute, and shall be liable to any penalty provided for any infringement of the laws or bye laws committed on his premises.

18. Whoever shall offer for sale fish unfit for food, or shall offer for sale any fish in any part of the town except in places notified by the Magistrate, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

PART V.

Miscellaneous.

19. At each monthly meeting of the Committee one or more members shall be appointed to supervise the working of the Act during the calendar month next following.

20. The remarks and orders of the working member or members for each month, and the remarks of inspecting officers, shall be entered in the minute book prescribed in Rule 7.

21. Every lodging-house keeper taking out a license under this Act shall provide himself with a copy of the Act, and with a printed copy of the notice prescribed in section 14 which notice shall be in the form shown in appendix A of these bye-laws.

22. The register referred to in section 15 of the Act shall be in the form shown in appendix B of these bye laws.

23. There shall be hung up in each compartment of a lodging-house a board on which shall be legibly written in Uriya, Hindustani, and Bengali the dimensions of such compartment and the number of lodgers it can properly accommodate, and this board shall bear the signature of the Health Officer.

24. Every lodging-house or hotel-keeper shall be bound, on requisition by the Health Officer, to provide himself with tickets or tokens bearing consecutive numbers, and to furnish each of his lodgers with one of such tickets or tokens.

25. For the purpose of this Act the year shall be considered to commence from 1st April, and all licenses shall run from that date.

APPENDIX A.

Form of Notice under Section 14.

Lodging-house No.

Proprietor or (Manager) A. B.

Licensed to accommodate—Lodgers.

Signature.

১৪। কমিটী নগরের নামা অংশে নিযুক্ত মেতরদের এক রজিটর খুলিবেন, প্রত্যেক অংশে যে মেতর নিযুক্ত হইবে তাহার বা তাহাদের নাম তাহাতে লেখা থাকিবে, তাহার তাহা পরিষ্কার রাখিবার দায়ী হইবে ও কমিটী প্রত্যেক জন মেতরকে ধাতুময় টিকিট দিবেন, সেই টিকিটে তাহার নাম ও নগরের যেতাগে যে নিযুক্ত, ও আইনের ১৪ ধারামতে নির্দিষ্ট যে স্থানে মবলা ফেলিতে হইবে সেই স্থানের কথা ও অন্য যে কথা লেখা আবশ্যিক বোধ হয় তাহা রংদিয়া লেখা থাকিবে। কোন মেতর পঞ্জীর যে অংশের নিমিত্ত দায়ী সেই অংশের বিষ্ঠা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার ফেলাইতে টেনাখলা করিলে যত বার করে তাহার প্রত্যেক বারের নিমিত্ত তাহার ১২ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৫। কোন ব্যক্তি যদি গড়বেতা নগরের সীমার মধ্যে বিষ্ঠা কিম্বা দুর্গন্ধজনক অন্য জব্য পৌতে বা পুতিতে দেয় কিম্বা মাজিক্রেট যে সময় বিরূপণ করিয়া সেই তাহার অধিক কাল আপন বাড়ীর মধ্যে রাখে তাহা হইলে তাহার ২০৭ বিশ টাকা পর্য্যন্ত দণ্ড হইতে পারিবে, কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষক সারের গাদা স্থানান্তর করিবার নোটিস না দিলে এই দণ্ড তৎপ্রতি বর্তিবে না। কোন ব্যক্তি আপন বাড়ীর মধ্যে দুর্গন্ধজনক কোন জব্য পুতিলে কমিটীর সভাপতি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহা স্থানান্তর করিবার আজ্ঞা করিয়া নোটিস দিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি সেই নোটিস অনুযায়ী কর্ম করিতে টেনাখলা করিলে নোটিসের নির্দিষ্ট সময় অতীত হইবার তারিখ অবধি দিন প্রতি তাহার ২৭ দুই টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

১৬। কমিটীর সভাপতি স্বাস্থ্যরক্ষকের সম্মতিক্রমে শবদাহ করিবার কি কবর দিবার নিমিত্ত গড়বেতা নগরের সীমার মধ্যে যতদূর যে স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন কোন ব্যক্তি সেই স্থানে কোন শব বা শবের কোন অংশ দাহ না করিয়া বা কবর না দিয়া অন্য স্থানে তাহা কার্য করিলে বা করাইলে তাহার ১০৭ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৭। কোন ব্যক্তি গড়বেতা নগরের সীমার অন্তর্গত আপন দখলী ভূমি বা বাটী গবাদি, গকরগাড়ী কিম্বা গাড়ির বা ভারবাহী কোন পশু রাখিবার স্থানস্বরূপ ব্যবহার হইতে দিলে সেই বাড়ীর ভিত্তর স্বাস্থ্যরক্ষকে বা কমিটীর সভাপতিকে কিম্বা তাহাদের প্রেরিত কোন কর্মচারীকে দেখিতে যাইতে দিতে বাধা থাকিবেন, ও তাহার বাড়িতে আইন বা উপবিধি লঙ্ঘন করা গেলে তজ্জন্য যে দণ্ডের বিধান করা হইয়াছে তাহার সেই দণ্ড হইতে পারিবে।

১৮। কোন ব্যক্তি আহারের অনুপযুক্ত মৎস্য বিক্রয়ার্থে দেখাইলে কিম্বা মাজিক্রেট বিজ্ঞাপন দিয়া যেহ স্থান নির্ণয় করিয়াছেন তন্নিম্ন নগরের কোন অংশে কোন মৎস্য বিক্রয়ার্থে দেখাইলে তাহার ১০ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

পঞ্চম খণ্ড।

বিবিধ বিধি।

১৯। কমিটীর প্রত্যেক মাসিক অধিবেশনে পঞ্জিকামত তৎপরে মাসে আইনের কার্য কিরূপে চলে ইহা পর্য্যবেক্ষণার্থে এক বা অধিক জন মেতর নিযুক্ত হইবেন।

২০। কার্যকাণ্ডি এক বা অধিক জন মেতরের প্রত্যেক মাসের মন্তব্য ও আজ্ঞা এবং পরিদর্শনকারী কর্তৃপক্ষদের মন্তব্য ৭ ধারার নির্দিষ্ট কাগ্যবিবরণের বহীতে লিখিতে হইবে।

২১। যে ব্যক্তি বাসাবাড়ী রাখিবার জন্য এই আইনমতে লাইসেন্স লন তিনি এই আইনের এক কেতা ও ১৪ ধারার নির্দিষ্ট এত কেতা ছাপা নোটিস জর্য করিবেন। সেই নোটিস এই বিধির A চিহ্নিত ক্রোড়পত্রের পাঠানুসারে লেখা যাইবে।

২২। আইনের ১৫ ধারায় যে রেজিষ্টরের উল্লেখ হইয়াছে তাহা এই উপবিধির B চিহ্নিত ক্রোড়পত্রের পাঠানুসারে লিখিতে হইবে।

২৩। বাসাবাড়ীর প্রত্যেক ঘর কত লম্বা ও চৌড়া ও তাহার মধ্যে কতজন যাত্রী স্বস্থন্দে থাকিতে পারে এই কথা তক্তার উড়িয়া ও হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালা ভাষায় স্পষ্ট লিখিত হইয়া সেই ঘরে লটকান থাকিবে ও সেই তক্তার স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের স্বাক্ষর থাকিবে।

২৪। স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব আজ্ঞা দিলে বাসাবাড়ীর প্রত্যেক জন রক্ষক এক খানি টিকিট লইয়া লিকটে রাখিবেন; সেই সকল টিকিটে একাদিক্রমে নম্বর দেওয়া যাইবে। বাসাবাড়ীর মধ্যে যতজন আসিয়া থাকে তাহাদের প্রত্যেক জনকে ত্রুপ এক খান টিকিট দিতে হইবে।

২৫। এই আইনের কার্যপক্ষে আশ্রিল মাসের ১ তারিখ বৎসরের আরম্ভ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে, ও উক্ত তারিখ অবধি সকল লাইসেন্স পত্র চলিবে।

A চিহ্নিত ক্রোড়পত্র।

১৪ ধারামত নোটিসের পাঠ।

বাসাবাড়ী

নম্বর।

মালিক (বা কার্যাব্যক্ষ)

ক, খ।

এত জন যাত্রীদের স্থান দিবার লাইসেন্সপ্রাপ্ত।

(স্বাক্ষর)

APPENDIX B.

Form of Inspection Register under Section 15.

Date of inspection and name of inspecting officer.	Number and name of lodging-house.	Result of inspection.	Orders by Magistrate or Health Officer.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 13th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 314, Act V (B.C.) of 1876, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Sitamarhee Municipality made at a meeting, the Lieutenant-Governor intends, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of this notification, to confirm the following bye-laws, which have been framed by the Municipal Commissioners, under section 313 of the Act, for that municipality :—

BYE-LAWS.

1. An ordinary general meeting of the Commissioners shall be held on the 1st Saturday in every month.

2. The collecting officer taking the money in payment of any demand shall give a receipt for it.

3. The Commissioners shall have power to inflict, for neglect of duty, a fine not exceeding one month's pay upon any person employed by them.

4. No owner or occupier of any house, land or premises, in or on which any privy may be situated, shall allow night-soil, urine, filth, of any kind to flow or be discharged from such privy into any drains, water-course, river, tank, hollow or excavation (or any place containing waste and stagnant water).

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

5. No person shall throw, deposit or discharge any night-soil, sewage or the contents of any drain, privy or cesspool into any river, tank, khal, water-course or receptacle for water, or dispose of the above mentioned kinds of offensive matters in any other way than as the Commissioners may from time to time direct.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

6. No person shall burn, or cause to be burnt, any corpse on any ground which is not especially provided and defined for the purpose, and no person shall bury a corpse in a grave less than 4½ feet deep, so that there may be 3½ feet of earth over the corpse.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

7. Every person who shall bring or convey, or cause to be brought or conveyed, any corpse or part thereof to any burning ground shall burn, or cause the same to be burnt, within three hours after its arrival at the said burning ground.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

8. The persons who bring a corpse to be burnt shall cause the same, together with all clothes and other coverings of the corpse, to be completely reduced to ashes. Provided that where such persons through poverty are unable to provide means for completely reducing such corpse and coverings to ashes, they shall permit (or shall cause, if the Commissioners do not undertake this duty) such corpse and coverings to be forthwith buried within ground specially provided (by the Municipal Commissioners) for the purpose.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

[*Government Gazette, 3rd June 1884*]

B চিহ্নিত কোড়পত্র ।
১৫ ধারামতে পরিদর্শনের রেজিস্ট্রারের পাঠ ।

পরিদর্শনের তারিখ ও পরিদর্শনকারী কার্যকারকের নাম ।	বাগাবাড়ীর নহর ও নাম ।	পরিদর্শনের স্থান ।	মাজিষ্ট্রেট বা যান্ত্রিকত সাহেবের অজ্ঞা ।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—সাধারণের অবগত্যর্থ্যে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিগত বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে, প্রযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩১৪ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতা-ক্রমে কার্য্য করিয়া এবং সীতামটা মুনিসিপালিটির অন্তর্গত কমিশ্যনরদের অনুরোধক্রমে তিনি উক্ত আইনের ৩১৩ ধারামতে উক্ত মুনিসিপাল কমিশ্যনরদের প্রণীত উক্ত মুনিসিপালিটির নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিয়াছেন ।

উপবিধি ।

- ১। প্রতি মাসের প্রথম শনিবারে কমিশ্যনরদের নিয়মিত সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে ।
- ২। টাক্স আদায়কারি কোন কর্মচারী কোন সাধারণ পরিশোধে টাকা লইলে তাহার রসিদ দিবেন ।
- ৩। কমিশ্যনরদের নিযুক্ত কোন ব্যক্তি কর্মে টগথিয়া করিলে তাহার তাহার এক মাসের বেতনের অনধিক দণ্ড করিতে পারিবেন ।
- ৪। কোন ব্যক্তি কি মজুরকারের ঘরের কি বাড়ীর মধ্যে পাঠখানা থাকিলে তিনি কোন নর্দমার, জলপ্রণালীতে, নদীতে, পুষ্করিণীতে, গর্তে বা খাতে কিম্বা যাহাতে অক্ষুণ্ণ মরা জল দাঁড়াইয়া থাকে কোন স্থানে সেই পাইখানার বিষ্ঠা মূত্র কি কোন প্রকার ময়লা জব্য যাইতে কি পড়িতে পারিবে না ।
- এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিংশ টাকার অনধিক দণ্ড ।
- ৫। কোন ব্যক্তি বিষ্ঠা কি নর্দমার ময়লা জব্য কিম্বা কোন নর্দমার কি পাইখানার কিম্বা কোন গলিজকুণ্ডের জব্য কোন নদীতে, পুষ্করিণীতে, খালে, কি জলস্রোতে কি জলাধারে ফেলিবেন কি রাখিবেন কি পড়িতে দিবেন না কিম্বা পূর্বোক্ত দুর্গন্ধজনক জব্য লইয়া যাহা করিতে হইবে বলিয়া মুনিসিপাল কমিশ্যনরেরা সময়ে২ আদেশ করেন তদ্বিধি অনুরূপে কার্য্য করিবেন না ।
- এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিংশ টাকার অনধিক দণ্ড ।
- ৬। শব দাহ করিবার নিমিত্ত যে স্থান বিশেষমতে রক্ষিত ও নির্মিত হয় নাই কোন ব্যক্তি এমনত কোন স্থানে কোন শব দাহ করিবেন বা করাইবেন না, এবং কোন ব্যক্তি ৪৮ ফুটের কম গভীর কোন কবরে শব পুতিবেন না, কেন না শবের উপর ৩৮ ফুট মাটি চাপা দিতে হইবে ।
- এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিংশ টাকার অনধিক দণ্ড ।
- ৭। কোন ব্যক্তি শব দাহ করিবার স্থানে শব কি শবের কোন অংশ আনিলে কি বহন করিলে কি আনাইলে কি বহন করাইলে সেই স্থানে আনিবার পর তিন ঘন্টার মধ্যে তাহা দাহ করিবে কি করাইবে ।
- এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিংশ টাকার অনধিক দণ্ড ।
- ৮। দাহ করিবার জন্য যাহারা শব আমদান করেন তাহার শবের বস্ত্র ও অন্যান্য আচ্ছাদন মুক্ত সমুদয় জব্য সম্পূর্ণরূপে ভস্মাশ্রয় করাইবেন । কিন্তু দরিদ্রতা নিবন্ধন যাহারা শব ও আচ্ছাদন ভস্মাশ্রয় করিবার খরচ দিতে অসারক হন (কমিশ্যনরেরা সেই কার্য্যের ভার গ্রহণ না করিলে) মুনিসিপাল কমিশ্যনরেরা শব প্রোথিত করিবার জন্য বিশেষমতে যে স্থান রাখিয়াছেন তাহার সেই স্থানে অবিলম্বে তাহা পুতিতে দিবেন বা পোতাইবেন ।
- এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিংশ টাকার অনধিক দণ্ড ।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ৩ জুন ।]

9. No person shall remove from any burial ground or (except for the purpose of burial as aforesaid) from any burning ground any clothes or coverings brought to such burial or burning ground with a corpse.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

10. No one shall carry a corpse, or part of a corpse, through any highway unless it be decently covered and totally concealed from view.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

11. No persons while carrying any corpse, or a part of a corpse, shall, except for the purpose of temporarily resting themselves, deposit it on or near any public highway.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

12. No person shall put, or cause to be put, on any house or other building any spout or other thing intended for the conveyance or discharge of water, which shall be so placed that the water discharged therefrom injuriously affects, or tends to injuriously affect, any public road or drain.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5 ; penalty for continued infringement after notice Re. 1, daily.

13. The Commissioners may give notice, in writing, to the owner of any building to which any spout or spouts may now be attached, from which water is discharged to the injury of any road or drain, to remove or alter the same within seven days in such a manner as they shall direct, and any person who shall fail to comply with such notice shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a daily fine of Re. 1 until such requisition be complied with.

14. No persons shall allow any pigs to be at large in any public place, except when they are being removed from one place to another.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

15. No person shall enlarge or deepen any existing tank, drain, channel or other excavation without the permission of the Commissioners.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

16. No person shall cut sods or grass, or remove earth or grass, from the margin of any public road or from any public drain.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

17. No person shall let off any fire-balloons, fire-works or fire-arms in or near any public road without the permission of the Commissioners, nor otherwise than as the Commissioners shall direct.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

18. No cart laden with bamboos shall use the public road within the limits of the municipality, unless it is attended by another man besides the driver.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 13th May 1884.—In the exercise of the powers conferred on him by section 38 of Act IV (B.C.) of 1871, as amended by Act II (B.C.) of 1879 and Act I (B.C.) of 1884, the Lieutenant-Governor approves and confirms the following bye-laws, which have been framed for the town of Rancegunge, in the district of Burdwan, with the assent of the Health Officer of the town appointed under the Act for the management of all matters necessary for the due enforcement of the Act within the town of Rancegunge:—

BYE-LAWS UNDER SECTION 37, ACT IV (B.C.) OF 1871.

PART I.

On the appointment and constitution of a Committee to aid in carrying out Act IV (B.C.) of 1871 in the town of Rancegunge.

1. A Committee consisting of four official and four non-official members shall be appointed to assist the Sub-Divisional Officer and Health Officer in carrying out the provisions of the Act.

[*Government Gazette*, 3rd June 1884]

৯। কোন ব্যক্তি শবের সঙ্গে আনিতে কোন বস্তু বা আচ্ছাদন দ্রব্য করণ স্থানে বা দাঁচ করিবার স্থান পর্য্যন্ত প্রোহিত করিবার অতিপ্রায় ভিন্ন অন্য অতিপ্রায় কোন করণ স্থান হইতে দিখা শবদাহ স্থান হইতে স্থানান্তর কারবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০৯ টাকার অনধিক দণ্ড।

১০। কোন ব্যক্তি কোন শব শবের অঙ্গ উপযুক্তমতে না তালিয়া ও সাঁদারপের তৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত না করিয়া কোন রাজ পথ দিয়া লইয়া যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৯ টাকার অনধিক দণ্ড।

১১। লোকে শব বা শবের কোন অংশ বহন করিবার সময়ে কিয়ংকাল বিশ্রামার্থ ভিন্ন অন্য ছেতুতে কোন রাজ পথে বা তরিকটে তাঁহা নানা হবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৯ টাকার অনধিক দণ্ড।

১২। কোন ঘরের কি গাঁথনির ছাঁদের জন পড়িয়া যাওয়াতে কোন সরকারী পথের বা নদীর হানি হয় কিম্বা হানি হইবার সম্ভাবনা কোন ব্যক্তি জা। দাঁচবার বা নির্মিত হইবার এমনত নল বা অন্য বিষয় বস ইবেক না কিম্বা অন্যকে বসাইতে দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৯ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড। নোটিশ পাঠ্যে পর একাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ১৯ এক টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

১৩। কোন পথের বা নদীর হানিজনকভাবে কোন ঘরের ছাঁদের জন পড়িয়া এক বা অধিক নল এখন লাগান থাকিলে, কমিশ্যনরেরা ঐ ঘরের স্বামির উপর লিখিত নোটিশ দিয়া তাঁহাদের আদেশমতে ৭ সাত দিনের মধ্যে ঐ নল তুলিয়া ফেলিবার বা পরিবর্তন করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন; ও কোন ব্যক্তি ঐ নোটিশ অযায়ি কর্ম করিতে ক্রটি করিলে তাঁহার ১০৯ দশ টাকার অনধিক দণ্ড, ও যত দিন সেই আদেশমত কর্ম করা না যায় তাঁহার দিন প্রতি তাঁহার ১৯ এক টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

১৪। কোন ব্যক্তি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লহয়া যাইবার সময় ভিন্ন সরকারী কোন স্থানে শূকর ছাড়িয়া দিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৯ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

১৫। এখন যে পুকুরিণী, নদীমা, জলপথ বা অন্য খাত আছে কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরের অনুমতি বিনা তাঁহা রুদ্ধ বা গভীর করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০৯ পঞ্চাশ টাকার অনধিক দণ্ড।

১৬। কোন ব্যক্তি সরকারী কোন পথের পার্শ্ব হইতে বা সরকারী কোন নদী হইতে খালের চাপড়া কি খাল কাটিবেন না বা মাটি বা ঘাস উঠাইয়া লইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৯ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

১৭। মুন্সিপাল কমিশ্যনরের অনুমতি না পাইলে কিম্বা কমিশ্যনরেরা যেক্রমে আদেশ করেন ভিত্তি অন্যক্রমে কোন ব্যক্তি সরকারী কোন রাস্তার কি রাস্তার নিকট গম্বির বেজুন কি আড়নবাঁধি কি আশ্রয় অস্ত্র ছুড়িবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৯ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

১৮। গাঁড়ওয়ান ভিন্ন আর এক জন লোক সঙ্গে না থাকিলে কোন গরুগাভী বাশ পোষাই করিয়া মুন্সিপালিটীর সীমার অন্তর্গত সরকারী পথ দিয়া যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৯ টাকার অনধিক দণ্ড।

ই. এন. বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রক্তি ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ২ আইনদ্বারা ও ১৮৮২ সালের বঙ্গীয় ১ আইনদ্বারা সংশোধিত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩৮ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুসারে কার্য করিয়া তিনি বর্তমান জিলার অন্তর্গত রানীগঞ্জ নগরের মধ্যে উক্ত আইন উপযুক্তমতে প্রবল করণার্থ প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের কায্য নিষ্পাদ্যার্থে এই আইনমতে নিযুক্ত স্বাধ্যক্ষক সাহেবের সম্মতিক্রমে উক্ত নগরের নিমিত্ত প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি অনুমোদন ও দৃঢ় করিলেন।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩৭ ধারামত উপবিধি।

প্রথম খণ্ড।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের উদ্দেশ্য সফল করণার্থে সাহায্যার্থ রানীগঞ্জ নগরের কমিটি নিয়োগ ও সংস্থাপনের কথা।

১। এই আইনের বিধান সফল করণার্থে মহকুমার কর্তৃপক্ষ ও স্বাধ্যক্ষক সাহেবের সাহায্য করণার্থ রাজকীয় চারিজন কার্যকারকে ও যাহারা রাজকীয় কার্যকারক নহেন এমন চারিজনকে লইয়া কমিটি নিযুক্ত করা হইবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

2. On the 1st of March in each year the Sub-Divisional Officer shall nominate the members to serve on the Committee during the ensuing official year, and shall report the nomination for the sanction of the Local Government.

3. In the event of the death, removal or resignation of any member of the Committee during his year of office, an official member shall be succeeded by the successor to his appointment or any other official, and in the case of a non-official member, his successor shall be appointed by the remainder of the Committee.

PART II.

Rules for the conduct of business.

4. A meeting of the Local Committee appointed by the Local Government to assist the Sub-Divisional Officer and the Health Officer to carry out the provisions of the Act shall be held for the transaction of business and inspection of accounts at the sub-divisional office on the 15th of every month not being a Sunday or holiday, in which case the meeting shall be held on the next open office day, provided that it shall be lawful for the Sub-Divisional Officer to call a meeting at any other time during the month, recording his reasons for doing so.

5. Notice of every meeting shall be given to each member at least four clear days before the day appointed for the meeting.

6. No question shall be finally decided on the first occasion it is brought before the Committee, unless the nature of the question has been fully described in the notice prescribed by the last bye-law.

7. The subject or subjects brought before the Committee shall be decided by a majority of votes. In the event of divisions, the Sub-Divisional Officer, or, in his absence, the Health Officer, shall have a casting vote.

8. The Health Officer shall be *ex-officio* Secretary to the Committee, and the Sub-Divisional Officer, President. The proceedings of every meeting shall be recorded by the Secretary in a book kept for the purpose.

PART III.

On the receipt and disbursement of moneys under the Act.

9. On the 15th October in each year, a budget of probable receipts and of proposed expenditure during the ensuing year shall be submitted for the sanction of the Government.

10. It shall be competent for the Committee, subject to the orders of Government, to transfer sums from one item of the budget to another, provided that the total expenditure be not exceeded, and provided that an annual review of the same be submitted to the Commissioner.

11. In forming every annual estimate, an amount not exceeding 25 per cent. shall be reserved for emergent contingencies, such as a sudden outbreak of cholera and sickness, and necessity for employment of extra and special establishment.

12. At the close of every year, the Sub-Divisional Officer shall submit a report on the working of the Act during the year, showing the works of improvement and conservancy carried out, and a detailed account of the receipts and expenditure during the year, and the balance in hand at its close. This report shall be forwarded through the Commissioner to Government.

PART IV.

Miscellaneous.

13. Every lodging-house keeper taking out a license under this Act shall provide himself with a copy of the Act, and with a printed copy of the notice prescribed in section 14 of the Act, which notice shall be in the form shown in appendix A of these bye-laws.

14. The register referred to in section 15 of the Act shall be in the form shown in appendix B of these bye-laws.

২। রাজকীয় বোন বৎসরে যে বাক্তি কমিটির অন্তর্গত থাকিবেন মহকুমার কর্তৃপক্ষ তৎপূর্ব বৎসরের মার্চ মাসের ১ তারিখে তাঁহাদের নাম লিখিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমোদন জন্য প্রেরণ করিবেন।

৩। কমিটির অন্তর্গত কোন ব্যক্তি পদস্থ থাকিবার সেই বৎসরের মধ্যে মরিলে কি পদচ্যুত হইলে কি পদ ত্যাগ করিলে, তিনি রাজকীয় পদস্থ হইলে যে ব্যক্তি তাঁহার পদ গ্রাপ্ত হন তিনি কিম্বা রাজকীয় অন্য কার্য্যকারক তৎস্থানে কমিটির মেম্বর হইবেন। তিনি রাজকীয় কার্য্যকারক না হইলে কমিটির অবশিষ্ট বাক্তিরা তাঁহার পরিবর্তে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন।

দ্বিতীয় খণ্ড ।

কার্য্য চালাইবার বিধি।

৪। আইনের বিধান সকল করণকার্য্য মহকুমার কর্তৃপক্ষ ও স্বাস্থ্যরক্ষক সার্জেবের সাহায্য করণার্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্টে যে স্থানীয় কমিটি নিযুক্ত হইবে তাঁহার প্রতি মাসের ১৫ তারিখে কার্য্য নিষ্পাদন করিবার ও হিসাব দেখিবার জন্য মহকুমার কর্তৃপক্ষের কাছারীতে অধিবেশন করিবেন। সেই ১৫ তারিখ রবিবার কি বৃহস্পতি দিন হইলে, তৎপশ্চাৎ যে দিনে কাছারী খোলা হয় সেই দিনে অধিবেশন করিবেন। কিন্তু মহকুমার কর্তৃপক্ষ মাসের মধ্যে অন্য কোন দিনে কমিটির অন্তর্গত বাক্তিদিগকে আহ্বান করিতে চাহিলে কারণ লিখিয়া অধিবেশন করাইতে পারিবেন।

৫। অধিবেশনের যে দিন নিরুপলব্ধ তাহার অন্ততঃ সম্পূর্ণ চারি দিন থাকিতে প্রত্যেক জন মেম্বরকে ঐ অধিবেশনের নোটিস দেওয়া যাইবে।

৬। ইহার পূর্ব প্রায় যে নোটিস দিবার বিধান হইয়াছে তৎসম্মত অধিবেশনকালীন বিবেচ্য বিষয়ের ভাব সম্পূর্ণরূপে নির্দিষ্ট না থাকিলে, কোন বিষয় প্রথমবার কমিটির সম্মুখে উপস্থিত করা গেলেই চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করা যাইবে না।

৭। কমিটির সম্মুখে যে কোন নীতি বিষয় উপস্থিত করা যায় কমিটির অন্তর্গত অধিকাংশ বাক্তিদের মতানুসারে সেই নীতিই বিষয়ের নিষ্পত্তি হইবে। মতভেদ হইলে মহকুমার কর্তৃপক্ষ কিম্বা তাঁহার অনুপস্থানে স্বাস্থ্যরক্ষক সার্জেব দ্বিতীয় মত নিজে পারিবেন।

৮। স্থায়ী পদোপলক্ষে স্বাস্থ্যরক্ষক সার্জেব কমিটির সেক্রেটারী ও মহকুমার কর্তৃপক্ষ সভাপতি হইবেন। সেক্রেটারী একথানা নকী রাখিয়া তৎসম্মত অধিবেশনকালীন কার্য্যের বিবরণ লিখিবেন।

তৃতীয় খণ্ড ।

এই আইনমতে টাকা জমা ও খরচ পরিবার বিধি।

৯। প্রতিবৎসর নবম্বর মাসের ১৫ তারিখে আগামি বৎসরের সম্ভাবিত জমার ও প্রস্তাবিত খরচের অনুমানপত্র গবর্ণমেন্টের অনুমোদনার্থে অর্পণ করা যাইবে।

১০। কমিটি গবর্ণমেন্টের আদেশমতে অনুমানপত্রের লিখিত কোন টাকা এক দফা হইতে উঠাইয়া অন্য দফায় দিতে পারিবেন; কিন্তু মোট টাকার অধিক খরচ না হওয়া ও বৎসর ২ তাঁহার সমালোচনাপত্র কমিশ্যনর সাহেবের সম্মুখে অর্পণ করা আবশ্যিক।

১১। বৎসরের মধ্যে ওলাট্টা কি অন্য কোন সম্ভার হইবার সম্ভাবনা প্রযুক্ত অতিরিক্ত ও বিশেষ আমলাগণ নিযুক্ত করা আবশ্যিক হইতে পারে ইত্যাদি কারণে বৎসরের অনুমানপত্র প্রস্তুত করিতে গেলে অত্যাবশ্যক স্থানের নৈমিত্তিক খরচ বলিয়া গণ্য করা তা টাকার অনধিক পরিমাণ হইবে।

১২। নগর সৌষ্ঠব ও পরিষ্কার করণের কি কার্য্য করা গিয়াছে তাহা ও কত টাকা জমা ও খরচ হইয়াছে তাঁহার বিস্তারিত হিসাব এ বৎসরের অবসানে কত টাকা উদ্বৃত্ত রহিল তা লিখিয়া মহকুমার কর্তৃপক্ষ বৎসরের মধ্যে আইনমত কার্য্যক্রমে চলিয়াছে প্রতি বৎসরের শেষে ইহার রিপোর্ট অর্পণ করিবেন। এই রিপোর্ট কমিশ্যনর সাহেবের দ্বারা গবর্ণমেন্টের নিকট পাঠান যাইবে।

চতুর্থ খণ্ড !

বিবিধ বিধি।

১৩। যে বাক্তি বাসিন্দা ভী রাখিবার জন্য এই আইনমতে লাইসেন্স লন, তিনি ঐ আইনের এককোডী ও ১৪ ধারার নির্দিষ্ট এককোডী ছাপা নোটিস আনাইয়া লইবেন। সেই নোটিস এই বিধির A চিহ্নিত ফ্রেমওয়ার্ডের পাঠানুসারে লেখা যাইবে।

১৪। আইনের ১৫ ধারায় যে রেজিস্ট্রারের উল্লেখ হইয়াছে তাহা এই উপবিধির B চিহ্নিত ফ্রেমওয়ার্ডের পাঠানুসারে লিখিতে হইবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

15. There shall be hung up in each compartment of a lodging-house a board on which shall be legibly written in English and Bengali the dimensions of such compartment and the number of lodgers it can properly accommodate, and this board shall bear the signature of the Health Officer.

The penalty for infringement after notice shall be a fine not exceeding Rs. 2 daily.

16. Every lodging-house or hotel-keeper shall be bound, on requisition by the Health Officer, to provide himself with tickets or tokens bearing consecutive numbers, and to furnish each of his lodgers with one of such tickets or tokens.

17. For the purpose of this Act the year shall be considered to commence from 1st April, and all licenses shall run from that date.

APPENDIX A.

Form of Notice under Section 14.

Lodging-house No. .
 Proprietor (or Manager) A. B.
 Licensed to accommodate . Lodgers.

Signature.

APPENDIX B.

Form of Inspection Register under Section 15.

Date of inspection and name of inspecting officer.	Number and nature of lodges inspected.	Result of inspection.	Order by Magistrate or Health Officer.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 15th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 314 of Act V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor intends to confirm the following bye-laws, which have been framed by the Commissioners of the Nasirabad Municipality at a meeting under section 313 of the Act, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of publication of this notification within the above municipality.

Additional bye-laws for the Nasirabad Municipality.

I. No person shall perform any office of nature in any place outside private premises other than such as may have been appointed by the Commissioners, provided that such places have been set apart by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

II. No person shall build, or cause to be built, any latrine or urinal, or shall deposit or cause to be deposited, filth, dirt or dung, within ten feet of any public road, or public drain, or private drain leading to a public one.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

III. Any one tethering cattle or driving bullock carts on the "course" shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5.

IV. No person shall let loose, or cause or allow to be let loose, any horse, pony, cattle, pig, goat, sheep or donkey on the public roads, lanes or pathways within municipal limits, and no person shall tether or graze cattle, horse, pony, pig, goat, sheep or donkey or other animals, or cause them to be tethered, or cause or allow them to stray on any public highway.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

[*Government Gazette, 3rd June 1884.*]

১৫। বাসাবাড়ীর প্রত্যেক ঘর কত লম্বা ও চৌড়াও তাহার মধ্যে কতজন বাত্মী স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে এই কথা তত্ত্বার ইংরাজী ও বাঙ্গালী ভাষায় স্পষ্ট নিখিত হইয়া সেই ঘরে লটকান থাকিবে ও সেই তত্ত্বার স্বাক্ষরকক সাহেবের স্বাক্ষর থাকিবে।

নোটিস পাঠবার পর লঙ্ঘন হইলে প্রতিদিন ২২ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে।

১৬। স্বাক্ষরকক সাহেব আজাদিল বাসাবাড়ী বা হোটেলের প্রত্যেক জন রক্ষক কএকখানি টিকিট লইয়া নিকটে রাখিবেন; সেই সকল টিকিটে একাদিক্রমে নম্বর দেওয়া যাইবে। বাসাবাড়ীর মধ্যে যতজন আসিয়া থাকে তাহাদের প্রত্যেক জনকে একরূপ এক খান টিকিট দিতে হইবে।

১৭। এই আইনের কার্যপক্ষে আশ্রিত মাসের ১ তারিখ বৎসরের আরম্ভ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে ও উক্ত তারিখ অবধি সকল লাইসেন্সপত্র চলিবে।

A চিহ্নিত ফ্রেডপত্র।

১৪ ধারামত নোটিসের পাঠ।

বাসাবাড়ী নম্বর
মালিক (বা কার্যাব্যাস) ক, খ।
এত জন যাত্রীদের স্থান দিবার লাইসেন্স প্রাপ্ত।

(স্বাক্ষর)

B চিহ্নিত ফ্রেডপত্র।

১৫ ধারামত পরিদর্শনের রেজিষ্টারের পাঠ।

পরিদর্শনের তারিখ ও পরিদর্শন নকসি কাঁচাকাগের নাম।	বাসাবাড়ীর নম্বর ও মাঝ।	পরিদর্শনের ফল।	মাজিস্ট্রেট বা স্বাক্ষরকক সাহেবের আজ্ঞা।

ই, এন, কোর,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবান দেওয়া যাইতেছে যে, নসিরাবাদ মুনিসিপালিটিতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিযুক্ত বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে, শ্রীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ও আইনের ৩১৪ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য করিয়া তিনি, উক্ত আইনের ৩১৩ ধারামতে উক্ত মুনিসিপালিটির সভাগত কমিশ্যনরদের প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

নসিরাবাদ মুনিসিপালিটির অতিরিক্ত উপবিধি।

১। কমিশ্যনরদের যেন স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দেন তন্মিত্ত ব্যক্তিবিশেষের বাড়ীর বাহিরের কো স্থানে কোন ব্যক্তি মলমূত্র ত্যাগ করিবেন না, কিন্তু সেই স্থান কমিশ্যনরদের স্বত্ব করিয়া রাখিতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০ পঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

২। কোন ব্যক্তি সরকারী রাস্তার কি সরকারী নর্দমার কিম্বা ব্যক্তি বিশেষের যে নর্দমা সরকারী নর্দমা পর্য্যন্ত যার তাহার দশ ফুটের মধ্যে কোন পাইখানা বা গুত্র ত্যাগের স্থান রাখিবেন বা রাখাইবেন না, কিম্বা ময়লা কি গব্বি জত্র বা গোবর জমা করিবেন বা করাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৩। কোন ব্যক্তি “ঘোড় দৌড়ের পথে” গবাদি বাধিয়া দিলে বা গরুর গাড়ী চালাইলে তাহার ৫০ পঁচ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৪। কোন ব্যক্তি মুনিসিপাল সীমার অন্তর্গত সরকারী পথে, গলি পথে বা ইটিয়া যাইবার পথে কোন ঘোড়া, টাটু, গবাদি, শূকর, ছাগল, ভেড়া, বা গাধা আলগা ছাড়িয়া দিবেন কি দেওয়াইবেন না; কি দিতে দিবেন না এবং কোন ব্যক্তি গবাদি, ঘোড়া, টাটু, শূকর, ছাগল, ভেড়া বা গাধা বা অন্য অভ্যুসরকারী কোন বড় রাস্তা বাধিয়া দিবেন বা চরিতে দিবেন না, বা বাধাইবেন না, কিম্বা আলগা যাইতে দিবেন বা দেওয়াইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০ পঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

V. Every driver of a carriage, cart or vehicle must keep to his left while passing another carriage, cart or vehicle moving in the opposite direction along any public road. The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 2.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 17th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 78, Act V (B.C.) of 1876, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Kotechandpore Municipality, in the district of Jessore, made at a meeting, the Lieutenant-Governor sanctions the imposition by the Commissioners, under section 122 of the Act, of a tax on carriages, and on horses and other animals mentioned in the third schedule annexed to the Act, at rates not exceeding those specified in the said schedule. The Lieutenant-Governor also authorizes the levy by the Commissioners of the Kotechandpore Municipality, under section 131 of the said Act, of a fee on the registration, under section 133, of all carts kept or habitually used within the said municipality.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 17th May 1884.—In the exercise of the power vested in him by section 2, Act VIII (B.C.) of 1880, the Bengal Contagious Diseases (Animals) Act, the Lieutenant-Governor appoints Dr. J. W. Carlisle, M.R.C.V.S. & H.F.V.M.A., to be a Veterinary Surgeon for the purposes of the said Act in the town of Calcutta, *vice* Dr. F. F. Woolcott, deceased.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 18th May 1884.—It is hereby notified, under section 8, Act V (B.C.) of 1876, that in accordance with the recommendation of the local authorities, the Lieutenant-Governor intends to declare the town of Khulna, comprising the villages of Khulna with Koylaghat and Hilatola, Baniakhamar, Tootpara, Gobor Chaka with Sikhpara, Noornagur, Shibbati with Charabati, and Chota Boyra with Bariapara, in the district of Khulna, to be a second class municipality, with effect from the 1st July 1884, unless good reasons are shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification within the town.

The boundaries of the proposed municipality will be as follows:—

On the North.—The river Bhoyrub.

On the East.—The rivers Bhoyrub and Rupsa.

On the South.—The Matiakhali khal, Labanchora khal, Naoodarar khal, and the north of the river Moia.

On the West.—The south-east of Bara Boyra, Gowalpara, and Mufgunni.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 21st May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred upon him by section 1 of the Bengal Vaccination Act, V (B.C.) of [Government Gazette, 3rd June 1884.]

৫। ঘোড়ার গাড়ীর, গরুর গাড়ীর বা যানের প্রত্যেক চালক সরকারী কোন পথ দিয়া সম্মুখে অন্য ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী বা যান আনিতেছে দেখিলে তাহার নিকট দিয়া যাইবার সময়ে আগুন বাতনিক দিয়া যাইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২৭ ডুই টাকার অর্থদণ্ড দণ্ড।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ১৭ মে।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৭৮ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাসূত্রে কার্য করিয়া এবং যশোহর জিলার অন্তর্গত কোটচাঁদপুর মুনিসিপালিটির সভাগত কমিশ্যনরদের অরুরোধক্রমে তিনি, উক্ত কমিশ্যনরদের দ্বারা উক্ত আইন সংযুক্ত তৃতীয় তফসীলের লিখিত গাড়ীর, ঘোড়ার ও অন্যান্য জন্তুর উপর উক্ত আইনের ১২০ ধারামতে উক্ত তফসীলের নির্দিষ্ট চাহের অধিষ্ট চাহের টাক্স ধাৰ্য্য করিবার অমুমতি দিলেন। উক্ত মুনিসিপালিটির মধ্যে যে সকল গরুর গাড়ী রাখা যায় ও নিয়ত ব্যবহার হয় জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কোটচাঁদপুর মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরদের দ্বারা উক্ত আইনের ১৩০ ধারামতে তাহা রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত উক্ত আইনের ১৩৪ ধারামতে কী আদায় করিবারও আদেশ করিলেন।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—ডাক্তার এক্সক্‌উলকট সাহেবের মৃত্যু হওয়াতে জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশীয় (পশুদের) সংক্রামকরোগবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনের ২ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাসূত্রে কার্য করিয়া তিনি উক্ত আইনের কার্যপক্ষে ডাক্তার জীয়ুত জে, ডবলিউ, কাল্‌হিল, এম, আর, সি, বি, এম, ও এচ, এফ, বি, এম, এ, সাহেবকে কলিকাতা নগরে পশুদের চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত করিলেন।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৮ মে।—১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৮ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে খুলনা নগরে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব খুলনা জিলার অন্তর্গত কয়লাঘাট ও হিলাটোলা সূক্ষ খুলনা, গ্রাম লইয়, খুলনা নগর ও বগিয়া খামার, ভূতপাড়া, ও পিথপাড়া সূক্ষ গোবরচক, সুরনগর, ও চড়াবাটী সূক্ষ শিববাটী এবং বরিশাপাড়া সূক্ষ ছোট বয়ড়া গ্রাম ১৮৮৪ সালের ১ জুলাই অবধি দ্বিতীয় শ্রেণীর মুনিসিপালিটি করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

প্রস্তাবিত মুনিসিপালিটির এই সীমা হইবে।—

উত্তর সীমা।—ভৈরবনদ।

পূর্ব সীমা।—ভৈরব নদ ও রূপসা নদী।

দক্ষিণ সীমা।—মাটিয়াখালি খাল, লবনচোয়া খাল, নাউদরার খাল এবং সরিয়া নদীর উত্তরদিক।

পশ্চিম সীমা।—বড় বরার দক্ষিণ পূর্বদিক, গোয়ালপাড়া এবং মকগম্বি।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২১ মে।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, নাজিঙ্গি মুনিসিপালিটিতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত বিপক্ষ [গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

1880, the Lieutenant-Governor intends to extend the provisions of the Act to the municipality of Darjeeling, unless good reasons be shown to the contrary within six weeks from the date of the publication of this notification within the above municipality.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 24th May 1884.—The declaration, dated the 24th March 1884, published at page 497, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 2nd April, for acquiring a plot of land in the town of Bhubuah, in the district of Shahabad, required for the establishment of a municipal market, is hereby cancelled.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 24th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred upon him by section 1 of the Bengal Vaccination Act, V (B.C.) of 1880, the Lieutenant-Governor intends to extend the provisions of the Act to the municipality of Durbhunga, unless good reasons be shown to the contrary within six weeks from the date of the publication of this notification within the above municipality.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 25th May 1884.—It is hereby notified for general information that the gentlemen named below have been elected to be Commissioners of the Krishnaghur Municipality, in the district of Nuddea:—

For Division No. II.

Baboo Nakulessur Banerjee.

For Division No. III.

Baboo Hari Mohun Mitra.

The following gentlemen have been re-elected Commissioners for the divisions of the town mentioned opposite their names:—

Baboo Abhoy Nunda Roy	For Division No. I.
Rai Jadu Nath Rai Bahadoor	For Division No. V.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 27th May 1884.—The Lieutenant-Governor sanctions the transfer of the under-mentioned villages from the jurisdiction of Thana Baduria in the Bassirhat sub-division to that of Thana Habra in the Baraset sub-division of the district of the 24-Pergunnahs, with effect from the 1st May 1884:—

No.	Name of Village.	Thak- bust number	Name of Pergunnah.
1	Goberdanga	113	Saestanagor.
	Gopur	111	Kooshda.
	Gandharipur	112	Ditto
	Khaturia	85	Amirpur
5	Khoord Shahpur	88	Kooshda.
	Haidadpur	104	Ditto
	Raghunathpur	42	Ditto
8	Boozoog Shahpur	105	Ditto

Note—In the above list the names given are those of the villages as demarcated and surveyed by the Revenue Survey Department, and as shown on their maps and records.

A. P. MACDONNELL,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

কারণ দর্শন না গেলে জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশে গোবীন্দচন্দ্রকানন বিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কাঁচা করিয়া তিনি উক্ত আইনের বিধান উক্ত মুন্সিপালিটিতে প্রচলিত করবার কল্পনা করিয়াছেন।

ই. এন. বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সালের ২৪ মে।—মুন্সিপাল বাজার স্থাপন কবণার্থে শাহাদাদ জিলার অন্তর্গত হুবসা নগরে এক খণ্ড ভূমি যতন বিতরক ১৮৮৩ সালের ২৪ মাসের যে বিজ্ঞাপন প্রাপ্ত। যামেব চত্বারিঘর বাজরা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৬৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গিয়াছে তাহা বর্তমান প্রতিক করা গেল।

ই. এন. বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সালের ২৪ মে।—সাদারনের অনবত্যাথে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, জাতিজা মুন্সিপালিটিতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার জাবিশ অবশিষ্ট সব স্থানের মধ্যে মুন্সিপাল বিপক্ষ কারণ দর্শন না গেলে জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশে গোবীন্দচন্দ্রকানন বিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কাঁচা করিয়া তিনি উক্ত আইনের বিধান উক্ত মুন্সিপালিটিতে প্রচলিত করবার কল্পনা করিয়াছেন।

ই. এন. বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮২ সাল ২৭ মে।—সাদারনের অনবত্যাথে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, মুন্সিপালিটিতে মফালাদানী নবীজা জিলার অন্তর্গত কুসনগর মুন্সিপালিটির কাঁচা দানবের পক্ষে মনোনীত হইলেন।

১ নং খণ্ড।

৩ নং খণ্ড।

জীযুত বাবু মকুলেশ্বর বসোপাধ্যায়।

জীযুত বাবু করিমোহন মৈত্রা।

মুন্সিপালিটিতে মফালাদানী স্থাপন ২ নং সাদারনের আশু লিখিত নগরের খণ্ডের কমিশনবের পক্ষে মনোনীত হইলেন।

জীযুত বাবু অজয়ানন্দ রায়

১ নং খণ্ড।

৩ নং খণ্ড।

২ নং খণ্ড।

ই. এন. বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৫ সাল ২৭ মে।—জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব ২৪ পর্বগনা জিলার অন্তর্গত মুন্সিপালিটিতে মফালাদানী ১৮৮৫ সালের ১ মে অবশিষ্ট বঙ্গীয় ৫ আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কাঁচা করিয়া তিনি উক্ত আইনের বিধান উক্ত মুন্সিপালিটিতে প্রচলিত করবার কল্পনা করিয়াছেন।

নং	গ্রামের নাম	প্রতিষ্ঠাতার নাম	প্রতিষ্ঠাতার নাম
১	গোবিন্দপুর	...	১১৫
২	গোবিন্দপুর	...	১১৬
৩	গোবিন্দপুর	...	১১৭
৪	গোবিন্দপুর	...	১১৮
৫	গোবিন্দপুর	...	১১৯
৬	গোবিন্দপুর	...	১২০
৭	গোবিন্দপুর	...	১২১
৮	গোবিন্দপুর	...	১২২
৯	গোবিন্দপুর	...	১২৩
১০	গোবিন্দপুর	...	১২৪

মন্তব্য।—এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, মুন্সিপালিটিতে মফালাদানী ১৮৮৫ সালের ১ মে অবশিষ্ট বঙ্গীয় ৫ আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কাঁচা করিয়া তিনি উক্ত আইনের বিধান উক্ত মুন্সিপালিটিতে প্রচলিত করবার কল্পনা করিয়াছেন।

ই. এন. বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

DECLARATION.

The 24th May 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Chupra Municipality for a public purpose, viz. for a road for municipal carts in ward "Shahbazchuck," in the municipality of Chupra, in the district of Sarun, it is hereby declared that for the above purpose a plot of land measuring about 16 dhoores, more or less, is required. It is bounded on the north by the house of one Kali Pershad; on the south by the house of one Shivrām Lal; on the east by land in the possession of Sita Koeri, and on the west by the Khanooah Nullah.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

E. N. BAKER,

Offy. Secretary to the Govt. of Bengal.

Dated 26th May 1884.

From—Bombay.

To—Calcutta.

From—General Secretary.

To—Bengal.

RESIDENT. Aden, telegraphs :—A telegram to the following effect has been received from British Consul at Alexandria. Telegram begins :—Cholera epidemic at Grand Aljeh, north-west district of Sumatra. Quarantine imposed against it in Egypt. Telegram ends. Quarantine imposed here against Sumatra.

A. P. MACDONNELL,

Offy. Secretary to the Govt. of Bengal.

[Second Publication.]

NOTIFICATION.

The 8th May 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, if no valid objections be raised within three weeks from this date, to approve of the following draft notification and rules.

DRAFT NOTIFICATION.

The Lieutenant-Governor is pleased to direct, under section 45 of the Indian Forest Act (VII of 1878), and in continuation of the notification of the 3rd November 1879, that the following shall be the areas, in the districts named within which all unmarked wood and timber shall be the property of Government unless, and until, any person establishes his right and title thereto under the provisions of the said Act and the rules made under it.

The following rivers in the districts of the Chittagong Hill Tracts and Chittagong together with their tributaries, so far as they flow through British territory—

- | | |
|----------------|--------------------------|
| 1. Fenny. | 9. Sungoo. |
| 2. Dhroong. | 10. Doloo. |
| 3. Haldah. | 11. Hangar. |
| 4. Kalapania. | 12. Tak, or Tonkawati. |
| 5. Sartah. | 13. Matamori, or Mamori. |
| 6. Ishamatti. | 14. Eadgong. |
| 7. Karnafulli. | 15. Bagkhali. |
| 8. Sylock. | 16. Rezoo. |

provided that, under the last clause of the said section 45, all pieces of timber measuring less than six feet in length, and three feet in girth, shall be exempted from the provisions of the said section.

[Government Gazette, 3rd June 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মে।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ সারণ জিলার অন্তর্গত ছাপরা মুনিসিপালিটির শাহবাজ চক পল্লীতে মুনিসিপল গবর্নর গাড়ীর পথের জন্যে ছাপরা মুনিসিপালিটির অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্নোক্ত কার্যের নিমিত্তে স্থানান্তরিত ১৬ ধূর প রমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা কানীপ্রসাদের বাড়ী, দক্ষিণ সীমা শিব-রাম লালের বাড়ী, পূর্ব সীমা সীতা গোরেরির দখলী জমি, এবং পশ্চিম সীমা খাঁজুরা মালা।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশ,
কলিকাতা।

বোম্বাই
সাধারণ লেক্রেটারী সাহেবের টেলিগ্রাম।

১৮৮৪ সাল ২৬ মে।

এদনের রেগিডেন্ট সাহেব এই বলিয়া তারফোগে খবর দিয়াছেন।—নিম্নলিখিত মর্মে এক টেলিগ্রাম আলেকজান্ডার ব্রিটিশ কমন্স সাহেবের স্থানে পাওয়া গিয়াছে “সুমানার উত্তর পশ্চিম বিভাগে বড় আলমী নামক স্থানে ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। মিলরে ওদিক্কে কারা-টাইন খাওয়া করা গিয়াছে”—এখানে সুমানার দিক্কে কারা টাইন খাওয়া করা গিয়াছে।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

[দ্বিতীয়বার প্রকাশিত।]
বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৮ মে।—সাধারণের অবগত্যর্থ্যে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, অদ্যকার তারিখ অবধি তিন সপ্তাহের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ আপত্তি উপস্থিত করা না গেলে জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনের ও বিধিত পাণ্ডুলিপি অনুমোদন করিবার কামনা করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি।

জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ভারতবর্ষীয় বন বিষয় ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৪৫ ধারামতে এবং ১৮৭৯ সালের ৩ নবেম্বরের বিজ্ঞাপনানুসারে এই আজ্ঞা করিলেন যে, পশ্চাৎলিখিত জিলার অন্তর্গত যে২ স্থানের মধ্যে অর্চিহিত কাঠের ও বাহাদুরী কাঠের উপর কোন ব্যক্তি উক্ত আইনের ও তদনুসারে প্রণীত বিধির বিধানক্রমে আপন স্বত্ব ও অধিকার স্থাপন না করিলে তাহা গবর্নমেন্টের সম্পত্তি হইবে, সেই২ স্থান নিম্নলিখিতমত হইবে।

চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশ ও চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত নদী ও তৎপোষক নদী ব্রিটিশ অধিকারের মধ্যে দিয়া যত দূর পর্য্যন্ত যায় তত দূর।—

১। ফেনী।

২। মুল্লু।

৩। হুলা।

৪। কালপানিয়া।

৫। শার্জা।

৬। উচ্চামতী।

৭। কণফুলী।

৮। সৈলোকা।

৯। সঙ্গু।

১০। দলু।

১১। হুলা।

১২। তাকু বা তোকাবতী।

১৩। মাতামুড়ি বা মামোরি।

১৪। ইদগোঙ্গা।

১৫। বাঘখালী।

১৬। রেজু।

কিন্তু ছয় ফুটের কম লম্বা ও তিন ফুটের কম বেড়ের সকল বাহাদুরী কাঠখণ্ড উক্ত আইনের ৪৫ ধারায় শেষ প্রকরণমতে উক্ত ধারার বিধানহইতে মুক্ত হইবে।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

**DRIFT TIMBER RULES OF THE CHITTAGONG DISTRICT AND OF THE CHITTAGONG
HILL TRACTS**

1. *Drift timber may be saved by any person.*—All pieces of timber measuring over six feet in length and three feet in girth, and all bamboos when floating in rafts or tied together in bundles found adrift, beached, stranded, or sunk within the areas of the districts of Chittagong and the Chittagong Hill Tracts to which the provisions of section 45 of the Indian Forest Act, VII of 1878, have been extended by the Government notification dated

1884, may be saved by any person.

2. *Timber to be taken to drift depôt.*—The saver shall deliver such timber and bamboos to the forest officer in charge of any duly notified drift timber depôt, or of any of the forest revenue stations which have been, or may hereafter be, notified, under the River Rules of the 17th October 1881, which said revenue stations shall be drift depôts under these rules. The drift depôts will be as follows, with effect from the 1st June 1884:—

No. of rule.	No.	Name and locality of depôt.
Penny	1	Penny revenue station at the Archghat.
Dhooong	2	Dhooong ditto.
	3	Futcheherry ditto.
Haddah	4	Haddah ditto.
Kalapania	5	Kalapania ditto.
Sandah	6	Sandah ditto.
Shamato	7	Shamato ditto.
	8	Bajashat ditto.
	9	Shalbutka ditto.
Karnafull	10	Karnafull ditto at Chandrakona thana.
	11	Karnafull M. A. drift depôt (at the junction of the Karnafull and Ishanaffi).
	12	Kanchighat drift depôt (on the Kachhar road).
	13	Chittagong ditto (at Chittagong timber depôt).
Sylhet	14	Sylhet revenue station.
Sungoo	15	Sungoo ditto.
	16	Dolezari drift depôt (at crossing of the Arakan road).
	17	Doleo Mukh ditto (at junction of Sungoo and Doleo rivers).
Doleo	18	Doleo revenue station.
Hangar	19	Hangar ditto.
Tak, or Tonkawati	20	Tonkawati ditto.
Matamori or Mamori	21	Matamori ditto (at Manikpur village).
	22	Chakara drift depôt (at Chakara thana).
	23	Harbang ditto (at junction of the Matamori and Harbang).
Eadgong	24	Eadgong revenue station (at Bhomoriaghona village).
Bagkbali	25	Bagkbali ditto (at Ramoo thana).
Rezoo	26	Rezoo ditto.

চট্টগ্রাম জিলার ও চট্টগ্রামের পর্বতীয় প্রদেশের ভাসিরা বাওরা বাহাদুরী কাঠ
বিষয়ক বিধি ।

১। ভাসমান বাহাদুরী কাঠ কোন ব্যক্তির রক্ষা করিতে পারিবার কথা ।—চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের পর্বতীয় প্রদেশ জিলার যেহ স্থানে ভারতবর্ষীয় বন বিষয়ক ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৪৫ ধারার বিধান ১৮৮৪ সালের মাসের তারিখের গবর্ণমেন্টের বিজ্ঞাপনক্রমে প্রচলিত করা গিয়াছে, সেইহ স্থানে লম্বা ছয় ফুটের ও বেড় তিন ফুটের অধিক সকল বাহাদুরী কাঠ এবং বাড়ি কি একত্র করিয়া বাঁধা সকল বাঁধ ভাসিয়া গেলে, বা কুলে লাগিলে বা চড়ার বাধিলে বা ডুবিয়া গেলে, কোন ব্যক্তি তাহা রক্ষা করিতে পারিবেন ।

২। বাহাদুরী কাঠ ভাসমান কাঠ প্রভৃতি রাখিবার আজ্ঞার লইয়া যাইবার কথা ।—উপর্যুক্ত-
মতে বিজ্ঞাপিত ভাসমান বাহাদুরী কাঠ রাখিবার কোন আজ্ঞার কথা ১৮৮১ সালের ১৭ অক্টোবরের
মদী বিষয়ক বিধিতে বনের যে কোন রাজস্ব ফেশন প্রকাশ করা গিয়াছে কি পরে প্রকাশ করা যাইবে
তাঁহার কার্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত বনের কর্তৃপক্ষের নিকট রক্ষক এই বাহাদুরী কাঠ ও বাঁধ দিবেন । এই
বিধিতে উক্ত সকল রাজস্ব ফেশন ভাসমান কাঠ প্রভৃতি রাখিবার আজ্ঞা হইবে । ১৮৮৪ সালের
১ জুন অবধি ভাসমান কাঠ প্রভৃতি রাখিবার এইহ আজ্ঞা হইবে,—

নদীর নাম ।	নম্বর ।	আজ্ঞার নাম ও তাহা যে স্থানে আছে ।
কেনী ...	১	আমদিয়াটে কেনী রাজস্ব ফেশন ।
এঙ্গ ...	২	এঙ্গ ২
	৩	কটকটরি ৬
হলদা ...	৪	হলদা ২
কালাপানিয়া ...	৫	কালাপানিয়া ৬
নার্ভা ...	৬	নার্ভা ৬
ইচ্ছামতী ...	৭	ইচ্ছামতী রাজস্ব ফেশন ।
	৮	রাজশাট ৬
	৯	শিরালবকা ২
কর্ণফুলী ...	১০	চন্দ্রবোনা থানার কর্ণফুলী ২
	১১	(কর্ণফুলী ও ইচ্ছামতীর সংযোগ স্থানে) ইচ্ছামতী মুখে ভাসমান কাঠ প্রভৃতি রাখিবার আজ্ঞা ।
	১২	(কোদালপুর পথে) কৈকিয়ারি ভাসমান কাঠ প্রভৃতি রাখিবার আজ্ঞা ।
	১৩	(চট্টগ্রাম বাহাদুরী কাঠের আজ্ঞার) চট্টগ্রামে ভাসমান কাঠাদি রাখিবার আজ্ঞা ।
সৈলোক ...	১৪	সৈলোক রাজস্ব ফেশন ।
সজু ...	১৫	সজু ৬
	১৬	(আগাকান পথ পার হইবার স্থানে) দোহাকারী ভাসমান কাঠ প্রভৃতি রাখিবার আজ্ঞা ।
	১৭	(সজু ও দলু নদীর সংযোগ স্থানে) দলুমুখ ২
দলু ...	১৮	দলু রাজস্ব ফেশন ।
হজার ...	১৯	হজার ৬
ভোকাবতী ...	২০	ভোকাবতী ৬
মাতামুড়ি বা মামোরি ...	২১	(মালিকপুর গ্রামে) মাতামুড়ি রাজস্ব ফেশন ।
	২২	(চকরিয়া থানায়) চকরিয়া ভাসমান কাঠ প্রভৃতি রাখিবার আজ্ঞা ।
	২৩	(মাতামুড়ি ও হরবনের সংযোগ স্থানে) হরবন ৬
ইদগোজ ...	২৪	(ভোকারিয়াথানা গ্রামে) ইদগোজ রাজস্ব ফেশন ।
বামখালী ...	২৫	(রামু থানায়) বামখালী ৬
রেজু ...	২৬	রেজু রাজস্ব ফেশন ।

3. *Salvage fees.*—Any such person who shall have salvaged timber or bamboos as above enumerated under these rules, and taken the same to any drift timber depôt, shall be entitled to receive as salvage fees 50 per cent. of the value of such timber or bamboos calculated according to the table of values fixed for the time being under rule V of the Chittagong River Rules, published in the notification of the 17th October 1881, or such altered or amended notification as may hereafter be similarly published.

4. *Payments required when drift timber is shown to be the property of a claimant.*—No such timber or bamboos shall be delivered to any claimant who (under section 47 of the Forest Act) has been recognized to be the owner until, under section 50 of the said Act, such claimant shall have refunded to the forest officer the sum paid as salvage money, together with such other expenses as may be determined by the district forest officer.

5. *Salvaged timber, which may become vested in Government, to be sold by auction.*—All drift timber or bamboos salvaged under these rules, which may become vested in Government under section 48 of the Indian Forest Act, shall be sold by auction after two months from the expiry of the period fixed for the disposal of claims under section 46 of the said Act.

6. *Property marks.*—All property marks registered under rule VII of the Chittagong River Rules of the 17th October 1881 shall be held to be property marks establishing claim to drift timber salvaged under these rules.

7. *Penalty clause.*—Any person who shall infringe any provision of these rules shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

A. P. MacDONNELL,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

JUDICIAL DEPARTMENT.

N. 2015A.

The 13th May 1884.—Baboo Gopal Chandra Banerjee, Munsif of Hajeeapore, Tirhoot, is appointed to be a Munsif in the district of Jessore, and to be ordinarily stationed at Bongong.

Baboo Gopal Chandra Banerjee is also appointed to be Rent Suit Munsif of Bongong, and is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 25.

Baboo Sreenath Pal, Munsif of Bongong, Jessore, is appointed to be a Munsif in the district of the 24-Pergunnahs, and to be ordinarily stationed at Diamond Harbour.

Baboo Sreenath Pal is also appointed to be Rent Suit Munsif of Diamond Harbour, and is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50.

Baboo Girendro Mohun Chuckerbutty, Munsif of Diamond Harbour, in the 24-Pergunnahs, is appointed to be a Munsif in the district of Nuldea, and to be ordinarily stationed at Kooshtea.

Baboo Upendro Nath Ghose, Munsif of Kooshtea, Nuldea, is appointed to be a Munsif in the district of Rajshahye, and to be ordinarily stationed at Maldah.

Baboo Karuna Dass Basu, Munsif of Maldah, Rajshahye, is appointed to be a Munsif in the district of the 24-Pergunnahs, and to be ordinarily stationed at Sealdah, during the absence, on deputation, of Mr. R. K. Sen, or until further orders.

[*Government Gazette, 3rd June, 1884.*]

৩। রক্ষার্থ কীর কথা।—এই বিধিক্ষেত্রে যে ব্যক্তি পূর্বোক্তরূপে বাঁহাঙ্গুরী কাঠ ও বাঁশ রক্ষা করিয়া ভাগমান বাঁহাঙ্গুরী কাঠের আফায় লইয়া গিয়াছেন, তিনি ১৮৮১ সালের ১৭ অক্টোবরের বিজ্ঞাপনে কিস্বা ইহার পর তৎক্ষণে প্রকাশিত পরিবর্তিত ও সংশোধিত বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত চট্টগ্রামের নদী বিষয়ক বিধির ৫ ধারামতে যে সময়ে যে মূল্য অবধারিত হয় তাহার টেবিল অনুসারে বাঁহাঙ্গুরী কাঠের ও বাঁশের মূল্য ধরিয়া শতকরা ৫০ টাকার হিসাবে রক্ষার্থ কী পাইবার আদান হইবে।

৪। ভাগমান বাঁহাঙ্গুরী কাঠ দাওয়াদারের সম্পত্তি কেথান গেল টাকার দিবার আদেশের কথা।—বনবিষয়ক আইনের ৪৭ ধারামতে কোন দাওয়াদারকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করা গেল, সেই দাওয়াদার রক্ষার্থ যত টাকা দেওয়া গিয়াছে তাহা শুদ্ধ ডিষ্ট্রিক্ট বনের কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট অন্যান্য খরচ উক্ত আইনের ৫০ ধারামতে যাবৎ না দেন তাবৎ তাঁহাকে উক্ত বাঁহাঙ্গুরী কাঠ বা বাঁশ দেওয়া যাইবে না।

৫। রক্ষা করা যে বাঁহাঙ্গুরী কাঠ গবর্ণমেন্টের প্রতি বর্ডে তাহা নীলাম বিক্রয় করিবার কথা।—এই বিধিক্ষেত্রে ভাগমান দে সকল বাঁহাঙ্গুরী কাঠ বা বাঁশ ভারতবর্ষীয় বনবিষয়ক আইনের ৪৮ ধারামতে গবর্ণমেন্টের প্রতি বর্ডে, উক্ত আইনের ৪৬ ধারামতে দাওয়াদার সম্পত্তি করণার্থে যে সময় নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা অতীত হইবার সময়াবধি দুই মাসের পর সেই সকল বাঁহাঙ্গুরী কাঠ বা বাঁশ নীলামে বিক্রয় করা যাইবে।

৬। সম্পত্তির চিহ্নের কথা।—১৮৮১ সালের ১৭ অক্টোবরের চট্টগ্রামের নদী বিষয়ক বিধির ৭ ধারামতে রেজিস্ট্রী করা সম্পত্তির চিহ্ন এই বিধিক্ষেত্রে রক্ষা করা ভাগমান বাঁহাঙ্গুরী কাঠের উপর দাওয়া স্থাপনাত্মক সম্পত্তির চিহ্ন বলিয়া জ্ঞান হইবে।

৭। দণ্ড বিষয়ক প্রকরণ।—কোন ব্যক্তি এই বিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে তাহার হয় মাসের অনধিক কারা কারাও কিস্বা পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড কি এই উভয় দণ্ড হইবে।

এ, পি. মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেন্টে।

২০১৩A নম্বর।

১৮৮১ সাল ১৩ মে।—ত্রিভুতের অন্তর্গত হাজিপুরের মুনসেফ জীবুত বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যশোর জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ বনগাঁয়ে অবস্থাপিত হইবেন।

জীবুত বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বনগাঁয়ে খাজানার মোকদ্দমা বিচার করণার্থে মুনসেফের পদেও নিযুক্ত হইবেন, এবং ছোট আদালতের বিচার্য ২০০ টাকার পর্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইবেন।

যশোরের অন্তর্গত বনগাঁয়ের মুনসেফ জীবুত বাবু জিনাথ পাল ২৪ পরগনা জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ কসাগাছিতে অবস্থাপিত হইবেন।

জীবুত বাবু জিনাথ পাল কলাগাছিতে খাজানার মোকদ্দমা বিচারার্থে মুনসেফের পদেও নিযুক্ত হইবেন ও ছোট আদালতের বিচার্য ২০০ টাকা পর্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইবেন।

২৪ পরগনার অন্তর্গত কলাগাছির মুনসেফ জীবুত বাবু গিরীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী নদীয়া জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ দুটায় অবস্থাপিত হইবেন।

নদীয়া জিলার অন্তর্গত কুটার মুনসেফ জীবুত বাবু উপেন্দ্রনাথ ঘোষ রাজশাহী জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ মালদহে অবস্থাপিত হইবেন।

রাজকাঘোপালক্ষে জীবুত আর. কে. সেনের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আত্মনা হয় রাজশাহীর অন্তর্গত মালদহের মুনসেফ জীবুত বাবু করুণাদাস বসু ২৪ পরগনা জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ শিয়ালদহে অবস্থাপিত হইবেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ৩ জুন ।]

Baboo Saroda Prosad Ghose is appointed to act as a Munsif in the district of Tirhoot, and to be ordinarily stationed at Hajepore, *vice* Baboo Gopal Chandra Banerjee, transferred.

In supersession of the order of the 28th April 1884, Baboo Purna Chandra Mitter is appointed to act as a Munsif in the district of Manbhoom, and to be ordinarily stationed at Barabazar.

Baboo Bani Madhub Roy, B.A., B.L., is appointed to act as a Munsif in the 24-Pergunnahs district, and to be ordinarily stationed at Barripore, during the absence, on leave, of Baboo Moti Lal Haldar, or until further orders.

The 16th May 1884.—Baboo Uma Nath Ghosal, B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Jessore, and to be ordinarily stationed at Jhenidah, during the absence, on leave, of Baboo Srigopal Chatterjee, or until further orders.

The 20th May 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Baboo Bhobani Churn Mookerjee of his appointment of Honorary Magistrate for the Sudder Bench at Purneah.

ERRATUM.—*The 23rd May 1884.*—In the order of the 18th April 1884, published in the *Calcutta Gazette* of the 30th idem, vesting Mr. K. G. Gupta, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Cuttack, with the powers under sections 110, 113 and 260 of the Code of Criminal Procedure, *for* section 113, *read* section 133.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 22nd May 1884.

No. 216.—*Notification.*—Mr. A. J. Hughes is, on return from privilege leave, appointed to be Executive Engineer of the Nuddea Rivers Division.

The 26th May 1884.

No. 217.—*Promotions.*—The Lieutenant-Governor is pleased to make the following promotions and reversions in the Engineer Establishment of the Public Works Department, in addition to those published in Bengal Government Notification No. 111, dated 25th February 1884:—

Name.	From	To	Date.	Nature of promotion.
Mr. A. S. Thomson...	Assistant Engineer, first grade, <i>sub. pro tem.</i>	Assistant Engineer, second grade.	24th Sept. 1883	Reversion.
„ A. S. Thomson...	Assistant Engineer, second grade.	Assistant Engineer, first grade.	1st Oct. 1883	<i>Sub. pro tem.</i>
„ A. H. Mason ...	Ditto ...	Ditto ...	21st Oct. 1883	Permanent.
„ F. Lepper ...	Ditto ...	Ditto ...	Ditto ...	<i>Sub. pro tem.</i>

No. 218.—*Leave.*—Captain M. Laugharne, R.E., Executive Engineer, third grade, *sub. pro tem* Benares-Cuttack Railway Surveys, is granted one month's privilege leave, with effect from the afternoon of the 12th instant.

The 27th May 1884.

No. 219.—*Leave.*—Mr. H. F. B. Frost, Assistant Engineer, second grade, Arrah Division, is granted privilege leave for 15 days, under section 73, chapter V of the Civil Leave Code.

[*Government Gazette*, 3rd June 1884.]

জীবিত বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে জীবিত বাবু শারদা প্রসাদ ঘোষ ত্রিভুজ জিলার মুনসেফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ হাজিপুরে অবস্থাপিত হইবেন।

১৮৮৪ সালের ২৮ আশ্বিনের আজ্ঞা রহিত করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। জীবিত বাবু পূর্ণচন্দ্র মিত্র মানকুম জিলার মুনসেফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ বড়বাজারে অবস্থাপিত হইবেন।

জীবিত বাবু মতিলাল হালদারের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, জীবিত বাবু বেনীবাধব রায়, বি. এ, ও বি. এল, ২৪ পরগনা জিলার মুনসেফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ বারুইপুরে অবস্থাপিত হইবেন।

১৮৮৪ সাল ১১ মে।—জীবিত বাবু গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, জীবিত বাবু উমানাথ ঘোষাল, বি. এল, যশোহর জিলার মুনসেফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ মিনিমহে অবস্থাপিত হইবেন।

১৮৮৪ সাল ২০ মে।—জীবিত বাবু ভবানীচরণ মুখোপাধ্যায়, পুন্নিয়ার সদর বেঞ্চের অট্টোমেন্টিক মাজিস্ট্রেটস্বরূপ স্বীয় পদ ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান জীবিত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গৃহণ করিলেন।

অশুদ্ধশোধন।—১৮৮৪ সাল ২৩ মে।—কটকের একটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি-কালেক্টর জীবিত কে. জি. গুপ্তকে কোঅর্ডারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালীবিসয়ক আইনের ১১০ ১১৩ ও ২৬০ ধারায়ত ক্ষমতা দেওন বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ১৮ আশ্বিনের যে আজ্ঞা মে মাসের ৬ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটে প্রকাশ করা গিয়াছে তাহাতে ১১৩ ধারার পরিবর্তে ১৩৩ ধারা পাঠ করিতে হইবে।

এক, বি. পীকক.

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮৪ সাল ২২ মে।

২১৬ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—জীবিত এ. কে. হিউজ সাহেব অনুগ্রহের ছুটি হইতে প্রত্যাগমন করিয়া নদীয়ার নদী খণ্ডের একসেকিটিন ইঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ মে।

২১৭ নম্বর।—পদরুদ্ধি।—জীবিত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ১৮৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারির ১১১ নং বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত কথার অতিরিক্ত পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনিয়ার শিল্পিতার লিখিত পদরুদ্ধি ও পদে প্রত্যাগমন অনুমোদন করিলেন।

নাম।	যে পদ হইতে।	যে পদে।	তারিখ।	পদ রহিতের কারণ।
জীবিত এ. এল. ভাসন সাহেব...	কিরংকানী স্থানীয় প্রথম শ্রেণীর আর্সিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের।	দ্বিতীয় শ্রেণীর আর্সিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের	১৮৮৩ সাল ২৪ সেপ্টেম্বর	পদে প্রত্যাগমন।
" এ. এল. ভাসন সাহেব...	দ্বিতীয় শ্রেণীর আর্সিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের।	প্রথম শ্রেণীর আর্সিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের	১৮৮৩ সাল ১ অক্টোবর	কিরংকানী স্থানীয়।
" এ. এচ. খালস সাহেব ...	এ	এ	১৮৮৩ সাল ২১ অক্টোবর	স্থানীয়।
" এক, লেপব সাহেব ...	এ	এ	এ	কিরংকানী স্থানীয়।

২১৮ নম্বর।—ছুটি।—বারাণসী-কটক রেলওয়ে সরবরে কিরংকানী স্থানীয় দ্বিতীয় শ্রেণীর একসেকিটব ইঞ্জিনিয়ার কাশান জীবিত এম. লসার্ণ সাহেব, আর, ই, এই মাসের ১২ তারিখের অপরাহ্ন অবধি এক মাসের অনুগ্রহের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মে।

২১৯ নম্বর।—ছুটি।—আরা খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর আর্সিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার জীবিত এচ. এক, বি, ক্রস্ট সাহেব সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারামতে পনের দিনের অনুগ্রহের ছুটি পাইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

LOCAL COMMUNICATIONS.

The 27th May 1884.

No. 220.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the site of a road cess inspection bungalow in the village of Ghogha, pergunnah Colgong, zillah Bhagulpore, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 3 bigahs 6 cottahs 10 dhoors of standard measurement, bounded on the north by Ramsahai Sing's jote, east by the road to Ghogha on East Indian Railway Station, south by the East Indian Railway Station, and on the west by Sukh Lal Singh and Lalu Mondal's mangoe tope, is required within the aforesaid village of Ghogha.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

G. F. E. S. NEILL, Major, M.S.C.,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

স্থানীয় বস্ত্ৰাদি বিবৰক ।

১৮৪৪ সাল ২৭ মে ।

২২০ নম্বৰ ।—বিজ্ঞাপন ।—ৰাজকীয় কাৰ্য্যেৰ নিমিত্তে অৰ্থাৎ ভাগলপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত কাহালগাঁও পৰগনাৰ ঘোঁষাআমে পঞ্চকৱৰ ইন্স্পেক্চুৰ বাজালা ঘৰ কৰিবাৰ অন্তৰ্গত ৰাজকীয় অৰ্থব্যয়ে গবৰ্ণমেণ্ট কৰ্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশেৰ জিয়ুড সেক্টেমেণ্ট গবৰ্ণৰ সাহেবেৰে নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াত এজদ্বাৰা এই সংবাদ দেওয়া গেল । পূৰ্বোক্ত কাৰ্য্যেৰ নিমিত্তে উক্ত ঘোঁষা আমে কক্ষিমতে নুমাখিক ৩১ কাঠা ১০ ধুৰ পৰিমিত্ত এক খণ্ড ভূমিৰ প্রয়োজন । উক্ত ভূমিৰ উত্তৰ সীমা ৰামসহাৰ সিংহেৰ যোত, পূৰ্ব সীমা ইফ্ট ইণ্ডিয়ান ৱেলওৱেৰ ঘোঁষা ক্টেশন পৰ্য্যন্ত পথ, দক্ষিণ সীমা ইফ্ট ইণ্ডিয়ান ৱেলওৱেৰ ক্টেশন, এবং পশ্চিম সীমা সুখলাল সিংহ ও লালু মণ্ডলেৰ আম বাগান ।

ইহাতে বাহাদেৰ সম্পৰ্ক থাকে ভাহাদিগকে ১৮৭০ সালেৰ ১০ আইনেৰ ৬ ধাৰাৰ বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল ।

জি, এফ, ই, এস, লীল, যেক্স, এম, এস, মি,

পাবলিক ওৰ্ডস ডিপাৰ্টমেণ্টে,

বঙ্গদেশেৰ গবৰ্ণমেণ্টেৰ ছোট সেক্রেটৰী ।



গবর্ণমেন্ট গেজেট

বঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৩ জুন ।

পঞ্চম খণ্ড ।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট ।

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগ ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের জীয়ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন ১৮৮৪ সালের ৪ আপ্রিল তারিখে উক্ত মান্যবর সাহেব অনুমোদন করায়, তাহা ১৮৮৪ সালের ২ মে তারিখে মন্ত্রিসভার জীয়ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদিত চট্টোয়া সাধারণের অবগতি নিমিত্ত এতদ্বারা প্রচারিত হইল ।

১৮৮৪ সালের ৫ আইন ।

“ ১৮৭৬ সালের কলিকাতার মুনিসিপাল আইন সংগ্রহ ” নামক আইন আরো সংশোধন করণার্থ আইন ।

১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন সংশোধন করা হইবে ।
বিহিত । অন্তএব নিম্নলিখিত বিধান করা গেল ।

১ ধারা । এই আইন ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের সচিব পঠিত ও তাহার আইনের অর্থকরণের অংশ বলিয়া গৃহীত হইবে ; এবং ইহা যে তারিখে জীয়ত

গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদন সহিত কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা গাইবে, সেই তারিখ অবধি প্রবল হইবে ।

৩২৪ ধারায় যোগ করি-
ব্যবস্থা ।

২ ধারা । ৩২৪ ধারার নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করিতে হইবে ।

“ কিন্তু বঙ্গদেশের জীয়ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীয়ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতিপ্রাপ্তক কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত আজ্ঞাধারা প্রকারান্তরের আদেশ না করিলে, ঐ সকল টাকা ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের চলিত মুদ্রার স্থান লইতে হইবে । ”

সপ্তম ডফনীলয় ৮৭-
শোধনের কথা ।

৩ ধারা । সপ্তম ডফনীলের ৫ পংক্তিতে “ টাকা ” শব্দ উঠাইয়া দিতে হইবে ।

সি, এচ, রাইলী,

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অফিস্যান্ট সেক্রেটারী ।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L., Bengali Translator.

[গবর্ণমেন্ট । গেজেট । ১৮৮৪ । ৩ জুন ।]

ACT No. V OF 1884.



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JUNE 3, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৩ জুন।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অষ্টম খণ্ড।

ইন্ডিয়া প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENT.

ভূমিবিবরক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরী জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারা জানাইতেছি যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন, ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইন ৬ ধারার মধ্যমাসারে নিম্নলিখিত তালুকা ১৮৮৪ ইং ২৫ কেজরার পর্য্যন্ত পর্য্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোড ও পাবলিকওয়ার্কসেস আদায়ের নিমিত্তে ১৮৮৪ইং ১৬ জুন মোতাবেক ১২৯১ বাঙ্গালা ও আষাঢ় রোজ মোমবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ ৩ মে।

মহল নওরাবাদ।

নম্বর সার্কেল	নম্বর তালুক।	নাম তালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা।		বাকী।			মতব্য।
				রাজস্ব।	সেস।	রাজস্ব	সেস	মোট	
৭৭৩	৬৩১ ২০৫৭৮	ধানেশ্বরীতলুকা মোজা কাঞ্চননগর তালুক রণুনেব্যা।	নিং অখিল চন্দ্র রায় গং।	৮০০৬৮	১৪৮১১৬	৩৩৪	৪২১১০	৩৮৩১০	সম্পূর্ণ তালুকা নীলাম হ- ইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 3rd May 1884.

C. A. SAMUELLS,

Offg. Collector.

নীলামের নোটিস।

এস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরী জিলা ২৪ পরগনা।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে। জিলা ২৪ পরগনার নীচের লিখিত মহালের সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ কিস্তির বাকী বাবত ইংরাজি সন ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোতাবেক বাঙ্গালা সন ১২৯১ সাল ১৪ আষাঢ় শুক্রবার ঐ জিলার কালেক্টরীতে বিনা ওজর নীলামে ধরা যাইবেক ইংরাজি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৯ এপ্রেল।

প্রথম শ্রেণীর এস্তমুরারি জমা ধার্য হওয়া মহাল।

২ নং পরগনে মাগুরা কিং কানুনবাড়িয়া ওগররহ লিখিত মালিক

দারকানাথ রায়চৌধুরী ওগররহ সদর জমা ... ২৮৩৩ ১/০ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৮৫৮ ২ দণ্ডী ৮৪ × ১ = আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালীতে দারকানাথ রায়চৌধুরী ওগররহ নামে ৮/১৪৮৭ দণ্ডী ১১/১৫৮৮৮৮৮—
আনার কাত সদর জমা ২৪৩১৮১০ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং কালজুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্য্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৬/২ টাকা বাকী হওয়ার নীলামে ধরা গেল।

১৪৫ নং পরগনে কলিকাতা কিং মদরসা বনজুগলি ওগররহ লিখিত

মালিক কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগররহ সদর জমা ... ২১১৯৬৮/৪ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৮৬৮ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালীতে কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগররহ নামে ১/১২ আনার কাত সদর জমা ২১১৯১১ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং কালজুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্য্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৯৯ ১১/২১ টাকা বাকী হওয়ার নীলামে ধরা গেল—

[Government Gazette, 3rd June 1884.]

১৪৭ নং পরগণে কলিকাতা কিং বেওতা ওগররহ লিখিত মালিক
টেকবলানাথ বিধান ওগররহ সদর জমা

... ৩৬৭৭ ১১/৯ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ১০ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট
এজমালিতে টেকবলানাথ বিধান ওগররহ নামে ১০ আনার কাত সদর জমা ১৮৩৬/১০ ১১ টাকা
তাহার সন ১২৯০ সালের লাং কালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদার না
হওয়াতে ৭৫৬/৮৪ টাকার বাকী হওয়ার দ্বারা নিলামে ধরা গেল।

৬২৪ নং কিং পরগণে বালিয়া তরক মজুবাটী ওগররহ লিখিত মালিক

আমন্দচন্দ্র ঘোষ ওগররহ সদর জমা মার পুলিশ খানাদারি ... ৮৭১৫/৩ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ১/৬/১১ = আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট
এজমালিতে আমন্দচন্দ্র ঘোষ ওগররহ নামে ১১/৬/১১ - আনার কাত সদর জমা মার পুলিশ
খানাদারি ৫৮১। ১০ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং কালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের
২৮ মার্চ পর্যন্ত আদার বাদে ১২ ১/১০ টাকা বাকী হওয়ার দ্বারা নিলামে ধরা গেল।

৪-৫-৪৪.

C. C. STEVENS, Collector.

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫২ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা
ত্রিপুরার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব
এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন
অনুসারে আদার হইবার বিধি আছে তাহা আদার নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৩ জুন দিবসে প্রকাশ্য
দীর্ঘমে নিরবলম্বে বিক্রয় হইবে। ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৪ অপ্রিল।

তফসীল।

ভৌমিক নম্বর।	পরি চয় নম্বর।	নাম মহাল।	মালিকের নাম।	সদর জমা।	বাকী কিং আনুয়ারি ১৮৮৪।	টেকিয়ত।
১৯৩৩	১৮৯	টামটা পুটীয়া জো- য়ার পং বরদাখাত হিং ১১/১৩ - ক্রান্তি	গোবিন্দচন্দ্র দাস মচেন্দ্র- চন্দ্র দাস মগেন্দ্রচন্দ্র দাস উমাচন্দ্র সেন রজ- নীকান্ত সেন। জিমতী উমাতারা জঃ মৃত স্বরূপচন্দ্র রায় পিং মৃত গোলোকচন্দ্র দেব। জিমতী উমাতারা গুণী জঃ মৃত স্বরূপচন্দ্র রায় পিং মৃত কৃষ্ণমো- হন সেন সাং দারডা পং বরদাখাত খানে খোলা।	১৭০৮	৫৩৪	প্রকাশ থাকে যে এই মহালের শেষ পুনঃবন্দোবস্তে সরকারি রাজস্ব ২২২৩ টাকা ধাৰা হইয়াছে এই জমা খরিদারের ১২৯১ সন হইতে দিতে হইবে।
১৯৩৩	৭০	ভিলচিঠা জোয়ার পং বরদাখাত হিং ১১/১৩ - ক্রান্তি।	চর্গাচরণ দাস মজুমদার সাং মৈরাইর পং জিচাইল, রামকির রায় সাং চান্দ্রাই প্রকাশ্য আদারবাদ কাশিচন্দ্র দে সাং তথা জিমতী জিমতি সাং তথা, মাধবচন্দ্র দাস সাং রায়পুর পং বিক্রমপুর, জগবজু দাস সাং তথা বজচন্দ্র দাস সাং তথা দারিকানাথ দাস সাং তথা।	৬৬৩৫৩	২০৬/১০	

7-5-84.

J. A. HOPKINS, Collector.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

জিলা হুগলি।

জমিদারি বিক্রয়ের ইন্ডাওয়ার কাছারি কালেক্টরী জিলা হুগলি।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান বাইতেছে যে জিলা হুগলির অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সন ১৮৮৪। ২৮ মার্চ তারিখের প্রাপ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্তে সন ১৮৮৪। ১৯ জুন মোতাবেক বাণীনা ১২৯১ সালের ৬ আর্টার রুহস্পতিবার দিবসে হুগলির কালেক্টরী কাছারিতে একাধা নীলামে বিক্রয় হইবে ইতি সন ১৮৮৩ সাল তারিখ ৫ যে।

মহালের নাম।	মহাল ও পরগ- নার নাম।	বাকীদার বালিকের নাম।	সদর জমার ডাইম।	বাকীর পরিমাণ।	টেকিরং।
৯	প্রথম জেগী ইন্ডুরারি বন্দ- বস্তী মহাল। মৌলভপুর পর পাণ্ডুরা।	সৈয়দ ফজলে রহমান ওরফে আল্লা- রাখা দিগর। বাদ গজাধর কর যোজা সিতলা ডে- সামিল পণ্ডী বাণীনা ডাঙ্গা ও মির- পাড়া রকম ১২১। আদায় সদর জমা বিঃ কুশমকুমারী দাসী ১৫১১ বিঘা জমির জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে। বাকী সৈয়দ ফজলে রহমান ওরফে আল্লা রাখা দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	১১৩২৫২ ৪২৫০ ৫১০ ৪৮৫০		
১০	রাধাকান্তবাটী পর পাণ্ডুরা।	কছিমদৌ মিল্লী দিগর ... বাদ হাজি আছালদৌ মিল্লী ৫০৫১ বিঘা জমির জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে। বাকী কছিমদৌ মিল্লী দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৬২৪১১১১ ২৪৫০ ৫২৯৫১১	১২২১১১	এই বাকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবে।
১১	বসন্তপুর পর ভুরশীটে।	মেথ হাকিমদৌ আছামদ দিগর সদর জমা। এই মহালের মধ্যে মণিকলাল শীল দাবালগের তরফ শরতকুমারী দাসী রকম ১১/০ আদায় বোল আদা করিয়া তাহার রকম ৫৪ আদায় সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে।	১১০৮২ ২৪২৪১/৬	৪২২১১/৬	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
১২	মণ্ডলবাট পর মণ্ডলবাট।	হুগাচরণ দাস দিগর ... এই মহালের মধ্যে মণিকলাল শীল দাবালগের তরফ শরতকুমারী দাসী ১১১৪ আদায় সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে।	২২৩৭২৫৫/ ৬১ ৩১৮০২/২	১২২৬৩৫২	এই বাকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক।
১৩	সাঁখখালি পর বালিয়া।	মলোহর মুখোপাধ্যায় দিগর ... এই মহালের মধ্যে কালিদাস দেব মেনেকার ইফেট গিরিজালাল রায়চৌধুরী দিগর রকম ১২২ আদায় সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে।	১০১৪৫৫ ১০১৪৫০	৫০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক।

ক্রমিক সংখ্যা।	মহাল ও পর- গনার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমা তাৎখান।	বাকীর পরিমাণ।	টেকিয়াং।
৫৫	এখম জেনী ইন্ডিয়ান বন্দ- বস্ত্রী মহাল। চাপাহাটা পং পাথুরা।	যত্ননাথ ধলায় দিগর ...	৫৮১০/২	৩৫১০	
৫৬	এ এ	যত্ননাথ ধলায় দিগর ...	৬০৬০/২	১১৩১১৩	
৫৯	মাখালডিহি পং পাথুরা।	সৈয়দ আবুল মজবুর দিগর ... বাদ অভয়াচরণ নন্দী রকম ১২৪৫ আনার সদর জমা এঃ উপেক্ষারায়ণ নন্দী দিগর রকম ১২৪৫ আনার জমা বিঃ	৭২২৫০/১ ২১৪/০ ২১৪/০ ৪২৮০		
	এ	ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাকী সৈয়দ আবুল মজবুর দিগর ... ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	২৯৪৫/১	৩০৪	এই বাকীর জমা এই অংশ নী- লায় হইবেক।
৬২	রায়জালাল পং মণ্ডলঘাট।	কানাইলাল শীল দিগর ... এই মহালের মধ্যে মণিকলাল শীল নাংলগের তরফ শরৎকুমারী দাসী রকম ৮৫ আনার সদর জমা এঃ	১৯৩৭৪৫২। ২৭২৫১১/০	৯৩৯/০	এই বাকীর জমা এই অংশ নী- লায় হইবেক।
	এ	ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
৬৭	গুড়বাড়ী পং চৌমুহা।	গিরিশচন্দ্র সিংহ রায় দিগর ... এই মহালের মধ্যে গোপালচন্দ্র ঘোষ গুড়বাড়ী ও হরিরামপুর ২ মোজার বোলআলা সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	২৬৯৪৫০ ৬৯২০/৯	৪৭২০/৯	এই বাকীর জমা এই অংশ নী- লায় হইবেক।
৭৯	সেরপুর পং বালিয়া।	সেখ কাদেররকম দিগর ... এই মহালের মধ্যে মণিকলাল শীল নাংলগের তরফ শরৎকুমারী দাসী রকম ১১/ আনার সদর জমা	১০৩৯১০/৯ ৫৮৪৫০/৬।	২০১৩১১/৯	এই বাকীর জমা এই অংশ নী- লায় হইবেক।
	এ	ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
১১০	খালড় পং খালড়।	রাণী লালমণি দিগর ... বাদ ললিতমোহন সিংহ ও নগেন্দ্র- বালা দাসী রকম ৫০ আনার সদর জমা উদয়চাঁদ মুখোপাধ্যায় রকম ১০ আনার সদর জমা রাণী এখমনাথ রায় বাহাদুর রকম ৮০ আনার সদর জমা	১০৩৯০১১/৬ ৭৭৯৩ ৬৪৯০ ১২৯৮৫/০ ৯৭৪১০		
	এ	ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাকী রাণী লালমণি রকম ১০ আনার সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৬৪৯০ ১৭১১১/৬		এই বাকীর জমা এই অংশ নী- লায় হইবেক।

সহকারী নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার ভাইদ।	বাকীর পরিমাণ।	বৈকিরং।
১১৭	প্রথম শ্রেনী ই- সুয়ারি বন্দ- বস্তী মহল। রাজহাট পং খোলাপুৰ।	জীবনকৃষ্ণ গোস্বামী দিগর ... বাদ আনন্দময়ী দেবী একজিকিউটর ইফেট রুদ্দাবল্লভ রায় রকম ১/০ আনা সদর জমা। হরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় কিসমত নশিব পুর ও বৈদ্যবাটী ও অভিরামবাটী ভিন্ন মৌজার রকম ১/১০ আনার মধ্যে ১/০ আনা সদর জমা। প্রসাদদাস গোস্বামী রকম ১৬১ = আনার জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাকী জীবনকৃষ্ণ গোস্বামী দিগর সদর জমা।	৭২৬৬ ২২৬৭০ ৮২০ ১৫১০ ৪৬০১/০ ২৪৫১১/১		
১৫৬	৬ মল্লিকহাটী পং বোর।	ইহার পৃথক হিসাব কর নাট। প্রসাদ দাস গোস্বামী দিগর ... বাদ রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী দিগর রকম ১০ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাকী প্রসাদদাস গোস্বামী দিগর রকম ৭০ আনা জমা। ইহার পৃথক হিসাব কর নাট।	২২৬৮২ ৭৪২ ২২২৬২ ১৬২১/৪	৩১০/০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক।
১৫৯	৬ চাতরাবাদে পং বোর।	ইহার পৃথক হিসাব কর নাট। রাণানন্দ লাহিড়ি দিগর ... বাদ নামানন্দ দেবী রকম ৭/১০ আনার সদর জমা। নিমচাঁদ লাহিড়ি রকম ১/১৫ আনা সদর জমা। দিননাথ চৌধুরী রকম ১/২০ আনা সদর জমা। অকালীল মুখোপাধ্যায় রকম ১/৮১ আনার সদর জমা। কালিকানন্দ পাল দিগর রকম ১/২৫ গণ্ডা সদর জমা। লালজী চৌধুরী, বাদে চাতরা বাসু- দেবপুর, বেতুড় ও মৌজার রকম ১/১৪০ আনার সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাকী রাণানন্দ লাহিড়ি দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব কর নাট।	৭৪০১/৫ ১৪২১/০ ৬৬ ৫১৫০ ৮৮১/০ ৩১৫০ ১২৭৫০ ৫১৫০ ২২৫১১/৫	১৬২১/৪	এই বাকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক।
২০৩৪	মোদামি বন্দ- বস্ত। সুলভানপুর পং পাটমহল।	অমৃতলাল মেন দিগর ... বাদ পূর্ণচন্দ্র রায় রকম ১/০ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	২২২০ ৪৬৪১/৬ ৪১৫৪১	৭৫/০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক।

সহকারী নম্বর।	মহাল ও পরগ- নার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার ভাইদ।	বাকীর পরিমাণ।	টেকিরং।
২১৫৮	মোদানিবন্দবস্ত অপূর্বপুর চাক- রানপং সিংহর	বাকী অমৃতলাল সেন দিগর রকম ১১০ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। মানিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরতকুমারী দাসী দিগর। বাদ কানাইলাল শীল রকম ১১/১২ আনার জমা এঃ গোবিন্দলাল শীল রকম ১৪ আনা জমা বিঃ। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৪৩৪১/৬ রোড ফণ্ড ৪১১৪১। ৬৫৬১/৫ ৩৯৩৫০/০ ১৩১১/০ ৫২৫০০	২১০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক।
৩৬৩৩	প্রথম জেগী টে- জুরারি বন্দ- বস্তী মহাল। ছুটিপুরের সা- মিল অমর- পুর পং ছুটি- পুর।	বাকী মানিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরতকুমারী দাসী ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। যতুনাথ ঘোষ দিগর ... এই মহালের মধ্যে পূর্ণেজ দেব রাই ১০ আনাকে বোল আনা করিয়া তাহার রকম ১/৬১ = আনার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	১৩১৬৫ ৭০৬১৮ ৫৮৫০০	৪২১০ ১৬৫০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক। এই বাকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক।
৩৬৩৭	জোলকুল পং ছুটিপুর।	চন্ডানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দিগর ...	৫১০১১/৭	২২৫০/০	
৩৮৪২	মামদপুরবাটবে পং ছুটিপুর।	যতুনাথ দে দিগর ... এই মহালের মধ্যে অবিশিষ্ট জমার রকম ১০ আনা জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৮২৩৫২/২১১ ১৫৪১১০	৩৯০/৬	এই বাকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক।
৩৯২০	মোদানিবন্দবস্ত বাগড়াচর পং বোর।	রাণী লালনমণি দিগর ... বাদ যতুনাথ জামানি রকম ১/ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৭৩৬১৮। ২২৭/০		
৪০৮৬	প্রথম জেগী হ- জুরারি বন্দ- বস্তী মহাল। গোবিন্দপুর পং আহানাবাদ।	বাকী রাণী লালনমণি দিগর রকম ১১০ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। মানিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরতকুমারী দাসী।	৪৯৯০৮। ১০৪০৭।৭	৬২১১০ ৩৫২৬৫৯	এই বাকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক।
১৭৯১	মোদানিবন্দবস্ত গুণিপাড়াচর পং মণ্ডলঘাট।	কালিদাস দেব মেনেজার জানবে গিড়িআনাথ রাইচৌধুরী দিগর। এই মহালের মধ্যে রকম ১২ আনার মানিক ভগ্নানারায়ণ সেন সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৭১৫৭ ০০৬৭	১৮ মাঠ কি- স্তোর বাকী ১০৪১০৩ ১২ জামুয়ারি কীড়ার ৮৯১১/৬ ১৯৩৫৫৯ ২৮ মাঠ কীড়ার ২৬/৯ ১২ জামুয়ারি ১১১০৩ ৪৮১১০	এই অংশ ১৮৮৪। ২৪ মাঠ নীলাম হওয়ার খরচদার কেবল বায়নার টাকা দিয়া অব- শিষ্ট টাকা না দেওয়ার এ বার- নার টাকা অদ- করা গিয়াছে তজ- না এ প্রথম খরি- দারের দায়িত্বে ও বুকিতে এই অংশ পুরায় নীলাম হইবেক।

জিলা মুরশিদাবাদ।

ইজারার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে জিলা মুরশিদাবাদ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত মাফাল সন ১২৯০ সালের লংকিন্ডী কালগুনের বাকী রাজস্ব আদার জন্য সন ১৮৮৪ সালের ২৪ জুন মোতাবেক সন ১২৯১ সালের ১১ আশাঢ় মঙ্গলবার খিনা মুরশিদাবাদের কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ১৭ আগ্রিল।

ক্রমিক নম্বর।	মাফালের প্রকার।	ভৌমিক নম্বর।	নাম মফাল ও পরগনা।	নাম ভাস্করদার।	সদর জমা।	টেকিয়ং।
১	প্রথম শ্রেণীর মাফাল	৪৪	তরফ কান্দুয়া পংচার- বক পুর।	কৃষ্ণকান্ত রায় কমলাপান্তর রায় গোপীকান্ত রায় প্রভা- বতী দাস। মাতা অনি কৃষ্ণপ্রসাদ রায় দাবালগ।	৩২২৪৪।০৭	এই মাফাল মধ্যে প্রভাবতী দাসী ও কমলাকান্ত রায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১।০ আনা বামে কৃষ্ণকান্ত রায় ও গোপীকান্ত রায়ের একমালী অংশ ১।০ আনার কাজ সমর জমা ১৬৪৭।৪ টাকা নীলাম হইবেক। বাকী ৭১৬৮।০ টাকা।
২	ঐ	৪৪	তরফ কান্দুয়া পংচার- বক পুর।	ঐ	৩২২৪৪।০৭	এই মাফাল মধ্যে প্রভাবতী দাসীর পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১।০ আনা ও কৃষ্ণকান্ত রায় গোপীকান্ত রায়ের একমালী অংশ ১।০ আনা বামে কমলাকান্ত রায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১।০ আনার কাজ সমর জমা ১২৩১।৭ টাকা নীলাম হইবেক। বাকী ৩৫৮৮।৩ টাকা।
৩	ঐ	৬৭	হুদা গোপালপুর পং পানী।	রায় দেভাবতী দাসীর বাহাদুর	১১৪২।১০	রাজস্বর বাকী ৪৬০৫।১১ টাকার জন্য সমর মাহালীনাম হইবেক।
৪	ঐ	২২০	কিসমত মোজাপাড়া- ডুইল পরগনে বীর- বক সিংহ।	হিরালাল চৌধুরী বামনদাস চৌধুরী অধিনীতুমার মুক্তকী বটুকনাম মুক্তকী বামনদ গোয়াসী।	৭৩২৭।১১	সরকারী বাকী রাজস্ব ৪৫।১০ টাকার জন্য সমর মাহাল নীলাম হইবেক।

ক্রমিক নং।	স্বত্বের প্রকার।	ভোগের নং।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম ভান্ডার।	সময় জমা।	বৈকিরত।
১	প্রথম জেগীর মহাল	৪৬ :	কিসমত পরগনামহা- জাড়াপুর পং মাহাজাপুর।	বিপিনবিহারী নবিনবিহারী কৃষ্ণকিশোর মুক্তনন্দন রামচন্দ্র ভগবানচন্দ্র বনওয়ারিলাল দীনচন্দ্র ললিত- মোহন বৈদ্যনাথ ওকদাস লক্ষ্মনদাস গণেশচন্দ্র গঙ্গানারায়ণ কুলদাসপ্রদাস গোপেশ্বর সেন মন্থসখী দাসা কামদাকিন্দর মুখোপাধ্যায়।	৩৬৫১।৭	এই মহাল মধ্যে মন্থসখী দাসার ও কামদাকিন্দর মুখোপাধ্যায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ বাদে গোপেশ্বর সেন দিগবের একমালী অংশ ১১/১২ গোষ্ঠার তাত সময় জমা ২০২৪/১০ টাকা নীলাম হইবেক রাজস্বর দাকী ৭২৬।১১
২	ঐ	৪৭ :	কিসমত পরগনামহা- খালী পরগনামহা- খালী।	বীরচন্দ্র নীলধারিনন্দ চৌধুরি শ্যামসুন্দরী দাসা সৌদামিনী দাসী কৃষ্ণসুন্দরী দাসী গঙ্গাধর চৌধুরী জনসুন্দরী দাসী ব্রহ্মবরী চৌধুরাণী।	৬৬৭৬।২	এই মহাল মধ্যে গঙ্গাধর বীরচন্দ্র চৌধুরীর পৃথক করিয়া লওয়া অংশ বাদে শ্যামসুন্দরী দাসা দিগবের এক- মালী অংশ ৬/১১/১০ কাত সময় জমা ৫৫৬।১১ টাকা নীলাম হইবেক রাজস্বর দাকী ১৩ আনা।
১০	ঐ	৫০ :	ডিহি জাতাই পং সেরপুর।	চন্দ্রমহিনী দাসা থাকরনী দাসা অলি দাতা বিশেষ্বর বোম প্রথমনাথ বোম কান্তিকচন্দ্র বোম গোপীচন্দ্র- দরী দাসা।	৩৪২১।৮- ১১ পুলিস ২৬।৮- ৩৪৭৮।৭	এই মহাল মধ্যে থাকরনী দাসী দিগবের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনা বাদে চন্দ্রমহিনী দাসার এক- মালী অংশ ১০ আনার কাত সময় জমা ১৭২৬।০ টাকা ও পুলিস ১৩৪ টাকা নীলাম হইবেক। বাকী ... ৫৭৪।০ পুলিস ... ৩।১০ ৫৭৭।১০
১১	ঐ	৫৩ :	কিং পং উজিরাবাদ পং উজিরাবাদ	ইন্দ্রলোকানন্দ রায় কলীকচন্দ্র ও তারকনাথ ভট্টাচার্য নরচন্দ্র ও বিভাদাস পালচৌধুরী গোলাপমনি দেব্যা জগজ্ঞ পণ্ডিত লক্ষ্মীমণি দেব্যা গোবিন্দচন্দ্র ভেওয়ারী হারিনানাথ সেন গণেশলাল কৃষ্ণপ্রসাদ রায়।	১১৮৩।৬	এই মহাল মধ্যে হারিনানাথ সেনের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১২৬৩ সত্তরকাত সময় জমা ৪৭৭।১০ টাকা নীলাম হইবেক বাকী ২৮।৭ টাকা।

১২	ঐ	৫৪০	মোজ-এ-নিপুঁর পং কুলদাড়া।	তরসিনী ওরফে লুটুনিদাসী পক্ষে মালেকজর কামিনী সুন্দরীদাসী বৈলসনাথ সিংহরায় পরেশনাথ সিংহ রায় স্বরূপলাল চৌধুরী চন্দ্রমোহন চৌধুরী মুক্তকেশী চৌধুরাণী রত্ননাথ মুক্তকী পাতালমণি চৌধুরাণী চাকচাক বসু উমেশচন্দ্র মিত্র হারাধনী চৌধুরাণী মাতা আলি দাশরথী ও সত্যচরণ রায়চৌধুরী নাথ- লাগ পরেশনাথ চৌধুরী ললিতমোহন রায়চৌধুরী কামিনীকুমারী চৌধুরাণী মনমোহন চৌধুরী প্রেম- লাল।	১০৬১/১১২	এই মহাল মধ্যে হারাধনী চৌধুরাণী অলিমতী মহাল- রথী সত্যচরণ রায়চৌধুরী পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১১ গোঁড়া বাসে চাকচাক বসু সিংহরায় ও মালী অংশ ৬৮২৯ গোড়াকার সার অংশ ২২১৬/৫ টাকা নীলাম হইবেক। বাকী ... ১১০ গাই।
১৩	দ্বিতীয় ভোগের মহাল	৫৫৮	চরণগা ১৭ সমস- খালী	বন্দবতীদার দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় নাথলাগের আলি মাতা ত্রিপুরাচন্দ্র দেবী রামলাল রায় সিংলাল রায় রামেশ্বর রায়।	৭৩৭/১	রাজেশ্বর বাকী : ১৬১১/০ টাকার জন্য সমুদয় মহাল নীলাম হইবেক।
১৪	প্রথম ভোগের মহাল	২৭৪০	কিং তরফ হোসন- পুর পং আসন নগর	লোকনাথ রায় ষ্ট্রিকাননাথ রায় ও হারিকানাথ ঘোষ...	৬১৫৬/২ রোডকণ্ড ৬৬৬	১২২০ সালের লাই অগ্রহায়ণ ত্রয়োদশে রাজেশ্বর বাকী ১৫৯ টাকার জন্য সমুদয় মহাল নীলাম হইবেক।
১৫	ঐ	২৭৭২	তরফ কানাই পাড়া পং আসন নগর	রামলাল ঘোষ	১০৪২/৫	১২২০ সালের লাই ফালগুনের রাজেশ্বর বাকী ৮১২৬/৬ টাকার জন্য সমুদয় মহাল নীলাম হইবেক।

BERHAMPORE,
The 18th May 1884.

J. C. VEASEY,
Offy. Collector.

ଜିଲ୍ଲା ସୁବନ୍ଧା ।

ସନ ୧୮୫୯ ମାଟ୍ରେର ୧୨ ଆଇଲେର ୬ ବାରାର ବିଧାନକ୍ଷେତ୍ର ଏହି ବିଭାଜନ ଗ୍ରହଣକରା ଯାଇଅଛି ଯେ ଏହି ସୁବନ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ସ୍ଥାନ ସମ୍ବଳ ୧୮୮୦ । ୧୮୫୯ ମାଟ୍ରେର ୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ କିଛିର ମରକାରୀ ବାକୀ ରାଜସ୍ୱ ଆୟାଜନ ଆଗାମି ୨୦ ଜୁନ ଯୋଡ଼ାବେଳ ୧୮୬୧ ମାଟ୍ରେର ୧୦ ଡିସେମ୍ବର ତାରିଖ ମୋମବାର ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟର କାହାରିତେ ବିନା ଶେଷରେ ଶାନ୍ତି ନାମରେ ଧରା ଯାହିବ ହାତ ସନ ୧୮୮୫ ।

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ।	ସ୍ଥାନ ଓ ଗ୍ରାମ ନାମ ।	ସାଲିକର ନାମ ।	ସୋଟି ମନ ଅଞ୍ଚଳ ।	ସେ ଅଞ୍ଚଳ ବିକ୍ରୀ ହେବେ ।	ବାକୀ ମନ ଅଞ୍ଚଳର ମନର କମ୍ପା ।	୧୮୫୯ । ୮୫ ମାଟ୍ରେର ମାର୍ଚ୍ଚ କିଛିର ବାକୀ ।
୦	ମରଗନେ ଆଗର- ମାଢ଼ା ନିମନ୍ତେ ଆଗମାଢ଼ା ।	ମୋଦିଆଚରୁ ମାର୍ଚ୍ଚେ ଚୌଧୁରୀ ଦିଗର ।	୧୦୬୦/୭	୧୮୫୯ ମାଟ୍ରେର ୧୨ ଆଇ- ଲେର ୧୦ ଥାବା ଅନୁମୋଦିତ ସଞ୍ଚଳ ହିସାବର ୧ ହି- ସା । ମୋଦିଆଚରୁ ମାର୍ଚ୍ଚେ ଚୌଧୁରୀ ଦିଗର ମନ ୬/୩୩ ।	୧୦୬୦/୨	୦୧୭
୧୮	ମେଦିଆଚରୁ ବିଦେଶ କେନ୍ଦ୍ର ମାଢ଼ା ।	ମୋଦିଆଚରୁ ମାର୍ଚ୍ଚେ ଚୌଧୁରୀ ଦିଗର ।	୧୮୦୫	ମନୁଷ୍ୟ ସଞ୍ଚଳ ...	୧୮୦୫	୧୭୦୫୦୫
୧୯	ମେଦିଆଚରୁ ବିଦେଶ କେନ୍ଦ୍ର ମାଢ଼ା ।	ମୋଦିଆଚରୁ ମାର୍ଚ୍ଚେ ଚୌଧୁରୀ ଦିଗର ।	୧୮୭୫	୧ ...	୧୮୭୫	୧୦୫୫
୨୦	ମେଦିଆଚରୁ ବିଦେଶ କେନ୍ଦ୍ର ମାଢ଼ା ।	ମୋଦିଆଚରୁ ମାର୍ଚ୍ଚେ ଚୌଧୁରୀ ଦିଗର ।	୧୮୭୫	୧ ହିସା ମୋଦିଆଚରୁ ସଞ୍ଚଳ ମନ ୧୨୨ ମନ ।	୧୮୭୫	୦୦୧୧/୨
୨୧	ମେଦିଆଚରୁ ବିଦେଶ କେନ୍ଦ୍ର ମାଢ଼ା ।	ମୋଦିଆଚରୁ ମାର୍ଚ୍ଚେ ଚୌଧୁରୀ ଦିଗର ।	୧୮୭୫	୧ ହିସା ...	୧୮୭୫	୧୦୫୫
୨୨	ମେଦିଆଚରୁ ବିଦେଶ କେନ୍ଦ୍ର ମାଢ଼ା ।	ମୋଦିଆଚରୁ ମାର୍ଚ୍ଚେ ଚୌଧୁରୀ ଦିଗର ...	୧୭୦୫୨୧/୭	ମନୁଷ୍ୟ ସଞ୍ଚଳ ...	୧୭୦୫୨୧/୭	୧୦୫୫୨୧
୨୩	ମେଦିଆଚରୁ ବିଦେଶ କେନ୍ଦ୍ର ମାଢ଼ା ।	ମୋଦିଆଚରୁ ମାର୍ଚ୍ଚେ ଚୌଧୁରୀ ଦିଗର ...	୧୮୭୫	୧ ହିସା ମୋଦିଆଚରୁ ସଞ୍ଚଳ ମନ ୧୨୨ ମନ ।	୧୮୭୫	୦୦୧୧/୨
୨୪	ମେଦିଆଚରୁ ବିଦେଶ କେନ୍ଦ୍ର ମାଢ଼ା ।	ମୋଦିଆଚରୁ ମାର୍ଚ୍ଚେ ଚୌଧୁରୀ ଦିଗର ...	୧୮୭୫	୧ ହିସା ...	୧୮୭୫	୧୦୫୫
୨୫	ମେଦିଆଚରୁ ବିଦେଶ କେନ୍ଦ୍ର ମାଢ଼ା ।	ମୋଦିଆଚରୁ ମାର୍ଚ୍ଚେ ଚୌଧୁରୀ ଦିଗର ...	୧୮୭୫	୧ ହିସା ...	୧୮୭୫	୧୦୫୫
୨୬	ମେଦିଆଚରୁ ବିଦେଶ କେନ୍ଦ୍ର ମାଢ଼ା ।	ମୋଦିଆଚରୁ ମାର୍ଚ୍ଚେ ଚୌଧୁରୀ ଦିଗର ...	୧୮୭୫	୧ ହିସା ...	୧୮୭୫	୧୦୫୫
୨୭	ମେଦିଆଚରୁ ବିଦେଶ କେନ୍ଦ୍ର ମାଢ଼ା ।	ମୋଦିଆଚରୁ ମାର୍ଚ୍ଚେ ଚୌଧୁରୀ ଦିଗର ...	୧୮୭୫	୧ ହିସା ...	୧୮୭୫	୧୦୫୫
୨୮	ମେଦିଆଚରୁ ବିଦେଶ କେନ୍ଦ୍ର ମାଢ଼ା ।	ମୋଦିଆଚରୁ ମାର୍ଚ୍ଚେ ଚୌଧୁରୀ ଦିଗର ...	୧୮୭୫	୧ ହିସା ...	୧୮୭୫	୧୦୫୫
୨୯	ମେଦିଆଚରୁ ବିଦେଶ କେନ୍ଦ୍ର ମାଢ଼ା ।	ମୋଦିଆଚରୁ ମାର୍ଚ୍ଚେ ଚୌଧୁରୀ ଦିଗର ...	୧୮୭୫	୧ ହିସା ...	୧୮୭୫	୧୦୫୫
୩୦	ମେଦିଆଚରୁ ବିଦେଶ କେନ୍ଦ୍ର ମାଢ଼ା ।	ମୋଦିଆଚରୁ ମାର୍ଚ୍ଚେ ଚୌଧୁରୀ ଦିଗର ...	୧୮୭୫	୧ ହିସା ...	୧୮୭୫	୧୦୫୫
୩୧	ମେଦିଆଚରୁ ବିଦେଶ କେନ୍ଦ୍ର ମାଢ଼ା ।	ମୋଦିଆଚରୁ ମାର୍ଚ୍ଚେ ଚୌଧୁରୀ ଦିଗର ...	୧୮୭୫	୧ ହିସା ...	୧୮୭୫	୧୦୫୫
୩୨	ମେଦିଆଚରୁ ବିଦେଶ କେନ୍ଦ୍ର ମାଢ଼ା ।	ମୋଦିଆଚରୁ ମାର୍ଚ୍ଚେ ଚୌଧୁରୀ ଦିଗର ...	୧୮୭୫	୧ ହିସା ...	୧୮୭୫	୧୦୫୫
୩୩	ମେଦିଆଚରୁ ବିଦେଶ କେନ୍ଦ୍ର ମାଢ଼ା ।	ମୋଦିଆଚରୁ ମାର୍ଚ୍ଚେ ଚୌଧୁରୀ ଦିଗର ...	୧୮୭୫	୧ ହିସା ...	୧୮୭୫	୧୦୫୫
୩୪	ମେଦିଆଚରୁ ବିଦେଶ କେନ୍ଦ୍ର ମାଢ଼ା ।	ମୋଦିଆଚରୁ ମାର୍ଚ୍ଚେ ଚୌଧୁରୀ ଦିଗର ...	୧୮୭୫	୧ ହିସା ...	୧୮୭୫	୧୦୫୫
୩୫	ମେଦିଆଚରୁ ବିଦେଶ କେନ୍ଦ୍ର ମାଢ଼ା ।	ମୋଦିଆଚରୁ ମାର୍ଚ୍ଚେ ଚୌଧୁରୀ ଦିଗର ...	୧୮୭୫	୧ ହିସା ...	୧୮୭୫	୧୦୫୫
୩୬	ମେଦିଆଚରୁ ବିଦେଶ କେନ୍ଦ୍ର ମାଢ଼ା ।	ମୋଦିଆଚରୁ ମାର୍ଚ୍ଚେ ଚୌଧୁରୀ ଦିଗର ...	୧୮୭୫	୧ ହିସା ...	୧୮୭୫	୧୦୫୫
୩୭	ମେଦିଆଚରୁ ବିଦେଶ କେନ୍ଦ୍ର ମାଢ଼ା ।	ମୋଦିଆଚରୁ ମାର୍ଚ୍ଚେ ଚୌଧୁରୀ ଦିଗର ...	୧୮୭୫	୧ ହିସା ...	୧୮୭୫	୧୦୫୫
୩୮	ମେଦିଆଚରୁ ବିଦେଶ କେନ୍ଦ୍ର ମାଢ଼ା ।	ମୋଦିଆଚରୁ ମାର୍ଚ୍ଚେ ଚୌଧୁରୀ ଦିଗର ...	୧୮୭୫	୧ ହିସା ...	୧୮୭୫	୧୦୫୫
୩୯	ମେଦିଆଚରୁ ବିଦେଶ କେନ୍ଦ୍ର ମାଢ଼ା ।	ମୋଦିଆଚରୁ ମାର୍ଚ୍ଚେ ଚୌଧୁରୀ ଦିଗର ...	୧୮୭୫	୧ ହିସା ...	୧୮୭୫	୧୦୫୫
୪୦	ମେଦିଆଚରୁ ବିଦେଶ କେନ୍ଦ୍ର ମାଢ଼ା ।	ମୋଦିଆଚରୁ ମାର୍ଚ୍ଚେ ଚୌଧୁରୀ ଦିଗର ...	୧୮୭୫	୧ ହିସା ...	୧୮୭୫	୧୦୫୫

KHOOLNA COLLECTOR'S OFFICE,

The 6th May 1884.

F. H. BARROW,

Offg. Collector,

[Government Gazette, 3rd June 1884.]

জিলা চট্টগ্রাম।—ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরী জিলে চট্টগ্রাম।

ইস্তাহার। সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৭১ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নের লিখিত ভানুকাদি ১৮৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি স্বর্ণগন্ত পর্য্যন্ত বাকীপত্তা রাজস্ব ও রোডডেহু ও পবলিকওয়ার্ক ছেহ আদায়ের নিমিত্তে ১৮৮৪ ইং ৯ জুন মোতাবেক ১২৯১ বাজীনা ২৮ ইন্ডাট রোজ সোমবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজরে একশ্য নীলামে ধরা যাইবেক। ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ।

কাল্লাবাজার সব-ডিবিজনের এলাকাধীন।

ভোজির নম্বর।	ভানুকের নাম।	মানিকের নাম।	সবর কমা।		বাকী।		মোট।	মন্তব্য।
			রাজস্ব।	ছেহ।	রাজস্ব।	ছেহ।		
২০১ ২৫১	মোঃ ইন্নী খানে টেকনাক ভানুক সহরত আলি চৌঃ	খোদ	৮৯১/০	২০৬৬	৪৩৮১/৬	০	৪৩৮১/৬	সম্পূর্ণ ভানুক নীলাম হইবে।
৪৪ ১৩৬১	মোঃ টেকনাক খানে টেকনাক তাঃ জিমতী খাতি চৌঃ	খোদ	১২১৭৭	৭৯/০	৬/৩৭	২৬১/৬	৬৩৯১/৬	ঐ
১৫৫ ১৩৮	মোঃ রাজারতুল খানে রাহু ভানুক সেরদত্ত খাঁ	দেওয়ান বিবি ও মকবুল আলি গং।	১১০১/৬	১৫৮১/১	৩০৩১/৬	৪৪/৬	৩৪৭১/৬	ঐ
২০৪ ৪৬৯	মোঃ মিঠাজুরি খানে রাহু ইজারা জিমতী লতিফ। খাঁতুন লাতুনগের পক্ষে কাছাদ আলি খাঁ।	লিং আছাদ আলি খাঁ।	১১৮৩১/০	১১০/৬	৪২০৭	৩৭১/৬	৪৫৭১/৬	ঐ
২৯৯ ২৮৬	মোঃ দারপাকিয়া খানে চকরিয়া তাঃ বিবি ইসহাক ...	লিং দেওয়ান আলি সদাগর।	৬৮৭১/৩	২৯৪৬/১	৪৩৭	১৯৬/১	৬২৬১/০	ঐ
৩৩৪ ১৪৬০	মোঃ পেকুরা খানে চকরিয়া ভানুক কজল আলি ...	খোদ	২৫১২৭	১০৯১/৬	২০৪২৭	৭২৬/১	২১১৪৬/০	ঐ

C. A. SAMUELS, Offg. Collector, Chittagong.

কালেক্টরী জিলা রংপুর।

বাকীর কর্দ সন ১২৯০ সাল বাঙ্গালীর লাগাএদ কিস্তী কালগুন মোতাবেক ১৮৮৪ সাল লাগাএদ কিস্তী ফেব্রুয়ারি তালবের ২৮ মাস্ত স্বর্ধ্যান্ত পর্য্যন্ত এবং তদপরে ভিন্ন ভিন্ন জিলার কালেক্টরীর হস্তী ধরা আদার হইয়া যাঁহা বাকী আছে তাহা ১৮৮৫। ২১ জুন মোতাবেক বাঙ্গালী ১২৯১ সাল ৮ আষাঢ় শনিবার অত্র কাছারিতে প্রকাশরূপে নীলাম হইবেক, ইতি।

ভৌজিব নম্বর।	মহালের নাম ও পরগনা।	মালিক।	সদর জমা।	বাকীর পরি- মাণ।	বন্দব্য।
৫৭	বড়াবাড়ী ও গয়রহমৌজ চাকলে কাজির হাট।	শ্যামকুমার দাস, বামাসুন্দরী দাস্যা কুম্ভমোহন চাকি ভারামণি দাস্যা চন্দ্র গোবিন্দ দাস,	৫১৫:১০	১০০	বামাসুন্দরী দাস্যার ১১৮৫০/৯ পাই সদর জমার অংশ ভাচার পৃথক হিসাব আছে তাহা ব্যতিত অপরাপর অংশ বাকী।
১৩৭	গাংনগর যোজা চাকলে কাজির হাট	মৌসামিনী দাস্যা	১০৪১৫/১	৪২৮/৪	
২২১	খোদা মুরাদপুর ও গয়রহ যোজা পং পএরাবন্দ	জনকিবল্লভ সেন, আছরা বেগম, রাহতমেছা ছাংবের খাতুন, ও ছরিয়ল আলম আবুল চৌসেন চৌধুরী ওরফে ভোমা মিঞা ও দুলা মিঞা।	২৫০২৫/৫১	৫০০/৮	বাবু জনকিবল্লভ সেন- নের খরিদ ১০০ আনা অংশ কান দেওয়া গেল। ভাচার স্ব- তন্ত্র হিবাব খোলা গিয়াছে।
২২৩	খামার কুরসা ও গয়রহ পং পএরাবন্দ।	শাজে এনাএজলা চৌধুরী অভিমেষ্টা চৌধুরাণ মহম্মদ নেজামুদ্দিন খাঁ চৌধুরী।	২১০৫৫/১১	১৮২ ১/২	শাজে এনাএজলা চৌধু- রীর বিশেষ ১ নম্বরে হিসাব পৃথক বাচার সদর জমা ১০২৬ ১/৬ পাই এই অংশ ব্যতিত অপরাপর অংশ বাকী।
২৪১	চক হুগাঁপুর ও গয়রহ মে.আ পং সরহাট্টা।	গএরমেছা বিবি চৌধুরানী এনাএজলা মিঞা বাউহানী বিবি চৌধুরানী, অজনা জলা চৌধুরী খুসিরমেছা বিবি জডন বিবি চৌধু- রানী, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ত্রৈলোক্যনাথ লাহিড়ী ম্যানেজার নেহালউদ্দিন, মহম্মদ নেজামউদ্দিন মহা মুদ চৌধুরী, আমিরমেছা বিবি শরৎ ও অলিঅছ পক্ষে আবুললতিক চৌধুরী নাবালগ।	১৮২২৫/৮	১৪১/১০	গবর্ণমেণ্টের ভূদ্বানীনের অংশ বাচার সদর জমা ৪৩১/৩ পাই ও বাচার পৃথক হিসাব খোলা হইয়াছে তদ- বান্দে অপরাপর অংশ বাকী।
৫২৭	আলিমগাঁও পং	চন্দ্রশিখর রায়, গোপাল- চন্দ্র রায়, রাজলক্ষী চৌধুরানী, ইশানচন্দ্র চৌ- ধুরী, ইচ্ছাময়ী চৌধুরানী ত্রৈলোক্যনাথ লাহিড়ী ম্যানেজার পক্ষে কোণ্ডর চন্দ্রকিশোর রায় নাবা- লগ, কামারী চৌধুরানী কুড়ানু সরকার।	৫২৮১৫/১১	২০৫/৪	কুড়ান সরকারের নিজ:অংশ ১০ ভিন আনা এই অংশ বাকী

RANGPORE COLLECTORATE,

The 30th April 1884.

[Government Gazette, 3rd June 1884.]

H. J. NEWBERRY,

Offg. Collector.

বাকী খাজনার আপসপত্রের পাঠ।

জিলা দিনাজপুরের কালেক্টরী।

ইহার দ্বারা মহান দেওয়ান সাহেবে হে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা দিনাজপুরের মহাশক্তি বিদ্রুপিত মতাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৮শে মার্চ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালিকজারী এবং অসমাপ্য দায়েরা চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রীতশের দায়েরা আদার করা যাইতে পারে তাহা আদার বিধিত ১৮৮৪ সালের ১৬ই জুন তারিখে এ দিলার কালেক্টর সাহেবের কাছাকাঁতে বিধা ওজরে ও প্রকাশ্য মীলামে ধরা যাইবে।

প্রথম খেনীর ইস্তহারি অমাবাধ্য হওয়া মহাল।

সর ভৌজির।	দায় মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী ও অন্য মীলাম হইবেক।	মন্তব্য।
১০০ নং	মৌজা চারখণ্ড, গরুরহ পরগণা মীলামবাড়ী।	কাজীয়ায়নী দেবী জয়কিশোর চৌধু- রী প্রভৃতি।	১৬৯১৬৬৮	৯৯৯৬১	পুরা মহাল মীলাম হইবেক।
২০৭ নং	মৌজা দৌলতপুর গরুরহ পরগণা র.অমগর।	ভারকবাথ চৌধুরী, জরেশ্বরী চৌধু- রানী, অছি পক্ষে মোহম্মদ চৌধু- রী প্রভৃতি।	৪৬৬০১১	৪৮০১৮	এই মহালের মধ্যে মালিকদেব চৌধুরীর ৮০ আশা অংশ যাহার ৪৮২১/১০ আশা সদর জমা হয় তাহার হিসাব ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারা- নুসারে পৃথক আছে তাহা বাদে বাকী ৮০ আশা অংশ যাহার ৪০৭৭৬৬১ পাই সদর জমা হয় এ একমালী অংশ বাকী পড়ার তাহাই মীলাম হইবেক।
২৬৩ নং	মৌজা গোবিন্দ- পুর গরুরহ পর- গণা বোড়াবাট	দীঘবাথ মজুমদার ও গোলোকবাথ মজুমদার প্রভৃতি।	৬৭৯১১৮০	২৫১৮৭	মৌজা কেমুল ও গোবিন্দপুর বাদে এই মহালের গোলোকবাথ মজুমদারের ১৪-ক্রান্তি অংশ ১৮৭৬ সালের ৭ আইনের ৭০ ধারাবিত হিসাব পৃথক হইয়া ৫১৩৮৫ পাই সদর জমা ধার্য আছে এ অংশ বাকী পড়ার মীলাম হইবেক।
এ	এ	এ	এ	২৫১/১	এ মত দীঘবাথ মজুমদারের হিসাব পৃথক থাকার ১৪-ক্রান্তি অংশের ৫১৩৮৫ পাই জমা ধার্য আছে এ অংশ বাকী পড়ার মীলাম হইবেক।
এ	এ	এ	এ	২৫১/১	এ মত কালীমুর্ত্তী দেবার ১৪- ক্রান্তি অংশ পৃথক হিসাব হই- য়া ৫১৩৮৫ পাই জমা ধার্য আছে এ অংশ বাকী পড়ার মীলাম হইবেক।
৬৭৬ নং	মৌজা দাউদপুর গরুরহ পরগণা মীলামবাড়ী।	চন্দ্রকান্ত সরকার রুজকান্ত সরকার প্রভৃতি।	৬৪৮০১১	১৫৭৮	পুরা মহাল মীলাম হইবেক।
৮৬১ নং	মৌজা দাউদপুর গরুরহ পরগণা মৌজা	ভাগিরথী চৌধুরানী	৬৬২১৬১	৪৬৪৮	পুরা মহাল মীলাম হইবেক।

DINAGEPORE COLLECTORATE,

The 6th May 1884.

A. C. TUTE,

Offg. Collector.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

জিলা বিরতুম।

অধিদায়ি বিক্রেতের ইস্তাহার জিলা বিরতুম।

১৮৫৯ সালের ১১ জাইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বিরতুমের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলায় কালেক্টর সাহেবের অফিসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় এটলিও আইন অনুসারে জাপায় হইবার বিধি আছে তাহা জাপায় নির্দিষ্ট ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোঃ ১২৯১। ১৪ আশ্বাত্ত শুক্রবার দিবসে প্রকাশ্য নীলামনে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮৪ সাল তারিখ ২২ আগ্রিল

তফসীল

মহালের নাম।	পরগনা ও মহালের নাম।	সানিকগণের নাম।	সমর জন।	বাকীর সংখ্যা।	বর্তব্য।
...	পাং ইছাপুখু- ব্রিহা সামিল কুনেডাসহিরা।	সৈএলচরেকা বিবি সাং আনখুনা সৈএল মরফর কোলেন ও পাঁচু বিবি ও সেখ মাদার- বক্স ও সেখ এনাএতউল্লা সাং এই হরিশচন্দ্র ঘোষ ও পঞ্চানন ঘোষ সাং পাঁচখুদী ও মনমুর আহম্মদ নাবালগের আলি আবদুল মাবুদ ওরফে তহু মিঞা সাং আনু- খুনা সেখ সরবেশ উল্লা সাং এই সেখ ফকির উল্লা ও আকবেরছা বিবি সাং এই সাজেররহমান সাং বেড়গ্রাম ও পুরুবোতমচন্দ্র সাং উনকুণ্ডা ও রজিনী দাসা আলি আজ তরফে নাবালগ পুত্র মনমোহন চন্দ্র সাং এই মবররেকা বিবি সাং আলখুনা ও সাজদর রহমান সাং বেড়গ্রাম গৌরমুন্দের পাঁড়ে ও নিতাইমুন্দের পাঁড়ে ও জৈধর চন্দ্র চন্দ্র সাং উনকুণ্ডা রজিনী দাসা আলি আজ তরফে নাবালগ পুত্র বিনিনবেরারী চন্দ্র সাং এই।	৫৬২৫৬৭ ইহার পৃথক হিসাব ২০ নং গৌরমুন্দের ও নিতাইমুন্দের পাঁড়ে ৩:৩১/১১ বাকি ... ২৫৬৪১০/১১	৩৭/২	এজনালি অংশ সমর জন। ২৫৬৪'১১:টাকা নীলাম হইবেক।
...	পাং কুতুবপুর সামিল কেশবপুর।	মালদামুন্দেরী দেব্যা সাং ডেকেরা ও ব্যাসমনি দেব্যা আলি জানবে শশিতুষণ সরকার নাবালগ সাং এই ভগবতী দেব্যা ও তারিণীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সাং এই বিশেষরী দেব্যা ও জগতেশ্বরী দেব্যা সাং এই ও ইশানচন্দ্র রায় সাং সাওতা।	৭৬৬	৬৭/৩	সোল জন। মহাল নীলাম হইবেক।
...	পাং সাহাপুর।	রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্তী বাহাদুর সাং হেডমপুর ও মহেন্দ্রচন্দ্র সোম ও দরালচন্দ্র সোম কালচাঁদ সোম সাং চুড়া গণেশচন্দ্র সেন সাং কড়িয়া সতিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও জিতেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কালিপদ মুখোপাধ্যায়ের আলি নিভিনী দেব্যা ও জোয়র রহমান।	৩৪২০/১ বাক পৃথক হি: ২৪ নং রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্তী বাহাদুর ৪৮১১/১০ ১৮৭ নং দরালচন্দ্র ও মহেন্দ্রচন্দ্র সোম ৮৭২১/১২ ১৪৪৪'৭ সেওয়ায় ... ২০৩৬/৫	৫০৩/৪	এজনালি সমর জন। ২০৩৬/৫ টাকা নীলাম হইবেক।

(889)

W. FIDDIAN,
Offg. Collector.

বিজ্ঞাপন।

জিলা পাবনা।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাউতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে জিলা পাবনার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালভের ১৮৮৩। ৮৪ সালের ২৮ মার্চ তারিখের প্রাপ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি বাকী রাজস্বের দ্বারা প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধান আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৪ জুন মোং ১২২১ সালের ১১ আশ্বিন মঙ্গলবার দিবসে পাবনার কালেক্টরীর কাছারিতে প্রকাশ্য নীলামে নিরূপণে বিক্রয় হইবে ইতি ১৮৮৪। ৮৫ মে।—

ক্রমিক নম্বর।	নাম মহাল ও পর গনা।	নাম মালিক।	সদর জমা	বাকী।	মন্তব্য।
৬	ডিহি ফতেপুর পং ইলফশাহী	মন্মোহিনী দেবী ও কালিশঙ্কর সা- ম্মাল প্রভৃতি	২৭২০।/০ পুঃ ৩৩/০	১৬	এই মহালের ১৮৫৯।১১ আইন- মত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে মন্মোহিনী দেবীর ২৫৫/০ পুঃ ৩৭/০ আনা সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কেবল এই বাকীপড়া অংশ নীলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
৬	এ ...	এ ...	এ ...	২০০।।০ পুঃ ২৭	এই মহালের ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে কালিশঙ্কর সাম্মাল প্রভৃতির ৩৩১।।০ পুঃ ৩৬।০ আনা সদর জমার হিসাবে এই বাকীপড়ায় প্রথমত কেবল এই বাকীপড়া অংশ নীলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
২০১	ডিহি হাটশীরা পং কাটারমহাল	গোলোক বিহারী গুহ প্রভৃতি	১১৬৪৫০ পুঃ ১১৫০	৩১।।০৬ ০	এই মহালের ১৮৫৯।১১ ও ১৮৭৬।৭ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে গোলোকবিহারীগুহ প্রভৃতির ৩৪৬।/০ পুঃ ৩৫/০ আনা একমালী সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কেবল এ বাকীপড়া অংশ নীলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
২৪২	কিং ধুবিলা পং কাটারমহাল	রহিমদীন মুন্সী প্রভৃতি	৫৭১০।০	২১।।০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবেক।
২৮৫	কিং জাবড় কোল পং সোণা বাজু	কালিনারায়ণ চৌ- ধুরী নৃত্যকালী দেবী প্রভৃতি	৭২৫৬৭ পুঃ ৮০।।০০	৪৬।/০ ০	এই মহালের ১৮৭৬।৭ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে কালিনারায়ণ চৌধুরীর, ২৮।/০ পুঃ ১।।০ আনা জমার হিসাবে এই বাকীপড়ায় প্রথমত কেবল এই বাকীপড়া অংশ নীলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
২৮৫	এ ...	এ ...	এ ...	১৫৫।/০ পুঃ ০	এই মহালের ১৮৫৯।১১ ও ১৮৭৬ ।৭ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে নৃত্যকালী দেবী প্রভৃতির ১৫৪৪।/০ আনা পুঃ ১৫।০ আনা এক- মালী সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কেবল এ বাকীপড়া অংশ নীলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাই- বেক ইতি।

C. W. BOLTON,
Offg. Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

বাকী খাজানার জাগরণের পাঠ।

ইহার দ্বারা সর্বদা দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা চট্টগ্রামের স্বেচ্ছাবর্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি শেষ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালিকজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আদালতের অনুসারে বাকী রাজস্বের দায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ৭ জুলাই তারিখ এ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছান্তিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে। ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ ১০ মে।

প্রথম শ্রেণীর কাএমি মহাল

বাকী রাজস্ব আদায়ের নিমিত্তে নিলাম হইবে।

সদর ভোজি।	সদর মহাল।	নাম মহাল।	সদর জমা।	বাকীর পরিমাণ।	মতব্য।
২	২	তরফ অযোধ্যারাম ...	৭২৩৫/০	১৪/০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে।
১৭	৪১	তরফ আবুল ফজল	৬৪৩৬/৭	১৩২৬/০	ঐ ঐ
২৮	৫৪	তরফ কান্দীরামকাং	৮৪৯১/৯	১৫৫৬/১	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ৫৯২ রাসচক্র রায় প্রভৃতির অংশের মঃ ১০৭১৬/৫ পাই জমার অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
১৫৯	৮০৫	তরফ দুলাভরাম, কতে- রাবাদ।	৮১৯৭	১৯৬/০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে।
২২৭	১১৪৩	তরফ মোজে হরিমা বাং তং মজত রাম জাজারি।	৬৯২৫/০	১৮৭৭/৪	ঐ ঐ
২৪০ ৩৭৭	১২৪২ ১৮৯৪	তরফ ইমাম বঙ্গ ... তরফ মাগম ঘনে- শ্যাম।	৬৯৭১/৪ ৫৬০১/০	১৫০১১/৪ ২৭	ঐ ঐ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা পৃথক আছে তন্মধ্যে ১৯২ মনজুব বিবির ১০৫১১০ আনা জমার অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৫৩৩	২৫১২	তরফ রামভদ্রকাং ...	৯১৮৫৬/৭	১৬৬৮	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ১০৯২ পীতা- স্বর কাং ৪৫৫৯ পাই জমার অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৫৩৫	২৫৬৫	তরফ রামকিশোর কাং।	৮১৯৭/৭	১৩৭২	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ৮৯২ অবশিষ্ট মালিকের ৮৩১১/৮ জমার অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৫৭৩	২৯৩৩	তরফ সাহিরাম কাং	৮২৬৫৬/৩	১২১১/১০	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে অবশিষ্ট মালিকানের ৭৪৫১৬/১১ পাই জমার অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৬৮৮	৩১২৫	তরফ জিমসুদরাম কাং	১৭৩৭৫/০	১১/৩	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ১৯২ আব- দুল্লাহ খাঁর ৭৮২৫৬/৬ পাই সদর জমার অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৬৩৫	৩৮৮০	তরফ ওবেদুল্লাহ সেখ মাহাং ওহি সেখ মাহাংআলী।	৬৭৮১/০	১০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে।

C. A. SAMUELS,
Offg. Collector.

জিলা রাজশাহী।—রাণী খাজানার আদানপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সনের ১১ আশ্বিনের ৬ শারাদ্বারের জিলা রাজশাহীর মহাবর্তি নিম্নলিখিত সকল সন্তান ১৮৫৮ সালের আগষ্ট মাসে তিনটি কেন্দ্রগরি ওহিথের আদান বাণী মালিকগরি এবং অন্যান্য মাওয়া চলিত কাইন এবং আষ্টের অনুসারে বাণী রাজস্বের মাসি আদার করা যাইতে পারে তাঁরা আদার নিমিত্ত ১৮৫৮ সালের ২৭ জুন মোজাবেক সম ২২১ সালের ১৪ আশ্বিন শুক্রবার তারিখে ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওসরে ও অকাম্য নীলামের দর্য যাইবে।

তফসীল

ক্রমিক সংখ্যা	মাসি মহাল ও পরগনা।	নাম বাসিক।	সদর জমা।	যে বাণীর জন্য নীলাম হয়।	কৈফিয়ত।
১৮৫	ডিকি মারুমা মোটক চক্রমনি তাই অনি অছি পক্ষে গোলাবলাল সিংহ রায় নাবা- বেড়াবাড়ি পং ম- হাঙ্গদপুর।	লগ, যে: এ গেলওয়াইস সাহেব, গিরিশচন্দ্র সন্ত, অতিমা- সুকরী মাসা, শ্যামাসুকরী বাই।	খাজানা ৪৭৭৩৬/৮ পুলিস ৩০৮০ ৪৪০৪০০	৭১৬০/০ ৩৬০০	মাসি পুলিস ৪৪০৪০/০ আদা সদর জমার তাইত লেখা দার তদ্বাধা বিশেষ মঃ ১ গিরিশচন্দ্র সন্ত খাজানা ৫৮১০ আদা পুলিস ৪/০ আদা একুনে ৫৮৫১/০ আদা বিশেষ মঃ ২ প্রতিমাসুকরী মাসা খাজানা ৫৮১০ আদা পুলিস ৪/০ আদা একুনে ৫৮৫১/০ আদা বিশেষ মঃ ৩ যে: এ গেলওয়াইস সাহেব খাজানা ১২০৪০ আদা পুলিস ৮৮ আদা একুনে ১২১০৮৮ আদা ১৮৫৯ সনের ১১ আশ্বিনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাস্তব অবশিষ্ট এজমালী অংশ খাজানা ২০০৭/৮ আদা পুলিস ১০৬৮ আদা একুনে ২০২০৬০ আদা সদর জমার বস্তু নীলাম হইবেক।
২০৭	বিং পং ভাটহরপুর	কুমার শশিশেখরপুর রায়, ভাটহরপুর রায়, হরগোবিন্দ বসু নেলজর পক্ষে কুমার বিশেষর ও কানিশ্বর রায়।	৩৪৪১১০	১০১৫৮০	মোট সদর জমা ৩৪৪১১০ আদা তদ্বাধা বিশেষ মঃ ১ কুমার শশিশেখরপুর রায় ১৫৭০৫ ১৮ আদা ১৮৫৯ সনের ১১ আশ্বিনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাস্তব অবশিষ্ট এজ- মালী অংশ সদর জমা ১৫৭০৫ ১৮ আদা বস্তু নীলাম হইবেক। মোট সদর জমা মাসি পুলিস ১৮২৮ আদা তদ্বাধা বিশেষ মঃ ১ কুমার শশিশেখরপুর রায় খাজানা ২০৫৭ টাকা পুলিস ২/০ আদা একুনে ২১৪০ আদা ১৮৫৯ সনের ১১ আশ্বিনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাস্তব অবশিষ্ট এজমালী অংশ খাজানা ২০৫৭ টাকা পুলিস ২/০ আদা সদর জমার বস্তু নীলাম হইবেক।
২২৮	ডিহি বাসুদেবপাড়া পং ভেগাছি।	কুমার শশিশেখরপুর রায়, কুমার ভাটহরপুর রায়, হরগোবিন্দ বসু বেনেজর পক্ষে কুমার বিশেষর ও কানিশ্বর রায়।	খাজানা ১৮১০৭ পুলিস ১৮০০	১০ ০	

চৌজির নং :	সাম মতাল ও পরগনা।	সাম মালিক।	সরর জমা।	সেবাকীর জমা নীলাম হয়।	টেকিরং।
২৬৭	৩৩২ পং দীঘা ...	কানিচন্দ্র তালুকদার, ডায়নকুন্ড চৌধুরী, কৈলাসমুখী দেবী, চৌধুরানী, নাবালগ সৈয়দ আবদুল ছেলামের মেনেজর বীন্দ্রেশ্বর সেন, নানীগল রাখালচাঁন হুগড়ের জনি করচাঁন বাবু,	খাজানা ৪৪৭২।০ পুলিস ১২৮ ৪৪৮৪।০	১০১।০ ১।০	মোট সরর জমা মীর পুলিস ৪৪৮৪।০ আনি ডায়নকুন্ড বিলেশ নং ৪ করচাঁন হুগড় জনি ডায়নকুন্ডের রাখালচাঁন হুগড় খাজানা ৪২১।০ আনি পুলিস ১।০ আনি একুনে ৪২২।০ আনি ১৮২২ সালের ১১ আইননত হিসাব পৃথক হইয়াছে তাহাই নীলাম হইবেক। মোট সরর জমা ১০৮২৬।০ আনি ডায়নকুন্ড বিলেশ নং ১ দক্ষিণামুখী দেবী সরর জমা ২২০।০ আনি বিলেশ নং ২ কুনার শনিশেখরের রাই ১৩৫।০ ১৮৫০ সালের ১১ আইননত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবর্তি বিলেশ নং ১৫৫-১ বোহিনী ওতা চৌধুরানী মাদরে ৮ ডিষ্ট্রিক্ট চৌধুরী নারী-লগ সরর জমা ৪২।০ আনি হিসাব পৃথক করা জমা ও একমালী অংশ সরর জমা ৬৮৪৬।০ আনি বস্ত নীলাম হইবেক।
২৬৯	ডিহি বেজমরিয়া পং দীঘা।	কুয়ার শনিশেখরের রাই, কুয়ার ডায়নকুন্ড রাই, হর-গোবিন্দ বহু মেনেজরপক্ষে কুয়ার বিলেশ ও কুয়ার কানিশ্বর রাই নাবালগ, কৈলাসচন্দ্র চৌধুরী, উৎসবচন্দ্র, জানিকান্ত বৈত্র, ব্রজাকর টেক, সখিমুখী দেবী, ঠাকুর দাস বৈত্র, ভিকার ওরফে রাচরণ টেক, চন্দ্রমনি দেবী, শ্যামচরণ, বসন্তকুমার, দুর্গাকান্ত, রাধাকান্ত বৈত্র, রাস-বিহারি, বিপিনবিহারী, পরেশনারায়ণ চৌধুরী, রামলতা দেবী, রাধামুখী, ভুবনময়ী, তারামুখী দাসী, গিরিশ-চন্দ্র তালুকদার, কুয়ার যেতিসনারায়ণ রাই, রামজর, রামলাল, রোহিনীকান্ত ওরফদার, রতিকান্ত ওরফদার, জনি পক্ষে বিপিনবিহারী ওরফদার, দক্ষিণামুখী দেবী মাদরে ও অনিপক্ষে পান্ডিচরণ মজুমদার নাবালগ, জালনা, অবনিকুমার চৌধুরী অদি সুধাঙ্গনা ও হুগা-কান্ত সেন, মহার দেবী, ভগবতী চৌধুরানী, মনমোহিনী ওতা। ভগবতিচরণ বাবু, নাবালগ রাখালচরণ মতলের মাতা ও অদি শ্যামামুখী মাদা, চন্দ্রকানী চৌধুরানী, আনন্দ-মোহন বৈত্র।	১০৮২৬।০	৩৫।০	মোট সরর জমা মীর পুলিস ১০৪৮৬।০ আনি ডায়নকুন্ড বিলেশ নং ১ শ্যামামুখী দাসী অদি অদি পক্ষে রাখালচরণ মতল খাজানা ২৫৮।০ আনি পুলিস ২।০ আনি ১৮৫০ সালের ১১ আইননত হিসাব পৃথক হইয়াছে তাহা ও একমালী অংশ খাজানা ৭৭৫।০ আনি পুলিস ৮।০ আনি মনমোহী নীলাম হইবেক।
২৭৪	মৌজা সিংজমারী ওগরহ পং বোন-গাঁও খালিস।		খাজানা ১০৩১।০ পুলিস ১১০ ১০৪৮৬।০	২০২।০ ১।০	

২২৬	কিং পং বোনগাঁও জায়গীর।	টেকনাগ বিবি; নাবালগ রাখালচরণ মণ্ডলের মাতা ও অনি- শায়াতুলছদ্দী মাসা, দিনবন্ধু সাগাঁও, আনন্দ মোহন টেকনা- গের বোনজর বীরেশ্বর সেন, করমচাঁদ হুগড় জলি অধ্যক্ষ- পক্ষে রাখালচাঁদ হুগড় নাবালগ	খাজানা ১১৩৪৬০ পুলিস ১১৪৬০ ১১৪৬৮০	১১০২১১/০ ৭১/০	খোট সদর জমা মার পুলিস ১১৪৬৮০ আনা তদ্ব্যবধি বিশেষ নং ১ টেকনাগের দেবী চৌধুরাণী খাজানা ১২৩৪১১/০ আনা পুলিস ১২১১১১ আনা একুশে ১২৩৪১০ বিশেষ নং ২ টেকনাগের দেবী চৌধুরাণী খাজানা ১২৩৪১১/০ আনা পুলিস ১২১১১১ আনা একুশে ১২৩৪১০ আনা বিশেষ নং ৩ বীরেশ্বর সেন বেনজরপক্ষে সৈয়দ আবদুল হেলাল খাজানা ৪৩৪৬৬০ পুলিস ৪৪৬০ আনা একুশে ৪৪৬০ টাকা বিশেষ নং ৫ আনন্দমোহন টেকনাগ ও দিনবন্ধু সাগাঁও খাজানা ১৫১২৬৬ পুলিস ১৫১০ আনা একুশে ১৫২৮৬০ আনা ১৮২২ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদ- বাক্ষ বিশেষ নং ৪ করমচাঁদ হুগড় জলি অধ্যক্ষপক্ষে রাখালচাঁদ হুগড় খাজানা ১২৩৪১১০ আনা পুলিস ১৩৮০ আনা একুশে ১৩৩৭৭ টাকা ১৮৫২ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তাহাও একত্রাণী অংশ খাজানা ১৩৮১১০ আনা পুলিস ১৩৮০ আনা একুশে ১৩৪৪১১/০ আনা সদর জমার বস্তু নীলান হইবেক।
৩৬৩	ভরক মহিব দুতী পং চান্দনাই।	হেফাজতুল্লা গোপুত্রী, হোহাভুল্লা গোপুত্রী, কোন্ডাভুল্লা গোপুত্রী, বিবি উল্লাত ফতেমা, টেকনাগ মহম্মদ হোসেন, টেকনাগ আতাউল হোসেন বিবি, আবদুল হুসাইন বিবি, আহমদ- রেহা বিবি, অহিকতরেহা বিবি টেকনাগ সাহা আবদুল্লা।	৭২২৬৬০	৪২১১০	সম্পূর্ণ মহাল নীলান হইবেক।
৩৭৮	কিং পং জুজুরাপুর	মে: এগেন ওয়াইস, নায়েব, শায়াতুলছদ্দী বাই, চন্দ্রমনি বাই, অখিলক্ষেপোনাবাল বিহা মার।	১৬২২৬০	৪৭১১০	খোট সদর জমা ১৩২২৬০ আনা তদ্ব্যবধি বিশেষ নং ১ মে, এগেন, ওয়াইস, নায়েব সদর জমা ৬১১০ আনা ১৩৫২ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদ্ব্যবধি এক- ত্রাণী অংশ নীলান হইবেক।

ক্রমিক সংখ্যা	স্বত্ব মালিক ও পরিগণনা	স্বত্ব মালিক	সময় জমা	সেবাধীন জমা মৌজা	বৈজ্ঞানিক
৪২২	সিদ্ধান্তত্ব তলো চাঁপানী	নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যেনেভূপক্ষে ৭ বামচল্ল সেন ঠাকুর সেবাধীন রানী শুভদ্রাক্ষারি, ৭ মদনমোহন ঠাকুর ও তাঁকা- দিগ্গাহী-ল ঠাকুরের সেবাধীন মহত্ব কৃষ্ণানন্দ রায় গোবিন্দ	খ'জানা ১১৩২১০ পুলিস ৫১/০ ১৬৩৭১/০	৩৬ ০	মোট সমস্ত জমা গাঁও পুলিস : ৬৩৭১ /০ আনা ওষধো ফিল্ড মহ ১ নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যেনেভূপক্ষে ৭ বামচল্ল সেন ঠাকুর সেবাধীন রানী শুভদ্রাক্ষারি ঠাকুর ঠাকুর ৮-৬৬০ আনা পুলিস ২১১/০ আনা : ৮৫২৯ সালের ১১ আইনমত বিস্তারিত পৃথক হইয়াছে ভদ্রদ্রাক্ষারি এজমালী জমদা খাজান ৮-৬৬০ আনা পুলিস ২১১/০ আনা একুনে ৮-৬৬০ আনা সমস্ত জমার বস্তু মৌজা হইবেক।
৪৭৬	তরফ দক্ষিণ কোয়ার	মালগ অবিলম্বিত্ত সিকদারের মাতা ও আদি দেব কুমারি মাদী, হিম্মতি, দক্ষিণী রি মাদী, মোটম্বর, বিজয়র, জিনাথ, মাদামচরণ সিকদার, গরিবুল্লা ওরফে গরিব হোসেন চৌধুরী, মাদামমহা চৌধুরী, আতাউল- মহা খান, মহেশচন্দ্র ভৌমিক, ক্রীশনচন্দ্র, রামচন্দ্র সিংহ মোদ, মাদাম মনোমল আলম, তমিজউদ্দীন মিল্লা, বিল- মোদারের আদি ম্বর জলিপক্ষে এমদাদজালি জীবন- মহা, বিবরমহা ম্বর মাতা ও জলিপক্ষে টেমর মৈরম- দীন, উলকমহা, মজিদমহা. ওমরমহা	২৭৮৭৭	৫২৯১/৬	সম্পূর্ণ মহাল মৌজা হইবেক।

E. H. RUDDOCK,
Collector.

ইস্তাফারনামা কাছারী কালেক্টরী।—জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকদ্বয়ের ১৮৮৪ ইং ২৫ ফেব্রুয়ারি স্বাক্ষর পর্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোডসেস পাবলিকওয়ার্কসেস আদায়ের নিমিত্ত ১৮৮৪ ইং ১০ জুলাই মোতাবেক ১২৯১ বাৎ ২৭ আষাঢ় রোজ রহম্পতিবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ ৯ মে।

নম্বর তালুক।	নাম তালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা।		বাকীর সন।	বাকীর সংখ্যা।			মন্তব্য।
			খাজানা।	সেস।		খাজানা।	সেস।	মোট।	
৬	খানেন সাতকানিয়া মোজেনাকোরী মহল নয়াবাদ।								
১৮২৩	হাল তালুক রাজ- কমার রায় পিং বিশ্বস্তর রায় ও শ্রীমতী ব্রজ- শ্রী ৩৭ নব কুমার রায় সাং পারকোরী।	খোদদায়	১০১৭৯০	৪৪১৬	১২৯০ বাৎ	১২৭৭	০	১২৭৭	সম্পূর্ণ তালুক বিক্রী হইবে।
	খানেন ঐ মেজ চামল মহল নয়াবাদ।								
২০ ৪২০	তালুক জমিদারী জমিদারী চৌধু- রীয়া।	ফকরখান রক্ত পিং জাকরজা গিয়ুন- নী ও অহিদল আলম পিং মোলবী আবদুল গদুদ সাং কালিপুর।	১১২০১০	১৭৬৬/১	...	২২৪৭	২২০৯	২৪৬৮৯	সম্পূর্ণ তালুক বিক্রী হইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 23rd May 1884.

C. A. SAMUELLS,
Offg. Collector

ইস্তাফারনামা কাছারী কালেক্টরী।—জিলা চট্টগ্রাম।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকের ১৮৮৩ ইং ২৬ ডিসেম্বর স্বাক্ষর পর্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোডসেস পাবলিকওয়ার্কসেস আদায়ের নিমিত্ত ১৮৮৪ ইং ১০ জুলাই মোতাবেক ১২৯১ বাৎ ২৭ আষাঢ় রোজ রহম্পতিবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪ ইং ১৯ মে।

নম্বর তালুক।	নাম তালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা।		বাকীর সন।	বাকীর সংখ্যা।			মন্তব্য।
			খাজানা।	সেস।		খাজানা।	সেস।	মোট।	
১১০ ১৮৩০	খানেন সাতকানিয়া মোজেনাকোরী মহল নয়াবাদ।								
	হাল তালুক কুমার দাস ব্রজু পিং গোপালদাস কুমার সাং খিল- গাঁও।	খোদদ।	১১৪১/০	২৩৬/১	১২৯০ বাৎ	১৮৫৭	৮১৯	১২৩৭৬	সম্পূর্ণ তালুক বিক্রী হইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 23rd May 1884.

C. A. SAMUELLS,
Offg. Collector.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

জিলা বর্জমান ।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার ।

১৮৫২ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান গাইতেছে যে জিলা বর্জমানের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আদালতে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেয় হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোঃ ১২৯১ । ১৪ আশ্বিন দিবসে প্রকাশ্য নীলামে নিরপেক্ষে বিক্রয় হইবে । সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২০ যে ।

তফসীল ।

প্রথম শ্রেণীর ইস্তাহারি জমা ধার্য হওয়া মহাল ।

১৯ নং ভৌজীভুক্ত মহাল গিগগ্রাম পরগণা আসা ডিঃ মজলকোট পূর্বস্থলী আউবগ্রাম, কাটোয়া, মন্থেশ্বর ও গাজুড় মালিক জীজী অন্নপূর্ণার সেবাত ভগবতিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনকড়ি দেবী জগজ মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নবালগ মনমোহন হরিমোহন মনিমোহন, মনজমোহন, সুর্যমোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অলিঅছি মাতা হরমুন্দরী দেবী রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সভানদাল ও সভাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, সভাজীবন ও সভামনন বন্দ্যোপাধ্যায় সাঃ তেলিনিগাড়া পরমজ্যোত্স্ন বন্দ্যোপাধ্যায় সাঃ তেলিনিগাড়া ডিঃ জীরাপুর্ন ।

সদর জমা ৭৩১১১/৬১০ টাকা

বাকী ১১১১/০১ টাকা ।

এই মহালে নিম্নলিখিত পয়কটী পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ।

নবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১১১৮১/৭ টাকা পরমজ্যোত্স্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ১২১৮১/৭ টাকা রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১১১৮১/৭ টাকা সভানদাল ও সভাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২৭/১ টাকা নবালগ মনমোহন হরিমোহন, মনিমোহন মনজমোহন সুর্যমোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অলিমতা জীমতা হরমুন্দরী দেবী ১১১৮১/৭ টাকা ।

৬৩ নং ভৌজীভুক্ত মহাল পলপনা দিগর পরগণা বেঞা ডিবিজান কাটোয়া মালিক গৌরকিশোরচন্দ্র ও নবালগ মণীন্দ্রনাথচন্দ্র অলিঅছি ভ্রাতা ও আশ্রয়ক্ষে অয়ং লক্ষ্মীনারায়ণ চন্দ্র, টেকলোকনাথ চন্দ্র সাঃ জীবাণী ডিঃ কাটোয়া হরেকর্দান গোলেচা সাঃ আজিমগঞ্জ ডিঃ আশলপুর ভজহরিচন্দ্র ও বিহুর চরণ চন্দ্র, পরমসুখ চন্দ্র ও নবালগ আশুতোষ চন্দ্র জীহরিচন্দ্র চন্দ্রের অলিঅছি মাতা জীমতা ভবতারিণী দেবী সাঃ জীবাণী ডিঃ কাটোয়া হরমোহন চন্দ্র সাঃ ঐ ।

সদর জমা ৭৪০৭১/১১ টাকা

বাকী ৪১৮১/০ টাকা ।

এই মহালে হরমোহন চন্দ্রনামে ৯২১/৬ টাকা সদর জমার একটি পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ।

৮৮ নং ভৌজীভুক্ত মহাল মজকুরি পরগণা মজকুরি ডিঃ কাটোয়া ডিঃ বর্জমান, ডিঃ মন্থেশ্বর ও ডিঃ গাজুড় মালিক ভৌদনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বনোয়ারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নিলমণি মুখোপাধ্যায়, পদ্মকুমারীদেবী, উমাপ্রসাদ ও আশুতোষ চৌধুরী অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, পরানচন্দ্র চৌধুরী, মাতঙ্গিনী দেবী শারদাপ্রসাদ ও অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী নিলমণি চৌধুরী উপেন্দ্র ও মহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, মনমোহিনী দেবী দুর্গাদাস ও যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, রামনারায়ণ চৌধুরী, তিনকড়ি চৌধুরী, মতিলাল ও বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় নৃত্যকালী দেবী, দত্তকেশী দেবী দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়, ভবতারিণী দেবী, প্রসন্নদয়ী দেবী, ভুবনচন্দ্র চৌধুরী, কালিবিষ্ণু সুর্যবর ও শশিভূষণ, মহেন্দ্র ও যোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, অক্ষকুমার চৌধুরী জীবাণি চৌধুরী, রামানন্দ চৌধুরী সাঃ চাঁপুনী ডিঃ কাটোয়া ক্ষেত্রপাল চট্টোপাধ্যায় সাঃ দাঁইকাটি ডিঃ কাটোয়া গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য সাঃ সিদ্ধিপুর ডিঃ কাটোয়া দিননাথ চৌধুরী সাঃ চাঁপুনী ডিঃ কাটোয়া ।

সদর জমা ১১২১০৭ টাকা

বাকী ১৬১ আনা ।

এই মহালে নিলচন্দ্র ভট্টাচার্য নামে ৪৬৬৯ টাকা জমার একটি পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ।

৫১৭৪ নং ভৌজীভুক্ত মহাল সালকুনি পরগণা বর্জমান ডিঃ সাহেবগঞ্জ মালিক নেথ আলিমুল্লাহ সাঃ সীকারপুর কেরাননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাঃ সালকুনি ডিঃ সাহেবগঞ্জ অধিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নবালগের অলিমতা কলগণী দেবী সাঃ ঐ জীজী দুর্গা চৌধুরানীর সেবাইত ঐশ্বরচন্দ্র রায়, গোরাচাঁদ রায়, নিলমণি রায় সাঃ আরমোচাদাই ডিঃ সাহেবগঞ্জ কাজী মহম্মদ, কাজী নজবুল হক সাঃ ডিবিজান মজলকোট ।

সদর জমা ১৬২০১১ টাকা ।

বাকী ১১৫৬৬১ টাকা ।

এই মহালে নিলমোহন একটি পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ঐশ্বরচন্দ্র ও কৈলাসচন্দ্র রায় ৩০৬৬/২০ টাকা ঐশ্বরচন্দ্র ও গোরাচাঁদ রায় ১০০৭১১ টাকা ।

T. E. COXHEAD,

Collector.

NOTICE.

NOTICE is hereby given, to all whom it may concern, that from and after 1st Baisakh 1291 B. S., we have, by petition through our pleader Baboo Sasi Bhushan Mukurjea to the Judge and Magistrate and Collector of Moorshedabad, discharged all our previous General Agents and Am-Mukhtars, and that thenceforward we shall not be responsible for the acts of other persons. Henceforward our only General Agent is our brother-in-law (Deor) Baboo Sita Kanta Mookurjea, under General Power No. 22 of 1884, of Dinagepur Sudder Sub-Registry Office.

শ্রীমতি গিরিজামনি দেব্যা।

শ্রীমতি ব্রজমুন্দরি দেব্যা।

(12—3)

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 16, ans. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*, at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 10, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

গবর্ণমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেন্ট কর্মচারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্য এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্য পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স তিন ৪।।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স তিন ৮।।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড তিন ১৬।।০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্য দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স তিন ৫।।০ টাকা; ৮ আউন্স তিন ১০।।০ টাকা; ১ পাউণ্ড তিন ২০।।০ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়; উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স তিনে ১।।০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড তিনে ৫০ বার আনা, ডাকখানুল দিতে হইবে।

জ্বরনাশক দানাবাক্স সিন্‌কোনা

লাল সিন্‌কোনা ছালা হইতে গবর্ণমেন্টের কারখানার প্রস্তুত হুতন ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহা নানা বান্ধে না, এরূপ সামান্য জ্বরনাশক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেন্টের কর্মচারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্য দিয়া ২৪৮ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্য এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২৮ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাইতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ৫০ বার আনা ডাক খানুল লাগিবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 24; packing and postage Rs. 1-12.

৯৯. The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country.—Extract from Preface.

OFFICE OF SUPR. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurrumtollah Street, Calcutta.

[গবর্ণমেন্ট গেজেটে ১৮৮৪। ৩ জুন।]

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রাণে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিস্টার-আট-লী ও জিজ্ঞাসিত বঙ্গদেশের সিভিল সার্জিসে নিযুক্ত বর্ডমানের ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন্স জজ ও রেন্ট-কমিশ্যনের সচিব, ইন্ডিয়ান টেম্পলের ইন্ড্রুজ সি, ডি, ফিল্ড. এম, এ, ও এল, এল, ডি লাইফেবের এণ্ডো বঙ্গদেশের ইন্ড্রুজ লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন এদেশের ভূমিধিকারী ও প্রজাবিব্যক আইন সংহিতা।

একখানি পুস্তকের মূল্য ৫ পঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌন্ট্যান্টের নিকট একখানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পঁচ আনা পাঠাইবেন।

বস্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া বাইতে পারে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance:—

<i>For the Mofussil.</i>			Rs. A. P.		
Entire Gazette	10	0 0 per annum.
Postage	2	8 0 „
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal					
...	4	0 0 „
Postage	1	0 0 „
For a single copy—					
Entire Gazette	0	4 0
Postage	0	1 0
Parts III, IV, V, and VI	0	1 0 for 4 sheets or under
with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.					
Postage	0	1 0

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

[Government Gazette, 3rd June 1884.]

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাহালা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমানুল এই অবধি নিম্নলিখিত
 দ্বারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মকঃসলে ।

			টাকা
সম্পূর্ণ গেজেট	...	৪২সর	১০৭
ডাকমানুল	...	"	২১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (বাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গ- দেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	...	"	৪৭
ডাকমানুল	...	"	১৭
সম্পূর্ণ এক খানি গেজেটের মূল্য	...		১০
ডাকমানুল	...		১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার নূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	...		১০
			৪ পৃষ্ঠার উপর বড় অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর এক ২ আনা ।
ডাকমানুল	...		১০

কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ও মকঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমানুল লাগিবে না ।

ই, এম. বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটী ছোট সেক্রেটারী।

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengales Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,

Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882.

NOTE—Rates for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

						Rs.
Full page, per issue	20
Half "	10
Casual advertisements.—4 annas per line.						

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ৩ জুন ।]

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালী গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের আদেশপত্রাতিরিক্ত এই মন্তব্যের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্টের কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গালী সেক্রেটারিয়েট স্থাপনায়াহইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত স্থাপনায়ায় কোন কর্ম করাইতে চাহিলে উল্লিখিত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গালী সেক্রেটারিয়েটের আকৌন্ট্যান্টের নিকট অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশ্তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কন্ট বার দিবার জন্য টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ, বস্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

বৃত্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশ্তিহার প্রকাশ করিবার হার এইঃ—				টাকা।
পুরী এক পৃষ্ঠা এক বার প্রকাশ করণের	২০৯
আধ পৃষ্ঠা " " "	১০৯
কখনই ইশ্তিহার প্রকাশ করিতে হইলে এক পৃষ্ঠা	১০

বিজ্ঞাপন।

রাজকাৰ্য্যোগলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্পলান্সে ওয়েস্ট টৌনহালের হাডারফিল্ড বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপন কাৰ্য্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রেসে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাণীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[Government Gazette, 3rd June 1884.]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল বস্ত্রালয়ে গবর্ণমেন্টের জন্য জীবুত এডউইন বরিস লুইস সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।



গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY, JUNE 17, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১৭ জুন।

CONTENTS.

	PAGE.	নিবন্ধ।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India...	Nil.	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের সিদ্ধান্ত, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	বাই।
PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut.-Governor of Bengal ...	611—641	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সিদ্ধান্ত, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	৩১১—৬৪১
PART III.—Acts of the Legislative Council of India ...	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	বাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India ...	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	বাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council ...	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	বাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council ...	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	বাই।
PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue ...	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র ...	বাই।
PART VIII.—Advertisements ...	595—636	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহার প্রভৃতি ...	৫৯৫—৬৩৬
SUPPLEMENT ...	Nil.	পরিমিত গবর্ণমেন্ট গেজেট ...	বাই।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সিদ্ধান্ত, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 2030A.

GENERAL—*The 27th May 1884.*—Baboo Poorno Chunder Bysack, Temporary Sub-Deputy Collector, Narail, Jessore, is allowed leave for two and half months, viz., one month under section 128, rule 1, chapter X of the Civil Leave Code, and one and half months under section 134 of the Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 7th February last.

Baboo Ashootosh Mookerjee is appointed to act as Sub-Deputy Collector of Narail, in Jessore, during the absence, on leave, of Babu Poorno Chunder Bysack, or until further orders.

The 28th May 1884.—Baboo Ganendra Nath Pal, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Noakhally, is allowed leave for three months, under rule 2, section 138, Chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

The 30th May 1884.—Mr. T. L. L. Jenkins, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Buxar, Shahabad, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that Sub-Division.

Moulvie Sujat Ali Ahmed, Sub-Deputy Collector, Tumlook, Midnapore, is promoted temporarily to the third grade of Sub-Deputy Collectors.

Moulvie Abdool Huq, temporary Sub-Deputy Collector, Bogra, is promoted temporarily to the third grade of Sub-Deputy Collectors.

Baboo Hurry Podo Ghose, temporary Sub-Deputy Collector, Chittagong Hill Tracts, is promoted temporarily to the third grade of Sub-Deputy Collectors.

The 31st May 1884.—The following Sub-Divisional Officers are authorized to exercise the powers of a Collector under section 3 of the Land Improvement Act (XXVI) of 1871 in the Southal Pergunnahs:—

Mr. W. M. Smith.	Mr. E. B. Harris.	Mr. J. A. Craven.
„ S. S. Jones.	„ F. Grant.	„ E. McL. Smith.

The 2nd June 1884.—Mr. J. C. Lloyd, Sub-Deputy Collector, Bogra, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district.

Baboo Nowrungi Lall, Sub-Deputy Collector, Durbhanga, is appointed to act as a special Deputy Collector for employment under the Public Works Department, Railway Branch, of this Government, in acquiring lands for the Chupra division of the Patna-Beraitch Railway, during the absence, on leave, of Babu Radha Shyam Sing, or until further orders.

Baboo Nowrungi Lall is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in the district of Sarun.

Mr. G. E. Manisty, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, Mymensingh, is allowed furlough for six months under section 50, chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 10th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

The 4th June 1884.—Baboo Poorna Chunder Chatterjee, temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Midnapore, is allowed leave for one month, under rule 2, section 138, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may be relieved.

Moulvie Abdool Ghuffoor, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Dacca, is transferred to Midnapore, and is posted to the sudder station of that district, during the absence, on leave, of Baboo Poorna Chunder Chatterjee, or until further orders.

The 5th June 1884.—Mr. F. F. Handley, Officiating Inspector-General of Registration, is appointed to act as District and Sessions Judge of Rajshabye during the absence, on deputation, of Mr. J. B. Worgan, or until further orders.

[Government Gazette, 17th June 1884.]

বঙ্গদেশের জীয়ত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ।

২০৩০ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮৪ সাল ২৭ মে।—মশোহরের অন্তর্গত মড়াইলের ক্রিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর জীয়ত বাবু পূর্ণচন্দ্র বসাক গত ফেব্রুয়ারি মাসের ৭ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটী পালন তদন্ত-রিক্ত আড়াই মাসের ছুটী পাঠলেন, অর্থাৎ সিভিল কার্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৮ ধারার ১ প্রকরণমতে এক মাসের ও উক্ত বিধির ১৩৪ ধারামতে বেড়া মাসের ছুটী পাইলেন।

জীয়ত বাবু পূর্ণচন্দ্র বসাকের ছুটী প্রায় ১০ অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, জীয়ত বাবু আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মশোহরের অন্তর্গত মড়াইলের সব-ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ মে।—মগুরাখালীর একটিং ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ পাল অন্যের প্রতি কর্মের ভারার্ণন করিবার ভার অধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৮ ধারার ২ প্রকরণমতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩০ মে।—শাহাবাদের অন্তর্গত বস্তারের একটিং জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ত টি, এল, এল, জেন্‌কিন্স সাহেব উক্ত মহকুমার ১৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

মেনিনীপুরের অন্তর্গত তমুকুর সব-ডেপুটী কালেক্টর জীয়ত মোলবী সাজ্জাদ আলি আহম্মদ ক্রিয়ৎকালের নিমিত্তে সব-ডেপুটী কালেক্টরদের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

বগুড়ার ক্রিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর জীয়ত মোলবী আবদুল হক ক্রিয়ৎকালের নিমিত্তে সব-ডেপুটী কালেক্টরদের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

চট্টগ্রামের পূর্ব তীর প্রদেশের ক্রিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর জীয়ত বাবু হরিপদ ঘোষ ক্রিয়ৎকালের নিমিত্তে সব-ডেপুটী কালেক্টরদের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মে।—মিল্লিগিও মহকুমার কর্তৃপক্ষেরা ভূমির উৎকর্ষ সাধনার্থ ১৮৭১ সালের ২১ আইনের ৩ ধারামতে সাঁওতাল পরগনায় কালেক্টরের ক্ষমতাক্রমে কর্ম করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

জীয়ত ডবলিউ, ডবলিউ, মিয়া সাহেব।

„ এস, এস, জোন্স সাহেব।

„ ই, বি, হারিস সাহেব।

জীয়ত এক, গ্রান্ট সাহেব।

„ জে, এ, ক্রাবেল সাহেব।

„ ই, মকলিন্থ সাহেব।

১৮৮৪ সাল ১ জুন।—বগুড়ার সব-ডেপুটী কালেক্টর জীয়ত জে, সি, লয়ড সাহেব উক্ত জিলার ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

জীয়ত বাবু রাশাশাম সিংহের ছুটী প্রায় ১০ অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, দারভাঙ্গার সব-ডেপুটী কালেক্টর জীয়ত বাবু নবরঙ্গী লাল পাটনা-বাইরেচ রেগুগের ছাড়া খণ্ডের অন্য ভূমিগ্রহণ করিবার নিমিত্তে এত গবর্নমেন্টের পাবলিক ওর্ডিন্যান্সের ১০৫ ধারার অধীনে নিযুক্ত হইলেন।

জীয়ত বাবু নবরঙ্গী লাল সারন জিলার ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

ময়মনসিংহের একটিং জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ত জি, ই, ম্যানিফি সাহেব এই মাসের ১০ তারিখ অথবা তারিখ পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৫০ ধারামতে ছয় মাসের নিরমিত ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৪ জুন।—মেনিনীপুরের ক্রিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ত বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অন্যের প্রতি কর্মের ভারার্ণন করিবার ভার অধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৮ ধারার ২ প্রকরণমতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

জীয়ত বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছুটী প্রায় ১০ অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, চান্দা ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ত মোলবী আবদুল গফুর মেনিনীপুরে প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সদর কোর্সে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৫ জুন।—রাজকাপোপলক্ষে জীয়ত জে, বি, ওয়ার্ল্ড সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, রেজিস্ট্রারী করণ কার্যের একটিং ইমপ্লেটর ডেনরল জীয়ত এক্ এক ছাওয়া সাহেব রাজশাহীর ডিষ্ট্রিক্ট ও মেনন জজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১১ জুন।]

In modification of the order of the 16th April last, Baboo Gunga Narain Roy, M.A., temporary Sub-Deputy Collector, Nuddea, is appointed to act until further orders as a Deputy Magistrate and Deputy Collector, and is posted to the sudder station of that district with effect from the 16th April 1884.

The 7th June 1884.—Mr. G. E. Manisty, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, Mymensingh, acted as Magistrate and Collector of that district from the 11th April to the 12th May 1884.

The 9th June 1884.—Mr. G. J. B. T. Dalton, Officiating Deputy Commissioner, Julpigooree, is appointed to act until further orders in the first grade of Deputy Commissioners, with effect from the 1st April 1884, *vice* Colonel B. W. D. Morton, on leave.

Baboo Medni Prosad Sing, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Patna, is transferred to Purnea and is posted to the sudder station of that district.

Baboo Ram Anugrah Narayan Singh, temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Shahabad, is appointed to have charge of the Sasseram sub-division of that district during the absence, on deputation, of Mr. C. P. Caspersz, or until further orders.

REGISTRATION.—*The 5th June 1884.*—Mr. A. W. Paul, Joint Magistrate and Deputy Collector, Nuddea, is appointed to act as Inspector-General of Registration during the absence, on leave, of Mr. J. A. Bourdillon, or until further orders.

EDUCATION.—*The 28th May 1884.*—In supersession of all previous orders, the following gentlemen are appointed to be members of the District School Committee of Bhagulpore:—

The Commissioner of the Bhagulpore Division
„ Magistrate of Bhagulpore.
„ Joint-Magistrate of ditto
„ District Judge of ditto
„ Inspector of Schools, Behar Circle
„ Assistant-Inspector of Schools, Bhagulpore Division
„ First Subordinate Judge, Bhagulpore
„ Second ditto
„ Senior Deputy Magistrate and Deputy Collector, Bhagulpore
„ Deputy-Inspector of Schools, Bhagulpore
„ Head Master, Bhagulpore zillah school

Ex-officio.

Baboo Brojo Mohun Thakur, Zemindar.

„ Hari Mohun Thakur, ditto.

Moulvie Syed Mahomed Ali, Sub-Registrar.

Mr. B. D. Bose, Barrister-at-Law.

Baboo Surja Narain Singh, B.L., Pleader.

„ Shib Chandra Banerji, B.L., ditto.

„ Shoshee Bhusan Mukherji, B.L., ditto.

„ Tarini Prosad, ditto.

„ Nibaran Chander Mukherji, M.A., B.L., ditto.

„ Akhileswar Prasad, B.L., ditto.

„ Chandra Sekhur Sircar, M.A., B.L., ditto.

„ Charu Chandra Mittra, B.L., ditto.

„ Kirti Chunder Chatterji, B.L., ditto.

Moulvie Ali Ahmed, B.L., ditto.

„ Abdul Gaffer, ditto.

„ Shujaet Ali Khan, Zemindar.

Baboo Bramha Nath Sen, manager, Bunelee Raj.

„ Saroda Prosad Chatterji, Personal Assistant to the Commissioner.

Baboo Saroda Prosad Chatterji is also appointed to be Secretary to the above Committee.

[*Government Gazette, 17th June 1884.*]

গত ১৬ অক্টোবর আজ্ঞা পরিবর্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। সদায়ার কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর জি. ব. গুজরানারায়ণ রায়, এম. এ. যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী-কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়া ১৮৮৪ সালের ১৬ অক্টোবর অর্থাৎ এই জিলার সমস্ত থোকাধে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৭ জুন।—ময়মনসিংহের একটিং জাইন্ট-মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী-কালেক্টর জি. ই. মাজিস্ট্রেট সাহেব ১৮৮৪ সালের ১১ অক্টোবর অর্থাৎ ১২ মে পর্যন্ত উক্ত জিলার মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম করিয়াছেন।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।—কর্নেল জি. বি. ডবলিউ. ডি. মর্টন সাহেব দুই লগুয়াতে জলপাইগুড়ির একটিং ডেপুটী কমিশনার জি. জে. বি. টি. ডালটন সাহেব ১৮৮৪ সালের ১ অক্টোবর অর্থাৎ যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় ডেপুটী কমিশনারদের প্রথম শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

পাটনার ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি. ব. বেনিনীপ্রসাদ সিংহ পুরনিয়ার প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সমস্ত থোকাধে অবস্থাপিত হইলেন।

রাজকাথোপলক্ষে জি. বি. সি. কামপার্জ সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শাহাবাদের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি. ব. রামানুজম নারায়ণ সিংহ উক্ত জেলার অন্তর্গত শাহীরাং মহকুমার কাথোর ডার প্রদর্শন নিযুক্ত হইলেন।

রেজিষ্টারী করণ বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৫ জুন।—জি. জে. এ. বর্ডিন সাহেবের দুই প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, সদায়ার জাইন্ট-মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি. ই. এ. ডবলিউ. পাল সাহেব রেজিষ্টারী করণ কার্যের ইন্স্পেক্টর জেনরলের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৮ মে।—পূর্বের সকল আজ্ঞা রহিত করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল, নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ভাগলপুর জিলার স্কুল কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

ভাগলপুর থানের কমিশনার সাহেব	স্বপদোপলক্ষে
ভাগলপুরের মাজিস্ট্রেট সাহেব	
এ জাইন্ট মাজিস্ট্রেট সাহেব	
এ ডিষ্ট্রিক্ট জজ সাহেব	
বিহার চক্রের স্কুল সমূহের ইন্স্পেক্টর সাহেব	
ভাগলপুর থানের স্কুল সমূহের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন্স্পেক্টর	
ভাগলপুরের প্রথম সর্ভিসেন্ট জজ	
এ বিভাগীয় এ	
এ পদজ্যেষ্ঠ ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর	
এ স্কুল সমূহের ডেপুটী ইন্স্পেক্টর	
ভাগলপুর জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক	

জমিদার জি. ব. ব্রজমোহন ঠাকুর।

” ” ” হরিমোহন ঠাকুর।

সন-রেজিষ্টার জি. ব. মৌলবী টেগয়দ মহম্মদ আলি।

বারিহার-আট-লা জি. বি. ডি. বসু।

উকীল জি. ব. শ্রীমানাশ্রয়ণ সিংহ, বি. এল।

” ” ” বাবু শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এল।

” ” ” বাবু শশীচরণ মুখোপাধ্যায়, বি. এল।

” ” ” তারিণীপ্রসাদ বাবু।

” ” ” বাবু নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম. এ. ও বি. এল।

” ” ” বাবু অধিপেশ্বর প্রসাদ, বি. এল।

” ” ” বাবু চন্দ্রশেখর সরকার, এম. এ. ও বি. এল।

” ” ” বাবু চাক্রে দ্বিজ, বি. এল।

” ” ” বাবু কীর্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বি. এল।

” ” ” মৌলবী আলি আহম্মদ, বি. এল।

” ” ” মৌলবী আব্দুল গফর।

জমিদার জি. ব. শুভায়েৎ আলি খাঁ।

বনেনি রাজের কাথোপলক্ষে জি. ব. বাবু ব্রজনাথ সেন।

কমিশনার সাহেবের স্বকীয় অ্যাসিস্ট্যান্ট জি. ব. শ্রীমান চট্টোপাধ্যায়।

জি. ব. শ্রীমান চট্টোপাধ্যায় উক্ত কমিটির লেক্সের পদেও নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪ ১৭ জুন।]

OPIMUM.—*The 2nd June 1884.*—Mr. R. Fraser, Assistant Sub-Deputy Opium Agent, attached to the Benares Opium Agency, is allowed leave for three months under section 128, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 4th March 1884.

MEDICAL.—*The 27th May 1884.*—Assistant Surgeon Gobind Chunder Chatterjee is appointed to have medical charge of the Civil Station of Maldah, with effect from the afternoon of the 25th March last, during the absence on deputation of Dr. J. Wilson or until further orders.

MUNICIPAL.—*The 31st May 1884.*—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Ranegunge Municipality in the district of Burdwan:—

Baboo Shamadhub Mookerjee, | Baboo Traylokho Nath Mookerjee,
Mr. J. J. Doyle.

The 2nd June 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Kooshtea Municipality in the district of Nuddea of Baboo Harish Chunder Roy to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the South Suburban Municipality in the district of the 24-Pergunnahs:—

Baboo Nabin Krishna Ghosal, | Baboo Brindaban Chandra Ghose,
Baboo Shama Bilas Roy Chowdhry.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above Municipality:—

Baboo Umbica Churn Roy, | Baboo Panchanan Banerjee,
Baboo Bhuban Mohan Ghose.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the South Suburban Municipality of Rai Jadub Chunder Ghose Bahadur to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the Dinagepore Municipality:—

1. Rai Radha Gobind Roy Sahib Bahadur,	4. Baboo Ram Nath Bhattacharjee,
2. Monvie Mahomed Ali Khan,	5. „ Gopee Benode Das,
3. Baboo Mooraree Lal Bural,	6. „ Ram Ruttun Patuk,
7. Baboo Hurro Chunder Chuckerbutty.	

ROAD CESS.—*The 5th June 1884.*—Rai Kashiprasad is appointed to be a member of the Patna District Road Committee *vice* Kumar Sookraj Bahadur, deceased.

The following gentlemen are appointed to be members of the Pooree District Road Committee:—

Baboo Nityanunda Das, | Baboo Bhikaree Misra,
Assistant Superintendent of Police, *ex-officio*.

The following notification is republished from the *Assam Gazette*:—

No. 195.—The 30th May 1884.—Privilege leave of absence for two months and twenty-nine days, under section 74, Chapter V of the Civil Leave Code, is granted to Mr. W. C. Macpherson, c.s., Assistant Secretary to the Chief Commissioner of Assam from the 23rd June 1884.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

FORESTS.—*The 30th May 1884.*—Mr. C. A. G. Lillingston, Assistant Conservator of Forests of the second grade, is appointed to officiate in the fourth grade of Deputy Conservators of Forests with effect from the 7th April.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette, 17th June 1884.*]

আকৌল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২ জুন।—বানারস আকৌল এজেন্টে নিযুক্ত আকৌলের আদিনি-ফোর্টে সব-ডেপুটী এজেন্টে জি. এ. আর, সেন্সর সাংরক্ষণ গিবিলা কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৮ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ৪ মার্চ অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৭ মে।—রাজকাঙ্গোপালকে ডাক্তার জি. ডি. উইলসন সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অথবা যখন অন্য আজ্ঞা না হয়, আসিফোর্টে সর্জন জি. ডি. গৌরিন্দ্র চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গত মার্চ মাসের ২৫ তারিখের অপরাহ্ন অবধি মালদহের সিবিলা টেনশনের চিকিৎসা কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

মুন্সিপাল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩১ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বর্জমান জিলার অন্তর্গত রাণীগঞ্জ মুন্সিপালিটির কামিগানরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

জি. ডি. বাবু শামাধব মুখোপাধ্যায়। | জি. ডি. বাবু তৈলোকাধা মুখোপাধ্যায়।
জি. ডি. জে. জে. ডয়লী সাহেব।

১৮৮৪ সাল ২ জুন।—নদীবা জি. ডি. অন্তর্গত কুটী মুন্সিপালিটির কামিগানরের জি. ডি. বাবু হরিশ্চন্দ্র রাইকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করার জি. ডি. লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ১৪ পূর্ণিমা জি. ডি. অন্তর্গত দক্ষিণ শাখানগর মুন্সিপালিটির কামিগানরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

জি. ডি. বাবু নবীনকৃষ্ণ ঘোষাল। | জি. ডি. বাবু রক্ষাবনচন্দ্র ঘোষ।
জি. ডি. বাবু শামাবিলাস রায় চৌধুরী।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটি কামিগানরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।—

জি. ডি. বাবু অম্বিকারণ রায়। | জি. ডি. বাবু পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়।
জি. ডি. বাবু ভুবনমোহন ঘোষ।

দক্ষিণ শাখানগর মুন্সিপালিটির কামিগানরের জি. ডি. রায় বাদচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করার জি. ডি. লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা দিনাজপুর মুন্সিপালিটির কামিগানরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।—

- | | |
|---|-------------------------------------|
| ১। জি. ডি. রায় রাণীগোবিন্দ রায় সাহেব বাহাদুর। | ৪। জি. ডি. বাবু রাধাধা ভট্টাচার্য। |
| ২। জি. ডি. মৌলবী মহম্মদ আলি খাঁ। | ৫। জি. ডি. বাবু গোপীবিনোদ দাস। |
| ৩। জি. ডি. বাবু মুরারিলাল বড়াল। | ৬। জি. ডি. বাবু রামরতন পাঠক। |
| | ৭। জি. ডি. বাবু হরচন্দ্র চক্রবর্তী। |

পঞ্চক বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৫ জুন।—কুমার সুধরাজ বাঁচুর্গে মৃত্যু হওয়ারতে জি. ডি. রায় কালী-প্রসাদ পাটনা জি. ডি. পঞ্চকমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা পুরী জি. ডি. পঞ্চকমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

জি. ডি. বাবু ডি. ডি. দাস। | জি. ডি. বাবু ভিক্টরী মিশ্র।
পোলীসের আসিফোর্টে সুপারিন্টেন্ডেন্ট স্যার পদোপলক্ষে।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসার গেজেট হইতে উদ্ধৃত করা গেল।—

১৯৫ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ৩০ মে।—আসামের প্রধান কামিগানর সাহেবের আসিফোর্টে সেক্রেটারী জি. ডি. ডবলিউ. সি. মাকফার্সন সাহেব, সি. এস. সিবিলা কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৭ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ২৩ জুন অবধি দুই মাস উনত্রিশ দিনের অনুগ্রহে ছুটি পাইলেন।

এক, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

বনবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩০ মে।—দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিফোর্টে বনরক্ষক জি. ডি. সি. এ. জি, লিলিংস্টন সাহেব ৭ আশ্রিত অবধি ডেপুটী বনরক্ষকদের চতুর্থ শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের এন্টিং সেক্রেটারী

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

NOTIFICATION.

The 9th June 1884.—In supersession of the notification of the 11th March 1884, published at page 441, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 12th March 1884, the following notification is published for general information :—

Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the construction of docks for sea-going and inland vessels with warehouses for goods and a railway to connect such docks and warehouses with an extension of the South-Eastern Railway, it is hereby declared that for the above purposes a piece of land, measuring more or less 2,500 bighas, and bounded as follows, is required :—

On the North by the Garden Reach road from Whatgunge road to Motecjheel. The eastern boundary of the land commencing from Garden Reach road, runs along Whatgunge road to Puddopookur road, where it turns south on the Puddopookur road as far as the south end of Puddopookur tank. It then turns west on the road to the south of Puddopookur tank, from the south-west corner of which tank it joins Bissessur Mookerjee's lane by a line running due south. The boundary line then follows Bissessur Mookerjee's lane to its junction with Nulloaparra lane, along which it runs as far as the Circular Garden Reach road. From the end of Nulloaparra lane it follows the Circular Garden Reach road or a distance of more or less 150 feet, and then again turns south skirting the western boundary of Bhookylas till it meets the Hurrobass road. The boundary line then runs east on the Hurrobass road as far as Bhookylas road, which it follows to the junction of that road with the Budge Budge road. From this point the boundary is a straight line to a point on the west side of Diamond Harbour road 700 feet to the north of its junction with the Doorgapore road. The line then runs straight from this point to the junction of the Moyerpore road with the Moyerpore lane, and then follows the south side of Moyerpore lane to Tolly's Nullah. The boundary line then follows the west bank of Tolly's Nullah for a length of 1,000 feet when it turns west in a straight line to the junction of the Tollygunge and Shapore roads. The boundary then follows the Shapore road, Goragatchee road, Taratollah road, and Sonai third lane, to the junction of the latter with the Garden Reach Circular road. At the Circular Garden Reach road the boundary line again turns to the east and follows this road as far as Meethapookur road, where it turns north along the Meethapookur road to the north-west corner of Meethapookur tank. From this point to Garden Reach road the boundary is the west bank of Motecjheel tank.

This declaration is made under the provisions of Part II, section 6, Act X of 1870, to all whom it may concern.

A plan of the land may be inspected in the office of the Deputy Collector for Railways at the Board of Revenue.

A. P. MACDONNELL,

Offy. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 2nd June 1884.—It is hereby notified for general information that, under the provisions of section 3, Regulation VI of 1819, the Lieutenant-Governor declares the ferry over the Panar river, on the road from Belgatchi to Chandpore, in the district of Purneah, to be a public ferry.

E. N. BAKER,

Offy. Secretary to the Govt. of Bengal.

ERRATUM.

The 6th June 1884.—In the Government notification dated the 3rd April 1884 published at page 504, part I of the *Calcutta Gazette* of the 9th idem, appointing Baboo Otool Chunder Chuckerbutty to be a member of, and Assistant Secretary to, the Bundipore Dispensary Committee, for "Baboo Otool Chunder Chuckerbutty" read "Baboo Otool Chunder Chatterjee."

E. N. BAKER,

Offy. Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette*, 17th June 1884]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।—১৮৮৪ সালের ১৮ মার্চের বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৭৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৮৪ সালের ১১ মার্চের বিজ্ঞাপন রহিত করিয়া নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন সাধারণের অবগতার্থে প্রকাশ করা গেল।

রাজকীয় কার্খোর নিমিত্তে অর্থাৎ সমুদ্রগামি ও দেশসন্ধানগামি জাহাজের জরায়বর সুক্ণ উক এবং পোথ ইউণ্ড রেলওয়ে বৃদ্ধি করিয়া ঐ উকের ও জরায়বর সঙ্গে সংযোগার্থ রেলওয়ে প্রস্তুত করিবার জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক জমিলওয়া আবণ্যক, বঙ্গদেশের জীবন্ত নেটেমেন্টে গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেক্ত কার্খোর নিমিত্তে স্থানান্তরিত ২,৫০০/ বিঘা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন, উক্ত ভূমির সীমা এই—

উত্তর সীমা ওয়াটগঞ্জ পথ অবধি মতিঝিল পর্যন্ত মুচিখোলা পথ, পূর্ব সীমা মুচিখোলা পথ হইতে আরম্ভ হইয়া ওয়াটগঞ্জ পথের সঙ্গে পদ্মপুকুর পথ পর্যন্ত গিয়া পদ্মপুকুর পুকুরিণীর দক্ষিণ দিকের শেষ ভাগ পর্যন্ত পদ্মপুকুর পথে দক্ষিণমুখে যায়। পরে ইহা পদ্মপুকুর পুকুরিণীর দক্ষিণদিকে ঐ পথে পশ্চিম মুখে কিরিয়া ঐ পুকুরিণীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণহইতে খাড়া দক্ষিণগামি এক রেখাক্রমে বিশেষরূপে সুখুয়ার লেনে মিলে। সীমার রেখাপরে মাজুরা পাড়া লেনের সহিত বিশেষরূপে সুখুয়ার লেনের সংযোগ স্থান পর্যন্ত বিশেষরূপে সুখুয়ার লেনের সঙ্গে যায় ও মাজুরাপাড়া লেনের সঙ্গে সরকালার গার্ডন রীচ পথ পর্যন্ত যায়। মাজুরাপাড়া লেনের শেষ ভাগহইতে স্থানান্তরিত ১৫০ জুট পর্যন্ত সরকালার গার্ডন রীচ পথের সঙ্গে যায় ও পরে আবার দক্ষিণমুখে কিরিয়া ভূকৈলাসের পশ্চিম সীমার ধারে চরান পথে না মিলন পর্যন্ত যায়। সীমার রেখা পরে ভূকৈলাস পথ পর্যন্ত হরবান পথে পূর্বমুখে যায়। বঙ্গদেশের পথের সহিত ভূকৈলাস পথের সংযোগ স্থান পর্যন্ত ভাটার সঙ্গে চলে। এই স্থান হইতে কলাগাছ পথের পশ্চিমদিকের বিশেষস্থান পর্যন্ত সীমা সরল রেখা হয় ঐ বিশেষ স্থান ছুর্গাপুর পথের সঙ্গে কলাগাছ পথের সংযোগ স্থানের উত্তর দিকে ৭০০ জুট দূরবর্তী। পরে ঐ রেখা এই স্থান হইতে ময়রপুর লেনের সঙ্গে ময়রপুর পথের সংযোগ স্থান পর্যন্ত সরলভাবে যায়, ও পরে ময়রপুর লেনের দক্ষিণদিকের সঙ্গে টালীর মালা পর্যন্ত যায়। সীমার রেখা পরে টালীর মালা পথের পশ্চিমদিকের সঙ্গে ১০০০ জুট দূরে গিয়া টালীগঞ্জ ও মাপুর পথের সংযোগ স্থান পর্যন্ত সরল রেখায় পশ্চিম মুখে কিরে। সীমা পরে মাপুরপথের গৌরাগাছ পথের, তারি টোলা পথের ও নোনাই ভূতীর লেনের সঙ্গে গার্ডন রীচ সরকালার পথের সহিত নোনাই ভূতীর লেনের সংযোগ স্থান পর্যন্ত যায়। সরকালার গার্ডন রীচ পথে সীমার রেখা আবার পূর্ব মুখে কিরিয়া এই পথের সঙ্গে মিঠাপুকুর পথ পর্যন্ত যায়, এই স্থানে উত্তর মুখে কিরিয়া মিঠাপুকুর পথের সঙ্গে মিঠাপুকুর পুকুরিণীর উত্তর-পশ্চিম কোণ পর্যন্ত যায়। এই স্থান হইতে গার্ডনরীচ পথ পর্যন্ত সীমা মতিঝিল পুকুরিণীর পশ্চিম পাড় হয়।

উক্ত ঐ স্থানের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ২ অধ্যায়ের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

উক্ত ভূমির মক্কা রেবিনিউ বোর্ডে রেলওয়ের ডেপুটি কালেক্টরের আকিসে দেখা হইতে পারিবে।

এ, সি, হাকডমেল,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২ জুন।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া হইতেছে যে, জীবন্ত নেটেমেন্টে গবর্ণর সাহেব পুরণিয়া জিলার অন্তর্গত বেলগাছী হইতে চাঁদপুর পর্যন্ত পথে পানার নদীর খেরা বাট ১৮১৯ সালের ৬ আইনের ৩ ধারার বিধানমতে সরকারী খেরা বাট বলিয়া প্রকাশ করিলেন

ই, এল, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

অনুজ্ঞাপন

১৮৮৪ সাল ৬ জুন।—বঙ্গীপুর ঔষধালয় কমিটির মেম্বর ও আফিসীন্ট সেক্রেটারীর পক্ষ জীবন্ত বাবু অভুলচন্দ্র চক্রবর্তীকে নিযুক্ত করণ বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের গবর্ণমেন্টের যে বিজ্ঞাপন ১৫ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৭৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা যায় তাহাতে “জীবন্ত অভুলচন্দ্র চক্রবর্তী” এই নামের পরিবর্তে “জীবন্ত বাবু অভুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়” পাঠ করিতে হইবে।

ই, এল, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ১৭ জুন ।]

NOTIFICATION.

The 6th June 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, under clause 2, section 34, Act V (B.C.) of 1876, to vest in the Commissioners of the Pooree Municipality the charitable dispensary situated within that municipality, the said dispensary not being private property or the property of any religious institution or society.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 4th June 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Calcutta Municipality for a public purpose, viz., for a well for flushing the net-work of pipe sewers north of Goopee Kristo Pal's Lane, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land, No. 18, Goopee Kristo Pal's Lane, measuring more or less one chittack and five square feet only, situated in the Town of Calcutta in the district of the 24-Pergunnahs, is required. The land is bounded as follows :—On the north and west by public filled up drains, and on the south and east by premises No. 18, Goopee Kristo Pal's Lane.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

A plan of the land to be acquired is filed in the office of the Corporation of the Town of Calcutta.

E. N. BAKER,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 7th June 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Calcutta Municipality for a public purpose, viz., for improving Old Court House Lane, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land, No. 2, Lyon's Range, measuring more or less 1 chittacks and 22½ square feet only, is required in the town of Calcutta, district 24-Pergunnahs. The land is bounded on the north and west by No. 2, Lyon's Range, on the south by Lyon's Range, and on the east by Old Court House Lane.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

A plan and specification of the land to be acquired is deposited in the office of the Municipal Commissioners for the town of Calcutta.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[Third Publication.]

NOTIFICATION.

The 12th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 38, Act IV (B.C.) of 1871, as amended by Act II (B.C.) of 1879 and Act I (B.C.) of 1884, the Lieutenant-Governor intends, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of this notification, to confirm the following bye-laws, which have been framed for the town of Gurbetta, in the district of Midnapore, with the assent of the Health Officer of the town appointed under the Act for the management of all matters necessary for the due enforcement of the Act within the said town of Gurbetta.

[*Government Gazette*, 17th June 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৬ জুন।—এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে পুরী মুনিসিপালিটির মধ্যে যে মাডবা ষ্ট্রয়খালয় আছে, তাহা ব্যক্তি বিশেষের বা ধর্ম্মালয়ের বা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সম্পত্তি না হওয়াতে বঙ্গদেশের জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩৪ ধারার ২ প্রকরণমতে উক্ত মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরদের প্রাতি অর্পণ করিবার কপনা করিয়াছেন।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৪ জুন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ গোপীকৃষ্ণ পালের লেনের উত্তরদিকে মন-নির্গত হইবার মলশ্রেণী পরিষ্কার করণার্থে কুপ করিবার জন্যে কলিকাতা মুনিসিপালিটির অর্থবায়্যে গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত কলিকাতা নগরে ভূমিাধিক ১০ চটাক ৫ বর্গফুট মাত্র পরিমিত (গোপীকৃষ্ণ পালের লেনে ১৮ নং;) একখণ্ড ভূমিপ্রয়োজন। উক্ত সীমা এই ২—উত্তর ও পশ্চিম সীমা সরকারী ভরাট করা নদীনা, এবং দক্ষিণ ও পূর্ব ভূমির সীমা গোপীকৃষ্ণ পালের লেনের ১৮ নং বাড়ী।

ইহাতে যাঁচাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

প্রজন্মীয় ভূমির নকশা কলিকাতা নগরের সম্বন্ধিত সমাজের আফিসে রাখা গিয়াছে।

ই, এন, বেকার

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন

১৮৮৪ সাল ৭ জুন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ওলড কোর্ট হৌস লেনের উৎকর্ষ সাধণার্থে কলিকাতা মুনিসিপালিটির অর্থবায়্যে গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। মাত্র পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত কলিকাতা নগরে ভূমিাধিক ১০ চটাক ২২। বর্গফুট পরিমিত লিয়ন্স রেঞ্জ ২ নং একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর ও পশ্চিম সীমা ২ নং লিয়ন্স বেঞ্জ, দক্ষিণসীমা লিয়ন্স বেঞ্জ, এবং পূর্ব সীমা ওলড কোর্ট হৌস লেন।

ইহাতে যাঁচাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

প্রয়োজনীয় ভূমির নকশা ও বিশেষ বিবরণ কলিকাতা নগরের মুনিসিপাল কমিশ্যনরদের আফিসে রাখা গিয়াছে।

ই, এন, বেকার

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

[তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত।]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রাতি ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ২ আইন দ্বারা ৪৭২ ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় ১ আইন দ্বারা সংশোধিত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩৮ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তাৎক্ষণ্যে কার্য করিয়া ঐতি বেদিনিপুর জিলার অন্তর্গত গড়বেতানগরের মধ্যে উক্ত আইন উপযুক্ত-মতে প্রবল করণার্থ প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের কার্য নির্বাহার্থে উক্ত আইনমতে নিযুক্ত উক্ত নগরের আদ্বারক্ষকের সম্মতিক্রমে উক্ত নগরের নিমিত্ত প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার কপনা করিয়াছেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

BYE-LAWS UNDER SECTION 37, ACT IV (B.C.) OF 1871 FOR THE TOWN OF GURBETTA, IN THE DISTRICT OF MIDNAPORE.

PART I.

On the appointment and constitution of a Committee to aid in carrying out the provisions of Act IV (B.C.) of 1871 in the town of Gurbetta.

1. The provisions of this Act shall be carried out by a Committee consisting of three official and three non-official members appointed for that purpose by Government.

2. On the 1st of March in each year the Sub-Divisional Officer shall nominate the members to serve on the Committee during the ensuing official year, and shall report the nomination for the sanction of the local Government.

3. In the event of the death, removal, or resignation of any member of the Committee during his year of office an official member shall be succeeded by the successor to his appointment or any other official, and in the case of a non-official member his successor shall be appointed by the remainder of the Committee.

PART II.

Rules for the conduct of business.

4. The Committee shall meet for the transaction of business in the office of the local Sub-Registrar or Honorary Magistrate, who is the Chairman of the Committee, on the 15th of each month, or, if that date fall on a Sunday or holiday, on the next succeeding open day provided that it shall be lawful for the Chairman to call a meeting at any other time during the month, recording his reasons for doing so.

5. Notice of every meeting shall be issued to the members by the Chairman three clear days before hand.

6. No question shall be decided at any meeting unless its substance has been included in the notice prescribed in Rule 5.

7. Every question shall be decided by a majority of votes. In the event of an equal division, the Chairman shall have a casting vote.

8. The proceedings of every meeting shall be recorded in a book to be kept by the Chairman for the purpose.

PART III.

On the receipt and disbursement of moneys under the Act.

9. On the 15th October of each year a budget of the probable receipts and expenditure of the ensuing financial year, together with the opening and closing balances, shall be submitted to the Magistrate for the sanction of Government.

10. It shall be competent for the Committee, subject to the orders of Government, to transfer sums from one item of the budget to another, provided that the total expenditure be not exceeded, and provided that an annual review of the same be submitted to the Commissioner.

11. In forming every annual estimate an amount not exceeding Rs. 25 per cent. shall be reserved for emergent contingencies, such as a sudden outbreak of cholera and sickness and necessity for employment of extra and special establishment.

12. At the close of every year the Chairman shall submit a report on the working of the Act during the year, showing the works of improvement and conservancy carried out, and a detailed account of the receipts and expenditure during the year, and the balance in hand at its close. The report should be submitted through the District Magistrate and the Commissioner to Government.

PART IV.

13. If any person shall carry night-soil or other offensive matter through the town otherwise than in a closely covered receptacle, he shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5.

[Government Gazette, 17th June 1884.

মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত গড়বেতানগরের নিমিত্ত ১৮৭১ সালের মার্চের ৪ আইনের ৩৭ ধারামত উপবিধি।

প্রথম খণ্ড।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের উদ্দেশ্যে সকল করণকাণ্ডে সাহায্যার্থ গড়বেতানগরে কমিটী নিয়োগ ও সংস্থাপনের কথা।

১। গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত রাজকীয় পদধারি তিন জন কার্যকারকের ও বাহারী রাজকীয় কার্যকারক নহেন একরূপে নিযুক্ত একতর তিন জনের কমিটী দ্বারা এই আইনের বিধান কাণ্ডে পরিণত করা যাইবে।

২। আগামী রাজকীয় বৎসরে যেই ব্যক্তি কমিটীর অন্তর্গত থাকিবেন মহকুমার কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎসরের মার্চ মাসের ১ তারিখে তাঁহাদের নাম লিখিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অফিসে অন্য প্রেরণ করিবেন।

৩। কমিটীর অন্তর্গত কোন ব্যক্তি পদস্থ থাকিবার সেই বৎসরের মধ্যে মরিলে কি পদচ্যুত হইলে কি পদ ত্যাগ করিলে, তিনি রাজকীয় পদস্থ হইলে যে ব্যক্তি তাঁহার পদ গ্রাপ্ত হন তিনি কিম্বা রাজকীয় অন্য কার্যকারক তৎস্থানে কমিটীর মেম্বর হইবেন। তিনি রাজকীয় কার্যকারক না হইলে কমিটীর অংশিষ্ট ব্যক্তির তাঁহার পরিবর্তে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

কার্য চালাইবার বিধি।

৪। স্থানীয় সব-রেজিষ্ট্রার বা অটোথনিক মাজিস্ট্রেট যিনি কমিটীর সভাপতি হন তাঁহার অফিসে মাসের ১৫ তারিখে কার্য নিষ্পাদন করিবার নিমিত্ত কমিটীর অধিবেশন হইবে। সেই ১৫ তারিখ রবিবার কি সন্দের দিন হইলে তৎপক্ষতঃ সে দিনে অফিস খোলা হয় সেই দিনে অধিবেশন হইবে। কিন্তু সভাপতি মাসের মধ্যে অন্য কোন দিনে কমিটীর অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিতে চাহিলে কারণ লিখিয়া অধিবেশন করাতে পারিবেন।

৫। অধিবেশনের যে দিন নিরূপণ হয় অন্ততঃ তাঁহার সম্পূর্ণ তিন দিন থাকিতে প্রত্যেক জন মেম্বরের এক অধিবেশনের নোটিস দেওয়া বাইবে।

৬। ৫ ধারার নিদিষ্ট নোটিসে বিবেচ্য বিষয়ের তাব নিরূপিত না থাকিলে তাহার নিষ্পত্তি করা যাইবে না।

৭। অধিকাংশ ব্যক্তিদের মহানুমারে প্রত্যেক বিষয়ের নিষ্পত্তি হইবে। সমসংখ্যক ব্যক্তিদের মতভেদ হইলে সভাপতি দ্বিতীয় মত দিতে পারিবেন।

৮। সভাপতি একখানা বই রাখিবেন, তন্মধ্যে প্রত্যেক অধিবেশনকালীন কার্যের বিবরণ লিখিতে হইবে।

তৃতীয় খণ্ড।

এই আইনমতে টাকা জমা ও খরচ করিবার বিধি।

৯। প্রতি বৎসর অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখে বৎসরের প্রথম ও শেষ কাছা উত্তর থাকে তাহা সদ্ধ আগামী রাজস্বসম্পর্কীয় বৎসরের সম্ভাবিত জমা ও খরচের অনুমানপত্র গবর্ণমেন্টের অনুমোদনার্থে মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট অর্পণ করা যাইবে।

১০। কমিটী গবর্ণমেন্টের অনুমত লইয়া অনুমানপত্রের লিখিত কোন টাকা এক দফা হইতে উঠাইয়া অন্য দফায় দিতে পারিবেন; কিন্তু মোট টাকার অধিক খরচ না হয় ও বৎসর তাহার সমালোচনাপত্র কমিশ্যনর সাহেবের সম্মুখে অর্পণ করা যায়।

১১। বৎসরের মধ্যে ওলাউঠা কি অন্য বোগের সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা প্রযুক্ত সতিত ও বিশেষ আয়তগণ নিযুক্ত করা আবশ্যিক হইতে পারে ইত্যাদি কারণ বৎসরের অনুমানপত্র প্রস্তুত করিতে গেলে, অত্যবশ্যক স্থলের নৈমিত্তিক খরচ বলিয়া শতকরা ২৫ টাকা অধিক ধরিতে হইবে।

১২। মগর মোটর ও পরিষ্কার করণের কিস্তি কাছা করা গিয়াছে তাহাও ৩ টাকা জমা ও খরচ হইয়াছে তাহার বিবরণিত হিসাব ও বৎসরের অবশ্যানে কত টাকা উত্তর রহিল তাহা লিখিয়া সভাপতি বৎসরের মধ্যে আইন ও কার্য কিরূপে চলিয়াছে প্রতিবৎসরের শেষে ইহার রিপোর্ট অর্পণ করিবেন। ই রিপোর্ট, জিলার মাজিস্ট্রেট ও কমিশ্যনর সাহেবের দ্বারা গবর্ণমেন্টের নিকট পাঠান যাইবে।

চতুর্থ খণ্ড।

১৩। কোন ব্যক্তি সর্স্বভোভাবে সদ্ধ আধার ভিন্ন অন্য প্রকারে নগরের মধ্যে দিয়া বিজ্ঞ বা দুর্গন্ধজনক অন্য প্রব্য লইয়া গেলে তাহার ৫ টাকা অধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট ১৮৮৪। ১৭ জুন ।]

14. The Committee shall open a register of the sweepers engaging for various parts of the town, specifying the name or names of the sweepers engaging for each part and responsible for its cleanliness, and shall supply each sweeper with a metal ticket bearing his number painted on it, and the section of the town to which he is attached, the spots fixed under section 24 of the Act, in which they are bound to deposit dirt, and any other detail that may seem necessary. Any sweeper neglecting to remove night soil from any part of the quarter for which he is responsible once in twenty-four hours shall be liable for each omission to a fine not exceeding Re. 1.

15. If any person shall bury or allow to be buried, within the limits of the town of Gurbetta night-soil or other offensive matter, or leave it within the premises occupied by him beyond such time as may be fixed by the Magistrate, he shall be liable to fine which may extend to Rs. 20, provided that this penalty shall not extend to manure heaps until notices to remove them have been issued by the Health Officer. The Chairman of the Committee may issue notice ordering any person to remove any offensive matter that may be buried on the premises occupied by him within a specific term. Any person neglecting to comply with such notice shall be liable to a daily fine not exceeding Rs. 2 from the date of the expiry of notice.

16. If any person shall dispose, or cause to be disposed of, within the limits of the town of Gurbetta any corpse, or part of a corpse, otherwise than by burning or burying it at or in some burning or burial ground, specially set apart for that purpose, and fixed by the Chairman of the Committee with the assent of the Health Officer, he shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

17. Any person allowing land or premises occupied by him within the limits of the town of Gurbetta to be used as a camping place for cattle or carts or any beasts of draught or burden shall be bound to permit such premises to be inspected by the Health Officer or Chairman of the Committee, or any officer they may depute, and shall be liable to any penalty provided for any infringement of the laws or bye-laws committed on his premises.

18. Whoever shall offer for sale fish unfit for food, or shall offer for sale any fish in any part of the town except in places notified by the Magistrate, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

PART V. *Miscellaneous.*

19. At each monthly meeting of the Committee one or more members shall be appointed to supervise the working of the Act during the calendar month next following.

20. The remarks and orders of the working member or members for each month, and the remarks of inspecting officers, shall be entered in the minute book prescribed in Rule 7.

21. Every lodging-house keeper taking out a license under this Act shall provide himself with a copy of the Act, and with a printed copy of the notice prescribed in section 14 which notice shall be in the form shown in appendix A of these bye-laws.

22. The register referred to in section 15 of the Act shall be in the form shown in appendix B of these bye-laws.

23. There shall be hung up in each compartment of a lodging-house a board on which shall be legibly written in Urdu, Hindustani, and Bengali the dimensions of such compartment and the number of lodgers it can properly accommodate, and this board shall bear the signature of the Health Officer.

24. Every lodging-house or hotel-keeper shall be bound, on requisition by the Health Officer, to provide himself with tickets or tokens bearing consecutive numbers, and to furnish each of his lodgers with one of such tickets or tokens.

25. For the purpose of this Act the year shall be considered to commence from 1st April, and all licenses shall run from that date.

APPENDIX A.

Form of Notice under Section 14.

Lodging-house No.

Proprietor or (Manager) A. B.

Licensed to accommodate—Lodgers.

Signature.

১৪। কমিটী বগরের নাম। অংশে নিযুক্ত মেতরদের এক রেজিষ্টার খুলিবেন, প্রত্যেক অংশে যে বা যে মেতর নিযুক্ত হইবে তাহার বা তাহাদের নাম তাহাতে লেখা থাকিবে, তাহার তাহা পরিষ্কার রাখিবার দায়ী হইবে ও কমিটী প্রত্যেক জন মেতরকে যাতুময় টিকিট দিবেন, সেই টিকিটে তাহার নাম ও বগরের যে ভাগে সে নিযুক্ত, তাহাও আর্টনের ১৪ ধারানুসারে নির্দিষ্ট যে স্থানে মন্বা ফেলিতে হইবে সেই স্থানের কথা ও অন্য যে কথা লেখা যাতুময় দায়ী তার তাহা বহুদিয়া লেখা থাকিবে। কোন মেতর পঞ্জীর যে অংশের নিমিত্ত দায়ী সেই অংশের বিষ্ঠা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার ফেলাইতে দেখিলা করিলে যত বার করে তাহার প্রত্যেক বারের নিমিত্ত তাহার ১২ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৫। কোন ব্যক্তি যদি গড়বেতা বগরের সীমার মধ্যে বিষ্ঠা কিস্তা দুর্গজ্ঞানক অন্য দ্রব্য পোঁতে বা পুতিতে দেখা কিম্বা মাজিক্রেট যে সময় নিরূপণ করিয়া দেন তাহার অধিক কাল আপন বাড়ীর মধ্যে রাখে, তাহা হইলে তাহার ১০২ দিশ টাকা পর্য্যন্ত দণ্ড হইতে পারিবে, কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষক সারের গাদা স্থানান্তর করিবার নোটিস না দিলে এই দণ্ড তৎপ্রতি বর্জিত নহিবে। কোন ব্যক্তি আপন বাড়ীর মধ্যে দুর্গজ্ঞানক কোন দ্রব্য পুতিলে কমিটীর সভাপতি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহা স্থানান্তর করিবার আজ্ঞা করিয়া নোটিস দিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি সেই নোটিস অনুযায়ী কর্ম করিতে দেখিলা করিলে নোটিসের নির্দিষ্ট সময় অতীত হইবার তারিখ অবধি দিন প্রতি তাহার ২২ ছই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৬। কমিটীর সভাপতি স্বাস্থ্যরক্ষকের সম্মতিক্রমে শবদাহ করিবার কি কবর দিবার নিমিত্ত গড়বেতা বগরের সীমার মধ্যে স্বতন্ত্র যে স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন কোন ব্যক্তি সেই স্থানে কোন শব বা শবের কোন অংশ দাহ না করিয়া বা কবর না দিয়া অন্য স্থানে তাহা লইয়া কার্য করিলে বা করা হইলে তাহার ১০২ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৭। কোন ব্যক্তি গড়বেতা বগরের সীমার অন্তর্গত আপন মখলী ভূমি বা বাটী গবাদি, গরুগাভী কিম্বা গাড়ির বা ভারবাহী কোন পশু রাখিবার স্থানস্বরূপ ব্যবহার হইতে দিলে সেই ভূমি বা বাটী স্বাস্থ্যরক্ষকে বা কমিটীর সভাপতিকর্তৃক ঐ গাভের প্রেরিত কোন কর্মচারীকে দেখিতে দিতে বাধ্য থাকিবেন, ও তাহার বাড়ীতে আইন বা উপবিধি লঙ্ঘন করা গেলে তজ্জন্য যে দণ্ডের বিধান করা হইয়াছে তাহার সেই দণ্ড হইতে পারিবে।

১৮। কোন ব্যক্তি আহারের অনুপযুক্ত মৎস্য বিক্রয়ার্থে দেখাইলে কিম্বা মাজিক্রেট বিজ্ঞাপন দিয়া যে স্থান নির্ণয় করিয়াছেন তদ্বিত্ত বগরের কোন অংশে কোন মৎস্য বিক্রয়ার্থে দেখাইলে তাহার ১০২ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

পঞ্চম খণ্ড।

বিবিধ বিধি।

১৯। কমিটীর প্রত্যেক মাসিক অধিবেশনে পঞ্জিকার তৎপর মাসে আইনের কার্য কিরূপে চলে ইহা পর্য্যবেক্ষণার্থে এক বা অধিক জন মেম্বর নিযুক্ত হইবেন।

২০। কার্য্যাদি এক বা অধিক জন মেম্বরের প্রত্যেক মাসের মন্তব্য ও আজ্ঞা এবং পরিদর্শনকারী কর্তৃপক্ষদের মন্তব্য ৭ ধারার নির্দিষ্ট কার্য্যাদিরূপের বহীতে লিখিতে হইবে।

২১। যে ব্যক্তি বাসাবাড়ী রাখিবার জন্য এই আইনমতে লাইসেন্স লন তিনি এই আইনের এক কেতা ও ১৪ ধারার নির্দিষ্ট এক কেতা ছাড়া নোটিস জর্য করিবেন। সেই নোটিস এই বিধির A চিহ্নিত ক্রোড়পত্রের পাঠানুসারে লেখা যাইবে।

২২। আইনের ১৫ ধারায় যে রেজিষ্টারের উল্লেখ হইয়াছে তাহা এই উপবিধির B চিহ্নিত ক্রোড়পত্রের পাঠানুসারে লিখিতে হইবে।

২৩। বাসাবাড়ীর প্রত্যেক ঘর কত লক্ষা ও চৌড়া ও তাহার মধ্যে কতজন যাত্রী স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে এই কথা তক্তায় উড়িয়া ও হিন্দুস্তানী ও বাঙ্গালা ভাষায় স্পষ্ট লিখিত হইয়া দেই ২ ঘরে লটকান থাকিবে ও সেই তক্তায় স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের স্বাক্ষর থাকিবে।

২৪। স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব আজ্ঞা দিলে বাসাবাড়ীর বা গোটেলের প্রত্যেক জন রক্ষক এক খানি টিকিট লইয়া নিকটে রাখিবেন; সেই সকল টিকিটে একাদিক্রমে নম্বর দেওয়া যাইবে। তথায় যতজন আসিয়া থাকে তাহাদের প্রত্যেক জনকে প্রকৃপ এক ২ খান টিকিট দিতে হইবে।

২৫। এই আইনের কাব্যপক্ষে আগ্রিল মাসের ১ তারিখ বৎসরের আরম্ভ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে, ও উক্ত তারিখ অবধি সকল লাইসেন্সপত্র চলিবে।

A চিহ্নিত ক্রোড়পত্র।

১৪ ধারামত নোটিসের পাঠ।

বাসাবাড়ী নম্বর।

মালিক (বা কার্য্যাধ্যক্ষ) ক, খ।

এত জন যাত্রীদের স্থান দিবার লাইসেন্সপ্রাপ্ত।

(স্বাক্ষর)

APPENDIX B.

Form of Inspection Register under Section 15.

Date of inspection and name of inspecting officer.	Number and name of lodging-house.	Result of inspection.	Orders by Magistrate or Health Officer.

E. N. BAKER.

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

Third Publication.

NOTIFICATION

The 13th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 311, Act V (B.C.) of 1876, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Sitamarhee Municipality made at a meeting, the Lieutenant-Governor intends, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of this notification, to confirm the following bye-laws, which have been framed by the Municipal Commissioners, under section 313 of the Act, for that municipality :—

BYE-LAWS

1. An ordinary general meeting of the Commissioners shall be held on the 1st Saturday in every month.
2. The collecting officer taking the money in payment of any demand shall give a receipt for it.
3. The Commissioners shall have power to inflict, for neglect of duty, a fine not exceeding one month's pay upon any person employed by them.
4. No owner or occupier of any house, land or premises, in or on which any privy may be situated, shall allow night-soil, urine, filth, of any kind to flow or be discharged from such privy into any drains, water-course, river, tank, hollow or excavation (or any place containing waste and stagnant water).

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

5. No person shall throw, deposit or discharge any night-soil, sewage or the contents of any drain, privy or cesspool into any river, tank, khal, water-course or receptacle for water, or dispose of the above mentioned kinds of offensive matters in any other way than as the Commissioners may from time to time direct.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

- d. No person shall burn, or cause to be burnt, any corpse on any ground which is not especially provided and defined for the purpose, and no person shall bury a corpse in a grave less than 4½ feet deep, so that there may be 3½ feet of earth over the corpse.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

7. Every person who shall bring or convey, or cause to be brought or conveyed, any corpse or part thereof to any burning ground shall burn, or cause the same to be burnt, within three hours after its arrival at the said burning ground.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

8. The persons who bring a corpse to be burnt shall cause the same, together with all clothes and other coverings of the corpse, to be completely reduced to ashes. Provided that where such persons through poverty are unable to provide means for completely reducing such corpse and coverings to ashes, they shall permit (or shall cause, if the Commissioners do not undertake this duty) such corpse and coverings to be forthwith buried within ground specially provided (by the Municipal Commissioners) for the purpose.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

[Government Gazette, 17th June 1884.]

B চিহ্নিত ক্রোড়পত্র।

১২ ধারামতে পরিদর্শনের সেক্টরের পাঠ।

পরিদর্শনের তারিখ ও পরিদর্শনকারী কার্যকারকের নাম।	বাসাবাড়ীর নম্বর ও নাম।	পরিদর্শনের কল।	মালিকিইটে বা মাস্তুরক সাহেবের আজ্ঞা।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

[তৃতীয়বার প্রকাশিত।]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—সাধারণ অবগত্যর্থ্য এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ মর্শীন না গেলে জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বলীয়ার আইনের ৩১৭ ধারামতে এমত ক্ষমতা-ক্রমে কার্য্য করিয়া এবং সীতামতী মুনিসিপালিটির সভাগত কমিশ্যনরদের অমুরোধক্রমে তিনি উক্ত আইনের ৩১৩ ধারামতে উক্ত মুনিসিপাল কমিশ্যনরদের প্রণীত উক্ত মুনিসিপালিটির নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিয়াছেন।—

উপবিধি।

- ১। প্রতি মাসের প্রথম শনিবারে কমিশ্যনরদের নিরূপিত সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে।
- ২। তাঁহা আদায়কারি কোন কর্মচারী কোন দাওয়ার পরিশোধে টাকা লইলে তাহার রসীদ দিবে।
- ৩। কমিশ্যনরদের নিযুক্ত কোন ব্যক্তি কর্ত্ত্ব ঠাখিয়া করিলে তাঁহারা তাহার এক মাসের বেতনের অনধিক দণ্ড করিতে পারিবেন।
- ৪। কোন স্বামির কি মশীলকারের ঘরের কি বাড়ীর মধ্যে পাঠখানা থাকিলে তিনি কোন নর্দমার, জলপ্রণালীতে, নদীতে, পুকুরিণীতে, গর্ত্তে বা খাতে কিম্বা ঘাটতে অক্ষুণ্ণা মরা তল দাঁড়ায় এমত কোন স্থানে সেই পাঠখানার বিষ্ঠা মূত্র কি কোন প্রকার ময়লা জব্য যাইতে কি পড়িতে দিবে না।
এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।
- ৫। কোন ব্যক্তি বিষ্ঠা কি নর্দমার ময়লা জব্য কিম্বা কোন নর্দমার কি পাঠখানার কিম্বা কোন গলিঅকুণ্ডের জব্য কোন নদীতে, পুকুরিণীতে, খালে, কি জলস্রোতে কি জলাধারে ফেলিবেন কি রাখিবেন কি পড়িতে দিবে না, কিম্বা পূর্বোক্ত দুর্গন্ধজনক জব্য লইয়া বাহ্য করিতে হইবে বলিয়া মুনিসিপাল কমিশ্যনরদের সময়ে আদেশ করেন উক্ত অমারূপে কার্য্য করিবেন না।
এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।
- ৬। শব দাহ করিবার নিমিত্ত যে স্থান বিশেষভাবে রক্ষিত ও নির্ণীত হয় নাই কোন ব্যক্তি এমত কোন স্থানে কোন শব দাহ করিবেন বা করাইবেন না, এবং কোন ব্যক্তি ৪। ফুটের কম গভীর কোন কবরে শব পুতিবেন না, কেন না শবের উপর ৩। ফুট মাটি ঢাপা দিতে হইবে।
এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।
- ৭। কোন ব্যক্তি শব দাহ করিবার স্থানে শব কি শবের কোন অংশ আনিলে কি বহন করিলে কি আনাইলে কি বহন করাইলে সেই স্থানে আনিবার পর তিন ঘণ্টার মধ্যে তাহা দাহ করিবে কি করাইবে।
এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।
- ৮। দাহ করিবার জন্য যাহারা শব আনয়ন করেন তাঁহারা শবের বস্ত্র ও অন্যান্য আচ্ছাদন সূত্ৰ সমুদয় জব্য সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করাইবেন। কিন্তু স্মৃতিস্তম্ভ যাহারা শব ও আচ্ছাদন ত্যাগ করিবার খরচ দিতে অসারক হন মুনিসিপাল কমিশ্যনরদের শবদি প্রোথিত করিবার জন্য বিশেষভাবে যে স্থান রাখিয়াছেন তাঁহারা সেই স্থানে অবিলম্বে তাহা পুতিতে দিবে বা (কমিশ্যনরদের সেই কার্য্যের ভার গ্রহণ না করিলে) পোতাাইবেন।
এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

[গবর্নমেন্ট গেজেট ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

9. No person shall remove from any burial ground or (except for the purpose of burial as aforesaid) from any burning ground any clothes or coverings brought to such burial or burning ground with a corpse.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

10. No one shall carry a corpse, or part of a corpse, through any highway unless it be decently covered and totally concealed from view.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

11. No persons while carrying any corpse, or a part of a corpse, shall, except for the purpose of temporarily resting themselves, deposit it on or near any public highway.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

12. No person shall put, or cause to be put, on any house or other building any spout or other thing intended for the conveyance or discharge of water, which shall be so placed that the water discharged therefrom injuriously affects, or tends to injuriously affect, any public road or drain.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5; penalty for continued infringement after notice Re. 1, daily.

13. The Commissioners may give notice, in writing, to the owner of any building to which any spout or spouts may now be attached, from which water is discharged to the injury of any road or drain, to remove or alter the same within seven days in such a manner as they shall direct, and any person who shall fail to comply with such notice shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a daily fine of Re. 1 until such requisition be complied with.

14. No persons shall allow any pigs to be at large in any public place, except when they are being removed from one place to another.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

15. No person shall enlarge or deepen any existing tank, drain, channel or other excavation without the permission of the Commissioners.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

16. No person shall cut soda or grass, or remove earth or grass, from the margin of any public road or from any public drain.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

17. No person shall let off any fire-balloons, fire-works or fire-arms in or near any public road without the permission of the Commissioners, nor otherwise than as the Commissioners shall direct.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

18. No cart laden with bamboos shall use the public road within the limits of the municipality, unless it is attended by another man besides the driver.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

E. N. BAKER,
Offy. Secretary to the Govt. of Bengal.

[Third Publication.]

NOTIFICATION.

The 13th May 1884.—In the exercise of the powers conferred on him by section 38 of Act IV (B.C.) of 1871, as amended by Act II (B.C.) of 1879 and Act I (B.C.) of 1884, the Lieutenant-Governor approves and confirms the following bye-laws, which have been framed for the town of Raneegunge, in the district of Burdwan, with the assent of the Health Officer of the town appointed under the Act for the management of all matters necessary for the due enforcement of the Act within the town of Raneegunge:—

BYE-LAWS UNDER SECTION 37, ACT IV (B.C.) OF 1871.

PART I.

On the appointment and constitution of a Committee to aid in carrying out Act IV (B.C.) of 1871 in the town of Raneegunge.

1. A Committee consisting of four official and four non-official members shall be appointed to assist the Sub-Divisional Officer and Health Officer in carrying out the provisions of the Act.

[Government Gazette, 17th June, 1884.]

৯। কোন ব্যক্তি শবের সঙ্গে আনৌত কোন প্রাণী বা আত্মহীন দ্রব্য কণা ছান বা দাঁচ করিবার স্থান পূর্বোক্ত রূপ প্রাপ্ত করিবার আত্মপ্রায় ভিন্ন অন্য অতিপ্রায়ে কোন কণার স্থান হইতে দিবা শব-দাঁচ স্থান হইতে স্থানান্তর করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০৭ টাকা কর অনধিক দণ্ড।

১০। কোন ব্যক্তি কোন শব বা শবের অঙ্গ উপযুক্তমতে না ঢাকিয়া ও সাধারণের দৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত না করিয়া কোন রাস পথ দিয়া নইয়া যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৭ টাকা কর অনধিক দণ্ড।

১১। লোকে শব বা শবের কোন অংশ বচন করিবার সময়ে ক্রিয়াকান বিপ্রামার্শ ভিন্ন অন্য হেতুতে কোন রাস পথে বা ভরিকটে গাছা নাগাইবে না।

• এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৭ টাকা কর অনধিক দণ্ড।

১২। কোন ঘরের কি গাণেশীর ছাদের জন পড়িয়া যাহাতে কোন সরকারী পথের বা নন্দমার স্থান হয় কিম্বা স্থান কটবার সম্ভাবনা কোন ব্যক্তি জন গাইবার বা নির্গত হইবার এমন নল বা অন্য বিষয় বসাইবেন না কিম্বা অন্যকে বসাইতে দিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৭ পাঁচ টাকা কর অনধিক দণ্ড। মোটিস পাঁহলে পর ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ১৭ এক টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

১৩। কোন পথের বা নন্দমার স্থানজনকভাবে কোন ঘরের ছাদের জন পড়িবার এক বা অধিক নল এখন লাগান থাকিলে, কমিশানরেরা ঐ ঘরের স্থানির উপর লিখিত মোটিস দিয়া তাঁতানের আদেশ-মতে ৭ সাত দিনের মধ্যে ঐ নল তুলিয়া ফেলিবার বা পরিবর্তন করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন; ও কোন ব্যক্তি ঐ মোটিস অনুযায়ী কর্ম করিতে ক্রটি করিলে তাঁতান ১০৭ দশ টাকা কর অনধিক দণ্ড, ও যত দিন সেই আদেশমত কর্ম করা না যায় তাহার দিন প্রতি তাঁতান ১৭ এক টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

১৪। কোন ব্যক্তি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার সময় ভিন্ন সরকারী কোন স্থানে শূকর ছাড়িয়া দিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ দশ টাকা কর অনধিক দণ্ড।

১৫। এখন গে পুঙ্খরিণী, নন্দমা, জাপথ বা অন্য খাত আছে কোন ব্যক্তি কমিশানরের অসুমতি বিনা তাঁতান রক্ষা বা গভীর করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০৭ পঞ্চাশ টাকা কর অনধিক দণ্ড।

১৬। কোন ব্যক্তি সরকারী কোন পথের পাশ হইতে বা সরকারী কোন নন্দমা হইতে যানের চাপড়া কি শাল কাটিবেন না বা মাটি বা শাল উঠাইয়া লইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৭ বিশ টাকা কর অনধিক দণ্ড।

১৭। মুনিসিপাল কমিশানরের অসুমতি না পাইলে কিম্বা কমিশানরেরা পোক্তপে আদেশ করুন তত্বে অন্যরূপে কোন ব্যক্তি সরকারী কোন রাস্তায় কি রাস্তার নিকটে অগ্নির বেলাই কি আঁতবজি কি আগ্নেয় অস্ত্র ছুড়িবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৭ বিশ টাকা কর অনধিক দণ্ড।

১৮। গাড়নয়ান ভিন্ন আর এক জন লোক সঙ্গে না থাকিলে কোন গরুরগাড়ী বা শ গাছাই করিয়া মুনিসিপালিটী মীমার অন্তর্গত সরকারী পথ দিয়া যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ টাকা কর অনধিক দণ্ড।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

[তৃতীয়বার প্রকাশিত ।]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১১ মে।—জ্যুত সেনেটনেটে গবর্ণর সাহেবে প্রক্তি ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ২ আইনদ্বারা ও ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় ১ আইনদ্বারা সংশোধিত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩৮ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহানুসারে কার্য করিয়া তিনি বর্জমান জিলার অন্তর্গত রানীগঞ্জ নগরের মধ্যে উক্ত আইন উপযুক্তমতে প্রবল করণার্থ প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের কার্য নির্বাহার্থে এই আইনমতে নিযুক্ত আত্মারক্ষক সাহেবের সম্মতিক্রমে উক্ত নগরের নিমিত্ত প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি অনুমোদন ও দৃঢ় করিলেন।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩৭ ধারামত উপবিধি।

প্রথম খণ্ড।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের উদ্দেশ্য সফল করণার্থে সাহায্যার্থ রানীগঞ্জ নগরে কমিটি নিয়োগ ও সংস্থাপনের কথা।

১। এই আইনের বিধান সকল করণার্থে মহকুমার কর্তৃপক্ষ ও আত্মারক্ষক সাহেবের সাহায্য করণার্থ রাজকীয় চারিজন কার্যকারককে ও বাহারা রাজকীয় কার্যকারক নছেন এমন চারিজনকে লইয়া কমিটি নিযুক্ত করা হইবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

2. On the 1st of March in each year the Sub-Divisional Officer shall nominate the members to serve on the Committee during the ensuing official year, and shall report the nomination for the sanction of the Local Government.

3. In the event of the death, removal or resignation of any member of the Committee during his year of office, an official member shall be succeeded by the successor to his appointment or any other official, and in the case of a non-official member, his successor shall be appointed by the remainder of the Committee.

PART II.

Rules for the conduct of business.

4. A meeting of the Local Committee appointed by the Local Government to assist the Sub-Divisional Officer and the Health Officer to carry out the provisions of the Act shall be held for the transaction of business and inspection of accounts at the sub-divisional office on the 15th of every month not being a Sunday or holiday, in which case the meeting shall be held on the next open office day, provided that it shall be lawful for the Sub-Divisional Officer to call a meeting at any other time during the month, recording his reasons for doing so.

5. Notice of every meeting shall be given to each member at least four clear days before the day appointed for the meeting.

6. No question shall be finally decided on the first occasion it is brought before the Committee, unless the nature of the question has been fully described in the notice prescribed by the last bye-law.

7. The subject or subjects brought before the Committee shall be decided by a majority of votes. In the event of divisions, the Sub-Divisional Officer, or, in his absence, the Health Officer, shall have a casting vote.

8. The Health Officer shall be *ex-officio* Secretary to the Committee, and the Sub-Divisional Officer, President. The proceedings of every meeting shall be recorded by the Secretary in a book kept for the purpose.

PART III.

On the receipt and disbursement of moneys under the Act.

9. On the 15th October in each year, a budget of probable receipts and of proposed expenditure during the ensuing year shall be submitted for the sanction of the Government.

10. It shall be competent for the Committee, subject to the orders of Government to transfer sums from one item of the budget to another, provided that the total expenditure be not exceeded, and provided that an annual review of the same be submitted to the Commissioner.

11. In forming every annual estimate, an amount not exceeding 25 per cent. shall be reserved for emergent contingencies, such as a sudden outbreak of cholera and sickness, and necessity for employment of extra and special establishment.

12. At the close of every year, the Sub-Divisional Officer shall submit a report on the working of the Act during the year, showing the works of improvement and conservancy carried out, and a detailed account of the receipts and expenditure during the year, and the balance in hand at its close. This report shall be forwarded through the Commissioner to Government.

PART IV.

Miscellaneous.

13. Every lodging-house keeper taking out a license under this Act shall provide himself with a copy of the Act, and with a printed copy of the notice prescribed in section 14 of the Act, which notice shall be in the form shown in appendix A of these bye-laws.

14. The register referred to in section 15 of the Act shall be in the form shown in appendix B of these bye-laws.

[*Government Gazette*, 17th June 1884.]

২। রাজকীয় কোম বৎসরে গের ব্যক্তি কমিটীর অন্তর্গত থাকিবেন মহকুমার কর্তৃপক্ষ তৎপূর্ব বৎসরের মার্চ মাসের ১ তারিখে তাঁহাদের নাম লিখিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমোদন জন্য প্রেরণ করিবেন।

৩। কমিটীর অন্তর্গত কোন ব্যক্তি পদস্থ থাকিবার সেই বৎসরের মধ্যে মরিলে কি পদচ্যুত হইলে কি পদ ত্যাগ করিলে, তিনি রাজকীয় পদস্থ হইলে যে ব্যক্তি তাঁহার পদ গ্রাপ্ত হন তিনি কিম্বা রাজকীয় অন্য দায়িত্বকারক তৎস্থানে কমিটীর মেম্বর হইবেন। তিনি রাজকীয় কার্যকারক না হইলে কমিটীর অবশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁহার পরিবর্তে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

কার্য চালাইবার নিয়ম।

৪। আইনের বিধান সম্বল করণার্থে মহকুমার কর্তৃপক্ষ ও স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের সাহায্য করণার্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে স্থানীয় কমিটী নিযুক্ত করেন তাঁহারা প্রতি মাসের ১৫ তারিখে কার্য নিষ্পাদন করিবার ও হিসাব দেখিবার জন্য মহকুমার কর্তৃপক্ষের কাছারীতে অধিবেশন করিবেন। সেই ১৫ তারিখ রবিবার কি বৃহস্পতি দিন হইলে, তৎপশ্চাৎ যে দিনে কাছারী খোলা হয় সেই দিনে অধিবেশন করিবেন। কিন্তু মহকুমার কর্তৃপক্ষ মাসের মধ্যে অন্য কোন দিনে কমিটীর অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিতে চাহিলে কারণ লিখিয়া অধিবেশন করাইতে পারিবেন।

৫। অধিবেশনের যে দিন নিরূপণ হয় তাহার অন্ততঃ সম্পূর্ণ চারি দিন থাকিতে অত্যন্তক জন মেম্বরেরই অধিবেশনের নোটিস দেওয়া যাইবে।

৬। ইহার পূর্বে ধারায় যে নোটিস দিবার বিধান হইয়াছে তন্মধ্যে অধিবেশনকালীন বিবেচ্য বিষয়ের ভাব সম্পূর্ণরূপে নির্দিষ্ট না থাকিলে, কোন বিষয় প্রথমবার কমিটীর সম্মুখে উপস্থিত করা গেলেই চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করা যাইবে না।

৭। কমিটীর সম্মুখে যে কোন বা গের বিষয় উপস্থিত করা যায় কমিটীর অন্তর্গত অধিকাংশ ব্যক্তিদের মতানুসারে সেই নীতিই বৎসরের নিষ্পত্তি হইবে। মতভেদ হইলে মহকুমার কর্তৃপক্ষ কিম্বা তাঁহার অনুপস্থানে স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব দ্বিতীয় নত দিতে পারিবেন।

৮। স্থায়ী পদোপলক্ষে আহার্যক সাহেব কমিটীর সেক্রেটারী ও মহকুমার কর্তৃপক্ষ সভাপতি হইবেন। সেক্রেটারী একখানা বড় রাশিয়া তাম্বা প্রত্যেক অধিবেশনকালীন কার্যের বিবরণ লিখিবেন।

তৃতীয় খণ্ড।

এই আইনমতে টাকা জমা ও খরচ করিবার বিধি।

৯। প্রতিবৎসর অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখে আগামি বৎসরের সম্ভাবিত জমার ও প্রস্তাবিত খরচের অনুমানপত্র গবর্ণমেন্টের অনুমোদনপথে অর্পণ করা যাইবে।

১০। কমিটী গবর্ণমেন্টের আদেশদ্বারা অনুমানপত্রের লিখিত কোন টাকা এক দফা হইতে উঠাইয়া অন্য দফায় দিতে পারিবেন; কিন্তু মোট টাকার অধিক খরচ না দেওয়া ও বৎসর ২ তাঁহার সমালোচনাপত্র কমিশ্যনর সাহেবের সম্মুখে অর্পণ করা আবশ্যিক।

১১। বৎসরের মধ্যে ওলাউঠা কি অন্য কোনের সন্ধান হইবার সম্ভাবনা প্রযুক্ত অতিরিক্ত ও বিশেষ আয়ত্বাঙ্গ নিযুক্ত করা আশ্রয়ক হইতে পারে ইত্যাদি কারণে বৎসরের অনুমানপত্র প্রস্তুত করিতে গেলে অত্যাবশ্যক ক্ষেত্রে নৈমিত্তিক খরচ বলিয়া শত করা ১২ টাকার অনধিক ধরিতে হইবে।

১২। নগর মেট্র ও পরিষ্কার করণের কিং কার্য করা গিয়াছে তদ্বা ও কত টাকা জমা ও খরচ হইয়াছে তাঁহার বিস্তারিত হিসাব বৎসরের অবসান কত টাকা উদ্বৃত্ত রহিল তাঁহা লিখিয়া মহকুমার কর্তৃপক্ষ বৎসরের মধ্যে আইনমত কার্য করিতে চলিয়াছে প্রতি বৎসরের শেষে ইহার রিপোর্ট অর্পণ করিবেন। এই রিপোর্ট কমিশ্যনর সাহেবের দ্বারা গবর্ণমেন্টের নিকট পাঠান যাইবে।

চতুর্থ খণ্ড।

বিবিধ বিধি।

১৩। যে ব্যক্তি বাসান্দী রাখিবার জমা এই আইনমতে লাইসেন্স লন, তিনি এই আইন নর এককোষ ও আয়ের ১৪ ধারার নির্দিষ্ট এককোষ ছাপা নোটিস আনাইয়া লইবেন। সেই নোটিস এই উপবিধির A চিহ্নিত ফোড়নের পাঠানুসারে লেখা যাইবে।

১৪। আইনের ১৫ ধারায় যে রেজিস্ট্রারের উল্লেখ হইয়াছে তাহা এই উপবিধির B চিহ্নিত ফোড়নের পাঠানুসারে লিখিতে হইবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

15. There shall be hung up in each compartment of a lodging-house a board on which shall be legibly written in English and Bengali the dimensions of such compartment and the number of lodgers it can properly accommodate, and this board shall bear the signature of the Health Officer.

The penalty for infringement after notice shall be a fine not exceeding Rs. 2 daily.

16. Every lodging house or hotel-keeper shall be bound, on requisition by the Health Officer, to provide himself with tickets or tokens bearing consecutive numbers, and to furnish each of his lodgers with one of such tickets or tokens.

17. For the purpose of this Act the year shall be considered to commence from 1st April, and all licenses shall run from that date.

APPENDIX A.

Form of Notice under Section 14.

Lodging-house No. .

Proprietor (or Manager) A. B.

Licensed to accommodate _____ Lodgers.

Signature.

APPENDIX B.

Form of Inspection Register under Section 15.

Date of inspection and name of inspecting officer.	Number and name of lodging-houses.	Result of inspection.	Order by Magistrate or Health Officer

E. N. BAKKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[Third Publication.]

NOTIFICATION.

The 15th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred upon him by section 314 of Act V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor intends to enforce the following bye-laws, which have been framed by the Commissioners of the Nasirabad Municipality at a meeting under section 313 of the Act, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of publication of this notification within the above municipality.

Additional bye-laws for the Nasirabad Municipality.

I. No person shall perform any office of nature in any place outside private premises other than such as may have been appointed by the Commissioners, provided that such places have been set apart by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

II. No person shall build, or cause to be built, any latrine or urinal, or shall deposit or cause to be deposited, filth, dirt or dung, within ten feet of any public road, or public drain, or private drain leading to a public one.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

III. Any one tethering cattle or driving bullock carts on the "course" shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5.

IV. No person shall let loose, or cause or allow to be let loose, any horse, pony, cattle pig, goat, sheep or donkey on the public roads, lanes or pathways within municipal limits and no person shall tether or graze cattle, horse, pony, pig, goat, sheep or donkey or other animals, or cause them to be tethered, or cause or allow them to stray on any public highway.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

[Government Gazette, 17th June 1884.]

১৫। বাসাবাড়ীর প্রত্যেক ঘর কত লম্বা ও চৌড়া ও তাহার মধ্যে কতজন বাত্মী অস্থান্য থাকিতে পারে এই কথা তত্ত্বায় ইংরাজী ও বাঙ্গালী ভাষায় স্পষ্ট নিখিত হইয়া সেই ঘরে সটকান থাকিবে ও সেই তত্ত্বায় স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের স্বাক্ষর থাকিবে।

নোটিস পাঠবার পর লঙ্ঘন হইলে প্রতিদিন ২২ টাকার অর্থদণ্ড অর্থদণ্ড হইবে।

১৬। স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব আঞ্জাদলে বাসাবাড়ী বা চোটেলের প্রত্যেক জন রক্ষক কএকখানি টিকিট লইয়া নিকটে রাখিবেন; সেই সকল টিকিটে এতদক্রমে লম্বা দেওয়া যাইবে। এ বাড়ীর মধ্যে যতজন আদিয়া থাকে তাহাদের প্রত্যেক জনকে একটী একই খান টিকিট দিতে হইবে।

১৭। এই আইনের কার্য্যপক্ষে আশ্রয় বাসের ১ তারিখ বৎসরের আরম্ভ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে ও উক্ত তারিখ অবধি সকল লাইসেন্স প্রাপ্ত চলিবে।

A চিহ্নিত ফোর্ডপত্র।

১৪ ধারামত নোটিসের পাঠ।

বাসাবাড়ী নম্বর
মালিক (বা কার্য্যাব্যাস) ক, খ।
এত জন যাজিমের স্থান দিবার লাইসেন্স প্রাপ্ত।

(স্বাক্ষর)

B চিহ্নিত ফোর্ডপত্র।

১৫ ধারামত পরিদর্শনের রেজিস্টারের পাঠ।

পরিদর্শনের তারিখ ও পরিদর্শনকারি কার্য্যকারকের নাম।	বাসাবাড়ীর নম্বর ও নাম।	পরিদর্শনের ফল।	মালিকের বা স্বাস্থ্য রক্ষক সাহেবের আজ্ঞা।

ই, এন, কোর,

বঙ্গদেশের পদার্থমন্ত্রের একটুই মন্ত্রকটরী।

[তৃতীয়বার প্রকাশিত।]

১৮৭৮ সাল।

১৮৭৮ সাল ১২ মে.—স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব এই লংঘন নোটিসে যাইতে হইবে যে, নসিরা-বার মুনিসিপালিটিতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিযুক্ত বিপক্ষ কার্য্য দর্শান না গেলে, জু ৬ সেপ্টেম্বর ১৮৭৮ সালের নোটিসের প্রতি ১৮৭৮ সালের নোটিস ও আইনের ৩১৪ ধারামতে এতদ্রূপে কমিশনারের কার্য্য করিয়া তিনি উক্ত আইনের ৩১৩ ধারামতে উক্ত মুনিসিপালিটির সভাগত কমিশনারদের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন দৃঢ় করিবার কম্পনা করিয়াছেন।

নসিরা-বার মুনিসিপালিটির অতিরিক্ত উপবিধি।

১। কমিশনারেরা যে স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দেন তদ্রূপ ব্যক্তিবিশেষের বাড়ীর বাহিরের কোম স্থানে কোন ব্যক্তি মলমূত্র ত্যাগ করিবেন না, কিন্তু সেই স্থান কমিশনারদের স্বত্ব করিয়া রাখিতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০ পাঁচ টাকার অর্থদণ্ড দণ্ড।

২। কোন ব্যক্তি সরকারী রাস্তার কি সরকারী মর্দমার কিম্বা ব্যক্তি বিশেষের মর্দমার সরকারী মর্দমা পর্য্যন্ত যার তাহার মলমূত্রের মধ্যে কোন পাখিখানা বা মূত্রভাগের স্থান রাখিবেন বা রাখাইবেন না, কিম্বা মলমূত্র কি গর্জিত হইবে বা গোবর জমা করিবেন বা করাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০ দশ টাকার অর্থদণ্ড দণ্ড।

৩। কোন ব্যক্তি “মোড় দোড়ের পথে” গবাদি বাখিয়া দিলে বা গরুর গাড়ী চালাইলে তাহার ৫০ পাঁচ টাকার অর্থদণ্ড দণ্ড হইতে পারিবে।

৪। কোন ব্যক্তি মুনিসিপাল সীমার অন্তর্গত সরকারী পথে, গলি পথে বা হাঁসিয়া গাইবার পথে কোন ঘোড়া, টাটু, গবাদি, শূকর, ছাগল, ভেড়া, বা গাধা আনুগ্য ছাড়িয়া দিবেন কি দেওয়াইবেন না কি দিতে দিবেন না এই কোন ব্যক্তি গবাদি, ঘোড়া, টাটু, শূকর, ছাগল, ভেড়া বা গাধা বা অন্য জন্তু সরকারী কোন নড় রাস্তায় বাখিয়া দিলে বা চরিতে দিলে না, বা বাখাইবেন না, কিম্বা আনুগ্য বাইতে দিলে বা দেওয়াইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০ পাঁচ টাকার অর্থদণ্ড দণ্ড।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৭৮। ১৭ জুন।]

V. Every driver of a carriage, cart or vehicle must keep to his left while passing another carriage, cart or vehicle moving in the opposite direction along any public road. The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 2.

E. N. BAKER,
Offy. Secretary to the Govt. of Bengal.

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 2031A.

The 25th May 1884.—Baboo Dwarka Nath Mitter, Second Subordinate Judge of Bhagulpore, is allowed leave for one month under Rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 28th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

The 30th May 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mohunt Bhugwan Dass of his appointment as an Honorary Magistrate of the Madhubani Bench in the district of Durbhungah.

Baboo Sarbanand Das, Munsif of Bongong, is appointed to be a Munsif of the Munsifcies in Bongong and Jhenida, in the district of Jessore, and to be ordinarily stationed at Bongong.

The 2nd June 1884.—Mr. A. Earle, Assistant Magistrate and Collector, Tajpore, Durbhunga, is vested with the power to try summarily the offences mentioned in section 260 of the Code of Criminal Procedure.

Mr. C. R. Marriott, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector of Dacca, is vested with powers under sections 133, 156, 260, and 524 of the Code of Criminal Procedure.

Baboo Juggut Chunder Shome, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Howrah, is vested with the powers of a Magistrate of the second class.

Baboo Krishna Chunder Roy is appointed to be an Honorary Magistrate for the Naibati Bench, in the 24-Pergunnahs, and is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

Baboo J. Sa Bundhu Gangooli, Subordinate Judge of Dinagepore, is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the amount of Rs. 100.

The 5th June 1884.—Baboo Gunga Narain Roy, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Nuddea, is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

The 7th June 1884.—Baboo Harihar Charan Lal, temporary Munsif of the first grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Madhub Chunder Chuckerbutty confirmed in the third grade of Subordinate Judges.

Baboo Uma Kant Chatterjee, temporary Munsif of the first grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Kanai Lal Mookerjee confirmed in the third grade of Subordinate Judges.

Baboo Haris Chandra Sen, temporary Munsif of the second grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Harihar Charan Lal.

Baboo Srigopal Chatterjee, temporary Munsif of the second grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Uma Kant Chatterjee.

Baboo Raj Narayan Chakravarti, temporary Munsif of the third grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Haris Chandra Sen.

Baboo Kalipodo Mookerjee, temporary Munsif of the third grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Srigopal Chatterjee.

[*Government Gazette, 17th June 1884.*]

৫। ঘোড়ার গাড়ীর, গরুর গাড়ীর বা যানের প্রত্যেক চালক সরকারী পোশাক পরিয়া সম্মুখে অম্বা ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী বা যান আনিতেছে দেখিলে তাহার নিকট দিয়া যাবার সময়ে আপন বামদিক দিয়া যাইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২৭ ছুই টাকা অর্থদণ্ড দণ্ড।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেন্টে।

২০৩১A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ২৫ মে।—ভাগলপুরের দ্বিতীয় সর্ভিনেন্ট জজ জীযুত বাবু দ্বারদাসীনাথ মিশ্র এই মামলার ২৮ তারিখ অধিবেশন বা তহাৎ পর যে তারিখে দুটি গ্রহণ করেন তদনুসারে সিভিল কাউন্সিলরদের দুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে এক মামলার দুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩০ মে।—জীযুত মোহন ভগবান দাস দ্বারদাসী জিলার অন্তর্গত মদনপুর থানার অটোমটিক মাজিস্ট্রেটরূপে স্বীয় পদত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

বনগাঁয়ের মুনসেফ জীযুত বাবু সর্দারদাস দাস যশোর জিলার অন্তর্গত বনগাঁও নিম্নলিখিত মুনসেফের মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া লামান্যতাঃ বনগাঁয়ে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২ জুন।—দ্বারদাসী অন্তর্গত ভাগপুরের আর্সিস্ট্রিট মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীযুত এ, অরল সাহেব ফৌজদারী মোকদ্দমার কাগজপত্রাদি বিধির ২৬০ ধারার বিধি অনুযায়ী সরাসরি বিচার করিবাব ক্ষমতা পাইলেন।

ঢাকার একটিং আইস্ট্রিট ও ডেপুটি কালেক্টর জীযুত সি, আর, মেথিউস সাহেব ফৌজদারী মোকদ্দমার কাগজপত্রাদি বিধির ২৬০, ২৬১ ও ২৬২ ধারামতে ক্ষমতা পাইলেন।

ভারতীয় ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীযুত বাবু জগদীশ সোম দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

জীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বাব ১৪ পাবনার অন্তর্গত নৈহাটি বেঙ্গল অটোমটিক মাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

দিনাজপুরের সর্ভিনেন্ট জজ জীযুত বাবু জগদীশ গঙ্গোপাধ্যায় ছোট আদালতের বিচারী ১০০৭ টাকা পর্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজর ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৫ জুন।—মদীয়ার একটিং ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীযুত বাবু নরসিং নারায়ণ ঠাকুর তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩ জুন।—জীযুত বাবু মদনচন্দ্র চক্রবর্তী সর্ভিনেন্ট জজের তৃতীয় শ্রেণীতে স্থায়ী-রূপে নিযুক্ত হওয়ার প্রথম শ্রেণীর ক্রিয়াকালীন মুন্সেফ জীযুত বাবু হরিহরচরণ লাল সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত বাবু কানাইলাল মুখোপাধ্যায় সর্ভিনেন্ট জজের তৃতীয় শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হওয়ার প্রথম শ্রেণীর ক্রিয়াকালীন মুন্সেফ জীযুত বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায় সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত বাবু হরিহরচরণ লালের পরিবর্তে দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্রিয়াকালীন মুন্সেফ জীযুত বাবু হরিহরচন্দ্র সেন, সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্রিয়াকালীন মুন্সেফ জীযুত বাবু জগদীশ চট্টোপাধ্যায়, সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত বাবু হরিহরচন্দ্র সেনের পরিবর্তে তৃতীয় শ্রেণীর ক্রিয়াকালীন মুন্সেফ জীযুত বাবু রাজনারায়ণ চক্রবর্তী সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত বাবু জগদীশ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে তৃতীয় শ্রেণীর ক্রিয়াকালীন মুন্সেফ জীযুত বাবু কানাইলাল মুখোপাধ্যায় সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ১৭ জুন ।]

Moulvie Hamiduddin, temporary Munsif of the fourth grade, is confirmed in that grade *vice* Baboo Raj Narayan Chakravarti.

Baboo Khetter Nath Dutt, temporary Munsif of the fourth grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Kali Podo Mookerjee.

Baboo Chakrodhar Prosad, Munsif of Raghunathpore, in Maubhoom, is promoted temporarily to the first grade of Munsifs, *vice* Baboo Harihar Charan Lal.

Baboo Prasanna Kumar Sen, Munsif of Ramporehat, in Beerbhoom, is promoted temporarily to the first grade of Munsifs, *vice* Baboo Umakant Chatterjee.

Baboo Kalidhan Chatterjee, Munsif of Habigunge, in Sylhet, is promoted temporarily to the second grade of Munsifs, *vice* Baboo Haris Chandra Sen.

Baboo Bhuban Mohan Ghosh, Munsif of Satkhira, in Khoolna, is promoted temporarily to the second grade of Munsifs, *vice* Baboo Srigopal Chatterjee.

Baboo Kali Krishna Chowdry, Munsif of Poree, is promoted temporarily to the third grade of Munsifs, *vice* Baboo Raj Narayan Chakravarti.

Baboo Aghore Chandra Hazra, Munsif of Bogra, is promoted temporarily to the third grade of Munsifs, *vice* Baboo Kali Podo Mookerjee.

Baboo Gopal Chandra Basu, officiating Munsif of Munshigunge, Dacca, is promoted temporarily to the 1th grade of Munsifs, *vice* Moulvie Hamiduddin.

Baboo Gopal Krishna Ghosh, officiating Munsif of Kurigram, Rungpore, is promoted temporarily to the fourth grade of Munsifs, *vice* Baboo Khettra Nath Dutt.

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.—*The 4th June 1884.*—Baboo Ramyad Lall, First Munsif of Chuprah, in the district of Sarun, is allowed leave for two months, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 2nd June 1884.—It is hereby notified that the Lieutenant-Governor sanctions, the extension of the provisions of section 34 of Act V of 1861 to the town of Chogdah in the District of Nuddea. The said provisions shall have effect within the limits of the town of Chogdah as laid down in the notification of Government dated the 31st May 1861, published at page 1548 of the *Calcutta Gazette* of the 8th June 1861, extending Act XX of 1856 to that town.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 4th June 1884.—It is hereby notified that the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the provisions of section 34 of Act V of 1861 to Bagirhat, in the District of Khoolnah. The said provisions shall have effect within the following limits:—

Bagirhat locality—bounded on the north and west by the road passing by north of the old bazar and joining to the Karapara road, on the south by the Bediapara Khal, and on the east by the river Bhairab.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Government of Bengal

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 4th June 1884.

No. 225.—*Leave.*—Mr. W. E. Newham, Assistant Engineer, first grade, Benares-Cuttack Railway Surveys, is granted 3 months' privilege leave from the date he may be allowed to avail himself of the same.

[*Government Gazette, 17th June 1884.*]

ক্রীযুত বাবু রাজনারায়ণ চক্রবর্তীর পরিবর্তে চতুর্থ শ্রেণীর ক্রিয়ৎকালীন মুনসেফ ক্রীযুত মৌলবী হামিদুল্লাহ সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন ।

ক্রীযুত বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে চতুর্থ শ্রেণীর ক্রিয়ৎকালীন মুনসেফ ক্রীযুত বাবু কেএমএল দত্ত সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন ।

ক্রীযুত বাবু হরিহরচরণ লালের পরিবর্তে মানকুমার অন্তর্গত রঘুনাথপুরের মুনসেফ ক্রীযুত বাবু চক্রধর প্রসাদ ক্রিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

ক্রীযুত বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে বীরভূমের অন্তর্গত রামপুরহাটের মুনসেফ ক্রীযুত বাবু এসমকুমার সেন ক্রিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

ক্রীযুত বাবু হরিশচন্দ্র সেনের পরিবর্তে ক্রীযুতের অন্তর্গত কবিগঞ্জের মুনসেফ ক্রীযুত বাবু কালীধন চট্টোপাধ্যায়, ক্রিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

ক্রীযুত বাবু গৌপাল চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে খুলনার অন্তর্গত মাতকীর মুনসেফ ক্রীযুত বাবু ভুবনমোহন ঘোষ ক্রিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

ক্রীযুত বাবু রাজনারায়ণ চক্রবর্তীর পরিবর্তে পুরীর মুনসেফ ক্রীযুত বাবু কালীকৃষ্ণ চৌধুরী ক্রিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

ক্রীযুত বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে বগুড়ার মুনসেফ ক্রীযুত বাবু অঘোরচন্দ্র হাজরা ক্রিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

ক্রীযুত মৌলবী হামিদুল্লাহের পরিবর্তে ঢাকার অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জের একটি মুনসেফ ক্রীযুত বাবু গোপালচন্দ্র বসু ক্রিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

ক্রীযুত বাবু ক্ষেত্রনাথ দত্তের পরিবর্তে রঙ্গপুরের অন্তর্গত কুড়িগ্রামের একটি মুনসেফ ক্রীযুত বাবু গোপালকৃষ্ণ ঘোষ ক্রিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

মুনসেফদের ছুটি ।—১৮৮৪ সাল ৪ জুন ।—সারণ জিলার অন্তর্গত হাপরার প্রথম মুনসেফ ক্রীযুত বাবু রামরান লাল যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি নিবিল কার্য্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে দুই মাসের ছুটি পাইলেন ।

এক, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ২ জুন ।—এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ক্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব মদীরা জিলার অন্তর্গত চাগদানগরে ১৮৮১ সালের ৫ আইনের ৩৪ ধারার বিধান প্রচলিত হইবার অনুমতি দিলেন । চাগদানগরে ১৮৮৬ সালের ২০ আইন প্রচলিত করণার্থ ১৮৮১ সালের ১১ জুনের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের ৩২১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৮১ সালের ৩১ মে তারিখের গবর্নমেন্টের বিজ্ঞাপনের লিখিত উক্ত নগরের সীমার মধ্যে উক্ত বিধান ফলবৎ হইবে ।

এক, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ৪ জুন ।—এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ক্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব খুলনা জিলার অন্তর্গত বাগিরহাটে ১৮৮১ সালের ৫ আইনের ৩৪ ধারার বিধান প্রচলিত হইবার অনুমতি দিলেন । উক্ত বিধান নিম্নলিখিত সীমার মধ্যে ফলবৎ হইবে,—

বাগিরহাট ।—উত্তর ও পশ্চিম সীমা পুরাতন বাজারের উত্তরদিক দিয়া যে পথগিয়া করপাড়া পথে মিলে সেই পথ দক্ষিণ সীমা বেলিয়া পাড়া খাল, এবং পূর্ব সীমা ভৈরব নদ ।

এক, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

বঙ্গদেশের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট ।

১৮৮৪ সাল ৪ জুন ।

২২৫ নম্বর ।—ছুটি ।—বারানসী-কটক রেলওয়ে সর্বের প্রথম শ্রেণীর ক্যান্টিনেট ইঞ্জিনিয়ার ক্রীযুত ডবলিউ, ই, মিউহাম সাহেব যে তারিখে ছুটি গ্রহণের অনুমতি পান তদবধি তিন মাসের অন্তর ছুটি পাইলেন ।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ১৭ জুন ।]

The 6th June 1884.

No. 226.—The services of Mr. H. H. Green, Assistant Engineer, second grade, Calcutta Workshop, are temporarily placed at the disposal of the Railway Branch.

The 9th June 1884.

No. 227.—*Notification.*—Mr. B. K. Finnamore, Assistant Engineer, second grade, Darjeeling Division, passed the colloquial examination in Hindustani on the 8th April 1884.

No. 228.—*Leave.*—Mr. W. H. Marten, Deputy Examiner, first grade, is granted 15 days' extraordinary leave without allowances under section 134 of the Civil Leave Code (6th edition) from the 5th to 19th May 1884, both days inclusive.

IRRIGATION.

The 9th June 1884.

No. 229.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz., for construction of a retired line of embankment at Mouzas Rampur Rubra and Kone, Pergunnah Goah, District Sarun, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring more or less 9 acres 1 rood 36 poles, bounded on the north by cultivated rubbee land of Surbjoog Singh, Nundoo Singh, and Ramprosad Singh, south by cultivated rubbee land of Surbjoog Singh, Nundoo Singh, and Ramprosad Singh, east by Sarun Embankment, and west by Sarun Embankment, is required.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 230.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz., for Nenooan Sub-Distributaries, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring about 5 miles in length and varying from 40 feet to 155 feet in width and containing an area of 71 acres 2 roods and 37 poles more or less, and passing through mouzabs Bankat, Mathila, Moogaon, Kojawa, Kassia, Akoni, Atam, and Nenooan in pargunnah Bhojapore, is required in the district of Shahabad.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 231.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz., for the Basome Distributary, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring about 7 miles in length and varying from 80 feet to 160 feet in width, and containing an area of 112 acres 2 roods and 41 poles of land more or less, and passing through mouzabs Titrahaud, Pannaon, Paboulee, Khavatcha, Bararha, Purmanundpore, Kujharua, Mathala, Lahasa, and Chutari in pargunnah Bhojapore, is required in the district of Shahabad.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

RAILWAY

The 9th June 1884.

No. 232.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz., for extension of brick-field of the East Indian Railway Company, in mouzabs Bamooongachy and Lelloah, pargunnah Boroee, zillah Hooghly, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 2 acres 3 roods 10 poles or 8 beeghas 10 cottas 2 chitracks of standard measurement, bounded on the north by garden belonging to Ram Ganbeer Achrojee, on the west by paddy lands held by Byeeranto Neetri Chuckerbatty, Moohoesoodun Ghose, Joynarain Pramanick, Herash Mollah, Sherif Mollah and garden of Shaik Komorooddeen Moonshee, on the south by garden belonging to Joma Khan, and on the east by East Indian Railway brick-field, is required within the aforesaid villages of Bamooongachy and Lelloah.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

[Government Gazette, 17th June 1884.]

১৮৮৪ সাল ৬ জুন।

২২৬ নম্বর।—কলিকাতার ওয়ার্কশপের দ্বিতীয় শ্রেণীর আদালত ইঞ্জিনিয়ার জীযুত এচ, এচ, গ্লান সাহেব কিয়ৎকালের নিমিত্তে রেলওয়ে শাখার আজ্ঞাবীনে সংস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।

২২৭ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—মার্জিলিজ খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর আদালত ইঞ্জিনিয়ার জীযুত বি, কে ক্রিনিয়ার সাহেব ১৮৮৪ সালের ৮ আগ্রিলে চলিত হিন্দুস্থানী ভাষায় পরীক্ষাভী হইয়াছেন।

২২৮ নম্বর।—ছুটি।—প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী হিসাব পরীক্ষক জীযুত ডবলিউ, এচ, মার্টেন সাহেব সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির মতে সংস্করণের ১৩৪ ধারামতে ১৮৮৪ সালের মে মাসের ৫ তারিখ অবধি ১৯ তারিখ পর্যন্ত বিনা বেতনে অতিরিক্ত ভাঁঘের পনের দিনের ছুটি পাইলেন।

জলসেচন বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।

২২৯ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ সাতন জিলায় অন্তর্গত গোরা পরগনার রামপুর রত্না ও কোণ মোজায় বীথ গিছাইয়া করিবার জন্য রাজকীয় অর্থদ্বারে গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকৃত কার্যের নিমিত্তে স্থানান্তরিত ৯ একর ১ কড ৩৬ পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা সর্বযুগ সিংহ, নন্দ সিংহ ও রাইপ্রসাদ সিংহের করিত রবি জমি, দক্ষিণ সীমা সর্বযুগ সিংহ, নন্দ সিংহ ও রাইপ্রসাদ সিংহের করিত রবি জমি, পূর্ব সীমা সারণ বীথ, এবং পশ্চিম সীমা সারণ বীথ।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

২৩০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ নেমুরায় জল বিতরণার্থ উপলব্ধির জন্য রাজকীয় অর্থদ্বারে গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকৃত কার্যের নিমিত্তে ৫ মাইল দীর্ঘ ও ৪০ অবধি ১৫৫ ফুট পর্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ স্থানান্তরিত ৭১ একর ২ কড ৩৭ পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমি শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত গোঁজপুর পরগনার বনকাটি মাখিলা মুগাওন, কোণগুরা, কানিয়া, আকোনি, আতাওন ও নেমুরাওন মোজার মধ্যে দিয়া যায়।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

২৩১ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ বাসোলী জল বিতরণার্থ নালার জন্য রাজকীয় অর্থদ্বারে গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকৃত কার্যের নিমিত্তে প্রায় ৭ মাইল দীর্ঘ ও ৮০ অবধি ১৬০ ফুট পর্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ স্থানান্তরিত ১১২ একর ২ কড ৩০ পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমি শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত ভৌজপুর পরগনার ভিজান্দ, পাশাওন, দুবৌলী, খাটেরা, বরাহ, পরমানন্দপুর, করনারুয়া, মাখিলা, গহনা ও চুখাই মোজার মধ্যে দিয়া যায়।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

রেলওয়ে বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।

২৩২ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ হুগলী জিলার অন্তর্গত বোর পরগনার বামুনগাছী ও নেমুরা মোজায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির ইটখোলা বৃদ্ধি করিবার জন্য রাজকীয় অর্থদ্বারে গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকৃত কার্যের নিমিত্তে উক্ত বামুনগাছী ও নেমুরা গ্রামে স্থানান্তরিত ২ একর ৩ কড ১০ পোল পরিমিত অর্থাৎ কতিবতে ৮১০০ ফুট পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা রামচন্দ্র আচার্যের বাগান, পশ্চিম সীমা টেকুঠনাথ চক্রবর্তীর, মধুসূদন ঘোষের, জরনারায়ণ প্রামাণিকের, হেরাশ মোজার, শেরিক মোজার ধানের জমি ও দেখ ককদীন মুনশীর বাগান, দক্ষিণ সীমা জোয়া বীর বাগান, এবং পূর্ব সীমা ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের ইটখোলা।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

[গবর্ণমেন্টে গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

LOCAL COMMUNICATIONS.

The 9th June 1884.

No. 233.—Draft Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose, viz., for the construction of a retired line of road, north of Tatoolia bazar, pergunnah Choonakhali, kishmut Dakhinshahar, moujah Joypore or Tatoolia, zillah Murshedabad, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 8 beegahs 4 cottahs 8 gundahs (1590' x 75') standard measurements, bounded on the north and west by Patit or uncultivated mal lands, zemindars' mango garden and Nodar Chand Sarkar's mal land, on the east by the main road to Mureha and the village road to Dakhinshahar, and on the south by the main road to Berhampore village, road to Baloochur, zemindar's mango tope and Patit lands, is required in village Tatoolia, pergunnah Choonakhali, zillah Murshedabad.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 234.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz., for the construction of Mohanpore and Khurruckpore Road from the Sudderghat to Mohanpore in the villages of Charapal and Shafiabad, pergunnah Khurruckpore, zillah Midnapore, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring more or less 21 beeghas 11 cottahs 4 chittacks of standard measurement, 2350 feet long, and 100 feet wide, is required within the aforesaid villages of Charapal and Shafiabad.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 235.—Notification.—The Lieutenant-Governor of Bengal directs, under section 63 of Act II B.C. of 1882, that an estimate shall be framed of the probable cost to be incurred in respect of the repairs, maintenance and works connected therewith of the Gunduck tucavee embankment in the district of Mozufferpore for 20 years commencing from the 1st of April 1883. The embankment referred to is 52 miles 400 feet in length.

The 10th June 1884.

No. 236.—Promotions.—The Lieutenant-Governor has been pleased to make the following promotions in the Engineer Establishment:—

Name.	From.	To.	Date.	Nature of promotion.
Mr A. S. Thomson	Assistant Engineer, 1st grade, <i>sub. pro-tem.</i>	Assistant Engineer, 1st grade.	25th April 1884	Permanent
Babu Prasanna Coomarr Muncary.	Assistant Engineer, 2nd grade	Assistant Engineer, 1st grade.	Ditto	<i>Sub pro-tem.</i>
Mr J. H. Toogood	Executive Engineer, 3rd grade (<i>sub. pro-tem.</i>)	Executive Engineer, 3rd grade.	4th May 1884	Permanent.
Mr A. C. C. Rogers	Executive Engineer, 4th grade.	Executive Engineer, 3rd grade	Ditto	<i>Sub. pro-tem.</i>
Mr B. W. Cantopher	Executive Engineer, 4th grade (temporary rank).	Executive Engineer, 4th grade.	Ditto	Permanent.
Mr J. P. Claghorn	Assistant Engineer, 1st grade.	Executive Engineer, 4th grade.	Ditto	Temporary.
Mr J. P. Coy	Assistant Engineer, 2nd grade.	Assistant Engineer, 1st grade.	Ditto	<i>Sub. pro-tem.</i>

G. F. E. S. NEILL, Major, M.S.C.,
Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

[Government Gazette, 17th June 1884.]

স্থানীয় বস্তুাদি বিবরণক।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।

১৬৩ নম্বর।—বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত চুণাখালী পরগনার কিসমৎ দক্ষিণনগরের অন্নপূর বা তেতুলিয়া মোজার তেতুলিয়া বাজারের উত্তরদিকে পথ গিছাইয়া করিবার জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের ঐযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত চুণাখালী পরগনার তেতুলিয়া গ্রামে কতিপয় ভূমিমাণিক ৮/৪ কাঠা ৬ গণ্ডা (১১২০' x ৭৫') পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর ও পশ্চিম সীমা পতিত মালের জমী, অমীনারের আশ্রয়গান, ও নদেরচাঁদ সরকারের মালের জমী, পূর্ব সীমা মরেহার যাইবার প্রধান পথ, ও দক্ষিণ নগরে যাইবার আমাপথ, দক্ষিণ সীমা বহরমপুর গ্রামে যাইবার বড় পথ, বালুচটের যাইবার পথ, জমীদারের আশ্রয় বাগান ও পতিত জমি।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৮৭ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

২৬৪ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ বেনিমানীপুত্র জিলার অন্তর্গত খরক-পুর পরগনার চরণাল ও শফিয়াবাদ গ্রামে সমরঘাট অবধি মৌহনপুর পর্যন্ত মৌহনপুর ও খরকপুর পথ প্রস্তুত করিবার জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের ঐযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে উক্ত চরণাল ও শফিয়াবাদ গ্রামে কতিপয় ভূমিমাণিক ২১।১১ ছটাক পরিমিত অর্থাৎ ২৩৫০ ফুট দীর্ঘ ও ১০০ ফুট প্রস্থ এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৮০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

২৩৫ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—মজফরপুর জিলার অন্তর্গত ১ গণ্ডক তাকাবী বাঁধ মেসার্স ওরফা ও ডব্লুসংক্রান্ত কার্য সম্পর্কে ১৮৮১ সালের ১ এপ্রিল অবধি আরম্ভ করিয়া ২০ বিঘা বৎসরে কতটুকু বাস সম্ভাব্য। ঐযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৮২ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের ৬৩ ধারামতে তাহার এক অনুমানপত্র প্রস্তুত করিবার আদেশ করিলেন। উক্ত বাঁধ ৫২ মাইল ৪০০ ফুট দীর্ঘ।

১৮৮৪ সাল ১০ জুন।

২৩৬ নম্বর।—পদব্রজি।—ঐযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ইঞ্জিনিয়ার সিরিস্তার নিয়মিত পদ ব্রজি করিলেন।—

নাম।	যে পদ ইচ্ছা।	যে পদে।	তারিখ।	পদব্রজির তারিখ।
ঐযুক্ত এ, এস, ডাবলন সাহেব ...	কিরকালীন স্থায়ী প্রথম জেণীর ইঞ্জিনিয়ারের	প্রথম জেণীর আলিষ্টার্ট ইঞ্জিনিয়ারের	১৮৮৭ সাল ২৫ আশ্বিন।	স্থায়ী।
„ বাবু এসমজুম্মার হানিয়ারি...	তৃতীয় জেণীর আলিষ্টার্ট ইঞ্জিনিয়ারের	প্রথম জেণীর আলিষ্টার্ট ইঞ্জিনিয়ারের	ঐ	কিরকালীন স্থায়ী।
„ জে, এফ, হুগুড সাহেব ...	কিরকালীন স্থায়ী তৃতীয় জেণীর এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ারের	তৃতীয় জেণীর এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ারের	১৮৮৪ সাল ৪ মে।	স্থায়ী।
„ এ, সি, সি, রজাস সাহেব ...	চতুর্থ জেণীর এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ারের	তৃতীয় জেণীর এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ারের	ঐ	কিরকালীন স্থায়ী।
„ বি, ডবলিউ, কাম্বার সাহেব।	কিরকালীন চতুর্থ জেণীর এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ারের	চতুর্থ জেণীর এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ারের	ঐ	স্থায়ী।
„ মে, সি, ক্রেমার সাহেব ...	প্রথম জেণীর আলিষ্টার্ট ইঞ্জিনিয়ারের	চতুর্থ জেণীর এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ারের	ঐ	কিরকালীন।
„ জে, সি, কল সাহেব ...	দ্বিতীয় জেণীর আলিষ্টার্ট ইঞ্জিনিয়ারের	চতুর্থ জেণীর আলিষ্টার্ট ইঞ্জিনিয়ারের	ঐ	কিরকালীন স্থায়ী।

জি, এক, ই, এস, লীল, মেজর, এম, এস, সি,
পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের হোটেল সেক্রেটারী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JUNE 17, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১৭ জুন।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্তহার প্রভৃতি।

বঙ্গদেশের এই জেলাতে ১৮৮৪ সালের মে মাসের ৩১ তারিখের পূর্ব দুই সপ্তাহ

সংখ্যা ।	জিলা ।	৮০ তোলায় সেরের হিসাবে											
		মস।		ঘর।		তাল চাউল ।		মাষাণ্য চাউল ।		কচু ও বাজরা ।		চোল ও জোর ।	
		এই সপ্তাহের হিটন	ইহার পূর্ক সপ্তাহের হিটন	এই সপ্তাহের হিটন	ইহার পূর্ক সপ্তাহের হিটন	এই সপ্তাহের হিটন	ইহার পূর্ক সপ্তাহের হিটন	এই সপ্তাহের হিটন	ইহার পূর্ক সপ্তাহের হিটন	এই সপ্তাহের হিটন	ইহার পূর্ক সপ্তাহের হিটন	এই সপ্তাহের হিটন	ইহার পূর্ক সপ্তাহের হিটন

বঙ্গদেশ । পশ্চিমবঙ্গ জিলা ।

	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১ বর্জমান ...	৫৫	৮	৪১	১৬	১৭	৮	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
২ বীড়তা ...	১৩	১১	১৪	১২	৮	১২	১৫	১৫	১২	৮	১১	১৪	১১	১১	১১	১১	১১
৩ বীরভূম ...	১৩	১৭	১৫	১২	১৪	৮	১৫	১৫	১২	১১	১১	১১	১১	১১
৪ বেদিমাপুর ...	১২	১২	১৫	১০	১০	১৪	১৪	১৫	১০	৮	৮	১৪	১১	১১	১১	১১	১১
৫ ভূমলী ...	৮	১৭	১০	৮	৮	১০	১৪	১৪	১৮	১১	১১	১১	১১	১১
৬ বাঁড় ...	৪১	১৪	১০	১১	১২	১৪	১৪	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০

বঙ্গদেশের জিলা ।

	১৬	১৬	১৫	১৬	১৭	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
১ কলিকাতা ...	১৬	১৬	১৫	১৬	১৭	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
২ ২৪ পরগণা ...	১৪	১৪	১০	১৮	১৭	১৬	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৩ মল্লিকা ...	১৬	১৬	১৪	১০	১০	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২
৪ কুলনা	১২	১৪	১৭	১৪	১৬	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪
৫ বশোতর ...	১৬	১৪	১২	১০	১০	১৬	১৬	১৬	১২	১২	১২	১২	১২	১২
৬ মুরশিদাবাদ ...	১২	১২	১৭	১২	১১	১৬	১৪	১৪	১২	১২	১২	১২	১২	১২
৭ মির্জাপুর ...	১০	১৬	১২	১০	১০	১১	১৪	১০	১৮	১৬	১৬	১০	১০	১০	১০	১০	১০
৮ রাজশাহী ...	১০	১২	১৭	১২	১২	১৫	১২	১১	১১	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
৯ কপূর ...	১৬	১৬	১১	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
১০ বগড়া ...	১২	১৬	১৫	১২	১২	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
১১ পরগণা ...	১৪	১৪	১৬	১৮	১৮	১৮	১৫	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২
১২ চাঁকিমির ...	১৮	...	১৮	১০	১০	১৮	১৮	১৮	১৮	১৫	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
১৩ জলপাইগুড়ি ...	১১	১০	১০	১০	১০	১০	১১	১১	১৬	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০

ক। বহুবায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই—কালনা ১৪ সের, কাঁটওয়ার ১২ সের এবং রানীগঞ্জ ১০ সের।

খ। মকসলে লবণের খুজরা দর টাকায় ১১ সের অবধি ১৬ সের পর্যন্ত।

গ। মকসলে লবণের খুজরা দর টাকায় ১০ সের অবধি ১০ সের পর্যন্ত।

ঘ। বহুবায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই—মালদা ১৪ সের এবং কাঁটিতে ১০ সের।

ঙ। এই—জিরাবপুরে ১০ সের, জাহানাবাদে ১০ সের, ভৈরবপুরে ১০ সের
বৈদ্যনাথে ১০ সের, চণ্ডীতলায় ১২ সের এবং, বারুগঞ্জ
মির্জাপোতা ৩ বেলুড়ে ১০ সের।

চ। এই—বারাসত ও বশীরাটে ১০ সের, কল্যাণীতে ১১ সের এবং
বারাকপুরে ১২ সের।

ছ। এই—কুড়িয়ার ১০ সের, ঘোঁসরপুরে ১০ সের ও রাণীঘাটে ১২ সের।

বছর ।	জিলা ।	১০ ডেসার সেরের হিসাবে															
		গয়া ।		বর ।		তাল চাউল		নাখাচা চাউল		কচু ও বাজরা ।		চোলস ও জোয়ার ।					
		এই সজ্জাঘের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সজ্জাঘের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সজ্জাঘের রিটর্ন	এই সজ্জাঘের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সজ্জাঘের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সজ্জাঘের রিটর্ন	এই সজ্জাঘের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সজ্জাঘের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সজ্জাঘের রিটর্ন	এই সজ্জাঘের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সজ্জাঘের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সজ্জাঘের রিটর্ন	এই সজ্জাঘের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সজ্জাঘের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সজ্জাঘের রিটর্ন	এই সজ্জাঘের রিটর্ন

পূর্বদিকস্থ জিলা ।

		সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১৮ ঢাকা ...	১৮	১৭	১৮	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯
১৯ কলকাতা ...	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯
২০ বাকরগঞ্জ ...	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০
২১ ময়মনসিংহ ...	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১
২২ চট্টগ্রাম ...	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২
২৩ বগুড়া ...	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩
২৪ ত্রিপুরা ...	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪
২৫ চট্টগ্রামের পূর্ব-দিকস্থ জিলা ...	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫

বেহার ।

		সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
২৬ পাটনা ...	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬
২৭ গয়া ...	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭
২৮ সাহাবাদ ...	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮
২৯ দারভাঙ্গা ...	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯
৩০ বাকরগঞ্জ ...	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০
৩১ সারন ...	৩১	৩১	৩১	৩১	৩১	৩১	৩১	৩১	৩১	৩১	৩১	৩১	৩১	৩১	৩১	৩১	৩১
৩২ গাঙ্গার ...	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২
৩৩ হুগলি ...	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩
৩৪ ভাগলপুর ...	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪

খ। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইহ—মানিকগঞ্জে ১২ সের, মুন্সীগঞ্জে ১০১১ সের ও আদায়গঞ্জে ১৩ সের।

ঘ। এই —গোয়ালন্দ এবং মাদারীপুরে ও ভাঙ্গায় ২ সের এবং গোপালগঞ্জে ২৫ সের।

ঙ। এই —পটুয়াখালিতে ১০১২ সের, পিরোজপুরে ১৩ সের ও ভোলায় ১১ সের।

চ। এই —নিশোরীগঞ্জে ১০১২ সের, আটরাইয় ১২ সের, ও আমালপুরে ১৬ সের, সেরকোণায় ২১ সের।

প। কুমারিয়ার লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের মাথাআরিতে ৮ সের ও কলকাতায় ১২ সের।

ক। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের অবধি ১৩ সের পর্যন্ত।

ব। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইহ—ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ১২ সের, ও চাঁদপুরে ১২১০ সের।

[Government Gazette, 17th June 1883.]

এই সপ্তাহের রিটর্ন		রাগী বা বাড়- ওয়া ও চীৎ।	কষের।	ছোলা।	আলাদি কটি।	সবন।	৪০ সেরের মণের থোকে বিক্রয়ের মর।
ইচারি পূর্ক সপ্তাহের রিটর্ন।	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইচারি পূর্ক সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	
ইচারি পূর্ক সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইচারি পূর্ক সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	
ইচারি পূর্ক সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইচারি পূর্ক সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	

शुक्लप्रियं नृ सिन्धु ।

সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	যণ	যণ	যণ	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	
...	৮	৮	১৪।	২।০	২।০	২।০	২।২	২।১	২।১০	৩৯০	৩৯০	৩৯০	টাকা
...	১৭	১৯	১৬	৩।	৩।	৩।	১২	১২	১২	৩৯০	৩৯০	৩।০	করিশপুর।
...	১৭	১৭	৮	৩।	৩।	৩।	১৩	১৩	১৩	২।১০	২।১০	২।১০	বাথরগঞ্জ।
...	১৬	১৬	১২।	১২৬০	১৩	১২	৩৯	৩।০	৩।০	মরমসিহাট।
...	১৪	১২	১২	৩।	৩।	...	১০	১০	১০	৩৬৯০	৩৬৯০	৪৯	চট্টগ্রাম।
...	১২	১২	১৩	১০	১০	১০	৩।৯০	৩।৯০	৩।৯০	বাগেরাখালী।
...	১৫	১৬	১২৬	১২	১২	১২	৩।০	৩।১০	৩।০	ত্রিশপুর।
...	৮।	৮।	৮।	৮	৮	৮	৪।১০	৪।১০	৪।১০	{ চট্টগ্রামের নকসিরা প্রদেশ। দিপুরাণকর্ড
...	১৪	১৪	১২	১১	১১	১১	৩।০	৩।০	৩।০	

বেহার ।

...	118	118	১২	115	115	112	১10	১10	১01	101	15	101	৩৯0	৩৭	৩৭	পাটবা।
...	110	110	110	810	810	810	15	15	12	৩10	৩10	৩10	গয়া।
...	118	118	11৮- 11৮	৩10	৩10	৩10	12	12	121	৩10	৩10	৩10	শাহাবাদ।
1101	1911	51	1101	12৬০	51	115০	110৬০	11৫	৮1৬	৮1৬	81	1৩1	121	10	৩15	৩10	৩1০	দারভঙ্গা।
...	1৮	1৮	৮৫	115	115	11৫	৩10	৩10	৩10	12	12	12	৩10	৩10	৩10	যজ্ঞকপুর।
112	112	৬2	112	1151	৬2	112	1151	11৮	81	81	81	151	15	15	৩1০	৩1০	৩1০	সারগ।
...	12	110	11৬	151	15	151	৩1০	৩1০	৩1০	চাম্পারগ।
...	115	118০	৬৩11	11৩0	11৬	1191	৩1৬	৩1৬	৩1৬	121	121	12	৩১৬	৩১৬	৩১৬	মুজের।
...	1৮৬০	1৮৬০	৬০1	115০	110৬	11৫1	৩৬51	৩৬51	81১- 10	1211	1211	1211	৩৭	৩৭	৩১৬	ভাগলপুর।

১০। নবদহ মহকুমায় নবনের খুজরা পর টাকায় ১০ সের।

ন। মহাকৃষ্ণায় লবণের খুজরা দরটাকায় এই২।—বক্সারে ১৫। সেৱ এবং তবুয়ায় ১০। সেৱ।

য । ৬ ৬ ১—তাজপুরে ১১০ সের, ও মধুবনিত্তে ১১ সের ।

১। ঐ ঐ ।—দীতাকাটিতে ১০ সের এবং ছাজিপুরে ১০।১ সের।

ঘ২।

ঐ	ঐ	
—সেওয়ানে ১১ সের ও গোঁপালগঞ্জে ১২ সের।		

১৩। মকঃস্থলে লবণের খুজরা দর টাকার ১০ সের অথবা ১২ সের পর্য্যন্ত।

য৪। মহাকুমার লবনের খুজরা দর টাকার এই২।—বেগমরাইয়ে ১১ সের ও জমুইয়ে ১২ সের।

৮৫। ঙ ঙ ১—বীকার ১২ সের, মধাপুরার ১০ সের ও সুপোলে ১১ সের।

[গণপদ্যম্ভে গেম্ভে ১৮৮৪ ১৭ জুন।]

৮০ ডোমার সেরের হিসাবে

[illegible]

দেহাং ।

	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫
৩৭	পূর্ণিমা	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
৩৮	অশ্বিন	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭
৩৯	কৃষ্ণা	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮

ਦੇਵਿਸ਼. ॥

৩৬	কটক	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০
৩৭	গুণী	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০
৩৮	বটল	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০

८५६ = ११५४

ନିମ୍ନ-ସଂଖ୍ୟା-ନିକଟ-ର-ଅଞ୍ଜଳି ।

	সং	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
১. কলিকাতা	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১
২. মেসার্স ডাবল	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২
৩. সিংহভূম	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩
৪. মণিপুর	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪

- মহাশয় সান্দ্রা চাঁউসের গুজরা দর টাকায় ১৯। সেব অবধি ৮০৮/ সেব পর্যন্ত।
 ম. ১। মহাকুমার বনের গুজরা দর টাকায় ৪২।—কৃষ্ণগঞ্জে ১০ সেব, ও অরিয়ন মহাকুমার অন্তর্গত রাণীগঞ্জে ১১ সেব।
 ম. ৭। ঐ ঐ —দেওঘরে ১০ সেব, রাজমহলে ১১ সেব এবং গন্ডার ১২ সেব।
 ম. ৮। খন্দক মহাকুমার বনের গুজরা দর টাকায় ৬ সেব।

कलकता

• ૭૪ • મંત્રી, ૨ ડ્યુન ।

টাকায় বত পাওয়া যায়।

৪০ শেরের মনের
খোঁকে বিক্রয়ের দর।

রাগী বা মাকওয়ার ওচীয়া।		অবেরা।		ছোলা।		আলামিকার্ত।		সবণ।		সবণ।		কিল।	
এই সপ্তাহের রিটন	ইহার পূর্ক সপ্তাহের রিটন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটন	এই সপ্তাহের রিটন	ইহার পূর্ক সপ্তাহের রিটন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটন	এই সপ্তাহের রিটন	ইহার পূর্ক সপ্তাহের রিটন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটন	এই সপ্তাহের রিটন	ইহার পূর্ক সপ্তাহের রিটন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটন	এই সপ্তাহের রিটন	ইহার পূর্ক সপ্তাহের রিটন

বেহার।

সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	
...	৩১৬০	৩১৬০	...	পূর্ণিমা।
...	৩১০	৩১০	৩১০	মালদহ।
...	৩৬০০	৩৬০	...	সাঁওতাল পরগণা।

উড়িষ্যা।

টাকা	টাকা	টাকা
৫৬	১৫৬	১৩০	কটক।
...	পুন্ড্রী
...	বালেশ্বর।

ছোট নাগপুর।

দক্ষিণ-পশ্চিমাপ্রদেশের এজেন্ট।

...
১১	১১	১০	৮	৮	১০	১৭	১১	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	হাজিরাগা।
১১	১১	১০	৮	৮	১০	১৭	১১	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	লোহা-ডগা।
...	সিংহভূম
...	হামিভূম

য৯। উক্তকে লবণের খুজরা ১৮ টাকায় ৮ সের।

য১০। চাক্রা ও খরকদিহার লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের।

য১১। পালিমাণে মহকুমার অন্তর্গত দাঁতনগঞ্জে লবণের খুজরা দর টাকায় ৮১১ সের।

য১২। রত্ননাথপুরে লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের ও গোবিন্দপুরে ১২ সের।

সাধারণের অবগতার্থে প্রকাশ করা গেল।

ই. এন. বেকার,

প্রজন্মের প্রধানমন্ত্রীর একটি সেক্রেটারী

বঙ্গদেশের নিম্নলিখিত সকল গঞ্জে ১৮৮৪ সালের মে মাসের ৩১ তারিখের পূর্ব

ক্রমিক সংখ্যা	স্থান।	৪০ সেরের														
		গহ।			বর।			তাল চাউন।			সাদাচা চাউন।			কচু ও বাজরা।		
		এই সস্তায়ে রিটন	ইহার পূর্ব সস্তায়ে রিটন	গত বৎসরের এই সস্তায়ে রিটন	এই সস্তায়ে রিটন	ইহার পূর্ব সস্তায়ে রিটন	গত বৎসরের এই সস্তায়ে রিটন	এই সস্তায়ে রিটন	ইহার পূর্ব সস্তায়ে রিটন	গত বৎসরের এই সস্তায়ে রিটন	এই সস্তায়ে রিটন	ইহার পূর্ব সস্তায়ে রিটন	গত বৎসরের এই সস্তায়ে রিটন	এই সস্তায়ে রিটন	ইহার পূর্ব সস্তায়ে রিটন	গত বৎসরের এই সস্তায়ে রিটন
১	কলিকাতা ...	২।০	২।০	২।০	২।০	২।০	২।০	৪।০	৪।০	৩।০	৩।০	২।০	২।০	২।০	২।০	২।০
২	শেরাজগঞ্জ ...	২।০	২।০	২।০	৩।০	৪।০	৪।০	২।০	২।০	২।০
৩	চাঁকা ...	২।০	২।০	২।০	২।০	২।০	২।০	৩।০	৩।০	২।০	২।০	২।০	২।০
৪	বারানগঞ্জ	২।০	২।০	২।০	২।০	২।০	২।০
৫	চট্টগ্রাম ...	৩।০	৩।০	৩।০	৩।০	৩।০	২।০	২।০	২।০	২।০
৬	পাটখাড়ি ...	২।০	২।০	২।০	২।০	২।০	২।০	৩।০	৩।০	২।০	২।০	২।০	২।০
৭	বালেশ্বর ...	২।০	২।০	২।০	৩।০	৩।০	...	৩।০	২।০	২।০	২।০	২।০	২।০
৮	পুরী	২।০	২।০	২।০
৯	কটক ...	২।০	২।০	৩।০	৩।০	৩।০	২।০	২।০	২।০	২।০

কলিকাতা,
১৮৮৪ সাল ২ জুন।

জিলা হুগলি — জমিদারি বিক্রয়ের উদ্ভাৱ কাছাৰি কালেক্টরী জিলা হুগলি।

সন ১৮৫৯ সালের ১৮ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান বাইতেছে যে জিলা হুগলির অনর্গত নিম্নলিখিত মহাল সন ১৮৮৪। ২৮ মার্চ তারিখের প্রাপ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাঁহা আদায় নিমিত্তে সন ১৮৮৪। ১৯ জুন মোতাবেক বাঁকীনা ১৯২১ সালের ৬ আর্ষাৎ রুহস্বাতিবার দিবসে হুগলির কালেক্টরী কাছাৰিতে একাংশ নীলামে বিক্রয় হইবে উক্ত সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ৫ যে।

মহাল — নাম।	মহাল ও পরগ- নার নাম।	বাকীদার বালিকের নাম।	সদর জমা ডাইন।	বাকীর পরিমাণ।	টেকিয়ং। ✓
৯	এখ. প্রাণী ইন্ডুপুরারি বন্দ- বস্তী মহাল। দৌলতপুর পঃ পাড়া।	সৈয়দ ফজলে রহমান ওরফে আল্লা- রাখা দিগর। বাদ গজাধর কর মোজা সিঙলা তে- সামিল পটী বাগান ডাঙ্গা ও মির- পাড়া বকম ১/২১। আনার সদর জমা এঃ কুমারকুমারী দাসী ১৫১০ বিঘা জমির জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাকী সৈয়দ ফজলে রহমান ওরফে আল্লা রাখা দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	১১৩২২২ ৪২৫৫০ ৫১০ ৪৮৫০		
১০	এ রাধাকান্তবাটী পঃ পাড়া।	কছিমদৌ মিল্লী দিগর ... বাদ হাজি আছালদৌ মিল্লী ৫০৫১ বিঘা জমির জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাকী কছিমদৌ মিল্লী দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৬২৪১১১১ ২৪৫৫০ ৫২৯৫/১১	১২২১১/১	এই বাকীর জমা এই অংশ নী- লাম হইবেক।
১১	এ বসন্তপুর পঃ ভূরশীটে।	সেখ হাফেজদৌল আহাম্মদ দিগর সদর জমা। এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল নাওয়ালগের তরফ শরতকুমারী দাসী বকম ১১/০ আনাকে বোল আনা করিয়া তাহার বকম ১৪ আনার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	১১০৮৫ ২৪২৪১/৬	৪২৯১/৬	এই বাকীর জমা এই অংশ নীলাম হইবেক।
১২	এ মণ্ডলঘাট পঃ মণ্ডলঘাট।	দুর্গাচরণ লাহা দিগর ... এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল নাওয়ালগের তরফ শরতকুমারী দাসী ৫১:১৪ আনার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	২২৩৭৯৮৫ (৮) ৩৮০৯/১	১২২৬০২	এই বাকীর জমা এই অংশ নী- লাম হইবেক।
১৩	এ সাঁখশালি পঃ বালিয়া।	সোহর মুখোপাধ্যায় দিগর ... এই মহালের মধ্যে কালিদাস দেব মেনোয়ার ইষ্টেট গিফ্তানাথ বায়চৌধুরী দিগর বকম ১/১২ আনার সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	১০১৪৮৮ ১০১৪৫/০	৫০	এই বাকীর জমা এই অংশ নী- লাম হইবেক।

সদর সংখ্যা।	মহাল ও পর- গনার নাম।	বাকীদার দালিকের নাম।	সদর জমার ডাইন।	বাকীর পরিমাণ।	টেকিয়াং।
৫৫	এখম শ্রেণী ইন্তমুরারি বন্দ- বস্তী মহাল।	মহুনাথ ধলাং দিগর ...	৫৮১০/২	৩৫১০	
৫৬	চাপাহাটি পং পাণ্ডুরা।	মহুনাথ ধলাং দিগর ...	৬০৬১/২	১১৩১১০৩	
৫৯	এ বাখালডিকি পং পাণ্ডুরা।	সৈয়দ আবল মজফর দিগর ... বাম অভ্যুতরণ মন্দী রকম ১১৪৬ আনার সদর জমা এঃ উপেক্ষারায়ণ মন্দী দিগর রকম ১১৪৬ আনার জমা বিঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাকী সৈয়দ আবল মজফর দিগর ... ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৭২২৫/১ ২১৪/০ ২১৪/০ ৪২৮০	৩০৪	এই বাকীর জমা এই অংশ নী- লাম হইবেক।
৬২	এ রাখজালাল পং মণ্ডলঘাট।	কানাইলাল নীল দিগর ... এই মহালের মধ্যে মানিকলাল নীল নাথালগের তরফ শরৎকুমারী দাসী রকম ১৫ আনার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	১৯৩৭৪৫২। ২৭২৫১/০	৯৩২/০	এই বাকীর জমা এই অংশ নী- লাম হইবেক।
৬৭	এ গুড়বাড়ী পং চৌমুহা।	গিরিশচন্দ্র সিংহ রায় দিগর ... এই মহালের মধ্যে গোপালচন্দ্র ঘোষ গুড়বাড়ী ও হরিরামপুর ২ মোজার ঘোষজালা সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	২৬৯৫৫৬ ৬৯২০৯	৪৭২০৯	এই বাকীর জমা এই অংশ নী- লাম হইবেক।
৭০	এ সেরপুর পং বালিয়া।	মেধ কাদেরবকস দিগর ... এই মহালের মধ্যে মানিকলাল নীল নাথালগের তরফ শরৎকুমারী দাসী রকম ১১/ আনার সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	১০৩৯১১৫৯ ৫৮৪৫৫৬।	২০১৩১/৯	এই বাকীর জমা এই অংশ নী- লাম হইবেক।
১১০	এ খালড় পং খালড়।	রাণী লালমণি দিগর ... বাম লালমোহন সিংহ ও নগেন্দ্র- বালা দাসী রকম ৫০ আনার সদর জমা উদয়চাঁদ মুখোপাধ্যায় রকম /০ আনার সদর জমা রাণী এখমনাথ রায় বাছাচুর রকম ৫০ আনার সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাকী রাণী লালমণি রকম /০ আনার সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	১০৩৯০১১৬ ৭৭৯৩ ৬৪৯১৬ ১২৯৮৫/০ ৯৭৪১০ ৬৪৯১৬	১৭১১১৬	এই বাকীর জমা এই অংশ নী- লাম হইবেক।

সদর জমার নাম	মহাল ও পরগণা নাম	বাকীদার মালিকের নাম	সদর জমার তাইন	বাকী পরিমাণ	কৈফিয়ত
১১৭	প্রথম প্রেনী ই- সুমুরারি বন্দ- বস্তী মহল। বাজুহাট পঃ খোশালপুর।	জীবনকৃষ্ণ গোস্বামী দিগর ... বাদ কানন্দনন্দী দেবী একত্বিকিউট ইফেট বন্দানন্দ রায় রকম ১/০ আনা সদর জমা ৮২৮৯ বন্দোপাধ্যায় কিসমত নশিব- পুর ও বৈদ্যবাটী ও অভিরামবাটী তিন নৌজার রকম ১/০ আনার মধ্যে ৭/০ আনা সদর জমা। প্রমাদদাস গোস্বামী রকম ৭৯। = আনার জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাকী জীবনকৃষ্ণ গোস্বামী দিগর সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৭২৬৮৩ ২২৬৮০ ৮২৭০ ১৫১১০ ৪৬০১/০ ২৬৫১১১০	৩:০/০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক।
১১৮	মল্লিকহাটী পঃ বোর।	প্রমাদ দাস গোস্বামী দিগর ... বাদ রাধিকাপ্রমাদ গোস্বামী দিগর রকম ১০ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাকী প্রমাদদাস গোস্বামী দিগর রকম ৮০ আনা জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	২৯৬৮২ ৭২২ ২২২৬৮৩	১৬৯১/৪	এই বাকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক।
১১৯	চাতরাবাদে পঃ বোর।	রামানন্দ লাহিড়ি দিগর ... বাদ রামানন্দরী দেবী রকম ৮১০ আনার সদর জমা। নিমচাঁদ লাহিড়ি রকম ১১:৮ আনা সদর জমা। দিননাথ চৌধুরী রায় ১০৭/১০ আনা সদর জমা। কাকাল মথোপাধ্যায় রকম ১:৮১ আনার সদর জমা। কালিকানন্দ পাল দিগর রকম ১:৮০ গণ্ডা সদর জমা। লালজী চৌধুরী, বাদে চাতরা বাস- দেপুত, বেলেড ও নৌজার রকম ১:৮১০ আনার সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাকী রামানন্দ লাহিড়ি দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৭৪০১/৫ ১৮৯/০ ৬৬ ৫১৮০ ৮৮১/০ ৩১৮০ ১২৭৮০ ৫১৮ ২২৫১/৫	৭৮/০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক।
২০৩৪	মোদামি বন্দ- বস্ত। মুলতানপুর পঃ পাটমহল।	অমৃতলাল মেন দিগর ... বাদ পূর্ণচন্দ্র রায় রকম ১১০ আনা সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৯২৯০ ৪৬৮১/৬ ৪১৮১১		

সাল নং ।	মহাল ও পরগ- নার নাম ।	বাঁকীদার মালিকের নাম ।	সদর জমার ভাইন ।	বাঁকীর পরিমাণ ।	টেকিফ ।
২১৫৮	মোদামিবন্দবস্ত অনুর্কপুর চাক- রানপাং মিলতর	বাঁকী অমৃতলাল সেন দিগর রকম ১১০ আনা সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই । মানিকলাল শীল নাথালগের তরফ শরতকুমারী দাসী দিগর । বাদ কানাইলাল শীল রকম ১১/২ আনার জমা এঃ গোবিন্দলাল শীল রকম ১৪ আনা জমা বিঃ । ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।	৪৬৪১/৬ রোড ফণ্ড ৪১১৮৪১ ৬৫৬১৬৫ ৩৯৩৬২/০ ১৩১১/০ ৫২৫৬০	২১০	এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক ।
৩৬৩৩	প্রথম শ্রেণী উ- স্তুরারি বন্দ- বস্তী মহাল । ছুটিপুরের সা- মিল অমর- পুর পাং ছুটি- পুর ।	বাঁকী মানিকলাল শীল নাথালগের তরফ শরতকুমারী দাসী ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই । মুনাথ ঘোষ দিগ এই মহালের মধ্যে পূর্ণেন্দ্র দেব রায় ১০ আনাকে ঘোল আনা করিয়া তাঁহার রকম ১/৬১১ = আনার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।	১৩১৬২ ১০৬১৮ ৫৮৬৬০	৪০১৬০ ১৬৬০	এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক । এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক ।
৩৬৩৭	জোলকুল পাং ছুটিপুর ।	চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দিগর ...	৫১০১১৬৭	৯২৬৬/৩	
৩৮৪২	মামদপুর বাটকে পাং ছুটিপুর ।	মতুনাথ দে দিগর ... এই মহালের মধ্যে অবিনাশচন্দ্র পাল রকম ১০ আনা জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।	৮২৩৬২/১১ ১৫৪১১০	৩৯৬/৬	এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক ।
৩৯২০	মোদামিবন্দবস্ত হাওড়াচর পাং বোর ।	রাণী লালনমণি দিগর ... বাদ ব্রজনাথ জামানি রকম ১/ আনা সদর জমা । ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।	৭২৬৮৮ ২২৭/০		
৪০৮৬	প্রথম শ্রেণী উ- স্তুরারি বন্দ- বস্তী মহাল । গোবিন্দপুর পাং আহানাবাদ ।	বাঁকী রাণী লালনমণি দিগর রকম ১১০ আনা সদর জমা । ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই । মানিকলাল শীল নাথালগের তরফ শরতকুমারী দাসী ।	৫৯৯৬৮ ১০৪০৭৭	৬২১৬০ ৩৫২৬৬৯	এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক ।
১৭৯১	মোদামিবন্দবস্ত গুণ্ডিপাড়াচর পাং মণ্ডলখাট ।	কালিদাস দেব মেনেন্দ্রের জানবে গিরিজানাথ রায়চৌধুরী দিগর । এই মহালের মধ্যে রকম ১৬৮ আনার মালিক ভগ্নাংশীরায়ে সেন সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে । রকম ১২ আনার মালিক অমৃতনাথ সেন সদর জমা । ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই ।	৭৬৫৭ ০০৬৭ ৭৬১০	১৮ মাঠ কি স্তীর বাঁকী ১০৪১৬৩ ১০ জামুয়া কীস্তীর ৮৯১১ ৬ ১৯৩৬৬৯ ২৮ মাঠ কীস্তীর ২৬/৯ ১২ জামুয়ার ১০১৬৩ ৪৮১১৩	এই অংশ ১৮৮৪ । ২৪ মাঠ নীলাম হওয়ায় খরিদার কেবল বায়নার টাকা দিয়া মব- শিষ্ট টাকা না দেওয়ার এ বাই- নার টাকা জমা করা গিয়াছে তজ্জ- ন্য এ প্রথম খরি- দারের দায়িত্বে ও মুক্তি এই অংশ পুনরায় নীলাম হইবেক ।

জিলা মুরশিদাবাদ।

ইজ্জতাবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১ ধারামতে জিলা মুরশিদাবাদ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত মাফাফ সন ১২৯০ সালের ৩৭ কিস্তী কালগুনের বাকী রাজস্ব আদায় সন ১৮৮৪ সালের ২৪ জুন মোতাবেক সন ১২৯১ সালের ১১ আশাঢ় মঙ্গলবার দিন মুরশিদাবাদের কালেক্টরী বাছারিতে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ১৭ আশ্বিন।

শ্রেণীর নং।	মাফাফের প্রকার।	ভৌমিক নং।	নাম ও মহাল পরগনা।	নাম ভালুকদার।	সময়কর্ম।	বৈশিষ্ট্য।
১	প্রথম শ্রেণীর মাফাল	৪৪	ভরক কানুজ পাটাবার- বকপুর।	কৃষ্ণকির রায় কল্যাণসু রায় গোপীকান্ত রায় প্রভা- বতী দামা। নীতা আলি কৃষ্ণপ্রসাদ রায় লাবালগ।	১২৯৪।০৭	এই মাফাল মধ্যে প্রভাবতী দামা ও কল্যাণসু রায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনা বাবে কৃষ্ণকির রায় ও গোপীকান্ত রায়ের একমালী অংশ ১০ আনার কাজ সময়কর্ম ১২৪৭।৪ টাকা নীলাম হইবেক। বাকী ৭১৬৮।০ টাকা।
২	ঐ	৪৪	ভরক কানুজ পাটাবার- বকপুর।	ঐ	১২৯৪।০৭	এই মাফাল মধ্যে প্রভাবতী দামার পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনা ও কৃষ্ণকির রায় গোপীকান্ত রায়ের একমালী অংশ ১০ আনা বাবে কল্যাণসু রায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনার কাজ সময় কর্ম ১২৪৭।৪ টাকা নীলাম হইবেক। বাকী ৭১৬৮।০ টাকা।
৩	ঐ	৩৭	হুদা গোপালপুর পং- পলাশী।	রায় মেতাবতী দামার বাহাদুর	১২৯২।১০	রাজস্বের বাকী ৬৬০৮।১১ টাকার জন্য সময়কর্ম মাহাল নীলাম হইবেক।
৪	ঐ	২২৯	কিসমত মোজাপাটু- ডুইশ পরগনায় বার- বক সিংহ।	হিরালাল চৌধুরী বামলাস চৌধুরী অধিনীকুমার মুস্তফী বটুকনাথ মুস্তফী হারামন গোশ্বামী।	১২৯১।১১	সরকারী বাকী রাজস্ব ৪৫।১০ টাকার জন্য সময়কর্ম মাফাল নীলাম হইবে।

২৩৩	৬	উরুফ পাউনিয়াড় পরগণে ব্রাজপুর্।	২৩৩	১৬৫৫৮/১	সরকারি বাকী রাজস্ব ৩৬১১১৬ টাকা। নাহাল নীলাম হইবেক।
২৭৩	৬	কিসমত পরগণে বার- বক সিংহ পং বার- বক সিংহ।	২৭৩	২১০৫১/১	এই মাঠাল মধ্যে মোলবি জিয়াওর রহমান রাহিমিয়া বিবি বাকী বিবি হিরালাল রামনগর চৌধুরী ও রাধা- বিনন্দ চৌধুরী ও রামনুসিংহ মুন্ডকী ও মাধবচন্দ্র চৌধুরীর পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ৮/৭/১১। উপ ৪ তিলের কাত সদরজমা ৪৪৭০২ টাকা বোলে রানীগো- পাল চৌধুরী মিগরের এজদালী অংশ ৫২২ গোড়া ৪।। উপ ১৬ তিলের কাত সদরজমা ১৬৫৮১১ টাকা নীলাম হইবেক। বাকী রাজস্ব ৬৯৫৮২ টাকা।
৪০৭	৬	মৌজে রামবাণী পং ফতেসিংহ।	৪০৭	৬১৭/৬	এই মাঠাল মধ্যে সাতকড়ী ঘোষ মজুমদার মিগরের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ বোলে হিরালাল আমিন সিং- রের এজদালী অংশ ১৫৮৮ তিলের কাত সদর জমা ১৭৩৫০/১১ টাকা। নীলাম হইবেক বাকী রাজস্ব ১৯৫৫ পাই।

সাতকড়ী ঘোষ মজুমদার মির ইজ্জত ন্যায্য জগেষ্ঠি-
হারী খুদিরাম হিরালাল আর্থনিক মহারাজা জগনীন্দ্র
বনওয়ারি গোবিন্দ বাহাদুর সেবাইত কিশোরী জিউ
দেব ঠাকুর মির মহামুদ নেয়াজ রাইরদিগী দাসী
জাহেদাবিবি দীনবন্ধু দাস কুঞ্চন দাস রামভারন
দাস রায় বৈক্যাসকামিনী দেব্যা চন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
মণীপ্রসাদ ঘোষ নাবালগের জনিমাতা লক্ষ্মেশ্বরী
দাসী রামেশ্বর বৈক্যাপাধ্যায় স্বরং দানাজার পক্ষে
কালীচাঁদ ছবি কেশ রামলাল রাধাগোবিন্দ বৈক্য-
পাধ্যায় সেবাইত ৮ গোপাল দেব ঠাকুর।

ক্রমিক নম্বর।	বহাল্পেদ প্রকার।	ভৌগোলিক নাম।	নাম ভাষিকান।	সদন জমা।	কৈফিয়ত।
৮	প্রথম শ্রেণীর মহাল।	৪৩৬	কিসমত পরগনাসাহা- জাতিপুত্র পং ফাঁদা- জাতিপুত্র।	৩৩৬৫।৭	এই মহাল মধ্যে মন্মথস্বামী দাসগার ও কামনা কিস্কর মুখোপাধ্যায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ বাদে গোপেশ্বর সেন দিগবেরের একমালী অংশ ১৮২২ গোপার কাত সদর জমা ২০৯৪/১০ টাকা লীলাও হইবেক।
৯	ঐ	৪৪১	কিসমত পরগনাসাহা- খালী পরগনাসাহা- খালী।	৬৬৭৬।২	রাজেশ্বর বাকী ৭২৬।১১ এই মহাল মধ্যে গঙ্গাধর দৌরচন্দ্র চৌধুরীর পৃথক করিয়া লওয়া অংশ বাদে আনান্দচন্দ্র দাসগার দিগবেরের এক- মালী অংশ ৬/১৮/০ কাত সদর জমা ৫৫৬।১১ টাকা লীলাও হইবেক।
১০	ঐ	৫০৮	ভিহি জাতিহা সেরপুত্র।	৩৪৫২।৮/- ১১ পুলিস ২৬।৮ ৩৪৭৮।৭	রাজেশ্বর বাকী ১৩ আনা। এই মহাল মধ্যে থাকমণি দাসগার দিগবেরের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনা বাদে চন্দ্রমোহিনী দাসগার এক- মালী অংশ ১১ আনার কাত সদর জমা ১৭২৬।০ টাকা ও পুলিস ১০৮ টাকা লীলাও হইবেক। বাকী ... ৫৭৪।০ পুলিস ... ৩।১০ ৫৭৭।৮০
১১	ঐ	৫৩৩	কিং পং উজিরদাস পং উজিরদাস	১৮৩১।৬	এই মহাল মধ্যে ষাটিকানথ সেনের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১২৬৩ সেরপুত্র সদর জমা ৪৭১।১০ টাকা লীলাও হইবেক বাকী ২৮।৭ টাকা।

১২ এই নতুন মঠে; হারানী, চৌধুরানী, জলিমাড়া, মাল-
রহী সত্যচরণ, শ্যামচৌধুরী, পুথক, কদ্রিমা, লত্যা, জংশন
১১ গোণ্ডা, বাগেচাকুজ, শ্রুতিগরে, এতানী, জংশন
১০ গোণ্ডা, রকাত মসজিদ, ১৯১৬/৫ টাকা নীলাম
হইবেক।
বাকী ... ১০ গাই।

১৩ বিজয় (অগীর)
মহাল
৫৫৮ চরণগাঁও পং মস-
খালী
৭০৭/১
ব্রাহ্মণ বাকী ১৮৬/১০ টাকার জন্য সমুদয় মহাল
নীলাম হইবেক।

১৪ প্রথম যোগীর মহাল
২৭৪০ কিং তরক হোসেন-
পুর পং আমদ নগর
১১৫৬/৯
১২৯০ সালের লং অগ্রহায়ণ তলাবেব বাবস্বর বাকী
১৫৯৭ টাকার জন্য সমুদয় মহাল নীলাম হইবেক।

১৫ প্রথম যোগীর মহাল
২৭৭৯ তরক কাণাই পাড়া
পং আমদ নগর
১০৪২/৫
১২৯০ সালের লং ফালগুনের বাবস্বর বাকী ১১৫৬/৯
টাকার জন্য সমুদয় মহাল নীলাম হইবেক।

BRINAMPORE,
The 19th May 1884

J. C. VERNER,
Offg. Collector.

জিলা খুলনা।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাইতেছে যে এই খুলনীর জিলাস্থ নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৩। ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ কিস্তির সরকারী বাকী-বাকী আদার জন্য আগামি ২৩ জুন মোতাবেক ১২৯১ সালের ১০ অষাঢ় তারিখ সোমবার এই কালেক্টরীর কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য লীলামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪।

ক্রমিক নম্বর।	মহাল ও পর- গনার নাম।	মালিকের নাম।	ঘোট সদর জমা।	যে অংশ বিক্রী হইবে।	রাকী পড়া অংশের সদর জমা।	১৮৮৩। ৮৪ সালের মার্চ কিস্তির বাকী।
৬	পরগনে আগর- পাড়া কিলমড আগরপাড়া।	গোবিন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী দিগর।	১৩৬২।৬	১৮৫৯ সালের ১১ আই- নের ১০ ধারা অনুসারে স্বতন্ত্র হিসাবের ১ হি- স্যা মুরেশ্বনাথ রায় চৌধুরী দিগর রকম ৬/ আনা।	১৩৬২।২	৩।০
২৮	পং হিলকি কিং রাজমোহন রায় চৌধুরী কেড়াগ ছি।	...	৫৮৩।৫	সম্পূর্ণ মহাল ...	৫৮৩।৫	১৭৩।৩৫
২৯	পং খলিসখালি কৈলাসকাশিনী দেব্যা কিং খলিসখালি দিগর।	...	৮৯৭।১১	২ ...	৮৯৭।১১	১৩০।১১
৩৪	পং হিলকি কিং মুরেশ্বনাথ রায় চৌধুরী গন্ধারপুর।	দিগর।	১২৬।১৪	৫ হিস্যা আনন্দমোহন বোম্ব রকম ১২ গণ্ড।	১২৬।০	৩৩।১১
৬৭	পং তালিবপুর কিং গং বিলমোহন বসু দি- তালিবপুর।	গব।	৫৩২।৬	১ হিস্যা ...	৪৭৪।১	১১৩।৫
৭২	পং দাতিয়া কিং চন্দ্রকুমার রায় দিগর ... দাতিয়া।	...	৪৭৩২২।৬।	সম্পূর্ণ মহাল ...	৪৭৩২২।৬।	১২০।৭২।
১০৮	পং বুড়ুন কিং দুর্গাচরণ লাহা দিগর ... বারুলিয়া।	...	৫১১৫।১	৩ হিস্যা মুন্সী আশা- বদীন আহমদ রকম ১২ গণ্ড।	৫১১।০	৩৫
১১১	পং বাজিতপুর লোকনাথ ডাঙ্গ চৌধুরী কিং বাজিতপুর।	দিগর।	২১২১।১১	২ হিস্যা লোকনাথ ডাঙ্গ চৌধুরী রকম ১৮৫৫ দণ্ডি।	৫৮২।৮	১১।৩
১২৫	পং বুড়ুন কিং থাকমণি চৌধুরাণী দিগর বৈকানি।	...	৭১২।৭১১	সম্পূর্ণ মহাল ...	৭১২।৭১১	৩১।৭১
১২৭	পং তালুকা কিং রাজকুমার বোম্ব দিগর ... তালুকা।	...	১৪৪৩৭।৮	১ হিস্যা ঘোষেরউল্লা চৌধুরী দিগর রকম ১৩৮৫/১১/১৫	৮৫০।৮	২৫৫।৭।
এ	এ	এ	এ	১৮৫৯ সালে ১১ আই- নের ১০ ধারানুযায়ী স্বতন্ত্র হিসাবের ২১ হিস্যারকম ১৭১২ ডিল কৈলাসচন্দ্র সরকার দিগর।	২০।৭	৭।৮
১৩২	পং বুড়ুন কিং দুর্গাচরণ লাহা দিগর ... তাউড়িয়া।	...	২০৩২২।৩	২ হিস্যা রং। ১০ আনা ...	১০১৩১।২	৩৫৫
১৩৩	পং মলই কিং পার্শ্বনাথ রায় চৌধুরী মলই।	দিগর।	২২২৭২।১১।	২ হিস্যা মুরেশ্বনাথ রায়- চৌধুরী দিগর।	২২২৭।৩	৮৭৬।৭৮
১৫২	পং মর্পাজপুর জুবনমোহন মজুমদার কিং বামডাঙ্গা।	দিগর।	৫৪২৫।৮	১ হিস্যা জুবনমোহন মজুমদার ২৭। ১০ আনা।	১৩৭।৩৫	৩১।০।
১৫৬	পং সুরেন্দ্রন কিং জাহ্নবী সরদার দিগর ১৫৫ নং সাট আস্থানি রমজান নগর।	...	১৮৮৪।	সম্পূর্ণ মহাল ...	১৮৮৪।	১৪০০।৩
১৬১	পং মলই কিং হা- জরাকাঠি।	পার্শ্বনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	৮২০।১০	৪ হিস্যা মুরেশ্বনাথ রায় চৌধুরী দিগর লাং সাউথিয়া।	৮২।৫	৩২৭।০।

KHOOLNA COLLECTOR'S OFFICE,

The 6th May 1884.

F. H. BARROW,

Offg. Collector.

জিলা ময়মনসিংহ।

বাকী খাজানার জাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্ভার দেওয়া বাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামুসারে ১৮৬৮। ৭ আইনমতে জেলা ময়মনসিংহের মদ্যবর্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের লাগারেদ ২৮ দীর্ঘ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আট্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪। ২১ জুলাই মোং ১২৯১। ৭ জীবন সোমবার তারিখে এই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে দিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে।

নং ভৌজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।	টকফিরৎ।
১২ নং	পং আদীয়া জমিদারি হিস্যা ১০ আনা ১৮৫৯। ১১ আইনমতে ধারিক বাদে একমালি।	ডগবাবচন্দ্র রায় চৌধুরী গরুরহ।	২৪৭/৪	•	•
৫	এ ১৮৫৯। ১১ আইনমতে ১০ ধারা-মতে উক্ত ১০ আনা মধ্যে হিস্যা ৭ গণ্ডা।	মরিরচন্দ্র মজুমদার ...	২৪৫৫/১	•	•
৫	এ এ হিস্যা ১৬ ককা ...	নবাবআলি চৌধুরী গরুরহ।	৩১১/৮	•	•
৫	এ এ উক্ত ১০ আনা জমিদারি বোল আনা রকমে হিস্যা ১৭। গণ্ডা।	মিরিচন্দ্র রায় চৌধুরী গরুরহ।	১৪৮/৩	১২৫/৬	ধারিক হিস্যা নিলাম হইবেক।
২৬ নং	পং বড়বাড়ী জমিদারি হিস্যা ১০ আনা বোল আনা রকমে ১৮৫৯। ১১ আইনমতে বড়বাড়ী হিস্যা বাদে একমালি হিস্যা ১০। ৪ দীপ।	মৈনুদ হাসানজান গরুরহ ...	৪৪৬২/০	৭০৫৭	একমালিহিস্যা নিলাম হইবেক।
এ	এ হিস্যা ১৮। ১ দীপ ...	যেঃ কেরত সাহেব ...	৪৩৩/০	•	•
এ	এ হিস্যা ১০ গণ্ডা ...	খাজে এমারুত উল্লা চৌধুরী	৩২৪১। ০	১৪৩/৭	ধারিক হিস্যা নিলাম হইবেক।
৫	এ হিস্যা ১৮। ২ দীপ ...	করিমসেহা চৌধুরানী	৮৭২/৫	•	•

দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাল।

৫২২৮	পং গুখরিয়া চর আরজহাটী ও ঘেটা গরুরহ।	যেমচন্দ্র চৌধুরী গরুরহ ...	২০৫। ০ উয়েফন ১/০	১০। ০২ উয়েফন ৩/০	ঘেটা মহাল নিলাম হইবেক।
------	--------------------------------------	----------------------------	----------------------	----------------------	------------------------

The 30th May 1884.

E. G. GLAZIER,
Collector.

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

ভেঁজির নম্বর।	বায় মফািল ও পরিগণনা।	লিখিত ম সিরকাগের নাম।	মোট সদর কমা।	বাকী পরিমাণ।	মন্তব্য।
১৭ নং	অনুক্ষ পং বাগে(হাল)।	কুশনাথ দায়, কুমুদিনী দাস, জলি অছি জাহা গুরুদাস বিশাস, ও মজা, থ, জগদ্বাথী ও চন্দ্রকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত ও তিতাস্ত ও জাহা কান্ত ও দ্বারকা-বাস্ত ও সুর্যকান্ত ভট্টাচার্য ও লক্ষ্মী. গি দেবা। অসি. ম. ত। িনকড়ী দেবা। ও টেবলোকা সন্দরী দেবা। উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সর. ও ভারদ্বাং জাহা বিজয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মগাথনাথ মুখোপাধ্যায় ও দায় ধনপত সিংহ বাহাদুর অছি জাহা নাবালগ গেট গুপীন্দ বাহাদুর ও হামথব দায় ও মথু. নাথ জাহা পাল চৌধুরী ও শিবচন্দ্র পাল চৌধুরী. কয়. ও অছি ও সুনন্দী দায়. ও অছি জাহা জিশচন্দ্র. ধনকুয়, লিভেনোহন পাল নাবালগ, তিরানীন্দ, হিরালীল ও উমেশচন্দ্র পাল ও হেনওয়ারিলাল পাল নাবালগের অছি উমেশচন্দ্র পাল ও হামথব দেলিগিহা।	৮৬৭০১/৩ পু: ১১৬৭	১১০৫৩	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারানুসারে পৃথক হওয়া অংশ বাগে করাইতে হবে: ১৮৫৯/৬ পাটসদর পাই সদর ৪২৩ পাই পোলোঁস জাহা চন্দ্রকান্ত, লক্ষ্মী কান্ত, দিতিকান্ত, গজাকান্ত, ও দ্বারকা কান্ত ও উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্বয়ং ও তার িনকড়ী দেবা। ও টেবলোকা সন্দরী দেবা। অসি. ম. ত। িনকড়ী দেবা। ও টেবলোকা সন্দরী দেবা। উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মগাথনাথ মুখোপাধ্যায় ও গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও দায় ধনপত সিংহ বাহাদুর অছি জাহা নাবালগ গেট গুপীন্দ বাহাদুর, ও মথু. নাথ পাল চৌধুরী জাহা পাল চৌধুরী স্বয়ং ও অছি ও সুনন্দী দায়. ও অছি জাহা জিশচন্দ্র. ধনকুয়, লিভেনোহন পাল নাবালগ, তিরানীন্দ, হিরালীল ও উমেশচন্দ্র পাল ও হেনওয়ারিলাল পাল নাবালগের অছি উমেশচন্দ্র পাল, ও হামথব দেলিগিহা. বাগে ১৭১০ নং একদালী অংশ লিখা দায় এ অংশ বাকী পড়ায় উহাই নিলাম হইবেক।
১১৭ নং	ভিত্তি চণ্ডী পং পাছনৌর।	সুরেশচন্দ্র, শরচ্চন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, শতীশচন্দ্র মল্লিক নাবালগের জাহা. ত। হাজলক্ষ্মী দাস, চন্দ্রনাথ মল্লিক, কনাথনাথ দেব কহিমননো. দিবি ও শরচ্চন্দ্র দে চৌধুরী স্বয়ং ও অছি জাহা চক্চন্দ্র ও শিমুলচন্দ্র ও শূরচ্চন্দ্র দে চৌধুরী নাবালগের অছি িনালচন্দ্র হোথান, ও অনন্তদেব মুখোপাধ্যায় হরিজীবন আশিক ও সুরজনাথ, ও লে. সুনন্দ. ও দেলো. চন্দ্র পাল চৌধুরী ও মধু. তি দাস ও হোগে. চন্দ্র পাল চৌধুরী. অছি জাহা শতীশচন্দ্র ভরকে পাট পাল চৌধুরী ও সুরজনাথ পাল চৌধুরী ও শিবহোমিনী দাস। অছি জাহা জাহা. চন্দ্রনাথ, হরেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, বিজ্ঞাননাথ পাল চৌধুরী.	১০২৪৬০৮ পু: ১১০৮৪	১৪৫৮/১১	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারানুসারে পৃথক হওয়া অংশ বাগে করাইতে হবে: ১৮৫৯/৬ পাটসদর পাই সদর ৪২৩ পাই পোলোঁস জাহা চন্দ্রকান্ত ও অরচন্দ্র অক্ষয়চন্দ্র, শতীশচন্দ্র মল্লিক নাবালগের : নিমিত্ত। দা. চ. লক্ষ্মী দাসী ও চন্দ্রনাথ মল্লিক, কনাথনাথ. দ. ও অছি. সুরজী বিবর. বাগে ১৭১০ নং একদালী অংশ লিখা দায় এ অংশ বাকী পড়ায় উহাই নিলাম হইবেক।

১৫৪ নং	শ্রী. ডাক্তার পং তারাশঙ্কর	বামচরণ চৌধুরী ও গিরিবালা দেবী ও নারায়ণী দেবী ও ভুবনেশ্বর আচার্য্য ও কালীশ্রী দেবী ও হরগোপাল আচার্য্য ও হরমতন সাম্রাণ ও এঁগহরি সার্বা, জিহ্ম চৌধুরী, সীমবন্ধু চৌধুরী দীননাথ মুখোপাধ্যায়।	১২/০১/৮৫	১৫৪০ নং ১৫৮৬ ১৫৮৭ ১৫৮৮	১৮৫১ সালের ১১ আইনের ১০ ধারানুসারে পৃথক হওয়া অংশ বাদে অবশিষ্ট রঃ ৭৮১/ কাগ দাঁড় ৪৮১/১১ পাই সদর জমার দায়িত্ব চৌধুরী ও গিরিবালা দেবী ও নারায়ণী দেবী ও সীমবন্ধু চৌধুরী ও দীননাথ মুখোপাধ্যায় নামে ১৫৪০ নং ও পৃথক হওয়া অংশ রঃ ১৫৮৬ কাগ দাঁড় ১০১১ পাই সদর জমার এঁগহরি সাহার নামে ৫৪২ নং লেখা যায় এই অংশে বাকী পড়ায় উহা নিলাম হইবেক।
২০১ নং	এতদ্বাপুর পং পলাশী	রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও যতুনাথ চট্টোপাধ্যায় ও দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপা- ধ্যায় ও হরমতন ও ভবনেশ্বরী দেবী ও ব্রজেন্দ্রনাথ সার্বা ও রামধন ও রাধেশ্বর ও কালিদাস ও উচ্চরণ বঁ ও গিরিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।	৪/১৪/৮০ পূঃ ৪২১/৫	৫৮১১	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবেক।
২১৬ নং	গে বরা পলাশী।	মহারাজা জগদীশ দেবেন্দ্রনাথ গোল্ডবাহাদুর কৃষ্ণনাথ ধার ও কুমুদিনী দাসী অলি জাং ওকনাস বিধান রমকুম দেবেন্দ্রনাথ, হরিমোহন মল্লিক, প্রভৃতি দেবী রামধন বঁ, ও দাঁ মথুরা কালিদাস বঁ ও উচ্চরণ বঁ, নন্দনার মুখোপাধ্যায় ও শ্যামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ভূগপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ও গিরিবালা দেবী অলি মাতা উদ্ভাস অতরপদ বন্দ্যোপাধ্যায় নারায়ণ, চন্দ্রমণি দেবী।	২২/৫১/১১ পূঃ ২২/২	২১৬	১৮৫১ সালের ১১ আইনের ১০ ধারানুসারে পৃথক হওয়া অংশ বাদে অবশিষ্ট রঃ ১৮১/১১। তালিকা ১১৪/৪ পাই সদর ও ১৫৮৬ পাই পলিম জমার মহারাজা জগদীশ দেবেন্দ্রনাথ গোল্ডবাহাদুর ও রামকুম দেবেন্দ্রনাথ হরিমোহন মল্লিক, রামধন, উচ্চরণ বঁ, নন্দনার নামে ২১৬০ নং লেখা যায় এই অংশে বাকী পড়ায় উহা নিলাম হইবেক।
২২২ নং	খিজুলী পং বাহ- জোনা	কামিনীমুকুন্দী চৌধুরী, নরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী শোগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী ও নন্দনভদ্রনাথ চৌধুরী ও অহি জং মতিশঙ্কর ওরফে পঁচু পাং চৌধুরী ও নরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী ও শিরদেবী কনী দাসী চৌধু- রী অহি জাং ভবেন্দ্রনাথ হরেন্দ্রনাথ, ভবেন্দ্রনাথ, ও বিজ্ঞেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী ও নরেন্দ্রনাথ পাং চৌধুরী।	১১/৫/১০ পূঃ ১২১	১৮১১ পূঃ ৫১	১৮৫১ সালের ১১ আইনের ১০ ধারানুসারে পৃথক হওয়া অংশ বাদে অবশিষ্ট রঃ ১১০ আলা দাঁড় ৪৯১৫/১১ পাই সদর ও ৬১ টোকা পলিম জমার কামিনীমুকুন্দী চৌধুরী নামে ২২০১ নং লেখা যায় এই অংশে বাকী পড়ায় উহা নিলাম হইবেক।
৪৮০ নং	বাহনপ ডাং উপাধ্যায়	মহাশয় দেবেন্দ্রনাথ জং চৌধুরী গিরিজানাথ, চৌধুরী রাং চৌধুরী, হরেন্দ্রনাথ রাং চৌধুরী, পাকৌলানার বঁ চৌধুরী, নরেন- ্দ্রনাথ রাং চৌধুরী, অরেন্দ্রনাথ রাং চৌধুরী ভবেন্দ্রনাথ দেবী, ও দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী, অরেন্দ্রনাথ রাং চৌধুরী ভবেন্দ্রনাথ দেবী, ও অরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, অরেন্দ্রনাথ রাং চৌধুরী ভবেন্দ্রনাথ দেবী, ও অরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, অরেন্দ্রনাথ রাং চৌধুরী ভবেন্দ্রনাথ দেবী, ও	৪/৫/১১ পূঃ ৫৪১/৮	৪৮০ নং ১০৪৫/১১ ৪৮০/১১ ১৫১১/৮ পূঃ ৫৪১/০	১৮৫১ সালের ১১ আইনের ১০ ধারানুসারে পৃথক হওয়া অংশ বাদে অবশিষ্ট রঃ ১০৪ গড়া বঁ ১০২০১৫ পাই সদর ১৫৮৬ পাই পলিম জমার রমেশ্বর মুখোপাধ্যায় অরেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও উচ্চরণ, হোগেন্দ্রনাথ, অরেন্দ্র- নাথ, হোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও উচ্চরণ, হোগেন্দ্রনাথ দাসী ১৫১১ নং ও পৃথক হওয়া অংশ ১৫৮৬/১২ গড়া বঁ ৫৫১০ টোকা সদর ও ১০৪ পাই পলিম জমার রমেশ্বর লাল ও চৌধুরী নামে ৪৮২ নং লেখা যায় এই অংশে বাকী পড়ায় উহা নিলাম হইবেক।

ডোজির নম্বর।	নাম মহাল ও পতন।	লিখিত মালিকের নাম।	গোষ্ঠী সমর জমা।	বাকী পরিমাণ।	মন্তব্য।
৪৭৬ নং	শান্তনগর ৭২ ডা- জপুর।	হুদাঙ্গনি দাসী আলি মাসরে লাবালক জুনাঙ্গিলি শ্বাস, হরনীধর বিশ্বাল বৈষ্ণবী দেবী, অনিমুখী দেবী, শ্রীমুচ্য চক্রবর্তী ও সঙ্কল্পলা দেবী শাবনাসুন্দরী দেবী আলি মালার শাবনালার দ্বার লাবালক প্রিয়নাথ কুতু, জিনাথ বন্দোপাধ্যায়, সৃষ্টিধর জোরাক্দার।	১২০১৫৭/১২	১১৫৭০	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে পৃথক হওয়া বাকী অবশিষ্ট ২:১০০ আনা যাচাই ১৮৫৮/৪ পাট টাক। সমর জমার গারান্টি দেবী ও শাবনাসুন্দরী দেবী কলি মাসরে শাবনালার দ্বার লাবালক, প্রিয়নাথ কুতু, সৃষ্টিধর জোরাক্দারের ন্যে ৪৭৬০৯৭ লিখা যায় এই অংশে বাকী পড়ার উহাই বিলান হইবেক। ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে পৃথক হওয়া অংশ বাকী অবশিষ্ট ২৪৮৮৪ গণ্ডা যাচাই ৫৫৩১০ টাক। সমর জমার অনিমুখী দেবী অঘোরনাথ জিনাঙ্গ মুখোপাধ্যায়, কুমুদিনী দেবী আলি মাসরে গোরবরি মুখোপাধ্যায় লাবালক নন্দরুচ্য পাল চৌধুরী টেকলানে- দরী দাসী আন কছি ৩৭ বিজ্ঞানস গাণ : চৌধুরী বহেজ- নাথ মুখোপাধ্যায়, বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় স্বরং ও অছি আং হুতাংপচ্য মুখোপাধ্যায়, তিরালল চৌধুরী ন্যে ৪৭৬০৯৭ লিখা যায় এই অংশে বাকী পড়ার উহাই বিলান হইবেক।
৪৭৭ নং	শান্তনগর ৭২ ডা- জপুর।	গোপালচরণ মুখোপাধ্যায়, অনিমুখী দেবী অঘোরনাথ ও জিনাঙ্গ মুখোপাধ্যায়, ও কুমুদিনী দেবী আলি মাসরে গোরবরি মুখোপাধ্যায় লাবালক ও সীনলাথ মুখোপাধ্যায়, রামবক্স চেল্লাঙ্গিহা, নন্দরুচ্য পাল চৌধুরী, টেকলাসেখরী দাসী চৌধুরানী আলি অছি ৩৭ বিজ্ঞানস পাল চৌধুরী, বহেজনাথ মুখোপাধ্যায় বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় স্বরং অছি আং হুতাংপচ্য মুখোপাধ্যায় লাবালক ও তিরালল চৌধুরী, কুমু- দরী দেবী, অকরনি দেবী সীনলাথ মুখোপাধ্যায়, বৈষ্ণবী আলি মাসী জুবন- পাসার, ললিতোহন মুখোপাধ্যায় নিজারিনী দেবী আলি মাসী জুবন- মোহন মুখোপাধ্যায় লাবালক অক্ষরকুমার মুখোপাধ্যায় স্বরং জোরাক্দারী দেবী আলি মাসরে জীবনকৃষ্ণ ও মেবেজনাথ মুখোপাধ্যায় টেকলাঙ্গচ্য, কেত্রপাল বন্দোপাধ্যায় ও কেলাসচ্য কেত্রপাল বন্দোপাধ্যায় অছি আং কালীপদ ও তারাপদ বন্দোপাধ্যায় লাবালক। জুবনজানার দেন মোহনজোরাক্দার হুতাংনাথ, গিরিজানাথ, সতীজনাথ দ্বার চৌধুরী, ও মহেজনাথ দ্বার চৌধুরী, পার্জতীনাথ ও নরেন্দ্রনাথ ও অনরেন্দ্রনাথ দ্বার চৌধুরী ও তবতাবিনী দেবী, রাইম্বর মুখোপাধ্যায় স্বরং ও কন্দাধাক আং উমেশ্বর, যোগেশ্বর, অমৃতেশ্বর ও রাইম্বর মুখো- পাধ্যায়, গোবিন্দবিন দাসী।	৩৬৫২২	২৮/১	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে পৃথক হওয়া অংশ বাকী অবশিষ্ট ২: ৮/৪ গণ্ডা যাচাই ১৯০৭৭ পাট সমর ও ১৮১১ পাট পলি লাবালক রাইম্বর মুখোপাধ্যায় স্বরং ও কন্দাধাক আং উমেশ্বর, যোগেশ্বর, অমৃতেশ্বর, রাইম্বর মুখোপাধ্যায় ও গোবিন্দবিন দাসীর দ্বার ৩৫৮১০৯৭ ও পৃথক হওয়া অংশ ২: ১/২ গণ্ডা যাচাই ১৮১১/৩ পাট সমর ও ১১০০ পলি অংশ মেবেজনাথ দ্বার চৌধুরীর ন্যে ৩৫৮১২২ লিখা যায় এই অংশে বাকী পড়ার উহাই বিলান হইবেক।
৩৫৮ নং	খামার শীতলাপাং কুসনগর।		২৬৫৫৮ পু: ২৬.০	৩৫৮১০৯৭ ১৮/১১ ৩১৮১২২ ১১১১০ পু: ১৮	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে পৃথক হওয়া অংশ বাকী অবশিষ্ট ২: ৮/৪ গণ্ডা যাচাই ১৯০৭৭ পাট সমর ও ১৮১১ পাট পলি লাবালক রাইম্বর মুখোপাধ্যায় স্বরং ও কন্দাধাক আং উমেশ্বর, যোগেশ্বর, অমৃতেশ্বর, রাইম্বর মুখোপাধ্যায় ও গোবিন্দবিন দাসীর দ্বার ৩৫৮১০৯৭ ও পৃথক হওয়া অংশ ২: ১/২ গণ্ডা যাচাই ১৮১১/৩ পাট সমর ও ১১০০ পলি অংশ মেবেজনাথ দ্বার চৌধুরীর ন্যে ৩৫৮১২২ লিখা যায় এই অংশে বাকী পড়ার উহাই বিলান হইবেক।

W. V. G. FARMER,
Collector.

কালেক্টরী জিলা রংপুর।

বাকীর কর্দ মন ১২৯০ সাল বাঙ্গালীর লাগাএন কিস্তী কালক্রমে মোতাবেক ১৮৮৪ সাল লাগাএন কিস্তী কেরারি তদবের ২৮ মার্চ স্বর্ধ্যান্ত পর্বান্ত এবং তদপরে ভিন্ন ভিন্ন জিলার কালেক্টরীর হুতী হারা আদার হুতরা বাহা বাকী আছে তাহা ১৮৮৪। ২১ জুন মোতাবেক বাঙ্গালী ১২৯১ সাল ৮ আষাঢ় মনিবার অষ্টে কাছারিতে প্রকাশারণে নীলান হইবেক, ইতি।

ভৌজির নম্বর।	মহালের নাম ও পরগনা।	বাদিক।	সদর জমা।	বাকীর পরি- মাণ।	মন্তব্য।
৫৭	বড়াবাকী ও গরুরহাওলা চাকলে কাছির হাট।	শ্যামকুমার দাস, বামীন্দ্রনাথ দাস, কৃষ্ণমোহন চাকি জামিনি দাস, চন্দ্র গোবিন্দ দাস,	৫১৫।০০	১৮।১০	বামীন্দ্রনাথ দাসের ১৮৮৮ পাই সদর জমার অংশ ভাষার পৃথক হিসাব আছে তাহা ব্যতিত অপরাপর অংশ বাকী।
১০৭	রাধনগর নৌকা চাকলে কাছির হাট।	নৌদানন্দী দাস	১০৪১৫।১	৪২৮।০৪	
২২১	খোদপুরাধপুর ও গরুরহাওলা মৌজা পং পরগণা	জানকীবরত সেন, আহরা বেলম, রাহভমেছা ছাংবেরা খাজুর, ও ছরিয়ল আলম আবুল হোসেন চৌধুরী ওরফে ডোম্বা বিক্রা ও দুল্লার মিক্রা।	২৪০২৫।৫১	৫০৫।০৮	বাবু জানকীবরত সেন বেরখরিদা ১০ আশী অংশ বাকি দেওয়া গেল। তাহার পু- ত্র হিবাব খোলা গিয়াছে।
২২০	খামার কুরলা ও গরুরহাওলা পং পরগণা	খাজুর এনাএকুলা চৌধুরী অছিমমেছা চৌধুরী মহম্মদ নেজামুদ্দিন খা চৌধুরী।	২৫০৪৫।১১	১৮২।১০	খাজুর এনাএকুলা চৌধু- রীর বিশেষ ১ নম্বর হিসাব পৃথক বাহার সদর জমা ১০২৩।১৬ পাই ৫ অংশ ব্যতিত অপরাপর অংশ বাকী।
২৪১	চক হুগাঁপুর ও গরুরহাওলা মৌজা পং পরগণা	খাজুরমেছা বিবি চৌধুরানী এনাএকুলা বিক্রা, খাজুরানী বিবি চৌধুরানী, জনা ডুল্লা চৌধুরী খুসিরমেছা বিবি জজন বিবি চৌধু- রানী, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বৈলোক্যনাথ লাহিড়ী ম্যানেজার নেহালউদ্দিন, মহম্মদ নেজামউদ্দিন মহা মদ চৌধুরী, আ.মরমেছা বিবি খরৎ ও অলিঅছি পক্ষে আবদুল.ডক চৌধুরী নাবালগ।	১৮২২৫।৮	১৪।০৮	গবর্ণমেণ্টের উক্তাধীন অংশ বাহার সদর জমা ৪০১।০৮ পাই ৫ বাহার পৃথক হিসাব খোলা হইয়াছে তদ- বাদে অপরাপর অংশ বাকী।
৬২৭	আলিগাঁও পং	চন্দ্রশিখর রায়, গোপাল- চন্দ্র রায়, রাজলক্ষী চৌধুরানী, জামিনচন্দ্র চৌ- ধুরী, ইছাংবেরা চৌধুরানী বৈলোক্যনাথ লাহিড়ী ম্যানেজার পক্ষে কোজর চন্দ্রকিশোর রায় বাবা- নগ, জমায়রী চৌধুরানী কুড়াই সরকার।	৫২৮১৫।১১	১০৫।০৪	কুড়াই সরকারের নিজাংশ ১০ তিন আনা ৫ অংশ বাকী

RUNGPORE COLLECTORATE,

The 30th April 1884.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

H. J. NEWBERRY,

Offg. Collec'or.

ইহাঙ্গি জরি সংবাদ দেওয়া হইতেছে যে ১৯৯৯ সনের ১ জুলাইর ৬ খ্রিস্টাব্দের জিলা রাজসাহির মহাবর্তি নিম্নলিখিত মহাল সনক ১৮৮৪ সালের সাগা এম পিত্তী কেক্সসারি জরিবেশ প্রাপ্য বাকী মালিকজরি এবং অন্যান্য দায়েরা চলিত কাইন এবং অফিসের অনুসারে বাকী রাজস্বের দায় আদায় করা হইতে পারে তাহা জমিদার নিধিত ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন নোজাবেক নম ১২৯১ সালের ১৪ আদালত ওকবার তারিখে ই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছিরিতে বিনা ওকরে ও একাধ্য লিপায়ে দরখা হাইবে ।

[illegible]

রাধাকান্ত ভরকদার, যদুদাস ভৌমিক, রাধাসুন্দরী ভুবন-
মোহিনী, ভারাসুন্দরী দাসী, গিরিশচন্দ্র ভাস্করদাস, রাম-
কৃষ্ণ, জগদীশ, লক্ষণচন্দ্র ভরকদার, রামলাল ভরকদার, রাম-
দীনবন্ধু সান্নাল, রোহিণীকান্ত ভরকদার, রতিকান্ত ভরক-
দার কার্যাবধায়কপক্ষে বিশীলবিহারি ভরকদার, নাবালগ
শ্যামচাঁদ সাহা।

গোবিন্দপ্রসাদ ওরফে গরুপ্রসাদ সুকল, দুর্গাসুন্দরী দেবী
বক্তেশ্বরী দেবী, ভবসুন্দরী দাসী, অলি অধ্যক্ষপক্ষে
অক্ষয়চন্দ্র ও সতীশচন্দ্র সিংহ নাবালগান, মহারানী শিবে-
শ্বরী দেবী, মদনমোহন ঠাকুরের সেবাইত হরিমণি
দেবী, মুক্তকেশী দেবী, শ্যামচাঁদ সর্দার সাহা, মৌল্য-
মিনী দেবী, রাধা অটলবিহারী ঠাকুরের সেবাইত গিরি-
ধর দৌবে স্বয়ং ও অধ্যক্ষপক্ষে জোড়ারান দৌবে, গিরি-
মোহনদেবী অলি স্বয়ং ও অলি-ক্ষে এমদাসদান ওরফে
রসজান, জীবমোহন ওরফে ছোরমোহন বিবি, ভকজল-
আনি, ভকজলদীন, তরিকুল্লাবিশ্বাস, গরিবহোসন চৌধুরী
শাজদমোহন চৌধুরানী, হবিবমোহন খাতুন স্বয়ং ও অলি-
পক্ষে খোন্দকার জাহুদীন মাহাম্মদ ও আলফরোহা,
খাতুন ও মজিদমোহন খাতুন, উম্মেদমোহন খাতুন
নাবালগ অবিনাশচন্দ্র সিকদারের মাতা ও অলি দেব-
কুমারী দাসী, হরমণি দাসী, দক্ষিণাকুমারী দাসী
সোমেশ্বর, বিখেশ্বর, জিনাথ, শ্যামচাঁদ সিকদার।

মোট সদর জমা ৮৫৪৮/০ আনা ওয়াথে বিশেষ নং ১ মধু-
সুন্দর ভৌমিক সদর জমা ১৬০১/০ আনা বিশেষ নং ২
রাগকান্ত ভরকদার ৮০৮ আনা ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত
হিসাব পৃথক হইয়াছে ওসঙ্গে অবশিষ্ট একমালী জংশ
৬১৪৮/০ আনা সদর জমার বক্ত নোদাং হইবেক।

মোট সদর জমা মার পুলিস ৫৮০৮/০ আনা ওয়াথে বিশেষ
নং ১ মহারানী শিবেশ্বরী দেবী সদর জমা খাজানা
৭৩৭১/০ আনা পুলিস ৬৮০ আনা একুনে ৭৪৩১/০ আনা
বিশেষ নং ২ মির মোশাহেব আলি স্বয়ং অলিঅধ্যক্ষপক্ষে
মির এমদাসদান ওরফে রসজান নাবালগ, জীবমোহন
ওরফে ছোরমোহন নাবালগ, ভকজলআনি ভকজলদীন
তরিকুল্লাবিশ্বাস গরিবহোসন চৌধুরী ছাজদমোহন চৌধু-
রানী রতনমণি দাসী, হরমণি দাসী, দক্ষিণাকুমারী দাসী
মোমেশ্বর সিকদার বিশেষ স্বয়ং সিকদার দেবকুমারী দাসী
অলিঅধ্যক্ষপক্ষে অবিনাশচন্দ্র সিকদার, শ্যামচাঁদ সিকদার
জিনাথ সিকদার খাজানা ৬৫৩৮/০ আনা পুলিস ৫৮০ আনা
একুনে ৬৫৯৬/০ আনা বিশেষ নং ৩ গোবিন্দপ্রসাদ ওরফে
গরুপ্রসাদ সুকল খাজানা ১৫২৮৮ টাকা পুলিস ১৩১/০
আনা একুনে ১৬১১৮ আনা বিশেষ নং ৪ সারলাপ্রসাদ
সুকল খাজানা ১০৩৫১০ আনা পুলিস ৮৮৮ আনা একুনে
১০৭৪৮/০ আনা বিশেষ নং ৫ বক্তেশ্বরী দেবী খাজানা
৫৩২১৮ আনা পুলিস ৪১৮ আনা একুনে ৫৩৬৩৮ আনা
বিশেষ নং ৬ শ্যামচাঁদ সর্দার সর্দার খাজানা ১৬২৮ আনা
পুলিস ১৮ আনা একুনে ১৬৪৬/০ আনা বিশেষ ৭ নং
৮ মদনমোহন ঠাকুরের সেবাইত হরিমণি দেবী খাজানা
১৪৮০ আনা পুলিস ০/০ আনা একুনে ১৪৮০ আনা ১৮২৯
সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক করিয়াছে ওসঙ্গে
অবশিষ্ট একমালী জংশ খাজানা ২৯৬/০ আনা পুলিস
৮ টাকা সদর জমার বক্ত নোদাং হইবেক।

ক্রমিক নং	নাম মফসল ও পরগণা	নাম মাসিক	সরদার	সেবাকীর জমা নীলাম্বর	বৈকির
২৬৭	কিং পং নীমা ...	কানীচন্দ্র তালুকদার, তারাকুমার চৌধুরী, কৈলাসচন্দ্র দেবী চৌধুরী, নারায়ণ সৈয়দ চান্দুল ছেনামের মেনেজর বীর্ভক্সর সেন, নারায়ণ রাধাকান্ত চন্দ্রের কলিকরমণ্ডান বাবু	খাজানা ৪৪৭৩০ পুস ১০১ ৫৪৮৫১০	১০০১০ ১০০	মোট সরদার জমা মায় পুস ৪৪৭৩০ আনা তদ্ব্যপ্ত বিশেষ নং ৫৪৮৫১০ মফসল জমা মায় পুস ১০০১০ আনা খাজানা ৪৪৭৩০ আনা পুস ১০০১০ আনা আনা ১০০১০ মফসল ১১ আইনকর্তা হিসাব পুস ৫৪৮৫১০ আনা ১০০১০
২৬৮	উচ্চি বেলমদিয়া পং নীমা	রুমার শশিন্দ্রকুমার দাস, কুমার তালুকদার দাস, হর- গোবিন্দ বসু মেনেজরপক্ষে কুমার সিংহেশ্বর ও কুমার কালীশ্বর দাস নারায়ণ, কৈলাসচন্দ্র ভোমর, হুংসনন্দ, জানকীকান্ত মৈত্র, হরকর দেব, মধুকুমার দেবী, ঠাকুর দাস মৈত্র, তিলকর ওরফে রামচরণ মৈত্র, চন্দ্রমণি দেবী শ্যামচন্দ্র, বসন্তকুমার, বর্গ কান্ত, রামকান্ত মৈত্র, রাম- বিহারি, বিপিন হারি, পরশনারায়ণ চৌধুরী, রামলতা দেবী, রাধাকুমারী, জুবাইর, তারাকুমারী দাসী, গিরি- চন্দ্র তালুকদার, কুমার মতীন্দ্রনাথ দাস, রামজয়, রামলতা, হুংসনন্দ, হরকর, হুংসনন্দ, হুংসনন্দ, হুংসনন্দ, জলি পক্ষে বিপিন হারি, হরকর, মধুকুমারী দেবী, মানব ও কলিপক্ষে প্যারীচরণ মজুমদার নারায়ণ, জানকী, ওরফে প্যারীচরণ মজুমদার নারায়ণ, কান্ত মেন, মহারী দেবী, তবতী চৌধুরী, মনোমোহিনী দেবী	১০০২৫১০	৩৫১০	মোট সরদার জমা ১০০২৫১০ আনা তদ্ব্যপ্ত বিশেষ নং ৩৫১০ মফসল জমা ১০০২৫১০ আনা খাজানা ৩৫১০ আনা পুস ১০০২৫১০ আনা আনা ৩৫১০
২৬৯	মোট সিংহমার ওয়ারহ পং মেনে- গাঁও খালি	ভগবতীচরণ দাস, নারায়ণ রাধাকান্ত মফসল মাতা ও জলি মায় মফসলী দাস, চন্দ্রকান্ত চৌধুরী, তালুক- দার মৈত্র	খাজানা ১০০১১০ পুস ১০০ ১০৪৫১০	১০০১০ ১০১০	মোট সরদার জমা মায় পুস ১০৪৫১০ আনা তদ্ব্যপ্ত বিশেষ নং ১০৪৫১০ মফসল জমা মায় পুস ১০০১০ আনা খাজানা ১০৪৫১০ আনা পুস ১০০১০ আনা আনা ১০৪৫১০

২৯৬

কিং পঃ বোনাগাও
আইগার।

সৈয়দা দি, নীলাঙ্গ হাফাচরণ মওলানা মশী ও অসি
শাফিকুলী হাসান। দিনকু মাইন, আনন্দমোহন, টেক
ইন্ডাস্ট্রি দেয়া চৌধুরী, নারায়ণ চন্দ্রনন্দ চৌ
মেরনে নজর বোম্বোনে, করমাইন দুগড় অসি আক
গক্ষে গ্রানিটিন দুগড় নাবালগ

আজানা
১১০.১০০
পুলিস
১১০০
১১০৬৮০

১১০২১১০

৭১০

মোট সদর জমা মার পুলিস ১১৪৮১০ আনা উম্মেদা দিগের
নং ১ টেকনিসিয়ারী দেয়া চৌধুরী থানা ১২৬৩১.০
২১১ পুলিস ১০১১১ আনা একুনে ১১৭৪০ বিংশন ১০
টেকনিসিয়ারী চৌধুরী থানা ১০১১১/০ আনা পুলিস
১২১১০ আনা একুনে ১২৭৪০ আনা বৈশ্বনর ৩০০ রুমর
সেন বেনেজরপক্ষে সৈয়দা মারদুল হেলাব খাজনা
৪০৪৫০ পুলিস ৪৪০ আনা একুনে ৪৪০০ টেকনিসিয়ার
নং ৫ আনন্দমোহন মৈত্র ও মৈত্রী সারীল থানা
১৪১১৫ পুলিস ১৪১০ আনা একুনে ১৪৮৬০ আনা
১৮১২ নের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে। তল-
বাসে বিংশন নং ৪ করমাইন দুগড় অসি মধ্যপক্ষে
হাফাচরণ থানা ১১০৩১১০ আনা পুলিস ১০১/০
আনা একুনে ১০১০০ টেকনিসিয়ার ১৮১২ নের ১১ আইনমত
হিসাব পৃথক হইয়াছে তাহা ও একমাত্রী অংশ থানা
১০৮১০ আনা পুলিস ১০৮০ আনা একুনে ১০২১১
আনা সদর জমা মার বস্তু নীলাঙ্গ হইবেক।

সম্পূর্ণ মহাল নীলাঙ্গ হইবেক।

৭১২৫০০
৪০১০

হোজতুল্লাহ চৌধুরী, হোহিহুজা বেদুরী, জোহানতুল্লাহ
চৌধুরী, বিদিতুল্লাহ, মোহন বসুম গোমে, সৈয়দ
জাহিদ হোমেদ দি, আনন্দমোহন দি, আনন্দ-
মোহন দি, আহিকতুল্লাহ হি টেকনিসিয়ার আনন্দমোহন।

৩৩০
উন্নয়ন কৃষী পঃ
চাঁদনাই।

৩৭৮

কিং পঃ জুজরাপুর

মঃ এংলন মরাসিস, মারদে, শামান্দারী বর্ড, চক্ষু-নি বর্ড,
অসিগক্ষে গোলাবালি হি-ই মার।

১১০২৫০০

৪৭১১০

মোট সদর জমা ১০২১৫০ আনা উম্মেদা দিগের নং ১ মেঃ
এংলন, মরাসিস, মারদে, জমা ১১০০ আনা ১.০২
মার ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তলদানে এক-
মাত্রী অংশ নীলাঙ্গ হইবেক।

ইস্তাহার নামা কাচারী কালেক্টরী।—জিলা চট্টগ্রাম।

উহা দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাউতেছে যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার সম্মানসারে নিম্নলিখিত তালুকদারের ১৮৮৪ ইং ২৫ ফেব্রুয়ারি স্বয়ংস্ত পণ্যস্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোডসেস পাবলিকওয়ার্কসেস আদায়ের নিমিত্ত ১৮৮৪ ইং ১০ জুলাই মোতাবেক ১২৯ বাৎ ২৭ আষাঢ় রোজ রুহস্পতিবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাচারিতে বিনা ওজর প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে ইতি মন ১৮৮৪ ইং তারিখ ৯ মে।

নম্বর তালুক।	নাম তালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা।		বাকীর মন।	বাকীর সংখ্যা।			মন্তব্য।
			খাজানা।	সেস।		খাজানা।	সেস।	মোটা।	
৬ ১৮২৩	খানেন সাতগানিয়া মোজেন একোনা মহল নয়াবাদ।	খোদহাতি ...	১০১৭০০	৪৪১৬	১২২০ বাৎ	১১৭৯	০	১১৭৯	সম্পূর্ণ তালুক বিক্রী হইবে।
২০ ৪২০	খানেন ঐ মোজেন চাবল মহল নয়াবাদ।	কল্যাণ অক্ষয় লিং জাফর আলি রীয়া।	১১২০১০	১৭৬৮/৬	"	২২৪৯	২২০৯	২৪৬৯/৯	সম্পূর্ণ তালুক বিক্রী হইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 23rd May 1884.

C. A. SAMUELS,
Offg. Collector

ইস্তাহার নামা কাচারী কালেক্টরী।—জিলা চট্টগ্রাম।

উহা দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাউতেছে যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার সম্মানসারে নিম্নলিখিত তালুকদার ১৮৮৩ ইং ২৬ ডিসেম্বর স্বয়ংস্ত পণ্যস্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোডসেস পাবলিকওয়ার্কসেস আদায়ের নিমিত্ত ১৮৮৩ ইং ১০ জুলাই মোতাবেক ১২৯ বাৎ ২৭ আষাঢ় রোজ রুহস্পতিবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাচারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে ইতি মন ১৮৮৪ ইং ১৯ মে।

নম্বর তালুক।	নাম তালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা।		বাকীর মন।	বাকীর সংখ্যা।			মন্তব্য।
			খাজানা।	সেস।		খাজানা।	সেস।	মোটা।	
১১০ ১৮৩০	খানেন সাতগানিয়া মোজেন গণ্ডা- খানেন মহল নয়াবাদ।	খোদ ...	১১৪১১/০	২৬৮/০	১২২০ বাৎ	১৮৫৯	৮১৯	১২০৯	সম্পূর্ণ তালুক বিক্রী হইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 23rd May 1884.

C. A. SAMUELS,
Offg. Collector.

[গবর্নমেন্ট গেজেট ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

[illegible]

জিলা চট্টগ্রাম।

বাকী খাজানার আপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ অক্টোবর ৬ দ্বারাদ্বারা জিলা চট্টগ্রামের সম্ভাব্য মিল্লিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি শেষ তারিখে প্রাপ্য বাকী মিল্লিখাজার এবং অমান্য দাওয়া চুক্তি আইন এবং আইনের অনুসারে বাকী রাজস্বের মায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ৭ জুলাই তারিখ এই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে দিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে। ইতি সম ১৮৮৪ ইং তারিখ ১০ মে।

প্রথম শ্রেণীর কাএমি মহাল

বাকী রাজস্ব আদায়ের নিমিত্তে নিলাম হইবে।

নম্বর ভোক্তা	নম্বর মহাল।	নাম মহাল।	সদর জমা।	বাকীর পরিমাণ।	মন্তব্য।
২	১	৩৪ক অগোষ্ঠারাম ..	৭২৩৫/০	১২/০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে।
১৭	৪১	৩৪ক আবুল ফজল	৬৪৩৬/৭	১৩২৬০	এ
২৮	৫৪	৩৪ক কামদেবী রামা ..	৮৪৯/৯২	১৫৫৬১	১৮৫৯ সালের ১১ অক্টোবরতে হিসাব পৃথক আছে তদ্ব্যধা ১নং রাসচন্দ্র রায় প্রভৃতির অংশের মধ্যে ১০৭১৬/৫ পাই জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
১৫৯	৮০৪	৩৪ক ভুল্লভরাম, ফতে- য় বাব।	৮১৯৭	১৯৬১০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে।
২১৭	১১৪৩	৩৪ক মোজা হরিলা বাব ৩২ মজুত রাম জাজরি।	৬৯০৫/০	১৮৭৫৪	এ
২৪০ ৩৭	১২৪৩ ১৮৯৪	৩৪ক ইমাম রাস্তা ... ৩৪ক মামুন ঘো- না, বাব।	৬৯৭১/৪ ৫৬০১/০	১৫০১১/৪ ২৭	এ
৫০৩	১১০০	৩৪ক কামদেবী রামা ..	৯১৮৫/৫	১১৫৮৮	১৮৫৯ সালের ১১ অক্টোবরতে হিসাব পৃথক আছে তদ্ব্যধা ১০নং পীত- স্বর কাং ৪৮৫৯ পাঠ জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নী- লাম হইবে।
৫৩১	১৫১৭	৩৪ক কামদেবী রামা ..	৮১৯৭/৭	১০৫০	১৮৫৯ সালের ১১ অক্টোবরতে হিসাব পৃথক আছে তদ্ব্যধা ৮নং অবশিষ্ট মালিকের ৮০১/৮ জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নী- লাম হইবে।
৫৭০	১৯৩৩	৩৪ক মাজিদিরাম কা-	৮০৩৫৫/৩	১২১১/১০	১৮৫৯ সালের ১১ অক্টোবরতে হিসাব পৃথক আছে তদ্ব্যধা অবশিষ্ট মালিকানের ৭৪৫১/১১ পাই জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৬০৬	১৯২৫	৩৪ক ইমদুরাম বাব	১৭৩৭৫০	১১/৩	১৮৫৯ সালের ১১ অক্টোবরতে হিসাব পৃথক আছে তদ্ব্যধা ১নং আব- দুল্লা খাঁর ৭৮২৫/৬ পাই সদর জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৬১১	১৮৮০	৩৪ক আবদুল্লা মেথ মাহী ও ছা. মে মাহী ও ছা. মে	৬৭৮/০	১০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে।

C. A. SAMUELLS,
Offg. Collector.

জিলা বাকরগঞ্জ।

অমিদারি বিক্রয়ের টেন্ডার।

১৮৫৯ সালের ১১ অক্টোবর ৬ দ্বারা বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যে জেলা বাকরগঞ্জের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলা কালেক্টর সাহেবের আদেশে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ১৮ মার্চ দিবসে শেষ হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদার হইবার বিধি আছে তাহা আদার নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২০ জুন-১৮ মোঃ ১৩৩১ সনের ৮ আশ্বিন মঙ্গলবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৬ মে।

তফসীল।

মহালের শ্রেণী।	ভৌজির নম্বর।	মহালের নাম।	নাম মালিক।	সম্বল জমা।	বাকী বসন্তখা।	টেকিয়ত।
প্রথম শ্রেণী	১৪১৬	বাণ্ডাণর বসন্ত তাহ হিঃ ১০ আনী	কামিনীমোহন চক্রবর্তী রায় চৌধুরী হিঃ ৯১৫	১৪৫০/৩ মিনাহ অপর হিসাব পৃথক অংশের জমা— ১২৮০৬/১০ ২২৬১৬৫	১৬৬	এই হিসাব পৃথক হওয়া ১০৫ আনী অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
২	১৪১৭	ভৌনরুক্ষ সেন ও হরেন্দ্র সেন ও কমলরুক্ষ সেন ও গোবিন্দ দেব রায় ও লাগ- মানিকচন্দ্র বা- য় ও ধর্ম নাগ- রায় ও হরেন্দ্র মুখার্জী ও লুকা	হং দঃ—১ ডিল উমচরণ ভট্টাচার্য গরুহ	২২২১/৫ মিনাহ হিসাব পৃথক অংশ- শের জমা— ৫৪৩৫/২ ১৭৪১১০৩১	১৩২৫১	এই একমালি দঃ—১ ডিল অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
৩	১৭২৮	চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী ভালুক।	হিঃ ৬০০ আনী বরদাশ্রম চক্রবর্তী গরুহ	১০৬৬/৬ মিনাহ হিসাব পৃথক অংশের জমা— ১৩৩/৪ ২৩৩১/৭ ১৩০২১০০	১৫১/২	এই একমালি দঃ— আনী অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
৪	৩২৫৮	রত্নদি কালীকা- পুত্র লাগ- হিঃ ১০ আনী	হিঃ ১০৫—একমালি বগনী- মুরী দেবী চৌধুরী গরুহ	১৩০২১০০ মিনাহ হিসাব পৃথক অংশের জমা— ৫৪৫৫/৬১ ৮১৪১০৩১	১৫১	এই একমালি ১৩৫— কাল অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
৫	৩৪৩২	রুজনাপাষণ দাস ভালুক।	চণ্ডীচরণ রায় চৌধুরী গরু- হ	৬০৩০২১	১০১০০১	বোল আনা মজল নিলাম হইবেক।
দ্বিতীয় শ্রেণী	৪৫৪৬	পদ্মা ওরফে রন- তানপুরচর	চণ্ডীচরণ চক্রবর্তী গরুহ ...	৪২১৪১	২৪০০১	এই মজল মালিক মজল মালিকানা মিনাহ পরিয়া মালিক স্বত্তে ন্যাতি বন্দোবস্ত হওয়াতে মজল মজুরের বন্দোবস্ত স্থগীত- গণের বে. স্ব ও মজা আছে তাহা নিলাম হইবেক ইতি।
প্রথম শ্রেণী	৪৬২৩	কল্যাণ কলস ভোয়াবদমনা- মহিঃ	হিঃ ১১ আনী করণাশ্রম ভট্টাচার্য গরুহ	৬১৬১/১০ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা— ৩০৮০/১১ ৩০৮০/১১	২২১৪/১০	এই ১১ অর্ড আনী অংশ নিলাম হই- বেক ইতি।

মহালের শ্রেণী	ভৌজির নম্বর।	মহালের নাম।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকীর নম্বর।	টেকিয়ং।
দ্বিতীয় শ্রেণী	৫০০৭ নং মধ্যে ১ নং	চক ঢলুয়া মধ্যে ১ নং হাওলা	হুমেয়দি ...	৮১২৭	৬৪১৭	এই যেহাদি হাওলা নিলাম হইবেক।
এ	৫০০৭ নং মধ্যে ৩ নং	চক ঢলুয়া মধ্যে ৩ নং হাওলা	কেডাঙ্গি হাওলাদার গয়রহ...	১১৪২৭	৮৫০৭	এ
এ	৫০০৭ নং মধ্যে ৪ নং	চক ঢলুয়া মধ্যে ৪ নং হাওলা	তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় গয়রহ।	৮৫১৭	৬৪২৭	এ
এ	৫০০৭ নং মধ্যে ৮ নং	চক ঢলুয়া মধ্যে ৮ নং হাওলা	জামাল হাওলাদার গয়রহ...	৮৬১৭	৬৪৫৭	এ
এ	৫০০৭ নং মধ্যে ১২ নং	চক ঢলুয়া মধ্যে ১২ নং হাওলা	রহিমদী হাওলাদার গয়রহ...	৮৯২৭	৬৭৪৭	এ
এ	৫০০৭ নং মধ্যে ১৫ নং	চক ঢলুয়া মধ্যে ১৫ নং হাওলা	জামাল হাওলাদার গয়রহ...	১০৪১৭	১০৭১১৬	এ
এ	৫০০৭ নং মধ্যে ১৯ নং	চক ঢলুয়া মধ্যে ১৯ নং হাওলা	বেডাকী হাওলাদার গয়রহ...	৯০২৭	২০০৭	এ

R. C. DUTT,

Offy. Collector.

জিলা বন্ধমান।

জমিদারি বিক্রয়ের ইশ্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার দ্বারা অনুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান হইতেছে যে জিলা বন্ধমানের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলায় কালেক্টর সাহেবের আকীমে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেয় হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাণী আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোঃ ১২৯১। ১৪ আশ্বাঢ় দিবসে প্রকাশ্য নীলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২০ মে।

উফনীল।

প্রথম শ্রেণীর ইস্তমুরারি জমী দাখল হওয়া মহাল।

১৯ নং ভৌজীভুক্ত মহাল গির্দগ্রাম পরগনে আগী ডিঃ মঙ্গলকোট পূর্বস্থলী আউসগ্রাম, কাটোয়া মনোহর ও গাজুড় মালিক জীশ্রী অন্নপূর্ণার মেবাত ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভিনকড়া দেবী জগজ্ঞে মহেশ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নাবালগ মনমোহন হরিমোহন মনিমোহন, মনজমোহন, সুর্যমোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অলিঅছি মাতা হরমুন্দরী দেবী রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যদয়াল ও সত্যপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যজীবন ও সত্যমনন বন্দ্যোপাধ্যায় সাঃ তেলিনিপাড়া পরমজ্ঞচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাঃ তেলিনিপাড়া ডিঃ শ্রীরামপুর।

সদর জমা ৭৩১১১/৬১১০ টাকা

বাকী ১১১১/৬১ টাকা :

এই মহালে নিম্নলিখিত কয়েকটি পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শেষ হইয়াছে।

নবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১২১৮১/৭ টাকা পরমজ্ঞচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১২১৮১/৭ টাকা রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১২১৮১/৭ টাকা সত্যদয়াল ও সত্যপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২৭২০২ টাকা নাবালগ মনমোহন হরিমোহন, মনিমোহন মনজমোহন সুর্যমোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অলিমাতা শ্রীমতী হরমুন্দরী দেবী ১২১৮১/৭ টাকা।

৬৩ নং ভৌজীভুক্ত মহাল পলশনা দিগর পরগনে দেওয়া ভিবিজান কাটোয়া মালিক গৌরকিশোর চন্দ্র ও নাবালগ মনীন্দ্রনাথায়ণ চন্দ্র অলিঅছি ভ্রাতা ও আগ্রগঞ্জে স্বয়ং লক্ষ্মীনারায়ণ চন্দ্র, টেলোক্যনাথ চন্দ্র সাঃ জীবীটি ডিঃ কাটোয়া হরেকটাদ গোলেচা সাঃ আজিমগঞ্জ ডিঃ আশলপুর ভজহরিচন্দ্র ও বিদুর

[Government Gazette, 17th June 1884.]

চরণ চন্দ্র, পরমসুখ চন্দ্র ও নাবালগ আশুতোষ চন্দ্র জিহরিচরচন্দ্র চন্দ্রের অলিমহি মাতা জীমতা ডবতারিণী নামা সাং জীবাণী ডিঃ কাটোয়া হরমোহন চন্দ্র সাং এ ।

সদর জমা ৭৪০০।৮/১১ টাকা

বাকী ৪১৮।০ টাকা ।

এই মহালে হরমোহন চন্দ্রের নামে ৯২৭/৬ টাকা সদর জমায় একটি পৃথক হিগাব আছে এ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ।

৮৮ নং ভৌক্তিক মতাল মজকুরি পরগনে মজকুরি ডিঃ কাটোয়া ডিঃ বর্জমান, ডিঃ মনেশ্বর ও ডিঃ গাজুর মালিক ডোমনচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বন্দোয়ারিলাল বন্দোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, নীলমণি মুখোপাধ্যায়, পদ্মকুমারী দেবী, উমাপ্রসাদ ও আশুতোষ চৌধুরী অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, পরানচন্দ্র চৌধুরী, মাতঙ্গিনী দেবী শারদাপ্রসাদ ও অরুণাপ্রসাদ চৌধুরী নীলমণি চৌধুরী উপেন্দ্র ও মহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, মনমোহিনী দেবী দুর্গাদাস ও যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, রামদয়াল চৌধুরী, তিনকড়ি চৌধুরী, মতিলাল ও দিপীনবিহারী চট্টোপাধ্যায় নৃত্যকালী দেবী, যুক্তেশ্বরী দেবী দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়, ভবতারিণী দেবী, প্রসন্নময়ী দেবী, ভুবনচন্দ্র চৌধুরী, কালীবিষ্ণু স্মথারম্বর ও শশিভূষণ, মহেন্দ্র ও গোপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, অক্ষয়কুমার চৌধুরী জীনাথ চৌধুরী, রামানথ চৌধুরী সাং চাঁতুণী ডিঃ কাটোয়া ক্ষেতপাল চট্টোপাধ্যায় সাং দীর্ঘাট ডিঃ কাটোয়া গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য সাং সিদ্ধিপুর ডিঃ কাটোয়া দীননাথ চৌধুরী সাং চাঁতুণী ডিঃ কাটোয়া ।

সদর জমা ১৭২১।০ টাকা

বাকী ১৮৭ আনা ।

এই মহালে নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্যের নামে ৪৬৬৯ টাকা জমায় একটি পৃথক হিগাব আছে এ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ।

৯১৭৪ নং ভৌক্তিক মতাল সালকুণী পরগনে বর্জমান ডিঃ সাহেবগঞ্জ মালিক মেথ আলিমমুলা সাং শীকারপুর কেনারনাথ বন্দোপাধ্যায় সাং সালকুণী ডিঃ সাহেবগঞ্জ অধিকেশ বন্দোপাধ্যায় নাবালগ অলিমহি কল্যাণী দেবী সাং এ জীজী দুর্গা সাকুরানীর দেবী ও ঈশ্বরচন্দ্র রায়, গোরাচাঁদ রায়, নীলমণি রায় সাং আয়নাচাঁদাই ডিঃ সাহেবগঞ্জ কাজী মহম্মদ, কাজী নজবুল হক সাং ডিবিভান মঙ্গলকোট ।

সদর জমা ১৮২০।৫ টাকা ।

বাকী ১১৭৬৫ টাকা ।

এই মহালে নিম্নলিখিত একটি পৃথক হিগাব আছে এ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে, ঈশ্বরচন্দ্র ও কৈলাসচন্দ্র রায় ৩০৩৮/১০ টাকা ঈশ্বরচন্দ্র ও গোরাচাঁদ রায় ১৩০৮।১ টাকা ।

T. E. COXHEAD, Collector.

নীলামের নোটিস ।

এলেক্তারনামা কাছারি কালেক্টরী জিলা ১৪ পরগনা ।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আটনের ৬ তারিখতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে, জিলা ১৪ পরগনার নীচের লিখিত মতালের সন ১৮৮৮ সালের ২৮ মার্চ কিস্তীর বাকী দায়িত্ব ইংরাজি সন ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোতাবেক রাজস্ব সন ১২৯২ সাল ১৩ আট চক্রবার এ জিলার কালেক্টরীতে বিনা ওজর নীলাম ধরা যাইবেক ইংরাজি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৯ এপ্রেল ।

প্রথম শ্রেণীর এলুমুরারি জমা ধায়া হওয়া মহাল ।

২ নং পরগনে মাগুরা কিং কাক্সনবাড়িয়া ওগররহ লিখিত মালিক

দারকানাথ রায়চৌধুরী ওগররহ সদর জমা

... ২৮৩৩ ১/০ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আটনের ১০ খা দিতে ৭/৫৫ ২ দস্তী ১৪/১— আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এক মালীতে দারকানাথ রায়চৌধুরী ওগররহ নামে ৮/১৪৭ দস্তী ১১/১৫৮/১৮— আনার কাত সদর জমা ২৪৩১.১০ টাকা তারিখ সন ১২৯০ সালের লাং কালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৬/২ টাকা বাকী হওয়ার নীলামে ধরা গেল ।

১৪ নং পরগনে কলিকাতা কিং মদরসা বনগালি ওগররহ লিখিত

মালিক কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগররহ সদর জমা

... ২১১২৬৮.৪ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আটনের ১০ তারিখতে ৮৮ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এক মালীতে কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগররহ নামে ১২ আনার কাত সদর জমা ২১১২।৮ টাকা তারিখ সন ১২৯০ সালের লাং কালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭২৯ ১/২ টাকা বাকী হওয়ার নীলামে ধরা গেল ।

[গভঃ সেক্রেট ১৮৮৪ ১৭ জুন]

১৪৭ নং পরগনে কলিকাতা কি: বেওড়া ওগয়রহ লিখিত মালিক
টেকবলানাথ বিশ্বাস ওগয়রহ সদর জমা

... ৩৬৭ ১/২ টাকা মধ্য

সন ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ১০ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট
এজমাতে টেকবলানাথ বিশ্বাস ওগয়রহ নামে ১০ আনা রকম সদর জমা ১৮৩৬৭১০ ১১ টাকা
তাছাড়া সন ১২২০ সালের লাং কালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় না
হওয়াতে ৭৫১৮৪ টাকা বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল।

৬২৪ নং কি: পরগনে বালিয়া তরফ যজুবাটী ওগয়রহ লিখিত মালিক

আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগয়রহ সদর জমা মায় পুলিশ থানাদারি ... ৮৭১৮৩ টাকা মধ্য

সন ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ১/৬ = আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট
এজমাতে আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগয়রহ নামে ১৮১১১ - আনার কাত সদর জমা মায় পুলিশ
থানাদারি ৫৮১১ ১০ টাকা তাহা সন ১২২০ সালের লাং কালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের
২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় বাদে ১২ ৮১০ টাকা বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল।

৪-৫-৪১.

C. C. STEVENS, Collector.

জমিদারি বিক্রয়ের উল্লেখ্য।

১৮৫২ সালের ১১ আইনের ৬ ধারায় বিধান অনুসারে ইংলীশ দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে
জিলা চিত্রপুর অধস্তা ৩ নিম্নলিখিত মতাল সকল উক্ত জিলায় কোর্টের মাফেবের আফিসে বাকী রাজস্ব
এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেও তইলে বাকী রাজস্বের নায় প্রচলিত আইন
অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৩ জুন দিবসে প্রকাশ্য
নীতিতে নিবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৪ এপ্রিল।

তফসীল।

ক্রম নং।	ক্রম নং।	ক্রম নং।	নাম মহাল।	মালিকের নাম।	সদর জমা	বাকী কিং আনুয়ারি ১৮৮৪।	কৈফিয়ত।
১২৩৩	৭২	১৮৯	টামটা পুটীয়া জো- হাং বরদাখাত হিং ১৮১৩।—ক্রান্তি	গোবিন্দচন্দ্র দাস মণ্ডল- চন্দ্র দাস নন্দেন্দ্রচন্দ্র দাস উমাচন্দ্র সেন রজ- নীকান্ত সেন। শ্রীমতী উমাতারা জঃ মৃত স্বরূপচন্দ্র রায় পিং মৃত গোলোকচন্দ্র দেব। শ্রীমতী উমাতারা গুণী জঃ মৃত স্বরূপচন্দ্র রায় পিং মৃত কৃষ্ণমো- হন সেন সাং দারডা পং বরদাখাত ধানে খোলা।	১৭০৮	৫৩৫	প্রকাশ থাকে যে এই মহালের শেষ পুনঃবন্দোবস্তে সরকারি রাজস্ব ২২৩ টাকা ধায়া হওয়াছে এই জমা খবিন্দারের ১২২১ নং তইতে দিতে হইবে।
১২৩৩	৭০	১৮৯	ভিলচিঠা জোয়ার পং বরদাখাত হিং ১৮১৩।— ক্রান্তি।	গীচরণ দাস মজুমদার সাং নৈয়াইর পং জীচাইল, রামকির রায় সাং চান্দরাই প্রকাশ্য আমিরাবাদ কাণীচন্দ্র দে সাং তথা জীমতী জীমতি সাং তথা, মাধবচন্দ্র দাস সাং রায়পুর পং বিক্রমপুর, জগবন্ধু দাস সাং তথা বঙ্গচন্দ্র দাস সাং তথা দারিকানার দাস সাং তথা।	৬৬৩৮৩	২০৬/১০	

7-5-84.

J. A. HOPKINS, Collector.

জেলা বণ্ডার কালেক্টরী।—বাকী খাজনার জাপনপত্রের পাঠ।

ইতার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাউতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ অক্টোবর ৩ খাতায়াবে জিলা বণ্ডার বখাবর্জী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ১৮ মার্চ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজাবী এবং অন্যান্য দায়ের চলিত আইন এবং আক্টের অমুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাউতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ১৫ জুলাই তারিখে এই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে। ১৮৮৪। ৯ জুন।

তপসীল মহাল।

ভৌমিক নম্বর ও মহালের নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।	বাকী।	টেকিয়ং।
নং ১০১৩৩৩৩৩ বেতার পং শেনবর্ষ।	সৈয়দানী তুরমুছা বিবি চৌধুরানী পরহ।	৬৫৩৭/১১	৮/১১	প্রকাশ থাকে যে এই মহালের মধ্যে সৈয়দানী তুরমুছা বিবি চৌধুরানী প্রভৃতির নামে ৫৮৫৫৫৫ পাউ সদর জমায় যে ১৬ নম্বর হিসাব পৃথক আছে তাহা বাদে নিম্নলিখিত অবশিষ্টাংশ নিলাম হইবে।
এ	আখারমন, চক্ষিকেশোর, কালীকেশোর মুন্সী, আখিরমুছা বিবি, লাল সিংহ স্বয়ং ও অলিউড়ি ফেচুদিলাল, পান্নালাল, ও অক্ষয় সিংহ নাবালক, ও হীরালাল সিংহ	৬৮১১/৩১	৮/১১	
নং ১৮১১ ডঃ কাফার শেনবর্ষ।	কাদেহারেছা বিবি প্রভৃতি	৭৪৩/৪	৬/৭৫	প্রকাশ থাকে যে এই মহালের মধ্যে কাদেহারেছা বিবি প্রভৃতির নামে ১৫৮/ আনা সদর জমায় যে ৬ নম্বর হিসাব পৃথক আছে তাহা বাদে নিম্নলিখিত অবশিষ্টাংশ নিলাম হইবে।
এ	আনন্দকিশোর তরফদার গৌরমুঞ্জরী দাসা প্রভৃতি।	৫৮৪১/৮৪	৬/৭৫	

J. J. LIVESAY, Collector.

NOTICE.

Notice is hereby given, to all whom it may concern, that from and after 1st Baisakh 1291 B. S., we have, by petition through our pleader Baboo Sasi Bhusan Mukurjea to the Judge and Magistrate and Collector of Moorshedabad, discharged all our previous General Agents and Am-Mukhtars, and that thenceforward we shall not be responsible for the acts of other persons. Henceforward our only General Agent is our brother-in-law (Deor) Baboo Sita Kanta Mookurjea, under General Power No. 22 of 1884, of Dinagepur Sudder Sub-Registry Office.

শ্রীমতী গিরিজামনি দেব্যা।

শ্রীমতী ব্রজমুন্দরী দেব্যা।

(12—3)

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, for cash only, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 16, ans. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, for cash only, at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 10, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

[সর্বস্বেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

গবর্ণমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত স্বরনাশক সিন্‌কোনা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেন্টে কন্সটারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬।০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫।০ টাকা ৮ আউন্স টীন ১০।০ টাকা; ১ পাউণ্ড টীন ২০. টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়; উপরের লিখিত মূল্য বাতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ১০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৫০ বার আনা, ডাকমাশুল দিতে হইবে।

স্বরনাশক দানাবাঙ্কা সিন্‌কোনা।

লাল সিন্‌কোনা ছালা ইহাতে গবর্ণমেন্টের কারখানায় প্রস্তুত হুঃন ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহা পানী বাঙ্কেনা, এরূপ সামান্য স্বরনাশক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেন্টের কন্সটারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্য দিয়া ২৪. টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২. টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাইতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ৫০ বার আনা ডাক মাশুল লাগিবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 24; packing and postage Re. 1-12.

“The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books for those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of Vedic hymns is not required of the more advanced student's only, yet, as soon as editions, translations, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, it is not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot converse of the ancient Rishis of his country.—Extract from Preface.

OFFICE OF SUPR. GOVT. PRINTING, No. 166, Pharamtolah Street, Calcutta.

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বাক্সাল সেক্রেটেরিওট যন্ত্রাণে বিকরণে আছে।

বারিটার-আট-লা ও জিঞ্জি-সী-র বঙ্গদেশের নিবিল সর্কিলে নিযুক্ত বর্জমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেজি-কমিশানের সম্বন্ধ, সনর টেম্পলের ইন্সট্রুসি. ডি. ফিল্ড. এম. এ. ও এল. এস. ডি. সাইটের এণ্ডী ও বঙ্গদেশের ইন্সট্রুসি. সেক্রেটেরিওট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন এদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রত্যাধিকার আইন সংহিতা।

একর খামি পুস্তকের মূল্য ৫. পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাক্সাল সেক্রেটেরিওটের অ্যাকৌন্ট্যান্টের নিকট একর খামি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

সহায়।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

[Government Gazette, 17th June 1894.]

NOTICE.

The 21st February 1883. —The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

<i>For the Mofussil.</i>		Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	..
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal					
...	4	0	0	..
Postage	1	0	0	..
For a single copy—					
Entire Gazette	0	1	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offy. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাংলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাসুল এই অর্ধ নিম্নলিখিত দ্বারে অগ্রিম নির্দিষ্ট হইবে :—

মফঃসলে ।

			টাকা ।
সম্পূর্ণ গেজেট	১০ ০ ০	১০
ডাকমাসুল	২ ৮ ০	২ ৮ ০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের দায়তাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)			
...	৪ ০ ০	৪ ০ ০
ডাকমাসুল	১ ০ ০	১ ০ ০
সম্পূর্ণ এক খানি গেজেটের মূল্য	১ ০ ০	১ ০
ডাকমাসুল	০ ১ ০	০ ১ ০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠার তাহার নূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)			
...	০ ৮ ০	০ ৮ ০
ডাকমাসুল	০ ১ ০	০ ১ ০

কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাসুল লাগিবে না ।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং ছোট সেক্রেটারী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৩। ১৭ জুন।]

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,

Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 17th December 1882

NOTE—Rates for advertisements in the CALCUTTA GAZETTE

	Rs.
Full page, per issuo	20
Half	10

Casual advertisements.—4 annas per line.

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাংলা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেট দেওয়া যাউবে না; ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মন্তব্যের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্নমেন্টের কার্যালয় কিম্বা গবর্নমেন্টের কর্মকর্তাদের কর্মস্থানীয় কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট জ্ঞাপনপত্রাতিতে পুস্তকাদি প্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কন্ম করিতে চাহিলে ত্রিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আর্কাইভসের নিকট অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার দি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাউবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিক্টেট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর / এক কপা পাঠাতে হইবে।

সি, ডবলিউ, বোল্টন,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের চোট সেক্রেটারী।

১৮৮২ সালের ১০ ডিসেম্বর।

মন্তব্য — কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার ছাব এইঃ—

	টাকা।
পূর্বা এক পৃষ্ঠা একই বার প্রকাশ করণের	২০
আধ পৃষ্ঠা	১০
কখনই ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একই পৃষ্ঠা	১০

বিজ্ঞাপন।

রাজকাগোপালকে বঙ্গদেশের স্ত্রিমস্ত্রীর আইনের প্রসারিত হইলে কলিকাতার স্প্রিন্সলেড ওয়েস্ট টৌনহালের জাতীয়ত বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগের আপিসে রেজিস্ট্রারের নামে শিরোনাম দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্নমেন্ট প্রেসে, থাকার স্প্রিং কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[*Government Gazette, 17th June, 1884.*]

কলিকাতা প্রেসিং অফিসী জেল বঙ্গালয়ে গবর্নমেন্টের জন্যে জীযুৎ এডউইন্স মারিস লুইস সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

